म

সংসদ
বাঙালী চরিতাভিধান

সংসদ
বাঙালী চরিতাভিধান

[প্রায় সাড়ে তিন সহস্র জীবনী-সম্বলিত আকরগ্রন্থ]

প্রধান সম্পাদক
শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম.এ., পি-এইচ.ডি.
(যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের
প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক)

সম্পাদক
শ্রীঅঞ্জলি বসু

সাহিত্য সংসদ
৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ
মে ১৯৭৬

প্রকাশক
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত
শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড
৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা - ৭০০ ০০৯

মুদ্রক
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
আভা প্রেস
৬বি, গড়পাড়া রোড
কলিকাতা - ৭০০ ০১৫

মূল্য : চল্লিশ টাকা মাত্র

প্রকাশকের বক্তব্য

মনীষী কার্লাইল বলেছেন যে, ইতিহাস মহামানবের চরিত্রের সমষ্টিমাত্র। এ দাবির মধ্যে অত্যুক্তি থাকতে পারে, কিন্তু এ কথা কেউ অস্বীকার করবেন না যে মানুষই মানুষের ইতিহাস রচনা করে এবং এই ইতিহাস-রচনায় শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট মানবের দান সমধিক স্মরণীয়। শিক্ষায় সংস্কৃতিতে উন্নত দেশে জীবনীগ্রন্থ এবং চরিতাভিধান-জাতীয় গ্রন্থের প্রকাশ যথেষ্ট। আমাদের দেশেও জীবনী-গ্রন্থের প্রয়োজন বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই অনুভব করে থাকেন। বাংলা ভাষায় এই জাতীয় গ্রন্থ বেশ কয়েকখানা রচিতও হয়েছে। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চরিতাভিধান', শিবরতন মিত্রের 'বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক', হরিমোহন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'বঙ্গভাষার লেখক', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা', শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার সঙ্কলিত 'জীবনীকোষ', সুধীরচন্দ্র সরকার সঙ্কলিত 'জীবনী-অভিধান' ছাড়াও নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'বিশ্বকোষ', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 'ভারতকোষ' প্রভৃতি সঙ্কলন-গ্রন্থে এবং কোন কোন বাংলা অভিধানেও জীবন-চরিত সন্নিবিষ্ট হয়েছে। বাংলা ভাষায় রচিত এইসব জীবনী অভিধানে সর্বভারতীয় ও বিদেশীয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পৌরাণিক চরিত্র সঙ্কলিত আছে; আর কোন কোন চরিত-গ্রন্থে বিশেষ কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির জীবনী প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। সাহিত্যিক, শিল্পী, বিপ্লবী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের জীবনীকোষ এর উদাহরণ। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে সর্বঅবস্থায় বাঙালীর এবং বাঙলাদেশে যাঁরা নিজেদের ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন তাঁদের পরিচায়ক জীবনী-অভিধানের একান্ত অভাব আছে। সেই অভাব পরিপূরণের কাজে সাহিত্য সংসদ এই "বাঙালী চরিতাভিধান" গ্রন্থ প্রকাশনে উদ্যোগী হয়েছে। সুধী পাঠকসমাজে গ্রন্থখানি সমাদর লাভ করলে আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব এবং এর ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে অনুগৃহীত হব।

শ্রীপঞ্চমী
২২ মাঘ, ১৩৮২

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

ভূমিকা

যেসব ব্যক্তি তাঁদের কর্ম বা সৃষ্টির দ্বারা বাঙলার ইতিহাস ও বাঙালীর জীবনে ছাপ রেখে গেছেন পরলোকগত সেই কৃতী সন্তানদের জীবনী এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ঐতিহাসিক কাল থেকে ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এর পরিধি। এই পরিধি বিরাট, কিন্তু এই সময়কার লিখিত ইতিহাস বা বিবরণ সর্বক্ষেত্রে সহজপ্রাপ্য নয়। তাছাড়া জীবনী-সংগ্রহের কাজে তথ্যের অপ্রতুলতাও একটা মস্ত বড় বাধা। তা সত্ত্বেও সংকলনের কাজ যাতে ত্রুটিমুক্ত হয় তজ্জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে।

বাঙলার সীমানা আবহমান কাল ধরে সুনির্দিষ্ট থাকে নি—তার অদল বদল ঘটেছে বহুবার। কাজেই বাঙালী ও বাঙলাদেশের পরিধি নিয়ে বিদ্বৎমহলে যথেষ্ট তর্কের অবকাশ থাকতে পারে। তবে এ গ্রন্থে মানভূম, সিংভূম ও মিথিলার কিয়দংশ সমেত সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ, বর্তমান বাংলাদেশ, ত্রিপুরা ও আসামের অঞ্চল বিশেষ নিয়ে বাঙলাদেশের ভৌগোলিক সীমা নির্দিষ্ট হয়েছে। এই অঞ্চলের মধ্যে বসবাসকারী বা বাইরে থেকে আগত অথবা বিদেশীয় যেসব ব্যক্তি বাঙলার দর্শন, রাজনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ-জীবনে তাঁদের অবদান রেখে গেছেন এবং যেসব বাঙালী বাঙলার বাইরে তাঁদের কীর্তি স্থাপন করেছেন তাঁদের জীবনী নিয়ে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত জীবনী-রচনায় উল্লেখযোগ্য তথ্য যাতে বাদ না পড়ে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। খ্যাতিমান্ ব্যক্তির জীবনীর পাশাপাশি অখ্যাত ব্যক্তির জীবনীও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যাতে বঙ্গমাতার সেইসব সুসন্তানদের স্মৃতি বিলুপ্ত না হয়ে যায়। অনেক ব্যক্তির কর্মজীবনের বিস্তৃত কোনও তথ্য না পাওয়া গেলেও ঐতিহাসিক বিশেষ কোন ঘটনার অংশীদার হিসাবে তাঁদের নাম উল্লিখিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে অল্পখ্যাত অথচ কর্মময় বর্ণাঢ্য জীবনের যতটুকু প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া গিয়েছে তা প্রায় সবটুকুই সন্নিবিষ্ট হয়েছে, কারণ অন্যত্র এ তথ্য সহজলভ্য নাও হতে পারে।

এই গ্রন্থে প্রয়োজনবোধে কোন কোন স্থানে ইংরেজী শব্দ ও বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। যথাসম্ভব ইংরেজী সন-তারিখ দেওয়া হয়েছে। তবে যেখানে নির্দিষ্ট বঙ্গাব্দের উল্লেখ রয়েছে সে ক্ষেত্রে তাকে খ্রীষ্টাব্দে রূপান্তরিত করা হয়নি। এ দেশে সন-তারিখ সম্বন্ধে সাধারণের অনীহার ফলে জীবনী-রচনায় সঠিক সময়টি স্থির করার কাজে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছে। উল্লিখিত উপাদান ও সেই সংক্রান্ত সন-তারিখ বিভিন্নভাবে মিলিয়ে নিয়েও অনেক ক্ষেত্রে সন্দেহ থেকে গেছে। এ বিষয়ে সহৃদয় পাঠকবৃন্দ তাঁদের মতামত জানালে সংশোধনের চেষ্টা করা যাবে।

সংকলনকালে ভবিষ্যৎ গবেষকদের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে উপাদান উল্লেখের চেষ্টা হয়েছে। স্বয়ংসম্পূর্ণতা অপেক্ষা এই প্রয়োজন সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে যে-কোন অভিধানকেই ক্রমশঃ প্রকাশ্য বা ক্রমবর্ধমান গ্রন্থ বলে ধরে নিতে হবে ; কোন একটা বিশেষ সময়ে তার ছেদ টানা যেতে পারে না। সংগ্রহের এবং সংস্কারের কাজ চলতেই থাকবে, সম্ভব হলে পরবর্তী কালে সংযোজিতও হবে।

জীবনী রচনায় নিম্নলিখিত ক্রম-অনুযায়ী তথ্যাদি সন্নিবেশিত হয়েছে—নাম, পদবী, উপাধি, বন্ধনীর মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু তারিখ, জন্মস্থান বা পৈতৃক নিবাস ও পিতার নাম। জীবনীর

শেষে 'উৎস-নির্দেশ' তালিকানুযায়ী সংখ্যা চিহ্নিত হয়েছে। সংকলনের কাজে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাদি ছাড়াও বহু ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এবং অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি আলোচনা করে তথ্যাদি সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে। কতিপয় ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহে নিরাশ হলেও অধিকাংশ সময়ই বহু ব্যক্তির কাছ থেকে নিঃস্বার্থ এবং কয়েক স্থলে আশাতীত সহযোগিতা পাওয়া গেছে।

গ্রন্থটির মুদ্রণের কাজ শুরু হয় ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। নানা কারণে মুদ্রণ সমাপ্ত করতে দীর্ঘ দু বছর লেগে যায়। মুদ্রণ চলা কালে সংগৃহীত জীবনীগুলি যথাস্থানে সংযোজিত না হওয়ায় পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে।

এই গ্রন্থ-রচনার পরিকল্পনা করেন সাহিত্য সংসদের কর্ণধার শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত। এ ব্যাপারে প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁকে সাহায্য করেন শ্রীগোলোকেন্দু ঘোষ। জীবনী-সংগ্রহ ও সংকলনের একটি বৃহৎ অংশের দায়িত্ব পালন করেন শ্রীপ্রতীপ দত্ত। তাঁর ধৈর্য নিষ্ঠা ও উৎসাহের ফলেই পরবর্তী কাজ সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে অগ্রসর হতে পেরেছে। শ্রীমনোমোহন চক্রবর্তী ও শ্রীপঙ্কজ মুন্সী এই গ্রন্থ প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। এই পুস্তক রচনায় শ্রদ্ধেয় শ্রীরাধারমণ মিত্র মহাশয়ের কাছে যখনই কোন সমস্যা উপস্থাপিত করা হয়েছে, তিনি সস্নেহে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত জ্ঞাপন করে আমাদের সাহস দিয়েছেন। বাংলা দেশের জনাব আবুল হাসানাৎ তাঁর দেশের কয়েকজনের জীবনী লিখে পাঠিয়ে এ গ্রন্থকে সমৃদ্ধ করেছেন। এছাড়াও এই গ্রন্থ সম্পাদনায় নানাভাবে সাহায্য করেছেন শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ, শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, শ্রীসন্তোষকুমার বসু, শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপূর্ণ চক্রবর্তী, শ্রীপ্রদ্যোত গুপ্ত, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, শ্রীসুনীল দাস, শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্ত, শ্রীরতন দাস এবং আরও অনেক সহৃদয় ব্যক্তি। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

৫ ফেব্রুয়ারী
১৯৭৬

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
শ্রীঅঞ্জলি বসু

সংসদ
বাঙালী চরিতাভিধান

অকিঞ্চন (১৭৫০ - ১৮৩৬) চুপী—বর্ধমান। ব্রজকিশোর রায় (বর্ধমানরাজের দেওয়ান)। প্রকৃত নাম রঘুনাথ রায়। অকিঞ্চন-ভণিতায় তাঁর বহু উৎকৃষ্ট শ্যামাসংগীত ও কৃষ্ণ-বিষয়ক গান পাওয়া যায়। দিল্লীর বিখ্যাত ওস্তাদের কাছে সংগীত শিক্ষা করেছিলেন। সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। বর্ধমানরাজের দেওয়ানী লাভ করেছিলেন। কিন্তু পরমার্থ-চিন্তায় কিছুকাল পর তিনি দেওয়ানী ত্যাগ করেন। [১]

অকিঞ্চন দাস। সহজিয়া সম্প্রদায়-ভুক্ত প্রাচীন কবি। 'শ্রীচৈতন্যভক্তিরসাত্মিকা', 'শ্রীচৈতন্যভক্তি-বিলাস', 'ভক্তিরসালিকা', 'ভক্তিরসচন্দ্রিকা' প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ সম্ভবত ১৭শ শতাব্দীর শেষ ভাগে তিনিই রচনা করেছিলেন। তা ছাড়া রামানন্দ রায় রচিত 'জগন্নাথবল্লভ'-নাটকের বাংলা অনুবাদও তাঁরই কৃত। অকিঞ্চন দাস নামে একজন পদকর্তার কয়েকটি পদও আছে। উভয়ে অভিন্ন কিনা জানা যায় না। [১,৩]

অক্রূরচন্দ্র সেন। পুঁথি সংগ্রাহক। তাঁর বিভিন্ন সংগ্রহের মধ্যে সঞ্জয়ের মহাভারতের একটি মূল পুঁথি এবং রামনারায়ণ ঘোষের 'নৈষধ উপাখ্যান', 'সুধন্বাবধ' ও 'ধ্রুব-উপাখ্যান' উল্লেখযোগ্য। [১৩৩]

অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় (১১.১২.১২৬৫ - ২১.৬.১৩৫৫ ব.) দাঁইহাট—বর্ধমান। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। 'ভট্টাচার্য পরিবার' ও 'বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্ব' গ্রন্থের রচয়িতা। গ্রামে স্ত্রীর নামে 'ত্রাণদাসুন্দরী মাতৃসদন' প্রতিষ্ঠা করেন। [৫]

অক্ষয়কুমার দত্ত (১৫.৭.১৮২০ - ১৮.৫. ১৮৮৬) চুপী—বর্ধমান। পীতাম্বর। যে সকল মনীষীর আবির্ভাবে ১৯শ শতাব্দীতে বাঙলার নব-জাগরণ যুগের প্রবর্তন হয়েছিল, অক্ষয়কুমার তাঁদের অন্যতম। দারিদ্র্য, বাল্যে পিতৃবিয়োগ, দীর্ঘকালব্যাপী অসহ্য পীড়া প্রভৃতি নানা বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তাঁর বহুমুখী প্রতিভার স্ফুরণ হয়েছিল। ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে বছর-দুই পড়ার পরেই, পিতৃবিয়োগের ফলে পড়া ছেড়ে তাঁকে অর্থোপার্জনে উদ্যোগী হতে হয়। বিদ্যালয় ছাড়তে বাধ্য হলেও, সারা জীবনই তিনি পড়াশুনা করে গেছেন। কাল-ক্রমে বিবিধ বিষয়ে এবং ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি বিভিন্ন বিদেশীয় ভাষায় গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। কিশোর বয়সেই সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় এবং হিন্দুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে উঠেছিলেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে 'অনঙ্গমোহন' কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। যৌবনারম্ভে তিনি ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার জন্য ইংরেজী সংবাদপত্র থেকে প্রবন্ধাবলীর বঙ্গানুবাদ শুরু করেন। এইভাবেই গদ্যরচনার সূত্রপাত। ১৮৩৯ খ্রী. তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হন এবং কিছুদিন এই সভার সহ-সম্পাদক ছিলেন। ১৮৪০ খ্রী. তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন এবং পরের বছর তত্ত্ববোধিনী সভা তাঁর রচিত বাংলা ভূগোল প্রকাশ করে। ১৮৪২ খ্রী. টাকির প্রসন্নকুমার ঘোষের সহযোগিতায় 'বিদ্যাদর্শন' মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। দু'টি সংখ্যার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৬.৮.১৮৪৩ খ্রী. অক্ষয়কুমারের সম্পাদনায় ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। রচনাসম্ভারে ও পরিচালনার গুণে পত্রিকাটি শ্রেষ্ঠ বাংলা সাময়িকপত্রে পরিণত হয়। পত্রিকাটিতে তত্ত্ববিদ্যা সাহিত্য দর্শন ইতিহাস পুরাতত্ত্ব বিজ্ঞান ভূগোল প্রভৃতি নানা-বিষয়ক প্রবন্ধ থাকত। সচিত্র প্রবন্ধও থাকত। স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার ও হিন্দু-বিধবাদের সমর্থনে এবং বাল্যবিবাহ ও বিবিধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুক্তিবহুল বলিষ্ঠ লেখাও এতে প্রকাশিত হত। নীলকর সাহেব ও জমিদারদের প্রজাপীড়নের বিরুদ্ধে অক্ষয়কুমার এই পত্রিকায় নির্ভীকভাবে লেখনী চালনা করেন। ১২ বছর এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ২১.১২.১৮৪৩ খ্রী. তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অপর ১৯জন বন্ধুর

সংগে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। এই দলই প্রথম দীক্ষিত ব্রাহ্ম। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদে বিশ্বাসী অক্ষয়কুমার বেদের অভ্রান্ততা স্বীকার করতেন না। এ সম্পর্কে তিনি যে আন্দোলন আরম্ভ করেন, তার ফলে দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রাহ্মসমাজ শাস্ত্রের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস বর্জন করেন। ব্রাহ্মসমাজে সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষায় ঈশ্বরোপাসনার তিনি অন্যতম প্রবর্তক। পরে তিনি প্রার্থনাদির প্রয়োজন স্বীকার করতেন না এবং শেষ বয়সে অনেকটা অজ্ঞাবাদী হয়ে পড়েন। ১৭.৭.১৮৫৫ খ্রী. বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতায় নর্ম্যাল স্কুল স্থাপন করে অক্ষয়কুমারকে মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু শিরোরোগের প্রাবল্যের দরুন তিন বছর পর এই কাজ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তখন তত্ত্ববোধিনী সভা থেকে তাঁকে মাসিক ২৫ টাকা বৃত্তিদানের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু অল্পকালমধ্যেই পুস্তকাবলীর আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি বৃত্তিগ্রহণ বন্ধ করেন। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' নামক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা-গ্রন্থটি তাঁর শ্রেষ্ঠকীর্তি (প্রথম ভাগ ১৮৭০, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৮৩)। গ্রন্থখানির সুদীর্ঘ উপক্রমণিকায় তিনি আর্যভাষা ও সাহিত্যের প্রধান শাখাত্রয় (ইন্দো-ইউরোপীয়, ইন্দো-ইরানীয় এবং বৈদিক ও সংস্কৃত) সম্বন্ধে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেন। এর আগে কোন ভারতবাসী ভাষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করেন নি। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে জর্জ কুম্ব-এর লেখা Constitution of Man অবলম্বনে রচিত 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (প্রথম ভাগ ১৮৫২, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৩), 'ধর্ম-নীতি' (১৮৫৫) এবং 'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্র-যাত্রা ও বাণিজ্যবিস্তার' (১৯০১) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত গ্রন্থখানি তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমারের 'চারুপাঠ' (প্রথম ভাগ ১৮৫২, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৪, তৃতীয় ভাগ ১৮৫৯) সেকালে অত্যন্ত সমাদর লাভ করে। 'পদার্থবিদ্যা' (১৮৫৬) তাঁর রচিত আরেকখানি উৎকৃষ্ট পাঠ্যপুস্তক। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলী রচনা-কালে তিনি বৈজ্ঞানিক পরিভাষাও অনেক পরিমাণে সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন। তাঁর গদ্যরচনা শব্দবাহুল্য-বর্জিত স্পষ্ট তথ্যনিষ্ঠ যুক্তিনির্ভর ও প্রসাদগুণ-সম্পন্ন। স্বাদেশিকতাও ছিল অক্ষয়চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। মাতৃভূমি থেকে যাবতীয় অন্ধ-বিশ্বাস, কুসংস্কার, কদাচার ও দুর্বলতা দূর করাই ছিল তাঁর ব্রত। তাঁর অভিমত ছিল যে জাতীয় ভাষা ও জাতীয় ধর্ম শিক্ষা না করলে, ইংরেজ জাতির ভাষা ও ধর্ম ভারতবর্ষকে নিশ্চিত গ্রাস করবে। সেইজন্য তিনি বাংলা ভাষার মাধ্যমে সকল বিষয় শিক্ষাদানের পরিকল্পনা করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন কঠোর নীতিপরায়ণ বিনয়ী ধার্মিক এবং দরিদ্রের প্রতি দয়াশীল। কবি সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর পৌত্র। [১,৩,৭,৮]

অক্ষয়কুমার নন্দী (১২৮৬ - ২৯.৭.১৩৭৬ ব.) কলিকাতা। 'মাতৃভূমি' পত্রিকার সম্পাদক ও 'বিলাত ভ্রমণ' গ্রন্থের রচয়িতা। ১৯২৪ ও ১৯৩১ খ্রী. যথাক্রমে লণ্ডন ও প্যারীতে আন্তর্জাতিক শিল্পপ্রদর্শনীতে তিনি ভারতীয় অলঙ্কার-নির্মাণ, গজদন্ত ও রত্নখচিত সূক্ষ্ম কারুশিল্পের পরিচয় প্রদান করেন। শ্রীঅরবিন্দের মাতৃতত্ত্বে বিশ্বাসী অক্ষয়চন্দ্রের 'মাতৃমন্দির' পত্রিকাটি সে যুগে বিখ্যাত ছিল। যৌবনে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। গ্রামে তিনি 'সেবানন্দ' নামে খ্যাত হয়েছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন—'বাঙালী ছেলেরা বিলেতে যায় শুধু টাকা ওড়াতে; অক্ষয়বাবু এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তিনি ইউরোপ থেকে স্বদেশে বেশ অর্থ নিয়েই ফিরেছেন।' নৃত্যশিল্পী অমলা-শঙ্কর তাঁর কন্যা। [৪]

অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০ - ১৯.৬.১৯১৯) চোরবাগান—কলিকাতা। কালীচরণ। হেয়ার স্কুলের ছাত্র—শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে। কর্মজীবনে প্রথমে দিল্লী অ্যান্ড লণ্ডন ব্যাঙ্ক, পরে নর্থ ব্রিটিশ লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে চাকরি করেন। ছাত্র-জীবনে কবি বিহারীলালের কাছে কাব্যদীক্ষা লাভ করেন। 'রজনীর মৃত্যু' বঙ্গদর্শনে (১২৮৯ ব.) প্রথম প্রকাশিত কবিতা। তিনি আত্মগত কল্পনা-মূলক প্রেম ও সৌন্দর্যবাদের উপর বহু কবিতা লিখেছেন। প্রথম যৌবনের কবিতায় দুঃখের সুর বর্তমান। স্বর্গগতা পত্নীর স্মৃতিতে লিখিত 'এষা' কাব্যগ্রন্থে তিনি গার্হস্থ্য-জীবনের মধ্যেই তৃপ্তি খুঁজেছেন। শব্দচয়নে ও বাক্যের পরিমিতি রক্ষায় সতর্ক থাকতেন। রচনা ক্ল্যাসিকধর্মী। প্রকাশিত অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ : 'প্রদীপ', 'কনকাঞ্জলি', 'ভুল' ও 'শঙ্খ'। এ ছাড়া 'পান্থ' নামে একটি কাব্যের তিনটি পর্যায় 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক হয়েও তিনি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হন নি। বাংলা কাব্যে নিজস্ব সুর ও ভঙ্গির জন্য মৌলিকতা দাবি করতে পারেন। [৩,৭,২৫,২৬]

অক্ষয়কুমার বসু (আনুমানিক ১২৫৮ ব. - ?) জাগুলিয়া—চব্বিশ পরগনা। দক্ষ রাজকর্মচারী। অক্ষয়কুমার 'শিশুবোধ রামায়ণ', শিশু-পাঠ্য কবিতা

পুস্তক, 'তারা বিজয়' ও 'নিরুপমা' নামে দু'খানি ঐতিহাসিক ও সামাজিক নবন্যাস প্রণয়ন করে খ্যাতি অর্জন করেন। [২৫]

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, কৈসর-ই-হিন্দ, সি.আই.ই. (১.৩.১৮৬১ - ১০.২.১৯৩০) সিমলা—নদীয়া। মথুরানাথ। অক্ষয়কুমার প্রথমে কুমারখালি এবং পরে রাজশাহী ও কলিকাতায় পড়াশুনা করেন। রাজশাহী কলেজ থেকে বি.এল. পাশ করে সেখানেই ওকালতি আরম্ভ করেন এবং বিশেষ সুনাম ও প্রতিপত্তিসহ মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই সাময়িকপত্রে লিখতে শুরু করেন। যৌবনারম্ভে তিনি বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিবিধ প্রবন্ধ রচনা করেন; কিন্তু ঐতিহাসিক রচনাবলীর জন্যই তিনি বিশেষ খ্যাতিমান হন। সিরাজউদ্দৌলা (১৮৯৮) ও মীরকাশিম (১৯০৬) নামে দু'খানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করে তিনি বিদ্বৎসমাজে বিশিষ্ট আসন অধিকার করেন। মূল দলিল-দস্তাবেজের সাহায্যে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে বাংলা ভাষায় ইতিহাস রচনার তিনিই পথিকৃৎ। পালরাজগণের তাম্রশাসন ও শিলালিপির বাংলা অনুবাদসহ 'গৌড়লেখমালা' (প্রথম স্তবক ১৯১২) রচনা করে বাঙলার ইতিহাসে গবেষণার পথ সুগম করেন। অপর তিনখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ : 'সমরসিংহ', 'সীতারাম রায়' ও 'ফিরিঙ্গি বণিক'। ভারতী, বঙ্গদর্শন, সাহিত্য, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। তিনি 'পৌণ্ড্রবর্ধন', 'রাণী ভবানী', 'বালি দ্বীপের হিন্দুরাজ্য' প্রভৃতি ও গৌড় সম্বন্ধে বহু ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রচনা করেন। এশিয়াটিক সোসাইটি হলে ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটির সভায় (২৪.৩.১৯১৬) অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন। ১৮৯৯ খ্রী. রবীন্দ্রনাথের সহায়তায় 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামে একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস-আলোচনার প্রবর্তন করেন। তিনি প্রাচীন ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহের জন্য দীঘাপাতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায় প্রতিষ্ঠিত (১৯১০) বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রধান সহায়ক ছিলেন। উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের (১৩১৫ ব.) এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের (১৩২০ ব.) ইতিহাস শাখার সভাপতি হন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর সহ-সভাপতি এবং পরে বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচিত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে পালরাজগণের ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন। তিনি অসাধারণ বাগ্মী ও স্বদেশানুরাগী ছিলেন। ক্রিকেট খেলা, শিল্পকলা ও রেশমশিল্প সম্বন্ধেও তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল। [১,৩,৫,৭,৮,২৫,২৬]

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (৭.৯.১৮৫০ - ১৮৯৮) কলিকাতা। মিহিরচন্দ্র। আন্দুলের বিখ্যাত চৌধুরী বংশে জন্ম। এম.এ., বি.এল. পাশ করে অ্যাটর্নি পিতার পেশা গ্রহণ করেন। সহপাঠী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার সূত্রে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানোর সুর সৃষ্টি করতেন, অক্ষয়চন্দ্র ও কিশোর রবীন্দ্রনাথ সেই সুরে কথা বসিয়ে গান রচনা করতেন।' অত্যন্ত দ্রুত গান রচনায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। রবীন্দ্র-নাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতিনাট্যে অক্ষয়চন্দ্রের কয়েকটি গান আছে। রচিত ও প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : 'উদাসিনী' (১৮৭৪), 'সাগরসঙ্গমে' (১৮৮১) এবং 'ভারতগাথা' (১৮৯৫)। কিশোর রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-চর্চায় তাঁর দ্বারা উৎসাহিত হয়েছিলেন। [৩, ২৫,২৬]

অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১১.১২.১৮৪৬ - ২.১০. ১৯১৭) চুঁচুড়া—হুগলী। গঙ্গাচরণ। অক্ষয়চন্দ্র প্রথমে বহরমপুরে এবং পরে চুঁচুড়ায় ওকালতি করতেন। যৌবনারম্ভে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' সাময়িকপত্রে লিখতে শুরু করেন। ১৮৭৩ খ্রী. অক্ষয়চন্দ্র চুঁচুড়া থেকে 'সাধারণী' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা বার করেন। পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য ছিল রাজনীতি আলোচনা এবং হিন্দুসমাজের ভিত্তি দৃঢ়ীকরণ। তিনি 'নবজীবন' পত্রিকারও প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। দেশী শিল্পোৎপাদনে ও স্বায়ত্তশাসনোপযোগী শিক্ষা-বিস্তারে আগ্রহী ছিলেন। Rent Bill এবং Age of Consent Bill (Act X)-এর বিরোধিতায় ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব গড়ে তোলায় এবং স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারে একনিষ্ঠ ছিলেন। সাহিত্যিক ও সমালোচকরূপে অক্ষয়চন্দ্র বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। সারদাচরণ মিত্রের সহযোগিতায় প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ সঙ্কলিত করে প্রকাশ করেন। যুক্তাক্ষর-বর্জিত শিশুপাঠ্য 'গোচারণের মাঠ' তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'কবি হেমচন্দ্র', 'মহাপূজা', 'সনাতনী', 'সংক্ষিপ্ত রামায়ণ', 'রূপক ও রহস্য' প্রভৃতি। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশনের মূল সভাপতি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর সহ-সভাপতি ও ভারতসভার প্রথম যুগ্ম সহ-সম্পাদক ছিলেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের (১৮৮৬) অধিবেশনে উৎসাহী কর্মী এবং রায়তের স্বার্থরক্ষায় বিশেষ সক্রিয় ছিলেন। [১,৩,৭,৮,২৫,২৬]

অখণ্ডানন্দ স্বামী (?-১৩৪৩ ব.)। শ্রীমন্ত। পূর্বাশ্রমের নাম গঙ্গাধর ঘটক। রামকৃষ্ণদেবের ১৭ জন শিষ্যের অন্যতম। স্বামী বিবেকানন্দের পরিব্রাজক অবস্থায় সঙ্গী ও সহচররূপে ভারতের নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করেন। বেলুড় মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের তৃতীয় অধ্যক্ষ ও মিশনের সেবা-কার্যের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৮৯৫ খ্রী. মুর্শিদাবাদ জেলার দুর্ভিক্ষপীড়িত সারগাছি ও মহুলা গ্রামে সেবাকার্যে প্রাণত্যাগ করেন। জীবনের অন্যতম কীর্তি সারগাছিতে আশ্রম ও কলাশিল্প বিদ্যালয় স্থাপন। মিশনের পত্রিকায় (উদ্বোধন) তাঁর ভ্রমণ-কাহিনী 'তিব্বতে তিন বৎসর' প্রকাশিত হয়। [১]

অখিলচন্দ্র দত্ত (১৮৬৯-১৯৫০?) ভরগাছ—ত্রিপুরা। ১৮৯৭ খ্রী. কুমিল্লায় ওকালতি শুরু করে কালে কুমিল্লার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উকিলরূপে পরিগণিত হন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের মামলায় আসামী পক্ষ সমর্থন করেন। কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। ১৯১৬ ও ১৯২৩ খ্রী. বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য, ১৯২৮ খ্রী. বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি এবং ১৯৩২ থেকে ১৯৪৫ খ্রী. পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ও সহ-সভাপতি ছিলেন। [৫]

অখিল দাস (১২৬০-৬.৩.১৩৩৩ ব.) কান্দর-কুলো—মুর্শিদাবাদ। রাজারাম। প্রখ্যাত কীর্তনীয়া। জাতিতে সূত্রধর। বহুবল্লভ দাস ও রসিক দাসের নিকট তিনি সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন। এক সময়ে তাঁর কীর্তন সম্প্রদায়ের বিশেষ সুনাম ছিল। [২৭]

অঘোরচন্দ্র ঘোষ। প্রখ্যাত নাট্যকার। তাঁর লিখিত 'রামবনবাস নাটক', 'ভ্রেনের পাঁচালি', 'মহন্তের খেদ', 'বিদ্যাসুন্দর টপ্পা', 'মৃত্যুঞ্জয় ঔষধাবলী' ইত্যাদি ১৬টি নাটক, প্রহসন, যাত্রাপালা ও বিবিধ-বিষয়ক গ্রন্থ ১৮৭৪-১৮৮২ খ্রী. মধ্যে রচিত হয়। [৪]

অঘোরনাথ (১৮৪১-৯.১২.১৮৮১) শান্তিপুর—নদীয়া। যাদবচন্দ্র রায় কবিভূষণ। ১২ বছর বয়সে পিতৃহীন হন। টোল ও পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ। উচ্চশিক্ষার জন্য কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন (১৮৫৭)। ক্রমে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজ ও আন্দোলনে যোগ দেন। ১৮৬৩ খ্রী. এই নব-ধর্মীয় আন্দোলনকে জীবনের ব্রত করে ব্রহ্মানন্দ প্রবর্তিত 'নব অধ্যয়ন' আন্দোলনের প্রধান ৪ জনের অন্যতমরূপে বৌদ্ধধর্মের অনুশীলন আরম্ভ করেন। শৈশবকাল থেকে নিরামিষাশী, শুদ্ধাচারী ও উপাসনানুরাগী ছিলেন। প্রথমে প্রচারকরূপে ঢাকায় প্রেরিত হন (১৮৬৩) এবং সেখানে একটি ব্রাহ্ম সাধকমণ্ডলী গড়ে তোলেন। ঢাকা থেকে ফিরে এসে একজন অসবর্ণ বালবিধবাকে বিবাহ করেন। ১৮৬৫ খ্রী. ব্রহ্মানন্দ ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে তিনি পূর্ববঙ্গে এবং ১৮৬৬ খ্রী. উত্তরবঙ্গ ও আসামে প্রচার-কার্যে গমন করেন। তিনি মুঙ্গের, উত্তর ভারত ও পাঞ্জাবেও এই কার্যে সফল হন। কলিকাতায় শিক্ষকতা এবং সংবাদিকতায়ও তিনি ব্যাপৃত থাকতেন। 'ধর্মতত্ত্ব' ও 'সুলভ সমাচার'-এ তাঁর অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'ধ্রুব ও প্রহ্লাদ', 'দেবর্ষি নারদের নবজীবন লাভ', 'ধর্মসোপান' ও 'উপদেশাবলী' উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া 'শ্লোকসংগ্রহ' গ্রন্থ সম্পাদনায় কেশবচন্দ্রকে সাহায্য করেন। তাঁর বৃহত্তম কীর্তি 'শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব' গ্রন্থ রচনা। 'নব অধ্যয়ন' আন্দোলনের (১৮৭৯) পুরোধারূপে পালি, সংস্কৃত ও ইউরোপীয় ভাষায় বৌদ্ধধর্মের মূলশাস্ত্র অধ্যয়ন করে দুই বছরের চেষ্টায় রচিত তাঁর বৌদ্ধধর্ম-বিষয়ক এই গ্রন্থ বাংলা তথা ভারতীয় ভাষায় প্রথম। গ্রন্থটি তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। [৮২]

অঘোরনাথ কাব্যতীর্থ। দক্ষ নাট্যকার হিসাবে পরিচিত। তাঁর রচিত ৪৩টি নাটকের বেশির ভাগই পৌরাণিক কাহিনী সংবলিত। উল্লেখযোগ্য নাটক: 'অনন্ত মাহাত্ম্য', 'সত্যবতী', 'প্রহ্লাদ চরিত্র' প্রভৃতি। [৪]

অঘোরনাথ ঘোষ (?-৮.১২.১৯৫৩)। তিনি ভারতীয় চিকিৎসক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য, বেঙ্গল টিউবারকিউলোসিস অ্যাসোসিয়েশনের সংগঠন-সম্পাদক ও বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর প্রচার অধিকর্তা ছিলেন। [৪]

অঘোরনাথ চক্রবর্তী (১৮৫২-১৯১৫) রাজ-পুর—চব্বিশ পরগনা। অসামান্য প্রতিভাধর গায়ক হিসাবে সর্বভারতীয় সঙ্গীতক্ষেত্রে সুপরিচিত। প্রধানত আলি বখ্স-এর নিকট ধ্রুপদ ও খেয়াল শিক্ষা করেন; পরে মুরাদ আলি খাঁ, দৌলত খাঁ এবং শ্রীজান বাঈয়ের নিকট অভ্যাস করেন। ধ্রুপদ, ভজন ও টপ্পা গানে তাঁর সমকক্ষ গায়ক তৎকালে অতি অল্পই ছিল। অতুলনীয় কণ্ঠমাধুর্যের জন্য তিনি দেশব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯১১ খ্রী. সম্রাট পঞ্চম জর্জের দিল্লী-দরবারে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাসাদে তাঁর ৪খানি গান রেকর্ড করা হয়। জীবনের শেষ দশ বছর পরম গৌরবে বোম্বাই ও বারাণসীতে অতিবাহিত হয়। কাশীর শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ তাঁকে 'সঙ্গীতরত্নাকর' উপাধি দেন। [৩,৫৩]

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়[১] (১৮৫০ - ২৯.১. ১৯১৫) ব্রাহ্মণগাঁ—ঢাকা। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। 'গিলক্রাইস্‌ট্' বৃত্তি পেয়ে ইংল্যাণ্ডে যান এবং এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এস-সি. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে পদার্থবিদ্যায় বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে রসায়নবিদ্যায় 'হোপ' পুরস্কারও অর্জন করেন। ১৮৭৭ খ্রী. ডি.এস-সি. উপাধি লাভ করে তিনি স্বদেশে ফেরেন। নিজামের আমন্ত্রণক্রমে তিনি হায়দ্রাবাদ রাজ্যের শিক্ষাসংস্কারের ভার গ্রহণ করেন। তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টায় সেখানে শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার ঘটে। তিনিই ঐ রাজ্যে নিজাম কলেজ স্থাপন করেন। হায়দ্রাবাদের জনগণ তাঁকে শিক্ষাগুরুরূপে গণ্য করত। তিনি সরল ভাষায় কয়েকটি সুন্দর ভাবগম্ভীর কবিতা লিখে গেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন সদাশয়, সদাহাস্যময় ও পরোপকারী। বহু দরিদ্র যুবককে তিনি পালন করে গেছেন। শেষজীবনে কলিকাতায় বাস করতেন। তাঁর পুত্রকন্যাদের মধ্যে কবি হারীন্দ্রনাথ, বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ এবং দেশনেত্রী ও কবি সরোজিনী নাইডুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। [১,৭,২৫,২৬,১৩৩]

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়[২] (? - ১৩৩৯ ব.)। প্রথম জীবনে শান্তিনিকেতনের আচার্য ও তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। পরে 'তত্ত্ববোধিনী', 'সাধনা', 'বঙ্গদর্শন' প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত লেখক এবং শেষ জীবনে নলহাটিতে বসবাসকালে বিভিন্ন জনহিতকর কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। শ্রীমৎ রূপ-সনাতন, জীব গোস্বামী, রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি মহাপুরুষের জীবনী এবং 'মেয়েলী ব্রত' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। [১]

অঘোরমণি (১৮২২ ? - ৮.৭.১৯০৬) কামারহাটি—চব্বিশ পরগনা। ৯/১০ বছর বয়সে বিবাহ হয়। বিধবা হবার পর কুলগুরুর দ্বারা গোপাল মন্ত্রে দীক্ষিতা হন। মুণ্ডিতমস্তকে সাধিকা অবস্থায় কামারহাটি গ্রামের দত্তদের ঠাকুরবাড়িতে বাস করতেন। ১৮৫২ খ্রী. থেকে দীর্ঘ ৩০ বছর এই সন্ন্যাসিনী জপতপের সাহায্যে 'সাধিকা-সিদ্ধা' হন। ১৮৮৪ খ্রী. রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটে। ক্রমে স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে পরিচিতা হন। উপাস্য দেবতা গোপালের সেবা করে 'গোপালের মা' নামে আখ্যাত হন। ১৯০৪ খ্রী. শরীর অসুস্থ হলে ভগিনী নিবেদিতা তাঁকে বাগবাজারের বাসভবনে রেখে সেবা-শুশ্রূষা করেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁকে মাতৃজ্ঞান করতেন। [৫,৯]

অচলসিংহ। মেদিনীপুরের 'বাগড়ী নায়েক বিদ্রোহে'র (১৮০৬ - ১৮১৬) নেতা। বিশ্বাস-ঘাতকের কৌশলে ইংরেজ সৈন্যের হাতে ধরা পড়েন। সৈনিকেরা গুলি করে তাঁকে হত্যা করে। বরাভূম ও মানভূম অঞ্চলে ইংরেজ রাজত্বের সূচনায় জমির মালিকানা স্বীকার করা ও জমিদারদের খাজনা আদায়ের পদ্ধতি নিয়ে নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। ব্রিটিশ কোম্পানীর শাসন তথা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নামে নূতন ব্রিটিশভক্ত জমিদার-শ্রেণীর সৃষ্টি বরাবর কৃষকদের কাছে বাধা পেয়েছে। বরাভূম ও মানভূম অঞ্চলের এই কৃষক অসন্তোষ 'চুয়াড় বিদ্রোহ' (১৭৯৯) নামে ইতিহাসে পরিচিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে কিছুদিন অবস্থা শান্ত হলেও মেদিনীপুর শালবনী অঞ্চলে ১৮০৬ খ্রী. 'বাগড়ী নায়েক' অভ্যুত্থান লক্ষ্য করা যায়। বহু প্রাণ বিনষ্ট করেও সরকার এই আন্দোলন দমন করতে পারে নি। ১৮৩১ খ্রী. আবার অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। [৫৫,৫৬]

অচ্যুত গোঁসাই। অদ্বৈতাচার্য। সদাচারসম্পন্ন বৈষ্ণবরূপে জীবন অতিবাহিত করেন। বহুদিন মহাপ্রভুর কাছে পুরীধামে বাস করেছিলেন। প্রতি বছর রথের সময় শ্রীপাট শান্তিপুর থেকে সংকীর্তনের দল নিয়ে পুরীধামে যেতেন এবং রথের পুরোভাগে থেকে কীর্তন গাইতেন। [১]

অচ্যুতচরণ চৌধুরী, তত্ত্বনিধি (১২৭২ ব. - ?) শ্রীহট্ট। সাহিত্যিক ও ভক্ত বৈষ্ণব। আজীবন অক্লান্ত সাহিত্য-সাধনার জন্য তিনি গভর্নমেণ্ট থেকে একটি লিটারারি পেনসন পেয়েছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'ভক্ত নির্বাণ', 'রঘুনাথ দাসের জীবনী', 'গোপাল ভট্ট জীবনী', 'হরিদাস জীবনী', 'শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী', 'শ্রীচৈতন্যচরিত', 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' (পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধ), 'সাধুচরিত', 'নিতাই-লীলালহরী', 'শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্বাঞ্চল ভ্রমণ' প্রভৃতি। [২৬]

অজয়কুমার ঘোষ (২০.২.১৯০৯ - ১৩.১. ১৯৬২) মিহিজাম—বর্ধমান। শচীন্দ্রমোহন। তিনি চিকিৎসক পিতার কর্মস্থল কানপুরে থাকতেন। খেলাধুলার সঙ্গে লেখাপড়াতেও গভীর অনুরাগ ছিল। ১৯২৬ খ্রী. এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্বেই ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত প্রমুখ বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে এবং ১৯২৯ খ্রী. লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হন। নভেম্বর বিপ্লব উদ্‌যাপন উপলক্ষে তাঁরা ১৯৩০ খ্রী. রাশিয়ায় অভিনন্দন পাঠান। রসায়ন শাস্ত্রে অনার্সসহ বি.এস-সি. পাশ করে এম.এস-সি.

পড়বার সময় গ্রেপ্তার হন। তিন নেতার ফাঁসি ও অনেকের কারাদণ্ডাজ্ঞা হলেও তিনি প্রমাণাভাবে মুক্তি পান। এই সময় গান্ধীবাদী কংগ্রেস ফাঁসির আসামীদের মুক্তির প্রস্তাব এড়িয়ে গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদন করেন। পরে করাচী কংগ্রেসে এই উপলক্ষে শ্রীনিবাস সারদেশাইয়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। করাচী থেকে ফিরে কানপুর মজদুর সভার কাজে মনোনিবেশ করেন। এই সময় তিনি নিজ ভগিনীর সঙ্গে মার্কসবাদ তথা ক্যাপিটাল পাঠ শুরু করেন। কিছুদিন মানবেন্দ্র রায়ের সঙ্গেও কাজ করেন। ১৯৩১ খ্রী. পুনরায় গ্রেপ্তার হন এবং একই জেলে শ্রীনিবাস সারদেশাইয়ের সঙ্গে দেড় বছর কাটানোর পর ১৯৩৩ খ্রী. মুক্তি পেয়ে পুরোপুরি কম্যুনিস্ট হয়ে যান। ১৯৩৪ খ্রী. পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও ১৯৩৬ খ্রী. পার্টির রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য এবং পত্রিকা 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট'-এর সম্পাদক-মণ্ডলীর সদস্য হন (১৯৩৮)। দেউলী বন্দীনিবাসে বাসকালে যক্ষ্মা-রোগাক্রান্ত হলে নেহেরু প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবর্গের আবেদনে সরকার মুক্তি দিলে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য কিছুদিন রাঁচীতে বসবাস করেন। এখানকার আদিবাসী সমস্যার উপর তাঁর রচিত 'Notes on Chotonagpur and Its People' পুস্তিকাটি Marxist Miscellany Vol. 6-এ প্রকাশিত হয়। ক্রমে দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টির কর্তৃপদে আরোহণ করেন। ১৯৫১ খ্রী. থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত পার্টির মাদুরা, পালঘাট, অমৃতসর ও বেজওয়াদা সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। সুদীর্ঘ এগার বছর ভারতের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দলের নীতিনিয়ামকরূপে তাঁর অবস্থান রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। ১৯৬০ খ্রী. নভেম্বরে মস্কোয় অনুষ্ঠিত বিশ্বের ৮১টি কম্যুনিস্ট পার্টির সম্মেলনে মূলনীতি নির্ধারণে এবং অন্যান্য বহু প্রবন্ধে তাঁর রাজনৈতিক মনীষার পরিচয় পাওয়া যায়। World Marxist Review No. 2-তে প্রকাশিত 'Some Features of the Indian Situation' এবং 'Bhagat Singh and His Comrades' উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ। শেষ জীবনে জাতীয় সংহতি সম্মেলনে তিনি বিশেষ উৎসাহী সংগঠকের কাজ করেন। [৪,১৭]

অজয় ভট্টাচার্য (? - ২৪.১২.১৯৪৩)। প্রখ্যাত কবি এবং সঙ্গীত-রচয়িতা। চিত্রজগতের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলেন। 'অধিকার', 'শাপমুক্তি', 'নিমাই সন্ন্যাস', 'মহাকবি কালিদাস' প্রভৃতি চলচ্চিত্রের গল্প বা সংলাপ রচনা করেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'রাতের রূপকথা', 'ঈগল ও অন্যান্য কবিতা', 'সৈনিক ও অন্যান্য কবিতা' প্রভৃতি। গানের বই 'আজো ওঠে চাঁদ' তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় (১৩৫২ ব.)। তাঁর প্রায় দুই হাজার গানের মধ্যে বিশেষ স্মরণীয় : 'একদিন যবে গেয়েছিল পাখি', 'আজো ওঠে চাঁদ', 'আমার দেশে যাইও সুজন', 'যদি মনে পড়ে সেদিনের কথা' প্রভৃতি। [৫,১৩৮]

অজিতকুমার চক্রবর্তী (১৮৮৬ - ১৯১৮) মঠ-বাড়ি—ফরিদপুর। শ্রীচরণ। বত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে তিনি বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন। বি.এ. পাশ করে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে ত্যাগব্রতী শিক্ষকরূপে যোগদান করেন। সাহিত্য, সঙ্গীত, অভিনয় প্রভৃতি কলাবিদ্যার সকল দিকেই ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার আদর্শ রূপায়ণে তিনি অন্যতম সহায়ক হয়েছিলেন। তা ছাড়া রবীন্দ্র-সাহিত্যের একজন প্রধান ব্যাখ্যাতারূপে তিনি সুপরিচিত। এ বিষয়ে তাঁর দু'খানি গ্রন্থ 'রবীন্দ্রনাথ' ও 'কাব্য-পরিক্রমা' আজও সমাদৃত। ১৯১০ খ্রী. একটি বৃত্তি লাভ করে ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়নের জন্য বিলাত যান। রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত অনুবাদ ইউরোপে প্রকাশিত হবার আগেই অজিতকুমার-কৃত রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুবাদসমূহ বিলাতে প্রচারিত হয়। ক্ষিতিমোহন সেন সঙ্কলিত কবীর-দোঁহার অনেকগুলি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। এই অনুবাদকেই ভিত্তি করে রবীন্দ্রনাথ One Hundred Poems of Kabir গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। 'বাতায়ন' গ্রন্থে অজিতকুমার বহু বিদেশী কবি ও নাট্যকারের সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অজিতকুমার দক্ষ অভিনেতা ও সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। সেকালে রবীন্দ্রসঙ্গীত-চর্চার অন্যতম প্রধান ব'লে তাঁর পরিচয় ছিল। জীবনী-সাহিত্যে তাঁর রচিত 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' ও কিশোরদের জন্য রচিত 'খ্রীষ্ট' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এ ছাড়া আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের উপদেশে 'রামমোহন চরিত' লিখছিলেন, অকালমৃত্যুর জন্য তা সম্পূর্ণ হতে পারে নি। 'ব্রহ্ম-বিদ্যালয়' গ্রন্থে তিনি এই বিদ্যালয়ের ইতিহাস ও আদর্শ বিশ্লেষণ করেন। সতীর্থ কবি-বন্ধু সতীশচন্দ্র রায়ের রচনাবলী সঙ্কলন তাঁর অন্যতম কীর্তি। [৫]

অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায় (১৮৩৯ - ১৯২০) নবদ্বীপ। রাধাকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের বংশধর। প্রসিদ্ধ প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ ও কবি মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত তাঁর শিক্ষাগুরু ছিলেন। সুরসিক ও কবি অজিতনাথ যে-কোন

বিষয়ে যে-কোন সময়ে কবিতা রচনা করতে পারতেন। দ্ব্যর্থবোধক ও শ্লেষাত্মক কবিতা রচনার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। সাপ্তাহিক 'বিশ্বদূত' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতির অন্তর্ব্যাকরণ নাট্য-পরিশিষ্টের 'রাজ-সরণী' নামক টীকা, কাশীখণ্ডের বাংলা অনুবাদ, 'বকদূত', 'চৈতন্য শতক' প্রভৃতি। ১৯১৬ খ্রী. 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। [৩,১৩০]

অটলবিহারী ঘোষ (১৮৬৪ - ১২.১.১৯৩৬)। মাতুলালয় রামসাগর—বাঁকুড়ায় জন্ম। ছাত্র হিসাবে মেধাবী ছিলেন। এম.এ. ও ল পাশ করে তিনি প্রথমে আলিপুর কোর্টে ও পরে কলিকাতার ছোট আদালতে ওকালতি ব্যবসায়ে প্রভূত উন্নতি করেন ; কিন্তু খ্যাতিমান হন তন্ত্রশাস্ত্রের অনুশীলনের জন্য। বিচারপতি স্যার জন উডরফের সহযোগিতায় লুপ্তপ্রায় তন্ত্রগ্রন্থসমূহের উদ্ধার-কার্যে ব্যাপৃত হন ও আগমানুসন্ধান সমিতি স্থাপন করেন। ফলে কলিকাতায় তন্ত্রশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক চর্চার সুব্যবস্থা হয়। ক্রমে ওকালতি ছেড়ে তন্ত্রশাস্ত্রের চর্চায় সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করেন। প্রায় ২০টি তন্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থ ও দুর্লভ পাণ্ডুলিপি সংকলন ও প্রকাশ করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'সারদাতিলক', 'প্রপঞ্চসার', 'কুলার্ণব', 'কৌলাবলী-নির্ণয়', 'তন্ত্ররাজ', 'তন্ত্রাভিধান' প্রভৃতি। [১,৩]

অতীন্দ্রনাথ বসু (৩.২.১৮৭৩ - ১০.৬.১৯৬৫) উত্তর-কলিকাতা। অপূর্বকৃষ্ণ। যুগান্তর বিপ্লবী-দলের সঙ্গে যুক্ত ও অন্যতম নেতৃস্থানীয় ছিলেন। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল এবং কয়েকবার কারাবরণও করেছেন। তিনি মনে করতেন, বিদেশী ইংরেজ শাসকের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করতে হলে দেশের যুবক-সমাজকে উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে দেহে ও মনে শক্তিমান করে গড়ে তুলতে হবে। সেজন্য তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পরামর্শক্রমে মহেশালয়ে একটি স্কুল স্থাপন করেন। তারপর ১৯০৫ খ্রী. তিনি 'ভারত ভাণ্ডার' নামে একটি সংস্থা ও পরে যুবকদের শরীর গঠনের জন্য 'সিমলা ব্যায়াম সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই বাঙালী যুবকদের মধ্যে নূতন আদর্শে শরীরচর্চা-প্রসারের উৎসাহী প্রচারক। নিজেও একজন কুস্তিগির ছিলেন। ময়মনসিংহের রাজা জগৎকিশোর আচার্য ছিলেন তাঁর শিক্ষা-গুরু। সিমলা ব্যায়াম সমিতির প্রাঙ্গণে ভারতীয় প্রথায় কুস্তি-প্রতিযোগিতার আয়োজন প্রথমে তিনিই করেছিলেন। দেশ থেকে জাতি-ধর্মের ও ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদ দূরীকরণের জন্য একই মণ্ডপে সকলে শক্তির আরাধনায় মিলিত হবে—এই আদর্শ প্রচারের জন্য তিনি ব্যায়াম সমিতির প্রাঙ্গণে সর্বপ্রথম সার্বজনীন দুর্গোৎসবের ব্যবস্থা করেন (১৯২৬)। পূজা-প্রাঙ্গণে স্বদেশী মেলার আয়োজনও হত। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, ডাঃ জে. এম. দাশগুপ্ত প্রভৃতি নেতৃবর্গ এই সমিতির কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁরই আদর্শনিষ্ঠ পুত্র উত্তর-কলিকাতার নেতৃস্থানীয় অমর বসু পিতার সব কাজে সহযোগী ছিলেন। ১৯৩২ খ্রী. ইংরেজ সরকার সমিতিকে বে-আইনী ব'লে ঘোষণা করেছিলেন। [১০৪]

অতীন্দ্রনাথ বসু, ঠাকুর (২০.১১.১৯০৯ - ১৭.১০.১৯৬১)। ঢাকার বিপ্লবী দল শ্রীসংঘের কর্মিরূপে কারা ও অন্তরীণে বাস করতে হয়। কারাগারেই এম.এ. এবং পরে পি.আর.এস., পি.এইচ-ডি. হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। মৃত্যুর পূর্বে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। স্বাধীনতালাভের পর বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর রচিত 'নৈরাজ্যবাদ' গ্রন্থটি সুপরিচিত। [১০]

অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (৯৮০ - ১০৫৩)। তিব্বতী পরম্পরানুসারে অতীশ দীপঙ্কর বিক্রমণি-পুররাজ কল্যাণশ্রীর পুত্র। এই বিক্রমণিপুরকে পণ্ডিতেরা ঢাকা বিক্রমপুর রাজ্য বলে মনে করেন। অনেকের মতে বজ্রযোগিনী গ্রাম উক্ত পণ্ডিতের জন্মস্থান। পূর্বনাম—আদিনাথ চন্দ্রগর্ভ। ভারতের বিভিন্ন পণ্ডিতের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। উনিশ বছর বয়সে দণ্ডপুরীর মহাসঙ্ঘিকাচার্য শীল রক্ষিত কর্তৃক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়ে তিনি শ্রীজ্ঞান উপাধি প্রাপ্ত হন। প্রথমে নিজের মা ও পরে অবধূত জেতারির কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং বিহারের কৃষ্ণগিরি রাহুলের কাছে বৌদ্ধ গুহ্য-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে 'গুহ্যজ্ঞানবজ্র' উপাধি পান। সুবর্ণদ্বীপের প্রধান বৌদ্ধাচার্য চন্দ্রগিরির কাছে ১২ বছর ছিলেন। বঙ্গরাজ সম্রাট্ নয়পাল কর্তৃক বিক্রমশীলার মহাস্থবির নিযুক্ত হন। তিব্বতরাজ হ্যা-লামা স্বর্ণ-উপহারসহ নিজ রাজ্যে ধর্মপ্রচারের আহ্বান জানালে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। হ্যা-লামার মৃত্যুর পর পরবর্তী রাজা চ্যান-চাব জ্ঞানপ্রভ কর্তৃক পুনরায় আমন্ত্রিত হয়ে ১০৪০ খ্রী. তিনি তিব্বত যাত্রা করেন। পথিমধ্যে নেপাল-রাজ অনন্তকীর্তি কর্তৃক সম্বর্ধিত হন। নেপাল-রাজপুত্র পথপ্রভা তাঁর কাছে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তিব্বতে বিপুল সম্বর্ধনা পান। লামা পর্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা ব্রোমতান তাঁর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। বৌদ্ধ ক-দম (পরবর্তী নাম গে-লুক) সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা

ছিলেন। তিনি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ভোট ভাষায় অনুবাদ করেন। এ ছাড়া তিনি স্বয়ং 'রত্নকরণ্ডোদ্ঘাট', 'বোধিপাঠপ্রদীপপঞ্জিকা', 'বোধি-পাঠপ্রদীপ' প্রভৃতি গ্রন্থ এবং সম্রাট্ নয়পালের উদ্দেশে 'বিমলরত্নলেখ' নামক পত্র রচনা করেন। 'চর্য্যাসংগ্রহপ্রদীপ' নামক ধর্মগ্রন্থে অতীশ-রচিত অনেকগুলি সংকীর্তনের পদ পাওয়া যায়। তাঁর মূল সংস্কৃত রচনাগুলি কালক্রমে বিলুপ্ত হয়। তবে তিব্বতী ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে এগুলির অস্তিত্ব টিকে আছে। ভারতে অবস্থানকালে সম্রাট্ নয়পাল ও পশ্চিমদেশীয় কর্ণরাজের বিবাদে মধ্যস্থ হয়ে দেশে শান্তি স্থাপন করেন। তিব্বতে বুদ্ধের অবতার বলে পূজিত হতেন। তিব্বতেই মৃত্যু হয়। রাজধানী লাসার নিকট নেথালে তাঁর সমাধি বিদ্যমান। [১,৩,২৫,২৬]

অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী (১০.৭.১২৭৪ - ৮.১০. ১৩৫৩ ব.) সিমুলিয়া—কলিকাতা। মহেন্দ্রনাথ। সংস্কৃত কলেজে শিক্ষালাভ। বৈষ্ণব গ্রন্থ গবেষণার উপযোগী করে সম্পাদনা করার ইনিই পথিকৃৎ। শ্রীচৈতন্যভাগবতের বহু পুঁথি মিলিয়ে টীকা-টিপ্পনীযুক্ত একটি প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করেন। অন্যান্য গ্রন্থ : বলাইচাঁদ গোস্বামীর সহ-যোগিতায় শ্রীরূপ গোস্বামীর লঘু-ভাগবতামৃতের সটীক সানুবাদ সংস্করণ (১৮৯৮), ঈশ্বর পুরীর জীবনী, 'ভক্তের জয়', তুলসীদাসের কতকগুলি দোঁহার 'তুলসীমঞ্জরী' নামে ব্যাখ্যাসহ অনুবাদ, রাসপঞ্চাধ্যায়ের কাব্যানুবাদ ইত্যাদি। বৈষ্ণব ধর্ম-সম্বন্ধে বক্তৃতা ও গানের জন্য খ্যাত ছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও অখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের (১৩৩৩ ব.) সভাপতি ছিলেন। কার্শিয়াং যক্ষ্মা হাসপাতাল ও খড়দহ শ্যামসুন্দর মন্দির যাত্রী-নিবাসের জন্য অর্থ দান করেন। [৩,৫]

অতুলকৃষ্ণ ঘোষ (১৮৯০ - ১৯৬৬) এতমামপুর-জাদুবয়রা—কুষ্টিয়া। তারেশচন্দ্র। ঢাকার 'অনু-শীলন' ও 'যুগান্তর' দলের সভ্য ছিলেন। ১৯০৬ খ্রী. গ্রামের সঙ্গী নলিনীকান্ত করের সঙ্গে তিনি যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অনুগামী হন। হিন্দু স্কুল, স্কটিশচার্চ কলেজ ও বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে যথাক্রমে এন্ট্রান্স (১৯০৯), আই.এ. (১৯১১) ও বি.এস-সি. (১৯১৩) পাশ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে এম.এস-সি. পড়া শুরু করে রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে পড়ায় কলেজ ছেড়ে দেন। যতীন্দ্রনাথের নির্দেশে সমস্ত রাজ-নৈতিক দলগুলিকে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য একত্রিত করার গুরু দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন। দামোদর বন্যাত্রাণকে (১৯১৩) কেন্দ্র করে তিনি এই কাজ শুরু করেন। ১৯১৪ খ্রী. বাবা গুরুদিৎ সিং-এর নেতৃত্বে আমেরিকা থেকে পাঞ্জাবী যাত্রী নিয়ে 'কোমাগাটা মারু' জাহাজ বাঙলার বজবজ বন্দরে এলে ব্রিটিশ সেনার দ্বারা উৎপীড়িত যাত্রীদের পাঞ্জাবে প্রেরণের ব্যবস্থায় তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা নেন। গার্ডেনরীচের ট্যাক্সিক্যাব ডাকাতি ও ইন্‌স্পেক্টর সুরেশ মুখার্জির হত্যার ঘটনায় তাঁর যোগ ছিল। জার্মান অস্ত্রসংগ্রহ ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকায় অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্যদের সঙ্গে আত্মগোপন করে থাকেন (১৯১৫ - ১৯২১)। এই সময়ে ফরাসী চন্দননগরে তিনি আশ্রয় পান। সেখান থেকে পুলিসের কার্য-কলাপের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। একবার এক অসুস্থ সহকর্মীকে কাঁধে করে হাসপাতালের পাঁচিল ডিঙিয়ে বাইরে নিয়ে আসেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় ইংরেজ সরকার ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রকারীদের উপর থেকে শাস্তির পরোয়ানা তুলে নেয়। অতুলকৃষ্ণ মুক্তি পেলেন কিন্তু তার আগেই বুড়িবালামের যুদ্ধে যতীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। এই আঘাতে তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে আসেন। তবুও আর্নেস্ট ডে-র হত্যার কারণে তাঁকে দু'বছর রাজবন্দী থাকতে হয় (১৯২৪ - ২৬)। এর পর রাজনীতি সম্পূর্ণ ছেড়ে তিনি ব্যবসায় শুরু করেন এবং বিবাহ করেন। শেষ বয়সে আধ্যাত্মিক জীবনে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। [১২৪]

অতুলকৃষ্ণ মিত্র (২২.১১.১৮৫৭ - ১৯১২) কলিকাতা। রাজকৃষ্ণ। সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই পরিবার কলিকাতা ছেড়ে কোন্নগরে বাস করতে থাকেন। ঐ গ্রামেরই বঙ্গবিদ্যালয়ে, কলিকাতায় এবং মাতুলের কাছে ইংরেজী-সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষা করেন। তরুণ বয়সেই তৎকালীন বিখ্যাত নটদের অভিনয় দেখে উৎসাহিত হয়ে সমবয়স্ক কয়েকজন তরুণ নিয়ে অপেশাদারী নাট্যদল গঠন এবং অভিনয়ের জন্য 'পাগলিনী' নামে একটি নাটক রচনা করেন। এরপর ক্রমে নাট্যরচনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর রচিত কয়েকটি গীতিনাট্য ১৮৭৭ - ৮০ খ্রী. ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়। ১৮৮৭ খ্রী. প্রতিষ্ঠিত এমারেল্ড থিয়েটারেও তাঁর বহু নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। পরে তিনি ঐ মঞ্চের ম্যানেজার হন। 'আন্দোলন' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ও সাপ্তাহিক বসুমতীর প্রতিষ্ঠাকাল (১৮৯৬ খ্রী.) থেকে তার পরিচালন-ভার প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ১৯১১ খ্রী. মিনার্ভা ও কোহিনুর থিয়েটারের

গীতিনাট্যকার ছিলেন। রচিত নাটকের সংখ্যা ৪০ : 'প্রণয় কানন বা প্রভাস', 'বিজয়া', 'অপ্সর কানন', 'আদর্শ সতী', 'ধর্মবীর', 'মহম্মদ', 'আমোদ-প্রমোদ', 'হিন্দা-হাফেজ', 'জুলিয়া' প্রভৃতি। এ ছাড়াও 'চিত্রশালা' নামক একখানি উপন্যাস রচনা করেন ও বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণী এবং কপালকুণ্ডলার নাট্যরূপ দান করেছিলেন। [৩,৪,২৮]

অতুলচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৪ - ১৯৬১) রংপুর। উমেশচন্দ্র। রংপুর জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা এবং কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইংরেজী ও দর্শনে অনার্স নিয়ে বি.এ. পাশ করেন। ১৯০৬ খ্রী. দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে এম.এ. এবং পরের বছর বি.এল. পাশ করে রংপুরে ওকালতি আরম্ভ করেন। ১৯১৪ খ্রী. কলিকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন ও ১৯১৮ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। দশ বছর পর অধ্যাপনা ত্যাগ করে ওকালতিতে পূর্ণ মনোনিবেশ করেন এবং ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবিরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। শিক্ষকস্থানীয় দেশকর্মী নগেন্দ্রনাথ সেন বাল্যকালেই তাঁর মনে দেশাত্মবোধ সঞ্চারিত করেন। ফলে সারা জীবনই নানা রাজনীতিক ব্যাপারে যুক্ত থাকেন। এম.এ. পড়ার সময়ে অতুলচন্দ্র কুখ্যাত 'কারলাইল সার্কিউলার'-এর প্রতিবাদে আন্দোলনে যোগ দেন। এম.এ. পাশ করে কিছুকাল রংপুর জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ১৯৪৭ খ্রী. র‍্যাডক্লিফ ট্রাইবিউন্যাল-এ পশ্চিমবঙ্গের বক্তব্য তৈরী করার ভার তাঁর উপর অর্পিত হয়। রাজনীতিক্ষেত্রে চিরকাল স্বাধীন বিচারবুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত হতেন বলে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর বন্ধু অতুলচন্দ্রের সাহিত্যকর্মের পরিমাণ নিতান্ত অল্প, কিন্তু মূল্য অসামান্য। তাঁর 'কাব্যজিজ্ঞাসা' (১৩৩৫ ব.) সাহিত্যানুশীলনকারীদের অবশ্য পাঠ্য। সাহিত্য ছাড়াও, অন্যান্য বিষয়ে কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে গেছেন ; যথা, 'শিক্ষা ও সভ্যতা' (১৩৩৪ ব.), 'নদীপথে' (১৩৪৪ ব.), 'জমির মালিক' (১৩৫১ ব.), 'সমাজ ও বিবাহ' (১৩৫৩ ব.), 'ইতিহাসের মুক্তি' (১৩৬৪ ব.)। শেষোক্ত গ্রন্থটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত অধরচন্দ্র মুখার্জী বক্তৃতার সঙ্কলন। প্রধানত ব্যবহারজীবী ও রসতত্ত্বের ব্যাখ্যাতা হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ করলেও সমাজ, শিক্ষা, ইতিহাস, রাজনীতি প্রভৃতির আলোচনায়ও তিনি তাঁর বহুমুখী মনীষার পরিচয় রেখে গেছেন। ১৯১৮ খ্রী. Trading with the Enemy নামে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অনাথনাথ দেব' পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৫৭ খ্রী. উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডি.এল.' উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। ওকালতি করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন ; এর একটা মোটা অংশ রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানে ও দুঃস্থ ছাত্রের শিক্ষাকল্পে এবং রোগীর চিকিৎসায় গোপনে দান করে গেছেন। [৩,৭]

অতুলচন্দ্র ঘোষ[১] (২৮.৭.১২৬৬ - ২১.৯.১৩৪৬ ব.) কোন্নগর। পিতা বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী সাংবাদিক গিরিশচন্দ্র। বি.এ., বি.এল. পাশ করে কিছুদিন আলিপুরে ওকালতি করেন ও পরে সরকারী চাকরিতে যোগ দেন। ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃতে কবিতা রচনা করতে পারতেন। 'অবরুদ্ধ' নামে মাইকেলের 'Captive Lady'-র বাংলায় কাব্যানুবাদ, জয়দেবের 'প্রসন্নরাঘব' নাটকটির বঙ্গানুবাদ ও পিতার রচিত 'Deathless Ditties'-এর অনুবাদ করেন। [৪,৫]

অতুলচন্দ্র ঘোষ[২] (১৮৮১ - ১৯৬১) খণ্ডঘোষ—বর্ধমান। মাখনলাল। শৈশবে পিতৃব্য হিতলাল ঘোষের কাছে অযোধ্যায় কাটান। পরে পুরুলিয়ায় তাঁর এক উকিল মেসোমশায়ের কাছে প্রতিপালিত হন। বর্ধমান মহারাজা স্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৮৯৯) ও কলেজ থেকে এফ.এ. (১৯০১) পাশ করে কলিকাতায় মেট্রোপলিটান কলেজে বি.এ. ক্লাশে ভর্তি হন। ১৯০৪ খ্রী. বি.এ. পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে ১৯০৮ খ্রী. পুরুলিয়ায় আইন ব্যবসায় শুরু করেন। সেখানে পুরুলিয়ার জিলা স্কুলের লাইব্রেরীয়ান-অ্যাকাউন্টেন্ট অঘোরচন্দ্র রায়ের কন্যা লাবণ্যপ্রভাকে বিবাহ করেন এবং স্বামী-স্ত্রী দুজনে মহাত্মা গান্ধী ও নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্তের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৯২১ খ্রী. আইন ব্যবসায় ছেড়ে তিনি সম্পূর্ণভাবে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী (১৯২১ - ১৯৩৫) ও মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি (১৯৩৫ - ১৯৪৭) হিসাবে তিনি মানভূম ও নিকটবর্তী এলাকায় বহু কাজ করেন। জেলা সত্যাগ্রহ কমিটির সেক্রেটারী হন (১৯৩০) এবং লবণ-সত্যাগ্রহে ও পরে ভারত-ছাড় আন্দোলনে (১৯৪২) অংশগ্রহণ করায় এবং জাতীয় সপ্তাহ পালনকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের অপরাধে (১৯৪৫) তিনি কারারুদ্ধ হন। মানভূমের ভাষানীতির প্রশ্নে কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হওয়ায় তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করে (১৯৪৭) ঐ বছরই 'লোকসেবক

মাসিক পত্রিকা পরিচালনা করেন। [২৭,৩০]

অধরলাল সেন (১৮৫৫-১৮৮৫) কলিকাতা। রামগোপাল। সুবর্ণ বণিক পরিবারে জন্ম। অত্যন্ত প্রতিভাধর ছাত্র ছিলেন। ১৮৭২ খ্রী. প্রবেশিকা (৮ম), এফ.এ. (৪র্থ, ডাফবৃত্তি) এবং ১৮৭৭ খ্রী. বি.এ. পাশ করে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের পদ পান। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য, ফ্যাকালটি অফ আর্টস-এর সভ্য, বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু এবং রামকৃষ্ণদেবের স্নেহভাজন ছিলেন। অল্পায়ু জীবনে তিনি বাংলায় 'ললিতা সুন্দরী', 'মেনকা' ইত্যাদি পাঁচখানি কাব্য গ্রন্থ ও ইংরেজীতে 'The Shrines of Sitakund' নামে একটি তথ্যমূলক ভ্রমণকাহিনী রচনা করেন। [৩,১৩৩]

অধীরচন্দ্র ব্যানার্জী (১৩১৪-১৩৭৪ ব.)। ১৯৪৬ খ্রী. হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের সহকারী সম্পাদকরূপে সাংবাদিক জীবনের শুরু। ভারতীয় বার্তাজীবী সঙ্ঘের (সাংবাদিক ট্রেড ইউনিয়ন) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ও দুইবার তার সভাপতি হন। ১৯৬৪ খ্রী. জাকার্তায় অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় সাংবাদিক দলের নেতৃত্ব করেছিলেন। ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। [১৭]

অনঙ্গমোহিনী দেবী। ত্রিপুরাধিপতি বীরচন্দ্রমাণিক্য। স্বামীর নাম গোপীকৃষ্ণ। সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যায় নিপুণ ছিলেন। শিল্পনৈপুণ্যে আমেরিকা ও জাপান থেকে প্রশংসালাভ করেন। তাঁর কবিতা এক সময়ে প্রায় সকল বাংলা মাসিকপত্রেই নিয়মিত প্রকাশিত হত। রচিত কাব্যগ্রন্থ : 'কণিকা', 'শোকগাথা' ও 'প্রীতি'। [৫,৪৪]

অনন্ত১। রাজশাহী জেলার পুটিয়া রাজপরিবারের পূর্বপুরুষ পীতাম্বরের ভ্রাতুষ্পুত্র ও চিলাজুওয়ারের (ভাতুরিয়া পরগনার একাংশ) জমিদার। তিনি ও পীতাম্বর ইসলাম খানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন (১৬১১)। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত ও বিতাড়িত হন। [১৩৩]

অনন্ত২ (আনু. ১৬-১৭শ শতাব্দী)। কৃত্তিবাসের পরেই রামায়ণ অনুবাদক কবিদের মধ্যে প্রাচীনতম। সম্ভবত আসামের কামরূপের অধিবাসী। আসামের সুপরিচিত কবি অনন্ত কন্দলী ও কবি অনন্ত অভিন্ন বলে অনুমান করা হয়। [১৩৩]

অনন্ত আচার্য। সম্ভবত নবদ্বীপবাসী ও শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ছিলেন। গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য অনন্ত পদকল্পতরুর ২২৮৫ সংখ্যক পদটির রচয়িতা। ইনি বৃন্দাবনে গিয়ে গোবিন্দের সেবাধিকারী হয়েছিলেন। অনন্তদাস-ভণিতাযুক্ত 'পদকল্পতরু'র ৩২টি পদের রচয়িতা ও ইনি অভিন্ন কিনা বলা যায় না। [১,৩]

অনন্তকুমার সেন (১৬.৭.১৮৮৮-১৫.১০.১৯৩৫)। বরিশাল। পৈতৃক নিবাস মাহিলারা—বরিশাল। মদনমোহন। মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের অনুগামী সংগঠক ও আদর্শ শিক্ষকরূপে পরিচিত ছিলেন। সরকারী চাকরি প্রত্যাখ্যান করে তিনি প্রধান শিক্ষকরূপে শিক্ষাপ্রসারে ব্রতী হন এবং অবিভক্ত বাঙলার বিভিন্ন জেলায় বহু স্কুল স্থাপন করেন। তা ছাড়া তিনি 'অমৃত সমাজ', 'বরিশাল ন্যাশনাল স্কুল', 'বরিশাল সেবাসমিতি' প্রভৃতি সংস্থার এবং দৈনিক 'কেশরী' পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁর সঙ্কলিত পুস্তক 'স্বরাজ-গীতা' এককালে ছাত্রদের মনে জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রেম উদ্বোধনে নিত্যপাঠ্য সহায়িকা-রূপে সমাদৃত ছিল। শেষপর্যন্ত ইংরেজ সরকার কর্তৃক পুস্তকখানি বাজেয়াপ্ত হয়। মহাত্মা গান্ধীর প্রেরণায় অসহযোগ আন্দোলনেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। [১৪৬]

অনন্ত দাস। বৈষ্ণব পদকর্তা। 'পদকল্পতরু'র অন্যূন ৩২টি পদ তাঁর রচনা। অদ্বৈতাচার্যের শাখাভুক্ত এবং শ্রীচৈতন্যের পারিষদ হিসাবে অনন্ত দাসের নামোল্লেখ আছে। উভয়ে একই ব্যক্তি কিনা বলা শক্ত। [১]

অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ (রাজত্বকাল আনুমানিক ১০৭৬-১১৪৮ খ্রী.)। দেবেন্দ্রবর্মা। পূর্বগঙ্গবংশীয় বিখ্যাত রাজা। উড়িষ্যার চোড়গঙ্গ রাজাদের আধিপত্য মিধুনপুর বা মেদিনীপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। অনন্তবর্মা গঙ্গাতীরে মন্দাররাজকে পরাভূত করে দুর্গনগর আরম্য ধ্বংস করেন। মন্দার বর্তমান গড় মান্দারণ এবং আরম্য বর্তমান আরামবাগ। দু'টিই হুগলী জেলায়। তাঁর সময় পূর্ববঙ্গ রাজ্যের সীমানা উত্তরে গঙ্গা নদীর মোহানা থেকে দক্ষিণে গোদাবরী নদীর মোহানা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি ধর্ম ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির তাঁর সময়েই নির্মিত হয়। [৩,৬৭,১৩৩]

অনন্ত মিশ্র (১৭শ শতাব্দী)। কৃষ্ণরাম। মহাভারতের অনুবাদক। অনেকের মতে রামায়ণের অনুবাদক কবি অনন্ত ও ইনি একই ব্যক্তি। [১৩৩]

অনন্তরাম বিদ্যাবাগীশ। খাটুরা—২৪ পরগনা। রূপনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশধর। স্মৃতিশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। বিখ্যাত পণ্ডিত কালীকিঙ্কর তর্কবাগীশ তাঁর ছাত্র এবং জ্ঞাতি ছিলেন।

কলিকাতার হাতিবাগানে তাঁর টোল ছিল এবং শোভাবাজার রাজবাড়িতে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। [১]

অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৩৯ - ১৩০৩ ব.) বিষ্ণুপুর—বাঁকুড়া। গঙ্গানারায়ণ। তিনি বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রসিদ্ধ গায়ক ও গীতিকার ছিলেন। বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতগুরু রামশঙ্করের অন্যতম শিষ্য অনন্তলাল নিজ প্রতিভাবলে সঙ্গীতে অসাধারণ জ্ঞান ও নৈপুণ্য অর্জন করেন। বিষ্ণুপুর সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং বিষ্ণুপুররাজ গোপাল সিংহের সঙ্গীতসভার গায়ক ছিলেন। ভারতবর্ষের বহু কৃতী সঙ্গীতশিল্পী তাঁর শিষ্য ছিলেন। রচিত গীতাবলীর মধ্যে 'একি রূপ হেরি হেরি', 'দীনতারিণী বোলে মা', 'মধুঋতু আই' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। রাজপ্রদত্ত উপাধি 'সঙ্গীত-কেশরী'। তাঁর তিন পুত্র রামপ্রসন্ন, গোপেশ্বর ও সুরেন্দ্রনাথ সঙ্গীতজগতে বিশেষ খ্যাত। [১, ৩,৫৩]

অনন্তহরি মিত্র (১৯০৬ - ২৮.৯.১৯২৬) বেগমপুর—নদীয়া। রামলাল। ১৯২১ খ্রী. অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে কৃষ্ণগড় বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ সংগঠনে সক্রিয় ভূমিকা নেন। মামলার সূত্রে দক্ষিণেশ্বরের একটি বাড়ি তল্লাসী চালাবার সময় রিভলভার, বোমা ও বোমা-প্রস্তুতের সরঞ্জামসহ ১০ই নভে. ১৯২৫ খ্রী. গ্রেপ্তার হন। বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। বিপ্লবী দলের নেতাদের নির্দেশে গুপ্ত-পুলিশ-বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম-চারী ভূপেন চ্যাটার্জীকে হত্যার দায়িত্ব নিয়ে অনন্তহরি, প্রমোদ ও আরও তিন জন জেলের মধ্যে কার্য সমাধা করেন (২৮.৫.১৯২৬)। এই মামলায় অনন্তহরি ও প্রমোদরঞ্জনের ফাঁসির হুকুম হয়। [১০,৩৫,৩৮,৪২,৪৩]

অনাথকৃষ্ণ দেব (? - ১৬.১০.১৩২৬ ব.)। কলি-কাতার শোভাবাজার রাজবংশে জন্ম। কতক-গুলি সংস্কৃত নাটক বাংলা পদ্যে অনুবাদ করেন। প্রবন্ধকার হিসাবেও শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় দেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ কর্তৃক প্রকাশিত রামায়ণ-তত্ত্বের সম্পাদক ও 'বঙ্গের কবিতা' নামক সঙ্কলনের প্রকাশক। [৫]

অনাথনাথ বসু (১৩০৬ - ১০.৯.১৩৬৮ ব.)। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্। জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকরূপে কর্মজীবনের শুরু। পাশ্চাত্যের শিক্ষাবিষয়ক জ্ঞান অর্জন করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণ-বিভাগের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের কাজে যথেষ্ট সফলতা লাভ করেন। ১৯৪৮ খ্রী. দিল্লীর কেন্দ্রীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে (Central Institute of Education) অধ্যক্ষের পদে যোগ দেন। অবসর-গ্রহণের পর শান্তিনিকেতনে এসে বাস করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২ - ৫৩)-এর সদস্য ছিলেন। তাঁর রচিত কয়েকটি শিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থ আছে। [১৬]

অনাথবন্ধু গুহ (১২৫৪ ? - ১৩৩৪ ব.) ময়মন-সিংহ। মৃত্যুঞ্জয়। তিনি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ময়মনসিংহে ওকালতি শুরু করে প্রভূত অর্থ ও খ্যাতি অর্জন করেন। রাজনীতি ও সমাজসংস্কারে উদ্যোগী ছিলেন এবং অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, বিধবাবিবাহের প্রবর্তন প্রভৃতি কার্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৮৭৫ খ্রী. 'ভারত মিহির' সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। ময়মনসিংহে পিতার নামে 'মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালয়' ও পত্নীর নামে 'রাধাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়' এবং কাশীতে মাতার নামে 'জগদম্বা জাতীয় আয়ুর্বেদ মহিলা বিদ্যালয়' স্থাপন করেন। কাশীতে মৃত্যু। [১,৪]

অনাথবন্ধু পাঁজা (১৯১১ - ২.৯.১৯৩৩) জল-বিন্দু—মেদিনীপুর। সুরেন্দ্রনাথ। মেদিনীপুর গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগদান করে রিভলভার-চালনা শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি এবং মৃগেন্দ্রকুমার, নির্মল-জীবন, ব্রজকিশোর ও রামকৃষ্ণ কলিকাতায় যান। শিক্ষাশেষে পাঁচটি রিভলভারসহ তাঁরা মেদিনীপুরে ফেরেন। এই সময়ে মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ বিপ্লবীদের প্রতি অকথ্য নির্যাতন শুরু করলে উক্ত পাঁচজন যুবকের ওপর বার্জ-হত্যার দায়িত্ব অর্পিত হয়। এই উদ্দেশ্যে ২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩ খ্রী. তাঁরা মেদিনীপুর খেলার মাঠে উপস্থিত হন। খেলা দেখতে এসে বার্জ গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে অনাথবন্ধু ও মৃগেন গুলি করেন এবং বার্জের মৃত্যু ঘটে। সশস্ত্র রক্ষিদলের আক্রমণে অনাথবন্ধু ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং আহত মৃগেনের হাসপাতালে মৃত্যু হয়। [১০,৪৩]

অনাদিকুমার দস্তিদার (১৯০৩ - ৪.২.১৯৭৪) শ্রীহট্ট। প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী ও রবীন্দ্র সঙ্গীতের অন্যতম প্রচারক। 'বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে'র ছাত্র হয়ে ১৯১২ খ্রী. তিনি শান্তিনিকেতনে যান। ১৯২০ খ্রী. এন্ট্রান্স পাশ করে পাঁচ বছর রবীন্দ্র-নাথ ও দিনেন্দ্রনাথের কাছে গান শেখেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা করেন ভীমরাও শাস্ত্রী, নকুলেশ্বর গোস্বামী ও কলিকাতার রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর কাছে। তিনি বীণা বাজাতেও শিখেছিলেন। শান্তি-নিকেতনে অনেক নাটকের অভিনয়ে তিনি অংশ-গ্রহণ করেন। ১৯২৫ খ্রী. কলিকাতায় এসে তিনি

রবীন্দ্র সঙ্গীতকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথের পর তিনিই শান্তিনিকেতনের বাইরে প্রথম রবীন্দ্র সঙ্গীতের শিক্ষক। ১৯২৮ খ্রী. কলিকাতা কংগ্রেসে সঙ্গীত পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন। প্রথমে তিনি 'সঙ্গীত সম্মিলনী' ও 'বাসন্তী বিদ্যা-বীথি'তে শিক্ষকতা করেন। পরে 'গীতবিতানে'র অধ্যক্ষ ও সর্বশেষে অধিকর্তা হয়েছিলেন। তিনি রেডিও, রেকর্ড ও সিনেমা-থিয়েটারের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। গোড়া থেকেই তিনি গ্রামোফোন কোম্পানীতে রবীন্দ্র সঙ্গীতের ট্রেনার। তাঁর হাতেই রেডিওর রুক প্রোগ্রামের শুরু বলা যায়। নিউ থিয়েটার্স তাঁকে নিয়ে যান বাইচাঁদ বড়াল। বহু সিনেমায় তিনি ট্রেনার হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। বম্বে টকিজের সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল। থিয়েটার জগতে তাঁকে নিয়ে যান শিশিরকুমার ভাদুড়ী। শিশিরকুমারের 'চিরকুমার সভা' ও 'শেষরক্ষা' নাটকের তিনি সঙ্গীত-পরিচালক ছিলেন। পরে স্টার থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হন। কিছুদিন উদয়শঙ্করের দলে থাকা কালে সেখানে বীণা বাজাতেন। ১৯৪৮ খ্রী. রথীন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর উদ্যোগে 'স্বরলিপি সমিতি' গঠিত হলে তিনি তার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৬৫ খ্রী. অবসর-গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই পদে যুক্ত থেকে বহু গানের স্বরলিপি রচনা করেছেন। বাঙলায় রবীন্দ্র সঙ্গীতকে জনপ্রিয় করে তুলতে তাঁর অবদান যথেষ্ট। তাঁরই পরিচালনায় চলচ্চিত্রে রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রথম ব্যবহার শুরু হয়। টেগোর রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক প্রদত্ত 'রবীন্দ্র তত্ত্বাবিশারদ' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। [১৬]

অনিরুদ্ধ ভট্ট (১২শ শতাব্দী)। বঙ্গাধিপতি রাজা বল্লাল সেনের গুরু এবং বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রে বরেন্দ্রভূমির শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। সেন রাষ্ট্রের ধর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। বরেন্দ্রীর অন্তর্গত চম্পাহিটা নামক গ্রামের বাসিন্দা ও চম্পাহিটা মহামহোপাধ্যায় নামে পরিচিত ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'পিতৃদয়িতা' ও 'হারলতা'। 'হারলতা'য় বলা হয়েছে ইনি গঙ্গা-তীরবর্তী বিহার পট্টকের অধিবাসী ছিলেন। [৩,৬৭]

অনিলচন্দ্র দাস (৮.৬.১৯০৬ - ১৭.৬.১৯৩২) ঢাকা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এস-সি.। কৃতী ছাত্র অনিল গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। ৬.৬.১৯৩২ খ্রী. পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করার পর রহস্যজনকভাবে তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর মা ময়না তদন্তের রিপোর্ট চেয়েও পান নি। [১০, ৪২,৪৩]

অনিলচন্দ্র রায় (২৬.৫.১৯০১ - ৬.১.১৯৫২)। ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী 'শ্রীসঙ্ঘ' দলে যোগ দেন ও পরে নেতৃত্ব করেন। ১৯৩০ খ্রী. প্রথম কারারুদ্ধ হন। মুক্তিলাভের পর তিনি সুভাষচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 'ফরওয়ার্ড ব্লক'-এর সদস্য হন। সুভাষচন্দ্র পরিচালিত হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে যোগদান করে ১৯৪০ খ্রী. কারাবরণ করেন এবং মুক্তি পাবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতরক্ষাবিধানে পুনরায় গ্রেপ্তার হন। ফরওয়ার্ড ব্লক বিভক্ত হলে অনিলচন্দ্র সুভাষবাদী দলের সদস্য ও নেতা ছিলেন। তাঁর রচিত 'নেতাজীর জীবনবাদ', 'ধর্ম ও বিজ্ঞান', 'সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ' প্রভৃতি গ্রন্থে পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়তাবাদ ও সমাজবাদের সমন্বয়ের প্রচেষ্টক ছিলেন। দেশনেত্রী লীলা রায় তাঁর পত্নী ছিলেন। [৫,১০]

অনিল ভাদুড়ী (? - ৫.৮.১৯৩২)। গুপ্ত-বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন। স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার সম্পাদক আলফ্রেড ওয়াটসনকে গুলি করে হত্যার প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত থাকা কালে তিনি ও তাঁর সঙ্গী মণি লাহিড়ী দুর্ঘটনায় আহত হন ও রক্তক্ষরণের ফলে মারা যান। [৪২]

অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৯ - ১৭.৮.১৮৭১) পাথুরিয়াঘাটা—কলিকাতা। তিনি দেওয়ান বৈদ্যনাথের পৌত্র ছিলেন। আদি বাস হুগলী জেলার ভাণ্ডারহাটি—গোপীনাথপুর। কলিকাতার হিন্দু কলেজের শিক্ষা শেষ করে হাওড়া ফৌজদারি আদালতের নাজির হন। অবসর সময়ে আইন পড়তেন। ১৮৫৫ খ্রী. ওকালতি পাশ করে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ১৮৭০ খ্রী. সিনিয়র গভর্নমেন্ট প্লীডার হন। কিছুকাল পরে বিচারপতির পদ লাভ করেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য এবং আইন পরিষদের (Faculty of Law) সভ্য হয়েছিলেন। সমসাময়িক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কোঁৎ (Comte)-এর দর্শনে যে অল্প কয়েকজন বিশ্বাসী ছিলেন, ইনি তাঁদের অন্যতম। [১,৭,৪৫]

অনুকূলচন্দ্র (শ্রীশ্রীঠাকুর) (১৪.৯.১৮৮৮ - ২৬.১.১৯৬৯) হিমায়েতপুর—পাবনা। শিবচন্দ্র চক্রবর্তী। সৎসঙ্গ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। ছোটবেলা থেকে ভক্তিপ্রবণ ও সেবাধর্মপরায়ণ ছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার সময় ফিসের টাকা জমা দিতে গিয়ে দরিদ্র নিঃসম্বল এক সহপাঠী পরীক্ষার্থীকে দিয়ে দেন এবং নিজে এক বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সুপারিশে যোগ্যতার পরীক্ষা দিয়ে কলিকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হন। আর্থিক অনটন ও নানা অসুবিধার মধ্যে তিনি ডাক্তারী

পড়া শেষ করে গ্রামে এসে জনসেবায় চিকিৎসা-কার্যে ব্রতী হন। কিন্তু ধর্মের আকর্ষণে তাঁর ভাবাবেগময় ধর্মান্দোলনের পথে দেখা দিল। তিনি মাতার নিকট দীক্ষা নিয়ে সাধন-ভজন শুরু করেন। পরে তোলেন এক 'কীর্তন-দল' এবং তারই মাধ্যমে সৎসঙ্গ ও সৎকর্মসংযোজন—এই নীতির প্রচার করতে থাকেন। কেউ কারো মুখাপেক্ষী হবে না, তার-সম্পূর্ণ থাকবে না—কর্মযোগ, স্বাবলম্বন ও দীক্ষা-গ্রহণের ভিতর দিয়ে সাধনার লক্ষ্য অর্জন করতে হবে—এই হল সৎসঙ্গ আশ্রমের আদর্শ। অনুরাগী ভক্তদের নিয়ে স্থাপিত হয় তপোবন বিদ্যালয়, মাতৃনিকেতন, দাতব্য চিকিৎসালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, পাবলিশিং হাউস প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান। ১৯৪৬ খ্রী. ১ সেপ্টেম্বর ভারত বিভাগের এক বছর আগে তিনি বিহারের দেওঘরে চলে আসেন। এখানে নূতন করে স্থাপন করেন আশ্রমের কর্মকেন্দ্র এবং পুনর্বাসন ও বালক শিক্ষা, ধর্ম ও কর্মপ্রতিষ্ঠানসমূহ। নিজস্ব ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হয় আশ্রমের মুখপত্র 'সাত্বতী' এবং বিভিন্ন পুস্তকাবলী। ধর্ম, অর্থ, পরমার্থ, গৃহ, সমাজ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর আদর্শ ও উপদেশ-বাণী 'পুণ্যপুঁথি', 'অনুশ্রুতি' (৬ খণ্ড), 'চলার সাথী', 'শাশ্বতী' (৩ খণ্ড), 'প্রীতি-বিনায়ক' (২ খণ্ড), 'বিবাহ-বিধায়না', 'সমাজ-সন্দীপনা', 'যতি অভিধর্ম' প্রভৃতি প্রায় ৪৬ খানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। দেওঘরে মৃত্যু। (১৩৬)

অনুজাচরণ সেন (জুন ১৯০৫-২৫.৮.১৯৩০) সেনহাটি—খুলনা। বিমলাচরণ। ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। প্রথমে বিভিন্ন সেবাকার্যের মাধ্যমে দেশের মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। ব্যায়ামচর্চা, পঠন ও আলোচনার মাধ্যমে বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত হন। তারপর বন্যা, বসন্ত, মহামারীর সময় প্রাণঢালা সেবা ও অমায়িক ব্যবহার দ্বারা বিপ্লবী দলের প্রসার ও সংগঠনে সহায়তা করেছিলেন। কলিকাতায় বিপ্লব-প্রস্তুতির কর্মী হিসাবে নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দলের নির্দেশে ১৯২৪ খ্রী. রংপুর (গাইবান্ধা) গিয়ে সেখানে দু'বছর দলের সংগঠনের কাজ করেন। কলিকাতায় ফিরে আসার পর বিপ্লবী নেতা শৈলেশ্বর বসু টি.বি.-তে আক্রান্ত হলে সহকর্মী বন্ধু দীনেশ মজুমদারের সঙ্গে রোগীর সেবা করেন। সে সময়ে টি.বি. প্রাণঘাতী ছোঁয়াচে রোগ বলে লোকে সভয়ে দূরে থাকত। ১৯৩০ খ্রী. চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ ও জালালাবাদ যুদ্ধের সময় তরুণের দল যখন প্রাণ উৎসর্গের জন্য প্রস্তুত তখন কলিকাতার অত্যাচারী পুলিস কমিশনার টেগার্টকে নিধনের নির্দেশ পেলেন অনুজাচরণ, দীনেশ মজুমদার, অতুল সেন ও শৈলেন নিয়োগী। ২৫.৮.১৯৩০ খ্রী. নির্দিষ্ট সময়ে টেগার্টের গাড়ি ডালহৌসী স্কোয়ারে আসার সঙ্গে সঙ্গে দীনেশ প্রথমে বোমা ছোঁড়েন। গাড়িটি থেমে যায়। বিপরীত দিক থেকে দ্বিতীয় বোমা ছোঁড়েন অনুজাচরণ, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বোমাটি হাতেই ফেটে যায় এবং মারাত্মকভাবে আহত হয়ে অনুজাচরণ ঘটনাস্থলেই প্রাণত্যাগ করেন। (১০,২২,২৬,৫০,৫৬)

অনুপানন্দ বড়ু। শ্রীখণ্ড—বর্ধমান। মৃত্যুঞ্জয়। উচ্চশিক্ষিত। বর্ধমানের রাজ রাজা প্রতাপচাঁদের শিক্ষক। প্রতাপচাঁদের দেহ রক্ষার পর ধর্ম-প্রবর্তক হয়ে শ্রীখণ্ডে বসবাস করেন। ১৮৪৪ খ্রী. গুরুর কীর্তনকথায় অনুপানন্দ 'প্রতাপচন্দ্র-দীনজনবন্ধু-সঙ্গীত' নামে একটি অভিনবত্বের গ্রন্থ রচনা করেন। (১,২)

অনুভা গুপ্ত (১৯৩০-১৪.১.'৭২)। পিতা রমেশ গুপ্ত। স্বামী অভিনেতা রবি ঘোষ। মেগা-ফোন কোম্পানীর গায়িকা হিসাবে তাঁর শিল্পী জীবন শুরু হয়। ১৩ বছর বয়সে চলচ্চিত্রে নেপথ্য-গায়িকারূপে ও ১৯৪৬ খ্রী. অভিনেত্রী হিসাবে বাংলা সিনেমায় যোগ দেন। 'স্বামীজী' চিত্রে (১৯৫১) এক নর্তকীর ভূমিকায় অভিনয় করে নাম করেন এবং 'ঢুলি' ও 'বরযাত্রী' চিত্রে তাঁর খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। শতাধিক বাংলা ও কিছু হিন্দী চিত্রে তিনি অভিনয় করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। (১৬)

অনুরূপ সেন (?-১৯২৪)। বিখ্যাত চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের অন্যতম সংগঠক এবং এই দলের গঠনতন্ত্রের রচয়িতা। নেতা সূর্য সেন তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এম.এ. ক্লাসের ছাত্রাবস্থায় তিনি বিপ্লবী দলের সভ্য হন। প্রথমে অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে কারাবরণ করেন। পরে তাঁকে অন্তরীণ করে রাখা হয়। অন্তরীণ থাকা কালে সন্দেহজনকভাবে তাঁর মৃত্যু ঘটে। (৪২)

অনুরূপা দেবী (৯.৯.১৮৮২-১৯.৪.১৯৫৮) কলিকাতা। মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়। পিতামহ পণ্ডিত ভূদেব মুখোপাধ্যায়। আইন ব্যবসায়ী স্বামী শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি মজঃফরপুরে বসবাস করেন। জ্যেষ্ঠা ভগিনী ইন্দিরা দেবীর অনুপ্রেরণায় সাহিত্য-চর্চা শুরু করেন। তাঁর প্রথম কবিতা শিশুপাঠে বাল্যকালে রচিত। 'রাণী দেবী' ছদ্মনামে রচিত প্রথম গল্প কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতায় প্রকাশিত

হয়। ১৩১১ ব. 'টিলকুঠি' প্রথম উপন্যাস নবনূর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৩১৯ ব. 'পোষ্যপুত্র' উপন্যাস ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হলে তিনি খ্যাতনাম্নী হন। সমাজ-সংস্কারেও তিনি অক্লান্ত কর্মী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরী-লতার সহযোগে মজঃফরপুরে মহিলাদের জন্য ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা করেন। কাশী ও কলিকাতার বহু কন্যাবিদ্যাপীঠের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন এবং একাধিক নারীকল্যাণ-আশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন। ১৯৩০ খ্রী. 'মহিলা সমবায় প্রতিষ্ঠান' স্থাপন করেন। পণপ্রথা, পুরুষের স্ত্রী-বর্তমানে বিবাহ, ১৯৪৬ খ্রী. হিন্দু কোড বিল এবং ১৯৪৭ খ্রী. বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। নারীর অধিকার-প্রতিষ্ঠা আন্দোলনেরও অন্যতম নেত্রী ছিলেন। ১৯৩৪ খ্রী. বিহার ভূমিকম্পে গুরুতর আহত হয়েও দুর্গতদের সাহায্যার্থ 'কলাণব্রত সঙ্ঘ' স্থাপন করেন। রচিত 'মন্ত্রশক্তি' উপন্যাসটি অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নাট্যরূপায়িত করেন। পরে নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে 'ষ্টারে' অভিনীত হয়। এ ছাড়াও তাঁর অন্যান্য উপন্যাস 'মা', 'মহানিশা', 'পথের সাথী', 'বাগ্‌দত্তা' নাট্যরূপায়িত হয়। রচিত ৩৩টি গ্রন্থের মধ্যে অপরাপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'জ্যোতিঃহারা', 'উত্তরায়ণ', 'সাহিত্যে নারী', 'স্রষ্ট্রী ও সৃষ্টি', 'বিচারপতি' প্রভৃতি। 'জীবনের স্মৃতিলেখা' তাঁর অসমাপ্ত রচনা। পিতামহ ভূদেবচন্দ্রের আদর্শ-নিষ্ঠাকে কথাসাহিত্যে কাহিনীর সূত্রে পরিবেশন করাই তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। তাঁর সম্মানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জগত্তারিণী (১৯৩৫) ও ভুবনমোহিনী দাসী স্বর্ণপদক (১৯৪১) প্রদান করেছিলেন। [৩,৭,২৫,২৬]

অন্নদা কবিরাজ। ১৯০৫ খ্রী. স্বদেশী আন্দোলনের সময় ইনি পাবনা জেলায় 'পাবনা-সম্মিলনী' নামে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠায় অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন। [৫৪]

অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি, মহামহোপাধ্যায় (১৮.৮.১২৬৮ ব.-?) পূর্ব-সোমপাড়া—নোয়াখালি। কালীকিঙ্কর ঠাকুর। সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। কর্মজীবনে প্রথমে নোয়াখালি জেলা স্কুলের হেডপণ্ডিত, পরে কাশীতে ঈশ্বর পাঠশালার অধ্যাপকরূপে বৃত হন। এসময়ে পণ্ডিত মদন-মোহন মালব্য তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার পরিচয় পেয়ে বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। অবসর-গ্রহণের পর মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে 'ধর্মশাস্ত্রকোষ' নামে একটি বিরাট গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। কলাপ ব্যাকরণের কাতন্ত্র-পরিশিষ্টের কঠিনতম অংশ-সমূহের সরলীকৃত টীকা 'কৌমুদী', 'শ্রীরামাভ্যুদয়ম্' (মহাকাব্য), 'মহাপ্রস্থানম্' (মহাকাব্য), 'সুমনো-ঞ্জলিঃ', 'ধাতু-চিত্রম্' ইত্যাদি সংস্কৃত গ্রন্থ এবং বাংলা ভাষায় 'ষড়্‌দর্শনের রহস্য', 'ষড়্‌দর্শনের চিত্র', 'অলঙ্কার', 'কাব্যচন্দ্রিকার সরল টীকা', 'শব্দখণ্ড' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করে সুখ্যাতি অর্জন করেন। বারাণসীতে 'আর্যমহিলা বিদ্যালয়' স্থাপনের তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা। ১৯২২ খ্রী. তিনি 'মহা-মহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। কাশীর ভারত ধর্মমণ্ডলও তাঁকে 'মহোপাধ্যায়' উপাধিতে সম্মানিত করে। কাশীধামে মৃত্যু। [১৩০]

অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। হালিসহর—চব্বিশ পরগনা। ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ছিলেন। গীতিকার-রূপে যশস্বী হন এবং তাঁর রচিত 'আজ কেন চারিদিক হেরি মধুময়' গানখানি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। [১]

অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী (১৩০২-৩০.৫.'৭১ ব.) মেদিনীপুর। প্রথম জীবনে কংগ্রেস সদস্যরূপে নানা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন সময়ে বহু বছর কারারুদ্ধ ছিলেন। ড. প্রফুল্ল ঘোষের প্রথম মন্ত্রিসভায় পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী ছিলেন। রাজনৈতিক কারণে কংগ্রেস ত্যাগ করেন। অন্যান্য নেতাদের সহযোগিতায় 'কৃষক প্রজা মজদুর' পার্টির প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুদিন পর ঐ পার্টি সোশ্যালিস্ট পার্টির একটি অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়। নূতন দলের নাম হয় 'প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টি'। পশ্চিম-বঙ্গ বিধান পরিষদে এই পার্টির নেতৃত্বে অন্নদা-প্রসাদ সুবক্তারূপে খ্যাতি অর্জন করেন। সর্ব-ভারতীয় খাদি বোর্ড ও রাজ্য খাদি বোর্ডের সদস্য ছিলেন। [৪]

অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর 'শকুন্তলা' গীতাভিনয়টি ১৮৬৫ খ্রী. প্রকাশিত হয়। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা উক্ত পুস্তকটিকেই বাংলা ভাষায় প্রথম অপেরা (গীতাভিনয়) ব'লে মনে করেন। 'শকুন্তলা' গীতাভিনয় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার আগেই ১৮৬৪ খ্রী. একাধিকবার অভিনীত হয়। অন্যান্য গ্রন্থ: 'প্রশ্ন চতুষ্টয়' (১৮৫৫), 'ঊষাহরণ নাটক' (১৮৭৫) প্রভৃতি। [৪,৪০,৪৫]

অন্নদাপ্রসাদ বাগচী (২২.৩.১৮৪৯-১৯০৫) শিখরবালি—চব্বিশ পরগনা। চন্দ্রকান্ত। শৈশব থেকেই শিল্পচর্চার প্রতি আকর্ষণ ছিল। ১৮৬৫ খ্রী. নব-প্রতিষ্ঠিত স্কুল অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টস-এর এনগ্রেভিং ক্লাসে ভর্তি হন। পরে তিনি পাশ্চাত্য-রীতির চিত্রাঙ্কন-বিদ্যা শিক্ষা করেন। কর্মজীবনে প্রবেশ করে পূর্বোক্ত স্কুলের শিক্ষক

ও পরে প্রধান শিক্ষকের পদ লাভ করেন। পাশ্চাত্য-রীতিতে প্রতিকৃতি অঙ্কন করে যশ লাভ করেন। তাঁর অঙ্কিত তৎকালীন মনীষীদের প্রতিকৃতি উচ্চ প্রশংসা পায়। শিল্প-বিষয়ক প্রথম বাংলা পত্রিকা 'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি' (১২৯২ ব.) প্রকাশের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৯০৫ খ্রী. কলিকাতায় বঙ্গীয় কলাসংসদ স্থাপিত হলে অন্নদাপ্রসাদ সভাপতি নির্বাচিত হন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রচিত 'দি অ্যাণ্টিকুইটিজ অফ ওড়িশা' এবং 'বুদ্ধ গয়া' নামক গ্রন্থ দু'টিতে অন্নদাপ্রসাদের অঙ্কিত ছবিগুলি বিশেষ প্রশংসিত হয়। তাঁর অন্যতম প্রধান কীর্তি আর্ট স্টুডিয়ো প্রতিষ্ঠা (১৮৭৮)। স্টুডিয়োটিকে কেন্দ্র করে একদল তরুণ শিল্পীকে নিজের আদর্শ অনুসারে গড়ে তোলেন। এই আর্ট স্টুডিয়ো থেকে লিথোগ্রাফি পদ্ধতিতে ছাপা পৌরাণিক বিষয়ক বহু চিত্র সেকালে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। [৩]

অন্নদাসুন্দরী ঘোষ (১৮৭৩ - ১৯৫০) রামচন্দ্র-পুর—বাখরগঞ্জ। মোহনচন্দ্র গুহ। স্বামী—শিক্ষা-বিদ্ ক্ষেত্রনাথ ঘোষ। ১৯/২০ বছর বয়সে কবিতা লেখা শুরু করেন। তাঁর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কবিতা-সমূহ তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ সংগ্রহ করে 'কবিতাবলী' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন (১৩৪৭ ব.)। কবিতাগুলি সামাজিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত বিষয়ক, দেশপ্রীতিমূলক ও বিবিধ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। [৪৪]

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৭৫ - ১৯৩৪) যশোহর, মতান্তরে মহেশপুর—নদীয়া। বিপ্রদাস। প্রখ্যাত নাট্যকার, নট ও নাট্য-পরিচালক। স্কুলে থাকা কালেই শখের থিয়েটারের আখড়ায় যাতায়াত শুরু করেন। ষ্টারের বিখ্যাত অভিনেতা অমৃত-লালের কাছে প্রথম অভিনয় শিক্ষা। প্রায় ১০ বছর কলিকাতা ও মফঃস্বলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে শখের অভিনয় করেন। পরে গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্দুশেখরের কাছে অভিনয় সম্বন্ধে বিস্তৃত শিক্ষালাভ করেন এবং গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁরই আদর্শে অপরেশচন্দ্র নাট্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। ১৩১১ ব. মিনার্ভা থিয়েটারে পেশাদার অভিনেতা-রূপে যোগদান করেন এবং কিছুকালের জন্য মিনার্ভার পরিচালকের পদ পান। নট হিসাবে উচ্চ খ্যাতি অর্জন না করলেও নাট্যকার, অভিনয়-শিক্ষক ও থিয়েটার-পরিচালক হিসাবে যশস্বী হয়েছিলেন। কয়েক বছর পরে নব-সংগঠিত ষ্টার থিয়েটারে যোগদান করেন। এখানেই তাঁর কর্মজীবন শেষ হয়। তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে 'কর্ণার্জুন' নাটকটি দুইশত রজনী অভিনীত ও অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নাটক : 'রঙ্গিলা' (১৯১৪), 'রামানুজ' (১৯১৬), 'মন্ত্রশক্তি', 'মা' (১৯৩৪), 'ইরাণের রাণী', 'পোষ্যপুত্র'। 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বছর' নামক আত্মজীবনী অসমাপ্ত রচনা। বৈদেশিক নাটকের ছায়াবলম্বনে অপরেশচন্দ্র অনেক নাটক রচনা করলেও তাঁর কৃতিত্বে এগুলি সম্পূর্ণ দেশীয় রূপ ধারণ করে। 'মন্ত্রশক্তি', 'মা' ও 'পোষ্য-পুত্র' অনুরূপা দেবীর উপন্যাসের অপরেশচন্দ্রকৃত নাট্যরূপ। তাঁর রচিত একখানি উপন্যাসও আছে। [১,৩,৭,২৫,২৬]

অপর্ণা দেবী (৬.১১.১৮৯৯ - ১০.৭.১৯৭৩) কলিকাতা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। স্বামী—সুধীরচন্দ্র রায়। নিজের বিবাহ সম্বন্ধে অপর্ণা দেবী লিখেছেন—'১৯১৬ সালে আমার বিয়েই বাঙলা দেশে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে প্রথম অসবর্ণ বিয়ে।' তিনি ও তাঁর ব্যারিস্টার স্বামী ১৯১৯ খ্রী. থেকে নিখিল ভারত কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। তাঁদের বাড়ি দেশকর্মী ও বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল ছিল। বৃন্দাবনের বিখ্যাত নবদ্বীপ ব্রজবাসীর ছাত্রী অপর্ণা দেবীর বৈষ্ণব দর্শন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান ছিল। বাঙলাদেশে কীর্তনের পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। তিনি কীর্তনের ক্ষেত্রে সেকালে সুগায়িকা হিসাবে পরিচিতা ছিলেন। শিক্ষিত অভিজাত মেয়েদের নিয়ে তিনি 'ব্রজমাধুরী সঙ্ঘ' নামে সম্প্রদায় গঠন করেন। তিনি ও তাঁর স্বামী কীর্তন প্রচারের জন্য ত্রিশের দশকে ইউরোপ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ সফর করেছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' এবং 'কীর্তন পদাবলী' জনপ্রিয়। শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র। [১৬]

অপূর্বকুমার ঘোষ। পিতা গণিতশাস্ত্রবিদ্ পি. ঘোষ। খ্রীষ্টান ব্যারিস্টার। অনুশীলন দলের প্রতিষ্ঠাতা পি. মিত্রের সঙ্গে তিনি বিশেষ পরিচিত হলেও কখনও ঐ দলের সভ্য হন নি। ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মতে 'অপূর্বকুমার ঘোষ সোশ্যালিস্ট ছিলেন।' অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—'তিনি লণ্ডনে সোশ্যালিজম সম্বন্ধে lectured from a hundred platforms'। অপূর্ব-কুমার বলতেন, জগতে সমাজবাদের দিন এগিয়ে আসছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় ১৯০৪ খ্রী. গভর্নমেণ্টের প্রিণ্টিং বিভাগে যে ধর্মঘট হয় তিনি ও বিপিনচন্দ্র পাল তা পরিচালনা করেন। ১৯০৭ খ্রী. ই. আই. রেল-ধর্মঘটীদের যে প্রথম সভা 'সন্ধ্যা' অফিসের ছাদে হয় অপূর্বকুমার তার সভাপতি ছিলেন। এ ছাড়া তিনি শিবাজী উৎসবেও যোগ দেন এবং যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদকরূপে

ভূপেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সরকারী মামলায় আসামী-পক্ষ সমর্থন করেন। [১৬]

অপূর্বকুমার চন্দ (১২৯৯ - ১৩৭৩ ব.) শিলচর—আসাম। কামিনীকুমার। শান্তিনিকেতনের ছাত্র এবং অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ইংরেজী সাহিত্যে অনার্সসহ বি.এ. পাশ করেন। বাঙলার বহু কলেজে অধ্যাপক ও অধ্যক্ষের পদে এবং শেষ বয়সে শিক্ষাবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জাপান ও কানাডা সফরকালে কবির সেক্রেটারী ছিলেন। [১৭]

অপূর্বকৃষ্ণ দেব। শোভাবাজার—কলিকাতা। মহারাজা রামকৃষ্ণ। ফারসী ভাষায় কবিতা রচনা করে মুঘল বাদশাহের কাছে 'রাজকবি' উপাধি পেয়েছিলেন। তিনি সুপণ্ডিত এবং শিক্ষাবিস্তারেও যত্নশীল ছিলেন। বহু শ্যামাবিষয়ক কবিতার রচয়িতা। [১]

অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (১৩১১ - ১৫.৩.১৩৭১ ব.) গরি—চব্বিশ পরগনা। কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট রেজিস্ট্রার-এর পদে নিযুক্ত ছিলেন। সাহিত্য-জগতে কবিতা, গল্প ও উপন্যাস লিখে পরিচিত হন। রচিত গ্রন্থাবলী : 'মধুচ্ছন্দা', 'নীরাজন', 'সায়ন্তনী' (কবিতা), 'সভ্যতার রাজপথে', 'অন্তরীপ', 'নূতন দিনের কথা', 'ভগ্ননীড়' প্রভৃতি। [৪]

অপূর্ব সেন, ভোলা (? - ১৩.৬.১৯৩২) ছাত্র-ডাণ্ডি—চট্টগ্রাম। হরিশচন্দ্র। বিপ্লবী দলের সভ্য হিসাবে তিনি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে অংশগ্রহণ করে ফেরার হন। পাতিয়ার সাবিত্রী চক্রবর্তীর বাড়িতে পলাতক অবস্থায় থাকা কালে সূর্য সেন সহ পুলিশ কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে তিনি পুলিশের গুলিতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন. [৪২,৪৩]

অবতারচন্দ্র লাহা (১২৬৩ - ২.৭.১৩৩৮ ব.)। বঙ্কিম যুগের অন্যতম সাহিত্যিক। রচিত উপন্যাস : 'আনন্দলহরী', 'আমার ফটো', 'শুভদৃষ্টি' প্রভৃতি। বিমানবিহারী স্পেনসার এদেশে এলে দুঃসাহসিক অবতারচন্দ্র তাঁর কাছ থেকে বেলুন নিয়ে বেলুন যাত্রায় উদ্যোগী হন। [১,৫]

অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৭১ - ২৩.১.১৩৫১ ব.) বরা—বীরভূম। রামলাল। পিতার মৃত্যুর পর অবধূত মাতুল বিপিনবিহারী ঠাকুরের কাছে পালিত হন। কান্দীর টোলে সংস্কৃত ও দামোদর কুণ্ডুর কাছে কীর্তন শিক্ষা করেন। ১৭ বছর বয়সে নবদ্বীপে প্রথম গান করতে যান। অল্প বয়সেই দল গঠন করেন। শিক্ষার আগ্রহে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন। তাঁর গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত গ্রন্থের শ্লোকাদি সহযোগে সুন্দর পরিবেষণ এবং সুর ও তালের বক্তা দ্বারা রসসৃষ্টি করা। [২৫,২৭]

অবধৌত দাস (১২৬৬ - ১৩৪৯ ব.) মধুডাঙ্গা —বীরভূম। নীলকমল। পুরুষানুক্রমে চৈতন্যমঙ্গল-গায়ক ও মৃদঙ্গবাদকের বংশে অবধৌত জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথম যৌবনেই বীরভূমের কীর্তন ও মৃদঙ্গ শিক্ষাকেন্দ্র ময়নাডাল গ্রামের মৃদঙ্গাচার্য নিকুঞ্জবিহারী মিত্রঠাকুরের কাছে মৃদঙ্গ বাদ্য শেখেন। রসিক দাস ও রাধিকাপ্রসাদ সরকারের দলে কিছুদিন মৃদঙ্গ সঙ্গত করে খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু পরে চৈতন্যমঙ্গল গান শিখে প্রায় নিরক্ষর অবধৌত ঐ গানেই খ্যাতি, অর্থ ও মান অর্জন করেন। [২৭]

অবনীনাথ মুখোপাধ্যায় (৩.৬.১৮৯১ - ২৮.১০.১৯৩৭) জব্বলপুর—মধ্যপ্রদেশ। আদি নিবাস —বাবুলিয়া, খুলনা। কলিকাতা থেকে উইভিং টেকনলজি পাশ করে উচ্চতর শিক্ষার জন্য জাপান ও জার্মানী যান। ছাত্রাবস্থায় কলিকাতায় গণেশ দেউস্কর ও বিপিন পালের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। লিপজিগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জার্মানী) ছাত্র ছিলেন। এই সময়ে ড. অস্কার কোহ্নের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেন। বহুকাল পরে মস্কোয় অধ্যাপক থাকাকালীন ডক্টরেট হন। বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট উইভিং মাস্টার হয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে দেশে ফিরে ১৯১২ খ্রী. এণ্ড্রু ইউল কোম্পানীতে চাকরি নেন ও কিছুকাল পরে বৃন্দাবনের প্রেম মহাবিদ্যালয়ে উপাধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেন। এখানে বিপ্লবী রাজা মহেন্দ্র-প্রতাপ ও সুরেন করের সাহচর্য লাভ ঘটে। ১৯১৪ খ্রী. বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ও বাঘা যতীনের সঙ্গে পরিচয় হয়। বাঘা যতীনের সহকারী নিযুক্ত হয়ে ১৯১৫ খ্রী. অস্ত্রসংগ্রহের জন্য জাপানে প্রেরিত হন। অবনীনাথ সান ইয়াৎ সেনের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ওয়েসীর সঙ্গে রাসবিহারীর পরিচয় করান। জার্মান দূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ফেরবার পথে বিপ্লবীদের নাম ঠিকানাসহ নোট বই সমেত পেনাং পুলিসের হাতে ধরা পড়ায় মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা হয়। ১৯১৭ খ্রী. কয়েকজন জার্মান যুদ্ধবন্দীর সঙ্গে সমুদ্র-স্নানের সময় পালিয়ে যান। তারপর মালয়ে রবার-বাগানে কুলির কাজ করেন ও একজন ওলন্দাজ ভদ্রলোকের ভৃত্য হিসাবে হল্যাণ্ড এবং জার্মানী যান। এখানে ড. ভূপেন দত্ত, বীরেন চ্যাটার্জী, ক্ষিতীশপ্রসাদ প্রমুখদের সঙ্গে ভারতের বাইরে বিপ্লব আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করেন। ১৯২০ খ্রী. ইংরেজ সরকার অবনীনাথকে

রাশিয়ায় আবিষ্কার করেন এবং ফেরত পাঠাবার দাবি জানান। এই বছর রাশিয়ান মহিলা রোজা ফিটিং-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। শোনা যায়, এই মহিলা লেনিনের সেক্রেটারীর সহকারিণী ছিলেন। ১৯২০ খ্রী. অক্টোবরে অন্যান্যদের সঙ্গে তাসখেন্টে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক পার্টির সদস্য, তৃতীয় (কম্যুনিস্ট) আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে মেক্সিকো কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন (১৯২০)। ১৯২২ খ্রী. রাশিয়ার দুর্ভিক্ষ-ত্রাণে ভারতীয় সমিতির অবনীনাথ সম্পাদক, ড. ভূপেন দত্ত চেয়ারম্যান ও বরকতুল্লা সভ্য ছিলেন। ঐ বছরেই রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ভারতের মুক্তি বিষয়ে আলোচনা চালান এবং গোপনে ভারতে এসে বিভিন্ন বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিখ্যাত বিপ্লবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সময়ে সুভাষচন্দ্র তাঁকে কিছু অর্থ সাহায্য করেন। ২ মার্চ ১৯২৪ খ্রী. তিনি ভারতত্যাগের পূর্বে মাদ্রাজে 'হিন্দুস্থান শ্রমিক ও কৃষক পার্টি' প্রতিষ্ঠা করেন এবং বার্লিনস্থ ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের কাছে ভারতে এসে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনে যোগদান করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। সমরকন্দ সোভিয়েতের ডেপুটি, সোভিয়েত বিজ্ঞান পরিষদ্, কম্যুনিস্ট একাডেমি বিজ্ঞান প্রভৃতির কর্মি-সদস্য এবং প্রাচ্য বিভাগের সদস্য ও প্রাচ্য বিজ্ঞান বিভাগের সম্পাদক ছিলেন। পুত্র গোরা ১৯৪০ খ্রী. সোভিয়েত সামরিক হাসপাতালে মারা যান। ১৯৩৭ খ্রী. অবনীনাথের মৃত্যু ঘটে। এই মৃত্যু এখনও রহস্যাবৃত। অবনীনাথের চরিত্র ও কার্য-কলাপ বহুবিতর্কিত। উপরে লিখিত অনেক ঘটনা, এমন কি তাঁর কাজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও কেউ কেউ যথেষ্ট সন্দেহ করেন। ১৯২৪ খ্রী. ভারত সরকার জার্মান সরকারকে তত্রস্থ যে কয়জন ভারতীয় বিপ্লবীদের বহিষ্কারের ব্যাপারে চিঠি লেখালেখি করেছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'Agrarian India', 'Malabar Uprising', 'Economic Situation in India and British Policy' এবং মানবেন্দ্র রায়ের সহযোগে 'India in Transition'. [১৬]

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি.আই.ই. (৭.৮.১৮৭১ - ৫.১২.১৯৫১) জোড়াসাঁকো—কলিকাতা। গুণেন্দ্রনাথ। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় ভ্রাতার পৌত্র। শিক্ষা—প্রধানত ঠাকুরবাড়ির প্রথানুযায়ী গৃহশিক্ষকের কাছে। কিছুদিন সংস্কৃত কলেজেও পড়েছিলেন। ইংরেজী, ফরাসী, সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে দখল ছিল। কিছুদিন সঙ্গীতচর্চাও করেছিলেন। শৈশবে দাসদাসী-পরিবৃত সংসারে বাইরের জগৎ থেকে অনেকখানি বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে অবনীন্দ্রনাথের মন কল্পনাপ্রবণ হয়ে ওঠে। উত্তরকালে অবনীন্দ্রনাথের শ্রুতিলেখিকার সাহায্যে বর্ণিত গ্রন্থদ্বয়ে ('ঘরোয়া' ও 'জোড়াসাঁকোর ধারে') আমরা যে শৈশব-চিত্র পাই, তাতে পদ্মদাসী, পিসীমার ঠাকুরের পট, বাবার লাল চটি প্রভৃতি আপাতদৃষ্টিতে অকিঞ্চিৎকর বস্তুর উল্লেখ আছে। পিতা শৌখিন ও বিলাসী ছিলেন ; এই বিলাস-বহুল জীবনে রুচির পরিচয় ছিল। এই সবকিছুই তাঁর শিল্প-মানসকে গড়তে সাহায্য করেছিল। ঠাকুরবাড়িতে শিল্পচর্চা ছিল শিক্ষার অঙ্গ। জ্যেষ্ঠ গগনেন্দ্রনাথ, কনিষ্ঠা সুনয়নী দেবী স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত শিল্পী। ইটালিয়ান গিলার্ডি ও ইংরেজ পামার-এর কাছে প্যাস্টেল, জল রং, তেল রং ও প্রতিকৃতি অঙ্কন পাশ্চাত্য রীতিতে শিক্ষা করেন। কিন্তু এই রীতিতে চিত্রাঙ্কন করে পরিতৃপ্ত হন নি। উপহার-পাওয়া অ্যালবাম থেকে সন্ধান পেলেন ভারতীয় রীতিতে আঁকা চিত্রের বর্ণ-ঔজ্জ্বল্য। শুরু হয় ভারতীয় চিত্রাঙ্কন-রীতি পুনরুদ্ধারের সাধনা। কলিকাতাস্থ আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেব উৎসাহ দিলেন এবং অনেক চেষ্টায় তাঁকে রাজী করালেন কলেজের উপাধ্যক্ষ হতে (১৮৯৮)। ভারতীয় রীতিতে আঁকা প্রথম চিত্রাবলী কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক। বজ্রমুকুট, ঋতুসংহার, বুদ্ধ ও সুজাতা প্রভৃতি চিত্রে ভারতীয় আঙ্গিক অনুকরণের চেষ্টা পরিস্ফুট। টাইকান নামক জাপানী শিল্পীর কাছে জাপানী অঙ্কন-রীতি শিক্ষা করেন। টাইকানও অবনীন্দ্রনাথের নিকট ভারতীয় রীতি শিক্ষা করেন। পরবর্তী ওমর খৈয়াম চিত্রাবলীতে এই শিক্ষার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অচিরে ভারতীয় শিল্পের নবজন্মদাতারূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। পরবর্তী যুগের বহু বিখ্যাত শিল্পী এই সময়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও সারা ভারতে শিক্ষকরূপে ভারতীয় চিত্রাঙ্কন-রীতি পুনরুদ্ধারের আন্দোলনকে ব্যাপক করে তোলেন। ১৯২০ ও ১৯৩০ খ্রী. অবনীন্দ্রনাথের শিল্পরীতি নূতনতর পর্যায়ে বিকশিত হয়। শেষ জীবনে 'কাটুম-কুটুম' নামে পরিচিত আকারনিষ্ঠ বিমূর্ত রূপ-সৃষ্টি তাঁর পরিণত শিল্পী মনের অভিব্যক্তি। হ্যাভেল সাহেব অবসর নেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও আর্ট কলেজ পরিত্যাগ করেন। ভগিনী নিবেদিতা স্যার জন উডরফ, হ্যাভেল প্রমুখ সুধী ব্যক্তিরা

উদ্যোগী হয়ে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পাদর্শ জাতীয় জীবনে প্রতিঠিত করার জন্য 'ওরিয়েণ্টাল আর্ট সোসাইটি' স্থাপন করেন (১৯০৭)। ১৯১১ খ্রী. দিল্লী দরবার উপলক্ষে কলিকাতা অনুষ্ঠানের মণ্ডপ অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুবর্তীদের সাহায্যে সজ্জিত হয়। ১৯১৩ খ্রী. লণ্ডনে ও প্যারিসে শিল্পী ও তাঁর শিষ্যদের চিত্র-প্রদর্শনী হয়। ভারতের বাইরে দ্বিতীয় প্রদর্শনী হয় জাপানে ১৯১৯ খ্রী.। স্যার আশুতোষের আগ্রহে ১৯২১ খ্রী. তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৪২ খ্রী. বিশ্বভারতীর আচার্য-পদ গ্রহণ করেন। শিল্পীর দ্বিতীয় পরিচয় লেখক-রূপে। ছোট ও বড়দের উপযোগী বহু কাহিনী ও প্রবন্ধ রচনা করেন। গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় নি এমন আরও অনেক রচনা বিভিন্ন পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। বিষয়বস্তু, ভাষাশৈলী ও রসসম্ভারে এইসব রচনা বহুবিচিত্র। আমরা ছোটদের ১২টি ও বড়দের উপযোগী ১৪টি মুদ্রিত গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি। এই সকল গ্রন্থ ১৮৯৬-১৯৫৮ খ্রী. মধ্যে রচিত হয়। গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'ক্ষীরের পুতুল', 'বুড়ো আংলা', 'রাজকাহিনী', 'ভারত-শিল্পের ষড়ঙ্গ', 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী', 'ভারত-শিল্প' ও 'শিল্পায়ন' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিল্পীর বিখ্যাত চিত্রাবলীর কয়েকটির নাম—সাহাজাদপুর দৃশ্যাবলী, আরব্যোপন্যাসের গল্প, কবিকঙ্কণ চণ্ডী। বিখ্যাত একক চিত্র—প্রত্যাবর্তন, জারনিস এণ্ড, সাজাহান প্রভৃতি। একসময়ে তিনি বহু বিচিত্র রকমের মুখোশের পরিকল্পনাও রচনা করেছিলেন। [৩,৭,২৫,২৬]

অবনীমোহন ঠাকুর (১২৯৫-১৩.৬.১৩৭৪ ব.)। প্রমোদকুমার। ১৯২১-১৯২৮ খ্রী. পর্যন্ত ইনি বলিভিয়ার কনসাল্ জেনারেল ও ভেনেজুয়েলার কনসাল্ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। টেগোর ফিল্ম কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা। [৪]

অবনী সেন (১৯০৪-২.৯.১৯৭২)। এই কৃতী শিল্পী নিজস্ব রীতিতে বলিষ্ঠ রেখাসর্বস্ব জন্তু-জানোয়ারের নানা ছবি এঁকে খ্যাতি অর্জন করেন। ৪০ দশকে তিনি অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে ক্যালকাটা গ্রুপের সভ্য হন। পরে তিনি দিল্লী যান ও বহুকাল রায়সিনা বেঙ্গল স্কুলে শিল্প-শিক্ষক হিসাবে কাজ করেন। তাঁর শিল্প-নিদর্শন নানা গ্যালারীতে রক্ষিত আছে। দিল্লীতে মৃত্যু। [১৭]

অবলা বসু, লেডি (৮.৮.১৮৬৪-২৬.৪. ১৯৫১) বরিশাল। দুর্গামোহন দাস। স্বামী—বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র। কলিকাতার বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় ও বেথুন স্কুলে অধ্যয়ন করে ১৮৮২ খ্রী. প্রবেশিকা পাশ করেন। বাঙলা সরকারের বৃত্তি নিয়ে কিছুদিন মাদ্রাজে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। ১৮৮৭ খ্রী. ২৭ ফেব্রুয়ারী বিবাহ হয়। বহু-বার ইনি স্বামীর সঙ্গে ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করেন। ১৯১৯ খ্রী. নারী শিক্ষা সমিতি এবং বিধবাদের জন্য 'বিদ্যা-সাগর বাণীভবন' নামে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইনি ব্রাহ্ম-বালিকা শিক্ষালয়ের সম্পাদিকা ছিলেন। [৩,৭]

অবিনাশ চক্রবর্তী (১৮৭৫-১৯৩৮) ডারেঙ্গা —পাবনা। মাধবচন্দ্র। পিতা সাব-জজ ছিলেন। উচ্চশিক্ষা লাভের সঙ্গে সঙ্গে দেশহিতব্রতে মনকে গড়ে তোলেন। শ্রীঅরবিন্দের সান্নিধ্যে বিপ্লব আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন। নারায়ণগঞ্জের মুন্সেফ-পদে থাকার সময় তাঁর বাড়ি খানাতল্লাসী হয়। বিপ্লবী কাজে তিনি বহু অর্থ সাহায্য করেন। কিংসফোর্ড হত্যার আদেশকারী ও বিপ্লবী নির্বাচকদের অন্যতম ছিলেন। বিপ্লবী সন্দেহে সরকার তাঁকে পদচ্যুত করে। বাঘা যতীনের নেতৃত্বে সশস্ত্র অভ্যুত্থান-প্রচেষ্টার অন্যতম কর্মী হিসাবে কারারুদ্ধ হন। মুক্তির পর রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। [৭০]

অবিনাশচন্দ্র ঘোষ (১২৭৪-১৩৪২ ব.)। প্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য শেখ মুরাদ আলি খাঁর কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করে ধ্রুপদ গায়করূপে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সঙ্গীত-চর্চার উদ্দেশ্যে তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করে নানা ভাষায় অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র নির্মাণেও সুদক্ষ ছিলেন। যৌবনে শরীরচর্চা করে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। [১]

অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল (১৩০৫-৩.১২.১৩৭২ ব.)। সাহিত্যের আকর্ষণে আইন-ব্যবসা পরিত্যাগ করেন। সেকালের বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'বাতায়ন' পত্রিকা তিনি বহুকাল সম্পাদনা করেন। 'শরৎ-চন্দ্রের গ্রন্থবিবরণী', 'শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা', 'ঝড়ের পরে', 'সব মেয়েই সমান', 'নগ্নতার ইতিহাস' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি তাঁর রচনাশক্তির পরিচায়ক। অনুবাদ গ্রন্থ : 'অফ হিউম্যান বণ্ডেজ', 'থেরেসা' প্রভৃতি। [৪]

অবিনাশচন্দ্র দাস (১৮৬৭-৫.৯.১৯৩৬) কোতলপুর—বাঁকুড়া। হরিনাথ। এম.এ. ও বি.এল. পাশ করেন। ১৯২০ খ্রী. পি-এইচ.ডি. প্রাপ্ত হন। একাধারে কৃতী সাহিত্যিক ও বৈদিক ইতিহাসে সুপণ্ডিত ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় কিছুকাল 'স্বদেশ' পত্রিকার ও তার আগে 'ইণ্ডিয়ান

মিরর' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পরবর্তী জীবনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন। রচিত গ্রন্থাবলী : 'পলাশবন', 'অরণ্যবাস', 'কুমারী' ও 'সীতা' ; দুখানি নাটক : 'প্রভাবতী' ও 'দেবব্রত' ; এবং 'Rig-Vedic India' ও 'Rig-Vedic Culture'. [১]

অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৬২-১৩২১ ব.) পানিহাটি—চব্বিশ পরগনা। কৃতী ছাত্র অবিনাশচন্দ্র কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে পড়াশুনা করেন এবং প্রতি পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তার হন। কর্মক্ষেত্র ছিল এলাহাবাদ। সেখানে সুচিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করে প্রভূত ধনশালী হন। বহু দুঃস্থ পীড়িত নরনারীকে তিনি বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করতেন। খেরি জেলার পানাপুর গ্রামে প্রায় ৩৫ হাজার টাকা খরচ করে ক্ষয়রোগীদের জন্য রোগ প্রতিষেধ ভবন স্থাপন করেছিলেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়কে ১ হাজার টাকা দান করেন এবং ঐ টাকার সুদ থেকে বি.এস-সি. পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থানাধিকারী ছাত্রকে পুরস্কৃত করা হয়। [১]

অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য (৫.৪.১৮৮২-১০.৫.১৯৬২) আড়বালিয়া—চব্বিশ পরগনা। ১৯০১ খ্রী. স্বগ্রামস্থ স্কুল থেকে এন্টান্স পাশ করে কলিকাতা মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশনে এফ.এ. ক্লাশে ভর্তি হন। এ সময়েই (১৯০২) বিখ্যাত বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতের মুক্তিসংগ্রামে যোগ দেন। ১৯০৫ খ্রী. বঙ্গভঙ্গের পর অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ১৯০৬ খ্রী. মার্চ মাসে বিপ্লবপন্থী 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ হলে তিনি এর ম্যানেজার হন এবং 'মুক্তি কোন্ পথে', 'বর্তমান রণনীতি' প্রভৃতি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। মুরারিপুকুর বোমা-মামলার আসামী হিসাবে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ১৯০৯ খ্রী. মে মাসে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। পরে দণ্ডাদেশ হ্রাস পাওয়ায় ১৯১৫ খ্রী. মে মাসে মুক্তি পান। ১৯২০ খ্রী. দেশবন্ধুর স্বরাজ্য পার্টিতে যোগ দেন ও 'নারায়ণ' পত্রিকা পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। এ ছাড়াও 'বিজলী', 'আত্মশক্তি' ও 'ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট' (১৯২৪-১৯৪১) প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। [৩,৭,৫৪]

অবিনাশচন্দ্র মজুমদার (?-১৩৩২ ব.) কানপুর—উত্তর প্রদেশ। বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। আজীবন সাহিত্য ও সমাজের সেবা করে গেছেন। শেষ বয়সে ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক হন। দেশ থেকে পাপাচার দূরীকরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দেন ও 'পিউরিটি সারভেন্ট' নামক একখানি ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ ছাড়াও হোলী উৎসবে প্রচলিত অশ্লীল গানের বিরুদ্ধে 'পবিত্র হোলী' গানের প্রবর্তন করেন। সিমলার পথে ধরমপুরে যক্ষ্মারোগীদের জন্য স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপনের অন্যতম প্রধান কর্মী ছিলেন। শিখ ধর্মগ্রন্থ 'জপজী' ও 'সুখমণি'র অনুবাদ করেছিলেন। [১,৪]

অবিনাশচন্দ্র সেন, রায়বাহাদুর, সি.আই.ই. (১৩০৪?-১৩২৯ ব.)। জয়পুর স্টেটের তাজিম-ই-সর্দার সংসারচন্দ্র। জয়পুর স্টেট কাউন্সিলের সদস্য ও বাংলা সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী অবিনাশচন্দ্র পিতার ন্যায় জয়পুর রাজ্যের উন্নতিবিধানে সচেষ্ট ছিলেন। জয়পুরে তাঁদের গৃহ বাঙালীদের জন্য বরাবর উন্মুক্ত থাকত। [১,৫]

অভয়চরণ দাশ। ১৮৮১ খ্রী. হাওড়া থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত পুস্তক 'The Indian Ryot–Land Tax, Permanent Settlement and Famine' গ্রন্থের রচয়িতা অভয়চরণই সে-যুগে প্রথম চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনা করে লেখেন : "জমিদার ও রায়তের বিবাদ বঙ্গদেশকে দুই বিশাল শিবিরে বিভক্ত করেছে যারা উভয়ে উভয়ের বিরুদ্ধে ভীষণ প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্যত। গুরুতর দাঙ্গাহাঙ্গামা ও শান্তিভঙ্গ, রক্তপাত ও হত্যাকাণ্ড, গ্রামে লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ, ফসল কেটে নেওয়া...এ এখন প্রাত্যহিক ঘটনা...।" এ বইয়ের কপি এদেশে দুষ্প্রাপ্য। লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগে পাদরী লঙ্ সাহেব স্বাক্ষরিত একটি কপি আছে। [৪৭]

অভয়াকর গুপ্ত। রামপালের (আনু. ১০৯১-১১০৬ খ্রী.) সমসাময়িক এই প্রসিদ্ধ কালচক্রযানী বৌদ্ধ পণ্ডিত কালচক্রযান সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে 'যোগাবলী', 'মর্মকৌমুদী' ও 'বোধি পদ্ধতি' এই তিনটির নাম পাওয়া যায়। পণ্ডিত অভয়াকর বজ্রাসন (বুদ্ধগয়া) ও নালন্দার অধ্যাপক এবং বিক্রমশীলবিহারের অন্যতম আচার্য ছিলেন। ঝারিখণ্ডে এক ক্ষত্রিয় পরিবারে তাঁর জন্ম। মতান্তরে তিনি গৌড়নগরে জন্মগ্রহণ করেন। রামপাল প্রতিষ্ঠিত জগদ্দল বিহারের (উত্তরবঙ্গ) পণ্ডিত বিভূতিচন্দ্র তাঁর দুই বা ততোধিক গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি তিব্বতে একজন 'পাঙ্চেনরিণ্ পোছেই' অর্থাৎ রাজগুণালঙ্কৃত লামা-রূপে শ্রদ্ধা পান। [৬৭,১৩৩]

অভিনন্দ। গৌড়নিবাসী একজন কবি। পিতা সতানন্দ। রচিত গ্রন্থ : 'যোগবাশিষ্ঠসংক্ষেপ'। গ্রন্থটি ৬ প্রকরণ ও ৪৬ সর্গে বিন্যস্ত। ন্যায়শাস্ত্র ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। গৌড় অভিধাবিহীন আর এক অভিনন্দ-র সন্ধান পাওয়া যায়। অনেকের মতে এই দু'জন অভিন্ন। 'কাদম্বরী-কথাসার' গ্রন্থের রচয়িতা গৌড় অভিনন্দ সম্ভবত একাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। [৬৭,১৩৩]

অভিরাম দাস (১৭শ শতক) খানাকুল—কৃষ্ণনগর। বৈষ্ণব কবি। ভাগবতের পদ্যানুবাদক এবং 'গোবিন্দ বিজয়' ও 'কৃষ্ণমঙ্গল' গ্রন্থের রচয়িতা। [১,৩,৪]

অভেদানন্দ স্বামী (২.১০.১৮৬৬ - ৮.৯.১৯৩৯) কলিকাতা। রসিকলাল চন্দ। পূর্বাশ্রমের নাম কালীপ্রসাদ। প্রথমে কিছুদিন সংস্কৃত বিদ্যালয়ে, পরে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। বাল্যকাল থেকেই ধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। যৌবনের প্রারম্ভে হিন্দুশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন এবং খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের সান্নিধ্যে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। ব্রাহ্মনেতাদের বক্তৃতা এবং শশধর তর্কচূড়ামণির ষড়্-দর্শনের আলোচনা শোনার ফলে হিন্দু দর্শনের প্রতি অনুরাগ জন্মায়। পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশের নিকট পতঞ্জলির যোগসূত্র পড়ে হঠযোগ ও রাজযোগ সাধনার চেষ্টা করেন। এই সময়ে দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণদেবের সমীপে উপস্থিত হন (১৮৮৪)। ১৮৮৬ খ্রী. রামকৃষ্ণদেবের তিরোধানের পর তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত সমস্ত তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করেন। ১৮৯৬ খ্রী. স্বামী বিবেকানন্দের আদেশে লণ্ডন যান এবং সেখানে রাজযোগ, জ্ঞানযোগ ও বেদান্ত সম্বন্ধে নিয়মিত বক্তৃতাদি দেন। ঐ সময়ে পল, ডয়সন ও ম্যাক্সমুলার প্রমুখ মনীষীদের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। ১৮৯৭ খ্রী. তিনি আমেরিকায় গিয়ে নিউইয়র্কে বেদান্ত আশ্রমের ভার গ্রহণ করেন। ১৮৯৮ খ্রী. আমেরিকান দার্শনিক উইলিয়াম জেম্‌সের সঙ্গে 'বহুত্বের মধ্যে একত্ব' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ১৯০৬ খ্রী. একবার ভারতে আসেন। পরে আমেরিকা, কানাডা, মেক্সিকো, আলাস্কা, জাপান, হংকং, ক্যাণ্টন, ম্যানিলা প্রভৃতি স্থানে ধর্মপ্রচারার্থ যান। ১৯২১ খ্রী. আমেরিকা ত্যাগ করে হনলুলুতে প্যান-প্যাসিফিক শিক্ষা সম্মেলনে যোগদান করে ভারতে ফেরেন। ১৯২২ খ্রী. তিব্বতের পথে কাশ্মীর হয়ে লাদাকের বৌদ্ধ মন্দির হেমিসগুম্ফা পরিদর্শনকালে সেখান থেকে যীশুখ্রীষ্টের অজ্ঞাত জীবনীর কিয়দংশ উদ্ধার করে তাঁর 'কাশ্মীর ও তিব্বতে' গ্রন্থে প্রকাশ করেন। ১৯২৩ খ্রী. কলিকাতায় ফিরে এসে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটি ও ১৯২৪ খ্রী. দার্জিলিং-এ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতার শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে মৃত্যু হয়। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'Gospel of Ramakrishna Reincarnation', 'How to be a Yogi', 'India and Her People', 'আত্মবিকাশ', 'বেদান্তবাণী', 'হিন্দুধর্মে নারীর স্থান,' 'মনের বিচিত্র রূপ'। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'বিশ্ববাণী' নামক মাসিক পত্রিকাটি ১৩৩৪ - ১৩৪৫ ব. পর্যন্ত সম্পাদনা করেন। [৩,৭,২৬,১৩৩]

অমর নাগ (? - ৯.১১.১৯৬৮)। ডাক্তারী পাশ করার আগে থেকেই ব্রহ্মদেশের কম্যুনিস্ট আন্দোলনে যোগদান করেন। দীর্ঘদিন বিপ্লবী আন্দোলনে থেকে সরকারী ফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রাণ দেন। [৬৬]

অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬ - ১৯৩৮) নিমতা—চব্বিশ পরগনা। ভগবতীচরণ। বি.এল. পরীক্ষা পাশ করে শিয়ালদহ ও আলিপুরে কিছুকাল ওকালতি করার পর ১৯০৪ খ্রী. মুন্সেফ হন। পরে পাটনা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার ও ১৯২৮ খ্রী. বিচারপতি নিযুক্ত হন। বিহার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য এবং বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [৫]

অমরনাথ ভট্টাচার্য (২৮.৫.১৮৮৪ - ১৩.৩.১৯৬৯) হরিনাভি—চব্বিশ পরগনা। কালীপ্রসন্ন। পিতার কাছে সঙ্গীতশিক্ষা শুরু করেন। পরে ধ্রুপদী অঘোরনাথ চক্রবর্তী ও ধামারী বিশ্বনাথ রাও-এর কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী হিসাবে পরিচিত হন। শেষ জীবনে বাংলা গানও গাইতেন। বারাণসী ধর্মমহামণ্ডল 'সঙ্গীতরত্ন' উপাধি প্রদান করেন (১৯১৫) এবং ১৯৬৭ খ্রী. সুরেশ সঙ্গীত সংসদ 'বাঙলার সঙ্গীতজ্ঞ' উপাধি ও স্বর্ণপদক প্রদান করেন। ১৯৫৮ খ্রী. বিশ্বভারতীর ভিজিটিং অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন। সারাজীবন অপেশাদার গায়ক ছিলেন। [১৬,৫২]

অমর মল্লিক (১৮৯৮ ? - ১৬.৮.১৯৭২) কলিকাতা। আদি নিবাস সপ্তগ্রাম—হুগলী। সিংহদাস। অভিনেতা হিসাবে ১৯২৮ খ্রী. তাঁর প্রথম প্রকাশ বি. এন. সরকার প্রযোজিত নির্বাক ছবি 'চোরকাঁটা'তে। নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড-এর প্রথম প্রতিষ্ঠা ১৯৩১ থেকে ১৯৩৯ খ্রী. পর্যন্ত তার সঙ্গে অভিনেতা এবং কর্মী হিসাবে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। নিউ থিয়েটার্সে তাঁর পরি-

চালনায় প্রথম ছবি 'বড়দিদি' (১৯৩৯, হিন্দী ও বাংলা উভয় ভাষাতে)। তাঁর পরিচালিত বহু ছবির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'স্বামীজী' এবং 'সমাপ্তি'। এই 'সমাপ্তি' ছবিটি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত ঐ নামের গল্পের প্রথম চিত্র-রূপ। নিউ থিয়েটার্স ভিন্ন অন্যান্য সিনেমা প্রতিষ্ঠানেও তিনি বহু ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। অভিনেত্রী ভারতী দেবী তাঁর স্ত্রী। [১৬,১৪০]

অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ[১] (২.৮.১২৮১ - ১০.৯.১৩৫০ ব.) টাঙ্গাইল—ময়মনসিংহ। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা, অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে বহু বছর কারাবরণ করেন। পরে দেশবন্ধুর প্রেরণায় আইন-ব্যবসায় পরিত্যাগ করে যুগান্তর ও স্বরাজ্য পার্টির বিশিষ্ট সংগঠকরূপে পরিচিত হন। টাঙ্গাইল মিউ-নিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এবং কাউন্সিলে স্বরাজ্য পার্টির ডেপুটি চীফ-হুইপ ছিলেন। [১০]

অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ[২] (১৯০৭? - ১৪.১.১৯৬২)। খ্যাতনামা সাহিত্যিক। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জীবনযাত্রাকে কেন্দ্র করে সাহিত্য-রচনায় খ্যাতি-লাভ করেন। রচিত গ্রন্থ : 'চরকাসেম', 'পদ্মদীঘির বেদেনী', 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে', 'একটি সংগীতের জন্মকাহিনী' ও 'দক্ষিণের বিল'। আজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে গেছেন। দেশ-বিভাগের পর সপরিবারে ভারতে আসেন। [৪,১৬]

অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১.৭.১৮৮০ - ৪.৯. ১৯৫৭)। ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল প্রভৃতির সংস্পর্শে আসেন এবং স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলে উত্তর-পাড়ায় 'শিল্প সমিতি' স্থাপন করেন। সেখানে তাঁতশালা, কামারশালা ও কাঠের কাজের কেন্দ্র ছিল। এই সময় অরবিন্দ, বারীন্দ্রকুমার, বাঘা যতীন প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হন। বিপ্লবীদের মিলনস্থলরূপে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ১৯০৮ ও ১৯০৯ খ্রী. বৌবাজার ও কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলে 'শ্রমজীবী সমবায়' নামক স্বদেশী পণ্যের দোকান স্থাপন করেন। সাত বছরের ওপর আত্মগোপনের পর ১৯২১ খ্রী. সরকার মামলা প্রত্যাহার করলে আত্মপ্রকাশ করে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলে ভারত-রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার ও বন্দী হন (১৯২৩ - ১৯২৬) এবং মুক্তির পর 'আত্মশক্তি লাইব্রেরী' নামক প্রকাশন সংস্থা স্থাপন করে উপেন্দ্রনাথের রচনাবলী প্রকাশ করেন। সুরেশ দাস ও সুরেশ মজুমদারের সহযোগিতায় (১৯২৭ - ২৮) 'কংগ্রেস কর্মী সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৩০ - ১৯৩১ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন কারারুদ্ধ হলে সারা বাঙলায় ঐ আন্দোলন পরিচালনার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ও কারাবরণ করেন। ১৯৩৭ - ১৯৪৫ খ্রী. পর্যন্ত কেন্দ্রীয় আইনসভার কংগ্রেস দলের সদস্য ছিলেন। ১৯৪৫ খ্রী. মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রতিষ্ঠিত 'র‍্যাডিকাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি'তে যোগদান করেন। বাঙলার প্রথম মহিলা বিপ্লবী এবং বাঙলার এক-মাত্র মহিলা স্টেট প্রিজনার ননীবালা দেবী অমরেন্দ্র-নাথের পিসীমা ছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ তাঁকে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। [৩,২৯,৫৪]

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১.৪.১৮৭৬ - ৬.১.১৯১৬) হাটখোলা—কলিকাতা। দ্বারকানাথ। মাতুলালয়ে জন্ম। বাড়িতে শখের যাত্রা দেখে বাল্যকাল থেকেই অভিনয়ের প্রতি আকর্ষণ জন্মে। স্টারের খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী তারাসুন্দরীর সঙ্গে নাট্যানু-শীলন শুরু করেন এবং 'ইন্ডিয়ান ড্রামাটিক ক্লাব' গঠন করেন। ১৮৯৭ খ্রী. ১৬ এপ্রিল অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনয় করেন। পরে তিনি স্টার, মিনার্ভা প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চেও অভিনয় করেন। শুধু অভিনেতাই ছিলেন না, নাট্যশালার দৃশ্যপট সাজসজ্জায়ও নূতনত্ব এনেছিলেন। ঐ সময়ে দানীবাবু ছাড়া অন্য কোনও অভিনেতা তাঁর মত এত জনপ্রিয় ছিলেন না। ১৯১২ খ্রী. ১২ ডিসেম্বর স্টার থিয়েটারে 'সাজাহান' নাটকে ঔরঙ্গজেবের ভূমিকায় শেষ অভিনয় করেন এবং অভিনয় চলা কালেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিভিন্ন সময়ে 'সৌরভ', 'রঙ্গালয়' ও 'নাট্যমন্দির' পত্রিকা-সমূহ প্রকাশ করেন ও শেষোক্ত পত্রিকাটির সম্পাদক হন। তাঁর রচিত কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য নাটক ও প্রহসন : 'ঊষা', 'শ্রীকৃষ্ণ', 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ', 'কেয়া মজেদার', প্রেমের জেপলিন' প্রভৃতি। অভিনীত উল্লেখযোগ্য চরিত্রাবলী : পলাশীর যুদ্ধে 'সিরাজ', আলিবাবায় 'হুসেন', পাণ্ডব গৌরবে 'ভীম', হারা-নিধিতে 'অঘোর', প্রফুল্লতে 'ভজহরি', ভ্রমর-এ 'গোবিন্দলাল' এবং রঘুবীর, হরিরাজ, সীতারাম প্রভৃতিতে নাম-ভূমিকায়। এ ছাড়াও তিনি নেপো-লিয়ান বোনাপার্টের জীবনীগ্রন্থ ও একখানি উপন্যাস রচনা করেছেন। মনীষী হীরেন্দ্রনাথ তাঁর অগ্রজ। [১,৩]

অমরেন্দ্রলাল নন্দী (? - ২৪.৪.১৯৩০) দেনগা-পাড়া—চট্টগ্রাম। রসিকলাল। বিপ্লবী দলের সভ্য। তিনি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে অংশগ্রহণ করেন (১৮.৪.১৯৩০)। জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে ২২.৪.১৯৩০ খ্রী. লড়াই করে শহরে প্রস্থান করার সময়ে দলবিচ্ছিন্ন হন। দু'দিন পর চট্টগ্রাম শহরে আত্মগোপনের সময় পুলিসের

নজরে পড়েন এবং সম্মুখ সংঘর্ষে নিহত হন। [৪২,৪৩]

অমলেন্দু ঘোষ (১৯.১২.১৯২৬ - ২২.১.১৯৪৭)। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক আক্রান্ত ভিয়েতনামের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে ময়মনসিংহ ছাত্র আন্দোলনের সময় পুলিসের গুলিতে নিহত হন। [১০]

অমলেন্দু দাশগুপ্ত (১৯০৩ - ১১.৮.১৯৫৫) মাদারীপুর—ফরিদপুর। জগৎচন্দ্র। পৈতৃক গ্রাম খৈয়ারডাঙ্গা—ফরিদপুর। স্কুলের ছাত্রজীবনে প্রত্যক্ষ করেন অগ্রজ নীরেন্দ্র দাশগুপ্ত এবং মনোরঞ্জন সেনগুপ্তের গ্রেপ্তার উপলক্ষে তল্লাসীর নামে পুলিসী তান্ডব। বছর ঘুরতেই তাঁরা বালেশ্বরের যুদ্ধে শহীদ হলেন। ছাত্রাবস্থায় তিনিও স্বদেশী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হন। ১৯২০ খ্রী. প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার কথা, কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেন। স্বেচ্ছাব্রতী হিসাবে বাঙলার বিভিন্ন জেলায় কাজ করলেও কারাবরণের অনুমতি পান নি। এক বছর পর পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি পেয়ে প্রাইভেট পরীক্ষার্থিরূপে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং বহরমপুরে আই.এ. পড়তে শুরু করেন। এখানে জেলে মাদারীপুর দলের বন্দী বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় অগ্রণী ছিলেন অমলেন্দু, প্রফুল্ল চ্যাটার্জী ও কালীপদ রায়চৌধুরী। এই কাজে লিপ্ত থাকা কালে অকস্মাৎ ধরা পড়েন। কারামুক্তির পর ঢাকা জগন্নাথ কলেজে পড়তে এসে এই শহরের বিভিন্ন বিপ্লবী দলের সঙ্গে হৃদ্যতা হয়। এখান থেকে আই.এ. পাশ করে ১৯২৩/২৪ খ্রী. বি.এ. ক্লাশে ভর্তি হন। বিপ্লবী সংগঠনের নির্দেশে দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির কাজে কলিকাতায় আসেন। কর্পোরেশনের শিক্ষকতা ছিল লোক-দেখানো পেশা। ১৯৩০ খ্রী. বি.এ. পরীক্ষার কয়েকদিন পর গ্রেপ্তার হন। এর আগের বছর পারিবারিক চাপে বিবাহ করেন। এবারে আট বছর ফরিদপুর, সিউড়ী, বক্সা দুর্গ, দেউলী বন্দী-শিবির এবং প্রেসিডেন্সী জেলে কাটে। মুক্তির পর মৌলবী ফজলুল হকের 'নবযুগ' পত্রিকার সম্পাদক হন ; তাঁর সঙ্গে ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। ১৯৪০ খ্রী. নেতাজী প্রবর্তিত হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৪৬ খ্রী. ছাড়া পান। তখন থেকে আমৃত্যু 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'বক্সা ক্যাম্প', 'বন্দীর বন্দনা' ও 'ডেটিনিউ'। [১১, ৯১]

অমিতাভ ঘোষ। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ইনি প্যারিসে 'Bullatin d'information Indenne' নামে একটি ক্ষুদ্র কাগজ চালাতেন। ফরাসী ভাষায় ভারতবাসীর এই বোধহয় প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রচেষ্টা। কাগজখানির প্রভাব ফ্রান্সের মফঃস্বল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। [৬]

অমিয়কান্তি ভট্টাচার্য (১৩২৩ - ১৮.১০.১৩৭৫ ব.)। মিহিরকিরণ। পিতৃব্য প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ তিমিরবরণ। অতি অল্প বয়সেই ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের আশ্রমে তাঁর সঙ্গীতশিক্ষা শুরু হয়। পরে তিমিরবরণ ও এনায়েত খাঁ সাহেবের কাছেও শেখেন। তিনি তিমিরবরণের পারিবারিক অর্কেস্ট্রার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন এবং 'সঙ্গীত সম্মিলনী' প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি তার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিছুদিন নিউ থিয়েটার্সে তিমিরবরণের সহকারী ও পরে বোম্বে ও বাঙলার বহু ছবির সঙ্গীত-পরিচালক ছিলেন। সেতারী অমিয়কান্তি কম্পোজার হিসাবেও খ্যাতিমান ছিলেন। [১৬]

অমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ(১২৯৯ - ২০.১১.১৩২৬ ব.)। এম.এ.,বি.এল.। 'প্রীতি' মাসিক পত্রিকা পরিচালনা করতেন। রচিত জীবনী-গ্রন্থ : 'বিদ্যাসাগর', 'বিবেকানন্দ', 'গোখলে', 'টাটা', 'নেপোলিয়ন', 'ওয়াশিংটন' এবং 'কিচ্‌নার'। [৫]

অমূল্যগোপাল সেনশর্মা (? - ১৯.৬.১৯৬৮) চট্টগ্রাম। ছাত্রজীবনে সূর্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকায় সরকারের আদেশে চট্টগ্রাম ছেড়ে কলিকাতায় আসতে বাধ্য হন। হুগলী কলেজ থেকে স্নাতক হবার পর কিছুদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগে অধ্যাপনা করেন। শিল্পকলা শিক্ষার জন্য ১৯৩৪ খ্রী. সরকারী আর্ট স্কুলে ভর্তি হন ও পাঁচ বছরের শিক্ষাসূচী শেষ করে শিল্পরচনায় মনোনিবেশ করেন। আর্ট স্কুল কলেজে রূপান্তরিত হলে তিনি সেখানে আমৃত্যু অধ্যাপনা করেন। অমূল্যগোপাল-অঙ্কিত বঙ্গবাসী কলেজে একটি এবং লোকসভায় দু'টি প্রাচীরচিত্রে তাঁর নিজস্ব শিল্পরীতির নিদর্শন আছে। তাঁর বহু চিত্র ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক নানা প্রদর্শনীতে পুরস্কৃত ও প্রশংসিত হয়েছিল। [১৬]

অমূল্যচরণ বসু (১৮৬২ - ১৮৯৮) কলিকাতা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। ১৮৮৬ খ্রী. এম.বি. পাশ করে চিকিৎসা-ব্যবসায় শুরু করেন। কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোক্তা এবং দেশীয় ঔষধ পাশ্চাত্য রীতিতে প্রস্তুত করবার পথপ্রদর্শক ছিলেন। [১]

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (১৮৭৭ - ৪.৪.১৯৪০)।

উদয়নাথ ঘোষ মজ্‌মদার। কাশীতে সংস্কৃত শিক্ষা করার পর দেশী-বিদেশী মোট ২৬টি ভাষা আয়ত্ত করেন। বিভিন্ন ভাষায় চিঠিপত্র অন্‌বাদের জন্য ১৮৯৭ খ্‌ী. 'ট্রানস্লেটিং ব্যুরো' এবং ভাষা শিক্ষার জন্য ১৯০১ খ্‌ী. 'এডওয়ার্ড ইন্‌স্টিটিউশন' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৫ খ্‌ী. বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক নিয্‌ক্ত হন। ১৯০৬ - ১৯০৭ খ্‌ী. ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনের ফ্রেঞ্চ, জার্মান, পালি ও বাংলা ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। ১৩১৯ ব. প্রথম প্রকাশিত 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকার প্রথম য্‌গ্ম সম্পাদক এবং বিভিন্ন সময়ে 'বাণী', 'ইণ্ডিয়ান একাডেমি', 'পঞ্চপ্‌ষ্প' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনা করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ এবং এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ছিলেন। 'বঙ্গীয় মহাকোষ' নামক অভিধান সঙ্কলনের কাজ অসমাপ্ত রেখে মারা যান। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস', 'জৈনজাতক', 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত'। ত্রিপ্‌রা রাজবংশের ইতিহাস সঙ্কলনের কাজেও কিছ্‌কাল নিয্‌ক্ত ছিলেন। [৭,২৫,২৬]

অম্‌তলাল দত্ত (আন্‌. ১৮৫৮ ? -) শিম্‌লিয়া —কলিকাতা। যন্ত্রসঙ্গীত-শিল্পী অম্‌তলাল স্বামী বিবেকানন্দের জ্ঞাতিভ্রাতা এবং হাব্‌ দত্ত নামে পরিচিত ছিলেন। বেণীমাধব অধিকারীর নিকট তাঁর সঙ্গীতশিক্ষা শ্‌র্‌ হয়। পরে গয়ার বিখ্যাত এস্রাজবাদক কানাইলাল ঢেড়ী ও রামপ্‌রের উজীর খাঁর নিকট শিক্ষালাভ করেন। ১৯১১ খ্‌ী. বেল্‌ড় মঠে অম্‌তলালের এস্রাজ বাজনা শ্‌নে ইউরোপের খ্যাতনাম্নী গায়িকা মাদাম কালভে উচ্ছ্‌সিত প্রশংসা করেছিলেন। এস্রাজবাদক হলেও ক্ল্যারি-ওনেট-বাদকর্‌পে তিনি কলিকাতার ক্ল্যাসিক ও মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে যোগদান করেন। প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব প্রথম জীবনে অম্‌তলালের শিষ্য ছিলেন। তাঁর অন্যান্য শিষ্য : স্‌রেন্দ্র নিয়োগী, হরি গ্‌প্ত, স্‌রেন্দ্র পাল, নারায়ণ পাল, হরিহর রায় প্রভৃতি। এস্রাজ, স্‌র-বাহার, বীণা, ক্ল্যারিওনেট প্রভৃতি যন্ত্রে তিনি অসাধারণ গ্‌ণপনার পরিচয় দিয়েছিলেন। [৩]

অম্‌তলাল বস্‌ (১৭.৪.১৮৫৩ - ২.৭.১৯২৯) কলিকাতা। কৈলাসচন্দ্র। বাল্যশিক্ষা কম্ব্‌লিয়াটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়ে (বর্তমানে শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুল)। ১৮৬৯ খ্‌ী. কলিকাতা জেনারেল অ্যাসেম্‌-ব্রিজ ইন্‌স্টিটিউশন থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। মেডিক্যাল কলেজে দ্‌'বছর ডাক্তারী পড়ার পর, কাশীর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক লোকনাথ মৈত্রের কাছে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা করে কলি-কাতায় তাঁর চর্চা শ্‌র্‌ করেন। কিছ্‌কাল শিক্ষকতাও করেন। পরে সরকারী চিকিৎসক হিসাবে পোর্ট ব্লেয়ার যান। কিছ্‌দিন প্‌লিস বিভাগেও চাকরি করেছেন। ১৮৭২ খ্‌ী. ৭ ডিসেম্বর জোড়াসাঁকোর মধ্‌স্‌দন সান্যালের বাড়ির প্রাঙ্গণে 'নীলদর্পণ' নাটকে অভিনয়ের মাধ্যমে অম্‌তলালের অভিনেতা-জীবন শ্‌র্‌ হয়। এরপর তিনি গিরিশ-চন্দ্র, অর্ধেন্দ্‌শেখর প্রম্‌খদের নির্দেশনায় ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী, বেঙ্গল, ষ্টার, মিনার্ভা প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন চরিত্রে অনন্যসাধারণ অভিনয়-প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। নাট্যকার এবং নাট্যশালার অধ্যক্ষ হিসাবেও অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। রচিত গ্রন্থের সংখ্যা চল্লিশটি। এর মধ্যে নাটকের সংখ্যা চৌত্রিশ। হাস্যরসাত্মক ও ব্যঙ্গাত্মক রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'তিলতর্পণ', 'বিবাহ-বিভ্রাট', 'তর্‌বালা', 'খাসদখল', 'ব্যাপিকা-বিদায়' প্রভৃতি নাটকের জন্য নাট্যজগতে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। এগ্‌লি ছাড়াও বহ্‌ নাটক ও প্রহসন রচনা করেছেন। অভিনয় জগৎ ছাড়া, স্যার স্‌রেন্দ্র-নাথের সহকর্মির্‌পে, স্বদেশী য্‌গের কর্মী এবং বাগ্মী হিসাবেও পরিচিত ছিলেন। শ্যামবাজার অ্যাংলো-ভার্নাকুলার স্কুলের সেক্রেটারী, সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি এবং এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অম্‌তলালকে জগত্তারিণী পদক প্রদান করেন। হাস্যরসাত্মক নাট্য-রচনার জন্য তিনি স্বদেশবাসীর কাছ থেকে 'রসরাজ' উপাধি পেয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডের য্‌বরাজের আগমন উপলক্ষে উকিল জগদানন্দের বাড়িতে অন্‌ষ্ঠিত ঘটনাকে ব্যঙ্গ করে রচিত নাটিকা পরি-চালনার জন্য আদালতে দণ্ডিত হন। এই ব্যাপারে সরকার মঞ্চাভিনয় নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৮৭৬ খ্‌ী. আইন রচনা করেন। [১,৩,৫,৭,২৫,২৬]

অম্‌তলাল মিত্র (? - ১৯০৮) বোসপাড়া—কলিকাতা। গোপাল। বঙ্গ রঙ্গালয়ের অন্যতম প্রধান অভিনেতা ছিলেন। প্রথম জীবনে মহেন্দ্রলাল বস্‌ ও পরে গিরিশচন্দ্র তাঁর আদর্শ ও গ্‌র্‌স্থানীয় ছিলেন। পিতৃবন্ধ্‌ গিরিশচন্দ্রের যৌবনে রচিত প্রতিটি বিয়োগান্ত নাটকে তিনি নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত ন্যাশনাল ও ষ্টার থিয়েটারের সঙ্গে য্‌ক্ত ছিলেন। অভিনীত ভূমিকাগ্‌লির মধ্যে রাবণ, ভীম, মহাদেব, নল, ব্‌দ্ধ, বিল্বমঙ্গল, যোগেশ, অখিল, চন্দ্রশেখর, হরিশ্চন্দ্র, নগেন্দ্র, প্রতাপাদিত্য, মীরকাশিম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। [৩,৬৯]

অম্‌তলাল ম্‌খোপাধ্যায় (বেলবাব্‌) (? - ১১. ৩.১৮৯০)। অদ্বিতীয় প্যান্টোমাইম অভিনেতা ও

নৃত্যনিপুণ নট বেলবাবু প্রথম দিকে স্ত্রী-ভূমিকা অভিনয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। হালকা ও গম্ভীর উভয় চরিত্রাভিনয়েই তাঁর দক্ষতা ছিল। ভজহরি (প্রফুল্ল), গদাধর (সরলা), সেলিম (আনন্দ রহো) ইত্যাদি তাঁর অভিনীত প্রসিদ্ধ ভূমিকা। তিনি আত্মহত্যা করেন। [৬৯]

অমৃতলাল রায় (১৮৫৯?-৩০.৭.১৯২১) গরফা-নৈহাটি—চব্বিশ পরগনা। মধুসূদন। তিনি এডিনবার্গে তিন বছর চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করে ১৮৮২ খ্রী. আমেরিকা গমন করেন ও সেখানে কম-বেশি তিন বছর অবস্থানকালে নিউইয়র্কের কয়েকটি সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করেন। সেখানকার পত্রিকায় তাঁর রচিত কয়েকটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ এদেশে সাংবাদিকতা-ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করে। আমেরিকায় তাঁর সাংবাদিকতার সর্বাধিক আলোচিত তথা বিতর্কিত বিষয় নিউইয়র্কের 'নর্থ আমেরিকান রিভিয়ু'তে প্রকাশিত 'ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া'। তখন এদেশের বিদেশী সংবাদপত্রগুলিও অমৃতলালের বিরুদ্ধে সরব হয়ে ওঠে। 'পাইওনিয়ার' পত্রিকা তাঁকে 'লাল অমৃত' বলে চিহ্নিত করে। ১৮৮৬ খ্রী. দেশে ফিরে এসে ১৮৮৭ খ্রী. ৩ জুলাই 'হোপ' সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তাতে বিস্তারিত সংবাদের সংগে নানারকম চিন্তাশীল প্রবন্ধও পরিবেশিত হত। তা ছাড়া সে সময়ের বিদেশী মালিক পরিচালিত সংবাদপত্রে ভারতবিদ্বেষ প্রচারের বিরুদ্ধেও এই পত্রিকা কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। পত্রিকাটিতে বিদেশী সংবাদপত্রের উদ্দেশে অংকিত ব্যংগ-চিত্রাদিও থাকত। এদেশে সংবাদপত্রে ব্যংগচিত্র তিনিই প্রথম ব্যবহার করেন। 'হোপ'-এর প্রকাশ বন্ধ হওয়ার পর তাঁর অন্যতম উদ্যোগ 'হিন্দু ম্যাগাজিন'। অর্থাভাবে সংবাদপত্র পরিচালনায় ব্যর্থ হয়ে 'ট্রিবিউন' ও 'পাঞ্জাবী' পত্রিকায় সম্পাদকের চাকরি নিতে বাধ্য হন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ তাঁর প্রসংগে লিখেছিলেন—'...a well-known knight of the pen.' [১,১৭]

অমৃতলাল শীল। ত্রৈলোক্যনাথ। উত্তর প্রদেশ প্রবাসী। আদিনিবাস বড়িশা—চব্বিশ পরগনা। ১৮৮০ খ্রী. পিতার সংগে হায়দরাবাদ গিয়ে তিনি নিজাম সরকারের শিক্ষাবিভাগে কর্মগ্রহণ করেন। পরে হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং সেখানকার নর্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। উর্দু, ফারসী ও আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। কোরান ও হদীসে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে উর্দু ও ফারসী সাহিত্য এবং ভারতে মুসলমান যুগের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর রচিত প্রবন্ধাবলী বাঙালী পাঠকদের কাছে আকর্ষণীয় ছিল। শেষ জীবন এলাহাবাদে কাটান। [৩]

অমৃতলাল সরকার (১৮৮৯-২.৪.১৯৭১) টাংগাইল—ময়মনসিংহ। মানিকচন্দ্র। মানিকগঞ্জ হাই স্কুলে পড়ার সময়ে অনুশীলন সমিতির জেলা সংগঠক তারক গাংগুলীর সংস্পর্শে আসেন। অল্প বয়সে বিপ্লবী দলের সদস্য হন এবং লাঠি, ছোরা ও তরবারি চালনায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। গর্ডন হত্যা প্রচেষ্টায় (১৯১৩) যোগেন্দ্র চক্রবর্তীর সহযোগী ছিলেন। এ ব্যাপারে আহত হলেও গ্রেপ্তার এড়াতে পেরেছিলেন। অনেক দুঃসাহসিক কাজে যুক্ত থেকে ১৯১৬ খ্রী. জুলাই মাসে ধরা পড়েন এবং ১২.১.১৯১৭ খ্রী. থেকে ৩নং রেগুলেশনের বন্দী হন। এসময়ে পুলিস রিপোর্টের উদ্ধৃতি : "শ্রীঅমৃত সরকার ওরফে পরেশ ওরফে মহলানবীশ ওরফে নোরিয়া ওরফে জেনারেল... বহুদিন ধরে আত্মগোপন করে অনুশীলন দলের দুর্ধর্ষ নেতারূপে বিপজ্জনক কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে তাকে ধরা সম্ভব হয়েছে।" বিভিন্ন জেলে বন্দী থেকে ১৯২১ খ্রী. মুক্ত হন ও বিবাহ করেন। ১৯২৩ খ্রী. পুনরায় রেগুলেশন বন্দীরূপে সাড়ে চার বছর দক্ষিণ ভারতের জেলে কাটান। মুক্তির পর সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নেন ও নিজ অঞ্চলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেন। [১০৬]

অম্বিকা চক্রবর্তী (১৮৯২-৬.৩.১৯৬২) বর্মা—চট্টগ্রাম। নন্দকুমার। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৬ খ্রী. শেষভাগে বিপ্লবী দলের কাজে জড়িত থাকায় গ্রেপ্তার হন। ১৯১৮ খ্রী. মুক্তি পান ও বিপ্লবী নায়ক সূর্য সেনের সংগে যোগ দিয়ে চট্টগ্রামে একটি গোপন বিপ্লবী দল গড়ে তোলেন। ১৯২২ খ্রী. পুনরায় সূর্য সেন (মাষ্টারদা) ও তিনি বিপ্লবী কর্মধারা শুরু করেন। ১৪.১২. ১৯২৩ খ্রী. রেল কোম্পানীর টাকা ডাকাতি করার পর চট্টগ্রাম শহরের প্রান্তে তাঁদের গোপন ঘাঁটি পুলিস ঘিরে ফেলে। অবরোধ ভেদ করে পালিয়ে যাবার পর নাগরখানা পাহাড়ে পুলিসের সংগে খণ্ডযুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে আহত হয়ে মাষ্টারদা ও তিনি বিষ সেবন করেন ; কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে যান ও পরে গ্রেপ্তার হয়ে বিচারে মুক্ত হন। ১৯২৪ খ্রী. বাঙলার অন্যান্য বিপ্লবীদের সংগে পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনের কিছু আগে মুক্তি পান (১৯২৮)। চট্টগ্রাম দলের চূড়ান্ত পর্যায়ে সংগ্রামের দিন ১৮.৪.১৯৩০

খ্রী. তাঁর নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র দল শহরের টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা ধ্বংস করে। আত্মরক্ষার জন্য পাহাড় অঞ্চলে চারদিন অভুক্ত অবস্থায় থাকার পর ২২.৪.১৯৩০ খ্রী. পুলিশ ও মিলিটারীর এক বিরাট বাহিনীর সঙ্গে জালালাবাদের যুদ্ধে গুরুতরভাবে আহত হন। সঙ্গীরা তাঁকে মৃত মনে করে ত্যাগ করে চলে যায়। গভীর রাতে জ্ঞান ফিরে আসে ও পাহাড় ত্যাগ করে একটি নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান। কয়েক মাস পরে ধরা পড়েন। বিচারে প্রথমে প্রাণদণ্ড ও পরে আপীলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। ১৯৪৬ খ্রী. মুক্তি পাবার পর কম্যুনিস্ট আন্দোলনে যোগ দেন। দেশবিভাগের পর উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের চেষ্টায় একটি সমবায় গঠন করেন। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে বঙ্গীয় বিধান সভার সদস্য হন। ১৯৪৮ খ্রী. ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হলে আত্মগোপন করেন। ১৯৪৯ - ৫১ খ্রী. পুনরায় কারাবাস করেন। ১৯৫৭ খ্রী. হাবড়া কেন্দ্রে নির্বাচনে পরাজিত হন। চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের সর্বজ্যেষ্ঠ সদস্য এই বর্ষীয়ান্ নেতা কলিকাতার রাজপথে একটি পথ দুর্ঘটনায় মারা যান। [৯৬,১২৪]

অম্বিকাচরণ গুহ (১৮৪৩ - ১৯০০) হোগোলকুঁড়িয়া (বর্তমান মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট)—কলিকাতা। অভয়াচরণ। ৮/৯ বছর বয়সে সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে বাড়িতেই পড়াশুনা, ব্যায়াম ও ঘোড়ায় চড়া শুরু করেন। মথুরার কালীচরণ চৌবের নিকট কুস্তি শেখেন। ১৮৫৭ খ্রী. পিতামহ শিবচরণের উৎসাহে নিজ বাড়িতে আখড়া স্থাপন করেন। তৎকালীন ভারতবিখ্যাত মল্লবীরদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে মল্ল-জগতে অম্বু বা রাজাবাবু নামে পরিচিত হন। মল্লবিদ্যায় স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর শিষ্য ছিলেন। প্রধানত অম্বুবাবুর উৎসাহেই শিক্ষিত ভদ্রসমাজের ব্যায়ামবিমুখতা হ্রাস পেয়েছিল। মল্লযুদ্ধ ছাড়া, শৌখিন সেতারশিল্পী ও সুদক্ষ অশ্বারোহী হিসাবেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত কুস্তিগির গোবর গুহ তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। [৩,২৬]

অম্বিকাচরণ মজুমদার (১৮৫১ - ১৯২২) সেনদিয়া—ফরিদপুর। ১৮৭৪ খ্রী. বি.এ. পাশ করবার পর মেট্রোপলিটান স্কুলে শিক্ষকতা করার সময় তিনি এম.এ. ও ল পাশ করেন। ১৮৭৯ খ্রী. ফরিদপুরে ওকালতি শুরু করেন ও ব্যবসায়ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রতিপত্তি অর্জন করেন। স্যার সুরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হিসাবে রাজনৈতিক জীবনের শুরু। ১৮৮১ খ্রী. পিপল্স্ অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করে উক্ত অ্যাসোসিয়েশনকে ভারতসভার সঙ্গে যুক্ত করেন। ১৯১৩ - ১৯১৬ খ্রী. পর্যন্ত উক্ত সভার সভাপতি ছিলেন। ১৯১৬ খ্রী. লক্ষ্ণৌ-এ অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৯১৮ খ্রী. ফরিদপুরে রাজেন্দ্র কলেজ স্থাপিত হলে তিনি এর কর্মসমিতির সভাপতি নিযুক্ত হন। এ ছাড়াও ফরিদপুর জেলা বোর্ড এবং পৌরসভার সদস্য ও সভাপতি ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : Indian National Evolution। [১,৩,৭,১০,২৫,২৬]

অম্বিকাচরণ মৈত্র (? - ১৯৪৪) রাজশাহী। পেন্সনের টাকা দিয়ে বৃদ্ধ বয়সে বাড়ির মেয়েদের নিয়ে কালি তৈরির কাজ আরম্ভ করেন। পরবর্তী কালের বিখ্যাত 'সুলেখা ওয়ার্কস্ লিমিটেড'-এর গোড়াপত্তন এইভাবে হয়। [১৬]

অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩০৫ - ১৩৫৪ ব.) মজঃফরপুর। শিখরনাথ। মাতা—লেখিকা অনুরূপা দেবী। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। কলিকাতা ও নোয়াখালি দাঙ্গার সময় আই.এন.এ.সি. এবং হিন্দু মহাসভার সেবাকর্মী ছিলেন। [৫]

অম্বুজাসুন্দরী দাশগুপ্তা (১৮৭০ - ১৯৪৬) ভাঙ্গাবাড়ি—পাবনা। গোবিন্দনাথ। কান্তকবি রজনীকান্ত অম্বুজাসুন্দরীর জ্ঞাতিভ্রাতা এবং শৈশবে কবিতা রচনায় তাঁর প্রেরণাদাতা ছিলেন। স্বামী কৈলাসগোবিন্দও কবি-প্রতিভা বিকাশে তাঁকে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। 'বামাবোধিনী', 'নব্যভারত', 'সাহিত্য' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর কবিতা নিয়মিত প্রকাশিত হত। 'কুন্তলীন পুরস্কারে'ও তাঁর বহু গদ্য ও পদ্য রচনা প্রকাশিত হয়েছে। প্রৌঢ় বয়স পর্যন্ত কাব্য রচনা করেন। বার্ধক্যে আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করেন। রচিত গ্রন্থ : 'কবিতা লহরী', 'অশ্রুমালা', 'প্রীতি ও পূজা', 'খোকা', 'দুটি কন্যা', 'ভাব ও ভক্তি', 'গল্প', 'প্রেম ও পুণ্য' ও 'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত'। [৪,৪৪]

অযোধ্যানাথ পাকড়াশী (? - ২৮.৮.১৮৭৩)। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের অন্যতম অনুবাদক। ১৮৬২ খ্রী. জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের মহিলাদের শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কার্যে অংশগ্রহণ করেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভার অন্যতম সভ্য হিসাবে ব্রাহ্মধর্মের প্রচার কার্য চালাতে থাকেন। ক্রমে তিনি ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের পদ পান। ১৮৬৫ - ১৮৬৭ খ্রী. এবং ১৮৬৯ - ১৮৭৩ খ্রী. পর্যন্ত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র

সম্পাদক ছিলেন। বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। সুবক্তা ও সুলেখক হিসাবেও পরিচিত ছিলেন। ১৮৭০ খ্রী. 'ব্রহ্ম-বিদ্যালয়' গ্রন্থ রচনা করেন। [১,৩,২৮]

অযোধ্যারাম মিত্র। বাঙলার নবাবের দেওয়ান ছিলেন। নবাব কর্তৃক 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁর পুত্র রাজা পিতাম্বর মিত্র দিল্লীশ্বর শাহ আলমের সেনাপতি ছিলেন। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁরই বংশধর। [১]

অয়স্কান্ত বক্সী (১৩০৬ - ২৭.১১.১৩৬৮ ব.)। নাট্যকাররূপে পরিচিত অয়স্কান্ত সাধারণ রঙ্গালয়ে কয়েকটি নাটকে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রচিত নাটকগুলির মধ্যে 'ভোলা মাষ্টার' ও 'ডক্টর মিস কুমুদ' উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর রচিত গল্পও প্রকাশিত হত। [৪]

অরবিন্দ ঘোষ (১৫.৮ ১৮৭২ - ৫.১২.১৯৫০) কলিকাতা। কৃষ্ণধন। প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা, দার্শনিক ও যোগী। সাত বছর বয়সে শিক্ষার জন্য বিলাতবাসী হন। আই.সি.এস. পরীক্ষায় পাশ করেন, কিন্তু অশ্বচালনা পরীক্ষার সময় অনুপস্থিত থাকায় চাকরির জন্য মনোনীত হন নি। ১৮৯২ খ্রী. কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ট্রাইপস' বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৯৩ খ্রী. দেশে ফিরে বরোদা কলেজের অধ্যাপক এবং পরে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এখানে মহারাষ্ট্রের গুপ্ত বিপ্লবী দলের নেতা ঠাকুর সাহেবের কাছে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত হন। ১৯০২ খ্রী. ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমারকে বিপ্লবী দল গঠনের জন্য বাঙলা দেশে পাঠান। ১৯০৫ খ্রী. বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ আন্দোলনে যোগ দিয়ে বরোদার চাকরি ছেড়ে দেন। ১৯০৬ খ্রী. নব-প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয় ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। পরে রাজা সুবোধ মল্লিকের অনুরোধে ইংরেজী দৈনিক 'বন্দেমাতরম্'-এর সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। ১৯০৮ খ্রী. 'বন্দে-মাতরম্' পত্রিকায় রাজদ্রোহমূলক রচনার জন্য এবং পরে আলিপুর বোমা মামলার আসামীরূপে আদালতে অভিযুক্ত হন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই মামলা পরিচালনা করেন ও অরবিন্দের মুক্তিলাভ হয়। তারপর তিনি সনাতন ধর্ম প্রচার ও জাতীয়-দল পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করেন এবং ইংরেজী সাপ্তাহিক 'কর্মযোগিন্' ও বাংলা 'ধর্ম' পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন। কিছুকাল পরে রাজনৈতিক জীবন পরিত্যাগ করে অরবিন্দ এবং ফরাসী মহিলা মাদাম পল রিশার (শ্রীমা) পণ্ডিচেরীতে আশ্রম স্থাপন করে যোগসাধনা এবং সমাজসেবায় ব্রতী হন। এরপর তিনি দর্শন-বিষয়ক ইংরেজী পত্রিকা 'আর্য'-র মাধ্যমে প্রবন্ধ রচনা করে আধ্যাত্মিক জীবনের তত্ত্বসমূহ বোঝাবার চেষ্টা করেন। এর আগে বিভিন্ন সময়ে 'সন্ধ্যা' ও 'যুগান্তর'-এর সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩৮। এর মধ্যে ইংরেজী ৩২টি এবং বাংলা ৬টি। এ ছাড়াও 'Speeches of Aurobindo' ও 'অরবিন্দের পত্র' নামে দু'খানি গ্রন্থ আছে। 'The Life Divine', 'Essays on Gita', 'Savitri', 'Mother India', 'The Hero and the Nymph' (বিক্রমোর্বশী), 'Urvasie', 'Song of Myrtilla and Other Poems', 'The Age of Kalidasa', 'A System of National Education', 'The Renaissance in India', 'কারা কাহিনী', 'ধর্ম ও জাতীয়তা' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। [৩,৭,১০,১৬,২৫,২৬,৫৪]

অরুণকুমার চন্দ (১৮৯৯ - ২৬.৪.১৯৪৭) শিল-চর—আসাম। কামিনীকুমার। ইংরেজীতে অনার্সসহ বি.এ. ও ১৯২৭ খ্রী. এল-এল.বি. পাশ করে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত যান। ১৯২৯ খ্রী. ব্যারিস্টার হন। ১৯৩০ - ৩১ খ্রী. সিঙ্গাপুরে আইন ব্যবসা করেন। ১৯৩৫ খ্রী. দেশে ফিরে এসে শিলচর গুরুচরণ কলেজের অবৈতনিক অধ্যক্ষ হন। এ সময়ে তিনি শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেন এবং কাছাড় জেলা রেলওয়ে ও পোস্টাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৫ খ্রী. এই ট্রেড ইউনিয়নের সর্বভারতীয় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। এ সময়ে আসাম প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনে জয়ী হন। ১৯৩৭ খ্রী. আসাম প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হয়ে মন্ত্রিসভা গঠনের অন্যতম নিয়ামক হন। ১৯৩৮ - ৪২ খ্রী. 'সপ্তক' নামে সাপ্তাহিক পত্র শিলচর থেকে প্রকাশ করতেন। ১৯৪১ খ্রী. যুদ্ধপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করেন। মুক্ত হওয়ার পর পুনরায় ১৯৪২ খ্রী. কলিকাতায় গ্রেপ্তার হন। ১৯৪৫ খ্রী. আসাম প্রাদেশিক বিধান সভায় পুনর্নির্বাচিত হন। [১২৪]

অরুণ দত্ত। পিতার নাম মৃগাঙ্ক। একজন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। তিনি বাগ্‌ভট প্রণীত অষ্টাঙ্গ হৃদয়সংহিতার 'সর্বাঙ্গসুন্দর' নামে এক টীকা রচনা করেন। তা ছাড়া 'সুশ্রুতের'ও একখানি টীকা রচনা করেছিলেন। [১]

অরুণাভ মজুমদার (১৯৪০ ? - ১৭.৯.১৯৬৭)। প্রখ্যাত মূকাভিনেতা যোগেশ দত্তের কাছে মূকা-ভিনয় শিক্ষা করেন। পরে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে নানা অনুষ্ঠানে মূকাভিনয় করে অল্পকালের

মধ্যেই অতিশয় জনপ্রিয় হয়েছিলেন। দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটে। [৪,১৬]

অর্জুন রায় (১৩১৬-২৬.৩.১৩৬৯ ব.)। জে. এন. রায়। গ্লাসগো থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ এ.বি.এম.সি. ডিগ্রী পান ও জার্মানীতে স্থাপত্য-বিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন। এই স্থপতির নক্শায় প্রস্তুত কয়েকটি চিত্রগৃহ ছাড়াও ভিলাইয়ের নূতন অতিথিশালা, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য-ভবন প্রভৃতি বিখ্যাত। কয়েকটি চলচ্চিত্রে শিল্প-নির্দেশকের কাজও করেছেন। [৪]

অর্ধেন্দু দস্তিদার (? - ২৪.৪.১৯৩০) ধলঘাট—চট্টগ্রাম। চন্দ্রকুমার। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে (১৮ এপ্রিল, ১৯৩০) তিনি অংশগ্রহণ করেন। ২২ এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে আহত হন। ২৪ এপ্রিল সদর হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু ঘটে। [৪২]

অর্ধেন্দুশেখর মুস্তোফী (১৮৫০-১৯০৯) বাগবাজার—কলিকাতা। শ্যামাচরণ। নাট্যজগতে 'মুস্তোফী সাহেব' নামে পরিচিত অতুলনীয় শক্তি-শালী নট ও নাট্যশিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথাগত যোগ্যতা না থাকলেও ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন। আত্মীয়তাসূত্রে পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ির নাট্যমঞ্চে তাঁর নাট্যজীবন শুরু হয়—১৮৬৭ খ্রী. ২ নভে. 'কিছু কিছু বুঝি' নামক এক প্রহসনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে। কিছুদিনের মধ্যেই গিরিশচন্দ্র ও নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'সধবার একাদশী'তে অভিনয় করেন। নাট্যকার দীনবন্ধু এই অভিনয়ে মুগ্ধ হন। প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। হাস্য-রসাত্মক ও গুরুগম্ভীর চরিত্র এবং সাহেবের ভূমিকা অভিনয়ে সমান দক্ষ ছিলেন। অভিনীত বিখ্যাত চরিত্র : নীলদর্পণে 'উড সাহেব', দুর্গেশনন্দিনীতে 'বিদ্যাদিগ্গজ', প্রফুল্ল-তে 'রমেশ' ও রিজিয়ায় 'ঘাতক'। গিরিশচন্দ্রের মতে অর্ধেন্দুশেখর যে অংশ অভিনয় করতেন সেই অংশই অননুকরণীয় হত। অমৃতলাল বসুর মতে অর্ধেন্দুশেখর বিধাতার হাতে গড়া actor ও অতুলনীয় নাট্যশিক্ষক। [১, ৩,৪০]

অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (ও. সি. গাঙ্গুলী) (১.৮.১৮৮১-৯.২.১৯৭৪) কলিকাতার বড়বাজার অঞ্চল। অর্ঘপ্রকাশ। রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রীটের রামপ্রসাদ পণ্ডিতের পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ। মেট্রো-পলিটান ইন্স্টিটিউশন বড়বাজার শাখা থেকে এন্ট্রান্স (১৮৯৬), প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বি.এ. (১৯০০) এবং গ্রেগরী জোন্সের প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রযুক্তি পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। আইন পাশ করে আইন ব্যবসা গ্রহণ করলেও শিল্প ও সঙ্গীত তাঁর সাধনার বিষয় ছিল। শিল্পের রূপ-রস-রেখা-রঙের সঙ্গে আইনের যুক্তিতর্ক বিচার-বিশ্লেষণের সন্ধি ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। মূর্তিকর মাতামহ শ্রীনাথ ঠাকুরের কাছে তিনি শিল্পের প্রেরণা পান। প্রথম ছবি আঁকেন তের বছর বয়সে। শিল্পাচার্য যামিনী-প্রকাশের মাধ্যমে গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথসহ ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ঘটে। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের তিনি সচিব পদে সমাসীন ছিলেন। সোসাইটির পত্রিকা 'রূপম্' তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও নৈপুণ্যের এক উজ্জ্বল পরিচায়ক। ১৯১৪ খ্রী. প্যারিসের বিখ্যাত প্রদর্শনীতে অবনীন্দ্র বিদ্যালয়ের প্রতিটি শিল্পীর ছবি তিনিই প্রেরণ করেন। ১৯৪৩ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপক নিযুক্ত হলে অ্যাটর্নির পেশা ত্যাগ করেন। ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে তিনি চীন, ব্রহ্মদেশ ও অন্যান্য অনেক স্থানে বক্তৃতা দিয়েছেন। ললিতকলা একাডেমি, এশিয়াটিক সোসাইটি ও অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠান তাঁকে সম্মানিত করেছে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী : 'Vedic Painting', 'Mithuna in Indian Art', 'South Indian Bronze', 'Modern Indian Painters', 'Masterpieces of Rajput Paintings', 'ভারতের ভাস্কর্য', 'রূপশিক্ষা' প্রভৃতি। ভারতীয় সঙ্গীত-বিষয়ক তাঁর গবেষণা গ্রন্থ 'Ragas and Raginis' (2 vols.) বিশেষ সমাদৃত। [১৬]

অশোককুমার চন্দ (? - অক্টোবর ১৯৭২)। উচ্চপদস্থ সুদক্ষ কর্মচারী হিসাবে বিশেষ খ্যাতি-মান অশোককুমার কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ ও লণ্ডন স্কুল অফ্ ইকনমিক্সের ছাত্র ছিলেন। ২৪ বছর বয়সে ভারতীয় অডিট অ্যাণ্ড একাউন্টস্ বিভাগের কাজ দিয়ে কর্মজীবন শুরু। স্বাধীনতার পরের বছর ১৯৪৮ খ্রী. তিনি যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার হন। তিনি তৃতীয় ফিনান্স কমিশনের চেয়ারম্যান, হিন্দুস্থান স্টীল অ্যাণ্ড হিন্দুস্থান মেশিন টুল্স্-এর প্রথম চেয়ারম্যান, সিন্ধী ফারটিলাইজারস্-এর প্রধান এবং ১৯৫৪-১৯৬০ খ্রী. পর্যন্ত ভারতের 'কম্পট্রোলার অ্যাণ্ড অডিটর জেনারেল' ছিলেন। এ ছাড়া আরও বহু সরকারী প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন। অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োকে একটি সরকারী দপ্তর থেকে একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থায় পরিণত করার কাজে 'চন্দ কমিটি'র সিদ্ধান্তের জন্য তিনি বিশেষভাবে স্মরণীয়। রচিত গ্রন্থ : 'Indian

Administration and Aspects of Audit Control'. [১৬]

অশোক গুহ (১৩১৮ - ২২.৬.১৩৭২ ব.)। অনুবাদকর্মের মাধ্যমে সাহিত্য-জগতে খ্যাতি অর্জন করেন। শেক্সপীয়ার, গোর্কী, রোলাঁ, জোঁলা, এরেনবুর্গ প্রভৃতি খ্যাতনামা পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের রচনা বাংলায় অনুবাদ করে যশস্বী হন। রচিত উল্লেখ্য গ্রন্থ : 'দেশবিদেশের লেখা', 'এক যে ছিল যাদুকর' (গল্পগ্রন্থ), 'অগ্নিগর্ভ' (উপন্যাস)। [৪]

অশোক নন্দী (? - ৬.৮.১৯০৯)। কালিকচ্ছ—কুমিল্লা। মহেন্দ্র। ১৯০৫ খ্রী. বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। আলিপুর বোমা মামলায় গ্রেপ্তার হন। প্রেসিডেন্সী জেলে মৃত্যু ঘটে। [৪২]

অশোকনাথ শাস্ত্রী (১৩১০ - ১৩৫৫ ব.)। অমরনাথ বিদ্যাবিনোদ। এম.এ., পি.আর.এস. এবং বেদান্ততীর্থ হবার পর প্রেসিডেন্সী কলেজের ও পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পরিবারের গুরু ও পুরোহিত ছিলেন। বাংলা ও সংস্কৃত উভয় ভাষায় সুবক্তারূপে খ্যাতিলাভ করেন। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। [৫]

অশোক মুখোপাধ্যায় (? - ১২.১১.১৯৬৯)। খ্যাতনামা শিল্পী সতীশ সিংহের ছাত্র অশোক ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনা করেন। চাপা রং ব্যবহার ও মানুষের নানা 'মুড' বা ভাব-ভঙ্গি-বৈচিত্র্য অঙ্কনে বৈশিষ্ট্য ছিল। অশ্বারোহণ, শিকার, বাঁশি বাজানো, কবিতা লেখা, অভিনয় করা, সংগঠন গড়া প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে উৎসাহী ও শিশুদের শিক্ষাদানে আগ্রহী ছিলেন। খড়দহের শিশুশিক্ষা কেন্দ্র 'সন্দীপন' ইনিই প্রতিষ্ঠা করেন। [৪,১৬]

অশ্বিনীকুমার গুপ্ত (১৩১৫ - ১৮.৭.১৩৭১ ব.)। ছাত্র ও যুব আন্দোলনের সক্রিয় নেতা ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িত থাকার জন্য একাধিকবার কারাবরণ করেন। দিল্লীতে আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ও বি. জি. ব্যুরোর প্রধান ছিলেন। সাংবাদিক হিসাবে খ্যাতি ছিল। আকাশবাণীর বিশিষ্ট কর্মচারী ছিলেন। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরূপে পশ্চিম জার্মানী পরিভ্রমণ করেন। সোশ্যালিজমে বিশ্বাসী ও রাজনীতিতে ঐ দলভুক্ত ছিলেন। [৪]

অশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায় (১২৯২ - ১৩৪৪ ব.)। 'গৃহস্থ মঙ্গল' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। গার্হস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে লিখিত তাঁর কয়েকটি পুস্তক আছে। [৪,৫]

অশ্বিনীকুমার দত্ত (২৫.১.১৮৫৬ - ৭.১১.১৯২৩) বাটাজোড়—বরিশাল। ব্রজমোহন। সাব-জজ পিতার কর্মস্থল পটুয়াখালিতে জন্ম। ১৮৭০ খ্রী. রংপুর থেকে প্রবেশিকা পাশ করেন। ১৮৭৭ খ্রী. বিবাহ করেন। ১৮৭৮ খ্রী. কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে বি.এ., ১৮৭৯ খ্রী. এম.এ., বি.এল. পাশ করে সাত মাসের জন্য শ্রীরামপুর চাতরা ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। পরের বছর ওকালতি করার জন্য বরিশালে আসেন। কলিকাতায় ঋষি রাজনারায়ণের প্রভাবে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ১৮৮২ খ্রী. বরিশালে ব্রাহ্মসমাজের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। ওকালতি ত্যাগ করে বরিশালের তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট রমেশচন্দ্র দত্তের পরামর্শে পিতার নামে ব্রজমোহন স্কুল স্থাপন করেন (২৭.৬.১৮৮৪)। ১৮৮৫ খ্রী. বরিশাল মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের কমিশনার নিযুক্ত হন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য পিপল্‌স্‌ অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করেন ও জাতীয় কংগ্রেসের অনুমোদন লাভ করেন (১৮৮৬)। এই বছরই বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা নেন। অশ্বিনীকুমারের চেষ্টায় বাখরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড স্থাপিত হয় (১৮৮৭)। স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে 'বাখরগঞ্জ হিতৈষিণী সভা' এবং বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন (১৮৮৭)। বাঙলার প্রতিনিধি দলের সদস্যরূপে তিনি জাতীয় কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে যোগদান করেন। ১৮৮৮ খ্রী. বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন এবং ১৮৮৯ খ্রী. পিতার নামে ব্রজমোহন কলেজ স্থাপন করেন এবং পঁচিশ বছর সেখানে বিনা বেতনে কাজ করেন। ১৮৯৮ খ্রী. কলেজটি প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত হয়। ১৮৯৭ খ্রী. বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হন। অমরাবতী কংগ্রেসে এক বক্তব্য রাখেন যে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করতে হলে কতিপয় ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তির বাৎসরিক তামাশা না করে গ্রামে গ্রামে সর্বসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা সংগ্রহ প্রয়োজন। বঙ্গভঙ্গের সময় বিলাতী বর্জন (বয়কট) আন্দোলনের জন্য 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি' গঠন করেন (১৯০৫)। পরের বছর বরিশালে 'প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি'র অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হন। এই অধিবেশনে পুলিস লাঠিচার্জ করলে নেতৃস্থানীয়রা আহত হন। এই বছরই কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির অন্যতম সম্পাদক হন এবং কুখ্যাত বরিশাল দুর্ভিক্ষে অতুলনীয় সেবা-কাজ করেন। ১৯০৭ খ্রী. সুরাট কংগ্রেস পণ্ড হবার পর

অশ্বিনীকুমার নরম ও চরমপন্থীদের ঐক্যের জন্য চেষ্টা করেছিলেন। এই চেষ্টা ব্যর্থ হলে অশ্বিনীকুমার কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ১৯০৮ খ্রী. রাজনৈতিক নেতারূপে গ্রেপ্তার হয়ে লক্ষ্ণৌ জেলে আটক ছিলেন। এই সময় থেকে সরকারী রোষ ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজের উপর পড়ে। সরকারের নানা রকম নিপীড়নের জন্য শিক্ষালয় দু'টির অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে যায়। ১৯১০ খ্রী. অশ্বিনীকুমারের কারামুক্তির পর শিক্ষালয় দু'টির অবনতি রোধের জন্য ১৯১১ খ্রী. তিনি সরকারী সাহায্য গ্রহণ করেন। পরের বছর কলেজ ও স্কুল পৃথক করে কলেজ পরিচালনা ট্রাস্টি কাউন্সিলের হাতে দিতে বাধ্য হন। ১৯১৩ খ্রী. ঢাকায় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে সভাপতি হন এবং ১৯১৮ খ্রী. কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে যোগদান করেন। বরিশাল ঝড়ের বছর (১৯১৯) আর্তত্রাণে অশ্বিনীকুমারের স্মরণীয় ভূমিকা ছিল। ১৯২০ খ্রী. বরিশাল প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন এবং এই বছরই কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাবে অশ্বিনীকুমার সক্রিয় সমর্থন জানান। ব্রজমোহন স্কুল বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত হয় (১৯২১)। এই বছর মহাত্মা গান্ধী প্রথম বরিশালে এসে জেলার অদ্বিতীয় নেতা অশ্বিনীকুমারকে শ্রদ্ধা জানান। তাঁর রচিত পুস্তক : 'ভক্তিযোগ', 'কর্মযোগ', 'প্রেম', 'দুর্গোৎসবতত্ত্ব', 'আত্মপ্রতিষ্ঠা' ও 'ভারতগীতি'। স্থাপিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান : 'লিট্‌ল ব্রাদার্স অফ দি পুওর', 'ব্যাণ্ড অফ হোপ', 'ব্যাণ্ড অফ মার্সি'। যাত্রার গায়ক মুকুন্দ দাসকে স্বদেশী যাত্রায় অনুপ্রাণিত করা অশ্বিনীকুমারের আর এক কীর্তি। মুদী দোকানদার যজ্ঞেশ্বর অশ্বিনীকুমারের প্রেরণায় চারণকবি মুকুন্দদাস নামে খ্যাত হলেন। মুকুন্দদাস ছাড়াও বরিশালের স্বভাবকবি হেমচন্দ্রকেও তিনি স্বদেশী সঙ্গীত রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। [১,২,৩,৭,৮,১০,১৬,২৫,২৬, ৫০]

অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (২৪.১০.১৮৬৬ - ৮.৫.১৯৪৫) কলিকাতা। মহেশচন্দ্র। নদীয়া জেলার আড়বন্দী গ্রামের বিখ্যাত নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্বভৌমের অধস্তন ত্রয়োদশ বংশধর। শিক্ষা সেণ্ট জেভিয়ার্স, ডভটন ও ফ্রীচার্চ কলেজে। মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৮৮৬ খ্রী. বিলাত যাত্রা করেন। ইণ্ডিয়া ক্লাবের সভায় তৎকালীন ইংলণ্ডের মন্ত্রী লর্ড নর্থব্রুকের সঙ্গে পরিচয় হয়। এই বুদ্ধিমান প্রতিভাশালী যুবককে নর্থব্রুক বহু সুযোগের প্রলোভন দেখান। সব কটিই সবিনয় প্রত্যাখ্যান করে তিনি নিজ সংকল্পে দৃঢ় থাকেন। বিলাতেই সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে রাজনৈতিক পরিচয় হয় ও সুরেন্দ্রনাথ বলেন যে, তাঁর বিলাত ভ্রমণের উদ্দেশ্য অশ্বিনীকুমারের বক্তৃতার ফলে সফল হবে। ১৮৯১ খ্রী. ব্যারিস্টার হয়ে কলিকাতায় ফেরেন। কিছুদিনের মধ্যেই পিতা ও প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হয়। কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করেই বিশেষ করে ফৌজদারী মোকদ্দমায় খ্যাতিমান হন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দৌহিত্রীর সঙ্গে ১৮৯৩ খ্রী. বিবাহ হয়। রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে তৎকালীন নেতাদের কার্যক্রমে বীতশ্রদ্ধ হয়ে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় পরপর কয়েকটি চিঠিতে তাঁদের সমালোচনা করেন। তথাপি ডাবলিউ. সি. ব্যানার্জী, সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহন বসুর স্নেহ-ভালবাসা বরাবরই পেয়েছেন। রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁর পরিচয় বাঙলার শ্রমিক আন্দোলনের জন্মদাতারূপে। প্রথমেই কলিকাতা থেকে বজবজ পর্যন্ত সমস্ত চটকলের শ্রমিকদের নিয়ে পঞ্চাশ হাজার সদস্যবিশিষ্ট 'মিল হ্যাণ্ডস্ ইউনিয়ন' সৃষ্টি করেন। ফলে মানুষের মত ব্যবহারের দাবিতে ব্যাভেরিয়া জুট মিলের শ্বেতাঙ্গ ম্যানেজার প্রহৃত হয়। এতদুপলক্ষে ফৌজদারী মামলায় অশ্বিনীকুমার ব্যারিস্টাররূপে সকল আসামীকে মুক্ত করেন। মাসে দু'তিনবার মিল অঞ্চলে শ্রমিকদের কাছে সমাজতন্ত্রের মূলনীতি ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা দিতেন। সরকারী ছাপাখানায় ধর্মঘট উপলক্ষে 'প্রিণ্টার্স ইউনিয়ন' গড়ে তোলেন। সঙ্গী ছিলেন রাজা সুবোধ মল্লিক ও ব্যারিস্টার অ্যাথানেসিয়াস অপূর্ব ঘোষ। রয়্যাল ইণ্ডিয়ান মেরিন ডক ধর্মঘটেও নেতৃত্ব করেন। এই দুই ধর্মঘটের প্রয়োজনে কলিকাতা শহরে শোভাযাত্রা করে দ্বারে দ্বারে অর্থ-সংগ্রহের পরিকল্পনাও তাঁর। ছাপাখানার কর্মীদের শোভাযাত্রা উত্তর কলিকাতায় পাইকপাড়া থেকে কর্নওয়ালিস স্ট্রীট পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। বহু ধনী নাগরিক দরিদ্র নাগরিকদের মতই তাঁদের সাহায্য করেন। ডক শ্রমিকদের শোভাযাত্রা হয় দক্ষিণ কলিকাতায়। ই. আই. রেলের আসানসোল ধর্মঘটেও নেতৃত্ব দেবার জন্য নেতৃগণ তাঁকেই পাঠান। এখানে ইংরেজ ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কর্মীরা রাইফেল ও বন্দুকের ভয় দেখিয়েও তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারে নি। তিনি ব্যারিস্টার মি. র‍্যামফিল্ডের সঙ্গে মিলিতভাবে খিদিরপুরে 'ইণ্ডিয়ান সীমেন্‌স্ ইউনিয়ন' গড়ে তোলেন। বাঙলার বিখ্যাত অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সহ-সভাপতি

ছিলেন। অহিংসা ও অসহযোগে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। একুশ বছর কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য ছিলেন। পুরনো আইনে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। সি.আই.টি. ট্রাইব্যুনালের সদস্য এবং পৈতৃক গ্রাম আড়বন্দী ইউনিয়ন বোর্ডের (নদীয়া) সদস্য ছিলেন ছ'বছর। কর্পোরেশন প্রতিনিধিদের ক্লাবের স্রষ্টা। সারাজীবন ইংরেজ রাজপুরুষগণের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত থাকলেও ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর বহু ইংরেজ বন্ধু ছিলেন। ১৯৩১ খ্রী. তিনি রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। [৮২]

অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়, রায়সাহেব। বর্ধমান। ১৮৮৩ খ্রী. শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করে ১৮৮৫ খ্রী. সিন্ধু-পিশিন রেলওয়েতে ওভারশিয়র-রূপে বেলুচিস্তান যান। ১৮৮৮ খ্রী. সিকিম যুদ্ধে এবং পরে ব্রহ্মদেশে চীন পাহাড়ের যুদ্ধের কাজে যোগদান করেছিলেন। এখানে অনারারি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার-রূপে একটি রাস্তা নির্মাণ করে ব্রিটিশ কন্সাল ও চীন সেনাধ্যক্ষ-কর্তৃক প্রশংসিত হন। [১]

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় (১২৮৮ - ১৫.৮.১৩৭১ ব.)। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, প্রহসন, প্রবন্ধ, স্কুল পাঠ্য পুস্তকাদি সাহিত্যের যাবতীয় শাখায় অবাধগতি ছিল। বসুমতী পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। বহু রচনা বসুমতীতে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম : 'জমা খরচ', 'স্ত্রী', 'পথের স্মৃতি', 'জগদীশের দিগ্‌দারী' (নাটক), 'মিস্ মায়া বোর্ডিং হাউস' (উপন্যাস) প্রভৃতি। [৪]

অসিতকুমার হালদার (১৮৯০ - ১৩.২.১৯৬৪) জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি—কলিকাতা। সুকুমার। পারিবারিক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নাতি ছিলেন। কিশোর বয়সেই আর্ট স্কুলে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যত্ব লাভ করেন। শিল্পাচার্যের যে ছাত্রগোষ্ঠী 'নব্য বঙ্গীয় চিত্রকলা'র প্রসার ঘটিয়েছিলেন তিনি তার অন্যতম। ১৯০৯ - ১৯১১ খ্রী. অজন্তা গুহাচিত্রের অনুলিপির কাজে নন্দলাল প্রমুখ কয়েকজনের সঙ্গে অসিতকুমারও ছিলেন। ১৯১১ খ্রী. শান্তিনিকেতনের অধ্যক্ষ হিসাবে কলাভবনের গোড়াপত্তন করেন। ১৯২৪ খ্রী. জয়পুর শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং ১৯২৫ - ৪৫ খ্রী. পর্যন্ত লক্ষ্ণৌ সরকারী শিল্প মহাবিদ্যালয়ের স্থায়ী অধ্যক্ষ ছিলেন। অঙ্কিত চিত্রাবলীর মধ্যে 'রাসলীলা', 'যশোদা ও শ্রীকৃষ্ণ', 'অগ্নিময়ী সরস্বতী', 'কুণালের চক্ষুলাভ', 'ওমর খৈয়াম' প্রভৃতি বিখ্যাত। বাঘ-গুহাচিত্র ও যোগীমারা গুহাচিত্রের অনুলেখ্য প্রণয়নে ব্রতী শিল্পীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। চিত্রাঙ্কন ছাড়া গ্রন্থ রচনায়ও হাত ছিল। বাংলা সাহিত্য রচনায় কথ্য ভাষা সুপ্রতিষ্ঠিত হবার আগেই তিনি চলিত ভাষায় লিখলেন 'অজন্তা' (১৩২০ ব.), 'বাগ্‌গুহা ও রামগড়', 'হো-দের গল্প' (যুক্তাক্ষর-বর্জিত শিশু-গ্রন্থ), 'পাথুরে বাঁদর রামদাস ও কয়েকটি গল্প' ইত্যাদি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত অধরচন্দ্র বক্তৃতা 'ভারতের কারুশিল্প' তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সংস্কৃত 'ঋতুসংহার' ও 'মেঘদূত' গ্রন্থের কাব্যানুবাদ তাঁর অন্যতম কীর্তি। অল্পবয়স্কদের উপযোগী ও বয়স্কদের জন্য তিনি কয়েকটি নাটিকা লিখেছেন। শিল্পপ্রসঙ্গে বাংলা এবং ইংরেজীতে তাঁর রচিত গ্রন্থ আছে। মূর্তিকলাতেও তাঁর অধিকার ছিল। তাঁর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মুকুল দে, রমেন চক্রবর্তী, প্রতিমা ঠাকুর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। [৩, ১৬,২৫]

অসিত ভট্টাচার্য (১৯১৫ - ২.৭.১৯৩৪) শ্রীহট্ট। স্বাধীনতা সংগ্রামের সক্রিয় অংশীদার, বিপ্লবী দলের সভ্য অসিত ১৯৩৩ খ্রী. ১৩ মার্চ হাটখোলা (হবিগঞ্জ) রেল ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করেন। রেল এবং ডাক ও তার বিভাগের কর্মীরা তাড়া করলে রিভলবার দিয়ে একজন রেলওয়ে কর্মীকে হত্যা করেন। হত্যা ও ডাকাতির অপরাধে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। সিলেট জেলে ফাঁসিতে মৃত্যু বরণ করেন। [৪২,৪৩]

অহল্যা দাসী (? - ডিসেম্বর ১৯৪৮) চন্দনপিঁড়ি—চব্বিশ পরগনা। তিনি কৃষক আন্দোলনে পুলিসের গুলিতে শহীদ হন। ঐ গ্রামের কৃষক রমণী উত্তমী দাসী, সরোজিনী দাসী এবং বাতাসী দাসীও ঐ আন্দোলনে শহীদ হয়েছিলেন। ১৯৪৮ - ৪৯ খ্রী. কৃষক আন্দোলনে চব্বিশ পরগনা ছাড়াও মেদিনীপুর, বীরভূম, হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও পশ্চিম দিনাজপুরের বহু কৃষক, আদিবাসী ও কিছু কৃষককর্মী যুবক পুলিসের গুলিতে প্রাণ দেন। [১২৮]

আইনুদ্দীন (১৭শ শতাব্দী)। জন্ম সম্ভবত চট্টগ্রামে। তাঁর রচিত রাধাকৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক ১৫টি পদ পাওয়া গিয়াছে। আছন্দীন ও মনৌঅর নামে দু'জন পদকর্তা তাঁকে তাঁদের পীর বলে স্বীকার করেছেন। [১৩৩]

আউলচাঁদ ১৬৯৪ - ১৭৬৯/৭০)। নদীয়ার উলাগ্রামের মহাদেব বারুই এক পরিত্যক্ত শিশুকে পানের বরোজ থেকে কুড়িয়ে এনে পালন করেন। এই শিশুই কর্তাভজা সম্প্রদায়ের আদিগুরু আউলচাঁদ। তাঁর পূর্বনাম ছিল পূর্ণচাঁদ। উদাসীন

হয়ে চব্বিশ পরগনার ও সুন্দরবনের নানা স্থানে ঘুরে বেড়াবার কালে নানা জাতির লোক তাঁর অনুরাগী হয়। ২৭ বছর বয়সে বেজবা গ্রামে তিনি ধর্মগুরুরূপে প্রকট হন। এখানেই তাঁর ২২ জন শিষ্য জুটেছিলেন। আউলচাঁদকে তাঁর ভক্তরা চৈতন্যদেবের অবতার মনে করতেন। আউলচাঁদের মৃত্যুর পর দল ভাঙতে শুরু করে। প্রধান দলের কর্তা রামশরণ পাল কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। [২,৩]

আকবর আলী সৈয়দ। মামদপুর—শ্রীহট্ট। আবদুল আজিম। পূর্ব নিবাস তরফ হবিগঞ্জ। প্রকৃত নাম সরফুদ্দিন। ছাবাল আকবর আলী-ভণিতায় গান রচনা করে ঐ নামেই প্রসিদ্ধ হন। তাঁর রচিত 'এক্কে দেওয়ানা', 'ফানায়ে জান' ও 'যৌবন বাহার' এই তিনটি গ্রন্থে ২১টি রাধাকৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক গান আছে। [৭৭]

আকবর শাহ। 'শাহ আকবর' ভণিতাযুক্ত একটি পদ 'গৌরপদতরঙ্গিণী' গ্রন্থে আছে। কেউ কেউ অনুমান করেন, সভক্ত চৈতন্যদেবের হরি-সংকীর্তন চিত্র দেখে সম্রাট আকবর বিহ্বল হয়ে স্বয়ং এই পদ রচনা করেন। অন্যেরা আলোচ্য কবিকে জনৈক ফকির বলে অভিহিত করেন। পদটি : 'জীউ জীউ মেরে মন-চোরা গোরা। আপহি নাচত আপন রসে ভোরা॥...ঐছন পাহুঁকে যাহ বলিহারী। শাহ আকবর তোর প্রেম ভিখারী॥' [৭৭]

আকবর সৈয়দ মুহম্মদ (আনু. ১৬৫৭-১৭২০)। এই কবির রচিত 'জেবল-মুলক-শামারুখ' নামক প্রেমমূলক কাব্যোপাখ্যানখানি এক সময়ে কলিকাতার বটতলা থেকে ছাপা হয়ে ঘরে ঘরে পঠিত হত। কাব্যখানির সমস্ত পাণ্ডুলিপি ত্রিপুরা জেলা থেকে সংগৃহীত হয়েছে। তাতে মনে হয় কবি ঐ অঞ্চলের লোক ছিলেন। ফারসী ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল। [১৩৩]

আকরম খাঁ, মওলানা মোহাম্মদ (১৮৬৮-১৯৬৮) হাকিমপুর—চব্বিশ পরগনা। আলহাজ্জ গাজী মওলানা আবদুল বারী। কায়েদে আজমের সুযোগ্য সহকর্মী এই নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক নেতা সাংবাদিক হিসাবে এবং আরবী, ফারসী, উর্দু, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় সুপণ্ডিত ব'লেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বাল্যশিক্ষা গ্রামের মক্তবে। উচ্চশিক্ষার জন্য তিন বছর কলিকাতা ও পাটনাতে কাটান। একই দিনে কলেরা রোগে পিতা-মাতাকে হারিয়ে মাতামহের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা শেষ করেন। ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি অনুরাগবশত ইংরেজী স্কুল ছেড়ে কলিকাতা 'আলিয়া মাদ্রাসা'য় পড়াশুনা করে কৃতিত্বের সঙ্গে পরীক্ষায় পাশ করেন। ঢাকায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনে (১৯০৬) যোগদানের মাধ্যমে তাঁর জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে। কর্মজীবনে প্রবেশ করে বাঙলার মুসলমান-দের ধর্মীয় তথা সামাজিক জীবনের উন্নতিবিধান-কল্পে একটি মুখপত্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' প্রকাশ করেন (১৯১০)। উক্ত পত্রিকাটি তাঁর বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তির পরিচায়ক। ১৯০৫ খ্রী. বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯০৬ খ্রী. মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য হন। অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনে কাজ করতে গিয়ে প্রয়োজনের তাগিদে উর্দু 'জামানা' পত্রিকা ও বাংলা দৈনিক 'সেবক' প্রকাশ করেন। 'সেবক' পত্রিকায় প্রকাশিত নির্ভীক মতবাদের জন্য এক বছর তাঁকে কারাবাস করতে হয়। কারাবাস-কালে 'আমপারা'র বঙ্গানুবাদ রচনা করেন। নেহেরু রিপোর্টের জন্য (১৯২৯) কংগ্রেস ছেড়ে তিনি মুসলিম লীগের আদর্শ রূপায়ণে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৫ খ্রী. নির্বাচনে জয়লাভ করে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য হন। ১৯৩৬ খ্রী. তাঁর সম্পাদনায় দৈনিক 'আজাদ' প্রকাশিত হয়। এই সময় কায়েদে আজমের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকে পাকিস্তান আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। ১৯৪১-১৯৫১ খ্রী. পর্যন্ত তিনি প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ও পরে পাকিস্তান মুসলিম লীগেরও ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ১৯৫৪ খ্রী. গণপরিষদ্ ভেঙে দেওয়া হলে তিনি প্রত্যক্ষ রাজ-নীতি থেকে সরে দাঁড়ান। ১৯৬২ খ্রী. পুনরায় 'আজাদ' পত্রিকার প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব নেন এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা : 'সমস্যা ও সমাধান', 'মোস্তফা চরিত', 'মোস্তফা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য', 'বাইবেলের নির্দেশ ও প্রচলিত খৃষ্টান ধর্ম', 'মুসলিম বাঙলার সামাজিক ইতিহাস', 'তফসীরুল কোরআন' (৫ খণ্ড) প্রভৃতি। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর বিশিষ্ট অবদানের জন্য তিনি পাকিস্তানের প্রেসি-ডেণ্টের 'গৌরবসূচক পদক' ('প্রাইড অফ পার-ফরম্যান্স মেডাল') লাভ করেন। ১৯২৮ খ্রী. পবিত্র হজ সম্পন্ন করেন। ১৯৪৭ খ্রী. দেশ-বিভাগের পর ঢাকায় স্থায়িভাবে থাকতেন। [১৩৩]

আকরামুজ্জমান খান, খানবাহাদুর (১৮৮৫-১৯৩৩) মানিকগঞ্জ—ঢাকা। জন্মস্থান বিহারের সাসারাম পরগনা। পাটনা কলেজিয়েট স্কুল ও কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৯০৫ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ.

পাশ করে ১৯০৭ খ্রী. ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। মুসলমান সমাজে শিক্ষাবিস্তারের জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করে গেছেন। চাকরি উপলক্ষে প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে থাকাকালে তিনি বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপন করেন। তিনি বরিশালের ভোলা মহকুমায় হাই স্কুল (১৯১৭) ও ফেনিতে নোয়াখালি জেলার প্রথম কলেজ (১৯২২) প্রতিষ্ঠা করেন। ফরিদপুরের গোপালগঞ্জস্থ বর্তমান স্কুলসমূহের প্রভূত উন্নতি-সাধন করেছিলেন। ১৯৩১ ও ১৯৩২ খ্রী. একটি স্পেশাল ট্রাইবিউন্যালের কমিশনার হিসাবে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায় দিয়েছিলেন। [১৩৩]

আগা আহম্মদ আলী (?-জুন ১৮৭৩) ঢাকা। আগা সাজাত আলী। একজন প্রসিদ্ধ ফারসী বৈয়াকরণ এবং কলিকাতা মাদ্রাসার ফারসী শিক্ষক ছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বহু গ্রন্থের সম্পাদনা এবং 'রিসালা-ই-ইস্তিকাক' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছেন। [১]

আজিজুল হক, মুহম্মদ, স্যার, ডক্টর (১৮৯২-১৯৪৭) শান্তিপুর—নদীয়া। শালকর পরিবারে জন্ম। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ. (১৯১২) ও বি.এল. পাশ করে কৃষ্ণনগরে ওকালতি শুরু করেন (১৯১৫)। ক্রমে সরকারী উকিল, জিলা বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য (১৯২৮) ও কৃষ্ণনগর মিউনিসি-প্যালিটির চেয়ারম্যান হন। ১৯৩৪-৩৭ খ্রী. তিনি বাঙলার শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন। ১৯৩৮-৪২ খ্রী. তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর, ১৯৪২-৪৩ খ্রী. যুক্তরাজ্যে ভারতীয় হাইকমিশনার ও ১৯৪৩-৪৬ খ্রী. গবর্নর জেনা-রেলের শাসন পরিষদের বাণিজ্য সদস্য ছিলেন। তৃতীয়বার ব্যবস্থাপক সভার ও গণপরিষদের সভ্য নির্বাচিত হন (১৯৪৫)। ফ্লাউড কমিশন, লিন-লিথগো কমিশন প্রভৃতির সদস্য এবং দীর্ঘদিন নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা কন্‌ফারেন্সের সভাপতি ছিলেন। রচিত গ্রন্থাবলী : 'ম্যান বিহাইন্ড দি প্লাউ', 'হিস্ট্রি অ্যান্ড প্রব্‌লেমস্ অব মুসলিম এডুকেশন ইন বেঙ্গল', 'এডুকেশন অ্যান্ড রিট্রেন্‌চ-মেন্ট', 'সেপারেট ইলেক্‌টোরেট ইন বেঙ্গল' প্রভৃতি। [১৩৩]

আজিজুল হাকিম (১৯০৮-১৯৬২) হাসানা-বাদ—ঢাকা। তিনি একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক ও সমাজসেবক ছিলেন। রচিত কাব্যগ্রন্থ : 'ভোরের সানাই', 'মরুসেনা', 'ঘরহারা', 'পথহারা', 'বিদগ্ধ দিনের প্রান্তর'। 'আজাজিলনামা' তাঁর ব্যঙ্গ কবিতা-সঙ্কলন। রোবাইয়াৎ-ই-হাফিজ ও রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম তিনি অনুবাদ করেন। তাঁর গল্প-গ্রন্থের নাম 'ঝড়ের রাতের রাত্রি'। তিনি কিছুদিন 'সবুজ বাঙলা ও পাক্ষিক 'নওরোজ' পত্রিকার সম্পাদনাও করেন। তাঁর কাব্যে আধুনিক ছন্দ ও যুগচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। [১৩৩]

আজিম উদ্দিন মুনশী। খাঁড়—বর্ধমান। ১৯শ শতাব্দীর অন্যতম প্রহসন-রচয়িতা। তৎ-কালীন সংস্কৃত-প্রধান সাধু বাংলার পরিবর্তে সহজ দেশ-প্রচলিত ভাষায় তিনি গ্রন্থ রচনা করে-ছিলেন। রচিত প্রহসন : 'জামাল নামা' (১৮৫৯), 'কি মজার কলের গাড়ী' (১৮৬৩), 'কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে' (১৮৬৮) প্রভৃতি। প্রথম গ্রন্থে কিছু আরবী ও ফারসী শব্দের প্রয়োগ আছে। [১৩৩]

আজু গোঁসাই (সপ্তদশ শতাব্দী) হালিশহর—চব্বিশ পরগনা। রামরাম। একজন স্বভাব-কবি। রহস্য কবিতা ও সঙ্গীত রচনায় অসাধারণ দক্ষতা ছিল। বেশির ভাগ গানই স্বগ্রামবাসী কবি রাম-প্রসাদের গানকে কটাক্ষ করে লেখা। আজু গোঁসাই এবং রামপ্রসাদের মধ্যে প্রায়ই সঙ্গীতের দ্বন্দ্ব হত। এই দ্বন্দ্ব দেখবার জন্য রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রায়ই উভয়কে তাঁর প্রাসাদে আহ্বান করতেন। তিনি বৈষ্ণব ধর্মা-বলম্বী ছিলেন। [১,২,৩]

আত্মানন্দ ব্রহ্মচারী (১৮৯১-২১.১.১৯৭২)। সম্ভবত ফরিদপুরে জন্ম। বরিশাল শঙ্কর মঠের প্রতিষ্ঠাতা প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর কাছে সন্ন্যাসে দীক্ষা নেন ও বেদান্ত পড়েন। ক্রমে বিপ্লবী দলে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ব্যাপারে যোগ দেন। পরে নিরীশ্বর বস্তুবাদে বিশ্বাসী হয়ে গেরুয়া বসনেই শ্রেণীহীন শোষণমুক্ত সমাজের কথা প্রচার করতে আরম্ভ করেন। সংস্কৃত, আরবী ও ফারসীতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। মূল কোরান ও হদীস পাঠ করেন। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতামত সম্বন্ধেও পড়াশুনা ছিল। উত্তরকালে আচার ও সংস্কারমুক্ত নাস্তিক সন্ন্যাসীর জীবন কাটান। স্ববিরোধিতার জন্য জীবনের বেশির ভাগই ঠিকানাবিহীন নিরাশ্রয়ে কাটে। চিন্তা ও কর্মে স্বকীয়তার জন্য একটা অত্যাশ্চর্য জীবন প্রায় নিষ্ফলতায় অতিবাহিত হয়। [১৬]

আত্মারাম সরকার। কমলাপুর—হাওড়া। মাধব-রাম। প্রাচীন বাঙলার এই জাদুকরের সময় নির্ধারিত হয় নি। শোনা যায়, কামরূপ কামাখ্যা থেকে তিনি জাদুবিদ্যা শিখে দেশে ফিরে বাজিকর-দের কৌশল ব্যর্থ করে দেন। ফলে আজও বাজি-কররা খেলার শুরুতে তাঁকে গালি দেয়। তাঁর জাদু-কৌশলের মধ্যে চালুনি ও ধুচুনিতে জল স্থির রাখার কথা শোনা যায়। প্রাচীন ভোজ-

বিদ্যার সঙ্গে ডাকিনী-যোগিনীদের গল্পও জড়িত আছে। [২৫]

আদিত্যরাম ভট্টাচার্য, মহামহোপাধ্যায় (২০.১১.১৮৪৭-১৯২১) এলাহাবাদ—উত্তর প্রদেশ। আদি নিবাস রাজাপুর—চব্বিশ পরগনা। পিতা রামকমল। ১৮৬৪ খ্রী. কাশী থেকে বি.এ. এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করে এলাহাবাদ গভর্নমেন্ট কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। এরপর যুক্তপ্রদেশ শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ ও পরে ১৯১৬-১৯১৮ খ্রী. পর্যন্ত কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইসচ্যান্সেলর ছিলেন। কাশী সেন্ট্রাল কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং 'ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন' পত্রিকার সম্পাদক ও থিয়সফিক্যাল সোসাইটির প্রাথমিক সভ্যদের অন্যতম ছিলেন। কংগ্রেস রাজনীতির সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। অ্যানি বেসান্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ১৮৯৭ খ্রী. 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি পান। দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি মাতার নামে 'ধনাগোপী দেবী' পুস্তকালয় স্থাপন ও ছাত্রাবাসের জন্য পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের মত প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড়া সমুদয় অর্থ দান করেন। [১,৫,১০০]

আদিমল্ল (৬৩৪?-৭২৮?)। গোপালমল্ল নামেও পরিচিত ছিলেন। বিষ্ণুপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা এই আদিমল্লের জন্মকাহিনী সঠিক জানা যায় না। প্রচলিত কাহিনী অনুসারে উত্তর ভারতের জয়নগরের রাজা সস্ত্রীক পুরীর জগন্নাথ দর্শনের উদ্দেশ্যে রওনা হলে পথে লাউগ্রামে তাঁদের যে সন্তানের জন্ম হয় তিনিই পরবর্তী কালে আদিমল্ল নামে প্রসিদ্ধ। বয়ঃপ্রাপ্ত হবার পর তিনি প্রদ্যুম্ন-রাজের সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। এই পদে থাকাকালে ভীমবল মহাজি নামক এক সাঁওতাল সামন্তের সাহায্যে সৈন্যদল গঠন করে উত্তরদিকের জোতবিহার ও অন্যান্য বহু ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করেন। আদিমল্লের পরাক্রমে ভীত হয়ে প্রদ্যুম্নরাজ তাঁকে হত্যার আয়োজন করেন। আদিমল্ল কিছুদিন অজ্ঞাতবাসে থেকে আরও সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং প্রদ্যুম্নরাজকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে প্রদ্যুম্নপুর অধিকার করেন। এরপর প্রাচীন হিন্দুরীতি অনুযায়ী মহাসমারোহে ধ্বজাপূজা করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এখনও বিষ্ণুপুরে ধ্বজাপূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং এই উপলক্ষে 'ছাতাপরব' মেলা হয়। তাঁর রাজত্বপ্রাপ্তির সময় থেকেই (৬৯৫) মল্ল শক প্রবর্তিত হয়। তিনি তেত্রিশ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর পুত্র জয়মল্ল রাজা হয়ে বহুদূর রাজ্যবিস্তার করেন এবং বিষ্ণুপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। [১,১৮]

আদিশূর। গৌড়ের রাজা। তাঁর নামের সঙ্গে কনৌজ থেকে বেদজ্ঞ পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন ও বঙ্গে কুলীন জাতির উৎপত্তির কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। এর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি পাওয়া যায় না। প্রকৃত নাম বীরসেন অথবা শূরসেন (?)। তিনি অষ্টম শতাব্দীর কোন এক সময়ে জীবিত ছিলেন। [২,৩]

আনন্দকৃষ্ণ বসু (১৮২২-১৮৯৭)। সমসাময়িক ব্যক্তিদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষিত পণ্ডিত ব'লে সুনাম ছিল। সংস্কৃত, হিব্রু, ফারসী, ল্যাটিন, ফরাসী এবং গ্রীক ভাষাতেও ব্যুৎপত্তি ছিল। শোনা যায়, স্বয়ং বিদ্যাসাগর ইংরেজী শিক্ষার জন্য আনন্দকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র আনন্দকৃষ্ণ বাঙলার ইতিহাস ও বাংলায় বৈজ্ঞানিক শব্দের অভিধান প্রকাশের ইচ্ছায় পাণ্ডুলিপি রেখে গেছেন। [১]

আনন্দচন্দ্র নন্দী। কালীকচ্ছ—ত্রিপুরা। দেওয়ান রামদুলাল। সাধক আনন্দস্বামী নামে সুপরিচিত ছিলেন। সঙ্গীত-রচয়িতা হিসাবেও প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। একসময় পূর্ববঙ্গে তাঁর গান সমধিক প্রচলিত ছিল। ত্রিপুরার অপর প্রসিদ্ধ সাধক ও সঙ্গীত-রচয়িতা মনোমোহন দত্ত তাঁর শিষ্য ছিলেন। [১]

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ (১৮১৯-১৬.৯.১৮৭৫) কোদালিয়া—চব্বিশ পরগনা। গৌরহরি চূড়ামণি। পিতার চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষার শুরু। তত্ত্ববোধিনী সভার আনুকূল্যে ১৮৪৪-৪৭ খ্রী. পর্যন্ত কাশীতে অথর্ববেদ ও বেদান্তচর্চা করেন। তত্ত্ববোধিনী সভার সহ-সম্পাদক এবং কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য নিযুক্ত হন। ১৮৫৯ খ্রী. সভা উঠে গেলে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সহ-সম্পাদক এবং আচার্যরূপে কাজ করতে থাকেন। রচিত গ্রন্থ : 'ব্রাহ্মবিবাহ ধর্ম-শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ কিনা?', 'বৃহৎকথা' (১ম ও ২য় খণ্ড), মহাভারতীয় 'শকুন্তলোপাখ্যান', 'দশোপদেশ'; সানুবাদ সংস্কৃত গ্রন্থ 'বেদান্তসার', 'বেদান্তদর্শন', 'বেদান্তদর্শন-অধিকরণমালা'; সটীক সংস্কৃত গ্রন্থ 'ভগবদ্গীতা' ও 'মহানির্বাণতন্ত্রম্' (পূর্বকাণ্ড)। তা ছাড়া তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির 'বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা'র কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদনা করেছিলেন। [৩]

আনন্দচন্দ্র মিত্র (১৮৫৪-১৯০৩) বজ্রযোগিনী—ঢাকা। বঙ্গচন্দ্র। দীর্ঘকাল ময়মনসিংহ জেলায় শিক্ষকতা করার পর শেষজীবনে কলিকাতা কর্পোরেশনে উচ্চপদে চাকরি করেন। ব্রাহ্মমতাবলম্বী এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশিষ্ট সদস্য

ছিলেন। ১৮৭৬ খ্রী. শিবনাথ শাস্ত্রীর গুপ্ত-চক্রে বিপিন পাল, সুন্দরীমোহন দাস প্রমুখদের সঙ্গে অগ্নি প্রদক্ষিণ করে, নিজের বুকের রক্ত দিয়ে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করে স্বদেশপ্রেমের এবং ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। সেই প্রতিজ্ঞা আজীবন তিনি রক্ষা করে গেছেন। মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যবর্তী কালের মহাকাব্য-রচয়িতাদের মধ্যে আনন্দচন্দ্রের এক বিশিষ্ট আসন আছে। প্রায় ১১টি বৃহৎ কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'মিত্রকাব্য' ১ম (১৮৭৪), ২য় (১৮৭৭), 'হেলেনাকাব্য' ১ম ও ২য় এবং 'ভারতমঙ্গল' তাঁকে বিস্তৃত কবিখ্যাতি দিয়েছে। 'ভারতমঙ্গল' পূর্বখণ্ড আধুনিক যুগ নিয়ে রচিত। তাঁর রচনায় স্বদেশপ্রীতি সুস্পষ্ট। কাব্য ছাড়া গদ্য ও পদ্যে পাঠ্যপুস্তক এবং রাগ-প্রধান সঙ্গীতও রচনা করেছেন। পথিক-ভণিতাযুক্ত তাঁর অনেক গান আছে। তাঁর 'ভারত শ্মশান মাঝে আমি রে বিধবা বালা' গানটি এককালে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ছাত্রসমাজ এককালে আনন্দচন্দ্রের 'পদ্যসার', 'পদ্যশিক্ষাসার', 'কবিতাসার' প্রভৃতি নীতিমূলক কবিতা আগ্রহ সহকারে পাঠ করত। কুচবিহার-বিবাহের প্রতিবাদে 'কপালে ছিল বিয়ে কাঁদলে হবে কি?' নামে একখানি ক্ষুদ্র ব্যঙ্গাত্মক নাটিকাও তিনি রচনা করেছিলেন। [১,২,৩,৮, ২৫,২৬,২৮]

আনন্দচন্দ্র রায় (১৮৪৪ - ১৯৩৫)। পূর্ব নিবাস ফরিদপুর জেলায়। গৌরসুন্দর। শিক্ষারম্ভ পিতার কর্মস্থল ঢাকায় পোগোজ স্কুলে। মাত্র ১৯ বছর বয়সে ওকালতি পাশ করে ঢাকায় আইন ব্যবসায় শুরু করেন এবং অল্পকালের মধ্যেই সুনাম অর্জন করেন। রাজনীতিক্ষেত্রেও তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ায় এবং ঢাকার নবাব বাহাদুরের বিরুদ্ধাচরণ করায় ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট হেয়ার সাহেব একটি হত্যা মামলার আসামী হিসাবে তাঁকে অভিযুক্ত করেন। এই মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন করে আনন্দচন্দ্র সসম্মানে মুক্তি পান। জনসেবক হিসাবে ঢাকা মিউনিসি-প্যালিটির প্রথম বেসরকারী চেয়ারম্যান, পিপল্স্ অ্যাসোসিয়েশন ও পূর্ববঙ্গের জমিদার সঙ্ঘের উৎসাহী সভ্য, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, ঢাকা জগন্নাথ কলেজের ট্রাস্টী ও কার্যকরী সমিতির সদস্য এবং ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের (১৯১২) অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। স্ত্রী আনন্দময়ীর নামে তিনি নিজ গ্রামে একটি স্কুল স্থাপন করেছিলেন। আগ্রার প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও সঙ্গীত-রচয়িতা গোবিন্দ রায় তাঁর অগ্রজ। [১,৫]

আনন্দচন্দ্র শিরোমণি (১৮০৯? - ১৮৮৭) ভট্টপল্লী। কাশীনাথ বিদ্যাবাচস্পতি। সুবিখ্যাত কবি ও পাঁচালীকার। বাল্যকালে ব্যাকরণ, কাব্য ও নাটক পাঠ করেন। পরে ন্যায়শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত হন। রচিত গ্রন্থ : 'সুবল সংবাদ', 'অক্রূর সংবাদ', 'কলঙ্কভঞ্জন', ও 'উদ্ধব সংবাদ'। [১]

আনন্দচাঁদ গোস্বামী (? - ১৮১৪) সুপুর—বীরভূম। পণ্ডিত ও দানশীল ব্রাহ্মণ আনন্দচাঁদকে বৈষ্ণবগণ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অবতার ভাবতেন। কিংবদন্তী আছে যে এই যোগিনীসিদ্ধ ব্রাহ্মণ অলৌকিক শক্তিবলে বর্গীর হাঙ্গামা দমন করে-ছিলেন। নিজ অসামান্য ক্ষমতায় অর্জিত ঐশ্বর্যের চিহ্নস্বরূপ বিশাল দীঘি ও উদ্যানশোভিত অট্টালিকা জীর্ণ অবস্থায় আজও বিদ্যমান। [১]

আনন্দনাথ। তান্ত্রিক সন্ন্যাসী। বীরভূমের অন্তর্গত তারাপুরে সাধনা করতেন। নাটোরের মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি তারাপুরের মাতৃ-মন্দিরের প্রধান কৌলিকের পদে বৃত হয়ে সেখানে তন্ত্র শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। [১]

আনন্দময়ী (১৭৫২ - ১৭৭২) জপসা—ঢাকা। লালা রামগতি সেন। সংস্কৃত সাহিত্যে আনন্দময়ীর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। মহারাজা রাজবল্লভ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে, পিতা অন্য কার্যে নিযুক্ত থাকায়, তিনি অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের প্রমাণ ও প্রতিকৃতি স্বহস্তে প্রস্তুত করে পাঠিয়ে দেন। ১৭৬১ খ্রী. পয়গ্রামনিবাসী অযোধ্যারামের সঙ্গে বিবাহ হয়। খুল্লতাত জয়নারায়ণকে সত্যনারায়ণের ব্রতকথা অবলম্বনে 'হরিলীলা' কাব্যরচনায় (১৭৭২) সাহায্য করেন। বিবাহ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি মাঙ্গলিক উৎসব উপলক্ষে রচিত তাঁর গানগুলি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। স্বামীর মৃত্যু-সংবাদে তিনি অনু-মৃতা হন। [১,২,৩]

আনন্দমোহন বসু (২৩.৯.১৮৪৭ - ২০.৮. ১৯০৬) জয়সিদ্ধি—ময়মনসিংহ। পদ্মলোচন। বিত্ত-শালী পরিবারে জন্ম। ১৮৬২ খ্রী. ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে নবম স্থান অধিকার করে প্রবে-শিকা ও পরে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ.এ., বি.এ. এবং এম.এ. (গণিতশাস্ত্রে) পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন। প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে ১০ হাজার টাকা বৃত্তি পান। ১৮৭৪ খ্রী. ইংল্যাণ্ডের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত-বিষয়ক সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রথম ভারতীয় 'র‍্যাংলার' হন এবং ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে এসে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। এম.এ. পরীক্ষার আগেই বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের সহোদরা স্বর্ণপ্রভার

সঙ্গে বিবাহ হয়। ১৮৬৯ খ্রী. কেশবচন্দ্রের নিকট সস্ত্রীক ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। এই সময় তিনি কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের একজন সদস্য ছিলেন এবং কেশবচন্দ্রের সর্ববিধ কাজে সহযোগিতা করতেন। কিছুদিন পরে কেশব-চন্দ্রের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটলে, তিনি ও শিবনাথ শাস্ত্রী, দুর্গামোহন দাস, উমেশচন্দ্র দত্ত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি ১৮৭৮ খ্রী. ১৫ মে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। আনন্দমোহন এই সমাজের প্রথম সভাপতি হন এবং বিভিন্ন সময়ে মোট ১৩ বছর এর সভাপতি ছিলেন। সমাজের নিজস্ব ভবন নির্মাণের ব্যয়ের কিয়দংশ তিনি নিজে বহন করেন এবং সমাজ-প্রতিষ্ঠিত 'সিটি কলেজ' ও 'সিটি স্কুল' নামক দু'টি শিক্ষায়তন স্থাপনে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ছাত্রদের মধ্যে স্বদেশানুরাগ জাগ্রত করবার উদ্দেশ্যে ১৮৭৫ খ্রী. এপ্রিল মাসে 'স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন' নামক ছাত্র-প্রতিষ্ঠান গঠন করেন ও তার সভাপতি হন। এই প্রতিষ্ঠানের অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজীতে দেশাত্মবোধক বক্তৃতা দিতেন। ছাত্রদের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও চরিত্রগঠনের মানসে শিবনাথ শাস্ত্রীর সহযোগিতায় ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত 'ছাত্রসমাজ' নামক প্রতিষ্ঠান গঠন করে (২৭.৪.১৮৭৯) তিনি তার অধিবেশনগুলিতে বক্তৃতা দিতেন। 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' স্থাপয়িতাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। প্রতিষ্ঠা বছর ১৮৭৬ খ্রী. থেকে ১৮৮৪ খ্রী. পর্যন্ত তিনি সম্পাদক ও ১৮৯৬-১৯০৬ খ্রী. পর্যন্ত সভাপতি ছিলেন। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে ১৯০৩ খ্রী. থেকে আমৃত্যু শয্যাশায়ী থাকেন। অসুস্থ অবস্থাতেই ১৯০৫ খ্রী. ১৬ অক্টোবর অখণ্ড বঙ্গদেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে ফেডারেশন হলের জমিতে অনুষ্ঠিত সভায় শয়নাবস্থায় বাহিত হয়ে এসে সভাপতিত্ব ও ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। সেদিন তাঁর রচিত প্রতিজ্ঞা-পত্র রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেছিলেন। এ ছাড়াও নারী-শিক্ষার উদ্দেশ্যে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গা-মোহন দাস প্রভৃতির সহযোগিতায় 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়' স্থাপন করেন (১৮৭৬)। ১৮৭৫ খ্রী. হিন্দুমেলায় অংশগ্রহণ করে বক্তৃতা দেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্মাবস্থা থেকে আনন্দমোহন সক্রিয় নেতা ছিলেন এবং মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত ১৪শ কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, শিক্ষা কমিশনের সদস্য (১৮৮২), বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের বহরমপুর অধি-বেশনের (১৮৯৫) সভাপতি এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফেলো ও সেনেটের সদস্য ছিলেন। ১৯শ শতাব্দীতে যাঁরা বাঙলা দেশ তথা ভারত-বর্ষকে সামাজিক, ধর্মনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কল্যাণের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন আনন্দমোহন তাঁদের অন্যতম। [১,৩,৬,৭,৮,২৫,২৬,৩৬,৫০]

আনন্দরাম চক্রবর্তী (আনু. ১৭৭০-১৮৪০) ছাতক—শ্রীহট্ট। আনন্দী কবি নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁর রচিত 'পদ্মাপুরাণ' (অমুদ্রিত) গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল ও মধুর। গ্রন্থটি ছাতক, দুলালী প্রভৃতি স্থানে বহুলভাবে প্রচলিত আছে। [১]

আনর খাঁ। খুলনার খ্যাতনামা দরবেশ খাঁ-জাহান আলীর সঙ্গে ধর্মপ্রচারার্থে ফকির আনর খাঁ খুলনায় আসেন। বাগেরহাটের বাগমারা গ্রামে 'আনর খাঁ' দীঘি ও মসজিদ তাঁর স্মৃতি বহন করছে। [১]

আনার্সাহিদ পীর। বর্গীর হাঙ্গামার সময় পীর সাহেব বর্গীদের বিপক্ষে যুদ্ধ করে মারা যান। বীরভূমের রামপুরহাটের নলহাটিতে পাহাড়ের উপরে তাঁর স্মৃতি-সমাধি বর্তমান। [১]

আনোয়ার সাহেব। পিতার নাম নুরকুতুব। এই মুসলমান সাধককে গৌড়াধিপতি গণেশের আদেশে সুবর্ণগ্রামে হত্যা করা হয়। কাটরার উত্তরে রাজ-পথের পশ্চিম পাশে তাঁর দেহবিচ্যুত মস্তক সমাধিস্থ হয়। এই সমাধিক্ষেত্র মালদহের 'পীরের আস্তানা' নামে তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। [১]

আফজল আলী (আনু. ১৬শ শতাব্দী) মিলুয়া —চট্টগ্রাম। ভংগু ফকির। এই কবির লেখা কাব্য-গ্রন্থ 'নসীহৎ নামা' কোরান ও হদীসের ধর্মো-পদেশে পূর্ণ। কবি তাঁর গুরু শাহ রুস্তমের উপদেশক্রমে এই গ্রন্থ রচনা করেন। সরল ও মর্ম-স্পর্শী ভাষায় ও বৈষ্ণব পদাবলীর ঢঙে লিখিত কয়েকটি পদে তাঁর কবি-প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়। [১৩৩]

আফ্তাবউদ্দীন খাঁ (১৮৬২/৬৯-১৯৩৩) শিবপুর—ত্রিপুরা। সদু খাঁ। রবাবী কাসিম আলী খাঁর ছাত্র। বংশীবাদক হিসাবে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। তবলা বাজনাতেও তাঁর যথেষ্ট নিপুণতা ছিল। তিনি দুই কনুই ও দুই হাঁটু দিয়ে নির্ভুলভাবে তবলা বাজাতে পারতেন। কালী-সাধনার জন্য 'আফ্তাবউদ্দীন সাধু' নামে পরিচিত ছিলেন। বিখ্যাত ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ তাঁর অনুজ। [৩,১৩৩]

আবদুর রহমান খাঁ, খানবাহাদুর, আল-হাজ্জ (১৮৯০-২৩.১১.১৯৬৪) ভাণ্ডারীকান্দি—ফরিদ-পুর। বরিশাল জেলা স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আই.এ. ও

ঢাকা কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতশাস্ত্রের প্রথম শ্রেণীর এম.এ. (১৯১৩)। ঢাকা ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপনা দিয়ে কর্মজীবন শুরু হয় (১৯১৪)। দীর্ঘদিন শিক্ষা-বিভাগের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করে ১৯৪৫ খ্রী. তিনি সরকারী চাকরি থেকে অবসর-গ্রহণ করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর কলিকাতা ছেড়ে ঢাকায় বসবাস আরম্ভ করেন এবং ঢাকায় জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯৫০ খ্রী. তিনি বেসরকারী কলেজের শিক্ষা-সমিতির প্রেসিডেণ্ট হিসাবে ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করেন। রচিত গ্রন্থ : 'কুরআন শরীফ' (বাংলা অনুবাদ ৩ খণ্ড), 'পাঁচ সুরাশরীফ', 'জওয়াহির-রুল কুরআন', 'শেষ নবী', 'হাদীস শরীফ' (৩ খণ্ড), 'সহীহ বুখারী শরীফ', 'ইসলাম পরিচিতি', 'ইসলামিক তমদ্দুন ও পাকিস্তান', 'মুসলিম নারী', 'নয়া খুতবা' প্রভৃতি। গণিতশাস্ত্রেও কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য পুস্তক রচনা করেন। [১৩৩]

আবদুর রহিম (১৯শ শতাব্দী) সালিখা—হাওড়া। ধর্মশাস্ত্র ছাড়া আরবী, ফারসী এবং বাংলা ভাষা অধ্যয়ন করেন। তাঁর রচিত 'প্রেমলীলা' কাব্যে ১৯শ শতাব্দীর বাঙলা দেশের সামাজিক চিত্র পাওয়া যায়। মীর হাসানের ফারসী কাব্য 'সিহার-উল-বায়ান'-এর উপাখ্যান অবলম্বনে গ্রন্থটি রচিত। ভাষার শালীনতায় ও বিশুদ্ধিতে এবং ছন্দের প্রয়োগে ও রাগরাগিণীতে কাব্যটি গুণান্বিত। [১৩৩]

আবদুর রহিম মুনশী (? - ১৩৩৮ ব.)। সম্ভবত বসিরহাট—চব্বিশ পরগনার অধিবাসী ছিলেন। সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগে প্রকাশিত 'মিহির ও সুধাকর' এবং 'মুস্‌লিম হিতৈষী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ঐসলামিক ইতিহাস সম্পর্কে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। [১]

আবদুর রহিম, স্যার (সেপ্টেম্বর ১৮৬৭ - ১৫.৮.১৯৫২) মেদিনীপুর। আবদুর রব। মেদিনীপুর সরকারী হাই স্কুলে ও কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষালাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে এম.এ. পরীক্ষায় ইংরেজীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। ১৮৯০ খ্রী. বিলাতে ব্যারিস্টারি পরীক্ষা পাশ করে দেশে ফিরে চার বছরের মধ্যে কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবহারজীবী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৯০০ - ১৯০৩ খ্রী. পর্যন্ত কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ১৯০৭ খ্রী. ঠাকুর আইন অধ্যাপকরূপে মুসলমানী ব্যবহারশাস্ত্র-সম্পর্কে যে বক্তৃতা করেন তা পরে 'প্রিন্সিপল্‌স্ অফ মহম্মেডান জুরিস্‌প্রুডেন্‌স্ অ্যাকর্ডিং টু দি সুন্নী অব ল' নামে প্রকাশিত হয়। ১৯০৮ খ্রী. মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি এবং ১৯১০ ও ১৯২০ খ্রী. দু'বার প্রধান বিচারপতি হন। ১৯২১ - ১৯২৫ খ্রী. বাঙলার এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য, ১৯২৬ খ্রী. বঙ্গীয় আইন পরিষদের ও ১৯৩০ খ্রী. কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্য, ১৯৩৩ - ১৯৩৪ খ্রী. বিরোধী দলের নেতা, ১৯৩৫ - ১৯৪৫ খ্রী. কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সভাপতি ও বিলাতে অনুষ্ঠিত জয়েণ্ট পার্লা-মেণ্টারি কনফারেন্সে (১৯৩৫) ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী ও স্বতন্ত্র নির্বাচনের পক্ষপাতী ছিলেন। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে, লীগের গঠনতন্ত্র রচনায় তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। প্রদেশ নির্বিশেষে ভারতীয় মুসল-মানদের ভাষা উর্দু—এই মত তিনি প্রচার করেন। করাচীতে মৃত্যু। [৩,১৩৩]

আবদুল আউয়াল জৌনপুরী, মওলানা (হি. ১২৮০ - ১৩৩৯) কলিকাতা। মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী। পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষায় অল্পবয়সেই সমস্ত কোরান শরীফ মুখস্থ করেন। লক্ষ্ণৌর ফিরিঙ্গী মহলের বিখ্যাত মাদ্রাসায় উচ্চ-শিক্ষা ও মওলানা আবদুল হাই লখনৌভী এবং পরিশেষে মওলানা লুৎফর রহমান বর্ধমানীর নিকট আরবী সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। হদীস ও তফসীরে উচ্চতর শিক্ষার জন্য দুই বছর মক্কায় কাটান। দেশে ফিরে পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলায় ইসলামধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। প্রথম-শ্রেণীর বক্তা এবং আরবী ও উর্দু ভাষার লেখক হিসাবেও খ্যাতি লাভ করেন। আরবী ভাষায় 'আত্‌তারীফ', 'হাম্মাদীয়া', 'শরহে কাসীদা বানাৎ সুআদ', 'শরহে সাব্‌আ মুআল্লাকা ও মুফীদুল-মুফ্‌তী', 'আন্‌নাফ্‌হাতুল আম্‌বার' প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেন। তা ছাড়া বিভিন্ন মাদ্রাসার কতকগুলি আরবী ও উর্দু পাঠ্যপুস্তকেরও তিনি রচয়িতা। [১৩৩]

আবদুল আলী, নওয়াবজাদা, এ.এফ.এম. (? - ১৯৪৭)। কলিকাতা। নওয়াব আবদুল লতীফ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন (১৯০৬)। ঐতিহাসিক ও গবেষণামূলক রচনার জন্য সাহি-ত্যিক হিসাবে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। 'Bengal Past and Present' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯২১ খ্রী. ভারত সরকারের রেকর্ড-কীপার নিযুক্ত হন। ১৯৩৮ খ্রী. সরকারী চাকরি থেকে

অবসর-গ্রহণ করেন। বিভিন্ন সময়ে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ানের কাজ করেছেন। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের ট্রাস্টী বোর্ড ও ইণ্ডিয়ান হিস্টরিকাল রেকর্ডস্ কমিশনের সেক্রেটারী ছিলেন। রোটারি ক্লাবের তিনিই প্রথম ভারতীয় সভাপতি। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও তার অধিকার-সম্পর্কিত বাদানুবাদে তাঁর মন্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, "পূর্ব বাঙলার মুসলমানগণ বিনীতভাবে বঙ্গভঙ্গ রহিত আইন মানিয়া লইয়াছে। ইহার পুরস্কারস্বরূপ ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পকেট সংস্করণ স্থাপন করা হইতেছে।...দরিদ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের নাগালের বাহিরে এই আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিলাস মাত্র।" [১০৩]

আবদ্‌ল ওদ্‌দ, কাজী (১৮৯৬ - ১৯.৫.১৯৭০) নদীয়া। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৯১৮ খ্রী. অর্থনীতিতে এম.এ. পাশ করেন। অল্প বয়সেই বাংলা সাহিত্যের সেবা আরম্ভ করেন। প্রথমে ঢাকার ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে বাংলার অধ্যাপনা করেন এবং পরে টেক্সট-বুক কমিটির সেক্রেটারী হন। সুবক্তা হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। মুসলমান সমাজে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনে অগ্রণী ছিলেন। তাঁর রচিত 'কবিগুরু গোয়েটে' (দু' খণ্ড) বাংলা সাহিত্যের বিশেষ সম্পদ। রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর হৃদয়গ্রাহী আলোচনা সবিশেষ মূল্যবান। বিশেষ করে 'Modernism of Poet Tagore' কবির মনঃপূত ছিল। 'Creative Bengal', 'সমাজ ও সাহিত্য', 'স্বাধীনতা দিনের উপহার', 'শাশ্বত বঙ্গ', 'বাঙলার জাগরণ' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। জীবনের শেষ অধ্যায়ে বিপুল পরিশ্রমে হজরত মহম্মদের জীবনী এবং কোরান অনুবাদ ও প্রকাশ করে গেছেন। বাংলা অভিধানও রচনা করেন। [১৬,১৩৩]

আবদ্‌ল করিম, মৌলবী[১]। চরসিমুলিয়া—ফরিদপুর। 'নসি হতে করিমা', 'ফজায়েলে হরমায়েল', 'ফজিলাতে হজ্ব', 'মকিদল খালায়েক', 'মফিদল ইসলাম' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। গ্রন্থগুলি ১২৮৩ - ১৩০১ ব. মধ্যে প্রকাশিত। [১]

আবদ্‌ল করিম, মৌলবী[২] (১৮৬৩ - ১৯৪৩) শ্রীহট্ট। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অনার্সসহ বি.এ. পাশ করে (১৮৮৬) কিছুদিন কলিকাতায় আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। পরে স্কুলসমূহের সহকারী ইন্‌স্পেক্টর ও পরে বিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টর হন। বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে তিনি অন্যতম প্রথম স্কুলপাঠ্য-পুস্তক-রচয়িতা। তাঁর লেখা 'ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত' (১৮৯৮) বহুদিন প্রচলিত ছিল। তিনি শ্রীহট্ট ছাত্র সম্মেলনে (১৯১৯), কলিকাতা প্রেসিডেন্সী মুসলিম লীগ সম্মেলনে (১৯৩০), সুরমা উপত্যকা রাষ্ট্রীয় সমিতিতে (১৯২০) ও কলিকাতায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কনফারেন্সের অভ্যর্থনা কমিটিতে (১৯২৮) সভাপতিত্ব করেন। কাউন্সিল অব স্টেটে বাঙলার অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি দিতেন। মুসলমানদের শিক্ষার জন্য ৫০ হাজার টাকার দুটি বাড়ি দান করেন। অবসর-গ্রহণের পর কলিকাতায় বাস করতেন। রাঁচীতে মৃত্যু। [১৩৩]

আবদ্‌ল করিম, সাহিত্যবিশারদ (১৮৭১ - ১৯৫৩) সুচক্রদণ্ডী—চট্টগ্রাম। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি প্রাচীন পুঁথির সংগ্রাহক ও সম্পাদকরূপে খ্যাতিমান ছিলেন। পটিয়া হাই স্কুল থেকে ১৮৯৩ খ্রী. প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে চট্টগ্রাম কলেজে আই.এ. ক্লাশে ভর্তি হন। অসুস্থতার জন্য পড়া শেষ করতে পারেন নি। ২৮ বৎসর স্কুল ইন্‌স্পেক্টর অফিসে কেরানীর কাজ করে ১৯৩৪ খ্রী. চাকরিতে অবসর-গ্রহণ করেন। রচিত গ্রন্থ : 'ভারতে মুসলমান রাজ্য', 'আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য' (এনামুল হক সহ)। সম্পাদিত গ্রন্থ : শেখ ফয়জুল্লাহর 'গোরক্ষবিজয়', রতিদেবের 'মৃগলব্ধ' ও আলিরাজার 'জ্ঞানসাগর'। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। চট্টগ্রামের সুধী সমাজ তাঁকে 'সাহিত্যবিশারদ' উপাধি দেন। [১৩৩]

আবদ্‌ল গনি, খাজা, নবাব বাহাদুর, কে.সি.এস.আই. (১৮৩০ - ১৮৯৬) ঢাকা। খাজা আলি মোল্লা। বিখ্যাত দানবীর। তাঁর পূর্বপুরুষেরা ব্যবসা-ব্যপদেশে কাশ্মীর থেকে ঢাকায় আসেন। সর্বধর্মের সাধক আবদুল বিভিন্ন সৎকাজে বহু লক্ষ টাকা দান করে গেছেন। এ ছাড়াও প্রতিদিন ৫০ থেকে ১০০ টাকা গরীবদের দান করতেন। ঢাকা নগরীতে জলের কল স্থাপনের জন্য ২ লক্ষ টাকা দেন। ১৮৭৭ খ্রী. নবাব উপাধি বংশগত হয়। [১,৭,২৫,২৬]

আবদ্‌ল গফ্‌র, কাজী (? - ১৩৪৪ ব.) সুলতানপুর—খুলনা। ১৮/১৯ বছর বয়সে গুরু-ট্রেনিং পাশ করে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। পরে কম্পাউণ্ডারী পড়েন। ঢাকা মেডিক্যাল স্কুল থেকে পাশ করে চাকরি করলেও তিনি আত্মমর্যাদা রক্ষা করে চলতেন। পূর্ণিয়া রেল বিভাগে কাজ করার সময় উচ্চপদস্থ সাহেবের এক অসম্মানজনক

কথার বিরুদ্ধে নালিশ করে তিনি ২০০ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করেন। ভাগলপুরে কাজ করা কালে সেখানে ঊর্ধ্বতন সিভিল সার্জনের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে চাকরি ছেড়ে স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করেন। এক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে উত্থানশক্তি-রহিত হন। এই সময় তাঁর স্ত্রী ডাক্তারী শিখে ত্রিপুরা রাজ্যে কাজ নেন এবং স্বামীকে সেখানে স্থানান্তরিত করেন। আগরতলায় কাজী সাহেব ও তাঁর স্ত্রী বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-প্রণালী গ্রহণ করেছিলেন এবং নিরামিষাশী ছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁকে দাহ করা হয়। তাঁর পুত্র রবি কাজী সংগীতজ্ঞ ও শিল্পী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। [১]

আবদুল গফুর সিদ্দিকী (১৮৭৫ - ১৯৬১) খাসপুর—চব্বিশ পরগনা। পুঁথি সাহিত্য এবং পুরাতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর আলোচনা এবং গবেষণামূলক প্রবন্ধাবলী বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সম্পদ। তাঁর রচিত 'বিষাদ সিন্ধুর ঐতিহাসিক পটভূমি' গ্রন্থটি পাকিস্তান স্থাপনের কিছুকাল মধ্যে প্রকাশিত হয়। 'তিতুমীর' তাঁর অপর এক গ্রন্থ। পৈতৃকসূত্রে কলিকাতায় একটি পুঁথিপ্রকাশনীর মালিক ছিলেন এবং সেখান থেকে বহু দোভাষী পুঁথি প্রকাশ করেন। [১৩৩]

আবদুল জব্বর (? - ২১.২.১৯৫২)। পাকিস্তানে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দানের দাবিতে ঢাকায় যে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয় তাতে অংশগ্রহণকালে ইনি এবং রফিক উদ্দিন মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের সামনে পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন। [১৮]

আবদুল জব্বার, নবাব, খান বাহাদুর, সি. আই.ই. (১৮৩৭ - ?) পাহাড়হাটি—বর্ধমান। গোলাম আসগর জাহেদী। তৎকালীন উচ্চপদ প্রধান সদর আমীনরূপে সাঁওতাল বিদ্রোহীদের (১৮৫৫) ব্যাপারে সরকারপক্ষকে নানা পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেন। মক্তবে শিক্ষা শুরু করে ফারসী ভাষা, গণিত ও ধর্মশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। পিতার সম্মতি ছাড়াই মেদিনীপুরের সরকারী স্কুলে পড়েন। কলিকাতা মাদ্রাসা থেকে প্রবেশিকা পাশ করেন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। ১৮৫৯ খ্রী. ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও অল্প পরেই গাইবান্ধার মহকুমা হাকিমের পদ লাভ করেন। ১৮৭৬ খ্রী. প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ও ১৮৮৪ খ্রী. বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। ১৮৯৫ খ্রী. সরকারী কাজ থেকে অবসরপূর্ব ছুটি নিয়ে তিনি মক্কায় তীর্থ করতে যান। ১৮৯৭ খ্রী. থেকে পাঁচ বছর তিনি ভূপালের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই কাজেও ভূপালের আর্থিক ব্যবস্থা, শাসন ও বিচার বিভাগের প্রভৃত উন্নতি করে কর্মদক্ষতার পরিচয় দেন। বিশেষ করে ভূপালের ভূমিরাজস্ব বিষয়ে ত্রিশ বছরের জমা বন্দোবস্ত করে জমি তথা কৃষকের অবস্থার উন্নতি করেন। কলিকাতায় বাসকালে মুসলমান সম্প্রদায়ের সকল কাজেই উৎসাহ দেখাতেন। ৩.১২.১৯০৯ খ্রী. টাউন হলে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক সভায় সভাপতিরূপে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ করেন। পুরাপুরি রক্ষণশীল মুসলমান ছিলেন। চালচলনে তিনি প্রাচীন ধারা মেনে চলতেন এবং আধুনিকদের নিন্দা করতেন। লাট সাহেবের নিমন্ত্রণে গিয়ে ধর্মনিষিদ্ধ খাদ্য গ্রহণে অসম্মতি জানিয়ে আহার করেন নি। সরকারী চাকরিতে ও উজীররূপে ধর্মনিরপেক্ষ বিচারের জন্য প্রশংসিত হন। মুসলমান মেয়েদের ধর্মশিক্ষার জন্য তিনি দু'টি উর্দু পুস্তিকা ও বাংলা ভাষায় 'ইসলাম ধর্ম পরিচয়' গ্রন্থ রচনা করেন। ব্যক্তিগত জীবনে দানশীলতার জন্য খ্যাত ছিলেন। তাঁর পুত্র আবদুল মুমিম বঙ্গীয় প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের প্রথম মুসলমান বিভাগীয় কমিশনার। [৭৪]

আবদুল জব্বার, শেখ (? - ১৯৬৯) হুগলী। দরিদ্র চাষী পরিবারের সন্তান আবদুল বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে পঞ্চাশের শেষ দশকে কলিকাতায় আসেন। 'স্বাধীনতা' পত্রিকার কিশোর বিভাগে, 'পরিচয়', 'চতুষ্কোণ', 'নন্দন' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সক্রিয় অংশীদার ছিলেন। কৈশোরোত্তীর্ণ এই কবি অপুষ্টিজনিত রোগে প্রায় বিনা চিকিৎসায় অকালে মারা যান। [৩২]

আবদুল লতিফ, নবাব, খান বাহাদুর, সি. আই.ই. (১৮২৮ - ১০.৭.১৮৯৩) রাজাপুর—ফরিদপুর। কাজী ফকির মোহম্মদ। ইসলাম ইতিহাসের বিখ্যাত খালিদ বীন ওয়াহীদের বংশধর। তিনি কলিকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষা শেষ করে অ্যাংলো-অ্যারাবিক অধ্যাপকরূপে কাজ করেন। ১৮৪৮ খ্রী. ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ১৮৫২ খ্রী. ম্যাজিস্ট্রেট ও ১৮৫৩ খ্রী. বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার জাস্টিস অফ পীস্ নিযুক্ত হন। সরকারী কর্মচারী হলেও নীলকর সাহেবদের অত্যাচার বিষয়ে তিনিই প্রথম আলোকপাত করেন (১৮৫৩)। কলাবোয়ারে কর্মরত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে নীলকরদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রায়তদের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। সরকারী কর্ম-

চারী হিসাবে দক্ষতা ও স্দনামের প্দরস্কারস্বর্দপ ১৮৮৪ খ্রী. অবসর-গ্রহণের আগে ভারতীয় কর্মচারীদের মধ্যে সর্বোচ্চ পদ ও বেতনের অধিকারী হন। ১৮৬২ খ্রী. বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদ লাভ করেন। এই পদে তিনিই প্রথম ম্দসলমান। ১৮৬৩ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন এবং মহামেডান লিটারারী সোসাইটি স্থাপন করেন। ম্দসলমানদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি সর্বতোভাবে চেষ্টা করেন। ১৮৭০ খ্রী. ওয়াহাবী আন্দোলনের সময় সরকারকে সাহায্য করেন। তুরস্ক ও সার্বিয়ার মধ্যে য্দদ্ধ শ্দর্দ হলে তুর্কীদের সাহায্যকল্পে একটি সভা আহ্দবান করেন (১৮৭৬) এবং তুর্কীর স্দলতানকে সাহায্যদানের জন্য মহারাণীর কাছে আবেদন জানান। স্দলতান তাঁকে সম্মানজনক উপাধি দিয়েছিলেন। ১৮৮৫ খ্রী. তিনি ভূপালের অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী নিয্দক্ত হন। ২ জ্দন ১৮৮০ খ্রী. 'ইণ্ডিয়ান মিরর' লিখেছিল—দেশের উন্নতি-বিধায়ক প্রতিটি আন্দোলনেই খান বাহাদ্দর আবদ্দল লতিফ অগ্রণী ছিলেন। [১,৮,২৬,৩১,৪১]

আবদ্দল সোভান। ১৮৫৭ খ্রী. সিপাহী বিদ্রোহের সময় ফরিদপ্দর জেলার ফেরাজী নায়ক আবদ্দল সোভান খাজনা হ্রাসের দাবিতে ইংরেজ সরকারের বির্দদ্ধে রাজদ্রোহাত্মক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আবদ্দল ওয়াহাব-স্দষ্ট কৃষক আন্দোলন সরকারী দমননীতির ফলে স্তিমিত হয়। বাঙলাদেশে ওয়াহাবী আন্দোলনের সমর্থকদের 'ফেরাজী' নামে অভিহিত করা হত। ফরিদপ্দর এবং বাখরগঞ্জ অঞ্চলে অনেক পরেও এই আন্দোলন মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে। আমীর খাঁ এমনি এক কৃষক আন্দোলনের নেতা ছিলেন। [৫৫,৫৬]

আবদ্দল হাই, ম্দহম্মদ (১৯১৯ - ১৯৬৯) মরিচা—ম্দর্শিদাবাদ। রাজশাহী থেকে আই.এ., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় অনার্সসহ বি.এ. (১৯৪১) ও প্রথম শ্রেণীতে এম.এ. পাশ করেন। ম্দসলমান ছাত্রদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ১৯৫২ খ্রী. লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ধ্দনিবিজ্ঞানে কৃতিত্বের সংগে এম.এ. পাশ করেন। তাঁর থিসিসের বিষয় ছিল 'A Study of Nasals and Nasalization in Bengali'। বাংলা ভাষাবিজ্ঞান, বিশেষত ধ্দনিতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। দেশবিভাগের প্দর্ব পর্যন্ত কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজে বাংলার অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৪৭ খ্রী.-র পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগ দেন। পরে তিনি ঐ বিভাগের অধ্যক্ষ-পদে উন্নীত হয়েছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'ধ্দনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্দনিতত্ত্ব', 'বাংলা সাহিত্যের ইতিব্দত্ত', 'Traditional Culture in East Pakistan' (ড. শহীদ্দল্লাহ সহযোগে)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে 'সাহিত্য পত্রিকা'র প্রকাশন ও সম্পাদনা তাঁর অন্যতম কীর্তি। [৩২,১৩৩]

আবদ্দল হাকিম (আন্দ. ১৬২০ - ১৬৯০) সন্দীপের স্দধারাম—চট্টগ্রাম। শাহ আবদ্দর রজ্জাক। এই কবির আটখানি কাব্যগ্রন্থ পাওয়া গিয়েছে। যথা : 'ইউস্দফ জালিখা', 'লালমতী', 'সয়ফ্দলম্দলক', 'শিহাব্দদ্দীন-নামা', 'ন্দর-নামা', 'নসীহৎ-নামা', 'চারি মকাম ভেদ', 'কারবালা ও শহ্দর-নামা'। কাব্যগ্দলি এককালে ত্রিপ্দরা থেকে বাখরগঞ্জ পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। [১৩৩]

আবদ্দল হামিদ খান ইউস্দফজায়ী (১৮৪৫ - ১৯১০?) চাড়ান—ময়মনসিংহ। এই কবির রচিত কাব্যগ্রন্থ 'উদাসী' (১৯০০) তিনটি কাহিনী-কাব্যের সংকলন (উদাসী, কিরণপ্রভা ও অর্দণ-ভাতি)। ইনি এবং মীর মশাররফ হোসেন একই সময়ে ময়মনসিংহ দেলদ্দয়ার এস্টেটের দ্দই অংশের ম্যানেজার ছিলেন। 'আহমদী' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। মীর মশাররফ হোসেনের 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' উপন্যাসে ইনি একটি প্রধান চরিত্রর্দপে অঙ্কিত হয়েছেন। [১৩৩]

আবদ্দল হালিম গজনভী, স্যার (১৮৭৯ - ১৯৫৬) দেলদ্দয়ার—ময়মনসিংহ। জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৬ খ্রী. স্দরাট কংগ্রেস অধিবেশনে বংগভংগ আন্দোলনের বিরোধিতা করে কংগ্রেস ত্যাগ করেন। নিজস্ব মতামতের উপর তিনি যথেষ্ট গ্দর্দত্ব দিতেন। এজন্য ইংরেজরা তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা আবদ্দল করিম গজনভী থেকে প্দথক ব্দঝাবার জন্যে তাঁকে 'ভুল গজনভী' (Wrong Ghaznavi)—এই আখ্যা দিয়েছিল। বিখ্যাত ব্যারিস্টার এস. আর. দাস তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধ্দ ছিলেন। ব্যবসায়ী হিসাবে বিদেশের সংগে তাঁর লক্ষ লক্ষ টাকার আদান-প্রদান ছিল। এই ব্যাপারে ব্যারিস্টার দাস বহ্দ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়ে এক দার্দণ বিপত্তি থেকে তাঁকে বাঁচান। ১৯২৬ - ৪৫ খ্রী. পর্যন্ত ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ছিলেন। গোলটেবিল বৈঠক (১৯৩০ - ৩২) ও জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির সদস্য হিসাবে স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবিতে অনড় থাকেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। [১৩৩]

আবদ্দল্লাহেল কাফী, মওলানা মোহাম্মদ

(১৯০০-১৯৬০)। আদি নিবাস সুলতানপুর—চট্টগ্রাম। জন্ম মাতুলালয় বর্ধমানের টুব গ্রামে। পিতা মওলানা আবদুল হাদী দিনাজপুর জেলার বস্তিআড়া গ্রামে স্থায়িভাবে বাস করতেন। বাল্যে মাতার কাছে উর্দু ও ফারসী এবং পিতার কাছে আরবী ভাষা শেখেন। পরে পিতার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণ করেন। শেষে হুগলী মাদ্রাসা ও কলিকাতা মাদ্রাসায় অ্যাংলো-পারশিয়ান বিভাগে ভর্তি হয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পাশ করেন। সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজে বি.এ. পড়ার সময় (১৯১৯) খিলাফত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ইংরেজী শিক্ষা বর্জন করেন। এই সময় 'আলহেলাল' পত্রিকার সম্পাদক মওলানা আবুল কালাম আজাদের সংস্পর্শে আসেন এবং আজাদ সাহেব তাঁকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফত কমিটির পক্ষ থেকে ঢাকায় পাঠান। পরে কলিকাতায় ফিরে আকরম খাঁ-সম্পাদিত খিলাফত কমিটির মুখপত্র উর্দু দৈনিক পত্রিকা 'যামানা'র সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেন এবং সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক গ্রেপ্তার হলে (১৯২১) তিনি পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জমঈয়াতে উলামায়ে বাংলার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন (১৯২২)। ১৯২৪ খ্রী. তিনি নিজে সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সত্যাগ্রহী' প্রকাশ করেন। হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দীর সহকারি-রূপে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মুসলিম পার্টির সংগঠন ও প্রচারণার কাজে অংশ নেন। তিনি ঐ দলের সেক্রে-টারীও হয়েছিলেন। কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেবার পূর্ব পর্যন্ত (১৯৩০) তিনি সমগ্র বাঙলা দেশে, বিশেষ করে উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব বাঙলায় ব্যাপকভাবে ইসলামী প্রচারকার্য চালান, মুসলমানদের মধ্যে বহু কলহ-বিবাদের মীমাংসা করেন এবং অনেক ঈদ্‌গা ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন। আইন অমান্য আন্দোলনে বক্তৃতা দেওয়ায় গ্রেপ্তার হন। রংপুর জেলার হারাগাছ বন্দরে অনুষ্ঠিত উত্তরবঙ্গ আহলে হাদীস সম্মেলনে (১৯৩৫) তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। দিল্লীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত জাতীয়তাবাদী মুসলিম কনফারেন্সে (১৯৪০) এবং নিখিল ভারত আহলে হাদীস সম্মেলনে (১৯৪৪ ও ১৯৪৫) তিনি যোগ দেন। ১৯৪২ খ্রী. পবিত্র হজব্রত পালন করেন। তাঁর প্রথম মাসিক পত্রিকা 'তর্জ-মানুল হাদীস' ১৯৪৯ খ্রী. প্রকাশ করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় ও সম্পাদনায় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'আরাফাত' আত্মপ্রকাশ করে (১৯৫৭)। অসুস্থ শরীর নিয়েও ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সভাসমিতিতে যোগ দিতেন। উর্দু ও আরবী ভাষায় ক্ষুদ্র-বৃহৎ ২৬টি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। ঢাকায় মৃত্যু ; দিনাজপুরে স্বগ্রামে তাঁকে সমাহিত করা হয়। আবদুল্লাহেল বাকী তাঁর অগ্রজ। [১৩৩]

আবদুল্লাহেল বাকী, মওলানা মোহাম্মদ (১৮৮৬/৯০-১৯৫২)। আদি নিবাস সুলতান-পুর—চট্টগ্রাম। বর্ধমানের টুব গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম। পিতা মওলানা আবদুল হাদী (১৮৪১-১৯০৬) কোরান, হদীস, ফিক্‌হ প্রভৃতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। মাতা উম্মে সালামও ধর্মপরায়ণা ছিলেন। ধর্মমতের জন্য পিতা স্বগ্রাম ছেড়ে দিনাজপুরের বস্তিআড়া গ্রামে স্থায়িভাবে বাস করতে থাকেন। মোহাম্মদ বাকী প্রথমে রংপুরের এক মাদ্রাসায় পড়েন, পরে উত্তর ভারতের কানপুরে জামিউল উলুম নামে মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে আরবী সাহিত্য, ইতিহাস ও হদীস শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কুড়ি বছর বয়সে পিতার মৃত্যুর পর তিনি তাঁর স্থলে উত্তরবঙ্গস্থ জামা-আতে আহলে হাদীসের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দেশের শিক্ষিত সমাজের জন্য গঠিত তদানীন্তন মুসলিম প্রতিষ্ঠান 'আনজুমান-ই উলামা-ই-বাংলা'-র সংগঠনে তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। খিলাফত এবং অসহযোগ আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি গ্রেপ্তার হন (১৯৩০)। ১৯৩২ খ্রী. ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে কারাবরণ করেন। পরে তিনি ফজলুল হক গঠিত প্রজা আন্দোলনে যোগ দেন (১৯৩৩) এবং ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন (১৯৩৪)। পাকিস্তান আন্দোলন জোরদার হলে তিনি মুসলিম লীগে যোগ দেন (১৯৪৩)। অবিভক্ত বাঙলার ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য (১৯৪৬) এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি ও পরে সভাপতি ছিলেন। তিনি একই সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদ্‌, পাকিস্তান গণ-পরিষদ্‌ ও কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন। 'পীরের ধ্যান' নামে তিনি এক পুস্তিকা এবং কোরান, হদীস ও ইসলামী ইতিহাস সম্পর্কে বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। [১৩৩]

আবু তোরাপ খাঁ (১৮শ শতাব্দী)। সন্দীপের শৌর্যবীর্যশালী জমিদার আবু তোরাপ এক সময় অন্যান্য জমিদারদের বিতাড়িত করে সমস্ত সন্দীপের অধিকর্তা হয়েছিলেন। তিনি ইংরেজ শাসক নিয়োজিত সন্দীপের ক্ষমতাশালী আহাদ্‌দার (রাজস্ব-সচিব) গোকুল ঘোষালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন (১৭৬৯)। ইংরেজ সৈন্যের সহ-

যোগিতায় কৃষক ও হৃতসর্বস্ব জমিদারদের এই বিদ্রোহ দমিত হয়। [৫৬]

আবুবকর সিদ্দীক, মওলানা (১২৫০-১৩৪৫ ব.) ফুরফুরা—হুগলী। শৈশবে পিতৃ-বিয়োগ ঘটে। মাতার যত্নে প্রাথমিক শিক্ষা ও হুগলী মাদ্রাসায় উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। অধ্যয়ন-কালে কলিকাতার বিখ্যাত সাধক সুফী ফতেহ আলীর স্নেহভাজন ছিলেন। কর্মজীবনে ইসলাম প্রচার, মুসলিম সমাজ থেকে অনাচার ও কুসংস্কার দূরীকরণ ও ইসলামবিরোধী আক্রমণ প্রতিরোধ-কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। বিশিষ্ট বক্তা ও লেখক হিসাবে সুপরিচিত হন। 'সুন্নাত আল জামাত', 'হানাফী', 'শরিয়তে এসলাম', 'হেদায়াৎ', 'নেদায়ে ইসলাম' প্রভৃতি মুসলিম বাঙলার পুনর্জাগরণের অগ্রদূতরূপী বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। অনেকগুলি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা। স্বগ্রামে মৃত্যু। [১৩৩]

আবুল কাসেম, মৌলবী (১৮৭২?-অক্টো. ১৯৩৬) বর্ধমান। অভিজাত মুসলমান পরিবারে জন্ম। বি.এ. পাশ করবার পর ভূপাল রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী আবদুল জব্বার (পিতৃব্য) সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ করেন। কিছুদিন পরে চাকরি ছেড়ে সুরেন্দ্রনাথের সহকর্মী হিসাবে বঙ্গ-ভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন। কংগ্রেসের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। বাঙলা ও পরে ভারতের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। মুসলিম লীগ, খেলাফত কমিটি প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। [১]

আবুল ফজল আবদুল করিম, মৌলবী খন্দকার (?-১৯৪৬) সেহুরাতৈল—টাঙ্গাইল। সম্পূর্ণ কোরান শরীফ বাংলায় (মূল আরবীসহ) অনুবাদ এবং আমপারার কাব্যানুবাদ করেন। প্রথমে টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী হাই স্কুলের হেড মৌলবী ও পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানায় আরবী ও ফারসীর প্রুফ-রীডার হন। অবসর-গ্রহণের পর কলিকাতায় 'দারুল ইশারত' নামে একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। [১৩৩]

আবুল বরকত (?-২১.২.১৯৫২)। পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনের শহীদ। এম.এ. (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র ছিলেন। পুলিসের গুলিতে রক্তক্ষরণের ফলে তাঁর মৃত্যুর খবর ঢাকায় জনসাধারণের মধ্যে এমন কি পরিষদ্ ভবনেও বিপুল আলোড়ন তুলেছিল। [১৮]

আবুল হায়াত, জনাব (১৮৮৯-৮.৩.১৯৬৮)। কৃষক আন্দোলনের এই কর্মী ১৯৩৬ খ্রী. থেকেই কৃষক সভার কাজ করতেন। সারা ভারতের কৃষক কমিটির সভা, অনেক বছর বর্ধমান জেলার কৃষক কমিটির সভাপতি ও প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের (১৯৪৫) সভাপতি-পরিষদের সভ্য ছিলেন। [১২৮]

আবুল হুসেন[১] (১২৬৯ ব.-?) বাগনান—হুগলী। কলিকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষা শেষ করে বিলাত ও পরে ইউরোপ থেকে আমেরিকা যান। সেখানে চিকিৎসাবিদ্যায় এম.ডি. উপাধি পান এবং বিজ্ঞান বিষয়ে প্রচুর পড়াশুনা করেন। গ্রন্থকার হিসাবেই তিনি বিশেষ পরিচিত। নিজ উদ্ভাবিত হোসেনী-ছন্দে 'স্বর্গারোহণ', 'যমজ ভগিনী', 'জীবন্ত পুতুল' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। [১]

আবুল হুসেন[২] (১৮৯৬-১৯৩৮) কাউরিয়া—যশোহর। অর্থবিদ্যায় এম.এ. ও বি.এল. পাশ করে প্রথমে কলিকাতার হেয়ার স্কুলে ও পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগে লেকচারার ও মুসলিম হলের হাউস টিউটররূপে কাজ করেন। এই সময় তিনি 'মাস্টার অব ল' ডিগ্রী লাভ করেন। বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই ডিগ্রি পান। রচিত গ্রন্থাবলী : 'বাঙালী মুসলমানের শিক্ষাসমস্যা', 'বাঙলার নদীসমস্যা' 'বাঙলার বলশী', 'শতকরা পয়তাল্লিশের জের', 'সুদ—রিবা ও রেওয়াজ', 'নিষেধের বিড়ম্বনা', 'Helots of Bengal', 'Religion of Helots of Bengal', Development of Muslim Law in British India' প্রভৃতি। এ ছাড়া বহু পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও বাঙলার বিধানসভা কর্তৃক গৃহীত ওয়াক্‌ফ আইনের মূল খসড়ার রচয়িতা। [১৩৩]

আবু হোসেন সরকার (১৮৯৪-১৯৬৯) রংপুর জেলা। ছাত্রাবস্থায় স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত থাকায় ১৯১১ খ্রী. গ্রেপ্তার হন। ১৯১৫ খ্রী. প্রবেশিকা ও পরে বি.এল. পাশ করে রংপুরে ওকালতি শুরু করলেও কংগ্রেসের জাতীয় আন্দোলনে ব্যস্ত থাকায় আইন ব্যবসায়ে মন দেন নি। কয়েকবার কারাবরণ করেন। কংগ্রেসের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় ১৯৩৫ খ্রী. ফজলুল হকের সহকর্মী হিসাবে কৃষক প্রজা পার্টির নেতা হন এবং ১৯৩৬ খ্রী. ঐ পার্টির টিকিটে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের রাজ-নীতিতে যোগ দেন। ১৯৫৪ খ্রী. প্রাদেশিক নির্বাচনে তিনি ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী ও সুহরাওয়াদীর নেতৃত্বে সম্মিলিত বিরোধী দলীয়

যুক্তফ্রন্টের টিকিটে প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ খ্রী. অল্পদিনের জন্য পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম মন্ত্রী হন। জুন ১৯৫৫ - আগস্ট ১৯৫৬ খ্রী. পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের অন্যতম নেতা (১৯৬৭)। [১৩৩]

আব্বাস উদ্দীন আহ্‌মদ (১৯০১ - ১৯৫৯) বলরামপুর—কুচবিহার। জাফর আলী আহ্‌মদ। প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী। শৈশবে বলরামপুরে ও পরে কুচবিহারে এবং রাজশাহী কলেজে শিক্ষালাভ করেন। এই কণ্ঠশিল্পী কাজী নজরুলের সঙ্গে পরিচিত হলে তাঁর অনুরোধে কলিকাতায় এসে গ্রামোফোন রেকর্ডে গান করেন। তাঁর প্রথম রেকর্ড 'কোন্ বিরহীর নয়নজলে বাদল ঝরে গো'। তাঁর রেকর্ড-করা গানের সংখ্যা কমপক্ষে সাত শ'। তিনি ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালী প্রভৃতি গানই বেশি রেকর্ড করেছেন। শহুরে জীবনে লোকগীতিকে জনপ্রিয় করার কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য। জার্মানিতে অনুষ্ঠিত (১৯৫৫) আন্তর্জাতিক লোকগীতি সম্মেলন ও ফিলিপিনে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সঙ্গীত সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন। পাকিস্তান সম্পর্কে বাংলায় (১৯৪৬) ও উর্দুতে তিনিই সর্বপ্রথম গান রেকর্ড করেন। গান দু'টি হল : 'সকল দেশের চেয়ে পিয়ারা দুনিয়াতে ভাই সে কোন্ স্থান' এবং 'জামী ফেরদৌস পাকিস্তান কি হোগি জমানে মে।' [১৩৩]

আভা দে (? - ১৯৩৮ ?)। ১৯৩০ খ্রী. 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে বে-আইনী শোভাযাত্রা ও সভায় যোগদান করে কারারুদ্ধ হন। ১৯৩২ খ্রী. স্বাধীনতা দিবস পালন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভা ভাঙ্‌বার জন্য একজন পুলিস ঘোড়সওয়ারের গতি রোধ করতে গিয়ে তিনি ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে এক মহিলাকে বাঁচান এবং অনেকের সঙ্গে গ্রেপ্তার হন। মুক্তি পেয়ে বিপ্লবী দলে যোগ দেন। 'ছাত্রী সংঘ'-র পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত কলিকাতা থেকে বর্ধমান পর্যন্ত সাইকেল রেসে তিনি প্রথম হন। বিপ্লবী কাজ করার সময় বহু বেআইনী জিনিস ও অর্থ তাঁর কাছে গচ্ছিত থাকত। কিন্তু নিজে তিনি দারিদ্র্যের পীড়নে সকলের অজান্তে বেরিবেরি রোগে অকালে মারা যান। [২৯]

আমীর আলী, সৈয়দ, স্যার (৬.৪.১৮৪৯ - ৩.৮.১৯২৮) চুঁচুড়া—হুগলী। ১৮৬৮ খ্রী. এম.এ. ও পরে বি.এল. পাশ করে হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। কিছুদিন পর সরকারী বৃত্তি পেয়ে বিলাত যান। ১৮৭৩ খ্রী. ব্যারিস্টার হয়ে কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। এর পর ১৮৭৩ - ১৮৭৮ খ্রী. প্রেসিডেন্সী কলেজে মুসলমান আইনের ও ১৮৮৪ খ্রী. ঠাকুর আইনের অধ্যাপক, ১৮৭৮ - ১৮৮১ খ্রী. কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট এবং ১৮৯০ খ্রী. কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম মুসলমান বিচারপতি নিযুক্ত হন। ১৯০৪ খ্রী. অবসর-গ্রহণ করে বিলাতে স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেন। বিভিন্ন সময়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, হুগলী ইমামবাড়ার সভাপতি, সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহমেডান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক এবং ১৯০৯ খ্রী. লণ্ডন প্রিভি কাউন্সিলের (প্রথম ভারতীয়) সদস্য ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন সমর্থন করেছিলেন। মর্লি-মিন্টো শাসন-সংস্কারে মুসলমানদের রাজনৈতিক দাবির উপর যে স্বতন্ত্র গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল তার মূলে তিনি ছিলেন। তিনি মুসলিম লীগের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতাদর্শের সমর্থক এবং লণ্ডন শাখার উৎসাহী কর্মকর্তা ছিলেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী : 'এ ক্রিটিক্যাল এগ্‌জামিনেশন অফ দি লাইফ অ্যাণ্ড টিচিংস্ অফ মহম্মদ', 'দি স্পিরিট অফ ইসলাম', 'এ শর্ট হিস্ট্রি অফ দি স্যারাসেন্‌স্', 'মহমেডান ল' এবং 'হিস্ট্রি অফ মহামেডান সিভিলিজেশন ইন ইন্ডিয়া'। বাঙালীদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইসলাম ধর্ম, সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ইংল্যাণ্ডের সাসেকস্-এ মৃত্যু। [১,২,৩,৭,২৫,২৬,৪১,১৩৩]

আয়দেব। একজন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য। ১০ম - ১২শ শতকে রচিত বাংলা ভাষায় প্রথম গ্রন্থ 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' গ্রন্থে তাঁর রচিত পদ আছে। [১]

আয়েত আলী খাঁ, উস্তাদ (১৮৮৩ - ১৯৬৭) শিবপুর—কুমিল্লা। সদু খাঁ। প্রখ্যাত সুরবাহার-বাদক। তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভার স্বীকৃতি-স্বরূপ পাকিস্তান সরকার তাঁকে ১৯৬২ খ্রী. 'তমঘা-ই-ইমতিয়ায' খেতাব ও ১৯৬৬ খ্রী. দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেন। পূর্ব পাকিস্তানের গবর্নরের পক্ষ থেকে স্বর্ণপদক লাভ করেন। অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতবিদ্ উস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁয়ের তিনি অনুজ। তাঁর পুত্রদের মধ্যে উস্তাদ বাহাদুর হোসেন খাঁ ও উস্তাদ আবেদ হোসেন খাঁয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। কুমিল্লায় মৃত্যু। [১৩৩]

আর্জমন্দ আলী চৌধুরী (১৮৭০ - ১৯১৪ ?) ভাদেশ্বর—শ্রীহট্ট। তিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তাঁর রচিত 'প্রেম-দর্শন'

(১৮৯১) বাঙালী মুসলমান লিখিত প্রথম সামাজিক উপন্যাস ব'লে বিবেচিত হয়। 'হৃদয়-সঙ্গীত' কাব্যে তাঁর কতকগুলি গান ও কবিতা প্রকাশিত হয়। এই কবি ৩০/৩৫ বছর বয়সে অন্ধ হয়ে যান। [১৩৩]

আলতাফ হুসাইন (১৯০০-১৯৬৮) শ্রীহট্ট। আসামের গৌহাটি কলেজ, শ্রীহট্টের মুরারিচাঁদ কলেজ এবং কলিকাতার সিটি কলেজে পড়াশুনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. পাশ করেন এবং সেখানেই লেকচারার নিযুক্ত হন (১৯২৩)। ১৯২৬ খ্রী. কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজে (মৌলানা আজাদ কলেজ) ও পরে চট্টগ্রাম ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে অধ্যাপনা এবং ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষতা (১৯৩৭) করেন। ১৯৩৮ খ্রী. বাঙলা সরকারের জনসংযোগ বিভাগের ডিরেক্টর ও ১৯৪৩ খ্রী. ভারত সরকারের প্রেস উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। ১৯৩৪ খ্রী. থেকে 'আইন-উল-মুলক' ছদ্মনামে তিনি স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করতেন। ১৯৪৫ খ্রী সরকারী চাকরি ছেড়ে তিনি দিল্লী থেকে প্রকাশিত মুসলিম লীগের মুখপত্র 'ডন' পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করে খ্যাতি অর্জন করেন। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর 'ডন'-এর সম্পাদক হিসাবে করাচীতে স্থায়িভাবে বসবাস করেন। আন্তর্জাতিক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ও পাকিস্তান সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৯৬৫ খ্রী. আয়ুব খানের মন্ত্রিসভায় শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ দফতরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য হওয়ায় সম্পাদনার কাজ ছেড়ে দেন। প্রেসিডেন্ট কর্তৃক তিনি 'হেলালে কায়েদে আজম' খেতাব লাভ করেন। সোভিয়েত রাশিয়াসহ প্রাচ্যের বহু দেশ ভ্রমণ করেন। রচিত গ্রন্থাবলী: আল্লামা ইকবালের 'শেক্‌ওয়া' ও 'জওয়াব-ই শেক্‌ওয়া'র অনুবাদ, 'India–the Last Ten Years' প্রভৃতি। [১৩৩]

আলাউদ্দীন খাঁ (৮.১০.১৮৬২-৬.৯.১৯৭২) শিবপুর—ত্রিপুরা। সদু খাঁ। শৈশবেই সেতারী পিতার কাছে সেতার শেখেন। যাত্রার সঙ্গীতে আকর্ষণ বোধ করতেন। জারী, সারি, বাউল, ভাটিয়ালী প্রভৃতি গীত ও বাঙলার কীর্তন, পীরের পাঁচালী জাতীয় ধর্মসঙ্গীতের মাধ্যমে তিনি সুরজগতের সঙ্গে পরিচিত হন। একদিন এই সুরের আকর্ষণেই বরিশালের 'নাগ-দত্ত সিং' যাত্রা-দলের সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। এই দলে থাকাকালে বেহালাবাদনে খ্যাতিলাভ করেন। যাত্রার গায়কী তাঁর তরুণ মনে গভীর রেখাপাত করে যা পরবর্তী জীবনে লক্ষ্য করা যায়। ঘুরতে ঘুরতে কলিকাতায় হাজির হন। সঙ্গীতশিক্ষা-মানসে এখানে প্রায় ভিক্ষা করে জীবন কাটান। এই সময় বিবেকানন্দের ভ্রাতা 'ষ্টার থিয়েটারে'র সঙ্গীত-পরিচালক হাবু দত্তের সংস্পর্শে আসেন। হাবু দত্ত এই কিশোরের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সহকারী নিযুক্ত করেন। এখানে তিনি বেহালা ও বংশীবাদনে খ্যাত হন এবং তবলা ও পাখোয়াজে দক্ষতা লাভ করেন। ক্রমে তৎকালীন নুলো গোপাল-এর সঙ্গে পরিচিত হয়ে ধ্রুপদ শেখেন। ভবিষ্যৎ-জীবনে নুলো গোপাল ও তাঁর সঙ্গীতশিক্ষণ অত্যন্ত মূল্যবান ঘটনারূপে তাঁর সঙ্গীতজীবনকে প্রভাবিত করে। পাথুরিয়াঘাটার রাজা শৌরীন্দ্রমোহনের সভার গুণীর কাছে 'সুরবাহার' শেখেন। ষ্টার থিয়েটার থেকেই ময়মনসিংহের জমিদার মুক্তাগাছার রাজা জগৎকিশোর তাঁকে নিজ সভায় নিয়ে যান। এখানে ওস্তাদ আহ্‌মেদ আলী খাঁনের কাছে সরোদ শেখেন। উল্লেখ্য, তিনি সহজাত প্রতিভায় সরোদে 'দিরি দিরি' সুরক্ষেপণের পরিবর্তে 'দারা দারা' সুরক্ষেপণ প্রয়োগ করেন—যা আগে ছিল অপ্রচলিত রীতি। সাধক খাঁ সাহেব মুক্তাগাছার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে পুনরায় শিক্ষার তাগিদে বেরিয়ে পড়েন। রাজা জগৎকিশোর তাঁকে রামপুর যাত্রার পাথেয় দেন। রামপুরের নবাব হামেদ আলী খাঁর সঙ্গীত-গুরু ছিলেন তানসেনের বংশধর উজীর খাঁ। নবাবের গুরুর সান্নিকটস্থ হওয়া খাঁ সাহেবের পক্ষে সহজ ছিল না। শোনা যায়, একদিন জীবন বিপন্ন করে তাঁর চলন্ত গাড়ীর সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই ভারতবিখ্যাত উজীর খাঁ-ই খাঁ সাহেবের প্রতিভা স্ফুরণে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন। নবাবের অনুমতি নিয়ে উজীর খাঁ আলাউদ্দীনকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন এবং প্রায় ৩০ বছর ধরে সেনী ঘরানার অত্যন্ত দুরূহ এবং সূক্ষ্ম সঙ্গীত-কলাকৌশল শেখান। রামপুরের নবাব আলাউদ্দীন খাঁকে তাঁর নিজস্ব ব্যান্ডের পরিচালক পদে নিয়োগ করেন। মধ্যপ্রদেশের মাইহার রাজ্যের নবাব ১৯১৮ খ্রী. তাঁকে উজীর খাঁর নির্দেশে নিজ সঙ্গীত-গুরুর আসনে বসান। ইতিমধ্যে কিছুদিন ত্রিপুরায় বাস করেন। গৌরীপুরের জমিদার বীরেন্দ্র-কিশোরের নিমন্ত্রণে কিছুদিন গৌরীপুরে বাস করে তাঁকে 'সুরশৃঙ্গার' শেখান। ১৯২৬ খ্রী. উজীর খাঁর মৃত্যুর পর সপরিবারে মধ্যপ্রদেশের মাইহারে বাস করেন। বেরিলীর পীর সাহেবের প্রভাবে তিনি যোগ, প্রাণায়াম ও ধ্যান শেখেন। বীরেন্দ্রকিশোরের আগ্রহে খাঁ সাহেব কিছুদিন পণ্ডিচেরীর অরবিন্দ আশ্রমেও ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ

তাঁর সরোদবাদন শুনে তাঁকে সঙ্গীতের মাধ্যমে ঈশ্বরলাভের একজন বিশিষ্ট সাধক মনে করেন। ১৯৩৫ খ্রী. নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের দলের সঙ্গে ইউরোপ ভ্রমণে যান। ১৯৫২ খ্রী. হিন্দুস্থানী যন্ত্রসঙ্গীতের জন্য সঙ্গীত আকাদেমী পুরস্কার পান। ১৯৫৪ খ্রী. আকাদেমীর ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ খ্রী. খাঁ সাহেব 'পদ্মভূষণ' এবং ১৯৬১ খ্রী. বিশ্বভারতী কর্তৃক 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত হন। খাঁ সাহেবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা আফ্তাবুদ্দিনও একজন অসাধারণ বংশীবাদক ও সাধক ছিলেন। দীর্ঘজীবী এই সঙ্গীতসাধক জীবনের ৬০ বছর নিজের শিক্ষায় ও পরবর্তী ৫০ বছর শিক্ষকের ভূমিকা সার্থকভাবে পালন করেছেন। তাঁর বাসস্থান মাইহার ভারতের সঙ্গীত-সাধকদের বারাণসী বা মক্কায় পরিণত হয়। সঙ্গীতাচার্যের অসংখ্য শিষ্যের মধ্যে উল্লেখ্য তাঁর পুত্র আলি আকবর ও কন্যা অন্নপূর্ণা এবং জামাতা রবিশঙ্কর। এ ছাড়া বংশীবাদক পান্নালাল ঘোষ, সঙ্গীত পরিচালক তিমিরবরণ ও তাঁর পুত্র ইন্দ্রনীল, সেতারে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, বেহালায় শিশিরকণা, শরণরানী ও রবীন ঘোষ খাঁ সাহেবের শিক্ষণ-প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন। মাইহারে 'সারদেশ্বরী মন্দির' প্রতিষ্ঠা করে নিত্য পুজার্চনা ও ধ্যান করতেন। এ থেকে অনুমান করা যায়, তাঁর জীবনে প্রচলিত বিশেষ কোন ধর্মের প্রতি গোঁড়ামি ছিল না। [১৬]

আলাওল পণ্ডিত, সৈয়দ (১৭শ শতাব্দী) জালালপুর—ফরিদপুর। পিতার সঙ্গে জলপথে আরাকান যাবার সময় জলদস্যুদের হাতে পিতার মৃত্যু ঘটে এবং তিনি কোনরকমে রক্ষা পেয়ে আরাকানরাজ চন্দ্র সুধর্মার এবং পরে প্রধানমন্ত্রী মাগন ঠাকুরের আশ্রয় পান। আরাকানরাজের অশ্বারোহী সৈন্যদলে নিযুক্ত হয়ে বিদ্যাবুদ্ধির জোরে ও অমাত্যদের সহায়তায় কাব্যচর্চা শুরু করেন। তাঁর প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ রচনা 'পদ্মাবতী' (১৬৪৫ - ১৬৫২)। 'সয়ফুলমুলুক' ও 'বদিওজ্জমাল' মাগন ঠাকুরের অনুরোধে রচিত। এ ছাড়াও 'সপ্তপয়কর' (১৬৬০), 'তোহ্ফা' (১৬৬২), 'দারাসেকেন্দরনামা' (১৬৭২), 'সতীময়না', 'লোরচন্দ্রাণী' প্রভৃতি গ্রন্থ অনুবাদ ও রচনা করেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আলাওল অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। [১,৩,২৫,২৬]

আলামোহন দাশ (১৮৯৫ - ১৯৬৯) হাওড়া। নিদারুণ আর্থিক অনটনহেতু তাঁর লেখাপড়া বেশিদূর এগোয় নি। ১৫ বছর বয়সে মুড়ি বিক্রি দিয়ে ব্যবসায়ী জীবন শুরু হয়। ক্রমে ওজন-যন্ত্রাদি নির্মাণ, মেশিনারীর দোকান ইত্যাদি দিয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তিনি ভারত জুট মিলস-এর প্রতিষ্ঠাতা, বিভিন্ন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ও ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য ছিলেন। হাওড়ার নিকটে 'দাশনগর' তাঁর প্রতিষ্ঠিত। [৪,২৬]

আলীবর্দী খাঁ (১৬৭৬ - ১০.৪.১৭৫৬)। মীর্জা মহম্মদ। প্রকৃত নাম মীর্জা মহম্মদ আলী। চাকরির উদ্দেশ্যে দিল্লী থেকে বাঙলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর কাছে আসেন। কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয়ে উড়িষ্যার নায়েব সুবা সুজাউদ্দিনের কাছে যান। সেখানে তিনি নায়েব সুবার দরবারের পারিষদ এবং কিছুকাল পরে একটি জেলার ফৌজদার হন। ১৭২৭ খ্রী. মুর্শিদকুলির মৃত্যুর পর মীর্জা মহম্মদ আলী ও তাঁর অগ্রজ হাজী আহ্মদের বুদ্ধিতে সুজাউদ্দিন বাঙলার মসনদে বসেন। খুশী হয়ে সুজাউদ্দিন মীর্জা মহম্মদ আলীকে 'আলীবর্দী' উপাধি দিয়ে রাজমহলের ফৌজদার করেন। ১৭৩৩ খ্রী. বিহার বাঙলার সঙ্গে যুক্ত হলে বিহারের নায়েব সুবা-পদে নিযুক্ত হন। ১৭৩৯ খ্রী. সুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর সরফরাজ খাঁ মসনদে বসলে, হাজী আলী আহ্মদ এবং আলীবর্দী বিদ্রোহ ঘোষণা করে ১৭৪০ খ্রী. গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজকে পরাজিত করেন। এই সময় আলীবর্দী 'সুজা-উল-মুলক্ হেসামুদ্দৌলা মহাবৎ জঙ্গ্ বাহাদুর' নাম গ্রহণ করে বাঙলার মসনদে বসে দেশকে সুশাসনে রাখেন। রাজত্বকালের ৯ বছর (১৭৪২ - ১৭৫১) বর্গীর হাঙ্গামায় দেশের শান্তি বিঘ্নিত হলে ১৭৪৪ খ্রী. কৌশলে বর্গী সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে নিহত করেন এবং ১৭৫১ খ্রী. বর্গীদের সঙ্গে সন্ধি করে দেশে পুনরায় শান্তিস্থাপন করেন। দেশের আর্থিক উন্নতির কথা ভেবে ইউরোপীয় বণিকদের উচ্ছেদ করার চেষ্টা করেন নি, কিন্তু তাদের শাসনে রেখেছিলেন। রাজকার্যে বহু হিন্দুকেও নিযুক্ত করেছিলেন। রাজনীতি ও রণনীতি উভয় ক্ষেত্রেই কৌশলী ও পারদর্শী ছিলেন। বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌল্লা তাঁর দৌহিত্র। [১,২,৩,২৫,২৬]

আলী বোগদাদী, শাহ। গেরদা—ফরিদপুর। এই সাধুপুরুষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁরই নামীয় একটি মস্জিদ গেরদা অঞ্চলে তাঁর স্মৃতি বহন করছে। [১]

আলীমন্দীন আহ্মেদ (মাস্টার সাহেব)। ঢাকায় হেম ঘোষের গুপ্ত বিপ্লবী দলের সদস্য ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিশিষ্ট বিপ্লবীরা ধরা পড়লেও যে অল্প কয়েকজন গোপনে সংগঠন বাঁচিয়ে রাখেন তিনি তাঁদের অন্যতম। ১৯২০ খ্রী. যক্ষ্মারোগে অল্প বয়সেই মারা যান। [৯৭]

আলী মুহম্মদ বেগ, মির্জা (নওয়ার বেগ) (১৯০০-১৯৬৪) কলিকাতা। সেণ্ট জোসেফ কলেজ ও আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আলী মুহম্মদ নিপুণ ক্রীড়াবিদ্ ছিলেন। কলিকাতা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের পক্ষে তিনি ফুটবল, হকি ও ক্রিকেট খেলতেন। জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং পরে ১৯৩৬ খ্রী. হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দীর সহযোগী হিসাবে মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে লীগ ন্যাশনাল গার্ডের বঙ্গীয় নায়েব সালার-এ-সুবা হন। রাজশাহীতে মৃত্যু। তাঁর পিতামহ নওয়াব ইন্‌তিজামুদ্দৌলা বাহাদুর অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজিদ আলী শাহের উজীর ছিলেন। [১৩৩]

আলী মোল্লা, মৌলবী। ১৮৩১ খ্রী. 'সভা রাজেন্দ্র' নামক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকাটিই সম্ভবত মুসলমান সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা। পত্রিকাটি ফারসী ও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হত। [১]

আলী, মৌলবী। পত্রিকা সম্পাদক। ১৮৪৬ খ্রী. ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী ও ফারসী ভাষায় 'জ্ঞানদীপক' পত্রিকা প্রকাশ করেন। [১৬]

আলী রাজা। ওশখাইন—চট্টগ্রাম। যোগ, সঙ্গীত ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। 'জ্ঞানসাগর', 'ধ্যানমালা', 'জ্ঞানকুলুপ', 'ষট্‌চক্রভেদ', 'সিরাজকুলুপ' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। এ ছাড়াও কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদাবলী ও শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছেন। চট্টগ্রামে 'কানু ফকির' নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করেন নি। [১,২]

আশরাফ আলী খান (১৯০১-১৯৩৯) পানাইল—যশোহর। এই কবির 'কঙ্কাল' কাব্যে কবি-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। গজল গান : 'ভোরের কুহু' তাঁর অপর গ্রন্থ। ইকবালের 'শেকোয়া' গ্রন্থ অনুবাদ করে তিনি অনুবাদক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। 'বেদুঈন' ও 'রক্তকেতু' নামে দু'টি সাপ্তাহিক পত্রিকা ও দৈনিক 'সোলতান'-এর সম্পাদনা করেছেন। দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় এই কবি আত্মহত্যা করেন। [১৩৩]

আশা দেবী (১৯০১?-১১.৬.১৯৭১)। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে বাংলা রঙ্গজগতে ২০০টি ছায়া-ছবিতে ও বহু নাট্যমঞ্চে অভিনয় করেন। শিশির-কুমার ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ খ্যাতনামা শিল্পীদের সঙ্গে মঞ্চাভিনয় করেছেন। শেষ অভিনয় ষ্টার থিয়েটারে 'শর্মিলা' নাটকে। [১৬]

আশা দেবী আর্যনায়কম্ (?-১৯৬৯)। পিতা বারাণসীর দর্শন অধ্যাপক ফণিভূষণ অধিকারী। স্বামী ছিলেন সিংহলবাসী খ্রীষ্টধর্মী। গান্ধীজীর প্রিয় শিষ্যা, অক্লান্ত কর্মী এবং সেবাগ্রামের সেবা-ব্রতী এই রমণী দীর্ঘ প্রবাস ও অবাঙ্গালী বিবাহ সত্ত্বেও ছিলেন মনে প্রাণে বাঙালী। সেবাগ্রামে শিক্ষায় তাঁর দান অনেক। [১৬]

আশানন্দ ঢেঁকি (মুখোপাধ্যায়)। শান্তিপুর—নদীয়া। ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই ব্রাহ্মণবীর জীবিত ছিলেন। সারা বাঙলায় তাঁর অপরিমিত ভোজন ও অদ্ভুত বীরত্বের কাহিনী প্রচলিত ছিল। জমিদারের খাজনা সদরে জমা দিতে যাবার সময় একবার পথিমধ্যে ডাকাতের দল তাঁকে আক্রমণ করে। নিরস্ত্র আশানন্দ অন্য উপায় না দেখে পার্শ্ববর্তী এক গৃহস্থের ঢেঁকিশাল থেকে ঢেঁকি উঠিয়ে নিয়ে তারই সাহায্যে ডাকাতদলকে পরাস্ত করেন। সেই থেকে তিনি 'ঢেঁকি' উপনাম প্রাপ্ত হন। [১,২,৩,৭,২৫,২৬]

আশানুল্লা বাহাদুর, নবাব খাজা, স্যার, কে. সি. আই.ই. (২২.৮.১৮৪৬-১৬.১২.১৯০১) ঢাকা। আবদুল গনি। গৃহশিক্ষকের কাছে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৬৮ খ্রী. পৈতৃক সম্পত্তির ভার গ্রহণ করেন। দানশীলতার জন্য বিখ্যাত। বিভিন্ন খাতে বহু দানের মধ্যে ঢাকায় ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল স্থাপনে দু'লক্ষ টাকা ও ঢাকায় বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা শুরু করার কাজে চার লক্ষ টাকা দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘদিন ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ও অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। দু'বার কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য হন। [১,২৬,৭৪]

আশুতোষ কালী (১৮৯১-৭.৬.১৯৬৫) বিলাসখান—ফরিদপুর। ঈশ্বরচন্দ্র। পালং স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পাশ করেন। শ্রীহট্ট কলেজে পাঠ্যা-বস্থায় অনুশীলন সমিতির সভ্য হন ও নেতা পুলিন দাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। পুলিস রিপোর্ট অনুযায়ী তিনি চন্দ্রকোনা ডাকাতি, পুলিস ডি.এস.পি. যতীন্দ্রমোহন ঘোষ হত্যা (১৯১৫) এবং ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্রে অংশ নেন। দলের নির্দেশে পাঠ অসমাপ্ত রেখে ময়মনসিংহ গিয়ে জেলা সংগঠকের পদ পান। কিছুকাল কুমিল্লার রায়পুরায় শিক্ষকতাও করেন। ৩০.৯.১৯১৬ খ্রী. ভারতরক্ষা বিধানে এলাহাবাদে গ্রেপ্তার হন। বন্দী অবস্থায় তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার সত্ত্বেও বিপ্লবী দলের কোন কথা প্রকাশ করেন নি। ১২.৫. ১৯১৭ থেকে ১৯২১ খ্রী. পর্যন্ত স্টেট প্রিজনার ছিলেন। মুক্তির পর ঢাকা জাতীয় বিদ্যালয় এবং সোনার গাঁ জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার আড়ালে দলীয় সংগঠন চালাতে থাকেন। ১৯২৫ খ্রী. পুনরায় বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে বন্দী হন এবং ১৭.১১.১৯২৮ খ্রী. মুক্ত হয়ে যথারীতি সংগঠনের

কাজ শ্বর করেন। ১৯৩১ খ্রী. গ্রেপ্তার হয়ে বক্সা ও দেউলী বন্দীশিবিরে ১৯৩৮ খ্রী. পর্যন্ত থাকেন। মুক্ত হবার সংগে সংগে আবার সক্রিয় হয়ে ওঠেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও সেই পরিপ্রেক্ষিতে সুভাষচন্দ্রের বিপ্লবী সংগঠন প্রস্তুতির জন্য আত্মগোপন করেন। ১৯৪০ খ্রী. আবার ধরা পড়েন ও ১৯৪৬ খ্রী. মুক্ত হন। জীবনের চব্বিশ বছর কারাগারে কাটালেও একজন সাহসী ও দক্ষ সংগঠক বলে কীর্তিত ছিলেন। তাঁদের গোটা পরিবার বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত ছিল এবং অনেকেই কারাবাস বা অন্তরীণ দণ্ডভোগ করেছেন। তিনি কিছুদিন ফরিদপুর জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক এবং বহুদিন বংগীয় প্রাদেশিক ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন। সংগ্রামের ডাকে সারা জীবন ব্যস্ত থাকলেও সুযোগ পেলেই গঠনমূলক কাজ করেছেন। বিলাসখান জাতীয় বিদ্যালয় এবং স্বাধীন ভারতে বৃদ্ধ ও নিরুপায় বিপ্লবীদের আশ্রয়কেন্দ্র 'অনুশীলন ভবন' স্থাপন তাঁর বিশিষ্ট কীর্তি। এই ভবনের দ্বিতল থেকে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে। [৪,৮২]

আশ্বতোষ কুইলা (১৯২৪ - ২৯.৯.১৯৪২) মাধবপুর—মেদিনীপুর। জীবনচন্দ্র। তিনি 'বিদ্যুৎ বাহিনী' বিপ্লবী সঙ্ঘের সভ্য ছিলেন। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনকালে মহিষাদল পুলিস স্টেশন আক্রমণের সময় পুলিসের গুলিতে আহত হওয়ায় ঐ দিনই তাঁর মৃত্যু হয়। [৪২]

আশ্বতোষ চৌধুরী, স্যার (১২.৬.১৮৬০ - ২৪.৫.১৯২৪) হরিপুর—পাবনা। দুর্গাদাস। যশোহর ও খুলনা স্কুলে পড়েন। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে একই বছরে (১৮৮০) বি.এ. ও এম.এ. পাশ করে ১৮৮১ খ্রী. বিলাত যান। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৮৫ খ্রী. বি.এ. ও ব্যারিস্টারি, ১৮৮৬ খ্রী. এম.এ. ও এল.এম. পাশ করেন। কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টার হিসাবে প্রভূত অর্থ ও যশের অধিকারী হন। দেবেন্দ্রনাথের পৌত্রী প্রতিভা দেবীকে বিবাহ করেন ও ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সংগে যুক্ত ছিলেন। তৎকালীন কংগ্রেসের ভিক্ষাবৃত্তির নীতি পরিত্যাগ করে স্বনির্ভরতায় জোর দিতেন। বংগীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের (২৫.৬.১৯০৪) সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন 'A subject race has no politics'। সংগঠন দৃঢ় করার জন্য প্রতিটি জেলায় পরিষদ্ গঠন, রাখিবন্ধন এবং বংগবিভাগ রদ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। দেশে পল্লীসমাজ স্থাপনের উদ্যোগী ছিলেন। ফেডারেশন মাঠের সভায় (১৬ অক্টো. ১৯০৫) আনন্দমোহন বসুর বিখ্যাত বক্তৃতার ইংরেজী অনুবাদক ছিলেন। এই বছর ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন গঠনে প্রধান ভূমিকা নেন (১৬ নভে. ১৯০৫)। দেশে শিল্পবিস্তারের পটভূমিকায় কাউন্সিল কর্তৃক বেংগল টেক্‌নিক্যাল কলেজ স্থাপনে এবং 'বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস' প্রতিষ্ঠায় তিনি অগ্রণী ছিলেন। বেংগল ল্যান্ড-হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। শিকারী কুমুদনাথ ও সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর ভ্রাতা আশ্বতোষ সাহিত্য ও ললিতকলায় সমান আগ্রহী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' গ্রন্থের কবিতা তিনি পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে দেন। নিজে অক্ষয় দত্তের 'গোচারণের মাঠ' কবিতার ব্যঙ্গানুকৃতি করেন। আর্ট সোসাইটি অফ দি ওরিয়েন্টের সংগেও যুক্ত ছিলেন। কিছুদিন সিটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯১২ - ১৯২০ খ্রী. পর্যন্ত কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতিত্ব করেন। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত তিনিও আর্যসমাজের সংগে ব্রাহ্মসমাজের যোগস্থাপনে উদ্যোগী হন। [১,২, ৩,৭,৮,২৫,২৬]

আশ্বতোষ তর্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায় (২০.৫. ১২৬৮ - ২৩.১২.১৩৩১ ব.) মল্লিকপুর—যশোহর। রাঢ়ীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণবংশে জন্ম। তিনি পিতার নিকট সুপদ্ম ব্যাকরণ পাঠ শেষ করে নব্যন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য চব্বিশ পরগনার মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজে যান ও কয়েক বছর পর ফরিদপুর জেলার কোঁড়কদির বিখ্যাত পণ্ডিত রামধন তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট উক্ত পাঠ সম্পূর্ণ করেন। ১৮৮৩ খ্রী. উপাধি পরীক্ষা দেন ও 'তর্কভূষণ' উপাধি প্রাপ্ত হন। তারপর প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষায় (১৮৮৯) প্রথম হয়ে 'ন্যায়তীর্থ' উপাধি এবং বৃত্তি ও পুরস্কার পান। ১৮৯৪ খ্রী. কৃষ্ণনগর চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। ১৯০৬ খ্রী. নবদ্বীপের পাকা টোলের দ্বিতীয় অধ্যাপক ও পরে ন্যায়শাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। তা ছাড়া আরও বিভিন্ন টোলে তিনি অধ্যাপনা করেন। রচিত পুস্তক : সটীক বঙ্গানুবাদসহ 'কুসুমাঞ্জলি', ন্যায়দর্শনের বঙ্গানুবাদ (অসমাপ্ত) ও 'গৌতমসূত্রের টীকা' (১৯০৯)। তিনি বহুকাল কলিকাতা সংস্কৃত অ্যাসোসিয়েশন, নবদ্বীপ 'বংগবিবুধজননী সভা' ও হরিদ্বার গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায়শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন। ১৯১৮ খ্রী. 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। নবদ্বীপে মৃত্যু। [১৩০]

আশুতোষ দাশগুপ্ত (১৮৮৮ - ৩১.৭.১৯৪১) শ্রীরামপুর—হুগলী। এফ.এ. পরীক্ষা পর্যন্ত বরাবর বৃত্তিলাভ করেন। শিক্ষক সতীশ সেনগুপ্তের প্রভাবে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হন। কলেজে পড়ার সময় অনুশীলন দলে যোগ দিয়ে হুগলী জেলায় বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯১৪ খ্রী. মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারী পাশ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আই.এম.এস. হয়ে ভারত, মেসোপটামিয়া ও আরব দেশে কাজ করেন। যুদ্ধ শেষে সামরিক পদ ত্যাগ করে দেশে ফেরেন। হুগলীর হরিপাল অঞ্চলে ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর অধ্যুষিত এলাকায় সেবা ও চিকিৎসা আরম্ভ করেন। গ্রাম্য স্বাস্থ্যরক্ষায় একদল যুবককে তালিম দেন এবং ঐ অঞ্চল থেকে কালাজ্বর বিতাড়িত করেন। ১৯২২ খ্রী. উত্তরবঙ্গের বন্যাত্রাণে কাজ করেন। হরিপাল কল্যাণ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ পরিচালনায় সাহায্য করেন। ১৯৩০ - ১৯৩৪ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন ও বহুবার কারাবরণ করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির দীর্ঘদিনের সদস্য ছিলেন। গান্ধীজীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনিই 'কংগ্রেস চক্ষু চিকিৎসা' ক্যাম্পের প্রতিষ্ঠাতা। গ্রামে গ্রামে তাঁর এই মহৎ কাজের সঙ্গী ছিলেন ডা. অনাদি ভট্টাচার্য। অবিবাহিত ছিলেন। ১৯৪১ খ্রী. ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করার সময় ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় তাঁর মৃত্যু হয়। [১২৪]

আশুতোষ দেব (ছাতু বাবু) (১৮০৩ - ২৯.১.১৮৫৬) কলিকাতা। ক্রোড়পতি রামদুলাল দেব-সরকার। আশুতোষ প্রথম দেশীয় জুরিদের অন্যতম (১৮৩৪) এবং বৃটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৮২৭ খ্রী. স্ট্যাম্প ডিউটি লেভী করা শুরু হলে গণপ্রতিবাদে অংশগ্রহণ করেন। অনুজ লাটুবাবুসহ তিনি (ছাতুবাবু) অ্যাডাম্‌স্‌ প্রেস আইনেরও বিরোধিতা করেছিলেন। বেঙ্গল ল্যাণ্ড-হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন স্থাপনে সমান উৎসাহী ছিলেন (১৮৩৮)। রক্ষণশীল ধর্ম-সভার সভ্য হয়েও স্ত্রী-শিক্ষায় উৎসাহী আশুতোষ নিজ কন্যাকে বাড়িতে বাংলা, উর্দু ও ব্রজবুলি শিখিয়েছিলেন। ১৮৪৯ খ্রী. 'হিন্দু ফিমেল স্কুল' স্থাপনে বেথুন সাহেবকে সক্রিয় সমর্থন করেন এবং এই কাজে ডাফ্‌ সাহেবকেও সাহায্য করেছিলেন। হিন্দু দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে (১৮৪৬) দশ হাজার টাকা দান করেন। অতিথিশালা, দেবালয়, এবং গঙ্গার ঘাট নির্মাণে প্রচুর অর্থব্যয় করেছেন। নিজে ভাল সেতার বাজাতেন এবং সঙ্গীত রচনাতেও পারদর্শী ছিলেন। উৎকৃষ্ট বাংলা টপ্পা গানের রচয়িতা হিসাবে খ্যাত ছিলেন। বহু অর্থব্যয়ে তিনি পণ্ডিতদের সাহায্যে পৌরাণিক গ্রন্থগুলিকে সংস্কৃত লিপির বদলে বঙ্গাক্ষরে লিপিবদ্ধ করান। তাঁর বাসভবনে প্রতিষ্ঠিত নাট্যমঞ্চে বাংলা নাটক 'শকুন্তলা' প্রথম অভিনীত হয় (১৮৫৭)। অর্থ ও সামাজিক প্রতিপত্তি দিয়ে রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রসময় দত্ত, চন্দ্রশেখর দেব, কালীনাথ চৌধুরী প্রমুখদের সমাজ-সংস্কারের কাজে সব সময়ে সাহায্য করেছেন। কলিকাতা বিডন স্ট্রীটস্থ 'ছাতুবাবুর বাজার' এখনও তাঁর স্মৃতি বহন করে। [১,২,৩,৫,৭,৮]

আশুতোষ দেব, মজুমদার (১৮৬৭ - ১৯৪৩) পাতিহাল—হাওড়া। বরদাপ্রসন্ন। বিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক ও গ্রন্থ-রচয়িতা। ইংরেজী ও বাংলা অভিধান এবং অর্থপুস্তকাদি রচনা করে প্রশংসা অর্জন করেন। দেব সাহিত্য কুটির, এ. টি. দেব লিমিটেড, পি. সি. মজুমদার অ্যাণ্ড ব্রাদার্স, বরদা টাইপ ফাউণ্ড্রী, দেব লাইব্রেরী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিলেন। [৫,২৫,২৬]

আশুতোষ মিত্র, ডা., রায়বাহাদুর (অক্টো. ১৮৫৮ - ?)। কোন্নগর—হুগলীতে মাতুলালয়ে জন্ম। মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশন থেকে প্রবেশিকা এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ.এ. পাশ করে ১৮ বছর বয়সে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে অল্পকালের মধ্যেই প্রতিভার পরিচয় দেন। ছাত্রাবস্থাতেই সহকারী শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৮৩ খ্রী. ইংল্যাণ্ড যান এবং শিক্ষা শেষ করে ১৮৮৪ খ্রী. দেশে ফেরেন। ১৮৮৫ খ্রী. চিকিৎসা বিভাগের কর্মচারী হিসাবে কাশ্মীর গিয়ে অল্পদিনের মধ্যেই সেখানে সুনাম অর্জন করেন। দরিদ্র রোগীদের বিনা অর্থে চিকিৎসা করতেন। [১]

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ১ স্যার, সি.এস.আই. (২৯.৬.১৮৬৪ - ২৫.৫.১৯২৪) বৌবাজার, মলঙ্গা লেন—কলিকাতা। প্রসিদ্ধ চিকিৎসক গঙ্গাপ্রসাদ। ছাত্রজীবন শুরু চক্রবেড়িয়া ও সাউথ সুবার্বন স্কুলে। গণিতে অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। স্কুল জীবনেই 'কেম্ব্রিজ মেসেঞ্জার অফ ম্যাথমেটিক্‌স্‌'-এ দুরূহ গাণিতিক সমস্যার সমাধান প্রকাশ করেন। এণ্ট্রান্সে ২য় (১৮৭৯), এফ.এ.-তে ৩য় (১৮৮১) এবং বি.এ. পরীক্ষায় তিনটি বিষয়ে প্রথম হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ছ'মাস পরেই এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম হন। পরের বছর প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পান ও ফিজিক্সে এম.এ. পাশ করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশ্বতোষই প্রথম দু'টি বিষয়ে এম.এ.। ১৮৮৮ খ্রী. ওকালতি পরীক্ষা পাশ করেন। ইতিমধ্যে দুরূহ গাণিতিক প্রবন্ধ রচনা শুরু করে দশ বছরে (১৮৮০-১৮৯০) কুড়িটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। 'ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস' ও 'ইকুয়েশনে' তাঁর দুরূহ সমাধান-ক্ষমতা বিদেশেও স্বীকৃত হয়। ওকালতি-ব্যবসায়ে প্রবেশের আগে সরকার কর্তৃক শিক্ষা-বিভাগে চাকরির অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। ১৮৯৪ খ্রী. ডক্টর অফ ল হন এবং টেগোর ল লেকচাররূপে 'ল অফ পার্পিটুইটিজ্'-এর একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করেন। প্রচণ্ড স্বাজাত্যাভিমানী আশ্বতোষ ইংরেজদের সমমর্যাদা দাবি করতেন। অল্প কিছুদিন রাজনীতিও করেছেন। ১৮৯৮-১৯০৪ খ্রী. পর্যন্ত কর্পোরেশনের সদস্য এবং ১৮৯৯-১৯০৪ খ্রী. পর্যন্ত ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য ছিলেন। উক্ত নির্বাচনে একবার সুরেন্দ্রনাথ ও দ্বারভাঙ্গার মহারাজকে পরাজিত করেন (১৯০১)। ১৯০৪ খ্রী. হাই-কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হলে রাজনীতি ত্যাগ করেন। তাঁর চিরস্থায়ী খ্যাতি শিক্ষাক্ষেত্রে। ১৮৮৯ খ্রী. সেনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্য হন। প্রথম থেকেই মাতৃভাষায় শিক্ষা-প্রসারের চেষ্টা করেন। তিনিই প্রথম এ বিষয়ের প্রস্তাবক। ১৯০৪-১৯১৪ খ্রী. উপাচার্য হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ভার পাওয়া মাত্রই এর পুনর্গঠন এবং ছয়টি নূতন স্নাতকোত্তর বিভাগ সৃষ্টি করেন, যথা, তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ববিজ্ঞান, ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান, ফলিত রসায়ন, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং ইসলামের সংস্কৃতি। এই সঙ্গে ভারতীয় ভাষাসমূহের উচ্চতর পরীক্ষা ও তদনুসারে অধ্যাপনার ব্যবস্থা করে জাতীয় সংহতির এক সুন্দর উপায় নির্দেশ করেন। সকল বিষয়ে ভারতীয়করণ তাঁর অপর এক কীর্তি। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অনেক বেশি বিভাগ ও অনেক বেশি ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা প্রধানত আশ্বতোষের একক প্রচেষ্টার ফল। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বয়ং-কর্তৃত্বের জন্য তিনি সংগ্রাম করে গেছেন। প্রধানত তাঁরই অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও নির্ভীক সংগ্রামশীলতার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের পরিবেশেও স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে ওঠে। ইংরেজ গভর্নর লর্ড লিটন যখন (১৯২৩-১৯২৪) বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চান তখন তিনি অতি সাহসের সঙ্গে রাজশক্তির সহিত বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হন। এই সময় তিনি 'Bengal Tiger'-রূপে পরিচিত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসন্ধান বিষয়ে স্যাডলার কমিশনের সদস্য, তিনবার এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী (বর্তমানে ন্যাশনাল লাইব্রেরী) কাউন্সিলের সভাপতি (১৯১০), ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অন্যতম সংগঠক ও প্রথম সভাপতি, বিজ্ঞান-চর্চার ভারতীয় সমিতির সভাপতি ছিলেন। সাহিত্যে 'জাতীয় সাহিত্য' নামে তাঁর প্রবন্ধ-সংগ্রহ এক বিশিষ্ট অবদান। পালি, ফরাসী ও রুশ ভাষাভিজ্ঞ ছিলেন। ধর্মমতে যে রক্ষণশীল ছিলেন না, তার প্রমাণ স্বীয় বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ প্রদান। সিংহলের মহাবোধি সোসাইটি কর্তৃক 'সম্বুদ্ধাগমচক্রবর্তী' উপাধি ও দেশীয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক 'সরস্বতী' এবং 'শাস্ত্রবাচস্পতি' উপাধিতে ভূষিত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে মায়ের নামে তিনি 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রবর্তন করেন। জজিয়তি থেকে অবসর নেবার পর ডুমরাঁও মোকদ্দমার জন্য পাটনায় গিয়ে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হয়। [১,২,৩,৭,৮,২৫,২৬]

আশ্বতোষ মুখোপাধ্যায়।[২] কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইনিই প্রথম প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তিধারী (১৮৬৭)। [১৩৭]

আশ্বতোষ রায় (? - ৩.৪.১৯৩৪) কলিকাতা। ১৯০৬ খ্রী. কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করে বিলেত গিয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। তাঁর রচিত টীকা-পদ্ধতির রিপোর্ট ১৯১৯ খ্রী. নভেম্বরে 'ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেটে' প্রকাশিত হয়। ঐ রিপোর্টের সারমর্ম লণ্ডনের 'মেডিক্যাল অ্যানুয়াল' সাজ্যুস এনসাইক্লোপিডিয়া গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল। [৫]

আশ্বতোষ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯৩৩) দক্ষিণ বারাসাত—চব্বিশ পরগনা। কালীকুমার বিদ্যারত্ন। দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বংশে জন্ম। শিক্ষারম্ভ স্বগ্রামস্থ বিদ্যালয়ে। সেখান থেকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাশ করে উচ্চ-শিক্ষার জন্য কলিকাতায় আসেন। এখানে নিজ-হস্তে রন্ধনাদি করে পড়াশুনা চালান ও এণ্ট্রান্স, আই.এ. এবং বি.এ. পাশ করেন। সংস্কৃত-বিষয়ে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বৃত্তি ও সুবর্ণ-পদক পুরস্কারসহ 'শাস্ত্রী' উপাধি প্রাপ্ত হন। কর্মজীবন আরম্ভ কলিকাতা সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপকরূপে। তারপর রাজশাহী কলেজে, প্রেসিডেন্সী কলেজে ও সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেন। শেষপর্যন্ত সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন। তা ছাড়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পরীক্ষক ও প্রশ্নকর্তা এবং সিনেটের সদস্য ছিলেন।

১৯২৪ খ্রী. তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি পান। কলিকাতায় মৃত্যু। [১০০]

আশুতোষ সেন, ড. (১৯০২ ? - ২৪.৩.১৯৭১)। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট (১৯২৯) আশুতোষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমি-রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৩৭ খ্রী. ব্রহ্ম সরকারের আমন্ত্রণে মান্দালয়ে কৃষিসচিবের পদ গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে ভূমিক্ষয়-নিবারক বিজ্ঞানে শিক্ষালাভের জন্য আমেরিকা ও ইউরোপ যান। বীরভূম-বর্ধমানে ব্যাপক হারে অধিক ফলনশীল ধান উৎপাদন অভিযানে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। পশ্চিমবঙ্গ পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও কেন্দ্রীয় পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য ছিলেন। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের তিনি কনিষ্ঠ জামাতা। [১৬]

আশ্রাফুদ্দিন আহ্মেদ চৌধুরী। ত্রিপুরা। আন্দ মিঞা। জাতীয়তাবাদী রাজনীতিজ্ঞ। বি.এ. পাশ করে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন। দেশবিভাগের পরে পাকিস্তানের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে কিছুদিন পূর্ববঙ্গের মন্ত্রিত্ব করেছিলেন। [১৬]

আসরফ আলী। আখলিয়া—শ্রীহট্ট। রচিত সঙ্গীত গ্রন্থ 'সমুছল ইছ্লাম্ আগিকে বারাম' ১৩৩৮ ব. মুদ্রিত হয়। এতে কয়েকটি রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক গান আছে। [৭৭]

আসুম্পসাঁও, মানোএল-দা (১৮শ শতাব্দী)। এই পর্তুগীজ পাদরী সর্বপ্রথম বাংলা অক্ষরে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। অনুমান ১৭৩৫ খ্রী. পূর্বেই তিনি বাঙলায় আসেন এবং বাংলা ভাষা শিখে গ্রন্থ সঙ্কলনে উদ্যোগী হন। তিনি তাঁর সঙ্কলিত তিনটি গ্রন্থ—'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ', 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ও 'বাঙ্গলা ব্যাকরণ ও বাঙ্গলা-পর্তুগীজ শব্দকোষ' পর্তুগালের লিসবন শহর থেকে ১৭৪৩ খ্রী. মুদ্রিত করেন। দ্বিভাষিক এই গ্রন্থগুলির একটি পৃষ্ঠা বাংলা অক্ষরে ও অপর পৃষ্ঠা পর্তুগীজ ভাষায় মুদ্রিত। [১২২]

আহমদ ফজলুর রহমান, স্যার (১৮৮৯ - ১৯৪৫) জলপাইগুড়ি। আবদুর রহমান। জলপাইগুড়ি জিলা স্কুল থেকে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পাশ করে বিলাত যান (১৯০৮)। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে অনার্সসহ বি.এ. পাশ করে ১৯১২ খ্রী. দেশে ফেরেন। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার (১৯১৪ - ২১) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার (১৯২১ - ২৭) হিসাবে অধ্যাপনার কাজ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বা স্যাডলার কমিশনের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে তিনি একবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সভ্য হন। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের তিনিই প্রথম প্রভোস্ট (১৯২১ - ২৭)। ১৯৩৪ - ৩৬ খ্রী. তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন। ১৯৩৭ খ্রী. ভারতীয় (ফেডারেল) পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য হন। [১০০]

আহমেদুর রহমান, জনাব (১৯৩৭ - ২২.৫. ১৯৬৬) সরাইল-ব্রাহ্মণবাড়িয়া—কুমিল্লা। তিনি ছাত্র অবস্থাতেই সাংবাদিকতার প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯৫৪ খ্রী. অধুনালুপ্ত 'মিল্লাত'-এর সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬০ খ্রী. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করেন। ছাত্রজীবনে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ায় ১৯৬২ খ্রী. তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা বের হয়। তিনি তখন আত্মগোপন করেন। পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগ্রামী আহমেদুর কায়রোতে এক বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। [১৮]

আহসানুল্লাহ, খানবাহাদুর (১৮৭৪ - ১৯৬৫) নলতা—খুলনা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবীতে এম.এ. পাশ করেন। তিনিই প্রথম মুসলিম আই.ই.এস.। বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগের সহকারী ডাইরেক্টর (অল্পদিন অস্থায়ী ডাইরেক্টর) পদে কাজ করে ১৯২৯ খ্রী. চাকরি থেকে অবসরগ্রহণ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত জনসেবা ও ধর্মপ্রচারমূলক প্রতিষ্ঠান 'আহসানিয়া মিশন' সাতক্ষীরা, খুলনা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, হবিগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে শাখা বিস্তার করে কাজ করে। নিজ গ্রামের উন্নতিবিধানে তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। নলতা হাই স্কুল ও জামি মসজিদ তাঁরই কীর্তি বহন করে। তাঁর স্থাপিত 'মখদুমী লাইব্রেরী' প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ইসলামী গ্রন্থ প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। ইসলামী ইতিহাস ও ধর্মবিষয়ক প্রায় ৬০খানি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। শেষজীবনে আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত থাকেন। [১০৩]

আহাম্মদ খাঁ, জিন্দাপীর। ধর্মপ্রচারার্থ প্রসিদ্ধ দরবেশ খাঁ জাহান আলীর সঙ্গে খুলনায় এসেছিলেন। 'জিন্দাপীর' নামে খ্যাত ছিলেন। এই পীরের স্মৃতির উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত দীঘি ও মসজিদ খুলনার রণবিজয়পুরে এখনও বর্তমান। [১]

অ্যান্ড্রুজ, চার্লস ফ্রীয়র, দীনবন্ধু (১২.২.১৮৭১- ৫.৪.১৯৪০) নিউক্যাসল-অন-টাইন—ইংল্যান্ড। জন এডুইন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। কিছু-

মিশন ধর্মযাজকের কাজ করেন। পরে কেম্ব্রিজের পেমব্রোক কলেজে অধ্যাপনার পর ১৯০৪ খ্রী. কেম্ব্রিজ মিশনের সহায়তায় ভারতে আসেন। দিল্লীর সেন্ট স্টিফেন্স কলেজে অধ্যাপনাকালে অধ্যক্ষ সুশীল রুদ্রের প্রভাবে ভারত সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন। ক্রমে পুরা ও কানাডার মিশনারীদের কেন-বৃত্তি ও অন্যায়ের নিন্দা করায় স্ব-সমাজে নিন্দিত ও ভারতীয় সমাজে আদৃত হন। ১৯১২ খ্রী. ইংল্যান্ডে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পাঠসভা থেকে রবীন্দ্রানুরাগী হন। ক্রমে ধর্মবিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণের ফলে ১৯১৪ খ্রী. শান্তিনিকেতনে যোগ দেন। এর পূর্বেই গান্ধীজীর সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়ে সুপরিচিত হয়েছিলেন। এইভাবে আত্মজ হয়েছিলেন গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সংযোগ-রক্ষার প্রধান ব্যক্তি (দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষায় হাইফেন)। উৎপীড়িতের প্রতি তাঁর জীবনব্যাপী সেবাকাজের তালিকা : ফিজি দ্বীপে ভারতীয় শ্রমিক 'ইনডেঞ্চার' প্রথার উৎসাদন, রাজপুতানায় বেগার প্রথা ও হংকং-এ ভারত থেকে বেআইনী আফিম রপ্তানির বিরোধিতা, ভারতীয় রেল ধর্মঘটের মীমাংসা। আসাম থেকে চলে-আসা চা-কলোনীর শ্রমিকদের ওপর গুর্খা পুলিসের অত্যাচারের প্রতিবাদে ১৯২১ খ্রী. যে ধর্মঘট হয়েছিল, তিনি সেই আন্দোলনে নির্দ্বিধায় নিঃসঙ্কোচে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ঐ সময়ে তাঁর প্রতিদিনের বিবৃতি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এই ব্যাপারে 'ওপ্রেশন অফ্ দি পুওর' নাম দিয়ে তিনি যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন পরে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে ঐ দিনগুলির ইতিহাস পাওয়া যায়। এই সূত্রে অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন। তিনি গান্ধীজীর কর্মজীবনের অনেক সঙ্কটে সহায়তা করেন, রবীন্দ্রনাথের বিদেশ-যাত্রার সঙ্গী হন এবং কখনও-বা রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে আশ্রম পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শেষ জীবনে খ্রীষ্টান সমাজ তাঁকে স্ব-সমাজে ফিরিয়ে নেন। উৎপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে স্বজাতীয় শাসকশ্রেণীর চেতনা-সম্পাদনে তাঁর জীবন কাটে। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে সহানুভূতিশীল এই ইংরেজ মনীষী এদেশীয় জনগণ-প্রদত্ত 'দীনবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হন। প্রকাশিত গ্রন্থ : 'দি রেনেসাঁস ইন ইণ্ডিয়া', 'হোয়াট আই ও টু ক্রাইস্ট', 'দি ট্রু ইণ্ডিয়া' ইত্যাদি। [৩]

ইন্‌শা-আল্লাহ খান, সৈয়দ (১৭৫৬ - ১৮১৭) মুর্শিদাবাদ। পিতা মীর মাশা-আল্লাহ মুর্শিদাবাদের শাহী দরবারের চিকিৎসক ছিলেন। আল্লাহ খান ফারসী, হিন্দী ও উর্দুতে বহু কবিতা রচনা করেন। 'ইন্‌শা' তাঁর কাব্য-নাম। লক্ষ্ণৌতে অবস্থানকালে তিনি শাহ আলমের পুত্র মির্জা সুলাইমান শুকোহ্‌র কাছে মর্যাদা পান। পরে নবাব সাদাত আলীর দরবারে কিছুদিন কাটান। শেষ জীবন দুঃখকষ্টে কাটে এবং উন্মাদ-অবস্থায় মৃত্যু হয়। তাঁর রচিত উর্দু ভাষার ব্যাকরণখানি বহুল-প্রচারিত। [১০০]

ইন্দিরা দেবী (১৮৭৯ - ১৯২২) কলিকাতা। মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়। স্বামী—বিপিনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকৃত নাম সুরূপা। শৈশবে পিতামহ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের যত্নে বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। কৈশোরেই সংস্কৃত কাব্যাদির অনুবাদ করেন। কবিত্ব-শক্তির স্ফুরণ বাল্যেই ঘটেছিল। স্বর্ণকুমারী দেবীর উৎসাহে রচনা প্রকাশে উদ্যোগী হন। রচনা প্রকাশকালে ইন্দিরা নাম ব্যবহার করতেন। 'স্পর্শমণি' উপন্যাস রচনা করে খ্যাতি লাভ করেন। রচিত অন্যান্য উপন্যাস : 'পরাজিতা', 'স্রোতের গতি' ও 'প্রত্যাবর্তন' ; তা ছাড়া 'মাতৃহীন', 'ফুলের তোড়া' ও 'শেফালি' ছোটগল্পের সমষ্টি ; এবং 'সৌগন্ধ্য' কোনান ডয়েলের অনুবাদ। 'গীতিগাথা' কবিতা-সংগ্রহ মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। ঔপন্যাসিকা অনুরূপা দেবী তাঁর অনুজা। [৩,৫,২৬]

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী (২৯.১২.১৮৭৩ - ১২.৮.১৯৬০) জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি—কলিকাতা। পিতা সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থল কালাদ্‌গি—বোম্বাইতে জন্ম। মাতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে শৈশবে দু'বছর বিলাতে কাটান। ১৮৯২ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পরীক্ষায় পরীক্ষার্থিনীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে 'পদ্মাবতী স্বর্ণপদক' প্রাপ্ত হন। ১৮৯৯ খ্রী. প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহ হয়। রবীন্দ্রনাথ পরিচালিত ও মাতা জ্ঞানদানন্দিনী সম্পাদিত 'বালক' পত্রিকায় শৈশবেই রাস্কিনের রচনার অনুবাদ প্রকাশ করেন। 'সাধনা', 'সবুজপত্র' ও 'পরিচয়'-এ ফরাসী সাহিত্যের অনুবাদ ও সঙ্কলন প্রকাশ করেন এবং রবীন্দ্রনাথের কোন কোন গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ও 'জাপান যাত্রী'র ইংরেজী অনুবাদ করেন। মহিলাদের সঙ্গীত-সঙ্ঘের মুখপত্র 'আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা'র তিনি অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদিকা ছিলেন। বঙ্গনারীর মঙ্গলামঙ্গল বিষয়ে ইন্দিরা দেবীর মতামত 'নারীর-উক্তি' নামক প্রবন্ধে সংগৃহীত আছে। 'বাংলার স্ত্রী-আচার', 'স্মৃতিকথা', 'পুরাতনী' প্রভৃতির সম্পাদনা ইন্দিরা দেবীর অন্যতম কীর্তি। শুধু স্বদেশী ও বিদেশী ভাষা এবং সাহিত্যচর্চাই নয়, সঙ্গীতেও

তিনি অগ্রণী ছিলেন। দেশী ও বিদেশী সুরে এবং পিয়ানো, বেহালা, সেতার প্রভৃতি যন্ত্রে তাঁর দক্ষতা ছিল। সঙ্গীত সম্পর্কে বহুভাবে লিখিত 'হিন্দুসঙ্গীত' তাঁর সঙ্গীত-চিন্তার পরিচায়ক। 'মায়ার খেলা', 'ভানুসিংহের পদাবলী', 'কালমৃগয়া' প্রভৃতি ও আরও বহু রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্বরলিপি এবং একাধিক প্রকাশিত বহু রবীন্দ্রসঙ্গীত-স্বরলিপি গ্রন্থও তিনি সম্পাদনা করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের 'রবীন্দ্র সঙ্গীতের ত্রিবেণীসঙ্গম' (১৩৬১ ব.) নামক একটি বিশ্লে-ষণ তালিকা প্রকাশ করেন। তাঁর রচিত [illegible] গান স্বরলিপিসহ 'সুরঙ্গমা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৫৬ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ভুবনমোহিনী পদক' দ্বারা সম্মানিত করেন। ১৯৫৬ খ্রী. বিশ্বভারতীর অস্থায়ী উপাচার্য নিযুক্ত হন। ১৯৫৭ খ্রী. বিশ্বভারতী তাঁকে 'দেশিকোত্তম' উপাধি দান করেন এবং রবীন্দ্র ভারতী সমিতি ১৯৫৯ খ্রী. প্রথম 'রবীন্দ্র পুরস্কার' প্রদান করেন। কলিকাতা সঙ্গীত সম্মিলনী, উইমেন্স এডু-কেশন লীগ, অল ইন্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স প্রভৃতির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। (৩,৫,৭,২৫,২৬)

ইন্দুভূষণ চক্রবর্তী (১৭.৩.১৮৯৮ - ১৮.২.১৯৭৪) ডিব্রুগড়—আসাম। মেধাবী ছাত্র ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পাশ করে 'বঙ্গবাসী' ও 'অমৃতবাজার' পত্রিকায় কাজ করেন। পরে 'টাইমস্ অব আসাম' পত্রিকার সম্পাদক হন। ১৯৬৬ খ্রী. 'আসাম ট্রিবিউন' দৈনিক পত্রিকাকারে প্রকাশিত হবার সময় থেকে তিনি তাতে যোগ দিয়ে ১৯৬২ খ্রী. অবসর-গ্রহণের কাল পর্যন্ত কাজ করেন। ৭২ বছর বয়সে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে এম.এ. পরীক্ষা দিয়ে কৃতকার্য হন। (১৬)

ইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায় (ডিসে. ১৮৮৮ - ২৩.১০.১৯৭০)। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, নাগপুর অ্যাগ্রিকালচারাল কলেজ, পুসা ইন্স্টিটিউট এবং ব্যাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইন্স্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড অ্যানিম্যাল হাসব্যান্ড্রি প্রভৃতি স্থানে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। অবিভক্ত বাঙলার ডিপ্রিক্ট-এগ্রিকালচারাল কেমিস্ট ও অ্যাগ্রিকালচারাল কেমিস্টরূপে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। অবসরের জন্য ভারত সরকারের সহকারী কৃষি কমিশনার ছিলেন। প্রায় পঞ্চাশটি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশ করেন। হরমোন পরিমাপের একটি বিশেষ পদ্ধতির উদ্ভাবক। ধান ও ধানসম্বন্ধীয় বস্তুর রাসায়নিক বিভাজন তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি। ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অফ অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ ও বাঙলা সরকারের কৃষি গবেষণা বোর্ড-এর সদস্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অ্যাকাডেমী, বিজ্ঞান পরিষদ এবং সায়েন্স ক্লাবের সদস্য ছিলেন। (১৬)

ইন্দুভূষণ রায় (১৮৯০ - ২৯.৩.১৯১২) কলিকাতা। বিপ্লবী দলের সদস্য। ১৯০৮ খ্রী. ১১ এপ্রিল চন্দননগরের মেয়রের উপর বোমা নিক্ষেপ করেন। ১৯০৮ খ্রী. ২ মে আলিপুর বড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। আন্দামানের সেলুলার জেলে পুলিসের দুর্ব্যবহারে আত্মহত্যা করেন। (৪৬)

ইন্দুমোহন মল্লিক (? - ১৩৪২ ব.)। বৈদ্য-বিদ্যাধরের উপাসক। তিনি তিন বিষয়ে এম.এ. এবং ল পাশ করেন। কিন্তু মেডিক্যাল কলেজ থেকে চিকিৎসা বিষয়ে সর্বোচ্চ উপাধি লাভ করে ডাক্তারের পেশাই গ্রহণ করেছিলেন। 'ঘাস প্রকাশ' তাঁর রচিত একখানি পুস্তক। (৫)

ইন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী (১৮২৯ - ২০.৭.১৮৭১ খ্রী.)। একাধিক সংবাদপত্রে অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে সাংবাদিকতা করে গেছেন। বাংলা শর্টহ্যান্ডের প্রবর্তক পিতাম্বরপ্রসাদ ঠাকুরের কাছে উক্ত বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন এবং নিজেও এই বিষয়ের বহুল উৎকর্ষসাধন করেন। তাঁকে বাংলা শর্টহ্যান্ডের প্রকৃত জনক বলা চলে। (৬)

ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ, রাজা (১৮৩৭? - ১৮৯৪) পাইকপাড়া—কলিকাতা। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বংশধর। বিলাসী এই রাজা বিদ্যাসাগর বিবাহ দিতে ঐ অনুষ্ঠানে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন। 'পেট্রিয়ট' পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখার্জী নীলকরদের বিরুদ্ধে লিখে মানহানির দায়ে বিপদে পড়লে ইন্দ্রচন্দ্র তাঁকে বিপন্মুক্ত করেন এবং ওরিয়েন্টাল বীমা কোম্পানীর দুঃসময়ে সাহায্য করেছিলেন। তিনি সর্বপ্রকার জনহিতকর কার্যে মুক্তহস্তে সাহায্য করতেন। ১৮৭৭ খ্রী. জুবিলী উৎসবে বড়লাট লর্ড লিটন কর্তৃক বিভিন্ন নির্বাচিত হন ও একটি স্বর্ণের মেডেল উপহার পান। (১)

ইন্দ্রনাথ নন্দী। যুগান্তর সমিতির সভ্য ছিলেন। ১৯০৫ খ্রী. আন্দোলনের আগে বিহারে বৈপ্লবিক সমিতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় অন্যান্যের সহযোগে গ্রামে গ্রামে ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে স্বাধীনতার কথা প্রচার করতেন। (৪৩)

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৪.৩.১৮৪৯ - ২৩.৩.১৯১১) গঙ্গাটিকুরি—বর্ধমান। পাণ্ডুগ্রাম—বর্ধমানে মাতুলালয়ে জন্ম। পিতা বামাচরণ পূর্ণিয়ার উকিল ছিলেন। ১৮৬৯ খ্রী. ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে ইন্দ্রনাথ বীরভূমের

হেতমপুর ও বর্ধমানের একাধিক স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। ১৮৭১ খ্রী. বি.এল. পাশ করে প্রথমে ১৮৭১-৭৬ খ্রী. পর্যন্ত পূর্ণিয়া ও দিনাজপুরে, ১৮৭৬-৮১ খ্রী. পর্যন্ত কলিকাতা হাইকোর্টে, অবশেষে আমৃত্যু বর্ধমানে ওকালতি করে গেছেন। কিছুদিনের জন্য মুন্সেফের কাজও করেছেন। বাংলা সাহিত্যজগতে 'পাঁচু ঠাকুর' বা 'পঞ্চানন্দ' নামে প্রতিষ্ঠিত হন। বিলাতী আচারের অন্ধ অনুকরণ, প্রগতি ও সংস্কৃতির নামে ইংরেজ-সেবার বিরুদ্ধে তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেন 'পঞ্চানন্দ'। বঙ্কিমের ভাষায় বাঙলার জীবন ও সাহিত্যাকাশে তিনি 'হেলীর ধূমকেতু'। 'উৎকৃষ্ট কাব্যম্' (১৮৭০, ব্যঙ্গকাব্য), 'কল্পতরু' (১৮৭৪, উপন্যাস), 'ভারত-উদ্ধার' (১৮৭৮, ব্যঙ্গকাব্য), 'ক্ষুদিরাম' (১৮৮৮, উপন্যাস) প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। পাঁচটি সর্গে সম্পূর্ণ, অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'ভারত-উদ্ধার' বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গকাব্য। ১৮৭৮ খ্রী. 'পঞ্চানন্দ' নামে ব্যঙ্গাত্মক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। পরে পত্রিকাটি 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়। 'বঙ্গবাসী'-তে রচিত ছুটকিগুলি পরে 'পাঁচু ঠাকুর' গ্রন্থমালায় (৫ খণ্ড) সঙ্কলিত হয়েছে। এ ছাড়াও 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি 'বাংলা ভাষার সংস্কার' শীর্ষক এক প্রবন্ধে সংস্কৃতের ছাঁচে ঢেলে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ প্রণয়নের অসঙ্গতি বোঝাতে চেয়েছিলেন। সাহিত্যকর্মে নিছক রসিকতা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। সমস্ত রচনার অন্তরালে তাঁর স্বদেশানুরাগের আভাস প্রচ্ছন্ন থাকত। [১,৩,৭,৮,২৫,২৬]

ইন্দ্রভূতি (সম্ভবত ৭ম/৮ম শতাব্দী)। উড্ডীয়ান বা ওদ্যানের রাজা ইন্দ্রভূতি ভগিনী বা কন্যার সহযোগে বাঙলা দেশে 'বজ্রযোগিনী সাধন' প্রবর্তন করেন। তিব্বতী-সূত্র থেকে পাওয়া তাঁর রচিত অন্তত ২০টি গ্রন্থের মধ্যে 'কুরুকুল্লা-সাধন' ও 'জ্ঞানসিদ্ধি'র সংস্কৃত ভাষায় লিখিত মূল পুঁথি আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হয়েছে। আচার্য অনঙ্গবজ্র তাঁর গুরু এবং তিব্বতের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগুরু পদ্মসম্ভব তাঁর পুত্র ছিলেন। [৩,৬৭]

ইন্দ্রমুখী। আনু. ১৫শ শতাব্দীর একজন মহিলা কবি। তাঁর রচিত পদাবলী পাওয়া গেছে। [১]

ইন্দ্রলাল রায়। লাখোটিয়া—বরিশাল। পিয়ারীলাল। পাশ্চাত্য শিক্ষানুরাগী পিতার সঙ্গে তিন বছর বয়সে বিলাতযাত্রা করেন। ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীতে ইন্দ্রলালই প্রথম বাঙ্গালী ফ্লাইট লেফ্‌টেন্যান্ট। স্যান্ডহার্স্টের কমিশন পেয়ে তিনি রয়্যাল এয়ার ফোর্সে যোগ দেন এবং ৭খানি শত্রু-বিমান ধ্বংস করার পর যুদ্ধক্ষেত্রে, ফ্রান্সের আকাশে অল্পবয়সে নিহত হন। ওখানে তাঁর কবরে উৎকীর্ণ আছে— 'মহাবীরের সমাধি, সম্ভ্রম দেখাও, স্পর্শ করো না'। বিমানবাহিনীর সর্বোচ্চ সম্মান 'ডি.এফ.সি.' উপাধি লাভ করেছিলেন। [১৬]

ইন্দ্রেশ্বর চক্রবর্তী। উত্তরবঙ্গের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। তাঁর কন্যা মানিনী দেবী পরম বিদুষী ও স্মৃতিশাস্ত্রে ব্যুৎপন্না ছিলেন। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ব্রহ্মানন্দ ন্যায়ালঙ্কার মানিনীর পুত্র ছিলেন। [১]

ইব্রাহিম, জাস্টিস মুহম্মদ (১৮৯৩-১৯৬৬) বিষ্ণুপুর—ফরিদপুর। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় দুটি স্বর্ণপদক ও বৃত্তিলাভ করেন। প্রথম বিভাগে ল পাশ করে প্রথমে ফরিদপুরে ও পরে ঢাকায় ওকালতি করেন। কিছুদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের শিক্ষক ছিলেন। ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর (১৯৫৬-৫৮) ও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী পদে নিযুক্ত ছিলেন (১৯৫৮-৬১)। স্বেচ্ছায় মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে অবসর জীবন যাপন করেন। [১৩৩]

ইব্রাহিম শুকুর শাহ। বর্ধমান। প্রথম জীবনে জলবাহকের কাজ করতেন। পরে সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত একজন সাধক ফকীর হন এবং কাব্য ও ধর্মগ্রন্থ রচনা শুরু করেন। তাঁর সমাধি এখনও বর্ধমানে আছে। [১]

ইমামবাড়ী শাহ। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের শেষ পর্যায়ের নায়ক। তিনি মুন্দু শাহের সঙ্গে মিলিতভাবে ১৭৯৯ থেকে ১৮০০ খ্রী. পর্যন্ত বগুড়ার জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। [৫৬]

ইয়েটস, উইলিয়াম (১৫.১২.১৭৯৭-৩.৭.১৮৪৫) লোবরা—ইংল্যান্ড। ১৮১৫ খ্রী. ধর্মপ্রচারক হিসাবে শ্রীরামপুরে পৌঁছান ও কেরীর সাহায্যে সংস্কৃত, বাংলা, অসমীয়া, ওড়িশী প্রভৃতি ভাষা আয়ত্ত করেন। প্রায় চার বছর শ্রীরামপুরে বসবাসের পর কলিকাতায় এসে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসে পীয়র্স ও লসনের সাহায্যে কাজ আরম্ভ করেন। ৩.৯.১৮১৮ খ্রী. এই প্রেস থেকে প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অর্থোপার্জনের জন্য কলিকাতায় আগত ইংরেজদের শিক্ষার জন্য স্কুল খোলেন। ১৮১৭ খ্রী. 'কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮২৪-৪৫ খ্রী. পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ছিলেন এবং এর জন্য বহু পুস্তক রচনা করেন। সমসাময়িক কালে তিনি অন্যতম ভারতীয় ভাষাবিদ্‌রূপে খ্যাতি

লাভ করেন। তিনি ১টি ভারতীয় ভাষা জানতেন। স্বাস্থ্যের কারণে স্বদেশ-যাত্রার পথে জাহাজে মৃত্যু হয়। রচিত গ্রন্থ : 'শব্দার্থ বিদ্যাসার' (১৮২২), 'জ্যোতির্বিদ্যা' (১৮৩৩), 'সারসংগ্রহ' (১৮৪৪), 'Introduction to Bengali Language' (১৮৪৭), বাইবেল ও প্রাচীন ইতিহাসের সংগ্রহ (পরিবর্ধনসহ অনুবাদ)। [১২২]

ইলিয়াস কুদ্দুস শাহ। মীরাট। ইস্রাইল উদ্দীন শাহ। পিতার নাম ইলিয়াসও জ্ঞানী ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। শাহ চরিত্র ও বিদ্যাবত্তার জন্য 'কুতুব-উল-আউলিয়া'-রূপে প্রসিদ্ধ হন। মুরাক-বলে তাঁর সমাধি 'কুতুবের দরগা' নামে প্রসিদ্ধ। [১]

ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০ - ১৯৩১) সিরাজগঞ্জ—পাবনা। দারিদ্র্যের জন্য উচ্চশিক্ষায় বঞ্চিত হলেও নিজ চেষ্টায় সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্মনীতি ও সমাজনীতিতে জ্ঞান অর্জন করেন। ১৯১২ খ্রী. ভারতের মুসলিম প্রতিনিধি হিসাবে তুরস্কের পক্ষে বলকান যুদ্ধে যোগ দেন। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক ছিলেন। তিনি একাধারে কবি, রাজনীতিক, সমাজ-সংস্কারক, ধর্মবেত্তা ও চিকিৎসক ছিলেন। ১৩০৬ ব. প্রকাশিত তাঁর প্রথম কবিতা-সংকলন 'অনল-প্রবাহ'। এই কাব্যগ্রন্থে তিনি মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা ও দেশাত্মবোধমূলক এবং বিদেশী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-বহ্নি প্রজ্বলিত করার প্রয়াস করেছেন। এ ব্যাপারে মুন্সী মেহেরুল্লাহ তাঁকে উৎসাহিত করেন। তাঁর এই কাব্যগ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩১৬ ব.) ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করে এবং কবির দুই বছর কারাদণ্ড হয়। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য অন্যান্য কাব্য : 'উচ্ছ্বাস', 'উদ্বোধন', 'নব উদ্দীপনা', 'স্পেন-বিজয় কাব্য', 'সংগীত সঞ্জীবনী', 'প্রেমাঞ্জলি'; উপন্যাস : 'তারাবাঈ', 'রায়নন্দিনী', 'নূরউদ্দীন', 'ফিরোজা-বেগম'; প্রবন্ধ গ্রন্থ : 'স্ত্রীশিক্ষা', 'স্বজাতি প্রেম', 'আদব-কায়দা শিক্ষা', 'স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা', 'মহানগরী কর্ডোভা', 'তুর্কী নারী-জীবন', 'তুরস্ক-ভ্রমণ' প্রভৃতি। [১৩৩]

ইসা খাঁ মসনদ আলী (?-সেপ্টে. ১৫৯৯) পিতা কালিদাস গজদানী জাতিতে রাজপুত ছিলেন, ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবার পর নাম হয় সুলেমান খাঁ। বিবাহকর্ম উপলক্ষে তিনি অযোধ্যা প্রদেশ থেকে পূর্ববঙ্গে এসে বিবাহ করেন। এখানেই ইসা খাঁর জন্ম। 'আকবরনামা'য় প্রসিদ্ধ ভূঁইয়া বলে ইসা খাঁর উল্লেখ আছে। তিনি স্বীয় ক্ষমতায় ঢাকা, ত্রিপুরা, সুসঙ্গ-ব্যতীত ময়মনসিংহ, রংপুর, পাবনা এবং বগুড়া জেলার কিয়দংশ নিয়ে রাজ্য গঠন করেন। বাংলার শেষ স্বাধীন আফগান সুলতান দাউদ খাঁর পরাজয়ের পর আফগানদের নেতা হিসাবে তিনি মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং বঙ্গ-বিহারের সকল বিদ্রোহীদের নেতা মাসুম খাঁকে আশ্রয় দেন। মোগল সেনাপতি তরসুন খাঁ তাঁর হাতে পরাজিত ও নিহত হন। ১৫৮৩ খ্রী. ঢাকা আক্রমণ করে মোগল সেনাপতি শাহবাজ খাঁকে বঙ্গদেশ পরিত্যাগে বাধ্য করেন। ১৫৮৮ খ্রী. মোগলদের সঙ্গে সন্ধি করেন। ১৫৯৬ খ্রী. রাজা মানসিংহ ইসা খাঁর রাজ্যের অধিকাংশ অধিকার করলে তিনি পুনরায় মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। মানসিংহের পুত্র দুর্জন সিংহ ইসা খাঁর রাজধানী কত্রাভু আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনি পরাজিত ও নিহত হন। পরের বছর ইসা খাঁ মোগলদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। কথিত আছে, ইসা খাঁ মানসিংহের সঙ্গে আগ্রায় গেলে আকবর কর্তৃক 'দেওয়ান' ও 'মসনদ আলী' উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁর পত্নী [illegible] 'সোনা বিবি' নামে খ্যাত ছিলেন। শোনা যায়, তিনি বিখ্যাত ভূঁইয়া চাঁদ রায়ের বিধবা কন্যা। ময়মনসিংহের হয়বতনগর ও জঙ্গলবাড়িতে তাঁর বংশধরগণ বর্তমান আছেন। [১,২,৩,২৫,২৬]

ইস্রাইল খাঁ, মৌলবী (?-১৬.৮.১৯১৬) দুর্বরিয়া—ময়মনসিংহ। পিতার কর্মক্ষেত্র রেঙ্গুন শহরে বাস করতেন। বি.এল. পাশ করার পর রেঙ্গুন চীফ্‌কোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই অ্যাডভোকেট শ্রেণীর মধ্যে অন্যতম প্রধান বিবেচিত হন। রেঙ্গুনের দুটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান—বেঙ্গল একাডেমি বালক এবং বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বালিকা বিদ্যালয়টি ৬ বছর তাঁর বাড়িতেই অবস্থিত ছিল। [১]

ঈশানচন্দ্র ঘোষ, রায়বাহাদুর (১২৬৭ - ১১.৭.১৩৫২ ব.) যশোহর। ১ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ ঘটলে অপরের সাহায্য লাভ করে নিজ প্রতিভা ও অধ্যবসায়গুণে কৃতিত্বের সঙ্গে [illegible] কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। কিছুকাল গৃহশিক্ষকতা করে ও সংবাদপত্রে প্রবন্ধাদি লিখে সংসার চালান। ১৮৮৫ খ্রী. সরকারী শিক্ষা-বিভাগে যোগ দিয়ে বিভিন্ন স্কুলে প্রধান-শিক্ষকতা করার পর স্কুল ইন্‌স্পেক্টর হন। সংস্কৃত, ইংরেজী ও দর্শনশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। কয়েকটি স্কুলপাঠ্য পুস্তক লিখলেও, তাঁর লেখক-খ্যাতি পালি থেকে 'বৌদ্ধজাতক'-এর অনুবাদক হিসাবে। মূল-

বয়সে পালি ভাষা শিখে একক চেষ্টায় ১৬ বছরে এই কাজ শেষ করেন। তাঁর প্রখর ব্যবসায়বুদ্ধিও ছিল। অনেকগুলি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের পরামর্শদাতা এবং কয়েকটির পরিচালক ছিলেন। বিভিন্ন জন-হিতকর কাজে বহু অর্থ দান করেন। মাতা ও পিতার স্মৃতিরক্ষায় দাতব্য চিকিৎসালয় ও বিদ্যা-লয় প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী খনন এবং রাস্তা ও মন্দির নির্মাণ করেন। এ ছাড়াও যাদবপুর ও কসৌলী যক্ষ্মা হাসপাতালে অর্থদান করেছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যের স্বনামধন্য অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র। [৩,৫,৭,২৫]

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৫.৩.১৮৫৬ - ১২. ৬.১৮৯৭) গুলিটা—হুগলী। কৈলাসচন্দ্র। কবি হেমচন্দ্রের অনুজ। তিনিও সুকবি ছিলেন। কলেজের শিক্ষা শেষ করে সরকারী কাজে যোগদান করেন। গাথা-কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়ে কিছুদিনের মধ্যেই কবি-খ্যাতি অর্জন করেন। 'যোগেশ' (১২৮৭ ব., অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত), 'চিতমুকুর' প্রভৃতি কাব্য ও 'সুধাময়ী' উপন্যাস তাঁর উল্লেখ-যোগ্য রচনা। হুগলী থেকে প্রচারিত 'পূর্ণিমা' মাসিক পত্রিকার প্রকাশকাল থেকে আমৃত্যু তিনি তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অত্যন্ত ভাবপ্রবণ ছিলেন। 'যোগেশ' তাঁর অন্তর্গূঢ় বেদনার মূর্ত প্রতীক। অত্যধিক ভাবপ্রবণতার জন্য মাত্র ৪২ বছর বয়সে আত্মহত্যা করেন। [১,৩,২৫,২৬]

ঈশানচন্দ্র বসু (১২৫০ - ২৮.৬.১৩১৯ ব.)। মেদিনীপুর বিদ্যালয়ে রাজনারায়ণ বসুর প্রিয় ছাত্র ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সহ-সম্পাদক এবং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। বালক-বালিকাদের উপযুক্ত নীতি-শিক্ষার পুস্তক-প্রণেতা। তিনি কিছুদিন 'কায়স্থ' পত্রিকার সম্পাদনাও করেন। রামমোহন রায়ের লুপ্তপ্রায় ইংরেজী, সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থাবলীর সঙ্কলক ও রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের বক্তৃতাবলীর প্রকাশক ছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ঈশান-চন্দ্র হিন্দুভাব রক্ষা করে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের পক্ষ-পাতী ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষায় তাঁর উৎসাহ ছিল। ভবানীপুর বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে তিনি এক-জন অগ্রণী ছিলেন। [১,৬]

ঈশানচন্দ্র রায়। দৌলতপুর—পাবনা। জমিদার-বংশে জন্ম। নিকটস্থ এক বিপুল বিত্তশালী জমি-দারের সঙ্গে তাঁদের পরিবারের বিবাদ উপস্থিত হলে ঐ বিবাদ ক্রমে প্রজাদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। প্রজারা তাঁদের বৃদ্ধিজমা এবং বাজেজমার বিষয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ঈশানচন্দ্র এই বিদ্রোহী দলে যোগ দিয়ে স্বীয় বুদ্ধিবলে তাদের নেতা নির্বাচিত হন। তিনি সাধারণত বিদ্রোহীদের 'রাজা' বলে অভিহিত হতেন। এই সময়ে রুদ্রগাঁথির প্রসিদ্ধ অশ্বারোহী গঙ্গাচরণ পাল বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ঈশানচন্দ্রের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। এই বিদ্রোহীরা প্রকাশ্য দিবালোকে দলবদ্ধভাবে জমি-দারদের সম্পত্তি লুট করত। তৎকালীন ইংরেজ সরকার সৈন্য পাঠিয়ে বিদ্রোহীদের দমন করেন। এই বিদ্রোহই সিরাজগঞ্জের 'প্রজাবিদ্রোহ' নামে খ্যাত। ১৮৭২ - ৭৩ খ্রী. এই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ব্রিটিশ বিচারালয়ে এই বিদ্রোহীদের বিচারে ঈশান-চন্দ্র মুক্তি পেলেও অন্যান্যদের তিন মাস থেকে দু'বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হয়। [১,৫৬]

ঈশান নাগর (১৪৯২ - ?) নবগ্রাম—শ্রীহট্ট। পাঁচ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ ঘটলে তাঁর মাতা তাঁকে নিয়ে স্বগ্রামবাসী অদ্বৈত মহাপ্রভুর আশ্রয়ে শান্তিপুরে এসে বাস করতে থাকেন। গুরুর কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে ঈশান গুরুর আদেশে বৈষ্ণব-ধর্মপ্রচারার্থ স্বগ্রাম শ্রীহট্টে যান। গুরুপত্নীর আদেশে অদ্বৈত প্রভুর জীবনী অবলম্বনে 'অদ্বৈত প্রকাশ' গ্রন্থ রচনা করেন (১৫৬৮)। চৈতন্য ভাগবতে নিমাই পণ্ডিতের গৃহভৃত্য হিসাবে তাঁর উল্লেখ আছে। চৈতন্যদেবের গৃহত্যাগের পর তিনিই শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবা করতেন। তাঁর গ্রন্থে অদ্বৈত, চৈতন্য প্রমুখ ব্যক্তিগণের পাণ্ডিত্য-সূচক উপাধির উল্লেখ দেখা যায়। তিনি লিখেছেন, অদ্বৈতের উপাধি ছিল 'শান্তবেদান্তবাগীশ' ও 'বেদপঞ্চানন'; চৈতন্যদেব অদ্বৈতাচার্যের চতু-ষ্পাঠীতে বেদ অধ্যয়ন করে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পেয়েছিলেন; পূর্ববঙ্গ ভ্রমণকালে 'নিমাই বিদ্যা-সাগর' জনৈক 'তর্কচূড়ামণি'কে তর্কশাস্ত্রের বিচারে পরাস্ত করেছিলেন। [১,২,৩,২৬,৯০]

ঈশানেশ্বর সর্বাধিকারী (১৮শ শতাব্দী)। দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদ শাহের মন্ত্রী হিসাবে ভারতশাসন ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী তাঁর উত্তর পুরুষ। [১]

ঈশ্বর ঘোষ। বিগ্রহপালের (১০৫৫ - ৭০) আমলের একজন সামন্ত রাজা। বর্ধমান জেলার ঢেক্করী অঞ্চলে তিনি প্রায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন। মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ লিপি একটি ঐতিহাসিক উপাদান। যুদ্ধব্যবসায়ী ধূর্ত ঘোষ তাঁর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ধূর্তের পুত্র ধবল ঘোষের কীর্তি ও বীরত্ব-গাথা সূত বা চারণেরা গেয়ে বেড়াত। [৬৭]

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (মার্চ ১৮১২ - ২৩.১.১৮৫৯) শিয়ালডাঙ্গা নীলকুঠি—কাঁচড়াপাড়া। হরিনারায়ণ।

মধ্যবিত্ত ঘরে জন্ম। বাল্যে শিক্ষায় অমনোযোগী ছিলেন কিন্তু মুখে মুখে সঙ্গীত-রচনার ক্ষমতা ছিল এবং গ্রামের কবি ও ওস্তাদের দলে গান বেঁধে দিতেন। দশ বছর বয়সে মাতৃবিয়োগ ঘটলে তিনি কলিকাতায় মাতুলালয়ে এসে বাস করতে থাকেন। তখন সম্ভবত কিছু সংস্কৃত ও বেদান্তদর্শন পাঠ করেন। ব্যঙ্গাত্মক কবিতা-রচনায় তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন। সে যুগের কোন লোক খ্যাতি- এবং প্রতাপ-শিখরে থাকলেও গুপ্ত কবির বিদ্রূপ থেকে রেহাই পান নি। সাধারণ মানুষের ভাষায় কাব্য রচনা করে তিনি কবিপ্রসিদ্ধি লাভ করেন। সাংবাদিকতায় অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ১৮৩১ খ্রী. ২৮ জানুয়ারী যোগেন্দ্র ঠাকুরের সহযোগিতায় 'সংবাদ প্রভাকর' সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। কালক্রমে বহু ঘটনার পর ১৮৩৯ খ্রী. ১৪ জুন এই পত্রিকাই বাংলা দৈনিকরূপে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়াও 'পাষন্ডপীড়ন', 'সংবাদ রত্নাবলী', 'সংবাদ-সাধুরঞ্জন' এবং আরও তিনটি পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের 'রসরাজ' পত্রিকার সঙ্গে কবিতাযুদ্ধ চালাবার জন্যই তিনি 'পাষন্ডপীড়ন' পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁর অন্যতম সাহিত্যকীর্তি রামপ্রসাদ সেন, রামনিধি গুপ্ত, রামমোহন বসু, নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী, হরুঠাকুর, নৃসিংহ, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস প্রভৃতি বিভিন্ন স্বভাব-কবির ও পাঁচালীকারের রচনা সংগ্রহ ও প্রকাশ। এ ছাড়া ভারতচন্দ্রের জীবনী ও কলি নাটক নামে আরও দু'টি রচনা আছে। 'বোধেন্দু-বিকাস' নাটকে ভাষা ও ছন্দে তাঁর দক্ষতার প্রমাণ সুস্পষ্ট। বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্র যুগসন্ধির কবি বলে সুপরিচিত। তিনি বাঙালী কবিয়াল রচনারীতির শেষ কবি এবং বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে খন্ডকবিতা রচনার প্রবর্তক। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে জনসাধারণের মধ্যে কবিতাপাঠের প্রবর্তনও তিনি করেন। তাঁর কাব্য অমর না হলেও স্বকীয়তার বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। তিনি রক্ষণশীল হিন্দুসমাজভুক্ত ছিলেন। ১৮২৯ খ্রী. থেকে তাঁকে সামাজিক আন্দোলনে নব্যদের সাথী হতে দেখা যায়। তত্ত্ববোধিনী সভা ও হিন্দু থিয়ফিলানথ্রাপিক সভার সঙ্গেও সক্রিয় যোগাযোগ ছিল। ধর্মসভার বিরোধী ছিলেন। বৈজ্ঞানিক ও বাণিজ্যিক উন্নতি-বিষয়ক আন্দোলনের সমর্থন করতেন ও নিপীড়িত জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষায় উৎসাহী ছিলেন। [১,২,৩,৭,৮,২৫,২৬]

ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বিষ্ণুপুর। বাঙলাদেশে কথকতা শিক্ষার জন্য টোল স্থাপন করেন। তখন বিষ্ণুপুরের কথকদের দেশজোড়া খ্যাতি ছিল। সঙ্গীতজ্ঞ গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বপুরুষ। [২২]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (২৬.৯.১৮২০ - ২৯.৭. ১৮৯১) বীরসিংহ—মেদিনীপুর। ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রাম্য পাঠশালায়। পারিবারিক অবস্থা অত্যন্ত অসচ্ছল ছিল। ১৮২৮ খ্রী. পদব্রজে কলিকাতায় আসেন এবং ১৮২৯ খ্রী. ১ জুন সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। একাদিক্রমে ১২ বছর কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, বেদান্ত, স্মৃতি, ন্যায়, জ্যোতিষ প্রভৃতি পাঠ করে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ১৮৩৯ খ্রী. হিন্দু ল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পান। ১৮৪১ খ্রী. ৪ ডিসেম্বর কলেজ ত্যাগ এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ১৮৪১ খ্রী. ২৯ ডিসে. হেডপণ্ডিতের পদলাভ করেন। এখানে আসার পর ইংরেজী ও হিন্দী শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। ১৮৪৬ খ্রী. ৬ এপ্রিল সংস্কৃত কলেজের সহ-সম্পাদক হন কিন্তু কলেজ সংস্কারের প্রস্তাব সম্পাদক রসময় দত্ত অগ্রাহ্য করলে ১৮৪৭ খ্রী. ১৬ জুলাই পদত্যাগ করেন। ১৮৫০ খ্রী. উক্ত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপকের পদগ্রহণ করেন; শর্ত ছিল তাঁর প্রস্তাবমত কলেজ সংস্কার করতে হবে। ১৮৫১ খ্রী. ২২ জানু. উক্ত কলেজের নবসৃষ্ট অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত হন। এই সময় সম্পাদক রসময় দত্ত অবসর-গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগর এই কলেজের সর্ববিভাগের সংস্কারসাধনে ব্রতী ছিলেন; যথা, বিরতি দিবস পরিবর্তন, মাহিনা প্রবর্তন, পাঠক্রম সংস্কার, জটিল ব্যাকরণ মুগ্ধবোধের পরিবর্তনের জন্য নিজ কর্তৃক সহজবোধ্য নূতন ব্যাকরণ সৃষ্টি (সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা, ১৮৫১ খ্রী., পরে ব্যাকরণ কৌমুদী), গণিতে ইংরেজী ব্যবহার এবং দর্শনে পাশ্চাত্য যুক্তিবিদ্যা (লজিক) পাঠ্য নির্বাচন, সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণেতর জাতির প্রবেশাধিকার প্রভৃতি। ক্রমে স্কুল বিভাগের সর্বস্তরে শিক্ষার জন্য বহুবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; যেমন, 'বোধোদয়', 'বর্ণপরিচয়', 'কথামালা', 'চরিতাবলী', 'ঋজুপাঠ' প্রভৃতি। বাংলা ভাষায় বলসঞ্চার ও সংস্কৃতবাহুল্যমুক্তির জন্য 'বেতালপঞ্চবিংশতি', 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি রচনায় তিনি সাহিত্যের দিক্ নির্দেশ করেন। এ ছাড়াও 'রঘুবংশ', 'সর্বদর্শনসংগ্রহ', 'কুমারসম্ভব', 'কাদম্বরী', 'মেঘদূত', 'উত্তররামচরিত', 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' প্রভৃতি গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। সমাজ-সংস্কারেও মুখ্য ভূমিকা ছিল। তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এবং সম্পাদক অক্ষয় দত্তের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে ছাত্রজীবনের শেষ দিকে। ১৮৫৪ - ৫৫

খ্রী. বিধবা-বিবাহের প্রস্তাব করেন। প্রবল পরিপন্থী আন্দোলনের মধ্যেও বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হয় (১৮৫৬)। এই বছরই ডিসেম্বরে প্রথম বিধবা-বিবাহ করেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। এখানে এবং পরে বহু বিধবা-বিবাহে নিজ অর্থব্যয় করে পরিণামে নিজেই ঋণগ্রস্ত হন। ১৮৭০ খ্রী. নিজপুত্র নারায়ণচন্দ্রের সঙ্গে জনৈকা বিধবার বিবাহ অনুমোদন করেন। কিন্তু বহুবিবাহ-রোধ আন্দোলনে ব্যর্থ হন। কারণ বন্ধুদের বাধা ও সিপাহী বিদ্রোহের পর সরকারের ভীতি। এই উপলক্ষে শিক্ষিত মহলে তীব্র বাদানুবাদের সৃষ্টি হলে, বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণ নূতন ভঙ্গিতে সরস ও বিদ্রূপাত্মক নিবন্ধ রচনা করেন। গ্রন্থাকারে সেগুলির নাম—'কস্যচিৎ ভাইপোস্য', 'অতি অল্প হইল', 'আবার অতি অল্প হইল', (১৮৭৩)। হিন্দু বিধবাদের দুরবস্থা থেকে বাঁচানোর জন্য 'হিন্দু ফ্যামিলী অ্যানুয়িটি ফাণ্ড' প্রতিষ্ঠা করেন। স্ত্রীশিক্ষায় বিপুল অবদান ছিল। সরকার কর্তৃক বিশেষ স্কুল ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম-গ্রামান্তরে ৬ মাসে ২০টি মডেল স্কুল স্থাপন করেন। এই সব স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষণ-পদ্ধতি শিক্ষার জন্য নিজ তত্ত্বাবধানে 'নর্ম্যাল স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। এর পরিচালক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। স্ত্রী-শিক্ষার সেই আদিযুগে বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির ছাত্রীসংখ্যা ছিল ১৩০০ (১৮৫৮)। বেথুন স্থাপিত স্কুলেরও সেক্রেটারী ছিলেন। গ্রামে স্থাপিত এতগুলি স্কুল সম্পর্কে সরকারের প্রতিশ্রুত সাহায্য না পাওয়ায় তাঁকে নিজ ব্যয়ে বেশ কিছুদিন এগুলি পরিচালনার দায়িত্বভার বহন করতে হয়। ১৮৫৯ খ্রী. 'ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল' প্রতিষ্ঠার পর ১৮৬৪ খ্রী. এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব বিদ্যাসাগরের হাতে আসে। এই স্কুলই প্রথমে 'হিন্দু মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশন' এবং পরে ১৮৭২ খ্রী. কলেজে রূপান্তরিত হয় (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ)। দেশীয় অধ্যাপকগণ দ্বারাই এই কলেজে ইংরেজী সাহিত্য পড়ান হত। সারা জীবন কঠোর সংগ্রামী, স্বাজাত্যাভিমানী, কোনো কারণেই আপোস না করা —এই ছিল বিদ্যাসাগরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ফলে শেষ জীবনে আত্মীয়-বন্ধুজন থেকে দূরে কার্মাটারে সাঁওতালদের মধ্যে বসবাস করতেন। এই একটি মাত্র জীবনে সারা শতাব্দী প্রতিফলিত। মাইকেল মধুসূদন তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন : 'The genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother'। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্রের প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব'। [১,২,৩,৬,৭,৮,১০,২০,২৫,২৬,২৮, ৪৫]

ঈশ্বর পুরী। কুমারহট্ট বা হালিশহর—চব্বিশ পরগনা। শ্যামসুন্দর আচার্য। শ্রীচৈতন্যের দীক্ষাগুরু (১৫০৮) ও মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। শোনা যায় 'কৃষ্ণলীলামৃত' নামে তিনি একখানি সংস্কৃত কাব্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু আজ অবধি গ্রন্থটি আবিষ্কৃত হয় নি। শ্রীরূপ সঙ্কলিত 'পদ্যাবলী'তে ঈশ্বরপুরী রচিত তিনটি শ্লোক আছে। [৩]

উইলকিন্স, স্যার চার্লস (১৭৪৯/৫০-১৮৩৬)। ১৭৭০ খ্রী. ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাইটারের চাকরি নিয়ে ভারতে আসেন। অল্পকালেই ফারসী, বাংলা ও সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং এই সকল ভাষায় ছাপার হরফ নির্মাণের চেষ্টাও শুরু করেন। ক্রমে হরফ নির্মাণ ও মুদ্রণ শিল্পে বিশেষজ্ঞ হন। তৎকালীন গভর্নর জেনারেল হেস্টিংসের অনুরোধে কোম্পানীর অপর কর্মচারী হ্যালহেডের ব্যাকরণ ছাপার জন্য বাংলা হরফ নির্মাণ করেন এবং হুগলীর নিজ ছাপাখানা থেকে ১৭৭৮ খ্রী. মুদ্রণ করেন। ব্যাকরণ-রচয়িতা হ্যালহেড ও মুদ্রাকর চার্লস একত্রে ৩০ হাজার টাকা পুরস্কার পান। ১৭৭৯ খ্রী. কোম্পানীর প্রেসের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং এই পদে ১৭৮৪ খ্রী. পর্যন্ত থাকেন। বাংলা ছাড়া ফারসী হরফও নির্মাণ করেন। ফ্রান্সিস গ্লাড্‌উইন-সংকলিত বিখ্যাত ইংরেজী-ফারসী অভিধান তাঁরই তত্ত্বাবধানে উক্ত হরফে ১৭৮০ খ্রী. মালদহে ছাপা হয়। পরবর্তী কালে সংস্কৃত হরফও প্রস্তুত করেন। এই সমস্ত কারণে তিনি বঙ্গদেশে 'মুদ্রণ-শিল্পের জনক' নামে অভিহিত হন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে উৎসাহী চার্লস ভগবদ্‌গীতার অনুবাদও করেন। গ্রন্থটি ১৭৮৫ খ্রী. ইংল্যাণ্ডে মুদ্রিত হয়। তাঁর আরব্ধ মনুসংহিতার অনুবাদ উইলিয়ম জোন্‌স শেষ করেন। 'এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠায় (১৭৮৪) তাঁর অবদান ছিল। তা ছাড়া তিনি সংস্কৃত হিতোপদেশের অনুবাদ এবং সংস্কৃতে রচিত কয়েকটি শিলালিপি ও তাম্রলিপির পাঠোদ্ধার করেন। কঠোর পরিশ্রমের জন্য স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় ১৭৮৫ খ্রী. স্বদেশে ফিরে যান। লণ্ডনে ইণ্ডিয়া হাউস সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হলে (১৭৯৯) তিনি অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন ও আমৃত্যু সেখানে কাজ করেন। এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্র 'এশিয়াটিক রিসার্চেস'-এ তাঁর অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত

হয়েছিল। তাঁর অন্যান্য রচনা : 'Story of Shakuntala from the Mahabharata', 'Compilation of Jones' Manuscripts', 'Richardson's Persian-Arabic-English Dictionary', 'A Grammar of the Sanskrit Language', 'Radicals of the Sanskrit Language'. [১,৩]

উজীর খাঁ (১৮৬০?-১৯২৭)। বীণকার আমীর খাঁ। পিতার কাছে ধ্রুপদ ও বীণা এবং মাতামহ বাহাদুর সেনের কাছে ধ্রুপদ ও রবাব শিক্ষা করেন। তাঁকে রামপুর ঘরানার শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা বলা যায়। পিতার মৃত্যুর পর রামপুর নবাব দরবারে প্রতিপালিত হন। এখান থেকে বিলাসি নবাব দরবারে যান এবং ঐ পরিবারে বিবাহ করেন। তিনি সংগীতশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ এবং হিন্দী, আরবী, ফারসী ও কিছু ইংরেজী শিক্ষা করে বহুমুখী বিদ্যার অধিকারী হয়েছিলেন। ২৬ বছর বয়সে দেশভ্রমণে যান। পুরাণ অবলম্বনে নাটক ও কবিতাদি হিন্দী ভাষায় রচনা করা তাঁর অবসর-বিনোদনের অবলম্বন ছিল। চিত্রাঙ্কনেও পারদর্শী ছিলেন। ৭/৮ বছর কলিকাতায় অবস্থানকালে কলিকাতার মেটিয়া-বুরুজের নবাবগণ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা দুনী শীল, তারাপ্রসাদ ঘোষ, পঞ্চেৎগড়ের জমিদার প্রমুখ গুণিগণ খাঁ সাহেবের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। বাংলা ভাষা ভালরকম শিখেছিলেন। বিখ্যাত ওস্তাদ আলা-উদ্দীন খাঁ তাঁর প্রিয় শিষ্য এবং দবীর খাঁ দৌহিত্র ছিলেন। [৫৮]

উজীর সরকার। ১৮৩২ খ্রী. ময়মনসিংহের সেরপুরে ইনি ও গুমানু সরকার প্রজাদের দলপতি হয়ে জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন (১৮৩২-৩৩) এবং কোনও কোনও অঞ্চলের কাছারি বাড়ি পুড়িয়ে দেন। এই বিদ্রোহ 'পাগল-পন্থী বিদ্রোহ' নামে খ্যাত হয়। [১,৫৬]

উড্রফ, স্যার জন জর্জ (১৫.১২.১৮৬৫-১৬.১.১৯৩৬) ইংল্যান্ড। স্যার জেমস টি. উড্রফ। পিতা কলিকাতা হাইকোর্টে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহার-জীবী ছিলেন। তিনিও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. ও বি.সি.এল. পাশ করে এবং ইনার টেম্পল থেকে ব্যারিস্টার হয়ে (১৮৮৯) পরের বছর কলিকাতায় এসে হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। ১৯০২ খ্রী. তিনি ভারত সরকারের স্ট্যান্ডিং কাউন্সেল হন ও ১৯০৪-২২ খ্রী. পর্যন্ত হাইকোর্টের বিচারপতির পদ অলংকৃত করেন। ১৯১৫ খ্রী. অল্পকালের জন্য প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন। ১৮৯৭ খ্রী. তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেগোর ল প্রফেসর নিযুক্ত হন। এই সময়ে তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতাসমূহ গ্রন্থাকারে 'দি ল রিলেটিং টু রিসিভার্স ইন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া' নামে প্রকাশিত হয় (১৯০৩)। কিন্তু তাঁর প্রধান কীর্তি তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণামূলক নিবন্ধ ও পুস্তকাদি রচনা। বিকৃত ব্যাখ্যা ও ক্রিয়াকাণ্ডের ফলে দেশীয় ও বিদেশীয় সমাজে তন্ত্রের প্রতি ঘৃণার ভাব সৃষ্টি হয়েছিল। তখন তিনি প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের কাছে তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করে শাস্ত্রের মূল দার্শনিক তত্ত্ব উদ্ধার করেন এবং স্মল-কজেস্ কোর্টের উকিল অটলবিহারী ঘোষের সহযোগিতায় অনেকগুলি লুপ্তপ্রায় তন্ত্রগ্রন্থ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। এই প্রয়াসের ফলে তন্ত্রশাস্ত্র ও তার মহিমময় দর্শনের প্রতি সুধী সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ১৯২২ খ্রী. তিনি অবসর-গ্রহণ করেন ও স্বদেশে গিয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় আইন বিষয়ের রীডার নিযুক্ত হন (১৯২৩-৩০)। তিনি 'আর্থার অ্যাভ্যালিন' ছদ্মনামে রচনাদি প্রকাশ করতেন। তাঁর রচিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'মহানির্বাণতন্ত্র', 'দি প্রিন্সিপল্স্ অফ তন্ত্র', 'দি সার্পেণ্ট পাওয়ার', 'শক্তি অ্যান্ড শাক্ত', 'পাওয়ার অ্যাজ লাইফ' ইত্যাদি। [৩]

উদয়চরণ আঢ্য (১৮২১-১৮৫৬) কলিকাতা। সিনিয়র স্কলার হয়ে প্রথমে কলিকাতা ট্রেজারীতে, লবণ বিভাগে এবং শেষে আবগারী বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট পদে কাজ করেন। ১৮৩৭ খ্রী. 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রিকার সম্পাদনা এবং ইংরেজী-বাংলা অভিধান, শব্দাম্বুধি, ভাগবত, রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। মাত্র ৩৫ বছরে মৃত্যু। [১]

উদয়নাচার্য ভাদুড়ী (১২শ শতাব্দী) নিসিন্দা—বগুড়া। বৃহস্পতি আচার্য। কল্লুক ভট্টের নিকট দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি বৌদ্ধদের বিচারে পরাভূত করে 'কুসুমাঞ্জলি' নামক গ্রন্থে ব্রহ্মতত্ত্বের প্রকাশ ও আস্তিকতা প্রতিপন্ন করেন। তাঁর রচিত 'কুসুমাঞ্জলি' ও 'কিরণাবলী' গ্রন্থদ্বয় বঙ্গদেশের দার্শনিক পণ্ডিত মহলে সাদরে গৃহীত হয়। বৌদ্ধ-মতখণ্ডনকারী 'আত্মবিবেক' নামক ধর্মগ্রন্থ ও 'তাৎপর্যপরিশুদ্ধি' নামক টীকাও রচনা করেন। রাজশাহীর তাহিরপুর ও চৌগ্রামের রাজবংশ তাঁরই বংশধর। [১,২৫,২৬]

উদয়াদিত্য। যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের জ্যেষ্ঠ-পুত্র। ১৬১১ খ্রী. ডিসে. থেকে ১৬১২ খ্রী. জানু. পর্যন্ত মোগল সেনাপতি ইসলাম খাঁর সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের জলযুদ্ধে আংশিক দায়িত্ব নিয়ে

সেনাপতিত্ব করেন। যুদ্ধে প্রথম দিকে জয়ী হলেও শেষে পরাজিত হন। যমুনা ও ইছামতীর সঙ্গম সাল্‌কা নামক স্থানে দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। চরিত্রগুণে জনপ্রিয় ছিলেন। স্বদেশী যুগে তাঁর বীরত্ব স্মরণ করে সরলাদেবীর পরিচালনায় 'উদয়াদিত্য উৎসব' পালিত হয়েছিল। [১,৩]

উম্ধবচন্দ্র চূড়ামণি (? - ১৩২০ ব.) বাগনান, মতান্তরে ধনিয়াখালি—হুগলী। কলিকাতার ভৈরবচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের টোলে ও রঘুনাথ শিরোমণির নিকট ব্যাকরণাদি অধ্যয়ন করে পণ্ডিত হন এবং 'চূড়ামণি' উপাধি পান। কথকতায় দেশব্যাপী সুনাম অর্জন করেন। চন্দননগরে তাঁর বাসস্থান ছিল। [১]

উম্ধবদাস (১৮শ শতাব্দী) টেঁয়া-বৈদ্যপুর—মুর্শিদাবাদ, মতান্তরে বর্ধমান। প্রকৃত নাম কৃষ্ণকান্ত মজুমদার। রাধামোহন ঠাকুরের (শ্রীনিবাসের প্রপৌত্র) শিষ্য। তাঁর রচিত ১১০টি পদ পাওয়া যায়। রচিত বহু পদেই গৌরাঙ্গ-ভক্তগণের স্বল্প পরিচয় সন্নিবন্ধ আছে। [১,৪,২০]

উম্ধারণ দত্ত (১৪৮১ - ১৫৩৮) সপ্তগ্রাম—ত্রিবেণী। শ্রীকর। পৈতৃক বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়ে বাঙলার নবাব হোশেন শা'র কাছ থেকে জমিদারী ক্রয় করেন এবং নিজ নামানুসারে ঐ স্থানের নাম 'উম্ধারণপুর' রাখেন। তিনি নিজ গ্রামের সুবর্ণবণিকদের নেতা ও নিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয় শিষ্য ছিলেন এবং দ্বাদশ গোপালের অন্যতম ও উম্ধারণপুরের গৌর-নিতাই মূর্তির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। নিত্যানন্দ শেষ জীবনে উম্ধারণপুরে (কাটোয়ার উত্তরে) বসবাস করেন। [১,৩]

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১২.৫.১৮৬৩ - ২০.১২.১৯১৫) মসুয়া—ময়মনসিংহ। কালীনাথ। পূর্বনাম—কামদারঞ্জন। পাঁচ বছর বয়সে কাকা হরিকিশোরের দত্তকপুত্র হিসাবে নূতন নামকরণ হয় উপেন্দ্রকিশোর। ১৮৮০ খ্রী. প্রবেশিকা পাশ করে প্রথমে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ ও পরে ১৮৮৪ খ্রী. মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউট থেকে বি.এ. পাশ করেন। এই বছরেই ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন এবং ব্রাহ্মনেতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়-এর জ্যেষ্ঠা কন্যা বিধুমুখী দেবীকে বিবাহ করেন। ১৮৮৩ খ্রী. ছাত্রাবস্থায় 'সখা'য় তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। শিশু ও কিশোরদের উপযোগী ভাষায় ছড়া, উপকথা, মনোরঞ্জক কাহিনী এবং কিশোরোপযোগী বৈজ্ঞানিক কাহিনী রচনার দ্বারা শিশু-সাহিত্যের নানা দিক্‌ নির্দেশ করেন। তাঁর রচিত 'ছেলেদের রামায়ণ', 'ছেলেদের মহাভারত', 'সেকালের কথা', 'টুনটুনির বই', 'গুপি গাইন ও বাঘা বাইন' প্রভৃতি গ্রন্থে নানা বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ লক্ষণীয়। ১৯১৩ খ্রী. 'সন্দেশ' পত্রিকা প্রকাশ করে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কৌতুকরসে তরুণচিত্তে এক নূতন জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন। এক কথায় তিনি বাংলা শিশু-সাহিত্যের পথিকৃৎ। সঙ্গীত-জগতেও তাঁর অসাধারণ দান আছে। পাখোয়াজ, বাঁশি, হারমোনিয়াম, বেহালাবাদন প্রভৃতিতে দক্ষ ছিলেন, কিন্তু বেহালাই তাঁর প্রিয় যন্ত্র ছিল। মাঝে মাঝে সঙ্গীত-রচনা ও সুরসৃষ্টি করতেন। তাঁর প্রসিদ্ধ ব্রহ্মসঙ্গীত 'জাগো পুরবাসী' এখনও মাঘোৎসবে গাওয়া হয়। 'সাধনা' ও 'প্রবাসী' পত্রিকায় সঙ্গীতবিষয়ে বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ডোয়ার্কিন কোং-এর 'সঙ্গীত-প্রকাশিকা' পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। চিত্রবিদ্যায় অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। সাধারণত নিজস্ব রচনাবলীর ছবি আঁকতেন। 'হিন্দুস্থানী উপকথা'য় (সীতা দেবী ও শান্তা দেবী সঙ্কলিত) ছবি এঁকেছেন। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ কবিতা 'নদী'র উপরেও সাতটি ছবি আছে। অঙ্কিত বিখ্যাত ছবি 'বলরামের দেহত্যাগ'। তেলরং, জলরং ব্যবহার ও পাশ্চাত্য রীতির পক্ষপাতী ছিলেন। ছোটদের জন্য রচিত গ্রন্থাবলীর চিত্রমুদ্রণ-পদ্ধতির দুর্বলতার জন্য 'হাফটোন' পদ্ধতির গবেষণা করেন। ঐ সময় পাশ্চাত্যেও হাফটোন গবেষণার পর্যায়ে ছিল। গণিতজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী উপেন্দ্রকিশোর দেশীয় গবেষণায় নানাপ্রকার ডায়াফর্ম সৃষ্টি, রে-স্ক্রীন অ্যাডজাস্টার যন্ত্র নির্মাণ, ডুয়োটাইপ ও রে-টিণ্ট পদ্ধতির উদ্ভাবনে কৃতিত্ব দেখান। বিলাতী পত্রিকা সম্পাদকদের মতে এই প্রক্রিয়ার গবেষকদের মধ্যে উপেন্দ্রকিশোরই শ্রেষ্ঠ। তৎকালীন সমস্ত বিখ্যাত বিদেশী কাগজের প্রশংসালাভ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ইউ. রায় অ্যান্ড সন্স' কোম্পানী থেকেই ভারতবর্ষে প্রসেস-শিল্প-বিকাশের সূত্রপাত হয়। তবে আনন্দরসিক শিশু-সাহিত্যিকরূপেই তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর সন্তানরা —সুখলতা রাও, পুণ্যলতা চক্রবর্তী, সুকুমার রায় ও সুবিনয় রায় এবং পৌত্র চিত্র-পরিচালক সত্যজিৎ রায়—প্রত্যেকেই পরবর্তী কালে শিশু-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। [৩]

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১২.১০.১৮৮১ - ৩০.১.১৯৬০) ভাগলপুর। মহেন্দ্রনাথ। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের মাতুল উপেন্দ্রনাথ বি.এল. পাশ করে ভাগলপুরে ওকালতি শুরু করেন। পরে ওকালতি ত্যাগ করে সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁরই সম্পাদনায় অন্যতম প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা 'বিচিত্রা' প্রকাশিত হতে থাকে (১৯২৫ - ৩৭)। পরে আট বছর কাল 'গল্প

ভারতী'র সম্পাদক ছিলেন। মাত্র বারো বছর বয়সে তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। প্রথম গল্পগ্রন্থ 'সংতক' (১৯১২)। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'রাজপথ', 'দিকশূল', 'অন্তরাগ', 'স্মৃতিকথা' (চার খণ্ড) প্রভৃতি। একাধিক গল্প ছায়াচিত্রে সাফল্য অর্জন করে। সাহিত্যকীর্তির স্বীকৃতি হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ১৯৫৫ খ্রী. 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান করেন। এ ছাড়াও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নরসিংদাস পুরস্কার' (১৯৫৮) এবং 'আনন্দবাজার পুরস্কার' (১৯৬০) পান। ১৯৫৮ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'লীলা বক্তৃতা' দেন। কলিকাতায় মৃত্যু। [৩,৪]

উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, ড. (১২৯৩?-২৯.৩.১৩৭৬ ব.)। প্রেসিডেন্সী কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। ভারততত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য বিদেশের পণ্ডিত-সমাজেও স্বীকৃতি লাভ করে। পাণ্ডিত্যের জন্য সংস্কৃত কলেজ তাঁকে 'ভারততত্ত্বশেখর' উপাধিতে ভূষিত করেন। এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি এবং বহু তথ্যবহুল গবেষণা গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন. [৪]

উপেন্দ্রনাথ দাস (১২৫৫-১৩০২ ব.) কলিকাতা। শ্রীনাথ। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর পিতৃগৃহ ত্যাগ করেন। সংস্কৃত কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে সংবাদপত্র-প্রকাশ, রাজনীতি, নাট্য-আন্দোলন প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে জড়িয়ে পড়েন। ১৮৭৫ খ্রী. কলিকাতার গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের পরিচালক নিযুক্ত হন। এখানেই তিনি তাঁর 'শরৎ-সরোজিনী' (১৮৭৪) ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' (১৮৭৫) নাটক দু'খানি মঞ্চস্থ করেন। প্রিন্স অফ ওয়েলস্ কলিকাতায় ভদ্র পরিবারের মহিলাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, উকিল জগদানন্দ নিজ পরিবারের মহিলাদের দ্বারা পরিচিতিসহ তাঁর অভ্যর্থনা করান। ১৮৭৬ খ্রী. এই পরিপ্রেক্ষিতে উপেন্দ্রনাথ-পরিচালিত 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' নামক প্রহসন অভিনীত হলে পুলিস তা বন্ধ করে দেয়। তখন 'হনুমান চরিত্র' নামে প্রহসনটি পুনরভিনীত হয় এবং অভিনয়-রজনীতে রঙ্গমঞ্চে পুলিসী হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে উপেন্দ্রনাথ পুলিসকে ব্যঙ্গ করে 'পোলিস অফ পিগ অ্যান্ড শীপ' এবং 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। ফলে অশ্লীলতার দায়ে তিনি সদলবলে গ্রেপ্তার হন। বিচারে উপেন্দ্রনাথ ও অমৃতলাল বসুর একমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়। পরে হাইকোর্টের বিচারে মুক্তি পান। এই ঘটনার পর সরকার 'ড্রামাটিক কণ্ট্রোল বিল' পাশ করে রঙ্গমঞ্চ নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি ব্যারিস্টারি পড়বার জন্য বিলাত যান এবং প্রচণ্ড আর্থিক কষ্টের মধ্যে ১২ বছর কাটিয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন। ইংল্যাণ্ডে থাকা কালে 'ব্রাদার জিল অ্যান্ড আই' প্রহসন অবলম্বনে রচিত তাঁর শেষ নাটক 'দাদা ও আমি' ১৮৮৮ খ্রী. প্রকাশিত হয়। [১,৩,৭]

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (৬.৬.১৮৭৯-৪.৪.১৯৫০) গোন্দলপাড়া—চন্দননগর। চন্দননগর ডুপ্লে কলেজ থেকে এফ.এ. পাশ করে কলিকাতা ডাফ্ কলেজে বি.এ. পাঠরত অবস্থায় বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ১৯০৫ খ্রী. বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগে 'যুগান্তর' ও 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। ছাত্রাবস্থা থেকে অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল এই দুই রাজনৈতিক বন্ধুর সঙ্গে আজীবন সংযোগরক্ষা করে গেছেন। ১৯০৮ খ্রী. মুরারিপুকুর বোমার মামলায় ধৃত হন এবং ১৯০৯ খ্রী. যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হন। ১২ বছর পর মুক্তি পান। ফেরারী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রতিবাদে তিনি 'বিজলী' পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই সময় চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে রাজনৈতিক সংযোগ স্থাপিত হয় এবং চিত্তরঞ্জন-প্রতিষ্ঠিত 'নারায়ণ' পত্রিকায় নিয়মিত লেখা আরম্ভ করেন। ১৯২২ খ্রী. অমরেন্দ্রনাথ রাজনৈতিক পত্রিকা 'আত্মশক্তি' প্রতিষ্ঠা করে এর প্রকাশনা ও সম্পাদনার ভার উপেন্দ্রনাথের হাতে অর্পণ করেন। এই সময় অমরেন্দ্রনাথের উদ্যোগে 'আত্মশক্তি লাইব্রেরী' থেকে উপেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হতে থাকে। সুভাষচন্দ্র ও চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে তাঁদের রাজনৈতিক মিতালি ছিল এবং স্বরাজ্যদলের মুখপত্র 'স্বদেশ'-এর প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে উপেন্দ্রনাথ যথেষ্ট সহযোগিতা করেছিলেন। ১৯২৩ খ্রী. ২৫ সেপ্টে. সরকার তাঁকে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩নং রেগুলেশনে গ্রেপ্তার করে। ১৯২৬ খ্রী. মুক্তিলাভের পর প্রধানত সাংবাদিকতা কার্যে ব্রতী হন। 'ফরোয়ার্ড', 'লিবার্টি', 'অমৃতবাজার' প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৫ খ্রী. থেকে আমৃত্যু 'দৈনিক বসুমতী' সম্পাদনা করেন। ১৯৪৯ খ্রী. থেকে প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সভাপতি ছিলেন। রচিত 'নির্বাসিতের আত্মকথা' (১৯২১) ও 'ঊনপঞ্চাশী' (১৯২২) গ্রন্থে উপেন্দ্রনাথের উজ্জ্বল হাস্যরস ও অনায়াস বাগ্‌ভঙ্গি পরিস্ফুট। অন্যান্য পুস্তক : 'পথের সন্ধান', 'স্বাধীন মানুষ', 'ধর্ম ও কর্ম', 'বর্তমান সমস্যা', 'জাতের বিড়ম্বনা', 'অনন্তানন্দের পত্র', 'বর্তমান জগৎ' ইত্যাদি। [১,৩,৪,৫,৭,২৬]

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, (৭.৬.১৮৭৫-৬.২.১৯৪৬)। জামালপুরে জন্ম। নিবাস—হুগলী মহেশ-

তলা। কালাজ্বরের ঔষধ 'ইউরিয়া স্টিবামাইন'-এর আবিষ্কারক। মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৮৯৩ খ্রী. গণিতে প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ বি.এ. পাশ করেন। এরপর একই সঙ্গে রসায়ন ও চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে থাকেন। ১৮৯৪ খ্রী. রসায়নে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ও ১৮৯৮ খ্রী. মেডিসিন ও সার্জারীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.বি. পাশ করেন এবং গুডিভ ও ম্যাকলাউড পদক পান। ১৯০২ খ্রী. এম.ডি. ও ১৯০৪ খ্রী. শরীরতত্ত্বে পি-এইচ.ডি. উপাধি এবং কোট্স্ পদক, গ্রিফিথ পুরস্কার ও মিণ্টো পদক পান। ১৯০৫ খ্রী. থেকে ১৯২৩ খ্রী. পর্যন্ত ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে প্যাথলজী ও মেটিরিয়া মেডিকার শিক্ষক ছিলেন। পরে কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডি-ক্যাল স্কুল ও কারমাইকেল কলেজেও শিক্ষকতা করেন। ম্যালেরিয়া, ব্ল্যাকওয়াটার ফিভার এবং সাধারণভাবে রসায়নশাস্ত্র-বিষয়ে বিস্তৃত গবেষণাও করেছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে রচনাবলীর মধ্যে 'ট্রিটিজ অন কালাজ্বর' বিখ্যাত। বিলাতের রয়াল সোসাইটি অফ মেডিসিনের সভ্য, ইন্দোরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের (১৯৩৬) সভাপতি ও বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৩৪ খ্রী. 'নাইট' উপাধি পান। 'ব্রহ্মচারী রিসার্চ ইন্-স্টিটিউট' স্থাপন করে দেশী ঔষধ প্রস্তুতের চেষ্টায় কৃতকার্য হন। [৩,৭,২৫,২৬]

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৮ - ১৯১৯) কলিকাতা। পূর্ণচন্দ্র। 'সাপ্তাহিক বসুমতী' (২৫.৮.১৮৯৬) ও 'দৈনিক বসুমতী' (৬.৮.১৯১৪) পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু তাঁর প্রধান কৃতিত্ব জনসাধারণের মধ্যে মহৎ সাহিত্য প্রচারের প্রচেষ্টায় 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির'-এর প্রতিষ্ঠা ও এই সংস্থার মাধ্যমে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণের গ্রন্থাবলীর সুলভ সংস্করণ প্রকাশনা। 'সাহিত্য' পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' পত্রিকার সম্পাদনা এবং কয়েকটি ধর্মগ্রন্থ প্রকাশ করেন। সম্পাদিত গ্রন্থ : 'হিন্দু সমাজের ইতিহাস', 'রাজভাষা', 'পাতঞ্জলদর্শন', 'কালিদাসের গ্রন্থাবলী', 'কথাসরিৎ-সাগর' (কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থসহ), 'রামমোহন গ্রন্থমালা' ইত্যাদি। [৩,৪,৫]

উপেন্দ্রনাথ সাউ, রায়বাহাদুর (১৬.১.১৮৫৯ - ২৬.২.১৯১৫) ধান্যকুড়িয়া—চব্বিশ পরগনা। পতিতচন্দ্র। কলিকাতার ফ্রি চার্চ ইন্স্টিটিউশনের ছাত্র ছিলেন। পিতার মৃত্যু হওয়ায় মাত্র ঊনিশ বৎসর বয়সে শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে তাঁকে পিতার জমিদারী পরিচালনার ভার গ্রহণ করতে হয়। বিবিধ সদনুষ্ঠানে তিনি উদ্যোগী ছিলেন। তিনি পিতৃপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধনে, সংস্কৃত-প্রচারার্থ চতুষ্পাঠী ও দরিদ্র সাধারণের জন্য দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপনে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ও মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠায় অকাতরে অর্থব্যয় এবং মুসলমানদের জন্য মসজিদ নির্মাণকল্পে ভূমিদান করেন। ১৩০৪ ব. দুর্ভিক্ষ-কালে অন্নসত্র স্থাপন করে প্রতিদিন ৩ হাজার লোককে অন্নদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। তা ছাড়া বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। [১]

উপেন্দ্রনাথ সেন। বিখ্যাত আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ-প্রকাশক ও ঔষধ প্রস্তুতকারক। তিনি দৈনিক 'বেঙ্গলী' ও 'হিতবাদী' পত্রিকার উন্নতিবিধানে উৎসাহী ছিলেন। অসবর্ণ বিবাহ প্রচলনে তাঁর সমর্থন ছিল। ১৯০৫ খ্রী. স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বহু বছর বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কল পরিচালনা করেন। [৬]

উবাইদুল্লাহ, মৌলবী (১৯শ শতাব্দী) ঢাকা। আমীনুদ্দীন সুহরাওয়ার্দী। তিনি ঢাকা মাদ্রাসার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ভাইসরয়ের লেজিসলেটিভ কাউ-ন্সিলের অনুবাদ-বিভাগের হেড মুনশী (১৮৬৪) এবং হুগলী কলেজের অ্যাংলো-অ্যারাবিক অধ্যাপক ছিলেন। ইংরেজী, আরবী ও ফারসী ভাষায় তাঁর রচিত বহু গ্রন্থ আছে। তিনি আরবী ও ইংরেজী-আরবী ব্যাকরণ রচনা করেন। রাজনীতিবিদ্ হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দী তাঁর দৌহিত্র ছিলেন। [১৩৩]

উমাচরণ গুরুঠাকুর। কোয়েপাড়া—চট্টগ্রাম। 'অন্দেশ্বরীর পাঞ্চালী' নামক পাঁচালী-গ্রন্থ প্রণেতা। এতে চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত 'অন্দেশ্বরী ব্রতের' নিয়মাদি লিপিবদ্ধ আছে। [১]

উমাচরণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৯ - ১২.৮.১৯০০) কাশী। দেবনাথ। ১৮৭০ খ্রী. কুইন্স কলেজ থেকে বৃত্তিসমেত বি.এ. এবং ১৮৭১ খ্রী. ইংরেজী সাহিত্যে এম.এ. পাশ করে তিনি কুইন্স কলেজ ও আগ্রা কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। এরপর ১৮৭৭ খ্রী. তিনি প্রথমে ঢোলপুর রাজ্যের নাবালক রাজার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। ক্রমে মন্ত্রী ও রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদ লাভ করেন (১৮৯৮) এবং রাজা কর্তৃক প্রকাশ্য দরবারে 'সর্দার' উপাধিতে ভূষিত হন। ইংরেজী এবং ভারতীয় ভাষা ছাড়া ফরাসী ও জার্মান ভাষায়ও তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। গণিত-শাস্ত্র, দর্শন, জ্যোতিষ, ইতিহাস, আইন প্রভৃতি বিষয়েও পারদর্শী ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'কোম্তের দর্শন' ও 'হিন্দী-ইংরেজী ব্যাকরণ'। [১,৪,৬]

উমাচরণ শেঠ। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রথম পরীক্ষায় (১৮৩৮) চারজন কৃতকার্য ছাত্রের মধ্যে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। সেজন্য লর্ড অকল্যান্ড তাঁকে একটি সোনার ঘড়ি পুরস্কার দেন। ১৬ ফেব্রু. ১৮৩৯ খ্রী. তিনি সরকারী কাজে নিযুক্ত হন। কিছুদিন বর্ধমানের চ্যারিটি হাসপাতালেও কাজ করেন। [১৬]

উমা দেবী (১৯০৪ - ১৯৩১)। পিতা দার্শনিক পণ্ডিত মোহিতচন্দ্র সেন। মাতা সুলেখিকা ও কবি সুশীলা দেবী। স্বামী শিশিরকুমার গুপ্ত। উমাদেবীর কাব্যগ্রন্থ : 'ঘুমের আগে' ও 'বাতায়ন'। রবীন্দ্রনাথ 'বাতায়ন'-এর কবিতা সম্বন্ধে লিখেছেন— "এই 'ছায়াছবি'র বিষয়গুলি তোমার বানানো পদার্থ নয়, এগুলি তোমার আপন দেখা বিষয়, তোমার দৃষ্টির ঔৎসুক্য ও প্রকাশের সরল নৈপুণ্য দিয়ে রচিত। এর প্রত্যেকটিতে বিশিষ্টতা আছে।" অন্যান্য গ্রন্থ : 'মাধুরী', 'বাঙ্গালী জীবন', 'নীতিগল্পিকা', 'কাজলী' ইত্যাদি। [৪,৫,৪৪]

উমানন্দন ঠাকুর। কলিকাতা। পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত ধনাঢ্য ব্যক্তি। ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। 'পাষণ্ড পীড়ন' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি নিজের বাড়িতে ইংরেজী ভাষা আলোচনার জন্য পণ্ডিত ব্যক্তিদের সাদর আমন্ত্রণ জানাতেন। নাস্তিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর উদ্দেশ্যে 'জ্ঞানসন্দীপন সভা' প্রতিষ্ঠিত করে সমাজের উপকার সাধন করেছিলেন। [১]

উমাপতি গাঙ্গুলী, ডা. (১৩২০ - ১৮.৯.১৩৭৬ ব.)। ডা. ইউ. পি. গাঙ্গুলী নামে সমধিক পরিচিত। চিকিৎসক হিসাবে অশেষ খ্যাতিমান ছিলেন। এনামেল শিল্পেও বিশেষজ্ঞ ছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নির্দেশে এনামেল শিল্পের উন্নতিকল্পে 'বেঙ্গল এনামেল' নামক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় প্রতিষ্ঠানটি ভারতের বৃহত্তম ও এশিয়ার আধুনিকতম সংস্থা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। [৪]

উমাপতিধর। সুবর্ণগ্রাম। কাঞ্জিলাল দত্ত। লক্ষ্মণসেনের রাজসভার পঞ্চরত্নের অন্যতম ও সুকবি। জয়দেব তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'চন্দ্রচূড়চরিত' পাওয়া যায় নি। তাঁকে লক্ষ্মণসেনের পিতামহ বিজয়সেনের 'দেওপাড়া প্রশস্তি'র লেখকও বলা হয়। 'বৈষ্ণবতোষিণী'তে তাঁর রচিত বহু শ্লোক পাওয়া যায়। [১,৩]

উমিচাঁদ (? - ১৭৫৮)। অমৃতসর শহরের শিখ বণিক। তিনি আমিনচাঁদ বা আমীরচাঁদ নামেও পরিচিত ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর কোনও এক সময়ে কলিকাতার বিখ্যাত বৈষ্ণবচরণ শেঠের নিকট শিক্ষানবিসী করেন। পরে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দালালরূপে চল্লিশ বছরে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। ১৭৫৭ খ্রী. সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারিরূপে ইংরেজ পক্ষে যোগদান করে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পরাজয়-সাধনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। যুদ্ধের আগে তিনি ষড়যন্ত্র ফাঁসের ভয় দেখিয়ে ইংরেজপক্ষে ক্লাইভের সঙ্গে এরূপ ব্যবস্থা করেন যে যুদ্ধে জয়লাভের পর সিরাজের ধনভাণ্ডারের অর্থ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা তিনি পাবেন। চতুর ক্লাইভ তখন এইরূপ সুকৌশলে দুই প্রস্থ দলিল প্রস্তুত করান যে তার একটিতে টাকার উল্লেখ ছিল, অন্যটিতে ছিল না। পলাশী যুদ্ধে জয়লাভের পর উমিচাঁদ টাকার দাবি করলে ক্লাইভ তাঁর দলিলটি জাল ব'লে প্রমাণিত করেন। এভাবে বঞ্চিত হওয়ায় তিনি হতাশ হয়ে পড়েন। এর পর তিনি মাত্র এক বৎসর জীবিত ছিলেন। মৃত্যুর আগে অধিকাংশ সম্পত্তি ধর্মার্থ দান করে যান। [১,২,৩]

উমেশচন্দ্র গুপ্ত, বিদ্যারত্ন (? - ১৩৩০ ব.) সেনহাটি—খুলনা, মতান্তরে কালিয়া—যশোহর। দীর্ঘকাল শাস্ত্রচর্চায় ঋগ্বেদ ইত্যাদির নূতন ব্যাখ্যা রচনা করে প্রতিদিন বিকালে কলিকাতার গোলদীঘিতে বক্তৃতা দিতেন। 'মানবের আদি জন্মভূমি' (১৩১৯), 'ঋগ্বেদের প্রকৃতার্থবাহী' (১৩১৮) 'জাতিতত্ত্ববারিধ' প্রভৃতি বাংলা ও সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর মতে ব্রাহ্মণদের আদি বাসভূমি মঙ্গোলিয়ায় ছিল। তাঁরা রেড ইণ্ডিয়ানদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে সামবেদ ও সংস্কৃত নিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদ ভারতে এবং যজুর্বেদ তুরস্ক, পারস্য, আফগানিস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে রচিত। ময়মনসিংহে আইন ব্যবসায় করতেন। 'আরতি' নামে একটি পত্রিকা (১৩১৭ - ১৮ ব.) সম্পাদনা করেন। [১,৩,৪,৫]

উমেশচন্দ্র দত্ত [১] (১৮২৭ - ১৮৬১) কলিকাতা। দুর্গাচরণ। প্রপিতামহ—অক্রূর। 'সংবাদ প্রভাকর'-এর অন্যতম লেখক ছিলেন। নবীন লেখকদের উৎসাহিত করবার জন্য তিনি উৎকৃষ্ট রচয়িতাদের পুরস্কার দিতেন। তিনি ইংরেজ কবি মুরের বহু কবিতা বাংলা ছন্দে অনুবাদ করেন। একবার Goldsmith-এর Hermit কবিতা অনুবাদ করে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছিলেন। সঙ্গীত-রচনাতেও পারদর্শী ছিলেন। রচিত গানের অধিকাংশই ব্যঙ্গরসাত্মক। প্রজাদের করবৃদ্ধি ও কেরীর দশ আইন উপলক্ষে গান রচনা করেছিলেন। ১৮৫৩ খ্রী. প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের অন্যতম

অবৈতনিক সম্পাদক হন। তা ছাড়া বহু জনহিতকর কার্যের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। [২৫]

উমেশচন্দ্র দত্ত ² (১৬.১২.১৮৪০ - ১৯.৬.১৯০৭) মজিলপুর—চব্বিশ পরগনা। হরমোহন। গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষারম্ভ। ১৮৫৯ খ্রী. ভবানীপুরের লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি ইন্‌স্টিটিউশন থেকে এন্‌ট্রান্স পাশ করেন। ঐ বছরেই দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের সান্নিধ্যে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। পরে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন, কিন্তু অর্থাভাবে পড়াশুনা বন্ধ রাখেন। ১৮৬২ খ্রী. থেকে বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। এই অবস্থায় ১৮৬৪ খ্রী. প্রাইভেটে এফ.এ. ও ১৮৬৭ খ্রী. বি.এ. পাশ করেন। এই বছরেই উমেশচন্দ্রের ব্রাহ্মমতে বিবাহ হয় এবং তিনি সপরিবারে কেশবচন্দ্রের 'ভারত আশ্রম' ভুক্ত হন। এই সময় তিনি শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক বিভিন্ন কাজে যোগদান করেন। কেশববিরোধী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর অগ্রগণ্য ভূমিকা ছিল (১৮৭৮)। ১৮৭৯ খ্রী. সিটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি তার প্রধান শিক্ষক এবং ১৮৮১ খ্রী. সিটি কলেজ প্রতিষ্ঠার বছর থেকে আমৃত্যু তার অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮৯৩ খ্রী. তিনজন বন্ধুর সহায়তায় (যামিনীনাথ, শ্রীনাথ, মোহিনীমোহন) মূকবধির বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং তার সম্পাদক নিযুক্ত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটের সদস্য, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ও সভাপতি এবং 'বামাবোধিনী', 'ধর্মসাধন', 'ভারত-সংস্কারক' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 'বামা রচনাবলী' ও 'স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যার আবশ্যকতা' নামে গ্রন্থ দু'খানি ১৮৭২ খ্রী. প্রকাশ করেন। [১,৩,৪,৫,৮,২২]

উমেশচন্দ্র বটব্যাল (৩০.৮.১৮৫২ - ১৬.৭.১৮৯৮) রামনগর—হুগলী। দুর্গাচরণ। ১৮৭৪ খ্রী. সংস্কৃত কলেজ থেকে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৭৬ খ্রী. প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ করেন এবং সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপত্তির জন্য 'বিদ্যালঙ্কার' উপাধি প্রাপ্ত হন। প্রথমে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটরূপে কর্মজীবন শুরু, পরে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করে স্ট্যাটিউটরি সিভিলিয়ন পদ প্রাপ্ত হন। সরকারী উচ্চপদে থেকেও বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় ইতিহাস ও দর্শন-বিষয়ক প্রবন্ধ নিয়মিত লিখতেন। মৃত্যুর পর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'সাংখ্য-দর্শন' (১৯০০) ও 'বেদ-প্রবেশিকা' (১৯০৫) উল্লেখযোগ্য। 'বৈদিক সোম' প্রথম প্রকাশিত রচনা। রবীন্দ্রনাথের প্রশংসালাভ করেছিলেন। 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ'-এর ঐ নামকরণ তাঁরই প্রস্তাব অনুসারে হয়েছিল। [১,২,৩,৭,২৫,২৬]

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ডাবলিউ. সি. বনার্জী) (২৯.১২.১৮৪৪ - ২১.৭.১৯০৬) খিদিরপুর—কলিকাতা। অ্যাটর্নি গিরীশচন্দ্র। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী ও হিন্দু স্কুলে এবং ভাষাবিদ্ গিরিশচন্দ্রের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। কিছুদিন অ্যাটর্নি অফিসে শিক্ষানবিসী করার পর ১৮৬৪ খ্রী. রুস্তমজী জিজিভাই বৃত্তি পেয়ে বিলাত যান। ১৮৬৫ খ্রী. লণ্ডনে ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন ও প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৬৮ খ্রী. ব্যারিস্টারি পাশ করে দেশে ফিরে এসে কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি শুরু করে খ্যাতি ও প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। ব্যবহারজীবীর স্বীকৃতিস্বরূপ ভারত সরকার তাঁকে চারবার স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিলে নির্বাচিত করেন। ১৮৭১ খ্রী. 'হিন্দু উইল্‌স্ অ্যাক্ট, ১৮৭০' সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। ১৮৮৩ খ্রী. সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হলে তিনি সুরেন্দ্রনাথের পক্ষ সমর্থন করেন। ১৮৮৫ খ্রী. বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে এবং ১৮৯২ খ্রী. এলাহাবাদ কংগ্রেসের অষ্টম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। রাজনৈতিক মতাদর্শে তিনি লিবারেল বা উদারপন্থী ছিলেন। ভারতবর্ষের পূর্ণ-স্বাধীনতা তাঁর কল্পনায় ছিল না। ব্যক্তি-জীবনে উগ্র সাহেবিয়ানার জন্য 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় তাঁর তীব্র সমালোচনা হয়। স্ত্রী খ্রীষ্টধর্মাবলম্বিনী ছিলেন, কিন্তু নিজে স্বধর্ম ত্যাগ করেন নি। ১৮৫১ খ্রী. তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল ফ্যাকালটির প্রথম প্রেসিডেণ্ট হন। এ ছাড়াও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্য এবং ১৮৯৩ - ৯৫ খ্রী. পর্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ১৯০২ খ্রী. লণ্ডনের নিকটে ক্রয়ডনে স্থায়ী বাড়ি নির্মাণ করে সেখান থেকে প্রিভি কাউন্সিলে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। ক্রয়ডনে মৃত্যু। কলিকাতায় তাঁর নামে রাস্তা আছে। [১,২,৩,৫,৮,২৫,২৬,৫৭]

উমেশচন্দ্র মিত্র। 'বিধবা-বিবাহ' (১৮৫৬) নাটকের রচয়িতা। সিঁদুরিয়াপটিতে মেট্রোপলিটান থিয়েটারে ২৩ এপ্রিল ১৮৫৯ খ্রী. এই নাটক প্রথম অভিনীত হয়। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (পরে বেঙ্গল থিয়েটারের যশস্বী অভিনেতা) নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ছাত্রাবস্থায় এ অভিনয়ে মঞ্চাধ্যক্ষের কাজ করেছিলেন। [১,৪০]

উমেশ মজুমদার (১৮৭৫ - আগস্ট, ১৯২৯)

কলিকাতা। এরিয়ান ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়। 'শিক্ষাগুরু দুঃখীরাম' নামে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। বাল্যকালে ন্যাশনাল স্পোর্টিং ও স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন ক্লাবে খেলতেন। এই ক্লাবের সদস্যদের কেন্দ্র করেই পরবর্তী কালে গড়ে ওঠে এরিয়ান ও মোহনবাগান দল। বাঙলা দেশের খেলাধুলার উন্নয়ন ও খেলোয়াড়দের কল্যাণে তিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ১৯১৪/১৯১৫ খ্রী. লক্ষ্মীবিলাস কাপে খেলতে গিয়ে কাস্টমস্-এর দুর্ধর্ষ খেলোয়াড় গ্যাল্‌ব্রেথের সঙ্গে চার্জে তাঁর পা ভেঙে যায় এবং এখানেই তাঁর খেলোয়াড় জীবনের যবনিকা পড়ে। ১৯১৭ খ্রী. ওয়েল্‌স বর্ডারের বিপক্ষে ভাঙা-পা নিয়ে খেলে এরিয়ানকে ৩-১ গোলে জিতিয়ে দেন। দুঃখীরাম বুট-পায়ে খেলার পক্ষপাতী ছিলেন। ফুটবল শিক্ষাপদ্ধতি-বিষয়ক তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থের নাম 'পয়েন্ট টু ইয়ং ফুটবলার্স' (১৯১৬)। নিপুণ ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবেও তিনি পরিচিত ছিলেন। প্রখ্যাত খেলোয়াড় ছোনে মজুমদার তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। [১৪৭]

উল্লাসকর দত্ত (১৬.৪.১৮৮৫ - ১৭.৫.১৯৬৫) কালীকচ্ছ—ত্রিপুরা। দ্বিজদাস। বিলাত-ফেরত ও ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী সভ্য সাহেবী ভাবাপন্ন পিতার সন্তান। ১৯০৩ খ্রী. কলিকাতা থেকে এণ্ট্রান্স পাশ করে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। কলেজে ইংরেজ অধ্যাপক ড. রাসেল-এর এক অপমানকর উক্তিতে তিনি প্রতিবাদ করেন। তখন থেকে তাঁর জীবনের গতি পরিবর্তিত হয়। তিনি বিলাতী পোশাক ছেড়ে ধুতি-পরা সাধারণ বাঙালীর জীবনে ফিরে আসেন এবং কলেজ ত্যাগ করে বারীন ঘোষের বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে বিপ্লব প্রচেষ্টায় সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে ওঠেন। সঙ্গীতে ও ক্যারিকেচারে দক্ষতা ছিল। ১৯০৫ - ০৬ বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এসময়ে তাঁর কনিষ্ঠ একদিন অজানিতভাবে তাঁর বিছানায় বোমা পেয়ে বাগানে ছোঁড়ামাত্র সশব্দে ফেটে যায়। উল্লাসকর আত্মগোপন করেন। ২.৫.১৯০৮ খ্রী. মুরারিপুকুর বাগানে ধরা পড়েন। কারাগারে তাঁর দৈহিক ওজন বৃদ্ধি হয়। ১৯০৯ খ্রী. আলিপুর বোমার মামলায় তাঁর ও বারীন ঘোষের ফাঁসির আদেশ হয়। তিনি তখন আদালতে 'সার্থক জনম আমার' শীর্ষক রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়েছিলেন। আপিলে মৃত্যুদণ্ডের বদলে আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হন। ১৯২০ খ্রী. মুক্তির পর আর সক্রিয় রাজনীতিতে নামেন নি। অহিংসায় বিশ্বাস করতেন না। ১৯৪৮ খ্রী. ৬৩ বছর বয়সে নেতা বিপিন পালের বিধবা কন্যাকে বিবাহ করেন। বিবাহের পর দ্বিখণ্ডিত বাঙলায় বাস না করে আসামের শিলচরে বসবাস শুরু করেন। লাঞ্ছিত দেশসেবকের সরকারী ভাতা তিনি গ্রহণ করেন নি। [৪,১৮,১২৪]

ঊর্মিলা দেবী (৩.২.১৮৮৩ - ১৯৫৬) তেলিরবাগ—ঢাকা। ভুবনমোহন দাশ। স্বামী—অনন্তনারায়ণ সেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভগিনী। ১৯২১ খ্রী. অসহযোগ আন্দোলনে প্রথম তিনজন মহিলা আইন অমান্যকারীর অন্যতমা। কলিকাতা 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি'র সভানেত্রী এবং 'নারী-কর্মমন্দির' নামক মহিলা সংস্থার প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন। হিজলী বন্দীনিবাসে রাজবন্দীদের উপর অকথ্য অত্যাচারের প্রতিবিধানকল্পে সভা ও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে তা ফলপ্রসূ করেন। 'নারায়ণ' পত্রিকার নিয়মিত লেখিকা ছিলেন। প্রকাশিত সাহিত্যগ্রন্থ : 'পুষ্পহার'। মহাত্মা গান্ধী, সরোজিনী নাইডু প্রমুখদের স্মৃতিকথাও রচনা করেছেন। [৩]

ঊর্মিলাবালা পারিয়া (? - ১৯৩০) খেতুয়া—মেদিনীপুর। স্বামী—মৃগেন্দ্রনাথ। ১৯৩০ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন। চৌকিদারী ট্যাক্স-এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করায় পুলিশ কর্তৃক নৃশংসভাবে প্রহৃত হয়ে মারা যান। [৪২]

ঊষানাথ সেন, স্যার, সি. বি. আই. (৬.১০.১৮৮০ - ২০.৪.১৯৫৯) গরিফা—চব্বিশ পরগনা। নবীনকৃষ্ণ। কেশবচন্দ্র রায়ের সহযোগী হিসাবে সাংবাদিকতা শুরু করে 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়া' নামক সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের দিল্লী কেন্দ্রের ম্যানেজার হন। কর্মজীবন প্রধানত দিল্লীতেই কাটে। উক্ত প্রতিষ্ঠান পরে 'প্রেস ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া' নামে রূপান্তরিত হলে ঊষানাথ এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হন। ভারতীয় রেডক্রসের সভাপতি, ভারত সরকারের যুদ্ধকালীন চীফ প্রেস অ্যাডভাইসর, ইণ্ডিয়ান লীগ অফ নেশন্‌স্ ইউনিয়নের অবৈতনিক সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ, কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্য, অল ইণ্ডিয়া ফাইন আর্ট্‌স অ্যাণ্ড ক্র্যাফট্‌স সোসাইটির প্রথম সভাপতি প্রভৃতি পদে আসীন ছিলেন। তিনি দিল্লী রোটারী ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করেন। দুঃস্থ সাংবাদিকদের চিকিৎসাদি ব্যবস্থার জন্য তিনি অর্থ দান করেছিলেন। [৩,৪]

ঊষাবালা সেন (১৩০৮ - ১৩৬১ ব.)। রাজেশ্বর দাশগুপ্ত। স্বামী—কার্তিকচন্দ্র সেন। সুলেখিকা ছিলেন ; চিত্রশিল্পেও তাঁর দক্ষতা ছিল। তাঁর অঙ্কিত তৈলচিত্র ও জল-রংয়ের চিত্র বহুবার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্ট্‌স-এ প্রদর্শিত হয়েছে। [৫]

উষারাণী রায় (?-১৫.৭.১৯৭২) ঢাকা। বিপ্লবী নেতা অনিল রায়ের জ্যেষ্ঠতাত ভগিনী। প্রথম জীবনে দীপালি সঙ্ঘ, শ্রীসঙ্ঘ প্রভৃতি রাজনৈতিক ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সরকারী বিদ্যালয়ের উচ্চ বেতনের চাকরি ত্যাগ করে ইনি লীলা রায় প্রতিষ্ঠিত নারীশিক্ষা মন্দিরে সামান্য পারিশ্রমিকে যোগ দেন। দেশবিভাগের পর কলিকাতায় এসে নারীশিক্ষা মন্দির (মাধ্যমিক বিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬৭-৬৮ খ্রী. শিক্ষাব্রতী হিসাবে জাতীয় পুরস্কার পান। নিখিল ভারত নারী সম্মিলনীর উত্তর কলিকাতা শাখার সভানেত্রী এবং কিছুকাল 'জয়শ্রী' পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। [১৬]

ঋষিবর মুখোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর (১৮৫২-৮.৫.১৯৩৫)। বিলাত থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতি ও কিছুদিনের জন্য জম্মু রাজ্যের শাসনকর্তা হন। স্বোপার্জিত সমুদয় অর্থ ও সম্পত্তি ট্রাস্ট করে দান করেন এবং তা থেকে তিনি মাসহারা বাবদ কিছু নিতেন। বাঁকুড়ায় মেডিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য নিজ জমিদারী ও বাড়ি পর্যন্ত দান করে যান। এ ছাড়া কলিকাতা কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজেও (বর্তমান আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ) প্রচুর অর্থ দান করে গেছেন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুরেশ সমাজপতি তাঁর জামাতা। [১,৫]

একেন্দ্রনাথ ঘোষ (?-১৩৪১ ব.)। কলিকাতা কেশব অ্যাকাডেমি ও জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লিজ ইন্‌স্টিটিউশন থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। মেডিক্যাল কলেজ থেকে তুলনামূলক শবব্যবচ্ছেদে সুবর্ণপদকসহ এম.বি. (১৯০৬) এবং এম.ডি. (১৯১৬) পাশ করেন। কিছুদিন সহকারী চিকিৎসকের পদে কাজ করার পর প্রাণিবিদ্যার সহ-অধ্যাপক এবং শেষে জীব-বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২৩ খ্রী. যুক্তরাষ্ট্রের ওরিয়েণ্টাল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি.এস-সি. উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯২৬ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। লন্ডন জুওলজিক্যাল সোসাইটির সভ্য ও কলিকাতা জুওলজিক্যাল গার্ডেনের কার্যকরী সমিতির সভ্য ছিলেন। সাহিত্য ও ধর্মগ্রন্থ নিয়েও তিনি গবেষণা করেছেন। বাংলা ভাষায় তাঁর লিখিত বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ আছে। জীববিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যা-সংক্রান্ত বাংলা পরিভাষা-বিষয়ক তাঁর কয়েকটি প্রস্তাব সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। [৩,১৬]

এনায়েৎ করিম (১৯২৭-১৬.২.১৯৭৪) ঢাকা। যুক্তরাষ্ট্রের 'ফ্লেটচার স্কুল অফ ল অ্যান্ড ডিপ্লোমেসী' থেকে শিক্ষা শেষ করে তিনি পাকিস্তান পররাষ্ট্র দপ্তরে যোগ দেন। পাকিস্তানী মিশনের পক্ষে তিনি কলিকাতা, তেহেরান, আক্কাব, নয়াদিল্লী, লন্ডন ও ওয়াশিংটনে কাজ করেন। ইসলামাবাদে পাকিস্তানী পররাষ্ট্র দপ্তরের ভারতীয় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টরও ছিলেন। পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানী আক্রমণের সময় তিনি ওয়াশিংটনে ছিলেন এবং ৪.৮.১৯৭১ তারিখে তিনি পাকিস্তানের আনুগত্য অস্বীকার করে পূর্ববঙ্গের মুক্তি সংগ্রামে বিশ্বাসী হন। ১৯.৮.১৯৭২ খ্রী. স্বাধীন বাঙলাদেশের পররাষ্ট্র সচিবের পদ গ্রহণ করেন। [১৬]

এন্টনি, হেন্সম্যান (?-১২৪৩ ব.)। ১৯শ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত কবিয়াল। তাঁর পিতা পর্তুগীজ ব্যবসায়ী হিসাবে কলিকাতার অদূরবর্তী চন্দননগর-ফরাসডাঙ্গায় বসবাস শুরু করেন। এন্টনি পরে কবিগানের জন্য 'এন্টনি ফিরিঙ্গি' নামে বাঙলা দেশে সুপরিচিত হন। প্রথমে তাঁর গানের বাঙালী বাঁধনদার ছিলেন গোরক্ষনাথ। কিন্তু পরে তিনি নিজেই গান বাঁধতেন। তাঁর একটি বিখ্যাত গান 'আমি ভজন সাধন জানিনে মা, নিজে ত ফিরিঙ্গি/ যদি দয়া করে কৃপা কর, হে শিবে মাতঙ্গী।' তিনি এক বিধবা বাঙালী ব্রাহ্মণ-কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। কলিকাতা বহুবাজার অঞ্চলের 'ফিরিঙ্গি কালীবাড়ী'র প্রতিষ্ঠাতা। [১,২,৩,৭,২৫,২৬]

এলোকেশী (?-১.৭.১৩০৪ ব.)। প্রখ্যাত মঞ্চাভিনেত্রী। বেঙ্গল থিয়েটারে তাঁর অভিনয়-জীবন শুরু হয়। ১৮৭৩ খ্রী. 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে দেবযানীর ভূমিকায় খ্যাত হন। ১৮৯২ খ্রী. পর্যন্ত মঞ্চে অভিনয় করেন। [৬৯]

এস্. ওয়াজেদ আলী (৪.৯.১৮৯০-১০.৬.১৯৫১)। বড়জাতপুর—হুগলী। কেম্ব্রিজের বি.এ.। ১৯১৫ খ্রী. ব্যারিস্টারি পাশ করেন। কর্মজীবনে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ১৯৪৫ খ্রী. অক্টোবর মাসে অবসর-গ্রহণ করেন। সমকালীন মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত একজন লেখক হিসাবে প্রতিপত্তি লাভ করেন। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সভাপতি ছিলেন। গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী ও রম্যরচনায় অসাধারণ দক্ষতা ছিল। 'মাশুকের দরবার', 'প্রেমের মুসাফির', 'ভারতবর্ষ', 'জীবনের শিল্প', 'খেয়ালের ফেরদৌস' প্রভৃতি প্রায় কুড়িটি গ্রন্থের লেখক। 'ভবিষ্যতের বাঙ্গালী', নামক তাঁর প্রবন্ধ-গ্রন্থটি এক ভাবী সত্যদ্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গিতে লিখিত। প্রতিটি রচনাই মার্জিত রুচি ও রসবোধে পূর্ণ। ইংরেজী ভাষাতেও কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন। [৩,২৫,২৬,১৩৩]

এহতেশাম উদ্দীন, মীর্জা (?-১৮০১) পাঁচনোর—নদীয়া। শেখ তাজউদ্দীন। তিনি প্রথমে বাঙলার নবাব মীরজাফরের অধীনে চাকরি করতেন। পরে মীরকাশিম নবাব হলে তিনি ইংরেজের হয়ে নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে আলোচনায় ইংরেজ-পক্ষের প্রতিনিধি ছিলেন। ইংরেজ সেনাপতির অধীনে কিছুদিন কাজ করেন। পরে বাদশাহ শাহ আলমের অধীনে কর্মরত থাকা কালে বাদশাহ তাঁকে ইংল্যান্ডরাজ তৃতীয় জর্জের কাছে পত্রবাহক হিসাবে পাঠান। তিনিই সর্বপ্রথম ইউরোপ-ভ্রমণকারী বাঙালী। পরে ক্যাপ্টেন সুইটনের সহকারিরূপে ১৭৬৫ খ্রী. ইংল্যান্ডে যান ও পাণ্ডিত্যের জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাদৃত হন। কলিকাতা কাউন্সিলের কয়েকজন প্রাক্তন সদস্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলায় সংশ্লিষ্ট কিছু ফারসী কাগজপত্র পড়ে দিতে লন্ডনের আদালতে হাজির হন। লর্ড ক্লাইভের ষড়যন্ত্রে দৌত্যকার্যে বিফল হয়ে ১৭৬৭ খ্রী. দেশে ফেরেন। ফারসীতে লেখা তাঁর 'শিগুরুফ নামা-ই বেলায়েত' গ্রন্থখানিতে (১৭৮১) তিনি ইউরোপ-ভ্রমণের কাহিনী লিপিবন্ধ করে গেছেন। জেম্‌স্ এডওয়ার্ড আলেকজান্দার এই গ্রন্থটি ইংরেজীতে অনুবাদ করে লন্ডন থেকে ১৮২৭ খ্রী. প্রকাশ করেন। [১৩৩]

ওকাকুরা, কাকুজো (২৬.১২.১৮৬২-২.৯. ১৯১৩)। বাঙলার বিপ্লব প্রচেষ্টার মূলে জাপানের চিত্রকলার অধ্যাপক ওকাকুরার নাম উল্লেখযোগ্য। স্বামী বিবেকানন্দের মার্কিন-শিষ্যা ম্যাকলিওড ওকাকুরাকে জাপান থেকে ভারতে আনেন। ভারতে এসে তিনি বেলুড় মঠে থেকে বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী প্রচার করেন এবং বাঙলার যুবকদের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা জাগিয়ে তোলার কাজে সচেষ্ট হন। তাঁর রচিত 'আইডিঅ্যালস্ অফ দি ঈস্ট' গ্রন্থখানি এ কাজে বিশেষ সহায়তা করে। তাঁর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমচন্দ্র মল্লিক, ভগিনী নিবেদিতা প্রমুখ কলিকাতার বিখ্যাত ব্যক্তিগণ ভারতে স্বাধীনতার বাণী প্রচারের জন্য একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। তাঁর রচিত অপরাপর গ্রন্থ : 'দি অ্যাওয়েকেনিং অফ জাপান' ও 'দি বুক অফ টি'। তাঁর অপ্রকাশিত রচনা ১৯২২ খ্রী. 'দি হার্ট অফ হেভেন' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রিয়ম্বদা দেবী তাঁর কয়েকটি কবিতা বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। [৩,৫৬]

ওঙ্কারানন্দজী, স্বামী (১৯০৪-৪.৩.১৯৭২)। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সহ-সম্পাদক ও সঙ্ঘের গড়িয়া শাখার (কলিকাতা) ও বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯২২ খ্রী. বিপ্লব আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় কারারুদ্ধ হন। পরে সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা প্রণবানন্দজীর কাছে সন্ন্যাস দীক্ষা নিয়ে অনলস কর্মনিষ্ঠা ও কষ্টসহিষ্ণুতার দ্বারা তিনি সুন্দরবন অঞ্চলে সঙ্ঘের বহু গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গে বহু ছাত্রসংগঠন, ব্যায়ামাগার ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। [১৬]

ওঙ্কারেশ্বরানন্দ মহারাজ (১৮৮৪-১৬.৩. ১৯৭০)। অল্প বয়স থেকেই বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দেওঘরে রামকৃষ্ণ সদন মন্দিরের সভাপতি, বেলগাছিয়া রামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘের এবং বর্ধমান রামকৃষ্ণ মঠের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ছিলেন। [১৬]

ওম্যালি, লিউইস সিডনি স্টিউয়ার্ড (১৮৭৪-১৯৪১)। অক্সফোর্ডের কৃতী ছাত্র। ১৮৯৮ খ্রী. ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। বাঙলা প্রদেশের জেলা গেজেটিয়ার-এর সম্পাদক (১৯০৫-০৯), লোকগণনার অধীক্ষক (১৯১০-১২), বিভাগীয় সচিব (১৯১৬-২১) ইত্যাদি বিভিন্ন পদে কাজ করে ১৯২৪ খ্রী. অবসর নেন। কর্মজীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি গেজেটিয়ার সঙ্কলন। বাঙলা ও বিভিন্ন প্রদেশের মোট ৩৩টি জেলার গেজেটিয়ার সঙ্কলন করেন। কিছু কিছু ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও জেলাগুলির সর্বাঙ্গীণ পরিচিতি কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত ওম্যালির গেজেটিয়ার-নির্ভর ছিল। পশ্চিমবঙ্গে এবিষয়ে গুণী ব্যক্তিগণ নূতনভাবে কাজ করে এর পরিণতি দিলেও বাঙলা দেশ বা বিহার ও কটকের বেলায় আজও ওম্যালিকেই একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থের রচয়িতা ধরে কাজ করা হয়। বাঙলা প্রদেশের লোকগণনার বিবরণ (১৯১১) তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'Indian Caste and Customs', 'Indian Social Heritage', 'Indian Civil Service', 'Popular Hinduism' ইত্যাদি। [৩]

ওয়াজিদ আলী খান পন্নি (১৮৬৯-১৯৩৬) করটিয়া—টাঙ্গাইল। হাফিজ মুহম্মদ আলী। করটিয়ার জমিদার। 'চাঁদ মিঞা' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। বিপুল ধনশালী হলেও বিলাসপ্রিয় ছিলেন না। সারাজীবন গ্রামবাসীদের দুঃখদুর্দশা মোচনের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২১) যোগদান করে গ্রেপ্তার হন ও জামিন অস্বীকার করে ১৫ মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। কারামুক্তির পর গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে

তিনি করটিয়া সাদাত কলেজ, হাফিজ মুহম্মদ আলী হাই স্কুল ও রোকেয়া হাই মাদ্রাসা স্থাপন করেন। পরোপকারের জন্য তিনি 'দ্বিতীয় মহসীন' ও 'করটিয়ার চাঁদ' আখ্যা লাভ করেছিলেন। [১, ১৩৩]

ওয়াজিদ আলী শাহ্ (১৩.৭.১৮২২ - ২১. ৯.১৮৮৭) লক্ষ্ণৌ। আমজাদ আলী শাহ্। অযোধ্যা রাজ্যের শেষ নবাব। ইংরেজ সরকার কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন ও কলিকাতার মেটিয়াবুরুজে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকার বৃত্তিভোগী হয়ে নির্বাসিত জীবন কাটাতে থাকেন। ১৮৫৭ - ৫৮ খ্রী. সিপাহী বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত আছেন এই সন্দেহে ইংরেজ সরকার তাঁকে ফোর্ট উইলিয়মে বন্দী করে রাখেন। মুক্তির পর মেটিয়াবুরুজেই বসবাস শুরু করেন। তিনি লক্ষ্ণৌয়ে ঠুংরি গানের অন্যতম প্রধান প্রচলন-কর্তা ছিলেন। বাঙলার সঙ্গীত-জগতেও তাঁর দান অসামান্য। নিজে সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীত-রচয়িতা ছিলেন। তাঁর দরবারে বহু গুণী ব্যক্তি সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। ফলে এখান থেকে বাঙালীদের মার্গ-সঙ্গীত শিক্ষার সুযোগ আসে। অঘোরনাথ চক্রবর্তী, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুনাথ রায়, যদু ভট্ট, কেশব মিত্র, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ এবং অন্যান্য বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 'বাবুল মোরা নৈহার ছুট না যায়' এই বিখ্যাত ঠুংরীর তিনিই রচয়িতা। কবি ও সাহিত্যিক হিসাবেও তাঁর অবদান সামান্য নয়। ফোর্ট উইলিয়মে বন্দী অবস্থায় 'আখতার' এই ছদ্মনামে তিনি 'হুজ্‌ন্‌-ই-আখ্‌তার' কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ : 'তারিখ্‌-ই-পরীখানা', 'তারিখ্‌-ই-মুমতাজ' প্রভৃতি। এ ছাড়াও তিনি রাধাকৃষ্ণ-প্রেমোপাখ্যান-বিষয়ক একটি উর্দু গীতি-নাট্য এবং 'নাজু', 'বাজি' ও 'দুল্‌হন্‌' নামে সঙ্গীত-বিষয়ক গ্রন্থের (৩ খণ্ড) রচয়িতা। নিজের গ্রন্থাদি মুদ্রণের জন্য মেটিয়াবুরুজে একটি ছাপাখানাও স্থাপন করেছিলেন। [৩,২৬]

ওয়ার্ড, উইলিয়ম (২০.১০.১৭৬৯ - ৭.৩. ১৮২৩)। ইংল্যাণ্ডের ডার্বিশহরে জন্ম। মুদ্রণশিল্পে অভিজ্ঞ ওয়ার্ড ১৭৯৯ খ্রী. ভারতে আসেন। অতঃপর কেরী, মার্শম্যান ও তাঁর সমবেত চেষ্টায় শ্রীরামপুরে খ্রীষ্টীয় মিশন স্থাপিত হলে তিনি মিশন প্রেসের ভার নেন। শ্রীরামপুরে একটি কাগজ তৈরীর কারখানা স্থাপন ও পরিচালনা করেন। শ্রীরামপুর কলেজের জন্য ইউরোপ ঘুরে ৩ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। বক্তা ও লেখকরূপে খ্যাতি ছিল। উল্লেখযোগ্য রচনা : 'View of the History', 'Literature and Mythology of the Hindus : Including a Minute Description of their Manners and Customs' (৪ খণ্ড, ১৮১১), 'Memoirs of Krishna Pal, the First Hindu Convert of Bengal' (১৮২৩)। [৩]

ওয়ালীউল্লাহ, সৈয়দ (১৯২০ - ১৯৭১) চট্টগ্রাম। বাঙলাদেশের বিশিষ্ট কথাশিল্পী। বিভাগ-পূর্ব ভারতে কলিকাতায় তিনি একটি বিশিষ্ট ইংরেজী দৈনিকের সাংবাদিক ছিলেন। দেশবিভাগের পর ঢাকায় পাকিস্তান রেডিয়োয় গুরুত্বপূর্ণ পদে বৃত হন। তিনি অবহেলিত সাধারণ চাষী, কেরায়া মাঝি প্রভৃতির জীবন নিয়ে রচনা করেন 'লাল সালু' উপন্যাস। গ্রন্থটি 'Tree without Roots' নামে ইংরেজীতে এবং 'L'Arbre Sans Racines' নামে ফরাসীতে অনূদিত হয়। অন্যান্য উপন্যাস : 'চাঁদের অমাবস্যা' ও 'কাঁদো নদী কাঁদো' ; গল্পগ্রন্থ : 'নয়নচারা' ও 'দুই তীর' এবং নাটক : 'তরঙ্গ ভঙ্গ', 'সুড়ঙ্গ' ও 'বহিপীর'। পাকিস্তান বৈদেশিক মন্ত্রকের অধীনে এবং ইউনেস্কোর কাজে তাঁকে নানা দেশে ঘুরতে হয়েছে। পাকিস্তান সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে তাঁকে ইউনেস্কোর চাকরি হারাতে হয়। দীর্ঘকাল তিনি ফরাসী দেশে কাটিয়েছেন—সেখানেই মৃত্যু হয়। [১৬,৩২,১৩৩]

ওয়াহ্‌শাত, রেজা আলী, খানবাহাদুর (১৮৮১ - ১৯৫৬) কলিকাতা। পিতা শামশাদ আলী খ্যাতনামা ইউনানী চিকিৎসক ছিলেন। কলিকাতা মাদ্রাসা থেকে আরবী ও ফারসী ভাষায় দক্ষতা লাভ করে এণ্ট্রান্স পাশ করেন। কলিকাতা লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের উর্দুর অধ্যাপক ছিলেন। ওয়াহ্‌শাত তাঁর কাব্যনাম। রচিত কাব্যগ্রন্থ : 'দীওয়ান', 'তারানা-ই-ওয়াহ্‌শাত' ও 'নুকুশওয়া আসার'। গালিবের ভাবশিষ্য ছিলেন। উর্দু সাহিত্যে তাঁর অবদানের জন্য তিনি 'বুলবুল-ই-বাঙলা' ও 'শায়ের-ই-বাঙলা' নামে অভিহিত হন। ১৯৫০ খ্রী. ঢাকায় স্থায়িভাবে বাস শুরু করেন। [১৩৩]

কঙ্কাবতী দেবী (১৯০৩ - ২১.৬.১৯৩৯) মজঃফরপুর। গজাধরপ্রসাদ সাহু। বেথুন কলেজে বি.এ. পড়ার সময় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে 'গৃহপ্রবেশ' নাটকে 'মাসি'র ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। এম.এ. পড়বার সময় অসুস্থতার জন্য শিক্ষাজীবনে ছেদ পড়ে। শিশির ভাদুড়ীর সঙ্গে 'দিগ্বিজয়ী' নাটকে 'ভারতনারী'র ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে পেশাদারী অভিনেত্রী জীবনের সূত্রপাত হয়। শিশিরকুমারের সহ-অভিনেত্রীরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং তাঁর দলের সঙ্গে ১৯৩০ খ্রী. আমেরিকা সফরে যান। শিশিরকুমার পরিচালিত কয়েকটি

চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। তিনি সুকণ্ঠী গায়িকাও ছিলেন। [৩]

কচু রায় (১৭শ শতাব্দী) যশোহর। বসন্ত রায়। কচু রায়ের প্রকৃত নাম রাঘব। যশোহররাজ প্রতাপাদিত্য কোন কারণে পিতৃব্য বসন্ত রায়কে সবংশে হত্যার আদেশ দিলে অপর সকলে নিহত হন, কিন্তু বসন্ত রায়ের পত্নী শিশুপুত্র রাঘবকে নিয়ে কচু বনে আত্মগোপন করে প্রাণ বাঁচান। সেই থেকে রাঘব কচু রায় নামেই পরিচিত হন। প্রাপ্ত-বয়স্ক হয়ে কচু রায় বিশ্বস্ত কর্মচারী রূপরামের সহায়তায় দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করেন। প্রতাপাদিত্য স্বাধীনতা ঘোষণা করলে তাঁকে দমন করার জন্য জাহাঙ্গীর মানসিংহকে প্রেরণ করেন। তখন কচু রায় মান-সিংহকে সাহায্য করেন। প্রতাপাদিত্য পরাজিত ও বন্দী হন এবং এই অবস্থায় দিল্লীতে নিয়ে যাবার পথে মারা যান। জাহাঙ্গীর কচু রায়কে 'যশোহরজিৎ' উপাধিসহ যশোহরের সিংহাসন প্রদান করেন। [১]

কণাদ তর্কবাগীশ (১৫শ শতাব্দী-শেষার্ধ) নবদ্বীপ। কুমুদানন্দ (পাঠান্তর মুকুন্দ বা মকরন্দ)। রঘুনাথ শিরোমণির সতীর্থ বিখ্যাত 'মণিটীকাকার' কণাদ সম্ভবত বাসুদেব সার্বভৌমের কাছে নবদ্বীপে পাঠ আরম্ভ করেন এবং সার্বভৌম পুরী চলে গেলে নবদ্বীপেই চূড়ামণির কাছে পাঠ শেষ করেন। তিনি গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের তত্ত্বচিন্তামণির উপর 'অনুমানমণিব্যাখ্যা' নামে প্রসিদ্ধ টীকা রচনা করেন। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ : 'ভাষারত্নম্', 'আপশব্দখণ্ডনম্' প্রভৃতি। কণাদ নামে একজন বৈশেষিক দর্শনকারের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু কাল নির্ণয় হয় নি। শালিখনাথ ও শ্রীধর আচার্য তাঁর গ্রন্থের টীকাকার। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে কণাদ-দর্শন পদার্থতত্ত্ব বিশ্লে-ষণের প্রথম প্রয়াস। [১,৩,৯০]

কনক সর্বাধিকারী (অক্টো. ১৯১০ - ১০.১০. ১৯৭০) কলিকাতা। খানাকুল—কৃষ্ণনগর। শল্য-চিকিৎসক সুরেশপ্রসাদ। হেয়ার স্কুল ও প্রেসি-ডেন্সী কলেজের মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯৩৪ খ্রী. কারমাইকেল কলেজ থেকে ডাক্তারী পাশ করেন এবং ১৯৪০ খ্রী. এডিনবরা থেকে এফ.আর. সি.এস. উপাধি পান। সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগে কর্ম-জীবন শুরু। ১৯৬০ খ্রী. মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ হন। ১৯৬৮ খ্রী. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য-অধিকর্তা হন ও ১৯৭০ খ্রী. জানুয়ারীতে অবসর-গ্রহণ করেন। শল্য (অস্থি) চিকিৎসক হিসাবে প্রভূত সুনাম অর্জন করেছিলেন। রোটারী ক্লাব পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ভারতীয় রেডক্রস, সেণ্ট জন্স্ অ্যাম্বুল্যান্স, পশ্চিমবঙ্গ নার্সিং কাউন্সিল, প্রেমানন্দ কুষ্ঠ হাসপাতাল প্রভৃতি সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বা সম্পাদক হিসাবে সক্রিয়ভাবে জনসেবা করে গেছেন। ১৯৬৮ খ্রী. আমেরিকার মিশৌরী এবং ডেনভার শহরে তিনি রোটারী ক্লাবের প্রতিনিধিত্ব করেন। [১৬]

কন্দর্পনারায়ণ রায় (১৬শ শতাব্দী)। পূর্ব-বঙ্গের চন্দ্রদ্বীপের একজন পরাক্রান্ত রাজা এবং বার ভুঁইঞার অন্যতম। তিনি হুসেনপুরের মুসল-মানদের পরাজিত করেছিলেন। বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে তাঁর আমলের পৌনে আটফুট দীর্ঘ একটি পিতলের কামান এখনও আছে। যশোহররাজ প্রতাপাদিত্য তাঁর বৈবাহিক ছিলেন। [১,২,২৫,২৬]

কবি কঙ্ক। বিপ্রগ্রাম—ময়মনসিংহ। গুণরাজ। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হয়ে চণ্ডালের গৃহে প্রতি-পালিত হন এবং পরে গর্গ নামক এক মহাপণ্ডিতের আশ্রয়লাভ করেন। গর্গকন্যা লীলা ও কঙ্কের প্রণয়-আখ্যান ড. দীনেশ সেন সঙ্কলিত 'ময়মনসিংহ গীতিকা'য় আছে। কঙ্ক-রচিত 'বিদ্যাসুন্দর' তৎ-কালীন কাব্যধারার ব্যতিক্রম। এই কাব্যে কালিকার পরিবর্তে সত্যনারায়ণের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে এবং বহু স্থানে চৈতন্যদেবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে। অনুমান, এই কাব্যগ্রন্থ ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত। [১,৩]

কবিকর্ণপুর (১৫২৫ - ?) কাঁচড়াপাড়া—নদীয়া। শিবানন্দ সেন। শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ-পুত্র, প্রকৃত নাম পরমানন্দ সেন। সাতবছর বয়সে মহাপ্রভুকে একটি শ্লোকে ব্রজাঙ্গনাগণের কর্ণ-ভূষণের বর্ণনা শুনিয়ে 'কর্ণপুর' উপাধি লাভ করে-ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : সংস্কৃতে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' (১৫৪২) মহাকাব্য ; তা ছাড়া 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক, 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' (১৫৭৬), 'আনন্দ-বৃন্দাবনচম্পু' কাব্য, 'অলঙ্কারকৌস্তুভ' প্রভৃতি। পরমানন্দ-ভণিতাযুক্ত যে ১২টি পদ পদকল্পতরুতে পাওয়া যায় সম্ভবত তা শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক পরমানন্দ গুপ্তের রচনা। [১,২,৩,৪]

কবিচন্দ্র ১ (১৬শ শতাব্দী) দামুন্যা—বর্ধমান। হৃদয় মিশ্র। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের অগ্রজ। তিনি 'কলঙ্কভঞ্জন', 'দাতাকর্ণ' প্রভৃতি সরস কাব্য রচনা করে এককালে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। [১,২]

কবিচন্দ্র ২ (১৮শ শতাব্দী) পানুয়া। মুনি-রাম চক্রবর্তী। বিষ্ণুপুররাজ গোপালসিংহের (১৭১২ - ৪৮) সভাকবি ছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম—শঙ্কর, 'কবিচন্দ্র' উপাধি। 'গোবিন্দমঙ্গল', 'কৃষ্ণমঙ্গল', 'পাঁচালী', 'রামায়ণ' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। [২,২৬]

তাঁর ৯টি গান স্বামিকৃত 'মূল সঙ্গীতাদর্শ' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। সঙ্গীত-রচনার জন্য তিনি বর্ধমান রাজসভা থেকে বৃত্তি পেতেন। গানে, সেতার ও পাখোয়াজ বাজনায় দক্ষ ছিলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একসঙ্গে গান রচনা ও চর্চা করতেন। সাধারণত স্বামীর রচিত গানের বিপরীত ভাবের গান তিনি রচনা করতেন। স্ত্রী-শিক্ষাবিস্তারে আগ্রহী ছিলেন। শেষ জীবনে শিক্ষিকার কাজও করেন। সুগৃহিণী ছিলেন এবং টোটকা চিকিৎসাও করতেন। 'সঙ্গীত-বোধ' ও 'গীতরত্নাবলী' গ্রন্থে তাঁর রচিত কয়েকটি গান স্বামী রমাপতির ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। [১৬]

করুণাশ্রীমিত্র। একাদশ শতকের শেষপাদ বা দ্বাদশ শতকের প্রথম পাদে উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায়, আচার্য করুণাশ্রীমিত্র সোমপুর (বর্তমান পাহাড়পুর) বিহারে বাস করতেন। তিনি বৌদ্ধযতি বিপুলশ্রীমিত্রের পরমগুরুর গুরু ছিলেন। ধর্ম-পালের আনুকূল্যে ৮ম শতকে সোমপুর বা শ্রীধর্ম-পালদেব মহাবিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। তার খ্যাতি ভারত ও বহির্ভারতের বৌদ্ধজগতে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। অনুমান একাদশ শতকের কোন এক সময় বঙ্গাল সৈন্যরা সোমপুর অগ্নিদগ্ধ করে এবং সেই অগ্নিতে তাঁর মৃত্যু ঘটে। [৬৭]

কলিয়ান হরাম (১৯শ শতাব্দী)। সাঁওতালদের গুরু কলিয়ান তাঁর 'হরকোরেন মারে হাপরাম্বো রিয়াক কথা' শীর্ষক একটি রচনায় সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিবৃত্ত রেখে গেছেন। এই ইতিবৃত্তে সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক সিদু ও কানুর সংগ্রাম-ধ্বনি, যথা, 'রাজা-মহারাজদের খতম করো', 'দিকুদের (বাঙালী মহাজনদের) গঙ্গা পার করে দাও', 'আমাদের নিজেদের হাতে শাসন চাই' প্রভৃতি লিপিবদ্ধ আছে। [৫৬]

কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৮২ - মার্চ ১৯১৭)। ক্ষেত্রমোহন। মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারী পাশ করে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত যান। স্বদেশে ফিরে এসে 'ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস'-এ যোগ দেন। প্রথম মহাযুদ্ধে চিকিৎসকরূপে মেসো-পটামিয়া রণক্ষেত্রে যান ও ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে মহামারীতে মারা যান। [১]

কল্যাণবর্মা। তাঁর রচিত 'সারাবলী' একটি বিখ্যাত জ্যোতিষ গ্রন্থ। পুঁথির পাণ্ডুলিপিতে ব্যাঘ্রতটীশ্বর বলে উল্লেখ আছে। যশোহর, খুলনা, নদীয়া এবং চব্বিশ পরগনার কিয়দংশকে ঐ সময়ে ব্যাঘ্রতটী বলা হত। [৬৭]

কাঙাল হরিনাথ (১৮৩৩ - ১৬.৪.১৮৯৬) কুমারখালি—নদীয়া (বর্তমান কুষ্টিয়া জেলা)। হরচন্দ্র। প্রকৃতনাম হরিনাথ মজুমদার। বাল্যে কৃষ্ণ-নাথ মজুমদারের ইংরেজী স্কুলে কিছুদিন পড়াশুনা করলেও অর্থাভাবে শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। তিনি সারা জীবন অবহেলিত গ্রামবাঙলায় শিক্ষাবিস্তারের জন্য ও শোষণের বিরুদ্ধে সংবাদ-পত্রের মাধ্যমে আন্দোলন করেছেন। গোপাল কুণ্ডু, যাদব কুণ্ডু, গোপাল সান্যাল প্রমুখ বন্ধুদের সাহায্যে ১৩.১.১৮৫৫ খ্রী. স্বগ্রামে একটি ভার্না-কুলার স্কুল স্থাপন করেন ও প্রথম দিকে অবৈ-তনিক শিক্ষকরূপে কাজ করেন। স্ত্রী-শিক্ষাপ্রচারে উৎসাহী ছিলেন এবং তাঁরই সাহায্যে কৃষ্ণনাথ মজুমদার কুমারখালিতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন (২৩.১২.১৮৫৬)। তিনি অর্থ বা প্রতিপত্তিলাভের জন্য সাংবাদিকতাবৃত্তি গ্রহণ করেন নি, জমিদার, কুসীদজীবী, নীলকর সাহেব ও ব্রিটিশ সৈন্যদলের হাতে অত্যাচারিত অসহায় কৃষক-সম্প্রদায়কে রক্ষার হাতিয়াররূপেই তা করে-ছিলেন। প্রথমে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় লিখতেন, পরে ১৮৬৩ খ্রী. এপ্রিল মাসে 'গ্রামবার্ত্তা প্রকা-শিকা' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ঐ পত্রিকা ক্রমে পাক্ষিক ও সবশেষে এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান-বিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধ এ পত্রিকায় থাকলেও প্রধানত নীলকর ও জমিদার শ্রেণীর কৃষক-শোষণের তথ্যনির্ভর কাহিনী প্রকাশের জন্য পত্রিকাটি খ্যাত হয়। ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট ও দেশী জমিদারদের আক্র-মণাত্মক ভীতিপ্রদর্শন তাঁকে একাজ থেকে বিরত করতে পারে নি। নিঃস্ব কাঙাল হরিনাথ সারা জীবনে সচ্ছলতা না পেলেও তাঁর পত্রিকার জন্য নিজস্ব ছাপাখানা হয়েছিল (১৮৭৩)। ১৮ বছর সাংবাদিকতা করার পর অবসর-জীবনে একটি বাউলের দল গঠন করেন। ধর্মসাধনার অঙ্গরূপে তিনি বহু সহজ-সুরের গান রচনা করে সদলে সেই গান গেয়ে বেড়াতেন। 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হ'ল' এই বিখ্যাত গানটি তাঁরই রচিত। স্বরচিত গানে 'কাঙাল'-ভণিতা ব্যবহার করতেন। সেই থেকে ঐ শব্দটি তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়। সঙ্গীতের মত গদ্য ও পদ্য রচনায়ও তাঁর পার-দর্শিতা ছিল। মুদ্রিত গ্রন্থসমূহ সংখ্যায় ১৮টি। ১৯০১ খ্রী. 'হরিনাথ গ্রন্থাবলী' প্রকাশিত হয়। রচিত বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'বিজয়-বসন্ত', 'চারুচরিত্র', 'কবিতা কৌমুদী', 'অক্রুর সংবাদ', 'কাঙাল ফিকিরচাঁদ-ফকিরের গীতাবলী' ইত্যাদি। সাহিত্যকর্মে তাঁর শিষ্যগণের মধ্যে অক্ষয়-কুমার মিত্র, দীনেন্দ্রনাথ রায়, জলধর সেন প্রমুখেরা পরবর্তী জীবনে খ্যাতি অর্জন করেন। [৩,৮,২৮]

কাত্যায়নী সিংহ, রাণী (? - আগস্ট ১৮৬৮)। কান্দীর দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র কৃষ্ণ-চন্দ্র সিংহের (লালাবাবু) স্ত্রী। মাত্র ত্রিশবছর বয়সে লালাবাবু গৃহধর্ম ত্যাগ করে বৃন্দাবনে গেলে তিনি স্বয়ং সংসার ও জমিদারী নিপুণভাবে পরিচালনা করতে থাকেন। তাঁর সময়েই পাইকপাড়া ও কাশী-পুরে ঠাকুরবাড়ি প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্মীয় ও জনহিত-কর কাজে তিনি বহু লক্ষ টাকা দান করেন। [১]

কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৬১/৬২ - ৩.১০. ১৯২৩)। ব্রজকিশোর বসু। স্বামী—স্বদেশসেবী ও স্ত্রী-শিক্ষায় আগ্রহী দ্বারকানাথ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা (১৮৭৮) প্রথম ভারতীয় মহিলা। ১৮৮২ খৃ. বেথুন কলেজ থেকে তিনি ও চন্দ্রমুখী বসু প্রথম ভারতীয় পরীক্ষার্থিনী হিসাবে বি.এ. পাশ করেন। ব্রিটিশ অধিকৃত দেশসমূহের মধ্যে এই দু'জনই প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট। ১৮৮৩ খৃ. বিবাহ হয়। মেডিক্যাল কলেজে পাঁচ বছর পড়াশুনা করে বিলাত যান (১৮৯২)। পরের বছর এল.আর.সি.পি. (এডিনবরা), এল.আর.সি.এস. (গ্লাসগো) এবং ডি.এফ.পি.এস. (ডাবলিন) উপাধি নিয়ে দেশে ফেরেন। কিছুদিন লেডি ডাফ্‌রীন হাসপাতালে চাকরি করার পর স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করেন। বোম্বাই কংগ্রেসে (১৮৮৯) নারী প্রতিনিধি দলের অন্যতমা ছিলেন। কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে (১৮৯০) ইংরেজীতে বক্তৃতা করেন। তিনিই কংগ্রেসের প্রথম নারী বক্তা। গান্ধীজীর সহকর্মী হেনরি পোলক প্রতিষ্ঠিত ট্রান্সভাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম সভাপতি, কলিকাতায় অনুষ্ঠিত মহিলা সম্মেলনের (১৯০৭) উৎসাহী সদস্যা কর্মী এবং বিহার ও উড়িষ্যার নারী শ্রমিকদের অবস্থা তদন্ত কমিশনের অন্যতম সদস্যা ছিলেন। সুবক্তা হিসাবেও খ্যাতিলাভ করেছিলেন। [১,৩,৭,৮]

কানাইলাল আচার্য (১৯শ শতাব্দী) উলা বা বীরনগর—নদীয়া। বাঙলা দেশে প্রতিমা সজ্জার জন্য ডাকের গহনার উদ্ভাবন করেন কানাইলাল ও নীলমণি আচার্য। বীরনগরে মহামারীর প্রাদু-র্ভাবকালে (১৮৫৬) তাঁরা গ্রাম ছেড়ে শান্তিপুরের কাছে হরিপুরে বসবাস আরম্ভ করেন। এখনও সেখানে তাঁদের বংশধররা আছেন। [১]

কানাইলাল গাঙ্গুলী। তরুণ বয়সে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্‌স্‌ লীগ'-এর সম্পাদক ও 'ন্যাশনাল হেরল্‌ড্‌'-এর কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। গ্যয়টের 'ফাউস্ট'-এর এবং আরও বহু জার্মান কবির কবিতা মূল জার্মান থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন। 'পরিচয়' পত্রিকায় তাঁর কৃত ঐরূপ বহু অনুবাদ-কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। [৩২]

কানাইলাল দত্ত (৩১.৮.১৮৮৮ - ১০.১১. ১৯০৮) চন্দননগর। চুনিলাল। শৈশবে বোম্বাইয়ে পরে চন্দননগর ডুপ্লে বিদ্যামন্দির (বর্তমানে কানাইলাল বিদ্যামন্দির) ও হুগলী মহ্‌সীন কলেজ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে বিলাতী বস্ত্র বর্জন আন্দোলনে অন্যতম কর্মী ছিলেন। বিপ্লবী দলের মুখপত্র 'যুগান্তর' পত্রিকার পরিচালক চারুচন্দ্র রায়ের কাছে বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষা নেন এবং অস্ত্রচালনা শিক্ষা করেন। বি.এ. পরীক্ষা দিয়ে কলিকাতায় গুপ্ত বিপ্লবী দলের কার্যকলাপে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯০৮ খৃ. ২ মে মানিকতলা বোমা মামলায় অস্ত্র আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও দলপতির নির্দেশে এই মামলার আসামী রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে অপর বিপ্লবী বন্দী সত্যেন বসুর সহযোগিতায় জেলের ভিতরেই অস্ত্রসংগ্রহ করে হত্যা করেন (৩১ আগস্ট, ১৯০৮)। এই সময় বি.এ. পরীক্ষা পাশ করেও বিপ্লবপন্থী ব'লে সরকারের আদেশে ডিগ্রী থেকে বঞ্চিত হন। বিচারে তাঁর ফাঁসির আদেশ হয়। আপীল না করে ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেন। [৩,৭, ১০,২৫,২৬,৩৫,৩৮,৪২,৪৩]

কানাইলাল ভট্টাচার্য (১৯০৯ - ২৭.৭.১৯৩১) মজিলপুর—চব্বিশ পরগনা। নগেন্দ্রনাথ। তিনি বিমল গুপ্ত ছদ্মনামে দীনেশ গুপ্ত ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসির দণ্ডাদেশকারী বিচারক গার্লিককে ২৭.৭.১৯৩১ খৃ. হত্যা করেন। কিন্তু এক প্রহরী সার্জেণ্টের গুলিতে তিনিও নিহত হন। তাঁর পকেটে একখণ্ড কাগজ পাওয়া যায়। তাতে লেখা ছিল—'ধ্বংস হও ; দীনেশ গুপ্তকে ফাঁসি দেওয়ার পুরস্কার লও'। মেদিনীপুরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট পেডীর হত্যার ব্যাপারে পুলিস বিমল গুপ্তকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। তিনি ছদ্মনাম নিয়ে নিজ জীবনের বিনিময়ে বিমল গুপ্তকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন। পুলিস দীর্ঘদিন তাঁর প্রকৃত পরিচয় উদ্ধার করতে পারে নি। [৩৫,৪২,৪৩]

কানু ফকির। ওশখাই—চট্টগ্রাম। অপর নাম আলী রাজা। তাঁর রচিত 'জ্ঞানসাগর' গ্রন্থে তিনি একেশ্বরবাদ প্রতিপাদন করেন। হিন্দু যোগশাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। 'ধ্যানমালা', 'কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদাবলী', 'শ্যামাসঙ্গীত' প্রভৃতি সম্ভবত মোট ৬খানি গ্রন্থের রচয়িতা। [২,৪]

কানু মাঝি (আনু. ১৮২০ - ফেব্রুয়ারী ১৮৫৬)

ভাগনাদিহি-বারহাইত—সাঁওতাল পরগনা। নারায়ণ। সাঁওতাল বিদ্রোহের (১৮৫৫-৫৬) অন্যতম প্রধান নায়ক। প্রধানতম নায়ক সিদু মাঝি তাঁর অগ্রজ এবং অপর বীরদ্বয় চাঁদ ও ভৈরব তাঁর অনুজ। বীরভূম জেলার ওপারে বাঁধের কাছে সশস্ত্র পুলিস-বাহিনীর গুলিতে তাঁর মৃত্যু হয়। ভৈরব ও চাঁদ ভাগলপুরের কাছে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধে বীরের ন্যায় প্রাণ বিসর্জন করেন। [৮,৫৪,৫৫,৫৬]

কান্তবাবু (?-২৯.১২.১৭৯০)। রাধাকৃষ্ণ। আসল নাম কৃষ্ণকান্ত নন্দী, কান্ত মুদী নামেও পরিচিত ছিলেন। কাশিমবাজার রাজবংশের আদি পুরুষ। বাংলা, ফারসী ও যৎসামান্য ইংরেজী জানতেন। হিসাবপত্রে পারদর্শী ছিলেন। প্রথম জীবনে মুদী দোকানে ও পরে ইংরেজ কুঠীতে মুহুরীর কাজ করেন। এইখানেই ১৭৫৩ খ্রী. ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। নবাব সিরাজের ভয়ে পলায়মান হেস্টিংস কান্তবাবুর সাহায্যে প্রাণ বাঁচান (১৭৫৬)। পরবর্তী কালে হেস্টিংসের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের মুৎসুদ্দী নিযুক্ত হয়ে সকল দুষ্কার্যের সঙ্গী হন। ১৭৭৩ খ্রী. হেস্টিংস গভর্নর জেনারেল হলে বহু জমিদারী ও খামার উপহার পান। নন্দকুমারের ফাঁসি ও কাশীর রাজা চৈৎ সিং-এর উপর আক্রমণে কান্তবাবু প্রধান ষড়যন্ত্রী ছিলেন। চৈৎ সিং-এর লুণ্ঠিত সম্পত্তির কিয়দংশ তিনিও পেয়েছিলেন। [১,২,৩]

কান্তিচন্দ্র ঘোষ (১৮৮৬-১৯৪৮)। বাংলা ভাষায় রুবাইৎ-ই-ওমর খৈয়াম অনুবাদ করে যশস্বী হন। ইংরেজী তর্জমা থেকে (ফিট্‌জেরাল্ড-কৃত) অনুবাদে মূল রুবাইতের ছন্দ-বৈচিত্র্য ও রস বজায় রাখার জন্য রবীন্দ্রনাথ কান্তিচন্দ্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন! বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারিকরূপে এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রের সংবাদ-দাতা হিসাবেও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। [৩]

কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর, সি.আই.ই. (১৮৩৫-১৯০১) রাহুতা—চব্বিশ পরগনা। প্রথমে হুগলী জেলা স্কুলে শিক্ষকতা করার পর জয়পুর-রাজের স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই বিদ্যালয়টি কলেজে পরিণত হলে তিনি প্রথম অধ্যক্ষ হন। ক্রমে রাজদরবারের অন্যতম মন্ত্রী এবং রাজার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র নাবালক থাকায় রাজ্যশাসনের জন্য গঠিত মন্ত্রিসভার প্রধান হন। পরে বয়ঃপ্রাপ্ত মহারাজ তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদ দান করেন। ১৮৯৯ খ্রী. দুর্ভিক্ষ কমিশনের সদস্য ছিলেন। [১]

কান্তিদেব। পিতা বৌদ্ধ ধনদত্ত শিবভক্ত এক রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। কান্তিদেব নিজে বৌদ্ধ হয়েও বৌদ্ধ পিতা ও শৈব মাতার ধর্মের সমন্বয় করে বৌদ্ধধর্মের নূতন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। মহারাজাধিরাজ কান্তিদেব (আনু. দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধ) নামে এক বৌদ্ধ রাজা ছিলেন। তাঁর রাষ্ট্রকেন্দ্র ছিল বর্ধমানপুর। শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা বা চট্টগ্রামের কোন এক স্থানে এই বর্ধমান-পুর অবস্থিত ছিল। কান্তিদেবের বংশ খড়্গরাজবংশ নামে ইতিহাসে পরিচিত। উভয়ে একই ব্যক্তি কিনা সঠিক জানা যায় না। [৬৭]

কামাখ্যাচরণ গুপ্ত (১৮.১১.১৭৮১ শকাব্দ-?) ভাঙ্গামোড়া—হুগলী। মাধবচন্দ্র। ভাঙ্গামোড়া স্কুল থেকে মাইনর পরীক্ষা ও সাঁওতাল পরগনার মহেশ-পুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণীর পরীক্ষা পাশ করেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় পরীক্ষক ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে পারেন নি। ১৮৮০ খ্রী. থেকে বিভিন্ন অফিসে কেরানীর চাকরি শুরু করেন। কিছুদিন কুচবিহার রাজ্যের কর্মচারী ছিলেন। ১৮৯০ খ্রী. জীবিকার সন্ধানে ব্রহ্মদেশে যান। বাংলা সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। 'এডুকেশন গেজেটে' প্রবন্ধ ও 'নব্য ভারতে' কবিতা প্রকাশ করতেন। রচিত গ্রন্থ : 'Six Years in Burma'। [২০]

কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় (১৮৪২-১৯৩৬) প্রতাপপুর—হাওড়া। রামব্রহ্ম শিরোমণি। রাঢ়ীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ। সংস্কৃত কলেজ ও নবদ্বীপের পাকা টোলের অধ্যাপক এবং বহু প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের শিক্ষাগুরু ছিলেন। প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ : 'কুসুমাঞ্জলি ব্যাখ্যাবিবৃতি', টীকাসহ 'তত্ত্বচিন্তামণি' (৬ খণ্ড), 'তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতি-বিবৃতি' (৩ খণ্ড)। সটীক 'তত্ত্বচিন্তামণি' প্রকাশ তাঁর অমরকীর্তি। ১৯০০ খ্রী. 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন এবং ১৯১১ খ্রী. বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত হন। [৩,৫,১৩০]

কামিনীকুমার চন্দ (১৮৬২-১৯৩৫?) ছাতি-য়ান—শ্রীহট্ট। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। এম.এ. ও বি.এল. পাশ করে শিলচরে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। ছাত্রাবস্থায় কংগ্রেসকর্মী ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও পণ্ডিত মতিলাল নিখিল ভারত স্বরাজ্য দল গঠন করলে তিনি এই দলভুক্ত হন। আইন ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করে একসময়ে তিনি সুরমা উপত্যকার অবিসংবাদী নেতা বলে পরিগণিত হন। ১৮৯৫ খ্রী. শিলচরে খ্রীষ্টান মিশনারী নারীদের দ্বারা বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সহ-যোগিতা করেন এবং নিজ কন্যাদেরও ভর্তি করেন।

সেখানে সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া হত। তিনি শিলচর মিউনিসিপ্যালিটির সর্বাধ্যক্ষ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, কংগ্রেসের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে শিলচর কমিটির সভাপতি, সুরমা উপত্যকা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতি (১১.৮.১৯০৬) এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের (১৯১১) সভাপতি ছিলেন। [১,১২৪]

কামিনীকুমার দত্ত (২৫.৬.১২৮৫ - ১১.৯.১৩৬৫ ব.)। কুমিল্লার প্রখ্যাত জননেতা ও আইনজীবী। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের জন্য কারারুদ্ধ হন। বঙ্গবিভাগের আগে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে যুক্ত এবং আইন সভার সদস্য ছিলেন। দেশবিভাগের পর তিনি পূর্ববঙ্গে চৌধুরী মহম্মদ আলীর মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। [১০]

কামিনী রায় (১২.১০.১৮৬৪ - ২৭.৯.১৯৩৩) বাসণ্ডা—বাখরগঞ্জ। পিতা চণ্ডীচরণ সেন ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী এবং সাহিত্যিক ও সাব-জজ ছিলেন। স্বামী স্ট্যাটিউটরি সিভিলিয়ান কেদারনাথ। আট বছর বয়সে কবিতায় হাতেখড়ি। 'সুখ' কবিতাটি এণ্ট্রান্স পরীক্ষার পূর্বেই লিখেছিলেন এবং পনেরো বছর বয়সে 'আলো ও ছায়া' কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। বেথুন কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্সসহ বি.এ. পাশ করে (১৮৮৬) উক্ত কলেজেই শিক্ষয়িত্রীর পদ পান। 'আলো ও ছায়া' কাব্যগ্রন্থটি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা-সমেত প্রকাশিত (১৮৮৯) হবার পর থেকেই কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ছোট কবিতা ছাড়াও অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'মহাশ্বেতা' ও 'পুণ্ডরীক' তাঁর দুটি প্রসিদ্ধ দীর্ঘ কবিতা। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : 'পৌরাণিকী', 'দীপ ও ধূপ', 'জীবনপথে', 'নির্মাল্য', 'মাল্য ও নির্মাল্য', 'অশোক সঙ্গীত' প্রভৃতি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি (১৯৩২ - ৩৩) এবং নারী শ্রমিক তদন্ত কমিশনের অন্যতম সদস্যা (১৯২২ - ২৩) ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণ-পদক' প্রদান করে সম্মানিত করেন (১৯২৯)। [১,৩,৭,২৫,২৮,৪৪,৪৬]

কামিনী শীল, কুমারী। ১৮৮১ খ্রী. জানুয়ারী মাসে 'খৃষ্টীয় মহিলা' পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেন। এই পত্রিকাটি একমাত্র মহিলাদের লেখার দ্বারাই পরিচালিত হত। [৪৬]

কামিনীসুন্দরী দেবী। শিবপুর। বঙ্গের প্রথম মহিলা নাট্যরচয়িত্রী। রচিত নাটক : 'উর্বশী' (১৮৬৬) এবং 'ঊষা' (১৮৭১)। [৪৬]

কায়কোবাদ সাহেব (১৮৬১ - ?)। পূর্বপাড়া—ঢাকা। প্রখ্যাত এই কবি 'বিরহবিলাপ', 'কুসুমকানন', 'অশ্রুমালা', 'মহাশ্মশান' (কাব্য) প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। [৪]

কার্তিকচন্দ্র বসু (৩০.৭.১২৮০ - ৮.৫.১৩৬২ ব.) চাতড়াপোতা—চব্বিশ পরগনা। প্রসন্নকুমার। নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম। অর্থাভাবে বিনা চিকিৎসায় মাতার মৃত্যু হলে নিজে ডাক্তার হয়ে দরিদ্রের চিকিৎসার সঙ্কল্প নেন। প্রবেশিকা ও এফ.এ. পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য ফল না করলেও মেডিক্যাল কলেজের প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে ১৮৯৭ খ্রী. এম.বি. হন এবং তিনটি বৃত্তি ও একাধিক স্বর্ণপদক লাভ করেন। ছাত্রাবস্থায় রসায়নের পরীক্ষা ব্যাপারে ঔষধ-ব্যবসায়ী বটকৃষ্ণ পালের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। অচিরেই বিখ্যাত চিকিৎসকরূপে তাঁর প্রভূত উপার্জন হতে থাকে। এ সময় বিলাত-যাত্রার বৃত্তি পেয়েও পরিবারের কথা চিন্তা করে যান নি। অল্প ফী'র 'বাজার ডক্টর'-রূপে আমৃত্যু দরিদ্রের সেবা করে গেছেন। চক্ষুচিকিৎসকরূপে কাজ শুরু করলেও সাধারণ রোগের চিকিৎসকরূপেই সুপ্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর অন্য পরিচয় ব্যবসায়িরূপে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রেরণায় বেঙ্গল কেমিক্যালে এসে প্রতিষ্ঠানটিকে কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসে পরিণত করেন এবং দেশীয় ভেষজ ও ঔষধের ব্যবসায়ের গোড়াপত্তনেও সাহায্য করেন। আচার্যের স্বহস্তে প্রস্তুত জোয়ানের জল নিজের রোগীদের উপর ব্যবহার করে দেশীয় ভেষজের কার্যকারিতা প্রমাণ করেন। দেশীয় গাছগাছড়ার আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগ জানার জন্য তিনি ভবতারণ শাস্ত্রীর সাহায্যে মূল সংস্কৃতে চরক ও সুশ্রুত অধ্যয়ন করেন এবং ভেষজ থেকে ঔষধ প্রস্তুতকালে কবিরাজ গণনাথ সেন ও অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের বিজয়লালের পরামর্শ নিতেন। সুবিখ্যাত 'ডাঃ বোসেজ ল্যাবরেটরী'র তিনি প্রতিষ্ঠাতা। তা ছাড়া ক্রমে স্থাপন করেন স্ট্যাণ্ডার্ড ড্রাগ স্টোর্স, স্ট্যাণ্ডার্ড ড্রাগ প্রেস, স্ট্যাণ্ডার্ড এক্স-রে ল্যাবরেটরী, স্ট্যাণ্ডার্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরী, ক্যালকাটা অপ্টিক্যাল কোম্পানী, বেলেঘাটা ইঞ্জিনিয়ারীং ওয়ার্কস্, বেলেঘাটা অ্যাসিড অ্যাণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ এবং রাজলক্ষ্মী সুগার মিল। দেশীয় গাছগাছড়া থেকে ঔষধ-প্রস্তুতে তিনি সবিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। বেদনা উপশমের অ্যাসপিরিন-জাতীয় ঔষধের দেশী বিকল্প 'নানালা' প্রস্তুত এদেশে তিনিই প্রথম করেন। রাউলফিয়া বা সর্পগন্ধা থেকে রক্তচাপ-সংক্রান্ত রোগের ঔষধ প্রস্তুত করে এ ব্যাপারে দিক্‌নির্দেশ করেন। বাংলা, ইংরেজী,

হিন্দী ও উর্দুতে স্বাস্থ্য-বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এর মধ্যে বাংলা পত্রিকাটি নিজ-সম্পাদনায় ৪৫ বছর প্রকাশিত হয়েছিল। 'দেহতত্ত্ব', 'ভারতীয় ভৈষজ্য তত্ত্ব', 'ফার্মাকোপিয়া ইণ্ডিকা' তাঁর উল্লেখ-যোগ্য গ্রন্থ। তিনি দেওঘরে প্রথম যক্ষ্মারোগীর স্যানাটোরিয়াম স্থাপন করেন। প্রাকৃতিক চিকিৎসালয় স্থাপন তাঁর আর এক কীর্তি। তা ছাড়া 'কৃষি, গোপালন এবং জনসেবা লিমিটেড' নামে চাষবাসের যৌথ ব্যবসায় স্থাপনে এবং উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে নিজস্ব পরিকল্পনায় কাজ করেছেন। কলিকাতার একটি রাস্তা ও চব্বিশ পরগনার একটি রেল স্টেশন তাঁর নামাঙ্কিত। [৫৯]

কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, দেওয়ান (১৮২০ - ২.১০. ১৮৮৫) কৃষ্ণনগর—নদীয়া। উমাকান্ত। শিক্ষানবীস হিসাবে কৃষ্ণনগর জজ-কোর্টে যোগদান করেন। কিছুদিন মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারী শেখেন। কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে প্রথমে শ্রীশচন্দ্রের প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং পরে কুমার সতীশচন্দ্রের গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত হন। রাজা শ্রীশচন্দ্রের 'মহারাজা' উপাধি প্রাপ্তির পর দেওয়ানের পদ লাভ করেন। তিনি একজন দক্ষ সংগীতজ্ঞ এবং বাঙলার প্রথম যুগের খেয়াল-গায়কদের অন্যতম ছিলেন। কৃষ্ণনগর রাজদরবার থেকে তিনি রীতিমত সংগীতশিক্ষার সুযোগ পান। 'গীতমঞ্জরী' (১৮৭৫) তাঁর স্বরচিত গানের সংকলন। রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে কৃষ্ণ-নগর রাজবংশের প্রামাণ্য ইতিহাস 'ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত' এবং 'আত্মজীবন-চরিত' তৎ-কালীন সমাজ-জীবনের স্পষ্ট ও নির্ভীক ইতিহাস। বিখ্যাত নাট্যকার ও কবি দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর পুত্র। [১,৩,৫]

কালাচাঁদ বসু। ঘোষনগর—খুলনা। ১৯১০ খ্রী. সেপ্টেম্বর মাসে রাজনৈতিক ডাকাতিতে অংশ-গ্রহণ করার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু জেল থেকে নিখোঁজ হয়ে যান। পরে মাগুরা অঞ্চলের কেশবপুরে ধরা পড়েন। পুলিস হেফা-জতে থাকা কালে রহস্যজনকভাবে তাঁর মৃতদেহ সাতক্ষীরা অঞ্চলের এক নির্জন জায়গায় পাওয়া যায়। [৪২,৪৩]

কালাচাঁদ বিদ্যালঙ্কার (১৯শ শতাব্দী ?) ফুর-শাইল—ঢাকা। 'কিশোরী ভজন' বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। ভাগবতের বহু শ্লোক অভিনব ব্যাখ্যা সহযোগে পাঠ করে খ্যাতি অর্জন করেন। [১]

কালাপাহাড়। এই নামে একাধিক সেনাপতি বা একজনের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত একাধিকবার বর্ণিত হয়েছে। বাঙলার নবাব সুলেমান কর্‌রানী ও তাঁর পুত্র দায়ুদ কর্‌রানীর সেনাপতি কালা-পাহাড় নামে একজন হিন্দু-বিদ্বেষী ও দেবমন্দির-ধ্বংসকারীর ঐতিহাসিক স্বীকৃতি আছে, তবে প্রকৃত নাম রাজু না রাজচন্দ্র, জাতিতে পাঠান না হিন্দু ব্রাহ্মণ, এবিষয়ে মতভেদ আছে। এই রাজু ১৫৬৮ খ্রী. পুরীর জগন্নাথ মন্দির ধ্বংস করেন। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে কুচরাজ শত্রুধ্বজের পরাজয়ের বিবরণও জানা যায়। 'আকবরনামা' অনুসারে বিদ্রোহী নবাব সুলেমানকে দমনের জন্য প্রেরিত মুঘল সৈন্যের হাতে তিনি নিহত হন (১৫৮৩)। রাজশাহীর নয়ানচাঁদ ভাদুড়ীর পুত্র, গৌড়ের নবাব বরবাক শাহের (১৪৫৭ - ১৪৭৪) ফৌজদার ও নবাব-কন্যার স্বামী কালাপাহাড়ের ঐতিহাসিক সত্যতা সন্দেহা-তীত নয়। [১,২,৩,২৫,২৬]

কালিকাদাস দত্ত, রায়বাহাদুর, সি.আই.ই. (১৮৪১ - ১৯১৫) মেড়াল—বর্ধমান। কৃষ্ণনগরে বিদ্যাশিক্ষার পর ১৮৬০ খ্রী. কলিকাতা প্রেসি-ডেন্সী কলেজ থেকে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে বি.এ. পাশ করেন এবং সংস্কৃত কলেজে শিক্ষকতা শুরু করেন। পরে আইন পাশ করে প্রথমে মুন্সেফ ও শেষে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। ১৮৬৯ খ্রী. সরকার কর্তৃক কুচবিহারের নাবালক রাজা নৃপেন্দ্র-নারায়ণের রাজ্যের দেওয়ান নিযুক্ত হন। শাসনকার্যে তাঁর অসাধারণ দক্ষতার ফলে কুচবিহারের বার্ষিক আয় ৮ লক্ষ থেকে ২৬ লক্ষ টাকায় ওঠে। তিনি কৃষকদের সর্বপ্রকার অত্যাচার-অবিচারের হাত থেকে মুক্ত করে তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করেন এবং একাদিক্রমে ৪২ বছর দেওয়ানীর পর ১৯১১ খ্রী. অবসর নেন। কুচবিহার ব্রাহ্মসমাজের আজীবন সভাপতি ছিলেন। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ব্রাহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠা ও মেড়ালে স্ত্রীর স্মৃতিরক্ষায় বিদ্যামন্দির স্থাপন করেন। তিনি বাগ্মী হিসাবেও পরিচিত ছিলেন। [১,৬]

কালিদাস নাগ, ড. (১৮৯১ - ৮.১১.১৯৬৬) শিবপুর—হাওড়া। মতিলাল। ১৯১৫ খ্রী. কলি-কাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম.এ. পাশ করে স্কটিশ চার্চ কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯২১ - ২২ খ্রী. সিংহল মহেন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯২৩ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার হন এবং এই বছরই প্যারিস বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে 'ডক্টরেট' উপাধি পান। ১৯২১ খ্রী. জেনেভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯২৪ খ্রী. রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রাচ্য ও চীন সফরে যান। বৃহত্তর ভারতের সাংস্কৃতিক রূপ ও বার্তা তিনি লেখায় ও বক্তৃতায় দেশে দেশে বহন করেছেন। এশিয়ার সৌভ্রাত্র গঠনে তাঁর বাস্তব প্রয়াসও কম

ছিল না। সম্ভবত এই কারণেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিনাবিচারে কারারুদ্ধ হন। পরবর্তী কালে স্বাধীন ভারতে রাজনীতিক্ষেত্রেও সক্রিয় ছিলেন। তিনি রাজ্যসভায় রাষ্ট্রপতির মনোনীত সদস্য এবং 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রিকার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও রোমাঁ রলাঁর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বঙ্গীয় রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'Art and Archeology Abroad', 'Union and the Pacific World', 'With Tagore in China and Ceylon', 'Tagore and Gandhi', 'স্বদেশ ও সভ্যতা' প্রভৃতি। [১৭]

কালিদাস নাথ (? - ১৩১০ ব.)। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে, বিশেষত বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌, বড়বাজার হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, গৌরাঙ্গ সমাজ প্রভৃতির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা অফিস থেকে তাঁরই সম্পাদনায় কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' ও 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' প্রকাশিত হয়। 'নরোত্তম বিলাস', 'জগদানন্দ পদাবলী', জয়ানন্দের 'চৈতন্য সঙ্গম' প্রভৃতি কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থের সম্পাদনা করেন। তা ছাড়া কোন কোন বৈষ্ণব পত্রিকার লেখক ও সম্পাদক ছিলেন। প্রাকৃত ও সংস্কৃতে তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল। [১]

কালিদাস মিত্র। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পূর্বপুরুষ। তিনি বাঙলা দেশের প্রাচীন যুগের প্রবল-প্রতাপান্বিত কীর্তিমান হিন্দুরাজা আদিশূরের রাজসভায় আসনলাভ করেছিলেন। [৩২]

কালীকান্ত বিদ্যালঙ্কার (১৮১১ - ১৮৬৪) মাঘান—ময়মনসিংহ। কার্তিকেয়চন্দ্র পঞ্চানন। কুচবিহার রাজবাড়ির পণ্ডিতের সভায় বিচারে জয়লাভ করলে রাজমন্ত্রী শিবপ্রসাদ বক্সী সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর 'তত্ত্বাবশিষ্ট' গ্রন্থ প্রকাশের খরচ বহন করেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পরেই মন্ত্রী মারা যান। এই গ্রন্থে কালীকান্ত বহু জায়গায় স্মার্ত রঘুনন্দনের মত খণ্ডন করেছেন। [১]

কালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার (১৯০৫ - ২৮.৯. ১৯৭২)। এই শিল্পী নিজের খেয়ালে অনেক ছবি এঁকেছেন, কিন্তু দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও কোন ছবি বিক্রি করবার চেষ্টা কখনও করেন নি। পুরস্কার সম্পর্কে তাঁর প্রচণ্ড উদাসীনতা ছিল। তিনি বলতেন, যে শিল্পে কেউ প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় হয় না ; হয় শিল্প হয়, নয় তো হয় না। এই কারণেই সম্ভবত তাঁর প্রথম পুরস্কারের সোনার পদক তিনি মাদ্রাজ গবর্নমেণ্ট আর্ট কলেজ থেকে নেন নি। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর ছাত্র ছিলেন। দেবীপ্রসাদের মতে তাঁর ছাত্রের কাছ থেকে তিনিও অনেক-কিছু শিখেছেন। [১৭]

কালীকিঙ্কর তর্কবাগীশ (১৮শ শতাব্দী) খাটুরা—চব্বিশ পরগনা। রূপনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়-বংশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এবং অনন্তরাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন। শোভাবাজার রাজবাড়িতে কোনও এক বিচারে জয়লাভ করে নিজ অধ্যাপকের সম্মান বৃদ্ধি করেন। একবার সরকারী কাজে বেতন গ্রহণ করেছিলেন। সেজন্য প্রথানুযায়ী ম্লেচ্ছের অর্থগ্রহণ অপবাদে তিনি স্বসমাজে নিন্দিত হন। তাঁর রচিত প্রতিটি গ্রন্থে নিজ পরিচয় ও সন তারিখ দিয়েছেন। [১]

কালীকিঙ্কর পালিত। কলিকাতার একজন ক্রোড়পতি ব'লে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর নিজ বাসস্থান অমরপুর গ্রামের নিকটস্থ বহু গৃহস্থ ব্রাহ্মণের বসতবাটী তিনি তৈরী করে দেন। কলিকাতাতেও তিনি বহু লোকের উপকার করেছেন। ডাক্তার দুর্গাচরণ এক সময়ে তাঁকে বলেছিলেন, 'You are the architect of many a man's fortune in town'। কিন্তু তিনি কিছুই রেখে যেতে পারেন নি। মহারাজা দুর্গাচরণ লাহার বাটী ব'লে বিদিত বাড়িটি তিনি তৈরী করিয়েছিলেন। তারকনাথ পালিত তাঁর পুত্র। [৬৪]

কালীকিশোর তর্করত্ন মহামহোপাধ্যায় (১৮৩০ - ১৯২২) বানিয়াচঙ্গ—শ্রীহট্ট। কালীপ্রসাদ বিদ্যানন্দ। রাঢ়ীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ ও বিশিষ্ট নৈয়ায়িক পণ্ডিত। পিতার নিকট সংস্কৃতশিক্ষা আরম্ভ হয়। দশ বছর বয়সে ত্রিপুরা জেলার কালীকচ্ছ গ্রামে জনৈক অধ্যাপকের নিকট কলাপ ব্যাকরণ ও নব্য স্মৃতি শিক্ষা করে বিক্রমপুরে যান ও সেখান থেকে চব্বিশ পরগনা জেলার নৈহাটিতে প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত নীলমণি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অধ্যাপনায় 'তর্করত্ন' উপাধি লাভ করেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরামর্শে তিনি কাশীধামে বেদপাঠের জন্য যান, কিন্তু দৈবচক্রান্তে নিজ গৃহে ফিরে আসেন। এখানেই তিনি চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনায় সুনাম অর্জন করেন। পরে শ্রীহট্টের জমিদার লোকনাথ চক্রবর্তীর কাছারীবাড়িতে অবস্থিত চতুষ্পাঠীতে বৃত্তিভোগী অধ্যাপকরূপে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাটান। ১৯০৬ খ্রী. তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯১১ খ্রী. থেকে তিনি বার্ষিক ১০০ টাকা সরকারী বৃত্তি ভোগ করেন। [১৩০]

কালীকিশোর স্মৃতিরত্ন, মহামহোপাধ্যায় (১১. ৪.১২৬৫ - ২১.৬.১৩৬১ ব.) হোগলা-কার্তিকপুর—ফরিদপুর। গোলোকচন্দ্র সার্বভৌম। রাঢ়ী-

শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রচারে তাঁর দান অতুলনীয়। তিনি কলিকাতা সংস্কৃত অ্যাসোসিয়েশনের নব্য ও প্রাচীন স্মৃতির উপাধি পরীক্ষার এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি বিষয়ে এম.এ. পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন। তা ছাড়া বহু বৎসর ঢাকা সারস্বত সমাজের সভাপতি ছিলেন। প্রায় ৮০ বছর বাঙলার সংস্কৃতির ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত থেকে তিনি বহু ব্যক্তিকে নানাভাবে জ্ঞানদানে সমৃদ্ধ করেছেন। ১৯৩১ খ্রী. তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। কলিকাতায় মৃত্যু। [৫,১৩০]

কালীকৃষ্ণ গাঙ্গুলী (১৯০৯ - ২৮.২.১৯৭৩)। ছাত্রজীবনে নাম-করা অ্যাথলীট কালীকৃষ্ণ ভারতীয় ওয়েট-লিফটিং এবং বডি-বিল্ডিং ফেডারেশনের সম্পাদক ও পরে ঐ সংস্থার সভাপতি এবং ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ছিলেন। তা ছাড়া তিনি ছিলেন ভারোত্তোলনের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিচারক। জানু. ১৯৭৩ খ্রী. তিনি ভারতীয় ক্রীড়া-প্রতিনিধি দলের নেতা (শেফ দি মিশন)-রূপে কমনওয়েলথ ক্রীড়া-কেন্দ্র ক্রাইস্টচার্চে গিয়েছিলেন। অলিম্পিক গেম্‌স্‌, কমনওয়েলথ গেম্‌স্‌ বা এশিয়ান গেম্‌স্‌-এ তিনি ছাড়া আর কোনও বাঙালী এখন পর্যন্ত শেফ দি মিশন হবার সম্মান পান নি। ভারোত্তোলক দলের ম্যানেজার হিসাবে তিনি ১৯৪৮ - ৬৮ খ্রী. মধ্যে অনুষ্ঠিত লণ্ডন, হেলসিঙ্কি, রোম, টোকিও এবং মেক্সিকোর প্রতিটি অলিম্পিকে এবং ১৯৭০ খ্রী. নবম কমনওয়েলথ গেম্‌স্‌-এ এডিনবরা গিয়েছেন। তিনি সম্পন্ন ব্যবসায়ীও ছিলেন। [১৬]

কালীকৃষ্ণ দেব, রাজাবাহাদুর (১৮০৮ - ১৮৭৪) শোভাবাজার—কলিকাতা। রাজা রাজকৃষ্ণ। রাজা নবকৃষ্ণের পৌত্র। বাংলা, সংস্কৃত, ফারসী, উর্দু ও ইংরেজীতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি রাধাকান্ত দেব ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সতীদাহ-প্রথা রোধের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। যুক্তি দেখান যে, দেশীয় আচারে সরকারী হস্তক্ষেপ নীতিবিরুদ্ধ। রাধাকান্ত দেবের মৃত্যুর (১৮৬৭) পর তিনিই রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের নেতা হন। রক্ষণশীল হলেও স্ত্রী-শিক্ষার প্রচারে খুব উৎসাহী ছিলেন। ল্যাণ্ড-হোল্ডারর্স সোসাইটির সভ্য এবং সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা, হিন্দু বেনিভোলেণ্ট ইন্‌স্টিটিউশন, বেথুন স্কুল, ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী, বেথুন সোসাইটি প্রভৃতির সঙ্গে সংশিলষ্ট ছিলেন। ১৮৪৮ খ্রী. কলিকাতায় যে 'মেসমেরিক' হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয় তিনি তার একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৮৫১ খ্রী. তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি হন। সাহিত্য-ক্ষেত্রেও অনুবাদক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। তিনি 'র‍্যাসেলাস্' ও 'গে'জ্ ফেব্‌ল্‌স্ বা গে সাহেবের ইতিহাস' নামক গ্রন্থ দু'খানি বাংলায় এবং শেষোক্ত গ্রন্থখানি উর্দুতেও অনুবাদ করেন। এ ছাড়া 'সন্বিদ্যাবলী' নামে শিল্পবিজ্ঞানের নানা প্রসঙ্গের অনুবাদ-সংগ্রহ এবং 'নীতি-সঙ্কলন', 'বিদ্বন্মোদ-তরঙ্গিণী' ও 'বেতাল পঁচিশী'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। পাণ্ডিত্যের জন্য লর্ড বেণ্টিঙ্ক তাঁকে 'রাজাবাহাদুর' উপাধি দেন এবং জার্মানীর সম্রাট, দিল্লীর বাদশাহ, নেপালের মহারাজা, ইংল্যাণ্ডের রাজা ও বহু মনীষী তাঁকে প্রশংসাপত্র ও পুরস্কার প্রদান করেন। ১৮৩৫ খ্রী. তিনি জাস্টিস অফ দি পীস্ হন। কাশীতে মৃত্যু। [১,২,৩,৪,৭,৮,২৫,২৬]

কালীকৃষ্ণ মিত্র (১৮২২ - ১৮৯১)। দরিদ্র পরিবারে জন্ম। অধ্যবসায়-বলে তিনি বৃত্তি লাভ করে শিক্ষা শেষ করেন। কৃষিবিদ্যানুরাগী ছিলেন এবং পাশ্চাত্যের উন্নততর যন্ত্রের মাধ্যমে এদেশের কৃষকদের কৃষিবিদ্যা শিক্ষাদানের জন্য বারাসাতে একটি আদর্শ কৃষি উদ্যান ও কৃষি ভাণ্ডার স্থাপন করেন। উদ্ভিদবিদ্যা, যোগশাস্ত্র ও থিওসফী চর্চায়ও উৎসাহী এবং বিধবা-বিবাহ-প্রচলনে ও মাদকসেবন-নিবারণে তৎপর ছিলেন। [১]

কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী, কবি (১৯শ শতাব্দী) কুণ্ডী—রংপুর। জমিদার-বংশে জন্ম। তাঁরই উদ্যোগে মফঃস্বলে প্রথম মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও 'রংপুর বার্তাবহ' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর পত্রিকাটি 'রংপুর দিক্‌প্রকাশ' নামে প্রকাশিত হতে থাকে। রামনারায়ণ তর্করত্ন-রচিত বাঙলার আদি নাটক 'কুলীন কুলসর্বস্ব'কে পুরস্কৃত করে তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। 'স্বভাব দর্পণ' ও 'প্রেমারসাষ্টক' গ্রন্থের রচয়িতা। [১]

কালীচরণ ঘোষ (১৮শ শতাব্দী)। কলিকাতার সুকিয়া স্ট্রীটের বাসিন্দা এবং ইংরেজ সরকারের সমর-বিভাগের কেরানী ছিলেন। তৃতীয় মহারাষ্ট্র যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্যের ভরতপুর অবরোধের সময় হঠাৎ জেনারেলের মৃত্যু হলে তিনি মৃত জেনারেলের পোশাক পরে যুদ্ধ পরিচালনা করে জয়লাভ করেন। কিন্তু বিনানুমতিতে ঐভাবে পোশাক ব্যবহারের জন্য সামরিক আইনে প্রথমে তাঁর জরিমানা হয় কিন্তু পরে যুদ্ধজয়ের জন্য তিনি হাজার টাকা পুরস্কার পান। সেই থেকে তিনি জেনারেল বা জাঁদরেল কালু ঘোষ নামে আখ্যাত হন। [১,২,২৫,২৬]

কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় (১৮২০-১৮৯৩) এলাহাবাদ। হরবল্লভ। লক্ষ্ণৌয়ের নবাব নাসির-উদ্দীন হায়দার প্রতিষ্ঠিত মানমন্দিরের কাজে কর্ম-জীবনের সূচনা হয়। উর্দু, ফারসী ও ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। মানমন্দিরের কর্মচারী হিসাবে ইংরেজদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। পরে তিনি লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সীর ট্রেজারার হন। সিপাহী বিদ্রোহীদের বিরোধিতা করে সাহসিকতার সঙ্গে ট্রেজারী রক্ষা করেছিলেন। ফলে উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী মহলে তাঁর প্রভাব-বৃদ্ধি হয় কিন্তু নিম্ন-পদস্থ ইংরেজদের ঈর্ষার ফলে কর্মচ্যুতি ঘটে। পরে কাশীর রাজার অস্ত্রাগার ও ধনাগারের প্রধান-রূপে কর্মগ্রহণ করেন। এই কার্যে নিযুক্ত থাকা কালে তাঁর মৃত্যু হয়। [১]

কালীচরণ তর্কালঙ্কার (১৮১৯-১৮৯২) বিক্রমপুর—ঢাকা। রামনিধি তর্কসিদ্ধান্ত। বিক্রম-পুরে ব্যাকরণ, বাদার্থ ও স্মৃতি পাঠ করেন। নবদ্বীপে ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সাত বছরে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন ও 'তর্কা-লঙ্কার' উপাধি পান। ঢাকায় ফিরে গিয়ে চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। বিক্রমপুরের বহু পণ্ডিত তাঁর শিষ্য ছিলেন। [১]

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (৯.২.১৮৪৭-৬.২. ১৯০৭) জব্বলপুর। হরচন্দ্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন এবং দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে এম.এ. ও পরে বি.এল. পাশ করেন। ১৮৬৩ খ্রী. মাত্র ষোল বছর বয়সে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং উত্তরকালে রেভারেন্ড কালীচরণ নামে পরিচিত হন। প্রথমে আইনজীবী ও পরে জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনের অধ্যাপক এবং শেষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙালী রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হন। পণ্ডিত এবং সুবক্তা হিসাবে খ্যাতি ছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং ১৮৭৫ খ্রী. অন্যান্যদের সঙ্গে 'ইণ্ডিয়ান লীগ' স্থাপন করেন। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রী. ভারতের জাতীয় কংগ্রেস স্থাপনের সূচনা থেকেই এতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৮৯৫ খ্রী. পুনা কংগ্রেসের প্রস্তাবক, ১৮৯৬ খ্রী. কলিকাতা কংগ্রেসে বিশ্ববিদ্যালয়-বিষয়ক প্রস্তাবক এবং ১৮৯৮ খ্রী. ঢাকায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। ১৯০৬ খ্রী. কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে কর্মরত অবস্থায় মূর্ছিত হয়ে পড়েন ও পর বছর তাঁর মৃত্যু হয়। [১,২,৩,৭,৮,২৫,২৬]

কালীচরণ লাহিড়ী (?-৭.১০.১৮৯১) নদীয়া—কৃষ্ণনগর। রামকৃষ্ণ। প্রথমে কৃষ্ণনগর ও পরে কলিকাতায় শিক্ষালাভ করেন। এখানে স্কুলে ও মেডি-ক্যাল কলেজে পড়ার সময় জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামতনুর স্কলারশিপ ও অল্প আয় দ্বারা বহুকষ্টে ডাক্তারী পাশ করেন। চিকিৎসক হিসাবে সুনাম ও সহৃদয়তার জন্য আজীবন সকলের প্রিয় ছিলেন। রোগীকে সুস্থ করে তোলার জন্য অনেক সময় তিনি নিজ অর্থ-ব্যয়ে রোগীর স্বাচ্ছন্দ্যবিধান করতেন। সুমধুর এবং মহৎ চরিত্রের জন্য দীনবন্ধু মিত্র তাঁর সম্বন্ধে কবিতা রচনা করেছিলেন। [১,৪৮]

কালীনাথ চূড়ামণি (১৮২০?-?)। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃতশিক্ষার কেন্দ্র নবদ্বীপে নব্যন্যায়ের বিশিষ্ট অধ্যাপনার প্রবর্তক। রঘুনাথ শিরোমণির সময় থেকে ১৮৫৪ খ্রী. পর্যন্ত যে ১১ জন শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক পণ্ডিত এই অধ্যাপনা-কার্য পরিচালনা করেন কালীনাথ তাঁদের অন্যতম। [১]

কালীনাথ দাস শীল (১৯শ শতাব্দী) ঢাকা। তিনি 'সীতার বনবাস' যাত্রা-পালা-রচয়িতা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর রচিত কোন কোন সঙ্গীত পূর্ববঙ্গে বহুদিন প্রচলিত ছিল। সাধা-রণের কাছে 'কালীবাবু' নামে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। [১]

কালীনাথ রায় (১৮৭৮-১৯৪৫) যশোহর। প্রখ্যাত সাংবাদিক। কলিকাতায় স্কটিশ চার্চ কলেজে এফ.এ. পড়ার সময় স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে পড়া ছেড়ে সুরেন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সহ-সম্পাদক হন। এরপর ১৯১১ খ্রী. লাহোরের 'দি পাঞ্জাবী' পত্রিকার সম্পাদক এবং চার বছর পর ১৯১৫ খ্রী. লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদক হয়ে একাদিক্রমে ত্রিশ বছর কাজ করেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের (১৩ এপ্রিল ১৯১৯) প্রতিবাদে প্রবন্ধ রচনার জন্য সামরিক আইনে তাঁর দেড় বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের চেষ্টায় আট মাস পরে মুক্তি পান। [৩]

কালীনাথ রায়চৌধুরী (১৮০১-১২.১২. ১৮৪০) টাকী—চব্বিশ পরগনা। শ্রীনাথ। প্রতিভা-বান ছাত্র ছিলেন। ইংরেজী, সংস্কৃত, ফারসী ও বাংলা ভাষায় দক্ষতা ছিল। ফারসী ও বাংলায় কবিতা রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। রামমোহন রায়ের মতাবলম্বী ছিলেন ও সতীদাহ আন্দোলন প্রভৃতিতে সক্রিয় সহযোগিতা করেন। ফলে কলি-কাতার রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ কর্তৃক বর্জিত হন। কূপমণ্ডূক সমাজের অজ্ঞতা দূর করার জন্য স্বগ্রামে সহোদরের সাহায্যে ১৮৩২ খ্রী. ১৪ জুন বিদ্যালয়

স্থাপন করেন। পাঠ্য বিষয় ছিল বাংলা, আরবী, ফারসী, সংস্কৃত ও ইংরেজী। এই স্কুলে বার্ষিক ২০ হাজার টাকা সাহায্য দান করেন ও রেভারেন্ড আলেক্জান্ডার ডাফ্কে প্রধান শিক্ষক নিযন্ক্ত করেন। এ ছাড়া হিন্দন্ বেনিভোলেন্ট ইন্স্টিটিউশন, হিন্দন্ ফ্রী স্কুল ও বরানগর ইংরেজী স্কুলে সাহায্য দান করেন। রাজনীতিতে মন্দ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা আন্দোলন, ল্যান্ড-হোল্ডার্স সোসাইটি এবং বঙ্গ-ভাষা প্রকাশিকা সভা প্রভৃতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। টাকী-সৈয়দপন্র রাস্তা নির্মাণে লক্ষ টাকা এবং পন্ষ্করিণী, অতিথিশালা প্রভৃতিতে বহন্ অর্থ ব্যয় করেন। ভারতচন্দ্রের বাংলা কাব্য তিনি ফারসী ভাষায় অনন্বাদ করেন। বক্তা হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট সন্নাম ছিল। [১,৮,৬৪]

কালীনারায়ণ গন্প্ত (১৮৩০ - ১৯০৩) আকা-নগর—ঢাকা। সন্ধারাম সেন। বাল্যকালে মহীন্দ্র-নারায়ণ গন্প্তের পোষ্যপন্ত্ররন্পে গৃহীত হন। মাতামহের কাছে বাংলা ও পরে সাধারণভাবে কিছন্ ফারসী ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন ; উচ্চতর শিক্ষা-লাভ সম্ভব হয়নি। তরন্ণ বয়সে শক্তিমন্ত্রের উপাসক ছিলেন। পরে ব্রাহ্মমতে বিশ্বাসী হন। জালালউদ্দীন নামে এক মন্সলমান যন্বককে ব্রাহ্ম-ধর্মে দীক্ষা দেন এবং এক বিবাহের প্রীতিভোজে সপন্ত্র উক্ত যন্বকের সঙ্গে এক পংক্তিতে ভোজন করেন। এই উদারতা ও সাহসের জন্য তাঁকে সপরিবারে সামাজিক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। ১৮৬৯ খন্রী. তিনি পন্ত্র ও ভৃত্যসহ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন এবং নিজ জমিদারীতে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। স্বরচিত ভক্তিরসাত্মক সংগীতসমূহ 'ভাবসংগীত' গ্রন্থে ও তাঁর সাধনালব্ধ তত্ত্ব-বিষয় 'ভাবকথা'য় প্রকাশ করেন। দৌহিত্র অতুলপ্রসাদ এই ধারার অনন্গামী ছিলেন। [১,২,৩]

কালীপদ আইচ (১৯২০ - ২৭.৯.১৯৪৩)। দ্বিতীয় বিশ্বযন্দ্ধের সময় সামরিক বিভাগের কর্মী ছিলেন। চতুর্থ মাদ্রাজ উপকূল বাহিনীর সৈনিকদের দেশাত্মবোধে উদ্বন্দ্ধ করে ব্রিটিশ সরকারের বিরন্দ্ধ-বাদী করার চেষ্টা করলে সরকার তাঁকে নাশকতা-মূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ১৮ এপ্রিল ১৯৪৩ খন্রী. গ্রেপ্তার করে। সামরিক আদালতের বিচারে ২৭ এপ্রিল ১৯৪৩ খন্রী. তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। উক্ত ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করার অপরাধে আরও আট-জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ হয়েছিল। মৃত্যুর আগে তাঁরা প্রত্যেকে পরস্পর আলিঙ্গন ও 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি সহকারে সহাস্যে মৃত্যুবরণ করেন। [৪২,৪৩]

কালীপদ তর্কাচার্য, মহামহোপাধ্যায় (১৮৮৮ ? - ২৭.৭.১৯৭২) উনশিয়া—ফরিদপন্র। হরিদাস তর্কতীর্থ। পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যের গবেষক। তিনি সন্ললিত সংস্কৃতে অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারতেন। ১৯১৮ খন্রী. তিনি সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিযন্ক্ত হন। ১৯৩১ খন্রী. কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক হন ও টোল-বিভাগীয় সর্বোচ্চ পদ লাভ করেন। অবসর-গ্রহণের পর পন্নরায় ঐ কলেজেরই 'মহাচার্য' শ্রেণীর অধ্যাপক নিযন্ক্ত হয়ে আমৃত্যু কাজ করেন। তাঁর রচিত কাব্য, নাটক ও ন্যায়শাস্ত্র-বিষয়ক মোট ১৬খানি এবং সম্পাদিত ৭খানি গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির সংস্কৃত অনন্বাদ তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কার-নাথ প্রবর্তিত আর্যশাস্ত্র গ্রন্থাবলীর প্রধান সম্পাদক ছিলেন। তিনিই পশ্চিমবঙ্গে শেষ 'মহামহোপাধ্যায়' পণ্ডিত। ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মশ্রী' এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ডি.লিট' উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। এছাড়া ভারত সরকারের 'রাষ্ট্র-পতি মেধা' প্রাপ্ত ছিলেন। [১৬,১৩০]

কালীপদ পাঠক (১৮৯০ - ১৫.১১.১৯৭০) রাজহাটি—হন্গলী। প্রধানত টপ্পাগায়ক হিসাবে পরিচিত হলেও ধ্রন্পদও ভাল জানতেন। গোবিন্দ-চন্দ্র নাগ, রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, রমজান খাঁ, নিকুঞ্জবিহারী দত্ত, ফণিশঙ্কর মন্খোপাধ্যায় প্রমন্খ গন্ণীদের কাছে সংগীত শিক্ষা করেন। যাত্রাগায়ক হিসাবে সংগীত-জীবন শন্রন্ করেন। ক্রমে তাঁর খ্যাতি বিস্তৃত হয়। সম্ভবত কৃষ্ণকামিনী দাসী নামের এক গায়িকাও তাঁকে পন্ত্রস্নেহে অনেক গান শেখান। সোরী মিঞা ও নিধন্বাবন্র টপ্পা ছাড়া আরও বহন্ অপ্রচলিত টপ্পা তিনি সংগ্রহ করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর টপ্পা শন্নে মন্গ্ধ হয়ে-ছিলেন। 'কে তোমারে শিখায়েছে প্রেম ছলনা' ও 'তোমারই তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে' মাত্র এ দন্'খানি গানের রেকর্ড আছে। রবীন্দ্র ভারতী, বিশ্বভারতী এবং বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন কর্তৃক পন্রস্কৃত ও সম্মানিত হন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গান করার অভ্যাস ছিল। [১৬]

কালীপদ বসন্ (? - নভে. ১৯১৪) ঝিনাইদহ—যশোহর। মহিমাপ্রসাদ। দারিদ্র্যের বিরন্দ্ধে সংগ্রাম করে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। স্কুল থেকে এম.এ. পর্যন্ত প্রতিটি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। চাকরি-জীবনে রিপন, র‍্যাভেন্শ, প্রেসিডেন্সী ও ঢাকা কলেজে অধ্যাপনা করেন। কর্মরত অবস্থায় প্রবাসে থেকেও তিনি স্বগ্রামের উন্নতি ও সংস্কার-

সাধনে উদ্যোগী ছিলেন। ছাত্রদের উপযোগী কয়েকটি বহুল-প্রচারিত গণিতগ্রন্থের প্রণেতা। সর্বাপেক্ষা প্রচলিত গ্রন্থ : 'Algebra Made Easy'। [১]

কালীপদ মুখোপাধ্যায় ১। প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ। ১৮৭৪ খ্রী. 'বাহুলীন তত্ত্ব' (Treatise on Violin) গ্রন্থ রচনা করেন। [৪]

কালীপদ মুখোপাধ্যায় ২ (?-১৬.২.১৯৩৩) বিক্রমপুর—ঢাকা। ঢাকার স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কমলাক্ষ সিরাজদীঘি থানার ইছাপুর অঞ্চলে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণকারিণী মহিলাদের উপর, ব্রিটিশ প্রভুদের মনস্তুষ্টির জন্য, অবর্ণনীয় অত্যাচার চালায়। তখন যুবক কালীপদ এই অত্যাচারীকে বিলুপ্ত করার শপথ গ্রহণ করে সকলের অলক্ষ্যে কাজ সমাধা করেন (২৭.৬.১৯৩২)। পুলিস এক তারবার্তার সূত্র ধরে একজনকে গ্রেপ্তার করে এবং সেই ব্যক্তির সাহায্যে তিনি ধৃত হন ও ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেন। [৪২,৪৩]

কালীপদ মুখোপাধ্যায় ৩ (৯.৩.১৯০১-২৩.৭.১৯৬২)। কলেজের শিক্ষা অসম্পূর্ণ রেখে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার জন্য তিনি বহুদিন কারাবাস করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পর আমৃত্যু একটানা বিভিন্ন দপ্তরে মন্ত্রিত্ব করে গেছেন। [৪,১০]

কালীপ্রসন্ন। কলিকাতা। প্রকৃত নাম মুনশী বেলায়েৎ হোসেন। সংস্কৃত-ভাষাভিজ্ঞ মুনশী সাহেব অলঙ্কারশাস্ত্র-সম্মত পরমার্থ-ভাবপূর্ণ বহু শাক্ত ও বৈষ্ণব পদ রচনা করে পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক 'কালীপ্রসন্ন' উপাধিতে ভূষিত হন। উপাধি প্রাপ্তির পর তাঁর রচিত প্রত্যেক পদে 'কালীপ্রসন্ন'-ভণিতা দৃষ্ট হয়। বেহাগ রাগে রচিত বাউল সঙ্গীতে তাঁর প্রতিভার সন্ধান পাওয়া যায়। 'যে মজেছে যাহারই ভাবে অবশ্য সে তারে পাবে/স্বর্গ নরক দুই ভবে চিনে লও এই বেলা' গানটি উল্লেখযোগ্য। [৭৭]

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (৯.৬.১৮৬১-৪.৭.১৯০৭) কলিকাতা। রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৭৬ খ্রী. লণ্ডন মিশনারী স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পাশ করেন। এফ.এ. পড়বার সময় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের কাছে বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন এবং 'কাব্যবিশারদ' উপাধি পান। তাঁর কাছে তিনি সাংবাদিকতাও শিক্ষা করেন। 'দি কস্‌মোপলিটান', 'অ্যাণ্টি-খ্রীষ্টিয়ান', 'প্রকৃতি', 'হিতবাদী' প্রভৃতি নানা পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তা ছাড়া 'সোমপ্রকাশ', 'পঞ্চানন্দ', 'সাহিত্য সংহিতা' প্রভৃতি পত্রিকাগুলিতেও তাঁর কবিতা, প্রবন্ধ ও ব্যঙ্গরচনা প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত ব্যঙ্গাত্মক রচনাগুলি 'প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়', 'যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়' ও 'শ্রীফকিরচাঁদ বাবাজী' নামে প্রকাশ করতেন। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র প্রমুখরাও তাঁর ব্যঙ্গের আক্রমণ থেকে রেহাই পান নি। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের বিরুদ্ধে ১৮৭৮ খ্রী. প্রথম পুস্তক 'সভ্যতা-সোপান' রচনা করেন। 'হিতবাদী' পত্রিকায় 'রুচি বিকার' নামে একটি কবিতা প্রকাশ করলে আদালত লেখকের নাম প্রকাশ করতে বলেন। কিন্তু তিনি সম্পাদকের কর্তব্য অনুযায়ী নাম প্রকাশে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে আদালত অবমাননার দায়ে তাঁর কারাদণ্ড হয়। কালীপ্রসন্ন সম্পাদিত 'প্রসাদ-পদাবলী', 'বিদ্যাপতি : বঙ্গীয় পদাবলী', 'স্বদেশী সঙ্গীত' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'শব্দকল্পদ্রুম' প্রকাশনায় (রাধাকান্ত দেব সম্পাদিত) তাঁর দান আছে। রচিত 'পেনেল প্রসঙ্গ' (১৯০১) ও 'লাঞ্ছিতের সম্মান' (১৯০৬) গ্রন্থ দুটি তাঁর অসাধারণ স্বদেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ১৮৮৭ খ্রী. অমরাবতীর, ১৮৯৪ খ্রী. মাদ্রাজের এবং আদালত অবমাননার জন্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানা থাকা সত্ত্বেও অসুস্থ অবস্থায় ১৮৯৯ খ্রী. লক্ষ্ণৌ-এর কংগ্রেস সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯০৫ খ্রী. বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময় তাঁর রচিত স্বদেশী গান গাওয়া হত। ১৯০৬ খ্রী. কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে তাঁর রচিত হিন্দী গান উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। [১,৩,৫,৭,৮,১০,২৫,২৬]

কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৫৯-৭.১০.১৯২৬) ইদিলপুর—ফরিদপুর। হরচন্দ্র। বরিশাল জেলা স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স, ঢাকা কলেজ থেকে এফ.এ. এবং কলিকাতা মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে বি.এ. (১৮৮৪) পাশ করে কয়েক মাস হুগলী জেলার এক স্কুলে শিক্ষকতা করার পর বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলের শিক্ষক হয়ে আসেন। ১৮৮৬ খ্রী. থেকে ১৯০১ খ্রী. পর্যন্ত ঐ স্কুলের প্রধান-শিক্ষক, ১৮৮৯ খ্রী. কলেজ খুললে অধ্যাপক, ১৯০১ খ্রী. থেকে আমৃত্যু ব্রজমোহন কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ এবং বহুকাল কলেজের সেক্রেটারী ছিলেন। শিক্ষকতাকে তিনি ব্রত হিসাবে নিয়েছিলেন ব'লে অর্থোপার্জনের অন্যান্য পথ খোলা থাকলেও তা তিনি গ্রহণ করেন নি। লোকে বলত, "Kaliprasanna is Brojomohan College, Brojomohan College is Kaliprasanna." তিনি স্কুল কলেজে পরীক্ষায় গার্ড রাখতেন না। স্কুলে ছড়া ছিল,— 'হেডমাস্টার কালীপ্রসন্ন, রূপ নাই তাঁর গুণে ধন্য / পূর্বজন্মে করেছেন পুণ্য, তাই তো এত

গণ্যমান্য।' তিনি 'ন্যাশনাল এজেন্সী' নামে এক দোকান খুলে স্বদেশজাত দ্রব্য নিজের হাতে বিক্রী করতেন। লাভের দিকে দৃষ্টি ছিল না। সুলভ মূল্যের দোকান ব'লে সেখানে বেশ ভিড় হত। কর্তব্যপরায়ণ, আদর্শনিষ্ঠ এই শিক্ষাব্রতী সম্পর্কে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত একদিন বলেছিলেন, 'কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য বরিশালের দুই ব্যক্তিকে আমি শ্রদ্ধা করি—একজন গোপাল মেথর, অন্যজন কালী-প্রসন্ন'। [১৪৬]

কালীপ্রসন্ন ঘোষ, রায়বাহাদুর, সি.আই.ই. (২৩.৭.১৮৪৩ - ২৯.১০.১৯১০) ভরাকর—ঢাকা। শিবনাথ। শৈশবে ফারসী, সংস্কৃত ও বাংলা শিক্ষা শেষ করে দশ বছর বয়সে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ইংরেজী শেখেন। এণ্ট্রান্স ক্লাসে মুগ্ধবোধ, রঘুবংশ, মেঘদূত, ভট্টি প্রভৃতি পড়েন। এর পর কলিকাতায় ইংরেজী-সাহিত্য, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, নীতি-বিজ্ঞান, থিওলজি প্রভৃতি এবং শেষে পাণিনি পড়তে শুরু করেন। কুড়ি বছর বয়সে ভবানীপুরে খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করে মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ, রেভারেণ্ড ড্যাল প্রমুখদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাইশ বছর বয়সে ঢাকা ছোট আদালতের পেশকার পদে বৃত হন। এখানে এগারো বছর কাজ করার পর ২৮ মার্চ ১৮৭৭ খ্রী. ভাওয়াল রাজ্যের প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত হন। ১৮৭০ খ্রী. পূর্ব-বঙ্গের ব্রাহ্ম যুবকদের মুখপত্র 'শুভসাধিনী' পত্রিকা এবং ১৮৭৪ খ্রী. 'বান্ধব' পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। ভাওয়ালে অবস্থানকালে সমকালীন সাহিত্যিকদের সহায়তার উদ্দেশ্যে জয়দেবপুরে 'সাহিত্য সমালোচনা সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। অসাধারণ বাগ্মিতার জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁকে ইংরেজী ও বাংলায় বক্তৃতা দিতে হত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর বিশিষ্ট সদস্য (১৩০১ ব.), সহ-সভাপতি (১৩০৪ - ০৭ ব.), সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি, অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সভ্য ও সদর লোকাল বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। রচিত গ্রন্থ ১৯টি। উল্লেখযোগ্য : 'নারীজাতি-বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৬৯), 'প্রভাত-চিন্তা' (১৮৭৭), 'নিভৃতচিন্তা' (১৮৮৩), 'নিশীথ-চিন্তা' (১৮৯৬) প্রভৃতি। তাঁর রচনাবলীতে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও কার্লাইলের প্রভাব দৃষ্ট হয়। বঙ্গের পণ্ডিত-মণ্ডলীর কাছ থেকে তিনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পান। [১,৩,৬,৭,২০,২৫,২৬,২৮]

কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (১.৩.১৮৬৩ - ১২. ১১.১৯১৯)। পিতার কর্মস্থল জলপাইগুড়িতে জন্ম। চন্দননগরের রাজা রামজীবনের বংশধর। পরবর্তী কালে পিতা লাহোরে চাকরি নিয়ে সেখান-কার স্থায়ী বাসিন্দা হন। শিক্ষারম্ভ লাহোর স্কুলে। পরে সেখানকার মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারী পড়া-কালে মাতার মৃত্যু হয়। পড়া ছেড়ে কিছুকাল সন্ন্যাস-জীবন যাপনের পর গৃহে ফিরে আসেন ও 'সিভিল মিলিটারী গেজেট' (লাহোর) পত্রিকায় অনুবাদকের পদে যোগ দেন। বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং ধর্মীয় ও সামাজিক নেতারূপে অল্পদিনেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৮৮৫ খ্রী. রেভারেণ্ড গোলোক চট্টোপাধ্যায়ের 'ট্রিবিউন' পত্রিকায় যোগ দেন এবং দীর্ঘকাল যুক্ত থাকেন। ১৯০৩ খ্রী. এই পত্রিকার প্রতিনিধিরূপে দিল্লীর দরবারে উপ-স্থিত ছিলেন। ১৯০৫ খ্রী. তিনি ট্রিবিউন ছেড়ে 'লাইট' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯০৭ খ্রী. শিশির ঘোষের আমন্ত্রণে কলিকাতায় অমৃতবাজার পত্রিকায় সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেন। ১৯১০ খ্রী. লাহোরে ফিরে যান ও 'পাঞ্জাবী' পত্রিকায় যোগ দেন। ১৯১১ খ্রী. বারাণসীতে 'ভারতধর্ম মহামণ্ডলে'র মুখ-পত্র সম্পাদনা করেন। কিছুদিন 'কস্‌মোপলিটান' পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ১৯১৮ খ্রী. শান্তি-নিকেতন পরিদর্শন করেন এবং সেখানে তাঁর প্রদত্ত দু'টি বক্তৃতা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করে। শিবনাথ শাস্ত্রী ও সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রভাবাধীন ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই পাঞ্জাব কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা। বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে উৎসাহী ছিলেন। লাহোর D.A.V. কলেজ স্থাপনে হংসরাজকে সাহায্য করেন। নিজেও ১৮৯৬ খ্রী. এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ছিলেন। জন্মসূত্রে বাঙালী হলেও বেশভূষায়, চালচলনে ও কথাবার্তায় পাঞ্জাবী ছিলেন। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন এবং সঙ্গীত, অঙ্কন-শিল্প, সাহিত্য, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়েও তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। 'শিখ সামরাত' ও 'সতীর অভিশাপ' নামক ঐতি-হাসিক উপন্যাসের লেখক। [১২৪]

কালীপ্রসন্ন দত্ত (১২৬৬ - ১৩০৮ ব.) চাঁওচা —ফরিদপুর। ঈশ্বরচন্দ্র। পনেরো বছর বয়সে বরি-শাল সরকারী স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বৃত্তিসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে বি.এ. পড়া অসমাপ্ত রেখে সাত-আট বছর ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকেন। ১২৯৩ ব. বিজনী এস্টেটের কর্মাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। 'ভারত সুহৃদ' পত্রিকা সম্পাদনা এবং 'ভারত বণিক' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। 'বুয়র যুদ্ধের ইতিহাস' রচনা করে তিনি খ্যাতিমান হন। তাঁর অপর গ্রন্থ 'দলিত কুসুম'। [১]

কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত (১২৭৮ - ১৩৪৯ ব.)।

এম.এ. পাশ করে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯০৫ খ্রী. বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শুরু হলে শিক্ষকতা ছেড়ে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উন্নতি-বিধানে আত্মনিয়োগ করেন। আমৃত্যু যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কার্যকরী সভার সদস্য ও বসুমল্লিক অধ্যাপক ছিলেন। 'পুরাণ', 'রাজপুত-কাহিনী', 'রামায়ণের কথা', 'ভারতনারী', 'সমাজ-বিজ্ঞান' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। 'মালঞ্চ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। [৪,৫]

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪২-১৯০০) কলিকাতা। ১৮৫৮ খ্রী. বেলগাছিয়া থিয়েটারে 'রত্নাবলী' নাটকের নাম-ভূমিকায় অভিনয় করে খ্যাত হন। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সঙ্গীতশিষ্য এবং সেতার, সুরবাহার ও ন্যাস-তরঙ্গ বাদনে অসাধারণ দক্ষ ছিলেন। সংগীতজ্ঞ হিসাবে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান হন। বার্লিন, ফিলাডেল-ফিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং ফ্রান্স ও ইতালী থেকে প্রশংসাপত্র ও পদক লাভ করেন। হাঙ্গেরীর প্রসিদ্ধ বেহালা-শিল্পী এডওয়ার্ড রেমিনী ১৮৮৬ খ্রী. কলিকাতায় তাঁর সেতার-বাজনা শুনে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। ওয়াজিদ আলী শাহ্ তাঁর বাজনায় মুগ্ধ ছিলেন। তিনি বহু সংগীত বিদ্যা-লয়ের এবং বেঙ্গল একাডেমির শিক্ষক ও প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তাঁর শিষ্যগণের মধ্যে বৈকুণ্ঠনাথ বসু, জন অলডিস, খগেন্দ্রনাথ দে প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। 'ইংরাজী স্বরলিপি-পদ্ধতি' নামক পুস্তকে তিনি ভারতীয় সংগীতের স্বরলিপি ইংরেজী পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করার বিপক্ষে যুক্তি দেখান। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের গ্রন্থ প্রকাশে সহায়তা করেন। [১,৩,৫২]

কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, মহামহোপাধ্যায় (আনু. ১২৫৫-১.৯.১৩৩০ ব.) উজিরপুর—বরিশাল। বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য। পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ফরিদপুর জেলার ধানুকা গ্রামের এক চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। পরে বরিশালের ইংরেজী এণ্ট্রান্স স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স ও কলিকাতা জেনারেল অ্যাসেম্ব্লি কলেজ (স্কটিশ চার্চ কলেজ) থেকে এফ.এ. ও বি.এ. পাশ করেন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের মাধ্যমে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮১ খ্রী. ঢাকা জগন্নাথ কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপকরূপে তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ হয়। ২০ বৎসরকাল ঐ কলেজে অধ্যাপনার পর ১৯০১ খ্রী. কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯১০-১৮ খ্রী. পর্যন্ত কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯১৮ খ্রী. থেকে বহুদিন তিনি টোলসমূহের পরিদর্শকরূপে কাজ করেন। কয়েক বৎসর সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন। ১৯১১ খ্রী. তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত হন। [১০৩]

কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। গোবরডাঙ্গা—চব্বিশ পরগনা। গোবরডাঙ্গার জমিদার ছিলেন। তিনি ওয়াহাবী বিদ্রোহীদের দমনের জন্য কলিকাতার জমিদার লাটুবাবু ও নীলকর ডেভিসের সঙ্গে একত্রে একটি বড় রকম পাইক লাঠিয়াল-বাহিনী গঠন করেছিলেন। তিতুমীরের বাহিনীর কাছে এই বাহিনী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। [৫৬]

কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-২৪.৭.১৮৭০) জোড়াসাঁকো—কলিকাতা। নন্দলাল। বহুগুণ-সমন্বিত এই জমিদার-সন্তান মাত্র ৩০ বছরের জীবনে ভাষা-সাহিত্যে ও সমাজ-জীবনে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেন। হিন্দু কলেজের অসম্পূর্ণ শিক্ষা ইংরেজ গৃহশিক্ষকের সাহায্যে পূরণ হয়। মাত্র ১৩ বছর বয়সে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' প্রতিষ্ঠা করে খ্যাতনামা বন্ধুদের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ে আলো-চনা চালাতেন। ক্রমে 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' (১৮৫৫) এবং 'বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটার'-এর (১৮৫৬) মাধ্যমে সাংস্কৃতিক জীবনে প্রবেশ করেন। ১৮৫৬ খ্রী. রামনারায়ণ অনুদিত 'বেণীসংহার' নাটকে অভিনয় করে বিশেষ সুনামের অধিকারী হন। 'সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা' (প্রাণিতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, শিল্প ও সাহিত্য-বিষয়ক), 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'পরিদর্শক' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ২৪ জুলাই ১৮৬১ খ্রী. 'নীলদর্পণ' নাটকের জন্য পাদরী লঙ্ সাহেবের জরিমানার হাজার টাকা তিনি আদালতে জমা দিয়েছিলেন। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশ মুখার্জী ও তাঁর পরিবার-বর্গকে এবং 'মুখার্জীস ম্যাগাজিনে'র শম্ভুচন্দ্র, শিক্ষক রিচার্ডসন ও লঙ্ সাহেব প্রমুখদের নানা-ভাবে সাহায্য করেছিলেন। বিধবা-বিবাহকে জন-প্রিয় করার জন্য পুরস্কার ঘোষণা এবং বহুবিবাহ-রোধ ও বারবনিতা-স্থানান্তরীকরণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রচিত নাটক : 'বাবু' (১৮৫৪), 'বিক্রমোর্বশী' (১৮৫৭), 'সাবিত্রী-সত্যবান' (১৮৫৮) ও 'মালতীমাধব' (১৮৫৯)। তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' (১৮৬২-৬৪) সমাজ-জীবনের কিঞ্চিৎ স্থূল ব্যঙ্গরূপ। সংস্কৃত শব্দ-বহুল পণ্ডিতী ভাষার বিরুদ্ধে সাহিত্যে কথ্য ভাষার প্রচলন করার জন্যও 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয়। বিদ্যাসাগরের উৎসাহে ও তত্ত্বাবধানে হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ কয়েকজন পণ্ডিতের সাহায্যে মূল সংস্কৃত মহাভারত বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

সরকার কর্তৃক অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট ও 'জাস্টিস্ অফ দি পীস' নিযুক্ত ছিলেন। [১,২,৩,৭,৮,২০, ২৫,২৬,২৮]

কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪ - ১৫.৪. ১৯৭২) খালিয়া—মাদারীপুর (পূর্ববঙ্গ)। অগ্নি-যুগের প্রখ্যাত বিপ্লবী নায়ক কালীপ্রসাদ পূর্ণ-দাসের আবাল্য সহচর ও বালেশ্বরের বুড়ি বালামের তীরে বাঘা যতীনের সঙ্গী যে তিন বীর বিপ্লবী আত্মদান করেন তাঁদের মন্ত্রগুরু ছিলেন। ব্রহ্ম ও ভারতের বিভিন্ন কারাগারে ২২ বছর বন্দী-জীবন কাটান। কলিকাতায় মৃত্যু। [১৬]

কালীবর বেদান্তবাগীশ। দার্শনিক পণ্ডিত। ১৩১৩ - ১৪ ব. পর্যন্ত 'অঙ্কুর' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 'গুরুশাস্ত্র', 'পাতঞ্জলদর্শন', 'বেদান্তদর্শন' (৪ খণ্ড), 'সাংখ্যদর্শন', 'সাংখ্যসূত্রম্', 'পরলোক রহস্য', 'ন্যায়দর্শন', 'বেদান্তসার' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। [৪]

কালীময় ঘটক (১২৪৭ - ৩.৩.১৩০৭ ব.) রানাঘাট—নদীয়া। চন্দ্রশেখর তর্কসিদ্ধান্ত। দারিদ্র্যের জন্য শিক্ষারম্ভে বিলম্ব ঘটে। ১২৬৫ ব. ১৮ বছর বয়সে কৃতিত্বের সঙ্গে এন্ট্রান্স পাশ করেন। ছুতারমিস্ত্রী, রাজমিস্ত্রী, দরজী প্রভৃতির কাজে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। বিভিন্ন গ্রামে বাংলা স্কুলে শিক্ষকতার পর জমিদারদের সাহায্যে স্বগ্রামে স্কুল স্থাপন করে শিক্ষকতা শুরু করেন। ক্রমে বালিকা বিদ্যালয় ও শ্রমিক ব্যবসায়ীদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। রচিত গ্রন্থাবলী : 'চরিতাষ্টক' (২ খণ্ড), 'ছিন্নমস্তা', 'কৃষিশিক্ষা', 'কৃষিপ্রবেশ', 'সুরেন্দ্র জীবনী', 'পদ্যময়', 'মিত্র-বিলাপ', 'মেলা' প্রভৃতি। [১,৭,২৬]

কালী মির্জা (১৭৫০? - ১৮২০?) গুপ্তি-পাড়া—হুগলী। প্রকৃত নাম কালিদাস চট্টোপাধ্যায়/ মুখোপাধ্যায়। টোলে অধ্যয়ন করে সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। বাল্যকাল থেকেই সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। যৌবনে বারাণসীতে সঙ্গীত ও বেদান্ত শিক্ষা করেন। লক্ষ্মৌ ও দিল্লীতে ফারসী ও উর্দু এবং বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞদের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করে স্বগ্রামে ফেরেন। বাঙলা দেশে টপ্পা গানের গায়ক ও রচয়িতা হিসাবে তিনি নিধুবাবুর পূর্ব-বর্তী। রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতগুরু এবং বর্ধমান মহারাজের সভাগায়ক ছিলেন। পরে গোপী-মোহন ঠাকুরের আশ্রয় ও আনুকূল্যে কাশীবাসী হন। কলিকাতায় সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে বিশেষ প্রতি-পত্তি ছিল। বেশভূষা, চালচলন ও ফারসী ভাষায় দক্ষতার জন্য 'মীর্জা' নামে আখ্যাত হন। 'গীত-লহরী' (১৯০৪) গ্রন্থে তাঁর রচিত দুই শত গান আছে। এ ছাড়া 'বাঙ্গালীর গান' (১৩১২ ব.) এবং 'সঙ্গীত রাগকল্পদ্রুম' (১৯১৬) গ্রন্থে কালী মীর্জার কিছু কিছু গান সঙ্কলিত হয়েছে। তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ সঙ্গীত : 'চাহিয়ে চাঁদের পানে তোরে হয় মনে', 'এমন নয়নবাণ কে তোমায় করেছে দান', 'মিলন হইয়ে না হল মিলন' প্রভৃতি। [১,২,৩, ২৫,২৬]

কালীশঙ্কর ঘোষাল, রাজাবাহাদুর। কাশীতে জন্ম। কলিকাতার ভূকৈলাসের রাজা কাশী-প্রবাসী জয়নারায়ণ তাঁর পিতা। পিতার ন্যায় দানশীল ও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। কাশীতে অন্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠা করে নিজে তার পরিচালনের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন। তা ছাড়া তিনি কাশী শিক্ষাবিস্তার সমিতির প্রথম ও প্রধান বাঙ্গালী সদস্য ছিলেন। কাশী কুইন্স কলেজের নকশা তিনিই প্রস্তুত করে-ছিলেন। সিন্ধু যুদ্ধের সময় ইংরেজ সরকারকে সাহায্য করে 'রাজাবাহাদুর' উপাধি পান। [১]

কালীশঙ্কর দাস (১৮৪৩ - ১৮৯৫?) কড়াইল —ময়মনসিংহ। রামনাথ। প্রথমে চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষার পর কিছুদিন চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করে চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করেন। পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিদ্যাও আয়ত্ত করেন। দীর্ঘকাল রংপুরের বিভিন্ন জমিদারের গৃহচিকিৎসক ছিলেন। ব্রাহ্মধর্মানুরাগী ও ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের আজীবন অনুগামী ছিলেন। ১৮৭২ খ্রী. রাজনারায়ণ বসু 'তত্ত্ব-বোধিনী' পত্রিকায় 'ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্ম থেকে উদ্ভূত' এই কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করলে, তিনি এই প্রবন্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে পুস্তক রচনা করেন। কিছুকাল ব্রাহ্মধর্মপ্রচারক হিসাবেও কাজ করেন। [১]

কালীশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ (১৮শ শতাব্দী)। ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক আহূত একাদশ পণ্ডিত-রচিত হিন্দু আইনের মূলসংগ্রহ 'বিবাদার্ণব সেতু' নামক বিপুল গ্রন্থ রচয়িতাগণের অন্যতম। অন্যান্য দশ জনের নাম : বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, কৃষ্ণরাম তর্কসিদ্ধান্ত, রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার, বীরেশ্বর পঞ্চানন, কৃষ্ণজীবন ন্যায়ালঙ্কার, গৌরীকান্ত তর্ক-সিদ্ধান্ত, কৃষ্ণচন্দ্র সার্বভৌম, শ্যামসুন্দর ন্যায়-সিদ্ধান্ত, কৃষ্ণকিশোর তর্কালঙ্কার ও সীতারাম ভাট। এই গ্রন্থ প্রথমে ফারসী ভাষায় ও পরে হ্যালহেড সাহেব কর্তৃক 'A Code of Gentoo Laws' নামে ইংরেজীতে অনূদিত হয়। [১]

কালীশঙ্কর রায় (১৭৪৪? - ১৮৩৪) নড়াইল —যশোহর। রূপরাম। তিনি প্রথমে নাটোর রাজ-সরকারে দেওয়ানের কাজ করতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় ভূষণার জমিদারী প্রাপ্ত হন।

১৭৯৫ খ্রী. বাকী খাজনার দায়ে নাটোররাজের পরগনাগুলি নীলামে উঠলে তিনি পাঁচটি পরগনা ও পরে আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র পরগনা ক্রয় করে নড়াইল জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ইতঃপূর্বে জমিদারী সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তিনি কৃষক-বাহিনী নিয়ে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। ১৭৯৬ খ্রী. ইংরেজগণ কৌশলে তাঁকে বন্দী করলে যশোহর-খুলনার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে কৃষক-বিদ্রোহ দেখা দেয়। ফলে শাসকবর্গ তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন এবং তাঁর দেয় খাজনার পরিমাণও হ্রাস করা হয়। ১৮০৬ খ্রী. মুর্শিদাবাদের নবাব তাঁকে 'রায়' উপাধি দেন। মৃত্যুর কিছুকাল আগে কাশীতে জমিদারী ক্রয় করে বসবাস আরম্ভ করেন। কাশীতে মৃত্যু। [১,৫৬]

কালীশঙ্কর সিদ্ধান্তবাগীশ (১৭৮১ - ১৮৩০)। বিক্রমপুর—ঢাকার বজ্রযোগিনীর 'পুরোহিতপাড়া' পল্লীতে জন্ম। ফরিদপুরের ধানুকা গ্রামের পণ্ডিত চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চাননের ছাত্র কালীশঙ্কর তেমন বিচারপটু না হলেও উৎকৃষ্ট পত্রিকা রচনা দ্বারা চিরস্মরণীয় হয়েছেন। 'কালীশঙ্করী' পত্রিকা নবদ্বীপ, কাশী, মাদ্রাজ প্রভৃতি নবান্যায়ের চতুষ্পাঠীতে অধীত হত। তিনি ময়মনসিংহ, সুসঙ্গের রাজা রাজসিংহের দ্বারপণ্ডিত ছিলেন। বছরের মধ্যে ৬ মাস বিক্রমপুর সমাজের প্রাধান্য রক্ষার জন্য দেশে থেকে অধ্যাপনা করতেন এবং বাকি ৬ মাস সুসঙ্গ রাজবাড়িতে গিয়ে পড়াতেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে চাকদার কমলাকান্ত তর্কশিরোমণি ও বিক্রমপুর-কাঁটাদিয়ার কমলাকান্ত সার্বভৌমের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর বহু অ-বাঙালী ছাত্রও ছিলেন। [৯০]

কালীশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ (? - ৩১.৪.১৩২১ ব.) রামচন্দ্রপুর—বরিশাল। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম। শৈশবে সামান্য বাংলা শেখেন। যাজনিক ক্রিয়াকর্ম করতেন। কিছুদিন মুহুরীর কাজও করেছেন। কুড়ি বছর বয়সে কাশীধামে যান ও বহুকষ্টে অন্যের আশ্রয়ে থেকে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। দেশে ফিরে বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের সংস্কৃত পণ্ডিতের পদে বৃত হন। 'সংস্কৃত প্রবেশ' নামে একখানি সুখপাঠ্য ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন। আচণ্ডাল আর্ত-আতুরের সেবায় তাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত ছিল। ১৮৯৪ খ্রী. 'দরিদ্র বান্ধব সমিতি'র (Little Brothers of the Poor) সর্বাধিনায়ক হয়েছিলেন। তাঁর সমাধি-মন্দিরের নাম 'কালীশচন্দ্র আতুরাশ্রম'। সেখানে একসঙ্গে চারজন অনাথ-আতুরের সেবার ব্যবস্থা ছিল। [১৪৬]

কালী সরকার (১৯০৫ ? - ৪.৪.১৯৬৮)। বি.এ. পাশ করার পর মঞ্চশিল্পী হিসাবে প্রথমে 'আলফ্রেড থিয়েটারে' যোগদান করেন। এরপর শিশির ভাদুড়ী, তুলসী লাহিড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, অহীন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ অভিনেতাদের সঙ্গেও অভিনয় করেন। 'বহুরূপী', 'রূপকার', 'আই.পি. টি.এ.' প্রভৃতি নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন এবং বহুরূপী ও রূপকারের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ছিলেন। চলচ্চিত্রেও বিভিন্ন ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন। তন্মধ্যে 'অঞ্জনগড়' ও 'জলসাঘর' চিত্র উল্লেখযোগ্য। শ্রীরঙ্গমে 'বিন্দুর ছেলে' নাটকে মাধব চরিত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অভিনয় করেন। ভারত সরকারের কর্মচারী ছিলেন। [১৬]

কাশিম আলী খাঁ, নবাব, মীর (? - ৭.৬. ১৭৭৭)। মীরকাশিম নামে খ্যাত। বাঙলার নবাব মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিম নবাব দরবারে প্রতিপত্তিসম্পন্ন ছিলেন। মীরজাফর ইংরেজদের প্রতিশ্রুত উৎকোচ প্রদানে অসমর্থ হলে ইংরেজগণ ১৭৬০ খ্রী. কাশিম আলীকে নবাবী প্রদান করেন। নবাবী পেয়েই তিনি রাজস্বের সুবন্দোবস্ত করে কর্মচারীদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করেন। তিনি কখনই ইংরেজদের কর্তৃত্ব মানতে রাজী ছিলেন না। এজন্য মুর্শিদাবাদ থেকে রাজধানী মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করে সেখানে দুর্গ নির্মাণে ও সামরিক বাহিনী গঠনে উদ্যোগী হন। তা ছাড়া দিল্লীর বাদশাহকে বার্ষিক ২৪ লক্ষ টাকা কর দিতে স্বীকার করেন। তখন বাদশাহ তাঁকে 'আলীজাহ নশীর-উল-মুলক এমতাজদ্দোলা কাশিম আলী খাঁ নশরৎ জঙ্গ' উপাধি প্রদান করেন। এরপর তিনি ইংরেজদের কাছে শুল্ক দাবি করেন। ইংরেজরা তাতে অস্বীকৃত হয়। এই সুযোগে তিনি সমস্ত ব্যবসায়ীদের শুল্ক রহিতের আদেশ প্রদান করেন। এই সমস্ত কারণে ২ আগস্ট ১৭৬৩ খ্রী. উদয়নালায় ইংরেজরা নবাব সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধে নবাব পরাজিত হয়ে পাটনায় পালিয়ে যান। পরে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মোগল সম্রাট শাহ্-আলমের সঙ্গে মিলিত হয়ে ১৭৬৪ খ্রী. ইংরেজদের আক্রমণ করেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হন। শোনা যায়, দিল্লীর সন্নিকটস্থ পালোয়াল নামক গ্রামে উদরী রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। [১,২৫,২৬]

কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন (১৮৫৫ - ১৯১৮) বিক্রমপুর—ঢাকা। বাগ্মী ও পণ্ডিত কাশীচন্দ্র সামাজিক সমস্যার শাস্ত্রানুগ সমাধানকল্পে গ্রন্থ রচনা করেন। রচিত গ্রন্থ : 'সন্ন্যাসাধিকার-নির্ণয়' ও 'উদ্ধারচন্দ্রিকা'। শেষোক্ত গ্রন্থে বিলাত-ফেরতদের সামাজিক

পুনর্বাসনের পন্থা নির্ণয় করেছেন। তা ছাড়া তিনি মনু প্রভৃতি বিংশ সংহিতার টীকাও রচনা করেন। [৩]

কাশীনাথ (১৯শ শতাব্দী)। তিনি মণ্টেগু সাহেবের তত্ত্বাবধানে বাংলা অক্ষরে একটি পৃথিবীর মানচিত্র প্রস্তুত করেন (১৮২১)। এটি বাঙালী অঙ্কিত বাংলায় প্রথম মানচিত্র। [২]

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন (আনু. ১৭৮৮ - ৮.১১. ১৮৫১)। তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কেরীর অধীনে সহকারী পণ্ডিত ছিলেন। ১৮২৫ খ্রী. তিনি সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। পরে ১৮২৭ খ্রী. চব্বিশ পরগনা জেলার জজ-পণ্ডিতের পদ পান। ১৮৩১ খ্রী. এই পদ থেকে বরখাস্ত হয়ে সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের অধ্যাপক হন কিন্তু এখানেও তাঁর পদাবনতি হয়। শেষে গ্রন্থাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। রচিত গ্রন্থ : 'পদার্থ কৌমুদী', 'আত্মতত্ত্ব কৌমুদী', 'পাষণ্ড পীড়ন' (১৮২৩), 'সাধু সন্তোষিণী', 'শ্যামা সন্তোষ' প্রভৃতি। [১,৪,২৮,৬৪]

কাশীনাথ তর্কালঙ্কার (? - ১৮৫৭) উপলাতি —বর্ধমান। স্মার্ত মহামহোপাধ্যায় কাশীনাথ কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক ও মহারাজ রাধাকান্ত দেবের সভাপণ্ডিত ছিলেন। কলিকাতা হাতিবাগানে তাঁর চতুষ্পাঠীতে বিভিন্ন-দেশীয় ছাত্রও অধ্যয়ন করত। তিনি তাদের অন্নের ব্যবস্থাও করতেন। রচিত গ্রন্থ : 'প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থা-সংগ্রহ'। [৬৪]

কাশীনাথ দাশগুপ্ত, মুন্শী (১৮০৮ - ১৮৮৬) বিদ্‌গ্রাম—ঢাকা। কর্মজীবনে নোয়াখালির মহাফেজ ছিলেন। ৫৫ বছর বয়সে অবসর-গ্রহণ করে সাহিত্যকর্মে মনোনিবেশ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'শব্দদীপিকা', 'পঞ্চবটীতত্ত্ব', 'অবলাজ্ঞান-দীপিকা', 'কন্যাপণবিনাশিকা' প্রভৃতি। শেষোক্ত গ্রন্থটি পণপ্রথার বিরুদ্ধে রচিত। সাহিত্যকর্ম ছাড়াও গ্রামে ডাকঘর স্থাপনের ব্যবস্থা (১৮৫২) করেন এবং বিক্রমপুরের রাস্তা সংস্কারের কাজে অগ্রণী ছিলেন। [১]

কাশীনাথ বিদ্যানিবাস (১৬শ শতাব্দী) নবদ্বীপ। রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতি। বাসুদেব সার্বভৌমের ভ্রাতুষ্পুত্র কাশীনাথ জীবদ্দশায় 'সর্ব্ব-জগতীপ্রতিষ্ঠিত-ভট্টাচার্যৌঘমৌলিরত্ন'-রূপে তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ সারস্বতপীঠ কাশীধামে অধিষ্ঠিত থেকে সমগ্র ভারতব্যাপী এক অনন্যসাধারণ মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন। 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে সম্রাট আকবরের আমলে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের যে তালিকা আছে তাতে ৩২ জন হিন্দুর মধ্যে বিদ্যানিবাস অন্যতম। কাশীর মুক্তি-মণ্ডপে ১৫৮৩ খ্রী. অনুষ্ঠিত সামাজিক সভার নির্ণয়পত্রে নানাদেশীয় পণ্ডিতদের মধ্যে 'বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য' প্রমুখ গৌড়ীয়ের স্বাক্ষর আছে। ১৫শ - ১৬শ শতাব্দীর অন্যান্য পূর্বভারতীয় প্রতিভাবান পণ্ডিতের মত তিনিও নব্যন্যায়ের আকরগ্রন্থ 'তত্ত্বচিন্তামণির' ওপর টীকা রচনা করেন। তাঁর রচিত 'দ্বাদশযাত্রাপদ্ধতি'তে বঙ্গীয় রীতির পরিবর্তে পাশ্চাত্য রীতি অবলম্বিত হয়েছে। তিনি ১৫৫৮ - ৫৯ খ্রী. বৈদ্যনাথের গর্গবংশীয় শিখররাজের অনুরোধে 'সচ্চরিত-মীমাংসা' গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে গৌড়ীয় আচারের উল্লেখ থাকলেও দাক্ষিণাত্যস্মৃতির ও 'মধ্যদেশীয়' আচারের প্রতি তাঁর পক্ষপাত সূচিত হয়েছে ; এতে অনুষ্ঠানাদির বাহুল্য ও কঠোরতাও রঘুনন্দনের মত অপেক্ষা অনেক বেশি। পূর্ব-মীমাংসা ও বেদান্তদর্শনেও তিনি সম্ভবত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। দীর্ঘায়ু এই পণ্ডিত ১২৫ বছরেরও বেশি জীবিত ছিলেন। কাশীনিবাসী হলেও তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচিতি ১৭শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বাঙলা দেশ থেকে বিলুপ্ত হয় নি। আইন-ই-আকবরীর তালিকায় বিদ্যানিবাস ব্যতীত পৃথক এক কাশীনাথ ভট্টাচার্যের নাম আছে। তিনি খুব সম্ভব নবদ্বীপের এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতবংশের আদি-পুরুষ 'কাশীনাথ ভট্টাচার্যচক্রবর্তী' এবং তাঁর উপাধি থেকে প্রমাণিত হয় যে তিনি শীর্ষস্থানীয় নৈয়ায়িক ছিলেন। [১,৯০]

কাশীনাথ মিস্ত্রী (১৯শ শতাব্দী)। ধাতু-শিল্পী ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির বিবরণে (১৮১৮ - ১৯) লিখিত আছে "...The highly creditable execution of the plates by a native artist, Casheenath Mistree, deserves particular mention, as evincing the progress already made by the natives in the elegant and useful art of engraving on copper....."। এই শিল্পে সে যুগের অন্যান্য বিখ্যাত শিল্পী ছিলেন রামচাঁদ রায়, বিশ্বম্ভর আচার্য, রামধন স্বর্ণকার, মাধবচন্দ্র দাস, রূপচাঁদ আচার্য, রামসাগর চক্রবর্তী, বীরচন্দ্র দত্ত, হরিহর ব্যানার্জী প্রভৃতি। কাঠ-খোদাই শিল্পেও তাঁরা দক্ষ ছিলেন। [৬৪]

কাশীপ্রসাদ ঘোষ (৫.৮.১৮০৯ - ১১.১১ ১৮৭৩)। শিবপ্রসাদ। আদি নিবাস পৈতাল—হাবড়া। মাতুলালয় কলিকাতায় জন্ম। ১৮২১ - ২৭ খ্রী. পর্যন্ত হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় গদ্য ও পদ্য রচনায় সুনাম অর্জন করেন।

'গভর্নমেণ্ট গেজেট', 'লিটারারি গেজেট', 'সংবাদ প্রভাকর' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর রচনাবলী প্রকাশিত হত। তিনি কিছু বাংলা টপ্পা গানও রচনা করেছেন। 'বিজ্ঞান সেবধি' পত্রিকায় বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধের অনুবাদ করে সুনাম অর্জন করেন। ১৮৪৬ খ্রী. 'হিন্দু ইনটেলিজেন্সার' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। ১৫ জুন ১৮৫৭ খ্রী. পত্রিকাটি মুদ্রাযন্ত্র আইনের প্রতিবাদে বন্ধ রাখেন। রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'শায়র অ্যান্ড আদার পোয়েমস্' (১৮৩০) এবং 'মেময়ার অফ নেটিভ ইণ্ডিয়ান ডিন্যাস্টিজ' (১৮৩৪) উল্লেখযোগ্য। তিনি বেথুন স্কুলের প্রথম অধ্যক্ষ সভার (১৮৫৬) সদস্য এবং কলিকাতার জাস্টিস্ অফ দি পীস্, অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট ও কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টের প্রথম জুরীদের (১৮৩৪) অন্যতম ছিলেন। [১,৩,৭]

কাশীরাম দাস। মহাভারতের বঙ্গানুবাদক এই কবির জন্মস্থান বা কাল সঠিক নির্ণীত হয় নি। পণ্ডিতবর্গের অনুমান ১৭শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কাশীরাম জীবিত ছিলেন। তিনি জাতিতে কায়স্থ এবং দেব-পদবীভুক্ত ছিলেন। সম্ভবত বর্ধমানের কাটোয়া অঞ্চলের সিঙ্গিগ্রাম অথবা দাইহাটের নিকট সিঙ্গিগ্রাম অঞ্চলে তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল। তিনিই সম্পূর্ণ মহাভারত অনুবাদ করেছেন অথবা দু'টি বা তিনটি পর্ব অনুবাদ করেছেন তাও সঠিক জানা যায় না। কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর ('জগন্নাথ-মঙ্গল' রচয়িতা) সম্বন্ধে অধিক তথ্য পাওয়া যায়। অগ্রজ কৃষ্ণদাস 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' রচনা করেন। কাশীরামের মহাভারতের প্রথম চার পর্ব (১৮০১-০৩) শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে ছাপা হয়। এই প্রেস থেকেই সম্পূর্ণ অংশ জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের সম্পাদনায় ১৮৩৬ খ্রী. মুদ্রিত হয়। 'ভারত পাঁচালী' কাব্যের কবি হিসাবেও তিনি খ্যাত ছিলেন। কাশীরাম দাসের নামে রচিত 'সত্যনারায়ণের পুঁথি', 'স্বপ্নপর্ব', 'জলপর্ব' ও 'নলোপাখ্যান' গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। [১,৩, ২০,২৫,২৬,১২৮]

কাসেম আলী খাঁ (১৯শ শতাব্দী)। কাজাম আলী খাঁ। পিতৃব্য সাদিক আলী ও পিতার কাছে রবাব ও বীণা, পরে খুল্লপিতামহ বাসৎ খাঁর কাছে ধ্রুপদ ও রাগবিদ্যা শেখেন। এই চিরকুমার সঙ্গীত-শিল্পী কলিকাতায় ওয়াজিদ আলীর মেটিয়াবুরুজ দরবারে, কাশীপুর রাজ্যে, ত্রিপুরার রাজসভায় এবং শেষে ভাওয়াল দরবারে বহুদিন ছিলেন। ভাওয়ালে মৃত্যু। [৩]

কিঙ্কর দাস। প্রসিদ্ধ কুলপঞ্জীকার। তিন খণ্ডে সমাপ্ত একটি তন্তুবায় কুলজী গ্রন্থ রচনা করেন। [২]

কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সাধারণ রঙ্গালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নগেন্দ্রনাথের অনুজ কিরণচন্দ্র ন্যাশনাল, বেঙ্গল, গ্রেট ন্যাশনাল প্রভৃতি থিয়েটারে বহু ভূমিকায় অভিনয় করেন। রচিত নাটক 'ভারতমাতা' (২৮.৮.১৮৭৩) ও 'ভারতে যবন' (২০.১০.১৮৭৪) সমকালীন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। [৬১]

কিরণচন্দ্র মিত্র (১৫.৪.১২৯০-১.১২.১৩৬১ ব.)। শ্রমিক নেতা হিসাবে রাজনীতিক্ষেত্রে পরিচিত। মালিকপক্ষের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে তিনি শ্রমিক সংগঠনের জন্য চাকরি ত্যাগ করেন। ১৯২৮ খ্রী. ঐতিহাসিক ধর্মঘট পরিচালনার জন্য তাঁকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। শ্রমিক আন্দোলন-সংক্রান্ত হিন্দী, ইংরেজী ও বাংলায় সাময়িক পত্রিকাদি সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। [১০]

কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৮৩-১২.১২. ১৯৫৪) ভূগিলহাট—যশোহর। অমৃতলাল। ১৯০৫ খ্রী. কলিকাতায় দেবব্রত বসুর (স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ) সঙ্গে পরিচয়ের মাধ্যমে বিপ্লবী জীবন শুরু হয়। রাজনৈতিক জীবনের সূচনা 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর', 'নবশক্তি', 'বন্দেমাতরম্' প্রভৃতি পত্রিকার কর্মী ও লেখকরূপে। 'হিতবাদী' পত্রিকায় কাজ করার সময় 'মুক্তি কোন্ পথে' এবং 'কঃ পন্থা' নামক বিপ্লবাত্মক পুস্তিকা রচনার জন্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হলে তিনি বগুড়ায় আত্মগোপন করেন। ক্রমে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, প্রফুল্ল চাকী প্রমুখদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। উত্তর কলিকাতার নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রীটে 'উত্তর কলিকাতা যুবক সঙ্ঘ' এবং 'মহেশালয়' নামে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। মহেশালয়ে বোমা তৈরী হত। পরে বালুরঘাটে তিনি ধরা পড়েন ও বিচারে দেড় বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করার জন্য ১৯১৬ খ্রী. আবার তিনি গ্রেপ্তার হন। ১৯১৯ খ্রী. মুক্তি পেয়ে অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে 'সারভেণ্ট' পত্রিকা প্রকাশনায় শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, পূর্ণচন্দ্র দাস প্রভৃতিকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। এই সময়ে 'সরস্বতী লাইব্রেরী' স্থাপনে ও 'শান্তি-সেনা' গঠনে সক্রিয় ভূমিকা নেন এবং অর্থসংগ্রহ করতে থাকেন। দৌলতপুরে ভূপেন দত্তের সঙ্গে 'সত্যাশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯২৩ খ্রী. ভূপেন দত্তের গ্রেপ্তারের পর আশ্রমের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯২৪ খ্রী. জানুয়ারী মাসে টেগার্ট ভ্রমে আর্নেস্ট

ডে-কে হত্যা করা হলে গোপীনাথ সাহা ও অন্যান্য-দের সঙ্গে তিনিও গ্রেপ্তার হয়ে পাঁচ বছরের জন্য কারারুদ্ধ হন। ১৯২৮ খ্রী. মুক্তি পান ও পুনরায় সরস্বতী লাইব্রেরীর সংগঠনে মন দেন। ১৯৩০ খ্রী. চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর ভূপেন দত্ত গ্রেপ্তার হলে চন্দননগরে বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল এবং ডালহৌসী স্কোয়ারে বোমাপ্রস্তুত কেন্দ্রের ভার তাঁর ওপর পড়ে। কিছুদিন পরেই পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে প্রথমে ১৯৩০-৩৭ খ্রী. পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়বার ১৯৪২-৪৫ খ্রী. পর্যন্ত বন্দী থাকেন। মুক্তিলাভের পর কলিকাতায় প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর নামে 'প্রজ্ঞানানন্দ পাঠাগার' প্রতিষ্ঠা করে ছাত্র ও যুবকদের সঙ্গে রাজনীতি-বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। ছাত্রেরা এখানে রাজনীতি এবং ইতিহাস বিষয়েও পড়া-শুনা করত। কিরণচন্দ্র অখণ্ড ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন; খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতায় তিনি মোটেই স্বস্তি পান নি। তাঁর রচিত অন্য দু'খানি গ্রন্থ : 'চন্দ্রগুপ্ত-গুরু চাণক্য' (১৩৫৬ ব.) ও 'শিবাজী-গুরু রামদাসস্বামী'। কর্কটরোগে তাঁর মৃত্যু হয়। [৩,১০]

কিরণচাঁদ দরবেশ, চট্টোপাধ্যায় (২৭.৪.১২৮৫-১৭.৩.১৩৫৩ ব.)। খালিয়া—ফরিদপুর। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য। ১৩১৯ ব. সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে কাশীতে বসবাস শুরু করেন। স্বদেশী-যুগে অশ্বিনীকুমার দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি নেতাদের সঙ্গে কাজ করেছেন। তিনি কাশীর শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠের মোহান্ত, বারাণসীর বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজের সভাপতি এবং কাশী বাঙ্গালী-টোলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। রচিত ২০খানি গ্রন্থের মধ্যে 'মন্দির', 'গানের খাতা' (২ খণ্ড), 'নামব্রহ্মপুজাপদ্ধতি', 'সঙ্গীতসুধা', 'জপজী', 'কুলসঙ্গীত' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। [১, ৪,৫,২৫,২৬]

কিরণধন চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৭-১৯৩১)। মাতুলালয় কলিকাতায় জন্ম। পৈতৃক নিবাস উত্তর-পাড়া। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী ও দর্শনের এম.এ. এবং বি.এল. ছিলেন। কিছুদিন ওকালতি করার পর হেতমপুর ও শ্রীরামপুর কলেজে এবং হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজে অধ্যাপনা করেন। তিনি 'ভারতী' কবিগোষ্ঠীর অন্যতম ছিলেন। ১৯২৩ খ্রী. 'নতুন খাতা' কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত কিশোরপাঠ্য ও ব্যঙ্গ কবিতাও আছে। [৩]

কিরণশঙ্কর রায় (১৮৯১-২০.২.১৯৪৯) তেঁওতা—ঢাকা। হরিশঙ্কর। কলিকাতা হিন্দু স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে আই.এ. এবং অক্সফোর্ডের নিউ কলেজ থেকে ইতিহাসে অনার্সসহ পাশ করেন। দেশে ফিরে প্রেসিডেন্সী ও সংস্কৃত কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপনা করেন (১৯১৪-১৯)। ১৯১৯ খ্রী. আবার ইংল্যাণ্ডে যান এবং ব্যারিস্টার হয়ে দু'বছর পর দেশে ফিরে আসেন। ১৯২১ খ্রী. তিনি ন্যাশনাল কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ ও পরে ন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার হয়েছিলেন। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯২২ খ্রী. স্বরাজ্য পার্টি গঠিত হলে তিনি তাতে যোগ দেন এবং দলে প্রধান পাঁচজন নেতার অন্যতম হন। ১৯২৯ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনে কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩৩ খ্রী. পুনরায় কংগ্রেসে যোগ দেন ও কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান সদস্য হিসাবে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্ব্লিতে নির্বাচিত হন। সুভাষচন্দ্রের এক সময়ের সহকর্মী; পরে এড হক কংগ্রেসের সম্পাদক হন। ১৯৪১ খ্রী. শরৎচন্দ্র বসু পরিচালিত প্রভিন্সিয়াল কোয়া-লিশন পার্টির সমর্থক ছিলেন এবং তাঁর 'সার্ব-ভৌম বাঙলাদেশ' গঠনের প্রচেষ্টায় সহায়তা করেন। দেশ-বিভাগের পর তিনি পূর্ব-পাকিস্তান বিধান-সভার কংগ্রেস দলের নেতা হন। ১৯৪৮ খ্রী. তিনি ভারতে ফিরে আসেন এবং বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রিসভার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে কর্মরত থাকা কালে তাঁর মৃত্যু ঘটে। সাহিত্যেও বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। রচিত একমাত্র গ্রন্থ 'সপ্তপর্ণ' তাঁর অবিস্মরণীয় সাহিত্যকীর্তি। [১২৪,১৪৯]

কিরণ সেন (১২৯৮?-৯.১২.১৩৭০ ব.)। বিদেশ থেকে এফ.আর.সি.এস. ডিগ্রী অর্জন করে চক্ষুচিকিৎসক হিসাবে কলিকাতার বিভিন্ন মেডি-ক্যাল কলেজসমূহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকেন। ১৯৫৭ খ্রী. পর মেডিক্যাল কলেজের ইম্যারিটাস্ প্রফেসর নিযুক্ত হন (তিন বছর)। এর পূর্বে তাঁরই প্রচেষ্টায় চক্ষুসম্পর্কিত গবেষণাকেন্দ্র 'ইন্‌স্টিটিউট অফ অফ্‌থ্যালমোলজি' গঠিত হয় এবং তিনি এই বিভাগের প্রথম পরিচালক হন। ইণ্ডিয়ান একাডেমি অফ মেডিক্যাল সায়েন্সের ফেলো এবং চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের সম্পাদক ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ট্রেনিং অন অফ্‌থ্যালমোলজি বিভাগের ডীনের আসনেও কিছুদিন অধিষ্ঠিত ছিলেন। [৪]

কিশোরীচাঁদ মিত্র (২২.৫.১৮২২-৬.৮.১৮৭৩)। কলিকাতা। রামনারায়ণ। হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র কিশোরীচাঁদ ইংরেজী

সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ও 'ইয়ংবেঙ্গল' দলের অন্যতম ছিলেন। ১৮৪২ খ্রী. কলেজ ত্যাগ করেন। তিনি ডাফ স্কুলের অবৈতনিক শিক্ষক, এশিয়াটিক সোসাইটির সহ-সম্পাদক এবং সরকারী কেরানী-পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৪৬ খ্রী. ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদ পান। হাকিম হিসাবে উত্তরবঙ্গে আট বছর বাসকালে নানা জনহিতকর কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৮৫৪ খ্রী. কলিকাতার পুলিস ম্যাজিস্ট্রেট হন। 'বার্নেস পীকক্' কর্তৃক আনীত বিচার-ব্যবস্থার সংশোধনীকে ইংরেজগণ কালা-কানুন আখ্যা দেয় এবং এর বিরোধিতা করে। এই আইনে এ দেশীয় বিচারপতিদের শ্বেতাঙ্গদের বিচার করার অধিকার ছিল। কিশোরীচাঁদ বার্নেসের সংশোধনীর সমর্থনে আন্দোলন করেন। ফলে ২৮ অক্টোবর ১৮৫৮ খ্রী. কর্মচ্যুত হন। ১৮৫৯ খ্রী. 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকা ১৮৬৫ খ্রী. 'হিন্দু প্যাট্রিয়টে'র সঙ্গে যুক্ত হয়। 'হিন্দু থিওফিল্যানথ্রপিক সোসাইটি' (১৮৪৩) ও 'সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ সভা'র (১৮৫৪) তিনি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। প্রথমটি স্বল্পকাল স্থায়ী হলেও, দ্বিতীয়টির সহায়তায় স্ত্রীশিক্ষা, কৃষি ও শিল্পের প্রসার, বাল্যবিবাহ নিবারণ, বিধবাবিবাহ প্রচলন ইত্যাদি বহু সামাজিক সংস্কার সাধিত হয়েছে। তিনি 'ক্যালকাটা রিভিউ', 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর', 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ রচনা করতেন। তাঁর রচনা-নৈপুণ্যের প্রথম পরিচয় 'রাজা রামমোহন রায়' শীর্ষক প্রবন্ধ। তিনি বঙ্গের ভূম্যধিকারী পরিবারবর্গের ইতিবৃত্ত বিষয়ে বহু তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধও লেখেন। রচিত গ্রন্থ : 'হিন্দু কলেজ', 'দি মিউটিনী', 'দি গভর্নমেন্ট অ্যাণ্ড দি পীপ্‌ল', 'মেময়ার অফ দ্বারকানাথ টেগোর' ও 'ওড়িশা পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেণ্ট'। রাজনীতিতে একাধিকবার, যথা, নীল বিদ্রোহের সময় বা ভারতসভা প্রতিষ্ঠার সময় স্বাজাত্যবোধের পরিচয় প্রদান করেছেন। 'সরকারী চাকরিতে...গাত্রবর্ণ বা আভিজাত্য নয়...যোগ্যতাই মাপকাঠি হওয়া উচিত',—তাঁর প্রসিদ্ধ উক্তি। [১, ৩,৮]

কিশোরীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৮ - ১৫. ১.১৯০৮) জনাই—হুগলী। পিতা চন্দ্রনাথ 'শব্দকল্পদ্রুম' অভিধান-সঙ্কলনে সহযোগী ছিলেন। ১৮৬৪ খ্রী. কিশোরীমোহন জনাই ট্রেনিং স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স, ১৮৬৮ খ্রী. প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে সহপাঠী রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল সহ বি.এ. এবং পরে ১৮৭৭ খ্রী. বি.এল. পাশ করেন। কর্মজীবনে প্রথম দশ বছর শিক্ষকতা, সরকারী চাকরি ও পরে ওকালতি করেন। ১৮৮২ - ৮৩ খ্রী. ওকালতি ছেড়ে তিনি সাংবাদিক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত 'রেইস্ অ্যাণ্ড রইয়ৎ' পত্রিকাতে সহযোগী সম্পাদক হিসাবে যোগ দেন। 'হালিশহর', 'স্টেট্স্ম্যান', 'ইংলিশম্যান', 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট', 'ইণ্ডিয়ান মিরর' প্রভৃতি পত্রিকায় লিখতেন। 'ন্যাশনাল ম্যাগাজিন' পত্রিকার সম্পাদনাও করেছিলেন। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি মহাভারতের মূল সংস্কৃত থেকে ইংরেজীতে আক্ষরিক গদ্যানুবাদ। তৎকালীন গ্রন্থ-ব্যবসায়ী ও প্রকাশক প্রতাপচন্দ্র রায় ও প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী সুন্দরীবালা ১৩ বছরে (১৮৮৩ - ৯৬) এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলেন। এই জন্য সরকার কর্তৃক প্রকাশক প্রতাপচন্দ্র রায় সি.আই.ই উপাধিভূষিত হন। মূল চরকসংহিতার ইংরেজী অনুবাদ তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। প্রকাশক ছিলেন অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন। লর্ড কার্জন কিশোরীমোহনকে ১৮৯৯ খ্রী. থেকে আমৃত্যু বাৎসরিক ৬ শত টাকা পেন্সনের ব্যবস্থা করেছিলেন। [১,৩]

কিশোরীমোহন চৌধুরী (১২৬২ - ১৩৫২ ব.) রাজশাহী। 'Grand Old Man of North Bengal' নামে আখ্যাত ছিলেন। উকিল হিসাবে প্রচুর সুনামের অধিকারী হন। রাজনৈতিক জীবনে জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করেন এবং দু'বার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। বদান্যতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং বহু দরিদ্র ছাত্রের শিক্ষার ব্যয়ভার নিজে বহন করেছেন। তিনি বহু জনহিতকর সংস্থার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। [৫]

কিশোরীমোহন বাগচী (১২৭৩ - ১৩৩০ ব.)। প্যারীমোহন। দরিদ্র পরিবারে জন্ম। নিজ প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে বিলাতী কালির পরিবর্তে দেশী কালি আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। সাফল্যলাভ করে রবার স্ট্যাম্প, শীলমোহর, পুষ্পসার প্রস্তুত এবং পঞ্জিকা-প্রকাশনা প্রভৃতির ব্যবসায় আরম্ভ করে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। পিতার নামানুসারে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান 'পি. এম. বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী' বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। [১]

কিশোরীমোহন সাঁপুই। বারীন্দ্র ঘোষ ও অবিনাশ ভট্টাচার্যের বন্ধু চন্দননগর-নিবাসী কিশোরীমোহন এক উকিলের মুহুরী ছিলেন। তিনি বারীন্দ্র ও অবিনাশের পরামর্শে ফরাসী দেশ থেকে রিভলভার প্রভৃতি অস্ত্র আমদানি করে বন্ধুদের হাতে দিতেন। এই অস্ত্র-সরবরাহের কাজ ১৯০৭ খ্রী. মধ্যভাগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। [৫৬]

কিশোরীলাল ঘোষ (১৮৯৬ - ১৬.২.১৯৩৩)।

অমৃতবাজার পত্রিকার সহ-সম্পাদক এবং বাঙলার অন্যতম শ্রমিক নেতা ছিলেন। ১৯২৯ খ্রী. মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী হলেও বেকসুর খালাস পান। ভারতীয় সাংবাদিক সংঘ ও বঙ্গীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সম্পাদক এবং বাউড়িয়া জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন। [১,৫]

কিশোরীলাল রায় (?-১৩১৬ ব.) বালিয়াটি—ঢাকা। জগন্নাথ। নিজে উচ্চশিক্ষিত না হলেও, শিক্ষাবিস্তারে আগ্রহী ছিলেন। ঢাকায় পিতার নামে জগন্নাথ কলেজ ও নিজের নামে 'কিশোরী-লাল জুবিলী স্কুল' স্থাপন তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীদের জন্য তিনি পরীক্ষাগার নির্মাণ করিয়েছিলেন। [১]

কীর্তি। ত্রিপুরার টিপরা-বিদ্রোহের (১৮৫০) অন্যতম নায়ক। যুবরাজ উপেন্দ্রচন্দ্রের চক্রান্তে গুপ্তঘাতকের হাতে তিনি নিহত হন। [৫৬]

কুঞ্জবিহারী কাব্যতীর্থ, ধন্বন্তরি। দাঁড়পুর—হুগলী। শ্রীনাথ দাস। সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করে 'কাব্যতীর্থ' উপাধি পান। পরে দর্শন ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করেন। আয়ুর্বেদ গ্রন্থের অনুবাদ ও সংস্কৃতে আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ সম্পাদনায় উৎসাহী পণ্ডিতদের সাহায্যদান করতেন। 'কৃষ্টিসংগ্রহ' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। চিকিৎসা-বিষয়ক বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর রচিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। তা ছাড়া তিনি চিকিৎসা-সংক্রান্ত মাসিক পত্রিকা 'ধন্বন্তরি'র সম্পাদক ছিলেন। [২০]

কুঞ্জবিহারী তর্কসিদ্ধান্ত, মহামহোপাধ্যায় (৩.২.১৮৭৪-২৮.৫.১৯৩৬) মেদিনীমণ্ডল—ঢাকা। রূপচন্দ্র শিরোমণি। পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর তিনি গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী, মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ত-তীর্থ ও জগচ্চন্দ্র শিরোরত্ন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আশুতোষ কাব্যতীর্থের নিকট ব্যাকরণ ও কাব্য-পাঠ সমাপ্ত করে ১২৯৭ ব. কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ন্যায়শাস্ত্রের মধ্য পরীক্ষা পাশ করে কাশীধামে কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি ও বামাচরণ ন্যায়াচার্যের নিকট নব্যন্যায় ও প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং 'তর্কতীর্থ' উপাধি পান। ঢাকা সারস্বত সমাজের ন্যায়ের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে সুবর্ণ-পদক ও পুরস্কারসহ 'তর্কসিদ্ধান্ত' উপাধিতে ভূষিত হন। কাশীর ভারতধর্ম মহামণ্ডলও তাঁকে 'তর্ক-শিরোমণি' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করে। কর্মজীবনে তিনি ১৯১০-১৬ খ্রী. পর্যন্ত চট্টগ্রাম জেলার 'জগৎপুর আশ্রম চতুষ্পাঠী'তে ও ১৯১৭-২০ খ্রী. মানভূম জেলার বেড়োস্থিত 'রামকেশব চতুষ্পাঠী'তে অধ্যাপনা করেন। তিনি কলিকাতা, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা সংস্কৃত এসোসিয়েশনের বিভিন্ন শাস্ত্রের প্রশ্নকর্তা, মডারেটর ও পরীক্ষক ছিলেন। ঢাকা 'সারস্বত সমাজ' ও 'বঙ্গবিবুধজননী সভা'র উপাধি পরীক্ষারও পরীক্ষক ছিলেন। 'প্রতিভা' তাঁর রচিত একখানি গদ্যকাব্য। সম্পাদিত গ্রন্থ : 'ভাষা-পরিচ্ছেদ' ও 'সাংখ্যদর্শনম্'। সংস্কৃত ভাষায় 'আর্য-প্রভা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ১২ বছর স্বব্যয়ে তিনি প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর রচিত 'তত্ত্ববোধিনী টীকা' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিষয়ে এম.এ. পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট ছিল। ১৯৩৩ খ্রী. তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। [১৩০]

কুঞ্জবিহারী বসু। নাট্যকার। ১৮৭৪ খ্রী. থেকে ১৮৯৩ খ্রী. মধ্যে ১৪টি নাটক রচনা করেন। উল্লেখযোগ্য নাটক : 'ভারত-স্বাধীন', 'বসন্ত-লীলা', 'শকুন্তলা', 'হ-য-ব-র-ল' প্রভৃতি। [২৫]

কুন্তল চক্রবর্তী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতব্যাপী বিপ্লবী অভ্যুত্থানের চেষ্টায় যে-সব তরুণ বিনাবিচারে বন্দী হন তিনি তাঁদের একজন। সাহিত্যপ্রতিভা ছিল। রাজশাহী জেলের স্টেট প্রিজনারদের হাতে-লেখা পত্রিকা 'ভাঙ্গা কুলো'য় চমৎকার ছোট গল্প লিখতেন। মুক্তির পর যক্ষ্মা-ক্রান্ত সহকর্মীর সেবা করতে গিয়ে নিজে ঐ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। [১০৪]

কুন্দনলাল সায়গল। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ দশকে সিনেমায় 'প্লে-ব্যাক' প্রচলনের পূর্বে কুন্দনলাল বাংলা গান গেয়ে এবং বাংলা ছবিতে অভিনয় করে জনপ্রিয়তা লাভ করেন। পাঞ্জাবে জন্ম। প্রমথেশ বড়ুয়ার বিখ্যাত ছবি 'দেবদাস'-এ শুধু গায়করূপে দেখা গেলেও ক্রমে গীতকুশলী নায়ক-রূপে বাংলা চিত্রজগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেন। 'সাথী', 'জীবনমরণ', 'পরিচয়', 'দিদি', 'দেশের মাটি' প্রভৃতি চিত্রে প্রধান ভূমিকায় ছিলেন। হিন্দী 'তানসেন' কথাচিত্রে নাম-ভূমিকায় খ্যাতির তুঙ্গে ওঠেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত, আধুনিক বাংলা গান ও রাগপ্রধান গানে সমান দক্ষতা ছিল। 'তানসেন'-এর রাগাশ্রয়ী গানগুলি দীর্ঘদিন জনপ্রিয় ছিল। 'সাথী' চিত্রে 'বাবুল মেরা নাইহার ছুট না যায়' ঠুংরী গেয়ে দক্ষতার প্রমাণ রেখেছিলেন। প্লে-ব্যাক প্রথা প্রবর্তনের পর সিনেমায় সায়গলের প্রভাব কমতে থাকে। ভারত-বিভাগের পর পাঞ্জাবের জলন্ধরে বেতারকেন্দ্র স্থাপিত হলে মাঝে মাঝে সায়গলের গান শোনা যেত। অভিনেতা হিসাবে না হলেও

গায়ক সায়গল বাঙালীর মন জুড়ে ছিলেন। তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় গান 'আমারে ভুলিয়া যেও, মনে রেখো মোর গান'। [১৬]

কুবেরচন্দ্র চৌধুরী। ১৮৫৭ খ্রী. সিপাহী বিদ্রোহের সময় হুগলী জেলায় সরকারী জেল-ডাক্তার হয়েও কুবেরচন্দ্র ইংরেজ-বিরোধী কার্য-কলাপে অংশগ্রহণ করেছিলেন। [৫৬]

কুমার ঘোষ। বাঙলার পাল-রাজাদের আমলে বৌদ্ধভিক্ষু কুমার ঘোষ সুমাত্রা দ্বীপ অঞ্চলের শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা শ্রীসংগ্রাম-ধনঞ্জয়ের কুল-গুরু ছিলেন। তাঁর নির্দেশক্রমে শৈলেন্দ্র সম্রাট তারামন্দির নামে সুদৃশ্য মন্দিরটি নির্মাণ করিয়ে-ছিলেন। এই 'গৌড়দ্বীপ গুরু' ৭৭৮ খ্রী. একটি মঞ্জুশ্রী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। [৬৩]

কুমুদচন্দ্র সিংহ, মহারাজা (১২৭৩-১৩২২ ব.) সুসঙ্গ-দুর্গাপুর। মহারাজ রাজকৃষ্ণ। ১৮৮৯ খ্রী. প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বিজ্ঞানে বি.এ. পাশ করেন। সংস্কৃত কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, দর্শন, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। 'আরতি', 'বান্ধব', 'সৌরভ', 'সাহিত্য-সংহিতা' প্রভৃতি পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর রচিত প্রবন্ধাবলী 'কৌমুদী' নামে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা সংস্কৃত বোর্ডের অন্যতম সদস্য এবং বহু শিক্ষা-সংস্কারমূলক প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। এ ছাড়া ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনীর কলিকাতায় অনু-ষ্ঠিত সভার ও ১৩১৮ ব. ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। ১৯১১ খ্রী. দিল্লী দরবারে পূর্ব বাঙলার জমিদারদের প্রতিনিধিস্বরূপ সম্রাট দর্শনের অনুমতি লাভ করেছিলেন। [১]

কুমুদনাথ চৌধুরী (১২৬৯-১৩৪০ ব.) হরিপুরা—পাবনা। দুর্গাদাস। বিখ্যাত সাহিত্যিক প্রথম চৌধুরীর (বীরবল) ভ্রাতা কুমুদনাথ পেশায় ব্যারিস্টার ছিলেন, কিন্তু সুনাম অর্জন করেন শিকারী হিসাবে। মধ্যপ্রদেশের এক করদ রাজ্যের জঙ্গলে ব্যাঘ্রের আক্রমণে তাঁর মৃত্যু হয়। রচিত গ্রন্থ 'ঝিলে জঙ্গলে শিকার'। [১]

কুমুদবিহারী গুহঠাকুরতা (১৯০৬-২৮.৪. ১৯৭৪) বানরীপাড়া—বরিশাল (পূর্ববঙ্গ)। ছাত্রা-বস্থায় অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। পরে অনুশীলন পার্টিতে যোগ দেন। ইংরেজ সরকারের আমলে তিনি ২০ বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৪৭ খ্রী. দেশ-বিভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তানে বাসকালে পাক সরকারের আমলে ১০ বছর কারান্তরালে কাটান। তিনি বরিশাল জেলা 'ন্যাপ' ও কৃষক সমিতির একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন। [১৬]

কুমুদরঞ্জন মল্লিক (৩.৩.১৮৮২-১৪.১২. ১৯৭০) কোগ্রাম—বর্ধমান। ১৯০৫ খ্রী. বি.এ. পাশ করে 'বঙ্কিমচন্দ্র সুবর্ণপদক' প্রাপ্ত হন। মাথরুণ বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষকরূপে কর্মজীবন শুরু হয় এবং ১৯৩৮ খ্রী. অবসর-গ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর কবিত্বশক্তির বিকাশ ঘটে। অজয় ও কুনুর নদীর সংগমে স্বগ্রামে বসে যে কবিতা রচনা করেন তাতে বৈষ্ণব ভাবাদর্শ ও নির্জন গ্রাম্যজীবনের সহজ সারল্য পরিস্ফুট। 'উজানী', 'একতারা', 'বনতুলসী', 'রজনীগন্ধা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রচনা করে তিনি সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠিত হন। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ১৪টি। বাঙলাদেশের কবি-সাহিত্যিকদের প্রতিষ্ঠান 'সাহিত্যতীর্থে'র তীর্থপতি ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' দেন। তাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'কুমুদরঞ্জনের কবিতা পড়লে বাঙলার গ্রামের তুলসীমঞ্চ, সন্ধ্যা-প্রদীপ, মঙ্গলশঙ্খের কথা মনে পড়ে।' [১৬, ২৬]

কুমুদশঙ্কর রায় (১৮৯২?-২৪.১০.১৯৫০) তেওতা—ঢাকা। হরিশঙ্কর। জমিদার বংশে তাঁর জন্ম। তিনি কলিকাতা ও এডিনবরায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। বি.এস্-সি., এম.বি., এম.ডি., সি.এইচ.বি. ডিগ্রীপ্রাপ্ত কুমুদশঙ্কর ওহিল হিল স্যানা-টোরিয়ামের সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট ছিলেন। ১৮০৮ খ্রী. কলিকাতায় ফিরে তিনি কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের প্রাণিতত্ত্বের অধ্যাপক হন। দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের সংগেও যুক্ত ছিলেন। ১৯১৮ খ্রী. চিকিৎসা-বিদ্যার ছাত্র প্রভাস ঘোষ যক্ষ্মারোগে মৃত্যুর সময় নিজের দুই লক্ষ টাকা যক্ষ্মা হাসপাতাল নির্মাণের জন্য ট্রাস্টীকে দিয়ে যান। ১৯২২ খ্রী. এই ট্রাস্টী কর্তৃক নিয়োজিত হয়ে কুমুদশঙ্কর সম্পাদক ও সংগঠক হিসাবে যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে আমৃত্যু কাজ করে গেছেন। বর্তমানে ঐ হাস-পাতালটি তাঁরই নামাঙ্কিত। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট, বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পক সভার সদস্য এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান ছিলেন। মাদ্রাজের ভেলোরে মৃত্যু। [৩,৪,৫]

কুমুদিনী বসু বি.এ.। কৃষ্ণকুমার মিত্র। স্বামী শচীন্দ্রনাথ। 'শিখের বলিদান', 'পকপুঞ্জ', 'অমরেন্দ্র', 'জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী', 'মেরী কার্পেণ্টার'

প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। 'সুপ্রভাত' (১৩১৪-২১ ব.) এবং 'বঙ্গলক্ষ্মী' (১৩৩২-৩৪ ব.) পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। [৪]

কুলদাপ্রসাদ মল্লিক (১২৯১-২৮.২.১৩৪৪ ব.)। রাধিকাপ্রসাদ। ১৯০১ খ্রী. এণ্ট্রান্স এবং ১৯০৯ খ্রী. বি.এ. পাশ করেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে এবং সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। সাংবাদিকতা করতেন। কিছুদিন ভাগবত প্রচারকার্যে ব্রতী হন। 'থিওসফিক্যাল সোসাইটি'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে কিছুকাল ধর্মপ্রচার করেন। 'বীরভূমি' ও 'ব্রহ্মবিদ্যা'র সম্পাদক ছিলেন। 'নব্যযুগের সাধনা', 'শ্রীগুরুচরণে', 'শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু প্রসঙ্গে' (১৯১৫) প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। কাশীতে বাস করতেন। [৪,৫]

কুলদারঞ্জন রায় (১৮৭৮-১৯৫০)। মসুয়া—ময়মনসিংহ। কালীনাথ। শিশুসাহিত্যিক, আলোকচিত্রশিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ ও ক্রীড়াবিদ্‌ কুলদারঞ্জন উপেন্দ্রকিশোর ও সারদারঞ্জনের অনুজ। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আর্ট স্কুলে প্রবেশ করেন। জীবিকার জন্য ফটো রং করার কাজ গ্রহণ করেন। উপেন্দ্রকিশোরের প্রেরণায় শিশুসাহিত্য রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। ১৯১৩ খ্রী. 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। ক্রমশ পুরাণ ও বিভিন্ন বিদেশী সাহিত্য থেকে শিশুপাঠোপযোগী তর্জমা প্রকাশ করতে থাকেন। 'রবীনহুড' (১৯১৪), 'ওডিসিয়ুস' (১৯১৫), 'ছেলেদের বেতালপঞ্চবিংশতি' (১৯১৭) 'কথাসরিৎসাগর', 'পুরাণের গল্প', 'ছেলেদের পঞ্চতন্ত্র', প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। 'আশ্চর্য দ্বীপ' তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য অনুবাদ-গ্রন্থ। ক্রিকেট ও হকি খেলোয়াড়রূপেও খ্যাতি ছিল। [৩]

কুলুইচন্দ্র সেন। কলিকাতা শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণের সভাসদ্‌ কুলুইচন্দ্র খেউড় গানের সংস্কার করেন। রাগরাগিণী সন্নিবেশিত করে যন্ত্রাদির প্রয়োগে এই গানকে আখড়ার অর্থাৎ আড্ডা-ঘরের উপযোগী করে তোলেন। [৫৩]

কুল্লুক ভট্ট (আনু. ১৪শ শতাব্দী) রাজশাহী। দিবাকর। কাশীধামে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। 'মনুসংহিতা'র উপর 'মন্বর্থমুক্তাবলী' টীকা রচনা এবং অপর দুই পণ্ডিতের সহযোগিতায় কুলশাস্ত্র সংগ্রহ করেন। অনেকের মতে 'স্মৃতিসাগর' নিবন্ধ-গ্রন্থটিও তাঁর রচনা। [১,৩,২৫,২৬]

কুসুমকুমারী (? - ১৯.১১.১৯৪৮) বঙ্গরঙ্গমঞ্চে প্রথম মহিলা নৃত্য-পরিচালিকা ও নৃত্যগীত-পটীয়সী অভিনেত্রী। মিনার্ভা থিয়েটারে তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। আলীবাবা গীতিনাট্যে 'মর্জিনা'র ভূমিকায় নৃত্য-গীত ও অভিনয়ে তিনি অসামান্য কৃতিত্ব দেখান। গিরিশচন্দ্র-রচিত 'অভিশাপ' নাটকাভিনয়ে (১৯০১) তিনি নৃত্য পরিচালনা করেন। তিনি থিয়েটারের প্রথম নারী নৃত্য-শিক্ষক। তাঁর অভিনীত অন্যান্য বিখ্যাত ভূমিকা : ভ্রমর নাটকে 'ভ্রমর', সরলায় 'সরলা', ভ্রান্তিতে 'গঙ্গাবাই', প্রতাপাদিত্যে 'ফুলজানি'। গ্র্যাণ্ড, ষ্টার, কোহিনুর প্রভৃতি থিয়েটারের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। [৪০,৬৫]

কুসুমকুমারী দাশ (১২৮৯-১৩৫৫ ব.)। বরিশাল। চন্দ্রনাথ। স্বামী—সত্যানন্দ। কবি কুসুমকুমারী কিছুকাল বরিশালে ও পরে কলিকাতা বেথুন স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। ১৯ বছর বয়সে পতিগৃহে এসে তিনি জ্ঞানচর্চার একটি প্রশস্ত ক্ষেত্র পেয়েছিলেন। এখানে শিশুদের জন্য 'কবিতামুকুল' পুস্তক রচনা করেন। 'পৌরাণিক আখ্যায়িকা' তাঁর গদ্যগ্রন্থ। 'প্রবাসী', 'ব্রহ্মবাদী', 'মুকুল' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রায়ই প্রকাশিত হত। বিখ্যাত কবিতা : 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে!' এ ছাড়া তাঁর স্বদেশী যুগের কবিতা, দেশ-বিভাগের ফলে আর্ত জনগণের দুর্দশার কাহিনী সংবলিত কবিতা, সাময়িক ঘটনা অবলম্বনে ও মনীষিগণের উদ্দেশ্যে লিখিত কবিতাও উল্লেখযোগ্য। [৪৪]

কুসুমরঞ্জন পাল। কলেজের ছাত্রাবস্থায় অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কিছুদিন কারাবাস করেন। মুক্তির পর বিলাত যান। সেখানে ক্রমে খনিজ দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যোগ দিয়ে বার্লিন থেকে আজাদ হিন্দ্‌ বেতারে প্রচারকার্য চালান। জার্মানীর পরাজয়ের পর যুদ্ধবন্দীরূপে রাশিয়ায় স্থানান্তরিত হন। এরপর তাঁর সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। [৪৩]

কৃত্তিবাস ওঝা (১৩৯৯/১৪৩৩-?) ফুলিয়া—নদীয়া। বনমালী। সম্ভবত বঙ্গভাষার প্রাচীনতম কবি। তাঁর সঠিক জন্মতারিখ বা মূল রচনা পাওয়া যায় নি। তবে কৃত্তিবাসী রামায়ণ নামে যে জনপ্রিয় গ্রন্থ প্রচলিত সেটি শ্রীরামপুরে খ্রীষ্টীয় যাজকগণ প্রথম মুদ্রিত করেন (১৮০২-০৩)। পরে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার দ্বিতীয় সংস্করণ দুই খণ্ডে প্রকাশ করেন (১৮৩০-৩৪)। এইটুকু অনুমান করা যায়, কৃত্তিবাস রাজা দনুজমর্দন কংস গণেশের (গৌড়) সভা অথবা তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণের সভা অলঙ্কৃত করতেন। কৃত্তিবাস মূল রামায়ণে অনেক স্বকল্পিত অংশ প্রক্ষিপ্ত করেন ও তাকে আধুনিকতার আবরণ দান করেন। কিন্তু

যুগ যুগ ধরে তাঁর অনূদিত রামায়ণই বাঙলার ঘরে ঘরে রামের কাহিনী প্রচার করছে। এই হিসাবে তিনি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে চিরকালের জন্য স্থান করে নিয়েছেন। [১, ৩,২৫,২৬]

কৃপানাথ। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক। তিনি এক বিরাট বাহিনী নিয়ে ১৭৮৯ খ্রী. রংপুরের বিশাল 'বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গল' অধিকার করেন। তাঁর ২২ জন সহকারী সেনাপতি ছিলেন। রংপুরের কালেক্টর ম্যাকডোয়াল পরিচালিত বিরাট সৈন্যবাহিনী দ্বারা জঙ্গল ঘেরাও হলে ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহীদের খণ্ডযুদ্ধ হয়। বিদ্রোহীগণ বিপদ বুঝে নেপাল ও ভুটানের দিকে পালিয়ে যান। [৫৬]

কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১৮১০ - ১৮৮৮) ভাজনঘাট—নদীয়া। মুরলীধর। বৈদ্যবংশীয় বিখ্যাত যাত্রা-পালাকার ও পদকর্তা। পূর্বপুরুষদের মধ্যে একাধিক ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যের পার্শ্বচর ছিলেন। তিনি বৃন্দাবন ও নদীয়ায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হন ও জীবিকার্জনের জন্য ঢাকা যান। এখানেই তিনি বিখ্যাত পালাগানসমূহ রচনা করেন। তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ পালাসমূহ : 'নন্দহরণ', 'স্বপ্নবিলাস', 'রাই উন্মাদিনী' বা 'দিব্যোন্মাদ', 'বিচিত্রবিলাস', 'ভরতমিলন', 'গন্ধর্বমিলন', 'কালীয়দমন', 'নিমাই সন্ন্যাস' প্রভৃতি। তাঁর 'রাই উন্মাদিনী' আবালবৃদ্ধবনিতার সুপরিচিত ও সমাদৃত গ্রন্থ। এর রচনা-মাধুর্য ও কবিত্বগুণ তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে। ঢাকায় 'বড় গোঁসাই' নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। চুঁচুড়ায় মৃত্যু। [১,৩,২৫,২৬]

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (১৮৪০ - ১৩.৮.১৯৩২) কলিকাতা। রামজয় তর্কালঙ্কার। প্রখ্যাত পণ্ডিত ও শিক্ষাব্রতী। ১৮৫৭ খ্রী. সংস্কৃত কলেজ থেকে এণ্ট্রান্স এবং ১৮৬০ খ্রী. প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। প্রথমে স্কুলে শিক্ষকতা করেন, পরে বিদ্যালয়সমূহের উপ-পরিদর্শক এবং ১৮৬২ খ্রী. প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৭২ খ্রী. বি.এল. পাশ করে কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে ওকালতি করেন। ১৮৮৪ খ্রী. বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক' নিযুক্ত হন এবং ১৮৯১ খ্রী. রিপন কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে ১৯০৩ খ্রী. অবসর-গ্রহণ করেন। কৃষ্ণকমল কোঁৎ-এর পজিটিভিজ্‌ম্‌ দর্শনে বিশ্বাসী এবং সে-যুগের তীক্ষ্ণধী নাস্তিকদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা-ভ্রমণ' ও 'বিচিত্রবীর্য্য' অপরিণত বয়সের রচনা হলেও প্রতিভার পরিচয় দেয়। তাঁর 'পৌল ও ভর্জিনী' মূল ফরাসী থেকে একটি অনবদ্য অনুবাদ। তিনি প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা 'হিতবাদী'র প্রথম সম্পাদক ছিলেন। 'ভারতী', 'অবোধবন্ধু' ও 'পূর্ণিমা'য় প্রকাশিত তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধাবলী উল্লেখযোগ্য। 'হিন্দুশাস্ত্র' চতুর্থ ভাগ সঙ্কলন করেন এবং 'বাচস্পত্যাভিধান' সঙ্কলনে তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে সাহায্য করেন। তারানাথ কর্তৃক 'বিদ্যাম্বুধি' উপাধি প্রাপ্ত হন। সংস্কৃত কাব্যসমূহের ছাত্রপাঠ্য সংস্করণ প্রকাশ করে ছাত্রদের সংস্কৃত-শিক্ষার পথ সুগম করেন। বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। প্রখ্যাত পণ্ডিত রামকমল তাঁর অগ্রজ। [১,৩,৫, ৭,২৫,২৬,৪৫]

কৃষ্ণকান্ত চামার (১৯শ শতাব্দী)। কেষ্টা মুচী নামে খ্যাত। জাত-ব্যবসায়ের অবসরে কবিগান এবং বৈষ্ণব সঙ্গীত রচনা করে খ্যাতিলাভ ও অর্থোপার্জন করেন। [১]

কৃষ্ণকান্ত নন্দী। দ্র. **কান্তবাবু**।

কৃষ্ণকান্ত পাঠক (আনু. ১২২৮ - ১২৯৮ ব.) কাসাভোগ—ফরিদপুর। চিন্তামণি ঠাকুর। কথকতাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রচিত সঙ্গীত ও সুর রসিক-সমাজে একসময়ে যথেষ্ট সমাদৃত ছিল। [১]

কৃষ্ণকান্ত পালচৌধুরী (১৭৪৯ - ১৮০৯)। সহস্ররাম পাল। রানাঘাট পালচৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। লেখাপড়া শিখবার সুযোগ পান নি। পান বিক্রী করে জীবিকার্জন শুরু করেন ব'লে 'কৃষ্ণপান্তী' নামে আখ্যাত হন। পরে অন্য কয়েক রকমের ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়ে প্রচুর অর্থের অধিকারী হন এবং কয়েকটি জমিদারী ক্রয় করেন। ১৭৯৯ খ্রী. রানাঘাট ক্রয় করে সেখানে বাসভবন নির্মাণ করে স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেন। কৃষ্ণনগরের রাজার কাছ থেকে তিনি 'চৌধুরী' উপাধি পান এবং ১৮১৪ খ্রী. মার্কুইস অফ হেস্টিংসের রানাঘাট পরিদর্শনকালে তাঁর কাছ থেকে 'পালচৌধুরী' পদবী ও আশাসোঁটা ব্যবহারের অনুমতি লাভ করেন। [১,২৫,২৬]

কৃষ্ণকান্ত বসু। রংপুরের জজ ডেভিড স্কটের সেরেস্তাদার ছিলেন। ১৮১৫ খ্রী. ইংরেজ-অধিকৃত ভুটানের কোনও অংশের সীমানা নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে ইংরেজ সরকার কৃষ্ণকান্তকে ভুটানে দূত হিসাবে প্রেরণ করে। তাঁর রচিত ভুটান রাজ্যের বিবরণসমূহ স্কট সাহেব ইংরেজীতে অনুবাদ করে 'ভুটান রাজ্যের ইতিহাস' নামে প্রকাশ করেন। [২]

কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ (ঊনবিংশ শতাব্দী)

নদীয়া (?)। কালীচরণ ন্যায়ালঙ্কার। ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ কৃষ্ণকান্ত নদীয়ার মহারাজ গিরিশ-চন্দ্রের রাজসভার অন্যতম স্মার্ত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচিত ১২টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে ন্যায়গ্রন্থ, কাব্যগ্রন্থ ও টীকাগ্রন্থ আছে। 'শব্দশক্তি প্রকাশিকা', 'চৈতন্যচিন্তামৃত', 'গোপাল লীলামৃত', ও 'ন্যায়রত্নবলী', তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। [১,৪,৯০]

কৃষ্ণকান্ত ভাদ্বড়ী (১১৯৮ - ১২৫১ ব.) বাড়ে-বাকা—নদীয়া। নদীয়ার মহারাজ গিরিশচন্দ্রের সভার প্রসিদ্ধ হাস্যরসিক স্বভাব-কবি। সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী ও ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। মুখে মুখে পয়ার, ত্রিপদী ও চতুষ্পদী ছন্দে কবিতা রচনা করতে এবং কেহ কোন সমস্যা দিলে তৎক্ষণাৎ তা কবিতায় পূরণ করতে পারতেন। মহারাজ তাঁকে 'রসসাগর' উপাধিতে ভূষিত করেন। [১,২,৫,২৬,৩৭]

কৃষ্ণকামিনী দাসী। তাঁর রচিত 'চিত্তবিলাসিনী' কাব্যই বঙ্গমহিলা রচিত সর্বপ্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ (১৮৫৬)। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় ২৮.১১.১৮৫৬ খ্রী. কাব্যখানির বিশেষ বিশেষ অংশ উদ্ধৃত করে আনন্দ প্রকাশ করে-ছিলেন। [২৮,৪৪,৪৬]

কৃষ্ণকুমার মিত্র (ডিসে. ১৮৫২ - ৫.১২.১৯৩৬) বাঘিল—ময়মনসিংহ। পিতা গুরুচরণ নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিজ গ্রামে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। কৃষ্ণকুমার জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ ইন্স্টিটিউশন থেকে ১৮৭৬ খ্রী. বি.এ. পাশ করেন। ছাত্রাবস্থায় ব্রাহ্মসমাজের সমর্থক, পরে কেশব সেন বিরোধী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতা হন। বিখ্যাত রাজ-নারায়ণ বসুর কন্যা লীলাবতীকে বিবাহ করেন। ১৮৭৯ খ্রী. সিটি স্কুলে শিক্ষকরূপে যোগদান করেন এবং ক্রমে সিটি কলেজের ইতিহাসের অধ্যা-পক ও তত্ত্বাবধায়ক হন। ১৯০৮ খ্রী. অবসর-গ্রহণ করেন। অধ্যাপক হিসাবে অতিশয় খ্যাতিমান ছিলেন। সাংবাদিক ও রাজনীতিক নেতা হিসাবে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৮৭৬ খ্রী. দ্বারকা-নাথ গাঙ্গুলীর সঙ্গে ভারতসভার যুগ্ম-সম্পাদক হন। কালীশঙ্কর শুকুল, হেরম্ব মৈত্র ও দ্বারকা-নাথের সাহায্যে ১৮৮৩ খ্রী. 'সঞ্জীবনী' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার শীর্ষদেশে 'সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রী' এই আদর্শ-বাণী ঘোষণা করা হত। সিভিল সার্ভিস রুলের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির জন্য তিনি সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে উত্তর ভারত সফর করেন। শ্রমিক আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা ছিল। আসামের চা বাগানে ব্রিটিশ মালিক ও কর্মচারীদের বীভৎস শ্রমিক-শোষণ এবং বর্বর অত্যাচারের কাহিনী সঞ্জীবনীর পৃষ্ঠায় তিনি নিয়মিত প্রকাশ করতেন। দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর সঙ্গে আসাম অঞ্চলে ভ্রমণ করেন (১৮৮৬)। স্তন্যপানরত শিশুকে লাথি মেরে হত্যা, প্রকাশ্য দিবালোকে ক্ষান্ত ডোমিনীকে ধর্ষণ, শুকুরমণি নামে কুলী রমণীর মৃত্যু ইত্যাদি ব্রিটিশ সরকার ও মালিকের বর্বরতার কাহিনী ঐ সময়ে প্রকাশ করায় চলিত ইমিগ্রেশন আইনের কিছুটা সংশোধন হয় (১৮৯৩)। এরই মধ্যে ১৮৯০ খ্রী. নীল-চাষীদের শেষ পর্যায়ের সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। বিচার-ব্যবস্থায় নিরপেক্ষতার অভাবে খুনী ইংরেজ আসামীদের বারে বারে আদালতে এসেও মুক্তি পাওয়ার ঘটনায় তাঁর ক্রোধ এবং ঘৃণা সম্ভবত অধিক বয়সেও তাঁকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সক্রিয় হতে সাহায্য করেছিল। ফলে ৩নং রেগুলেশন আইনে তিনি আগ্রা দুর্গে বন্দী হন (১৯০৮ - ১০)। তিনি কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন না। নারীমুক্তির সমর্থক ছিলেন। তা ছাড়া বিপন্না নারীদের উদ্ধার ও রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি 'নারী-রক্ষাসমিতি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে-ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'মহম্মদ-চরিত', 'বুদ্ধদেব-চরিত ও বৌদ্ধধর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ'। [১,৩,৫, ৭,৮,১০,২৫,২৬]

কৃষ্ণচন্দ্র দে (১৮৯৩ - ১৯৬২) কলিকাতা। শিবচন্দ্র। উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে চৌদ্দ বছর বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারান। ষোল বছর বয়সে শশিমোহন দে'র শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সঙ্গীতচর্চা শুরু করেন। ক্রমে টপ্পাচার্য মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সরোদি কেরামৎউল্লা, ওস্তাদ বাদল খাঁ, শিবসেবক মিশ্র, দবীর খাঁ, দর্শন সিং, জমিরুদ্দীন খাঁ, কীর্তনীয়া রাধারমণ দাস প্রমুখ গুণীদের কাছে সঙ্গীতশিক্ষা করেন। গ্রামো-ফোন রেকর্ড, সিনেমা, বেতার, রঙ্গমঞ্চ, সঙ্গীত-সম্মেলন ইত্যাদিতে বিভিন্ন রীতির সঙ্গীত পরি-বেশন করে বিপুল জনপ্রিয়তার অধিকারী হন। ১৯৩১ খ্রী. প্রতিষ্ঠিত রঙমহল থিয়েটারের পরি-চালকদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর দেওয়া সুর রঙ-মহল, মিনার্ভা ও অন্যান্য থিয়েটারে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। বাংলা, হিন্দী, উর্দু ও গুজরাটি ভাষায় সহস্রাধিক গানের রেকর্ড আছে। এক সময়ে তাঁর গাওয়া গান বাঙলা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বিভিন্ন ছায়া-ছবিতে এবং শিশির ভাদুড়ীর রঙ্গমঞ্চ ও রঙমহলে নানা ভূমিকায় অভিনয় করেন। তিনি একাধারে

সুরস্রষ্টা, গায়ক, ট্রেনার, অপেরা মাস্টার ও অভিনেতা ছিলেন। [৩,২৬,১৪০]

কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৭৫ - ১৯৪৯)। শ্রীরামপুর। কেদারনাথ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনন্যসাধারণ কৃতী ছাত্র হিসাবে শিক্ষা শেষ করে সরকারী শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করেন। অবসরগ্রহণের পর অমলনেরের ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অফ ফিলসফির অধ্যক্ষ (১৯৩৩ - ৩৫) এবং পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপকরূপে (১৯৩৫ - ৩৭) বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। আধুনিককালে ভারতীয় দর্শনকে যাঁরা নূতন চিন্তার আলোকে উদ্ভাসিত করেছেন, তিনি তাঁদের অগ্রণী। এমন কি রসতত্ত্বসম্পর্কেও তাঁর স্বল্পপরিসর আলোচনা মৌলিকতায় ভাস্বর। তাঁর চিন্তায় বেদান্তদর্শনের ও কান্টের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁর মতে জ্ঞানাত্মক চৈতন্যের চারটি স্তর আছে। যথা, (১) ব্যবহারিক চিন্তা : ব্যবহারিক জগতে প্রত্যক্ষীকৃত বস্তু বা প্রত্যক্ষীভূত হয়েছে ব'লে কল্পিত বস্তু-সম্বন্ধীয় চিন্তা। (২) বিশুদ্ধ বস্তুগত চিন্তা : যে চিন্তা বস্তু-সম্বন্ধীয় কিন্তু সেই বস্তু প্রত্যক্ষীভূত হবেই এমন কোন নিয়ম নেই। (৩) আধ্যাত্মিক চিন্তা : যার সঙ্গে বস্তুর সম্পর্ক নেই এবং যা পুরোপুরি আত্মগত। (৪) অ-লৌকিক চিন্তা : যা বস্তুগতও নয়, আত্মগতও নয়। [৩]

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (১৮৩৪ - ১৩.১.১৯০৭) সেনহাটি—খুলনা। মাণিক্যচন্দ্র। আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য উচ্চশিক্ষালাভে অসমর্থ হন। পিতৃহীন হয়ে ঢাকায় অপরের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন এবং ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। প্রথমে ঢাকা বাংলা স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরে 'মনোরঞ্জিকা', 'কবিতাকুসুমাবলী', 'ঢাকা প্রকাশ', 'বিজ্ঞাপনী' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনা করেন। সবশেষে যশোহর জেলা স্কুলে প্রধান পণ্ডিতের কাজ করে অবসর নেন (১৮৭৪ - ১৮৯৩)। যশোহরে অবস্থানকালে 'দ্বৈভাষিকী' (১২৯৩ ব.) সংস্কৃত-বাংলা মাসিক পত্রিকার পরিচালক ছিলেন। ঈশ্বরগুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় কবিতা প্রকাশের মাধ্যমে সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত হন (১৮৫৮)। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'সদ্ভাবশতক' ফারসী কবি হাফেজ অবলম্বনে রচিত এবং সরল ও ধর্মভাবপূর্ণ। এছাড়া প্রকাশিত গ্রন্থ : 'মোহনভোগ', 'কৈবল্য-তত্ত্ব' এবং 'রাসের ইতিবৃত্ত'। [১,৩,৭, ২৫,২৬]

কৃষ্ণচন্দ্র মিস্ত্রী (১৮০৭ - ১৮৫০)। কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁর পিতা মনোহর দু'জনেই অক্ষর ও প্রতিবিম্ব-খোদাই বিদ্যায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন। সীসার ওপর অক্ষর ও কাঠের ওপর প্রতিবিম্ব খোদাইয়ের কাজে তিনি যেমন পারদর্শী ছিলেন তেমনই সোনা-রূপার ওপর সূক্ষ্ম কাজের অলঙ্কার নির্মাণেও নিপুণ ছিলেন। শ্রীরামপুরে পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত যন্ত্রালয় থেকে যে পঞ্জিকা প্রকাশিত হত তার সমস্ত প্রতিবিম্বই তিনি নিজে তৈরী করতেন। স্বয়ং উদ্ভাবিত লোহময় যন্ত্রের সাহায্যে তিনি পুস্তকাদি প্রকাশ করতেন। প্রথম বাংলা অক্ষর-প্রস্তুতকারী পঞ্চানন কর্মকার তাঁরই মাতামহ ছিলেন। [৬৪]

কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭১০ - ১৭৮২) কৃষ্ণনগর—নদীয়া। রঘুনাথ। কূটকৌশলী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজ্যলাভের সূচনায় পিতৃব্যকে বঞ্চিত করে সম্পত্তি অধিকার করেন। তাঁর রাজত্বকালে বাঙলায় মুসলমান শাসন থেকে ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হয়। এই রাজনৈতিক পরিবর্তনে তিনি ইংরেজদের সঙ্গে মিত্রতা করেন এবং সিরাজ-বিতাড়ন পর্ব সমাধা করে 'রাজা' থেকে 'মহারাজা'র পদবীতে উন্নীত হন। জানা যায়, কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ক্লাইভ তাকে পাঁচটি কামান উপঢৌকন দেন। সেই কামান আজও কৃষ্ণনগর রাজপ্রাসাদের শোভাবর্ধন করে। পরে খাজনা আদায়ের গাফিলতির অভিযোগে নবাব মীরকাশিমের আদেশে মুঙ্গের দুর্গে অন্যান্য ষড়যন্ত্রীর সঙ্গে বন্দী হলে ইংরেজদের সহায়তায় তাঁর প্রাণরক্ষা হয়। গুণগ্রাহী কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় গোপাল ভাঁড়, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি গুণিজনের সমাবেশ ছিল। এছাড়া হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, রাধামোহন গোস্বামী, কবি রামপ্রসাদ সেন প্রভৃতি গুণিজনকে বৃত্তি অথবা নিষ্কর জমি দান করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছায় ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য-রচনা করেন। তিনি নাটোর থেকে কয়েকজন মৃৎশিল্পীকে আনেন। তাদের দ্বারাই পরবর্তী কালে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তিনি বাঙলা দেশে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলক। বর্গীর ভয়ে 'শিবনিবাস' নামে নূতন রাজধানী নির্মাণ করেন। রক্ষণশীল হিন্দু ছিলেন। রাজবল্লভ স্বীয় কন্যার বৈধব্য-কষ্ট দেখে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করলে কৃষ্ণচন্দ্রের গোপন বিরোধিতায় তা ব্যর্থ হয়। সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত এবং সংগীতজ্ঞ ছিলেন। [১,২,৩,৭, ২৫,২৬,৪৮]

কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ (১৭৭৬ - ১৪.৫.১৮২২) তিনি মুর্শিদাবাদ কান্দীর জমিদার, পাইকপাড়া রাজবংশের অন্যতম পূর্বপুরুষ ও দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের পৌত্র। কিছুকাল কটক ও বর্ধমানে

দেওয়ানীর কাজ করেন। পরে দেওয়ানী ছেড়ে দিয়ে পৈতৃক জমিদারী দেখাশুনা করতে থাকেন। কোন একসময় সায়াহ্নে গৃহে ফেরার পথে অকস্মাৎ নিদ্রামগ্ন পিতার উদ্দেশে এক রজক-কন্যার 'উঠ বাবা, বেলা যায়', এই আহ্বান শুনে তাঁর মনে বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং সংসারধর্ম ত্যাগ করে বরাবর ব্রজধামে চলে যান। বৃন্দাবনে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক মন্দির নির্মাণ করে সেখানে 'কৃষ্ণচন্দ্রমা' নামে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং 'লালাবাবুর কুঞ্জ' নামে একটি অন্নসত্র খোলেন। তা ছাড়া দু'লক্ষ টাকা ব্যয়ে মথুরায় রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড সংস্কার করেন। সদনুষ্ঠানের জন্য উত্তর ভারতে 'লালাবাবু' নামে খ্যাত হন। ৪০ বৎসর বয়সে তিনি মাধুকরী বৃত্তি গ্রহণ করেন। পরে কৃষ্ণদাস বাবাজী তাঁকে দীক্ষা দেন। বাঙলা ও উত্তর প্রদেশে তাঁর বিশাল জমিদারী তাঁর পত্নী কাত্যায়নী দেবী দেখাশুনা করতেন। বৃন্দাবনে মৃত্যু। [১,৭,২৫,২৬,৬৪]

কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ (১২৯২ - ২৫.১.১৩৪৩ ব.) ফরিদপুর। বিদ্যাশিক্ষার্থ কলিকাতায় আসেন এবং স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি পি. এম. বাগচী পঞ্জিকার অন্যতম ব্যবস্থাপক, 'দেবযানী' সাপ্তাহিক সংস্কৃত পত্রিকার সম্পাদক, সংস্কৃত মহামণ্ডলে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং 'সারস্বত লাইব্রেরী' ও 'হরিহর লাইব্রেরী' নামক গ্রন্থ-বিপণির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। [৫]

কৃষ্ণদয়াল চন্দ্র (১২০১ - ১২৮৮ ব.) পাঁচথুপি —মুর্শিদাবাদ। দীনবন্ধু। সুবর্ণবণিক জাতিভুক্ত ছিলেন। চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার ও শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। পাঁচথুপির কৃষ্ণহরি হাজরার নিকট কীর্তন শেখেন। ভাগবত পাঠ এবং কীর্তন গানে সমান দক্ষ ছিলেন। মনোহরশাহী সুরের এই বিখ্যাত কীর্তনীয়া 'চান্দজী' নামে সুপরিচিত ছিলেন। [২৭]

কৃষ্ণদাস (দুঃখী বা দুঃখিনী)। খ্যাতনামা পদাবলী-রচয়িতা। তিনি পদাবলী ছাড়াও 'অদ্বৈত-তত্ত্ব', 'উপাসনা-সার-সংগ্রহ' এবং 'বৃন্দাবন-পরিক্রম' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। শ্যামাদাস বা শ্যামানন্দ পুরী নামেও পরিচিত ছিলেন। [১]

কৃষ্ণদাস কবিরাজ (আনু. ১৫৩০ - ১৬১৫)। ঝামটপুর—বর্ধমান। ভগীরথ। প্রথমে কিছুদিন গ্রামের পাঠশালায় অধ্যয়ন করে, পরে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। ২৬ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করে বৃন্দাবনে বাস করেন এবং রঘুনাথ দাসের নিকট বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। 'কৃষ্ণামৃত' গ্রন্থের টীকা এবং 'গোবিন্দ লীলামৃত' ও 'ভাগবতশাস্ত্র-গূঢ়-রহস্য' গ্রন্থের রচয়িতা। জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি—বৃদ্ধ বয়সে দীর্ঘকালের পরিশ্রমে বিরচিত আড়াই হাজার শ্লোক-সমন্বিত 'চৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থটি। এই গ্রন্থে চৈতন্যদেবের শেষ-জীবনের কথা, তাঁর দিব্যোন্মাদ বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থ জীব গোস্বামীর মনঃপূত ছিল না বলে শোনা যায়। কৃষ্ণদাস তাঁর প্রিয় শিষ্য মুকুন্দ দত্তের সঙ্গে গ্রন্থের এক প্রতিলিপি বাঙলা দেশে পাঠান। পথে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের রাজা হাম্বীর অমূল্য সম্পদ জ্ঞানে গ্রন্থ-পেটিকা লুঠ করেন। এই সংবাদে শোকার্ত কৃষ্ণদাস রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। [১,২,৩,২৫,২৬]

কৃষ্ণদাস পাল, রায়বাহাদুর, সি.আই.ই. (১৮৩৮ - ২৪.৭.১৮৮৪)। কাঁসারিপাড়া—কলিকাতা। ঈশ্বর-চন্দ্র। প্রখ্যাত সাংবাদিক, বাগ্মী ও রাজনীতিজ্ঞ। দরিদ্র পরিবারে জন্ম। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে পাঁচ বছর এবং হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে তিন বছর (১৮৫৪ - ৫৭) অধ্যয়ন করেন। কলেজে ছাত্রাবস্থায় 'ক্যালকাটা লিটারারি ফ্রি ডিবেটিং ক্লাব' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রচিত 'দি ইয়ং বেঙ্গল ভিণ্ডিকেটেড' প্রবন্ধ (১৮৫৬) সে-যুগে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। হরিশ মুখার্জী সম্পাদিত 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার আদর্শে 'দি ক্যালকাটা মান্থলী ম্যাগাজিন' প্রকাশ করেন। সহযোগী ছিলেন শম্ভুচন্দ্র মুখার্জী। কিছুদিন জজ্‌কোর্টে অনুবাদকের কাজ করেন এবং কর্মচ্যুতির পর সাংবাদিকতা শুরু করেন। ১৮৬১ খ্রী. 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হন। একাদিক্রমে ২৩ বছর সম্পাদনায় তৎকালীন রাজনীতিতে তাঁর প্রভাব বিস্তার লাভ করে। 'ইলবার্ট বিল', 'ইমিগ্রেশন বিল', 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' ইত্যাদি আইন প্রণয়নের সময় নিজ সংবাদপত্রে চা-শ্রমিকদের পক্ষে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিষয়ে ও দেশীয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের সপক্ষে প্রবন্ধ রচনা করে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। 'ইমিগ্রেশন বিল' দ্বারা চা-শ্রমিকদের নির্যাতন ব্যবস্থার প্রতিবাদে কৃষ্ণদাস এই বিলকে 'The Slave Law of India' বলে অভিহিত করেন। ক্রমে তিনি সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে পরিচিত হয়ে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে'র সহ-সম্পাদক থেকে স্থায়ী সম্পাদক হন। মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, জাস্টিস অফ দি পীস, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও ১৮৮৩ খ্রী. 'বেঙ্গল টেন্যান্সি বিল' নিয়ে বিতর্কের সময় তিনি জমিদার-শ্রেণীর প্রতিভূরূপে 'ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা'র সদস্য মনোনীত হন। [১,২,৩,৭,৮,২৫,২৬]

কৃষ্ণদাস বাবাজী। লালদাস নামেও পরিচিত ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র সিংহের (লালাবাবু) দীক্ষাগুরু। তিনি নাভাজী বিরচিত হিন্দী গ্রন্থ 'ভক্তমাল'-এর বঙ্গানুবাদ করেন। বহু ভক্ত বৈষ্ণবের জীবনী ও বৈষ্ণবদের বহু গ্রন্থের তত্ত্বসমূহ তাঁর অনুবাদ-গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। বৃন্দাবনে এই নামে একাধিক সিদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থকর্তার সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একজন 'প্রার্থনামৃত-তরঙ্গিণী' নামক বাংলা এবং 'ভাবনা-সার-সংগ্রহ' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের সংকলক। তাঁরই নির্ধারিত ভজন-পদ্ধতি ব্রজে অনুসৃত হয়। [১,৩]

কৃষ্ণদাস রায়। কুলকুড়ি—বীরভূম। ১২৬২ ব. ঐ গ্রামের সাঁওতাল বিদ্রোহের ঘটনাবলী অবলম্বনে 'বীরভূমির সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া' গ্রন্থ রচনা করেন। [২]

কৃষ্ণদাস লাউড়িয়া (১৫শ শতাব্দী) লাউড়-নবগ্রাম—শ্রীহট্ট। গৃহস্থাশ্রমের নাম দিব্যসিংহ। শ্রীহট্ট জেলার লাউড় পরগনার রাজা ছিলেন। অদ্বৈত মহাপ্রভুর পিতা কুবের তর্কপঞ্চানন তাঁর মন্ত্রী ছিলেন। কুবের পণ্ডিত রাজকার্য থেকে অবসর নিয়ে শান্তিপুরে বাস করেন। দিব্যসিংহ সেখানে এসে অদ্বৈত মহাপ্রভুর কাছে ভক্তিধর্মে দীক্ষা নিয়ে বাকী জীবন শান্তিপুরেই কাটান। তাঁর বাসের জন্য নির্মিত পুষ্পোদ্যান ফুল্লবাটী নামে পরিচিত। তিনি প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনামূলক অদ্বৈতাচার্যের জীবনী 'বাল্যলীলাসূত্রম্' গ্রন্থের রচয়িতা। তা ছাড়া 'বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী' গ্রন্থ তিনি পাঁচালী ছন্দে বঙ্গানুবাদ করেন। [১,৩,২৫,২৬]

কৃষ্ণদাস লাহা। কলিকাতা। দুর্গাচরণ। বিখ্যাত ব্যবসায়ী পরিবারে জন্ম। নিজেও সুযোগ্য ব্যবসায়ী ছিলেন। ১৯০৭ খ্রী. কলিকাতার শেরিফ হন। সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতি তহবিলে ৫ হাজার টাকা দান করেন ও ১৯১০ খ্রী. 'রাজা' উপাধি পান। ১৯১১ খ্রী. তিনি চুঁচুড়ায় জল-সরবরাহ-ব্যবস্থার জন্য ৮০ হাজার টাকা, ১৯১২ খ্রী. রিপন কলেজের উন্নয়নের জন্য ১৫ হাজার টাকা এবং ১৯১৩ খ্রী. বর্ধমানে বন্যাপীড়িতদের সাহায্যের জন্য ৫ হাজার টাকা দান করেন। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর দানের পরিমাণ ৭৫ হাজার টাকা। [১]

কৃষ্ণদাস সার্বভৌম (আনু. ১৬শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ) নবদ্বীপ। শিবানন্দ। রঘুনাথ শিরোমণির গ্রন্থের টীকাকার। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর বংশে ২৫০/৩০০ বছরে প্রায় ৭০ জন মহাপণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি সম্ভবত ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের ন্যায়গুরু ছিলেন। [৯০]

কৃষ্ণদাস সেনগুপ্ত (?-১৭৬৪)। রাজা রাজবল্লভ। পিতার দ্বিতীয় পুত্র। সিরাজ কর্তৃক পিতা রাজবল্লভ ঢাকার নায়েব নবাব নিযুক্ত হলে পুত্র কৃষ্ণদাসও অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠেন এবং বাঙলার তৎকালীন ষড়যন্ত্রমূলক রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। আলীবর্দীর আমলের প্রতিপত্তিশালী নিবাইস মহম্মদের পত্নী ঘসেটি বেগম নিজ পালিত পুত্র একামউদ্দৌলার জন্য বাঙলার সিংহাসনলাভের চেষ্টা করলে রাজবল্লভ তাঁকে সাহায্য করেন। সিরাজের অপসারণের পর মীরজাফর নবাব হলে রাজবল্লভ তাঁর প্রধানমন্ত্রী এবং কৃষ্ণদাস ঢাকার নায়েব নবাব হন। পরে কৃষ্ণদাস রাজাবাহাদুর উপাধি লাভ করেন ও পিতা অন্য কার্যে নিযুক্ত হলে নবাবের প্রধানমন্ত্রী হন। মীরজাফরের পর মীরকাশিম নবাব হয়ে রাজবল্লভ, কৃষ্ণদাস ও অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীদের মুঙ্গের দুর্গে বন্দী করে রাখেন। পরে পিতা-পুত্র উভয়েই নিহত হন। [১,২]

কৃষ্ণধন দে (?-৩০.৩.১৯৭৩) আকাপুর—বর্ধমান। কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। কৃষ্ণধন কবি নামে খ্যাত। 'ব্যথার পরাগ' তাঁর বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ। ছোটদের জন্য তাঁর রচিত সমাদৃত পুস্তক : 'লিপিলেখা', 'রঘুবংশের গল্প', 'গল্পে কাদম্বরী', 'দশকুমারচরিতের গল্প', 'নলোদয় কথা' ইত্যাদি। তাঁর শতাধিক কবিতা-সংবলিত 'প্রণয় গীতিমালা' মৃত্যুর সময় অপ্রকাশিত ছিল। পথ-দুর্ঘটনায় মৃত্যু। [১৬]

কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় (মার্চ ১৮৪৬-২০.২.১৯০৪) কলিকাতা। হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজের ছাত্র। ১৮৬২ খ্রী. বৃত্তিসমেত এণ্ট্রান্স পাশ করেন। ১৩ বছর বয়সে মধুসূদন-রচিত 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে নামভূমিকায় অভিনয় করে (৩.৯.১৮৫৯) সুনাম অর্জন করেন। এই সূত্রে সঙ্গীত-শিক্ষক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সঙ্গে পরিচয় হয় এবং তাঁর শিষ্যত্বগ্রহণ করেন। ক্রমে ধ্রুপদ, খেয়াল ও বিদেশী শিক্ষকের কাছে পিয়ানো এবং গোয়ালিয়রে সেতার শেখেন। কর্মজীবনে প্রথমে গোয়ালিয়র রাজস্কুলে শিক্ষকতা (১৮৬৫) করার তিন বছর পর কুচবিহারের স্ট্যাম্প অফিসার এবং ১৮৭২ খ্রী. ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ লাভ করেন। কিন্তু সঙ্গীতচর্চায় ব্যাঘাত ঘটায় কর্মত্যাগ করেন। কলিকাতায় সঙ্গীত-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় এবং গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার (মিনার্ভা) ইজারা নিয়ে ব্যবসায়ের চেষ্টা করে তিনি অকৃতকার্য হন। পুনরায় চাকরি নিয়ে কুচবিহার যান। পরে গৌরীপুররাজ প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়ার সঙ্গীতশিক্ষক নিযুক্ত হন। এখানেই মৃত্যু। তাঁর রচিত 'বঙ্গৈকতান' (১৮৬৭)

ঐকতান-বাদন বিষয়ে বাংলা ভাষার প্রথম গ্রন্থ। ভারতীয় সঙ্গীতে পাশ্চাত্য স্বরসংগতির (হারমনি) প্রয়োগ-বিষয়ে তাঁর 'হিন্দুস্থানী এয়ার অ্যারেন্‌জ্‌ড ফর দি পিয়ানোফর্টে' গ্রন্থে তিনিই প্রথম আলোচনা করেন (১৮৬৮)। সঙ্গীত-বিষয়ে তাঁর গবেষণার শ্রেষ্ঠ অবদান 'গীতসূত্রসার' (২ খণ্ড)। বিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় সঙ্গীতশাস্ত্রী ভাতখণ্ডে 'গীতসূত্রসার' পাঠের জন্য বাংলা শেখেন। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'চীনের ইতিহাস', 'সঙ্গীত শিক্ষা', 'হারমোনিয়ম শিক্ষা', 'সেতার শিক্ষা' প্রভৃতি। তাঁর গ্রন্থাবলী এবং তাঁর অনুসৃত রেখামাত্রিক স্বরলিপি (স্টাফ নোটেশন) পাশ্চাত্য সঙ্গীতে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তির পরিচায়ক। [৩,৫৩]

কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, মহামহোপাধ্যায় (১২৪০ - ২৬.৮.১৩১৮ ব.) পূর্বস্থলী—নবদ্বীপ। এই অসাধারণ পণ্ডিত স্বীয় পাণ্ডিত্যে ও নিরপেক্ষতাগুণে শ্রীভারত ধর্মমহামণ্ডলের ব্যবস্থাপক পদে প্রতিষ্ঠিত হন। নবদ্বীপরাজ কর্তৃক তিনি নবদ্বীপের প্রধান স্মার্তের পদে বহুদিন অধিষ্ঠিত ছিলেন। নিজের বাড়িতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি, মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপনা এবং চর্চা করতেন। 'কর্পূরাদি স্তোত্র', 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌', 'মলমাসতত্ত্ব', 'বেদান্ত-পরিভাষা', 'মীমাংসান্যায়প্রকাশ', 'অর্থসংগ্রহ' প্রভৃতির সটীক সংস্করণ প্রকাশ করেন। 'বাতদূত', 'স্মৃতিসিদ্ধান্ত', 'বৃহন্মুগ্ধবোধ', 'শ্যামাসন্তোষ' প্রভৃতি তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ১৮৯১ খৃ. তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। [১,৩,১৩০]

কৃষ্ণপাদ (কহ্নু-পা বা কাহ্ন-পা)। দেবপালের সমসাময়িক জালন্ধরীপাদের শিষ্য এবং নাথপন্থী ও সহজিয়াপন্থীদের অন্যতম ও সোমপুর বিহারের আচার্য ছিলেন। তাঁর বাড়ি ছিল পাদুনগর বা বিদ্যানগর। তিনি ৫০ খানিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেন। অধিকাংশই বজ্রযান সাধন-সম্পর্কিত। তা ছাড়া চর্যাগীতি (প্রাচীন বাংলা ভাষায় লিখিত আদিগ্রন্থ) গ্রন্থে তাঁর ১০টি গীতি আছে। কৃষ্ণাচার্য রচিত 'দোঁহাকোষ' পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এই মহাপণ্ডিতের রচিত 'হে বজ্র পঞ্জিকা' নামে একখানি পুঁথি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। [১,৬৭]

কৃষ্ণপাল। শ্রীরামপুর—হুগলী। তন্তুবায় বংশজাত কৃষ্ণপাল বাঙালীদের মধ্যে সর্বপ্রথম খৃীষ্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণকারী। ১৮০০ খৃ. উইলিয়ম কেরী এই দীক্ষাকার্য বাংলা ভাষায় সম্পন্ন করেন। কৃষ্ণপালের কন্যার সঙ্গে খৃীষ্টধর্মাবলম্বী ব্রাহ্মণবংশীয় এক যুবকের বিবাহ হয়। [১]

কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক (১২৭৩ - ১৩৪৪ ব.) ঢাকা। প্রখ্যাত শিক্ষাব্রতী। ব্রাহ্মনেতা নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে এসে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। সিটি কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরে দীর্ঘকাল লক্ষ্মৌতে 'অ্যাডভোকেট' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। গিরিডিতে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। লেডি অবলা বসুর সহকর্মিরূপে নারী শিক্ষা সমিতির মাধ্যমে অনাথা বিধবাদের অর্থকরী শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেন এবং তাঁরই উদ্যোগে সমিতির তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন জেলায় প্রায় দুইশত প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। [১]

কৃষ্ণবিহারী সেন (নভে. ১৮৪৭ - মে ১৮৯৫)। কলিকাতা। প্যারীমোহন। ব্রাহ্মনেতা কেশব সেনের অনুজ। মেধাবী ছাত্র ছিলেন। প্রবেশিকায় বৃত্তি পান এবং এম.এ. পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। কর্মজীবনে প্রথমে শিক্ষকতা করেন। পরে জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষ এবং শেষে জয়পুরের শিক্ষাকর্তা নিযুক্ত হন। ১৮৮৩ খৃ. আবগারী বিভাগের উচ্চপদ লাভ করেন। 'ইণ্ডিয়ান মিরর', 'সান্‌ডে মিরর' এবং 'দি লিবারেল অ্যাণ্ড দি নিউ ডিস্পেন্‌সেশন' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 'বিধবা বিবাহ' নাটকে একটি ভূমিকায় সুনাম হয় এবং সেই সূত্রে ঠাকুরবাড়ির গুণেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহচর্য লাভ করেন। নাট্যসমিতির সদস্য ও নাট্যশিক্ষক ছিলেন। ১৮৮২ খৃ. রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 'সারস্বত সমাজে'র যুগ্ম-সম্পাদক নিযুক্ত হন। 'সাধনা' পত্রিকার অন্যতম বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। তাঁর লিখিত 'বুদ্ধচরিত' ধারাবাহিকভাবে সাধনায় প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'অশোকচরিত' এবং 'কবিতামালা'। কেশব সেনের মৃত্যুর পর তাঁরই চেষ্টায় কলিকাতা টাউন হল ও অ্যালবার্ট হলে কেশবচন্দ্রের তৈলচিত্র রক্ষার এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'কেশবচন্দ্র পদক' দিবার ব্যবস্থা হয়। [১,৩]

কৃষ্ণভামিনী দাস (১৮৬৪ - ১৭.২.১৯১৯) চুয়াডাঙ্গা—নদীয়া। স্বামী—দেবেন্দ্রনাথ। অধ্যাপক স্বামীর সঙ্গে চৌদ্দ বছর বিলাতে বাস করেন। একই বছরে স্বামী ও একমাত্র সন্তান হারিয়ে তিনি ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের সেবাকাজে আত্মনিয়োগ করেন। অভ্যস্ত বিলাসবাহুল্য ত্যাগ করে তিনি মোটা খদ্দরের শাড়ী পরে খালি পায়ে

কলিকাতার পথে পথে ঘুরে পর্দানশীন মেয়েদের শিক্ষা-ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। তাঁরই উদ্যোগে মণ্ডলের তিনটি কেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব হয়। এই সব কেন্দ্রে বাংলা, ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, সেলাই, হাতের কাজ, সঙ্গীত ও যন্ত্রবাদন শিক্ষা দেওয়া হত। মণ্ডলের নিয়মিত অধিবেশনে বিভিন্ন আলোচনা চলত ও সরলাদেবীর পরিচালনায় 'কাই চম্পা' ও 'নিবেদিতা' নাটক দুটির অভিনয় হয়। ১৯১৬ খ্রী. তিনি একটি বিধবা আশ্রমও স্থাপন করেন। স্কুল কলেজের শিক্ষালাভ না করেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর লিখিত বহু সুচিন্তিত সন্দর্ভ 'ভারতী', 'সাহিত্য', 'সখা', 'প্রদীপ', 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। তিনি কলিকাতার প্রসিদ্ধ আইন-ব্যবসায়ী শ্রীনাথ দাসের পুত্রবধূ। [১,৪৬]

কৃষ্ণমাণিক্য (?-১৭৮০) ত্রিপুরা। ত্রিপুরাধিপতি মুকুন্দমাণিক্য। পিতার মৃত্যুর পরই তিনি সিংহাসন অধিকার করতে পারেন নি। সিংহাসন নিয়ে অনেক হাতবদলের পর রাজ্য পেয়ে তিনি মীরকাশিমের সাহায্যে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নায়ক সামসের গাজীকে ধ্বংস করেন। তাঁর রাজত্বকালে ত্রিপুরার সমতল অঞ্চল ইংরেজ-রাজ্যভুক্ত হয়। তাঁর সময়েই কুমিল্লার সতর রত্নমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। জীবনের প্রধানকীর্তি—চৌদ্দগ্রামের নমশূদ্র পাল্কী-বাহকদের জল-আচরণীয় শূদ্রজাতিতে উন্নীত করা। [১]

কৃষ্ণমোহন দাস (১৯শ শতাব্দী)। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগের সংবাদপত্র-পরিচালক কৃষ্ণমোহন ১২৩০ ব. কার্তিক মাসে 'সম্বাদ তিমির নাশক' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাটি ১২৩৭ ব. পর্যন্ত চলেছিল। উদারমতাবলম্বীদের সমালোচনা করাই এই পত্রিকার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। [১]

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেন্ড (২৪.৫.১৮১৩ - ১১.৫.১৮৮৫) শ্যামপুকুর—কলিকাতা মাতুলালয়ে জন্ম। জীবনকৃষ্ণ। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্, খ্রীষ্টধর্মপ্রচারক ও বহুভাষাবিদ্। পটলডাঙ্গা (হেয়ার) স্কুলের বৃত্তিভোগী ছাত্র হিসাবে ১৮২৪ খ্রী. হিন্দু কলেজে প্রবেশ করে কৃতিত্বের সঙ্গে ১৮২৯ খ্রী. পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। ঐ বছরই পটলডাঙ্গা স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হন। ডিরোজিও অনুপ্রাণিত 'ইয়ংবেঙ্গল' গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা ছিলেন। ১৭ অক্টোবর ১৮৩২ খ্রী. ডাফ্ সাহেবের কাছ থেকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। ফলে পটলডাঙ্গা স্কুলের চাকরি চলে যায়। পরে মিশনারী সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত মির্জাপুর স্কুলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিযুক্ত হন। ১৮৩৩ খ্রী. একটি বালককে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার ব্যাপারে জড়িত হন। কয়েক বছর পরে তিনি স্ত্রী, ভ্রাতা এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। মাইকেল মধুসূদনের ধর্মান্তর-গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর সহায়তা ছিল। ১৮৩৯ খ্রী. ক্রাইস্ট চার্চ প্রতিষ্ঠিত হলে প্রথম বাঙালী আচার্য নিযুক্ত হন। তিনি বাংলায় উপাসনা করাতেন। তের বছর কাজ করবার পর ১৮৫২ খ্রী. বিশপস্ কলেজের অধ্যাপক হন এবং উক্ত কলেজে বাংলায় খ্রীষ্টধর্ম চর্চা ও গরিব ছাত্রদের বৃত্তির জন্য আট হাজার টাকা দান করেন। নব্যদলের মুখপত্র 'দি এন্কোয়ারার' (১৮৩১), 'হিন্দু ইউথ' (১৮৩১), 'গভর্নমেন্ট গেজেট' (১৮৪০), 'সংবাদ সুধাংশু' (১৮৫০) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 'জ্ঞানোপার্জিকা সভা', 'এশিয়াটিক সোসাইটি', 'বেথুন সোসাইটি', 'ফ্যামিলী লিটারারি ক্লাব', 'বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা', 'ভারত সংস্কার সভা' প্রভৃতি সংগঠনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। রচিত গ্রন্থ: 'দি পারসিকিউটেড' (নাটক), 'উপদেশকথা', 'ডায়ালগস্ অন দি হিন্দু ফিলসফি', 'ষড়দর্শন সংবাদ', 'দি এরিয়ান উইটনেস', 'টু এসেজ অ্যাজ সাপ্লিমেন্টস্ টু দি এরিয়ান উইটনেস' প্রভৃতি। এ ছাড়াও কয়েকটি সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকের রচয়িতা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ডক্টর অফ ল' ও সরকার কর্তৃক 'সি.আই.ই.' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮৬৪ খ্রী. বিদ্যাসাগরের সঙ্গে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হন এবং দুবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশনার হয়েছিলেন। বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু প্রভৃতি ভাষাভিজ্ঞ ছিলেন। 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের' বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত সভায় (১৭ এপ্রিল ১৮৭৮) তেজোদীপ্ত বক্তৃতা প্রদান করেন। কৃষ্ণদাস পালের উক্তি : (এই) 'হোরিহেডেড পাদ্রে' (পক্বকেশ পাদরি) একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন উদার স্বদেশ-প্রেমিক ছিলেন। ইংরেজী সমর্থন করলেও তাঁর বিশ্বাস ছিল বাংলা ক্রমে শিক্ষার বাহন হবে। [১,২,৩,৭,৮,২৫,২৬,৪৫]

কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য (১৯শ শতাব্দী)। প্রখ্যাত কবিয়াল ভোলা ময়রা, নীলু ঠাকুর প্রভৃতির জন্য সঙ্গীত রচনা করে অর্থোপার্জন করতেন। এ ছাড়াও তিনি বহু বৈষ্ণব সঙ্গীতের রচয়িতা ছিলেন। [১]

কৃষ্ণমোহন মজুমদার (১৯শ শতাব্দী)। রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু এবং ব্রাহ্মসভার সঙ্গীত-রচয়িতা। তাঁর রচিত সঙ্গীতগুলি বৈরাগ্য ও

আধ্যাত্মিক ভাবমণ্ডিত। ইংরেজী, ফারসী ও সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ দখল ছিল। জোড়াসাঁকো এবং পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবার ও সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তিদের কাছ থেকে মাসহারা পেতেন। [১]

কৃষ্ণমোহন মল্লিক (১৮০১-১৮৮০) চন্দননগর। ভারত সরকারের জুডিসিয়াল সেক্রেটারীর অধীনে কাজ করতেন। 'মুখার্জী ম্যাগাজিন' পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাঁর রচিত ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতি-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি চিন্তা ও গবেষণার পরিচায়ক। ক্রমশ লুপ্তপ্রায় দেশীয় শর্করা-শিল্প সম্বন্ধে তাঁর লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল প্রশংসা করেন ও মুদ্রণের অনুমতি দেন। এ ছাড়াও তিনি বিবিধ বিষয়ে বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেন। রচিত গ্রন্থ : 'Brief History of Bengal Commerce' (দুই খণ্ড)। [১]

কৃষ্ণরাম দাস (আনু. ১৬৫৬-?) নিমতা—চব্বিশ পরগনা। ভগবতী দাস। তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'কালিকামঙ্গল'। 'বিদ্যাসুন্দর' রচনায় প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে এই গ্রন্থ রচিত হয়। এই হিসাবে তিনিই বাংলা কাব্যে বিদ্যাসুন্দর কাহিনী রচনার পথিকৃৎ। রচিত অন্যান্য গ্রন্থাবলী : 'দক্ষিণ রায়ের উপাখ্যান', বা 'রায়মঙ্গল', 'অশ্বমেধ পর্ব', 'ভজন মালিকা' প্রভৃতি। [১,২,২০,২৬]

কৃষ্ণরাম বসু (১৭৩৩-১৮১১) তড়াগ্রাম—হুগলী। দয়ারাম। কলিকাতায় এসে পিতার সামান্য মূলধন দিয়ে লবণের ব্যবসায় শুরু করেন। কিছুকাল পরে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে হুগলীর দেওয়ানী পান ও প্রচুর অর্থের অধিকারী হন। বাঙলাদেশ ছাড়া কাশী, কটক, পুরী, ভাগলপুর প্রভৃতি বহু স্থানে তিনি দান ও জনহিতকর কাজের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। শ্রীরামপুরের মাহেশের রথ তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। তড়াগ্রাম থেকে মথুরাবাটী পর্যন্ত তাঁর নির্মিত পথ 'কৃষ্ণজাঙ্গাল' নামে পরিচিত। পুরীতে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার রথ নির্মাণ তাঁর অপর কীর্তি। এ ছাড়া যশোহরে শ্রীশ্রীমদনগোপাল, বীরভূমে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ মূর্তি, কাশীতে ও ভাগলপুরে শিবমন্দির এবং গয়ায় রামশিলা সোপানশ্রেণী প্রভৃতির স্থাপয়িতা। বৃদ্ধবয়সে কাশীবাসী হন। [১,২,৪,২৬,৩১]

কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য (১৭শ-১৮শ শতাব্দী) মালীপোতা—নদীয়া। আসামের আহমবংশীয় নরপতি রুদ্রসিংহ হিন্দু ধর্মানুযায়ী ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানাদি সম্পাদন করার জন্য ১৬৯৬-১৭১৪ খৃী. মধ্যে কৃষ্ণরামকে প্রচুর বৃত্তি ও ভূমি দান করে কামরূপে আনয়ন করেন এবং তাঁর নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করেন। কামাখ্যা মন্দির রক্ষার ভারও তাঁর উপর অর্পিত হয়। আসামের প্রায় সমস্ত শাক্ত তাঁর শিষ্য। বংশধরগণ 'পার্বতীয়া গোঁসাই' নামে পরিচিত। 'ন্যায়বাগীশ' উপাধি প্রাপ্ত ছিলেন। [১]

কৃষ্ণরাম রায় (?-১৬৯৬)। বর্ধমানের জমিদার বাবু রায়ের পৌত্র। কৃষ্ণরাম ১৬৮৯ খৃী. সম্রাট ঔরঙ্গজেবের ফরমান অনুসারে জমিদারী লাভ করেন। এই বংশের পূর্বপুরুষ লাহোর-নিবাসী সঙ্গম রায় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বর্ধমান আসেন। কৃষ্ণরামের আমলে খনিত ও প্রতিষ্ঠিত পুষ্করিণী 'কৃষ্ণসাগর' নামে খ্যাত। চেতুয়া ও বরদার জমিদার শোভা সিংহ এবং রহিম খাঁর মিলিত আক্রমণে তিনি নিহত হন। [১৮]

কৃষ্ণলাল দত্ত (১৮৫৯-?) নড়াইল—যশোহর। দ্বারিকানাথ। ১৮৭৯ খৃী. প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অঙ্কশাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করে বি.এ. এবং ১৮৮১ খৃী. এম.এ. পাশ করেন। এই বছরই সামান্য বেতনে ভারত সরকারের কণ্ট্রোলার-জেনারেল অফিসের কেরানীর পদ পান। ১৮৯৪ খৃী. কর্মদক্ষতার জন্য অ্যাসিস্ট্যান্ট কণ্ট্রোলার-জেনারেলের পদে উন্নীত হন। ১৯০০-১৯০২ খৃী. মাদ্রাজ-সরকারের হিসাব-পরীক্ষক নিযুক্ত হয়ে মিউনিসিপ্যালিটি-সমূহের জন্য সম্পূর্ণ নূতন ধরনের হিসাবপ্রণালী প্রবর্তন করেন। অন্যান্য প্রদেশে পূর্বেই তিনি 'মিউনিসিপ্যাল একাউণ্টস্ কোড' প্রবর্তন করেছিলেন। ভারত সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব-পরীক্ষক ছিলেন (১৯০৩-১৯০৭)। ১৯০৭ খৃী. ডাকঘরসমূহের সর্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯০৯ খৃী. ঐ বিভাগের সহজ হিসাবপ্রণালী প্রবর্তনের জন্য ভারপ্রাপ্ত হন এবং ১৯১০ খৃী. অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট-জেনারেল নির্বাচিত হন। একই সঙ্গে বিশেষভাবে মূল্যবৃদ্ধি-তদন্তের কাজে তাঁকে নিযুক্ত করা হয়। ১৯১৩ খৃী. মাদ্রাজের প্রধান হিসাবরক্ষক হন এবং ১৯১৫ খৃী. ভারত সরকারের সুপারিশক্রমে মহীশূর সরকার তাঁকে রাজস্ব-সম্বন্ধীয় বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত করেন। ১৯১৮ খৃী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হন। এ ছাড়া কলিকাতা কর্পোরেশনের মনোনীত সদস্য, হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফাণ্ডের কর্মাধ্যক্ষ এবং কারমাইকেল হাসপাতালের ট্রাস্টী ছিলেন। [১,৫]

কৃষ্ণলাল বসাক (২১.৪.১৮৬৬-১৯.১০.১৯৩৫) আহিরিটোলা—কলিকাতা। শোভারাম বসাকের বংশধর। বাল্যকাল থেকেই ব্যায়াম অভ্যাস করে অল্পকালের মধ্যেই জিমন্যাস্টিক্‌স্-এ দক্ষতা অর্জন করেন। ১৭ বছর বয়স থেকেই শোভাবাজার

রাজবাড়িতে সার্কাস দেখিয়ে (১৮৮২) এবং বিভিন্ন সার্কাস-দলে ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। সার্কাস দলের সঙ্গে পৃথিবীর বহু দেশ পরিভ্রমণ করেন। ১৯০০ খ্রী. প্যারিসের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে জার্মানি, প্যারালাল বার, ট্রাপিজ, ফ্লাইং ট্রাপিজ এবং জাপানী টপ স্পিনিং-এ অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়ে বিশেষ সম্মানের অধিকারী হন। পরে নিজেই 'দি গ্রেট ইস্টার্ন সার্কাস' (হিপোড্রাম সার্কাস) গঠন করে একে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দল হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সার্কাস দলে বিভিন্ন দেশের প্রায় ২০০ খেলোয়াড়-কুশলী চাকরি করতেন। [১,৩,৫]

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ (১৭শ শতাব্দী) নবদ্বীপ। মহেশ্বর গৌড়াচার্য। জনশ্রুতি অনুসারে তিনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক এবং বর্তমান কালে পূজিত কালীমূর্তির প্রবর্তক ছিলেন। নবদ্বীপের আগমবাগীশ-তলায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত বলে কথিত প্রসিদ্ধ কালীর ঘট এখনও পূজিত হয়। তান্ত্রিক ব্যভিচার থেকে দেশকে রক্ষার জন্য তিনি প্রামাণিক তান্ত্রিক নিবন্ধ-সংবলিত 'তন্ত্রসার' গ্রন্থ রচনা করেন। 'তন্ত্রদীপিকা'-রচয়িতা গোপাল পঞ্চানন তাঁর পৌত্র। [১,৩,২৬]

কৃষ্ণানন্দ ব্যাস, রাগসাগর (আনু. ১৭৯৪-?) জোহেনি—উদয়পুর। জাতিতে রাজপুত ছিলেন। বৃন্দাবনে সঙ্গীতশিক্ষা প্রাপ্ত হন। শোভাবাজার রাজবাড়িতে রাধাকান্ত দেবের আশ্রয়ে তাঁর সঙ্গীত-সাধনার বিকাশ হয় এবং সঙ্গীতে অসাধারণ নৈপুণ্যের জন্য রাজা কর্তৃক 'রাগসাগর' উপাধিতে ভূষিত হন। রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুমের অনুকরণে তাঁর সঙ্কলিত বিখ্যাত সঙ্গীতকোষ 'রাগকল্পদ্রুম' ১৮৪২-৪৯ খ্রী. মধ্যে তিনখণ্ডে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন ভাষায় এবং ইংরেজী, বর্মী, চীনা, পেগুয়ান ইত্যাদিতে মোট ৪৫টি ভাষার গান স্থান পেয়েছে এবং সর্বসমেত গান আছে ১৩৮৯২টি। [১,২,৩,২০,২৫,২৬]

কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী (১৭৯০-১৮৮২) হাওড়া। একজন তান্ত্রিক সন্ন্যাসী। আজীবন কুমার ছিলেন। ভারতের তীর্থস্থানগুলিতে বাঙালীদের আশ্রয়-স্থলের অভাব মোচনকল্পে তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ৩২টি কালীবাড়ি স্থাপন করে তীর্থ-যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেন। তাঁরই বিশেষ চেষ্টায় পাঞ্জাবে তান্ত্রিক মত প্রচারিত হয়। [১,২৬]

কৃষ্ণানন্দ সার্বভৌম (আনু. ১৭৭৫-১৮৪০) বাক্‌লা—বরিশাল। রামকান্ত তর্কালঙ্কার। বরিশাল কলসকাঠির বিখ্যাত ব্রাহ্মণ জমিদার বংশের আশ্রয়ে যে-সমস্ত পণ্ডিত বাক্‌লা সমাজকে উজ্জ্বল করেছেন তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণানন্দ বিশেষভাবে স্মরণীয়। নবদ্বীপে শঙ্কর তর্কবাগীশের কাছে অধ্যয়ন-কালেই তিনি প্রতিভাগুণে যশস্বী হয়েছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য-খ্যাতির জন্য মিথিলা প্রভৃতি ভারতের নানা অঞ্চল থেকে বহু ছাত্র তাঁর টোলে অধ্যয়নের জন্য আসত। বাক্‌লার সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি একবার নবমীর দিনই দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন দেন। 'কৃষ্ণানন্দী দশহরা'র কথা লোকমুখে প্রচলিত আছে। [৯০]

কৃষ্ণানন্দ স্বামী (১২৫৮-১৩০১ ব.) গুপ্তি-পাড়া—হুগলী। পূর্বনাম—কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনগুপ্ত। পাঠাবস্থায় কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীতে চাকরি নিয়ে কার্যোপলক্ষে যখনই প্রবাসে থাকতেন, তখনই তথাকার বাঙালীদের ধর্মীয় ও নৈতিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট হতেন। সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণপূর্বক কাশীতে বসবাস শুরু করেন। রচিত গ্রন্থ : 'গীতার্থ-সন্দীপনী', ও 'ভক্তি ও ভক্ত'। কাশীতে স্ব-প্রতিষ্ঠিত যোগাশ্রমে মৃত্যু। [১,৩,১০]

কেতকাদাস (১৭শ শতাব্দী) বর্ধমান/হুগলী। শঙ্কর মণ্ডল। 'ক্ষেমানন্দ কেতকাদাস' ভণিতায় তিনি একটি মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। এই ভণিতায় কোন্‌টি নাম ও কোন্‌টি উপাধি ঠিক করে বলা যায় না। দ্র. **ক্ষেমানন্দ**। [১,২,৩,৫, ২৫,২৬]

কেদারনাথ গোস্বামী (১৯০১-১৯৬৫)। জন্ম পিতার কর্মস্থল আসামের জখলাবান্ধা—নওগাঁয়। ব্রহ্মানন্দ। ব্রাহ্মণ শূদ্র পরিবারের লোক। কলেজের শিক্ষা বেশিদূর না হলেও হিন্দী, ইংরেজী, আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষায় তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। তিনি একদিকে যেমন হিন্দু ধর্মগ্রন্থ, কোরান ও বাইবেল পাঠ করতেন তেমনি মার্কস, এঙ্গেলস্ ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী অন্যান্য মনীষীদের লেখাও মনোযোগ সহকারে পড়তেন। ১৯২১-৩৮ খ্রী. পর্যন্ত তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন। ডিব্রুগড় তখন তাঁর কর্মকেন্দ্র ছিল। তিনি অস্পৃশ্যতা, বর্ণভেদ ও পর্দা-প্রথার বিরোধী ছিলেন। ১৯৩০-৩৯ খ্রী. পর্যন্ত 'আসাম টাইমস্' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর লেখার জন্য পত্রিকাটি আসামের চা-বাগানের মালিকদের আর্থিক সাহায্য হারায়। ১৯৩৯ খ্রী. 'কৃষক বড়ুয়া পঞ্চায়েৎ' স্থাপন করেন ও তার সভাপতি হন। কৃষক ও শ্রমিকদের ওপর যে শোষণ-অত্যাচার চলে তার প্রতিবাদ করে বহু রচনা প্রকাশ করেন। তাঁর

নেতৃত্বে আসামে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। ১৯৩৮ খ্রী. আর.সি.পি.আই. দলের সভ্য হন। সারা জীবন দরিদ্র মানুষের সমপর্যায়ে থেকে তাদের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। গোয়ালপাড়ায় অন্তরীণ থাকাকালে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে দারুণ দুর্দশায় তাঁর মৃত্যু ঘটে। [১২৪]

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় (১২.১২.১৮৯১ - ১৬.৫.১৯৬৫) কলিকাতা। রামানন্দ। এলাহাবাদ অ্যাংলো-বেঙ্গলী স্কুল, কলিকাতা সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ ও সিটি কলেজের ছাত্র। লণ্ডন ইম্পিরিয়াল কলেজ থেকে ভূতত্ত্বে বি.এস-সি. এবং এ.আর.সি.এস. পাশ করেন। কেণ্টের অস্ত্রোৎপাদন কারখানায় কর্মরত (১৯১৪ - ১৮) অবস্থায় দুর্ঘটনায় আহত হন। ১৯১৯ খ্রী. দেশে ফিরে গ্লাস ও সিরামিক কারখানায় চাকরি নেন এবং পিতার মৃত্যুর পর 'মডার্ন রিভিউ' ও 'প্রবাসী' পত্রিকা পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। 'মৌচাক' পত্রিকায় 'জগন্নাথ পণ্ডিত' ছদ্মনামে লিখতেন। উল্লেখযোগ্য রচনা : 'জগন্নাথের খেয়াল খাতা'। 'নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর' নামে রাহুল সাংকৃত্যায়নের বই বাংলায় অনুবাদ করেন। পারস্য ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী হিসাবে ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও যুদ্ধ সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ ও রচনা প্রবাসীতে প্রকাশ করেন। যৌবনে তিনি এলাহাবাদে হকির নাম-করা সেণ্টার ফরোয়ার্ড এবং ক্রিকেটে ভাল বোলার ছিলেন। [৪,৭,১৭]

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, সর্দার (১৮৪৭ - ১৯০৬) তালতলা-নিয়োগীপুকুর—কলিকাতা। হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে ১৮৭১ খ্রী. বি.এ. ও পরের বছর বি.এল. পাশ করেন। নেপালের রাজবাড়ির গৃহশিক্ষক হয়ে সেখানে যান। নেপালে ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারের প্রথম উদ্যোক্তাদের মধ্যে তিনি অগ্রণী ছিলেন। তাঁর চেষ্টায় সেখানে দরবার স্কুল ও সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি দরবার স্কুলের অধ্যক্ষ এবং ১৮৭৭ খ্রী. দিল্লীর দরবারে নেপাল সরকার-প্রেরিত দূতের সেক্রেটারী ছিলেন। নেপালরাজ তাঁকে 'সর্দার' উপাধিতে ভূষিত করেন। [১]

কেদারনাথ দত্ত। ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগের একজন জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। তিনি 'চমৎকার মোহন' নামক পত্রিকার পরিচালক এবং সম্পাদক ছিলেন। তাঁর রচিত 'প্রিয়ম্বদ', 'নলিনীকান্ত' ও 'বঙ্ককচরিত' ১৮৫৫ - ৬২ খ্রী. মধ্যে প্রকাশিত হয়। [১]

কেদারনাথ দত্ত, ভক্তিবিনোদ (১৮৩৮ ? - ১৯১৪) বীরনগর বা উলা—নদীয়া। আনন্দচন্দ্র। ১৮৫২ খ্রী. পর্যন্ত স্বগ্রামে লেখাপড়া শিখে কলিকাতায় আসেন। ১৮৬৬ খ্রী. ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ পান এবং ১৮৯৪ খ্রী. অবসর-গ্রহণ করে ধর্মচর্চায় মনোনিবেশ করেন। ইংরেজী, ল্যাটিন, সংস্কৃত, হিন্দী, ওড়িয়া, উর্দু, ফারসী প্রভৃতি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। বৈষ্ণব-সমাজের উন্নতির জন্য শতাধিক গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। গ্রন্থগুলির মধ্যে বাংলা ভাষায় 'শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত', 'জীবধর্ম', 'প্রেমপ্রদীপ', 'বিজনগ্রাম', 'সন্ন্যাসী' প্রভৃতি ; সংস্কৃতে 'শ্রীকৃষ্ণসংহিতা', 'শ্রীগৌরাঙ্গ-স্মরণ মঙ্গল স্তোত্র', 'দত্তকৌস্তুভ' প্রভৃতি এবং ইংরেজীতে 'Pourade', 'The Bhagabata Speech', 'Gautam Speech', এবং উর্দুতে 'বালিদে রেজিস্ট্রি' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের জন্য একটি মাসিক পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। [১]

কেদারনাথ দাস, ডা. স্যার, সি.আই.ই., এফ.সি.ও.জি. (১৮৬৭ - ১৯৩৬) কলিকাতা। যাদবকৃষ্ণ। জেনারেল অ্যাসেম্ব্লীজ ইন্‌স্টিটিউট থেকে এফ.এ. পাশ করে পিতার ইচ্ছায় প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। পরে নিজের আগ্রহে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং শেষ পরীক্ষায় ধাত্রীবিদ্যায় পূর্ণ নম্বর পান। ১৮৯৩ খ্রী. এম.বি. এবং ১৮৯৪ খ্রী. মাদ্রাজের এম.ডি. পাশ করেন। সাত বছর মেডিক্যাল কলেজের রেজিস্ট্রার ছিলেন। ১৯০২ খ্রী. ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলে ধাত্রীবিদ্যার শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯১৪ খ্রী. প্রসব করাবার একটি যন্ত্র (Das Forceps) আবিষ্কার করেন। ১৯১৯ খ্রী. কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে যোগদান করেন। ১৯২২ খ্রী. থেকে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে আমৃত্যু সেখানে কাজ করেন। তিনি মেডিক্যাল কলেজসমূহের পরিদর্শক, ভারতীয় মেডিক্যাল কংগ্রেসের প্রথম সেক্রেটারী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাত্রীবিদ্যার পরীক্ষক ও বিভিন্ন বিভাগের সদস্য, চিকিৎসাবিদ্যা কমিটির অধ্যক্ষ, রেডক্রস, সেণ্ট জন্‌স্ অ্যাম্বুলেন্স, এশিয়াটিক সোসাইটি ও অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। প্রসূতি বিজ্ঞান ও স্ত্রীরোগ সম্বন্ধে নিখিল বিশ্ব সম্মেলনে (আমেরিকা, ১৯২২) যোগদান করেন। ভারত ধর্মমহামণ্ডল তাঁকে 'ধাত্রীবিদ্যার্ণব' উপাধি প্রদান করেন। কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে 'স্যার কেদারনাথ দাস প্রসূতি হাসপাতাল' নামে পরিচিত বিভাগটি তাঁরই প্রচেষ্টায়

নির্মিত হয়। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম এফ.সি.ও.জি. উপাধিধারী। [১,৭,২৫,২৬]

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৫.২.১৮৬৩ - ২৯. ১১.১৯৪৯) দক্ষিণেশ্বর—চব্বিশ পরগনা। গঙ্গা-নারায়ণ। দক্ষিণেশ্বর, উত্তরপাড়া, বরাহনগর, মীরাট ও আম্বালায় শিক্ষালাভ করেন। কবি পিতার মাধ্যমে সাহিত্যে প্রেরণা পান। ১৮৮৫ খ্রী. মে মাসে 'বালক' মাসিক পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের বেনামী রচনার উপর 'শ্রীকেদার, দক্ষিণেশ্বর' স্বাক্ষরে সরস পত্র লিখে সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্য-নাটকের নাম 'রত্নাকর' (১৮৯৩)। ১৮৯৪ খ্রী. তিনি ৩০০ প্রাচীন কবির সঙ্গীত সংগ্রহ করে একখানি সঙ্কলন-গ্রন্থ 'গুপ্ত রত্নোদ্ধার' নামে প্রকাশ করেন। সরকারী কাজে নানাদেশ ঘুরে, এমন কি চীনদেশে তিন বছর (১৯০২ - ০৫) কাটিয়ে, অবশেষে কাশীতে বসবাস শুরু করেন। তাঁর রচিত সরস গ্রন্থ 'কাশীর কিঞ্চিৎ' (১৯১৫) সাহিত্যক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করে। নিয়মিত সাহিত্যসাধনা শুরু হয় ১৯২৫ খ্রী. অপূর্ব ভ্রমণকাহিনী 'চীন যাত্রী'র মাধ্যমে। তাঁর রচিত উপন্যাস 'কোষ্ঠীর ফলাফল', 'ভাদুড়ী মশাই', 'আই হ্যাজ' ; নক্শা ও ছোট গল্প 'আমরা কি ও কে', 'দুঃখের দেওয়ালী' এবং রঙ্গ-কাব্য 'উড়ো খৈ' বাংলা সাহিত্যে মূল্যবান্ সংযোজন। সাহিত্যিক মহলের শ্রদ্ধেয় 'দাদামশাই' জীবন, সমাজ ও সংসারের বেদনাগুলি হাস্যরসের আবরণে প্রকাশ করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান করে (১৯৩৩)। তিনি প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং দিল্লী (১৯২৬), মীরাট (১৯২৭) ও নাগপুর (১৯৩৪) সম্মেলনে সাহিত্য শাখার সভাপতি ছিলেন। ১৯৪৮ খ্রী. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক সংবর্ধিত হন। পূর্ণিয়ায় মৃত্যু। [৩,৫,৭,২৫,২৬]

কেদারনাথ মজুমদার (? - ১৩৩৩ ব.) ময়মনসিংহ। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভ সম্ভব না হলেও গ্রন্থকার ও সাংবাদিকরূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ২৭ বছর বয়সে তাঁর পরিচালনায় 'কুমার' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তারপর ১৩০৬ ব. 'বাসনা' ও ১৩০৭ ব. 'আরতি' নামে আরও দু'খানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। রুগ্ন অবস্থায়ও সাহিত্যসেবা করে গেছেন। ১৩১৯ ব. থেকে 'সৌরভ' পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। রচিত বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ : 'ময়মনসিংহের ইতিহাস', 'ময়মনসিংহের বিবরণ', 'ঢাকার বিবরণ' প্রভৃতি। অন্যান্য গ্রন্থাবলী : 'বাঙ্গালার সাময়িক সাহিত্য', 'রামায়ণের সমাজ', 'শুভদৃষ্টি', 'স্রোতের ফুল', 'সমস্যা', 'চিত্র' প্রভৃতি। এ ছাড়া পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতা হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। [১]

কেদারনাথ রায় (১২৫৭ - ১৩০৮ ব.) অণ্ডাল—বর্ধমান। রামচন্দ্র। উচ্চশিক্ষালাভে অসমর্থ হলেও তিনি স্বাভাবিক প্রতিভাবলে উচ্চভাবপূর্ণ সঙ্গীত-রচনায় খ্যাতি অর্জন করেন। কবির দলের এবং দরবেশ ও বাউল সম্প্রদায়ের জন্যও বহু সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। [১]

কেদার রায়। (? - ১৬০৩) বিক্রমপুর—ঢাকা। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বারো-ভূ'ইয়ার অন্যতম। শ্রীপুরে (দক্ষিণ ঢাকা) রাজধানী স্থাপন করে ১৬০২ খ্রী. সন্দীপ অধিকার করেন। তখন সন্দীপ গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসাস্থল ও নৌকেন্দ্র ছিল। ক্রমে এই অঞ্চল মোগল, পর্তুগীজ ও আরাকানীদের দ্বন্দ্বস্থলে পরিণত হয়। কেদার রায়ের সুশিক্ষিত নৌবাহিনী ছিল। ১৬০২ খ্রী. এই নৌবাহিনীর প্রধান পর্তু-গীজ কার্ভালো কর্তৃক মানসিংহের নৌসেনাপতি মুক্তা রায় নিহত হন। কেদার রায় মানসিংহের কাছে পরাজিত হয়ে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করলেও প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনই ছিলেন। পরে আরা-কানী মগদের সঙ্গে ঢাকা আক্রমণকালে (১৬০৩) বিক্রমপুরের কাছে মানসিংহের হাতে তাঁর পরাজয় ও মৃত্যু হয়। পরিখা-বেষ্টিত কেদার রায়ের বাড়ি (ফরিদপুরের কেদারবাড়ি গ্রামে) ও পদ্মা নদীর তীরে রাজবাড়ির মঠ তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি। তিনি পর্তুগীজ মিশনারীদের খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে ও গির্জা নির্মাণে অনুমতি দেন। ভূ'ইয়া চাঁদ রায় তাঁর অগ্রজ। [১,২,৩,২৫,২৬]

কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত (? - ৭.১২.১৯৬১)। ঢাকায় পুলিন দাসের প্রভাবে অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে উত্তর ভারতে বৈপ্লবিক কাজের জন্য পুলিশের গ্রেপ্তারী পরো-য়ানা এড়িয়ে দীর্ঘকাল আত্মগোপন করে থাকার পর বহরমপুরে গ্রেপ্তার হন। মুক্তিলাভের পর বাঙলা ও বোম্বাইয়ের মধ্যে বৈপ্লবিক যোগাযোগ রক্ষার কারণে পুনরায় গ্রেপ্তার হন। আগস্ট আন্দোলনে কারা-রুদ্ধ হন। শেষ জীবনে 'অনুশীলন ভবন' নির্মাণ করেন। [১০]

কে. মল্লিক (১২.২.১২৯৫ - ১৩৬৬ ব.)। কুসুম—বর্ধমান। মুনশী মহম্মদ ইসমাইল। এক সময়ে এই প্রখ্যাত গায়কের নাম লোকের মুখে মুখে ফিরত। প্রকৃত নাম মুনশী মহম্মদ কাসেম। দরিদ্র পরিবারের সন্তান কাসেম বহু কষ্ট করে ১৯০২ খ্রী. কলিকাতায় আসেন এবং এক মারোয়াড়ীর দোকানে কাজ নেন। কিন্তু গান শেখার সুযোগ

না থাকায় চামড়ার যাচনদারের কাজ শিখে র‍্যালি ব্রাদার্সে কাজ নিয়ে কানপুরে যান। কলিকাতার বিখ্যাত মল্লিক পরিবারের গোরাচাঁদ মল্লিকের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল। কানপুরে আবদুল হাই হাকিমের কাছে সঙ্গীতের বেশির ভাগ আয়ত্ত করেন। সেখানে বিখ্যাত বাইজীদের গানও শোনেন। কানপুরে তাঁর সুরেলা গলা শুনে এক বাইজীর কন্যা তাঁকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কানপুরে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে কলিকাতায় ফেরেন। এখানে ২০ টাকা মাইনেতে একটি চাকরি পান। এক সন্ধ্যায় সিন্দুরিয়া পট্টিতে বন্ধুর দোকানে বসে পাড়ার দোকানদারদের রজনীকান্তের দরবারী কানাড়ার গান খাম্বাজে শোনাচ্ছিলেন। গানটি ছিল 'আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে...।' গান শুনবার জন্য শ্রোতাদের ভিড়ে রাস্তায় যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তখন কন্‌স্টেবল এসে তাঁর হারমোনিয়ম কেড়ে নেয়। গায়করূপে সৌভাগ্যের সূত্রপাতও এখান থেকে। তাঁর গান রেকর্ড করবার জন্য কলিকাতার জার্মান রেকর্ড কোম্পানী 'বেকা'র প্রতিনিধি দেখা করতে এসে মোট বারোখানা গান রেকর্ড করে নেন। এ জন্য তিনি সবশুদ্ধ তিন শ' টাকা পান। রেকর্ড কোম্পানীর লোক, গোরাচাঁদ ও শান্তি মল্লিক মিলে রেকর্ডে শিল্পীর প্রকাশ্য নাম ঠিক করলেন 'কে. মল্লিক'। হিন্দু দেবদেবীর গান সম্পর্কে গায়কের মুসলমান নাম ব্যবসায়িক দিক্ থেকে সঙ্গত নয়, সেই কারণে দেখা যায় বাংলা গানে তাঁর নাম কে. মল্লিক, হিন্দী রেকর্ডে 'পণ্ডিত শঙ্কর মিশ্র' এবং ইসলামী গানে 'মুনশী মহম্মদ কাসেম'। ১৯০৯/১০ খ্রী. থেকে ১৯৪০ খ্রী. পর্যন্ত অজস্র রেকর্ড করে গায়ক-রূপে খ্যাতির শীর্ষে ওঠেন। বেশির ভাগ রেকর্ডের কপি ৩০/৪০ হাজার বিক্রী হয়। রজনীকান্ত ও নজরুলের গানও গেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 'আমার মাথা নত করে দাও হে' গানটি ভৈরবী সুরে রেকর্ড করেন। অতুলপ্রসাদের 'বঁধু এমন বাদলে তুমি কোথায়' গানটি তিনিই জনপ্রিয় করেন। নজরুলের 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল-শাখাতে দিস্‌নে আজি দোল' এই গানটিও তিনি প্রথম রেকর্ড করেন। রেকর্ডে এইটিই প্রথম বাংলা গজল। বিদেশী দু'টি কোম্পানী 'বেকা' ও 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' তাঁর গানের দৌলতে কয়েক লক্ষ টাকা লাভ করলেও তিনি দরিদ্রই রয়ে গেলেন। অবশেষে ১৯৪০ খ্রী. আবগারী বিভাগে তদ্বির করে একটি আফিমের দোকানের লাইসেন্স পান, তাতেই বার্ধক্য পর্যন্ত ভালভাবেই গ্রাসাচ্ছাদন চলে। কাজী নজরুল, আঙ্গুরবালা প্রভৃতি তাঁর সমসাময়িক এবং তিনি নজরুলের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। বহু বছর ঝরিয়ার রাজবাড়িতে সভাগায়কের কাজ করেন। সেই সময়েই রবীন্দ্রনাথের গানের ঘটনাটি ঘটে। তাঁরই উৎসাহে বালিকা কমলা (পরবর্তী কালে কমলা ঝরিয়া) কলিকাতায় গান শিখতে আসেন। শেষজীবনে নিজ গ্রামে ফিরে যান। সেখানে তিনি সঙ্গীত-শিক্ষার্থী চাষীদের গান শেখাতেন। [৯৩]

কেরামতুল্লা খাঁ। মেটিয়াবুরুজ—কলিকাতা। নিয়ামৎউল্লা। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্যারিসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সম্মেলনে ভারতবর্ষ থেকে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে যে কারু ও শিল্পিদল যোগদান করে তাতে সরোদবাদক কেরামতুল্লা ও তাঁর অনুজ কৌকব খাঁ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ১৯১৫ খ্রী. কৌকবের মৃত্যু হলে তাঁর স্থলে কেরামতুল্লা কলিকাতা 'সংগীত সংঘে'র প্রধান যন্ত্রসঙ্গীত-শিক্ষক নিযুক্ত হন। [৩]

কেরী, উইলিয়ম (১৭.৮.১৭৬১ - ৯.৬.১৮৩৪) পলার্সপেরি-নর্দামটনশায়ার—ইংল্যাণ্ড। অ্যাডমণ্ড। তন্তুবায়পুত্র। ১২ বছর বয়সে জীবিকার্জনের জন্য নানা স্থানে ঘুরতে হয়। এর মধ্যে জুতো সেলাই-এর কাজও করতে হয়েছে। কোন এক সময়ে টমাস জোনসের কাছে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা করেন। সুযোগমত ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণকাহিনী, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ বিষয়েও পড়াশুনা করেন। ২০ বছর বয়সে বিবাহ হয়। কয়েক বছর পর ধর্মযাজকের বৃত্তি গ্রহণ করেন। ১৭৯৩ খ্রী. ধর্মপ্রচারের জন্য ভারতে আসেন। তার আগে হিব্রু ভাষাও শেখেন। ১১.১১.১৭৯৩ খ্রী. কলিকাতায় পেঁছান। এখানে রামরাম বসুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় ও কেরী তাঁকে মুনশীর পদে নিযুক্ত করেন। প্রথম সাত মাস তিনি ব্যাণ্ডেল, নদীয়া, মানিকতলা ও সুন্দরবন অঞ্চল ঘুরে বেড়ান। রামরাম বসুর নিকট বাংলা শিক্ষা করেন ও তাঁর সহায়তায় বাংলায় বাইবেল অনুবাদের কাজ চালিয়ে যান। ১৭৯৪ খ্রী. মালদহের মদনবাটী নীলকুঠিতে তত্ত্বা-বধায়কের চাকরি পান। এ সময়ে নিজের সুবিধার জন্য বাংলা ভাষায় একখানি সংক্ষিপ্ত শব্দকোষ ও ব্যাকরণ রচনা করেন। মদনবাটীতে এসেই তিনি স্থানীয় কৃষক প্রজাদের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৯৭ খ্রী. পুস্তক মুদ্রণের জন্য দেশী হরফ প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হলে উইল-কিন্সের শিষ্য পঞ্চাননের সঙ্গে কেরীর পরিচয় হয়। কিছুদিন পর কেরীর প্রভু নীলকুঠির মালিক উডনি একটি কাঠের মুদ্রাযন্ত্র কিনে কেরীকে দেন। পরে মদনবাটীর কুঠি বন্ধ হয়ে গেলে কেরী

উডনির নিকট থেকে খিদিরপুর গ্রাম ক্রয় করে সহকারী জন ফাউণ্টেন সহ সেখানে বাস করতে থাকেন। ১৭৯৯ খ্রী. শেষার্ধে মার্শম্যান, ওয়ার্ড, গ্র্যান্ট প্রভৃতি কয়েকজন মিশনারী এদেশে দিনেমার অধিকৃত শ্রীরামপুরে আসেন। কেরী তখন তাঁর কষ্টার্জিত খিদিরপুরের সম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে শ্রীরামপুরে এসে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হন ও জানুয়ারী ১৮০০ খ্রী. শ্রীরামপুরে মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। মার্চ মাসে পঞ্চানন কর্মকারও মিশন প্রেসে যোগ দেন এবং মিলিত চেষ্টায় ১৮.৩.১৮০০ খ্রী. ম্যাথু লিখিত সমাচারের প্রথম পাতা বাংলা ভাষায় মুদ্রিত হয়। আগস্ট ১৮০০ খ্রী. 'মথী-রচিত মিশন সমাচার' শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মুদ্রিত প্রথম গদ্য পুস্তক। এর আগে খ্রীষ্টমণ্ডলীর কতকগুলি গান ও রামরাম বসুর 'হরকরা' কবিতা মুদ্রিত হয়েছিল। টমাস ও রামরাম বসুর অনুবাদ ভিত্তি করে পণ্ডিত কেরী কর্তৃক সংশোধিত হয়ে ঐ পুস্তক মুদ্রিত হয়। এই তিনজনই প্রথম বাংলায় ছাপা পুস্তকের সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে আছেন। এই পুস্তকের একটি মাত্র কপি শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। বাংলা ভাষায় প্রথম অনুবাদ-পুস্তক প্রকাশের খ্যাতির জন্য কেরী ৪.৫.১৮০১ খ্রী. সদ্য-প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কলেজে তাঁর পদোন্নতি ঘটে। ১৮৩১ খ্রী. পর্যন্ত অধ্যাপক জীবনে তিনি বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ, অভিধান, পাঠ্যপুস্তক ছাড়া ভারতীয় আরও অনেক ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ এবং সংস্কৃত, মারাঠী, ওড়িশী, অসমীয়া, পাঞ্জাবী, কর্ণাটী প্রভৃতি ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান সংকলন করে প্রকাশ করেন। এ ছাড়া ভারতীয় কৃষি, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণিবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা, বাংলা হরফের সংস্কার ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার হরফ নির্মাণ এবং ১৮২৩ খ্রী. ভারতে অ্যাগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি স্থাপন তাঁর অন্যতম কীর্তি। ১৮২৪ খ্রী. তিনি এই সোসাইটির সভাপতি হন এবং সরকারী অনুবাদকেব পদলাভ করেন। ১৮২২ খ্রী. বাজেয়াপ্ত আইন এবং ১৮২৯ খ্রী. সতীদাহ নিবারক আইনের তিনিই অনুবাদক। তাঁর বাংলায় রচিত উল্লেখযোগ্য পুস্তক : 'নিউ টেস্টামেণ্ট', 'বাংলা ব্যাকরণ', 'কথোপকথন', 'ওল্ড টেস্টামেণ্ট', 'ইতিহাসমালা' ও বাংলা-ইংরেজী অভিধান। এ ছাড়া অন্যান্য রচনার সংখ্যা ৪৭। বাংলা রচনায় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রামনাথ বাচস্পতি তাঁকে সাহায্য করেন। উইলিয়ম কেরীর পুত্র ফেলিক্স কেরী বাংলা ভাষায় প্রথম জ্ঞানকোষ গ্রন্থ 'বিদ্যাহারাবলী' (দুই খণ্ড) রচনা করেন (১৮১৯)। [৩,২৮,৭২]

কেশবচন্দ্র আচার্য চৌধুরী (?-১২৯৮ ব.) মুক্তাগাছা—ময়মনসিংহ। জমিদার বংশে জন্ম। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওকালতি পাশ করে ময়মনসিংহ সদরে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে অগ্রণীর ভূমিকা ছিল। প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে ময়মনসিংহে 'ভূম্যধিকারী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ময়মনসিংহ সারস্বত সমিতির সভাপতি ছিলেন। তা ছাড়া ময়মনসিংহ সিটি স্কুল স্থাপয়িতাদের তিনি অন্যতম এবং ময়মনসিংহ রেলওয়ে আন্দোলনে অগ্রণী ছিলেন। সাহিত্যেও অনুরাগ ছিল। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'আফগান বিবরণ' ও 'Law of Adoption'। তিনি একজন সাহসী শিকারীও ছিলেন। [১]

কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (১৮২৬?-১৯০৮)। ১৯শ শতাব্দীর বাংলা নাট্যজগতের অন্যতম অভিনেতা এবং বেলগাছিয়া ও পাথুরিয়াঘাটা নাট্যমঞ্চের নাট্যশিক্ষক। উচ্চ রাজকর্মচারী ছিলেন। ১৮৫৫ খ্রী. ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারের একাধিক ইংরেজী নাটকে তিনি অংশগ্রহণ করেন। ৩১ জুলাই ১৮৫৮ খ্রী. বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অনুষ্ঠিত 'রত্নাবলী' এবং ৬ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯ খ্রী. 'শর্মিষ্ঠা' নাটক দুটির প্রথম অভিনয়-রজনীতে হাস্যরসাত্মক ভূমিকাভিনয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তাঁর পরামর্শে মাইকেল ১৮৬১ খ্রী. 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনা করেন ও কেশবচন্দ্রকেই উৎসর্গ করেন। মাইকেল তাঁকে 'বঙ্গের গ্যারিক' আখ্যা দিয়েছিলেন। [৩]

কেশবচন্দ্র গুপ্ত। এম.এ.,বি.এল. পাশ করে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। ১৩১৫ ব. 'অর্চনা' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'মাদাম হালিদা নাদিরের জীবনস্মৃতি', 'অতি বোগাস', 'সখের শ্রমিক', 'বিদ্রোহী তরুণ', 'আসমানের ফুল' প্রভৃতি। [৪]

কেশবচন্দ্র মিত্র (১৮২২?-১৯০১) কলিকাতা। আদিনিবাস রাজারহাট-বিষ্ণুপুর—চব্বিশ পরগনা। মৃদঙ্গাচার্য রাম চক্রবর্তীর ঘরের শিষ্য ও তৎকালীন বঙ্গের প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গবাদক। 'ভবানীপুর সঙ্গীত সম্মিলনী'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। প্রখ্যাত বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্র তাঁর অনুজ। [৩]

কেশবচন্দ্র রায় (১৮৭৪-১৯৩১?) ফরিদপুর। স্কুলের সামান্য ইংরেজী শিক্ষা সম্বল করে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। প্রথমে সাধারণ ইংরেজীতে প্রবন্ধ রচনা করে 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ' পত্রিকায় প্রকাশ করেন এবং ক্রমে সাংবাদিক জগতে পরিচিত

হন। প্রধানত এই সাংবাদিকের চেষ্টায় 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়া' নামে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম এক সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। পরে তিনি 'প্রেস নিউজ ব্যুরো' নামে নিজস্ব এক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৯১৯ খ্রী. 'রয়টার'-কর্তৃপক্ষ ঐ দু'টি প্রতিষ্ঠান ও 'ইণ্ডিয়ান নিউজ এজেন্সী'র স্বত্ব কিনে নেন এবং 'রয়টারে'র শাখা হিসাবে ভারতবর্ষে তা 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়া' এই নামেই এক বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি তার ডিরেক্টর ছিলেন। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ্ ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন এবং ভারতীয় সংবাদপত্রসেবীদের প্রতিনিধি হিসাবে কমন্‌ওয়েল্‌থ্ সংবাদপত্রসেবী সম্মেলনে যোগদান করেন (১৯৩১)। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার জন্য বরাবর সংগ্রাম করেছেন। [১,৩,৫]

কেশবচন্দ্র সেন (১৯.১১.১৮৩৮ - ৮.১.১৮৮৪) কলিকাতা। প্যারীমোহন। ধনী শিক্ষিত পরিবারের সন্তান, প্রথানুযায়ী দীর্ঘকাল হিন্দু কলেজে শিক্ষাগ্রহণ করেন (১৮৪৮ - ১৮৫৮)। এরই মধ্যে কিছুদিনের জন্য হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে (১৮৫৩) পড়েন এবং ১৮৫৬ খ্রী. বিবাহের পর ১৮৫৭ খ্রী. ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। হিন্দু কলেজে ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, ন্যায়, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। দর্শনে, বিশেষ করে ধর্মবিষয়ে আকর্ষণ ছিল। অচিরেই দেবেন্দ্রনাথের প্রিয়পাত্র এবং ব্রাহ্মসমাজের নেতা হন। ব্রাহ্মগণ হিন্দুধর্মের বর্ণপ্রথা বিলোপের চেষ্টায় অসবর্ণ বিবাহে উৎসাহী হন এবং অব্রাহ্মণ কেশবচন্দ্রকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধিসহ সমাজের আচার্যপদে নিয়োজিত করেন (১৮৬২)। অসাধারণ বাগ্মিতা ও স্বদেশপ্রীতির জন্য দেশজোড়া খ্যাতি ছিল। 'গুডউইল ফ্রেটারনিটি' সভার (১৮৫৭) ও ভারতসভার উদ্যোক্তা হিসাবে 'ইংরেজদের সদিচ্ছায় ভারতীয়দের উন্নতিসাধন' এইজাতীয় রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। ১৮৬১ খ্রী. 'ইণ্ডিয়ান মিরর' নামক পাক্ষিক পত্রিকা এবং পরে 'সান্‌ডে মিরর' নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন। বিধবা বিবাহে উৎসাহী ছিলেন এবং ১৮৫৯ খ্রী. অনুষ্ঠিত 'বিধবা বিবাহ নাটক' অভিনয়ে মঞ্চাধ্যক্ষ ছিলেন। মদ্যপান, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। হিন্দুধর্ম থেকে স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য 'ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান' পুস্তিকা প্রচার করেন। ফলে দেবেন্দ্রনাথকে উপবীত ত্যাগ করতে হয় এবং ঐ সময় থেকেই ব্রাহ্মমতে বিবাহকার্য শুরু হয়। হিন্দুধর্মবিরোধী প্রচার ইত্যাদির ফলে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের অনুগামীদের মধ্যে বিরোধ শুরু হয় এবং ১৮৬১ খ্রী. কেশবচন্দ্র 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭০ খ্রী. ধর্মপ্রচারার্থ বিলাত যান। ব্রাহ্মবিবাহের সুবিধার্থ ১৮৭২ খ্রী. যে সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট আইন প্রণীত হয় তার মূলে ছিলেন কেশবচন্দ্র। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে ভারতীয় মহিলাদের জন্য 'নর্ম্যাল স্কুল' স্থাপন করেন। ১৮৭১ খ্রী. জাতীয় সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে 'ইণ্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 'ভিক্টোরিয়া ইন্‌স্টিটিউশন' ও 'অ্যালবার্ট হল'-এরও প্রতিষ্ঠাতা। কন্যা সুনীতির বিবাহ উপলক্ষে নিজ সৃষ্ট 'উপবীত-ত্যাগ' প্রথা এবং মেয়েদের বিবাহের নিম্নতম বয়সসীমা লঙ্ঘন করেন (১৮৭৮)। বৈবাহিক কুচবিহাররাজ হিন্দুমতে বিবাহ ও কন্যাকে কুচবিহারে নিয়ে বিবাহ দেবার শর্ত করেছিলেন। ফলে শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ দলত্যাগ করেন ও 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' নামে একটি পৃথক্ সমাজ স্থাপিত হয়। বাকী জীবন তিনি ধ্যান, যোগ ইত্যাদিতে কাটান। বহু সুখ্যাত বক্তৃতা ছাড়া, কোরান শরীফ ও মেস্‌কাত শরীফের প্রথম বঙ্গানুবাদ করান। গীতা, ভাগবত ও বেদান্তের ভাষ্যকার, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, গুরু নানক, খ্রীষ্ট ও মুসলমান সাধকদের জীবন-চরিতকার এবং 'যোগ', 'নবসংহিতা' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। [১,২,৩,৭,৮,২৫, ২৬,২৮]

কেশব বৈদ্য। প্রসিদ্ধ 'মুগ্ধবোধ' গ্রন্থ-প্রণেতা বোপদেবের পিতা। কারও কারও মতে কেশব বৈদ্য বগুড়া জেলার করতোয়া নদীতীরস্থ মহাস্থান নামক নগরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি 'সিদ্ধমন্ত্র' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। তাতে ১৬৯টি শ্লোকে যাবতীয় দ্রব্যের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করে অদ্ভুত শাক্তির পরিচয় দিয়েছেন। পুত্র বোপদেব এই 'সিদ্ধমন্ত্র' গ্রন্থের 'সিদ্ধমন্ত্র রচনা' নামে একটি টীকা রচনা করেছিলেন। [১,২৫]

কেশব ভারতী। কুলিয়া—বর্ধমান। পূর্বনাম কালীনাথ আচার্য। তিনি মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন (২৬.১.১৫১০)। [১, ৩,২৬]

কেশবলাল চক্রবর্তী। রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের কৃতী শিষ্য ও বিষ্ণুপুর ঘরানার ধ্রুপদী কেশবলাল কলিকাতায় তারকনাথ প্রামাণিকের সভাগায়ক ছিলেন। তিনি সঙ্গীত-রচয়িতাও ছিলেন। [৫২]

কেশবানন্দ মহাভারতী, স্বামী (১২০৩ - ১৩২২ ব.) বাঘাসন—বর্ধমান। পূর্বনাম রাধিকা-

প্রসাদ রায়চৌধুরী। রামগোপাল ব্রহ্মচারীর কাছে হঠযোগ শিখে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা নেন ও 'কেশবানন্দ' নামে আখ্যাত হন। নিজ গ্রামে বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, আশ্রমের কাছে আদর্শ কৃষি-উদ্যান ও গোচারণক্ষেত্র স্থাপন করেন। অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্যও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি বহু ধর্মোপদেশপূর্ণ 'আনন্দ-গীতা' নামক গ্রন্থের রচয়িতা। [১]

কৈলাসচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-সাংখ্যতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় (১৮৬৫ - ১৯৩১) বড়াইবাড়ী—রংপুর। হরিশ্চন্দ্র তর্কবাগীশ। বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। আদি নিবাস পাবনা। কলাপ ব্যাকরণ, কাব্য, পুরাণ ও সাংখ্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঐ জেলারই কুড়িগ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে সেখানে স্থায়িভাবে বাস করতে থাকেন। জলপাইগুড়ি শহরে তিনি 'বৈদিক সমাজ' ও একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। ঐ চতুষ্পাঠীটি আজও রয়েছে। কুড়িগ্রামে কিছুকালের জন্য তিনি 'অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট'-এর কার্যও করেছিলেন। ১৯০৯ খ্রী. তিনি 'মহা-মহোপাধ্যায়' উপাধি পান। তাঁর রচিত দুইখানি পুস্তক 'ষড়্দর্শনসমন্বয়ঃ' ও 'ন্যায়রত্নমালা' আজও প্রকাশিত হয় নি। [১০০]

কৈলাসচন্দ্র নন্দী (? - ৭.৮.১২৯১ ব.) কালী-কচ্ছ—ত্রিপুরা (পূর্ববঙ্গ)। নন্দদুলাল। ১২৭২ ব. কুমিল্লা জেলা স্কুল থেকে মাসিক দশ টাকা বৃত্তি পেয়ে প্রবেশিকা পাশ করেন। এরপর ঢাকা কলেজে শিক্ষাগ্রহণ করেন। গণিতশাস্ত্রে অসাধারণ দখল ছিল। ১৮৬৯ খ্রী. ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় 'পূর্ব বাঙলা ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠার সময় কেশবচন্দ্রের বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। ১৮৭০ খ্রী. দুর্গোৎসবের সময় বিজয়কৃষ্ণ, বঙ্গচন্দ্র, সাধু অঘোরনাথ প্রমুখদের নিয়ে স্বগ্রামে পৈতৃক দুর্গা-মন্দিরে ব্রহ্মোৎসব করে দুর্গামন্দিরকে ব্রহ্মমন্দিরে পরিণত করেন। মাঝে মাঝে স্বগ্রামে বাস করে বক্তৃতার মাধ্যমে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করতেন। প্রধানত তাঁরই চেষ্টায় গ্রামে ধর্মসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭০ খ্রী. ব্রাহ্মধর্ম প্রচারার্থ 'বঙ্গবন্ধু' ও ১৮৭৫ খ্রী. ইংরেজী 'ঈস্ট' পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৩ নভেম্বর ১৮৭৬ খ্রী. এক কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যার সঙ্গে তাঁর ব্রাহ্মমতে বিবাহ হয়। ১৮৭৭ খ্রী. ঢাকায় 'ঈস্টবেঙ্গল প্রেস' ও ১৮৭৮ খ্রী. 'নিউ প্রেস' স্থাপন করেন এবং ১৮৮০ খ্রী. 'পিলগ্রিম্স্ জারনাল' পত্রিকা প্রকাশ করেন। কৈলাসচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি প্রবল ছিল। ঢাকায় বড়লাটের দরবারে তিনি ধুতি-চাদর পরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলেন। [১]

কৈলাসচন্দ্র বসু (১৮২৭ - ১৮.৮.১৮৭৮) কলিকাতা। হরলাল। ওরিয়েন্টাল সেমিনারী ও হিন্দু কলেজ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। পিতার মৃত্যু হওয়ায় শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে। কর্মজীবনে সর-কারী বিভিন্ন কর্মে উন্নতিলাভ করেন ও উচ্চপদ প্রাপ্ত হন। বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পরিচালক এবং স্ত্রীশিক্ষায় আগ্রহী ছিলেন। বাগ্মী হিসাবে সুনাম ছিল। বেথুন সোসাইটির সদস্য, পরে সম্পা-দক হন। ১৮৪৯ খ্রী. 'লিটারারি ক্রনিক্ল্' পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'দি বেঙ্গল রেকর্ডার', 'মর্নিং ক্রনিক্ল্', 'সিটিজেন', 'ফিনিক্স', 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড', 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট', 'বেঙ্গলী' প্রভৃতি তৎকালীন সমস্ত বিখ্যাত পত্রিকার লেখক ছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ : 'The Women of Bengal' (১৮৫৪) এবং 'On the Education of Females' (১৮৫৬)। কয়েকটি রাজনৈতিক বক্তৃতাও প্রসিদ্ধি লাভ করে। ডাফ্ সাহেব ও মেরী কার্পেন্টার তাঁদের আন্দোলনে কৈলাসচন্দ্রের সাহায্য ও উপ-দেশে উপকৃত হন। [১,৮,২৫,২৬]

কৈলাসচন্দ্র বসু, স্যার, সি.আই.ই., ও.বি.ই. (১২৫৭ ? - ৬.১০.১৩৩৩ ব.) কলিকাতা। ১৮৭৪ খ্রী. মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারী পাশ করে ক্যাম্বেল হাসপাতালের রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসার হন। প্রধানত তাঁরই চেষ্টায় বাঙলায় পশু-চিকিৎসা কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত এবং ট্রপিক্যাল মেডিসিন স্কুলের জন্য বহু অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল। এ ছাড়া কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল, সোদপুর পিঞ্জরাপোল, কুষ্ঠ-নিবাস প্রভৃতির তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। কলিকাতা মেডিক্যাল সোসাইটির সভাপতি, ভারতীয় মেডিক্যাল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি, কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কমি-শনার, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। 'কাইজার-ই-হিন্দ্' স্বর্ণপদক লাভ করেন। ভারতীয় ডাক্তারদের মধ্যে তিনিই প্রথম 'স্যার' উপাধি দ্বারা সম্মানিত হন (১৯০৬)। [১,৫]

কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (২৫.৮.১২৬৬ - ২৭. ১১.১৩০৯ ব.) সাঁতরাগাছি—হাওড়া। নন্দলাল বিদ্যারত্ন। মাতামহ কাশীনাথ তর্কবাগীশের গৃহে থেকে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন। সেখান থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এম.এ. পাশ করে ডাফ কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বিখ্যাত 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদকের মৃত্যুর পর তিনি উক্ত পত্রিকার স্বত্ব ক্রয় করে নিজে সম্পাদক ও পরিচালক হন। সঙ্গীতশাস্ত্রে ও মৃদঙ্গবাদনে অসাধারণ নৈপুণ্যের অধিকারী ছিলেন। বিখ্যাত

নৈয়ায়িক পণ্ডিত হলধর ন্যায়রত্ন তাঁর পিতামহ ছিলেন। [১]

কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি, মহামহোপাধ্যায় (১৮৩০-১৯০৯) ধাত্রী—বর্ধমান। ঘনশ্যাম সার্বভৌম। বিখ্যাত মুখোপাধ্যায় পণ্ডিতবংশে জন্ম। বিভিন্ন পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণাদি পড়েন এবং ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করে 'শিরোমণি' উপাধি প্রাপ্ত হন। জীবিকার জন্য প্রথমে পাটনা ও পরে কাশীতে গিয়ে কাশীর রাজকীয় সংস্কৃত কলেজে ন্যায়-শাস্ত্রের অধ্যাপনাকার্যে ব্রতী হন। স্থায়ী হবার পর অন্যান্য বিষয়েও অধ্যাপনা করেন। ঐ কার্য থেকে অবসর-গ্রহণের পরেও কর্তৃপক্ষের ইচ্ছায় স্বগৃহে অধ্যাপনা করেন। পাণ্ডিত্যের জন্য বাঙলার বাইরেও তিনি খ্যাতিমান্ ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাঁর রচিত 'ভাষ্যচ্ছায়া' নামে ন্যায়সূত্রের টীকা একটি উল্লেখ-যোগ্য গ্রন্থ। ১৮৯৬ খ্রী. 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি-ভূষিত হয়েছিলেন। [১,১৩০]

কৈলাসচন্দ্র সরকার (১৮৭৩?-১৯৩৩) বন-গ্রাম—পাবনা। প্রথমে শিক্ষকতা করেন। পরে সাংবাদিক হবার আগ্রহে নিজ চেষ্টায় শর্টহ্যাণ্ড শিক্ষা করেন ও কলিকাতার কয়েকটি পত্রিকার সংবাদদাতা নিযুক্ত হন। শেষে 'টেলিগ্রাফ', 'বেঙ্গলী', 'ইংলিশম্যান', 'স্টেট্‌স্‌ম্যান', 'বসুমতী', 'অমৃত-বাজার', 'আত্মশক্তি' প্রভৃতি কলিকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্রে সাংবাদিক হিসাবে কাজ করেন। ১৯০৬ খ্রী. একটি কমার্শিয়াল কলেজ (পরে এটি 'কাশিম-বাজার পলিটেক্‌নিক্ ইন্‌স্টিটিউটে'র সঙ্গে যুক্ত হয়) প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপোর্টার ও পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসের শর্টহ্যাণ্ডের শিক্ষক ছিলেন। বঙ্গবাসী কলেজে শর্টহ্যাণ্ডের সঙ্গে ফরাসী ও জার্মান ভাষাও শেখাতেন। সুগায়ক ছিলেন এবং তবলা ও পাখোয়াজ বাজনায়ও দক্ষতা ছিল। [১,৫]

কৈলাসচন্দ্র সিংহ, বিদ্যাভূষণ (১২৫৮-১৩২১ ব.) কালীকচ্ছ—ত্রিপুরা। গোলোকচন্দ্র। কুমিল্লা জেলা স্কুলের ছাত্র। পিতার মৃত্যু হওয়ায় শিক্ষা বেশি এগোতে পারে নি। 'হিন্দু হিতৈষী' পত্রিকার লেখক ছিলেন এবং 'ত্রিপুর ইতিবৃত্ত' নামক পুস্তিকা ও জোয়ান অব আর্কের জীবনী প্রকাশ করেন। ক্রমে তাঁর রচিত 'মণিপুর বিবরণ' (বঙ্গদর্শনে), 'হিউয়েন সাংয়ের বাঙ্গালা ভ্রমণ' (ভারতীতে) ও 'দিনাজপুর স্তম্ভলিপি' (বান্ধবে) প্রকাশিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে উড়িষ্যার জমিদারীর ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। এই সময়ে ভারতী পত্রিকায় 'উড়িষ্যা যাত্রা' ও 'উড়িষ্যার ইতিহাস' লেখেন। দেড় বছর পরে কলি-কাতায় আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা', 'শঙ্কর', 'আনন্দগিরি' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর রচিত শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক গ্রন্থ : 'রাজমালা' (ত্রিপুরার ইতিহাস); সঙ্গীত গ্রন্থ : 'কাঙ্গালের গীত' ও 'কাঙ্গালের গীতা'। ধর্মমতে তিনি প্রথমে ব্রাহ্ম, পরে বৌদ্ধ এবং শেষে কালীর উপাসক হন। [১]

কৈলাস বারুই (১৯শ শতাব্দী)। কবি গানে গোপাল উড়ের শিষ্য হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কবিতায় সহজ ও হালকা রসের রাগিণী মিশিয়ে সুন্দরভাবে স্বভাব বর্ণনা করতে পারতেন। [১,২]

কৈলাসবাসিনী দেবী। স্বামী দুর্গাচরণ গুপ্ত। তাঁর রচিত পুস্তক : 'হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা' (১৮৬৩ খ্রী.), 'হিন্দু মহিলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি' (১৮৬৫ খ্রী.) ও গদ্যে-পদ্যে রচিত 'বিশ্বশোভা' (১৮৬৫ খ্রী.)। গ্রন্থকর্ত্রী সম্বন্ধে এটুকু জানা যায় যে ১২ বছর বয়সের আগে অক্ষর-পরিচয় ছিল না। বিবাহের পর স্বামীর আগ্রহে বিদ্যাচর্চা করেন। সম্ভবত স্বামীর নিজস্ব প্রেস ও পুস্তকের ব্যবসায় ছিল। প্রথম পুস্তকটির 'Hindu Females' এই ইংরেজী নাম আছে। এটি তৎকালীন হিন্দু স্ত্রী-জাতির সামাজিক অব-স্থার বর্ণনাত্মক সরস ও সরল নিবন্ধাবলী। [১৬]

কৌকব খাঁ (১৮৬৫-১৯১৫) মেটিয়াবুরুজ —কলিকাতা। সরোদি নিয়ামৎউল্লা। পুরা নাম— আসাদউল্লা খাঁ কৌকব। ১৯০৭ খ্রী. যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আনুকূল্যে কলিকাতায় আসেন এবং বাকী জীবন এখানেই কাটান। প্যারিসের বিশ্বসম্মেলনে তিনি এবং তাঁর অগ্রজ কেরামতুল্লা যোগ দিয়ে-ছিলেন। সঙ্গীতের আসরে সরোদ ও ব্যাঞ্জো বাজাতেন। সেতারেও দখল ছিল। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ধীরেন্দ্রনাথ বসু, হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল, ননী মতিলাল, গোবর গুহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আশু-তোষ চৌধুরী ও প্রতিভা দেবী স্থাপিত 'সংগীত সঙ্ঘে'র প্রধান যন্ত্রশিক্ষক ছিলেন। তাঁর গানের বহু রেকর্ড আছে। জীবনের মধ্যভাগ ভারতের নানা অঞ্চলের সঙ্গীত-কেন্দ্রে অতিবাহিত হয়। কলি-কাতায় মৃত্যু। [৩]

ক্রমদীশ্বর। (১০ম/১২শ শতাব্দী)। চক্রপাণি। বঙ্গের প্রসিদ্ধ সংস্কৃত বৈয়াকরণদিগের মধ্যে দ্বিজ ও কবি ক্রমদীশ্বর অন্যতম। তাঁর বংশ-পরিচয় অজ্ঞাত। প্রচলিত আখ্যায়িকা অনুসারে জানা যায়, তিনি বাল্যকালে পিতৃমাতৃহীন হয়ে কোনও এক অধ্যাপকের অনুগ্রহে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন।

তিনি বিভিন্ন ব্যাকরণের সার সংগ্রহ করে 'সংক্ষিপ্ত-সার' ব্যাকরণ রচনা করেন। কথিত আছে, তাঁর ব্যাকরণ-রচনার পাণ্ডিত্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁরই এক সহপাঠী তাঁকে হত্যা করেন। কেহ কেহ বলেন, তাঁর ব্যাকরণ জটিল ও ন্যায়বিরুদ্ধ হওয়ায় জনপ্রিয় হয় নি। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি গ্রন্থখানি মহারাজ জুমর নন্দীর পুকুরে ফেলে প্রাণত্যাগ করেন। জুমুর নন্দী ঐ গ্রন্থখানি গৃহে এনে সংশোধন এবং কৃদন্ত উণাদি ও তদ্ধিত সংযোজন করে তার একটি বৃত্তি রচনা করেন ; পরে গোয়ীচন্দ্র সূত্র ও বৃত্তির উপর টীকা রচনা করেন। পশ্চিম-বঙ্গে ব্যাকরণখানির প্রচলন আছে। [১,৩]

ক্ষিতিমোহন সেন (৩০.১১.১৮৮০ - ১২.৩. ১৯৬০)। ভুবনমোহন। পৈত্রিক নিবাস সোনারং—ঢাকা। জন্ম কাশীতে। কাশী কুইন্স্ কলেজ থেকে সংস্কৃতে এম.এ. পাশ করে চম্বারাজ্যের শিক্ষা-বিভাগে যোগ দেন। ১৯০৮ খ্রী. রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে বিশ্বভারতীর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যোগদান করেন ও বিশ্বভারতী বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষরূপে কর্ম-জীবন শেষ করেন। কিছুদিন বিশ্বভারতীর অস্থায়ী উপাচার্য পদেও আসীন ছিলেন। ভারতীয় মধ্য-যুগের ধর্মসাধনার বিষয়ে তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। সন্তদের বাণী, বাউল সঙ্গীত এবং সাধনতত্ত্ব সংগ্রহে তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব বিশেষভাবে স্মরণীয়। প্রায় পঞ্চাশ বছরের সাধনার ফলে সংগৃহীত বিষয়সমূহ কয়েকটি গ্রন্থে তিনি অন্তর্ভুক্ত করে প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'One Hundred Poems of Kabir' গ্রন্থটিও তাঁর সংগ্রহ অবলম্বনে রচিত (১৯১৪)। ১৯২৪ খ্রী. রবীন্দ্রনাথের চীন ভ্রমণের সহযাত্রী ছিলেন। তাঁর রচিত **'Hinduism'** নামক গ্রন্থটি ফরাসী, জার্মান ও ডাচ্ ভাষায় এবং অপর কয়েকটি গ্রন্থ হিন্দী, গুজরাটী ও অসমীয়া ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এখনও বহু সংগ্রহ ও প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। 'কবীর' (৪ খণ্ড), 'ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনার ধারা', 'দাদু', 'ভারতের সংস্কৃতি', 'বাংলার সাধনা', 'জাতিভেদ', 'হিন্দু মুসলমানের যুক্তসাধনা', 'প্রাচীন ভারতে নারী', 'যুগগুরু রামমোহন', 'বলাকা কাব্য পরিক্রমা', 'বাংলার বাউল', 'চিন্ময় বঙ্গ', **'Medieval Mysticism of India'** প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থ। ১৯৫২ খ্রী. বিশ্বভারতীর প্রথম 'দেশিকোত্তম' উপাধি এবং হিন্দীচর্চার স্বীকৃতিস্বরূপ সর্বভারতীয় সম্মান অর্জন করেছিলেন। তিনি সুরসিক, সুবক্তা এবং সু-অভিনেতা হিসাবেও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। [৩,৭,২৬]

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২৪.৯.১৮৬৯ - ১৭.১০. ১৯৩৭) কলিকাতা। হেমেন্দ্রনাথ। সংস্কৃত ও প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তির জন্য 'তত্ত্বনিধি' উপাধি পান। আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্মী এবং ব্রাহ্মসমাজের চিৎপুরস্থ মন্দিরের আছি ছিলেন। বহুদিন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদনাও করেন। 'আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ', 'আর্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা', 'অধ্যাত্মধর্ম ও অজ্ঞেয়বাদ', 'ব্রাহ্মধর্মের বিবৃতি', 'হবিঃ' ইত্যাদি বহু গ্রন্থ তিনি রচনা ও প্রকাশ করেন। 'হবিঃ' গ্রন্থে তাঁর সঙ্গীত-চর্চার নিদর্শনও পাওয়া যায়। সেকালের কলিকাতার চিত্তাকর্ষক বিবরণ সংবলিত 'কলিকাতায় চলাফেরা' নামক গ্রন্থটিও তাঁর অন্যতম উল্লেখযোগ্য রচনা। [১,৩,৫]

ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্যদের অন্যতম। তিনি ইণ্ডিয়ান স্কুল অফ ওরিয়েণ্টাল আর্টের শিক্ষক ছিলেন। বৈষ্ণবীয় বিষয়বস্তু তাঁর অঙ্কন-প্রেরণার প্রধানতম উৎস ছিল। তাঁর এক শিষ্য বলেছেন, 'বৈষ্ণব কাব্যে যেমন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস, বৈষ্ণবীয় চিত্রমালায় তেমনি ক্ষিতীন্দ্রনাথ।...তাঁর ছবিতে সম্মিলিত হয়েছে, বিশ্বাস ও প্রয়োগের বিরল গুণ...।' তাঁর অঙ্কিত রাধাকৃষ্ণের দেহ শীর্ণ এবং আভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ ও বহুভঙ্গ ঢঙের। [১৬]

ক্ষিতীশচন্দ্র দেব (১৯০৩ ? - ২৪.৬.১৯৭১)। ছাত্রজীবনে 'অনুশীলন সমিতি'র সভ্য হিসাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন। বৈপ্লবিক কাজের জন্য বহুদিন কারাবাস করেন। দেশ স্বাধীন হবার পর 'বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলে' যোগ দেন। 'অনুশীলন ভবনের' অন্যতম ট্রাস্টী ছিলেন। [১৬]

ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৫.১২.১৮৯৭ - ৩১.৫.১৯৬৩) কলিকাতা। যামিনীমোহন। বাঙলার দুই খ্যাতনামা মনীষীর বংশধারার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। মা মতিমালা ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাতনী, পিতা রাজা রামমোহন রায়ের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। মেট্রোপলিটান ইন্স্টিটিউশন থেকে ১৯১৩ খ্রী. সপ্তম স্থান অধিকার করে ম্যাট্রিক (ঐ বছর সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয় হয়েছিলেন), ১৯১৫ খ্রী. প্রথম স্থান অধিকার করে আই.এস-সি., ১৯১৭ খ্রী. পদার্থবিদ্যায় প্রথম শ্রেণীর অনার্স-সহ বি.এস-সি পাশ করেন। ১৯২২ খ্রী. কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নৃতত্ত্ব বিষয়ে এম.এস-সি. পাশ করে 'অ্যান্থনি উইলকীন ফেলোশিপ' পান। স্বদেশে ফিরে এসে ১৯২৩ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২৪ খ্রী. স্বরাজ্য দল চিত্তরঞ্জনের

নেতৃত্বে কর্পোরেশন দখল করলে চিত্তরঞ্জন মেয়র, সুভাষচন্দ্র চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হন এবং সুভাষচন্দ্র ক্ষিতীশপ্রসাদকে এডুকেশন অফিসার নিযুক্ত করেন। তিনি অফিসার হবার আগে কর্পোরেশনের মাত্র ৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল; পরে তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় আরও ২২৯টি স্কুল স্থাপিত হয়। ১৯৩৫ খ্রী. পর্যন্ত ঐ পদে আসীন ছিলেন। ঐ বছরেই শ্যামাপ্রসাদের আমন্ত্রণে পুনরায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং ৩১ মার্চ ১৯৬৩ খ্রী. অবসর নেন। ১৯৩৪ খ্রী. ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্বনৃতত্ত্ববিদ্ সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন ও ১৯৫২ খ্রী. ভিয়েনায় ঐ সম্মেলনের সহ-সভাপতি হন। এরপর সোভিয়েট-শিক্ষাবিদ্‌গণের আমন্ত্রণে মস্কো যাত্রা করেন। ১৯৬০ খ্রী. প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর বিশ্ব Juvenile Delinquency সম্মেলনে যোগদান করে প্রবন্ধ পাঠ করেন। ছ'টি বিখ্যাত অনুসন্ধান-কার্যের পরিচালক ছিলেন। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ ও পুনর্বসতির সমস্যা, বাঙলার পাট-শিল্প শ্রমিকদের অবস্থা, কলেজের ছাত্রদের পড়াশুনা ও বাস করার অবস্থা, Juvenile Delinquency প্রভৃতি বিষয় নিয়ে প্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ আছে। দীর্ঘ কুড়ি বছর সাঁওতালদের নিয়ে নৃতাত্ত্বিক গবেষণা করেছিলেন। [৪]

ক্ষীরোদগোপাল মুখোপাধ্যায় (১৮৯৫ - ১৭.৩.১৯৭৪)। ফৈয়াজ খাঁর ছাত্র ক্ষীরোদগোপাল কাশিমবাজারের রাজার সভাগায়ক ছিলেন। তাঁর সংগীত-জীবন বৈচিত্র্যময় ছিল। তিনি কেশ গণেশ ঢেকনের কাছে ধামার শেখেন এবং ঠুংরী শেখেন বারাণসীর নূরজাহানের কাছে। বাংলা সিনেমা এবং মঞ্চ জগতের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। বাঙলার প্রথম সবাক চিত্র 'জামাইষষ্ঠী'তে তিনি ছিলেন নায়ক। পরে আরও ২১টি ছবিতে অভিনয় করেন। সংগীত-পরিচালক হিসাবেও সুনাম ছিল। নৃত্য-পরিচালনায়ও দক্ষতা দেখিয়েছেন। মঞ্চে তিনি শিশির ভাদুড়ীর শ্রীরঙ্গমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পাইওনিয়ার রেকর্ড কোম্পানীর সংগীত-শিক্ষক ছিলেন। নিজেও কিছুসংখ্যক শ্যামাসংগীত, ভাটিয়ালি, আধুনিক, ভজন প্রভৃতি রেকর্ড করেন। ম্যাডান কোম্পানী ও কলিকাতা রেডিওর সঙ্গে শুরু থেকে যুক্ত ছিলেন। রেডিওর পরিচালনা তখন কোম্পানীর হাতে ছিল। 'পটলবাবু' নামে খ্যাত ছিলেন। [১৬]

ক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরী, ডা. (১৯০০ - ১৯.১০.১৯৭৩) কিশোরগঞ্জ—ময়মনসিংহ। খ্যাতনামা শিশুরোগ-বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসক। স্কুলের শিক্ষা কিশোরগঞ্জে। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে পাশ করে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯২৬ খ্রী. এম.বি. পাশ করে উচ্চশিক্ষার্থ ইংল্যান্ড ও পরে ভিয়েনায় গিয়ে শিশুরোগ-সম্পর্কে বিশেষ পড়াশুনা করেন। জার্মানীর তুবিনজেন-এর বিখ্যাত শিশু হাসপাতালে কিছুদিন চিকিৎসাকাজে নিযুক্ত থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। ১৯৩১ খ্রী. দেশে ফিরে কয়েক বছর কলিকাতার চিত্তরঞ্জন শিশু-সদনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫৩ খ্রী. শিশু-স্বাস্থ্য ও শিশুরোগ সম্পর্কে উন্নততর গবেষণা কাজ চালানোর জন্য 'ইন্‌স্টিটিউট অফ চাইল্ড হেল্‌থ্' নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। শিশু-রোগ-বিশেষজ্ঞ হিসাবে তিনি শুধু ভারতেই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও খ্যাতি অর্জন করেন। শিশু-স্বাস্থ্য ও শিশুরোগ-সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি যোগ দিয়েছেন। তাঁর স্ত্রীও একজন শিশুরোগ-চিকিৎসক। সুলেখক নীরদচন্দ্র তাঁর অন্যতম ভ্রাতা। [১৬]

ক্ষীরোদচন্দ্র দেব (১৮৯৩ - ১৯৩৭) লাতুয়া—শ্রীহট্ট। সতীশচন্দ্র। পিতামহ ও পিতা ব্রিটিশ সরকারের প্রদত্ত উপাধিধারী ছিলেন। করিমগঞ্জে শিক্ষারম্ভ। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ. ও বি.এল. পাশ করে শ্রীহট্টে ওকালতি শুরু করেন (১৯২০)। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে আইন ব্যবসায় ত্যাগ করেন। এ সময় থেকেই সুরমা উপত্যকা অঞ্চলে নেতারূপে পরিচিত হন। ষোল বছর এ অঞ্চলে সকল আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯২৩ খ্রী. স্বরাজ্য দলে যোগ দিয়ে আসাম ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। একজন পার্লামেন্টারী বক্তারূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে এখানে পুনর্নির্বাচিত হন। আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে (১৯৩০) ভানু-বিলে প্রায় এক সহস্র মণিপুরী কৃষকের সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নেতৃত্ব করেন। দেড় বছর কারাদণ্ড ভোগ করে ১৯৩২ খ্রী. মুক্তি পান। এরপর কংগ্রেস আন্দোলনে যোগ দেন এবং ১৯৩৭ খ্রী. আসাম ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস দলের সহকারী নেতা নির্বাচিত হন। শ্রীহট্ট এম.সি. কলেজ স্থাপনে সহায়তা করেন। এ জেলায় কালাজ্বর-প্রপীড়িতদের জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। 'জনশক্তি', 'শ্রীভূমি', 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকায় রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখতেন। [১২৪]

ক্ষীরোদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (৮.২.১৮৯৮ - ২১.১.১৯৭১) নৈলা—ফরিদপুর। যাদবচন্দ্র। সাত

বছর বয়সে পিতৃহীন হয়ে অনাত্মীয়ের দয়ায় নিজ-গ্রাম থেকে দূরে রাজবাড়ি নামক স্থানে বিদ্যাশিক্ষা করেন। ১৯২০ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনে প্রথম শ্রেণীতে এম.এ. পাশ করেন ; পরে পি.আর.এস. হন ও মোয়াট স্বর্ণপদক লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক (১৯২০-৪৭) এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক (১৯৪৭-৬১) ছিলেন। এরপর ১৯৬১ খ্রী. থেকে তিনি ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও কারিগরী গবেষণা পরিষদের অবসর-প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিকরূপে আমৃত্যু কাজ করেন। 'Is Gregariousness an Instinct', 'Sex in Tantras' প্রভৃতি বহু গবেষণামূলক নিবন্ধ রচনা করেন এবং মনোবিশ্লেষণের জন্য একটি যন্ত্র পরিকল্পনা করেন (১৯৩৫)। যন্ত্রটি আমেরিকার Stoelting & Co. কর্তৃক নির্মিত হয় এবং উদ্ভাবকের নামানুসারে তার নামকরণ করা হয় 'Mukherjee Aesthesiometer'। দেশী-বিদেশী বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর গবেষণামূলক নিবন্ধের সংখ্যা ২৫টি। ঢাকা অনাথাশ্রম, ইডেন কলেজ, মূক-বধির বিদ্যালয় প্রভৃতির কর্মপরিষদের সদস্যরূপে ঢাকার সামাজিক গঠনমূলক কাজে অংশ নেন। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস (১৯৩৭) ও ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসে (১৯৪৭) মনোবিজ্ঞান শাখার সভাপতি ; ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের যুক্ত অধিবেশনের সভাপতি, ন্যাশনাল ইন্‌স্টিটিউট অফ সায়েন্সের ফেলো (১৯৫৫), Council of N.I.S.I.-এর সদস্য (১৯৬৬-৬৭) এবং এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো ছিলেন। [১৬,১৪৬]

ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী (?-১৩২৩ ব.)। বহু বছর সরকারী শিক্ষাবিভাগে যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করে অবসর-গ্রহণের পর উড়িষ্যায় বসবাস-কালে কটক শহর থেকে 'স্টার অফ উৎকল' নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। কোন কারণে সরকার এই শক্তিশালী সংবাদপত্রটির ওপর জামিন চাইলে তিনি কাগজটির প্রকাশ বন্ধ করে দেন। এরপর একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। কটক থেকে একটি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর রচিত 'মানব প্রকৃতি' এই বিষয়ে বাংলা ভাষায় প্রথম গ্রন্থ। তিনি জাতিবিজ্ঞান (ethnology) এবং বৌদ্ধধর্ম-বিষয়েও অনেক উপাদেয় প্রবন্ধের রচয়িতা। [৮১]

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১২.৪.১৮৬৩-৪.৭.১৯২৭) খড়দহ—চব্বিশ পরগনা। গুরুচরণ ভট্টাচার্য। প্রখ্যাত নাট্যকার। মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশন থেকে রসায়নে বি.এ. এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে রসায়নে এম.এ. (১৮৮৯) পাশ করার পর ১৮৯২-১৯০৩ খ্রী. পর্যন্ত জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লিজ ইন্‌স্টিটিউশনে অধ্যাপনা করেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই সাহিত্যচর্চা করতেন। ১৮৮৫ খ্রী. তাঁর 'রাজনৈতিক সন্ন্যাসী' (২ খণ্ড) প্রকাশিত হয়। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'ফুলশয্যা' (১৮৯৪) নামে প্রথম কাব্য-নাটকটি 'উচ্চকবিত্বপূর্ণ বাংলা নাটক' ব'লে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেন। তাঁর রচিত 'আলিবাবা' (১৮৯৭) প্রথম রঙ্গ-মঞ্চ-সফল নাটক। ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে 'রঘুবীর', 'বঙ্গের প্রতাপাদিত্য', 'আলমগীর', ও 'নন্দকুমার' বিখ্যাত। এই সকল নাটক দেশাত্মবোধ উদ্বোধনে সহায়তা করেছিল। তাঁর ৬খানি পৌরাণিক নাটকের মধ্যে 'ভীষ্ম' ও 'নরনারায়ণ' রঙ্গমঞ্চে দীর্ঘদিন অভিনীত হয়েছিল। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৫৮। কয়েকটি উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থও আছে। ১৯০০ খ্রী. 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা' অনুবাদ করেন এবং ১৩১৬-১৩২২ ব. পর্যন্ত 'অলৌকিক রহস্য' নামক একখানি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। [১,২,৩,৭,২৬,২৭,৬৫]

ক্ষীরোদবিহারী চক্রবর্তী (?-১৯৪৪) বন্দর—ঢাকা। জলপাইগুড়ি থেকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় জেলার মধ্যে প্রথম হওয়ায় বিশেষ পুরস্কার জেলা-শাসকের হাত থেকে নিতে হবে জেনে তা না নিয়ে ফিরে আসেন। কলিকাতা সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করার পর পুলিস গোয়েন্দার হাত এড়াতে জাহাজে পে-মাস্টার বা পার্সার-এর কাজ নিয়ে দেশত্যাগ করেন। পরে দেশে ফিরে এসে দেশনেত্রী সরোজিনী নাইডুর বাড়িতে কিছুদিন গৃহশিক্ষকের কাজ করে কলিকাতায় হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্‌সিওরেন্সে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৯১৮ খ্রী. তাঁর কর্মোদ্যমে এবং ময়মনসিংহ-গৌরীপুরের মহারাজা ব্রজেন্দ্র-কিশোর, পাইকপাড়ার কুমার অরুণ সিংহ প্রভৃতির মোটা মূলধনে 'ক্লাইড ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী লিমিটেড' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান থেকেই ভারতে প্রস্তুত প্রথম বৈদ্যুতিক পাখা 'ক্লাইড ফ্যান' বের হয়। ৩০ দশকের মন্দায় ক্লাইড ইঞ্জি-নিয়ারিং লিকুইডেশনে গেলে তিনি একক চেষ্টায় 'ক্যালকাটা ফ্যান' নামে এক নতুন কারখানা এবং 'চক্রবর্তী ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল' স্থাপন করেন (১৯৩২)। [১৭,১৪৪]

ক্ষীরোদরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১২-১৯৪৮) কাশীপুর—বরিশাল। চিন্তাহরণ। পিতার কর্ম-স্থল চট্টগ্রামে জন্ম। চট্টগ্রাম স্কুল থেকে প্রথম

বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করে চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হন। চট্টগ্রামের অদ্বিতীয় নেতা সূর্য সেনের কাছে দীক্ষিত হয়ে বিপ্লবী সংগঠনে যোগ দেন। ১৮.৪.১৯৩০ খ্রী. যে দুর্জয় তরুণেরা চট্টগ্রামে ব্রিটিশ শাসন স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন, ক্ষীরোদরঞ্জন তাঁদের একজন। ২২.৪.১৯৩০ খ্রী. জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধে জয়লাভ করেন। এই যুদ্ধে বীর বিপ্লবীদের ১২জন শহীদ হন। সাত বছর পলাতকের জীবনে কখনও মজুর, কখনও স্কুল-শিক্ষক, কখনও-বা মাঝি-মাল্লার কাজ করতে হয়েছে। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে না পেয়ে বৃদ্ধ পিতাকে রেলের চাকরি থেকে অবসর নিতে বাধ্য করে এবং পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে চাকরি থেকে বিতাড়িত করে। অবশেষে তিনি দক্ষিণ বঙ্গের ক্যানিং শহরে ধরা পড়েন। এর পর সাড়ে তিন বছর কারাদণ্ড ভোগ করে ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে মুক্তি পান। যক্ষ্মারোগে মৃত্যু। [৯৬]

ক্ষীরোদাসুন্দরী চৌধুরী (১৮৮৩?) সুন্দাইল—ময়মনসিংহ। শিবসুন্দর রায়। স্বামী ব্রজকিশোর চৌধুরী। ৩২/৩৩ বৎসর বয়সে এক কন্যা নিয়ে বিধবা হন। দেবরপুত্র ক্ষিতীশ চৌধুরী ও বিপ্লবী নেতা সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ তাঁকে বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান 'যুগান্তর'-এর দলভুক্ত করেন। ১৯১৬/১৭ খ্রী. পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয়দাত্রীরূপে তিনি অশেষ বিপদের ঝুঁকি নিয়ে নিজের গ্রাম ছেড়ে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেরিয়েছেন। [২৯]

ক্ষুদিরাম বসু[১] (৩.১২.১৮৮৯ - ১১.৮.১৯০৮) মৌবনী, মতান্তরে হবিবপুর—মেদিনীপুর। ত্রৈলোক্যনাথ। অল্পবয়সে পিতৃমাতৃহীন হয়ে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর কাছে প্রতিপালিত হন। প্রথমে তমলুকের হ্যামিল্টন স্কুলে ও পরে মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। ছাত্রাবস্থায় সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সংস্পর্শে যুগান্তর দলে যোগ দেন (১৯০২) এবং দিদির বাড়ি ছেড়ে বিপ্লবী কাজে মনোনিবেশ করেন। নিজ হাতে কাপড় বোনা, ব্যায়াম চর্চা, গীতা অধ্যয়ন ও দেশবিদেশের প্রখ্যাত বিপ্লবীদের জীবনী পাঠদ্বারা যে জীবনের শুরু, ক্রমে বিলাতী বয়কট, বিলাতী লবণের নৌকা ডোবানো প্রভৃতি সক্রিয় স্বদেশী আন্দোলনে তার পরিণতি। মেদিনীপুর মারাঠা কেল্লায় এক প্রদর্শনীতে বিপ্লবী পত্রিকা 'সোনার বাংলা' বিলির সময়ে পুলিস গ্রেপ্তার করতে গেলে পুলিসকে প্রহার করে পলায়ন করেন (১৯০৬)। পরে গ্রেপ্তার হলেও বয়স অল্প বলে মামলা প্রত্যাহৃত হয়। এই বছর কাঁসাই নদীর বন্যার সময়ে রণপা'র সাহায্যে উপস্থিত হয়ে ত্রাণকার্য সমাধা করেন। ১৯০৭ খ্রী. গুপ্ত সমিতির অর্থের প্রয়োজনে মেলব্যাগ লুণ্ঠন করেন। সে সময় কলিকাতার অত্যাচারী চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যার জন্য বিপ্লবী দলের সিদ্ধান্ত হয়। সরকার উক্ত সাহেবের নিরাপত্তার জন্য মজঃফরপুরে তাঁকে বদলী করেন। দলের আদেশে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী মজঃফরপুর যাত্রা করেন এবং ৩০ এপ্রিল ১৯০৮ খ্রী. রাত্রি ৮টায় ইউরোপীয় ক্লাব প্রত্যাগত একটি ফিটন গাড়ীকে কিংস্‌ফোর্ডের গাড়ী মনে করে তার ওপর বোমা নিক্ষেপ করেন। গাড়ীতে দুইজন ইউরোপীয় মহিলা ছিলেন, তাঁরা নিহত হন। এই ভুলের জন্য ক্ষুদিরাম অত্যন্ত দুঃখবোধ করেন। পরদিন তিনি গ্রেপ্তার হন ও বিচারে তাঁর ফাঁসির আদেশ হয়। দণ্ডাদেশ শোনার সময়ে হাসিমুখে ক্ষুদিরাম জানান যে মৃত্যুভয় তাঁর নেই। ১১.৮.১৯০৮ খ্রী. ফাঁসিতে এই বীরের মৃত্যু হয়। আজও বাঙলা দেশে নাম-না-জানা কবির গানে ক্ষুদিরামের বীরত্বের কাহিনী ধ্বনিত হয়। [১,৩,৭,১০,২৫,২৬, ৪২,৪৩]

ক্ষুদিরাম বসু[২] (৩১.১.১২৬০ - ১৩৩৬ ব.) সাদিপুর—বর্ধমান। গোরাচাঁদ। কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে পড়াশুনা করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পাশ করেন। কলেজে পাঠরত অবস্থায় রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহলাভ করেন। পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহচর্য লাভ করে মেট্রোপলিটান কলেজে তর্কশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ক্রমশ ঐ কলেজে দর্শন-শাস্ত্রের অনার্স পড়াতে শুরু করেন। প্রথমে খ্রীষ্টধর্মানুরাগী ও পরে কেশবচন্দ্রের অনুরাগী হন। ১৮৯৩ খ্রী. কলিকাতায় সেণ্ট্রাল ইন্‌স্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠান কলেজে পরিণত হলে অধ্যক্ষরূপে কর্মরত থাকেন। রাখীবন্ধনের দিন (১৯০৬) কলিকাতার জনসাধারণের পার্কসমূহে সভা নিষিদ্ধ করা হলে সেণ্ট্রাল ইন্‌স্টিটিউশন প্রাঙ্গণে সভার আহ্বান জানিয়ে নির্ভীক স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দেন। কলেজটি বর্তমানে তাঁর নামাঙ্কিত। [১,৫]

ক্ষুদিরাম বিশারদ। ডিসেম্বর ১৮২৬ খ্রী. কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে বৈদ্যক শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি এই শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে তিন বছর ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৩১ খ্রী. কলিকাতায় বৈদ্যসমাজ স্থাপন করেন। [৬৪]

ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য (১৮৩৬ - ১৮৮০) দণ্ডীরহাট—চব্বিশ পরগনা। ছাত্র হিসাবে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং

পাশ করে কিছুদিন হিজলী ও কাঁথির সহকারী ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি করার পর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের গণিতের অধ্যাপক হন এবং পরে ১৮৬৯ খ্রী. বরিশালে সহকারী ইঞ্জিনিয়ারের পদ লাভ করেন। এখানে পদস্থ সাহেব কর্মচারীর সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় চাকরি ছেড়ে দেন। এ অবস্থায় ১৮৭০ খ্রী. ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁকে 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকার সহ-সম্পাদকরূপে নিয়োগ করেন। এখানে ৩/৪ বছর কাজ করা কালে ঐ পত্রিকায় সাহিত্য সমালোচনা করে সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত হন। তাঁর রচিত 'নব্য শিশুবোধ', 'কবিতা-সংগ্রহ', 'জরিপ ও পরিমিতি', 'শুভঙ্করী', 'লঘুপরিচিতি' ও অন্যান্য গ্রন্থ জনপ্রিয়তা লাভ করে। [১]

ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী, যোগশাস্ত্রী (? - ১৯০৩) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আদি প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৭৩ খ্রী. প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র অবস্থায় কয়েকটি উপন্যাস প্রকাশ করে লেখক-খ্যাতি অর্জন করেন। 'বান্ধব', 'সহচরী', 'বঙ্গমহিলা' প্রভৃতি খ্যাতনামা পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হত। ১৮৮৬ খ্রী. এক পারিবারিক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি পরলোকতত্ত্ব আলোচনায় আকৃষ্ট হন এবং যত্ন ও পরিশ্রম করে হিন্দু-ধর্ম, দর্শন, যোগশাস্ত্র ও মনোবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। তিনি The Calcutta Psycho Religious Society (পরবর্তী কালে Sri Chaitanya Yogasadhan Samaj) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭২ খ্রী. বালেশ্বরের কালেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট জন বীমস্ একটি সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন যার উদ্দেশ্য হবে 'consolidating the language and giving it a certain uniformity, or in short, for creating a literary language'। এ প্রস্তাব কার্যে পরিণত হয় নি। ক্ষেত্রপাল এই প্রস্তাব অনুসরণ করে সাময়িকপত্রে আন্দোলন শুরু করেন। ২৩ জুলাই ১৮৯৩ খ্রী. শোভাবাজারের কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেবের ভবনে ও আশ্রয়ে ক্ষেত্রপাল অভীপ্সিত 'বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার' প্রতিষ্ঠা করেন। বিনয়কৃষ্ণ সভাপতি ও তিনি সম্পাদক হন। সভার বিবরণী লেখা ও মুখপত্র প্রকাশ ইংরেজীতেই চলত। ইংরেজীর বাহুল্যের জন্য কতিপয় সদস্য আপত্তি করেন ও উমেশচন্দ্র বটব্যালের প্রস্তাবে একাডেমির নাম হয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ (২৯.৪.১৮৯৪)। এরপর পরিষদের সঙ্গে ক্ষেত্রপালের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। এক বছর পরিষদ্ পত্রিকা-সম্পাদনে কৃতিত্ব দেখান ও বহু মূল্যবান্ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। রচিত গ্রন্থাবলী : 'চন্দ্রনাথ' (১৮৭৩), 'হীরক অঙ্গুরীয়ক' (প্রহসন ১৮৭৫), 'হেমচন্দ্র' (নাটক ১৮৭৬), 'মুরলী' (উপন্যাস ১৮৮০), 'মধুযামিনী' ও 'কৃষ্ণা বা কলিকাতা শতাব্দী পূর্বে' (উপন্যাস ১৮৮৬), 'Lectures on Hindu Religion,' 'Philosophy and Yoga', 'Sarala and Hingana' এবং 'Life of Sri Chaitanya'। মৃত্যুর পর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ আদি প্রতিষ্ঠাতারূপে তাঁর তৈলচিত্র পরিষদ্-ভবনে স্থাপন করেন। [৪]

ক্ষেত্রমণি দেবী (১৯শ শতাব্দী)। ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪ খ্রী. গ্রেট ন্যাশনাল 'সতী কি কলঙ্কিনী' নাটকটি মঞ্চস্থ করার আগে যে ৫ জন অভিনেত্রীকে সংগ্রহ করে ক্ষেত্রমণি তাঁদের অন্যতমা। অবশ্য এর আগের বছর বেঙ্গল থিয়েটারে 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে ৪ জন অভিনেত্রী অভিনয় করেন (১৬ আগস্ট ১৮৭৩)। এই দলের অভিনেত্রীদের মধ্যে গোলাপ বা সুকুমারী বিখ্যাত ছিলেন। ক্ষেত্রমণি ১৮৭৪ খ্রী. থেকে ১৯০০ খ্রী. পর্যন্ত বিভিন্ন চরিত্রে নিয়মিত অভিনয় করেছেন। অভিনীত চরিত্রাবলীর মধ্যে নীলদর্পণে 'সাবিত্রী', বিবাহ-বিভ্রাটে 'ঝি', বিল্বমঙ্গলে 'থাকমণি' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত নটী বিনোদিনীর মতে " 'ক্ষেতুদি'কে কিছু শেখাতে হোত না। একবার বললেই চরিত্রটি সুন্দর উপস্থাপিত করতে পারত"। [৩,৪০,৬৫]

ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (১২৬৩ ব. - ?)। এই নাট্যাভিনেতা সম্বন্ধে অমৃতলাল বসু বলেছেন— "অভিনেত্রী-যুগ প্রবর্তনের পূর্বে বঙ্গের প্রকাশ্য নাট্যশালার আদি নায়িকা (Heroine) এই ক্ষেতু (ক্ষেত্রমোহন) একদিন সহস্র সহস্র দর্শককে মোহিত করেছিল।...কৃষ্ণকুমারী, নবীন-তপস্বিনী, কপালকুণ্ডলা এবং আরও দু'একটা স্ত্রী-চরিত্রে আজ পর্যন্ত কোন রঙ্গমঞ্চ-চঞ্চরীই অভিনয়ের কথা কি বল্‌ছি সেই অষ্টাদশবর্ষীয় ব্রাহ্মণ বালককে রঙ্গ-রূপের ছটাতেও পরাজিত করতে পারে নি।..." তিনি শৌখিন অভিনয়ে এবং ন্যাশনাল ও গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে (১ম পর্ব) বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। [১৪১]

ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী (১৮১৩/২৩ - ১৮৯৩) চন্দ্রকোনা—মেদিনীপুর। রাধাকান্ত। বিষ্ণুপুরের রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের গৃহে থেকে সঙ্গীতশিক্ষা করেন। সঙ্গীতকে বৃত্তিরূপে গ্রহণ করে কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীত-সভার গায়ক নিযুক্ত হন ও আজীবন সেখানে কাটান। এখানে তিনি বারাণসীর বীণকার লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্রকে দ্বিতীয় গুরুরূপে লাভ করেন। ঐকতান বাদন (১৮৫৮), অক্ষরমাত্রিক স্বরলিপি

রচনা, সঙ্গীতবিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদি বিষয়ের তিনি পথিকৃৎ। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় 'রত্নাবলী' অভিনয়ের জন্য তাঁর পরিচালনায় "অর্কেস্ট্রা' বা ঐকতান বাদন প্রবর্তিত হয়। 'বঙ্গ সঙ্গীত বিদ্যালয়' ও 'বেঙ্গল অ্যাকাডেমি অফ মিউজিক' নামে রাজা শৌরীন্দ্রমোহন প্রতিষ্ঠিত দুইটি সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। শেষোক্ত বিদ্যালয় তাঁকে 'সঙ্গীত-নায়ক' উপাধি ও স্বর্ণ-কেয়ূর পুরস্কার প্রদান করে। সঙ্গীততত্ত্ব-বিষয়ক তাঁর বিপুল গ্রন্থ 'সঙ্গীত-সার' প্রকাশের (১৮৬৯) উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় সঙ্গীতকে সুশৃংখল পদ্ধতিতে আনা। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'ঐকতানিক স্বরলিপি', 'কণ্ঠকৌমুদী', 'আশুরঞ্জনীতত্ত্ব' প্রভৃতি। শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য (বেহালা-দর্পণ প্রণেতা), নবীনকৃষ্ণ হালদার প্রভৃতি তাঁর শিষ্য ছিলেন। [১,৩,৭,৫৩]

ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত, বিদ্যারত্ন (১৮৪৬ - ১৯১৮?) বৈকুণ্ঠপুর—হুগলী। পীতাম্বর। ১৮৫৪ খ্রী. কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন এবং ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কারশাস্ত্র পড়তে থাকেন। এফ.এ. পাশ করার পর প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। ১৮৬৯ খ্রী. কলেজ ত্যাগ করে মেদিনীপুরের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর হন। ১৮৭৩ খ্রী. সরকারী চাকরি ত্যাগ করে 'আর্য-দর্শন' মাসিক পত্রিকার সহ-সম্পাদক এবং কিছুদিন পরে 'প্রভাত-সমীর' সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক হন। অর্থাভাবে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেলে 'নব-বিভাকর' ও 'সহচর' পত্রিকার এবং সর্বশেষে 'দৈনিক বঙ্গবাসী'র সম্পাদনা-কার্যে ব্রতী হন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আলোচনায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁর রচিত বিবিধ প্রবন্ধ 'শিক্ষা ও উপদেশ' নামে প্রকাশিত হয়েছে। 'মদনমোহন' তাঁর রচিত উপন্যাস। [১]

ক্ষেমানন্দ। 'মনসা মঙ্গল' গ্রন্থের রচয়িতা। সম্ভবত বর্ধমান জেলার অধিবাসী ছিলেন। বর্ধমান জেলার বহু গ্রামের নাম তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ 'মনসার ভাসানে' সন্নিবিষ্ট আছে। গ্রন্থের প্রথম অংশ কেতকাদাস ও শেষ অংশ ক্ষেমানন্দ-ভণিতাযুক্ত ব'লে অনুমান হয়, কেতকাদাস তাঁর উপাধি। কারণ মনসা দেবীরই এক নাম কেতকা। দ্র. **কেতকাদাস**। [১,২০]

খগেন্দ্রনাথ দাশ (১৮৮৩? - ১৯৬৫)। পিতা তারকচন্দ্র উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ছিলেন; মাতা বিখ্যাত অহিংস সংগ্রামী মোহিনী দেবী। বঙ্গবাসী কলেজ থেকে এফ.এ. ও প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করার পর তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সখারাম গণেশ দেউস্কর, বালগঙ্গাধর তিলক প্রমুখ বিখ্যাত নেতৃবৃন্দের সংস্পর্শে এসে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। 'Society for the Advancement of Scientific and Industrial Education for Indians' নামে বাঙালী দেশপ্রেমিকদের প্রতিষ্ঠিত সংস্থা থেকে বৈজ্ঞানিক শিল্প-শিক্ষার জন্য বিদেশে প্রেরিত প্রথম দলের সঙ্গে তিনি জাপান ভ্রমণ করেন (১৯০৬)। পরে আমেরিকায় যান এবং ১৯১০ খ্রী. স্ট্যান্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এস-সি. (কেমিস্ট্রি) হয়ে দেশে ফিরে আসেন ও শিবপুর বি.ই. কলেজে কেমিস্ট্রির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 'কামাগাটামারু' জাহাজের বিপ্লবী সংগ্রামীদের ব্যাপারে জড়িত থাকায় ১৯১৪ খ্রী. গ্রেপ্তার হন। ফলে কর্মচ্যুতি ঘটে। এই সময়ে বন্ধু বীরেন্দ্রচন্দ্র মৈত্রের সঙ্গে এক-যোগে গ্যাস কোম্পানীর পাঁশ কিনে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ঐ পাঁশ 'ইয়েলো প্রুশিয়েণ্ট'-এ পরিণত করে ইউরোপে রপ্তানি করতে আরম্ভ করেন। আজকের বিখ্যাত 'ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী'র শুরু এইভাবে। রাজেন্দ্রনাথ সেন ১৯১৬ খ্রী. এই প্রচেষ্টায় যোগ দেন। [১৭]

খগেন্দ্রনাথ মিত্র, রায়বাহাদুর (১৮৮০ - ১৯৬১) ধুলগ্রাম—যশোহর। দীননাথ। ১৮৯৯ খ্রী. তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে এম.এ. পাশ করে রাজশাহী, কৃষ্ণনগর এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করেন (১৯০১ - ২৮)। এরপর ১৯৩২ খ্রী. পর্যন্ত বিভিন্ন বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক এবং ১৯৩২ - ৪৬ খ্রী. পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক, পরিষদ্ পত্রিকার সম্পাদক, রবি-বাসরের সভাপতি, রাধানগর সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি, বোম্বাইয়ে ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের সভাপতি এবং আন্তর্জাতিক ভাষা কংগ্রেসে (নরওয়ে ১৯৩৬) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি ছিলেন। রচিত গ্রন্থসমূহ : 'নীলাম্বরী', 'কানের দুল', 'কীর্তন', 'পদামৃতমাধুরী', 'কীর্তনগীতি-প্রবেশিকা' ইত্যাদি। সঙ্গীতে বিশেষ অধিকার ছিল। আধুনিক কালে শহরাঞ্চলে যাঁরা কীর্তনগানকে প্রচলিত করেছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম প্রধান। [৩]

খতিসা। প্রকৃত নাম আবদুল মজিদ। বলরাম-পুর—শ্রীহট্ট। সঙ্গীত-রচয়িতা। রচিত সঙ্গীত-গ্রন্থ 'আসিফনামা'য় সর্বত্র 'খতিসা'-ভণিতা দৃষ্ট হয়। উল্লেখযোগ্য গৌরাঙ্গ-বিষয়ক সঙ্গীত : 'গৌর-চান্দের নাম শুনিতে নাই তার বাসনা/ও তারে

বুঝাইলে বুঝে না গো সই জপাইলে জপে না'। [৭৭]

খলিন। অজ্ঞাত-পরিচয় এই কবির রচিত 'চন্দ্রমুখী' গ্রন্থে মিশর রাজপুত্র গোল মুনাওর ও গন্ধর্ব রাজকন্যা চন্দ্রমুখীর প্রেমকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থের শেষে তাঁর রচিত কয়েকটি বাউল, লাচাড়ী ও ধামালী গান মুদ্রিত আছে। 'রাগ মারিফৎ' গ্রন্থেও তাঁর একটি গান সংগৃহীত রয়েছে। [৭৭]

খাদেম হোসেন খাঁ (? - ২৯.৪.১৩৪২ ব.)। ওস্তাদ ছোটে খাঁ। পিতার কাছ থেকে মৃদঙ্গ-বাজনায় দক্ষতা লাভ করেন। মৃদঙ্গের বিশিষ্ট রীতি 'কুদেওসিংজী বাজ'-এর বাঙলা দেশের একমাত্র প্রতিনিধি। উজীর খাঁর কাছে 'হোরীধামারে' বাদ্য শিখেছিলেন। [১]

খান-জা-খাঁ (? - ১৮০১)। বর্ধা—দিল্লী। বঙ্গবর? প্রকৃত নাম নবাব খানজাদ্ খাঁ। ইংরেজ রাজত্বের সূচনায় হুগলীর ফৌজদার ছিলেন। হুগলী জেলার চন্দননগরের গোঁদলপাড়ায় তাঁর প্রচুর ভূসম্পত্তি ছিল। অত্যন্ত আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের রাজত্বকালে ফৌজদার পদ বিলুপ্ত হলে তিনি নিদারুণ আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েন। শেষজীবনে মাত্র আড়াই শ' টাকা বৃত্তি পেতেন। দিনেমার ও ফরাসীরা তাঁর কাছ থেকে জমি পত্তনি নিয়েছিল। আড়ম্বরপ্রিয়তা ও বিলাসিতার জন্য তাঁর নামে 'নবাব খান-জা-খাঁ' এই প্রবাদ সৃষ্টি হয়েছে। [১,২]

খুসি বিশ্বাস। ভাগা—নদীয়া। 'খুসি বিশ্বাসী' সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। তাঁরা ভোজন-কালে স্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্ণভেদ বিচার করেন না। জন্ম-সূত্রে মুসলমান-ধর্মীয় ছিলেন। [১]

খেলাতচন্দ্র ঘোষ (? - ১৯৩০) পাথুরিয়াঘাটা—কলিকাতা। দেবনারায়ণ। বিশিষ্ট দানশীল ভূম্যধিকারী। দীর্ঘদিন কলিকাতার অবৈতনিক বিচারক, জাস্টিস্ অফ দি পিস এবং সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। ধর্মতলা অঞ্চলে তাঁর নামে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে। [১,২৫]

খোসালচন্দ্র দাস। সেরপুর—ময়মনসিংহ। বিভিন্ন গ্রন্থের লিপিকার ছিলেন। নিজেও মধুকানের 'ঢপ' সঙ্গীতের অনুকরণে 'চৈতন্যচরিত' গ্রন্থ রচনা করেন। [১]

গগনচন্দ্র বিশ্বাস (১২৫৬ - ১৩৪২ ব.) মাধবপুর—নদীয়া। শ্রীমন্ত। প্রাচীন জমিদার বংশে জন্ম। কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ.এ. ও পরে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন। স্যার রাজেন্দ্রনাথের সহপাঠী ছিলেন। শিক্ষাশেষে সরকারী চাকরি গ্রহণ করেন। কিন্তু স্বাধীনচিত্ততা, স্বজাতিপ্রীতি এবং স্বদেশ-বাৎসল্যের জন্য সরকারের সঙ্গে মনোমালিন্য দেখা দিলে চাকরি ছেড়ে দিয়ে 'স্ট্যাণ্ডার্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী'র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই বাঙলায় ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের পথিকৃৎ। বাঙালীর মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চা-বাগানের প্রতিষ্ঠা করেন। বাঙলায় রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম যুগে সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ, অম্বিকাচরণ এবং যাত্রামোহনের সহকর্মী ছিলেন। একাদিক্রমে ৩০ বছর ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য ছিলেন। [১]

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮.৯.১৮৬৭ - ১৪.২.১৯৩৮) জোড়াসাঁকো—কলিকাতা। গুণেন্দ্রনাথ। সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলের ছাত্র। হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অঙ্কন শিক্ষা করেন। কনিষ্ঠ অবনীন্দ্রনাথ ও ভগিনী সুনয়নী স্ব স্ব ক্ষেত্রে চিত্রশিল্পে বিখ্যাত ছিলেন। গগনেন্দ্রনাথের শিল্পী জীবন নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কেটেছে। প্রথম জীবনে জাপানী শিল্পী ইওকোহামা টাইকানের প্রভাব পড়ে। চিত্রে কালিতুলির কাজে তিনি এদেশের পথিকৃৎ। ইউরোপীয় পদ্ধতির জলরং-এও হাত ছিল। প্রথম দিকে বাস্তবধর্মী (রিয়্যালিস্ট) চিত্ররীতির শিল্পী ছিলেন। এদেশে ফরাসী শিল্পভাষাগত উপাদান প্রবর্তনের প্রচেষ্টায়ও তিনি প্রথম শিল্পী। তাঁর এই সময়ের শিল্পরীতিকে কেউ কিউবিজম্ কেউ বা কোলাজধর্মী বলেন। মোটকথা, কোণযুক্ত ছোট-বড় আকারে অঙ্কিত চিত্রে কালো-সাদার উজ্জ্বল সমাবেশ তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রথম পর্বের চিত্ররচনার বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় পর্বের বৈশিষ্ট্য জ্যামিতিক আকারে অঙ্কিত বর্ণবৈচিত্র্যময় চিত্রের অভিনবত্ব। স্বপ্নে-দেখা জগৎ থেকে নির্দিষ্ট অনুভূতি প্রকাশের প্রচেষ্টা তৃতীয় পর্বে কয়েকটি বিশিষ্ট ছবিতে দেখতে পাওয়া যায়। আধুনিক শিল্পের নানাদিক নিয়ে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। ব্যঙ্গচিত্রী হিসাবেও সুনাম ছিল। 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি ফর ওরিয়েণ্টাল আর্ট' সংগঠন করেন এবং সম্পাদক হন (১৯০৭)। বাঙলার কারুশিল্প প্রচারের জন্য 'বেঙ্গল হোম ইণ্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন' স্থাপন করেন (১৯১৬) এবং তার অন্যতম সম্পাদক হন। অভিনেতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন নাটকে অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেন। মঞ্চসজ্জা, দৃশ্যপট-রচনা প্রভৃতিতেও তিনি অভিনবত্বের পরিচয় দেন। রবীন্দ্রনাথের

'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে তিনি চিত্রালঙ্করণ করেন। রবীন্দ্র ভারতী সমিতি গগনেন্দ্রনাথের নির্বাচিত চিত্রের প্রতিলিপির একটি সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন (১৯৬৪)। তাঁর অঙ্কিত ব্যঙ্গ-চিত্রাবলীর অনেকগুলিই 'বিরূপ বজ্র', 'অদ্ভুতলোক : Realm of the Absurd' ও 'নবহুল্লোড় : Reform Screams' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রচিত শিশু-পাঠ্য 'ভোঁদড় বাহাদুর' গ্রন্থে সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। 'নবহুল্লোড়' ব্যঙ্গচিত্রে ধনী সমাজকে আক্রমণ করেন। ১৯০৫ খ্রী. স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গেও নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌কে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। রবীন্দ্র ভারতী, শান্তিনিকেতনের কলাভবন প্রভৃতিতে ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে তাঁর চিত্রাবলী রক্ষিত আছে। ফোটোগ্রাফী, গৃহসজ্জা, এমনকি শান্তিনিকেতনে অভিনয় উপলক্ষে মঞ্চসজ্জায়ও তিনি স্বকীয়তার পরিচয় দেন। আধুনিক শিল্পের পথিকৃৎ-রূপে তাঁর ঐতিহাসিক মূল্য অসাধারণ হলেও শিক্ষকতার দায়িত্ব তিনি কখনও গ্রহণ করেন নি ব'লে তাঁর কোনও অনুগামী নেই। [৩,৫,৭,৮, ২৫,২৬]

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য (?-১৮৩১?) বহড়া—হুগলী। প্রথম বাঙালী সাংবাদিক। প্রথম জীবনে শ্রীরামপুর মিশনারী প্রেসে কম্পোজিটারের কাজ শিখে কলিকাতায় পুস্তক প্রকাশনা শুরু করেন। ১৮১৬ খ্রী. তাঁর সম্পাদিত সচিত্র প্রথম বাংলা পুস্তক 'অন্নদামঙ্গল' প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকেই সর্বপ্রথম ব্লক ব্যবহার করা হয়। এরপর ১৮১৮ খ্রী. 'বাঙ্গালা গেজেট প্রেস' নামে একটি মুদ্রা-যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন এবং হরচন্দ্র রায়ের সহ-যোগিতায় 'বাঙ্গালা গেজেট' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাটি বছরখানেক চলার পর বন্ধ হয়ে যায়। 'বাঙ্গালা গেজেট'-কে প্রথম প্রকাশিত সংবাদপত্র বলা হয়। কারও কারও মতে শ্রীরামপুরের মিশনারীদের দ্বারা প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণ' সাপ্তাহিক পত্রিকাটি 'বাঙ্গালা গেজেটে'র ১০/১৫ দিন আগে প্রকাশিত হয়েছিল (২৩.৫.১৮১৮)। সংবাদপত্রটি উঠে যাওয়ার পর তিনি মুদ্রাযন্ত্রটি স্বগ্রামে স্থানান্তরিত করেন। তাঁর রচিত, সঙ্কলিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ : 'এ গ্রামার ইন ইংলিশ অ্যান্ড বেঙ্গলী' (১৮১৬), 'দায়ভাগ' (১৮১৬-১৭), 'দ্রব্যগুণ' (১৮২৪), 'চিকিৎসার্ণব' (১৮২০?) ইত্যাদি। তাঁর মৃত্যুর পরও কয়েকটি গ্রন্থ ঐ মুদ্রাযন্ত্রে ছাপা হয়। [১,২,৩,৪,২৫,২৬, ২৮,৬৪]

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, দেওয়ান (১৭৪৯-১৭৯৩) কান্দী—মুর্শিদাবাদ। গৌরগোবিন্দ। বিত্তশালী পরিবারে জন্ম। ১৭৬৯ খ্রী. সুবেদার রেজা খাঁর অধীনে কানুনগো নিযুক্ত হন। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাশিমবাজার রেশমকুঠীর কর্মকর্তা ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মে। রেজা খাঁর কর্মচ্যুতির পর তিনি কলিকাতায় হেস্টিংসের গুপ্ত-চক্রান্তের সহায়ক হন। ফলে পদোন্নতি হয়ে রাজা রাজবল্লভের অধীনে সহকারী দেওয়ান ও পরে রাজস্ব-বিভাগের প্রধান হন। ১৭৭৪ খ্রী. হেস্টিংস্ তাঁকে কলিকাতা রাজস্ব কাউন্সিলের দেওয়ানের পদ প্রদান করেন। পরের বছর হেস্টিংস্-বিরোধী দলের চাপে উৎকোচ গ্রহণের অপরাধে তাঁর কর্মচ্যুতি ঘটে। ১৭৭৬ খ্রী. হেস্টিংস্ তাঁকে পুনর্নিয়োগ করেন। পাঁচ-শালা বন্দোবস্তের সুযোগে নাটোর রাজবংশের জমিদারীর কিয়দংশ ক্রয় এবং দিনাজপুরের জমি-দারীর কতকাংশ দখল করেন। তিনি কলিকাতা পাইকপাড়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। কান্দী ও কলি-কাতায় মন্দির নির্মাণ এবং মাতৃশ্রাদ্ধে বিপুল আড়ম্বর ও অজস্র অর্থব্যয়ের জন্য খ্যাতি ছিল। অন্যদিকে অত্যাচারী ও প্রজাপীড়করূপে অখ্যাতিও ছিল। পরম বৈষ্ণব কৃষ্ণচন্দ্র বা লালাবাবু তাঁর পৌত্র ছিলেন। [১,২,৩,৭,৮,২৫,২৬]

গঙ্গাচরণ পাল। ১৮৭২-৭৩ খ্রী. পাবনার সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক। বিদ্রোহিগণ তাঁকে দেওয়ান আখ্যায় ভূষিত করে। [৫৬]

গঙ্গাচরণ সরকার, রায়বাহাদুর (১৮২৩-১৮৮৮) ক্যাঁকশিয়ালী—হুগলী। রামবল্লভ। পাঁচ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ ঘটে ও মাতা সহমৃতা হন। পিতামহ মদনমোহন তাঁকে পালন করেন। চুঁচুড়ার মহসীন কলেজ থেকে বৃত্তিসহ জুনিয়র স্কলার-শিপ (১৮৪৫) ও সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা (১৮৪৬) পাশ করেন। আইন পড়া-কালে নদীয়া কালেক্টরীর সেরেস্তাদারের কাজ পান। ১৮৪৬ খ্রী. থেকে ১৮৮২ খ্রী. পর্যন্ত সরকারী চাকরি করে ক্রমে জজ হয়েছিলেন। সাহিত্য-চর্চাও করতেন। ঠাকুরদাস এবং আরও বহু পাঁচালীকারকে 'গদাধর'-ভণিতায় পাঁচালী লিখে দিতেন। তিনি উলাগ্রামে তিনটি পাঠশালা ও একটি ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১২৮৬ ব. ঢাকায় 'হিন্দু-ধর্মরক্ষিণী' সভায় বক্তৃতা দেন। 'বঙ্গ সাহিত্য ও বঙ্গভাষা' বিষয়ে রচিত প্রবন্ধ ও 'ঋতুবর্ণন' কাব্য-গ্রন্থ তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার পরিচায়ক। এ ছাড়াও বহু গ্রন্থ ও কবিতার রচয়িতা। খ্যাতনামা সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার সরকার তাঁর পুত্র। [১,২৬]

গঙ্গাধর আচার্য (১.১০.১৮৩০-১৮৮৫)

লোহাসা—নদীয়া। কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা পাশ করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করার পর মেদিনীপুর কলেজের অধ্যক্ষ হন। ইংরেজী সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতি ছিল। তাঁর সঞ্চিত অর্থের প্রায় অর্ধাংশ ১৫ হাজার টাকার অর্জিত সুদ গরীব দুঃস্থ ছাত্র এবং বিধবাদের মাসিক সাহায্যে ব্যয় করা হত। [১]

গঙ্গাধর তর্কবাগীশ (?-১৮৪৪) কুমারহট্ট (হালিশহর)—চব্বিশ পরগনা। শিবপ্রসাদ তর্ক-পঞ্চানন। তিনি প্রথমে এম. অ্যান্স্‌লি ও অন্যান্য সিভিলিয়ানের পণ্ডিত ছিলেন। ১৮২৫ খ্রী. সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে তাঁর কাছে ৩ বছর মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়েন। তিনি বলেন—'পূজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয় শিক্ষাদান-কার্যে বিলক্ষণ দক্ষ, সাতিশয় যত্নবান্‌ ও সবিশেষ পরিশ্রমশালী বলিয়া, অসাধারণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।' তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'সেতুসংগ্রহ' ও 'খোস-গল্পসার'। [৬৪]

গঙ্গাধর দাস। সিঙ্গি—বর্ধমান। কমলাকান্ত। পিতার কাছে বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন। পিতার সঙ্গে পুরীধামে গিয়ে সেখানে আজীবন কাটান। তিনি জগন্নাথদেবের মহিমাকীর্তন-সংবলিত 'জগৎমঙ্গলা' কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন (১০৫০ ব.)। মহাভারতকার কাশীরাম দাস তাঁর অগ্রজ। [১,২০]

গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৪২-?১৩৩৪ ব.)। শম্ভুচন্দ্র ন্যায়রত্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে কলিকাতার লন্ডন মিশন কলেজে অধ্যাপনা করেন। পরে 'নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুল' প্রতিষ্ঠা করে দীর্ঘকাল তার পরিচালনা করেন। ইংরেজী অনুবাদ ও রচনা শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা হিসাবে তিনি ছাত্র ও শিক্ষক সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। 'নব-বিভাকর' পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। [১]

গঙ্গাধর সেন রায়, কবিরাজ (১৭৯৮-১৮৮৫) মাগুরা—যশোহর। ভবানীপ্রসাদ। বিভিন্ন চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি অধ্যয়নের পর রাজশাহীর প্রসিদ্ধ কবিরাজ রামকান্ত সেনের কাছে আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করেন। মুর্শিদাবাদে চিকিৎসা-ব্যবসায়ে অল্পদিনের মধ্যেই যশস্বী হয়ে ওঠেন। ধনী জমিদার ও নবাব পরিবারে চিকিৎসা করে সুনাম ও অর্থ অর্জন করেন। কায় ও শল্য-চিকিৎসা এই উভয় বিভাগেই পারদর্শী ছিলেন। পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষিত চিকিৎসকগণও গঙ্গাধরের শারীরতত্ত্বজ্ঞানের প্রশংসা করতেন। স্বীয় অসাধারণ সংস্কৃত-জ্ঞানের সাহায্যে আয়ুর্বেদ, তন্ত্র, জ্যোতিষ, স্মৃতি, ষড়্‌দর্শন, ব্যাকরণ, নাটক, কাব্য ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় ৮০টি পুস্তক রচনা করেন। তার মধ্যে চরকসংহিতার টীকা 'জল্প-কল্পতরু' শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। রচিত কাব্যগ্রন্থ : 'লোকা-লোকপুরুষীয়' ও 'দুর্গবধকাব্য'। তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে অল্প কয়েকটি মাত্র প্রকাশিত হয়েছে। এই সকল গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্যে ১৯১১ খ্রী. 'গঙ্গাধর মনীষা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। [১,২,৩,৭,২৫,২৬]

গঙ্গানারায়ণ। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রবর্তিত উত্তমর্ণ-অধমর্ণ আইনের প্রয়োগ মানভূমের আদিবাসীদের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং জমিদারী সংক্রান্ত আইনেও পক্ষপাতমূলক আচরণ আদিবাসী জমিদারদের অসহিষ্ণু করে তোলে। গঙ্গানারায়ণ বরাভূম জমিদারীর একজন দাবিদার ছিলেন; তিনি ভূমিজ-বিদ্বেষের সুযোগ নিয়ে ঘাটওয়াল ও বিরূপ কৃষকশ্রেণীর সহায়তায় সৈন্যদল গঠন করে বরাবাজার শহরের লবণ-দারোগার কাছারি, পুলিশ থানা প্রভৃতি পুড়িয়ে দেন, সমগ্র অঞ্চল লুঠ করেন এবং সরকারী ফৌজকে বাঁকুড়া পর্যন্ত পিছু হঠতে বাধ্য করেন। বরাভূম অধিকার করে 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করেন এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে কর আদায় করতে থাকেন। এরপর সৈন্যদলে কোলদের অন্তর্ভুক্ত করে বরাভূমের পূর্বাঞ্চলেও আক্রমণ চালান। ১৮৩২ খ্রী. এই ভূমিজ বিদ্রোহের সূচনা হয়। এই বিদ্রোহকেই 'গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামা' নামে অভিহিত করা হয়। ১৮৩২ খ্রী. শেষভাগে ব্রিটিশ সরকারের চেষ্টায় বিদ্রোহ দমিত হলে তিনি সিংভূমে পালিয়ে যান। খরসোয়ান রাজাদের সঙ্গে এক যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হয়। [৩,৫৫]

গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (১৮০৬-১৮৭৪) বিল্বপুষ্করিণী—নদীয়া। নকুড়চন্দ্র। বাঙলায় হিন্দুস্থানী ধ্রুপদের পরিচালক। বাল্যে টোলে সংস্কৃত পাঠ শুরু করলেও, শাস্ত্র অপেক্ষা সঙ্গীতে অধিকতর মনোযোগ ছিল। শৈশবে তাঁর স্বাভাবিক ওজস্বী কণ্ঠের গান শুনে হরিপ্রসাদ ও মনোহর মিশ্র ভ্রাতৃদ্বয় তাঁকে ধ্রুপদ শিখতে উৎসাহিত করেন। ১৭/১৮ বছর বয়সে উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে পশ্চিমে যাত্রা করেন। প্রায় ১২ বছর বিভিন্ন ওস্তাদের কাছে নিষ্ঠা ও শ্রম সহকারে যে বিদ্যা আয়ত্ত করেন তাতে তিনি বাঙলার তৎকালীন সঙ্গীত-ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় হয়ে ওঠেন এবং কলিকাতার বিভিন্ন ধনী ও জমিদার, মুর্শিদাবাদের নবাব এবং বাঙলার বহু সঙ্গীত-রসিকের কাছে সমাদর লাভ করেন। মুর্শিদাবাদের নবাব তাঁকে 'ধ্রুপদ বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করে-

ছিলেন। দুই পুত্র অমরনাথ ও পঞ্চানন তাঁর কাছে শিক্ষা পেয়ে খ্যাতিমান হন। যদু ভট্ট ও হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দুই বিখ্যাত শিষ্য। যদু ভট্ট বিষ্ণুপুরের সন্তান এবং রামশঙ্করের কাছে প্রথম পাঠ নিলেও প্রকৃত শিক্ষা ও সংগীত-জীবন গঠিত হয় গঙ্গানারায়ণের প্রভাবে। [৩,১০৬]

গঙ্গাপদ বসু (১৯১০ - ২৩.৫.১৯৭১) খাশিয়াল—যশোহর। নকুলচন্দ্র। নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৯২৭ খ্রী. ম্যাট্রিক এবং স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে এম.এ. পাঠরত অবস্থায় 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। তারপর বিভিন্ন সময়ে 'আনন্দবাজার', 'কৃষক' প্রভৃতি পত্রিকায় কাজ করেন। 'স্বরাজ' ও 'সত্যযুগ' পত্রিকার তিনি বার্তা-সম্পাদক ছিলেন। কলেজ-জীবন থেকেই নাটক ও অভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯৪৪ খ্রী. গণনাট্য সঙ্ঘের 'নবান্ন' নাটকে অভিনেতা হিসাবে প্রথম রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেন। এরপর তাঁর ও আরও কয়েকজনের চেষ্টায় 'বহুরূপী' নাট্যসংস্থা গঠিত হলে সংস্থার নাটকগুলিতে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। সংস্থার সভাপতি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পর সভাপতি নির্বাচিত হয়ে আমৃত্যু ঐ পদে আসীন ছিলেন। এ ছাড়াও 'বহুরূপী' ষাণ্মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ও 'বাংলা নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি'র সভাপতি ছিলেন। অভিনীত উল্লেখযোগ্য চরিত্র : রক্তকরবীর 'অধ্যাপক', ছেঁড়া তারের 'মহাজন' এবং 'পথিক' নাটকে একটি কুটিল ধনবান্ ব্যক্তির ভূমিকা। রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক : 'অংশীদার', 'সত্য মারা গেছে' প্রভৃতি। মঞ্চ ছাড়াও আনুমানিক ৫০টি ছবিতে অভিনয় করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য— 'জলসাঘর' ও 'পথিক'। বেতারেও নিয়মিত অভিনয় করতেন। [১৬]

গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৭.১২.১৮৩৬ - ১৩.১২.১৮৮৯) জিরাট-বলাগড়—হুগলী। বিশ্বনাথ। বাল্যে পিতৃবিয়োগ ঘটায় দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে পড়াশুনা করেন। আন্দুল স্কুলে শিক্ষা শুরু। পরে বি.এ. ও এম.বি. পাশ করে কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করেন। দয়ালু ও সুচিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি ছিল। রচিত গ্রন্থ : 'মাতৃশিক্ষা' ও 'চিকিৎসা প্রকরণ'। স্যার আশুতোষ তাঁর পুত্র। [১,৫,৭,২৬]

গঙ্গাপ্রসাদ সেন, কবিরাজ (১২৩১ - ১৩০২ ব.) উত্তরপাড়-কমরপুর—ঢাকা। নীলাম্বর। পিতার কাছে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে ১২৪৯ ব. কুমারটুলিতে চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করেন। তৎকালীন ভারতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে রামকৃষ্ণদেবও তাঁর চিকিৎসাধীন ছিলেন। পঞ্চাশ বছরের উপর সগৌরবে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা চালিয়ে বাঙলা দেশে কবিরাজী চিকিৎসার ধারা প্রচলন করেন। বিদ্যাসাগর, দীনবন্ধু মিত্র, মহেশ ন্যায়রত্ন প্রমুখ মনীষীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। [১,৩]

গঙ্গামণি। সুগায়িকা ও অভিনেত্রী গঙ্গামণি বা গঙ্গা বাইজী ১৮৮৩ খ্রী. বিডন স্ট্রীটে ষ্টার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ষ্টার থিয়েটার হাতিবাগানে উঠে গেলে সেখানেও তিনি যোগ দেন। বহু ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি সুনাম অর্জন করেন। 'কালাপাহাড়' নাটকে 'মুরলার' ভূমিকায় তাঁর ধ্রুপদ সংগীত বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। [৪০, ১৪১]

গঙ্গামণি দেবী। লালা রামপ্রসাদ রায়। স্বামী প্রাণকৃষ্ণ সেন। একজন বিদুষী কবি। তিনি কতকগুলি সংগীত রচনা করে গেছেন। [১]

গঙ্গারাম ঘোষ (বণিত ঘোষ)। কৃষ্ণ। চৈতন্যদেবের পার্ষদ বাসু ঘোষের বংশে জন্ম। বৈষ্ণব ধর্ম-প্রচারক। প্রবল ধর্মানুরাগের জন্য অল্পবয়সেই বনবাসী হন। কিছুকাল পরে গৃহে ফিরে এলে ইটার জমিদার ইস্রাইল খাঁ তাঁর ধর্মানুরাগে অত্যন্ত প্রীত হন ও তাঁর তপস্যার জন্য কিছু ভূমি দান করেন। ঐ ভূমি মোহন্তালয় (মহলাল) নামে খ্যাত ছিল। দিল্লীর সম্রাটও তাঁকে সম্মান করতেন। তাঁর মতাদর্শে জাতিভেদের সংকীর্ণতা ছিল না। [১]

গঙ্গারাম দেব চৌধুরী (১৮শ শতাব্দী)। দুর্লভনারায়ণ। ময়মনসিংহ জেলাবাসী। প্রথমে ময়মনসিংহ জঙ্গলবাড়ির দেওয়ানবাড়িতে সেরেস্তার কর্মচারী ছিলেন। কার্যোপলক্ষে ১১৬৭ ব. মুর্শিদাবাদ যান। কাজে উন্নতি লাভ করে ক্রমে নায়েবের পদ ও চৌধুরী উপাধি পান। মুর্শিদাবাদে থাকাকালে বর্গীর হাঙ্গামার বিবরণ শুনে 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' গ্রন্থ রচনা করেন। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : পরমার্থ-বিষয়ক 'শুক সংবাদ' এবং 'লবকুশ চরিত্র'। [১]

গঙ্গারাম মৈত্র। এই কুলীন ব্রাহ্মণ আবদুল নামক একজন মুসলমান ও তার ভগিনীকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করে নিজগৃহে আশ্রয় দেন। ধর্মান্তরের পর আবদুলের নাম হয় রূপদয়াল এবং ভগিনীর নাম হয় ভূষণা। ধর্মত্যাগের অপরাধে কাজীর বিচারে আবদুলের প্রাণদণ্ড হয়। এই ঘটনায় ব্যথিত হয়ে গঙ্গারাম বৃন্দাবনে চলে যান। আট বছর পর নিজ গ্রামে এসে বিবাহ করে সংসারী হতে চাইলে মুসলমানীর হাতে জল খাওয়ার

অপরাধে ব্রাহ্মণেরা তাঁকে সমাজে গ্রহণ করতে অসম্মত হন। তখন তিনি সিন্দুরীর জমিদার রাজীব রায়ের মধ্যস্থতায় প্রায়শ্চিত্তান্তে ছাতিয়ান গ্রামের কবি ভূষণ চৌধুরীর কন্যাকে বিবাহ করেন। বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে তাঁর সংগে সংস্রবযুক্ত কুলীনেরা তখন থেকে 'ভূষণা পঠী'র কুলীন নামে খ্যাত হন। [১]

গণনাথ সেন, মহামহোপাধ্যায় (১৮৭৭-২৫. ১০.১৯৪৪)। বারাণসীতে জন্ম। পৈতৃক নিবাস শ্রীখণ্ড—বর্ধমান। কবিরাজ বিশ্বনাথ বিদ্যাকল্পদ্রুম। ১৯০৩ খ্রী. এল.এম.এস. এবং ১৯০৮ খ্রী. এম.এ. পাশ করেন। পরে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় সুনাম অর্জন করেন। আয়ুর্বেদ ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যার যথাসম্ভব সমন্বয় সাধনের চেষ্টা তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তাঁরই অদম্য চেষ্টার ফলে বাঙলায় গভর্নমেণ্ট কর্তৃক 'স্টেট ফ্যাকাল্টি অফ আয়ুর্বেদ' স্থাপিত হয়। তিনি পিতার নামে 'বিশ্বনাথ আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৯ খ্রী. তিনি নিখিল ভারতীয় আয়ুর্বেদ মহাসম্মিলনের ইন্দোর অধিবেশনে এবং ১৯৪০ খ্রী. মহীশুর অধিবেশনে সভাপতি হন। ১৯১৬ খ্রী. ভারত সরকার কর্তৃক 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত হন। আয়ুর্বেদের ছাত্রদের পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা পাঠনের উদ্দেশ্যে তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য সংস্কৃত গ্রন্থ : 'প্রত্যক্ষশারীর' (১৯১৯) ও 'সিদ্ধান্তনিদান' (১৯২২)। তাঁর বাংলা পুস্তিকা 'আয়ুর্বেদ পরিচয়'-এ আয়ুর্বেদের সারকথা বিবৃত হয়েছে। [৩,১৩০]

গণপতি চক্রবর্তী (?-২০.১১.১৯৩৯) চাত্রা—শ্রীরামপুর। জমিদার বংশে জন্ম। লেখাপড়ায় ঝোঁক ছিল না, পাড়ায় গান-বাজনা নিয়ে মেতে থাকতেন। লেখাপড়া না শিখলে জমিদারীর অংশ দেওয়া হবে না—এই ভয় দেখালে অভিমান করে ১৭/১৮ বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে চলে যান। গুপ্ত মন্ত্রতন্ত্র, ভবিষ্যৎ ও অদৃষ্ট গণনা, ঝাড়ফুঁক, নানা রোগের অলৌকিক চিকিৎসা ইত্যাদি শিক্ষার লোভে সাধুসন্ন্যাসীদের সঙ্গ নেন। দু'-একজন জাদুকরের সংগেও মেশেন। পরে ভারতবিখ্যাত প্রফেসর বোসের সার্কাসে যোগ দিয়ে ক্রমে কৌতুক-অভিনয় ও মজাদার খেলা দেখিয়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। 'ইলিউশন বক্স' ও 'ইলিউশন ট্রী' তাঁর প্রযোজিত বিখ্যাত ও চমকপ্রদ খেলা। এই দু'টি খেলা দেখানোর সংগে সংগেই তিনি বোসেস সার্কাসের সেরা শিল্পীর মর্যাদা পান। ক্রমে তাঁর খেলার তালিকায় যুক্ত হয় 'কংস-কারাগার'। তিনি 'ভৌতিক ক্ষমতা-সিদ্ধ' এই ধারণায় দর্শক-সাধারণের নিকট কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলেন। অত্যন্ত কড়া মেজাজ ও রুক্ষ বচনের জন্য সার্কাসের সহকর্মিবৃন্দ তাঁকে 'দুর্বাসা মুনি' আখ্যা দিয়েছিল। তিনি পরে ঐ সার্কাসের কয়েকজন শিল্পী নিয়ে পৃথক্ দল গড়ে তোলেন। এই দল সারা ভারতে বিভিন্ন জায়গায় খেলা দেখিয়ে সুনাম ও প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। শেষ জীবনে কলিকাতার উপকণ্ঠে বরাহনগরে বাড়ি ও মন্দির নির্মাণ করে সাধনভজনে দিন কাটান। অকৃতদার গণপতির অনেক গোপন দান ছিল। রচিত গ্রন্থ : 'যাদুবিদ্যা'। তাঁকে বাঙলা দেশের আধুনিক যাদুচর্চায় জনক বলা হয়। [৩,১০২]

গণপতি পাঁজা (১৩০০-২১.৫.১৩৬৬ ব.)। বাঙলার খ্যাতনামা চিকিৎসক। চর্মরোগ বিষয়ে গবেষণা ও অনুশীলনের ফলে সারা ভারতে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন হাসপাতালে চর্মরোগ-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৭ খ্রী. অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মেডিক্যাল ও ভেটারেনারী শাখার সভাপতি হয়েছিলেন। [৪]

গণপতি সরকার (১৯শ শতাব্দী) কলিকাতা। শাস্ত্রবিষয়ক ১১টি গ্রন্থের রচয়িতা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'কামন্দকীয়', 'নীতিসার', 'রসনির্ঝর', 'পুষ্পবাণবিলাসম্' ইত্যাদি। তিনি ১৩২৭-২৮ ও ১৩৩১-৩২ ব. 'কায়স্থপত্রিকা' সম্পাদনা করেন। [৪]

গণি, এ. এম. ও., ডা. (১৯০৫-২৪.৯. ১৯৭৩)। লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ও সি.পি.আই. নেতা। স্বাধীনতালাভের পূর্বে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের অনুগামিরূপে কংগ্রেসের সংগে যুক্ত ছিলেন। পরে সোশ্যালিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৫৭ খ্রী. থেকে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। মাঝে ১৯৭১ খ্রী. নির্বাচনে জয়ী হতে পারেন নি। তিনি সমাজসেবা ও জনকল্যাণমূলক বহু কাজে ব্রতী ছিলেন। চিকিৎসক হিসাবেও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর চিকিৎসালয়ে তিনি বরাবর বিনা ফিতে রোগী দেখতেন। মৃত্যুর পূর্বদিনও তার ব্যতিক্রম হয় নি। অধ্যাপক আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। [১৬]

গণেন মহারাজ (১২৯১?-৭.৪.১৩৪৮ ব.)। কৈশোরেই তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সংস্রবে আসেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকা ও রামকৃষ্ণ মিশন পুস্তক প্রকাশন বিভাগের কর্মকর্তা এবং নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালক হিসাবে অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দেন। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে মতান্তর

হওয়ায় রামকৃষ্ণ মিশনের সংস্রব ত্যাগ করেন। চিত্রশালাধ্যক্ষ হিসাবে তিনি বহুদিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [৫]

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪১ - ১৬.৫.১৮৬৯) কলিকাতা। গিরীন্দ্রনাথ। হিন্দু স্কুলের ছাত্র। ১৮৫৭ খ্রী. এণ্ট্রান্স পরীক্ষা প্রবর্তিত হলে তিনি এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সঙ্গীত, কলা ও নাট্যে অনুরাগী ছিলেন। প্রধানত তাঁরই চেষ্টায় ৫ জানুয়ারী ১৮৬৭ খ্রী. জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত 'নব-নাটক'-এর প্রথম অভিনয় হয়। এখানেই গণেন্দ্রনাথ নাট্যকারকে প্রকাশ্য সভায় দু'শ টাকা পুরস্কার দেন এবং এক হাজার নাটক মুদ্রণের ব্যয়ভার বহনে স্বীকৃত হন। প্রধানত গণেন্দ্রনাথ ও নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগেই ৩১ চৈত্র ১২৭৩ ব. 'হিন্দুমেলা' নামে জাতীয় মেলার সূচনা হয়। গণেন্দ্রনাথ এই মেলার সম্পাদক ছিলেন। জনচিত্তে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলাই এই মেলার উদ্দেশ্য ছিল। রচিত গ্রন্থ : কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী' (অনুবাদ, ১৮৬৯) এবং 'জ্ঞান ও ধর্মের সামঞ্জস্য'। এ ছাড়াও কয়েকটি ব্রহ্মসঙ্গীত, প্রবন্ধ ও জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেছেন। 'লজ্জায় ভারতযশ গাইব কি ক'রে' গানটি তাঁরই রচিত। [২৮]

গণেশ (১৫শ শতাব্দী) ভাতুরিয়া। দত্ত পদবী-ধারী উত্তরবঙ্গের একজন প্রভাবশালী ভুঁইয়া। ইলিয়াস-শাহী বংশের সুলতানদের ক্ষমতাশালী অমাত্য ছিলেন। সুলতানদের অযোগ্যতার সুযোগে ক্ষমতা দখল করে ১৪১৫ খ্রী. তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। গৌড়েশ্বর দনুজমর্দন ও গণেশ সম্ভবত একই ব্যক্তি। তিনি বিরুদ্ধাচারী মুসলমান দরবেশদের দমন করলে তাঁরা জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীকে সসৈন্যে বঙ্গে আহ্বান করে আনেন। গণেশের পুত্র যদু ইব্রাহিমের সঙ্গে যোগ-দান করেন। তখন চতুর গণেশ বঙ্গে মুসলমানদের প্রতিনিধিস্থানীয় কোন ব্যক্তির সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করে পুত্রকে মুসলমান হতে পরামর্শ দেন। যদু ধর্মান্তরিত হয়ে জালালুদ্দিন নাম গ্রহণ করলে গণেশ তাঁকেই সিংহাসনে বসিয়ে গৌড়ের সুলতান ব'লে প্রচার করেন। ফলে ইব্রাহিম যুদ্ধ অনাবশ্যক মনে করে স্বরাজ্যে ফিরে যান। অতঃপর গণেশ পুত্রের হাত থেকে শাসন-ক্ষমতা নিজ হাতে নেন ও দনুজমর্দন নামে পুনরায় রাজত্ব করতে থাকেন। ১৪১৮ খ্রী. রাজা গণেশের (পারস্যদেশীয় ঐতি-হাসিক-উল্লিখিত কান্স-এর) অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনায় পুত্র যদুর ষড়যন্ত্র ছিল ব'লে কেউ কেউ অনুমান করেন। ১৩৩৯ - ৪০ শকাব্দে দনুজ-মর্দনের মুদ্রা বাঙলার কয়েকটি জেলায় প্রচলিত ছিল। [১,৩,২৬]

গণেশচন্দ্র চন্দ্র (মে ১৮৪৪ - ৩.৭.১৯১৪) কলিকাতা। কাশীনাথ। হিন্দু মেট্রোপলিটানে শিক্ষা শুরু। বেঙ্গল একাডেমি থেকে প্রবেশিকা পাশ করেন। ডাফ্‌টন কলেজে পাঠরত অবস্থায় ব্যবসায়ে প্রবেশ করেন। কিছুদিন পরে হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করে প্রভূত অর্থ ও প্রতিপত্তি অর্জন করেন। অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম বাঙালী ডেপুটি শেরিফ, ১৮৭৬ - ৯২ খ্রী. পর্যন্ত কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মনোনীত ও পরে সম্মানিত সদস্য এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা, জাতীয় মহাসমিতি, পশুক্লেশ নিবারণী সভা, ভারতীয় বিজ্ঞানোৎকর্ষ-বিধায়িনী সভা ইত্যাদির সদস্য ছিলেন। বাঙালী-দের মধ্যে তিনিই প্রথম অ্যাটর্নিশিপ পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হন। সাহিত্যানুরাগী এবং সুবক্তা হিসাবেও খ্যাতি ছিল। কলিকাতায় গণেশ এভিন্যু তাঁরই নামাঙ্কিত। [১,৭,৮,১০]

গণেশ দাস (৬.৮.১২৬৭ - ৩১.৬.১৩৪৪ ব.) বারুইপাড়া—নদীয়া। মহেশ। প্রখ্যাত কীর্তনীয়া। বাল্যে গ্রামের যাত্রার দলে গান শিখতেন। পরে কীর্তন-গায়ক পিতার কাছে এবং শেষে ধর্মপিতা রসিক দাসের কাছে মনোহরশাহী কীর্তন শেখেন। কিছুদিন বিভিন্ন দলে দোহারকি করার পর নিজেই দল গঠন করেন এবং নবদ্বীপের বড় আখড়ায় গান গেয়ে জনপ্রিয় হন। এরপর ক্রমে বৃন্দাবন, গয়া, কাশী, প্রয়াগ, পুরী, মণিপুর প্রভৃতি স্থানে গান গেয়ে খ্যাতিমান হন। বিজয়কৃষ্ণ, বিপিনচন্দ্র, দেশবন্ধু প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ তাঁর গানে মুগ্ধ ছিলেন। কীর্তনকে কলিকাতার শিক্ষিত সমাজে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার মূলে তাঁর দান অন-স্বীকার্য। [৫,২৬,২৭]

গদাধর (১২শ শতাব্দী)। লক্ষ্মীধর। গৌড়-দেশীয় এই বিদ্বান্ কবি আগ্রা জেলার চান্দেল্ল-রাজ পরমার্দিদেবের 'সান্ধিবিগ্রহিক' বা সন্ধি ও যুদ্ধবিষয়ক ব্যাপারের সম্মানিত ও ক্ষমতাযুক্ত অধ্যক্ষ মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর পুত্র দেবধর একজন উৎকৃষ্ট কবি ছিলেন। [৮১]

গদাধর চক্রবর্তী। বিষ্ণুপুরের রাজা রঘুনাথ সিংহ কর্তৃক দিল্লী থেকে আনীত সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদ বাহাদুর খাঁর প্রধান শিষ্য। বাহাদুর খাঁর পর তিনিই রাজসভায় সঙ্গীত-অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন গোস্বামীর নাম উল্লেখযোগ্য। চক্রবর্তী পরিবারের সঙ্গীত-চর্চা তাঁদের জীবিকার অবলম্বন-স্বরূপ

ছিল। এই বংশ সংগীত-চর্চায় বিষ্ণুপুরের গৌরব বৃদ্ধি করেছিল। [৫৩]

গদাধর ন্যায়সিদ্ধান্তবাগীশ। শ্রীহট্ট। নবদ্বীপের খ্যাতনামা পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণির ছাত্র। নবদ্বীপে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা করতেন। তাঁর রচিত 'চিন্তামণি আলোক' ও 'দীধিতির টীকা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। [১]

গদাধর পণ্ডিত। মাধব মিশ্র। শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ সহচর। শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে তিনিও পুরীতে এসে ক্ষেত্র-সন্ন্যাস অর্থাৎ পুরীতে আমরণ-বাস স্বীকার করেন। গদাধরকে শ্রীচৈতন্যের শক্তি বলা হয় এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে সর্বাগ্রে গৌর-গদাধর মূর্তির পূজা আরম্ভ হয়। অনেক কবি ও পণ্ডিত তাঁর শিষ্য ছিলেন। [৩]

গদাধর ভট্টাচার্য (ডিসেম্বর ১৬০৪ - ফেব্রুয়ারী ১৭০৯) নবদ্বীপ। জীবাচার্য। 'ভট্টাচার্য-চক্রবর্তী' উপাধিধারী পণ্ডিতদের মধ্যে নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার গদাধরই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হন। তাঁর সময়ে 'চক্রবর্তী' উপাধির বিপর্যয় সাধিত হওয়ায় তাঁর 'ভট্টাচার্য' উপাধিমাত্র প্রচার লাভ করে। 'দীধিতি'র সর্বাপেক্ষা বিস্তীর্ণ টীকার রচয়িতা গদাধরকে দীধিতি-সম্প্রদায়ের সর্বশেষ এবং চরম গ্রন্থকার বলা যায়। নব্যন্যায়ের ইতিহাসে গদাধরই সুনির্দিষ্ট তৃতীয় যুগের অবসানকারী। তাঁর গ্রন্থের প্রভায় জগদীশ তর্কালঙ্কারের ও কোন কোন স্থলে ভবানন্দের গ্রন্থ ভিন্ন অপর প্রাচীনতর দীধিতির টীকাগ্রন্থসমূহ ম্লান ও বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাঁর জীবদ্দশায় রাজা রুদ্র রায়ের রাজত্বকালে নবদ্বীপের ছাত্রসংখ্যা ছিল কমপক্ষে ৪০০০ এবং অধ্যাপক-সংখ্যা প্রায় ৫৫০। সেখানকার বিদ্যাচর্চায় গদাধরের গ্রন্থ প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছিল। হরিরাম তর্কবাগীশ তাঁর গুরু ছিলেন। বামাচারী তান্ত্রিক পিতার পুত্র গদাধর স্বয়ং মন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। [১,২,৩, ২৫,৯০]

গদাধর মুখোপাধ্যায় (১১৫৩ - ১২০০ ব.?) চব্বিশ পরগনা। ভোলা ময়রা, নীলু পাটুনী, বলরাম বৈরাগী প্রমুখ কবিয়ালগণের বাঁধনদার ছিলেন। সংগীত-রচয়িতা হিসাবেও খ্যাতি ছিল। তাঁর রচিত সখীসংবাদ এবং সপ্তমী-বিষয়ক গানগুলি অত্যন্ত মধুর-ভাবপূর্ণ এবং জনপ্রিয় ছিল। [২৫,২৬]

গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় (১২৭৬? - ১৩৪১ ব.)। পিতা বাংলায় প্রথম স্বাস্থ্য-বিষয়ক পাঠ্য-পুস্তক-প্রণেতা যদুনাথ। কলিকাতা মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশন থেকে এফ.এ. পাশ করে পিতৃপ্রতিষ্ঠিত 'সাহিত্য ও সমাজ' সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনা-কার্যে ব্রতী হন। পরে আমৃত্যু 'বার্তাবহ' নামক সংবাদপত্র পরিচালনা করেন। সরল, সংযত ও পবিত্র ভাবের গীতি-কবিতা রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার বড়াল, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ কবিগণ তাঁর কবি-প্রতিভার সমাদর করতেন। [১,৫]

গিরিজানাথ রায়, মহারাজা বাহাদুর, কে.সি. আই.ই. (জুলাই ১৮৬২ - ডিসে. ১৯১৯)। দিনাজপুরের মহারাজা তারকনাথের পত্নী শ্যামমোহিনীর দত্তকপুত্র ছিলেন। কাশী কুইন্স কলেজে কিছুকাল পড়াশুনা করেন। অশ্বারোহণ, অস্ত্রচালনা ও কুস্তিবিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন। সংগীতেও বিশেষ দক্ষতা ছিল। তা ছাড়া বৈষ্ণবধর্মশাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্রে অনুরাগী ছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের সাহায্যে দীর্ঘকাল ঐ সকল শাস্ত্রের চর্চা করেছিলেন। বঙ্গীয় কায়স্থ সভার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তিনি দিনাজপুর মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি এবং পূর্ববঙ্গ ও আসামের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ধর্মমন্দির, বিদ্যালয়, সংস্কৃত টোল এবং ছাত্রাবাস স্থাপন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, খাল ও কূপ খনন প্রভৃতি বহু জনহিতকর কার্য তাঁর উদ্যোগে সম্পন্ন হয়েছিল। [১,৫]

গিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্তী (১২৮২ - ১৩৫৩ ব.)। পিতা বিখ্যাত মোহিনী মিলস্‌-এর প্রতিষ্ঠাতা মোহিনীমোহন। ১৯০৭ খ্রী. মাত্র ৩০ বছর বয়সে ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। পরে পিতার পরামর্শে মোহিনী মিলস্‌-এ যোগ দেন ও তার ম্যানেজিং এজেন্ট হন। তা ছাড়া তিনি অন্নপূর্ণা কটন মিলস্‌ ও দ্বিতীয় মোহিনী মিলস্‌ প্রতিষ্ঠা করেন। [৫,১৪৪]

গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী (১৮৬২ - ১৮৯৯) সিদ্ধকাটী—বরিশাল। কলিকাতা সিটি কলেজ-স্কুল থেকে প্রবেশিকা, প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ. ও বি.এল. পাশ করে কিছুদিন বরিশাল জজকোর্টে ও পরে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করেন। সাহিত্যিক হিসাবে, বিশেষত 'বঙ্কিমচন্দ্র' (তিন খণ্ড) নামক গ্রন্থ রচনা করে বঙ্কিমচরিত্রাবলীর সমালোচক হিসাবে তিনি খ্যাতিমান হয়েছিলেন। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'গৃহলক্ষ্মী' (দুই খণ্ড), 'হিতকথা' প্রভৃতি। [১,২৬]

গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী (১৮৮৫ - ১৯৪৮) বহরমপুর—মুর্শিদাবাদ। ভবানীকিশোর। ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকার ঝোঁক ছিল। গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে আট বছর শিক্ষাগ্রহণ করেন। তাঁর

অঙ্কিত বহু তৈলচিত্র ও জল-রঙের ছবি আছে। কিন্তু সংগীতজ্ঞ হিসাবেই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। বহরমপুর সংগীত-বিদ্যালয়ে দশ বছরেরও অধিক-কাল রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর কাছে, তারপর কিছুকাল মহম্মদ আলী, ছম্মন সাহেব, এনায়েৎ হোসেন এবং বাদল খাঁর কাছে সংগীতে শিক্ষা লাভ করেন; গণপৎ রাওয়ের কাছে ঠুংরী শেখেন। ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী এই তিন রীতিতেই পারদর্শী হলেও ঠুংরীতেই তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। দীর্ঘকাল সংগীত-সাধনার পর ১৯১৮ খ্রী. কলিকাতায় আসেন এবং বাকী জীবন শ্যামলাল ক্ষেত্রীর গৃহে কাটান। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে তারাপদ চক্রবর্তী ও সুখেন্দু গোস্বামীর নাম উল্লেখযোগ্য। [৩,২৬,৫৩]

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী (১৮৮৫ - ১০.৩. ১৯৬৫) দুয়াজানী—ময়মনসিংহ। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে বি.এ. এবং ১৯১১ খ্রী. সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে এম.এ. পাশ করেন। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতির সংস্পর্শে এসে তাঁদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন এবং জ্ঞানচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। 'নারায়ণ' পত্রিকা সম্পাদনায় তিনি চিত্তরঞ্জনের সহযোগী ছিলেন। রচিত প্রবন্ধ-গ্রন্থের মধ্যে 'স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙলার ঊনবিংশ শতাব্দী', 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙলার স্বদেশী যুগ', 'ভগিনী নিবেদিতা ও বাঙলায় বিপ্লববাদ', 'শ্রীচৈতন্য' (চরিতগ্রন্থ) প্রভৃতি উল্লেখ-যোগ্য। [৫,১৭]

গিরিধর (১৮শ শতাব্দী)। প্রখ্যাত পদকর্তা। তিনি ১৭৩৬ খ্রী. জয়দেব-রচিত 'গীতগোবিন্দ' সর্বপ্রথম বাংলায় পদ্যে অনুবাদ করেন। [১,২৫,২৬]

গিরিশচন্দ্র ঘোষ১ (১৮২৯ - ২০.৯.১৮৬৯) কলিকাতা। বাঙলাদেশের ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগের খ্যাতনামা সাংবাদিক। গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে শিক্ষাগ্রহণ করেন। ছাত্র-জীবনেই সংবাদপত্রে প্রবন্ধ রচনা শুরু করেন। অল্প বয়সে সরকারী কার্যে প্রবেশ করেন; পদোন্নতির পর মিলিটারী পে-পরীক্ষক অফিসের রেজিস্ট্রার হন। সাংবাদিকতাই জীবনের প্রধান আকর্ষণ ছিল। 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার', 'লিটারারি ক্রনিক্‌ল্' ও ভ্রাতা শ্রীনাথ ঘোষের প্রকাশিত 'বেঙ্গল রেকর্ডার'-এর সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। হরিশ মুখার্জীর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার সঙ্গে লেখক হিসাবে তাঁর যোগাযোগ ছিল। ১৮৬২ খ্রী. 'বেঙ্গলী' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। 'ক্যালকাটা মান্থলী' ও 'মুখার্জীস ম্যাগাজিন' পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। সে-যুগের যে-কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রবক্তা গিরিশচন্দ্র সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজদের বিরুদ্ধে উত্তেজনাপূর্ণ রচনা প্রকাশ করেছিলেন। নীল বিদ্রোহের সমর্থক ছিলেন। 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন', 'ডালহৌসী ইন্‌স্টিটিউট', 'বেথুন সোসাইটি' প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। বেলুড়ে স্থানীয় বিদ্যা-লয়ের পরিচালক, হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির কমি-শনার এবং হাওড়া-ক্যানিং ইন্‌স্টিটিউশন, উত্তর-পাড়া হিতকারিণী সভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। বাগ্মী হিসাবেও তিনি খ্যাতিমান ছিলেন। [১,৩,৭,৮,২৫,২৬]

গিরিশচন্দ্র ঘোষ২ (২৮.২.১৮৪৪ - ৮.২. ১৯১২) বাগবাজার—কলিকাতা। নীলকমল। বাল্যা-বস্থায় পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় একটু উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির হয়ে পড়েন। প্রথমে কিছুদিন পাঠশালায়, পরে গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে ও হেয়ার স্কুলে পড়াশুনা করেন এবং ১৮৬২ খ্রী. পাইকপাড়া স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। উত্তর-জীবনে বন্ধু ব্রজবিহারী সোমের প্রভাবে প্রচুর পড়াশুনা করেন। ১৮৫৯ খ্রী. বিবাহ হয়। মাত্র ২০ বছর বয়সে অ্যাটকিন্‌সন্ টিলকন্ কোম্পানীতে 'বুক-কিপার'-এর শিক্ষানবীসরূপে প্রবেশ করে পরবর্তী কালে একজন দক্ষ 'বুক-কিপার' হন। হেয়ার স্কুলে স্যার গুরুদাস এবং রেভারেণ্ড কালীচরণ তাঁর সহপাঠী ছিলেন। গিরিশচন্দ্র প্রথম জীবনে 'হাফ-আখড়াই' দলের বাঁধনদার ছিলেন। ১৮৬৭ খ্রী. বাগবাজার সখের যাত্রাদল-প্রযোজিত মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের গীতিকার হিসাবে নাট্যজগতে প্রবেশ করেন। এর পর দীনবন্ধু-রচিত 'সধবার একাদশী' নাটকে 'নিমচাঁদ' চরিত্রে অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেন। ১৮৭১ খ্রী. বাগবাজার দল 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে প্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করে অভিনয় আরম্ভ করেন। কিন্তু দর্শনী লওয়ার ব্যাপারে দলের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় কয়েকজন অনুগামিসহ গিরিশচন্দ্র দলত্যাগ করেন। এরপর ১৮৮০ খ্রী. পার্কার কোম্পানীর ১৫০ টাকা বেতনের চাকরি ছেড়ে দিয়ে মাত্র ১০০ টাকা বেতনে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের ম্যানেজার হন। গিরিশ-চন্দ্র-রচিত প্রথম মৌলিক নাটক 'আগমনী' (১৮৭৭) এই মঞ্চেই অভিনীত হয়। বাকি জীবনে ষ্টার, এমারেল্ড, মিনার্ভা, ক্লাসিক, কোহিনুর প্রভৃতি রঙ্গালয় পরিচালনার পর পুনরায় ১৯০৮ খ্রী. মিনার্ভার নাট্যাধ্যক্ষ হিসাবে আমৃত্যু কাজ করে গেছেন। চাকরি জীবনে ১৮৭৬ খ্রী. তিনি

ইণ্ডিয়ান লীগের হেডক্লার্ক ও ক্যাশিয়ার এবং শেষে পার্কার কোম্পানীর বুক-কিপার হন। ১৮৭৫ খ্রী. প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হলে পার্কার কোম্পানীতে প্রবেশের পূর্বে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪ খ্রী. রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ষ্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র-রচিত ও পরিচালিত 'চৈতন্যলীলা' নাটক দেখতে এসে গিরিশচন্দ্র এবং বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করে যান। এই সময় থেকেই তাঁর মনে ধর্মের প্রতি অনুরাগ জন্মে এবং তিনি রামকৃষ্ণদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সারাজীবনে প্রায় ৮০টি নাটক রচনা করেছেন। এর মধ্যে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক নাটক ছাড়াও 'ম্যাকবেথ' নাটকের সার্থক বাংলা অনুবাদের জন্য তাঁর কৃতিত্ব সর্বজনস্বীকৃত। তিনি পৌরাণিক নাটকগুলিতে 'অমিত্রাক্ষর' ধরনের এক অভিনব ছন্দ ব্যবহার করতেন। এই ছন্দ 'গৈরিশ ছন্দ' নামে স্বীকৃত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী', 'বিষবৃক্ষ' ও 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস এবং মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' ও নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যের নাট্যরূপ দান করেছিলেন। নাট্যমঞ্চের প্রয়োজনে এবং নটনটীগণের যোগ্যতানুযায়ী নাটকাবলী রচনা করতেন। রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নাটক : 'দক্ষযজ্ঞ', 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস', 'জনা', 'পাণ্ডবগৌরব', 'বিল্বমঙ্গল', 'প্রফুল্ল', 'হারানিধি', 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাশিম', 'কালাপাহাড়', 'আবুহোসেন বা হঠাৎ বাদশাহ' প্রভৃতি। বাংলা মঞ্চাভিনয়ের প্রথম যুগের অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন গিরিশচন্দ্রের অভিনয়শক্তি তৎকালে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল। ২ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৭ খ্রী. 'মেঘনাদবধ কাব্যে' রাম ও মেঘনাদ উভয় ভূমিকায় তাঁর অভিনয় দেখে 'সাধারণী' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার গিরিশচন্দ্রকে 'বঙ্গের গ্যারিক' আখ্যায় ভূষিত করেন। কলিকাতায় তাঁরই নামাঙ্কিত 'গিরিশ পার্ক'-এ তাঁর মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে এবং পৈতৃক ভবনে তাঁর বাসকক্ষটি জাতীয় স্মৃতিসৌধরূপে সংরক্ষিত হয়েছে। [১,২,৩,৭,২০,২৫,২৬,৪০,৬৫,৬৮]

গিরিশচন্দ্র দে (?-১৯২৮ আনু.)। ঘড়ি গিরিশবাবু নামে পরিচিত। কলিকাতা সিটি কলেজের নিকটবর্তী স্থানের বাসিন্দা। জেম্‌স্ মারে কোম্পানীর ঘড়ি-মেরামতকারী ছিলেন। সোনার ঘড়ির (বিদেশে প্রস্তুত) ক্যাচের স্ব-উদ্ভাবিত আকার পরিবর্তন দ্বারা এই শিল্পে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। সুইজারল্যাণ্ডের ঘড়ি-প্রস্তুতকারকগণ সোনার ঘড়িতে গিরিশবাবুর উদ্ভাবিত ক্যাচ ব্যবহার করেন এবং তার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে একটি সোনার ঘড়ি উপহার দেন। পায়রার সখ ছিল। মাথা-উল্টানো বিশেষ ধরনের লক্কা পায়রার প্রজনন সম্ভব করেছিলেন। [৩৪]

গিরিশচন্দ্র দেব (১৮৬৬-২৮.৪.১৯৩৬)। শ্রীহট্টের ছকাপন গ্রামের স্বদেশানুরাগী প্রজাবৎসল জমিদার। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বহু কংগ্রেস নেতা ও কর্মীকে আশ্রয় দান করেন। এজন্য তাঁকে বহু লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। তিনি কুলাউড়ার কংগ্রেস সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে সভাপতি ছিলেন। বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে অর্থ-সাহায্য ও উৎসাহ দান করতেন। কাড়েড়া গ্রামে হরিজনদের জন্য তিনি একটি বিদ্যালয় এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। [১]

গিরিশচন্দ্র বসু[১] (১৮২৪-১৮৯৮) মালখানগর—ঢাকা। শম্ভুচন্দ্র। মাতুল রামলোচন ঘোষ কর্তৃক প্রতিপালিত হন। হিন্দু স্কুল থেকে বৃত্তিসহ স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও সাংসারিক বিপর্যয়ে এক বছরের বেশী কলেজে পড়তে পারেন নি। ছাত্রাবস্থায়ই ইংরেজী ও বাংলায় প্রবন্ধ রচনা করতেন। কাশীপ্রসাদ ঘোষের সাহায্যে বাঙলার প্রথম ইংরেজী সাপ্তাহিক 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার' পত্রিকা প্রকাশ করেন। রাজনীতিই এই পত্রিকার প্রধান উপজীব্য ছিল। নীলের হাঙ্গামার সময় তিনি দারোগার চাকরি করতেন। ১৮৬০ খ্রী. অসুস্থতার কারণে ঐ চাকরি ত্যাগ করেন। তারপর মুর্শিদাবাদের নবাবের প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং শেষে কালীকৃষ্ণ ঠাকুর এস্টেটের ম্যানেজার হন। তিনি মিশনারীদের সঙ্গে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে মতবিরোধের ঘটনা বিভিন্ন রচনায় প্রকাশ করেছেন। স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারে উৎসাহী ছিলেন। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন এবং মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে ঢাকা থেকে 'শক্তি' নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'জন্মভূমি', 'প্রভাকর', 'রসরাজ' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হত। স্বগ্রামে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয় এবং পোস্ট অফিস স্থাপন করেন। রচিত গ্রন্থ : 'সেকালের দারোগার কাহিনী', 'সিরাজদ্দৌলা' প্রভৃতি। [১]

গিরিশচন্দ্র বসু[২] (২৯.১০.১৮৫৩-১.১.১৯৩৯) বেরুগ্রাম—বর্ধমান। জানকীপ্রসাদ। ১৮৭০ খ্রী. হুগলী কলেজিয়েট স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স এবং ১৮৭৬ খ্রী. হুগলী কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বি.এ. পাশ করেন। কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজে উদ্ভিদবিদ্যা অধ্যাপনাকালে ১৮৭৮ খ্রী. এম.এ. পাশ করেন এবং ১৮৮১ খ্রী. সরকারী বৃত্তি নিয়ে বিলাত যান। ১৮৮২ খ্রী. রয়্যাল অ্যাগ্রিকাল-

চারাল সোসাইটির ডিপ্লোমা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সোসাইটির আজীবন সভ্য হন। ১৮৮৪ খ্রী. সর্বশেষ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। দেশে ফিরে এসে তিনি সরকারী উচ্চপদ ও সম্মান উপেক্ষা করে দেশীয় কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সচেষ্ট হন। ১৮৮৫ খ্রী. ইংরেজী ও বাংলায় 'কৃষি গেজেট' সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে কৃষি ও ফলনের উন্নতিবিধায়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করতে থাকেন। ১৮৮৬ খ্রী. 'বঙ্গবাসী স্কুল' ও ১৮৮৭ খ্রী. 'বঙ্গবাসী কলেজ' প্রতিষ্ঠা করে ঐ সময় থেকে ১৯৩৩ খ্রী. পর্যন্ত উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। সূচনা থেকেই বঙ্গবাসী স্কুল ও কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। স্কুলে হাতে-কলমে প্রাথমিক কৃষিবিদ্যা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়। কৃষি ও উদ্ভিদবিদ্যা শিক্ষার জন্য বহু গ্রন্থ প্রকাশ করেন ও বঙ্গবাসী কলেজে জীববিদ্যা-বিভাগ খোলেন। ১৯০৪ খ্রী. বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন প্রণয়নে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেটের সদস্য এবং বট্যানিক্যাল সোসাইটি অফ বেঙ্গলের প্রথম সভাপতি (১৯৩৫) ছিলেন। রাজনীতির সঙ্গে জড়িত না থাকলেও স্বদেশ-প্রীতির জন্য খ্যাত ছিলেন। এক সময় নির্যাতিত দেশকর্মীদের শিক্ষাদানের জন্য বঙ্গবাসী কলেজের দরজা খোলা রেখেছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'ম্যানুয়েল অফ বট্যানী', 'কৃষি সোপান', 'কৃষি পরিচয়', 'গাছের কথা' ইত্যাদি। এছাড়া বাংলা ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ ভূবিদ্যা-বিষয়ক 'ভূ-তত্ত্ব' গ্রন্থ রচনা তাঁর অপর কীর্তি। বাংলা ভাষায় উদ্ভিদবিদ্যা ও কৃষি-বিদ্যা-বিষয়ে গ্রন্থ রচনায়ও তিনি অন্যতম পথিকৃৎ। বি.এ. ক্লাশ পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের চেষ্টায় তিনি সফল হন। 'ইউরোপ ভ্রমণ' ও 'বিলাতের পত্র' তাঁর অপর দুই গ্রন্থ। [৩,৭,৮,২৫,২৬,২৮]

গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন (২৬.৯.১৮২২ - ৩.১২. ১৯০৩) রাজপুর—চব্বিশ পরগনা। রামধন বিদ্যা-বাচস্পতি। সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, ন্যায় ও স্মৃতি পাঠান্তে 'বিদ্যারত্ন' উপাধি প্রাপ্ত হন (১৮৪৫)। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহপাঠী এবং ১৮৪৫ - ৫১ খ্রী. পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থা-ধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮৫১ - ৮২ খ্রী. পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেন। বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে উৎসাহী ছিলেন। প্রথম জীবনে ব্রাহ্মধর্মে অনুরাগী হলেও শেষ জীবনে বৈদান্তিক মতাবলম্বী হন। জাতিভেদ-বিরোধী ছিলেন। 'সংস্কৃত যন্ত্র' প্রেস স্থাপনে বিদ্যাসাগরের প্রধান সহযোগী ছিলেন। নিজেও 'বিদ্যারত্ন যন্ত্র' পরে 'গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্র' নামে প্রেস স্থাপন করেন। স্বগ্রামে ১০ হাজার টাকার দরিদ্র ভাণ্ডার স্থাপন করেছিলেন। রচিত ও সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী : 'রঘুবংশ' (মল্লিনাথটীকা সমেত), 'দশকুমারচরিতের বঙ্গানুবাদ', 'বিধবা বিষম বিপদ' (নাটক), 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ' ও 'শব্দসার' (সংস্কৃত-বাংলা অভিধান) ; স্কুল পাঠ্য গ্রন্থ : 'উৎকর্ষ বিধান'। [১,৩,২৬]

গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ। আশুজিয়া—ময়মনসিংহ। রামদাস তর্কপঞ্চানন। শাস্ত্রীয় গ্রন্থের প্রচারক এবং ভারতীয় সংস্কৃতির গবেষণামূলক বিবিধ গ্রন্থ ও প্রবন্ধের রচয়িতা। ব্যাকরণ, তন্ত্র ও স্মৃতিগ্রন্থ সম্পাদন করে প্রকাশ করেন। রাজশাহী রাণী হেমন্ত-কুমারী সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। রাজ-শাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ-ভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত গ্রন্থ : 'পুরুষোত্তম ভাষাবৃত্তি' (এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯১২), 'তারাতন্ত্র' (বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, ১৯১৩), 'কুলচূড়ামণিতন্ত্র' (Tantrik Texts, Vol. IV, ১৯১৫), ভবদেব ভট্টের 'প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ' (বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, ১৯২৭) প্রভৃতি। রচিত গ্রন্থ : 'কৌলিন্যমার্গ রহস্য', 'সরস্বতীতন্ত্র' (সানুবাদ সংস্করণ), 'প্রাচীন শিল্প পরিচয়', 'বঙ্গে দুর্গোৎসব' প্রভৃতি। এ ছাড়া 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত তান্ত্রিক দর্শন, পুরাণ পরিচয়, বৃক্ষায়ুর্বেদ, প্রাদেশিক দেবতত্ত্ব প্রভৃতি প্রবন্ধাবলী পুস্তকাকারে এখনও প্রকাশিত হয় নি। তিনি পূর্ণানন্দের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ শ্রীতত্ত্ব-চিন্তামণির অংশ ষট্‌চক্রনিরূপণের বঙ্গানুবাদ ও টিপ্পনীযুক্ত একটি সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। [৩,১৪৬]

গিরিশচন্দ্র মজুমদার (১৮৩৭ - ১৯১৩) বীর-তারা—ঢাকা। হৃদয়কৃষ্ণ। কিছুদিন গ্রামের টোলে ব্যাকরণ অধ্যয়নের পর বরিশালে ইংরেজী শিক্ষা করেন। ১৮৬০ খ্রী. বৃত্তি ও পদকসহ ঢাকা পোগোজ স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পাশ করেন। ঢাকা কলেজে পাঠ্যাবস্থায় 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার মারফত ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কলেজ ত্যাগ করেন ও ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারে প্রবৃত্ত হন। ১৮২৫(?) খ্রী. তিনি স্থায়িভাবে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য নিযুক্ত হন। বিক্রমপুর বিদ্যোৎসাহিনী সভার মাধ্যমে সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতা-সমূহ 'স্বভাবদর্শন'-নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। তা ছাড়া থিওডোর পার্কারের প্রার্থনা-পুস্তক থেকে তিনি 'প্রার্থনামালা' নামে একটি অনুবাদ-সঙ্কলনও প্রকাশ করেছিলেন। কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধুর সহায়তায় তিনি স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের

জন্য বরিশালে স্কুল স্থাপন করেন। ১৮৭১ খ্রী. 'স্ত্রী-জাতির উন্নতিবিধায়িনী সভা' এবং ১৮৭৭ খ্রী. ধর্মপ্রচারোদ্দেশ্যে 'ব্রাহ্মিকা সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। স্ত্রী-শিক্ষাদানের জন্য অর্থগ্রহণ করতেন না। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য, বক্তা ও শিক্ষকরূপে তাঁর জীবন বিশেষ ঘটনাবহুল। [১,৮]

গিরিশচন্দ্র রায়, রাজা (১৭৮৬-১৮৪১) কৃষ্ণনগর—নদীয়া। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র। মাত্র ষোল বছর বয়সে পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তির অধিকারী হন। কিন্তু অমিতব্যয়িতার জন্য পৈতৃক জমিদারীর ৮৪টি পরগনার মধ্যে ৫/৬টি পরগনা মাত্র তাঁর সময়ে অবশিষ্ট ছিল। গুণিগণের উৎসাহদাতা, কালোয়াতি আমোদী ও সঙ্গীতাভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর সময়ে দিল্লীর প্রসিদ্ধ গায়ক কায়েম খাঁ তিন পুত্রসহ কৃষ্ণনগরে এসে প্রতিষ্ঠিত হন। গিরিশচন্দ্র কৃষ্ণনগরে 'আনন্দময়' নামে শিবমূর্তি ও 'আনন্দময়ী' নামে কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮২৫ খ্রী. নবদ্বীপেও 'ভবতারণ' নামে শিবমূর্তি এবং 'ভবতারিণী' নামে কালীমূর্তি স্থাপন করে তার ব্যয় নির্বাহের জন্য নিষ্কর ভূসম্পত্তি প্রদান করেন। [১]

গিরিশচন্দ্র সেন, মৌলবী, ভাই (১৮৩৫/৩৬-১৫.৮.১৯১০) পাঁচদোনা—ঢাকা। মাধবরাম। ছাত্রজীবনে ফারসী ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ময়মনসিংহে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারিতে নকলনবীসের কাজ করতেন। কেশব সেন ও বিজয়কৃষ্ণের প্রভাবে ১৮৭১ খ্রী. তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়ে প্রচারক-ব্রত গ্রহণ করেন। সর্বধর্মসমন্বয়ে উৎসাহী গিরিশচন্দ্র কেশবচন্দ্রের আদেশে ইসলামধর্ম অনুশীলন করেন। আরবী ভাষা ও ঐসলামিক ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য লক্ষ্ণৌ যান। ছয় বছরের পরিশ্রমে (১৮৮১-৮৬) 'কোর-আন্-শরীফ'-এর সটীক বঙ্গানুবাদ করেন। এটিই কোরানের প্রথম বঙ্গানুবাদ এবং বাংলা সাহিত্যে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দান। এ ছাড়া তিনি মূল ফারসী গ্রন্থ থেকে গোলেস্তাঁ ও বুস্তাঁর হিতোপাখ্যানমালা, হাদিস প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ, মহাপুরুষ মোহাম্মদ, খলিফাবর্গ, ৯৬ জন তাপস ও তাপসীর জীবনী, সবশুদ্ধ ৪২ খানি পুস্তক বাংলায় রচনা ও প্রকাশ করেন। বইগুলি মুসলমান-সমাজে বিশেষভাবে আদৃত হয়। মুসলমানেরা তাঁকে মৌলভী আখ্যা দিয়েছিল এবং মেয়েরাও তাঁকে পিতৃ-সম্বোধন করত। গোলেস্তাঁ ও বুস্তাঁর হিতোপাখ্যানমালা (১ম ও ২য় ভাগ) পূর্ববঙ্গ ও আসামের বিদ্যালয়সমূহে পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দিষ্ট ছিল। ১৮৬৭-১৯১০ খ্রী. পর্যন্ত বইটির ১৩টি সংস্করণ হয়। তিনি রামমোহন রচিত ইসলাম-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ 'তুহ্ফাৎ-উল-মুয়াহ্হিদীন'-এর বঙ্গানুবাদ করে 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। স্কুলে অধ্যাপনকালে স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা প্রচারকল্পে 'বনিতা বিনোদন' পুস্তক প্রকাশ করেন। 'সুলভ সমাচার' ও 'বঙ্গবন্ধু' পত্রিকার সহযোগী এবং 'মহিলা' নামে মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন। 'রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি ও জীবনী' তাঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। [১,৩,১৬]

গিরীন চক্রবর্তী (১৩১৯?-৬.৯.১৩৭২ ব.)। পল্লীগীতি এবং নজরুল সঙ্গীতের গায়ক হিসাবে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। দেশবিভাগের পূর্ব পর্যন্ত তিনি ঢাকা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কয়েকটি ছায়াচিত্রের সঙ্গীত-পরিচালক হিসাবেও তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। [৪]

গিরীন্দ্রচন্দ্র বসু (১৮৬৫-২২.১২.১৯৩০) কলিকাতা। গোপালচন্দ্র। বাঙলাদেশের প্রথম ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এবং প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিনের গবেষণাগারের একজন সহকারী ছিলেন। ১৮৯৬ খ্রী. গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ.আই.ই.ই. উপাধি লাভ করেন। সাহিত্যানুরাগী ছিলেন এবং কয়েকটি শিশু-সাহিত্যও রচনা করেন। [১]

গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৫?-৩০.৭.১৯৪৩) কলিকাতা। ১৯১২ খ্রী. বি.এ. পাশ করেন। ছাত্রাবস্থায় গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দেন এবং ১৯১৩ খ্রী. দামোদর বন্যায় ত্রাণকার্য করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছু পূর্ব থেকে বাঙলার বিভিন্ন দলের বিপ্লবীরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এমনি এক প্রচেষ্টায় কয়েকজন বিপ্লবী ২৬.৮.১৯১৪ খ্রী. অস্ত্রসংগ্রহের জন্য বিদেশী অস্ত্র-ব্যবসায়ী 'রড়া কোম্পানী'র আমদানি-করা 'মশার' পিস্তলের একটি বাক্স ও কার্তুজ হস্তগত করেন। এই কাজে তিনিও যুক্ত ছিলেন। ঐ সূত্রে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং কারাবাস ও অন্তরীণ-বাস করে ১৯১৯ খ্রী. মুক্তিলাভ করেন। মুক্তি-লাভের পর শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রতিষ্ঠিত 'সার্ভেন্ট' পত্রিকায় কিছুদিন কাজ করেন। কিছু-কাল শিক্ষকতাও করেন। এরপর পুনরায় গ্রেপ্তার ও আটক হন। ১৯২৮ খ্রী. মুক্তি পান। তারপর বৌবাজার হাই স্কুল পরিচালনা শুরু করেন। প্রধান শিক্ষক হিসাবে উক্ত স্কুলে তিনি বালিকা বিভাগ স্থাপন করেন। প্রেসিডেন্সী গার্লস্ কলেজ স্থাপনেও প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। বৌবাজার হাই

স্কুলের বালিকা-বিভাগ বর্তমানে গিরীন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গীকৃত। [৫,২০]

গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (? - ৯.৮.১৯৩৫) মজিলপুর—চব্বিশ পরগনা। যোগেন্দ্রনাথ। ১৮৯৩ খ্রী. সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। ১৯০০ খ্রী. কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এম.বি. পাশ করেন এবং অস্ত্রচিকিৎসায় প্রথম স্থানাধিকারের জন্য 'ম্যাক-লিয়ড' স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। এম.বি. পরীক্ষার ফল প্রকাশের আগেই বাঙলার সরকার তাঁকে দ্বারভাঙ্গার রেসিডেন্ট সার্জন নিযুক্ত করেন। যকৃতের চিকিৎসা-প্রণালী বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯০৮ খ্রী. এম.ডি. উপাধি পান। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞানের জন্য ভাটপাড়া পণ্ডিত-সভা কর্তৃক 'ভিষগাচার্য' উপাধিতে ভূষিত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো (১৯০৯ - ১৯১৪) এবং ফ্যাকাল্টির সভ্য, অবৈতনিক বিচার-পতি, জুভেনাইল জেলের বেসরকারী পরিদর্শক, দক্ষিণ কলিকাতা হিন্দু মহাসভার সহ-সভাপতি এবং আশুতোষ কলেজের সেক্রেটারী ছিলেন। তা ছাড়া বহু বিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগা-যোগ ছিল। [১]

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮.৮.১৮৫৮ - ১৬. ৮.১৯২৪) কলিকাতা। হারাণচন্দ্র মিত্র। দশ বছর বয়সে নরেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। পিতা ও স্বামীর কাছেই তিনি শিক্ষালাভ করেন। অঙ্কনবিদ্যাও কিছু জানতেন। 'জনৈক হিন্দু মহিলার পত্রাবলী' তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা (১৮৭২)। প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'কবিতাহার' (১৮৭৩)। ১৮৮৪ খ্রী. স্বামীর মৃত্যুর পর বিখ্যাত শোক-কাব্য 'অশ্রুকণা' রচনা করেন। অক্ষয়কুমার বড়াল কর্তৃক এই গ্রন্থের কবিতাবলী নির্বাচিত হয়। স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে সখ্যতা ছিল। তিনি তিন বছর 'জাহ্নবী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। কালিদাসের 'কুমারসম্ভব'-এর বাংলায় পদ্যানুবাদ তাঁর অন্যতম কীর্তি। অন্তঃপুরবাসিনী এই কবির কবিতা গার্হস্থ্য-চিত্রসম্বলিত আত্মগত রচনার মধ্যেই সীমা-বদ্ধ ছিল। রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ১০। অন্যান্য গ্রন্থ : 'ভারতকুসুম', 'আভাষ', 'স্বদেশিনী', 'সিন্ধুগাথা' প্রভৃতি। [৩,২৫,২৬]

গিরীন্দ্রশেখর বসু (৩০.১.১৮৮৭ - ৩.৬. ১৯৫৩)। পিতা চন্দ্রশেখর দ্বারভাঙ্গা মহারাজের দেওয়ান ছিলেন। সেখানেই গিরীন্দ্রশেখরের জন্ম। স্কুলের ছাত্রাবস্থায় কিছুদিন জাদুবিদ্যা অনুশীলন করেন। ১৯০৫ খ্রী. প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এস-সি. এবং ১৯১০ খ্রী. মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম.বি. পাশ করেন। এ সময় ভারতে মানসিক রোগ চিকিৎসার কোনো শিক্ষাকেন্দ্র না থাকায় অধ্যয়ন ও অনুশীলনের দ্বারা ঐ রোগের চিকিৎসায় ব্রতী হন। ফ্রয়েড উদ্ভাবিত মনঃসমীক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে এদেশের বিশেষ পরিচয় ছিল না এবং ফ্রয়েড রচিত জার্মান গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদও তখন এদেশে আসে নি। গিরীন্দ্রশেখর উদ্ভাবিত চিকিৎসা-পদ্ধতির সঙ্গে ফ্রয়েডী-পদ্ধতির সমতা ছিল, অনেক ক্ষেত্রে ফ্রয়েডী-পদ্ধতি তিনি মেনেও নিয়েছিলেন। ফ্রয়েডের মতের সঙ্গে তাঁর মূল পার্থক্য দেখা দেয় মনের অবদমন-ক্রিয়া সম্পর্কে। এ সম্পর্কে তাঁর মতবাদ 'থিওরী অফ অপোজিট উইশ' নামে খ্যাত। ফ্রয়েড এ মতবাদ স্বীকার না করলেও এর বিস্তৃতরূপে পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে তাঁকে চিঠি দেন। ১৯১৭ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিদ্যায় এম.এস-সি. পাশ এবং ১৯২১ খ্রী. ডি.এস-সি. উপাধি লাভ করেন। এই বছর থেকেই সম্পূর্ণরূপে মানসিক রোগ চিকিৎসায় আত্মনিয়োগ করেন এবং এই বিষয়ে ফ্রয়েডের সঙ্গে পত্রালাপ শুরু করেন। কলিকাতার ১৪ পার্শীবাগান লেনে নিজের বাড়িতে 'ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি' স্থাপন (১৯২২) করে আন্ত-র্জাতিক সঙ্ঘের অনুমোদন লাভ করেন। ১৯৪০ খ্রী. নিজ ভ্রাতা রাজশেখর বসুর দান-করা বাড়িতে তিন-শয্যাযুক্ত মানসিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এই বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে (লুম্বিনী পার্ক) ১৭৫টি শয্যা আছে। ১৯১১ - ১৫ খ্রী. মেডিক্যাল কলেজের শারীরবিদ্যার অধ্যাপক এবং ১৯১৭ - ৪৯ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অ্যাবনর্ম্যাল সাই-কোলজী' বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি অধ্যক্ষ, প্রধান অধ্যাপক ইত্যাদি বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত থেকে অসুস্থতার জন্য পদত্যাগ করেন। বাংলায় 'স্বপ্ন' এবং ইংরেজীতে 'এভ্রিডে-সাইকো-অ্যানালাইসিস্', 'কনসেপ্ট্ অফ রিপ্রেশন' ইত্যাদি মনোবিজ্ঞানের গ্রন্থ ছাড়াও 'লালকালো', 'পুরাণ প্রবেশ', 'ভগবদ্গীতা' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ভারতীয় দর্শন তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ধারাকে যে কি পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল তা তাঁর বিভিন্ন পুস্তক এবং 'নিউ থিয়োরি অফ মেণ্টাল লাইফ' ও অন্যান্য প্রবন্ধে সুস্পষ্ট। বিজ্ঞান-সাহিত্যে তাঁর অবদান দুটি ধারায় : প্রথমত তিনি মনোবিদ্যা ও মনঃসমীক্ষণের লোকরঞ্জক অথচ সার-বান্ বর্ণনা প্রদানে প্রয়াসী হয়েছিলেন ; দ্বিতীয়ত মনোবিদ্যার পরিভাষা রচনা ও চয়নে বিলক্ষণ শ্রম ও সময় ব্যয় করেছিলেন। তাঁর সঙ্কলিত 'মনো-

বিদ্যার পরিভাষা' (১৯৫৩) বইটিতে শেষোক্ত প্রচেষ্টার পরিচয় রয়েছে। [৩,১৮,২৬]

গিরীন্দ্র সিংহ (১৯২৩?-২.২.১৯৭১) কলিকাতা। 'উল্টোরথ', 'সিনেমা জগৎ', 'প্রসাদ' ইত্যাদি পত্রিকার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে ক্রমে প্রযোজকরূপে চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করেন। 'শ্রীঅরূপ' ছদ্মনামে চিত্র-সমালোচক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। [১৬]

গীতা দত্ত (১৯৩১-২০.৭.১৯৭২) হিন্দী চিত্রে প্লে-ব্যাক শিল্পী হিসাবে তিনি সারা ভারতে খ্যাতি অর্জন করেন। ফিল্মে ও রেকর্ডে তাঁর বহু গান অত্যধিক জনপ্রিয় হয়েছে। বিয়ের আগে তিনি গীতা রায় নামে সুপরিচিত ছিলেন। বিশিষ্ট প্রযোজক, পরিচালক ও অভিনেতা গুরু দত্তের তিনি স্ত্রী। তাঁর গাওয়া 'শচীমাতা গো আমি চার যুগে হই জনমদুখিনী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য গান। [১৭]

গীষ্পতি কাব্যতীর্থ (?-১৩৩৩ ব.)। ১৯০৫ খ্রী. থেকে ১৯১১ খ্রী. স্বদেশী আন্দোলনের সময় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের সহকর্মী ছিলেন এবং রাজনৈতিক বক্তৃতাদি দ্বারা জনপ্রিয় হন। তিনি কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। [১,৫]

গুণবিষ্ণু (১১/১২শ শতাব্দী)। বাঙলার খ্যাতনামা বৈদিক পণ্ডিত। তিনি বিবাহাদি সংস্কার, সন্ধ্যাকৃত্য এবং শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানের উপযোগী মন্ত্রাদি ব্যাখ্যা সহযোগে আটভাগে বিভক্ত 'ছান্দোগ্য মন্ত্র-ভাষ্য' গ্রন্থ রচনা করেন। অনেকের মতে তিনি 'পারস্কর গৃহ্যভাষ্য', 'ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ মন্ত্রভাষ্য' প্রভৃতি গৃহ্যকর্মের উপযোগী বৈদিক মন্ত্রসমূহের ভাষ্য-রচয়িতা। কারও কারও মতে তিনি গৌড়াধিপতি বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ্ ছিলেন। [১,৬৭]

গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০১?-২৫.৩.১৯৬৮)। খ্যাতনামা চিত্র-পরিচালক। নিজস্ব পরিচালনায় প্রায় ১৫/২০টি ছবি তৈরি করেছেন। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : 'মাতৃহারা', 'জীবনসঙ্গিনী', 'নিরক্ষর', 'বিশ বছর আগে', 'মা ও ছেলে', 'নীলাঙ্গুরীয়', 'রাজপথ', 'গৃহলক্ষ্মী' প্রভৃতি। একজন উঁচুদরের শিল্পীও ছিলেন। বাংলা চিত্রজগতে তিনিই সর্বপ্রথম কার্টুন (ব্যঙ্গচিত্র) চালু করেন। অবসর-সময়ে প্রচুর ছবি আঁকতেন। শেষ-বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। [১৭]

গুণরাজ খাঁ (১৬শ শতাব্দী)। ভগীরথ। বর্ধমানের কুলীনগ্রামে বাস করতেন। প্রকৃত নাম মালাধর বসু। গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের মন্ত্রী এবং রাজসভায় রূপ ও সনাতনের নিয়োগকারী। ১৫৭৩ খ্রী. ভাগবতের প্রথম ও একাদশ স্কন্দের অনুবাদ করেন। তাঁর কবিত্বগুণে মুগ্ধ হয়ে গৌড়েশ্বর তাঁকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধিতে ভূষিত করেন। এই অনুবাদ-গ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'। গ্রন্থটিতে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য-ভাব অপেক্ষা ঐশ্বর্য-ভাবের ওপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। 'শ্রীধর্ম-ইতিহাস', 'লক্ষ্মী চরিত্র', 'যোগসার' এবং রামায়ণ ও মহাভারতের বিবিধ উপাখ্যানের রচয়িতা হিসাবে একজন গুণরাজের নাম পাওয়া যায়। উভয়ে একই ব্যক্তি কিনা বলা যায় না। [১,২,৩, ২৫,২৬]

গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ। সম্ভবত নদীয়া জেলার গাঙ্গুরিয়া নিবাসী। গদাধরের অভ্যুদয়ের পূর্বে খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙলার নৈয়ায়িক-সমাজে যে চারজন মহানৈয়ায়িকের গ্রন্থ প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল গুণানন্দ তাঁদের অগ্রণী। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা গুণকিরণাবলী-প্রকাশদীধিতির উপর রচিত 'বিবেক' নামক টীকা। [৯০]

গুমাকু সরকার (গুমানু সরকার) (১৯শ শতাব্দী)। ১৮৩২-৩৩ খ্রী. ময়মনসিংহের অন্তর্গত সেরপুরের দ্বিতীয় গারো বা পাগলপন্থী হাঙ্গামার অন্যতম নেতা। [১,৫৬]

গুরুচরণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী) চন্দননগর। উক্ত অঞ্চলের একজন খ্যাতনামা কথক। রঘুনাথ শিরোমণির কথক হিসাবে তাঁর স্থান নির্দিষ্ট ছিল। [১]

গুরুচরণ তর্ক-দর্শনতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৩৮) দেবগ্রাম—ত্রিপুরা (পূর্ববঙ্গ)। দেবীচরণ তর্কালঙ্কার। রাঢ়ীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ। বিভিন্ন স্থানে বিখ্যাত পণ্ডিতদের চতুষ্পাঠীতে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করে স্বর্ণপদক ও স্বর্ণকেয়ূর লাভ করেন। পরে দর্শনশাস্ত্রেও উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১২ বছর পুরী সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। পরে রাজশাহী হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজের ন্যায় ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক হয়ে সেখানে ১৯০৮ খ্রী. পর্যন্ত কাজ করেন। তারপর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ন্যায়ের প্রধান অধ্যাপক হন। ১৯২৩ খ্রী. অবসর-গ্রহণ করার পর কিছুদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৩৬ খ্রী. ত্রিপুরা মহারাজদরবারে দ্বারপণ্ডিত নিযুক্ত হন। ১৯০৮ খ্রী. তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। তাঁর কৃতী শিষ্যগণের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় জগন্নাথ তর্কতীর্থ (পুরী), যোগেন্দ্রনাথ ষড়্দর্শনতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় রমেশচন্দ্র

তর্কতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ প্রমুখদের নাম উল্লেখযোগ্য। [১৩০]

গুরুদাস চক্রবর্তী (? - ১৩৩৪ ব.)। শিক্ষাব্রতী ও ধর্মপ্রচারক। যৌবনের প্রারম্ভে ব্রাহ্মসমাজের নেতা শিবনাথ শাস্ত্রীর সংস্পর্শে এসে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হন। সমাজের কাজে দীর্ঘদিন পাটনা ও বাঁকীপুরে কাটান। ছাত্রদের মধ্যে ধর্ম ও নীতি প্রচারার্থ 'বিহার-যুব-সঙ্ঘ' স্থাপন করেন। তিনি বাঁকীপুরের 'রামমোহন সেমিনারী' নামে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ঢাকার 'ঈস্ট বেঙ্গল ইন্‌স্টিটিউট' বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালেও বিশেষ পরিশ্রম করেন। বাঁকীপুরে প্লেগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে নিজপ্রাণ তুচ্ছ করে সেবাদল গঠন করে সেবাকার্য চালিয়েছিলেন। [১]

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় (১২৪৪ - ১২.১.১৩২৫ ব.) দাদুপুর—নদীয়া। জগমোহন। হিন্দু হোস্টেলের সামান্য বাজার সরকার থেকে বিরাট পুস্তক বিপণি স্থাপন করেন। এ কাজে সততা ও ব্যবসায়-বুদ্ধিই তাঁর প্রধান সম্বল ছিল। উক্ত হোস্টেলের সিঁড়ির কোণে ছাত্রদের কাছে দুর্গাদাস করের প্রসিদ্ধ পুস্তক 'মেটেরিয়া মেডিকা' বিক্রী করে ব্যবসায়ের সূত্রপাত হয়। ক্রমে কলেজ স্ট্রীটে 'বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠা করেন। রজনীকান্ত গুপ্তের 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' গ্রন্থ বিক্রী করে বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সাহিত্যিকদের যথাযথ প্রাপ্য অর্থ নির্দিষ্ট দিনে মেটানো তাঁর মূলনীতি ছিল। বহু সাহিত্যিক তাঁর সহায়তা পেয়ে বিখ্যাত হয়েছেন। ১৮৮৫ খ্রী. ২০১নং কর্নওয়ালিস্ স্ট্রীটের নিজস্ব বাড়িতে 'গুরুদাস লাইব্রেরী' স্থানান্তরিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সংকল্পিত 'ভারতবর্ষ' মাসিকপত্রের প্রকাশ তাঁর অপর কীর্তি। এর আগে বাংলা ভাষায় বার্ষিক ৩ টাকার অধিক মূল্যের কোন মাসিকপত্র ছিল না। তিনিই প্রথম ৬ টাকা মূল্যের পত্রিকার প্রবর্তক। [১,৫]

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার (২৬.১.১৮৪৪ - ২.১২.১৯১৮) কলিকাতা। রামচন্দ্র। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের তিনিই প্রথম ভারতীয় ভাইস-চ্যান্সেলর (১৮৯০ - ৯২)। তিন বছর বয়সে পিতৃহীন হন। মাতার প্রেরণায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল থেকে ১৮৫৯ খ্রী. এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং প্রেসিডেন্সীর ছাত্র হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. (১৮৬৫), বি.এল. (১৮৬৬) ল অনার্স (১৮৭৬) পাশ করেন। শিক্ষান্তে প্রেসিডেন্সী কলেজ, জেনারেল অ্যাসেম্ব্লীজ ইন্‌স্টিটিউশন ও বহরমপুর কলেজে অধ্যাপনা করেন এবং মুর্শিদাবাদের নবাবের আইন-উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। জননীর আগ্রহে তিনি ১৮৭২ খ্রী. কলিকাতায় এসে হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। ১৮৭৭ খ্রী. ডি.এল. উপাধি পান এবং ১৮৮৮ খ্রী. বিচারপতির পদ লাভ করেন। ষোল বছর বিচারকের কাজ করার পর স্বেচ্ছায় অবসর-গ্রহণ করেন। অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ও কমিশনার হিসাবে বাঙলার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। ১৮৭৮ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর আইন অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৭৯ খ্রী. বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ও আইন-পরীক্ষক এবং তিন বছর সিণ্ডিকেটের সদস্য ছিলেন। পরীক্ষা পরিচালনা ও পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনেও কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ১৮৯০ খ্রী. ভাইস-চ্যান্সেলর হন। ১৯০২ খ্রী. বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সদস্য ও ১৯১২ খ্রী. ল ফ্যাকাল্টির ডীন হন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উৎসাহী কর্মী হিসাবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে সাহায্য করেন ও আমৃত্যু এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ এবং ভারতীয় বিজ্ঞান উৎকর্ষিণী সভার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সরকার-কর্তৃক 'স্যার' (১৯০৪) এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডক্টরেট (সম্মানিক) উপাধিতে ভূষিত হন। দেশীয় ভাষার চর্চায় উৎসাহী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার চর্চা আবশ্যিক করার এবং বাংলার মাধ্যমে সকল শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টায় তাঁর বিপুল অবদান ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সঙ্গে কায়িক শ্রমের কাজেও উৎসাহী ছিলেন এবং জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনায় অগ্রণী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় সরকারী হস্তক্ষেপের তিনি নিন্দা করেন ও সক্রিয়ভাবে বাধা দেন। স্ত্রী-শিক্ষায় আগ্রহী ছিলেন। এই বিষয়ে তাঁর ধারণা : কোন সমাজের শিক্ষা পরিপূর্ণ হয় না যদি সেই সমাজের স্ত্রী-জাতিও প্রকৃত শিক্ষিত না হয়।' শিক্ষকের ব্যক্তিগত চরিত্রবল শিক্ষা-ব্যবস্থার অঙ্গ, এই বিষয়ে তাঁর উক্তি : 'আর্নল্ড রাগবীতে (বিদ্যালয়) যা করেছে, এক-লাইব্রেরী বই তা করতে পারতো না।' হিন্দু স্কুল, হেয়ার স্কুল, নারিকেলডাঙ্গা স্কুল প্রভৃতি বিভিন্ন শিক্ষালয়ের প্রতি তাঁর বিশেষ মনোযোগ ছিল। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময় ফেডারেশন হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন-সভার তিনি (১৬.১০.১৯০৫) প্রধান বক্তা ছিলেন। এই সভার সভাপতি ছিলেন আনন্দমোহন বসু। এই সভার বক্তৃতা রাজ-

নীতিকদের সাহায্য করেছিল। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'জ্ঞান ও কর্ম', 'শিক্ষা', 'এ ফিউ থট্স অন এডুকেশন' এবং 'দি এডুকেশন প্রবলেম ইন্ ইণ্ডিয়া'। ঠাকুর আইন অধ্যাপকরূপে তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতা 'হিন্দু ল অফ ম্যারেজ অ্যান্ড স্ত্রীধন' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে এটিই প্রামাণিক গ্রন্থ। ইউনিভারসিটিজ কমিশনের সদস্য হিসাবে তাঁর লিপিবন্ধ বক্তব্য জাতীয় শিক্ষার সহায়ক বলে বিবেচিত হয়। [১,৩,৫,৭,৮,২৫,২৬]

গুরুপ্রসন্ন ঘোষ (?-১৯০০) পাথুরিয়াঘাটা—কলিকাতা। শিবনারায়ণ। কলিকাতার একজন বিত্তশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বাগবাজারে একটি অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করেন। মেধাবী ছাত্রদের বিদেশে গিয়ে শিল্পশিক্ষার জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বৃত্তি-প্রচলনার্থ ৪ লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। [১,২৫,২৬]

গুরুপ্রসাদ বল্লভ। ফরাসডাঙ্গা। তিনি 'চণ্ডী' যাত্রাভিনয় করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। [১]

গুরুপ্রসাদ মিশ্র (১৯শ শতাব্দী) বারাণসী। প্রখ্যাত ধ্রুপদ ও খেয়াল গায়ক। প্রধানত বিহারের বেতিয়া সঙ্গীত-কেন্দ্র থেকে শিক্ষালাভ করেন। দীর্ঘকাল কলিকাতায় থেকে ধ্রুপদে ও খেয়ালে নেতৃস্থানীয় গায়করূপে সুপরিচিত হন। রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, শশিভূষণ দে, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞগণ তাঁর শিষ্য ছিলেন। [৩]

গুরুপ্রসাদ সেন (২০.৩.১৮৪৩-২৯.৯.১৯০০) ডোমসার—ঢাকা। কাশীচন্দ্র। বাল্যে পিতৃবিয়োগের ফলে মাতুল রাধানাথ কর্তৃক প্রতিপালিত হন। ঢাকা পোগোজ স্কুল থেকে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৮৬৪ খ্রী. এম.এ. পাশ করেন। তিনিই পূর্ববঙ্গের প্রথম এম.এ.। ১৮৬৫ খ্রী. বি.এল. পরীক্ষা পাশ করেন এবং প্রাদেশিক শাসনবিভাগে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটরূপে প্রথমে কৃষ্ণনগর ও পরে বাঁকিপুরে কাজ করেন। সেখানে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি সরকারী পদ ত্যাগ করে স্বাধীনভাবে ওকালতি শুরু করেন। নিজের ওকালতী ব্যবসায় ছাড়াও বিহারের প্রধান প্রধান জমিদারগণের তিনি আইন-উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁর জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা নীলকর চাষীদের পক্ষাবলম্বনে সংগ্রাম। প্রধানত তাঁরই চেষ্টায় বিহারে নীলকর চাষীরা অত্যাচার-মুক্ত হয়। বিহারের প্রথম ইংরেজী পত্রিকা 'বিহার হেরল্ড' (১৮৭৪) প্রকাশের কৃতিত্বও তাঁরই। এই সাপ্তাহিক পত্রের সাহায্যেই তিনি জনসাধারণের সপক্ষে সংগ্রাম করে তাদের বন্ধু হয়ে ওঠেন। দরিদ্র ছাত্রদের জন্য হোস্টেল এবং ঢাকায় ও বাঁকিপুরে দু'টি স্কুল স্থাপন করেন। নিজ গ্রামে রাস্তাঘাট নির্মাণেও উদ্যোগী ছিলেন। বিহারে ল্যান্ড-হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা (১৮৭৮) তাঁর চেষ্টাতেই সম্ভব হয়। ১৮৯৫ খ্রী. বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও পরের বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হন। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে বাঙালী পাঠকশ্রেণীর কাছে তিনি পরিচিত হন। জুরীর বিচার-ব্যবস্থা ওঠানোর চেষ্টা হলে তাঁর রচিত ইংরেজী পুস্তিকা বিলাতেও প্রশংসা অর্জন করেছিল। বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধ-সঙ্কলন 'An Introduction to the Study of Hinduism' ১৮৯১ খ্রী. প্রকাশিত হয়। অপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'Notes on Some Questions of Administration in India' (১৮৯৩)। তিনি ধর্মবিশ্বাসে উদারপন্থী ও বিধবাবিবাহের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। বিপথগামী মেয়েদের বিবাহ ও পুনর্বাসনের পক্ষে তিনি নিবন্ধাদি লিখেছেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সূচনা থেকেই তিনি তার সমর্থক ছিলেন ও বিভিন্ন কংগ্রেসে গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন। ১৮৯৯ খ্রী. দুই পুত্র-সহ ইংল্যান্ড যান। দেশে ফেরার পথে রোমে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন এবং বাঁকিপুরে স্বগৃহে মারা যান। [১,৩,৮,৪১]

গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য। সংস্কৃত-সাহিত্যের একজন খ্যাতনামা অনুবাদক। তাঁর রচিত ২১টি গ্রন্থের সংবাদ পাওয়া যায়। এর মধ্যে 'রত্নাবলী', 'চণ্ডকৌশিক', 'শকুন্তলা', 'মৃচ্ছকটিক', 'কর্ণবধ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। [৪]

গুরুসদয় দত্ত (১০.৫.১৮৮২-২৫.৬.১৯৪১) বীরশ্রী—শ্রীহট্ট। রামকৃষ্ণ। ১৯০৫ খ্রী. বিলাত থেকে আই.সি.এস. পাশ করে তিনি আরা জেলার এস.ডি.ও. হিসাবে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। পরে বাঙলা সরকারের বহু উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। বিদেশে (রোম ও কেম্ব্রিজে) আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন। ব্রতচারী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা (১৯৩১)। লোকরঞ্জক ছড়া ও সঙ্গীতের মাধ্যমে তিনি এই আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তোলেন। পল্লী-সংস্কৃতি ও শিল্পবস্তুর নিদর্শন রক্ষারও চেষ্টা করেছেন। তাঁর সংগৃহীত সাংস্কৃতিক সম্পদসমূহ ব্রতচারী আন্দোলনের কেন্দ্র ঠাকুরপুকুরে মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। স্ত্রীর নামে 'সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি' এবং 'বঙ্গলক্ষ্মী' মাসিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন।

রচিত গ্রন্থ : 'ভজার বাঁশি', 'চাঁদের বুড়ি', 'পটুয়া সংগীত', 'সরোজনলিনী' ইত্যাদি। ইংরেজী গ্রন্থ 'Indian Folk-dance and Folk-lore Movement' এবং 'The Folk-dances of Bengal' উল্লেখযোগ্য। হায়দরাবাদ, মহীশুর, মাদ্রাজ, বাঙলাদেশ, এমন কি লণ্ডনেও ব্রতচারী সমিতি স্থাপন করেছিলেন। [৩,৫,২৫,২৬]

গোকুলচন্দ্র নাগ (১৮৯৫-১৯২৫) কলিকাতা। মতিলাল। প্রখ্যাত 'কল্লোল' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সহকারী সম্পাদক ছিলেন। অতি অল্প বয়সেই চিত্রাঙ্কন ও সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। রচিত গ্রন্থ : 'পথিক', 'ঝড়ের দোলা', 'মায়ামুকুল' প্রভৃতি। এ ছাড়াও 'কল্লোল' পত্রিকায় তাঁর রচনাবলী প্রকাশিত হত। 'সোল অফ এ শ্লেভ' ছবির প্রয়োজনায় সাহায্য ও তাতে অভিনয় করেছিলেন। যক্ষ্মারোগে দার্জিলিংয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। [২৬]

গোকুলানন্দ বিদ্যামণি (১৮শ শতাব্দী) নবদ্বীপ। নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ সুবুদ্ধি শিরোমণির প্রপৌত্র। তিনিও একজন অসাধারণ জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত ছিলেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকে বৃত্তি লাভ করে তিনি নবদ্বীপে বসবাস আরম্ভ করেন। বিদেশী ঘড়ির আবিষ্কারের পূর্বেই তিনি দেশীয় প্রথায় একটি উৎকৃষ্ট ঘড়ি প্রস্তুত করেন। এই ঘড়ির সাহায্যে দণ্ড, পল, ইত্যাদি সূক্ষ্ম সময় সঠিকভাবে নির্ণয় করা যেত। [১]

গোকুলানন্দ সেন (১৮শ শতাব্দী) কান্দী—মুর্শিদাবাদ। ব্রজকিশোর। গুরু-দত্ত 'বৈষ্ণবদাস' নামেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি 'গুরুকুল পঞ্জিকা' এবং 'পদকল্পতরু' নামক পদাবলী সংগ্রহ-গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা। পদকল্পতরু-গ্রন্থে গোকুলানন্দ-রচিত ২৭টি পদ আছে। তিনি সুগায়কও ছিলেন। [১]

গোঁজলা গুই (আনু. ১৭০৪-?)। খ্যাতনামা কবিয়াল। তাঁর রচিত একটি মাত্র গান ঈশ্বর গুপ্ত সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। খুব সম্ভব তিনি পেশাদার কবির দল গঠন করেছিলেন। টপ্পা-রীতিতে ও টিকারা-সংগতে কবি-গান করতেন। তাঁর শিষ্য লালু, নন্দলাল, কেষ্টা মুচি, রঘুনাথ দাস ও রামজী থেকেই পরবর্তী বিখ্যাত কবিয়ালদের উদ্ভব হয়। শোনা যায়, রঘুনাথ দাস দাঁড়া-কবির প্রবর্তক। [৩,২৬]

গোপচন্দ্র। গুপ্তরাজগণের দুর্বলতার সুযোগে বাঙলাদেশে বঙ্গ ও গৌড় নামে দুই স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠেছিল। গোপচন্দ্র নামক এক ব্রাহ্মণ বঙ্গ-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ব'লে অনুমান করা হয়। এই বংশেরই সন্তান শীলভদ্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ছিলেন। ধর্মাদিত্য ও নরেন্দ্রাদিত্য সমাচার-দেব বঙ্গের অপর দুই উল্লেখযোগ্য রাজা। অনুমান ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় পাদে তাঁরা বর্তমান ছিলেন। লিপি-প্রমাণ থেকে মনে হয়, উল্লিখিত তিনজনের মধ্যে গোপচন্দ্রই প্রথম ও প্রধান ছিলেন। [১৬,৬৭]

গোপাল উড়ে (১৯শ শতাব্দী) জাজপুর—কটক। চাষী পরিবারে জন্ম। মুকুন্দ করণ। তরুণ বয়সে জীবিকার সন্ধানে কলিকাতায় আসেন। একদিন ফল ফেরি করার সময় তাঁর মিষ্ট সুরে আকৃষ্ট হয়ে বিদ্যাসুন্দর যাত্রাদলের কতৃপক্ষ তাঁকে দলভুক্ত করে নেন। এরপর তিনি সংগীতশিক্ষা ও বাংলা ভাষা আয়ত্ত করেন। রাজা নবকৃষ্ণের বাড়িতে বিদ্যাসুন্দর পালার প্রথম অভিনয়ে 'মালিনী'র ভূমিকায় নৃত্যগীতে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। যাত্রাদলের অধিকারীর মৃত্যুর পর নিজেই দল গঠন করে বিদ্যাসুন্দরের অভিনয়ে নূতন রূপ দান করেন। আনুমানিক ১৯শ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে তাঁর জন্ম ও অপুত্রক অবস্থায় ৪০ বছর বয়সে মৃত্যু। তিনি উড়িষ্যার অধিবাসী বলে তাঁর দল 'গোপাল উড়ের যাত্রা'দল নামে খ্যাত ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর দুই শিষ্য উমেশচন্দ্র ও ভোলানাথ দু'টি ভিন্ন ভিন্ন দল করে ঐ পালা বহুদিন চালিয়েছিলেন। [৩,২৫,২৬]

গোপালকৃষ্ণ কবীন্দ্র (১৮শ শতাব্দী)। রাজা রাজবল্লভের সমকালবর্তী একজন কুলপঞ্জীকার। তিনি বৈদ্য জাতির কুলপঞ্জী রচনা করেন। ঐ গ্রন্থ থেকে অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব জানা যায়। [১]

গোপালকৃষ্ণ ঘোষ (আনু. ১৮৫০-?) মালদহ। হরচন্দ্র। ডেপুটি পিতার সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে হয়েছে। রমেশচন্দ্র দত্ত ও নবীনচন্দ্র সেন তাঁর সহপাঠী ছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ. এবং পরে বি.এল. পাশ করেন। কিছুদিন ওকালতি করার পর ১৮৮২ খ্রী. মুন্সেফ হন। কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প ও উপন্যাস লেখার অভ্যাস ছিল। রচিত গ্রন্থ : 'অপর্ণা' (উপন্যাস), 'কুসুম-মালা' (কবিতা পুস্তক) ও 'ব্রহ্মচারী' (কাব্য-উপন্যাস)। এ ছাড়া তিনি 'ন্যাশনাল ম্যাগাজিনে' বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। [১,২০]

গোপালকৃষ্ণ বসু (?-২০.১১.১৯০৩) জয়-নগর-মজিলপুর—চব্বিশ পরগনা। সামরিক পূর্ত-বিভাগে কাজ নিয়ে এলাহাবাদ এবং শেষে লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী হন। ১৮৭৮ খ্রী. অবসর-গ্রহণ করলে বলরামপুরের রাজা দিগ্বিজয় সিংহ তাঁকে প্রাসাদ নির্মাণের জন্য তাঁর রাজ্যে আহ্বান করেন।

পরবর্তী কালে তিনি ঐ রাজ্যের পূর্ত বিভাগের প্রধান নির্বাচিত হন। তাঁরই তত্ত্বাবধানে রাজ্য মধ্যে হাসপাতাল, অনাথাশ্রম, লায়াল কলেজিয়েট স্কুল প্রভৃতি ভবন ও আনন্দবাগ, সুন্দরবাগ, নূতন প্রাসাদ এবং সুরম্য সেতু, পথ-ঘাট প্রভৃতি নির্মিত হয়। এই সমস্ত জনহিতকর কাজের জন্য দিল্লীর দরবার থেকে তিনটি সনন্দ লাভ করেন। মহারাজার কোনও কোনও বিষয়ের পরামর্শদাতা এবং অবৈতনিক বিচারক ছিলেন। তৎকালীন শাসন-বিবরণীতেও তাঁর নামোল্লেখ আছে। [১]

গোপাল ঘোষ (১৯১২ - ২১.১.১৯৪১) কলিকাতা। প্রখ্যাত খেলোয়াড়। ব্যাডমিণ্টন, ক্রিকেট, টেব্‌ল্‌ টেনিস ও বিলিয়ার্ডস্‌ খেলায় সুদক্ষ ছিলেন। খেলা সম্বন্ধে বিভিন্ন পুস্তক ও পত্রিকার প্রকাশক এবং টেব্‌ল্‌ টেনিস প্রতিযোগিতার সংগঠক ছিলেন। গোপাল ঘোষ বা এস. ঘোষ নামে চিত্রজগতেও পরিচিত ছিলেন। 'সোনার সংসার' ও 'বিদ্যাপতি' চিত্রে দেবকী বসুর সহকারী পরিচালক এবং একজন অভিনেতা ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'ফুটবল হোম অ্যাণ্ড অ্যাব্রড'। [৫]

গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী (১৮৩২? - ১৯০৩)। ঊনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতার অন্যতম আদি ও শ্রেষ্ঠ খেয়াল-গায়ক। সঙ্গীত-সমাজে 'নুলো গোপাল' নামে পরিচিত ছিলেন। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আনুকূল্যে উত্তর ভারতের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞদের কাছ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। তিনি ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা-সঙ্গীতের তিন অঙ্গেই পারদর্শী ছিলেন। লালচাঁদ বড়াল, আলাউদ্দীন খাঁ, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, বিনোদকৃষ্ণ মিত্র, ব্রজেন্দ্র দেব প্রমুখ খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞগণ তাঁর শিষ্য ছিলেন। [৩,৫২]

গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৩ - ১৯৫৩) সুখচর—চব্বিশ পরগনা। একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক, চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষক ও সমাজসেবী। তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্যাথলজি ও ব্যাক্‌টিরিওলজির সহকারী অধ্যাপক ও পরে সরকারের সহকারী ব্যাক্‌টিরিওলজিস্ট হন। এ ছাড়া 'ভারতীয় বিজ্ঞানোৎকর্ষিণী সমিতি' ও কারমাইকেল কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রোটোজুওলজির অবৈতনিক অধ্যাপকও ছিলেন। ১৯১৭ খ্রী. 'কালাজ্বরে'র মৌলিক গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হন। ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মা সম্পর্কেও গবেষণামূলক আলোচনা করেন। সমাজসেবায় বিজ্ঞানী হিসাবে 'সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ অ্যান্টি-ম্যালেরিয়া সোসাইটি' গঠন ও সারা বাঙলায় এর শাখা বিস্তার করেন এবং সোসাইটির মুখপত্র 'সোনার বাংলা' সম্পাদনা করেন। মৎস্য-চাষ ও নদী-সংস্কার সম্বন্ধে মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা এবং স্বগ্রামে কুটির-শিল্প সমিতি স্থাপন করেন। বিজ্ঞানচর্চার স্বীকৃতিস্বরূপ লণ্ডনের রস ইন্‌স্টিটিউটের ফেলো নির্বাচিত হন। দীর্ঘ বাইশ বছর তিনি পানিহাটি মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ছিলেন। উল্লেখযোগ্য রচনাবলী : 'রোমান্স অফ দি গেঞ্জেটিক ডেলটা', 'মডার্ন সায়েন্টিফিক অ্যাগ্রিকালচার অ্যাণ্ড কো-অপারেটিভ ওয়াটার সাপ্লাই' এবং 'কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ডেয়ারিং হোম ক্র্যাফটিং অ্যাণ্ড কটেজ ইন্‌ডাস্ট্রিজ'। [৩]

গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭ - ১৯৪১) কাশী। বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞের কাছে খেয়াল, ধ্রুপদ, টপ্পা, ভজন ও তবলা শিক্ষা করে পারদর্শী হন। সঙ্গীতে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হলেও বিশিষ্ট ধ্রুপদীরূপেই খ্যাতি অর্জন করেন। উত্তর-জীবনে কলিকাতাতেই বেশি বাস করতেন। কাশীতে মৃত্যু। তাঁর সমকক্ষ রাগ-সিদ্ধ এবং তাল-লয়ে পারদর্শী ধ্রুপদ-গায়ক অতি অল্পই ছিল। [৩]

গোপালচন্দ্র মল্লিক (১৮৩৬ - ১৯২০)। খ্যাতনামা মৃদঙ্গবাদক। প্রথমে অনন্তরাম মুখোপাধ্যায় ও পরে মুরারিমোহন গুপ্তের কাছে মৃদঙ্গ শিক্ষা করেন। তা ছাড়া ছন্দে অধিকতর অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য বারাণসীতে ধ্রুপদ শিক্ষা করেছিলেন। প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গী বিপিনচন্দ্র এবং ধ্রুপদী বিনোদবিহারী তাঁর পুত্র। [৩]

গোপালচন্দ্র মিত্র (১২৭৯ - ১৩৪৯ ব.)। বোসো—হুগলী। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এল.এম.এস. পাশ করে সরকারী কার্যে প্রবেশ করেন। গয়াতে প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দিলে তিনি অক্লান্ত চেষ্টায় তা দমন করেন। কলিকাতা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এ কার্যরত থাকাকালে রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করে 'রায়বাহাদুর' উপাধি পান। তিনিই ইম্পিরিয়াল সেরোলজিস্ট পদপ্রাপ্ত প্রথম ভারতীয়। [৫]

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন গীতি-নাট্যকার। তাঁর রচিত 'কামিনীকুঞ্জ' বাঙলাদেশের সাধারণ রঙ্গালয়ে ইটালিয়ান অপেরার অনুকরণে অভিনীত প্রথম গীতিনাট্য। এই নাট্যের সংলাপ সমস্তই সঙ্গীতের মাধ্যমে রচিত। শান্তিদেব ঘোষের মতে '১৮৭৯ খ্রী. অভিনীত এই নাটকটি...বাঙলার রঙ্গমঞ্চে প্রথম গীতি-নাটক। এই নাটকই পূজনীয় রবীন্দ্রনাথকে 'বাল্মীকি প্রতিভা' রচনার পথ সহজ করেছিল'। [৬৯]

গোপালচন্দ্র শীল (১৯শ শতাব্দী)। এ দেশে ইউরোপীয় চিকিৎসা-বিদ্যা প্রচলনের প্রথম যুগে

যে চারজন বাঙালী যুবক চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার জন্য ইংল্যান্ড যান গোপালচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। দ্বারকানাথ ঠাকুরের আর্থিক সাহায্যে ১৮ মার্চ ১৮৪৫ খ্রী. ইংল্যান্ড যাত্রা করেন। ২৭ জুলাই ১৮৪৬ খ্রী. এম.আর.সি.এস. ডিগ্রী প্রাপ্ত হয়ে ১৮৪৮ খ্রী. জানুয়ারীতে দেশে ফিরে আসেন এবং কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে স্ত্রীরোগ-বিভাগের ভার প্রাপ্ত হন। কিন্তু বেশিদিন তিনি কাজ করতে পারেন নি। জলমগ্ন হয়ে অকালে তাঁর মৃত্যু হয়। [১,৫৭]

গোপালচন্দ্র সেন (১৯১১-৩০.১২.১৯৭০)। পিতা নগেন্দ্রনাথ রংপুরের কৈলাসরঞ্জন হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৯২৭ খ্রী. গোপালচন্দ্র ঐ স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করেন। ছোটবেলা থেকেই যন্ত্রকৌশলের উদ্ভাবনে তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। স্কুলের ছাত্রাবস্থায় তিনি বাড়িতে সূর্য-ঘড়ি এবং বাইসাইকেলের চেন ব্যবহার করে দেয়াল ঘড়ি তৈরী করেছিলেন। তিনি ১৯২৫ খ্রী. চৌদ্দ বছর বয়সে রংপুর কংগ্রেস অধিবেশনে স্ব-উদ্ভাবিত সহজসাধ্য মণিপুরী তাঁতে গালিচা প্রস্তুত করে দেখান। ১৯২৯ খ্রী. রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে আই.এস-সি. এবং ১৯৩৩ খ্রী. যাদবপুর জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন। কিছুদিন হাওড়ার এক কারখানায় কাজ করার পর ১৯৩৫ খ্রী. থেকে আমৃত্যু যাদবপুর কলেজেই তাঁর কর্ম-জীবন অতিবাহিত হয়। মাঝে ১৯৪৬ খ্রী. সরকারী বৃত্তি নিয়ে মিচিগান ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যান এবং ১৯৪৭ খ্রী. এম.এস. ডিগ্রি লাভ করে দেশে ফেরেন। ক্রমে তিনি কলেজের মেকানিক্যাল বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষ, ডীন অফ ফ্যাকাল্টি এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে বৃত হন (১৯৭০)। ভারতে যন্ত্রশিল্পে উৎপাদন-শৈলীর (Production Engineering) তিনিই পথপ্রদর্শক। এই বিষয় নিয়ে তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। যন্ত্রের নির্মাণপদ্ধতি বিষয়ে এবং ধাতু-ছেদক বিষয়ে তাঁর কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তক আছে। কিছু নক্শা ও ছোট গল্পও তিনি লিখেছেন। তাঁর কারখানার এক মেকানিকের জীবন নিয়ে লেখা 'কালীনাথ দি গ্রেট' উল্লেখযোগ্য। গান্ধীজীর আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত ছিলেন। গান্ধীজী পরিচালিত লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করে কারারুদ্ধ হন। ১৯৩৪ খ্রী. পুরীতে গান্ধীজীর সঙ্গে থেকে সভার ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭০ খ্রী. রাজনৈতিক হানাহানির তাণ্ডবের মধ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে আততায়ীর ছুরি ও ডাণ্ডার আঘাতে নির্ভীক এই শিক্ষাব্রতীর জীবনাবসান ঘটে। [১৬,৮২]

গোপাল দাস। শ্রীখণ্ড—বর্ধমান। শ্যাম রায়। অন্য নাম রামগোপাল রায়চৌধুরী। খ্যাতনামা পদ-কর্তা ছিলেন। 'রসকল্পবল্লী', 'রসরতি', 'মঞ্জরী', 'রতিশাস্ত্র' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। 'রসকল্পবল্লী'-গ্রন্থটি ১৬৪৩ খ্রী. রচিত। [৪,২৬]

গোপালদাস চৌধুরী (১৮৮০-১৯৭০) সেরপুর—ময়মনসিংহ। ধনী জমিদারের গৃহে জন্ম। শিক্ষা ও গবেষণায় দীর্ঘদিন ব্যয় করেন। বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণার জন্য কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে এবং দীনেশচন্দ্র সেনকে অর্থ দিয়ে ও অন্যভাবে সাহায্য করেন। পালি ও বাংলায় নিজেও বহু গবেষণাগ্রন্থ রচনা করেছেন। সাহিত্যের ওপর, বিশেষ করে শিশুসাহিত্য, নাটক, উপন্যাস, ছোট গল্প ও সঙ্গীত-বিষয়ের ওপর তাঁর বহু সমালোচনা-গ্রন্থও আছে। ময়মনসিংহ ও সেরপুরে হাসপাতাল ও শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠায়, যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল ও গোবিন্দকুমার হোম স্থাপনে এবং পানিহাটিতে জনসেবামূলক কাজে অর্থ-সাহায্য করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেটের সদস্য ছিলেন। [১৬]

গোপাল দেব। রাজত্বকাল আনু. ৭৫০-৭৭০ খ্রী.। তিনি বঙ্গের পালবংশের প্রথম নরপতি। পিতার নাম বপ্যট। পিতামহ—দয়িতবিষ্ণু। সন্ধ্যাকর নন্দীর মতে পালরাজগণের জন্মভূমি বরেন্দ্রী-দেশ। আবুল ফজলের মতে তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন, কারুর মতে ক্ষত্রিয়। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙলায় কোন রাজা প্রভুত্ব করতে পারেন নি। কোন দায়িত্বশীল সরকার না থাকায় শক্তিমানেরা দুর্বলের উপর অত্যাচার করতেন। এই 'মাৎস্যন্যায়'-জর্জরিত অবস্থার প্রতিকারকল্পে দেশের 'প্রকৃতি-পুঞ্জ' গোপাল দেবকে রাজা নির্বাচিত করেন। রাজা হয়ে তিনি স্বেচ্ছাচারী সামন্ত নায়কদের দমন এবং মগধ, গৌড় ও বঙ্গে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করে পাল রাজবংশের গোড়াপত্তন করেন। প্রসিদ্ধ রাজা ধর্মপাল তাঁর পুত্র। [১,২৬,৬৭]

গোপাল ন্যায়ালঙ্কার (১৮শ শতাব্দী) নবদ্বীপ। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অন্যতম সভাপণ্ডিত। রাজা রাজবল্লভ তাঁর অষ্টবর্ষীয়া বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহের চেষ্টায় সমাজপতি কৃষ্ণচন্দ্রের মতামত নেওয়ার জন্য কয়েকজন পণ্ডিত পাঠান। কৃষ্ণচন্দ্রের সভার এই পণ্ডিত (প্রকৃত নাম রামগোপাল) তর্ক-যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে পরাজিত হন। কিন্তু শেষে

অপকৌশল প্রয়োগ করে বিধবাবিবাহ দেশাচার-বিরুদ্ধ বলে প্রচার করেন এবং আগত পণ্ডিতগণকে বিমুখ করে ফিরিয়ে দেন। পরে অর্থলোভে ব্যবস্থাপ্রদানার্থ তিনি ইংরেজদের বৃত্তিভোগী হয়েছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'আচার নির্ণয়', 'উদ্বাহ নির্ণয়', 'কাল নির্ণয়', 'শুদ্ধি নির্ণয়', 'দায় নির্ণয়', 'বিচার নির্ণয়', 'তিথি নির্ণয়', 'সংক্রান্তি নির্ণয়' প্রভৃতি। [১,২]

গোপাল বসু মল্লিক (১৮৪০ - ১৯০০) কলিকাতা। রাধানাথ। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দর্শনে অসাধারণ জ্ঞানী এবং বেদান্তানুরাগী ছিলেন। বেদান্তচর্চার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থদান করেন। সেই অর্থের দ্বারা 'শ্রীগোপাল ফেলোশিপ লেকচারার' চেয়ার স্থাপিত হয়। তাঁর ব্যক্তিগত বিরাট গ্রন্থাগার ছিল। শিক্ষাবিস্তারে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। দুঃস্থা বিধবাদের সাহায্যের জন্য মাতার নামে 'বিন্দুবাসিনী তহবিল' স্থাপন করেন। এ ছাড়া প্লেগ হাসপাতাল ও কুষ্ঠ হাসপাতালে প্রচুর অর্থ-সাহায্য করেন। [৫]

গোপাল ভট্ট। সেনরাজ দ্বিতীয় বল্লাল সেনের শিক্ষাগুরু। রাজার আদেশে তিনি ১৪৭৪ খ্রী. 'বল্লালচরিত'-গ্রন্থ রচনা করেন। [১,৪]

গোপাল ভাঁড় (১৮শ শতাব্দী)। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ ও হাস্যরসিক গোপাল ভাঁড়ের নামে প্রচলিত গল্পগুলির স্রষ্টা সম্ভবত একজন নয়। বটতলা থেকে প্রচারিত রহস্য-গল্পের ও চুটকি-ঠাট্টার বইগুলি গোপাল ভাঁড়ের নামে প্রচলিত হয়েছে। যে সময় এই বইগুলি প্রকাশিত হয় তখন কলিকাতায় গোপাল উড়ের যাত্রার খুব পসার। মনে হয়, সে-সূত্রেই কোন এক বাক্যবাগীশ রসিক ব্যক্তি গোপাল ভাঁড়ের খ্যাতি পেয়েছিলেন। জাতিতে তিনি নাপিত বলে কল্পিত হয়েছেন। সুকুমার সেনের মতে কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় গোপাল ভাঁড় ছিলেন না, শঙ্করতরঙ্গ নামে রাজার যে পার্শ্বচর দেহরক্ষী ছিলেন তিনি বাগ্‌বিদগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন, ভাঁড় ছিলেন না। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় কথিত ও প্রচলিত গোপাল ভাঁড়ের কোনও কোনও চুটকি গল্প আসলে শঙ্করতরঙ্গের হওয়া সম্ভব। গোপাল ভাঁড়ের বেশির ভাগ গল্পই গ্রাম্য, মাঝে মাঝে অশ্লীলও। তবু 'সড়া অন্ধা', 'কাদের সাপ' ইত্যাদির মত উক্তি ও চুটকি কাহিনীগুলি যেমন চমৎকার, তেমনি উপভোগ্য। [২,৩,২৫,২৬]

গোপাললাল মিত্র। তিনি ১৮৪০ খ্রী. শিক্ষা পরিষদের (Council of Education) সাহায্যে 'ভারতবর্ষের ইতিহাস'-গ্রন্থ প্রকাশ করেন। মতান্তরে এই গ্রন্থের রচনাকাল ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ। সম্ভবত পুস্তকটির নাম ছিল 'ভারতবর্ষীয় ইতিহাস জ্ঞানচন্দ্রিকা।' [২,৪]

গোপাল সেন (? - ১১.৭.১৯৪৪)। নেতাজীর নির্দেশমত আই.এন.এর. সহযোগিতার জন্য বাঙলায় যে গোপন সংগঠন তৈরী হয় তিনি তার সদস্য ছিলেন। পুলিস সংগঠনের কেন্দ্রীয় অফিসে হানা দিলে তিনি গোপনীয় কাগজপত্রে আগুন ধরিয়ে দেন। মুদ্ধ আক্রোশে পুলিস তাঁকে চারতলার বারান্দা থেকে নিচে ফেলে দেয়। হাসপাতালের পথে তাঁর মৃত্যু হয়। [৭০]

গোপাল সেনগুপ্ত, দেবেন্দ্র (? - ৩.৬.১৯০৮)। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বাঙলায় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম যুগের শহীদ। রাহা ডাকাতির (২.৬.১৯০৮) পরদিন নৌকাযোগে পলায়নের সময় পুলিসের গুলিতে তাঁর মৃত্যু ঘটে। নৌকার জল সেচনের সময় পুলিসের নজরে পড়তে পারেন জেনেও তিনি নিজের কর্তব্য করে গেছেন। [৩৫,৪৩]

গোপীচাঁদ। নীলফামারী—রংপুর। মানিকচাঁদ। গোপীচাঁদের অপর নাম গোবিন্দচন্দ্র। উত্তরবঙ্গের এই ক্ষত্রিয় রাজা গোরক্ষনাথ-প্রবর্তিত যোগী-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। 'রাজা গোপীচাঁদের জাগের গান' উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত। এই সমস্ত গান বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যেও পাওয়া যায়। হিন্দী 'গোবিন্দ ভবরথী', ওড়িশার 'গোবিন্দচন্দ্র গীত', গঙ্গারাম-কৃত 'সিহরফী গোপীচন্দ্র', প্রহ্লাদীরাম পুরোহিত-কৃত 'গোপীচন্দ রাজাকে খেল', মালিক মোহম্মদ রচিত 'পদুমাবৎ' (৯৪৭ ব.) প্রভৃতি বিশেষ পরিচিত। চোলরাজ রাজেন্দ্র চোলের লিপিতে (১০২১) বঙ্গালরাজ গোবিন্দচন্দ্রের নাম পাওয়া যায়। অনুমান দশম শতকের কোন সময়ে এই রাজা বর্তমান ছিলেন এবং তাঁকে কোন একজন চোল রাজার আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। গোবিন্দচন্দ্রের মাতা ময়নাবতীর যোগসাধনার কথা এবং দুই পত্নী অদুনা-পদুনার সম্বন্ধে লোক-গীতি বহুল-প্রচারিত। [১,২৬,৬৭]

গোপীনাথ দত্ত। কাশীরাম দাসের পূর্ববর্তী একজন কবি। তিনি মহাভারতের দ্রোণপর্ব বাংলায় পদ্যানুবাদ করেন। এই সঙ্গে তিনি কিছু অভি-নবত্বও সংযোগ করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থে আছে : অভিমন্যুর নিধনে পাণ্ডবপক্ষীয় রমণীরা দ্রৌপদীর নেতৃত্বে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। [১]

গোপীনাথ সাহা (১৯০৬/৮ - ১.৩.১৯২৪) শ্রীরামপুর—হুগলী। বিজয়কৃষ্ণ। অসহযোগ আন্দোলনের সময় বিদ্যালয় ত্যাগ করে ক্রমে হুগলী বিদ্যামন্দির, কলিকাতা সরস্বতী লাইব্রেরী ও

শ্রীসরস্বতী প্রেস, দৌলতপুর সত্যাশ্রম, বরিশাল শঙ্কর মঠ, উত্তরপাড়া বিদ্যাপীঠ প্রভৃতি বিপ্লবী সংগঠনে বিভিন্ন নেতার সঙ্গে কাজ করেন। কলিকাতায় অত্যাচারী পুলিস কমিশনার চার্লস্ টেগার্টকে নিশ্চিহ্ন করার নির্দেশে ১২.১.১৯২৪ খ্রী. চৌরঙ্গী অঞ্চলে টেগার্ট ভ্রমে তিনি ডে নামক অপর একজন সাহেবকে গুলি করে হত্যা করেন। গ্রেপ্তারের পর আত্মপক্ষ সমর্থনে অস্বীকৃত হন এবং 'টেগার্ট হত্যাই উদ্দেশ্য ছিল' এ কথা স্বীকার করে ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেন। [৩,১০,৪২,৪৩]

গোপীমোহন ঘোষ (১৯শ শতাব্দী)। খুব সম্ভব তিনিই প্রথম বাঙালী সাহিত্যিক, যিনি ইংরেজী নভেল-জাতীয় গ্রন্থের অনুসরণে বাংলা ভাষায় 'বিজয়বল্লভ'-গ্রন্থটি ১৮৬৩ খ্রী. প্রকাশ করেন। এর দুই বছর পর বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়। [১]

গোপীমোহন ঠাকুর (১৭৬০-১৮১৯) কলিকাতা। দর্পনারায়ণ। পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর বংশের দ্বিতীয় পুরুষ। ইংরেজী, ফরাসী, পর্তুগীজ, সংস্কৃত, ফারসী ও উর্দু ভাষা জানতেন। ব্রিটিশ সরকারের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইংরেজী শিক্ষার প্রসারকল্পে হিন্দু কলেজ স্থাপনে এককালীন ১০ হাজার টাকা দান করেন এবং হিন্দু কলেজের বংশানুক্রমিক গবর্নর পদ লাভ করেন। সংস্কৃত-চর্চায় উৎসাহী ছিলেন এবং সঙ্গীতজ্ঞ, ব্যায়ামবীর প্রভৃতির সমাদর ও প্রতিপালন করতেন। মূলাজোড়ে দ্বাদশ শিবলিঙ্গ ও কালীমূর্তি স্থাপনের জন্য এবং অতিথিভবন ও মন্দিরের ব্যয়নির্বাহার্থে বহু সম্পত্তি দান করেন। প্রসন্নকুমার তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র। [১,৩,৫,২৫,২৬]

গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ (১৮৮৯?-১৭.৭.১৯৭২) বুড়োশিবতলা—নবদ্বীপ (?)। তিনি একাধারে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, সমাজসেবী, রাজনীতিক, সাংবাদিক ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। ১৯০৭ খ্রী. রিপন কলেজে পড়াশুনা করেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের আহ্বানে দেশসেবায় ব্রতী হন। দীর্ঘদিন নবদ্বীপ কংগ্রেসের সভাপতি ও 'বঙ্গবিবুধ জননী সভা'র সম্পাদক ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নিখিল ভারত ধর্ম সম্মেলনে যোগ দিয়ে বৈষ্ণবদর্শন সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর রচিত চৈতন্যচরিতামৃতের সংস্কৃত গদ্যানুবাদ এবং রামচরিতমানসের সংস্কৃত পদ্যানুবাদ সারা ভারতে সমাদৃত হয়। তাঁর সর্বশেষ সাহিত্যকর্ম চার বেদের বঙ্গানুবাদ। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য ১৯৭০ খ্রী. রাষ্ট্রপতি তাঁকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেন। [১৬]

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮০-১৯৬২)। সঙ্গীতাচার্য অনন্তলাল। বাল্যকালে পিতার নিকট সঙ্গীতশিক্ষা শুরু করেন। পরে জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামপ্রসন্নের নিকট এবং কলিকাতায় গুরুপ্রসাদ মিশ্রের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। পিতার সঙ্গে বিষ্ণুপুর রাজ-দরবারে গিয়ে তিনি গান গাইতেন। ২৯ বছর বয়সে বর্ধমান রাজসভার সভাগায়ক নিযুক্ত হন। অভিনয়ের প্রতিও ঝোঁক ছিল এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও অভিনয় করেছেন। এ ছাড়া কলিকাতায় সঙ্গীত-সঙ্ঘের অন্যতম শিক্ষক এবং 'সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা' মাসিক পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ও 'আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও যতীন্দ্রমোহন কর্তৃক 'সঙ্গীত সরস্বতী' ও 'সঙ্গীত নায়ক', এবং বিশ্বভারতী কর্তৃক 'দেশিকোত্তম' ও ক্যালকাটা অ্যাকাডেমি অফ মিউজিক কর্তৃক 'ডক্টরেট ইন মিউজিক' উপাধিতে ভূষিত হন। বাংলা ও ব্রজ ভাষায় বহু গান রচনা করেন। তাঁর কয়েকটি গানের গ্রামোফোন রেকর্ড আছে। বিভিন্ন পত্রিকায় গানের স্বরলিপি ও প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। 'সঙ্গীত চন্দ্রিকা' (২ খণ্ড), 'গীতমালা', 'তানসেন', 'গোপেশ্বর গীতিকা', 'ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। [৩,৪,২৬,৫২,৫৩]

গোবর গুহ (১৩.৩.১৮৯২-৩.১.১৯৭২) কলিকাতা। রামচরণ। প্রকৃত নাম যতীন্দ্রচরণ গুহ। গুহ পরিবার বংশ-পরম্পরায় বাঙালীদের ব্যায়ামচর্চায় লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন। প্রপিতামহ থেকে কুস্তির আখড়া চলছে। পূর্বসূরীদের মধ্যে অম্বুবাবু ও ক্ষেত্রবাবুর (বিবেকানন্দ তাঁর কাছে কুস্তি শেখেন) নাম ব্যায়াম-শিক্ষকগণ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তিনি সতের বছর বয়সে বিদ্যাসাগর স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পাশ করেন। ব্যায়াম-চর্চা শুরু হয় পিতৃব্য অম্বিকাচরণের কাছে। পিতার কাছেও কিছুদিন শিক্ষা করেন। তারপর গুহবাড়ির মাহিনা-করা ভারত-বিখ্যাত পালোয়ান খোলসা চোবে, রহমনী পালোয়ান প্রভৃতির শিক্ষায় তাঁর নাম শৌখিন পালোয়ান-মহলে ছড়িয়ে পড়ে। ৬′-১″ লম্বা, ৪৮″ ছাতি ও ২৯০ পাউণ্ড ওজনের এই বঙ্গবীরের পেশাদারী কুস্তিতে অভিজ্ঞতা শুরু হয় ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথমে ত্রিপুরার মহারাজার পোষ্য পালোয়ান নওরঙ সিং-এর সঙ্গে লড়লেও অর্থগ্রহণ করেন নি। এই বছরই ভিনিস ও সুইজারল্যাণ্ড হয়ে তিনি ইংল্যাণ্ড সফর করে দেশে ফেরেন। অল্পদিন পরেই ১৯১২ খ্রী. তিনি পুনরায় ইউরোপ সফরে যান এবং ১৯১৫ খ্রী. দেশে ফেরেন। তারপর

১৯২০ খ্রী. তৃতীয়বার ইউরোপ যান এবং সাড়ে ছ' বছর ইউরোপ ও আমেরিকার দেশে দেশে ঐ-দেশীয় কুস্তি-চ্যাম্পিয়ানদের পরাজিত করে বিপুল যশ ও অর্থলাভ করেন। ১৯২০ খ্রী. বড় গামার সঙ্গেও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু কয়েকদিন আগে তিনি ডিপ্‌থিরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় তা বাতিল হয়ে যায়। ২৪ আগস্ট ১৯২১ খ্রী. তিনি পৃথিবীর তৎকালীন লাইট হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়ন অল্‌ স্যাণ্টালকে সানফ্রান্‌সিস্‌কো শহরে পরাজিত করে পৃথিবীর লাইট হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়ন আখ্যা লাভ করেন। ১৯২৯ খ্রী. পার্কসার্কাস কংগ্রেস মণ্ডপে ছোট গামার সঙ্গে তাঁর যে লড়াই হয় তাতে তিনি পরাজিত হন। কিন্তু এরূপ অনুমান করার কারণ আছে যে লড়াই নিয়মানুগ হয় নি। তিনি তাঁর নিজস্ব ঘরানার প্যাঁচ-লুকানোর ধোঁকা, টিব্বি, গাধানেট, ঢাক, টাং, কুল্লা প্রভৃতিতে সিদ্ধ ছিলেন। ৫২ বছর বয়সে তিনি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র থেকে অবসর-গ্রহণ করেন। কিন্তু বাকী জীবন নিজ গৃহের আখড়ায় নিয়মিত সকালে ও সন্ধ্যায় ব্যায়াম ও কুস্তি করতেন। পুত্র মানিক গুহ ও ছাত্র বনমালী ঘোষ তাঁর উপযুক্ত শিষ্য। [১৬,১০৩]

গোবর্ধন আচার্য (১২শ শতাব্দী)। বঙ্গাধিপতি লক্ষ্মণসেনের অন্যতম সভা-কবি। আর্যা ছন্দে রচিত তাঁর গ্রন্থ 'আর্যাসপ্তশতী'তে সাত শতাধিক শৃঙ্গার-রসপ্রধান পরস্পর-নিরপেক্ষ শ্লোক বর্ণানুক্রমে বিভিন্ন বিভাগ বা ব্রজ্যায় গ্রথিত আছে। তাঁর রচনা-চাতুর্য সম্বন্ধে কবি জয়দেব গীত-গোবিন্দ-গ্রন্থে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। হিন্দী কাব্য 'সৎসঈ'-এর রচয়িতা বিহারীলাল গোবর্ধন-প্রভাবিত। [১,৩]

গোবর্ধন দিক্‌পতি (১৮শ শতাব্দী)। দ্বিতীয় চোয়াড়-বিদ্রোহের (১৭৯৮-৯৯) অন্যতম নায়ক। জুলাই ১৭৯৮ খ্রী. তাঁর নেতৃত্বে প্রায় চার শ বিদ্রোহীর এক বাহিনী হুগলী জেলার চন্দ্রকোণা পরগনা এবং মেদিনীপুর জেলার বৃহত্তম গ্রাম আনন্দপুর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে। [৫৬]

গোবিন্দ অধিকারী (১৮০০?-১৮৭২) জাঙ্গীপাড়া—নদীয়া। স্বগ্রামে বাল্য-শিক্ষা শেষ করে তিনি হাওড়া জেলার ধুরখালি গ্রামের গোলকদাস অধিকারীর নিকট কীর্তন শিক্ষা করেন। জাতিতে বৈষ্ণবশ্রেণীভুক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাত্রাদলে 'ছোকরা' হিসাবে প্রথম খ্যাতি অর্জন করেন। পরে নিজেই কীর্তনিয়া দল গঠন করেন। কিন্তু তাতে অধিক অর্থাগম না হওয়ায় শেষে 'কালীয় দমন' যাত্রাদল গঠন করে অভিনয় আরম্ভ করেন। 'রাধাকৃষ্ণের লীলা' অভিনয়ে তিনি স্বয়ং দূতীর ভূমিকায় খ্যাতিমান হন ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। তারপর তিনি জাঙ্গীপাড়া-কৃষ্ণনগর ছেড়ে কলিকাতার নিকটস্থ সালিখায় আসেন। যাত্রাদলের জন্য তাঁর রচিত বহু পদাবলী ও সঙ্গীত বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে সহায়ক হয়েছে। একই সঙ্গে যাত্রা, কীর্তন ও কথকতায় তিনি বহু অর্থ উপার্জন করেন ও জমিদারী ক্রয়ে সক্ষম হন। রচিত উল্লেখযোগ্য যাত্রাপালা : 'শুকসারীর পালা' ও 'চূড়া নূপুরের দ্বন্দ্ব'। [১,২,৩,২৫,২৬]

গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্তী। কামারকুলি—নদীয়া। মুঘল রাজত্বের মধ্যভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। শৈশবে পিতৃহীন হয়ে অর্থোপার্জনের আশায় মাত্র ৮ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গী হয়ে দিল্লী যান। সেখানে অবস্থানকালে আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। ক্রমে দিল্লীশ্বরের দেওয়ানের অনুগ্রহে রাজসরকারে চাকরি পান। প্রখর বুদ্ধি ও অধ্যবসায়-বলে ক্রমশ উন্নতিলাভ করেন এবং বাঙলা, বিহার ও ওড়িশার 'ক্রোড়িয়ান' (প্রধান রাজস্ব-সংগ্রাহক) পদে নিযুক্ত হন। ঐ পদে থাকাকালে প্রচুর অর্থ, সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। পৈতৃক নিবাস গঙ্গার ভাঙনে বিনষ্ট হওয়ায় তিনি পূর্বস্থলী গ্রামে দেবায়তন, কাছারী বাড়ি, নহবৎখানা সহ প্রাসাদ-বাড়ি নির্মাণ করেন। [১]

গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী। সেরপুর—বগুড়া। জয়শঙ্কর। বাঙলাদেশের একজন খ্যাতনামা সঙ্গীত-রচয়িতা। রচিত গ্রন্থাবলী : 'সম্ভাবসঙ্গীত' ও 'সঙ্গীত পুষ্পাঞ্জলি' (সঙ্গীত গ্রন্থ); 'প্রমীলার চিতারোহণ', 'অঙ্গুরী সংবাদ', 'যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ' ও 'সতী নিরঞ্জন' (নাটক) এবং 'কলঙ্ক-ভঞ্জন' ও 'ললিতলবঙ্গ কাব্য' (পাঁচালী গ্রন্থ)। সম্ভাবসঙ্গীত ছাড়া অন্য গ্রন্থগুলি অমুদ্রিত। [১]

গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৬.১.১৮৫৫-১৯১৮) জয়দেবপুর—ঢাকা। রামনাথ। প্রখ্যাত স্বভাব-কবি। তিনি গ্রামের বিদ্যালয় থেকে ছাত্রবৃত্তি পেয়ে নর্ম্যাল স্কুলে এক বছর ও পরে ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে পড়েন। ভাওয়ালরাজ কালীনারায়ণ তাঁর শিক্ষার ব্যয়নির্বাহ করতেন। অব্যবস্থিত চিত্তের জন্য তিনি সারা জীবন দুঃখভোগ করেছেন। বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন ব্যক্তির স্নেহচ্ছায়ায় কাজ করেছেন, আবার ছেড়েও দিয়েছেন। শেষ জীবনে মুক্তাগাছার জমিদার জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরীর বৃত্তিমাত্র সম্বল ছিল। উচ্চতর ইংরেজী ও সংস্কৃত জ্ঞান না থাকায় তাঁর রচিত কবিতাবলী কিঞ্চিৎ অমার্জিত হলেও তীব্র আবেগ ও আন্তরিকতাপূর্ণ

ছিল। পূর্ববঙ্গের প্রকৃতির বর্ণনা, গভীর বাস্তব-বোধ ও প্রগাঢ় পল্লীপ্রেম তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য। কবিতার মাধ্যমে তিনি প্রথমা পল্লীকে অমর করেছেন। অ্যালেন হিউম রচিত 'অ্যায়োএক' কবিতা অনুবাদের জন্য বিখ্যাত হন। 'স্বদেশ' কবিতায় শিক্ষিত বিলাত-ফেরত সমাজকে তীব্র কশাঘাত করেন। কলিকাতায় 'বিভা' পত্রিকার প্রকাশক এবং সেরপুরে 'চারুবার্তা' কাগজের অধ্যক্ষ ছিলেন। শেষের দিকে অসুস্থতার জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁর চিকিৎসার ব্যয়ভার গ্রহণ করেন। রচিত কিছু কবিতা আজও অপ্রকাশিত। 'প্রেম ও ফুল', 'শোকোচ্ছ্বাস', 'মগের মুলুক' প্রভৃতি ১০খানি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। এ ছাড়া তিনি গীতার কাব্যানুবাদ করেছিলেন। [১,৩,৫,৭,৮,২৫,২৬,২৮]

গোবিন্দচন্দ্র রায় (১৮৩৮ - ১৯১৭) মীরপুর—বরিশাল। ঢাকার দেওয়ান গৌরসুন্দর। সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন, ফলে পিতৃগৃহ থেকে বিতাড়িত হন। কিছুদিন শিক্ষকতার পর সেটেলমেণ্ট অফিসে কেরানীর চাকরি পান। এই সময়ে 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় সরকারী বিভাগের কর্মচারীদের দুর্নীতি প্রকাশের জন্য প্রাণরক্ষার তাগিদে কাশীতে চলে যান (১৮৬৮)। সেখানে প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ ত্রৈলোক্যনাথ মৈত্রের আশ্রয়ে হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করে আগ্রায় চিকিৎসা ব্যবসায়ে লিপ্ত হন ও প্রভূত ধনোপার্জন করেন। দেশাত্মবোধক সঙ্গীত রচনায় যশস্বী হয়েছিলেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত 'ভারত বিলাপে'র প্রথম পঙ্‌ক্তি 'কত কাল পরে বল ভারত রে' লোকের মুখে মুখে ছিল। এই সময়কার জাতীয় চেতনা ও উদ্দীপনার ভাবকে তিনি ভাষা ও সুরে বেঁধেছিলেন। 'যমুনালহরী', 'গীতি-কবিতা' (৪ খণ্ড), 'রোমিও জুলিয়েট' ইত্যাদি গ্রন্থ ছাড়া কয়েকটি পাঠ্যপুস্তকও রচনা করেন। [১,৩,৫,৮,২৫,২৬,২৮]

গোবিন্দচরণ কর। ঢাকা। ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী দলে যোগ দেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আত্মগোপন করেন। কোন সূত্রে সংবাদ পেয়ে পুলিস উত্তরবঙ্গের গোপনাবাস ঘিরে ফেলে। সেখানে গুলি বিনিময়ে কয়েকজন পুলিস আহত হয় ও গোবিন্দচন্দ্রও একাধিক গুলিবিদ্ধ হন ও অজ্ঞান অবস্থায় ধরা পড়েন। মামলায় ৮ বছর দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। তাঁর বুকের ও হাতের মধ্যে প্রবিষ্ট গুলি বার না করেই তাঁকে আন্দামানে পাঠান হয়। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ১৯২০ খ্রী. মুক্তি পান। পুনরায় বিপ্লব-কর্মে লিপ্ত হন। যোগেশ চ্যাটার্জি গ্রেপ্তার হবার পর ১৯২৫ খ্রী. বাঙলা ও উত্তর প্রদেশের যোগাযোগ রাখার জন্য দলের নির্দেশে উত্তর প্রদেশে আসেন। কাকোরী ষড়যন্ত্রের মামলায় তিনি ধরা পড়েন ও বিচারে দ্বীপান্তরিত হন। মুক্তিলাভের পর কলিকাতায় বাস করছিলেন। এ সময় ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয়। তিনি আত্মীয়স্বজনের নিরাপত্তার চিন্তায় বিমানযোগে ঢাকা যাত্রা করেন। বিমানটি সেখানে অবতরণমাত্র তিনি আক্রান্ত হন। মোট ২২টি ছুরিকাঘাত পেলেও কোনরকমে তখনকারমত প্রাণে বেঁচে যান। কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ হন নি। কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। [১০৪]

গোবিন্দচরণ চৌধুরী (১৯শ শতাব্দী)। সন্দীপের বর্ধিষ্ণু কৃষক গোবিন্দচরণ ১৮১৯ খ্রী. সন্দীপের জমিদারের সঙ্গে কৃষক বিদ্রোহীদের লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়ে জমিদারের বাহিনীকে পরাজিত করেন ও সন্দীপবাসীর কাছে 'বীর' আখ্যা পান। [৫৬]

গোবিন্দচরণ দাস (১৮৩৬ - ১৯০৬) শ্রীহট্ট। গৌরাঙ্গচন্দ্র। প্রথমে টোলে সংস্কৃতশিক্ষা লাভ করেন। পরে ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে জুনিয়র ও সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা পাশ করেন। কর্মজীবনে প্রথমে ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। পরে আরও কয়েকটি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাজ করেছিলেন। ১৮৭৩ খ্রী. শ্রীহট্টে নর্ম্যাল স্কুল স্থাপিত হলে তিনি উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। শিক্ষক হিসাবে যথেষ্ট সুনাম ছিল। এ ছাড়া সঙ্গীতবিদ্যানুরাগী ও কুস্তিগির বলেও পরিচিত ছিলেন। [১]

গোবিন্দদাস [১]। বৈষ্ণব ভজন শাখার একজন খ্যাতনামা গ্রন্থকার। রচিত গ্রন্থ : 'নিগম' ও 'বৈষ্ণব বন্দনা'। [২]

গোবিন্দদাস [২] (১৫৩৪/৩৭ - ১৬১৩) তেলিয়াবুধুরি—মুর্শিদাবাদ। শ্রীচৈতন্যের পরিকর চিরঞ্জীব সেন। শ্রীখণ্ড-নিবাসী মহাকবি দামোদর কবিরাজের দৌহিত্র। শ্রীখণ্ডেই বসবাস করতেন। প্রথমে শাক্ত, পরে শ্রীনিবাস আচার্যের দীক্ষায় বৈষ্ণব হন। রাধাকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ লীলা-বিষয়ে পদ রচনায় তাঁর কবি-খ্যাতি বাঙলাদেশে ও বৃন্দাবনে বিস্তৃত ছিল। তিনি সংস্কৃতে 'সঙ্গীত-মাধব' ও 'কর্ণামৃত' রচনা করেন। বিদ্যাপতির ধারা অনুসরণে অলঙ্কার-সমৃদ্ধ পদ ও উদ্ভট কবিতা রচনায়, বিশেষ করে শ্রীরূপ গোস্বামীর পদ্যভাব নিয়ে পদ রচনায়, খ্যাতিমান হন। জানা যায়, 'সঙ্গীত-মাধব' নাটকটি নরোত্তম ঠাকুরের অনুজ সন্তোষ দত্তের অনুরোধে লেখা। 'গীতামৃত' রচনায় মুগ্ধ হয়ে শ্রীজীব

গোস্বামী তাঁকে 'কবীন্দ্র' উপাধিতে ভূষিত করেন। [১,২,৩,২০,২৫,২৬]

গোবিন্দদাস কর্মকার। কাঞ্চননগর—বর্ধমান। শ্যামদাস। জাতিতে কামার এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবক ও দ্বারপাল ছিলেন। তিনি মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থেকে তাঁর প্রতিদিনের কার্যকলাপ লিখে রেখে গেছেন। তাঁর রচিত কড়চা অতি প্রসিদ্ধ এবং প্রামাণিক গ্রন্থ। বিশেষত শ্রীচৈতন্যের তীর্থভ্রমণ বৃত্তান্ত অতি সুন্দরভাবে তাঁর কড়চায় রক্ষিত আছে। [১,৩]

গোবিন্দ দেব। লাউড়া—শ্রীহট্ট। পঞ্চখণ্ডের 'দেবপুরকায়স্থ' বংশে জন্ম। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী। পঞ্চখণ্ড হরগোবিন্দ হাই স্কুল থেকে বৃত্তিসহ ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর কলিকাতার শ্রীরামকৃষ্ণ ছাত্রাবাস থেকে পড়াশুনা করে তিনি দর্শনশাস্ত্রে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। কর্মজীবন আরম্ভ কলিকাতা রিপন কলেজের (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) অধ্যাপকরূপে। কয়েক বছর পর পি-এইচ.ডি. উপাধি লাভ করেন। দিনাজপুরে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের শাখা খোলা হলে তিনি সেখানে অধ্যক্ষ হিসাবে যোগ দেন। দেশবিভাগের পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। তিনি ছাত্রমহলে অতিশয় শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। প্রাচীন ভারতের আচার্যগণের আদর্শানুযায়ী অধ্যাপনা করতেন। মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানী জঙ্গী শাসকরা ঢাকা শহরে বুদ্ধিজীবীদের উপর হত্যাকাণ্ড চালায়। তিনিও সে সময় নিহত হন। চিরকুমার ছিলেন। [১৭,১৪০]

গোবিন্দদেব চক্রবর্তী (১৮শ শতাব্দী)। মহারাজা রাজবল্লভের পুরোহিত। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের মন্ত্র ও প্রকরণ-পদ্ধতি শিক্ষার জন্য তিনি রাজবল্লভ কর্তৃক কাশীতে প্রেরিত হন। তাঁর স্বহস্তলিখিত পুঁথি বহুকাল ধরে প্রামাণিক বলে সমাদৃত হয়েছে। [১]

গোবিন্দপ্রসাদ রায় (১২৪৫ - ১৩০৪ ব.) পাবনা। রাধানাথ। কাশীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। দীর্ঘদিন রংপুর জেলার কাকিনার জমিদারদের প্রধান অমাত্য ছিলেন। গণিত ও স্মৃতিশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। 'মৃন্ময়ী', 'হরিবাসরতত্ত্বসার', 'অষ্টাদশ বিদ্যা' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। মৃন্ময়ী-গ্রন্থে জ্যোতিষ শাস্ত্রে হিন্দুদের অভিজ্ঞতার বিষয় বিবৃত হয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শিতার জন্য নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ তাঁকে 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধিতে ভূষিত করেন। [১]

গোবিন্দমাণিক্য (১৭শ শতাব্দী) ত্রিপুরা। কল্যাণমাণিক্য। রাজা হবার পর বিদ্রোহী ভ্রাতা নক্ষত্র রায় (ছত্রমাণিক্য) কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে আরাকানরাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ভ্রাতার মৃত্যুর পর স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর সময়ের বহু তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। একটিতে তারিখ উল্লেখ আছে ১৫৯৮ শকাব্দ বা ১৬৭৬ খ্রী.। 'রাজমালা'-গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড তাঁর সময়েই রচিত হয়। এই গ্রন্থের বর্ণনানুযায়ী গোবিন্দমাণিক্য সুশাসক ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে কুমিল্লার প্রসিদ্ধ সুজা মসজিদ নির্মিত হয়। সম্ভবত সুজা আরাকান যাবার পথে গোবিন্দমাণিক্যের আতিথ্যে কিছুদিন ছিলেন। এই সখ্যতার নিদর্শনস্বরূপ সুজা গোবিন্দমাণিক্যকে বহুমূল্য তরবারি ও হীরক অঙ্গুরীয় উপহার দেন। গোবিন্দমাণিক্যকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ 'রাজর্ষি' উপন্যাস ও 'বিসর্জন' নাটক রচনা করেন। [১,৩,২৬]

গোবিন্দ মাহাতো (১৮৯১ - ১৯৪২) নাথুরদি—পুরুলিয়া। বিষ্ণু। রাজনৈতিক কাজে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৩০ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে (১৯৪২) অংশগ্রহণ করে মানবাজার পুলিস থানা আক্রমণের সময় পুলিসের গুলিতে তিনি নিহত হন। [৪২]

গোবিন্দরাম মিত্র (? - ১৭৬৬)। চানক—চব্বিশ পরগনা। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছে তিনটি গ্রাম (কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর) কিনে (১৬৯৮) কলিকাতা জমিদারি বা প্রেসিডেন্সীর পত্তন করেন। এর পরিচালনা বা রাজস্ব আদায়ের জন্য একজন নির্ধারিত ইংরেজ কর্মচারী থাকতেন। ক্রমে বাদশাহী সনদের বলে এই জমিদারির আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং দেশীয় লোকদের সঙ্গে কাজ-কারবার চালানোর জন্য সহকারী হিসাবে একজন ভারতীয় নিযুক্ত হয়। প্রথম ভারতীয় সহকারী নন্দরাম সেন। নন্দরামের পদচ্যুতির পর নিযুক্ত হন গোবিন্দরাম মিত্র। ইংরেজ কালেক্টরের সহকারী হিসাবে ডেপুটি কালেক্টর বা ব্ল্যাক ডেপুটি বলে তিনি পরিচিত হন। ব্যারাকপুরের কাছে চানক গ্রাম থেকে কুমারটুলি অঞ্চলে এসে এই ডেপুটি কালেক্টর বৈধ-অবৈধ নানা উপায়ে প্রভূত সম্পদ অর্জন করেন। অত্যন্ত প্রভাবশালী এই ব্যক্তির উপরওয়ালা হলওয়েল সাহেব চেষ্টা করেও তাঁকে পদচ্যুত করতে পারেন নি। এরূপ প্রবল প্রতাপের জন্য 'গোবিন্দরামের ছড়ি' বলে একটি প্রবাদ-বাক্যের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি গঙ্গার তীরে কুমারটুলিতে নয়টি চূড়াবিশিষ্ট কালীমন্দির স্থাপন করেন (১৭২৫)। এই নবরত্নমন্দির (বিদেশীদের কাছে 'দি প্যাগোদা')

উচ্চতায় শহীদ মিনার অপেক্ষা অধিক ছিল। বাগবাজার সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরের পাশে এই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। [৩]

গোবিন্দলাল রায়, মহারাজা (১.২.১৮৫৪ - ২৪.৬.১৮৯৭) তাজহাট—রংপুর। গিরিধারীলাল। পিতার মৃত্যুর পর বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়ে নানা জনহিতকর কার্যে অর্থব্যয় করেন। দানকার্যে মুক্তহস্ত ছিলেন। দার্জিলিংয়ে 'লুইস জুবিলী' স্বাস্থ্যনিবাস নির্মাণে ও অন্যান্য সৎ-কার্যে বহু লক্ষ টাকা দান করেন এবং বিদ্যালয়, পাঠাগার, জলাশয়, দেবালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। [১]

গোমিন অবিঘ্নাকর (আনু. ৯ম শতাব্দী)। গৌড়ের একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। কপর্দিনের রাজত্ব-কালে তিনি কঙ্কন দেশে যান ও আনু. ৮৫১ খ্রী. কৃষ্ণগিরি মহাবিহারের ভিক্ষুদের জন্য সেখানে একটি বিরাট উপাসনাগৃহ নির্মাণ করেন। [৬৭]

গোরক্ষনাথ (১০/১১শ শতাব্দী)। নাথ সম্প্র-দায়ের প্রতিষ্ঠাতা মীননাথের শিষ্য। বাঙলাদেশে গোরক্ষনাথ নামে সুপরিচিত হলেও তাঁর রচিত কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় নি। বাঙলাদেশে প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী গোরক্ষনাথ রাজা গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রের সমসাময়িক। গোপীচন্দ্রের মাতা ময়নামতী গোরক্ষনাথের শিষ্যা ছিলেন। পাঞ্জাবের যোগীরা, বাঙলার নাথ-যোগীরা ও নাথপন্থীরা গোরক্ষনাথকে গুরু ব'লে স্বীকার করে। পরবর্তী কালে 'গোরক্ষসংহিতা', 'গোরক্ষসিদ্ধান্ত' প্রভৃতি গ্রন্থে গোরক্ষনাথের ধর্মীয় সিদ্ধান্ত বিধৃত হয়েছে। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে 'জ্ঞানকারিকা' সম্ভবত গোরক্ষনাথের রচিত। গোরক্ষনাথের কাহিনী নানারূপে রূপান্তরিত হয়ে ক্রমে নেপাল, তিব্বত ও উত্তর ভারতের অধিকাংশ স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। 'গোরক্ষবিজয়' গ্রন্থ অনুসারে গোরক্ষনাথই কালী-ঘাটের কালী প্রতিষ্ঠা করেন। [১,৬৭]

গোরাচাঁদ পীর (১৩শ শতাব্দী) মক্কা। প্রকৃত নাম সৈয়দ আব্বাস আলী। আরবের ধর্মনেতা শাহ-জালালের ৩৬১ জন শিষ্যের মধ্যে ভারতে আগত ২২ জন প্রচারক বা আউলিয়া দলের নেতা হয়ে গোরাচাঁদ পীর চব্বিশ পরগনার রায়কোলায় কেন্দ্র স্থাপন করেন। কেন্দ্রটি 'বাইশ আউলিয়ার দরগাহ' ব'লে পরিচিত। তিনি বালাণ্ডার রাজা চন্দ্রকেতুকে ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করেন। পরে হাতীয়াগড়ে প্রবেশ করলে ঐ স্থানের রাজার সঙ্গে এক সংঘর্ষে আহত হয়ে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। হিন্দু ভক্তগণ ঐ স্থানেই তাঁকে কবরস্থ করে। প্রবাদ যে, পীরের হাড় থাকায় ঐ স্থানের নাম 'হাড়োয়া' হয়েছে। প্রকৃত সমাধি এখানে থাকলেও বাঙলাদেশের বিভিন্ন অংশে তাঁর প্রতীক সমাধি আছে। অদ্যাপি ঐ হাড়োয়াতে ফাল্গুন মাসে বিরাট মেলা হয়। অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী মনে করে বিশ্বাসী লোকেরা এখনও 'পীর গোরাচাঁদ মুস্কিল আসান' বাক্যটি সময়-বিশেষে আবৃত্তি করে থাকে। [৩]

গোলাপচন্দ্র সরকার, শাস্ত্রী (২৪.৭.১৮৪৬ - ২৪.৮.১৯১৫) ইন্দাস—বাঁকুড়া। শম্ভুনাথ। সংস্কৃত কলেজের প্রথম ব্রাহ্মণেতর ছাত্র গোলাপচন্দ্র সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে 'শাস্ত্রী' উপাধি প্রাপ্ত হন (১৮৭১)। ১৮৭৩ খ্রী. আইন পরীক্ষা পাশ করে ওকালতী পেশা গ্রহণ করেন। হিন্দু আইনের মূল স্মৃতি ও ধর্মশাস্ত্রে প্রগাঢ় জ্ঞানের জন্য হিন্দু আইন-বিশেষজ্ঞ হিসাবে বঙ্গের বাইরেও তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। প্রিভি কাউন্সিলে হিন্দু আইন ও মুসলমানী আইন-বিশেষজ্ঞ নির্বাচনে পরামর্শ দান করেন। ১৮৮৮ খ্রী. তিনি দত্তক-বিষয়ক হিন্দু আইন সম্বন্ধে ঠাকুর ল লেকচার দেন। রচিত গ্রন্থ : 'হিন্দু আইন', 'বীর মিত্রোদয়', 'দায়তত্ত্ব', 'বিবাদ রত্নাকর' ; প্রথমটি মৌলিক, অন্যগুলি মূল গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ। তা ছাড়া 'দায়ভাগ' ও 'মিতাক্ষরা'র একটি প্রামাণ্য সংস্করণও প্রকাশ করে-ছিলেন। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর মেট্রোপলিটান কলেজের সঙ্কটময় অবস্থায় তিনি বিনা বেতনে অধ্যাপকের কাজ করে ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে তার স্থায়িত্ববিধান করেন। ১৯০৮ খ্রী. তিনি ল বোর্ডের ফ্যাকাল্টি অফ ল-র সভাপতি হয়ে-ছিলেন। [১,৩,২৫,২৬]

গোলাপবালা ওরফে সুকুমারী দত্ত (১৯শ শতাব্দী)। বেঙ্গল থিয়েটারে মাইকেলের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে (১৬.৮.১৮৭৩) বাঙলা রঙ্গমঞ্চে প্রথম যে ৪ জন অভিনেত্রীর আগমন ঘটে তিনি তাঁদের অন্য-তমা। উক্ত থিয়েটারে প্রথম অভিনয় করলেও তাঁকে সেরা অভিনেত্রী হতে সাহায্য করেছিলেন গ্রেট ন্যাশ-নাল থিয়েটারের উপেন দাস। গ্রেট ন্যাশনালে 'শরৎ-সরোজিনী' নাটকে সুকুমারী চরিত্রে অভিনয় করে তিনি 'সুকুমারী' নামে পরিচিতা হন। ১৮৭৫ খ্রী. ফেব্রুয়ারীতে ঐ নাটকের অভিনেতা গোষ্ঠবিহারী দত্তের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। একটি কন্যার জন্মের পর গোষ্ঠবিহারী বিলাত চলে যান। ফলে গোলাপ-বালা গৃহস্থ-জীবন ছেড়ে পুনরায় রঙ্গমঞ্চে আসেন। এর আগেই ২৩.৮.১৮৭৫ খ্রী. ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার সুকুমারী-সাহায্য-রজনীতে 'অপূর্ব সতী' অভিনয় করে। ১৮৭৯ খ্রী. পুনরায় বেঙ্গল থিয়েটারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অশ্রু-

মতীতে অভিনয় করেন। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর চেষ্টায় অভিনয়নৈপুণ্যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। সুকণ্ঠের অধিকারিণী ছিলেন। আনু. ১৮৯০ খ্রী. অভিনয়-জীবন থেকে অবসর-গ্রহণ করেন। বিভিন্ন নাটকে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা : সুরেন্দ্র-বিনোদিনীতে 'নায়িকা', পুরুবিক্রমে 'ঐলাবিলা', রজনীতে 'রজনী', কৃষ্ণকান্তের উইলে 'রোহিণী', আনন্দমঠে 'শান্তি', মৃণালিনীতে 'গিরিজায়া' প্রভৃতি। শেষ বয়সে তিনি বাড়ি বাড়ি গান গেয়ে বেড়াতেন। মৃত্যু-তারিখ অজ্ঞাত। [১৭,৪০,৬৫]

গোলাপসুন্দরী দেবী (১৮৬৪ - ১৯২৪)। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যা ও সারদামণির প্রধান সেবিকা এবং 'গোলাপ মা' নামে পরিচিতা ছিলেন। অসচ্ছল পরিবারের বধূ, একটি ছেলে ও একটি মেয়ে হওয়ার পর বিধবা হন। ছেলেটি অল্প বয়সে মারা গেলে আর্থিক অনটন হেতু তখনকার দিনের কৌলিন্য-প্রথা অগ্রাহ্য করে একমাত্র কন্যাকে পাথুরিয়াঘাটার সংগীতানুরাগী সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে বিবাহ দেন। মেয়েটি পরে মারা গেলে তিনি প্রতিবেশিনী বন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যা যোগেন্দ্রমোহিনীর সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে এসে সাধিকা হন। [৯]

গোলাম মাসুম বা মাসুম খাঁ (১৯শ শতাব্দী)। তিতুমীরের ভাগিনেয় ও সেনাপতি ছিলেন। তাঁর পরিচালনায় ওয়াহাবী বিদ্রোহিগণ অনেকবার সরকারী বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেছিল। বারাসতের নারকেলবেড়িয়ার 'বাঁশের কেল্লা'র পতনের সময় তিনি ইংরেজের হাতে বন্দী হন এবং বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। ৬.২.১৮৩১ খ্রী. ওয়াহাবী বিদ্রোহ সশস্ত্র রূপ নেয়। কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধের পর ১৪.১১.১৮৩১ খ্রী. অশ্বারোহী বাহিনীর সাহায্যে এ বিদ্রোহ দমন করা হয়। [৫৫,৬৫]

গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭ - ১৯৬৪) মনোহরপুর—যশোহর। রিপন কলেজ থেকে বি.এ. ও পরে বি.টি. পাশ করে শিক্ষকতা শুরু করেন ও ১৯৪৯ খ্রী. ফরিদপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে অবসর-গ্রহণ করেন। গদ্য ও পদ্য রচনায় পারদর্শী ছিলেন। 'রক্তরাগ', 'খোশরোজ', 'হাস্নাহেনা', 'কাব্যকাহিনী', 'সাহারা', 'বুলবুলিস্তান' (সঙ্কলন), 'বনি আদম' এবং 'কাব্যে কোরআন' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। হজরত মুহম্মদের জীবনী অবলম্বনে রচিত উল্লেখযোগ্য গদ্যগ্রন্থ 'বিশ্বনবী'। এ ছাড়া পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমিকায় বহু ইসলামী সঙ্গীত ও দেশাত্মবোধক গীতিও রচনা করেন। [৩]

গোলাম হোসেন খাঁ তবতবা, সৈয়দ। হিদায়াত আলী খাঁ। প্রথমে কিছুদিন মুঘল বাদশাহের অধীনে মীর মুন্শীর কাজ করেন। পরে বাঙলার নবাব মীরকাশিমের অধীনে, তারপর ইংরেজ কোম্পানীর অধীনে এবং শেষে অযোধ্যার নবাবের অধীনে কাজ করেন। তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের শেষভাগের এবং ভারতে ইংরেজ শক্তির অভ্যুদয়-কালের বিবরণ সংবলিত 'সিয়র-উল-মুতাখেরীন' গ্রন্থের রচয়িতা। মি. রেমণ্ড নামে এক ফরাসী ভদ্রলোক 'হাজী মুস্তাফা' ছদ্মনামে এই প্রামাণ্য ইতিহাস গ্রন্থটি অনুবাদ করেন। মূল গ্রন্থটি ওয়ারেন হেস্টিংসকে উৎসর্গ করা হয় ; কিন্তু হেস্টিংসের বিলাত যাবার পথে গ্রন্থটি নষ্ট হয়ে যায়। [১,৩]

গোলাম হোসেন সলীম জৈদপুরী (? - ১৮১৭)। অযোধ্যার জৈদপুরে জন্ম। কর্মোপলক্ষে মালদহে এসে তিনি সেখানকার বাণিজ্যকুঠির অধ্যক্ষ জর্জ উডনীর অধীনে ডাক মুন্শীর কাজ করেন। জীবনের শেষভাগ এখানেই কাটে। উডনীর অনুরোধে তিনি ফারসী ভাষায় 'রিয়াজ উস সলাতীন' (রাজ্যোদ্যান) নামে সুপরিচিত ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন (১৭৮৬ - ১৭৮৮)। তাতে চারটি অধ্যায়ে সংক্ষেপে মুসলমান শাসনের আরম্ভ থেকে ইংরেজ অধিকার প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বঙ্গদেশের ধারাবাহিক রাজনৈতিক ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। গ্রন্থটি ফারসী ভাষায় রচিত বঙ্গদেশের মুসলমান অধিকারের একমাত্র ইতিহাস। গ্রন্থ রচনায় মধ্যযুগের প্রামাণিক ফারসী ইতিহাস ছাড়া কিছু অর্বাচীন অথবা প্রায়-বিস্মৃত গ্রন্থের সাহায্য নেন। সম্ভবত গৌড়-পাণ্ডুয়ার ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত মুসলমান শাসন-কালের ক্ষোদিত লেখগুলির পাঠোদ্ধার করে ঐতিহাসিক সন তারিখ নির্ণয়ের কিছু চেষ্টাও করেন। মৌলভী আবদুস সালাম এই গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন। ঐতিহাসিক রামপ্রাণ গুপ্ত এর সটীক বঙ্গানুবাদ করে ১৯০৭ খ্রী. প্রকাশ করেন। [১,৩]

গোলোকনাথ চট্টোপাধ্যায় রেভারেণ্ড (১৮১৭ - ২.৮.১৮৯১)। ডাফ সাহেবের স্কুলে পাঠরত অবস্থায় খ্রীষ্টধর্মের প্রতি অনুরাগী হন। এইজন্য তাঁর পিতা স্কুলের পড়ার খরচ বন্ধ করে দেওয়ায় তিনি ১৮৩৪ খ্রী. সন্ন্যাসীর বেশে গৃহত্যাগী হন এবং ১৮৩৬ খ্রী. খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় একটি চাকরি নিয়ে সেখানে ধর্মপ্রচারে উদ্যোগী হন। প্রবলপ্রতাপান্বিত রণজিৎ সিংহের রাজত্বে খ্রীষ্টধর্মপ্রচার দুঃসাহসের ব্যাপার ছিল। ফলে কিছুকালের জন্য বন্দী হন। ১৮৪৭ খ্রী. রেভারেণ্ড হয়ে জলন্ধরে ধর্মপ্রচারে যান এবং নানাস্থানে চিকিৎসালয়, বালিকা বিদ্যালয়, অনাথাশ্রম,

গ্রন্থাগার, প্রচারাশ্রম ও ভজনালয় নির্মাণ করেন। কপূর্রতলার রাজকুমার হরনাথ সিংহ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে তাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন। পাঞ্জাবের নানাস্থানে তিনি বিষয়-সম্পত্তিও করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ভক্তবৃন্দের চেষ্টায় 'গোলোকনাথ মেমোরিয়াল চার্চ' নামে জলন্ধরে একটি গীর্জা প্রতিষ্ঠিত হয়। [১]

গোলোকনাথ দাস। তিনি বাঙলাদেশে প্রথম নাট্যশালার (১৭৯৫) প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম বাঙলা ভাষায় নাটক অনুবাদ করে মঞ্চস্থ করায় উদ্যোগী রুশবাসী হেরাসিম লেবেডেফের বাংলা ভাষার শিক্ষক ছিলেন। নাটকের অভিনয়ের জন্য এদেশীয় অভিনেতা-অভিনেত্রী সংগ্রহে গোলোকনাথ লেবেডেফকে সাহায্য করেছিলেন। [৪০,১৪১]

গোলোকনাথ ন্যায়রত্ন (১৮০৭-১৮৫৫) নবদ্বীপ। হরচন্দ্র ভট্টাচার্য। তিনি ন্যায়শাস্ত্রকে সহজবোধ্য করার জন্য নূতন পথ প্রদর্শন করেন। ন্যায়-চর্চার ৪৫০ বছরের মধ্যে একমাত্র শঙ্কর তর্কবাগীশ ছাড়া আর কোন নৈয়ায়িক তাঁর ছাত্র-সম্পদ অতিক্রম করতে পারেন নি। বিক্রমপুর সমাজে নিমন্ত্রিত হয়ে তিনি সেখানকার মহারথীদের পরাজিত করেন। কলিকাতায় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মহাসভায় পাঞ্জাবী সন্ন্যাসী পরমহংস জ্যোতিঃস্বরূপের সঙ্গে শাস্ত্রবিচারে সাফল্য লাভ করেন ও দেবভাষায় বক্তৃতাশক্তির জন্য বিশেষ খ্যাতিমান হন। প্রতিভাশালী পার্বতীচরণ বিদ্যাবাচস্পতি তাঁর প্রিয়তম শিষ্য এবং হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত তাঁর পুত্র। [৪,৯০]

গোলোকনাথ রায়। ময়মনসিংহ জেলার কাগমারী অঞ্চলে সংঘটিত নীলচাষীর সংগ্রামে (১৮৪৩) নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। [৫৬]

গোষ্ঠবিহারী দে (?-১১.৪.১৩৫৩ ব.)। ইস্টার্ন টাইপ ফাউণ্ড্রী এবং ওরিয়েণ্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কসের পরিচালক ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় মুদ্রণকার্য শিক্ষাদানকল্পে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত ইস্টার্ন স্কুল অফ প্রিন্টিং-এর প্রধান ব্যবস্থাপক ছিলেন। রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'প্রিন্টার্স গাইড' উল্লেখযোগ্য। [৫]

গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় (১৮৪১-১৯২২) ঘোড়াচরা—পাবনা। গৌরমোহন। খুল্লতাতের পোষ্য-পুত্র ছিলেন। রংপুর হাই স্কুলে এণ্ট্রান্স পর্যন্ত পড়েন। পরে সংস্কৃত ও কিছু ফারসী এবং এক মুসলমান সাধুর কাছে 'দরশ' শিক্ষা করেন। কর্মজীবনে ১৮৬৩-১৮৬৬ খ্রী. পর্যন্ত পুলিস বিভাগের সাব-ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন। ১৮৬৬ খ্রী. চাকরি ছেড়ে কেশবচন্দ্রের অনুগামী হন ও প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করেন। ১৮৭৯ খ্রী. কেশবচন্দ্র তাঁকে ধর্মশাস্ত্রের আলোচনা ও ব্যাখ্যার জন্য নিযুক্ত করেন এবং 'উপাধ্যায়' উপাধি দেন। তিনি আমরণ এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ-বাণী (মটো) 'সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রাহ্মমন্দিরম্' ইত্যাদি শ্লোকটি তাঁরই রচনা। রচিত উল্লেখযোগ্য সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থ : 'শ্রীমদ্‌-ভগবদ্গীতাসমন্বয়ভাষ্য', 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাপ্রপূর্ত্তি', 'বেদান্তসমন্বয়ভাষ্য', 'শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম', 'আচার্য কেশবচন্দ্র' প্রভৃতি। 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকার সম্পাদনা এবং 'ভিক্টোরিয়া বালিকা বিদ্যালয়' পরিচালনায় সহযোগিতা করা তাঁর জীবনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাজ। জীবনের শেষ দুই বৎসর সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। [১,৩]

গৌরদাস বসাক (১৮২৬-১৮৯৯) কলিকাতা। রাজকৃষ্ণ। বড়বাজারের বসাক পরিবারের এই কৃতী পুরুষ মৌলিক রচনায় কোন কৃতিত্ব না দেখালেও সে-যুগের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। হিন্দু কলেজের বিশিষ্ট ছাত্র গৌরদাস কর্মজীবনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। সরকারী কাজে বঙ্গের যে জেলাতেই গেছেন সেখানকার ঐতিহ্যাশ্রয়ী প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে মূল্যবান্ তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি রচনা করেছেন। সহপাঠী কবি মধুসূদনের সুদিন ও দুর্দিনের বন্ধু এবং সমাজসংস্কারে বিদ্যাসাগরের সঙ্গী ছিলেন। বেলগাছিয়া ভিলায় 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয়ে তিনি একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, ইংল্যাণ্ডীয় ফিলসফিক্যাল সোসাইটি, বুটিস্ট টেক্সট্ সোসাইটি ও ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য এবং পারসিভিয়ারেন্স সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। বঙ্গীয় রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ও জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। বরানগরে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। অবসর-গ্রহণের পর অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ও জে. পি. নিযুক্ত হন। [৩]

গৌরমোহন আঢ্য (১৮০৫-২৩.২.১৮৪৬) কলিকাতা। গৌরমোহন নিজে উচ্চশিক্ষিত না হলেও সরকারী সাহায্য ছাড়াই ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের জন্য ১.৩.১৮২৯ খ্রী. 'ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী' প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরেজী শিক্ষার জন্য ছাত্রদের তখন খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে যেতে হত। সেখানে হিন্দু ছাত্রদের উপর শিক্ষার সঙ্গে মিশনারীদের প্রচারিত ধর্মের প্রভাবও যথেষ্ট পড়ত। এই অসুবিধা দূরীকরণের নিমিত্ত ধর্ম-প্রভাব-মুক্ত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন বাঙলাদেশের শিক্ষা জগতে গৌরমোহনের এক

বিশিষ্ট অবদান। কৃষ্ণদাস পাল, কৈলাসচন্দ্র বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ (সাংবাদিক), উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ মনীষিগণ এই বিদ্যালয়ে পড়েছেন। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন গৌরমোহন শিক্ষক নির্বাচনে সতর্ক ছিলেন। নিচের ক্লাসে ফিরিঙ্গী, মাঝের ক্লাসে বাঙ্গালী, উঁচু ক্লাসে উচ্চশিক্ষিত ইংরেজ ও বাঙ্গালীদের নিয়োগ করতেন। সে-যুগের সংস্কৃতির অক্ষয় দান এই স্কুল। একজন শিক্ষকের সন্ধানে শ্রীরামপুরের মিশনারীদের কাছ থেকে ফেরার পথে গঙ্গাবক্ষে নৌকাডুবিতে তাঁর মৃত্যু হয়। [১,৩,২৫,২৬,৪৫]

গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার (১৯শ শতাব্দী) বজরাপুর—নদীয়া। রঘুত্তম বাণীকণ্ঠ। পণ্ডিত পরিবারে জন্ম। খ্যাতনামা পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের ভ্রাতুষ্পুত্র। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি (৪.৭.১৮১৭) ও কলিকাতা স্কুল সোসাইটি (১.৯.১৮১৮) প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই সংস্থা দুটির পুস্তক প্রকাশনায় সাহায্য করেন ও বিদ্যালয়ের হেডপণ্ডিতরূপে তাদের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। সংস্থা দুটির আর্থিক দুঃসময় উপস্থিত হওয়ায় প্রায় ১৬ বছর পর রাধাকান্ত দেবের চেষ্টায় তিনি সুখসাগরের মুন্সেফ নিযুক্ত হন। বাঙলায় স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের প্রথম উৎসাহী ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর রচিত বালিকা বিদ্যালয়ের পাঠ্য 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' গ্রন্থে তিনি এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সঙ্কলিত 'কবিতামৃত-কূপ' আরেকখানি উল্লেখযোগ্য পাঠ্যপুস্তক। [১,৩,২৮]

গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য। রংপুর জজ আদালতের দেওয়ান ছিলেন। রামমোহন রায় রংপুরে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার শুরু করলে তিনি ১৮২১ খ্রী. রামমোহনের বিরোধিতা করে 'জ্ঞানাঞ্জন' গ্রন্থ রচনা করেন। [১]

গৌরীকান্ত সার্বভৌম (১৬শ শতাব্দী)। তর্ক-ভাষা-গ্রন্থের উৎকৃষ্ট টীকা 'ভাবার্থদীপিকা'র রচয়িতা। গ্রন্থখানি বাঙলাদেশে না হলেও ভারতের অন্যত্র সুপ্রচারিত ছিল। এক তাঞ্জোরেই এই টীকার ১৮টি অনুলিপি আছে। এ ভিন্ন তিনি আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বালকৃষ্ণানন্দ সরস্বতী তাঁর দীক্ষাগুরু এবং নবদ্বীপের রামভদ্র সার্বভৌম বিদ্যাগুরু ছিলেন। [৯০]

গৌরীদাস পণ্ডিত। অম্বিকা-কালনা—বর্ধমান। কংসারি মিশ্র। নিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ ভক্ত। গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ মূর্তি তিনিই বোধ হয় সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। অম্বিকা-কালনায় এখনও এই মূর্তিদ্বয় পূজিত হয়। কবিকর্ণপুর তাঁকে ব্রজলীলার সুবল সখা বলেছেন। 'পদকল্পতরু'-গ্রন্থে তাঁর রচিত দুইটি পদ আছে। তার মধ্যে শ্রীরাধার অনুরাগের পদটি ভাবে ও ভাষায় উল্লেখযোগ্য। তিনি নিত্যানন্দের খুড়-শ্বশুর ছিলেন। [১,২,৩,২৬]

গৌরীমা (১২৬৪-১৩৪৪ ব.) শিবপুর—হাওড়া। পার্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যা ও সাধিকা। পূর্বাশ্রমের নাম মৃড়ানী বা রুদ্রাণী। ভবানীপুর হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাসকালে খ্রীষ্টান মিশনারী শিক্ষকদের হিন্দুধর্মের নিন্দাবাদ ও হিন্দুদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টার প্রতিবাদে কিছু ছাত্রীসমেত বিদ্যালয় ত্যাগ করে একটি পাঠশালা খোলেন। ১৮ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করে হিমালয়ের দুর্গম তীর্থে ও ভারতের বিভিন্ন তীর্থে কঠোর তপস্যার পর ২৫ বছর বয়সে দক্ষিণেশ্বরে গুরু-সকাশে ফিরে আসেন এবং গুরুর নির্দেশে স্ত্রী-জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৩০১ ব. তিনি সারদেশ্বরী আশ্রম ও বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া উত্তর কলিকাতা এবং বিভিন্ন স্থানে নানা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মাতৃ-জাতির উন্নতির জন্য সেবা করে গেছেন। [৩,৯,১৬]

গৌরীশঙ্কর দে (১১.২.১৮৪৫-৪.৪.১৯১৪) দর্জিপাড়া—কলিকাতা। মধুসূদন। ১৮৬৬ খ্রী. বি.এ. পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান ও পরের বছর এম.এ.-তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। বি.এল. পাশ করে উকিল হিসাবে হাইকোর্টে নাম লেখালেও বিদ্যা-চর্চাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল। ১৮৭০ খ্রী. প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। সরকারী শিক্ষাবিভাগের চাকরি প্রত্যাখ্যান করে সামান্য টাকায় জেনারেল অ্যাসেমব্লীজ ইন্‌স্টিটিউশনে (স্কটিশ চার্চ কলেজ) অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করে সুদীর্ঘ ৪৬ বছর শিক্ষাদান করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় গণিতের প্রধান পরীক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষার গণিত-পরীক্ষক এবং ১৮৮৪ খ্রী. বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হন। তাঁর রচিত পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি (ইংরেজী এবং বাংলায়) স্কুল ও কলেজ পাঠ্য পুস্তকরূপে বিদ্বৎসমাজে সমাদৃত ছিল। ব্যক্তিগত জীবনে অনাড়ম্বর ও কর্তাভজা সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। নিজ পল্লীর মাইনর স্কুলের তত্ত্বাবধায়ক এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম কর্ণধার ছিলেন। [১,৫,৬,২৫,২৬]

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, তর্কবাগীশ (১৭৯৯-৫.২.১৮৫৯) পঞ্চগ্রাম—শ্রীহট্ট। জগন্নাথ। খর্বাকৃতির জন্য 'গুড়গুড়ে ভটচাজ' নামে পরিচিত

ছিলেন। বাল্যে পিতৃমাতৃহীন হয়ে নৈহাটিতে নীলমণি ন্যায়পঞ্চাননের চতুষ্পাঠীতে শিক্ষাগ্রহণ করেন। সংস্কৃতে পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতি ছিল। ভাগ্যান্বেষণে কলিকাতায় এসে অচিরেই তিনি সাংবাদিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইয়ং বেঙ্গলের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার কার্যত সম্পাদক, 'সম্বাদ ভাস্কর' ও 'সম্বাদ রসরাজ' পত্রিকার পরিচালক এবং 'হিন্দুরত্ন কমলাকর' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। গৌরীশঙ্কর 'সম্বাদ রসরাজ' পত্রিকা মারফত ঈশ্বর গুপ্তের 'পাষণ্ড পীড়ন' পত্রিকার সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন। এই সকল পত্রিকা সম্পাদনায় অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেন। আবার অশ্লীল রচনা ও ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক নিবন্ধ প্রকাশের জন্য তাঁর অর্থদণ্ড ও একাধিকবার কারাবাসও ঘটেছে। ১৮৩৬ খ্রী. ভারতের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং কিছুদিন তার সভাপতি ছিলেন। রামমোহনের 'ব্রাহ্মসভা' ত্যাগ করে রাধাকান্তের ধর্মসভায় যোগ দিলেও রক্ষণশীল ছিলেন না। তীব্র শ্লেষাত্মক (সময়বিশেষে অশ্লীল) রসরচনার সাহায্যে স্বজাতীয় ইংরেজ নকলনবীস ও বিদেশী দুর্নীতিপরায়ণ শাসকদের আক্রমণ করতেন। সতীদাহ প্রথার বিপক্ষে এবং বিধবা-বিবাহের পক্ষে লেখনী ধারণ করেন। সে যুগের আলোড়নসৃষ্টিকারী ঘটনা—দক্ষিণারঞ্জন ও রাণী বসন্তকুমারীর রেজিস্ট্রি বিবাহে সাক্ষী ছিলেন। রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ : 'ভগবদ্গীতা', 'জ্ঞানপ্রদীপ', 'ভূগোলসার', 'নীতিরত্ন', 'কাশীরাম দাসের মহাভারত' প্রভৃতি। [১,৩,৭,৮,২৫,২৬]

গৌরী সেন (১৭শ/১৮শ শতাব্দী) বালি—হুগলী, অন্যমতে বহরমপুর। নন্দরাম। সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ভুক্ত বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও দাতা এবং 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন' প্রবাদের নায়ক। সামান্য অবস্থা থেকে বংশগত আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন ও কলিকাতার ধনী সমাজে সুপরিচিত হন। দেনাগ্রস্ত বা রাজদ্বারে বিপদ্গ্রস্তের সাহায্যে মুক্তহস্ত ছিলেন। অনেকের ধারণা, তিনি হুগলীর 'গৌরীশঙ্কর' শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। [১,৩,২৫,২৬]

গ্রিয়ার্সন, জর্জ আব্রাহাম (৭.১.১৮৫১ - ৭.৩.১৯৪১) আয়ার্ল্যান্ড। তিনি ডাবলিন, কেম্ব্রিজ ও জার্মানীর হালে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। আই.সি.এস. হয়ে ১৮৭৩ খ্রী. ভারতে আসেন। বাঙলা প্রদেশের (বর্তমান বাঙলা, বিহার, ওড়িশা) বিভিন্ন জেলায় ম্যাজিস্ট্রেট, স্কুল ইনস্পেক্টর ও অহিফেন এজেন্টরূপে সরকারী কাজে নিযুক্ত ছিলেন। কর্মজীবনের প্রথম অধ্যায়ে সংস্কৃত, বিভিন্ন প্রাকৃত, পুরাতন হিন্দী, মৈথিলী, মগহী, ভোজপুরী, ছত্তিশগড়ী এবং বাংলা প্রভৃতি কথ্যভাষার অনুশীলন করেন। রংপুরে অবস্থানকালে রংপুরের উপভাষা বিষয়ে আলোচনা করেন। এই আলোচনা এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় (১৮৭৭) প্রকাশিত হয়। তিনি উত্তরবঙ্গের জনপ্রিয় লোককাব্য 'মানিকচন্দ্রের গান' সংগ্রহ করে তার ইংরেজী অনুবাদসহ নাগরী লিপিতে (১৮৭৮) ও পরে 'গোপীচাঁদের গীত' অনুবাদসহ ঐ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। পল্লী অঞ্চলে ঘুরে মৈথিলী, ভোজপুরী প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষায় পরিবেশিত পুরাতন সাহিত্য ও লোকগীতির নিদর্শন সংগ্রহ করেন। ভাষা বিষয়ে তাঁর আলোচনা ও সাহিত্য সংগ্রহের নিদর্শন বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এছাড়া তাঁর রচিত 'An Introduction to the Maithili Language of North Bihar' গ্রন্থে মৈথিলী ভাষার ব্যাকরণ ও শব্দাবলী ছাড়াও শ্রেষ্ঠ কবি বিদ্যাপতির পদাবলী পরিবেশন করেন। এটিই বিদ্যাপতির প্রথম মুদ্রিত সঙ্কলন। গ্রিয়ার্সনের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বিহারের জনজীবনের তথ্য-সমৃদ্ধ আলেখ্য ও গ্রাম্য শব্দাবলীর এক অভিনব সংগ্রহ 'Bihar Peasant Life' নামে সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা। অপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'Seven Grammars of the Dialects and Subdialects of Bihari Language' (আট খণ্ডে)। ভারতে অবস্থানকালেই জার্মানীর প্রাচ্যবিদ্যা সমিতির মুখপত্রে (ZDMG) আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার তুলনামূলক আলোচনা 'On the Phonology of the Modern Indo-Aryan Vernaculars' শীর্ষক নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়। গ্রিয়ার্সনকে কর্ণধার করে Linguistic Survey of India নামে যে সংস্থা গঠিত হয়, তাতে তিনি ভারতে ভাষা-সমীক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ সংগ্রহের কাজে লিপ্ত থাকেন (১৮৯৮-১৯০২)। ১৯০৩ খ্রী. সরকারী চাকরি থেকে অবসর নিয়ে বিলাতে ফেরেন এবং লণ্ডনের সন্নিকটস্থ ক্যাম্বার্লে পল্লীতে জীবনের শেষ ৩৮ বছর ভারততত্ত্বের সাধনায় ব্যাপৃত থাকেন। ৯০ বছরের জীবনের প্রায় ৭০ বছর ভারতের বিচিত্র মানুষ ও বহুবিচিত্র জীবনধারার গবেষণায় অতিবাহিত করেছেন। [৩]

ঘনরাম চক্রবর্তী (১৬৬৯ - ?) কৃষ্ণপুর—বর্ধমান। গৌরীকান্ত। রামবাটি গ্রামস্থ ভট্টাচার্য মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ছাত্রাবস্থায় কবিতা রচনার জন্য গুরু তাঁকে 'কবিরত্ন' উপাধি দেন। বর্ধমানের তৎকালীন রাজা

কীর্তিচন্দ্র কবিখ্যাতির জন্য তাঁকে রাজকবি পদে অধিষ্ঠিত করেন। রাজার আদেশে তিনি সুবৃহৎ 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যগ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন। ১৭১১ খ্রী. রচনা সম্পূর্ণ হয়। তাঁর কাব্যভাষার উত্তরসূরী রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। বর্ধমানে অবস্থানকালে ফারসী ভাষাও শিক্ষা করেছিলেন। সুগায়ক ও কবি ঘনরাম রচিত একটি সত্যনারায়ণের পাঁচালীও আছে। বংশপরম্পরায় 'চক্রবর্তী' উপাধি লাভ করেন। [১,২,৩,২০,২৫,২৬]

ঘনশ্যাম। কোচবিহারের একজন খ্যাতনামা স্থাপত্যবিশারদ। ১৬৯৬-১৭১৪ খ্রী. মধ্যে কোন এক সময় আসামের আহম-বংশীয় রাজা রুদ্রসিংহ তাঁকে স্বরাজ্যে এনে বহু প্রাসাদ ও মন্দির নির্মাণ করান এবং স্থাপত্যে অসাধারণ নৈপুণ্যের জন্য প্রচুর ধনরত্ন উপহার দেন। পরে তাঁর কাছে আহম-রাজ্যের বর্ণনামূলক একখানি হস্তলিখিত গ্রন্থ পাওয়া যায়। মুসলমান শাসনকর্তাকে ঐ গ্রন্থখানি দেওয়া হবে—এই সন্দেহে রাজা তাঁকে প্রাণদণ্ড দেন। [১]

ঘনশ্যাম কবিরাজ। দিব্যসিংহ। গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্র। সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্র গতিগোবিন্দ তাঁর দীক্ষাগুরু। 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে ঘনশ্যাম-ভণিতাযুক্ত ৪২টি পদ আছে। তন্মধ্যে ২৫টি পদ তাঁরই রচিত। এ ছাড়া তিনি রসশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা-সংবলিত 'গোবিন্দ-রতিমঞ্জরী' গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর কবিতাবলী সবিশেষ ভাবসমৃদ্ধ। [৩]

ঘনশ্যাম চক্রবর্তী। নদীয়া। জগন্নাথ। নরহরি চক্রবর্তী নামেও খ্যাত ছিলেন। পিতৃগুরু ভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য ছিলেন। পরে শ্রীনিবাস আচার্যের নিকটও দীক্ষা নেন। কিছুদিন বৃন্দাবনে বাস করে বিশেষভাবে বৈষ্ণবশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে তিনি শ্রীরূপ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দজীর পাচক ছিলেন। 'ভক্তি-রত্নাকর' তাঁর রচিত সুবৃহৎ গ্রন্থ। অপর গ্রন্থাবলী : 'গৌরচরিত চিন্তামণি', 'নরোত্তম বিলাস', 'ব্রজ পরিক্রমা', 'শ্রীনিবাস চরিত', 'গীত চন্দ্রোদয়', 'ছন্দসমুদ্র', 'প্রক্রিয়া পদ্ধতি', 'নবদ্বীপ পরিক্রমা', 'লীলা সমুদ্র' প্রভৃতি। [১,২,২০]

ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য (১৮শ শতাব্দী) ত্রিবেণী। তিনি নিজামত আদালতের কোর্ট পণ্ডিত ছিলেন। তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ওয়েলেস্‌লী (১৭৯৮-১৮০৫) সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে নিজামত আদালতে পত্র পাঠিয়েছিলেন। উত্তরে কোর্ট পণ্ডিত ঘনশ্যাম জানিয়ে দিয়েছিলেন যে সতীদাহ প্রথা শাস্ত্র ও সদাচার বিরুদ্ধ। সতীদাহ নিবারণের এটিই প্রথম উদ্যম। [১]

ঘসিটি বেগম (?-১৭৬০)। নবাব আলীবর্দী খাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা, সিরাজদ্দৌলার মাতৃস্বসা ও আলীবর্দীর ভ্রাতুষ্পুত্র নওয়াজেস মহম্মদের পত্নী। বরাবর সিরাজের বিরোধী ছিলেন। ১৭৫৫ খ্রী. স্বামীর মৃত্যুর পর মুর্শিদাবাদের মোতিঝিল প্রাসাদ সুরক্ষিত করে তিনি সেখানে থাকার ব্যবস্থা করেন এবং সিরাজ যাতে সিংহাসনে না বসতে পারে সে-বিষয়ে দেওয়ান রাজা রাজবল্লভের সাহায্যে ইংরেজদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। ১৭৫৬ খ্রী. সিরাজ তাঁর প্রাসাদ আক্রমণ করে ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করে নিয়ে যান। মীরজাফরের রাজত্বকালে মিরজাফরের পুত্র মীরণের আদেশে ঘসিটি ও সিরাজের মাতা আমিনাকে ঢাকার নিকটে জলে নিমজ্জিত করে হত্যা করা হয়। [১,৩]

চক্রপাণি দত্ত। সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদশাস্ত্র-বিশারদ ও গবেষক। একাদশ শতকের শেষার্ধে বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত ময়ূরেশ্বর গ্রামে লোধ্রবলী বংশে জন্ম। ষোড়শ শতকের টীকাকার শিবদাস সেনের মতে চক্রপাণির পিতা নারায়ণ গৌড়াধিপতি নয়পাল দেবের (১০৪০-৭০) কর্মচারী ছিলেন। চক্রপাণি সে-যুগের শ্রেষ্ঠ সর্বভারতীয় রোগনিদানবিদ্‌দের অন্যতম এবং তাঁর ভ্রাতা ভানুও রোগনিদানশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সুচিকিৎসক ছিলেন। চক্রপাণির গুরুর নাম নরদত্ত। তাঁর শ্রেষ্ঠ মৌলিক গ্রন্থ 'চিকিৎসা-সংগ্রহ'। সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যক গ্রন্থ 'চক্রদত্ত' এ গ্রন্থেরই নামান্তর। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে মাধব ও বৃন্দের আলোচনা-গবেষণার ধারা অনুসরণ করলেও, এটিই ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক গ্রন্থ। চক্রপাণি ধাতব-দ্রব্য প্রকরণে উল্লেখযোগ্য মৌলিকত্ব প্রদর্শন করেছেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর অপর দুখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ : 'দ্রব্যগুণ' ও 'সর্বসারসংগ্রহ'। তিনি চরকসংহিতার উপর 'চরকতত্ত্বপ্রদীপিকা' নামে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা ও সুশ্রুতের উপর 'ভানুমতী' টীকা রচনা করেন। মাধব-নিদানের উপরও তাঁর টীকা পাওয়া যায়। এ ছাড়াও ব্যাকরণ গ্রন্থ 'ব্যাকরণতত্ত্বচন্দ্রিকা' এবং কোষগ্রন্থ 'শব্দচন্দ্রিকা' তাঁরই রচনা বলে জানা যায়। তিনি 'চরকচতুরানন' ও 'সুশ্রুতসহস্রনয়ন' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। [১,৩,২৫,২৬,৬৩,৬৭]

চণ্ডীচরণ দাস (১৮৭৮?-১৯৪৩) কলিকাতা। প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম। দারিদ্র্যের জন্য পড়াশুনা বিশেষ হয় নি। অল্প বয়সেই তাঁকে জীবিকার সন্ধানে বের হতে হয়। প্রথমে একজন

আত্মীয়ের নিয়ে কাজের শিক্ষানবিশের কারবার আরম্ভ করেন। ১৯০৪ খ্রী. শ্যামবাজারে উড-এনগ্রেভিং-এর অর্থাৎ কাঠের ব্লকের কারখানা খোলেন এবং বড় বড় বিদেশী কোম্পানীর ক্যাটালগ ছাপার কাজ করতে থাকেন। তখন তাঁর কারখানার নাম হয় 'ফাইন আর্ট কটেজ'। ক্রমে মেশিন ক্রয় করে তিনি সেখানে লেটার প্রেস, লিথো, ব্লক ও ইলেকট্রোটাইপিং প্রভৃতি বিভিন্ন পদ্ধতির ছাপার কাজ চালাতে থাকেন। ১৯২৮ খ্রী. তিনি দুটি অফসেট মেশিন ক্রয় করে ব্যবসায় বৃদ্ধি করেন। তিনিই ভারতে অফসেট মেশিন প্রথম আমদানি করেছিলেন। বিশ্বব্যাপী মন্দা (১৯২৯) ও ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মহাত্মা গান্ধীর আইন অমান্য ও বিদেশী-দ্রব্য বর্জন আন্দোলনের ফলে বিদেশী কোম্পানীগুলির অর্ডার হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় 'ফাইন আর্ট কটেজ' লিকুইডেশনে যায়। তা সত্ত্বেও তিনি নিরুৎসাহ না হয়ে নূতন উদ্যমে সুশিক্ষিত পুত্র হৃষিকেশকে সঙ্গে নিয়ে ১৯৩৩ খ্রী. 'ঈগল লিথোগ্রাফী কোম্পানী' প্রতিষ্ঠা করেন ও ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। [১৪৪]

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৮ - ১৯১৬) নলকুঁড়া—চব্বিশ পরগনা। রামকমল সার্বভৌম। বাল্যে পারিবারিক গোলযোগে শিক্ষা অসমাপ্ত রাখতে বাধ্য হন। পরে লড়াইল জমিদারীর তত্ত্বাবধায়ক রামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশ্রয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ পান। এই সময়ে তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং কয়েক বৎসর পর ব্রাহ্মমতে অসবর্ণ বিবাহ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনীকাররূপে সমধিক খ্যাত হন। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'মা ও ছেলে', 'কমলকুমার' 'পাপীর নবজীবনলাভ' ইত্যাদি। তিনি ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। [১,৩,৫-৭,২৫,২৬]

চণ্ডীচরণ মুন্সী (১৭৬০? - ২৬.১১.১৮০৮)। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের অন্যতম অধ্যাপক। তিনি ১৮০৫ খ্রী. কাদির বখশ রচিত ফারসী গ্রন্থ 'তুতীনামা'র বঙ্গানুবাদ করেন। গ্রন্থটি 'তোতা ইতিহাস' নামে প্রথমে শ্রীরামপুর মিশনারী প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। পরে ১৮২৫ খ্রী. লণ্ডনে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। তিনি ভগবদ্গীতারও অনুবাদ করেছিলেন। [১,২,৩,২০,৭২]

চণ্ডীচরণ লাহা (১৮৫৭ - মার্চ ১৯০৬) চুঁচুড়া—হুগলী। শ্যামাচরণ। কলিকাতার বিশিষ্ট ধনী নাগরিক ও ব্যবসায়ী। হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে পৈতৃক ব্যবসায়ে প্রবেশ করেন ও নিজের চেষ্টায় কারক-খানা নূতন প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলেন। পৈতৃক ভবনে কবিরাজী ও ডাক্তারী দুপ্রকার দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। সেখানে বহু দরিদ্র রোগীর আহারাদির ব্যয়-নির্বাহের ব্যবস্থাও ছিল। কুমিল্লার কলেজ স্থাপনে তাঁর আর্থিক সাহায্য-দান উল্লেখযোগ্য। কন্যার স্মৃতিরক্ষার্থে কলিকাতায় 'কামিনীকুমারী দাতব্য চিকিৎসালয়' প্রতিষ্ঠা তাঁর অপর এক কীর্তি। [১]

চণ্ডীচরণ সেন (জানু. ১৮৪৫ - ১০.৬.১৯০৬) বাসণ্ডা—বাখরগঞ্জ। নিমচাঁদ। ১৮৬০ খ্রী. বরিশাল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে কলিকাতায় ফ্রি চার্চ ইন্স্টিটিউশনে (ডাফ কলেজ) কিছুদিন অধ্যয়ন করেন। কিন্তু অসুস্থতার জন্য বরিশাল ফিরে যান। পরে ১৮৬৯ খ্রী. কলিকাতায় এসে গৃহশিক্ষকতা করে আইন পরীক্ষা পাশ করেন। পাঠ্যাবস্থায় রামতনু লাহিড়ী, দুর্গা-মোহন দাস প্রমুখ ব্রাহ্ম নেতাদের সংস্পর্শে আসেন। ১৮৭০ খ্রী. বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। কিছুদিন বরিশালে আইন ব্যবসায় করেন। ১৮৭০ খ্রী. সরকারী কর্মচারী হিসাবে প্রথমে মুন্সেফ ও শেষে সাবজজ পদ প্রাপ্ত হন এবং বিচারপতিরূপে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রেও তিনি কৃতিমান ছিলেন। 'টম কাকার কুটীর' তাঁর বিখ্যাত অনুবাদ-গ্রন্থ। তা ছাড়া 'অযোধ্যার বেগম', 'ঝাঁসীর রাণী', 'দেওয়ান গঙ্গা-গোবিন্দ সিংহ' ইত্যাদি গ্রন্থে তিনি ইংরেজ অধি-কারের প্রথম অবস্থার ঘটনাবলীর নির্ভীক তথ্য-নির্ভর বিবরণ দিয়ে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করেন। 'মহারাজা নন্দকুমার' গ্রন্থ রচনার জন্য সরকার কর্তৃক দণ্ডিত হন। একসময়ে এইসব ঐতিহাসিক উপন্যাস দেশবাসীর মনে জাতীয় ভাব সঞ্চারে প্রভূত সাহায্য করেছিল। 'জীবনগতি নির্ণয়' ও 'কঙ্কাকাণ্ড' নামক দুটি বিদ্রূপাত্মক কাব্যও তিনি রচনা করেছিলেন। খ্যাতনাম্নী মহিলা কবি কামিনী রায় তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা। [১,৩,৫,৭,৮-১৭,২৫,২৬,২৮]

চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, মহামহোপাধ্যায় (১২৫৬ - ১৩৩৭ ব.) কৈকালা—হুগলী। ঈশানচন্দ্র চূড়া-মণি। রাঢ়ীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ। খ্যাতনামা স্মার্ত পণ্ডিত ও সংস্কৃত গ্রন্থ-রচয়িতা। গৌরহাটিতে সংস্কৃত-শিক্ষা আরম্ভ করেন। পরে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় মধুসূদন স্মৃতিরত্নের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করে উপাধি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন ও 'স্মৃতি-ভূষণ' উপাধি লাভ করেন। কলিকাতা গরানহাটা লেনে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা শুরু করেন।

তাঁর সম্পাদনায় বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ 'শব্দকল্পদ্রুম', 'প্রায়শ্চিত্তবিবেক', 'বাচস্পত্য', 'স্মৃতিসারসংগ্রহ' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কাব্য ও দর্শনশাস্ত্রের কয়েকটি গ্রন্থেরও সম্পাদনা করেন। ১৯২৫ খ্রী. তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি পান। [১,১৩০]

চণ্ডীদাস। নানুর—বীরভূম। মধ্যযুগের বাংলা। বাংলা সাহিত্যে এই প্রসিদ্ধ কবির জন্মস্থান সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। এই নামে বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস ও বড়ু চণ্ডীদাস দু'জনের প্রতিকৃতি চিহ্নিত করা যায়। বসন্তরঞ্জন রায় 'বিদ্বদ্বল্লভ' সালের একটি প্রাচীন চণ্ডীদাসের উদ্ধার করেন। পরে এ সম্বন্ধে বহু গবেষণা হয়েছে। সকল গ্রন্থের সমাধান না হলেও মোটামুটিভাবে কতকগুলি সিদ্ধান্তের তথ্য পাওয়া গেছে। রামতারা বা রামী নামে এক রজকিনীর সঙ্গে চণ্ডীদাসের প্রণয় ছিল এবং সেই প্রেম চণ্ডীদাসের কাব্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছিল এমন মনে করা যেতে পারে। চণ্ডীদাসের পদ চৈতন্যদেবের জানা ছিল এই সম্পর্কে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মাচরণের পরকীয়া বা রাধাকৃষ্ণ-লীলার আধ্যাত্মিক ভোক্তাদের কাছিয়ের হয়ে এই কবির কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে। বাশুলী দেবী নামটিও এই কবির সঙ্গে জড়িত। বাশুলী বিশালাক্ষী দেবীও হতে পারেন বা অন্য কোন দেবীও হতে পারেন। বসন্তরঞ্জন দ্বারা আবিষ্কৃত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' কবিতা বড়ু চণ্ডীদাস। এই কাব্যের ভাষা ও ভাব দেখে মনে হয় চৈতন্য-পূর্ববর্তী, সম্ভবত চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকের লোক বলে মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদগুলি অত্যন্ত প্রাচীন এবং আগাগোড়া সর্বত্র সুবোধ্য নয়। মাঝে মাঝে এমন গ্রাম্যতা-দোষ আছে—যা প্রায় অশ্লীল। কোন কোন পণ্ডিত চণ্ডীদাসকে রাজা-বাঁকুড়ার লোক মনে করেন। দ্বিজ, বড়ু, দীন ও দ্বিজ চণ্ডীদাস ইত্যাদি নামে ভণিতায় কয়জন পদকর্তা যে পদ রচনা করেছেন তা এখনও নির্ণয় করা যায় নি। [১,২,৩,২৫,২৬,৬৭]

চণ্ডীদাস ন্যায়-তর্কতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় (২.৮.১৮৫৫-১৬.৩.১৯৩৪) হরনাথিয়া—ময়মনসিংহ। পূর্ববঙ্গে বিদ্যালয়। বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও প্রখ্যাত নৈয়ায়িক। প্রথমে স্বগ্রামে কলাপ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করে কাঁকনপুর জেলাক-মনোহরপুর, ভট্টপল্লীতে ও কাশীতে বিখ্যাত পণ্ডিতদের কাছে প্রাচীন ও নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেন। কাশীতে তিনি প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রের ও নব্যন্যায়শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষায় বৃত্তিসহ স্বর্ণকেয়ূর ও স্বর্ণপদক পুরস্কার পান এবং 'ন্যায়তীর্থ' ও 'তর্কতীর্থ' উপাধি-ভূষিত হন। কর্মজীবনে তিনি টাঙ্গাইলের জমিদার এর মাধ্যমে চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ছাত্রের অধ্যাপক ছিলেন ২ বছর, কাশিমবাজারের রাণী স্বর্ণময়ী দেবী প্রতিষ্ঠিত ময়মনসিংহে চতুষ্পাঠী টোলে ২১ বছর ও নবদ্বীপ সর্বতীর্থ পাকা টোলে ২৫ বছর অধ্যাপনার পর অবসর-গ্রহণ করেন। অনেক বছর তিনি নবদ্বীপ ব্রাহ্মণ সভার সভাপতি ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'কুসুমাঞ্জলিকারিকা'। ১৯০০ খ্রী. তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। [১৬০]

চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, মহামহোপাধ্যায় (১৮৩৬-২.২.১৯১০) সেরপুর—ময়মনসিংহ। রাধাকান্ত সিদ্ধান্তবাগীশ। প্রথমে পিতার নিকট ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্র পড়েন, পরে বিক্রমপুরে ও নবদ্বীপে স্মৃতি, ন্যায় ও বেদান্ত পাঠ শেষ করে 'তর্কালঙ্কার' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮৮৩ খ্রী. থেকে ১৮৯৭ খ্রী. পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মানিত সদস্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ সদস্য ও পরে সহ-সভাপতি হন। রাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের জুবিলী উৎসবে (১৮৮৭) প্রাচ্য-বিদ্যার গুণিজনের জন্য প্রথম যাঁরা 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন তিনি তাঁদের অন্যতম। কাব্য, নাটক, বৈদিক ব্যাকরণ, স্মৃতি, দর্শন, ন্যায়, অলঙ্কার প্রভৃতি বহু বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৯৭ খ্রী. কলেজের অধ্যাপনা থেকে অবসর-গ্রহণের পর তিনি বেদান্তদর্শনের গ্রন্থ রচনার জন্য কলিকাতায় সোসাইটির বহু-প্রতীক্ষিত গ্রন্থ বার্ষিক (৫ হাজার টাকা) বৃত্তি পাঁচ বছর ভোগ করেন। রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ : 'বৈশেষিক সূত্রভাষ্য', 'কাতন্ত্রছন্দঃপ্রক্রিয়া', 'উপাদানপরিভাষা', 'স্মৃতি-চন্দ্রালোক', 'ঔদ্ভটালঙ্কারচন্দ্রালোক' প্রভৃতি। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা : 'গোভিল গৃহ্যসূত্রের টীকা'। এই গ্রন্থ রচনার জন্য তিনি বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিত কর্তৃক সংবর্ধিত হন। [১,৩,৬,২৫,২৬,১৩০]

চন্দ্রকান্ত বসুমল্লিক (১৮৬০?-৩.২.১৯৩৭)। স্বদেশী যুগে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। পরে গান্ধী বিপ্লবী দলে যোগ দেন। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে নেতৃত্বদান করে কারাবরণ করেন। ঢাকা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। [১০]

চন্দ্রকিশোর ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায় (১২৫১-১৩০৪ব.) সাহাপুর—হিন্দুয়া (নদীয়া)। রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার। বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ নৈয়ায়িক পণ্ডিত। হিন্দুয়া জেলার সরৌস-

পুর, ঢাকার বিক্রমপুর, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন পণ্ডিতের নিকট নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে 'ন্যায়রত্ন' উপাধি লাভ করেন। অধ্যয়নশেষে স্বগৃহে পিতৃপ্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা শুরু করেন। একাদিক্রমে ৬৮ বৎসর তিনি এই চতুষ্পাঠী পরিচালনা করেন। ১৯০১ খ্রী. তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত হন। [১৩০]

চন্দ্রকুমার ঠাকুর (১৭৮৭-১৯.৯.১৮৩২) কলিকাতা। গোপীমোহন। পিতার মতই শিক্ষা-বিস্তারে উৎসাহী ছিলেন। ইংরেজী ছাড়াও দেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতিতে আগ্রহ ছিল। গৌড়ীয় সমাজের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। তৎকালীন রাজনীতি, যথা সুপ্রীম কোর্টে আবেদন, বিলাতে আবেদন, জুরীর বিচার দাবি ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করেন। ১৮২৭ খ্রী. সুপ্রীম কোর্টের জুরীর সম্মান লাভ করেন। [৮]

চন্দ্র চক্রবর্তী (১৮৮৭-১৫.৫.১৯৭১) গৈলা—বরিশাল। ১৯০৫ খ্রী. গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ১৯০৮ খ্রী. পুলিস তাঁকে ধরবার চেষ্টা করলে প্যারিস হয়ে আমেরিকায় পালান। ১৯১৫-১৭ খ্রী. ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের যে মামলা আমেরিকায় চলে তিনি তার আসামী ছিলেন। বিচারে তাঁর ৩০ দিনের জেল ও ৫ হাজার ডলার জরিমানা হয়েছিল। অপর দুই অভিযুক্ত বাঙালী ছিলেন তারকনাথ দাস ও ধীরেন সরকার। ১৯১৬ খ্রী. তিনি জার্মান সরকারের অর্থসাহায্যে সারা এশিয়ায় আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। এই সময় আমেরিকায় ভারতীয় বিপ্লবী দলগুলি অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে যায়। ১৯১৭ খ্রী. নিরপেক্ষতা আইন লঙ্ঘনের জন্য গ্রেপ্তার হয়ে তিনি সহযোগীদের নাম প্রকাশ করেন। তাঁর এই স্বীকারোক্তির ফলে বিখ্যাত স্যানফ্রানসিস্কোর বিচারে ১০৫ জন ভারতীয় অভিযুক্ত হন এবং দুই থেকে বাইশ মাস তাঁদের কারাবাস ঘটে। চন্দ্র চক্রবর্তী মাত্র ৩০ দিন কারাবাস করে মুক্তি পান। পরবর্তী জীবন বিতর্কিত কার্যকলাপযুক্ত। কলিকাতায় মৃত্যু। [১৬,৩৫,৭০,১৩৯]

চন্দ্রচূড় তর্কচূড়ামণি (১৯শ শতাব্দী) ব্রহ্ম-শাসন—নদীয়া। নদীয়াধিপতি গিরীশচন্দ্রের সময়ে (১৮০২-১৮৪২) এই তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ জগদ্ধাত্রী দেবীর মূর্তি প্রচার ও তন্ত্র থেকে ঐ দেবীর পূজাপদ্ধতি বিধিবদ্ধ করেন। এরপর থেকেই নদীয়া রাজবংশের চেষ্টায় এই পূজা জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়। [১]

চন্দ্রনাথ বসু (৩১.৮.১৮৪৪-১৯/২০.৬.১৯১০) কৈকালা—হুগলী। সীতানাথ। কলিকাতার ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী ও প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ছিলেন। ১৮৬৫ খ্রী. বি.এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৬৬ খ্রী. ইতিহাসে এম.এ. ও পরের বছর তিনি ও রাসবিহারী ঘোষ একসঙ্গে বি.এল. পাশ করেন। কর্মজীবনে বহুবার পেশা পরিবর্তন করেছেন : কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল, ছ' মাসের জন্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষ, বেঙ্গল লাইব্রেরীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং সবশেষে ১৮৮৭-১৯০৪ খ্রী. পর্যন্ত বাঙলা সরকারের অনুবাদক। শিক্ষা-সংক্রান্ত তৎকালীন সকল আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয় চেতনা-সঞ্চারকদের অন্যতম ছিলেন। তবে প্রবন্ধকার হিসাবেই তিনি সমধিক পরিচিত। 'শকুন্তলাতত্ত্ব', 'সাবিত্রীতত্ত্ব', 'ত্রিধারা', 'হিন্দুত্ব' প্রভৃতি তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। প্রথম দিকের রচনাবলী ইংরেজীতে ও পরে প্রায় সবগুলিই বাংলায় লিখেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনে তাঁর প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। হিন্দু ধর্ম-কর্ম, সভ্যতা-সংস্কৃতি, বিশেষ করে সাহিত্য-সমালোচনা সম্পর্কে 'বঙ্গদর্শন', 'প্রচার' প্রভৃতি পত্রে সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি প্রকাশ করতেন। [১,৩ ৫,৭,৮,২০,২৫,২৬]

চন্দ্রনাথ মিত্র, রায়বাহাদুর (? - ১৮৯৯) চাঁদড়া—হুগলী। ১৮৫৫ খ্রী. পূর্তবিভাগে কাজ নিয়ে লাহোর-প্রবাসী হন। পাঞ্জাবে শিক্ষাবিস্তারে উদ্যোগী বাঙালীদের অন্যতম। পাঞ্জাব সরকারের শিক্ষাবিভাগে যোগদানের পর, সেন্ট্রাল মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং গভর্নমেণ্ট বুক ডিপোর কিউরেটর হন। অবসর-গ্রহণের পর পাঞ্জাব বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সহকারী রেজিস্ট্রারের পদ পান। স্ত্রী-শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টায় পর্দানশীল বালিকা ও মহিলাদের জন্য ভিক্টোরিয়া বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। লাহোর কালীবাড়ির তত্ত্বাবধায়ক ও ওরিয়েন্টাল কলেজ কমিটির সম্পাদক ছিলেন। পাঞ্জাবে শিকারপুর ও গুজরানওয়ালায় তাঁর জমিদারী ছিল। গুরু নানকের জন্মস্থান 'নানকানা সাহেব' তাঁর জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। [১]

চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন (? - ১৮৩৩)। ধানুকা-ইদিলপুর—ফরিদপুর। কৃষ্ণজীবন ন্যায়ালঙ্কার। প্রখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত। পিতা তাঁর শিক্ষাগুরু। নব্যন্যায়ে তাঁর রচিত 'চান্দ্রনারায়ণী' পত্রিকা নবদ্বীপাদি সমাজে প্রচারিত হয়েছিল। শেষ বয়সে তিনি কাশীতে কাটান। বংশগত প্রেরণাবলে পঠদ্দশাতেই ইষ্টমন্ত্রে সিদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত তারামূর্তি কাশীতে পূজিত হয়। প্রবাদ

আছে, মন্ত্রসাধনা ও পাঠ-সমাপনান্তে তিনি একবার বাঙলার প্রধান বিদ্যাসমাজগুলি পরিদর্শন করেন এবং সে সময় স্বীয় শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা নবদ্বীপের শঙ্কর, ত্রিবেণীর জগন্নাথ ও মুর্শিদাবাদের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছিলেন। ১৮১০ খ্রী. তিনি কাশী সংস্কৃত কলেজে ন্যায়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে আমৃত্যু সেখানে অধ্যাপনা করেন। পত্রিকা ব্যতীত তিনি পৃথক্ টীকা-টিপ্পনী, কুসুমাঞ্জলির টীকা ও ন্যায়সূত্রের বৃত্তি রচনা করে-ছিলেন। কাশীতে অবস্থানকালে রচিত তাঁর এ-সকল গ্রন্থ বাঙলাদেশে প্রচারিত হয় নি। [২৬,৯০]

চন্দ্রমণি ন্যায়ভূষণ (১৯শ শতাব্দী) ইদিলপুর—ফরিদপুর। পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের সভা-পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কাশীতে ইদিলপুরের পণ্ডিত চন্দ্রনারায়ণের কাছে অধ্যয়ন করেছিলেন। ১৮৩৯ খ্রী. রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর তিনি পশ্চিমদেশীয় বহু ছাত্রসহ দেশে এসে অধ্যাপনা করেন। কয়েকখানি পত্রিকা রচনা করেছিলেন। [৯০]

চন্দ্রমাধব ঘোষ, স্যার (২৮.২.১৮৩৮ - ২০.১. ১৯২৮) বিক্রমপুর—ঢাকা। দুর্গাপ্রসাদ। কলিকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিচারপতি। কলিকাতা হিন্দু কলেজের (পরে প্রেসিডেন্সী কলেজ) ছাত্র ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর প্রথম দলের প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণদের মধ্যে তিনিও একজন। ১৮৫৯ খ্রী. আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বর্ধ-মানে সরকারী উকিল নিযুক্ত হন। কিছুদিনের জন্য ডেপুটি কালেক্টরের পদে বৃত ছিলেন। তার-পর দ্বারকানাথ মিত্রের সহকারী হয়ে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। এই সময়ে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের আইনের অধ্যাপকও ছিলেন। ১৮৮৪ খ্রী. বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন এবং ১৮৮৫ খ্রী. হাইকোর্টের বিচারপতির পদ লাভ করেন। কিছুকালের জন্য হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতিও হয়ে-ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, আইন-বিভাগীয় পরামর্শসভার অধ্যক্ষ এবং বঙ্গীয় কায়স্থ সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এ ছাড়া বহুজনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। [১,৫,২৫,২৬]

চন্দ্রমুখী বসু (১৮৬০ - ১৯৪৪)। ভুবনমোহন। দেরাদুন প্রবাসী বাঙালী খ্রীষ্টান পরিবারের কন্যা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা এম.এ. (১৮৮৪)। দেরাদুন নেটিভ খ্রীষ্টান স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষার অনুমতি পান (১৮৭৬)। জুনিয়র পরীক্ষা বোর্ড প্রবেশিকা মানসম্পন্ন ছাত্রী বলে তাঁকে স্বীকার করলেও বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় স্বীকার করে নি। ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক টেস্ট পরীক্ষার পর দুজন মহিলা, কাদ-ম্বিনী বসু ও সরলা দাস, প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার অনুমতি পান (১৮৭৮)। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণা নারী বেথুন স্কুলের কাদম্বিনী বসু (গাঙ্গুলী)। সরকার ১৮৭৯ খ্রী. একমাত্র এই ছাত্রীর জন্য বেথুন স্কুলেই কলেজ বিভাগ খোলেন। চন্দ্রমুখী তখন ফ্রী চার্চ নর্মাল স্কুলে এফ.এ. পড়া শুরু করেন, কারণ বেথুন স্কুলে কেবল হিন্দু মেয়েদেরই প্রবেশাধিকার ছিল। ১৮৮০ খ্রী. মিস অ্যালেন ডি অ্যাব্রু নাম্নী একজন ছাত্রীর বেথুন কলেজে পড়ার অধিকার স্বীকৃত হয়। তখন থেকে বেথুন কলেজ সর্ব-ধর্মাবলম্বীর জন্য খোলা থাকে। চন্দ্রমুখী দ্বিতীয় বিভাগে (নর্মাল স্কুল থেকে) ও কাদম্বিনী তৃতীয় বিভাগে এফ.এ. পাশ করেন (১৮৮১)। চন্দ্রমুখী এরপর বেথুন কলেজ থেকে ১৮৮৩ খ্রী. বি.এ. এবং ১৮৮৪ খ্রী. ইংরেজী অনার্সসহ এম.এ. পাশ করেন। বেথুন কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে কর্ম-জীবন শুরু এবং বেথুন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন হলে প্রথম অধ্যক্ষা নিযুক্ত হন (১৮৮৬)। ১৯০১ খ্রী. অবসর-গ্রহণ করেন। স্বামী পণ্ডিত কেশবরানন্দ মমগায়েন। অবসর-জীবন দেরাদুনে কাটান। তিনি রসরাজ অমৃতলালের জ্ঞাতি (খুল্ল-তাত) ভগিনী ছিলেন। তাঁর জীবন বাঙলার অহিন্দু মহিলাদের শিক্ষা-সমস্যা ও সংগ্রামের উজ্জ্বল নিদর্শন। [৩,৫,৪৬,৫৭]

চন্দ্রশেখর কর (১৮৬১ - ?)। মির্জাপুর—যশোহর। বৃত্তিসহ বি.এ. পাশ করার পর প্রতি-যোগী পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে ডেপুটি ম্যাজি-স্ট্রেটের পদ পান। পাঠ্যাবস্থায় যুক্তাক্ষরবিহীন 'শারদাবকাশ' কাব্যগ্রন্থ এবং পরে অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'অনাথ বালক', 'সুরবালা', 'সৎকথা', 'ছ আনাজ', 'পাপের পরিণাম' প্রভৃতি। নবদ্বীপের পণ্ডিত-মণ্ডলী কর্তৃক 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধিতে ভূষিত হন। কৃষ্ণনগরের স্থায়ী অধিবাসী ছিলেন। [১]

চন্দ্রশেখর কালী (? - ১৩৩২ ব.) পাবনা। পাবনায় ও পরে কলিকাতায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎ-সায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। 'ওলাউঠা সংহিতা' ও অন্যান্য চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা। [৫]

চন্দ্রশেখর দাস। একজন যাত্রাওয়ালা। অদ্বৈতা-চার্যের শিষ্য ছিলেন। তাঁকেই বাঙলাদেশে যাত্রার স্রষ্টা বলা হয়। তাঁর রচিত যাত্রা-পালার নাম 'হরিবিলাস'। পরে ঐ যাত্রা 'শেখরী যাত্রা' নামে

প্রসিদ্ধি লাভ করে। হরিবিলাস পালায় তাঁর শিষ্য জগদানন্দ 'রাই' সাজতেন। [১]

চন্দ্রশেখর দেব (১৮১০-১৮৭৯) কোন্নগর—হুগলী। হিন্দু কলেজের ছাত্র, সরকারী ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। রামমোহন রায়ের আদি শিষ্য-মণ্ডলীর অন্যতম। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনায় (২০.৮.১৮২৮) প্রধান উৎসাহী, পৌত্তলিকতাবিরোধী এবং স্ত্রীজাতির মুক্তিকামী ও শিক্ষাবিস্তারে আগ্রহী ছিলেন। তিনি হিন্দু বিনেভোলেণ্ট ইন্-স্টিটিউশনে বহু অর্থ দান করেন। খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রভাব এড়ানোর প্রচেষ্টায় তিনি রাধাকান্ত দেবের সহযোগী ছিলেন। হিন্দু চ্যারি-টেব্‌ল্ ইন্‌স্টিটিউশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৮২৩ খ্রী. ৩নং রেগুলেশনের বিরোধিতায় সংবাদপত্র দলনের প্রতিবাদে অন্যান্য বিখ্যাত ব্যক্তি-দের সঙ্গে টাউন হলের সভায় (৫.১.১৮৩৫) সরকারকে অবহিত করার চেষ্টা করেন। এ চেষ্টা আংশিক ফলপ্রদ হয়। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপনে (২০.৪.১৮৪৩) উদ্যোগী ছিলেন। সে-আমলের ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞ জর্জ টমসনের সঙ্গেও তাঁর হৃদ্যতা ছিল। রাজনীতিতে উদার-নৈতিক ছিলেন। ১৮৫১ খ্রী. 'জ্ঞানোদয়' সংবাদ-পত্র সম্পাদনা করেন। [৪,৮]

চন্দ্রশেখর বসু (১৮৩৩-১৯০২) উলা—নদীয়া। কালিদাস। প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত। বাল্যে ফারসী, উর্দু ও পরে ইংরেজী শিক্ষা করেন। বরিশাল সরকারী জুনিয়র স্কুল থেকে ১৮৫৫ খ্রী. জুনিয়র বৃত্তি ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারী পদ লাভ করেন। ক্রমে নীল-বিভাগের সেরেস্তাদার ও রেজিস্ট্রার পদে উন্নীত হন। পরে সরকারী কাজে ইস্তফা দিয়ে একজন ইংরেজ নীলকরের ম্যানেজার-পদ গ্রহণ করেন। নীল-ব্যবসায় বন্ধ হয়ে গেলে স্ট্র্যাণ্ড ব্যাঙ্কের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হন এবং সবশেষে দ্বারভাঙ্গা রাজ এস্টেটের ম্যানেজার হয়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। রেভারেণ্ড জেম্‌স্ সেল সাহেব চন্দ্রশেখরের বিব-রণের ভিত্তিতেই নীলচাষীদের উপর অত্যাচারের বিবরণ বিলাতে পাঠান। বর্ধমানে অবস্থানকালে ব্রাহ্মসমাজ (১৮৫৮), ব্রাহ্মবিদ্যালয় (১৮৫৯), 'ধর্মসংসৎ' সভা ও 'ব্রাহ্ম ইউনিয়ন' মাইনর স্কুল স্থাপন করেন। 'পরলোকতত্ত্ব', 'সৃষ্টিতত্ত্ব', 'প্রলয়-তত্ত্ব', 'বেদান্ত দর্শন' ইত্যাদি কয়েকটি সুলিখিত উৎকৃষ্ট গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। তাঁর পুত্রদের মধ্যে শশিশেখর, রাজশেখর ও গিরীন্দ্রশেখর স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিখ্যাত। [১,৬,২০,২৬]

চন্দ্রশেখর বাচস্পতি (১৭শ শতাব্দী) ত্রিবেণী। শিবকৃষ্ণ ন্যায়পঞ্চানন ভট্টাচার্য। 'দ্বৈতনির্ণয়' গ্রন্থের (১৬৪১-৪২) রচয়িতা চন্দ্রশেখর বাঙলাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ স্মার্ত পণ্ডিত ছিলেন। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। [১,২,৯০]

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (২৭.১০.১৮৪৯-১৯.১০.১৯২২) নদীয়া। বিশ্বেশ্বর। বাঙলা সাহিত্যের একজন যশস্বী লেখক। কিছুদিন টোলে সংস্কৃত পড়েন। পরে বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলে এবং পুঁটিয়া ইংরেজী স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৮৮০ খ্রী. বি.এল. পাশ করে ওকালতি শুরু করেন। কিন্তু পশার না হওয়ায় তা ছেড়ে দেন। তখন মহা-রাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁকে আমৃত্যু মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি দিয়ে 'উপাসনা' পত্রিকা সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত করেন। রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনা-কালে তিনি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সাহিত্য-সমালোচক ছিলেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গদ্যকাব্যগ্রন্থ 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' প্রথমা পত্নীর অকাল মৃত্যুর পর রচিত। অন্যান্য গ্রন্থাবলী : 'মশলা-বাঁধা কাগজ', 'সারস্বত কুঞ্জ', 'স্ত্রী-চরিত্র', 'কুঞ্জলতার মনের কথা', 'রস-গ্রন্থাবলী' ইত্যাদি। এ ছাড়া বিভিন্ন মাসিকপত্রে প্রবন্ধাদি লিখতেন। [১,৩,৫,৭,২৫,২৬]

চন্দ্রশেখর, শশিশেখর (১৮শ শতাব্দী)। জন্ম-স্থান সম্ভবত কাঁদড়া—বীরভূম। কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে এঁরা দু'জন অভিন্ন, আবার কারও মতে দুই ভাই। খ্যাতনামা পদ-রচয়িতা। বৈষ্ণব দাসের পরবর্তী সময়ের লোক ব'লে 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে তাঁদের রচিত পদ নেই। [৩]

চন্দ্রশেখর সেন (১৪.৮.১৮৫১-১৯২০?) মালদহ। হরিমোহন। কর্মজীবনে কিছুকাল তিনি শিক্ষকতা ও ডাক্তারী করেন এবং পরে ব্যারিস্টার হয়ে আইন-ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। ১৮৮৯ খ্রী. পৃথিবী-পর্যটনে বের হন এবং বহুদেশ ঘুরে 'ভূ-প্রদক্ষিণ' নামে এক বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। খুব সম্ভব আধুনিক কালের বাঙালী ভূপর্যটক-গণের তিনিই অগ্রণী। [১,৫,২৫,২৬]

চন্দ্রাবতী (১৫৫০-?)। পাটবাড়ী—ময়মন-সিংহ। কবি বংশীদাস ভট্টাচার্য। চিরকুমারী এই কবি 'রামায়ণ গীত', 'মনসা দেবীর গান', 'মলুয়া', 'দস্যু কেনারাম' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। এ ছাড়া পিতা বংশীদাসের 'মনসার ভাসানে'র কোন কোন অংশও তাঁর রচিত। 'ময়মনসিংহগীতিকা' গ্রন্থে আছে—চন্দ্রাবতী পাঠশালার এক সহপাঠী জয়-চন্দ্রকে ভালবাসেন। কিন্তু জয়চন্দ্র যবনীর প্রেমে পড়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করায় চন্দ্রাবতী চিরকুমারী

থাকেন। পিতা তাঁর জন্য একটি শিবমন্দির করে দেন, সেখানেই শিবের আরাধনায় তিনি জীবন অতিবাহিত করেন। জয়চন্দ্র পরে ফিরে এসেছিলেন কিন্তু চন্দ্রাবতী তাঁকে গ্রহণ করতে পারেন নি। জয়চন্দ্র নদীতে আত্মবিসর্জন করলে দুঃখে চন্দ্রাবতীও মূর্ছিতা হয়ে দেহত্যাগ করেন। [১, ২৫,২৬]

চরণদাস বাবাজী (১৯শ শতাব্দী) মহেশখোলা—যশোহর। মোহনচন্দ্র ঘোষ। পূর্বনাম রায়চরণ। জমিদারের কর্মচারিরূপে নিরীহ প্রজাদের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করতেন। পরে অনুশোচনা আসে ও অন্তরে বৈরাগ্যের উদয় হয়। তিনি অযোধ্যায় যমুনাতীরে বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধক শঙ্করানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নবদ্বীপ, পুরী ও অন্যান্য স্থানে সাধন-ভজনে কাটান। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই বিখ্যাত হয়েছিলেন। [৩৯]

চাঁদ মাঝি (? - ১৮৫৬) ভাগনাদিহি—সাঁওতাল পরগনা। সাঁওতাল বিদ্রোহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক চাঁদ মাঝি বিদ্রোহের প্রধান নায়ক সিদু ও কানু মাঝির ভাই। ভাগলপুরের কাছে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধে তিনি বীরের মৃত্যু বরণ করেন। [৫৬]

চাঁদ মিঞা[১]। সন্দীপের ন্যায়মস্তি-নিবাসী মুন্সী চাঁদ মিঞা ১৮৭০ খৃ. সন্দীপের চতুর্থ বিদ্রোহের নায়ক। তিনি অত্যাচারী ইংরেজ জমিদারের বিরুদ্ধে সন্দীপের হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল কৃষককে সংগঠিত করে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের পথ এড়িয়ে অসহযোগের পথ গ্রহণ করেন। তাঁর নির্দেশে কোর্জনের জমিদারির সর্বত্র সকল প্রজা সভা-সমিতি করে প্রতিজ্ঞা নেয় যে তারা জমিদারের আমলা বা আমীনদের কারও বাড়িতে স্থান দেবে না, খাদ্য-দ্রব্য দেবে না বা তাদের কাছে খাদ্য-দ্রব্য বিক্রী করবে না এবং জমি জরিপে তাদের কোনও রকম সাহায্য করবে না। প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গকারী ব্যক্তির বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হবে বলেও ঘোষণা করা হয়। তাদের এই সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের ফলে জমিদার শেষ পর্যন্ত এক কপর্দকও খাজনা আদায় বা অন্য কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে না পেরে সদলবলে সন্দীপ ছেড়ে চলে যায়। এই সময় প্রজাদের কর্তব্য এবং সংগ্রাম-কৌশল নির্দেশ করে স্থানীয় ভাষায় রচিত একটি ছড়া কৃষকদের মুখে মুখে সুর সহযোগে গাওয়া হত। [৫৬]

চাঁদ মিঞা[২] (? - ১৪.২.১৯৩২)। ত্রিপুরা সীমান্তের ওপারে হাসানাবাদ গ্রামে ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৩২ খৃ. জেলাব্যাপী 'কৃষক দিবস' পালন উপলক্ষে হাটখোলার পাশের মাঠে ১৫ হাজার কৃষকের জমায়েতের উপর সশস্ত্র পুলিসের গুলি চলে। তাতে স্বয়ং জনাব চাঁদ মিঞা (৫০, বাদুরিয়াপাড়া) সহ জনাব আলী (৪৫, কাদরা), মকরম আলী (৫৫, নাউতলা), সামিরুদ্দীন (৬৫, নরপাহিয়া) ও সলিমুদ্দীন (৫০, হাসানাবাদ) নিহত হন। [১২৮]

চাঁদ রায় (? - ১৬০১) শ্রীপুর—ঢাকা। বিখ্যাত বারো ভুঁইয়ার অন্যতম। ১৪শ শতাব্দীতে কর্নাট থেকে জনৈক নিম রায় বর্তমান ঢাকা-বিক্রমপুরে বসবাস শুরু করেন। তাঁর বংশধর পরাক্রমশালী চাঁদ রায় বাদশাহ আকবরের অধীনতা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে আমৃত্যু স্বাধীনতা রক্ষা করে গেছেন। নৌযুদ্ধে পারদর্শী অসাধারণ বীর চাঁদ রায়ের রাজধানী ছিল শ্রীপুর। অন্যতম ভুঁইয়া কেদার রায় তাঁর ভ্রাতা। [১,২,৩,২৫,২৬]

চাম্পা গাজী। ছতরপটুয়া—চট্টগ্রাম। আবদুল কাদের। 'রাগনামা' ও 'তালনামা' গ্রন্থে তাঁর রচিত বহু সঙ্গীত মুদ্রিত আছে। 'যদি আসে প্রাণ পিয়া/হিয়ার উপরে থুইয়া/এই রূপ যৌবন দিমু ঢালি'—এই গীতটি সমধিক প্রসিদ্ধ। [৭৭]

চারুচন্দ্র ঘোষ (৪.২.১৮৭৪ - ১০.৯.১৯৩৪)। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ও স্বদেশপ্রেমিক। বিচারপতির পদ লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্থাপিত 'মডারেট' দলের সম্পাদক ছিলেন। 'পার্টিশন অফ বেঙ্গল' নামক পুস্তিকায় তিনি বঙ্গভঙ্গের তীব্র প্রতিবাদ করেন। পরবর্তী কালে তিনি 'বেঙ্গলী', 'অমৃতবাজার' প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় দেশপ্রেমমূলক বহু প্রবন্ধ লেখেন। তিনি চেয়েছিলেন ভারতবাসীর মধ্যে শিক্ষার প্রসার—যে শিক্ষা পেয়ে ভারতবাসী পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে। বিচারক হিসাবে তিনি ছিলেন স্বাধীন চিন্তার অধিকারী। বর্তমানে শাসন-বিভাগ থেকে বিচার-বিভাগ পৃথক হয়েছে, কিন্তু এ চিন্তা তখনকার দিনে চারুচন্দ্রের মধ্যেও ছিল। তিনি ২০ ডিসেম্বর ১৯১৩ খৃ. লণ্ডনের 'নিউ স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকায় 'সেপারেশন অফ একজিকিউটিভ অ্যাণ্ড জুডিসিয়ারি' নামক প্রবন্ধ লিখে এই ব্যবস্থার দাবি করেছিলেন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। [১৬]

চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (৩১.১২.১৮৭৭ - ৫.১১.১৯৫৪) কলিকাতা। অভয়চরণ। বাল্য-শিক্ষা ভবানীপুর লণ্ডন মিশনারী স্কুলে। মাতুলালয়ে নানা অসুবিধার জন্য পড়াশুনা হয় নি। ভাল ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। ১৯ বছর বয়সে বিবাহের পর মার্টিন কোম্পানীতে পারচেসিং বিভাগে চাকরি করে বাজার-সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

১৯০১ খ্রী. মেট্রোপলিটান ট্রেডিং কোং নামে ছোট একটি মনিহারী দোকান খোলেন। ক্রমেই শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং ১৯০৪ খ্রী. বৃহত্তর আবাসে ব্যবসায় স্থানান্তরিত হয়। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সময় থেকে দেশী জিনিস যথা, মোষের শিঙের চিরুনী, আলুর (সেলুলয়েড) চুড়ী প্রভৃতির পাইকারী ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ১৯১০ খ্রী. ঈস্টার্ণ-জাপান ট্রেডিং কোম্পানী নামে আর একটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১২ খ্রী. বিলাতের জেম্স্ হিঙ্ক্স্ অ্যান্ড সন্স কোম্পানীর ভারতবর্ষের সোল এজেন্ট হন। 'বেঙ্গল গ্লাস ওয়ার্কস' স্থাপনে হেমেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। প্রথম মহাযুদ্ধে বিলাতী দ্রব্যের আমদানি কম হওয়ার সুযোগে কলম, মাথার কাঁটা, চামড়ার ব্যাগ প্রভৃতি নানাবিধ জিনিসের কারখানা স্থাপন করেন। ১৯২১ খ্রী. অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯১৫ খ্রী. থেকে দক্ষিণ কলিকাতায় ও কলিকাতার উপকণ্ঠে জলা ও জঙ্গল-পরিপূর্ণ স্থান বাসোপযোগী করে তুলতে সচেষ্ট হন। ১৯৩২ খ্রী. জে. সি. গলস্টোন ও মণ্ডিরাম বাঙ্গুরের সঙ্গে জমির উন্নয়ন ও বাসগৃহ নির্মাণের একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। টালিগঞ্জের জলা ও জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল বসতির উপযোগী করে সুবিধাজনক সর্তে মধ্যবিত্তদের মধ্যে তিনি বন্দোবস্ত করে দেন। এই উপলক্ষ্যে গঠিত 'চারুচন্দ্র এস্টেট্স্ প্রা. লি.' শাপুরে 'অভয় পার্ক', বেলুড়ে 'বিবেকানন্দনগর', রিষড়ায় 'চারুচন্দ্রনগর', বোলপুরে 'চারুচন্দ্র পল্লী' ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ করে নগর পরিকল্পনায় অগ্রণী হয়। অন্যান্য বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। বায়োকেমিক চিকিৎসায় আগ্রহী হয়ে মাতামহীর নামে স্বগৃহে 'অন্নদা দেবী দাতব্য চিকিৎসালয়' প্রতিষ্ঠা এবং ১৯৩২ খ্রী. ভবানীপুরে পিতার নামে 'অভয়চরণ বিদ্যামন্দির' ও স্বগ্রামে মাতার নামে 'ভবতারিণী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়' স্থাপন করেন। ১৯৪৩ খ্রী. বঙ্গভাষা ও সংস্কৃতি সম্মেলনে জনশিক্ষা বিভাগের সভাপতি ছিলেন। বহু জনহিতকর কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং নানা প্রতিষ্ঠানে অর্থসাহায্য করতেন। মৃত্যুর পর তাঁর নামে 'চারুচন্দ্র কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতায় একাধিক রাস্তা ও একটি বাজার তাঁর নামাঙ্কিত। [৮২]

চারুচন্দ্র দত্ত (১৮৭৭ - ১৯৫২) কুচবিহার। দেওয়ান কালীনাথ। বাল্য-শিক্ষা কুচবিহারে। সেখানে তিনি শিকারও শিখেছিলেন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে ১৮৯৫ খ্রী. বিলাত যান। ১৮৯৭ খ্রী. আই.সি.এস. হয়ে বোম্বেতে প্রথমে ম্যাজিস্ট্রেট ও পরে জজ হন। এখানেই দেশসেবার কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে জনসেবা সঙ্ঘ এবং শিল্প ও ব্যায়ামের কেন্দ্র স্থাপন করেন। ঠানায় ঋষি অরবিন্দের সঙ্গে পরিচিত হয়ে অরবিন্দ-স্থাপিত ভবানী মন্দিরের কর্মী হিসাবে কাজ করেন। অরবিন্দ গ্রেপ্তার হলে অরবিন্দের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কারণে স্বগ্রামে দু' বছর অন্তরীণ থাকেন। ১৯১০ খ্রী. তিনি বোম্বাই অঞ্চলে পূর্বকাজে যোগ দেন এবং ১৯২৫ খ্রী. অবসর-গ্রহণ করেন। বিপ্লবী গুপ্ত সংস্থা কর্তৃক অভিযুক্ত অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংস্‌ফোর্ডের বিচারসভায় চারুচন্দ্র একজন বিচারক ছিলেন। ১৯৩১ খ্রী. 'পরিচয়' পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হলে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন। এই পত্রিকায় কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা সংবলিত আত্মজীবনী 'পুরানো কথা' লিখতে থাকেন। পরে এই আত্মজীবনী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। কিছুদিন তিনি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে ছিলেন। ১৯৪০ খ্রী. পণ্ডিচেরী আশ্রমে যোগদান করেন। পণ্ডিচেরীতে মৃত্যু। রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'কৃষ্ণরাও' (গল্পসমষ্টি), 'দেবারু', 'দুনিয়াদারী', 'মায়ের আলাপ', 'পুরানো কথা—উপসংহার' প্রভৃতি। [৩,৫,৭০]

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১১.১০.১৮৭৭ - ১৭.১২.১৯৩৮) চাঁচল—মালদহ। গোপালচন্দ্র। আদি নিবাস যশোহর জেলা। ১৮৯৯ খ্রী. প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। সাহিত্যিক জীবনের শুরু 'মেঘদূত', 'মাঘ' প্রভৃতি পত্রিকায় সংস্কৃত সাহিত্যের সমালোচক হিসাবে। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস-এ যোগ দিয়ে পুস্তক-প্রকাশন-ব্যাপারে কৃতী সম্পাদক ও অনুবাদক হিসাবে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। কিছুকাল 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 'প্রবাসী'র সহ-সম্পাদক হিসাবে সমধিক পরিচিতি লাভ করেন। প্রবাসীতে প্রকাশিত 'মরমের কথা' তাঁর প্রথম মৌলিক ছোট গল্প। বাংলা ভাষা ও শব্দতত্ত্বে দক্ষতা ছিল। ১৯১৯ খ্রী তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। ১৯২৪ খ্রী. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। উপন্যাস, ছোটগল্প, অনুবাদ, সঙ্কলন প্রভৃতি সাহিত্যচর্চার যে বিভাগেই হাত দিয়েছেন—তাতেই তিনি সাফল্য লাভ করেছেন। ২৫ খানি উপন্যাসের মধ্যে 'স্রোতের ফুল', 'পরগাছা', 'হেরফের' উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত ছোট গল্পগ্রন্থ : 'পুষ্পপাত্র', 'সওগাত', 'চাঁদমালা' ইত্যাদি ; নাটিকা : 'জয়শ্রী'।

মহাকবি ভাসের 'অভিষেক' নাটকের এবং কয়েকটি উপন্যাস ও কিশোরপাঠ্য গ্রন্থের সার্থক অনুবাদ করেন। 'ভারতের রূপকথা' তাঁর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য শিশুপাঠ্য গ্রন্থ। রবীন্দ্রচর্চা ও গবেষণামূলক 'রবি-রশ্মি' গ্রন্থের জন্য বাঙালী তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ। 'মহাভারত', 'বিষ্ণুপুরাণ', 'শূন্যপুরাণ', 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' প্রভৃতি গ্রন্থের সংকলন ও সম্পাদনা করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক এম.এ. (১৯২৮)। [৩,৫,৭,২৫,২৬]

চারুচন্দ্র বসু (১৮৯০ - ১১.৩.১৯০৯) শোভনা—খুলনা। কেশবচন্দ্র। শীর্ণ, দুর্বলদেহ, তরুণ-বয়স্ক চারুচন্দ্রের ডান হাত জন্মাবধি অসাড় ছিল। পুলিসের উকিল আশুতোষ বিশ্বাস বিপ্লবীদের সম্পর্কে মামলায় সরকার পক্ষে নিযুক্ত হতেন। বিপ্লবীরা তাঁকে হত্যা করার সংকল্প করলে চারুচন্দ্র এ কাজের ভার নেন। তিনি অসাড় হাতে রিভলবার বেঁধে বাঁ হাতে গুলি করে কোর্ট-প্রাঙ্গণে আশু বিশ্বাসকে হত্যা করেন (১০.২.১৯০৯)। তাঁর ওপর প্রচণ্ড অত্যাচার চালিয়েও পুলিস কোন কথা আদায় করতে পারে নি। মাত্র বলেছিলেন : 'ভবিতব্য ছিল আশু আমার হাতে নিহত হবে—আমি ফাঁসিতে মরবো, আশু দেশের শত্রু তাই হত্যা করেছি'। ফাঁসিতে মৃত্যু। [৩৩,৪২,৪৩,৭০]

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য (২১.৬.১৮৮৩ - ২৬.৮.১৯৬১) হরিনাভি—চব্বিশ পরগনা। বসন্তকুমার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় এম.এ. পাশ করে (১৯০৫) প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করেন (১৯০৫ - ৪০)। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর অমর অবদান রবীন্দ্রনাথের বাংলা রচনাসমূহের সংগ্রহ-গ্রন্থ 'রবীন্দ্র রচনাবলী'র প্রকাশনা (প্রথম প্রকাশ ১৯৩৯)। বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগ তাঁর দক্ষতায় সুলভে 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা' প্রকাশের ব্যবস্থা করে। তাঁর মৌলিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় সহজ, সরল ও হৃদয়গ্রাহী বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনায়। 'বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কাহিনী' 'নব্যবিজ্ঞান', 'বাঙ্গালীর খাদ্য', 'বিশ্বের উপাদান', 'তড়িতের অভ্যুত্থান', 'ব্যাধির পরাজয়', 'পদার্থবিদ্যার নবযুগ' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'বিজ্ঞান প্রবেশ' ও 'পদার্থবিদ্যা' গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ থেকে বাংলায় বিজ্ঞান প্রচার চেষ্টার সূচনা করেন। এ ছাড়া নানা প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে সাধারণ্যে পরিচিত করেন। তাঁর রচিত 'কবিস্মরণে' একখানি রসমধুর স্মৃতিচারণ-গ্রন্থ। বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের বিবরণ-সংবলিত 'অঘ-নটঘটিত' গ্রন্থ তিনি ছদ্মনামে রচনা করেন। কয়েক বছর 'ভাণ্ডার' পত্রিকা এবং আমৃত্যু 'বসুধারা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বিজ্ঞান পরিষদে তাঁর রাজশেখর স্মৃতি বক্তৃতা 'পরমাণু জিজ্ঞাসা' বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনার অন্যতম মূল্যবান সংযোজন। [৩]

চারুচন্দ্র মিত্র (১২৮৬ - ৭.১.১৩৫০ ব.) কলিকাতা। আদি নিবাস আটপুর—হুগলী। চন্দ্রনাথ। এম.এ.,বি.এল.। 'অর্চনা' (ফণীন্দ্রনাথ পালসহ, ১৩০০ ব.), 'অবকাশ' (অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণসহ, ১৩২১ ব.) প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক এবং 'মানসী ও মর্মবাণী' ও 'পঞ্চপুষ্প' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। 'বঙ্গীয় মহাকোষ' সম্পাদনা করেন। রচিত গ্রন্থ : 'গৌড় ও পাণ্ডুয়া'। [৪,৫]

চারুব্রত রায় (১৮৮৬ - ২৬.১১.১৯৫১) পাবনা। মহিমানাথ। মেডিক্যাল কলেজের কৃতী ছাত্র। এম.বি. পাশ করে উক্ত কলেজে শারীরবিদ্যা বিভাগের ডেমনস্ট্রেটররূপে কাজে যোগ দেন এবং প্রাণ-রসায়ন বিষয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণা করেন। কর্নেল ম্যাকের সঙ্গে ডায়াবিটিজ ও খাদ্যবিষয়ে গবেষণা করে প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৯০৫ খ্রী. থেকে ১৯৪১ খ্রী. পর্যন্ত ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে শারীরবিদ্যার শিক্ষক ছিলেন। বেঙ্গল ইমিউনিটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ডিপথেরিয়া অ্যান্টি-টক্সিন প্রস্তুত করেন। পরে তিনি নিজে বেঙ্গল বায়ো-কেমিক্যাল ল্যাবরেটরির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বহু ছাত্র-ছাত্রী উত্তর-জীবনে কৃতী চিকিৎসকের মর্যাদা পেয়েছেন। [৩]

চারু মজুমদার (১৯১৫ - ২৮.৭.১৯৭২) হাণ্ডিয়া—রাজশাহী। বীরেশ্বর। মধ্যস্বত্বভোগী ভূম্যধিকারী পরিবারে জন্ম। শিলিগুড়ি বয়েজ হাই স্কুল থেকে ১৯৩৩ খ্রী. ম্যাট্রিক পাশ করে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে ভর্তি হন। ক্রমে সাম্যবাদী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে কৃষক সংগঠনে মনোনিবেশ করেন। ১৯৩৮ খ্রী. তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল জলপাইগুড়ি জেলা। তিনি ব্রিটিশ শাসনের সময় ৬ বছর আত্মগোপন করে থাকেন। এই সময় কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যপদ পান। ১৯৪২ খ্রী. জলপাইগুড়িতে গ্রেপ্তার হয়ে দুই বছর নিরাপত্তা বন্দীরূপে থেকে ১৯৪৪ খ্রী. মুক্ত হন। উত্তরবঙ্গে ফিরে গিয়ে চা-বাগানের শ্রমিক সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৯ খ্রী. ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হলে নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার হন। ১৯৫২ খ্রী. মুক্তি পেয়ে পার্টির সহকর্মিণী লীলা সেনগুপ্তকে বিবাহ করেন। অতঃপর তরাই অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে কাজ করতে থাকেন। ১৯৫৭ খ্রী. নকশালবাড়ি অঞ্চলের কেন্টপুরে

চা-বাগিচার বির্দ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করে গ্রেপ্তার হন। ৪ মাসের জন্য কারার্দ্ধ হলেও পরে কৃষক পক্ষের জয় হয়। এই সময় থেকে তাঁকে কৃষক পক্ষের হয়ে বহ্ মামলা পরিচালনায় সওয়াল-জবাব করতে দেখা যায়। এ সব মামলা অনেক সময় নিজ অর্থব্যয়ে চালাতেন। ১৯৬২ খ্রী. নির্বাচনে শিলিগ্ড়ি কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কংগ্রেস প্রার্থীর কাছে পরাজিত হন। এই বছর ভারত-চীন য্দ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে কম্যুনিস্ট পার্টিতে মত-দ্বৈধ দেখা দেয়। তিনি ভারতরক্ষা বিধানে গ্রেপ্তার হন। ম্ক্তি পাওয়ার পর ১৯৬৩ খ্রী. থেকে চীনের রাষ্ট্রগ্র্ মাও-সে-তুং-এর আদর্শে প্রভাবিত হয়ে ওঠেন। ১৯৬৫ খ্রী. পাক-ভারত য্দ্ধের পরি-প্রেক্ষিতে গ্রেপ্তার হন। এই বছরই একটি সার্কুলার প্রচার করেন, যা পরে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির [CPI(M)] নেতৃবৃন্দ কর্তৃক আপত্তিকর বলা হয়। ১৯৬৬ খ্রী. প্লিস হেফাজতে তিনি হাসপাতালে স্থানান্তরিত হন এবং এই বছরই ম্ক্তি পান। ১৯৬৭ খ্রী. পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় ও য্ক্ত বামপন্থী ফ্রণ্ট কর্তৃক সরকার গঠন বিষয়ে CPI(M) দলের নেতৃত্বের সঙ্গে বিরোধ শ্র্ হয়। এই বিরোধ থেকে ক্রমে কম্যুনিস্ট কনসোলিডেশন্ (১৯৬৮) ও শেষে ১৯৬৯ খ্রী. ১ মে কম্যুনিস্ট পার্টি মার্কস্‌বাদী-লেনিনবাদী [CPI(ML)] দল গঠন করে একজন সাধারণ কৃষক কর্মী থেকে সারা ভারতে সর্বাধিক উচ্চারিত নামের বিপ্লবী নেতার্পে পরিচিত হন। সাধারণভাবে এই দলটি নক্‌শালপন্থী নামে পরিচিত। নক্‌শাল-বাড়িতে প্রকৃত কৃষকদের জমির মালিকানা লাভের আন্দোলন থেকেই এই নামের উৎপত্তি। ১৯৬৯-৭১ খ্রী. প্রায় দ্ই বছর এই নবগঠিত দল পশ্চিম-বাঙলার সব চেয়ে পরাক্রান্ত, স্গঠিত এবং মার-ম্খী বিপ্লবী দলর্পে বর্তমান ছিল। এই দলের প্রভাব বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি অন্যান্য রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। চলতি সমাজ-ব্যবস্থার আশ্ আম্ল পরিবর্তনের আশায় বেশ কিছ্ প্রতিভাবান য্বক-য্বতী এই দলের শক্তিবৃদ্ধি করেন। কিন্তু তাঁর নির্দেশে কৃষিবিপ্লব এবং রাজনৈতিক আন্দোলন ক্রমশ শহরাঞ্চলে ব্যক্তিগত হত্যা, বরেণ্য দেশনেতা, শিক্ষাবিদ্ ও মনীষীদের ম্তিভাঙা, স্কুল-কলেজ পোড়ানো প্রভৃতি বিকৃত আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। প্রথম দিকে চীন প্রকাশ্যে CPI(ML)-এর কৃষি-বিপ্লবের নীতি সমর্থন করলেও পরে তাদের কর্ম-পদ্ধতির সমালোচনা করে। এই সমালোচনা এবং নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে CPI(ML) ক্রমশ কয়েকটি উপদলে ভাগ হতে শ্র্ করে। সরকার এই দলটির বির্দ্ধে অতি কঠোর দমন-নীতি প্রয়োগ করেন। এই ব্যাপারে দলের বহ্ কর্মী নিহত এবং অনেকে কারার্দ্ধ হয়; প্লিস এবং অনেক সাধারণ লোকও মারা পড়ে। ১৯৭২ খ্রী. নির্বাচনে কংগ্রেস দল ক্ষমতায় আসেন। ১৬.৭.১৯৭২ খ্রী. তিনি গোপন আবাস থেকে গ্রেপ্তার হন। ২৮ জ্লাই ১৯৭২ খ্রী. ভোরে হৃদ্‌রোগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে সরকারপক্ষ ঘোষণা করেন। [১৬]

চার্ রায় (৬.৯.১৮৯০ - ২৮.৯.১৯৭১) বহরম-প্র। আদি নিবাস—পাবনা। শ্যামাচরণ। ১৯১১ খ্রী. তিনি বহরমপ্র থেকে ম্যাট্রিক ও ১৯১৮ খ্রী. কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এস-সি. পরীক্ষা পাশ করেন। ছোটবেলা থেকেই চিত্রকলান্-রাগী ছিলেন। বহরমপ্রে ভাস্কর ব্রজ পালের কাছে চিত্রকলা বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ করেন। স্নাতক হয়ে চিত্রকলায় মনোনিবেশ করেন ও ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্টের সঙ্গে য্ক্ত হন এবং অঙ্কিত ছবি প্রকাশ করতে থাকেন। কিন্তু চিত্র-কলায় অর্থাগম না হওয়ায় বার্ড কোম্পানীতে চাকরি নেন। এই সময়ে তিনি 'ভারতী' পত্রিকা অফিসের সাহিত্যিক ও গ্ণিজনের আসরের অন্যতম সভ্য ছিলেন। ১৯২২ খ্রী. আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগ-দান করেন। কিছ্দিন সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করার পর দৈনিক বাংলা পত্রিকায় ব্যঙ্গচিত্রাঙ্কন শ্র্ করেন। ১৯২২-২৭ খ্রী. পর্যন্ত 'সি-আর' নামে অঙ্কিত ছবিগ্লির মাধ্যমে বাঙলাদেশে বিখ্যাত ব্যঙ্গচিত্রশিল্পির্পে পরিচিত ও সমাদৃত হন। রঙ্গমঞ্চের সঙ্গেও তাঁর সংযোগ ছিল। 'ম্ক্তার ম্ক্তি' নাটকে শিল্প-নির্দেশকর্পে খ্যাতি অর্জন করেন। শিশিরকুমার ভাদ্ড়ীর 'সীতা' নাটকের তিনি শিল্প-নির্দেশক ছিলেন। এ ছাড়া 'ঋষির মেয়ে' ও 'শ্রীকৃষ্ণ' নাটকের শিল্প-নির্দেশনা দেন। ১৯২৫ খ্রী. আত্মীয় ও সহপাঠী হিমাংশ্ রায়ের আহ্বানে 'লাইট অফ এশিয়া'র শিল্প-নির্দেশক-র্পে চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করেন। পরবর্তী 'সিরাজ' ছবির শিল্প-নির্দেশক ও অভিনেতা, ১৯২৮ খ্রী. 'এ থ্রো অফ এ ডাইস' ছবির নায়ক এবং ১৯২৯ খ্রী. 'লাভস অফ এ মোগল প্রিন্স' ছবির পরিচালক হন। তাঁর পরিচালিত অন্যান্য ছবি : 'বিগ্রহ', 'চোরকাঁটা', 'স্বামী', 'কিংবদন্তী', 'পথিক', 'ডাকু কা লেড়কী' প্রভৃতি। তাঁর অভিনীত ছবিগ্লিতে তাঁর স্ত্রী মায়াদেবীও অভিনয় করতেন। তিনি প্রথম বাংলা চলচ্চিত্র-বিষয়ক পত্রিকা 'বায়-স্কোপ'-এর সম্পাদক ছিলেন। [১৬]

চার্নক, জব (?-১০.১.১৬৯৩) ইংল্যান্ড। কলিকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা জব চার্নকের

প্রথম জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। ১৬৫৫/৫৬ খ্রী. ভারতবর্ষে এসে তিনি ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী হিসাবে কাশিমবাজার ও পাটনা কুঠিতে কাজ করেন। বাঙলায় নিযুক্ত কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে তাঁর পদাধিকার ছিল দ্বিতীয়। কাশিমবাজারে অবস্থানকালে তাঁর সঙ্গে মোঘল সরকারের সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। দেশীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগক্রমে চার্নক ও অন্য কয়েকজন কোম্পানীর কর্মচারীর অর্থদণ্ড হয়, কিন্তু নবাবের আদেশ অমান্য করে তিনি গোপনে হুগলী কুঠিতে (এপ্রিল ১৬৮৬) পলায়ন করে কিছুদিন নানাস্থানে ঘুরে বেড়ান। ২৪.৮.১৬৯০ খ্রী. তিনি সদলে সুতানুটিতে প্রবেশ করে ইংল্যাণ্ডের জাতীয় পতাকা প্রোথিত করেন। ঐ দিনটিকে কলিকাতা মহানগরীর প্রতিষ্ঠা-দিবস বলা যায়। এর আগেই শেঠ, বসাক প্রভৃতি বাঙালী ব্যবসায়ী এবং আর্মেনীয় ও পর্তুগীজ বণিকরা এখানে বাস করত। ১০.২.১৬৯১ খ্রী. সম্রাট আওরঙ্গজেবের ফরমান অনুসারে বার্ষিক ৩ হাজার টাকার বিনিময়ে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যের সুবিধা পায়। চার্নক কোনদিন কোম্পানীতে উচ্চপদ পান নি। বহুদিন বাঙলায় বসবাস করার ফলে তিনি কিছু কিছু বাঙালী আচার-ব্যবহার গ্রহণ করেন। জনশ্রুতি আছে, পাটনা কুঠিতে বসবাসকালে এদেশীয় এক বিধবা রমণীকে সতীদাহ থেকে উদ্ধার করে বিবাহ করেন (আনু. ১৬৭৮) ও উক্ত স্ত্রীর গর্ভে তাঁর তিন কন্যার জন্ম হয়। চার্নকের পূর্বেই স্ত্রী মারা যান। কলিকাতার সেণ্ট জন্‌স্‌ চার্চের সমাধিক্ষেত্রে তাঁদের সমাধি বিদ্যমান। [৩]

চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী (?-৯.৯.১৯১৫) মাদারিপুর—ফরিদপুর। গুপ্ত বিপ্লবী দলের সভ্য এবং ফরিদপুরের বিপ্লবী নেতা পূর্ণ দাসের সহকর্মী ছিলেন। ১৯১৩ খ্রী. ডিসেম্বর মাসে প্রথম ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হিসাবে গ্রেপ্তার হয়ে পাঁচ মাস জেল খাটেন। ১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯১৫ খ্রী. তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন দিবসে রাস্তায় কর্তব্যরত পুলিস ইন্‌স্পেক্টর সুরেশ মুখার্জীকে কয়েকজন সহকর্মীর সাহায্যে হত্যা করেন। বিপ্লবী যতীন মুখার্জীর সহকর্মী হিসাবে জার্মানী, জাপান, আমেরিকা ও ডাচ ঈস্ট ইণ্ডিজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করেন। বাঘা যতীন পরিচালিত বুড়ী বালামের যুদ্ধে পুলিসের গুলিতে নিহত হন। [১০,৪২,৪৩,১৩৯]

চিত্তরঞ্জন গোস্বামী (১২৮৮-১.২.১৩৪৩ ব.) শান্তিপুর—নদীয়া। লালমোহন। প্রখ্যাত হাস্যরসিক অভিনেতা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পাশ করে প্রথমে কিছুদিন পাকুড় এস্টেটে ও ই. আই. রেলওয়েতে চাকরি করেন। পঁচিশ বছর বয়সে চাকরি ছেড়ে হাস্য-কৌতুকাভিনয়কে উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেন। মেক্‌-আপ ছাড়া ৫২ রকমের হাসি দেখাতে পারতেন। এর মধ্যে 'বিগ কজকোর্ট', 'হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা', 'নকড়ির নাটাবিকার', 'বলবান্‌ জামাতা' প্রভৃতি বিখ্যাত। তা ছাড়া তিনি চলচ্চিত্রে এবং মঞ্চেও অভিনয় করতেন। [১,৫]

চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশবন্ধু (৫.১১.১৮৭০-১৬.৬.১৯২৫) কলিকাতা। ভুবনমোহন। পৈতৃক নিবাস তেলিরবাগ—ঢাকা। বাঙলার অদ্বিতীয় দেশনেতা ও দাতা। অ্যাটর্নী পিতার সন্তান। ভবানীপুর লণ্ডন মিশনারী স্কুলে বিদ্যারম্ভ। ১৮৯০ খ্রী. প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য বিলাত যান। ১৮৯৩ খ্রী. ব্যারিস্টার হয়ে স্বদেশে ফিরে এসে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। ছাত্রজীবনেই প্রেসিডেন্সী কলেজে সুরেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত স্টুডেণ্টস্‌ ইউনিয়নের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। বিলাতে বাসকালেও রাজনৈতিক ব্যাপারে তৎপর ছিলেন। দেশে ফিরে বরাবর রাজনৈতিক যোগাযোগ রক্ষা করেন। 'অনুশীলন' বিপ্লবী দলের সৃষ্টির শুরুতেই তিনি এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ ও 'বন্দেমাতরম্‌' পত্রিকার সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল। বরাবর রাজনৈতিক মামলায় অংশগ্রহণ করতেন। আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী (বারীন ঘোষ, অরবিন্দ প্রমুখ) পক্ষ সমর্থনে ব্যারিস্টার ও দেশপ্রেমিকরূপে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। এই সময় থেকেই আইন ব্যবসায়ে বিপুল অর্থোপার্জন হতে থাকে। পিতৃবন্ধুর ঋণের দায়িত্ব গ্রহণের ফলে ১৯০৬ খ্রী. পিতাপুত্র উভয়কেই দেউলিয়া হতে হয়েছিল ; ১৯১৩ খ্রী. তিনি পিতৃঋণ পরিশোধ করে দেউলিয়া নাম খণ্ডন করেন। ১৯০৬ খ্রী. কলিকাতা কংগ্রেসের প্রতিনিধি ও ১৯১৭ খ্রী. বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনের সভাপতি হন। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার, পাঞ্জাবে সরকারী দমননীতি ও জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলেন। পাঞ্জাবে সরকারী নীতি-বিষয়ে কংগ্রেস-গঠিত তদন্ত কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯২০ খ্রী. মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় আইনসভা বর্জন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। পরে স্বয়ং অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব কংগ্রেস অধিবেশনে উত্থাপন করেন এবং গান্ধীজীর ডাকে

বহু সহস্র টাকা মাসিক আয়ের ব্যারিস্টারী পেশা ত্যাগ করে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় তিনি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ব্যারিস্টাররূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। স্বয়ং ভারত সরকার প্রখ্যাত মিউনিশনস বোর্ডঘটিত মামলায় প্রচলিত নজির উপেক্ষা করে সাহেব অ্যাডভোকেট-জেনারেলের অপেক্ষা অধিক পারিশ্রমিক দিতে স্বীকৃত হয়ে তাঁকে সরকারী কৌঁসুলী নিযুক্ত করেন। অসহযোগ আন্দোলনে আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করার জন্য তিনি এ কাজও পরিত্যাগ করেন। তাঁর অসামান্য ত্যাগের ফলে সারাদেশ অনুপ্রাণিত হয় ও বাঙলার মানুষ তাঁকে 'দেশবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে। নিজের ও পরিবারবর্গের বিলাসবহুল জীবন ত্যাগ করে সন্ন্যাসিসুলভ অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতে থাকেন। ছাত্রদের গোলামখানা (বিশ্ববিদ্যালয়) ত্যাগের আহ্বান জানান। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় বাঙলার পরিচালকরূপে প্রথমেই নিজ পত্নী বাসন্তী দেবী ও ভগ্নী ঊর্মিলা দেবীকে কারাবরণ করতে আদেশ দেন। এই প্রথম মহিলাগণ প্রকাশ্য সত্যাগ্রহে অংশ নিলেন। সারা দেশে বাসন্তী দেবীর গ্রেপ্তার সংবাদে উত্তেজনা চরমে ওঠে। ১৯২১ খ্রী. নিজে আইন অমান্য করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ফলে আমেদাবাদ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েও অনুপস্থিত ছিলেন। পরের বছর কারামুক্ত হয়ে গয়া কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন এবং সরকারী নীতির বিরোধিতা করার জন্য আইনসভায় প্রবেশের পক্ষে অভিমত দেন। গান্ধীজী কারাগারে ছিলেন, কিন্তু তাঁর অনুগামীদের বিরোধিতায় এ নীতি কংগ্রেস কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। দেশবন্ধু কংগ্রেস সভাপতিত্ব ত্যাগ করে 'স্বরাজ্য দল' গঠন করে জনমত সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালান। মতিলাল নেহেরু এবং দেশবন্ধুর নেতৃত্বে এই দল ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। ফলে পরের বছর ১৯২৩ খ্রী. কংগ্রেস আইনসভায় প্রবেশের নীতি গ্রহণ করে। এই বছর হিন্দুমুসলমান ঐক্য রক্ষার জন্য স্বরাজ্য দল ও মুসলমান নেতাদের যে চুক্তি হয় তা 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামে খ্যাত। ১৯২৩ খ্রী. নির্বাচনে স্বরাজ্য দল বিশেষ সাফল্য লাভ করে। ১৯২৪ খ্রী. তারকেশ্বরের মোহান্তের অনাচারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করেন। তিনিই কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র এবং সুভাষচন্দ্র প্রথম প্রধান অফিসার। ১৯২৪ খ্রী. সরকার বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স জারী করে সুভাষচন্দ্র, সুরেন্দ্রমোহন প্রমুখ নেতাদের গ্রেপ্তার করলে তিনি নিজ বাড়িতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকের আহ্বান জানান। এবার গান্ধীজীও উপলব্ধি করেন যে, স্বরাজ্য দলকে দমনের জন্যই এই অর্ডিন্যান্স। এরপর থেকে দেশবন্ধুকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানান। অত্যধিক পরিশ্রম ও কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে দেশবন্ধু দুর্বল হয়ে পড়েন। মৃত্যুর পূর্বে পৈতৃক বসতবাটি জনসাধারণকে দান করেন। এখন সেখানে তাঁর নামাঙ্কিত 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদন' প্রতিষ্ঠিত। রাজনীতির মধ্যে থেকেও তিনি রীতিমত সাহিত্যচর্চা করতেন। সে সময়ের বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'নারায়ণ' তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (১৩২১ ব.)। কবি ও লেখক হিসাবে তাঁর পরিচিতি 'মালঞ্চ', 'সাগরসঙ্গীত' ও 'অন্তর্যামী' গ্রন্থের জন্য। বিলাতে বাসকালে ইংরেজীতে একটি নাটকের দু'টি অঙ্ক লিখে বিখ্যাত নাট্যবিদ্ হেনরি আর্ভিংকে দেখান। তাঁর রচিত 'ডালিম' গল্পের নাট্যরূপ মিনার্ভায় (আলফ্রেড) পরিবেশিত হয় (১৫.৭.১৯২৪)। শিশির ভাদুড়ীকে জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দার্জিলিংয়ে মৃত্যু। শোকযাত্রায় অভূতপূর্ব লোকসমাগম হয়। তাঁর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ/মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান'। [১,৩,৭,১০,২৫,২৬]

চিত্তরঞ্জন মুখার্জি (অক্টো. ১৯১৯ - ২৭.৯.১৯৪৩)। সেনাবিভাগের কর্মী চিত্তরঞ্জন জাতীয়তাবাদী ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ফোর্থ মাদ্রাজ কোস্টাল ডিফেন্স ব্যাটারীকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে ১৮.৪.১৯৪৩ খ্রী. সামরিক পুলিস যে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করে মাদ্রাজ পেনিটেনশিয়ারিতে ফাঁসি দেয় তিনি তাঁদের একজন। মৃত্যুর সময়ে তাঁরা 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিসহ পরস্পরকে আলিঙ্গন করে হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করেন। [১০,৪২,৪৩]

চিন্তামণি ঘোষ (১৮৪৪ - ১১.৮.১৯২৮) বালি—হাওড়া। পিতার কর্মস্থল বারাণসীতে শিক্ষারম্ভ হয়। ১৩ বছর বয়সে পিতৃহীন হন এবং এলাহাবাদের ইংরেজী সাপ্তাহিক 'পাইওনিয়ারে' চাকরি নিয়ে মুদ্রণযন্ত্র সম্পর্কে শিক্ষা ও অনুসন্ধান শুরু করেন। কিছুদিন বিভিন্ন সরকারী চাকরি করার পর ১৮৮৪ খ্রী. এলাহাবাদে একটি হস্তচালিত মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করে 'ইণ্ডিয়ান প্রেস' নামে একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। ১৯১০ খ্রী. ঐ ছাপাখানা বিদ্যুৎশক্তি দ্বারা চালাবার ব্যবস্থা হয়। তা ছাড়া এ দেশে মুদ্রণে লিথোগ্রাফিপদ্ধতির তিনিই প্রবর্তক। এর ফলেই অবনীন্দ্রনাথের বহুবর্ণ চিত্রাদির মুদ্রণ সম্ভব হয়েছিল। দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', রবীন্দ্রনাথের বহু গ্রন্থ এবং কিছুকাল 'প্রবাসী' পত্রিকাও

ইণ্ডিয়ান প্রেসে ছাপা হয়েছিল। তিনি হিন্দী সাহিত্যের উন্নতির জন্য সচেষ্ট ছিলেন এবং 'সরস্বতী' নামে একটি হিন্দী পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন। [১,৩,৫]

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী (মে ১৯০০ - ১৭.৬. ১৯৭২) কলিকাতা। আদি নিবাস কোটালিপাড়া—ফরিদপুর। জ্ঞানদাকণ্ঠ। সেন্ট পলস্ স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেন্ট পলস্ কলেজ থেকে বৃত্তি সহ আই.এ. এবং সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃত অনার্সে প্রথম স্থান অধিকার করে বি.এ. পাশ করেন। ১৯২৫ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রুপ-১ সংস্কৃত বিষয়ে ও ১৯৩০ খ্রী. বাংলায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম.এ. পাশ করে অনেকগুলি স্বর্ণ-পদক পান। বঙ্গীয় সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ্ ও বেঙ্গল স্যান্সক্রিট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত 'কাব্যতীর্থ' উপাধি পরীক্ষায়ও কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে তাঁর কর্ম-জীবন শুরু হয়। ১৯২৯ - ৪১ খ্রী. পর্যন্ত বেথুন কলেজের সংস্কৃত ও বাংলার অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৪১ - ৫৫ খ্রী. কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৫ - ৫৮ খ্রী. প্রেসিডেন্সী কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক থাকাকালে অবসর-গ্রহণ করেন। বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক হিসাবে শিক্ষাজগতে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। কিছুদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থপ্রকাশন বিভাগের সম্পাদক ছিলেন। পূর্বভারতের সাহিত্য-ধর্ম-সংস্কৃতি, বিশেষ করে সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে তাঁর মৌলিক অবদান পণ্ডিত-সমাজে সুবিদিত। বহু বছর তিনি 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গদেশ ও বহির্বঙ্গের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি-চর্চার প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তবে পুঁথিচর্চাই তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় কীর্তি। বহু গ্রন্থ তিনি রচনা ও সম্পাদনা করেন। রচিত গ্রন্থ : 'জৈন পদ্মপুরাণ', 'বাংলা পুঁথির বিবরণ', 'সতরঞ্চ কৌতূহল', 'বাংলার পালপার্বণ', 'তন্ত্রকথা', 'ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি', 'হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান', 'Tantras : Studies on Their Religion and Literature', 'Glimpses of Indian Culture, Religion etc.' প্রভৃতি। [১৪৮]

চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য (১৭শ শতাব্দীর শেষার্ধ) গুপ্তিপাড়া—হুগলী। শতাবধান। রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কারের ছাত্র চিরঞ্জীব ও তাঁর পিতা উভয়ে মধ্য-ভারতে 'লার্থায়র' এবং গৌড় রাজসভায় নানাবিধ গ্রন্থ রচনা করে অপূর্ব কীর্তি অর্জন করেছিলেন। তাঁদের পাণ্ডিত্য নব্যন্যায়মূলক হলেও তাঁদের কোন গ্রন্থ এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। [১০]

চিরঞ্জীব শর্মা (১৮৪০ - ১৯১৬) চকপঞ্চানন—নবদ্বীপ। রামনিধি সান্যাল। প্রকৃত নাম ত্রৈলোক্য-নাথ। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র 'চিরঞ্জীব শর্মা' নাম দেন। শান্তিপুরে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়ে ১৮৬৭ খ্রী. কলিকাতায় কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হন। ১৮৬৮ খ্রী. 'ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে'র ভিত্তিস্থাপনের দিন নূতন সঙ্গীত রচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন এবং ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতাচার্যের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৭০ খ্রী. প্রচারক নিযুক্ত হন। সুরকার হিসাবে ধ্রুপদ প্রভৃতি উচ্চাঙ্গ রীতির সঙ্গে ভাটি-য়ালী, রামপ্রসাদী প্রভৃতি সাধারণের উপযোগী সুরে সঙ্গীত রচনা করতেন। তাঁর বহু গান আজও বাউল-ভিখারীর কণ্ঠে শোনা যায়। ১৮৭৬ খ্রী. কেশবচন্দ্র তাঁকে 'ভক্তির অনুবর্তী' ব্রতে দীক্ষিত করেন। রচিত গ্রন্থাবলী : 'ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত', 'গীত রত্নাবলী' (৪ খণ্ড), 'পথের সম্বল', 'শ্রীচৈতন্যের জীবন ও ধর্ম', 'বিধান ভারত' (মহা-কাব্য), 'নবশিখা' (শিশুপাঠ্য), 'নববৃন্দাবন' (নাটক), 'সাধু অঘোরনাথের জীবনচরিত', 'কেশব-চরিত', 'গরলে অমৃত', 'বিংশশতাব্দী বা আশা-কাব্য', 'ব্রহ্মগীতা' প্রভৃতি। তাঁর রচিত কয়েকটি গান স্বামী বিবেকানন্দ প্রায়ই গাইতেন। [৩, ২৫,২৬]

চুনীলাল বসু, রায়বাহাদুর, সি.আই.ই. (১৩.৩.১৮৬১ - ২.৮.১৯৩০) কলিকাতা। দীন-নাথ। ছাত্রজীবনে একাধিক পরীক্ষায় বৃত্তি, পুরস্কার ও পদক লাভ করেন। ১৮৮৬ খ্রী. কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম.বি. পাশ করে প্রথমে মেডিক্যাল কলেজে সহকারী সার্জেন পদে যোগ-দান করেন। কিছুদিন সরকারী চিকিৎসকরূপে ব্রহ্মদেশে বাস করেন। পরে বাঙলা সরকারের প্রধান রসায়ন-পরীক্ষক নিযুক্ত হন (১৮৮৯ - ১৯২০)। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম রসায়নের অধ্যাপক-পদ পান। রসায়ন বিভাগে কাজ করার সময় তিনি বাঙলায় প্রচলিত খাদ্যদ্রব্যের যে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করেন তার ফলে ভারতের পূর্বাঞ্চলের ব্যাপক অপুষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করা সহজ হয়েছে। করবী ফুলের রাসায়নিক ক্রিয়া ও বিষক্রিয়ার বিশ্লেষণ তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণা। প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও আদর্শ অধ্যাপকরূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৮৯৮ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। তা ছাড়া তিনি 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স'-এর সহ-সভাপতি, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে (১৯২২) বিজ্ঞান শাখার সভাপতি, ইংল্যাণ্ডের রসায়ন সঙ্ঘের সদস্য ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি ছিলেন। কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয় ও অনাথ আশ্রম তাঁর পরিচালনায় উন্নতিলাভ করেছিল। ডা. মহেন্দ্রনাথ সরকারের পর তিনিই কলিকাতার দ্বিতীয় বাঙালী শেরিফ। তাঁর রচিত বিজ্ঞান-গ্রন্থ 'ফলিত রসায়ন', 'রসায়নসূত্র' (২ খণ্ড), 'জল', 'বায়ু', 'খাদ্য', 'আলোক', 'শরীর-স্বাস্থ্য-বিধান', 'পল্লী-স্বাস্থ্য', 'স্বাস্থ্য-পঞ্চক' প্রভৃতি প্রত্যেকটিই সুখপাঠ্য। ইংরেজী ভাষায়ও প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধকার। ইংরেজী গ্রন্থের সংখ্যা ১২টি। 'পুরী যাইবার পথে' তার একটি রম্য রচনা। কলিকাতা মেডিক্যাল জার্নালের সম্পাদক ছিলেন। কাশীর ধর্ম-মহামণ্ডল তাঁকে 'রসায়নাচার্য' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর পুত্র জ্যোতিপ্রকাশ বসু কলিকাতা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে বহুমূত্ররোগ নিয়ে গবেষণা করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পৌত্র অজিতকুমার ডাক্তার হিসাবে সারা ভারতে পরিচিত। [১,৩,৫,২৫,২৬]

চেরাগালি শাহ। 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহে'র প্রধানতম নায়ক মজনু শাহের দুই প্রধান শিষ্য চেরাগালি শাহ ও ফেরাগুল শাহ বন্দুক-তরোয়ালে সজ্জিত ৩০০ বিদ্রোহী সৈন্য নিয়ে দিনাজপুর জেলার ইংরেজ শাসক ও জমিদারদের অস্থির করে তুলেছিলেন। ইংরেজ কর্মচারীরা তাদের পত্রাবলীতে চেরাগালিকে মজনুর পালিত পুত্র বলে উল্লেখ করেছে। নেতা মুশা শাহকে হত্যা করে মার্চ ১৭৯২ খ্রী. তিনি শোভান আলি ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। পরে তিনিও মতিগীর নামে এক সন্ন্যাসী আততায়ীর হাতে নিহত হন। [৫৬]

চৈতন্যদাস। চাকন্দি—নদীয়া। প্রকৃত নাম গঙ্গাধর চক্রবর্তী। 'রসভক্তিচন্দ্রিকা' ও 'দেহভেদ-তত্ত্বনিরূপণ' গ্রন্থের রচয়িতা। এ ছাড়াও তাঁর রচিত ১৫টি পদ পাওয়া যায়। শ্রীনিবাস আচার্য তাঁর পুত্র। [১,২]

চৈতন্যদেব (১৪৮৫/৮৬ - ১৫৩৩) নবদ্বীপ—নদীয়া। জগন্নাথ মিশ্র। পিতৃদত্ত নাম বিশ্বম্ভর। পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্রের আদিনিবাস ছিল শ্রীহট্ট। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক এই মহাপুরুষ নিমাই, গৌরাঙ্গ, মহাপ্রভু, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, সংক্ষেপে চৈতন্যদেব প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর ৬/৭ বছর বয়সের সময় অগ্রজ বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করেন ও সন্ন্যাস নিয়ে নিরুদ্দিষ্ট হন। উপনয়নের পর বিশ্বম্ভর গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কার পাঠ করেন। পিতার মৃত্যুর পরেও কিছুকাল অধ্যয়ন করে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ১৬ বছর বয়সে অধ্যাপনা শুরু করে লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিবাহ করেন। এরপর কিছুকাল নবদ্বীপে অধ্যাপনার পর পিতৃভূমি শ্রীহট্টে যান ও সেখানে কয়েকমাস বিদ্যা বিতরণ করে নবদ্বীপে ফিরে এসে জানলেন, লক্ষ্মীপ্রিয়ার সর্পদংশনে মৃত্যু হয়েছে। পুত্রের বৈরাগ্য লক্ষ্য করে মাতা শচীদেবী সুন্দরী বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। কিছুদিন পর তিনি পিতৃকৃত্যের জন্য গয়ায় যান এবং ঈশ্বর পুরীর নিকট দশাক্ষর গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষিত হন। এর অনেক কাল পূর্বে নবদ্বীপে অদ্বৈত আচার্য, যবন হরিদাস, শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতির চেষ্টায় এক বৈষ্ণব গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। তাঁদের ভক্তি-বিহ্বলতায় আকৃষ্ট হয়ে তিনি অধ্যাপনা ছেড়ে ক্রমে সংকীর্তনে মনোনিবেশ করেন। ক্রমশ এই বৈষ্ণব গোষ্ঠী বিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ২৪ বছর বয়সে তিনি কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা নিয়ে (১৫১০) নীলাচল (পুরী) ভ্রমণে যান। সেখান থেকে দক্ষিণ ভারতের তীর্থসমূহ ও পশ্চিম ভারত ঘুরে কিছুসংখ্যক পণ্ডিতকে বৈষ্ণব-ধর্মে দীক্ষিত করে পুরীতে ফেরেন। দুই বছর পুরীতে বাস করে তিনি গৌড়ে আসেন। পথে রাজমন্ত্রী রূপ ও সনাতন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তারপর মাতার অনুমতি নিয়ে তিনি বারাণসী, প্রয়াগ, মথুরা ও বৃন্দাবন দর্শন করে পুরীধামে ফেরেন এবং জীবনের অবশিষ্ট কাল সেখানেই কাটান। 'চৈতন্যমঙ্গলে'র রচয়িতা জয়ানন্দ ভিন্ন তাঁর সমসাময়িক অপর কোন চরিতকার চৈতন্যদেবের তিরোধানের কথা উল্লেখ করেন নি। উক্ত জীবনীকাব্যে আছে যে রথের সম্মুখভাগে নর্তনকালে পায়ে ইটের কুচি বিদ্ধ হওয়ায় ব্যাধি-কবলিত হয়ে তাঁর দেহাবসান ঘটে। চৈতন্যদেবকে নূতন ধর্মমতের স্রষ্টা বলা অপেক্ষা ধর্মের নূতন ব্যাখ্যাতা বলা ভাল। প্রেম-বিহ্বল ভক্তিরসের প্রবাহে ঈশ্বর-সাধনার যে স্বরূপ তিনি তাঁর জীবন দিয়ে উদ্ঘাটিত করেছেন তাতে দেবতা মানুষের আপনজন হয়ে ধরা দিয়েছে এবং মানুষের মধ্যে দেবতা প্রকট হয়ে উঠেছে। এই প্রেমধর্মের কাছে জাতি-বর্ণ-ধর্ম-শ্রেণী-নির্বিশেষে সব মানুষই ঈশ্বরের জীব। জীবে দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি প্রভৃতি সনাতন আদর্শে সবারই সমান অধিকার এই মতবাদে উদার ধর্মের

যে বন্যা তিনি প্রবাহিত করেছিলেন, তাতে শুধু দর্শনশাস্ত্রেই নয়, সাহিত্য, কাব্য ও সঙ্গীতেও নূতন চিন্তা শুরু হয়। [১,২,৩,২৫,২৬]

ছপাতি মিয়া। শম্ভুপুর-সুসঙ্গ—ময়মনসিংহ। ছপাতি পাগলা নামে সাধারণের কাছে পরিচিত ছিলেন। ১৮০২ খ্রী. গারো পাহাড় অঞ্চলের বিভিন্ন উপজাতীয় লোকদের বশীভূত করে একটি স্বাধীন গারো রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর চেষ্টা বিফল হয়। [১,৫৮]

ছবি বিশ্বাস (১৩.৭.১৯০০ - ১১.৬.১৯৬২) কলিকাতা। ভূপতিনাথ। শৌখিন অভিনেতা হিসাবেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। ১৯৩৬ খ্রী. 'অন্নপূর্ণার মন্দির'-এ প্রথম চিত্রাভিনয়। অভিনীত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছবি : 'চোখের বালি', 'কাবুলিওয়ালা', 'প্রতিশ্রুতি', 'শুভদা', 'জলসাঘর', 'দেবী', 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ও 'হেডমাস্টার'। মঞ্চাভিনয়েও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 'সমাজ', 'ধাত্রীপান্না', 'মীরকাশিম', 'দুইপুরুষ', 'বিজয়া' প্রভৃতি নাটকাবলীতে তাঁর অভিনয় উল্লেখযোগ্য। 'প্রতিকার' (১৯৪৪) এবং 'যার যেথা ঘর' (১৯৪৯) ছবির পরিচালক ছিলেন। চিত্রে অথবা মঞ্চে সাহেবী মেজাজের ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ চরিত্রের রূপায়ণে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। ১৯৫৯ খ্রী. সঙ্গীত-নাটক-আকাদেমি তাঁকে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান জানান। মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যু। [৩]

ছাওয়াল শা। প্রকৃত নাম মহম্মদ রমজান আলী। বাঘাবুক—শ্রীহট্ট। তাঁর রচিত সঙ্গীত-গ্রন্থ 'তরিকতে হক্কানী'। তিনি রাধাকৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক সঙ্গীতও রচনা করেছেন। [৭৭]

জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরী, রাজা (১২৬৯ - ২২.১২.১৩৪৫ ব.) মুক্তাগাছা—ময়মনসিংহ। জমিদার পরিবারে জন্ম। তিনি পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষাবিস্তারের জন্য বহু অর্থ দান করে 'দানবীর' হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। ময়মনসিংহে 'বিদ্যাময়ী বালিকা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠাকল্পে ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করেন। কাশীতে বার্ষিক ১০ হাজার টাকা ব্যয়ে সত্র চালাতেন। সঙ্গীত ও সাহিত্যে অনুরাগী ছিলেন। দক্ষ শিকারী হিসাবেও সুনাম ছিল। [৫]

জগৎকুমার শীল (১৯০৬ - ১৯৬৯) কলিকাতা। বঙ্কুবিহারী। 'জে. কে. শীল' নামে সুপরিচিত মুষ্টিযোদ্ধা ও ব্যায়ামবীর জগৎকুমার মাদ্রাজে ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজে শিক্ষালাভ করেন। তিনি বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা উইল কার্টার ও রস কার্লোকে পরাজিত করেন (১৯২৮)। দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত পার্সি ক্যামজারের সঙ্গেও লড়াই করেন। উত্তর-জীবনে তিনি কলিকাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে 'স্কুল অফ ফিজিক্যাল কালচার' নামে ব্যায়ামাগার স্থাপন করে সেখানে যুবকদের শারীরিক শক্তির অনুশীলন ও মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষা দিতে থাকেন। কর্মজীবনে বার্ড কোম্পানীর পদস্থ কর্মচারী ছিলেন এবং বাঙলার ক্রীড়ামোদী মহলে নানা পদে বিশেষজ্ঞরূপে কাজ করেছেন। [৪,২৬]

জগচ্চাঁদ গোস্বামী। বিষ্ণুপুর—বাঁকুড়া। উক্ত অঞ্চলের একজন খ্যাতনামা মৃদঙ্গ-বাদক। সঙ্গীতজ্ঞ রাধিকাপ্রসাদ তাঁর পুত্র। [৫২]

জগৎশেঠ। 'জগৎশেঠ' কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়—মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত বণিকবংশের উপাধিমাত্র। ঐ বংশের বিখ্যাত ব্যক্তিগণ পর পর জগৎশেঠ নামেই পরিচিত ছিলেন। বাঙলাদেশে তথা ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের সূচনায় ঐ জগৎশেঠদের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। মুর্শিদাবাদের শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ের ফতেচাঁদ নামক জনৈক শ্রেষ্ঠী ১৮শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দিল্লীর বাদশাহ্ কর্তৃক এই উপাধিতে ভূষিত হন। এই উপাধি বংশ-পরম্পরাগত ছিল। ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁদের আদিপুরুষ হীরানন্দ রাজস্থান থেকে এসে পাটনায় বসবাস শুরু করেন। ব্যবসায়-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কুঠির সংখ্যাও বাড়ে। উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মানিকচাঁদ ঢাকা কুঠির মালিক হন এবং মুর্শিদাবাদে কুঠি স্থাপন করেন। তিনি সরকারী কোষাগার সুপরিচালনায় এবং রোকার মারফৎ রাজস্ব জমা দেবার সহজ পন্থা আবিষ্কার করেন। নিঃসন্তান মানিকচাঁদের মৃত্যুর পর দত্তকপুত্র ফতেচাঁদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে মুর্শিদকুলি খাঁর আস্থাভাজন হন ও মন্ত্রণাদাতা হয়ে ওঠেন; পরবর্তী নবাব সুজাউদ্দীনেরও আস্থাভাজন হন। ১৭৩৯ খ্রী. সুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর পুত্র সরফরাজ খাঁ নবাব হলে, যাঁদের ষড়যন্ত্রে সরফরাজের পরিবর্তে আলীবর্দী সিংহাসন পান, ফতেচাঁদ তাঁদের অন্যতম। আলীবর্দীকে প্রথমে উড়িষ্যা ও বিহারে আফগানদের দৌরাত্ম্য ও পরে বর্গীর হাঙ্গামায় বিব্রত থাকতে হয়। এই সময় ফতেচাঁদ তাঁকে অর্থসাহায্য ও পরামর্শ দিতেন। একবার বর্গীরা মুর্শিদাবাদ লুণ্ঠনকালে শেঠের গদি থেকে দুকোটি আর্কট মুদ্রা লুঠ করলেও ব্যবসায়ে ভাটা পড়ে নি। তিনি প্রতি বছর নবাব-সরকারকে এক কোটি টাকা উপহার দিতেন। ১৭৪৪ - ৪৫ খ্রী. ফতেচাঁদের মৃত্যুর পর পৌত্র মহতাবচাঁদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। আলীবর্দীর আস্থাভাজন হলেও তিনি ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে হৃদ্যতা করেন এবং ইংরেজ-

দের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হন। আলীবর্দীর মৃত্যুর পর ইংরেজরা মূলত তাঁর সাহায্যে মীরজাফরকে সিরাজের স্থলাভিষিক্ত করেন। মীরজাফরের পর মীরকাশিম মহাতাবচাঁদের সহযোগিতা পান নি। এজন্য নবাব সন্দেহক্রমে মহাতাবকে প্রথমে মুঙ্গের দুর্গে আটক করেন; পরে গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তাঁকে আরও কয়েকজনের সঙ্গে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে হত্যা করেন। বঙ্গে জগৎশেঠ পরিবারের ঐশ্বর্য বিলুপ্ত হলেও পরেশনাথ তীর্থে তাঁদের নির্মিত কয়েকটি মন্দির আজও দেখতে পাওয়া যায়। [১,২,৩,২৫,২৬]

জগদানন্দ [১] (১৮শ শতাব্দী) জোফলাই—বীরভূম। আদি নিবাস শ্রীখণ্ড। নিত্যানন্দ। হরেকৃষ্ণ নাম সহযোগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মহিমাসূচক শ্রুতি-মধুর অনুপ্রাসযুক্ত পদরচনায় দক্ষ ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ এখনও স্বগ্রামে বিরাজিত এবং এখনও সেখানে তাঁর স্মরণে প্রতি বছর মেলা বসে। পরবর্তী কালে তাঁর পদাবলী ও অন্যান্য রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে। রচিত গ্রন্থ : 'ভাষা শব্দার্ণব' ও 'জগদানন্দের খসড়া'। [৩,২০,২৬]

জগদানন্দ [২]। কাটোয়া—বর্ধমান। প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম। বাল্যকালেই বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। বাঙলায় যাত্রার প্রচলক চন্দ্রশেখর দাসের শিষ্য ছিলেন। তাঁর রচিত যাত্রার সঙ্গীত-সমূহ শব্দবিন্যাসে এবং ভাব ও ছন্দোমাধুর্যে অতুলনীয় ছিল। তাঁর রচিত বহু সঙ্গীত শিশিরকুমার ঘোষ সম্পাদিত 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। [১]

জগদানন্দ গিরি গোস্বামী (১৮৯৫ - ১৯৩২) ওয়াইদপুর—ত্রিপুরা (পূর্ববঙ্গ)। দুর্গাচরণ। একজন গৃহী তান্ত্রিক সাধক। শৈশবে পিতৃবিয়োগ ও নানা প্রতিকূল অবস্থার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষালাভের সুযোগ হয় নি। কিন্তু স্বচেষ্টায় তিনি বাংলা এবং সংস্কৃতে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। গৃহধর্মে লিপ্ত থেকেও তিনি অতি সঙ্গোপনে নিয়মিত তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করতেন। বাক্‌সিদ্ধ হয়েছিলেন। খুব সম্ভব পূর্ববঙ্গে তিনিই ঐ সময়ের শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক সাধকদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। [১]

জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়। হাইকোর্টের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ উকিল ছিলেন। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড প্রিন্স অব ওয়েলস্‌-রূপে ১৮৭৬ খ্রী. গোড়ার-দিকে কলিকাতায় তাঁর বাড়িতে পদার্পণ করলে বাড়ির মহিলাগণ তাঁকে ভারতীয় প্রথায় শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনি করে বরণ করেন। এই ব্যাপারে কলিকাতার বাঙালী সমাজে অত্যন্ত আন্দোলন উপস্থিত হয়। এই নিয়ে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাজীমাৎ' কবিতা লেখেন এবং গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে 'সরোজিনী' নাটকের সঙ্গে 'গজদানন্দ' ও যুবরাজ' নামে একটি প্রহসন অভিনীত হয় (১৯.২.১৮৭৬)। দ্বিতীয় অভিনয়ের পরই পুলিস এই প্রহসনের অভিনয় বন্ধ করে দেয় এবং থিয়েটারের পরিচালক উপেন্দ্রনাথ দাস ও ম্যানেজার অমৃতলাল বসুর বিনাশ্রম কারাদণ্ডাদেশ হয়। হাইকোর্টে আপীল করা হয় এবং অ্যাটর্নি গণেশ-চন্দ্রের নির্দেশমত মি. ব্রানসন্‌, এম. ঘোষ ও টি. পালিত আসামীপক্ষ সমর্থন করেন। বিচারে তাঁরা মুক্তি পান। কিন্তু ১৮৭৬ খ্রী. মার্চ মাসে 'Dramatic Performances Control Bill' নামে একটি আইনের খসড়া কাউন্সিলে পেশ করা হয় এবং কলিকাতার বহু গণ্যমান্য লোকের আপত্তি সত্ত্বেও বিলটি সে বছরের শেষের দিকেই আইনে পরিণত হয়। [৪০]

জগদানন্দ রায় (১৮.৯.১৮৬৯ - ২৫.৬.১৯৩৩) কৃষ্ণনগর—নদীয়া। অভয়ানন্দ। জমিদার বংশে জন্ম। স্থানীয় স্কুল ও কলেজে শিক্ষাগ্রহণ করে কিছুদিন গড়াই-এর মিশনারী স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ছাত্রা-বস্থায়ই সহজাত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁকে বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধকার হিসাবে পরিচিত করে। 'সাধনা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধের সূত্রে সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় হয় এবং প্রথমে শিলাইদহ জমিদারীর কর্মচারী, পরে কবির পুত্রকন্যাদের বিজ্ঞান ও গণিতের গৃহশিক্ষক এবং শেষে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রমে'র শিক্ষক নিযুক্ত হন। ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগে বিপুল উৎসাহে কাজ করে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদীর আদর্শে সরল বাংলায় বিজ্ঞানের সত্যপ্রচার তাঁর জীবনের অন্যতম কাজ ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে (নৈহাটি ১৩৩০ ব.) বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি ছিলেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী : 'গ্রহ-নক্ষত্র', 'প্রাকৃতিকী', 'বৈজ্ঞানিকী', 'পোকামাকড়', 'জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার', 'বাংলার পাখী', 'শব্দ' ইত্যাদি। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের তিনিই প্রথম সর্বাধ্যক্ষ। এখানেই দেহাবসান। [১,৩,৫,৭,২৫,২৬]

জগদিন্দ্রনাথ রায়, মহারাজা (২১.১০.১৮৬৮ - ৫.১.১৯২৬)। শ্রীনাথ। পূর্বনাম ব্রজনাথ। নাটোরের মহারাজা গোবিন্দনাথের পত্নী ব্রজসুন্দরী শৈশবেই তাঁকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ১৮৭৫ খ্রী. প্রবেশিকা পাশ করেন। ধনী জমিদার হয়েও রাজনীতিতে নির্ভয় আত্মপ্রকাশ করে ভূম্য-

ধিকারী সমাজের আদর্শস্থানীয় হন। সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যে দক্ষ ছিলেন। ক্রীড়ামোদী ও সংগঠকরূপেও খ্যাতি ছিল। নাটোর ক্রিকেট দল তিনি পুরোপুরি দেশীয় খেলোয়াড় দিয়ে গঠন করেছিলেন। সাহিত্য অধ্যয়নে ও রচনায় বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। সাহিত্য-বিষয়ক পত্রিকা সম্পাদনায় বিদ্বৎসমাজে এবং বিশিষ্ট পাখোয়াজী হিসাবে সংগীত-মহলে খ্যাতি ছিল। তিনি 'মানসী' পত্রিকার ষষ্ঠ বর্ষ থেকে সম্পাদনা করেন এবং দু'বছর পরে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের 'মর্মবাণী' এর সঙ্গে যুক্ত হলে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় আমৃত্যু 'মানসী ও মর্মবাণী' সম্পাদনা করেন। ঐ সময়ে 'মানসী ও মর্মবাণী' অন্যতম শ্রেষ্ঠ পত্রিকা ছিল। রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। কবির পত্রাবলীতে বহুবার তাঁর সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে রবীন্দ্র-সংবর্ধনার অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'নূরজাহান', 'সন্ধ্যাতারা' (কাব্যগ্রন্থ) ও 'দারার দুরদৃষ্টি'। [১,৩,৫,৭,২৫,২৬]

জগদীশ গঙ্গোপাধ্যায়। পূর্ববঙ্গের অন্যতম খ্যাতনামা যাত্রাওয়ালা। তিনি 'বেগের গাঙ্গুলী' নামে বিশেষ খ্যাত ছিলেন। পরবর্তী কালের বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা গোবিন্দ অধিকারীকে তিনিই আবিষ্কার করে নিজ দলে ছোক্রা হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন। [১]

জগদীশচন্দ্র গুপ্ত (জুলাই ১৮৮৬ - ১৯৫৭) খোর্দমেঘচামী — ফরিদপুর। জন্ম — কুষ্টিয়ায়। প্রখ্যাত ছোটগল্প-লেখক ও ঔপন্যাসিক। সিটি স্কুল ও রিপন কলেজে শিক্ষাগ্রহণ করেন। সিউড়ী ও বোলপুর আদালতে কর্মজীবন কাটে। কবি হিসাবে তিনি প্রথমে আত্মপ্রকাশ করলেও ছোট গল্পকার-রূপে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেন। 'বিজলী', 'কালিকলম', 'কল্লোল' প্রভৃতি সেকালের নূতন ধরনের সকল পত্রিকাতেই গল্প প্রকাশ করেছেন। গল্প ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রকাশভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যের জন্য সাহিত্যিক মহলে বিশিষ্ট স্থান পেয়েছিলেন। তাঁর প্রকাশিত কবিতা-সঙ্কলন : 'অক্ষরা'। 'বিনোদিনী', 'উদয়লেখা', 'মেঘাবৃত অশনি' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ এবং 'দুলালের দোলা', 'নিষেধের পটভূমিকায়', 'লঘুগুরু', 'কলঙ্কিত তীর্থ', 'অসাধু সিদ্ধার্থ' উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। [৩]

জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১২৭৮ - ১৯ শ্রাবণ, ১৩৬৭ ব.)। ভারতবরেণ্য বৈদান্তিক জ্ঞানতপস্বী। বারাণসীতে শিক্ষাগ্রহণের পর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করেন। রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শনের অধ্যাপকরূপে তিনি যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। 'হিন্দু রিয়্যালিজম্', 'কাশ্মীরী শৈবইজম্', 'বৈদিক ভিউ অফ দি ম্যান অ্যান্ড দি ইউনিভার্স' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। [৪]

জগদীশচন্দ্র দাশগুপ্ত (১৬.৪.১৯০৬ - ১.১. ১৯৭১) ঢাকা(?)। তারকচন্দ্র। মাতা প্রখ্যাত কংগ্রেস-নেত্রী মোহিনী দেবী। ১৯২৬ খ্রী. সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি.এস-সি. পাশ করে এম.এস-সি. পড়ার সময় ১৯২৭ খ্রী. ক্যালকাটা কেমিক্যালে কর্মজীবন শুরু করেন ; ১৯৬৫ খ্রী. তার অন্যতম ডিরেক্টর নির্বাচিত হন। তিনি দেশী ও বিদেশী বহু ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট সদস্য এবং ভারতীয় সাবান ও প্রসাধনদ্রব্য উৎপাদক সংস্থার সভাপতি এবং সদারঙ্গ সঙ্গীত সংসদের কার্যকরী সভাপতি ছিলেন। [১৬]

জগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৩ - ১০.৪. ১৯৩৭)। জে. সি. ব্যানার্জী নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। মেট্রোপলিটান স্কুল, জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ্ ইন্স্টিটিউশন ও শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শিক্ষালাভের পর চাকরিতে না গিয়ে জীবিকার্জনের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং কন্ট্র্যাক্টর হিসাবে স্বাধীন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের 'বেকার ল্যাবরেটরী'-গৃহ নির্মাণে খ্যাতি অর্জন করেন। ক্রমে বিজ্ঞান কলেজ-ভবন, ইউনিভারসিটি ইন্স্টিটিউট, নূতন রয়্যাল এক্সচেঞ্জ ভবন ও কলিকাতায় বড় বড় হোটেল নির্মাণ করেন। কাপড়, লোহা, ইস্পাত প্রভৃতির আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায়ও ছিল। বাঙলার বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। তিনি 'স্ট্যান্ডার্ড রিবেট বোল্ট অ্যান্ড নাট ওয়ার্কস্' নামক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্সের সহ-সভাপতি ও তার প্রতিনিধি হিসাবে ১২ বছর কলিকাতা পোর্টের কমিশনার ছিলেন। [১,৫]

জগদীশচন্দ্র বসু (৩০.১১.১৮৫৯ - ২৩.১১. ১৯৩৭) ময়মনসিংহ। আদি নিবাস রাড়িখাল— ঢাকা। ভগবানচন্দ্র। বিশ্ববিশ্রুত পদার্থবিদ্ ও জীববিজ্ঞানী। ডেপুটি কালেক্টর পিতার কর্মক্ষেত্র ফরিদপুরে বাল্য-শিক্ষা শুরু। পরে কলিকাতা সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ও কলেজে শিক্ষা লাভ করে ১৮৮০ খ্রী. গ্র্যাজুয়েট হন। ডাক্তারী পড়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ম্যালেরিয়ায় স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় শেষ পর্যন্ত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য ইংল্যান্ড যাত্রা করেন। কেম্ব্রিজ থেকে বিজ্ঞানে অনার্স সহ বি.এ. এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এস-সি.

পাশ করেন। দেশে ফিরে ১৮৮৫ খ্রী. প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হন। তিন বছর পর্যন্ত বেতন গ্রহণে অস্বীকার করেন, কেননা এ সময়ে ভারতীয় ও ইংরেজদের বেতনের মধ্যে বৈষম্য ছিল। ১৮৮৭ খ্রী. অবলা বসুকে বিবাহ করেন। অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্য প্রথমে চন্দননগরে বাস করেন, পরে কলিকাতায় ভগিনীপতি মোহিনীমোহনের সঙ্গে মেছুয়াবাজারে বাস করতেন। এ সময়ে তাঁর বৈজ্ঞানিক নেশা ছিল ফোটোগ্রাফী ও শব্দগ্রহণ। কলেজের এডিসনের ফোনোগ্রাফ যন্ত্রে তিনি নানা-রকম শব্দগ্রহণ ও পরিস্ফুটনের পরীক্ষা করতেন। ফোটোগ্রাফ বিষয়ে গভীর গবেষণায় মনোনিবেশ করে বাড়ির বাগানে একটি স্টুডিও তৈরী করেন। এ সবের মধ্যে হার্টজ আবিষ্কৃত 'বৈদ্যুতিক চুম্বক তরঙ্গ' সম্বন্ধে নূতন গবেষণার নিয়মিত খবরাখবর রাখতেন। প'য়ত্রিশ বছর বয়সে এই বিষয়ে গবেষণায় মনোনিবেশ করেন ও পরের বছর থেকেই এই বিষয়ে নিবন্ধ প্রকাশ শুরু করেন। জগদীশ-চন্দ্রের গবেষণা তিনটি প্রধান পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়ে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের বস্তুনিচয় সম্পর্কে স্ব-উদ্ভাবিত ক্ষুদ্র যন্ত্রের সাহায্যে, অতি ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক তরঙ্গেও দৃশ্য-আলোকের সকল ধর্ম বর্তমান—এই তত্ত্ব প্রমাণ করেন। এই সময়ে তিনি বিনা তারে বার্তা প্রেরণের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তাঁর এই গবেষণা ইউরোপের বেতার-গবেষণার দ্বারা প্রভাবিত হয় নি। সেই হিসাবে একে যুগান্ত-কারী আবিষ্কার বলে অভিনন্দিত করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় এই সময়েই (১৮৯৬) তাঁকে ডি.এস-সি. উপাধি প্রদান করে। প্যারীর আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যা কংগ্রেসে (১৯০০) পঠিত তাঁর প্রবন্ধের নাম 'জড় ও জীবের মধ্যে উত্তেজনা-প্রসূত বৈদ্যুতিক সাড়ার সমতা'। দ্বিতীয় পর্যায়ের গবেষণার বিষয়বস্তু তাঁর রচিত : 'Responses in the Living and Non-Living' গ্রন্থে (১৯০২) পাওয়া যায়। পরে এই গবেষণায় তিনি ধাতু এবং উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর পেশীর উপর নানা পরীক্ষা করেন ও দেখান যে বৈদ্যুতিক, রাসায়নিক ও যান্ত্রিক উত্তেজনায় ঐ তিন বিভিন্নজাতীয় পদার্থ একই ভাবে সাড়া দেয়। তাঁর রচিত 'Comparative Electrophysiology' গ্রন্থে এই সব গবেষণার কথা লিপিবদ্ধ হয়। মানুষের স্মৃতিশক্তির যান্ত্রিক নমুনা (Model) তিনিই সম্ভবত প্রথম প্রস্তুত করেন। আধুনিক রেইড্যার যন্ত্র, ইলেক্ট্রনিক কম্‌পিউটার প্রভৃতির সৃষ্টি অংশত এই মৌলিক চিন্তার অনুসরণ করেই সম্ভব হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ের শারীরবিদ্যা-বিষয়ক গবেষণায় জড় ও প্রাণীর মধ্যগত বস্তু হিসাবে উদ্ভিদের উপর প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উত্তেজনার ফলাফল সম্বন্ধে বিশদ পরীক্ষা করেন। প্রাকৃতিক উত্তেজনার মধ্যে তাপ, আলোক ও মাধ্যাকর্ষণের ফলাফল, কৃত্রিম উত্তেজনার মধ্যে বৈদ্যুতিক ও তাপীয় আঘাত—তাঁর পর্যালোচনার বিষয় ছিল। তিনি ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে সূক্ষ্ম সঞ্চালনকে বহুগুণ বর্ধিত করে দেখান যে তথাকথিত অনুত্তেজনীয় উদ্ভিদ্‌ও বৈদ্যুতিক আঘাতে সঙ্কুচিত হয়ে সাড়া দেয়। এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ক্রেস্কোগ্রাফ ছাড়া স্ফিগ্‌মোগ্রাফ, পোটোমিটার ও ফোটোসিন্থেটিক-বাব্‌লার প্রভৃতি স্বয়ংলেখ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। উদ্ভিদের জলশোষণ ও সালোকসংশ্লেষ সম্বন্ধে তাঁর বিশদ গবেষণাও উল্লেখযোগ্য। ১৯১৫ খ্রী. অধ্যাপনার কাজ থেকে অবসর-গ্রহণের পর 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা করে (৩০.১১.১৯১৭) আমৃত্যু সেখানে গবেষণা চালান। গিরিডিতে মৃত্যু। তিনি রয়্যাল সোসাইটির সদস্য (১৯২০), লীগ অফ নেশন্‌সের ইন্‌টেলেক্‌চুয়্যাল কো-অপারেশন কমিটির সদস্য (১৯২৬ - ৩০), ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি (১৯২৭), ভিয়েনার অ্যাকাডেমী অফ সায়েন্সের বৈদেশিক সদস্য (১৯২৮) এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি (১৩২৩ - ২৫ ব.) ছিলেন। যৌবনে ভারতের বিভিন্ন স্থানে মন্দির, গুহা-মন্দির এবং প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের ধ্বংসাবশেষ ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করেন ও স্থিরচিত্র গ্রহণ করেন। তাঁর বাংলা রচনা 'অব্যক্ত'র মধ্যে তাঁর সৌন্দর্য-পূজারী শিল্পী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বসুবিজ্ঞান মন্দিরের বিভিন্ন অংশ প্রাচীন স্থাপত্যের অনু-করণে সজ্জিত করেন। রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের পরস্পরকে লিখিত পত্রাবলীতে গবেষক ও সাধক জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-জগতে নিঃসঙ্গ পদক্ষেপের অপরূপ কাহিনী পরিস্ফুট হয়েছে। তাঁর অন্যান্য রচনাবলী : Plant Responses as a Means of Physiological Investigations, Physiology of the Ascent of Sap, Physiology of Photosynthesis, Nervous Mechanism of Plants, Collected Physical Papers, Motor Mechanism of Plants, Growth and Tropic Movement in Plants। ১৯০২ খ্রী. সি.আই.ই., ১৯১১ খ্রী. সি.এস.আই., ১৯১৪ খ্রী. বিজ্ঞানাচার্য ও ১৯১৬ খ্রী. স্যার উপাধিতে ভূষিত হন। [১,২,৩,৪,৫,৭,১০, ২৫,২৬]

জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী (১৮৫৮ - ৭.১২.১৮৯৪)

মার্জাদিয়া—নদীয়া। মাতুলালয় শান্তিপুরে জন্ম। উমাচরণ। ১৮৭৬ খ্রী. হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা এবং ডাফ্ কলেজ থেকে এফ.এ. পাশ করেন। ১৮৮৪ খ্রী. হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শুরু করে কলিকাতা ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঔষধালয় স্থাপন করেন। এ ছাড়া একটি হোমিওপ্যাথিক স্কুল ও 'লাহিড়ী অ্যান্ড কোং' নামে হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় এবং স্বগ্রামে মায়ের নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। তিনি বাংলায় 'হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক' (১২৯২ ব.) এবং ইংরেজীতে 'ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল রেকর্ড' নামে দু'খানি পত্রিকা পরিচালনা করতেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী : 'হোমিওপ্যাথিক মতে গৃহ-চিকিৎসা', 'হোমিওপ্যাথির বিরুদ্ধে আপত্তি খণ্ডন', 'ওলাউঠা-চিকিৎসা', 'নরশরীর-তত্ত্ব', 'জ্বর-চিকিৎসা', 'চিকিৎসা-তত্ত্ব', 'ভৈষজ্য-তত্ত্ব', 'সদৃশ-চিকিৎসা বা প্র্যাক্টিস্ অফ মেডিসিন'। [১,৪,২০,২৫,২৬]

জগদীশ তর্কালঙ্কার। নবদ্বীপ। যাদবচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জন্ম আনুমানিক ১৫৪০-৫০ খ্রী. মধ্যে। চৈতন্যদেবের শ্বশুর সনাতন মিশ্রের প্রপৌত্র। বাল্যে অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন, ফলে ১৮ বছর বয়সের আগে বর্ণপরিচয় হয় নি। পরে অল্পদিনেই কাব্য-ব্যাকরণাদিতে দক্ষতা অর্জন করেন। আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য সংসার প্রতিপালন ও অধ্যয়ন কঠিন হয়ে ওঠে। ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের চতুষ্পাঠীতে ন্যায় অধ্যয়ন করে 'তর্কালঙ্কার' উপাধি লাভ করেন। নিজ চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপক হিসাবে সুদূরপ্রসারী খ্যাতি ছিল। রঘুনাথ শিরোমণির তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতির 'ময়ূখ' নামে টীকা রচনা করে তিনি সারা ভারতে খ্যাতিলাভ করেন। রামভদ্র সার্বভৌমের ছাত্র জগদীশ রচিত দীধিতির টীকার প্রচার তাঁর পূর্ববর্তী দীধিতির অন্যান্য টীকার গৌরব ম্লান করে দেয়। চৈতন্যদেবের আন্দোলনের ফলে শূদ্রও শাস্ত্রালোচনার অধিকার পায়। জগদীশ শাস্ত্রজিজ্ঞাসু শূদ্রকে শিষ্যত্ব দিয়ে আর্থিক দুর্দশা থেকে অব্যাহতি পান। তাঁর মৌলিক গ্রন্থ 'শব্দশক্তি-প্রকাশিকা' এক সময় বাঙলার প্রত্যেক চতুষ্পাঠীতে সাদরে অধীত হত। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'তর্কামৃত ও রহস্য প্রকাশ' নামে কাব্যপ্রকাশের একখানি টীকা পাওয়া যায়। ১৬১০ খ্রী. নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। অধ্যাপক জীবনের সর্বোচ্চ মর্যাদা 'জগদ্গুরু' পদ তিনি লাভ করেছিলেন। তাঁর দুই পুত্র রঘুনাথ ও রুদ্রেশ্বর উভয়েই পণ্ডিত ছিলেন। [১,২,৩,২৫,২৬,৯০]

জগদীশ পণ্ডিত (১৫/১৬ শতাব্দী) পূর্বদেশে গয়ঘড়। কমলাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়। অল্প বয়সে নানাশাস্ত্র পাঠ করে জগদীশ (মতান্তরে জগদানন্দ) পণ্ডিত খ্যাতি অর্জন করেন। নিজের টোলে ছাত্রদের কাছে ভক্তিতত্ত্ব প্রচার ও চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই নাম-সংকীর্তন প্রচার করতেন। পিতার মৃত্যুর পর নিজ ভ্রাতা মহেশ পণ্ডিত ও স্ত্রী দুঃখিনীকে সঙ্গে নিয়ে নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের আবাসের কাছে বসবাস শুরু করেন। শিশু বয়সে নিমাইকে তিনি সস্ত্রীক অবতাররূপে পূজা ও স্তব করতেন। পরে নিমাইয়ের সংকীর্তন দলে যোগ দেন। চৈতন্যদেবের সঙ্গে নীলাচলে গিয়ে জগন্নাথ মূর্তি এনে জসোড়া গ্রামে স্থাপন করেন। সেখানকার রাজা দেবসেবায় বহু ভূমি দান করেছিলেন। এ ছাড়া চৈতন্যদেবের মূর্তি স্বগৃহে স্থাপন করে নাম রাখেন 'গৌরগোপাল'। রঘুনাথাচার্যের গুরু ছিলেন। পৌষ মাসের শুক্লা তৃতীয়ায় তাঁর মৃত্যু হয়। এই দিনটি বৈষ্ণবদের অন্যতম পর্বদিবস। [২]

জগদীশ মুখোপাধ্যায় (১৮৬১-১০.১১.১৯৩২) বারুইখালি—খুলনা। কালীকুমার। যশোহর জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা এবং কলিকাতা মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে ১৮৮৫ খ্রী. অশ্বিনী দত্তের সহায়তায় বরিশালে নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রজমোহন স্কুলে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। এই স্কুলে এবং পরে ব্রজমোহন কলেজেই আজীবন কাটিয়েছেন। স্কুলটি সরকারের বিষ-নজরে পড়েছিল। এর ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারী এই স্কুলের ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়া হয় নি। রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি কখনও প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন নি। কিন্তু মনে প্রাণে তিনি ছিলেন একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক, সমাজসেবক ও আদর্শবান শিক্ষক। একসময় অশ্বিনী কুমার এবং তিনি বরিশালের সমস্ত সৎকার্যের প্রাণ ছিলেন। সমস্ত ছাত্র তাঁদের নৈতিক চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। বরিশাল শহরে 'Sir' নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রাচীন আদর্শে 'অমৃত সমাজ' নামে একটি সমাজ স্থাপন করেছিলেন। প্রথম জীবনে ব্রাহ্মধর্মের সংস্রবে এলেও পরবর্তী জীবনে মতাদর্শ পরিবর্তিত হয়। দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করে বিগ্রহ স্থাপন করেছিলেন। উদ্ভিদ্বিদ্যায়, সঙ্গীতশাস্ত্রে ও জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ দক্ষতা ছিল। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার শীর্ষস্থানীয় উপদেষ্টাদের অন্যতম ছিলেন। অকৃতদার এই কর্মযোগীর সঙ্কল্প ছিল—বাবা হবেন না, দীক্ষাগুরু হবেন না, গ্রন্থকার হবেন না। নশ্বর

জগতে তাঁর কোনো চিহ্ন না থাকে এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। [১,১৪৬]

জগদীশ্বর গুপ্ত (১৮৪৬ - ৮.৭.১৮৯২)। মাতুলালয় মেহেরপুর—নদীয়ায় জন্ম। গোপীকৃষ্ণ। শ্রীখণ্ডের বিখ্যাত বৈদ্যকুলোদ্ভব। পিতামহ প্রাণকৃষ্ণ গুপ্ত খ্যাতনামা কবিরাজ ছিলেন। কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে বৃত্তিসমেত প্রবেশিকা ও এফ.এ., পরে বি.এ. ও বি.এল. পাশ করেন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের ফলে এই সময়ে তিনি পিতার আর্থিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত ছিলেন। দিনাজপুর ও মেদিনীপুরে কিছুদিন ওকালতি করার পর মুন্সেফ নিযুক্ত হয়ে কার্যোপলক্ষে যেখানে যেতেন সেখানেই ব্রাহ্মধর্মের প্রচার করতেন। কুষ্টিয়ায় অবস্থানকালে একটি ব্রাহ্মসমাজ ও স্কুলগৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। বৈষ্ণবশাস্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ সম্পাদনা করেছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'শ্রীচৈতন্যলীলামৃত', 'মেঘদূত' (অনুবাদগ্রন্থ), 'লীলাস্তবক', 'রামমোহন রায় চরিত' প্রভৃতি। সাময়িক পত্রাদিতেও প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করতেন। [১,৪,২০,২৫,২৬]

জগদ্বন্ধু (১৮৭১ - ১৯২১) গোবিন্দপুর—ফরিদপুর। দীননাথ ন্যায়রত্ন। বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। কিশোর বয়সেই তাঁর মধ্যে ভক্তিভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। নাম-সংকীর্তন, ভাগবত-পাঠ, ভগবদালোচনা শুনলেই তিনি ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়তেন। অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্যদের প্রতি তাঁর অসাধারণ করুণা ছিল। সামাজিক নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে ফরিদপুরের বুনো বাগ্‌দীরা খ্রীষ্টধর্মগ্রহণে উদ্যোগী হলে তিনি তাদের উপদেশ দানে নিবৃত্ত করে হরিভক্ত-সম্প্রদায়ে পরিণত করেন। কলিকাতার রামবাগান অঞ্চলে বাসকালে ডোমদের নাম-কীর্তন ও বৈষ্ণবীয় আচার-আচরণে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর মূল উপদেশ ছিল—রাধাকৃষ্ণের ভজন। তিনি শুদ্ধাচার, ব্রহ্মচর্য ও নাম-কীর্তনের উপর গুরুত্ব দিতেন। ফরিদপুর আশ্রমে সমাধিস্থ অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। [১,৩]

জগদ্বন্ধু দত্ত (১২৭৯ - অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ ব.) বানরীপাড়া—বরিশাল। গ্রাম্য পাঠশালায় সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে অর্থোপার্জনের চেষ্টায় দোকান খোলেন। পরে কলিকাতায় এসে একরকমের লিখবার কালি আবিষ্কার করেন। তাঁর J.B.D. মার্কা চাকতি ও গুঁড়া কালির খুব সুনাম হয় এবং এই কালির ব্যবসায়ে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। বাগবাজারের গৌড়ীয় মঠ তারই অর্থানুকূল্যে নির্মিত হয়। [১]

জগদ্বন্ধু বসু (১৮৩১ - ২৬.২.১৮৯৮) দণ্ডিরহাট—চব্বিশ পরগণা। রাধামাধব। তিনি ১৮৪৯ খ্রী. ঢাকা কলেজ থেকে বৃত্তিসমেত জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা পাশ করেন। পরে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে তিন বছরের মধ্যে ধাত্রীবিদ্যায় প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক ও প্রশংসাপত্র পান। এরপর জি.এম.সি.বি. পরীক্ষায় প্রথম হয়ে প্রথমে সিমান হাসপাতালের ভার প্রাপ্ত হন ও পরে মেডিক্যাল কলেজের অ্যানাটমির ডিমনস্ট্রেটর পদ লাভ করেন। শেষে ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের মেটেরিয়া মেডিকার অধ্যাপক হন, কিন্তু কিছুকাল চাকরি করার পর অসুস্থতার জন্য অবসর-গ্রহণ করেন। ১৮৬৩ খ্রী. এম.ডি. পাশ করেন। ১৮৭৮ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও ফ্যাকাল্টি অফ মেডিসিন-এর ডীন এবং ১৮৮৯ খ্রী. এম.বি. ও ১৮৯০ খ্রী. এম.ডি. পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৮৭ খ্রী. কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনে প্রধান উদ্যোগীদের অন্যতম ছিলেন। নিজগ্রামে তাঁরই অর্থে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। ডা. মহেন্দ্রলালের 'সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠাকালে তিনি ১০০০ টাকা দান করেছিলেন। মেডিক্যাল কংগ্রেসের ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং দশ বছর মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ছিলেন। সংগীত ও নৃত্যে তাঁর বিশেষ জ্ঞান ছিল। তা ছাড়া চিত্রাঙ্কন কার্য ও সূচীবিদ্যায় অনুরাগী ছিলেন। রত্ন-পরীক্ষায়ও বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। কলিকাতার কনসেন্ট বিলের আন্দোলনে বিরোধী ছিলেন। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সাময়িকপত্রে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। [১,৫,২৬]

জগদ্বন্ধু ভদ্র (১৮৪২ - ১৯০৬) পানকুণ্ড—ঢাকা। রামকৃষ্ণ। অল্প বয়সেই ফারসী ভাষা শেখেন। ১৮৬২ খ্রী. বৃত্তিসমেত প্রবেশিকা এবং ১৮৬৪ খ্রী. এফ.এ. পাশ করে যশোহর জেলা স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক ও পরে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৯২ খ্রী. পাবনা জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়ে ১৮৯৬ খ্রী. অবসর-গ্রহণ করেন। মাত্র ১২ বছর বয়সে ব্রজলীলা বিষয়ে একটি সুবৃহৎ পাঁচালী লেখেন। ১২৮০ ব. 'মহাজন-পদাবলীসংগ্রহ' নাম দিয়ে বিদ্যাপতির পদাবলী সঙ্কলন করেন। বৈষ্ণব কবিদের জীবনী অনুসন্ধানে তিনিই প্রথম অগ্রসর হন এবং ১৩১০ ব. ৮০ জন প্রাচীন বৈষ্ণব মহাজন রচিত ১৫১৭টি পদ সংগ্রহ করেন। এই সংগ্রহ 'গৌরপদতরঙ্গিণী' নামে প্রকাশ করে বঙ্গসাহিত্যে খ্যাতিমান হন। অন্যান্য গ্রন্থাবলী : 'ছুছুন্দরী-বধ কাব্য' (মধুসূদনের মেঘনাদ-বধ কাব্যের অনুকরণে লিখিত ব্যঙ্গকাব্য), 'তপতী-

উপহার' (কাব্য), 'ভারতের হীনাবস্থা' (কাব্য), 'বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী'। বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রচনা : 'বিলাপতরঙ্গিণী কাব্য', 'বিজয়াদিত্য' (নাটক), 'দেবলা-দেবী' (নাটক), 'দুর্গাঙ্গিনী', 'ঝাঁসা' ও 'স্বদেশ-রহস্য'। [১,৩,৪, ২০,২৫,২৬,২৮]

জগদ্রাম রায়। ভুলুই—বাঁকুড়া। রঘুনাথ। পঞ্চকোটাধিপতি রঘুনাথ সিংহের আদেশে 'অদ্ভুত রামায়ণ' রচনা শুরু করেন। গ্রন্থটি ১৭৯০ খ্রী. শেষ হয়। এই রামায়ণে সপ্তকাণ্ড ছাড়াও পুষ্করাকাণ্ড নামে একটি অতিরিক্ত কাণ্ড আছে। মূল অদ্ভুত রামায়ণের সঙ্গে এর সম্পূর্ণ মিল নেই। রচনা প্রাঞ্জল না হওয়ার ফলে তাঁর গ্রন্থ সর্বত্র আদৃত হয় নি। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'দুর্গাপঞ্চরাত্র', 'আত্মবোধ' প্রভৃতি। 'দুর্গাপঞ্চরাত্র'র শেষ অংশ তাঁর পুত্র রামপ্রসাদ লিখে সম্পূর্ণ করেন। [১,৪,২০]

জগন্নাথ কুশারী। যশোহর থেকে ভাগ্যান্বেষণে ভাগীরথী তীরে ইংরেজ বণিকদের গ্রাম গোবিন্দপুরে এলে স্থানীয় জেলে, মালো প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকেরা একঘর ব্রাহ্মণ পেয়ে কৃতার্থ হয় এবং জগন্নাথকে 'ঠাকুরমশাই' বলে ডাকতে থাকে। এদিকে তিনি নূতন কলিকাতা বন্দরের ইংরেজ বণিকদের মালপত্র কেনাবেচার কাজে সাহায্য করে অর্থোপার্জন করতে থাকেন। জাহাজের সাহেবদের মুখে তাঁর ঠাকুর উপাধি পরিবর্তিত হয়ে টেগোর হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁরই বংশধর। [২২]

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন (১৩.৯.১৬৯৪ - ১৯.১০.১৮০৭) ত্রিবেণী—হুগলী। রুদ্রদেব তর্কবাগীশ। পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতের নিকট ব্যাকরণ ও স্মৃতিশাস্ত্র এবং রঘুদেব বাচস্পতির নিকট ন্যায়শাস্ত্রের পাঠগ্রহণ করেন। ত্রিবেণীতেই চতুষ্পাঠী স্থাপন করে মৃত্যুর একমাস পূর্ব পর্যন্তও অধ্যাপনায় রত ছিলেন। চব্বিশ বছর বয়সে 'তর্কপঞ্চানন' উপাধি লাভ করেন। দীর্ঘজীবী এই পণ্ডিত একক প্রচেষ্টায় সংস্কৃতচর্চায় নবদ্বীপের খ্যাতি প্রায় নিষ্প্রভ করে তোলেন। ইংরেজগণ ১৭৬৫ খ্রী. বাঙলার দেওয়ানি লাভ করে দেশীয় বিচারপদ্ধতি ও আইন প্রস্তুতের জন্য এই পণ্ডিতের স্মরণস্থ হয়। স্মৃতি-সমুদ্র মন্থন করে 'বিবাদ ভঙ্গার্ণব' গ্রন্থ (১৭৮৮ - ৯২) সঙ্কলন তাঁর এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। এক সময়ে হিন্দু দেওয়ানি বিচার-ব্যবস্থা এই গ্রন্থটিরই ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে চলত। এ ছাড়া নব্যন্যায়ের বিভিন্ন প্রসঙ্গের উপর তিনি বিভিন্ন পত্রিকা রচনা করেছিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাবের দেওয়ান নন্দকুমার এবং শোভাবাজার-রাজ নবকৃষ্ণ তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর পৃষ্ঠপোষক হয়েছিলেন। ক্লাইভ, হেস্টিংস্, হার্ডিঞ্জ, কোলব্রুক, জোন্স্ প্রভৃতি ইংরেজ রাজপুরুষগণ গুরুত্ব বিষয় মীমাংসার জন্য তাঁর সাহায্য নিতেন। ইংরেজ সরকারে বৃত্তিভোগী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম। বর্ধমান-রাজ কীর্তিচন্দ্র এবং কৃষ্ণনগর-রাজ কৃষ্ণচন্দ্রও তাঁর পরামর্শ নিতেন। প্রথম সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হলে তাঁকে প্রধান পণ্ডিতের পদগ্রহণে আহ্বান করা হয়। অস্বীকৃত হলে পৌত্র ঘনশ্যাম এই পদে নিযুক্ত হন। মৃত্যুকালে বিপুল ভূসম্পত্তি ও অর্থ রেখে যান। [১,২,৩,৭,২৫,২৬,৪৮]

জগন্নাথ দাস (১৯শ শতাব্দী) ঘাটাল—মেদিনীপুর। সঙ্গীত-রচয়িতা। যজ্ঞেশ্বর যোগী নামে অধিক পরিচিত ছিলেন। রচিত বিবিধ গানের মধ্যে 'জোড়া গোলক বৃন্দাবন' প্রসিদ্ধ। [৪]

জগন্নাথ দ্বিজ। দিনাজপুর। 'দিনাজপুরের কবিতা' ও 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী'র রচয়িতা। তিনি সমসাময়িক ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু নিয়েও কবিতা রচনা করতেন। [১]

জগন্নাথ পঞ্চানন (১৮শ শতাব্দী) নলচিড়া—বাক্‌লা-বাখরগঞ্জ (পূর্ববঙ্গ)। রমাকান্ত বাচস্পতি। সমগ্র বাক্‌লা সমাজে দীর্ঘকাল ধরে নলচিড়ার ভট্টাচার্য বংশ অধিনায়ক ছিল। এই নৈয়ায়িক বংশে জগন্নাথের জন্ম। তাঁর সময় নলচিড়া 'নিম নবদ্বীপ' অর্থাৎ অর্ধ-নবদ্বীপ নামে বিখ্যাত হয়েছিল। এই বংশের প্রাধান্যকালে বহু কাশীবাসী ও দ্রাবিড়ী ছাত্র নলচিড়ায় এসে অধ্যয়ন করেছেন। রাজা রাজবল্লভের সভায় বাক্‌লার ১১ জন নিমন্ত্রিত পণ্ডিতের মধ্যে জগন্নাথ অন্যতম ছিলেন। [১০]

জগন্নাথ বসু মল্লিক। আন্দুল—হাওড়া। সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি অনেক সঙ্গীতও রচনা করেছেন। বেশির ভাগই প্রণয়-সম্বন্ধীয়। ১৮৩২ খ্রী. 'রত্নাবলী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : সংস্কৃত অমরকোষ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ 'শব্দকল্পলতিকা' এবং 'শব্দকল্পতরঙ্গিণী'। প্রথম গ্রন্থ ১৮৩১ খ্রী. ও দ্বিতীয়টি ১৮৩৮ খ্রী. প্রকাশিত হয়। [১]

জগন্নাথ বিদ্যাপঞ্চানন। মাটিকোমড়া—চব্বিশ পরগনা। পণ্ডিত রামশরণ ন্যায়বাচস্পতি। স্মৃতিশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ধর্মকার্যে তাঁর ব্যবস্থাদি অকাট্য ছিল। [১০]

জগন্নাথ মিশ্র (১৫শ শতাব্দী) শ্রীহট্ট। উপেন্দ্র। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পিতা। পদবী—পুরন্দর। জগন্নাথ শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে এসে

বাস করেন। শান্তিপুরের পণ্ডিত অদ্বৈতাচার্য তাঁর অভিভাবকস্বরূপ ছিলেন। ১৫শ শতাব্দীর শেষ দশকে তাঁর মৃত্যু হয়। [১,৩,২৬]

জগন্নাথ রায় ও মাধব রায়। জগাই মাধাই নামে পরিচিত। নবাব সরকারে নিযুক্ত কোটাল। মদ্যপ এবং অনাচারী ও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। চৈতন্য-দেবের নির্দেশে নিত্যানন্দ প্রভু পাপাচার থেকে তাঁদের উদ্ধার করতে গেলে মাধাই তাঁকে কলসীর কানা দ্বারা আঘাত করে রক্তপাত ঘটায়। নিত্যানন্দ মাধাইকে শাস্তি না দিয়ে প্রেমভাবে আলিঙ্গন দান করেন। এই মহত্ত্ব দর্শনে উভয়েই বিমুগ্ধ হন এবং পরম ভক্ত হয়ে ওঠেন। এই দু'ভাই জন-মজুরের মত পরিশ্রম করে নবদ্বীপে গঙ্গায় একটি ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন। [১,৩]

জগন্মোহন গোসাঞি। বাঘাসুরা—শ্রীহট্ট। তিনি 'জগন্মোহিনী' বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্তন-কর্তা ছিলেন। [১]

জগন্মোহন তর্কালঙ্কার (১৮২৯ - ১৯০০) বড়িশা—চব্বিশ পরগণা। রাঘবেন্দ্র ন্যায়বাচস্পতি। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে জন্ম। কলিকাতায় প্রথমে এক আত্মীয়ের ও পরে এক অধ্যাপকের আশ্রয়ে থেকে সংস্কৃত কলেজে পড়াশুনা করেন এবং কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তি পান ও পরে স্বাবলম্বী হয়ে আরও পড়াশুনা করে উপাধি লাভ করেন। তারপর উক্ত কলেজেই গ্রন্থাগারিকের পদে নিযুক্ত হন। তিনি সাহিত্য, ন্যায় ও অলঙ্কারে সুপণ্ডিত ছিলেন। গ্রন্থাগারিক পদে থাকাকালে কোন অধ্যাপকের অনুপস্থিতিতে অধ্যাপনাও করতেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'চণ্ডকৌশিকী' গ্রন্থের টীকা রচনা। এই গ্রন্থ দীর্ঘকাল এম.এ. (সংস্কৃত) পরীক্ষার্থীদের পাঠ্য ছিল। তিনি বর্ধমানরাজের উদ্যোগে প্রকাশিত মহাভারতের বাংলা অনুবাদ-গ্রন্থের অন্যতম অনুবাদক ছিলেন। 'ভাবপ্রকাশ যন্ত্রালয়' ও 'পুরাণপ্রকাশ যন্ত্রালয়' স্থাপন করে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ ও প্রণয়ন করে প্রকাশ করেন। 'বিজ্ঞান কৌমুদী' (মাসিক ১৮৬০), 'পরি-দর্শক' (দৈনিক ১৮৬১), 'সত্যান্বেষণ' (মাসিক ১৮৬৫) প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পর-বর্তী জীবন যোগ এবং তন্ত্র-শাস্ত্রের আলোচনা ও সাধনায় কাটান। এই সময় 'শিবসংহিতা'র উৎকৃষ্ট অনুবাদ করেন। তিনি আরও কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন ; তন্মধ্যে 'বেণীসংহার' (সংস্কৃত টীকা) ও 'কল্কিপুরাণের অনুবাদ' উল্লেখযোগ্য। [১,৪,৫]

জগন্মোহন বসু (১৮০১ - ১৮৬৫) পিঙ্গলা—মেদিনীপুর। আর্থিক দুর্দশার মধ্যে থেকেও সেই সময়ে প্রচলিত ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। পরি-বারের ভরণ-পোষণের জন্য রাত জেগে পাঠশালায় ব্যবহার্য 'দাতাকর্ণ', 'গঙ্গার বন্দনা' প্রভৃতি গ্রন্থের অনুলিপি করতে হয়েছিল। এইরূপ অদম্য উৎসাহ ও চেষ্টার ফলে তিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ মুনশী হয়ে ওঠেন। প্রথমে ফৌজদারী আদালতে মাসিক ৫ টাকা বেতনে কাজ আরম্ভ করেন। ক্রমে মুনশী ও তহসিলদার হন এবং ১৮৪৬ খ্রী. কালেক্টরীর দেওয়ান পদ লাভ করেন। সাধারণ্যে 'দেওয়ানজী' নামে পরিচিত ছিলেন। নিজগ্রামে অতিথিশালা নির্মাণ করেন। প্রতি বছর গঙ্গাসাগর-যাত্রীদের অন্ন, বস্ত্র ও পাথেয় দান করতেন। [২]

জগন্মোহিনী দেবী। বালী—হাওড়া। চন্দ্র-মোহন মজুমদার। স্বামী—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। তাঁর রচিত 'জগৎহার' সঙ্গীত-পুস্তক কন্যা সাবিত্রীদেবী কোচবিহার থেকে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে নববিধান-সমাজ সম্পর্কিত সঙ্গীতের সংখ্যাই বেশি। [৪৪]

জগমোহন বসু [১] (? - ১৮৫৩ ?) ভবানীপুর—কলিকাতা। রাজা রামমোহন রায়ের সমসাময়িক বিদ্যোৎসাহী জগমোহন মার্চ ১৮২৯ খ্রী. ভবানী-পুরে ইউনিয়ন স্কুল নামে একটি ইংরেজী বিদ্যা-লয় স্থাপন করে ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সার্বিক উন্নতিবিধানকল্পে সাঁইত্রিশ বছরেরও অধিককাল তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'হিন্দু ইন্টেলিজেনসার' পত্রিকা শিক্ষা-জগতে তাঁকে ডেভিড হেয়ারের সম-মর্যাদা দিয়েছিল। ভবানীপুরের তদানীন্তন গণ্য-মান্য ও সরকারী উচ্চপদস্থ ব্যক্তি প্রায় সকলেই তাঁর তত্ত্বাবধানে স্কুলের শিক্ষা পেয়েছেন। [১,৬৪]

জগমোহন বসু [২] (১৮৯৮ - ৮.৪.১৯৬৩)। তিনি ছাত্রাবস্থায় রাজনীতিতে যোগ দিয়ে 'পুয়োর ব্রাদার্স' সমিতি স্থাপন করেন। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে এবং পরে আগস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। উত্তর কলিকাতার জনপ্রিয় নেতা, আইনজীবী, কর্পোরেশনের কাউ-ন্সিলর এবং উত্তর কলিকাতা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। [১০]

জগমোহন বিশ্বাস। নোয়াখালী (পূর্ববঙ্গ)। রামহরি। তিনি লর্ড কর্নওয়ালিসের দশশালা বন্দোবস্তের কালে এলাহাবাদের রাজা ও জমিদার-দের সঙ্গে বন্দোবস্ত করবার জন্য দেওয়ানীর ভার পেয়ে এলাহাবাদে আসেন। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পা-নীকে তিনি এককালীন ২ লক্ষ টাকা দিয়ে তীর্থ-যাত্রীদের ওপর থেকে পূর্ব-প্রচলিত তীর্থ-কর চিরতরে রহিত করিয়ে দিয়েছিলেন। [১]

জনমেজয়। 'নিরাবিল ঢাকুরী' কুলগ্রন্থ-রচয়িতা। গ্রন্থখানি সামাজিক ইতিহাস হিসাবে অত্যন্ত মূল্যবান্‌। [২]

জনমেজয় মিত্র, আর্মান (১৭৯৬ - ২৫.৮.১৮৬৯) কলিকাতা। বৃন্দাবন। বাঙালী উর্দুকবি জনমেজয় 'আর্মান' (অর্থাৎ কামনা) এই ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। বাংলা, উর্দু, ফারসী ও ব্রজ-ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং বিশেষভাবে উর্দু কাব্যরসের রসিক ছিলেন। উল্লিখিত সব ক'টি ভাষাতেই কাব্য রচনা করেছেন। 'নুসখা-এ-দিলকুশা' তাঁর রচিত বিখ্যাত উর্দু কাব্য। তিনি এই গ্রন্থে ভারতীয় উর্দুকবিদের সম্বন্ধে বিবরণ ও প্রত্যেক কবির কাব্য-রচনার নমুনা দিয়েছেন। [৩২]

জনরঞ্জন রায় (১২৯০ - ১৩৬১ ব.) নবদ্বীপ—নদীয়া। বিত্তশালী জমিদার গৃহে জন্ম। যৌবনে দেশসেবার কার্যে ব্রতী হন। সুলেখক হিসাবেও খ্যাতি ছিল। দীর্ঘকাল 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় লিখেছেন। কংগ্রেস আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগা-যোগ ছিল। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এবং নবদ্বীপের বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। নবদ্বীপ বৈষ্ণব সমাজ কর্তৃক 'সাহিত্য মধুকর' এবং বঙ্গীয় বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজ কর্তৃক 'অমৃতাচার্য' উপাধি-ভূষিত হন। [৫]

জনার্দন কর্মকার। পাঁচগাও—শ্রীহট্ট। শাহ্‌-জাহানের আমলে জাহাঙ্গীর নগরে (ঢাকা) ইসলাম খাঁর শাসনকালে তিনি লৌহশিল্পী হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন। ১৬৩৭ খ্রী. তিনি মুর্শিদাবাদের ২১২ মণ ওজনের এবং ১২ হাত দৈর্ঘ্যের বিখ্যাত 'জাহান-কোষা' কামানটি নির্মাণ করেন। তাঁরই নামানুসারে তাঁর বংশধরগণ 'জনাইয়ের গোষ্ঠী' নামে পরিচিত হয়। [১,৩,২২,২৬]

জমিরুদ্দিন শেখ। মেদিনীপুর। সিপাহী বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহ-প্রচারের অভিযোগে দীর্ঘ কারাদণ্ড ভোগ করেন। [৫৬]

জয়কৃষ্ণ তর্কবাগীশ। 'শ্রাদ্ধদর্পণ' (স্মৃতি-সংগ্রহ), 'দায়াধিকারক্রম-সংগ্রহ' এবং জীমূতবাহনের দায়ভাগের 'দায়ভাগদীপ' টীকা রচয়িতা একজন খ্যাতনামা স্মার্ত পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। [২]

জয়কৃষ্ণ তর্কাচার্য। নবদ্বীপ। প্রসিদ্ধ তার্কিক ছিলেন। তিনি ভবানন্দের 'শব্দার্থসার-সংগ্রহ', জগদীশের 'শব্দশক্তি-প্রকাশিকা' প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থের সারসঙ্কলন করেন। তাঁর এই সঙ্কলন-গ্রন্থ সর্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র হওয়ায় নব্যন্যায়-চর্চার অবসানপর্বে প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করে। 'বাদার্থসারমঞ্জরী' তাঁর অপর গ্রন্থ। [৯০]

জয়কৃষ্ণ দাস। আরামবাগ—হুগলী। রামমোহন। প্রকৃত নাম কেনারাম। 'শ্রীচৈতন্য পারিষদ্ জন্মস্থান নিরূপণ', 'রসকল্পলতা' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' বাংলা পদ্যে অনু-বাদ করেন। [১,২৬]

জয়কৃষ্ণ মজুমদার (১৩১৮? - ১৩৪৯ ব.) দার্জিলিং (?)। পি. কে. মজুমদার। ডবলিউ. সি. ব্যানার্জি'র দৌহিত্র। ১৯৩০ খ্রী. বিমান-বিভাগের 'এ' ক্লাস লাইসেন্স পান। ভারতের সর্বকনিষ্ঠ পাই-লট বিবেচিত হওয়ায় ১৯৩১ খ্রী. স্যাণ্ডহার্স্ট জেণ্টলম্যান ক্যাডেটরূপে ভর্তি হন ও ১৯৩৩ খ্রী. কিংস্ কমিশন প্রাপ্ত হন। ১৯৩৪ খ্রী. কোয়েটার ১৬শ লাইট ক্যাভ্‌ল্‌রিতে যোগদান করেন। ১৯৩৫ খ্রী. কোয়েটার প্রচণ্ড ভূমিকম্পের সময় তিনি বিপন্নদের সাহায্যকার্যে অংশগ্রহণ করে খ্যাতিমান হন। যুদ্ধের সময় প্রথমে ভারতীয় বিমান-বিভাগে যোগদান করে ১৯৪০ খ্রী. ক্যাপ্টেন এবং ১৯৪২ খ্রী. মেজর হন। পরে সর্বপ্রথম ভারতীয়রূপে সামরিক ইন্টেলিজেন্স স্কুলে শিক্ষক-পদ লাভ করেন। বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু। [৫]

জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮০৮ - ১৮৮৮) উত্তর-পাড়া—হুগলী। জগনমোহন। বাল্যে অল্পদিন হিন্দু স্কুলে পড়াশুনা করে পিতার কর্মস্থল মীরাটে ব্রিগেড মেজরের অফিসে কেরানীরূপে প্রবেশ করেন। ১৮২৬ খ্রী. ব্রিটিশ সেনাদলের ভরতপুর আক্রমণের সময় ঐ সেনাদলের সঙ্গে ছিলেন। সেখান থেকে ফিরে ১৮৩৫ খ্রী. চাকরি ছেড়ে উত্তরপাড়া জমিদারীর পত্তন করেন। এর আগেই এক জাল দলিলের মামলায় জড়িয়ে পড়ে-ছিলেন। কিন্তু প্রিভি কাউন্সিলের বিচারে সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণিত হন। তাঁর স্থাপিত উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী বাঙালীর গৌরব এবং একটি ঐতিহাসিক স্থান। তাঁরই উদ্যোগে এবং সাহায্যে উত্তরপাড়া হাই স্কুল ও উত্তরপাড়া কলেজ প্রতি-ষ্ঠিত হয়। সর্বসমেত ৩১টি স্কুলে অর্থসাহায্য করতেন। দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল স্থাপন তাঁর অন্যতম কীর্তি। সামাজিক ব্যাপারে প্রগতি-শীল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। বঙ্গীয় কৃষকদের জীবনযাত্রা-প্রণালী উপলক্ষ করে হুগলী কলেজের অধ্যাপক লালবিহারী দে রচিত 'Govinda Samanta or History of a Bengali Rayat' পুস্তকের জন্য লেখককে পুরস্কৃত করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন। ১৮৭৮ খ্রী. ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের ব্রিটিশ জাতির পক্ষে অবাধ বাণিজ্যনীতির তিনি প্রতিবাদ করেন। ১৮৮৬ খ্রী. তিনি কলিকাতায়

অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। [১,৩,৮,২৬]

জয়গোপাল গোস্বামী (১৮২৯ - ১৯১৬) শান্তিপুর। রমানাথ অথবা রামনাথ। অদ্বৈত বংশে জন্ম। শান্তিপুর স্কুলের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। শিক্ষাব্রতী, বৈষ্ণব শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ও লেখক হিসাবে খ্যাত ছিলেন। 'গোবিন্দদাসের কড়চা' পুস্তিকাটির (প্রথম প্রকাশ ১৮৯৫) সম্পাদকরূপে পণ্ডিত-সমাজে প্রথম খ্যাতি অর্জন করেন। রচিত গ্রন্থাবলী : 'চারুগাথা', 'শৈবলিনী', 'রত্নযুগল', 'সাহিত্যমুক্তাবলী', 'সীতাহরণ', 'বাসবদত্তা', 'গণিত-বিজ্ঞান' প্রভৃতি। এ ছাড়াও তিনি 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় ছদ্মনামে লিখতেন। [১,৩,৪,২৬]

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার (৭.১০.১৭৭৫ - ১৩. ৪.১৮৪৬) বজ্রাপুর—নদীয়া। কেবলরাম তর্ক-পঞ্চানন। পিতার নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। সাহিত্যে অসাধারণ দখল ছিল। সমসাময়িকদের মধ্যে শাব্দিক হিসাবে অদ্বিতীয় ছিলেন। প্রথমে তিন বছর প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ কোলব্রুকের পণ্ডিতরূপে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮০৫ - ২৩ খ্রী. পর্যন্ত শ্রীরামপুর মিশনে কেরীর অধীনে কাজ করেন। এই সময়েই ১৮১৮ - ২৩ খ্রী. পর্যন্ত শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত মার্শম্যানের বাংলা সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের প্রধান কর্মীদের অন্যতম ছিলেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি সংস্কৃতবহুল কঠিন বাংলাকে ব্যবহারের উপযোগী ও সহজ করে তুলেছিলেন। সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮২৪) পর কাব্যের অধ্যাপকরূপে সেখানে যোগ দিয়ে আমৃত্যু কাজ করেন। সেখানে তারা-শঙ্কর তর্করত্ন, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও ঈশ্বর-চন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর ছাত্র ছিলেন। রামায়ণ ও মহা-ভারতের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ তাঁর অন্যতম কীর্তি। সুকবি হিসাবেও পরিচিত ছিলেন। বিল্ব-মঙ্গল-কৃত হরিভক্তিমূলক সংস্কৃত কবিতার বঙ্গানু-বাদ ও ষড়্ঋতু বর্ণনা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করে গেছেন। এ ছাড়া ফারসী ভাষার এক-খানি অভিধানও সঙ্কলন করেন। তিনি রাধা-কান্তদেব প্রতিষ্ঠিত ধর্মসভার একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন এবং উক্ত সভা কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষাদি নির্বাহ করতেন। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে 'শিক্ষাসার', 'কৃষ্ণবিষয়কশ্লোকাঃ', 'চণ্ডী', 'পত্রের ধারা', 'বঙ্গাভিধান' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। [১,২,৩,৪,২৫,২৬,৬৪]

জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭২ - ২৫.১২. ১৯৫৬) হালিশহর—চব্বিশ পরগনা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের প্রথম ভারতীয় প্রধান অধ্যাপক। তিনি দীর্ঘদিন 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। [৫]

জয়গোবিন্দ গোস্বামী। বাজুরভাগ-নাটোর—রাজশাহী। হাস্যরসের কবি। তাঁর রচিত বহু রসমধুর কবিতা এক সময় বারেন্দ্র অঞ্চলের লোক-দের কণ্ঠস্থ ছিল। [১]

জয়গোবিন্দ লাহা, সি.আই.ই. (১.১.১৮৩৪/ ৩৬ - ৮.১২.১৯০৫) কলিকাতা। প্রাণকৃষ্ণ। প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও ভূম্যধিকারী। কিছুকাল হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের পর পৈতৃক ব্যবসায়ে যোগ দেন। তিনি ৩০ বছর কলিকাতা পৌরসভার সদস্য, ১৮৯৫ খ্রী. কলিকাতার শেরিফ, ১৮৯৭ খ্রী. ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, ১৯০১ খ্রী. বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, কলিকাতার অবৈতনিক বিচারপতি, কারা-পরিদর্শক, কলিকাতা বন্দর সমিতির সদস্য এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের ও বঙ্গীয় জাতীয় বণিক-সঙ্ঘের সহ-সভাপতি ছিলেন। দেশের সর্বপ্রকার জনহিতকর কাজেও তিনি অগ্রণী ছিলেন। বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে এক লক্ষ টাকা দান করেন। তাঁর অর্থ-সাহায্যেই কলিকাতা পশুশালায় একটি রাসায়নিক বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রানুরাগী ছিলেন ও গ্রহনক্ষত্রাদি পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে বহু বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ক্রয় করেছিলেন। সরকারী ও বেসরকারী বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। [১,৫]

জয়গোবিন্দ সোম (? - ১৯০০) আখালিয়া—শ্রীহট্ট। ১৮৬৫ খ্রী. দর্শনশাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. ও পরে বি.এল. পাশ করেন এবং হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। তিনিই শ্রীহট্টের প্রথম এম.এ.,বি.এল.। পাঠ্যাবস্থায় খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। দেশীয় খ্রীষ্টানদের মধ্যে তিনিই প্রথম বাংলা ভাষায় 'আর্যদর্শন' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। দেশের সকলপ্রকার হিতকর কাজে অগ্রণী ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রচার-উদ্দেশ্যে স্থাপিত 'শ্রীহট্ট সম্মিলনী'র আজীবন সভাপতি ছিলেন। [১]

জয়চন্দ্র সান্যাল। জলপাইগুড়ির 'ঋষি সান্যাল মশাই'। ইংরেজী ও ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। বাঙলাদেশের সামাজিক ইতিহাস রচনা করে তিনি সেকালের সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। স্বদেশী যুগে ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে ৬০ বছর বয়সেও সংগ্রাম করে কারাবরণ করে-ছিলেন। [২২]

জয়চাঁদ পালচৌধুরী। রানাঘাট—নদীয়া। তিনি নিজে ৩২টি নীলকুঠির মালিক হয়েও নীলচাষীদের

ওপর নীলকরদের অত্যাচারের ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিলেন এবং নিজের আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি নিয়েও বিচারকের সামনে নীলচাষীদের ওপর কি কি জঘন্য ধরনের অত্যাচার হয় তার করুণ-কাহিনী বিবৃত করেন। নীলকরদের অত্যাচার দমনে তাঁর এই সাক্ষ্য বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। [১]

জয়দেব (১২শ শতাব্দী) কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলি—বীরভূম। ভোজদেব। কারও কারও মতে জয়দেব মিথিলা বা ওড়িশার অধিবাসী ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে যে কয়জন জয়দেবের নাম পাওয়া যায়, তার মধ্যে কেন্দুবিল্ববাসী জয়দেবই বিখ্যাত। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় গোবর্ধন, শরণ, ধোয়ী, উমাপতি ও জয়দেব এই 'পঞ্চরত্ন' বর্তমান ছিলেন। কিন্তু জয়দেব রচিত 'গীতগোবিন্দ' কাব্যগ্রন্থে উক্ত কবিদের নাম থাকলেও লক্ষ্মণসেনের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তিনি কিছুদিন উৎকলরাজেরও সভাপণ্ডিত ছিলেন বলে কেউ কেউ অনুমান করেন। ঐ যুগের 'সদুক্তিকর্ণামৃত' নামক কোশকাব্যগ্রন্থে গীত-গোবিন্দের ৫টি শ্লোক ছাড়া তাঁর নামাঙ্কিত আরও ২৬টি শ্লোক পাওয়া যায়। তাঁর স্ত্রীর নাম পদ্মাবতী। জয়দেব-পদ্মাবতী সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে, যদিও সেগুলির কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁর রচিত 'গীতগোবিন্দ'-গ্রন্থ দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত এবং বাসন্ত রাসের বর্ণনা সংবলিত। গ্রন্থখানি বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও সাহিত্য-রসিক সমাজের অত্যন্ত প্রিয়। জগন্নাথ-মন্দিরে এই কাব্যগ্রন্থ সুরতান-সহযোগে প্রত্যহ গীত হয়। সহজিয়াগণ জয়দেবকে আদিগুরু এবং নবরসিকের অন্যতম বলে থাকেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে গীতগোবিন্দের টীকার সংখ্যা ৪০-এর অধিক এবং এর অনুকরণে 'গীতগৌরীশ' প্রভৃতি অনেক কাব্য রচিত হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে ভারতে ও বিদেশে মূল গীতগোবিন্দ-গ্রন্থের বহু সংস্করণ ও বিভিন্ন ভারতীয় এবং ইউরোপীয় ভাষায় তার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। [১,২,৩,২৫,২৬]

জয়দেব তর্কালঙ্কার (১৭শ শতাব্দী) নবদ্বীপ। দেবীদাস ভট্টাচার্য। গদাধরের ছাত্র নৈয়ায়িক জয়দেব নবদ্বীপ সমাজের আদি পত্রিকাকার। [৯০]

জয়নারায়ণ ঘোষাল, মহারাজা (সেপ্টেম্বর ১৭৫২ - অক্টোবর ১৮২০) গড়-গোবিন্দপুর—কলিকাতা। কৃষ্ণচন্দ্র। পিতামহ কন্দর্পনারায়ণের সময় থেকে তাঁরা খিদিরপুরবাসী। সংস্কৃত, ফারসী ও ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করে ১৭৬৭ খ্রী. মুর্শিদাবাদের নবাবের অধীনে কর্মে নিযুক্ত হন। পরে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে চাকরি করে প্রচুর অর্থ ও যশ লাভ করেন। কর্তৃপক্ষ তাঁর কাজে অত্যন্ত খুশী হন এবং ওয়ারেন হেস্টিংসের বিশেষ অনুরোধে ১৮১৮ খ্রী. দিল্লীশ্বর তাঁকে 'মহারাজা বাহাদুর' উপাধি ও তিনহাজারী মনসবদারীর সনদ প্রদান করেন। এরপর তিনি দক্ষিণ কলিকাতায় 'ভূকৈলাস' প্রাসাদ নির্মাণ করেন। ১৭৯১ খ্রী. অসুস্থতার জন্য কাশীবাসী হন ও সেখানে বহু মন্দিরে দেবমূর্তি বা প্রতীক ও 'গুরুধাম' এবং ১৮১৪ খ্রী. নিজ বাসভবনে ভারতের প্রাচীনতম ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরে বিদ্যা-লয়টির ভার কাশীর 'চার্চ মিশনারী সোসাইটি'র উপর ন্যস্ত হয় (১৮১৮)। এই অবৈতনিক বিদ্যা-লয়ে ইংরেজী, ফারসী, হিন্দুস্থানী ও বাংলা পড়ানো হত। তাঁকে এদেশে ইংরেজী শিক্ষা-প্রসারের অন্যতম প্রধান পথপ্রদর্শক বলা যায়। রচিত গ্রন্থ : সংস্কৃতে 'শঙ্করী-সঙ্গীত', 'ব্রাহ্মণা-র্চনচন্দ্রিকা', 'জয়নারায়ণ কল্পদ্রুম' প্রভৃতি এবং বাংলায় 'করুণানিধানবিলাস', 'কাশীখণ্ড' প্রভৃতি। এ ছাড়াও মহাভারতের হিন্দী অনুবাদে কাশীর রাজাকে সাহায্য করেন। [১,৩,৫,২৫,২৬,৬৪]

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন (এপ্রিল ১৮০৬ - ১২.১১.১৮৭২) মুচাদিপুর—চব্বিশ পরগনা। হরিশ্চন্দ্র বিদ্যাসাগর। চৌদ্দ বছর বয়সেই ব্যাকরণ, অমরকোষ ও কাব্যশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করে ভবানীপুরের রামতোষণ বিদ্যালঙ্কারের কাছে অলঙ্কার এবং শালিখার জগন্মোহন তর্কসিদ্ধান্তের কাছে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শিক্ষাশেষে শালি-খায় (হাওড়া) চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৮৩৯ খ্রী. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে হিন্দু ল কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রশংসাপত্র পান। ১১.৮.১৮৪০ খ্রী. থেকে সংস্কৃত কলেজের ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক হন। কলেজে অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে নিজ চতুষ্পাঠীও চালাতেন। ১৮৬৯ খ্রী. অবসর-গ্রহণ করে কাশীতে বসবাস আরম্ভ করেন। তাঁর রচিত সংস্কৃত শাস্ত্র-গ্রন্থের সংখ্যা ১১টি। তার মধ্যে 'কণাদসূত্র-বিবৃতি' ও 'পদার্থতত্ত্বসার' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলায় রচিত ও মুদ্রিত 'সর্বদর্শনসংগ্রহ'-গ্রন্থ ১৮৬১ খ্রী. প্রকাশিত হয়। [১,২,৩,৭,২৫,২৬]

জয়নারায়ণ তর্করত্ন (১৮৫৫ - ১৯০৯) কোটালি-পাড়া—ফরিদপুর। উক্ত জেলার কোড়কদির কৈলাস-চন্দ্র তর্করত্ন ও নবদ্বীপের ভুবনমোহন বিদ্যারত্নের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করে কাশী ও নবদ্বীপে অধ্যাপনা করেন। কাশীরাজের সভাপণ্ডিত এবং নবদ্বীপ পাকা টোলের অধ্যাপক ছিলেন। তৎকালীন পণ্ডিতসমাজে পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রবিচার-নৈপুণ্যের

জন্য তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'তর্করত্নাবলী' ১৮৮৮ খ্রী. কাশী থেকে প্রকাশিত হয়। [৩]

জয়নারায়ণ মিত্র। কলিকাতা। রামচন্দ্র। বরাহনগরে গঙ্গাতীরে অবস্থিত কালীমন্দির ও দ্বাদশ শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বিভিন্ন সৎকাজে ও পূজাপার্বণে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। [৩১]

জয়নারায়ণ রায় (১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ) জপনা-বিক্রমপুর—ঢাকা। রামপ্রসাদ। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'চণ্ডীকাব্য'। এ ছাড়া ভ্রাতুষ্পুত্রী আনন্দময়ীর সহযোগে 'হরিলীলা' নামে আর একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। [১]

জয়ন্তী দেবী। ধানুকা—ফরিদপুর। জগদানন্দ তর্কবাগীশ। স্বামী কৃষ্ণনাথ সার্বভৌম। মধ্যযুগের বিখ্যাত বিদুষী মহিলা। তিনি স্বামীকে 'আনন্দলতিকা' কাব্যগ্রন্থ রচনায় যথেষ্ট সাহায্য করেন (১৬৫২)। এ ছাড়া তাঁর রচিত কিছু সংস্কৃত কবিতাও আছে। [৩]

জয়রাম (১৮শ শতাব্দী)। একজন দেশীয় সুবাদার। ১৭৭৩ খ্রী. ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহে'র যোদ্ধাদের যে সংগ্রাম হয় তাতে তিনি কয়েকজন সিপাহীসহ বিদ্রোহীদের সাহায্য করেছিলেন। সেই যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনী পরাজিত হয়েছিল। পরে ইংরেজদের হাতে ধরা পড়লে তাঁকে কামানের মুখে হত্যা করা হয়। [৫৬]

জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন (১৮শ শতাব্দী)। রামভদ্র সার্বভৌমের শিষ্য জয়রাম খ্যাতনামা নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। নদীয়ারাজ রামকৃষ্ণ তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি উত্তর ভারতেও বিস্তৃত ছিল। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ন্যায়সিদ্ধান্তমালা' সম্ভবত ১৭৯৩ খ্রী. রচিত হয়। রচিত ৯ খানি গ্রন্থের মধ্যে 'তত্ত্বচিন্তামণি দীধিতিগূঢ়ার্থ বিদ্যোতন' সর্বশ্রেষ্ঠ। কাশীতে, লণ্ডনে এবং অন্যত্র তাঁর পুঁথি আছে। অপরাপর গ্রন্থ : 'ন্যায়সিদ্ধান্তমালা', 'গুণদীধিতিবিবৃতি', 'কাব্যপ্রকাশতিলক' প্রভৃতি। কাশীতে অধ্যাপনাকালে প্রভূত খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার ফলে 'জগদ্গুরু' আখ্যা লাভ করেন। [১,৯০]

জয়ানন্দ (১৫১২/১৩ - ?) আমাইপুরা—বর্ধমান। সুবুদ্ধি মিশ্র। শৈশবে নাম ছিল গুইঞা। চৈতন্যদেব নীলাচল থেকে নদীয়া ফেরার পথে সুবুদ্ধি মিশ্রের গৃহে বাসকালে বালকের নাম রাখেন 'জয়ানন্দ'। তিনি অভিরাম গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। বীরভদ্র গোস্বামী ও গদাধর পণ্ডিতের আদেশে তিনি ১৫৫৮-১৫৭০ খ্রী. মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করেন। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'ধ্রুবচরিত্র' ও 'প্রহ্লাদ চরিত্র'। [১,৩,২৬]

জলধর চট্টোপাধ্যায় (১২৯৭ ? - ১৯.৮.১৩৭১ ব.)। প্রথম জীবনে আইনজীবী ছিলেন। পরে নাট্যকাররূপে প্রসিদ্ধ হন। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে 'রীতিমত নাটক' ও 'পি.ডবলিউ.ডি.' বিখ্যাত। রচিত অপরাপর গ্রন্থ : 'অহিংসা', 'সত্যের সন্ধান', 'প্রাণের দাবী' 'ত্রিমূর্তি', 'রাঙ্গারাখি', 'অসবর্ণা', 'আঁধারে আলো', 'পরের বৌ' প্রভৃতি। [৪]

জলধর সেন (১৩.৩.১৮৬০ - ১৫.৩.১৯৩৯) কুমারখালি—নদীয়া। হলধর। ১৮৭৮ খ্রী. কুমারখালি থেকে এণ্ট্রান্স পাশ করে কলিকাতার জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লীজ ইন্‌স্টিটিউশনে এল.এ. পর্যন্ত পড়েন। গোয়ালন্দ স্কুলে, দেরাদুনে এবং মহিষাদলে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। 'গ্রামবার্তা', 'সাপ্তাহিক বসুমতী', 'হিতবাদী', 'সুলভ সমাচার' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকার সম্পাদনা বা সহ-সম্পাদনায় যুক্ত ছিলেন। পরে দীর্ঘ ২৬ বছর (১৩২০ - ৪৫ ব.) 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করেন। ১২৯৭ ব. তিনি হিমালয় ভ্রমণ করেন। তাঁর রচিত বহু গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য : ভ্রমণবৃত্তান্তবিষয়ক 'প্রবাসচিত্র' ও 'হিমালয়' ; 'নৈবেদ্য', 'কাঙ্গালের ঠাকুর', 'বড় মানুষ' প্রভৃতি গল্প ; এবং 'দুঃখিনী', 'অভাগী', 'উৎস' প্রভৃতি উপন্যাস। সম্পাদিত গ্রন্থ : 'হরিনাথ গ্রন্থাবলী' ও 'প্রমথনাথের কাব্য গ্রন্থাবলী'। [৩,৪,৫,২৫,২৬]

জলেশ্বর বাহিনীপতি মহাপাত্র ভট্টাচার্য। নবদ্বীপ। সার্বভৌম ভট্টাচার্য। তাঁর রচিত 'শব্দালোকোদ্দ্যোতঃ' গ্রন্থ 'সংবৎ ১৬৪২ সময়ে চৈত্র সুদি দ্বাদশীবার বৃহস্পতিদিনে সমাপ্তভা'। 'মহাপাত্র' উপাধি থেকে মনে হয় পুরীধামে বাসকালে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। তিনি মহানৈয়ায়িক ছিলেন। গ্রন্থমধ্যে চন্দ্র, অমৃতবিন্দু, নির্ণয়াকারাঃ, মিশ্রাঃ, সংকর্ষণকাণ্ড, তাৎপর্যটীকা, উপাধ্যায়াঃ ও প্রমেয়দিবাকরের উল্লেখ ব্যতীত স্বরচিত মীমাংসাশাস্ত্রীয় একটি গ্রন্থের এবং 'দ্রব্যপ্রকাশটিপ্পনী'র নাম আছে। লক্ষণাপ্রকরণে 'ইতি প্রৌঢ়গৌড়তার্কিকাঃ' ব'লে নব্যন্যায়ের গৌড় সম্প্রদায়ের অভিমত উদ্ধৃত হয়েছে। 'আলোকে'র বাঙ্গালী টীকাকারদের মধ্যে জলেশ্বর প্রাচীনতম হওয়া অসম্ভব নয়। সার্বভৌমের কৃতী পুত্র জলেশ্বরের পক্ষে পক্ষধর মিশ্রের গ্রন্থের টিপ্পনী রচনা করার প্রয়াস ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। [৯০]

জহর গঙ্গোপাধ্যায় (১৯০৩ - ৭.৬.১৯৬৯) সেতুপুর—চব্বিশ পরগনা। প্রখ্যাত মঞ্চ ও চলচ্চিত্রা-

ভিনেতা। ইণ্টালী মাইনর স্কুল থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ছাত্রজীবনে অভিনয় অপেক্ষা ফুটবল, হকি, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলায় বেশি ঝোঁক ছিল। সুকণ্ঠের অধিকারী এই গায়ক-অভিনেতা বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে প্রায় শতাধিক নাটকে অভিনয় করেছেন। অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটকাবলী : 'দুই পুরুষ', 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল', 'পথের দাবি', 'এণ্টনী কবিয়াল', প্রভৃতি। প্রায় ৩০০টি ছায়াছবিতে অংশগ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল', 'কণ্ঠহার', 'নন্দিনী', 'শহর থেকে দূরে', 'অভয়া ও শ্রীকান্ত', 'সাহেব বিবি গোলাম', 'চিড়িয়াখানা' প্রভৃতি। ক্রীড়ামোদিরূপে কলিকাতার বিখ্যাত মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গে তাঁর সক্রিয় সম্পর্ক ছিল। [১৬,১৪০]

জহুরী শাহ। সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে ইংরেজদের হাতে ধরা পড়ে বিদ্রোহের অপরাধে ১৮ বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। [৫৬]

জানকীনাথ ঘোষাল (?-মে ১৯১৩) চুয়াডাঙ্গা—নদীয়া। জয়চন্দ্র। বাল্যকালে কৃষ্ণনগরে রামতনু লাহিড়ীর প্রভাবে পড়ে উপবীত ত্যাগ করায় পিতা তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। তখন অর্থাভাবে পড়া ছেড়ে তিনি অর্থোপার্জনে উদ্যোগী হন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। এই বিবাহের পর পিতা তাঁকে গ্রহণ করেন এবং তিনি পৈতৃক সম্পত্তিলাভের অধিকারী হন। জাতীয় মহাসমিতির সঙ্গে প্রথম থেকে একাদিক্রমে ২৬ বছর বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন এবং দীর্ঘকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে কংগ্রেসের সেবা করে গেছেন। স্ত্রী-শিক্ষায় অদম্য উৎসাহ ছিল। স্বর্ণকুমারী দেবীর সাহিত্যিক খ্যাতির পেছনে তাঁর চেষ্টা ও প্রেরণা ছিল। তিনি বহুকাল বেথুন কলেজের সেক্রেটারী ছিলেন। [১]

জানকীনাথ দত্ত (১৮৫৬-?) ঘি-কমলাগ্রাম—ফরিদপুর। এফ.এ. পর্যন্ত পড়ে নানা দুর্বিপাকে পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। গোয়ালিয়রের রাজকর্মচারী মহিমচন্দ্র জোয়ার্দার তাঁর শ্বশুর ছিলেন। তাঁরই সহায়তায় আগ্রা ও লক্ষ্ণৌ শহরে পড়াশুনা করে ১৮৯৪ খ্রী. বি.এ. পাশ করেন এবং গোয়ালিয়র স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হন। ৩০ বছর শিক্ষা-বিভাগে নিযুক্ত থেকে ঐ বিভাগের যথেষ্ট উন্নতি করেন। তাঁরই চেষ্টায় গোয়ালিয়র রাজকলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। গোয়ালিয়র পৌরসভার সদস্য ও পরে সভাপতি ছিলেন। ১৯১১ খ্রী. লোকগণনা-কার্যে অসাধারণ নিপুণতা দেখিয়ে গোয়ালিয়র ও ভারত সরকার কর্তৃক প্রশংসিত হন। ঐ বছর গোয়ালিয়রে দুরন্ত মহামারী প্লেগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে তাঁরই তৎপরতায় যথাসময়ে রোগ-প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করায় ব্যাধির প্রকোপ হ্রাস পায়। [১]

জানকীনাথ বসু (২৮.৫.১৮৬০-নভে. ১৯৩৪) হরিনাভি—চব্বিশ পরগনা। ১৮৭৭ খ্রী. ক্যালকাটা স্কুল থেকে প্রবেশিকা, কটকের র‍্যাভেনশ কলেজ থেকে এফ.এ. ও ১৮৮২ খ্রী. বি.এ. পাশ করে কিছুদিন অ্যালবার্ট কলেজে অধ্যাপনা করেন। পরে আইন পরীক্ষা পাশ করে ১৮৮৫ খ্রী. কটক ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে ওকালতি শুরু করেন। ১৯০৫ খ্রী. সরকারী উকীল এবং কিছুকাল পর পাবলিক প্রসিকিউটর নিযুক্ত হন। কটক মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান এবং পরে চেয়ারম্যান হন। বাঙলার শাসনপরিষদেরও সদস্য ছিলেন। ওড়িশার বিভিন্ন সৎকাজে তাঁর দান আছে। নেতাজী সুভাষ-চন্দ্র তাঁর পুত্র। [১,২৫,২৬]

জানকীনাথ ভট্টাচার্য (২৩.৫.১৮৬৫-২৮.১২.১৯২১)। আদি নিবাস নারিকেলবেড়—চব্বিশ পরগনা। পিতা চন্দ্রমোহন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৮১ খ্রী. এন্ট্রান্স পরীক্ষায় হিন্দু স্কুল থেকে তিনি ও মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী হাই স্কুল থেকে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যুগ্মভাবে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। ১৮৮৩ খ্রী. এফ.এ. পরীক্ষায় প্রথম হন। ঐ বছরেই প্রতিষ্ঠিত সিটি কলেজে তিনি ইংরেজী, সংস্কৃত ও দর্শন-বিষয়ে অনার্স নিয়ে ভর্তি হন। এই সময় তিনি শিক্ষকরূপে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের সংস্পর্শে আসেন। ১৮৮৫ খ্রী. বি.এ. পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করায় তিনি রাধাকান্ত স্বর্ণপদক ও মাসিক ৫০ টাকা ভিজিয়ানাগ্রাম বৃত্তি পান। সংস্কৃত-সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. পাশ করেন ও পরে প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষায় প্রথম হয়ে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৯৮ খ্রী. আইনের চূড়ান্ত পরীক্ষায়ও তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করেন। বিভিন্ন কলেজে কিছুকাল ইংরেজীর অধ্যাপনা করলেও রিপন কলেজের (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) অধ্যাপক হিসাবেই তাঁর সর্বাধিক খ্যাতি। সেকালের কলিকাতার শ্রেষ্ঠ ছাত্ররা তাঁর ইংরেজী-সাহিত্যের ক্লাশ ও হিন্দু আইন সম্পর্কিত ক্লাশে লেকচার শুনতে যেত। তিনি ক্লাশে সংস্কৃত-সাহিত্য ও ইংরেজী-সাহিত্য থেকে অনুরূপ উক্তির উদ্ধৃতি প্রায়শই দিতেন। অনেক চলতি প্রবচন ও ঘরোয়া গল্প বলেও সেক্সপীয়রের সাহিত্যরস পরিবেশন

করতেন। ১৮০৯ খ্রী. রিপন ল কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মৃত্যুর পর ১৯১৯ খ্রী. তিনি রিপন আর্টস কলেজেরও অধ্যক্ষ পদে বৃত হন। সেকালের চলতি কথায় রিপন কলেজকে 'রাম-জানকী' কলেজ বলা হত। তাঁর মৌলিক রচনা কিছু নেই বললেই চলে। তিনি সঞ্চিত জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করে প্রাণ ঢেলে ক্লাশে ছাত্র পড়িয়ে গেছেন। [১৪৫]

জানকীনাথ ভট্টাচার্য, চূড়ামণি (১৫শ শতাব্দী) নবদ্বীপ। রঘুনাথ শিরোমণির সমকালীন মণি-টীকাকার। তাঁর 'ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী'-গ্রন্থ ভারতের সর্বত্র প্রচার লাভ করলেও বাঙলা দেশে তার প্রচার বিরল ছিল। কাশী প্রভৃতি সমাজে নব্যন্যায়ের অধ্যাপনা, বিশেষ করে প্রত্যক্ষখণ্ডে, এই গ্রন্থ দিয়েই আরম্ভ হত এবং তার উপর বহু টীকা রচিত হয়ে পৃথক্ এক সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। তাঁর দ্বিতীয় আবিষ্কৃত গ্রন্থ 'আন্বীক্ষিকীতত্ত্ববিবরণ'। তাঁর রচিত 'মণিমরীচি' ও 'আত্মতত্ত্বদীপিকা' নামক গ্রন্থ এবং 'তাৎপর্যদীপিকা' নামক টীকার উল্লেখ পাওয়া যায়। উদ্ধৃতি থেকে অনুমান হয়, তিনি উদয়নাচার্যের অনুকরণে প্রকরণ লিখে বৌদ্ধমত খণ্ডন করেছিলেন। তাঁর পুত্র রাঘব পঞ্চাননের রচিত একটি মাত্র গ্রন্থ—'আত্মতত্ত্বপ্রবোধ' আবিষ্কৃত হয়েছে। [১,৯০]

জানকীনাথ শাস্ত্রী (১৮৭৪ ? - ১৫.৫.১৯৭১)। 'সংস্কৃত পরিষদে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও বহু সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক এবং ব্যাকরণ রচয়িতা। 'Helps to the Study of Sanskrit' তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্কুল-পাঠ্য পুস্তক। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে অসাধারণ জ্ঞানের জন্য ১৯৬৮ খ্রী. জাতীয় সম্মান লাভ করেন। [১৬]

জানকীরাম রায় (? - ১৭৫২)। দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ। আলীবর্দী পাটনার নাজিম হলে তিনি প্রথমে দেওয়ান-ই-তন্ ও পরে প্রধান যুদ্ধসচিব হন এবং ১৭৪০ খ্রী. আলীবর্দী খাঁ সরফরাজকে পরাস্ত করে বঙ্গের নবাব হলে প্রধান সেনাপতি-পদ লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই আলীবর্দীর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। মারাঠাদের বাঙলা আক্রমণের সময় তিনি স্বীয় অর্থব্যয়ে সৈন্য সংগ্রহ করে নবাবকে সাহায্য করেছিলেন। ভাস্কর পণ্ডিতের হত্যাকার্যেও তিনি নবাবের সহায়ক ছিলেন। নবাবের জামাতা জয়েনউদ্দিন বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হলে আলীবর্দী তাদের দমন করে বালক দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলাকে পাটনার ডেপুটি নায়েব এবং জানকীরামকে সিরাজের প্রতিনিধি নির্বাচিত করেন। এই দায়িত্বপূর্ণ কাজ তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করেন। জানকীরামের পর তাঁর পুত্র দুর্লভরাম পিতার পদে নিযুক্ত হয়ে প্রধান সেনা-পতি হয়েছিলেন। [১,২৫,২৬]

জানকুপাথর। ১৯শ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ময়মনসিংহের 'পাগলাপন্থী' প্রজাবিদ্রোহের অন্যতম নায়ক। সেরপুরের পশ্চিমদিকে কড়িবাড়ি পাহাড়ের পাদদেশে তাঁর এক প্রধান আস্তানা ছিল। [১,৫৬]

জানবক্স্ খাঁ। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাক্মা দলপতি সের দৌলত খাঁর পুত্র জানবক্স্ খাঁ পিতার মৃত্যুর পর (১৭৮২) 'রাজা' (দলপতি) নির্বাচিত হয়ে দ্বিতীয় চাক্মা বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন। তাঁর সময়ে ১৭৮৩ - ৮৫ খ্রী. পর্যন্ত কোনো ইজারাদারই চাক্মা অঞ্চলে প্রবেশ করতে পারে নি। জমিদার ব'লে নিজের পরিচয় দিলেও তিনি বহুদিন পর্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষা করে চলেছিলেন। [৫৬]

জামর (১৭৬২ ? - ?)। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসে একজন বাঙালী যুবকের (জামর) নাম পাওয়া যায়। ৬ ডিসেম্বর ১৭৯৩ খ্রী. বিপ্লবি-গণ পঞ্চদশ লুইয়ের উপপত্নী মাদাম দুবারীর বিচার শুরু করলে জামর অন্যতম প্রধান সাক্ষী হন। তাঁর সাক্ষ্য থেকেই জানা যায় তিনি বাঙালী ছিলেন। ১৭৭০ খ্রী. ফরাসী বণিকরা তাঁকে ক্রীতদাস হিসাবে ফ্রান্সে চালান দেয় এবং সেখানেই ১০ বছর বয়স থেকে দুবারীর গোলামি শুরু করেন। পরে ঐ দেশে বিপ্লব শুরু হলে বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে বিপ্লবী গ্রীভের সঙ্গে পরিচিত হন। এই অপরাধে তাঁর কর্মচ্যুতি ঘটে। সাক্ষ্য-দানকালে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে মাদাম দুবারীর ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করলে দুবারীর মৃত্যুদণ্ড হয়। অভিজাত গৃহে লালিত ব'লে জামরকেও কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ছ' সপ্তাহ পরে বন্ধুদের সহায়তায় মুক্তি পান। এরপর দীর্ঘদিন তাঁকে আর দেখা যায় নি। অষ্টাদশ লুইয়ের সময়ে জানা যায় যে প্যারীতে তিনি শিক্ষকতা করেন। মৃত্যুর পর তাঁর ঘরে বিপ্লবী মারাট, রবসপিয়ার প্রভৃতির ছবি পাওয়া যায়। এই খর্বাকৃতি ব্যক্তিটির বাঙালী নাম পাওয়া যায় না। বিপ্লবের ইতিহাসে তিনি 'লুই বের্নোডিট জামর' নামেই পরিচিত। [৪]

জালালউদ্দিন মোহাম্মদ শাহ (? - ১৪৩৩) গৌড়েশ্বর গণেশ। পূর্বনাম যদু। ইসলামধর্ম গ্রহণ করে পিতার বিরোধী পক্ষ জৌনপুররাজ ইব্রাহিম শর্কীর সহায়তায় গৌড়ের সিংহাসনে বসে (১৪১৫) বাঙলায় ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সভায় আগত চৈনিক দূতেরা সংবর্ধিত

হয়েছেন। গণেশ ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে পুত্র জালালুদ্দীনের 'শুদ্ধি' করান। পিতার মৃত্যুর পর ভ্রাতা মহেন্দ্রদেবকে অপসারিত করে জালালুদ্দিন দ্বিতীয়বার সুলতান হন (১৪১৮)। হিন্দুদের উপর কিছু অত্যাচার করলেও তিনি রায় রাজ্যধর নামে জনৈক হিন্দুকে সেনাধিপত্য দিয়েছিলেন এবং সংস্কৃত পণ্ডিত বৃহস্পতি মিশ্রকে সমাদর দেখিয়েছিলেন। রাজা গণেশ কর্তৃক বিধ্বস্ত মসজিদগুলির পুনরুদ্ধার, মক্কায় কয়েকটি ভবন ও একটি মাদ্রাসা নির্মাণ, মিশরের রাজা ও খলিফার কাছে উপহার পাঠিয়ে খলিফার 'অনুমোদন' সংগ্রহ তাঁর কয়েকটি বিশেষ কীর্তি। তিনি 'খলীফৎ আল্লাহ্' উপাধি গ্রহণ করেন এবং মুদ্রায় কলমা খোদাই করান। [১,৩]

জিতু সাঁওতাল (?-১৪.১২.১৯৩২) দিনাজপুরের সাঁওতাল বিদ্রোহীদের নেতা। জিতু, ছোটকা ও সামুর নেতৃত্বে সাঁওতাল দল আদিনা মসজিদে বূহ রচনা করে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে তীরধনুক নিয়ে লড়াই করে নিহত হন। [৪৩,৭০]

জিতেন মৌলিক। (?-১৫/১৬.১২.১৯৪১) মধ্যপাড়া-বিক্রমপুর—ঢাকা। গুপ্ত বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন। সমিতির পক্ষ থেকে উত্তর প্রদেশে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য প্রেরিত হয়ে লক্ষ্ণৌ যান। সেখানে টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হন। আশ্রয়কেন্দ্রের একজনের বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি ধরা পড়েন কিন্তু দু'দিনের মধ্যেই লক্ষ্ণৌ জেলে তাঁর মৃত্যু হয়। [১০৪]

জিতেন্দ্রনাথ কুশারী (?-২৪.২.১৯৬৬) বাহেরক—ঢাকা। ময়মনসিংহের বিন্ধ্যবাসিনী স্কুল থেকে ১৯০৯ খ্রী. এন্ট্রান্স পাশ করে কিছুদিন গোয়ালন্দ স্টীমার কোম্পানীতে কাজ করেন। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে এফ.এ. ও বি.এ. (১৯১৬) পাশ করে কিছুদিন বিভিন্ন স্থানে শিক্ষকতা করেন। ছাত্রজীবন থেকেই বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নোয়াখালিতে ভারত রক্ষা বিধানে গ্রেপ্তার হয়ে খুলনা জেলায় অন্তরীণ থাকেন। ১৯১৯ খ্রী. মুক্তি পেয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতা গোপন করে কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে কম্পোজিটারের কাজ শেখেন এবং শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর 'সারভেন্ট' পত্রিকায় সহকারী প্রেস ম্যানেজার হন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে ১৯২১ খ্রী. স্বগ্রামে ফিরে যান ও 'সিদ্ধেশ্বরী জাতীয় বিদ্যালয়' স্থাপন করে প্রধান শিক্ষকের কাজ করতে থাকেন। এই সময়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯২৩ খ্রী. 'বাহেরক সত্যাশ্রম' প্রতিষ্ঠা করে ১৯২৯ খ্রী. পর্যন্ত প্রতি বছর বিক্রমপুরে জাতীয় প্রদর্শনী করে গেছেন। ১৯২৮ খ্রী. বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স এণ্ড রীয়্যাল প্রপার্টি লিঃ-এর অর্গানাইজার নিযুক্ত হয়ে রংপুরে যান। ১৯৩০ ও ১৯৩২ খ্রী. আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হন। ১৯৩৫ খ্রী. মুক্তিলাভের পর একটি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। ১৯৩৭ খ্রী. ঢাকা রাষ্ট্রীয় (জেলা) সমিতির সভাপতি হন। ১৯৪২ খ্রী. ভারত-ছাড় আন্দোলন কালে নিরাপত্তা আইনে বন্দী হন। ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ খ্রী. শান্তিনিকেতন এবং সেবাগ্রামে অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি সম্মেলনে প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত থাকেন। ১৯৫০ খ্রী. বরাবরের জন্য পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। কলিকাতায় স্বরাজ পত্রিকার সম্পাদনা ও কোন্নগর নবগ্রামে শিক্ষকতা করেন। কিছুদিন ধুবুলিয়া ক্যাম্পের কমাণ্ড্যান্ট ছিলেন। 'পথের সন্ধানে' ও 'গান্ধীজী স্মরণে' দুটি গ্রন্থ ও বহু প্রবন্ধ এবং পুস্তিকা রচনা করেন। তিনি একজন সুবক্তা ও সুগায়ক ছিলেন। [১১৪]

জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৮৮৬-১৬.৫.১৯৭৩) রংপুর—পূর্ববঙ্গ। পিতা সতীশচন্দ্র মজঃফরপুর বোমার মামলায় ক্ষুদিরামের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন। রংপুরের কংগ্রেস নেতা ও প্রবীণ ব্যবহারজীবী জিতেন্দ্রনাথও রাজনৈতিক কর্মীদের সমর্থনে বিনা পারিশ্রমিকে মামলা লড়তেন। ১৯৫৮ খ্রী. অবসর-গ্রহণের সময় পর্যন্ত তিনি পূর্ব পাকিস্তান জেলে আটক রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবি নিয়ে সংগ্রাম করেছেন। তিনি বহুদিন রংপুর জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক ও পরে সভাপতি ছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে ছাত্রাবস্থায়ই তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন এবং এই সময় সতীর্থ রাজেন্দ্র প্রসাদের ঘনিষ্ঠতা লাভ করেন। কলিকাতায় মৃত্যু। [১৬]

জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬০-১৯৩৫) কলিকাতা। দুর্গাচরণ। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের ভ্রাতা। বাল্যকাল থেকে শরীরচর্চা, জিমন্যাস্টিক ও কুস্তিতে উৎসাহী ছিলেন। বিখ্যাত কুস্তিগির অম্বিকাচরণ গুহের কাছে কুস্তি শিক্ষা করেন। আইন পড়ার জন্য ইংল্যাণ্ড যান ও ব্যারিস্টার হয়ে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবসায় শুরু করেন। কিছুদিন রিপন কলেজে আইনের অধ্যাপক ছিলেন। ইংল্যাণ্ডে থাকাকালে তিনি বিশেষ শক্তিমান ব্যক্তি বলে খ্যাতি লাভ করেন এবং ঐ সময়েই তিনি পশ্চিমী পদ্ধতিতে মুষ্টিযুদ্ধ-বিদ্যা আয়ত্ত করেন। ১৯০৬ খ্রী. প্রেসিডেন্সী ব্যাটেলিয়নে সর্বনিম্ন

স্তরে ভর্তি হয়ে তিনি ১৯১৫ খ্রী. ক্যাপ্টেন হন। ১৯১২ খ্রী. দরবার মেডেল এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সাহায্য করার জন্য ভলান্টিয়ার লং সার্ভিস মেডেল ও 'ওয়ার ব্যাজ' পান। বাঙালী যুবকদের শরীরচর্চায় যাঁরা উদ্বোধিত করেন তিনি তাঁদের অগ্রণী ছিলেন। ১৯২৭ খ্রী. ব্যায়ামচর্চার প্রসারকল্পে তিনি 'অল বেঙ্গল ফিজিক্যাল কালচার অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৪ খ্রী. এই সংস্থার একটি ন্যাস সম্পাদনা করে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা দান করেন। রিপন কলেজের পরিচালক-সমিতির আজীবন সদস্য এবং অগ্রজ সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর এর সভাপতিপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। [৩,২৬]

জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৮৭৭-১৯৩৮) রানাঘাট। বামাচরণ। পিতার কাছে সেতার শিক্ষা করেন। সুরবাহার বাদনেও সুদক্ষ হন। দীর্ঘ মীড়ের কারুকর্মে, আলাপচারিতে, তারপরণ এবং বিলম্বিত লয়ের বাদনরীতিতে অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তিনি প্রতিভা দেবী স্থাপিত 'সঙ্গীত সঙ্ঘে'র যন্ত্রসঙ্গীতের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র লক্ষ্মণও সেতারে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। [৩]

জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (? - ১৯৭২)। সেতারবাদক। তিনি পেশাদারী বাদক না হলেও সঙ্গীতজগতে আচার্যস্থানীয় ছিলেন। 'সপ্ত রজনী সেতার সাধনা' নামে সাতখণ্ডে সমাপ্ত একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। ওস্তাদ এনায়েৎ হোসেন খাঁ তাঁর গুরু ছিলেন। [১৭]

জীব গোস্বামী (আনু. ১৫১০-১৬০০)। পিতা—বল্লভ, নামান্তরে অনুপম মল্লিক। রূপ ও সনাতন গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র। জ্যেষ্ঠতাতদের সংসার ত্যাগের সময় জীব গোস্বামী শিশু ছিলেন। গৌড়ে শিক্ষালাভ করেন। নিত্যানন্দের আদেশে বৃন্দাবনে যান। চৈতন্য-দত্ত নাম অনুপ বা অনুপম। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ছয় গোস্বামীর তিনি একজন। কাশীতে মধুসূদন বাচস্পতির নিকট বেদান্ত শিক্ষা করেন। বৃন্দাবনে রূপ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা নেন। রূপ সনাতনের গ্রন্থ-রচনায় সাহায্য করতেন এবং জ্যেষ্ঠতাতদের তিরোধানের পর বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অধিনায়ক হন। অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের রচয়িতা। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের শেষ শাস্ত্রকর্তা। ভাগবত, ব্রহ্মসংহিতা ও রূপ গোস্বামী রচিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ও উজ্জ্বলনীলমণির টীকাকার। তাঁর রচিত ৬টি দার্শনিক গ্রন্থ 'ষট্‌সন্দর্ভ' নামে খ্যাত। কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক বিপুলায়তন গ্রন্থ 'গোপালচম্পু' দুই খণ্ডে বিভক্ত। তাঁর রচিত সংস্কৃত ব্যাকরণ : 'হরিনামামৃত'। গ্রন্থটির সূত্র ও বৃত্তি হরিনাম ব্যবহার করে লেখা। এ ছাড়াও রচিত বহু স্তোত্র আছে। তাঁর সমস্ত রচনাই সংস্কৃতে লেখা। [১,২,৩,২৫,২৬]

জীবন আলী (১৯শ শতাব্দী) খালমোহনা—চট্টগ্রাম। উক্ত অঞ্চলে গুরুগিরি করতেন ব'লে সবাই তাঁকে 'জীবন পণ্ডিত' ব'লে ডাকতেন। সঙ্গীতশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। বিভিন্ন জাতির লোকদের, বিশেষত স্থানীয় হাড়ী-জাতির লোকদের, বাদ্য শিক্ষা দিতেন। জীবন আলী ও রামতনু ভণিতায় 'রাগতালের পুঁথি' নামে একটি গ্রন্থ পাওয়া যায়। [২]

জীবনকৃষ্ণ দে (১৯০৫-৩.৪.১৯৭৩)। কিশোর বয়সেই তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৫ খ্রী. অনুশীলন সমিতির সভ্য হিসাবে তিনি টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় ধরা পড়ে বিভিন্ন কারাগারে দীর্ঘকাল বন্দী ছিলেন। পরে ফরিদপুরে সুসংগঠিত কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলেন। [১৬]

জীবনকৃষ্ণ মৌলিক (১৯১২?-২২.৫.১৯৭০) ঢাকা (?)। মনোমোহন। ঢাকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যাবস্থায় কারাবরণ করেন। বিপ্লবী পুত্রের জন্য পিতার কর্মচ্যুতি ঘটে। তিনি যৌবনের অধিকাংশ কাল কারাগারে কাটান। পরবর্তী জীবনে চব্বিশ পরগনার বেলঘরিয়া স্কুলে শিক্ষকতা করেন। কংগ্রেসকর্মী হিসাবে কামারহাটি পৌরসভার পৌরপিতা এবং ব্যারাকপুর মহকুমা অঞ্চলের সমবায় সমিতির অন্যতম সংগঠক ছিলেন। [১৬]

জীবন গাঙ্গুলী (১৯০০?-২৮.১২.১৯৫৪)। নাট্যমঞ্চ ও ছায়াচিত্রের যশস্বী অভিনেতা। অত্যন্ত সুপুরুষ ও সুদর্শন ছিলেন। ১৯২৩ খ্রী. শিশিরকুমার ভাদুড়ী পরিচালিত সীতা নাটকে 'লব'-এর ভূমিকায় তিনি প্রথম অভিনয়েই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯২৯ খ্রী. ষ্টার রঙ্গমঞ্চে গৌরাঙ্গ এবং পোষ্যপুত্র নাটকেও তাঁর অভিনয় খ্যাতি অর্জন করে। তাঁর অভিনীত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নাটক : 'পাষাণী', 'জনা', 'পুণ্ডরীক', 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস', 'নরনারায়ণ', 'ষোড়শী', 'দিগ্বিজয়ী' প্রভৃতি। ১৯২৭ খ্রী. প্রথম চিত্রাভিনয় 'শঙ্করাচার্য' ছবিতে। এরপর 'বিগ্রহ', 'অভিষেক' প্রভৃতি কয়েকটি নির্বাক ছবিতে অভিনয় করেন। সবাক যুগে তাঁর অভিনীত ছবি : 'সাবিত্রী', 'পাতালপুরী', 'প্রফুল্ল', 'সোনার সংসার', 'ঠিকা-

দার', 'অভিজ্ঞান', 'পাপের পথে' প্রভৃতি। যক্ষ্মা-রোগে মৃত্যু। [৪,১৪০]

জীবন ঘোষাল১। ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত দিনাজপুরের জনপ্রিয় 'মনসামঙ্গল' পুঁথির লেখক। [২২]

জীবন ঘোষাল২ (১৯১৩ - ১.৯.১৯৩০) সদরঘাট—চট্টগ্রাম। যশোদা। ছাত্রাবস্থায় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে অংশগ্রহণ করেন। পরে নোয়াখালির ফেনি রেল স্টেশনে ধরা পড়েন। পুলিস হাজত থেকে পালিয়ে যান ও আত্মগোপন করেন। কলিকাতার পুলিস কমিশনার টেগার্ট সাহেব-পরিচালিত পুলিস বাহিনীর সঙ্গে চন্দননগরে এক সশস্ত্র সংঘর্ষে আহত হয়ে মারা যান। [১০,১৫,৪২,৪৩]

জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৯ - ১.১২.১৯৭০) ঢাকা। জানকীনাথ। কলিকাতা শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে বঙ্গবাসী কলেজে আই.এস-সি. পড়তে আসেন, কিন্তু রাজনীতিতে যোগ দিয়ে ছাত্রজীবন শেষ করেন। ১৯০৭ খৃ. ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে প্রমাণাভাবে মুক্তি পান। আলীপুর বোমা মামলার পর বাঘা যতীনের সংস্পর্শে আসেন। ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্রে অংশ নিয়ে ১৯১৬ খৃ. পর্যন্ত আত্মগোপন করেন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকের চেষ্টায় ধরা পড়েন। ১৯২০ খৃ. মুক্ত হন। এরপর মুন্সীগঞ্জ (ঢাকা) ন্যাশনাল স্কুলে শিক্ষকতা করেন এবং দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দলে যোগ দেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর কাছে বর্মী ভাষায় প্রথম পাঠ নেন। তিনি কম্যুনিস্ট আন্দোলনে আগ্রহী হন। কম্যুনিস্ট আন্দোলনের তৃতীয় আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দ ভারতে কম্যুনিস্ট পার্টি গঠনের ভার তাঁকে দেওয়ার কথা চিন্তা করেছিলেন, কিন্তু পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করে (১৯২৩) এবং ব্রহ্মদেশের জেলে সরিয়ে দেয়। বেসিন জেল থেকে তিনি ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের সাহায্যে 'State Prisoner's Memorial to White Hall' প্রেরণ করেন। স্বাস্থ্যের কারণে ১৯২৮ খৃ. মুক্তি পান। ১৯৩০ খৃ. আইন অমান্য আন্দোলনে নেতা ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক হন। ১৯৩০ - ৩৩ খৃ. পুনরায় বন্দী হন। ১৯৪০ খৃ. রামগড় কংগ্রেসে বিপ্লব প্রস্তুতির কথা বলার জন্য কংগ্রেস ত্যাগ করে 'লীগ অফ র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেসে' যোগ দেন। কিন্তু মতানৈক্যের ফলে ১৯৪১ খৃ. লীগ ত্যাগ করেন এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়ের 'ডেমোক্র্যাটিক ভ্যানগার্ড পার্টি'তে যোগ দিয়ে সক্রিয় হন। এই দলই ১৯৬০ খৃ. প্রতিষ্ঠিত 'অল ইণ্ডিয়া ওয়ার্কার্স পার্টি'র ভিত্তিস্থাপনে সহায়তা করে। তিনি তার সভাপতি ছিলেন। 'নবীন বাংলা' ও 'গণবিপ্লব' পত্রিকার সম্পাদক হন। 'উদরের চিন্তা' ও 'সাম্প্রদায়িকতার গ্লানি' তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য পুস্তিকা। [১২৪]

জীবনানন্দ দাশ (১৭.২.১৮৯৯ - ২২.১০.১৯৫৪) বরিশাল। সত্যানন্দ। এম.এ. পাশ করে বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন। কিছুদিন অধুনালুপ্ত 'স্বরাজ' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে জীবনানন্দ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বে ভাস্বর। ইতিহাস-সচেতনতা নিঃসঙ্গ বিষন্নতা ছাড়াও বিপন্ন মানবতার ব্যথা তাঁর কবিতায় প্রকাশিত। অথচ জীবনের প্রতি, যুগের প্রতি বিশ্বাস তাঁর কাব্যকে অনুপ্রাণিত করেছে, কিন্তু চেতনার ক্ষেত্রে তা শূন্যতাবোধে বিষাদময়। তাঁর রচিত 'বনলতা সেন' আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। রচিত প্রায় কবিতাগ্রন্থই সমান খ্যাতি অর্জন করেছে। 'ঝরা পালক', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'সাতটি তারার তিমির', 'রূপসী বাংলা' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত গ্রন্থটি রাজনৈতিক কারণে কালজয়ী হয়ে থাকবে। তিনি চিত্ররূপময় বাঙলার কবি। কলিকাতার রাজপথে ট্রাম দুর্ঘটনায় মৃত্যু। [৩,৫]

জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, ভট্টাচার্য (১৮৪৪ - ?) অম্বিকা-কালনা—বর্ধমান। তারানাথ তর্কবাচস্পতি। সংস্কৃত কলেজে পিতার নিকট ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, মীমাংসা, জ্যোতিষ ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৮৭০ খৃ. উক্ত কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি প্রাপ্ত হন। পাঠ্যাবস্থা থেকেই পিতার অনুবর্তন করে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকেন এবং নিজকৃত টীকা সহ ১০৭টি ও বিনা টীকায় সম্পাদন করে ১০৮টি গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী : পৈশাচী প্রাকৃতে রচিত সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' (সরল সংস্কৃত গদ্যানুবাদ), 'বেতালপঞ্চবিংশতি', 'কাদম্বরীকথাসার', 'সংক্ষিপ্ত হর্ষচরিত', 'শব্দরূপাদর্শ', 'তর্কসংগ্রহ' (ইংরেজী অনুবাদ), 'সংক্ষিপ্ত দশকুমারচরিত' প্রভৃতি। [৩,৩০]

জীমূতবাহন। সেনরাজাদের সমকালীন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ 'পারিভদ্রীয় মহামহোপাধ্যায়' জীমূতবাহনের জন্মস্থান সম্ভবত বর্ধমানে। তাঁর জীবনকাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। সম্ভবত দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁর রচিত তিনটি গ্রন্থ পাওয়া যায়; যথা, 'কালবিবেক', 'ব্যবহারমাতৃকা' এবং 'দায়ভাগ'। প্রথমোক্ত গ্রন্থটিতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নানা পূজানুষ্ঠান, শুভকর্ম, আচার, ধর্মোৎসব প্রভৃতির কাল নিরূপিত হয়েছে এবং হোলি

বা হোলক উৎসব বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে ব্রাহ্মণ্যাদর্শ অনুযায়ী বিচারপদ্ধতির আলোচনার উল্লেখ আছে। তৃতীয়টি আজও মিতাক্ষরা-বহির্ভূত হিন্দুসমাজে দায় বা উত্তরাধিকার, সম্পত্তি-বিভাগ এবং স্ত্রী-ধন সম্পর্কে সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রন্থ। এই গ্রন্থগুলি রচনাকালে জীমূতবাহন পূর্বসূরী বহু শাস্ত্রকারের যুক্তি ও মতামত উদ্ধার করে অগাধ পাণ্ডিত্য এবং প্রখর বুদ্ধির সাহায্যে সে-সব আলোচনা করেন। [৩,২৬,৬৭]

জেতারি বা আচার্য জেতারি (১০ম শতাব্দী) বরেন্দ্রভূমি। গর্ভপাদ। তিনি আত্মীয়স্বজন-পরিত্যক্ত হয়ে বৌদ্ধ দেবতা মঞ্জুশ্রীর উপাসক হন। মগধ-পতি মহীপাল তাঁকে পণ্ডিত উপাধি দিয়ে বিক্রম-শিলার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। তিনি অতীশ দীপ-ঙ্কর শ্রীজ্ঞানের শিক্ষাগুরু ছিলেন। রচিত দার্শনিক গ্রন্থাবলী : 'হেতুতত্ত্ব উপদেশ', 'ধর্মাধর্মবিনিশ্চয়' ও 'বালাবতারতর্ক' (বালকদের তর্কশাস্ত্র) প্রভৃতি। উপরি-উক্ত গ্রন্থগুলির মূল সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায় না, কিন্তু তিব্বতীয় অনুবাদ পাওয়া যায়। [১]

জোন্‌স্‌, উইলিয়ম, স্যার (২৮.৯.১৭৪৬-১৭৯৪) ইংল্যান্ড। অক্সফোর্ডে ছাত্রাবস্থায় প্রাচ্য-ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন। ১৭৭০ খ্রী. ফারসী ভাষায় লিখিত নাদির শাহের জীবনী ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন। পরের বছর ফারসী ভাষার ব্যাকরণ লেখেন। অল্পকাল পরে একখানি আরবী গ্রন্থেরও অনুবাদ করেন। ক্রমে জোন্‌স্‌ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু ভাষায় পারদর্শী হন। ১৭৮৩ খ্রী. সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদে নিযুক্ত হয়ে কলি-কাতায় আসেন। পরের বছর কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন এবং আজীবন তার সভাপতির পদে ছিলেন। 'সমগ্র এশিয়ার যা কিছু মানুষের কীর্তি ও প্রকৃতির সৃষ্টি সে-সব বিষয়ে গবেষণা করাই এই সোসাইটির কাজ'—এইভাবে তিনি সোসাইটির উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। এই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে জীবনের ১০ বছর কঠোর পরিশ্রম করেন এবং বহু মনীষীকে এই কাজে প্রেরণা যোগান। সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে (১৭৮৬) সভাপতি জোন্‌স্‌ হিন্দু জাতির ইতি-হাস ও সভ্যতা সম্পর্কে যে ভাষণ দেন তাতে তিনি সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে গ্রীক, ল্যাটিন, গথিক, কেল্‌টিক প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষার প্রকৃতিগত সাদৃশ্যের উল্লেখ করে বলেন যে এই সমুদয় ভাষা এবং প্রাচীন ফারসী ভাষা এক মূল ভাষা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এই আবিষ্কারের মূল্য অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ এবং ফল সুদূরপ্রসারী। ইউরোপীয় জাতি-সমূহ ও ভারতের হিন্দু ও পারস্যের অধিবাসি-গণের পূর্বপুরুষেরা যে এক ভাষায় কথা বলতেন এবং সম্ভবত একই জাতি ছিলেন এই মতবাদ মনুষ্যজাতির ইতিহাস সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণায় যুগান্তর এনেছে এবং আরও নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। একমাত্র এই আবিষ্কারের জন্যেই জোন্‌স্‌ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি বহু সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ করেন। তার মধ্যে 'শকুন্তলা', 'হিতোপদেশ', ও জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম চার বছরে এশি-য়াটিক সোসাইটির মুখপত্র 'এশিয়াটিক রিসার্চেস'-এ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর ২৯টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যথা : 'রোমান অক্ষরে সংস্কৃত লিখন পদ্ধতি', 'গ্রীস, ইটালী ও ভারতের দেবদেবী', 'হিন্দুরাজ-গণের কালক্রম', 'হিন্দু সংগীত', 'জ্যোতিষ ও সাহিত্য' এবং 'প্রাণিবিদ্যা', 'উদ্ভিদবিদ্যা', 'আয়ু-র্বেদ' প্রভৃতি। কলিকাতায় সেন্ট পল্‌স্‌ ক্যাথিড্রাল গীর্জায় তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ আছে। [৩]

জ্যোতি বাচস্পতি (১২৯১-১৩৬২ ব.)। 'বিধিলিপি' ও 'এ দেশের কথা' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 'সবুজপত্র', 'ভারতবর্ষ', 'মৌচাক' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর রচনাবলী দেশে ও বিদেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তিনি 'মাসফল', 'লগ্নফল', 'রাশিফল', 'ফলিত জ্যোতিষের মূলসূত্র', 'হাতদেখা' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ ও 'নিবেদিতা', 'সমাজ', 'বিধি-লিপি' প্রভৃতি নাটক রচনা করেন। [৪,৫]

জ্যোতিভূষণ চ্যাটার্জী (১৬.২.১৯১৯-২৯.২.১৯৭২) যশোহর। নরেন্দ্রনাথ। ডা. জে. বি. চ্যাটার্জি নামে সুপরিচিত। পিতামহ ও পিতা উভয়েই চিকিৎসক ছিলেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম.বি. (১৯৪২) পাশ করে স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে শোণিত-বিজ্ঞানে গবেষণা করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ডি. উপাধি লাভ করেন (১৯৪৯)। ডায়ামরফিক অ্যানি-মিয়া সম্পর্কে গবেষণায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন। গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত জোরালো ও মৌলিক। ভারতবর্ষের মত দেশে রক্তাল্পতা-ব্যাধির অন্যতম কারণ দারিদ্র্য। ফলে খাদ্যে নিয়মিত পুষ্টির অভাবে এই ব্যাধি হয়। তিনি অত্যন্ত সুলভে এর চিকিৎসার নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে এই রক্তাল্পতা-ব্যাধির সামাজিক কারণও আছে। তীব্র আঁচে রান্না করা এবং বাসনপত্রে লোহের ব্যবহার কমে যাওয়াও একটি কারণ। তীব্র আঁচে খাদ্যের ভিটামিন বি-১২ ও ফলিক অ্যাসিড নষ্ট হয়ে যায়। এইরূপ

অপুষ্টিজনিত রক্তাল্পতার চিকিৎসা হচ্ছে খাদ্যের মধ্যে ঐ গুণ দুটির পরিপূরণ এবং ঔষধের আকারে এগুলির মূল্যও সুলভ করা। এই আবিষ্কার বিশ্বের সর্বত্র বিশেষ করে দরিদ্র দেশে বহু মৃত্যু-পথযাত্রীর জীবন রক্ষা করেছে। তাঁর অপর আন্ত-র্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আবিষ্কার থ্যালাসেমিয়া নামক রক্ত-সংক্রান্ত ভয়ঙ্কর ব্যাধি সম্পর্কে। এ ব্যাধি সাধারণত মাতা বা পিতার রক্ত থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে সন্তান পায়। কর্মজীবনে তিনি ট্রপিক্যাল স্কুলের ডাইরেক্টর পদে অধিষ্ঠিত হন (১৯৬৬) এবং আমৃত্যু সেই পদে ছিলেন। ১৯৫০ খ্রী. রকফেলার ফাউণ্ডেশন ফেলোরূপে আমেরিকায় যান এবং বোস্টনের নিউ ইংল্যান্ড শোণিত-গবেষণা কেন্দ্রে উইলিয়াম ড্যামশেকের সঙ্গে একযোগে ১৫ মাস কাজ করে যে-সব নিবন্ধ প্রকাশ করেন সেগুলি ইংল্যান্ড ও আমেরিকার এই বিষয়ক পত্রে প্রকাশিত হয়। তিনি সাড়ে তিন শ'র বেশি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। কোন-কোন নিবন্ধের তিনি যুগ্ম-রচয়িতা ছিলেন। রক্তাল্পতা ছাড়াও তিনি আরও বহু বিষয়ে গবেষণা করে উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন। চিকিৎসা-জগতে এইসব বহুমূল্য গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ স্বদেশে ও বিদেশে বহু সম্মানের অধিকারী হন। দেশের ও বিদেশের বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। [১৬]

জ্যোতিভূষণ সেন (?-১৩৩৪ ব.)। এম.এ. পাশ করে গোখলে প্রতিষ্ঠিত পুণার 'ভারত ভৃত্য সমিতি'তে (The Servants of India Society) যোগ দিয়ে তার সেবক হিসাবে আজীবন দেশের কাজ করে গেছেন, কিন্তু কখনও তিনি সমিতির স্থায়ী সভ্য হতে রাজী হন নি। [১]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (৪.৫.১৮৪৯-৪.৩. ১৯২৫) জোড়াসাঁকো—কলিকাতা। মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ। প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিতে আস্থা ছিল না। গৃহেই শিক্ষারম্ভ। তারপর সেণ্ট পলস্, মণ্টেগু অ্যাকাডেমি ও হিন্দু স্কুলে পড়াশুনা করেন; সবশেষে ব্রহ্মানন্দ প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা (অ্যালবার্ট) কলেজ থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (১৮৬৪)। প্রেসিডেন্সী কলেজে এফ.এ. পড়ার সময় পারিবারিক জোড়াসাঁকো থিয়েটার সংগঠনের চেষ্টায় কলেজ ত্যাগ করেন। ১৮৬৭ খ্রী. জ্যেষ্ঠভ্রাতা সিভি-লিয়ান সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থল আমেদাবাদে গিয়ে সেতারবাদন, অঙ্কনবিদ্যা এবং ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেন। কলিকাতায় ফিরে এসে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকরূপে ১৮৬৯-৮৮ খ্রী. পর্যন্ত কাজ করেন। মারাঠী ভাষাও শিক্ষা করেছিলেন। ১৯২৪ খ্রী. তিনি বালগঙ্গাধর তিলক রচিত 'গীতা রহস্যে'র বঙ্গানুবাদ করেন। চৈত্র বা হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে 'উদ্বোধন' নামে একটি স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক কাব্য পাঠ করেন (১৮৬৮)। ১৮৭৪-৭৫ খ্রী. মেলার যুগ্মসম্পাদক নিযুক্ত হন। এর আগেই তাঁর রচিত জাতীয় ভাবোদ্দীপক ঐতি-হাসিক নাটক 'পুরুবিক্রম'-এর সাফল্যমণ্ডিত অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নাট্যকার জীবনের সূত্রপাত হয়। রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগে 'সঞ্জীবনী' সভার সূচনা সম্ভবত ১৮৭৬ খ্রী. হয়। এই গুপ্ত স্বদেশী সভার প্রকাশ্য কর্মতৎপরতার ফলে দেশলাই প্রস্তুত ও দেশী কাপড় বোনার চেষ্টা হয়। দেশী স্টীমার সার্ভিস চালু করার চেষ্টায় (১৮৮৪) এবং কিছু আগে নীলচাষ ও পাটের ব্যবসায়ে তিনি অনেক আর্থিক ক্ষতি সহ্য করেন। প্রধানত অনভিজ্ঞতা মূল কারণ হলেও ইংরেজ ব্যবসায়ীদের অপচেষ্টার ফলেই এই সব দেশী ব্যবসায় ধ্বংস হয়। ফলত 'স্বদেশী' চিন্তা ও কল্পনার সূচনায় ঠাকুর পরিবার তথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেন তা ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের স্মরণীয়। স্ত্রী-শিক্ষা ও নারী-মুক্তি আন্দোলনের পুরোধা জ্যোতি-রিন্দ্রনাথ এক সময়ে 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' প্রহসন রচনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। নিজ স্ত্রীকে শুধু শিক্ষার সুযোগই দেন নি, পরন্তু সকল সামাজিক বাধা উপেক্ষা করে কলিকাতার প্রকাশ্য ময়দানে অশ্বচালনায় পারদর্শিনী করে তোলেন। কুলীন বহুবিবাহ-প্রথাকে ব্যঙ্গ করে রামনারায়ণ রচিত 'নবনাটক' তাঁরই চেষ্টায় জোড়াসাঁকো থিয়ে-টারে অভিনীত হয়। তাঁর সাহিত্যকর্ম বহুবিস্তৃত। ঐতিহাসিক নাটক রচনা থেকে ক্রমে প্রহসন ইত্যাদি রচনায় খ্যাত হয়ে ওঠেন। 'পুরুবিক্রম' ছাড়া 'স্বপ্নময়ী', 'সরোজিনী', 'অশ্রুমতী' ইত্যাদি নাটক-গুলি বিখ্যাত হয় ও কোন-কোনটি হিন্দী, গুজরাটী ও মারাঠী ভাষায় অনূদিত হয়। 'অলীক বাবু' নামে প্রহসনটির অভিনয় আজও হয়ে থাকে। বেশ কয়েকটি নাটক পেশাদার রঙ্গমঞ্চ 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে' সাফল্যলাভ করে। তরুণ বয়সে স্বয়ং মঞ্চাভিনয়ে খ্যাতি পান। 'বিদ্বজ্জনসমাগম' (১৮৭৪) এবং 'সারস্বত সমাজ' (১৮৮২) নামে দুইটি সংগঠনের মাধ্যমে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির চেষ্টা করেন। বিভিন্ন অধিবেশনে তাঁর রচিত প্রহসন 'এমন কর্ম আর করব না' এবং রবীন্দ্র-নাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা' ও 'কাল মৃগয়া' অভিনীত হয়। 'ভারতী' পত্রিকা প্রতিষ্ঠাও (১৮৭৭) তাঁরই উদ্যোগে হয়েছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি ছিলেন (১৯০২-০৩)। বঙ্গভাষা-

ভাষীদের সঙ্গে ফরাসী ও সংস্কৃত সাহিত্যের পরিচয় সাধনে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। ইতিহাস, দর্শন, ভ্রমণ-কাহিনী এবং বহু গল্প ও উপন্যাস ফরাসী সাহিত্য সম্পদ থেকে আহরণ করে বাংলায় অনুবাদ করেন। অনেকগুলি সংস্কৃত নাটকও বাংলায় অনুবাদ করেন। কিশোর বয়স থেকে চিত্রাঙ্কন শিক্ষা করে সারাজীবন সে অভ্যাস বজায় রাখেন। তাঁর ছবির খাতায় বহু খ্যাত-অখ্যাত ব্যক্তির প্রতিকৃতি সংগৃহীত আছে। বিখ্যাত ইংরেজ শিল্পী রদেনস্টাইনের আগ্রহে তাঁর চিত্রাবলীর একটি স্বনির্বাচিত সংগ্রহ ১৯১৪ খ্রী. বিলাতে প্রকাশিত হয়। প্রায় দু' হাজার চিত্রের অধিকাংশই রবীন্দ্র ভারতী সমিতির সংগ্রহভুক্ত। তাঁর সাঙ্গীতিক অবদানও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম শিক্ষা ঠাকুরবাড়ির সঙ্গীত-শিক্ষক বিষ্ণুপদ চক্রবর্তীর নিকট। বোম্বাইয়ে সেতারশিক্ষার পর কলিকাতায় ফিরে পিয়ানো, বেহালা ও হারমোনিয়াম অনুশীলন করেন। 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এ সময়ে নূতন নূতন সুর সৃষ্টি করিতেন ও রবীন্দ্রনাথ...সেগুলিকে কথায় বাঁধিবার চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিতেন'। রবীন্দ্রনাথ রচিত 'মায়ার খেলা'র ও সমসাময়িক কালে রচিত অন্তত ২০টি গান জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুরে গঠিত। হিন্দী ধ্রুপদাঙ্গের অনুসরণে অনেকগুলি ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেন। বাঙলাদেশে আকারমাত্রিক স্বরলিপির উদ্ভাবন ও প্রচলনে তাঁর দান অনস্বীকার্য। তাঁর রচিত 'স্বরলিপি গীতিমালা' ও কাঙ্গালীচরণ সেন সঙ্কলিত 'ব্রহ্মসংগীত স্বরলিপি' পুস্তক দু'টিতে তাঁর অনেক গান প্রকাশিত। 'বীণাবাদিনী' ও 'সংগীত প্রকাশিকা' তাঁর সম্পাদিত মাসিকপত্র। 'ভারতীয় সঙ্গীত সমাজ' স্থাপন (১৮৯৭) তাঁর অন্যতম কীর্তি। [১,৩, ৫,৭,৮,২৫,২৬,৫৮]

জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, ড. (জুলাই ১৯২০ - ৩০.৩.১৯৭১) বরিশাল। কুমুদরঞ্জন। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্। ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আই.এস-সি. এবং ১৯৪২ খ্রী. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে অনার্সসহ বি.এ. পাশ করেন। এই পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার ও দর্শনশাস্ত্রে রেকর্ড নম্বর পাওয়ার জন্য 'পোপস মেমোরিয়েল গোল্ড মেডাল' প্রাপ্ত হন। ১৯৪৩ খ্রী. এম.এ. পরীক্ষায়ও প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইংরেজীর অধ্যাপকরূপে কর্মজীবন শুরু। ১৯৪৮ খ্রী. তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর লেকচারার পদে বৃত হন। ১৯৬৬ খ্রী. তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংস কলেজ থেকে পি-এইচ.ডি. লাভ করে দেশে ফিরে এসে কিছুকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পর সেখানকার রীডার হন। নিবন্ধকার হিসাবেও খ্যাতিমান হয়েছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর রচিত মৌলিক নিবন্ধাদিতে তাঁর চিন্তার গভীরতা, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-শক্তি ও প্রকাশভঙ্গির স্বচ্ছতার পরিচয় পাওয়া যায়। সমন্বয়বাদে বিশ্বাসী ছিলেন। দেশবিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ না করে সেখানেই থেকে যান। তিনি বলতেন, পাকিস্তান রাষ্ট্রে শুধু হিন্দুরাই দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক নয়, পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানেরাও তাই। ছাত্র এবং অভিভাবক মহলে তিনি অতিশয় প্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ১৯৭১ খ্রী. পূর্ববঙ্গের মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা শহরে পাকিস্তানী শাসকদের হাতে সেখানকার বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই নিহত হন। পাক সেনারা ২৫ মার্চ তাঁকেও বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে রাস্তার উপর দাঁড় করিয়ে গুলি চালায়। ৩০ মার্চ ঢাকা হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। [১৭]

জ্যোতির্ময় ঘোষ (১৩০২? - ৪.৩.১৩৭২ ব.)। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ.ডি. উপাধি লাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা কমিটির সদস্য এবং ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স অফ ইণ্ডিয়ার সদস্য ছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যক্ষতা করেন। সাহিত্যক্ষেত্রে 'ভাস্কর' ছদ্মনামে প্রসিদ্ধ হন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'শুভশ্রী', 'মজলিস', 'কথিকা' প্রভৃতি। [৪]

জ্যোতির্ময় সেন (১২৮২? - ২৩.৯.১৩৫৩ ব.)। প্রসিদ্ধ টীকাকার ভরত মল্লিকের বংশধর এবং মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেনের ছাত্র। সংস্কৃত সাহিত্যে ও দর্শনে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। কলিকাতার মারোয়াড়ী ও বাঙালীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাচ্য চিকিৎসক হিসাবে গণ্য ছিলেন। চন্দননগর প্রবর্তক সঙ্ঘ কর্তৃক অনুষ্ঠিত 'বঙ্গীয় আয়ুর্বেদ সম্মেলনে'র মূল সভাপতিরূপে বর্তমান আয়ুর্বেদ বিষয়ে বহু মূল্যবান তথ্য প্রকাশ করেছিলেন। প্রাচ্য চিকিৎসা-বিষয়ক অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [৫]

জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৯/৯০ - ২২. ১১.১৯৪৫) কলিকাতা। পিতা ব্রাহ্মসমাজের খ্যাতনামা নেতা দ্বারকানাথ। বাঙলার প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট ডাক্তার কাদম্বিনী দেবী তাঁর মাতা। তিনি ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় ও বেথুন কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। এম.এ. পাশ করে প্রথমে বেথুন স্কুলে

শিক্ষকতা করেন ও পরে কটক র‍্যাভেনশ কলেজে মহিলা বিভাগ খোলা হলে অধ্যক্ষা নিযুক্ত হন। কিছুদিন পর লালা লাজপতের আমন্ত্রণে জলন্ধর কন্যা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষার পদে যোগ দেন। সেখান থেকে কলম্বো বুডিস্ট গার্লস্ কলেজে প্রথমে অধ্যাপিকা ও পরে অধ্যক্ষা হন। কিছুদিন ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়েও অধ্যক্ষার কাজ করেন। এ ছাড়া অবলা বসু প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাসাগর বাণী-ভবন সংগঠনেও সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতেন। ১৯২০ খ্রী. কলিকাতায় জাতীয় কংগ্রেসে নারী স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী গঠন করেন। অসহযোগ আন্দোলনের পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্যা হন। দেশবন্ধুর স্বরাজ্য পার্টি কর্পোরেশনের পরিচালনভার গ্রহণ করলে প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির সদস্যা এবং ১৯৩৩ খ্রী. কর্পোরেশনের প্রথম মহিলা অল্ডারম্যান নিযুক্ত হন। গান্ধীজীর লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে (১৯৩০) কলিকাতায় ঊর্মিলা দেবীর নেতৃত্বে গঠিত 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি'র তিনি সহ-সভাপতি হন। সমিতির পরিচালনায় বড়বাজারে বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং চলে। এই সময়ে মেদিনীপুরে ম্যাজিস্ট্রেট পেডীর নির্মম অত্যাচারের ঘটনার প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিস্তৃত বিবরণ তিনি 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় 'Another Crucifixion' নামে এক প্রবন্ধে প্রকাশ করেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুতে কলিকাতা শহরে ১৪৪ ধারা থাকা সত্ত্বেও মহিলাদের যে বিরাট শোক-মিছিল কলেজ স্কোয়ার থেকে দেশবন্ধু পার্কে পৌঁছায় তিনি ও ঊর্মিলা দেবী তার নেতৃত্ব দেন। সমস্ত পথে ঘোড়সওয়ার পুলিস আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল। মহিলারা দু'পাশে থেকে পুরুষ শোকযাত্রীদের রক্ষা করেন। কলিকাতায় তখনও মহিলাদের ওপর আক্রমণের নির্দেশ ছিল না। সমস্ত পথ ঘোড়সওয়ারদের সঙ্গে ঠোকাঠুকিতে কয়েকজন মহিলা আহত হন, তা সত্ত্বেও কোন সময় মিছিল ছত্রভঙ্গ হয় নি। পরদিন ঊর্মিলা দেবী সহ তাঁর ছ' মাসের কারাদণ্ডের আদেশ হয়। ২৬ জানুয়ারী ১৯৩১ খ্রী. কলিকাতার পুলিস কমিশনার টেগার্টের আক্রমণের মুখে জ্যোতির্ময়ী নিজে আহত হয়েও সুভাষচন্দ্রকে বাঁচান। ১৯৩২ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনে পুনরায় কারারুদ্ধ হন। ডাক্তারের নিষেধক্রমে বিয়াল্লিশের আন্দোলনে যোগ দিতে পারেন নি। কিন্তু আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর নায়কদের বিচারের সময় দেশব্যাপী চাঞ্চল্যকর ডালহৌসী স্কোয়ার যাত্রার দাবির সত্যাগ্রহে জয়লাভ করে ফেরার সময়ে একটি মিলিটারী গাড়ী তাঁর গাড়ীতে ধাক্কা দেয়। ফলে মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে তিনি মারা যান। [১৬,২৯]

জ্যোতিষ ঘোষ (১১.১২.১৮৮০ - ১০.৩. ১৯৭১) দত্তপাড়া—বর্ধমান। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এম.এ. পাশ করে প্রথমে বাঁকিপুর কলেজে, পরে হুগলী মহসীন কলেজে, সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ও বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজে অধ্যাপনা করেন। তিনি ইংরেজ সরকারের রিসলে সার্কুলারের বিরোধিতা করেন ও ছাত্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার অধিকার অর্জনের জন্য সচেষ্ট হন। ফলে সরকারের রোষদৃষ্টিতে পড়েন। শ্রীঅরবিন্দের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। ১৯০৫ খ্রী. থেকে রাজনৈতিক জীবন শুরু করে বিভিন্ন দফায় ২০ বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯২৪ খ্রী. তিনি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মান্দালয় জেলে বন্দী ছিলেন। অত্যাচারের ফলে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছিলেন। ১৯৪০ খ্রী. ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি প্রাদেশিক ফরোয়ার্ড ব্লকের সভাপতি এবং ১৯৪৬ ও ১৯৫২ খ্রী. দু'বার রাজ্য বিধানসভার সদস্য হয়েছিলেন। রচিত ইংরেজী গ্রন্থ : 'Lifework of Shree Aurobindo'। তিনি 'মাস্টারমশাই' নামে পরিচিত ছিলেন। [১৬]

জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১২৬৫ - ১৩৪২ ব.) নৈহাটি—চব্বিশ পরগনা। সঞ্জীবচন্দ্র। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র। বহুদিন বাঙলার পুলিস বিভাগে কাজ করার পর ১৯০৬ খ্রী. অসুস্থতার জন্য অবসর-গ্রহণ করেন। সুপ্রসিদ্ধ কীর্তন-গায়ক এবং এলাহাবাদ ও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার পরীক্ষক ছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁর অবদান ছিল। 'ভারতবর্ষ' ও অন্যান্য বহু সাময়িক পত্রাদিতে তাঁর প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৮১ খ্রী. চুঁচুড়া থেকে প্রকাশিত দ্বিভাষিক মাসিক পত্রিকা 'বেঙ্গল মিসেলেনী'র সম্পাদক ছিলেন। [৪,৫]

জ্যোতিষচন্দ্র পাল (? - ৪.১২.১৯২৪) কোমালাপুর—নদীয়া। মাধবচন্দ্র। বিপ্লবী বাঘা যতীনের দলের সভ্য ছিলেন। সেপ্টেম্বর ১৯১৫ খ্রী. উড়িষ্যার বালেশ্বরের সমুদ্র উপকূলে জার্মান জাহাজ 'ম্যাভেরিক' থেকে অস্ত্রশস্ত্র গোলা-বারুদ সংগ্রহের কাজে তিনি যুক্ত ছিলেন। কপ্তিপোদায় পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষে অংশগ্রহণ করেন। ধরা পড়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। পুলিসের নির্মম অত্যাচারে উন্মাদ হয়ে যান। বহরমপুর উন্মাদ আশ্রমে তাঁর মৃত্যু ঘটে। [৪২]

জ্যোতিষচন্দ্র ভট্টাচার্য (? - ১৩৩৬ ব.) হরিশঙ্করপুর—যশোহর। দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে

এম.এ.,বি.এল. পাশ করেন। ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। পূর্ণিয়ায় ওকালতি করতেন। তিনি বিহার-প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজে বিশিষ্ট ও বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় তাঁর রচিত প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হত। স্বগ্রামে পিতার নামে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও মাতার নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিহার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। [১]

জ্যোতিষচন্দ্র রায়, কালুদা (১৮৯৪/৯৫ - ৬.৩.১৯৭২)। ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী কার্যে লিপ্ত হন। বিভিন্ন সময়ে দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করেন। পশ্চিমবঙ্গে গান্ধীবাদী কর্মিরূপে বর্ধমানের কলানবগ্রামে গান্ধীজী প্রবর্তিত 'নই তালিম' প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করেন। মহাত্মা গান্ধীর বহু গ্রন্থের বঙ্গানুবাদক। তিনি অকৃতদার ছিলেন। [১৬]

জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ (৪.৯.১৮৯৪ - ২১.১.১৯৫৯) পুরুলিয়া। রামচন্দ্র। প্রখ্যাত রসায়নবিদ্। গিরিডি থেকে প্রবেশিকা ও কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৯১৫ খ্রী. রসায়নে এম.এস-সি. পাশ করেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্র এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও মেঘনাদ সাহার সতীর্থ ছিলেন। গাঢ় দ্রবণের ভিতরে লবণের অণুগুলি কিভাবে আয়নিত হয়ে বিদ্যুৎ পরিবহন করে—এই বিষয়ে মৌলিক গবেষণা করে ১৯১৮ খ্রী. ডি.এস-সি. উপাধি লাভ করেন ও পরে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পান। তাঁর গবেষণালব্ধ তত্ত্ব 'ঘোষের আয়নবাদ' নামে বিখ্যাত। পরে বহু বিজ্ঞানী আয়নবাদের পরিবর্তন সাধন করলেও, এই জটিল সমস্যার সঠিক সন্ধান তিনিই প্রথম দেখান। ১৯২১ - ৩৯ খ্রী. পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে আরও নানা ধরনের গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন। তার মধ্যে আলোক রসায়ন বা ফোটো কেমিস্ট্রি সংক্রান্ত গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাধারণ গ্যাস থেকে ফিসারট্রপ্‌স্ পদ্ধতিতে অনুঘটকের (ক্যাটালিস্ট) সাহায্যে তরল জ্বালানির উৎপাদন বিষয়ে তাঁর গবেষণা দেশবিদেশে সমাদৃত হয়েছে। এই গবেষণা বিষয়ে 'সাম ক্যাটালিটিক রিয়্যাক্‌শন্‌স্ অফ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইম্‌প্যরট্যান্স' নামে একটি গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। ১৯৩৯ খ্রী. ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি হন। তিনি ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। ১৯৩৯ খ্রী. থেকে দেশে নানা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার তিনি বহন করেছেন। ১৯৪৯ খ্রী. ইউনেস্কোয় তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৪৩ খ্রী. 'নাইট' উপাধি পান ও ১৯৫৪ খ্রী. 'পদ্মভূষণ' উপাধিদ্বারা সম্মানিত হন। [৩,৭,২৬]

জ্ঞানচন্দ্র মজুমদার (১৮৯৯ - ৩.১০.১৯৭০) ময়মনসিংহ (পূর্ববঙ্গ)। মহেন্দ্রচন্দ্র। 'অনুশীলন সমিতি'র অন্যতম শীর্ষনায়ক। ১৯০৬ খ্রী. এন্ট্রান্স পাশ করে ঢাকা কলেজে ভর্তি হন। এ সময় ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা পি. মিত্রের সংস্রবে আসেন এবং তিনিই সমিতির সর্বপ্রথম শিষ্যরূপে বিধিবদ্ধ শপথ গ্রহণ করেন। ১৯০৬ - ১৯১০ খ্রী. পর্যন্ত সমিতির সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাজ ঢাকার বাহ্রা রাজনৈতিক ডাকাতির ঘটনা। এই বিপ্লবী কাজের মধ্যেও তিনি পড়াশুনা করে ১৯১০ খ্রী. বি.এস-সি. পাশ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে এম.এস-সি. পড়ার সময় তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পুলিসী তৎপরতার জন্য তাঁর পড়া শেষ হবার আগেই তিনি ১৯১৬ খ্রী. তিন আইনে আটক থাকেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ১৯১৯ খ্রী. ছাড়া পেয়ে কংগ্রেস আন্দোলনে যোগ দেন এবং ময়মনসিংহ জেলায় কংগ্রেস সংগঠন গড়ে তুলে বহু বছর তার সম্পাদক ও পরে সভাপতি হিসাবে কাজ করেন। ১৯২৫ - ৩০ খ্রী. পর্যন্ত তিনি বাঙলার প্রধান কংগ্রেস নেতাদের অন্যতম ছিলেন। ১৯৩৮ খ্রী. তিনি তদানীন্তন কংগ্রেস হাই-কম্যাণ্ডের বিপক্ষে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর মনোনীত ব্যক্তি হিসাবে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। বহুবার তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। দেশবিভাগের পর ১৯৬৭ খ্রী. পর্যন্ত তিনি পাকিস্তানে বাস করেন। পাক গণপরিষদের সদস্য ছিলেন। কলিকাতায় মৃত্যু। [১৬,১২৪]

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (১২৫৮ - ১৫.৬.১৩৪৮ ব.)। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী। জীবনের অধিকাংশ সময় স্বামীর কর্মস্থল বোম্বাই প্রদেশে কাটানোর ফলে মারাঠী ও গুজরাটী ভাষায় পারদর্শিনী হন। বাঙলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার অনুকূলে ও পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করেন। ১২৯২ ব. 'বালক' পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। [৪,৫]

জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (১৮৬৪ - ১৯১৮) গোবরডাঙ্গা—চব্বিশ পরগনা। ভূম্যধিকারী জ্ঞানদাপ্রসন্ন বাঙলার মুষ্টিমেয় সুরবাহার-বাদকদের অন্যতম এবং সুরবাহার যন্ত্রের প্রথম বাদক গোলাম মহম্মদ ও তাঁর পুত্র সাজ্জাদ মহম্মদের ঘরানা শিষ্য

ছিলেন। ওস্তাদ মহম্মদ খাঁর কাছেও দীর্ঘকাল রাগালাপ শেখেন। বাঙলাদেশে মহম্মদ খাঁর সঙ্গীত-ধারার একজন শ্রেষ্ঠ অধিকারী ছিলেন। দক্ষ ও সাহসী শিকারী হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। [৩]

জ্ঞানদাস। কাঁদড়া—বর্ধমান। জন্মকাল আনু-মানিক ১৫২০ থেকে ১৫৩৫ খ্রী. মধ্যে। মঙ্গল-ব্রাহ্মণবংশীয় ছিলেন ব'লে মঙ্গল ঠাকুর, শ্রীমঙ্গল, মদন-মঙ্গল প্রভৃতি নামেও অভিহিত হতেন। এক-মাত্র তিনিই সর্বপ্রথম 'ষোড়শ গোপাল'-এর রূপ বর্ণনা করে উৎকৃষ্ট পদ রচনা করেন। বৃন্দাবনে তিনি শ্রীজীব, রঘুনাথদাস, গোপাল ভট্ট, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ বৈষ্ণব সাধক এবং পণ্ডিতদের সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসেন। নিত্যানন্দের ভক্ত ছিলেন। ব্রজবুলিতেও প্রচুর পদ রচনা করেছেন এবং রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়লীলার বিভিন্ন পর্যায়ের পদে বিচিত্র রস-সঞ্চারে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'মাথুর' ও 'মুরলীশিক্ষা' বৈষ্ণবগীতি-কাব্যের মহামূল্য রত্ন। কাব্য দু'খানির ভাষা ও রচনাপ্রণালী চণ্ডীদাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সাধক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে কাটোয়ার উৎসব বর্ণনায় তাঁকে 'মোহান্ত'দের একজন বলে ধরা হয়েছে। তাঁর জন্মস্থানে এখনও একটি মঠ বর্তমান আছে। সেখানে প্রতি বছর পৌষ পূর্ণিমায় তাঁর স্মরণে মেলা হয়। সঙ্গীতজ্ঞ এবং কীর্তনের নূতন পদ্ধতির উদ্ভাবক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি শোনা যায়। [১,২,৩,২৫,২৬]

জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৯?-১৯৩৮) সোনারটিবরি—হুগলী। রেভারেণ্ড প্রসন্নকুমার। সাধারণ্যে জে. আর. ব্যানার্জী নামে পরিচিত। ১৮৮২ খ্রী. শ্রীরামপুর কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করেন। তারপর ডাফ কলেজ থেকে এফ.এ., দর্শনশাস্ত্র ও ইংরেজীতে অনার্সসহ বি.এ. এবং ১৮৮৯ খ্রী. দর্শনশাস্ত্রে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে মাত্র ২০ বছর বয়সে ডাফ কলেজে ইংরেজী ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। দু' বছর পর মেট্রোপলিটান ইন্স্টি-টিউশনে (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) যোগদান করেন এবং সেখানে ৪২ বছর অধ্যাপনা করেন। ১৯৩৬ খ্রী. অধ্যক্ষ হিসাবে অবসর-গ্রহণ করে রিপন কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করতে থাকেন। তিনি বহু বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশিলষ্ট এম.এ. বিভাগে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক এবং ফ্যাকাল্টি অফ আর্টস-এর ডীন হয়েছিলেন। বাঙালী খ্রীষ্টান সম্প্র-দায়ের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা ও সুবক্তা ছিলেন। [১]

জ্ঞানশরণ চক্রবর্তী, কাব্যানন্দ (?-১৩৩১ ব.) চন্দননগর—হুগলী। বীরেশ্বর। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র; এম.এ., পি.আর.এস., এম. আর.এ.এস. প্রভৃতি উপাধিপ্রাপ্ত ছিলেন। প্রথমে অধ্যাপক, পরে মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান ও শেষে কন্ট্রোলার-জেনারেল পদে কাজ করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : 'আহ্নিকম্', 'উচ্ছ্বাস', 'লোকালোক', 'লক্ষ্মীরাণী', 'পিপাজী'। অন্যান্য রচনা : 'Solutions of Differential Equations', 'Agricultural Insurance', 'Theory of Thunderstorm', 'The Language Problem of India' প্রভৃতি। [১,৪]

জ্ঞানশ্রীমিত্র (১১শ শতাব্দী) গৌড়। বৌদ্ধ-ন্যায়প্রস্থানে সর্বশেষ মৌলিক গ্রন্থকার। গোড়ায় তিনি হীনযানী বৌদ্ধ ছিলেন, পরে মহাযানে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বিক্রমশীলা মহাবিহারে অন্যতর মহাস্তম্ভের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি একদিকে শঙ্কর, ত্রিলোচন, বাচস্পতি, বিত্তোক প্রভৃতি হিন্দু নৈয়ায়িকদের এবং অন্যদিকে বৌদ্ধা-চার্য ধর্মোত্তরের মত বিচার ও খণ্ডন করে নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর বৌদ্ধন্যায়-সম্বন্ধীয় সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'কার্যকারণ-ভাবসিদ্ধি' ১৪শ শতকে আচার্য মাধব রচিত সর্বদর্শনসংগ্রহে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। তিনি ধর্মকীর্তির 'প্রমাণবার্তিকে'র অন্যতম ব্যাখ্যাতা ও প্রজ্ঞাকর গুপ্তের প্রস্থানা-নুসারী ছিলেন। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'ক্ষণভঙ্গাধ্যায়', 'অপোহপ্রকরণ', 'ঈশ্বরবাদ' এবং 'সাকারসিদ্ধিশাস্ত্র' প্রধান। 'সুভাষিতরত্নকোষ' নামক গ্রন্থে তাঁর রচিত কবিতা উদ্ধৃত আছে। সম্প্রতি জ্ঞানশ্রীমিত্রের উল্লেখযোগ্য অবদানের নিদর্শন তিব্বতে আবিষ্কৃত এবং পাটনা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধন্যায়প্রস্থানে তিনিই শেষ মৌলিক গ্রন্থকার। [১,৩,৬৭]

জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী (৭.১.১৮৯৮-ফেব্রু. ১৯৫৬) বেড়বুচিনা—ময়মনসিংহ। ব্রজগোপাল। গয়া শহরে জন্ম। পাটনার রামমোহন রায় সেমিনারী ও বি. এন. কলেজে এবং কলিকাতা সিটি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ছাত্রাবস্থায় ১৯০৫ খ্রী. বঙ্গভঙ্গ আন্দো-লনের প্রতি আকৃষ্ট হন। ক্রমে তাঁর কর্মোদ্যম সমাজ-সেবায় নিবদ্ধ হয়। শিক্ষিত যুবকদের নিয়ে তিনি 'ব্যাণ্ড অফ হোপ' (আশাবাহিনী) গঠন করেন। ১৯১৬ খ্রী. টেম্পারেন্স ফেডারেশনের সভাপতি নিযুক্ত হন। ব্রহ্মবান্ধব কেশবচন্দ্রের আদর্শে তিনি বন্ধুদের নিয়ে কলিকাতায় (১/৫ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট) 'শ্রমজীবী বিদ্যালয়' নামে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করে আমৃত্যু তার পরিচালনা করেন।

সেখানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে পুস্তক-বাঁধাই, দর্জির কাজ, ছাতা ও চামড়ার দ্রব্যাদি তৈরীর কাজ, সাইনবোর্ড আঁকা প্রভৃতি কারিগরি শিক্ষা দেওয়া হত। ঐ বিদ্যালয়ের ১৮টি শাখা-কেন্দ্রে শিক্ষা-ব্যবস্থা ছাড়াও বস্তিবাসী ও অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়নমূলক কাজ এবং বিনা-মূল্যে চিকিৎসাদি সাহায্যের ব্যবস্থাও ছিল। তিনি ডা. দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল সোশ্যাল সার্ভিস লীগের অন্যতম সংগঠক ও কর্ম-সচিব ছিলেন। ১৯১৪ খ্রী. দামোদরের বন্যা ও ১৯১৯ খ্রী. আত্রাই নদীর বন্যায় ত্রাণকার্যে যোগ দেন। তখন থেকে ক্রমে তাঁর কর্মকেন্দ্র গ্রামাঞ্চলে প্রসারিত হয়। তিনি গ্রামোন্নয়ন আন্দোলন সংগঠন করে 'পল্লীশ্রী সংঘ' স্থাপন করেন। এরপর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রেরণায় ও আনুকূল্যে 'দেশবন্ধু পল্লীসংস্কার সমিতি' সংগঠনে ব্রতী হন। উভয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি সরল ও নিরক্ষর লোকদের মধ্যে চেতনা-সঞ্চার ও শিক্ষা-প্রসারের জন্য ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ন সহযোগে বক্তৃতা দ্বারা প্রচারের ব্যবস্থা করেন। এ দেশে এরূপ অভিনব রীতির তিনিই প্রবর্তক। জনশিক্ষা এবং সেই সঙ্গে গ্রামে গ্রামে কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রচারও তিনি ম্যাজিক ল্যাণ্টার্নের সাহায্যে চালু করেন। তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতাদি তখন 'দেশের ডাক', 'বিপ্লবী বাংলা', 'ভারতে তুলার চাষ', 'ভারতে কাপড়ের ইতিহাস', 'বিলাতী বস্ত্র বর্জন করিব কেন' ইত্যাদি নামে পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করেছিলেন। 'দেশের ডাক' ও 'বিপ্লবী বাংলা' ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। রাজদ্রোহের অপরাধে কয়েকবার তিনি কারা-দণ্ডও ভোগ করেন। প্রতি বছর শারদীয়া পূজার পূর্বে তিনি স্বদেশী মেলার আয়োজন করতেন। বড়বাজারে তিনি একটি স্থায়ী প্রদর্শনী এবং কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে 'স্বদেশী ভাণ্ডার' নামে একটি পণ্যবিপণি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তৎকালীন মেয়র সুভাষচন্দ্র বসুর অনুরোধে কলিকাতার কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের দোতলায় 'কমার্শিয়াল মিউজিয়াম' নামে একটি স্থায়ী প্রদর্শনী জনসাধারণের সম্মুখে উন্মুক্ত করেন এবং উক্ত মিউজিয়ামের অধিকর্তা-রূপে 'বাই স্বদেশী' (Buy Swadeshi) আন্দোলন পরিচালনা করেন। দেশজ পণ্যের প্রচার ও প্রসারের এবং কুটীর শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প রক্ষণের জন্য 'ইণ্ডিজেনাস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন' স্থাপন করে অপূর্ব সংগঠনী শক্তির পরিচয় দেন। এজন্য একটি 'সেলসম্যান ট্রেনিং ইন্স্টিটিউট' খুলেছিলেন। স্বাধীন ভারতে তিনি দেশীয় পণ্য-সামগ্রী ও আঞ্চলিক শিল্পের নমুনাদি সহ রেল-গাড়ীতে ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনীও খুলেছিলেন। ১৯৪৮ খ্রী. কলিকাতা ইডেন উদ্যানের প্রথম সর্বভারতীয় প্রদর্শনীর সার্থক ব্যবস্থাপনা তাঁর একটি বিশিষ্ট কীর্তি। এসময়ে তিনি 'ন্যাশনাল চেম্বার্স অফ কমার্স' স্থাপন ও 'অল ইণ্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন' সংগঠন করেন। 'ম্যানুফ্যাক-চারার্স' নামে একটি পত্রিকাও তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। দুর্গাপুর শিল্পনগরী পত্তনের প্রাথমিক অনুসন্ধান ও পরিচালনার কাজ তিনিই করেছিলেন। ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দো-লনের সময় তিনি আত্মগোপনকারী নেতাদের মধ্যে সংবাদ সরবরাহ ও সাজ-সরঞ্জামাদি আদান-প্রদানে সাহায্য করেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্রহ্মদেশ থেকে আগত ভারতীয় শরণার্থীদের এবং দেশবিভাগের পর পূর্ববঙ্গের অসংখ্য উদ্বাস্তু নরনারীর বিপদে আর্থিক ও মানসিক সাহায্য এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থায়ও তিনি অগ্রণী ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গকে বিহার রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা হলে তিনি তার প্রতিবাদে আন্দোলন গড়ে তুলতে 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুনর্গঠন সংযুক্ত পরিষৎ' স্থাপন করেন। তাছাড়া ভাষাভিত্তিক বৃহত্তর বঙ্গ পুনর্গঠনের মাধ্যমে বাঙালীর কৃষ্টি সংরক্ষণেও সচেষ্ট হন। বঙ্গ-বিহার সংযুক্তিরোধ আন্দোলন পরিচালনা কালে 'শ্রমজীবী বিদ্যালয় ভবনে' তাঁর মৃত্যু হয়। [১৪১]

জ্ঞানানন্দ স্বামী (?-৬.২.১৩৪৫ ব.) মর্জলিশপুর—ত্রিপুরা। পদ্মলোচন রায়। গৃহস্থা-শ্রমের নাম নিবারণচন্দ্র। ১২ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে পায়ে হেঁটে ভারতের বিভিন্ন তীর্থে ভ্রমণ করেন। দেশবন্ধুর আহ্বানে একবার তারকেশ্বর সত্যাগ্রহও পরিচালনা করেছিলেন। হরিদ্বারের ওঙ্কার মঠের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। নিজ গ্রামেও একটি ওঙ্কার মঠ স্থাপন করেছিলেন। [১]

জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, রায়বাহাদুর, সি.আই.ই. (১২৬১?-১৩৪৯ ব.)। পিতা বেথুন কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হরচন্দ্র ঘোষ। তিনি কলিকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ, সেন্ট পল্স্ কলেজ, অক্স-ফোর্ড মিশন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে বহু লক্ষ টাকা দান করেন। [৫]

জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস (১২৬০-৭.৯.১৩৩৯ ব.) কলিকাতা। পূর্বনিবাস—যশোহর। শ্রীনাথ। তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে বি.এ., এম.এ. ও বি.এল. পাশ করে কিছুকাল হাইকোর্টে যাতায়াত করেন। উদার-

মতাবলম্বী ছিলেন। ১২৯০ ব. তাঁর প্রকাশিত 'সময়' পত্রিকায় তিনি স্যার আশুতোষের কন্যার দ্বিতীয়বার বিবাহকে পূর্ণ সমর্থন করেন। স্ত্রী-জাতির উন্নতি ও স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রতি তাঁর বরাবর আন্তরিক সমর্থন ছিল। পিতার অতুল ঐশ্বর্য এবং প্রচুর সম্মানিত পদ পেয়েও সব প্রত্যাখ্যান করে একজন সাধারণ কর্মীর মতই কাজ করে গেছেন। কাশীধামে মৃত্যু। [২৫]

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু। অভয়চরণ। রাজনারায়ণ বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি মেদিনীপুরে যুবকদের মধ্যে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করে দৃঢ়চিত্ত যুবকদল গঠন করেছিলেন। তাঁর অনুজ বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথ ফাঁসিতে প্রাণ দিয়েছেন। ফ্রান্সে গিয়ে বোমা প্রস্তুত করার প্রণালী শিক্ষার জন্য হেমচন্দ্র কানুনগো উদ্যোগী হলে তিনি তাঁর জন্য টাকা তোলেন। নাড়াজোলের রাজাও এই ব্যাপারে চাঁদা দেন। ক্ষুদিরাম তাঁর ও সত্যেন্দ্রনাথের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ স্কট্‌স্ লেনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন এবং নির্দেশ নিতেন। [৫৪]

জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় (১৭.২.১৮৯৭ - ৯.৪.১৯৭০) তিল্লীগ্রাম—ফরিদপুর। পূর্ণচন্দ্র। ১৯১৯ খ্রী. তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নশাস্ত্রে এম.এস-সি.-তে প্রথম হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে রসায়ন বিভাগের লেক্‌চারারের পদে যোগদান করে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে জৈব রসায়নে গবেষণা শুরু করেন। ১৯২৩ খ্রী. ভ্রমণবৃত্তি নিয়ে ইংল্যান্ডে যান ও নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী জৈব রসায়ন-বিজ্ঞানী স্যার রবার্ট রবিনসনের অধীনে গবেষণায় রত হন। ১৯২৬ খ্রী. স্যার রবিনসনের সঙ্গে যৌথভাবে তিনি যে গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেন তা যোজ্যতার আধুনিক ইলেকট্রনিক তত্ত্বের ভিত্তিস্বরূপ। ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যাপনা ও গবেষণা এবং অস্ট্রিয়ার গ্রাজ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক প্রেগ্‌লের সঙ্গে মাইক্রো-রসায়ন বিষয়েও গবেষণা করেন। ১৯২৮ খ্রী. ভারতে ফিরে লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হন। এখানে দীর্ঘকাল অধ্যাপনার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারত সরকারের আমন্ত্রণে ড্রাগ্‌স্ ও ড্রেসিং দপ্তরের অধিকর্তা হন। এই সময় রণাঙ্গনে প্রয়োজনীয় প্রধান প্রধান ভেষজ ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের কেন্দ্র সারা দেশে গড়ে তোলবার ব্যাপারে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। এরপর ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের সহ-অধিকর্তা নিযুক্ত হন এবং ১৯৫১ খ্রী. পর্যন্ত তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। বোম্বাইয়ের টি. সি. এফ., জন উইথ এবং জেফরি ম্যানার্স ভেষজ প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা ছিলেন। ১৯৫৮ খ্রী. ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এ প্রধান শিল্প ও গবেষণা উপদেষ্টারূপে যোগদান করে ১৯৬৮ খ্রী. অবসর-গ্রহণ করেন। তাঁর রচিত ১৮০টির বেশী মৌলিক গবেষণা-নিবন্ধ ভারত, ব্রিটেন, আমেরিকা ও জার্মানীর নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি ভারতে উপক্ষার সংশ্লেষণ গবেষণায় অন্যতম পথিকৃৎ। এ সম্পর্কে তাঁর একটি কৃতিত্বপূর্ণ অবদান বারবেরিন উপক্ষারের সংশ্লেষণ। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রিয় শিষ্য 'জ্ঞানত্রয়ে'র তিনি অন্যতম। [১৬]

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী (১৯০২ - ১৯৪৭) বিষ্ণুপুর—বাঁকুড়া। বিপিনচন্দ্র। দুই খুল্লতাত লোকনাথ গোস্বামী এবং রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর নিকট সঙ্গীতশিক্ষা করেন। পরে পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বর পালুসকর এবং গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর কাছেও সঙ্গীত অভ্যাস করেন। মধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী এই শিল্পী ধ্রুপদ ও খেয়াল দুই অঙ্গেই কৃতিত্বের পরিচয় দেন। খেয়ালের ঢং-এ গাওয়া তাঁর বাংলা গানের রেকর্ডগুলি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। [৩,২৬]

জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৯শ শতাব্দী) পাথুরিয়াঘাটা—কলিকাতা। প্রসন্নকুমার। শিক্ষাগুরু রেভা. কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাবে খ্রীষ্টধর্মে আকৃষ্ট হন এবং ঐ ধর্ম গ্রহণ করে গুরু-কন্যা কমলমণিকে বিবাহ করেন। ধর্মত্যাগ করায় পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন। পরে আইনের বলে সম্পত্তি পেয়েছিলেন। বাঙালীদের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যারিস্টার। কিন্তু প্রধানত বিলাতেই অবস্থান করাতে আইন ব্যবসায় করতে সমর্থ হন নি। ইংল্যান্ডে মৃত্যু। [১,২৬]

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস (১৮৭২ ? - ১৯৩৯) শিকদারবাগান—কলিকাতা। বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আভিধানিক ও সাহিত্যসেবক। চাকরি জীবনে বহু বছর উত্তর প্রদেশের আই.জি.'র (পুলিস) খাস মুনশী ছিলেন। 'প্রবাসী' পত্রিকায় লেখার মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যিক জীবন শুরু হয়। তিনি ২০ বছরের একক প্রচেষ্টায় পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা-সংবলিত ৫০ হাজারেরও বেশি শব্দ-সমন্বিত 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' গ্রন্থ রচনা করেন। মাইকেলের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের সটীক সংস্করণ এবং ইহুদি ধর্মের ইতিহাস, মতবাদ এবং অনুষ্ঠানের আলোচনা-সংবলিত গবেষণাগ্রন্থ 'ইব্রীয়ধর্ম' তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। তাঁর রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী', 'প্রাণীদের অন্তরের কথা' প্রভৃতি। এ

ছাড়াও বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। [৩,২৫,২৬]

জ্ঞানেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৪ - ৮.১.১৯৭১) মজিথা—পাঞ্জাব। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন-শাস্ত্রে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে এম.এ. পাশ করেন। ১৯১৮ খ্রী. কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেন্ট্যাল অ্যান্ড মর‍্যাল সায়েন্সে প্রথম বিভাগে প্রথম হন। ১৯১৯ থেকে ১৯৪৬ খ্রী. পর্যন্ত পাঞ্জাবের বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা ও অধ্যক্ষতা করেন। ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৯ খ্রী. মধ্যে পাঞ্জাব সরকারের শিক্ষাবিভাগে ডি.পি.আই. ও সেক্রেটারী এবং ঈস্ট পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন। ১৯৬২ খ্রী. 'পদ্মভূষণ' উপাধি প্রাপ্ত হন। রচিত গ্রন্থ : 'Commonsense Empiricism' ও 'British Empiricism'। এ ছাড়াও রচিত প্রবন্ধাবলী ভারতীয় এবং ব্রিটিশ জার্নালে প্রকাশ করেছেন। [১৬]

টিপু গারো (? - মে ১৮৫২) লেটিয়াবান্দা—ময়মনসিংহ। পিতা পাঠান দরবেশ করমশাহ পাগলা-পন্থী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ছিলেন। ১৮১৩ খ্রী. পিতার মৃত্যুর পর টিপু গারো হাজংদের সর্দার হয়ে নিপীড়ক জমিদারদের হাত থেকে তাদের বাঁচাবার জন্য বিরাট এক সশস্ত্র দল তৈরী করেন এবং ঘোষণা করেন যে বিঘা-পিছু চার আনার বেশি কর দেওয়া হবে না। ১৮২৫ খ্রী. সেরপুরের জমিদার তাঁদের আক্রমণের মুখে পালিয়ে গিয়ে ইংরেজ কালেক্টর ড্যাম্পিয়েরের কাছে আশ্রয় নেন। টিপু 'জরিপাগড়' নামে এক পুরনো কেল্লায় গিয়ে রাজা হয়ে বসেন। ড্যাম্পিয়ের তাঁকে গ্রেপ্তার করলে সৎ জীবন যাপনের প্রতিশ্রুতিতে তিনি ছাড়া পান। ১৮২৭ খ্রী. পুনরায় হাঙ্গামার জন্য তিনি গ্রেপ্তার হন। ময়মনসিংহের সেসন জজের বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। কারাবাসকালে তাঁর মৃত্যু ঘটে। টিপুর মৃত্যুর পর তাঁর গৃহ শিষ্যদের পীঠস্থান হয়ে ওঠে। তিনি গারো উপজাতীয়দের ধর্মীয় গুরু ছিলেন। টিপু-বিশ্বাসীদের সংখ্যা এখনও কম নয়। [৫৫,৫৬]

টীকেন্দ্রজিৎ সিংহ (২৫.১২.১৮৫৮ - ১৩.৮. ১৮৯১) মণিপুর। চন্দ্রকীর্তি বা কীর্তিচন্দ্র। অশ্বারোহণ ও অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত ছিলেন। ১৮৭৮ খ্রী. ইংরেজদের সঙ্গে নাগাদের যুদ্ধে তিনি ইংরেজ-পক্ষকে সাহায্য করে স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৮৮৬ খ্রী. পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুরচন্দ্র মহারাজা, কুলচন্দ্র যুবরাজ ও টীকেন্দ্রজিৎ সেনাপতি হন। ২১.৯.১৮৯০ খ্রী. থেকে মণিপুরে রাষ্ট্র-বিপ্লব উপস্থিত হলে সুরচন্দ্র সিংহাসনচ্যুত হন এবং কুলচন্দ্র রাজা ও তিনি যুবরাজ হন। এই ব্যাপারে ইংরেজ সরকার খুশী হতে পারল না। ২২.৩.১৮৯১ খ্রী. টীকেন্দ্রজিৎকে গ্রেপ্তারের জন্য আসামের কমিশনার কুইন্টন মণিপুরে দরবার ডাকেন এবং তাঁকে হাজির থাকবার আদেশ দেন। টীকেন্দ্রজিৎ উপস্থিত না হওয়ায় কুইন্টন তাঁর প্রাসাদ আক্রমণ করে ব্যর্থ হন। শেষে চারজন ইংরেজ সহকারী সমেত সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে টীকেন্দ্রজিতের প্রাসাদে যান এবং প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফেরবার সময়ে উত্তেজিত জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে নিহত হন। এরপর ইংরেজ সেনাবাহিনী মণিপুর আক্রমণ করে। টীকেন্দ্রজিৎ পরাজিত হয়ে কিছুদিন আত্মগোপন করেন। পরে ২৫.৫.১৮৯১ খ্রী. ধৃত হন। ১ জুন থেকে টীকেন্দ্রজিতের বিচার চলে। ১৩ জুন তাঁর ফাঁসির আদেশ হয় এবং ১৩ আগস্ট তা কার্যকরী করা হয়। এই বিচার প্রসঙ্গে ক্যাপ্টেন হিয়ার্সে বলেছিলেন, "ইহা এক নিদারুণ প্রহসন এবং ন্যায়-বিচারের নামে ভারতবাসীর প্রতি এরূপ ব্যঙ্গ আর কখনও করা হয় নাই।" মহারাণী ভিক্টোরিয়াও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছিলেন। [১,৩,৭,২৫,২৬,৪২]

ঠাকুরদাস চক্রবর্তী (আনু. ১২০৯ - ১২৬৯ ব.)। নদীয়ায় মাতুলালয়ে জন্ম। গ্রাম্য পাঠশালার পড়া শেষ করে জমিদারী সেরেস্তায় কেরানীর কাজে নিযুক্ত হন। বাল্যকাল থেকেই সঙ্গীত-রচনায় দক্ষ ছিলেন। ২৭/২৮ বছর বয়সে চাকরি ছেড়ে কবি-গায়কদের জন্য গান ও পালা রচনা শুরু করে ভোলা ময়রা, এন্টনী ফিরিঙ্গি প্রভৃতি কবিয়ালগণের সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি নিজে কখনও আসরে নামতেন না এবং কবিগানের দলও চালাতেন না। সখীসংবাদ-বিষয়ক সঙ্গীত-রচনায় অত্যন্ত আগ্রহান্বিত ছিলেন। কবি ঠাকুরদাস এবং ঠাকুরদাস আচার্য নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন। [১,২,৩]

ঠাকুরদাস দত্ত (১২০৭/৮ - ১২৮৩ ব.) ব্যাঁটরা —হাওড়া। রামমোহন। গৃহশিক্ষকের কাছে বাংলা ও ইংরেজী শিক্ষালাভের পর পিতার কর্মস্থল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকরিতে নিযুক্ত হন। তিনি যাত্রাদলের অভিনেতা এবং পৌরাণিক পালা-গান ও সঙ্গীত রচয়িতা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ৩০ বছর বয়সে একটি যাত্রাদল গঠন করেন। তিনি বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আমন্ত্রিত হতেন। এরপর পাঁচালী রচনা শুরু করেন। নিজ দলে 'বিদ্যাসুন্দর', 'লক্ষ্মণ বর্জন' প্রভৃতি পালা অভিনীত হত। কিছুকাল পর এই দল ভেঙ্গে যায়। তিনি তখন অন্যান্য শখের দলের জন্য পালা রচনা শুরু করেন। সাংবাদিক কালীপ্রসাদ ঘোষ তাঁকে 'ইণ্ডিয়ান বার্ড' নামে অভিহিত করেছিলেন।

তাঁর রচিত অন্যান্য পালাগানের মধ্যে 'কলঙ্ক-ভঞ্জন', 'শ্রীমন্তের মশান', 'রাবণবধ' প্রভৃতি উল্লেখ-যোগ্য। [১,৩,২৫,২৬]

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় (১৮৫১-১৯০৩) সারসা—খুলনা। নবকুমার। নবীন ভাষা-ছাঁচের একজন বিশিষ্ট লেখক। চব্বিশ পরগনার গোবর-ডাংগা ইংরেজী স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। পিতৃবিয়োগ হওয়ায় এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে পারেন নি। সারসা মাইনর স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসাবে এবং পরে দ্বারভাংগার কোর্ট অফ ওয়ার্ডসে কিছুদিন কাজ করার পর 'বংগবাসী' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করেন। একজন নিপুণ প্রাবন্ধিক ছিলেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ : 'দুর্গোৎসব' (কাব্য), 'সাহিত্যমংগল' (প্রবন্ধ), 'সাতনরী' (খণ্ডকাব্য), 'শারদীয় সাহিত্য' (গদ্যপদ্যময় সমাজচিত্র) এবং 'সহরচিত্র', 'সোহাগচিত্র' (কৌতুকচিত্র) প্রভৃতি। নবজীবন, সাধারণী, নব্যভারত, সাহিত্য, সাধনা প্রভৃতি সাময়িকপত্রের তিনি সমাদৃত সন্দর্ভলেখক ছিলেন। [১,৩,৭,২০]

ঠাকুরানী দাসী। এই ছদ্মনামে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বিধবা ১৮৫৮-৫৯ খ্রী. 'সংবাদ-প্রভাকরে' কবিতা লিখে সুনাম অর্জন করেছিলেন। [২৮]

ডাফ, আলেকজান্ডার (এপ্রিল ১৮০৫-ফেব্রু. ১৮৭৮)। ভারত-প্রবাসী স্কটল্যান্ডের খ্রীষ্টান ধর্মযাজক ও বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী। স্কটল্যান্ডের সেন্ট জর্জ অ্যান্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ধর্মশাস্ত্রে শিক্ষা সমাপ্ত করার পর স্কটল্যান্ডের ধর্মপরিষদের উপ-রোধে ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য ঐ পরিষদের প্রথম যাজকরূপে তিনি কলিকাতায় আসেন (মে ১৮৩০)। কিন্তু ইংরেজ কর্তৃপক্ষ কলিকাতায় তাঁকে ধর্মপ্রচারের অনুমতি না দেওয়ায় তিনি নিকটবর্তী দিনেমার অধিকৃত শ্রীরামপুরে যান এবং কেরী, মার্শম্যান প্রমুখ মিশনারীদের সংগে মিলিত হয়ে সেখানে ধর্মপ্রচারের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তা ছাড়া তিনি রামমোহন রায়ের আনুকূল্যে কলিকাতা লোয়ার চিৎপুর রোডে একটি অবৈতনিক শিক্ষা-লয়ও স্থাপন করেন। সেখানে আবশ্যিক বিষয়-রূপে বাইবেল পাঠের ব্যবস্থা রাখা হয়। তিনি নিজে বাংলা ভাষা শিক্ষা করে বাংলা ভাষার সাহায্যে নিজস্ব প্রণালীতে ঐ বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিখাতেন। রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিকট দীক্ষা নিয়ে খ্রীষ্টান হন। ডাফ কলিকাতার বাইরে হুগলী, বাঁশবেড়িয়া, কালনা, ঘোষপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁর প্রচারকেন্দ্র প্রসারিত করে শিক্ষাদান ও ঐ সংগে ধর্মপ্রচার করেন। ১৮৪৩ খ্রী. কলিকাতায় ফ্রি চার্চ ইন্‌স্টিটিউশন (পরে ডাফ কলেজ) নামে আরও একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। টাকী, বাঁশবেড়িয়া অঞ্চলেও তিনি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। টাকীর চৌধুরীবংশীয় জমিদারগণ এ কাজে তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারেও তিনি সচেষ্ট ছিলেন। ধর্মপ্রচার ও জন-হিতকর কাজের জন্য তিনি ১৮৪৪ খ্রী. 'ক্যালকাটা কোয়ার্টার্লি' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। দীর্ঘকাল 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। দেশী ও বিদেশী পত্রিকায়ও তাঁর বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৫৩-৫৪ খ্রী. পর্যন্ত তিনি ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় ছিলেন। এই সময় নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এলএল. ডি. এবং এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয় ডি.ডি. উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। ১৮৫৯ খ্রী. তিনি বেথুন সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল (১৮৫৭) থেকে তার অন্যতম সদস্যরূপে যুক্ত ছিলেন। [১,৩]

ডিরোজিও, হেনরী লুই ভিভিয়ান (১৮.৪. ১৮০৯-২৬.১২.১৮৩১) কলিকাতা। ফ্রান্সিস। এই বিশিষ্ট অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান শিক্ষাব্রতী, কবি ও সাংবাদিক নিজেকে ভারতীয় ব'লে দাবি করতেন এবং বাঙলার মনীষিগণও তাঁকে বাঙালী ব'লে গর্ববোধ করেন। স্কচ্ প্রেসবিটারিয়ান যুক্তিবাদী খ্রীষ্টান ডেভিড ড্রামণ্ডের ধর্মতলা অ্যাকাডেমিতে শিক্ষাকালে (১৮১৫-১৮২২) তিনি ইতিহাস, দর্শন ও ইংরেজী সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন ও সংগে সংগে সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী হয়ে ওঠেন। ১৮২৩ খ্রী. মাত্র ১৪ বছর বয়সে সওদাগরী অফিসে চাকরি নিয়ে ভাগলপুরে যান। সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশে সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করেন। 'জুভেনিস' ছদ্মনামে কলিকাতার 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' তাঁর কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৮২৬ খ্রী. কলিকাতার হিন্দু কলেজে শিক্ষক-রূপে যোগদান করেন। ইতিহাস ও ইংরেজী সাহিত্য পড়াতেন। অল্পদিনেই ছাত্রদের অত্যন্ত প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কলেজে পড়াবার সময় এবং কলেজের বাইরে তিনি অ্যাডাম স্মিথ, বেন্থাম, বার্কলে, লক্, মিল, হিউম, রীড, স্টুয়ার্ট, পেইন্ট, ব্রাউন প্রমুখ বিখ্যাত মনীষীদের রাজনৈতিক দর্শনের ব্যাখ্যা ও প্রচার দ্বারা ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞানের ও যুক্তির ভিত্তি পাকা করে দেন। তাঁর শিষ্যদলের আটজন—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র, শিবব্রত দত্ত ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় পরবর্তী কালে বাঙলা তথা ভারতের প্রগতিমূলক

আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন। তাঁরাই 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে খ্যাত। তাঁদের ও অন্যান্য ছাত্রদের নিয়ে ডিরোজিও 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' নামে বিতর্ক সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এ সভা থেকে ক্রমে সাতটি পৃথক্ সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকটিতেই ডিরোজিও যোগ দিতেন। এখানে পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, আস্তিকতা, নাস্তিকতা, অদৃষ্টবাদ, সাহিত্য, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা ও মত-বিনিময় হত। ডেভিড হেয়ারের আগ্রহে ডিরোজিও পটলডাঙ্গা স্কুলেও বক্তৃতা করতেন। এখানেও হিন্দু কলেজ ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্ররা বক্তৃতা শুনতে আসত। তাঁর বহু বিতর্কসভায় হেয়ার, বিশপ্‌স্ কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর মিল প্রমুখ তৎকালীন বিখ্যাত ব্যক্তিরা উপস্থিত থেকে আলোচনায় যোগ দিতেন। ১৮৩০ খ্রী. তাঁর প্রেরণায় হিন্দু কলেজের ছাত্ররা 'পার্থেনন' নামে একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষের আদেশে পত্রিকাটির দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশ হবার আগেই তা বন্ধ হয়ে যায়। যুগ পরিপ্রেক্ষিতে 'পার্থেননে'র একটি মাত্র সংখ্যার রচনাগুলির বিষয়-বস্তু দেখলেই এই নিষেধাজ্ঞার কারণ বোঝা যাবে। স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, ভারতকে ইউরোপীয়দের উপনিবেশে পরিণত করার চেষ্টার বিরোধিতা, আদালতের বিচারকার্যে ব্যয়বাহুল্য কমান এবং হিন্দুধর্মে প্রচলিত বিবিধ কুসংস্কারের প্রতি তীব্র আক্রমণ প্রভৃতি প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু ছিল। ছাত্রগণ কেবল হিন্দুধর্মেরই নয়, প্রচলিত খ্রীষ্টধর্মেরও বিরোধিতা করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে ডিরোজিও প্রচারিত যুক্তিনিষ্ঠ বিচার ও সর্বপ্রকার অন্ধ বিশ্বাস পরিহার করার শিক্ষায় ছাত্রগণ ধর্মীয় আচার-ব্যবহারের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে। ক্রমে ছাত্রদের মধ্যে মদ্যপান, নিষিদ্ধ-দ্রব্য ভক্ষণ ও আচারভ্রষ্টতায় হিন্দুসমাজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্র ও শিক্ষকদের ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ক সভা-সমিতিতে যোগ দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। ফলে ছাত্ররা আরও উগ্র হয়ে ওঠে। এই সময় কলেজ ভবনে মিশনারী আলেকজাণ্ডার ডাফের খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারমূলক বক্তৃতার প্রতিবাদ করে 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' এক লেখা বেরুলে সবাই ধরে নেন এটি ডিরোজিওর লেখা। ২৩.৪.১৮৩১ খ্রী. কলেজের পরিচালন সমিতির পক্ষ থেকে হেনরী হেম্যান উইলসন ডিরোজিওকে দোষী সাব্যস্ত করে পদত্যাগ করতে চিঠি দেন। ২৫ এপ্রিল ১৮৩১ খ্রী. তীব্র প্রতিবাদসহ অভিযোগ খণ্ডন করে ডিরোজিও পদত্যাগ করেন। এরপর তিনি 'হেসপারাস' নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনা আরম্ভ করেন এবং ১ জুন ১৮৩১ খ্রী. 'ঈস্ট ইণ্ডিয়ান' নামে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের একমাত্র মুখপত্র প্রকাশ করেন। এ সময়ে অন্যান্য পত্রিকাদিতেও তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। মাত্র তেইশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর সুযোগ্য শিষ্যদল তাঁর প্রবর্তিত আন্দোলন ও 'এন্‌কোয়ারার', 'জ্ঞানান্বেষণ' প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে সত্যানুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যান। তাঁরা আজ বাঙলার নবযুগের ভগীরথ বলে স্বীকৃত। তৎকালীন হিন্দু কলেজ সম্বন্ধে বলা হত—"Hindu College at the time of Derozio—Master Spirit of the Era।" ডিরোজিওর ২টি কাব্যগ্রন্থ ও ২টি কবিতা-সঙ্কলন প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে 'ফকির অফ জাঙ্ঘিরা' বিখ্যাত। ডিরোজিওর সমস্ত কবিতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন বিষাদের ছায়া পাওয়া যায়। তাঁর রচিত 'To My Native Land' কবিতায় আছে—My Country! In Thy days of Glory Past/ A beauteous halo circled round thy brow/And worshipped as deity thou wast,/Where is that Glory, where that reverence Now? ছাত্রদের উদ্দেশ করে তিনি লিখেছিলেন, 'Expanding like the petals of young flowers/I watch the gentle opening of your minds. . .' [১,৩,৮]

ডিসুজা, লরেন্স। কলিকাতাবাসী এই গোয়ানীজ ভদ্রলোক অস্ট্রেলিয়ার ঘোড়ার ব্যবসায়ে অর্জিত অর্থের ৫০ লক্ষ পাউণ্ড লোকহিতৈষণার কাজে ব্যয় করেন। তাঁরই অর্থে কলিকাতার লেনিন সরণীতে (ধর্মতলা) বৃদ্ধ এবং পঙ্গুদের সেবার জন্য 'লরেন্স ডিসুজা হোম' প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত হচ্ছে। [১৬]

ডোম আন্তোনিয়ো বা দোম আন্তোনিয়ো-দো-রোজারিও (১৭শ শতাব্দী)। ক্যাথলিক খ্রীষ্ট-ধর্মে দীক্ষিত প্রথম বাঙালী এবং প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থের বাঙালী লেখক। তাঁর সম্বন্ধে এটুকু জানা যায়—১৬৬৩ খ্রী. মগেরা ভূষণার এক রাজকুমারকে বন্দী করে আরাকানে নিয়ে যায়, সেখান থেকে Manoel de Rozario নামে এক পর্তুগীজ পাদ্রী তাঁকে টাকা দিয়ে খালাস করে আনেন ও খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। বলা হয়, তাঁর দীক্ষার পর St. Antony স্বপ্নে তাঁকে দেখা দেন ব'লে তাঁর নামের সঙ্গে আন্তোনিয়ো শব্দটি যোগ করা হয়। তাঁর রচিত 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ' বাঙালীর লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। অনুমান, সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় কিংবা চতুর্থ পাদে

গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল। ১৭৪৩ খ্রী. পর্তুগীজ পাদরী মানোএল-দা-আসসম্পসাঁও এই গ্রন্থটি পর্তুগীজ ভাষায় অনুবাদ ও সম্পাদন করে ছাপান। বর্তমানে এই গ্রন্থের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি পর্তুগালের এভোরা শহরের সাধারণ পাঠাগারে রক্ষিত আছে। [১২২]

তফাজ্জল হোসেন (১৯১১-৩০.৫.১৯৬৯) ভাণ্ডারিয়া—বরিশাল। আদি নিবাস ফরিদপুর। মোসলেমউদ্দিন মিয়া। পিরোজপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স ও বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে ডিস্টিংশন সহ বি.এ. পাশ করেন। পিরোজপুর সিভিল কোর্টের কর্মচারিরূপে কর্মজীবন শুরু হয়। পরে বাঙলা সরকারের জেলাসংযোগ অফিসার পদে যোগদান করেন। প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অফিস সেক্রেটারীও ছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর কলিকাতা থেকে মুসলিম লীগ অফিস ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। তিনি তখন মুসলিম লীগ পরিত্যাগ করে দৈনিক 'ইত্তেহাদ' পত্রিকার পরিচালনা বিভাগে যোগদান করেন (১৯৪৮)। ইত্তেহাদ বন্ধ হয়ে গেলে এবং ঢাকায় পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হলে এই প্রতিষ্ঠানের সমর্থনে ১৯৪৯ খ্রী. সাপ্তাহিক 'ইত্তেফাক' প্রকাশিত হয়। ১৯৫১ খ্রী. তিনি উক্ত সাপ্তাহিকের সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন এবং 'মুসাফির' ছদ্মনামে 'রাজনৈতিক ধোঁয়াসা' শিরোনামায় নিবন্ধ রচনা শুরু করেন। পরবর্তী পর্যায়ে ২৪ ডিসেম্বর ১৯৫৩ খ্রী. 'ইত্তেফাক' দৈনিক পত্রিকারূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং তিনি তার সম্পাদক হন। ১৯৫২ খ্রী. তিনি এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় শান্তি সম্মেলনে যোগদানের জন্য চীন সফর করেন। ১৯৫৭-৫৮ খ্রী. তিনি দুই বছরের জন্য পি.আই.এ.-র ডিরেক্টর মনোনীত হন। ১৯৫৮ খ্রী. দেশে সামরিক শাসন জারী হলে তিনি ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ খ্রী. গ্রেপ্তার হন কিন্তু সামরিক আদালতের বিচারে মুক্তিলাভ করেন। ১৯৬১ খ্রী. পাকিস্তানস্থ আই.পি.আই.-এর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৬২ খ্রী. তিনি দ্বিতীয়বার জননিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার হন এবং ঐ বছরের ১৪ আগস্ট মুক্তি পান। ১৯৬৪ খ্রী. দাঙ্গা-বিরোধ কমিটির প্রথম সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৫ জুন ১৯৬৬ খ্রী. তিনি আবার গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৬৭ খ্রী. মুক্তি পান। তিনি নির্ভীক সাংবাদিক এবং মানিক মিয়া নামে পরিচিত ও মুসাফির নামে বিখ্যাত ছিলেন। রাওয়ালপিণ্ডিতে তাঁর মৃত্যু হয়। [১৪৯]

তরু দত্ত (৪.৩.১৮৫৬-৩০.৮.১৮৭৭) কলিকাতা। গোবিন্দচন্দ্র। রামবাগানের দত্ত পরিবারের এই গোষ্ঠী ১৮৬২ খ্রী. খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। বাঙলার এই বিখ্যাত তরুণী কবি ফ্রান্সের নীসের এক পাঁসিয়‍ঁনাতে এবং পরে কেম্ব্রিজে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৬৯ থেকে ১৮৭৩ খ্রী. পর্যন্ত ইউরোপে বাস করে পরিবারের সঙ্গে দেশে ফেরেন। কলিকাতায় এসে তিনি সংস্কৃত শিক্ষায় মন দেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা 'Lelonte de lisle' ফরাসী কবির কাব্য আলোচনা (বেঙ্গল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত)। ক্রমে ফরাসী কবির সনেটের ইংরেজী অনুবাদ ও স্বরচিত ইংরেজী গল্পের অংশ প্রকাশিত হয়। ৭০/৮০ জন ফরাসী কবির কবিতা ইংরেজীতে অনুবাদ করে তিনি 'A Sheaf Gleaned in French Field' নামে গ্রন্থটি ১৮৭৬ খ্রী. প্রকাশ করেন। এই সময় থেকেই তাঁর কবিখ্যাতির সূত্রপাত। তিনি বিখ্যাত ইংরেজ ও ফরাসী সমালোচকদের প্রশংসালাভ করেন ও ফরাসী প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ Clarisse Bader-এর সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ হয়। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Ancient Ballads and Legends of Hindusthan' ১৮৮২ খ্রী. প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থ ভারতে ইংরেজী ভাষায় লেখা কবিতার ইতিহাসে নূতন যুগের সূচনা করে। রিচার্ড গার্নেট সম্পাদিত 'The World Classics' গ্রন্থে তরু দত্তের কয়েকটি কবিতা সঙ্কলিত হয়েছিল। ১৮৭৮ খ্রী. 'Binaca' নামে তাঁর একটি উপন্যাস 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অপর বিখ্যাত উপন্যাস 'Le Journal de Mademoiselle d' Arvers' তাঁর মৃত্যুর পর প্যারি শহর থেকে ১৮৭৯ খ্রী. প্রকাশিত হয়েছিল। জার্মান ভাষাও জানতেন। মাত্র ২১ বছর বয়সে যক্ষ্মারোগে মারা যান। [১,৩,৪,৫,৭,২৬]

তস্মা (১২৭৭?-১৩৩৮ ব.) রাঢ়ই আইল—শ্রীহট্ট। প্রকৃত নাম ইব্রাহিম। তৃষ্ণা শব্দজাত 'তস্মা' ছদ্মনামে এই কবির ৩০৮টি গান আছে। তাঁর সঙ্গীত গ্রন্থ 'নূরের ঝঙ্কার' পুত্র কর্তৃক প্রকাশিত হয়। অধিকাংশ সঙ্গীতেই ঈশ্বরলাভের তৃষ্ণা পরিলক্ষিত হয়। রচিত কৃষ্ণলীলাবিষয়ক সঙ্গীতের পঙ্‌ক্তি—'শ্যাম কানাইয়া আমাকে বধিলা রে জলের ঘাটে নিয়া'। [৭৭]

তাজউদ্দিন। অরঙ্গপুর—শ্রীহট্ট। তিনি শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ দরবেশ শাহ জালালের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। ধর্মযুদ্ধে তিনি নিহত হন। উক্ত অঞ্চলে তাঁর সমাধি বর্তমান আছে। [১]

তারকগোপাল ঘোষ (১২৭২-১৩১১ ব.) ঘোষপুর—ফরিদপুর। ১৮৮৭ খ্রী. বি.এ. পাশ

করে মেদিনীপুর কাঁথি ইংরেজী স্কুলে ১৮৯১-১৯০৫ খ্রী. পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারক ছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'সাকারোপাসনা', 'ব্রহ্মজ্ঞান', 'কবিতা মুকুল' প্রভৃতি। 'কান্তি' পত্রিকার (মাসিক, ১৮৯৭) সম্পাদক ছিলেন। [৪]

তারকচন্দ্র চূড়ামণি। হুগলী। তিনি ১৮৫৮ খ্রী. উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের অর্থানুকূল্যে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুল-সর্বস্ব' নাটক অনুকরণে 'সপত্নী নাটক' (বহু-বিবাহ-বিষয়ক) রচনা করেন। [১]

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৮৯১) বাগআঁচড়া—নদীয়া (বর্তমান যশোহর)। মহানন্দ। লন্ডন মিশনারী সোসাইটির কলিকাতা ভবানী-পুরস্থ স্কুল থেকে ১৮৬৩ খ্রী. এন্ট্রান্স এবং ১৮৬৯ খ্রী. মেডিক্যাল কলেজ থেকে এল.এম.এস. পাশ করে অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জনরূপে সরকারী কাজে যোগ দিয়ে ২২ বছর ঐ কাজে নিযুক্ত থাকেন। ভ্যাক্সিনেশন-সুপারিন্টেন্ডেন্ট-রূপে তিনি উত্তর-বঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে কাজ করার সময় লোকচরিত্র সম্বন্ধে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ১৮৭৩ খ্রী. তাঁর রচিত 'স্বর্ণলতা' উপন্যাস প্রধানত এই অভিজ্ঞতারই ফল। বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সের প্রভাব-মুক্ত হয়ে তিনি এই গ্রন্থে বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনার অন্তরঙ্গ চিত্র এঁকেছেন। স্বদেশ ও সমাজ থেকে উপকরণ নিয়ে প্রথম সার্থক উপন্যাস রচনার কৃতিত্ব তারকনাথের। তাঁর পূর্বে প্যারীচাঁদ 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে সামাজিক চিত্র মাত্র অঙ্কিত করেছিলেন। 'স্বর্ণলতা'র প্রথম খন্ড রাজশাহীর শ্রীকৃষ্ণ দাস সম্পাদিত 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রের প্রথম বর্ষে ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হয়। তাঁর বহু গল্প-প্রবন্ধাদিও এতে প্রকাশিত হয়েছিল। সরকারী কাজে যশোহরে অবস্থানকালে তিনি নিজে 'কল্পলতা' মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করেন। রচিত অন্যান্য উপন্যাস 'হরিষে বিষাদ', 'অদৃষ্ট', 'বিধিলিপি' (অসমাপ্ত) ও 'ললিত সৌদামিনী'-তেও লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'স্বর্ণলতা' অব-লম্বনে অমৃতলাল বসুর নাটক 'সরলা' ১৮৮৮ খ্রী. ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়ে জন-প্রিয়তা অর্জন করে। [১,৩,৭,২৫,২৬,২৮]

তারকনাথ দাস (১৫.৬.১৮৮৪-২২.১২.১৯৫৮) মাঝিপাড়া—চব্বিশ পরগনা। কালীমোহন। স্কুলের ছাত্রাবস্থায় ১৯০০ খ্রী. অনুশীলন সমিতির সদস্য হন। ১৯০১ খ্রী. কলিকাতার আর্য মিশন ইন্‌স্টিটিউশন থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে তিনি কিছুদিন জেনারেল অ্যাসেম্ব্লি এবং টাঙ্গাইলের (পূর্ববঙ্গ) পি. এম. কলেজে পড়েন। ছাত্রাবস্থায় উত্তর ভারতে বৈপ্লবিক রাজনীতি প্রচারকালে পুলিসের নজরে আসেন। কিন্তু গ্রেপ্তার হবার আগেই ১৯০৫ খ্রী. জাপানে ও ১৯০৬ খ্রী. আমেরিকা যান এবং ভারমণ্ট সামরিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ছাত্রজীবনে নানা বিপ্লবী দলের সঙ্গে বিভিন্ন ব্যাপারে জড়িত থাকাকালে রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। আমেরিকায় তিনি 'ফ্রি হিন্দুস্তান' পত্রিকার মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করেন এবং সেখানে থেকে 'গদর পার্টি'র সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন। ১৯১১ খ্রী. এ.এম. পাশ করে তিনি ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিক্যাল সায়েন্স্ বিভাগের ফেলো হন এবং ১৯১৪ খ্রী. মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। ১৯১৬ খ্রী. বার্লিন কমিটির প্রতি-নিধিরূপে চীন যাত্রা করে সেখানকার প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন। ১৯১৭ খ্রী. শৈলেন ঘোষ আমেরিকায় আসার পর তাঁর সহযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের অস্থায়ী শাসন পরিষদ গঠন করে বিভিন্ন দেশের সরকারের কাছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্যের আবেদন করেন। মার্কিন সরকার এই অপরাধের অভিযোগে তাঁকে ২২ মাস কারাদণ্ড দেয়। ১৯২৪ খ্রী. ওয়াশিংটন জর্জ টাউন বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে তিনি 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক আইন' বিষয়ের উপর পি-এইচ.ডি. ডিগ্রী পান। ঐ বছরই এক মার্কিন মহিলাকে বিবাহ করেন। ১৯২৫-৩৪ খ্রী. ইউরোপে বাস-কালে ভারতীয় ছাত্রদের বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার সুযোগ-সুবিধার জন্য প্রায় একক চেষ্টায় মিউনিকে 'ইণ্ডিয়া ইন্‌স্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করেন। এই উদ্দেশ্যেই 'তারকনাথ দাস ফাউণ্ডেশনে'র উদ্ভব। ১৯৩৫ খ্রী. ঐ ফাউণ্ডেশন আমেরিকায় রেজিস্ট্রী-কৃত হয়। ১৯৫০ খ্রী. কলিকাতায়ও তার একটি শাখা রেজিস্ট্রি করা হয়। তিনি নিউইয়র্ক বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। ১৯৫২ খ্রী. ওয়াট-মুল ফাউণ্ডেশনের ভ্রাম্যমাণ সদস্য ও অধ্যাপক হিসাবে বিশ্বপরিক্রমাকালে দেশত্যাগের ৪৭ বৎসর পর ভারতবর্ষে এসেছিলেন। 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় রচিত প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করতেন। ১৯৩৫ খ্রী. ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটিতে প্রদত্ত 'ফরেন পলিসি ইন ফার ঈস্ট' শীর্ষক বক্তৃতাবলী বিশেষ সাড়া জাগায় এবং পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'ইণ্ডিয়া

ইন ওয়ার্ল্ড পলিটিক্‌স্' ও বাংলায় 'বিশ্ব-রাজনীতির কথা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিউ ইয়র্কে মৃত্যু। [৩,৫৬]

তারকনাথ পালিত, স্যার (১৮৩১-৩.১০. ১৯১৪) কলিকাতা। কালীশঙ্কর। হিন্দু কলেজে প্রথম বাঙালী সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহপাঠী ছিলেন। ১৮৭১ খ্রী. ইংল্যান্ড থেকে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে আইন ব্যবসায়ে প্রভূত যশ ও অর্থ উপার্জন করেন। ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনের অক্লান্ত কর্মী এবং অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। পরে মতভেদের জন্য সেখান থেকে পদত্যাগ করেন। দেশে উচ্চতর বিজ্ঞানচর্চার প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য সারা জীবনের উপার্জিত ১৫ লক্ষ টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে রসায়ন ও পদার্থ-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য দান করেন। দানপত্রে সর্ত ছিল—অধ্যাপককে ভারতীয় হতে হবে। না পাওয়া গেলে দেশীয় মেধাবী ও কৃতী অধ্যাপককে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভের জন্য বিদেশে পাঠিয়ে অধ্যাপনা করাতে হবে। তাঁর দানকৃত অর্থ ও স্যার রাসবিহারী ঘোষের অর্থে কলিকাতা সায়েন্স কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। [১,৫,৬,৭,২৫,২৬]

তারকনাথ প্রামাণিক (৫.৬.১২২৩-৭.১২. ১২৯১ ব.) কলিকাতা। গুরুচরণ। গ্রামের পাঠ-শালায় শিক্ষালাভ করে বার বছর বয়সে পিতার সহকারিরূপে ব্যবসায়ে প্রবেশ করেন। এদেশ-বাসীদের মধ্যে তাঁর পিতাই প্রথম জাহাজ মেরা-মতির কারখানা (Dock) স্থাপন করেছিলেন। তারকনাথ ঐ কারখানার যথেষ্ট উন্নতি ও বিস্তৃতি সাধন করেন। কলিকাতার বড়বাজার ও চাঁদনীতে তাঁদের বিস্তৃত আড়ত ছিল। জাহাজের তলায় লাগাবার জন্য পিতল ও তামার চাদর তিনি বিদেশেও রপ্তানি করতেন। এভাবে তিনি ব্যবসায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারী হন ও প্রভূত অর্থোপার্জন করেন। তারকনাথ দাতা হিসাবেই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলকেই মুক্তহস্তে দান করতেন। বিবিধ ধর্মানুষ্ঠানে এবং পূজাপার্বণাদিতেও প্রচুর অর্থব্যয় করতেন। যুবরাজ সপ্তম এডওয়ার্ডের ভারত-আগমন উপলক্ষে সরকার থেকে তাঁকে 'রাজা' উপাধি দেবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু তিনি বিনয়ের সঙ্গে ঐ উপাধি গ্রহণে অসম্মতি জানান। [১,২৫,২৬]

তারকনাথ বাগচী (১৮৮৪?-২০.২.১৯৬৯)। দেবকণ্ঠ বাগচী সরস্বতী। বাংলা চলচ্চিত্রের প্রথম যুগ থেকে জে. এফ. ম্যাডান, ঈস্ট ইণ্ডিয়া স্টুডিও, করিন্থিয়ান থিয়েটার, অ্যালফ্রেড থিয়েটার ও বাঙলা ও বোম্বাই-এর বহু চলচ্চিত্র ও নাট্যসংস্থা, যাত্রাপার্টি প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনিই প্রথম এদেশে সম্পূর্ণ নূতন ধরনের নির্বাক অংগাভিনয় (মূকাভিনয়) দেখিয়ে অগণিত দর্শককে আনন্দ দান করেছেন। [১৬]

তারকনাথ বিশ্বাস (১২৬৪-১৩৪৪ ব.) বালোড়—হুগলী। দিগম্বর। 'উপন্যাস লহরী' (মাসিক, ১২৯৩ ব.), 'আদরিণী' (মাসিক, ১২৮৭ ব.) ও 'Registration Journal' পত্রিকার সম্পা-দক ছিলেন। 'বিরজা', 'গিরিজা', 'মহামায়া', 'রাণা প্রতাপসিংহ', 'Reference Book of Registering Officers', 'The Registration Act' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক এই লেখকের গ্রন্থাবলী এককালে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। রচিত গ্রন্থের সংখ্যা তেষট্টি। [১,৪,৫, ২৫,২৬]

তারকনাথ সাধু, রায়বাহাদুর, সি.আই.ই. (১২৭৪-১৩৪৩ ব.) কলিকাতা। রামনাথ। তিনি মতি শীল ফ্রী কলেজে এক বছর পড়ে পরে জেনা-রেল অ্যাসেমব্লীজ ইন্‌স্টিটিউশন থেকে বৃত্তি সমেত প্রবেশিকা পাশ করেন। ক্রমে আইন পাশ করে পুলিস কোর্টে আইন ব্যবসায়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। ১৯০৭ খ্রী. কলিকাতার পাবলিক প্রসিকিউটরের পদ প্রাপ্ত হন। সাহিত্যচর্চাও করতেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ-গুলির মধ্যে 'ভোলানাথের ভুল', 'মেনকারাণী', 'ঋণমোক্ষ', 'মহামায়ার মহাদান', 'সুরীতি কথা', 'উপেক্ষিতার উপকারিতা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। [১,৫]

তারকনাথ সেন (১৯০৯-১১.১.১৯৭১)। এম. এ. পর্যন্ত সমস্ত পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৩৩-৩৪ খ্রী. তিনি বেঙ্গল এডুকেশন সার্ভিসে যোগ দেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে এমেরিটাস প্রফেসররূপে দীর্ঘ ৩৫ বছর অধ্যাপনা করে ১৯৬৯ খ্রী. অবসর-গ্রহণ করেন। চিররুগ্ন থাকা সত্ত্বেও অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অপরাজেয় অধ্যাপনা, সময়ানুবর্তিতা ও চরিত্রবলের জন্য ছাত্র ও সহ-কর্মীদের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। ফরাসী, ইতালীয়, জার্মান প্রভৃতি ইউরোপের প্রধান প্রধান ভাষা-গুলিতে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। রচিত কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'A Literary Miscellany' মৃত্যুর পরে প্রকাশিত তাঁর একটি প্রবন্ধ-সঙ্কলন। [১৬]

তারকেশ্বর দস্তিদার (?-১২.১.১৯৩৪) সারোয়াতলী—চট্টগ্রাম। চন্দ্রমোহন। গুপ্ত বিপ্লবী

দলের সভ্য তারকেশ্বর ১৮ এপ্রিল ১৯৩০ খ্রী. চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণকারীদের অন্যতম ছিলেন। প্রধান নেতা সূর্য সেন ধরা পড়লে তিনি ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির নেতৃত্ব নিয়ে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে থেকে বিপ্লব পরিচালনা করেন। ১৯ মে ১৯৩৩ খ্রী. গাহিড়ায় পূর্ণ তালুকদারের বাড়িতে পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় গ্রেপ্তার হন। চট্টগ্রাম জেলে ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেন। [১০,৪২,৪৩]

তারকেশ্বর সেনগুপ্ত (১৮.৪.১৯০৫ - ১৬.৯. ১৯৩১) গৈলা—বরিশাল। হরিচরণ। অসহযোগ আন্দোলন ও লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেন। গ্রেপ্তার হয়ে বিনা বিচারে আটক থাকেন। হিজলী বন্দী-শিবিরে রাজবন্দীদের উপর গুলিবর্ষণকালে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [১০,৪২,৪৩]

তারাকুমার কবিরত্ন (১২৫৪ ব. - ?) চাংড়ী-পোতা—চব্বিশ পরগনা। কৃষ্ণমোহন শিরোমণি। সংস্কৃত কলেজ ও মেট্রোপলিটান কলেজে শিক্ষা-প্রাপ্ত হন। রাজশাহী ও মেট্রোপলিটান কলেজে অধ্যাপনা করেন। কিছুদিন রেশমের ব্যবসাও করে-ছিলেন। 'বিশ্বদর্পণ' (১২৭৮ ব.) পাক্ষিক ও পরে মাসিক পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। রচিত গ্রন্থাবলী : 'কৃষ্ণভক্তিরসামৃত', 'পঞ্চামৃত', 'অকি-ঞ্চনের নিবেদন', 'তারা মা', 'কবিবচন সুধা', 'জীবন-মৃগতৃষ্ণা', 'শিবশতকম্', 'নীতিমালা', 'চাণক্য-শ্লোক', 'কথাসার', 'সমাজসংস্কার', 'সতীধর্ম' প্রভৃতি। বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকেরও প্রণেতা। [১,৪, ২৫,২৬]

তারাকুমার ভাদুড়ী (১২৯৯ ? - ৮.৭.১৩৬৮ ব.) কলিকাতা। হরিদাস। নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের অনুজ। অগ্রজের সঙ্গে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে আত্ম-প্রকাশ করেন। অসংখ্য নাটকে ও ছায়াচিত্রে অভিনয় করে যশস্বী হন। নির্বাক ছবি 'শ্রীকান্ত'র পরি-চালক ছিলেন। বোম্বাইয়ের চিত্রজগতের সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল। [৪]

তারাচাঁদ চক্রবর্তী (১৮০৬ - ১৮৫৭) কলি-কাতা। ডেভিড হেয়ারের স্কুল থেকে ফ্রী স্কলার হয়ে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। অর্থাভাবে পড়াশুনা শেষ করতে অপারগ হলেও, হিন্দু কলেজে প্রথম ছাত্রদলের অন্যতম নেতা ও ডিরো-জিওর শিষ্যদলের প্রবক্তা ছিলেন। এজন্য ইংরেজী সংবাদপত্রগুলি ব্যঙ্গ করে তাঁর দলকে 'চক্রবর্তী ফ্যাক্শন' নামে অভিহিত করে। এই দলই পরে 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে খ্যাত হয়। কর্মজীবনে তিনি প্রথমে সংস্কৃত সাহিত্যের ইংরেজীতে অনুবাদে বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ প্রাচ্যবিদ্ উইলসনকে সাহায্য করেন। পরে ইংরেজ ব্যারিস্টারদের কেরানী, হেয়ার স্কুলের হেডমাস্টার ও হুগলী জেলার মুন্সেফ হন। ১৮৩৭ খ্রী. নাগাদ প্যারীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে ব্যবসায় করেন। অত্যন্ত স্বাধীনচেতা হওয়ায় ইংরেজ উপরওয়ালারা তাঁকে পছন্দ করতেন না। ১৮৪৬ - ১৮৫১ খ্রী. পর্যন্ত তিনি বর্ধমানরাজের দেওয়ান ও পরে ঐ স্থানের সর্বাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইংরেজী, বাংলা ছাড়া ফারসী, হিন্দুস্থানী, সংস্কৃত এবং আইন-বিষয়েও তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। রামমোহন রায়ের বন্ধু, ব্রাহ্ম-সমাজের প্রথম সম্পাদক (১৮২৮) এবং সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার স্থায়ী সভাপতি ছিলেন (১৮৩৮)। এই সভার মাসিক অধিবেশনে রাজ-নীতি, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে ইংরেজী অথবা বাংলায় রচনা পাঠ করা হত। একবার বিখ্যাত অধ্যাপক রিচার্ডসন হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষরূপে কলেজ বাড়িতে সরকারের বিরোধী সমালোচনায় বাধা দেন। সভাপতি তারাচাঁদ সে আপত্তি দৃঢ়তার সঙ্গে খণ্ডন করেন এবং রিচার্ডসনকে কথা তুলে নিতে হয়। 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' নামে দ্বিভাষিক পত্রিকার লেখকরূপে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করার চেষ্টা করেন। সর-কারী উচ্চপদে ভারতীয় নিয়োগের দাবি—প্রধানত এই ধরনের আন্দোলন ছিল সে যুগের রাজনীতির বিষয়। এই উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ রাজনীতিক জর্জ টমসনের আনুকূল্যে এবং তাঁর নেতৃত্বে নব্য দল 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' স্থাপন করে। কিছুদিন তিনি 'কুইল' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকায় সরকারের কার্যের দোষগুণের সমালোচনা করতেন। ফলে পত্রিকাটি সরকার পক্ষের অপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৮২৭ খ্রী. ইংরেজী-বাংলা অভিধান রচনা তাঁর প্রধান কীর্তি। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পিতা বিশ্ব-নাথ তর্কভূষণের সহযোগিতায় তিনি 'মনুসংহিতা'র ইংরেজী সটীক অনুবাদ চার খণ্ডে প্রকাশ করেন। [১,২,৩,৪,৮,২৫,২৬,৩৬]

তারাচাঁদ দত্ত। বর্ধমানে ক্যাপ্টেন স্টিওয়ার্টের স্কুলের একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি 'মনো-রঞ্জনেতিহাস' ও 'বালকদিগের জ্ঞানদায়ক ও নীতি-শিক্ষক উপাখ্যান' রচনা করেন। গ্রন্থের বাংলা এবং ইংরেজী-বাংলা উভয় সংস্করণই ১৮১৯ খ্রী. প্রথম প্রকাশিত হয়। [৬৪]

তারাদাস ভট্টাচার্য (? - ১৫.১২.১৯৫০)। ছাত্রাবস্থায় রাজনীতিতে প্রবেশ করে তিনি প্রথমে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের দলভুক্ত হন ও শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত থাকেন। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে কারারুদ্ধ হন। ভারত স্বাধীন হবার পর নেপালে গণ-অভ্যুত্থান শুরু হলে বাঙলার বিপ্লবীদের কাছে

সাহায্যের আবেদন আসে। অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুতির এবং বোমা তৈরীর জন্য তিনি নেপালে যান। বোমা প্রস্তুতের সময় বিস্ফোরণের ফলে মারা যান। [১০,৮০]

তারাদাস মুখোপাধ্যায় (২.১২.১৯০৫ - ৫.৭.১৯৩৩) কৃষ্ণনগর—নদীয়া। হরিভূষণ। ১৯২৬ খ্রী. বিপ্লবী দলে যোগ দেন। লাহোর জেলে বিপ্লবী নেতাদের অনশনের (১৯২৯) সমর্থনে বিক্ষোভ-প্রদর্শনে অংশগ্রহণ করায় ধরা পড়ে প্রায় দু' বছর বিনা বিচারে আটক থাকেন। বিপ্লবী কাজে যুক্ত থাকার জন্য ১৯৩০ খ্রী. পুনরায় গ্রেপ্তার হন। জেলে তাঁর শরীর ও মনের ওপর প্রচণ্ড অত্যাচারের ফলে উন্মাদ হয়ে বারিপোদায় আত্মহত্যা করেন। [৪২]

তারানাথ তর্কবাচস্পতি (১৮০৬ - ২০.৬.১৮৮৫) কালনা—বর্ধমান। কালিদাস সার্বভৌম। ১৮৩০ - ১৮৩৫ খ্রী. পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করে তিনি 'তর্কবাচস্পতি' উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে চার বছর কাশীতে বেদান্ত ও পাণিনি অধ্যয়ন করেন। কাশী থেকে ফিরে এসে স্বগ্রামে টোল খোলেন। ১৮৪৫ খ্রী. কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে ১৮৭৩ খ্রী. পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন। ১৮৪৬ খ্রী. কিছু-দিনের জন্য সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক হয়েছিলেন। এর আগে কাপড়ের কারবারও করতেন। সরকারী চাকরি গ্রহণের পর পুত্রের নামে ব্যবসায় চালাতে থাকেন। তিনি প্রগতিশীল ছিলেন। বাল্য-বিবাহের বিরোধী, স্ত্রী-শিক্ষায় উৎসাহী এবং হিন্দুমেলার উদ্যোগী সংগঠক ছিলেন। শিক্ষা-লাভের জন্য নিজ কন্যা জ্ঞানদাকে বেথুন সাহেবের স্কুলে ভর্তি করিয়েছিলেন। বিধবা-বিবাহ আন্দো-লনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরম সহায়ক ছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ-নিরোধ আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। দেশ-প্রচলিত প্রতিমাপূজায় তাঁর আস্থা ছিল না এবং সমুদ্রযাত্রাকে তিনি অশাস্ত্রীয় বলে মনে করতেন না। ব্যাকরণ, স্মৃতি, অলঙ্কার, ন্যায়, বেদ, উপনিষদ, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রে অসাধারণ দক্ষতা ছিল। ১৮৭৫ খ্রী. যুবরাজ এডওয়ার্ডের ভারত আগমনে বাঙালীদের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা উপলক্ষে রাজপ্রশস্তি রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে সিদ্ধান্ত কৌমুদীর উপর 'সরলা'-নাম্নী টীকা পাশ্চাত্য দেশেও সমাদৃত হয়। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী : 'বাচস্পত্য' (অভিধান, ১৮৭৩ - ৮৪), 'শব্দস্তোমমহানিধি' (অভিধান, ১৮৬৯ - ৭০), 'শব্দার্থরত্ন' (১৮৫২), 'বহুবিবাহ-বাদ', 'বিধবা-বিবাহ-খণ্ডন' প্রভৃতি। [১,২,৩,৪,৭,৮,২৫,২৬]

তারানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ। লেসিয়াড়া—ত্রিপুরা (পূর্ববঙ্গ)। ১৯শ শতাব্দীর তৃতীয়পাদে পূর্ব-বঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ ও সুপ্রতিষ্ঠিত নৈয়ায়িক পণ্ডিত। তাঁর পিতামহ গৌরীদাস তর্কবাগীশ ও পিতৃব্য ভৈরবচন্দ্র তর্কভূষণ উভয়েই ত্রিপুরার জজ-পণ্ডিত ছিলেন। [১]

তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৫? - ১৯০৭) কাটোয়া—বর্ধমান। কৃষ্ণনগর কলেজের ল গ্র্যাজুয়েট ও কৃষ্ণনগর আদালতের বিখ্যাত ফৌজদারী উকীল ছিলেন। সাক্ষ্য বিষয়ে মূল্যবান আইন-গ্রন্থ রচনা করেন। জাতীয় আন্দোলনে তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারাদণ্ড হলে (১৮৮৩) রাজনৈতিক কার্যের অগ্রগতির জন্য তিনি জাতীয় ভাণ্ডার স্থাপন করেন এবং সংগৃহীত অর্থ ভারত-সভাকে প্রদান করেন। বঙ্গ-ভঙ্গ রোধ আন্দোলনে এই অর্থ বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। তাঁকে কৃষ্ণনগরের স্বদেশী আন্দোলনের জন্মদাতা বলা যায়। ১৯০৫ খ্রী. তিনি ঐ স্থানের এক মহতী সভার আহ্বায়ক ছিলেন। সামাজিক ব্যাপারে প্রগতিশীল এবং স্ত্রী-শিক্ষায় উৎসাহী ছিলেন। কৃষ্ণনগরে মৃণালিনী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং আমৃত্যু তার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করেছিলেন। তিনি 'সাধারণী' পত্রিকার লেখক এবং ভারত-সভার সহ-সম্পাদক ছিলেন। [৮]

তারাশঙ্কর তর্করত্ন (? - ১৫.১১.১৮৫৮) কাঁচকুলি—নদীয়া। মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়। কলি-কাতা সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র। বহু বৃত্তি ও পুরস্কার লাভ করেন। ১২ নভেম্বর ১৮৫১ খ্রী. বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুপারিশে সংস্কৃত কলেজে গ্রন্থাগারিকের পদ পান এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন্‌স্পেক্টর অফ স্কুল্‌স্ নিযুক্ত হলে তাঁকে সাব-ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত করেন। রচিত গ্রন্থ : 'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা', 'পশ্বাবলী', 'কাদম্বরী' (১৮৫৪, বঙ্গানুবাদ), 'রাসেলাস' (ইংরেজীর অনুবাদ)। অত্যন্ত স্বল্পায়ু এই পণ্ডিত ৩০ বছর বয়সের আগেই মারা যান। [৪,৭,২৮]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (২৩.৮.১৮৯৮ - ১৪.৯.১৯৭১) লাভপুর—বীরভূম। হরিদাস। প্রখ্যাত সাহিত্যিক। প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে কলি-কাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে আই.এ. পাঠকালে ১৯২১ খ্রী. অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের জন্য অন্তরীণ হন। ১৯৩০ খ্রী. রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদানের জন্য এক বছর কারাবরণ

করেন। ১৯৩১ খ্রী. জেল থেকে বেরিয়ে সাহিত্যের পথে দেশসেবার সংকল্প গ্রহণ করেন। কর্মজীবনে প্রথমে কিছুদিন কলিকাতায় কয়লার ব্যবসায় এবং পরে কিছুদিন কানপুরে চাকরি করেন। ১৩৩৩ ব. 'ত্রিপত্র' কবিতা-সংকলন প্রকাশের মাধ্যমে সাহিত্য সাধনা শুরু হয়। আমৃত্যু সাহিত্য-সাধনায় রত থাকেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৩০। এছাড়াও বিভিন্ন সংবাদপত্রাদিতে তাঁর বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ব'লে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে বীরভূমের লালমাটি আর তার মানুষকে হাজির করেছেন অত্যাশ্চর্য নিপুণতায়। জমিদার বাড়ির সন্তান ব'লে 'সামন্ততন্ত্রের বা জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের যে প্রচণ্ড বিরোধ তা দু'চোখ ভরে' দেখেছেন। এই দেখার ফলশ্রুতি 'কালিন্দী' ও 'জলসাঘর'। বেদে, পটুয়া, মালাকার, লাঠিয়াল, চৌকিদার, ডাকহরকরা প্রভৃতি গ্রাম্যচরিত্র তারাশংকরের সাহিত্য-সম্ভারের প্রধান অংশ জুড়ে আছে। পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশবিভাগ, অর্থনৈতিক বৈষম্যের নির্লজ্জ বিস্তার, যুব সম্প্রদায়ের ক্রোধ, অস্থিরতা, বিদ্রোহ—এ সব বিষয়ও তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে। তাঁর বহু গল্প ও উপন্যাস নাটক ও চলচ্চিত্ররূপে সাফল্যলাভ করেছে। 'দুইপুরুষ', 'কালিন্দী' ও 'আরোগ্য নিকেতন' এ দিক্ থেকে উল্লেখযোগ্য। সঠিক ছন্দোবদ্ধ পঙ্ক্তির আদর্শবাদী কবিতাও মাঝে মাঝে রচনা করেছেন। কাব্যরস ও ভাষা ব্যবহারে 'কবি' উপন্যাসের গানগুলি স্মরণীয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য অন্যান্য উপন্যাস : 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'ধাত্রীদেবতা', 'মন্বন্তর', 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' প্রভৃতি ; ছোটগল্প : 'রসকলি', 'বেদেনী', 'ডাকহরকরা' প্রভৃতি। শেষ বয়সে কিছু চিত্রও অংকন করেছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎ স্মৃতি পুরস্কার, ও জগত্তারিণী স্মৃতিপদক, রবীন্দ্র পুরস্কার, সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার, পদ্মশ্রী ও পরে পদ্মভূষণ উপাধি এবং জ্ঞানপীঠ সাহিত্য পুরস্কারও প্রাপ্ত হন। ১৯৫২ খ্রী. তিনি বিধান পরিষদের সদস্য হন। ১৯৫৫ খ্রী. ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে চীন সফরে যান। ১৯৫৭ খ্রী. তাসখন্দে এশীয় লেখকদের সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন ও মস্কো সফর করেন। তাছাড়া তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন (১৯৭০)। [৪,১৬,২৬]

তারাসুন্দরী (১৮৭৮ ? - ১৯.৪.১৯৪৮)। তিনি অভিনেত্রী বিনোদিনীর সাহায্যে ১৮৮৪ খ্রী. থিয়েটারে যোগদান করে প্রথমে ষ্টার থিয়েটারে বালকবেশে 'চৈতন্যলীলা' নাটকে ও 'সরলা'য় গোপাল চরিত্রে অভিনয় করেন। তাঁর প্রথম বালিকা চরিত্র 'হারানিধি' নাটকে। অমৃতলাল মিত্র তাঁর নাট্যশিক্ষক ছিলেন। রামতারণ সান্যালের কাছে সঙ্গীত এবং কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে নৃত্য শিক্ষা করেন। ১৮৯৪ খ্রী. 'চন্দ্রশেখর' নাটকে শৈবলিনীর ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি বিখ্যাত হন। সেখানে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে পরিচয় হয়। কিছুদিন থিয়েটার থেকে অজ্ঞাতবাস করেন। পরে গিরিশচন্দ্রের প্রস্তাবে দু'রাত্রি 'করমেতি বাঈ' চরিত্রে অভিনয় করে ক্রমে বহু থিয়েটারের সংস্পর্শে আসেন। দুর্গেশনন্দিনীতে 'আয়েষা', চন্দ্রশেখরে 'শৈবলিনী', হরিশচন্দ্রে 'শৈব্যা', রামানুজে 'রামানুজ', বলিদানে 'সরস্বতী' ও রিজিয়া নাটকে নামভূমিকায় তাঁর অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত ভূমিকা সম্পর্কে নেতা বিপিন পাল বলেন, 'ইউরোপে আমেরিকায় কোন রঙ্গমঞ্চে তারার রিজিয়ার মত অভিনয় দেখিনি'। ১৯২৫ খ্রী. শিল্পী-জীবনের শেষ পর্যায়ে বাংলা থিয়েটারে নবযুগের সূচনায় শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে জনা নাটকে 'জনা' ও আলমগীর নাটকে 'উদিপুরী' চরিত্রাভিনয়ে তিনি স্মরণীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। [৩,৬৫,১৪১]

তারিণীকুমার গুপ্ত (১৮৫০ - ?) সরমহল—বরিশাল। দরিদ্র পরিবারে জন্ম। ষোল বছর বয়সে বরিশাল জেলা স্কুল থেকে স্বর্ণপদকসহ প্রবেশিকা পাশ করেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ১৮৭৮ খ্রী. এল.এম.এস. পাশ করে বরিশালে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং জেলার সর্বত্র সুচিকিৎসকরূপে বিশেষ খ্যাতিমান হন। বিনা পারিশ্রমিকে তিনি বহু দরিদ্রের সেবা করেছেন। মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ও চেয়ারম্যানরূপে সংক্রামক রোগীর বাড়িতে তিনি নিজে গিয়ে বিনা ফিতে চিকিৎসা করতেন। শহরের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তি হলেও তিনি রাজপুরুষদের সঙ্গে দেখা করতে সম্মত হন নি। নির্ভীক, তেজস্বী ও অনাড়ম্বর জীবনের এই নেতা বরিশালের সকল কাজেই অশ্বিনীকুমার দত্তের সহকর্মী এবং বরিশাল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি ছিলেন। চিকিৎসার জন্য অশ্বিনীকুমার কলিকাতায় গেলে ৭২ বছর বয়সে তিনি কংগ্রেসের সভাপতির কাজ যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদন করেন। [১৪৬]

তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় (১২৩৯ - ১৩০৩ ব.) নবদ্বীপ। শশিশেখর। কৃষ্ণনগর কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে প্রথমে সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত হন।

পরে কিছুদিন শিক্ষকতা করে অবশেষে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হন। সমাজ-সংস্কারক তারিণীচরণ নবদ্বীপ হিন্দু স্কুল ও তারাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। 'ভূগোল বিবরণ' (১৮৫৩) 'ভূগোল প্রকাশ', 'ভারতের ইতিহাস' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। [৪]

তারিণীচরণ ন্যায়বাচস্পতি (?-আনু. ১২৮০ ব.) ইছাপুর—ঢাকা। বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত। বিচারকুশল ছিলেন। তিনি এবং তাঁর খুল্লতাত কাশীকান্ত ন্যায়পঞ্চানন বিক্রমপুর পণ্ডিত-সমাজে ন্যায়ের প্রাধান্য বরাবর রক্ষা করেছেন। [১]

তারিণীচরণ বিদ্যাবাগীশ। নবদ্বীপের একজন প্রধান জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত। তিনি কৃষ্ণনগররাজ সতীশচন্দ্র রায় ও রাণী ভুবনেশ্বরীর সময়ে বর্তমান ছিলেন। [১]

তারিণীচরণ মিত্র (আনু. ১৭৭২-১৮৩৭) কলিকাতা। দুর্গাচরণ। ইংরেজী, উর্দু, হিন্দী, আরবী ও ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির সভ্য ও পরে সম্পাদক হন। ১৮০১ খ্রী. তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হিন্দুস্থানী বিভাগে দ্বিতীয় মুনশীর পদে নিযুক্ত হন। ১৮০৯ খ্রী. তিনি হেড মুনশীর পদ লাভ করেন এবং ১৮৩০ খ্রী. পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ঐ পদে থাকা কালেই ১৮২৮ খ্রী. জুরী নির্বাচিত হয়েছিলেন। সরকারী কর্মে অবসর-গ্রহণের পর কাশীরাজের কর্মচারী নিযুক্ত হন। রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেনের সহযোগিতায় ঈশপের গল্পের অনুবাদ, 'নীতিকথা' প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করেন। সম্ভবত ১৮০৩ খ্রী. Oriental Fabulist-এর অনুবাদ বাংলা, ফারসী ও হিন্দুস্থানীতে প্রকাশ করেন। তিনি সংস্কৃত কলেজে বাঙালী ও হিন্দুস্থানী প্রধান ব্যক্তিদের সমবায়ে প্রতিষ্ঠিত 'ধর্মসভা'র (১৮৩০) সভ্য ছিলেন। এই সভা সতীদাহ নিবারণ আইনের বিরোধী ছিল। সতীদাহের পক্ষে তিনি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। রক্ষণশীল হিন্দু ও গোড়ীয় সমাজের সভ্য ছিলেন। বারাণসীতে মৃত্যু। [৩,৪,৮]

তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় (?-১৮৫৭) খানিসানি—হুগলী। ১৮১৬ খ্রী. অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ফরাক্কাবাদে যান। কর্মজীবনে প্রথমে ডাক মুনশী ছিলেন। পরে আলিগড় ডাকঘরে চাকরি গ্রহণ করেন। ১৮০৪ খ্রী. তিনি সিভিল সার্জেন এড্‌মাণ্ড টিরিটিনের অধীনে অশ্ব সরবরাহের ঠিকাদার নিযুক্ত হন এবং আলিগড়েই স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেন। ঐ শহরের কাছে তিনিই প্রথম নীলকুঠি স্থাপন করেন। তাছাড়া তাঁর অন্যান্য ব্যবসায়ও ছিল। ঐ অঞ্চলে তিনি বিস্তীর্ণ জমিদারীও ক্রয় করেছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় বৃন্দাবনে পালিয়ে যান। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। [১]

তারিণীচরণ শিরোমণি, মহামহোপাধ্যায় (আনু. ১২২৮-১২৯৭ ব.) দক্ষিণপাড়া-ভোজেশ্বর—ঢাকা (বর্ত. ফরিদপুর)। বৈদ্যনাথ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য। লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিতকুলে জন্ম। তাঁরই ঊর্ধ্বতন পঞ্চমপুরুষ ছিলেন অমরকোষের বিখ্যাত টীকাকার রঘুনাথ শিরোমণি চক্রবর্তী। তিনি বিক্রমপুর পুরাপাড়া-নিবাসী বিখ্যাত স্মার্ত দীননাথ ন্যায়পঞ্চাননের নিকট সমগ্র নব্যস্মৃতি অধ্যয়ন করেন ও শিক্ষাশেষে 'শিরোমণি' উপাধি লাভ করেন। তারপর তিনি নিজ বাড়িতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা শুরু করেন। সেকালে তাঁর অধ্যাপনার খ্যাতি দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। একবার নবদ্বীপে সমস্ত পণ্ডিত-সমাজের মিলিত বিচারসভার অনুষ্ঠানে বিচারে জয়লাভ করে তিনি পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের 'দ্বিতীয় রঘুনন্দন' নামে অভিহিত হন। ১৮৮৭ খ্রী. সর্বপ্রথম প্রদত্ত 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি প্রাপকদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তিনি কোন গ্রন্থ রচনা করেন নি; কিন্তু তাঁর রচিত নব্যস্মৃতিশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় বিশেষ পত্রিকা পূর্ববঙ্গে ছাত্র-পরম্পরায় এখনও প্রচলিত আছে। [১,১৩০]

তারিণী দেবী (১৯শ শতাব্দী) বরদা পরগনা—মেদিনীপুর। শিবদুর্গা-বিষয়ক বহু সংগীতের তিনি রচয়িত্রী। [৪]

তারিণীপ্রসন্ন মজুমদার (১৯.৫.১৮৯২-১৫.৬.১৯১৮) কাশীনগর—ত্রিপুরা। নবীনচন্দ্র। তিনি গুপ্ত বিপ্লবী দলের প্রথম শ্রেণীর সভ্য ছিলেন। গ্রেপ্তার এড়াতে বহুদিন আত্মগোপন করেছিলেন। পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য কুমিল্লার এক বাড়ি ঘেরাও করলে পুলিসকে ফাঁকি দিয়ে তিনি একটি রিভলবার ও একটি পিস্তলসহ সরে পড়েন। পুনর্বার কলিকাতায় ভবানীপুরের বাড়িতে পুলিস ধরতে এলে দোতলা থেকে লাফিয়ে পড়ে পা ভাঙেন, কিন্তু খোঁড়া ভিক্ষুকের অভিনয় করে পুলিস বেষ্টনী থেকে চলে যেতে সক্ষম হন। এরপর ঢাকায় আত্মগোপন করেন। সেখানে ফলতা বাজারের এক বাড়িতে অনুসন্ধানী পুলিসের সঙ্গে সম্মুখ সংঘর্ষে তিনি আহত হন এবং ঐ দিনই মারা যান। [৪২,৭০,১২৭]

তারিণী ব্রাহ্মণী। পাঁচালী রচয়িত্রী। রচিত পাঁচালীগ্রন্থ : 'সুবচনীর ব্রতকথা'। [১]

তারিণী সেন। ৮ম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য বঙ্গদেশ থেকে তিব্বতে যান। তাঁর রচিত বৌদ্ধধর্ম-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ আছে। [১]

তাহির মহম্মদ। সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীত-রচয়িতা। প্রাচীন সঙ্গীতের ইতিহাসমূলক গ্রন্থ 'রাগনামা'য় তাঁর রচনা আছে। গ্রন্থটিতে প্রাচীন রাগ ও তালের জন্ম, গৎ, রাগের ধ্যান এবং প্রত্যেক রাগ অনুযায়ী এক-একটি গান লিপিবদ্ধ আছে। ধ্যানগুলি সংস্কৃত ভাষা থেকে গৃহীত হলেও নীচে তার বঙ্গানুবাদ দেওয়া আছে। এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট গানগুলির ভণিতায় তাহির মহম্মদ ছাড়া 'আলী মিঞা' ও 'আলাওলে'র নাম পাওয়া যায়। [২]

তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১) হায়দরপুর (বাদুরিয়া থানা)—চব্বিশ পরগনা। অন্য নাম মীর নিশার আলী। জমির দখল ও শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তৎকালীন স্বাভাবিক প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতা এই কৃষক-সন্তান প্রথম যৌবনে লাঠিখেলা, অসিচালনা শিখে পালোয়ানরূপে জমিদার বাড়িতে চাকরি করা কালে দাঙ্গার অপরাধে কারাবাস করেন। কারামুক্তির পর মক্কায় যান। সেখানে ওয়াহাবী নেতা সৈয়দ আহম্মদের কাছে ওয়াহাবী আদর্শে দীক্ষিত হয়ে দেশে ফেরেন এবং বারাসত অঞ্চলকে কেন্দ্র করে চব্বিশ পরগনা, নদীয়া, যশোহর ও ফরিদপুরের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ওয়াহাবী ধর্মমত অনুসারে ইসলামের সংস্কার সাধনের জন্য প্রচার শুরু করেন। ক্রমে দরিদ্র চাষী ও তাঁতি-সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁর অনুগামী হয়ে ওঠে। এইভাবে নিজের শক্তিবৃদ্ধি করে তিনি নিজ অঞ্চল থেকে জমির কর আদায় ও নীলকরদের উৎসাদন করেন। মিস্কিন শাহ নামে একজন ফকির তিতুমীরের সঙ্গে যোগ দেওয়ার ফলে তিনি আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। ক্রমে স্থানীয় জমিদারদের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয়। পুঁড়ার জমিদার বাড়ি আক্রমণ করে তিনি বিফল হন। পরে টাকী ও গোবরডাঙ্গার জমিদারদের নিকট তিনি কর দাবি করেন। গোবরডাঙ্গার জমিদারের প্ররোচনায় মোল্লাহাটির কুঠিয়াল ডেভিস সাহেব তাঁকে দমন করতে গিয়ে পরাজিত হন। গোবরা-গোবিন্দপুরের জমিদারও এক সংঘর্ষে নিহত হন। বারাসতের সাহেব কালেক্টর তিতুকে দমন করতে এসে পরাজিত হন ও একজন দারোগা নিহত হয়। এই জয়ের ফলে তাঁর সাহস বৃদ্ধি পায়। তিনি নারিকেলবেড়িয়া নামক স্থানে এক বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করে পাঁচশত অনুগামী সহ বাস করতে থাকেন এবং নিজেকে স্বাধীন বাদশাহ্ ঘোষণা করে শাসন চালাতে থাকেন। এই সময় কয়েকটি ইংরেজ আক্রমণ প্রতিহত করেন। ১৪ নভেম্বর ১৮৩১ খ্রী. কলিকাতা থেকে যে সৈন্যদল আসে তারাও তিতুমীরের কাছে পরাজিত হয়। অবশেষে ইংরেজরা অশ্বারোহী সৈন্য ও কামানের সাহায্যে তিতুর দুর্গ ধ্বংস করায় এই বিদ্রোহ দমিত হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে তিতুমীর নিহত হন এবং তাঁর ভাগিনেয় ও সেনাপতি মাসুমের ফাঁসি হয়। ইতিহাসে এই বিদ্রোহ ব্রিটিশ ভারতে গণবিক্ষোভ বলে বর্ণিত হয়েছে। কলভিন নামক ইংরেজ তাঁর রিপোর্টে বলেছেন—বিক্ষোভের মূল কারণ হচ্ছে 'জমিদারদের ক্ষমতালিপ্সা ও যে কোনও অজুহাতে শোষণ'। করের বোঝা থেকে মুক্তি পাবার জন্য সাধারণ চাষীরা বিদ্রোহের জন্য উন্মুখ ছিল। তিতুমীর তাদের নেতৃত্ব দিয়ে গণশক্তিকে সংহত করতে চেয়েছিলেন। [১,৩,৭,২৫,২৬,৫৪,৫৫,৫৬]

তিনকড়ি (আনু. ১৮৭০-১৯১৭) কলিকাতা। বারবনিতার ঘরে জন্ম। থিয়েটারের প্রতি বাল্যাবধি আকর্ষণ ছিল। 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে (১৮৯৬) নির্বাক সখীর ভূমিকায় প্রথমে ষ্টারে যোগ দেন। এরপর বীণা থিয়েটারে 'মীরাবাঈ' নাটকে নামভূমিকায় অভিনয় করেন। নিজের সম্বন্ধে রচনায় বলেন, 'এই সময় মাহিনা ছিল কুড়ি টাকা। কোন ধনী ব্যক্তির আশ্রয়ে মাসিক দু'শো টাকায় থাকিবার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করার জন্য নিজ মাতা কর্তৃক প্রহৃত হই'। ক্রমে এমারেল্ড থিয়েটার ও সিটি থিয়েটারে অভিনয় করেন। গিরিশচন্দ্রের আহ্বানে মিনার্ভা থিয়েটারে এসে লেডি ম্যাকবেথের ভূমিকায় অভিনয় করে (২৮.১.১৮৯৩) তিনি বিখ্যাত হন। এরপর মুকুলমুঞ্জরা নাটকে 'তারা'র ভূমিকায় অভিনয় করে গিরিশচন্দ্রের অভিনন্দন পান—'বঙ্গরঙ্গমঞ্চে শ্রীমতী তিনকড়িই এখন সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী'। ক্রমে 'জনা', 'করমেতি বাঈ' প্রভৃতি ভূমিকায় অভিনয় করে কলিকাতার ধনী রসিক মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। দীর্ঘদিন রঙ্গালয়ে সম্মানিত প্রধানা অভিনেত্রী ছিলেন। জীবনে বহু অর্থ উপার্জন করেছেন, আবার দানও করেছেন। তাঁর দু'খানি বাড়ি তিনি বড়বাজার হাসপাতালকে উইল করে দিয়ে যান। [৬৫,১৪২]

তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়। বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকে কালোপযোগী সংগঠনে রূপদান করার চেষ্টায় তিনি শরীরচর্চার জন্য চন্দননগরে ও হুগলীর আশেপাশে আখড়া স্থাপনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই আখড়া স্থাপন ও ফরাসী কাগজে ভারতীয় সংবাদ প্রকাশ করার জন্য ইংরেজ সরকারের কোপ-

দৃষ্টিতে পড়ে সাত বছর পণ্ডিচেরীতে পালিয়ে থাকতে বাধ্য হন। পরবর্তী কালে স্থায়িভাবে গুপ্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি অতি বৃদ্ধ বয়সে তাঁর পুত্রসহ সেই সমিতিতে যোগ দিয়েছিলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের তিনি ভাগিনেয়। [৫৬]

তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। ১২৮৯ ব. ফরাসী চন্দননগর থেকে প্রকাশিত 'প্রজাবন্ধু' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ইংরেজ সরকারের কাজের সমালোচনা করার ফলে কর্মচ্যুত হন। ১৮৮৬ খ্রী. ফরাসী আইনের অনুবাদ প্রকাশ এবং কয়েকটি শিশুপাঠ্য পুস্তক রচনা করেন। [১,৪]

তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় (১৮৫৪-১৯৩৪)। খ্যাতনামা কবি। রচিত 'শশিপ্রভা' নাটকটি এককালে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল। 'প্রভাতী' সংবাদপত্রটি তাঁর সুযোগ্য সম্পাদনায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিছুদিন 'বসুমতী' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন এবং কয়েক বছর 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সঙ্গে সাহিত্যিক যোগাযোগ ছিল। [১,৫]

তুলসী চক্রবর্তী (১৮৯৯-১১.১২.১৯৬১) কলিকাতা। বাল্যকাল থেকেই নাট্যোৎসাহী ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে পাড়ার শৌখিন নাট্যসংস্থাগুলিতে অভিনয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীরচর্চাও করতেন। প্রসিদ্ধ 'বোসেজ্ সার্কাসে' যোগ দিয়ে কিছুদিন দৈহিক খেলা দেখান। এরপর জ্যেষ্ঠতাতের সহায়তায় এবং ষ্টার থিয়েটারের ম্যানেজারের আনুকূল্যে ও শিক্ষকতায় নাট্যজীবন শুরু করেন। দীর্ঘ চল্লিশ বছরের অভিনয়-জীবনে তাঁর অভিনীত ছবি ও নাটকের সংখ্যা তিনশতাধিক। কৌতুকাভিনেতা হিসাবে তাঁর সমকক্ষ তখন প্রায় ছিলই না। সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'পরশ পাথর' চলচ্চিত্রে প্রধান ভূমিকায় তাঁর অভিনয় বাঙলার অভিনয়-জগতে স্মরণীয়। [১৭]

তুলসীচন্দ্র গোস্বামী (১৮.৬.১৮৯৮-১৯৫৭) শ্রীরামপুর—হুগলী। পিতা রাজা কিশোরীলাল বেঙ্গল গভর্নরের এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলের প্রথম ভারতীয় সভ্য ছিলেন। ১৯১৭ খ্রী. তিনি কলিকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষা পাশ করে ইংল্যাণ্ড যান এবং ১৯১৯ খ্রী. অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২১ খ্রী. ব্যারিস্টার হন। গ্রীক, ল্যাটিন ও জার্মান ভাষায়ও দক্ষ ছিলেন। দেশে ফিরে কিছুদিন তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় করেন। পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে আইন ব্যবসায় ত্যাগ করে জাতীয় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯২৩ খ্রী. স্বরাজ্য পার্টিতে যোগ দিয়ে তার মুখপত্র ফরওয়ার্ড পত্রিকার সম্পাদক হন এবং দল পরিচালনায় চিত্তরঞ্জনকে সব রকম সাহায্য করেন। ১৯২৩ খ্রী. তিনি কেন্দ্রীয় লেজিস্‌লেটিভ অ্যাসেম্‌ব্লীতে নির্বাচিত হন এবং সেখানে স্বরাজ্য পার্টির প্রধান হুইপ ও বিরোধী পক্ষের ডেপুটি লীডার ছিলেন। বক্তা হিসাবে অসাধারণ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর সম্বন্ধে সরকার পক্ষের একজন বলেছিলেন, "that gentleman with an Oxonian tongue who on occasions in the past proved to be a terror to the treasury benches." চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর তিনি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কাজ করেন। ১৯৩২ খ্রী. তিনি কম্যুনাল এওয়ার্ডের বিরোধিতা করে কলিকাতায় যে বিশাল সভা ডাকেন তার সভাপতিত্ব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩৭ খ্রী. তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত ও কংগ্রেস দলের ডেপুটি লীডার হন। ১৯৪৩ খ্রী. তিনি নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভায় অর্থমন্ত্রী হিসাবে যোগ দেন। দেশবিভাগের বিরোধী ছিলেন। ১৯৪৭ খ্রী. দেশ বিভক্ত হয়ে স্বাধীন হলে তিনি মর্মাহত হন এবং কংগ্রেস ছেড়ে সত্যরঞ্জন বক্সী গঠিত 'সিন্‌থেসিস' দলে যোগ দেন। ১৯৫২ খ্রী. সাধারণ নির্বাচনে লোকসভার আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন। এর পরই তিনি রাজনীতি থেকে অবসর নেন। বর্ণ প্রথা, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি সামাজিক কুসংস্কারের বিরোধী ছিলেন। কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নতিবিধান, ভূমি সংস্কার আন্দোলন, পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার ও স্ত্রী-স্বাধীনতার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। [১২৪]

তুলসী লাহিড়ী (১৮৯৭-১৯৫৯) নলডাঙ্গা—রংপুর। সুরেন্দ্রনাথ। জমিদার পরিবারে জন্ম। বি.এ.,বি.এল. পাশ করে রংপুরে ওকালতি শুরু করেন। ছোট বেলা থেকেই সঙ্গীতের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। ১৯২৮ খ্রী. কলিকাতার আলিপুর কোর্টে ওকালতি করতে এলে, তাঁর রচিত দু'টি গানের রেকর্ড করেন জমিরুদ্দিন খাঁ। তাঁর এই প্রতিভার জন্য তিনি এইচ.এম.ভি. ও মেগাফোনে সঙ্গীত পরিচালকের পদ লাভ করেন। ক্রমে আইনের পেশা ছেড়ে শিল্পজগতের সঙ্গে জড়িত হন। চিত্রজগতে প্রথম প্রবেশ নির্বাক যুগে। মঞ্চ-চিত্রাভিনেতা, নাট্যকার ও চিত্র-পরিচালক হিসাবে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। পঞ্চাশটিরও বেশি ছবিতে অভিনয় করেন। 'দুঃখীর ইমান' ও 'ছেঁড়া

তার'—এই দু'টি নাটক লিখে নাট্যকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। উক্ত নাটক দু'খানি বাস্তব জীবনের ভিত্তিতে নাট্যসাহিত্য রচনায় নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষার গোড়াপত্তনে সহায়তা করে। 'মণিকাঞ্চন', 'একটি কথা', 'মায়া-কাজল', 'সাবিত্রী', 'বেজায় রগড়', 'রিক্তা', 'ঠিকাদার', 'মহাসম্পদ', 'চোরাবালি', 'সর্বহারা', 'পথিক' প্রভৃতির রচয়িতা হিসাবে তিনি প্রসিদ্ধ। [১৭]

তেজসানন্দ, স্বামী (১৮৯৬ ? - ১১.৫.১৯৭১)। ১৯১৯ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে এম.এ. (ইতিহাস) পাশ করার পর আধ্যাত্মিক জীবন বরণ করে আমৃত্যু রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সেবা করেন। তিনি উত্তরাখণ্ডে দীর্ঘকাল তপস্যা করে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কয়েকজন সাক্ষাৎ-শিষ্যের আশীর্বাদধন্য হন। তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন। পাটনা আশ্রমের অধ্যক্ষ, বেলুড় বিদ্যামন্দিরের প্রথম অধ্যক্ষ, মঠমিশনের পরিচালক-মণ্ডলীর সদস্য, বেলুড় মঠের অন্যতম ট্রাস্টী ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' এবং 'বেদান্তকেশরী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ : 'শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী', 'যুগাচার্য বিবেকানন্দ', 'শ্রীমা ও সপ্তসাধিকা', 'ভগিনী নিবেদিতা', 'প্রার্থনা ও সংগীত', 'স্মৃতি সঞ্চয়ন' প্রভৃতি। [১৬]

তেলাংগা সাহা ফকির। পালিচড়া—রংপুর। এই ভক্ত কবি 'তেলাংগ গীতাল' নামে পরিচিত ছিলেন। 'সোনাই' যাত্রার প্রণেতা। [১]

ত্রাণদাসুন্দরী দেবী (১২৭২ - ১১.৪.১৩৪১ ব.) বর্ধমান (?)। স্বামী—অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি বর্ধমানে দাঁইহাটে একটি মহিলা চিকিৎসালয় ও মাতৃসদন স্থাপনের জন্য ১০ হাজার টাকা এবং মৃত্যুকালে ঐ কাজের জন্য আরও ৫ হাজার টাকা দান করেন। কাটোয়া মহকুমায় এটিই সর্বপ্রথম ও একমাত্র মহিলা চিকিৎসালয়। [৫]

ত্রিপুরা সেনগুপ্ত (১২.৫.১৯১৩ - ২২.৪. ১৯৩০) কুমিল্লা। নিবারণচন্দ্র। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলে অংশগ্রহণ করেন। মাত্র সতের বছর বয়স হলেও অস্ত্রাগার আক্রমণে একজন সেনাপতির ভূমিকা ছিল। জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে সংগ্রামে মৃত্যুবরণ করেন। [১০,৪২]

ত্রিভঙ্গদাস (? - ১৪.১০.১৩৫১ ব.) কীর্তিপুর—মুর্শিদাবাদ। ছবিলাল। সৎশূদ্রকুলজাত ত্রিভঙ্গ দীনু দাসের কাছে প্রথম কীর্তন শিক্ষা করেন। পরে কাশিমবাজার কীর্তন চতুষ্পাঠী থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। মনোহরশাহী সুরের একজন সুদক্ষ গায়ক। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর আবির্ভাবভূমি একচক্রায় এসে ১৩৩৪ ব. থেকে বাস করেন এবং সেখানকার মন্দিরাদি সংস্কার ও সেবা-পূজার পারিপাট্য সাধন করেন। [২৭]

ত্রিভুবন সাঁওতাল। সাঁওতাল বিদ্রোহের (১৮৫৫ - ৫৬) অন্যতম নায়ক। [৫৬]

ত্রিলোচন তর্কালঙ্কার (১৮৩৭ - ১৮৯৭) শান্তা—ঢাকা। ভৈরবচন্দ্র পঞ্চানন। পুরাপাড়া নিবাসী নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের টোলে প্রায় চার বছর ব্যাকরণ ও ন্যায় অধ্যয়ন করে 'তর্কালঙ্কার' উপাধি প্রাপ্ত হন। তারপর নিজ প্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করে অধ্যাপক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। 'মনোদূত' কাব্যগ্রন্থ এবং কলাপ ব্যাকরণ সম্বন্ধে 'পরিশেষ রত্ন' টীকাগ্রন্থ রচনা করেন। স্মৃতি-শাস্ত্রেও ব্যুৎপন্ন ছিলেন। [১]

ত্রিলোচন দাস (১৫২৩ - ১৫৮৯) কোগ্রাম—বর্ধমান। কমলাকর ঠাকুর। পদকর্তা হিসাবে তিনি লোচন নামে বিখ্যাত এবং 'চরিতামৃত' ও 'ভক্তি-রত্নাকরা'দি প্রাচীন গ্রন্থে সুলোচন নামে পরিচিত। 'ত্রিলোচন' নামটি স্বহস্তলিখিত প্রাচীন 'চৈতন্য-মঙ্গলে' দৃষ্ট হয়। অপর গ্রন্থ : 'দুর্লভসার' এবং 'রাগলহরী' (ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর স্থানবিশেষের পদ্যানুবাদ)। এছাড়াও রচিত বহু পদ আছে। তিনি পাঠাভ্যাসের জন্য শ্রীখণ্ডের নরহরি ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলেন। গুরুর আদেশে তিনি 'চৈতন্য-মঙ্গল' গ্রন্থ ও পদাবলী রচনা করেন। [২,৪]

ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ (? - ১৯১১) চুঁচুড়া—হুগলী। বহু পুরস্কার ও বৃত্তি নিয়ে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৭ খ্রী. সরকারী চাকরি নিয়ে যুক্ত-প্রদেশে যান এবং পরের বছর মীরাট হাসপাতালের ভার গ্রহণ করেন। অস্ত্র-চিকিৎসায় ও চক্ষু-চিকিৎসায় পারদর্শী ছিলেন। সরকারী চিকিৎসা বিভাগের বিবরণীতে তাঁর কাজের প্রশংসা আছে। ১৮৯১ খ্রী. অবসর-গ্রহণ করে মীরাটেই চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করেন। মীরাটের বহু জনহিতকর কাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। [১]

ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, মহারাজ (১৮৮৯ - ৯.৮. ১৯৭০) কাপাসাটিয়া—ময়মনসিংহ। দুর্গাচরণ। প্রবেশিকা পরীক্ষার ঠিক আগেই ১৯০৮ খ্রী. বিপ্লবাত্মক কাজের জন্য গ্রেপ্তার হলে এখানেই প্রথাগত শিক্ষার ইতি হয়। ১৯০৬ খ্রী. অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। প্রথমে পুলিন দাস, মাখন সেন, রবি সেন এবং পরে দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র তাঁকে প্রভাবান্বিত করেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের রচনাবলী এবং যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের গ্রন্থ পাঠ করে জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হন। ব্যায়াম-প্রতিষ্ঠান গঠন করে নিজ জেলায়

বিপ্লবী ঘাঁটি তৈরী করতে থাকেন। ১৯০৯ খ্রী. ঢাকায় আসেন এবং ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় পুলিস তাঁর সন্ধান শুরু করলে আত্মগোপন করেন। এসময়ে আগরতলার উদয়পুর পাহাড় অঞ্চলে গিয়ে ঘাঁটি তৈরী করেন। ১৯১২ খ্রী. গ্রেপ্তার হন। পুলিস একটি হত্যা মামলায় জড়ালেও প্রমাণাভাবে মুক্তি পান। ১৯১৩-১৪ খ্রী. মালদহ, রাজশাহী ও কুমিল্লায় ঘুরে গুপ্ত ঘাঁটি গড়তে থাকেন। ১৯১৪ খ্রী. পুলিস তাঁকে কলিকাতায় গ্রেপ্তার করে বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরূপে আন্দামানে পাঠায়। ১৯২৪ খ্রী. মুক্তি পেয়ে দেশবন্ধুর পরামর্শে দক্ষিণ কলিকাতা জাতীয় বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করেন। ১৯২৭ খ্রী. গ্রেপ্তার হয়ে ব্রহ্মদেশের মান্দালয় জেলে প্রেরিত হন। ১৯২৮ খ্রী. তাঁকে ভারতে এনে নোয়াখালির হাতিয়া দ্বীপে অন্তরীণ করে রাখা হয়। এই বছরই মুক্তি পেয়ে উত্তর ভারতে যান এবং চন্দ্রশেখর আজাদ প্রমুখের সঙ্গে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান আর্মিতে যোগ দেন। বিপ্লবী দলের আদেশে ব্রহ্মদেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ব্রহ্মদেশে যান। ১৯২৯ খ্রী. লাহোর কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯৩০ খ্রী. গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৩৮ খ্রী. মুক্তি পান। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে রামগড় কংগ্রেসে যোগ দেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটানোর চেষ্টায় ভারতীয় সৈন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও সুবিধা করতে পারেন নি। এ সময়ে চট্টগ্রামে গ্রেপ্তার হন। ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৪৬ খ্রী. মুক্তি পেয়ে নোয়াখালিতে সংগঠন গড়ার চেষ্টা করেন। স্বাধীনতালাভের পর পূর্ব পাকিস্তানে নাগরিক হিসাবে রাজনীতিতে সক্রিয় থাকেন। ১৯৫৪ খ্রী. সংযুক্ত প্রগতিশীল দলের প্রার্থী হিসাবে পূর্ব পাকিস্তান অ্যাসেম্ব্লীতে নির্বাচিত হন। কিন্তু ১৯৫৮ খ্রী. তাঁর নির্বাচন অগ্রাহ্য হয় এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এমন কি সামাজিক কাজকর্মেও তাঁর উপর বাধা আরোপ করা হয়। ১৯৭০ খ্রী. পর্যন্ত স্বগ্রামে প্রকৃতপক্ষে নির্জনবাস করেন। চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসেন। এই সময় সংবর্ধনার জন্য তাঁকে দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই মারা যান। [১৬,৭০,১২৪]

ত্রৈলোক্যনাথ দেব (১৭৪৭-১৮২৮) কর্ণপুর—চব্বিশ পরগনা। কাঠখোদাই ব্লকের একজন প্রাচীনতম শিল্পী। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী কর্তৃক ভারতবর্ষে আধুনিক ব্লক প্রবর্তিত হবার আগে গ্রন্থ-চিত্রণের একমাত্র উপায় ছিল কাঠখোদাই। সেই যুগে বাঙলাদেশের উল্লেখযোগ্য পাঠ্যপুস্তক ও পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত প্রায় সব ছবিই ছিল ত্রৈলোক্যনাথের শিল্পকর্ম। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পৌরোহিত্যে হিন্দুমতে বিবাহ করেন। পরে উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির অনুপ্রেরণায় তিনি ও তাঁর স্ত্রী বিরাজমোহিনী দেবী ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কলিকাতার ঝামাপুকুর অঞ্চলে এক বাড়িতে তাঁর প্রতিবেশী ছিলেন। 'সেকালের ব্রাহ্মসমাজ' গ্রন্থের রচয়িতা। ভারতীয় পার্সিলিন শিল্পের পথিকৃৎ সত্যসুন্দর দেব তাঁর পুত্র। [১,১৭]

ত্রৈলোক্যনাথ পাল। ধিতপুর—মেদিনীপুর। কর্মজীবনে আইনজীবী ছিলেন। তিনি চার খণ্ডে 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' গ্রন্থটি ১৮৮৮ খ্রী. থেকে ১৮৯৭ খ্রী. মধ্যে প্রকাশ করেন। [৪]

ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য (১৮৬০-১৯০০) পাঁচদোনা—ঢাকা। ব্রজনাথ। বি.এ. পর্যন্ত প্রতিটি পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৮৫ খ্রী. এম.এ. পাশ করে বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলে হেডমাস্টার নিযুক্ত হন। পরে বি.এল. পাশ করে ১৮৮৯ খ্রী. নয়াদা খাসমহলে সাব-ডেপুটি ও পরে ১৮৯৯ খ্রী. ডেপুটি পদ প্রাপ্ত হন। সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁর অবদান ছিল। 'নেপালের পুরাতত্ত্ব', 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস' (১ম), 'ঐতিহাসিক গ্রন্থমালা', 'রাজতরঙ্গিণী', 'বঙ্গে সংস্কৃতচর্চা' এবং বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের জীবনী গ্রন্থের রচয়িতা। [১,৪]

ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র (২.৫.১৮৪৪-৮.৪.১৮৯৫) কোন্নগর—হুগলী। জয়গোপাল। উত্তরপাড়া বিদ্যালয় থেকে ১৮৫৯ খ্রী. কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পাশ করেন। এফ.এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় এবং বি.এ.-তে ও অঙ্কশাস্ত্রে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৬৫ খ্রী. বি.এল. এবং ১৮৬৬ খ্রী. Honours in Law পরীক্ষায় দেশীয়দের মধ্যে প্রথম কৃতকার্য হন। কর্মজীবনের সূচনায় প্রেসিডেন্সী কলেজে গণিতের অধ্যাপনা ও পরে হুগলী কলেজের আইন ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন। ১৮৬৭ খ্রী. থেকে হুগলীতে ওকালতী কার্যে ব্রতী হন। ১৮৭৫ খ্রী. কলিকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন। ১৮৭৭ খ্রী. ডি.এল. উপাধি লাভ করেন। ১৮৭৯ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ও 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক' নিযুক্ত হন। পরে আইন বিভাগের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ছিলেন। কিছুকাল শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটিরও চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৮৮৭ খ্রী.

মাদ্রাজ কংগ্রেসে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। আর্মস্ অ্যাক্ট-এর (লর্ড লিটন কৃত) সংশোধনী হিসাবে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অস্ত্র ব্যবহারের অধিকার চেয়েছিলেন। তাঁর রচিত 'হিন্দু বিধবা সংক্রান্ত আইন' বিষয়ক গ্রন্থটি বিশেষরূপে সমাদর লাভ করেছে। [১,৮,২৫,২৬]

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭ - ৩.১১.১৯১৯) রাহুতা—চব্বিশ পরগনা। বিশ্বম্ভর। চুঁচুড়ার ডাফ সাহেবের স্কুলে ও তেলিনীপাড়া স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। সংসারের অসচ্ছল অবস্থা দেখে ১৮৬৫ খ্রী. নিরুদ্দেশ হয়ে নানা দেশ ভ্রমণ করেন। সেই সময়ে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষকতার পর কটক জেলায় পুলিসের সাব-ইন্‌স্পেক্টর হন (১৮৬৮) এবং ওড়িয়া ভাষা শিখে 'উৎকল শুভকরী' নামে মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এই সময় স্যার উইলিয়াম হান্টারের সঙ্গে পরিচয় হয় এবং হান্টার তাঁকে ১৮৭০ খ্রী. 'বেঙ্গল গেজেটিয়ার' সঙ্কলন অফিসে কেরানীর পদ দেন। এরপর উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগের প্রধান কেরানী এবং পরে বিভাগীয় ডাইরেক্টরের একান্ত সহকারী হন। ১৮৮১ খ্রী. ভারত সরকারের রাজস্ব বিভাগে বদলী হন এবং ১৮৮৬ খ্রী. ঐ বিভাগ ত্যাগ করে কলিকাতা মিউজিয়ামের সহকারী কিউরেটর হন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে যে সব শিল্পদ্রব্য নির্মিত হয় তার কয়েকটি বিবৃতিমূলক তালিকাপুস্তক ইংরেজীতে প্রকাশ করেন। বর্ধমানে অবস্থানকালে ফারসী ভাষা শেখেন। দেশে দুর্ভিক্ষের সময় প্রাণ বাঁচানোর পন্থা হিসাবে গাজর চাষের উপকারিতা বুঝে সরকারকে এ বিষয়ে অবহিত করেন (১৮৭৮)। দু'বছর পরে রায়বেরিলী ও সুলতানপুর জেলার দুর্ভিক্ষের সময় তাঁর প্রস্তাবিত গাজর চাষের জন্য অনেকের প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়। ১৮৮৩ খ্রী. কলিকাতা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে কয়েকটি বিষয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮৮৬ খ্রী. তাঁকে বিলাতের প্রদর্শনীতে পাঠানো হয়। ইউরোপের নানা স্থানে ভ্রমণ করে 'ইউরোপ পরিদর্শন' গ্রন্থ এবং মিউজিয়ামে চাকরি করা কালে সরকারের অনুরোধে 'Art Manufactures of India' গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু বাঙলাদেশে সাহিত্যিকরূপেই তাঁর প্রধান পরিচয়। তিনি বাংলা সাহিত্যে অজ্ঞাতপূর্ব এক উদ্ভট হাস্যরসের প্রবর্তক। রচিত বাংলা গ্রন্থ : 'কঙ্কাবতী', 'ভূত ও মানুষ', 'ফোকলা দিগম্বর', 'মুক্তামালা', 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা', 'ময়না কোথায়', 'মজার গল্প', 'পাপের পরিণাম' ও 'ডমরু চরিত'। তা ছাড়া 'A Descriptive Catalogue of Products', 'A Hand Book of Indian Products', 'A List of Indian Economic Products' প্রভৃতি এবং 'বিজ্ঞান বোধ' ও আরও কয়েকটি বিদ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থেরও তিনি প্রণেতা। তাঁর রচিত 'ডমরু চরিত' অপূর্ব সৃষ্টি। সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী', 'জন্মভূমি' প্রভৃতি পত্রিকারও লেখক ছিলেন। 'বিশ্বকোষ' অভিধান রচনায় নিজ ভ্রাতাকে সাহায্য করেন। 'Wealth of India' মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা কার্যেও তাঁর সাহায্য ছিল। [১,৩,৪,৭,২৫,২৬]

ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত। তমলুক—মেদিনীপুর। ১২৮০ - ৮২ ব. পর্যন্ত মাসিক 'তমোলুক পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন। 'তমোলুকের ইতিহাস' গ্রন্থের রচয়িতা। [৪]

থাকমণি। মহিলা মাসিকপত্র 'অনাথিনী'র (জুলাই ১৮৭৫) সম্পাদিকা ছিলেন। [৪৬]

দক্ষিণরায়। হালুমিয়া ও গোলাম মস্তালা নামে দুজন মুসলমান কবির গ্রন্থে জানা যায়—বীর দক্ষিণরায় সুন্দরবন অঞ্চলের রাজা মটুকের গুরুদেব ছিলেন। তাঁর ভক্তগণ তাঁকে দেবতাস্থানে রেখে পূজা আরম্ভ করে। ক্রমে তিনি হিন্দু, এমন কি মুসলমানদের কাছেও অরণ্যরক্ষক ও ব্যাঘ্রকুলের অধিদেবতারূপে পূজা পেয়ে আসছেন। মেদিনীপুর, যশোহর, খুলনা এবং বিশেষ করে চব্বিশ পরগনায় দক্ষিণ রায়ের পূজা বেশি প্রচলিত। পৌষ-সংক্রান্তি বা ১লা মাঘ মূর্তি অথবা মুখমণ্ডল অঙ্কিত ঘট ('বারা') পূজিত হয়। অনেক অঞ্চলে এই পূজার পুরোহিত অব্রাহ্মণ জাতির লোক হয়ে থাকেন। দক্ষিণরায়ের বার্ষিক বা বিশেষ পূজাকে 'রায়ের জাতাল পূজা' বলা হয়। তাঁর মাহাত্ম্য অবলম্বনে রচিত মঙ্গলকাব্য-রচয়িতাদের মধ্যে কৃষ্ণরাম দাস অন্যতম প্রধান। পাবনা জেলার 'শম্ভুনাথ ঠাকুর' এবং ফরিদপুরের নলিয়া গ্রামের 'হরিঠাকুর' এমনই লৌকিক দেবতা। [১,৩]

দক্ষিণাচরণ সেন (১৮৬০ - ১৯২৫) মহেশপুর—চব্বিশ পরগনা। নীলমাধব। তিনিই ভারতে ইউরোপীয় সঙ্গীত পদ্ধতি অনুযায়ী অর্কেস্ট্রা-বাদনের অন্যতম প্রবর্তক। বিভিন্ন পাশ্চাত্য যন্ত্রাদি সহযোগে গঠিত তাঁর 'ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রা' ষ্টার থিয়েটারে একসময় অন্যতম আকর্ষণ ছিল। এই অর্কেস্ট্রা-দলে যেমন বিদেশী সুর বাজত, তেমনি আবার ভারতীয় রাগভিত্তিক সুরও বাজানো হত। তাঁর রচিত সঙ্গীত-বিষয়ক গ্রন্থ : 'গীতশিক্ষা', 'সরল হারমোনিয়মসূত্র', 'ঐকতানিক স্বরসংগ্রহ', 'হারমোনিয়মে গানশিক্ষা' ও 'রাগের গঠন-শিক্ষা'। [৩,১৮]

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার (১৮৭৭-১৯৫৭) উলাইল—ঢাকা। রমদারঞ্জন। বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন-শেষে পিতার সঙ্গে ২১ বছর বয়সে মুর্শিদাবাদে গিয়ে সেখানে ৫ বছর বাস করেন। এই সময় থেকেই 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা', 'প্রদীপ' প্রভৃতি পত্রিকাতে প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করতে থাকেন এবং নিজেও 'সুধা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এরপর পিতৃষ্বসার জমিদারী তত্ত্বাবধানের ভার প্রাপ্ত হয়ে ময়মনসিংহে আসেন। সেই সময় থেকে দশ বছর ধরে বাঙলার লুপ্তপ্রায় 'কথাসাহিত্যের সংগ্রহ ও গবেষণা করেন। পরে এই সংগৃহীত উপাদানসমূহ ড. দীনেশচন্দ্র সেনের উপদেশানুযায়ী রূপকথা, গীতিকথা, রসকথা ও ব্রতকথা—এই চার ভাগে বিভক্ত করে পূর্ববঙ্গের পল্লী-অঞ্চলের লুপ্ত-প্রায় বিপুল কথাসাহিত্যকে 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ঠাকুরদাদার ঝুলি', 'দাদামশায়ের থলে', 'ঠানদিদির থলে' প্রভৃতি গল্পগ্রন্থে স্থায়ী রূপদান করে সাধারণ্যে পরিবেশন করেছেন। রচিত অন্যান্য শিশুসাহিত্য : 'খোকাবাবুর খেলা', 'আমাল বই', 'চারু ও হারু', 'ফার্স্ট বয়', 'লাস্ট বয়', 'উৎপল ও রবি', 'কিশোরদের মন', 'বাংলার সোনার ছেলে', 'পৃথিবীর রূপকথা' (অনুবাদ-গ্রন্থ), 'চিরদিনের রূপকথা', 'সবুজলেখা', 'আমার দেশ', 'আশীর্বাদ ও আশীর্বাণী' প্রভৃতি। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সহ-সভাপতি ও উক্ত পরিষদের মুখপত্র 'পথ'-এর সম্পাদক ছিলেন এবং পরিষদের বৈজ্ঞানিক পরি-ভাষা-সমিতির সভাপতিরূপে বাংলায় বিজ্ঞানের বহু পরিভাষা রচনা করেন। রূপকথার লেখকরূপে তিনি রবীন্দ্রনাথের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়েছেন। [৩,২৬]

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (২৭.২.১২৫৩-১৭.১.১৩০২ ব.) সিউড়ী। কুলদানন্দ। আদি নিবাস ময়নাপুর—বাঁকুড়া। ভাগলপুর স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করে আইন পড়েন। কর্মজীবনে পোস্টমাস্টার ছিলেন। কিছুকালের জন্য অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। সাহিত্যেও অনুরাগ ছিল। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'অপূর্ব স্বপনকাব্য', 'শব্দজ্ঞান রত্নাকর' (অভিধান), 'পদসার' (তিন খণ্ড), 'সুভদ্রার বিয়ে' (কাব্যগ্রন্থ) প্রভৃতি। ১২৮৫ ব. সিউড়ী থেকে প্রচারিত 'দিবাকর' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। [৪]

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাজা (১৮১৪-১৫.৭.১৮৭৮) কলিকাতা। জগন্মোহন (পূর্বনাম পরমানন্দ)। পৈতৃক নিবাস ভাটপাড়া। পিতা পাথু-রিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ির ঘরজামাই ছিলেন। হিন্দু কলেজে পড়ার সময় সেই আমলের অন্যান্য ছাত্রদের মত তিনিও অধ্যাপক ডিরোজিওর দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। ডিরোজিওর প্রিয় ছাত্র দক্ষিণারঞ্জন ইয়ং বেঙ্গল দলের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় ১৮৩১ খ্রী. 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরের বছর এই পত্রিকা দ্বিভাষিক সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। একজন প্রসিদ্ধ বাগ্মি-রূপে সংবাদপত্র দলন আইনের বিরোধিতা করেন। 'জ্ঞানান্বেষণ' সমিতির অধিবেশনে সরকার এবং পুলিসী ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেন (৮.২. ১৮৪৩)। 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' স্থাপনেও (১৮৪৩) একজন প্রধান উদ্যোক্তা এবং 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর' পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। সমাজ ও প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে চিরদিনের বিদ্রোহী কৃষ্ণমোহন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক বিতাড়িত হলে তিনি তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। উকীল হিসাবে দক্ষিণারঞ্জন উন্নতি না করলেও সরকার কর্তৃক কলিকাতার প্রথম ভারতীয় কালেক্টর নিযুক্ত হন। পরে মুর্শিদাবাদ নবাব-সরকারেও চাকরি করেন। সম্ভবত উকীল হিসাবে বর্ধমানরাজ তেজচন্দ্রের বিধবা রাণী বসন্ত-কুমারীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় ; পরে তিনি তাঁকে রেজিস্ট্রী করে বিবাহ করেন। এই বিবাহে গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য অন্যতম সাক্ষী ছিলেন। এই ঘটনায় কলিকাতা তোলপাড় হয় ও তিনি যৌবনের সুহৃদ-গণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। এক সময় শিক্ষাব্রতী হেয়ার সাহেবকে ৬০ হাজার টাকা ঋণ দান করেন। হেয়ার সাহেব ঋণশোধে অসমর্থ হয়ে তাঁকে জমি লিখে দেন। ১৮৪৯ খ্রী. বেথুন সাহেবকে স্ত্রী-শিক্ষার জন্য তিনি সেই জমি দান করেন। সমাজ-পরিত্যক্ত দক্ষিণারঞ্জন কলিকাতা ত্যাগ করে ১৮৫১ খ্রী. সপরিবারে লক্ষ্ণৌ যান। ক্রমে সেখানে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ সরকারকে নানাভাবে সাহায্য করে পুরস্কারস্বরূপ শঙ্করপুরের বিদ্রোহী তালুকদারের বাজেয়াপ্ত তালুক লাভ করেন (১৮৫৯)। লক্ষ্ণৌ তথা অযোধ্যার সহকারী অবৈতনিক কমিশনার নিযুক্ত হন। সেখানে 'লক্ষ্ণৌ টাইম্‌স্', 'সমাচার হিন্দুস্থানী' ও 'ভারত পত্রিকা' নামে সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। জমিদারদের শিক্ষায়তন ওয়ার্ড ইন্‌স্টিটিউটের বেসরকারী পরিদর্শক ছিলেন। অযোধ্যা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সমিতি (১৮৬১) ও লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজ স্থাপন তাঁর অন্যতম কীর্তি। এখানে রাজনৈতিক আন্দোলনেরও নেতা ছিলেন। সরকার-মনোনীত এবং জননির্বাচিত সমানসংখ্যক সভ্য নিয়ে প্রাদেশিক সরকার গঠনের জন্য আন্দোলন করেন। এইসব কারণেই সম্ভবত

তখনকার রাজপুরুষদের মধ্যে তাঁর প্রতিপত্তি বিনষ্ট হয়। ১৮৭১ খ্রী. লর্ড মেয়ো কর্তৃক 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত হন। লক্ষ্ণৌতে মৃত্যু। [১,৩, ৮,২৫,২৬]

দনুজমিশ্র। রাঢ়ীশ্রেণীর কুলপঞ্জী রচয়িতা। সংস্কৃত ও বাংলা শ্লোকে 'মেল রহস্য' গ্রন্থ রচনা করেন। [২]

দয়ানন্দ ঠাকুর (১৮৮১ - ১৯৩৭) বামৈ—শ্রীহট্ট। গুরুচরণ চৌধুরী। গৃহস্থাশ্রমের নাম গুরুদাস। চাকরির সূত্রে শিলচরে থাকাকালে ১৩১৫ ব. শহরের কাছে 'অরুণাচল' নামে একটি আশ্রম স্থাপন করেন ও 'দয়ানন্দ' নামে পরিচিত হন। এই গৃহী সন্ন্যাসীর বহু শিষ্য ছিল। একবার অরুণাচল আশ্রম পুলিসের সন্দেহ-দৃষ্টিতে পতিত হলে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং তাঁর নিজের এবং শিষ্যগণের কার্যকলাপ, গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করা হয়। কিছুদিন পর সরকারী নিয়ন্ত্রণাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়। ১৯০৮ খ্রী. তিনি বিশ্বশান্তি প্রচারে উদ্যোগী হন। দেওঘরে লীলামন্দির আশ্রম স্থাপন করেন। পূর্ববঙ্গ ও আসামের বহু স্থানে তাঁর প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তৃত হয়েছিল। [১,২৬]

দয়ারাম ন্যায়ালঙ্কার (১৮শ শতাব্দী) কালীকচ্ছ —ত্রিপুরা। প্রতিভাধর এই নৈয়ায়িক পণ্ডিতের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে বহু দূরদেশ থেকে বিদ্যার্থী তাঁর চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করতে আসতেন। [১]

দয়ালচন্দ্র সোম, রায়বাহাদুর (১৮৪২ - ২৬. ১০.১৮৯৯) চুঁচুড়া—হুগলী। মানিকচন্দ্র। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ১৮৬৫ খ্রী. যোগ্যতার সঙ্গে এম.বি. পরীক্ষা পাশ করে ১৮৬৭ খ্রী. চিকিৎসক হিসাবে লক্ষ্ণৌ কিংস্ হাসপাতালে যোগ দেন ও ১৮৬৮ খ্রী. আগ্রা মেডিক্যাল স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হন। সেখানকার বহু জনহিতকর কাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। পরে বাঁকিপুর মেডিক্যাল স্কুলে বদলী হয়ে আসেন। সেখান থেকে অবসর-গ্রহণ করে তিনি ১৮৭৭ খ্রী. কলিকাতার ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময় তাঁকে ধাত্রীবিদ্যায় অদ্বিতীয় মনে করা হত। একবার নেপালের মহারাণীর চিকিৎসা করে প্রচুর অর্থ ও খ্যাতি লাভ করেন। লর্ড ডাফরিনের শাসনকাল থেকে লর্ড এলগিনের শাসনকাল পর্যন্ত বড়লাটের অবৈতনিক সহকারী সার্জন ছিলেন। ১৮৯০ খ্রী. তাঁর রচিত ধাত্রীবিদ্যা-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ 'Manual of Medicine for Midwives' ভারতের নানা প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত হয়ে পাঠ্যপুস্তকরূপে আদৃত হয়েছিল। আগ্রা মেডিক্যাল স্কুলে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী উর্দু ভাষায় 'Dars-i-Jarahi' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। [১,৪,৭,২৫,২৬]

দর্পদেব। উত্তরবঙ্গে 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহে'র অন্যতম নায়ক। ১৭৭৩ খ্রী. ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত সন্ন্যাসী, ফকির ও স্থানীয় কৃষকদের এক মিলিত বাহিনীর খণ্ডযুদ্ধ হয়। [৫৬]

দর্পনারায়ণ ঠাকুর (১৭৩১ - ১৭৯৩)। জয়রাম। পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর বংশের প্রতিষ্ঠাতা। প্রথমে ফরাসী কোম্পানীর অধীনে কাজ করতেন। পরে বাণিজ্য-ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়ে প্রভূত ধন অর্জন করেন। কলিকাতার বাঙালী সমাজে প্রতিষ্ঠাবান্ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর অগ্রজ নীলমণি ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ। [১,৩,২৬]

দাদ আলী (১৮৫৬ - ১৯২৭)। এই কবির রচিত 'আশেকে রসুল' কাব্যগ্রন্থটি বাংলা 'নাতিয়া' শ্রেণীর কবিতা ও গানের সমষ্টি। কাব্যটি এক সময় বাঙলার মুসলমানদের মধ্যে বহুল-প্রচলিত ছিল। [১৩৩]

দানশীল। অনুমান ১০ম-১১শ শতাব্দীর লোক। উত্তরবঙ্গের বারেন্দ্রীতে রামপাল প্রতিষ্ঠিত জগদ্দল বিহারের অন্যতম আচার্য ও স্বনামধন্য পণ্ডিত। ভগল বা বঙ্গল দেশের অধিবাসী ছিলেন। বিহারের বিভূতিচন্দ্র, শুভাকর গুপ্ত, মোক্ষাকর গুপ্ত, ধর্মাকর প্রভৃতি অন্যান্য আচার্যের মত তিনি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ, অভয়াকর গুপ্ত ও শুভাকর গুপ্তের কয়েকখানি গ্রন্থসহ প্রায় ৬০ খানি তন্ত্রগ্রন্থ এবং স্বরচিত 'পুস্তকপাঠোপায়' নামক গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তিনি জিনমিত্র ও শীলেন্দ্রবোধি নামে দুই বৌদ্ধ আচার্যের সঙ্গে এক যোগে তিব্বতরাজের অনুরোধে একটি সংস্কৃত-তিব্বতী অভিধান রচনা করেছিলেন। এই তিনজন নাগার্জুনের 'প্রতীত্যসমুৎপাদহৃদয়কারিকা' গ্রন্থটিও তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন। [১,৬৭]

দামোদর মিশ্র (১৮শ শতাব্দী)। তাঁর জন্মস্থান সম্পর্কে মতদ্বৈধ আছে। কারও মতে তিনি যশোহর অঞ্চলের লোক ছিলেন। সঙ্গীতজ্ঞ এই পণ্ডিতের 'সঙ্গীতদর্পণ' গ্রন্থটি বিশেষ প্রসিদ্ধ। প্রায়শ্চিত্ত-বিষয়ক 'গঙ্গা-জল' গ্রন্থের রচয়িতা এক দামোদর মিশ্রেরও নাম পাওয়া যায়। [১,৩]

দামোদর মুখোপাধ্যায় (২.১১.১২৫৯ - ৩১.৪. ১৩১৪ ব.) শান্তিপুর—নদীয়া। মাতুলালয় কৃষ্ণনগরে জন্ম এবং সেখানেই খ্যাতনামা বৈয়াকরণ মাতুল লোহারাম শিরোরত্নের নিকট প্রতিপালিত হন। কৃষ্ণনগর ও বহরমপুর কলেজে শিক্ষালাভ করেন।

ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। 'জ্ঞানাঙ্কুর', 'প্রবাহ' ও ইংরেজী দৈনিক 'নিউজ অফ দি ডে'র সম্পাদক ছিলেন। 'অনুসন্ধান' নামে অনুসন্ধান সমিতির পাক্ষিক মুখপত্রের ৭ম খণ্ডটি (১৩০০ ব.) তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। বৈবাহিক বঙ্কিমচন্দ্রের কতকগুলি উপন্যাসের উপসংহার রচনা করেন। তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস 'মৃন্ময়ী' বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'র উপসংহার। রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'নবাবনন্দিনী' (দুর্গেশনন্দিনীর উপসংহার), 'মা ও মেয়ে', 'দুই ভগিনী', 'বিমলা', 'কর্মক্ষেত্র', 'শান্তি', 'সোনার কমল', যোগেশ্বরী, 'অন্নপূর্ণা', 'সপত্নী', 'ললিতমোহন', 'অমরাবতী', 'শম্ভুরাম' প্রভৃতি ; অনুবাদ-গ্রন্থ : 'কমলকুমারী' ও 'শুক্লবসনা সুন্দরী'। তাঁর উপন্যাসে অতি-নাটকীয়তা ও রোমান্সের আতিশয্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও ৯টি টীকা-ভাষ্য ও সুবিস্তৃত ব্যাখ্যাসহ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার সংস্করণ প্রকাশ করেন। [১,৩,৪,৭,২৫,২৬]

দাশরথি রায় বা দাশু রায় (১৮০৬ - ১৮৫৭) বাঁধমুড়া—বর্ধমান। দেবীপ্রসাদ। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম। পীলা গ্রামে মাতুলের যত্নে বাংলা ও ইংরেজী শিখে অল্পবয়সে সাকাই গ্রামের নীলকুঠিতে কেরানীর কাজে নিযুক্ত হন। পদ্যরচনার স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল। এইসূত্রে আত্মীয়বর্গের প্রবল বাধা সত্ত্বেও তিনি আকা বাঈর (অক্ষয় কাটানী) কবির দলে যোগদান করেন। কবির লড়াইয়ে একদিন প্রতিপক্ষ রামপ্রসাদ স্বর্ণকার কর্তৃক তিরস্কৃত হলে দলত্যাগ করে ১৮৩৬ খ্রী. পাঁচালীর আখড়া স্থাপন করেন। কবি-গানের ঝাঁঝালো ছড়া ও চাপান-উতোর ভঙ্গী সহযোগে তিনি পাঁচালীর নববিন্যাস করেছিলেন। শ্রেষ্ঠ পাঁচালীকাররূপে নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজ কর্তৃক প্রশংসিত হন। বর্ধমানের মহারাজা, কলিকাতা শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে পুরস্কৃত করেন। কালক্রমে তিনি প্রভূত বিত্তশালী হন। গানের সংগ্রহ ছাড়াও তিনি ৬৮টি পালা রচনা করেন এবং সেগুলি দশ খণ্ডে প্রকাশিতও হয়। বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দাশরথির পূর্ণাঙ্গ রচনাবলী প্রকাশ করেছেন। তাঁর পাঁচালী সাধারণের মধ্যে লোকশিক্ষা, সাহিত্য-বোধ, ধর্মবোধ ও সমাজচেতনা জাগাতে সমর্থ হয়েছিল। তাঁর আগে অন্য কোন পাঁচালীর নিদর্শন বিশেষ পাওয়া যায় না। কিংবদন্তী এই যে গঙ্গা-নারায়ণ (বা গঙ্গারাম) নস্কর এই নূতন ধরনের পাঁচালীর প্রবর্তক। দাশরথির পরবর্তী খ্যাতিমান পাঁচালীকার ঠাকুরদাস দত্ত (১৮০১ - ৭৬), রসিক রায় (১৮২০ - ৯২) এবং ব্রজমোহন রায় (১৮৩১ - ৭৬)। [১,২,৩,২৫,২৬,৫৩]

দিগম্বর বিশ্বাস। চৌগাছা—যশোহর। নীল-বিদ্রোহের (১৮৫৯ - ৬০) নেতা। দিগম্বর ও বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস প্রথমে নীলকুঠির দেওয়ান ছিলেন। পরে কৃষকদের উপর কুঠিয়ালদের অমানুষিক অত্যাচারের ঘটনা প্রত্যক্ষ করে দেওয়ানী পদ ত্যাগ করে বিদ্রোহ-সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন এবং এই কাজে নিজেদের সমস্ত অর্থ ব্যয় করেন। তাঁরা বরিশাল থেকে লাঠিয়াল আনিয়ে নীলচাষীদের লাঠি খেলা শিখিয়ে এক প্রতিরোধ-বাহিনী গঠন করেছিলেন। কৃষকদের সাহায্যার্থে ১৭ হাজার টাকা ব্যয় করে তাঁরা সর্বস্বান্ত হন। [৫৬]

দিগম্বর ভট্টাচার্য। রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু দিগম্বর একজন কবি ও সঙ্গীত-রচয়িতা ছিলেন। ধর্মমতে তন্ত্রোক্ত আদ্যাশক্তির উপাসক ছিলেন। তাঁর বিভিন্ন সঙ্গীত ঐ সময়ে প্রচলিত রামমোহনের প্রসিদ্ধ গীতগুলির প্রত্যুত্তর-ছলে রচিত। 'মনে কর শেষের দিন কি ভয়ঙ্কর'—রামমোহনের রচিত এই বিখ্যাত সঙ্গীতের প্রত্যুত্তরে তিনি লেখেন : 'মনে কর শেষের দিন কি সুখকর/ আধনীরে গঙ্গাতীরে পাতকী হীন নর/কাটায়ে সংসার মায়া,/আশীর্বাদী পুত্র জায়া,/নিরমালা বিল্বপত্র মাথার উপর/.../ব্রহ্মরন্ধ্র করি ভেদ উঠে দিগম্বর'। [১]

দিগম্বর মিত্র, রাজা, সি.এস.আই. (১৮১৭ - ২০.৪.১৮৭৯) কোন্নগর—হুগলী। শিবচন্দ্র। হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজের ছাত্র এবং ডিরোজিওর শিষ্যদের অন্যতম। কর্মজীবনে শিক্ষক, কেরানী, তহশীলদার, জমিদারী এস্টেটের ম্যানেজার প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের কাজ করেন। শেয়ার ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন করে একজন ধনী জমিদার হন। ১৮৩৭ খ্রী. তিনি কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ রায়ের ম্যানেজার নিযুক্ত হন। এই ম্যানেজারী থেকেই তাঁর সৌভাগ্যের সূচনা হয়। জমিদারীর উন্নতিসাধন করে এখান থেকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার পান এবং ঐ টাকায় রেশম ও নীলের কারবার করে ধনশালী হয়ে ওঠেন। ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সঙ্গে কাজ-কারবার থাকায় দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তিনি ভারত-সভার সহ-সম্পাদক এবং পরে সভাপতি হন। উডের রাজ্যশাসন পরিকল্পনার বিরোধিতা করে খ্যাতি অর্জন করেন। টাউন হলের সভায় (৬.৪. ১৮৫৭) ভারতীয় বিচারকদের ইংরেজদের বিচারাধিকার-সংক্রান্ত আইনবিষয়েও বক্তৃতা দেন। তিনি ১৮৬২ খ্রী. আয়কর সম্মেলনে ভারত-সভার

প্রতিনিধি, অবৈতনিক বিচারক, জাস্টিস্ অফ দি পীস, ১৮৬৪ খ্রী. এপিডেমিক ফিভার কমিশনের একমাত্র ভারতীয় প্রতিনিধি, তিনবার ব্যবস্থাপক সভার মনোনীত সদস্য এবং ১৮৭৪ খ্রী. কলিকাতার প্রথম বাঙালী শেরিফ ছিলেন। তিনি বহু-বিবাহ-রদ আইন প্রবর্তনের এবং বিধবা বিবাহ প্রচলনের বিরোধিতা করেন। [১,৩,৭,৮,২৫,২৬]

দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য (১৪.৭.১২৯১ ব.-?) কাওয়াকোলা—পাবনা। যাদবচন্দ্র শিরোরত্ন। সমাজ-সংস্কারক ও সাহিত্যিক। ছাত্রাবস্থায় প্রবন্ধাদি লিখে পুরস্কার লাভ করেন। রচিত উল্লেখযোগ্য সমাজ-বিষয়ক গ্রন্থাবলী : 'জাতিভেদ', 'শূদ্রের পূজা', 'বেদাধিকার', 'জলচল', 'খাদ্যাখাদ্য বিচার' প্রভৃতি। [২৫]

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৬.১২.১৮৮২-২১.৭.১৯৩৫) জোড়াসাঁকো—কলিকাতা। দ্বিপেন্দ্রনাথ। প্রপিতামহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। সঙ্গীতশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বহু সঙ্গীতের সুর যোজনা করেন। ২৫ বছর বিশ্বভারতীর সঙ্গীত-শিক্ষক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'ফাল্গুনী' নাটকের উৎসর্গ-পত্রে তাঁকে 'আমার সকল গানের কাণ্ডারী' আখ্যায় সম্মানিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের বহু নাটকে তিনি অসামান্য অভিনয়-দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর রচিত কবিতা ও সঙ্গীত 'দিনেন্দ্র-রচনাবলী' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। বেশির ভাগ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্বরলিপি তিনিই রচনা করেন। রচিত কিছু কবিতা 'বীণ' গ্রন্থে প্রকাশিত। তিনি নানা ভাষায় পণ্ডিত এবং ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কয়েকটি বিদেশী গল্পেরও বঙ্গানুবাদ করেন। [১,৩,৪,৫,৮৭]

দিবাকর বেদান্তপঞ্চানন (১২৬৪-১৩৫৭ ব.) মৈথুনা—মেদিনীপুর। ত্রিলোচন মিশ্র। এই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ১৮৯৭-১৯৫০ খ্রী. পর্যন্ত কাঁথির 'ভবসুন্দরী চতুষ্পাঠী'র অধ্যাপক ছিলেন। কাঁথি সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠাতা এবং 'ত্রিকাল-সন্ধ্যাপদ্ধতি' গ্রন্থের রচয়িতা। [৪]

দিব্য বা দিব্যোক (১১শ শতাব্দী)। যতদূর জানা যায় দিব্য বা দিব্যোক বা দিবোক পালরাষ্ট্রের কৈবর্তজাতীয় একজন প্রধান সামন্ত ছিলেন। দ্বিতীয় মহীপালের (১০৭০-৭৫ খ্রী.) সময়ে পাল-রাষ্ট্রতন্ত্রের দুর্বলতার সুযোগে সামন্ত নায়কগণ তাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মহীপাল পরাজিত ও নিহত হন এবং দিব্য বরেন্দ্রীর অধিকার লাভ করে নৃপ আখ্যায় রাজত্ব করতে থাকেন। ইতিহাসে এই ঘটনা 'কৈবর্ত-বিদ্রোহ' নামে খ্যাত। সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত রামচরিত কাব্যে এই ঘটনার বিবৃতি আছে কিন্তু এই বিবৃতি পণ্ডিতদের কাছে পুরোপুরি স্বীকৃতি লাভ করে নি। বরেন্দ্রী কিছুদিনের জন্য দিব্য, রুদোক ও ভীম এই তিন কৈবর্ত রাজার অধীনে শাসিত হয়েছিল। রুদোকের ভ্রাতা ভীম জনপ্রিয় নরপতি ছিলেন এবং তাঁর আমলে উত্তরবঙ্গের এই কৈবর্তরাজ্য এক সুপ্রতিষ্ঠিত এবং পরাক্রমশালী শক্তিরূপে পরিগণিত হয়। [১,২২,৬৩,৬৭]

দিলাল খাঁ। ১৭শ শতাব্দীর প্রথমভাগে পূর্ব-বঙ্গের নোয়াখালি অঞ্চলের বিত্তবানেরা 'দিলাল খাঁ' নাম শুনলেই আতঙ্কিত হতেন। দস্যু-সর্দার দিলাল খাঁর দুর্গ, অস্ত্রশস্ত্র এবং যথেষ্ট বাহুবল ও লোকবল ছিল। ১৬৩৯ খ্রী. উপঢৌকন দ্বারা তিনি শাহ্ সুজাকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। বিত্তবান ব্যক্তিদের গৃহ থেকে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি দরিদ্র জন-সাধারণের মধ্যে বিতরণ করে তিনি কিংবদন্তীর নায়কে পরিণত হন। ক্ষুধার্ত নিপীড়িত মানুষ দিলালকে সহৃদয় বন্ধু বলে ভাবত। শেষজীবনে তিনি মোগল সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হন এবং ১২ জন অনুচরসহ ঢাকায় বন্দী জীবন যাপন করেন। [৪]

দিলীপকুমার সেন (১৯২১-২৮.৩.১৯৭২) টাঙ্গাইল—ময়মনসিংহ। হেমচন্দ্র। খ্যাতনামা নৃ-বিজ্ঞানী। ১৯৪৮ খ্রী. তিনি অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সার্ভেতে 'ট্রেনী' হিসাবে যোগ দেন। পরে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ করেন। ১৯৬১ খ্রী. লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ব্লাড গ্রুপ স্টাডিজ অন ইণ্ডিয়ান পপুলেশন' থিসিসের উপর তিনি পি-এইচ.ডি. ডিগ্রী পান। অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার অধিকর্তা ছিলেন। তিনি ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে মস্কো ও টোকিওতে আন্তর্জাতিক নৃবিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। [১৬]

দীনকান্ত ন্যায়পঞ্চানন (?-১২৯৮ ব.) বাঘাউরা—ত্রিপুরা। ত্রিপুরা জেলার একজন শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ ছিলেন। অধ্যাপনার খ্যাতি ছিল। তাঁর সুবৃহৎ টোলে একসময় ছাত্রসংখ্যা ১২৫ জন হয়েছিল। [১]

দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় (?-১৯০২) হালি-শহর—চব্বিশ পরগনা। ছাত্রাবস্থায়ই তিনি 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা এবং 'অরুণোদয়' পত্রে প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন। পরবর্তী জীবনে কার্যোপলক্ষে ভারতের যে যে অঞ্চলে গিয়েছেন সেখানেই সাহিত্য-সভা স্থাপন করেছেন। সে সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতা ও রচনাবলী নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচিত কৌলীন্য প্রথা

সংশোধন বিষয়ে এক প্রবন্ধ ও কবীরের জীবনচরিত লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'ইন্ডিয়ান ম্যাগাজিন অ্যান্ড রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'বিবিধ দর্শন', 'একতাব্রত কাব্য' ও 'জ্ঞানপ্রভা' (উপন্যাস) তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনি ভ্রমণবৃত্তান্তও লিখেছেন। পাবতীপুরে 'নেটিভ ইম্প্রুভমেন্ট সোসাইটি' স্থাপন ও 'ধারবার রেলওয়ে ইন্স্টিটিউট' নির্মাণ তাঁর জীবনের অন্যতম কীর্তি। কলিকাতার ভারতীয় শিল্প সমিতির সহযোগী সম্পাদক ও কলিকাতা জাতীয় সমাজ সংস্কার সমিতির কার্যনির্বাহক সভার সম্পাদক ছিলেন। সাধক রামপ্রসাদের স্মৃতিচিহ্ন রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন। [১]

দীননাথ ধর (১৮৪০-?)। মাতুলালয় চুঁচুড়া—হুগলীতে জন্ম। হুগলী কলেজ থেকে বি.এল. পাশ করে হুগলীতে পাঁচ বছর ওকালতি করেন। ১৮৮১ খ্রী. ঢাকায় সরকারী উকিল নিযুক্ত হন। ১৮৯৬ খ্রী. উক্ত পদ পরিত্যাগ করে পুনরায় হুগলীতে এসে স্বাধীনভাবে আইন ব্যবসায় করতে থাকেন। কবি মধুসূদনের অনুপ্রেরণায় কবিতা রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। ১৮৬১ খ্রী. 'মেঘনাদ বধে'র অনুকরণে তিনি 'কংস বিনাশ' কাব্য রচনা ও ১৯০২ খ্রী. আনন্দ ভট্ট রচিত সংস্কৃত 'বল্লালচরিতে'র বঙ্গানুবাদ করেন। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'প্রসূতি বিয়োগে তস্য সুত', 'ত্রিশূল', 'ঊষাচরিত', 'সুবর্ণবণিক কুলোদ্ধারক ঠাকুর উদ্ধারণ দত্ত' প্রভৃতি। এ ছাড়া হাস্যরসাত্মক সংগীত ও সাধনসংগীত রচনায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। [১,৪]

দীননাথ মুখোপাধ্যায় (২০.১২.১৮৭০-?) বালুচর—মুর্শিদাবাদ। হীরালাল। পিতার কর্মক্ষেত্র হুগলীতে জন্ম। সাংসারিক অসচ্ছলতা দেখা দিলে ১৮৮৯ খ্রী. হুগলী কলেজ থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতি স্থগিত রেখে অর্থোপার্জনের চেষ্টা করেন। ২৫ জুন ১৮৯৩ খ্রী. পিতৃসঞ্চিত অর্থে ও সাধারণের আনুকূল্যে 'চুঁচুড়া বার্তাবহ' নামে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র পরিচালনা শুরু করে পরের বছর পিতার নামে 'হীরা যন্ত্র' বা 'ডায়মন্ড প্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন। 'চুঁচুড়া বার্তাবহ' প্রকাশের পূর্বে তিনি স্টেট্স্ম্যান, অমৃতবাজার পত্রিকা, বেঙ্গলী, ইন্ডিয়ান মিরর প্রভৃতি পত্রিকাদিতে লিখতেন। [৪,২০]

দীননাথ সান্যাল, রায়বাহাদুর (১৮৫৭-১৯৩৫)। মাতুলালয় শ্রীরামপুর—হুগলীতে জন্ম। পৈতৃক নিবাস কৃষ্ণনগর—নদীয়া। শ্রীরামপুর থেকে ছাত্রবৃত্তি পাশ করে কৃষ্ণনগর যান এবং রামতনু লাহিড়ীর অনুজ ডা. কালীচরণের সাহায্যে প্রবেশিকা ও এফ.এ. পাশ করেন ; তারপর কলিকাতা থেকে বি.এ. ও এম.বি. পাশ করে সরকারী চাকরি গ্রহণ করেন। ক্রমে সিভিল সার্জন হন। দীননাথ একজন উচ্চস্তরের সাহিত্যিকও ছিলেন। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় স্বনামে ও বেনামে প্রবন্ধাবলী রচনা করতেন। সাহিত্যিক ইন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী সম্পাদনাকার্যেও বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ দান—মাইকেল মধুসূদনের কাব্যের সমালোচনা ও ব্যাখ্যা। অপর কীর্তি 'মেঘনাদ বধে'র পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ। শেষ জীবনে বাংলা গদ্যে 'বাল্মীকি রামায়ণে'র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। অন্যান্য গ্রন্থাবলী : 'সীতা ও সরমা', 'ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনা', 'তিলোত্তমা', 'নীলু খুড়ো', 'কুমারসম্ভব', 'স্বাস্থ্যবিদ্যা প্রবেশিকা' ইত্যাদি। [১,৪]

দীননাথ সেন (১৮৩৯-১৮৯৮) দাসরা—ঢাকা। গোকুলচন্দ্র। কুমিল্লা জেলা স্কুলে অধ্যয়ন করে জুনিয়র বৃত্তি পান এবং ঢাকা কলেজে বি.এ. পর্যন্ত পড়েন। তারপর কলেজ-সংলগ্ন স্কুলে কিছুকাল শিক্ষকতার পর ঢাকা নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং সেখানে বহুকাল কাজ করেন। ক্রমে তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন্স্পেক্টর, জয়েন্ট ইন্স্পেক্টর ও ইন্স্পেক্টর হন। ইতিমধ্যে অল্পকালের জন্য ত্রিপুরার মহারাজের মন্ত্রিত্বও করেন। এক সময়ে পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হিসাবে তাঁর এবং অভয়কুমার দাসের মিলিত প্রচেষ্টায় ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে তিনি ধর্মমত পরিবর্তন করেন। শিল্পকর্মে অনুরাগী ছিলেন। তিনি একবার কাপড়ের কল স্থাপন করেন। নূতন ধরনের প্রদীপদানও প্রস্তুত করেছিলেন। 'শিক্ষাদান প্রণালী', 'মানসিক গণনা', 'বঙ্গদেশ ও আসামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ' প্রভৃতি গ্রন্থ ও কয়েকটি বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকও রচনা করেছিলেন। [১,৪,২৬]

দীনবন্ধু গোস্বামী। রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের শিষ্য এবং বিষ্ণুপুর ঘরানার অন্যতম ধারক ও বাহক। তাঁর সঙ্গীতশিক্ষার কেন্দ্র এবং কর্মক্ষেত্র ছিল বিষ্ণুপুর। তিনি কয়েকটি গানও রচনা করেছিলেন। তাঁর পাঁচ পুত্রের মধ্যে গঙ্গানারায়ণ পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। [৫২]

দীনবন্ধু দত্ত (১২৫৯?-১৯.৬.১৩৪৫ ব.)। ছাত্রবৃত্তি পাশ করার পর বাঙলা কমিটি ওকালতি পাশ করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে ওকালতি শুরু করেন। উক্ত অঞ্চলের সর্ববিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। তা ছাড়া বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, চাঁদপুর স্টেশনে চা-বাগানের

কুলি-হাঙ্গামা, অসহযোগ আন্দোলন প্রভৃতিতেও যথাসম্ভব অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ-বাড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, লোকাল বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান ও সমবায় ব্যাঙ্কের ডেপুটি প্রেসিডেন্টরূপে কার্য পরিচালনায় অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সংগীতেও তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। [১]

দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায় (১২২৬-১৩০২ ব.) কোন্নগর—হুগলী। হরচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার। রাঢ়ীশ্রেণীয় বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে জন্ম। তৎকালীন বঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক। প্রথমে হুগলী জেলার উত্তরপাড়ায় জয়শঙ্কর বিদ্যালঙ্কারের নিকট ও পরে নবদ্বীপের মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্তের নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন করে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে বিভিন্নদেশীয় বহু ছাত্র তাঁর নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করত। 'কলিকাতা পণ্ডিত সভা'র ও কোন্নগরস্থিত 'ধর্মমর্ম প্রকাশিকা সভা'র প্রথম সম্পাদক ছিলেন। ১৮৮৭ খ্রী. রাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের স্বর্ণ-জুবিলী উৎসবে সর্বপ্রথম প্রদত্ত 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিপ্রাপ্ত পণ্ডিতদের তিনি অন্যতম। [১,১৩০]

দীনবন্ধু মিত্র, রায়বাহাদুর (১৮৩০-১.১১.১৮৭৩) চৌবেড়িয়া—নদীয়া। কালাচাঁদ। পিতৃদত্ত নাম গন্ধর্বনারায়ণ। দরিদ্র পরিবারে জন্ম। গ্রাম্য পাঠশালায় কিছুদিন পড়ার পর পিতা তাঁকে বালক বয়সেই জমিদারী সেরেস্তার কাজে নিযুক্ত করেন। কিন্তু উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি কলিকাতায় পালিয়ে আসেন এবং পিতৃব্যের গৃহে থেকে বাসন মাজার কাজ করে লেখাপড়া চালাতে থাকেন। আনুমানিক ১৮৪৬ খ্রী. প্রথমে লঙ্ সাহেবের অবৈতনিক স্কুলে শিক্ষা শুরু করে দীনবন্ধু নাম গ্রহণ করেন। পরে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল (হেয়ার) থেকে ১৮৫০ খ্রী. স্কুলের শেষ পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তিনি সর্বোচ্চ নম্বর পেতেন। কলেজের সব পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন। শেষ পরীক্ষা না দিয়ে ১৮৫৫ খ্রী. ১৫০ টাকা বেতনে পাটনার পোস্টমাস্টারের পদ গ্রহণ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই পোস্টাল ইন্‌স্পেক্টর পদে উন্নীত হন। লুসাই যুদ্ধের সময় ডাক-ব্যবস্থার তদারকীর কাজে দক্ষতার জন্য ১৮৭১ খ্রী. সরকার তাঁকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি দিলেও তাঁর যথোচিত পদোন্নতি হয় নি। কলেজ-জীবনে ঈশ্বর গুপ্তের সংস্পর্শে এসে তাঁরই অনুপ্রেরণায় 'সংবাদ প্রভাকর', 'সাধুরঞ্জন' প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা লিখতে শুরু করেন। এই সময়ের তাঁর কোন কোন রচনা অত্যন্ত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। কর্মজীবনে সরকারী কাজে দেশ-বিদেশ ঘুরে বহুলোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। সেই সময়ের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্য-জীবনে চরিত্রসৃষ্টির কাজে লেগেছিল। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "দীনবন্ধু রচিত অনেক নাটক প্রকৃত ঘটনাভিত্তিক এবং অনেক চরিত্র তৎকালীন জীবিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে রচিত"। বীভৎস অত্যাচারে লাঞ্ছিত দেশীয় নীলকর চাষীদের দুরবস্থা অবলম্বনে ১৮৬০ খ্রী. তিনি 'নীলদর্পণ' নাটক লেখেন। আজও নাটকটি বাঙলার অক্ষয় সম্পদ। এ নাটক ইতিহাস সৃষ্টি করেছে বহুভাবে। মধুসূদন তার ইংরেজী অনুবাদ করেন; সেই অনুবাদ পাদরী লং সাহেব প্রকাশ করে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই নাটকটির অভিনয় দেখতে এসে বিদ্যাসাগর মহাশয় মঞ্চে জুতো ছুঁড়ে মারেন—সেটাই অভিনেতা পুরস্কার হিসাবে মাথায় তুলে নেন। রচনাকাল থেকে আজ অবধি এই নাটক জাতীয় চেতনার পুরোধা হয়ে আছে। এটিই প্রথম বিদেশী ভাষায় অনূদিত বাংলা নাটক। নাটকটি ঢাকা থেকে ১৮৬০ খ্রী. প্রথমে 'কস্যচিৎ পথিকস্য' ছদ্মনামে প্রকাশিত হয় ও ৭.১২.১৮৭২ খ্রী. এই নাটক দিয়েই সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয় আরম্ভ হয়। নাটকটিকে বঙ্কিমচন্দ্র 'আংকল টমস্ কেবিন'-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর রচিত 'সধবার একাদশী' ও 'জামাই বারিক' উচ্চাঙ্গের সামাজিক নাটক। অন্যান্য বিখ্যাত নাটক : 'নবীন তপস্বিনী', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'লীলাবতী', 'কমলে কামিনী' প্রভৃতি। তাঁর অন্যান্য রচনাবলী মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। [১,২,৩,৪,৭,৮,২৫,২৬,৬৫,৮৫]

দীনেন্দ্রকুমার রায় (২৬.৮.১৮৬৯-২৭.৬.১৯৪৩) মেহেরপুর—নদীয়া। ব্রজনাথ। ১৮৮৮ খ্রী. মহিষাদল হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করে কৃষ্ণনগর কলেজে ভর্তি হন। ১৮৯৩ খ্রী. রাজশাহী জেলা জজের কর্মচারী নিযুক্ত হন। এখানেই কবি রজনীকান্তের উৎসাহে তিনি একটি ফরাসী উপন্যাস (ইংরেজী সংস্করণ থেকে) অনুবাদ করেন। ১২৯৫ ব. তাঁর প্রথম রচনা 'একটি কুসুমের মর্মকথা : প্রবাদ প্রশ্নে', 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৮৯৮ খ্রী. অরবিন্দ ঘোষের বাংলা শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে বরোদায় দু' বছর কাটান। ১৯০০ খ্রী. 'সাপ্তাহিক বসুমতী' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ও পরে সম্পাদক হন। এই সময়ে 'নন্দন কানন' মাসিক পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন। 'নন্দনকানন সিরিজ' বা 'রহস্য

লহরী সিরিজ'-এ ডিটেক্‌টিভ রবার্ট ব্লেককে ইংরেজী থেকে অনুবাদের মাধ্যমে বাঙলার কিশোরদের কাছে পরিচিত করে তিনি প্রসিদ্ধ হন। এই সিরিজের প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা ২১৭টি। প্রকাশিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'বাসন্তী', 'হামিদা', 'পট', 'অজয়সিংহের কুঠি', 'পল্লীচিত্র', 'পল্লীবৈচিত্র্য', 'পল্লীকথা', 'পল্লীচরিত্র', 'ঢেঁকির কীর্তি' প্রভৃতি। [৩,৪,৭]

দীনেশচন্দ্র গুপ্ত, ওরফে নসু (৬.১২.১৯১১ - ৭.৭.১৯৩১) যশোলং—ঢাকা। সতীশচন্দ্র। ঢাকায় ও পরে মেদিনীপুরে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন। এই সংগঠন মেদিনীপুরে পরপর তিনজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করতে সমর্থ হয়। ৮.১২. ১৯৩০ খ্রী. বিনয় বসুর নেতৃত্বে বাদল (সুধীর গুপ্ত) ও দীনেশ কলিকাতা রাইটার্স বিল্ডিংস্‌-এ আক্রমণ চালিয়ে কারা-বিভাগের অত্যাচারী ইন্‌স্পেক্টর-জেনারেল সিম্প্‌সনকে নিহত করেন এবং অন্য কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইউরোপীয় কর্মচারীকে গুরুতরভাবে আহত করেন। শেষে উগ্র বিষ খেয়ে ও নিজেদের মাথায় গুলি চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলে বিনয় ও বাদল মারা যান। মৃতকল্প দীনেশকে বহু চেষ্টায় বাঁচিয়ে তোলা হয়। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও সরকার তাঁর কাছ থেকে কোন স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারে নি। বিচারে তাঁর ফাঁসির আদেশ হয়। ফাঁসির অপেক্ষায় কারান্তরালে থেকে তিনি কয়েকটি পত্র লেখেন। পত্রগুলিতে বিপ্লবী সাধনায় ত্যাগব্রতীদের উদার হৃদয়ের পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে। সাহিত্যিক বিচারেও পত্রগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। কলিকাতা শহরে বহুখ্যাত লালদীঘি বিনয়-বাদল-দীনেশ এই বীরত্রয়ের নামে উৎসর্গীকৃত। [৩,১০,৪২,৪৩]

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৯০ - ১৯৫৭)। রাজশাহী, চট্টগ্রাম, হুগলী প্রভৃতি কলেজের অধ্যাপক এবং প্রাচীন সাহিত্যের গবেষক। হাতের লেখা পুরনো পুঁথি, কুলজি ও সরকারী দপ্তরের কাগজপত্র ঘেঁটে প্রাচীন গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারদের সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। এইসব তথ্যাদি 'ইণ্ডিয়ান হিস্‌টরিক্যাল কোয়ার্টার্লি', 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা', 'প্রবাসী', 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রভৃতিতে প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 'বাঙালীর সারস্বত অবদান : বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা' (১৩৫৮ ব.) গ্রন্থটি রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করে। পরিষৎ প্রকাশিত অপর দু'টি গ্রন্থ : 'কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন' (১৩৫৯ ব.) ও 'শিবায়ন' (১৩৬৩ ব.)। রচিত 'হিস্ট্রি অফ নব্যন্যায় ইন মিথিলা' (১৯৫৮) গ্রন্থে তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার কিছু অংশ প্রকাশিত হয়েছে। বহুদিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথিশালাধ্যক্ষ, পত্রিকাধ্যক্ষ এবং সহসভাপতি ছিলেন। [৩]

দীনেশচন্দ্র মজুমদার (১৯০৭ - ৯.৬.১৯৩৪) বসিরহাট—চব্বিশ পরগনা। পূর্ণচন্দ্র। অল্প বয়সে পিতৃহীন হয়ে আত্মীয়দের সাহায্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ১৯২৪ খ্রী. প্রবেশিকা, ১৯২৬ খ্রী. আই.এ. এবং ১৯২৮ খ্রী. বি.এ. পাশ করে আইন-শিক্ষা শুরু করেন। আই.এ. পড়ার সময় যোগাভ্যাস করতেন ; পরে সিমলা ব্যায়াম সমিতিতে লাঠি ও ছোরা খেলা শিক্ষা করেন। প্রতিবেশী বিপ্লবী অনুজাচরণের মাধ্যমে যুগান্তর বিপ্লবী দলে যোগ দেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বাঘা যতীনের নেতৃত্বে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের সময় বালেশ্বরের গুপ্ত ঘাঁটির পরিচালক শৈলেশ্বর বোস টি.বি. রোগাক্রান্ত হলে অনুজার সঙ্গে রাত জেগে সেবা করেন। এরপর দলনেতার নির্দেশে তিনি বগুড়া ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় বিপ্লবী সংগঠনের কাজে ব্রতী হন। লাঠি খেলার শিক্ষক হিসাবে 'ছাত্রী সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন। দলের নির্দেশে ২৫.৮.১৯৩০ খ্রী. টেগার্ট নিধন চেষ্টায় আক্রমণকারী তিনজনের তিনি অন্যতম ছিলেন। আক্রমণকালে তিনি গ্রেপ্তার হন। বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ হয়। ১৯৩২ খ্রী. মেদিনীপুর জেল থেকে অপর দুই বিপ্লবী সহ পালাবার সময় তিনি পা ভাঙেন। তা সত্ত্বেও তিনি আত্মগোপনে সমর্থ হন। আত্মগোপনকালে তিনি কুলির কাজও করেছেন। অবশেষে চন্দননগরে শ্রীশ ঘোষের সাহায্যে আশ্রয় পান। ১৯৩২ খ্রী. তাঁর নেতৃত্বাধীনে দু'বার ওয়াটসন হত্যার চেষ্টা হয়। চন্দননগরের পুলিস কমিশনার কুইনের নেতৃত্বে একদল পুলিস বিপ্লবীদের তাড়া করলে দীনেশের গুলিতে কুইন নিহত হন এবং তিনি বিপ্লবীদের নিয়ে আত্মগোপন করেন। এই সময় পুলিসী অত্যাচার ও ব্যাপক গ্রেপ্তারের ফলে দলের অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন তিনি দলের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করেন। গ্রীণ্ডলে ব্যাঙ্কের জনৈক কর্মচারীর সাহায্যে টাকা সরিয়ে সেই টাকায় অস্ত্র কেনার চেষ্টা হয়। এ সময়ে তিনি কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে থাকতেন। ২২.৫.১৯৩৩ খ্রী. পুলিস সন্ধান পেয়ে বাড়িটি আক্রমণ করলে উভয় পক্ষে গুলি বিনিময় চলে। দীনেশ, জগদানন্দ ও নলিনী শেষ বুলেট পর্যন্ত লড়াই করে আহত অবস্থায় ধরা পড়েন। বিচারে দীনেশের প্রাণদণ্ডাদেশ ও অপর দু'জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। [৩,৬,১০,৪২,৪৩]

দীনেশচন্দ্র সেন, রায়বাহাদুর (৩.১১.১৮৬৬ - ২০.১১.১৯৩৯) সুয়াপুর—ঢাকা। ঈশ্বরচন্দ্র। বগজুড়ী—ঢাকায় মাতুলালয়ে জন্ম। ১৮৮২ খ্রী. ঢাকা জগন্নাথ স্কুল থেকে এন্ট্রান্স ও ১৮৮৫ খ্রী. ঢাকা কলেজ থেকে এফ.এ. পাশ করে হবিগঞ্জে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৮৮৯ খ্রী. ইংরেজীতে অনার্সসহ বি.এ. পাশ করেন। ১৮৯১ খ্রী. কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ পান। এই সময়ে গ্রাম-বাঙলার লুপ্তপ্রায় অপ্রকাশিত প্রাচীন বাংলা পুঁথির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ঐগুলি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পদব্রজে গ্রামে গ্রামে ঘোরেন। এইভাবে সংগৃহীত পুঁথিগুলির মধ্যে ১৯০৫ খ্রী. শ্রীকর নন্দীর 'ছুটিখানের মহাভারত' বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থের সহযোগিতায় এবং মানিক গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শ্রীধর্মমঙ্গল' হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সহযোগিতায় প্রকাশ করেন। দীনেশচন্দ্রই প্রথম বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বাংলা সাহিত্যের গবেষণা করেন। এই গবেষণার ফলস্বরূপ রচিত গ্রন্থ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' তাঁর অমর কীর্তি। পূর্ববঙ্গে মুখে মুখে প্রচলিত লোকগীতি অবলম্বনে তিনি ১৯২০ খ্রী. 'দি ফোক লিটারেচার অফ বেঙ্গল' এবং ১৯২৩ - ৩২ খ্রী. মোট আট খণ্ডে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' এবং তার ইংরেজী আলোচনা ও অনুবাদ 'ঈস্টার্ন বেঙ্গল ব্যালাড্স্ : মৈমনসিংহ' এবং 'ঈস্টার্ন বেঙ্গল ব্যালাড্স্' নামে প্রকাশ করেন। ১৯০৯ - ১৩ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবপ্রবর্তিত 'রীডার' এবং শেষে 'রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলোশিপ' পদ গ্রহণ করে তিনি ১৯৩২ খ্রী. পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্মরণীয় যে দীনেশচন্দ্রের সাহায্যেই স্যার আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষা তথা বাংলায় এম.এ. পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করেন। ১৯২১ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ডি.লিট. উপাধি এবং ১৯৩১ খ্রী. বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট অবদানের জন্য 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান করেন। ১৯২৯ খ্রী. তিনি হাওড়ায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের মূল-সভাপতি এবং ১৯৩৬ খ্রী. রাঁচিতে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের মূল ও সাহিত্য শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁর রচিত অন্যান্য গবেষণা গ্রন্থ : 'হিস্টরি অফ বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাণ্ড লিটারেচার', 'বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়' (২ খণ্ড), 'দি বেঙ্গলী রামায়ণস্' ; পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বনে 'রামায়ণী কথা', 'বেহুলা', 'সতী', 'ফুল্লরা' ; বৈষ্ণব সাহিত্য অবলম্বনে 'দি বৈষ্ণব লিটারেচার অফ মিডিয়েভ্যাল বেঙ্গল', 'চৈতন্য অ্যাণ্ড হিজ কম্প্যানিয়নস্' 'চৈতন্য অ্যাণ্ড হিজ এজ', 'বৃহৎ বঙ্গ' প্রভৃতি। [৩,৭,২৫,২৬]

দীনেশচরণ বসু (১৮৫১ - ১৮৯৮) শ্রীবাড়ি—ঢাকা। অভয়াচরণ। পিতার কর্মক্ষেত্র ভাগলপুর থেকে প্রবেশিকা পাশ করে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য পড়া ছেড়ে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। 'বঙ্গদর্শন', 'বান্ধব' ও 'স্টেট্স্ম্যান' পত্রিকায় রচনাবলী প্রকাশ করতেন। 'চারুবার্তা', 'ভারত-মিহির', 'ঢাকা প্রকাশ', 'চারুমিহির' প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে সম্পাদনাসূত্রে তাঁর যোগাযোগ ছিল। নাসিরাবাদ মাইনর স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৮৭৭ খ্রী. ভারত-সভার অনুকরণে ময়মনসিংহ-সভা স্থাপনের তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা। সঙ্গীত-রচনা ও অঙ্কনশিল্পেও দক্ষতা ছিল। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত পরবর্তী জীবনের কাব্যে হেমচন্দ্রের প্রভাব বিদ্যমান। রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ 'মানস-বিকাশ', 'কবিকাহিনী', 'কুলকলঙ্কিনী' (উপন্যাস), 'মহাপ্রস্থানকাব্য' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পূর্ববঙ্গের সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল। [১,৩,৪,২৮]

দীনেশরঞ্জন দাশ (২৯.৭.১৮৮৮ - ১২.৫. ১৯৪১) চট্টগ্রাম। পৈতৃক নিবাস ফমোরপুর—ঢাকা। কৈলাসচন্দ্র। প্রখ্যাত কল্লোল পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। চট্টগ্রাম স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে ঢাকা কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে কলেজ ত্যাগ করেন। ছবি-আঁকা ছিল তাঁর সহজাত গুণ। কিছুকাল আর্ট স্কুলে শিল্প শিক্ষা করেন। কার্টুন ছবি ভাল আঁকতেন। কর্মজীবনের প্রথম দিকে কিছুকাল কখনও ক্রীড়া-সরঞ্জামের দোকানে, কখনও ঔষধের দোকানে চাকরি করেন। কিন্তু চাকরি জীবন ভাল না লাগায় বিভিন্ন প্রকাশকের পুস্তকাদির প্রচ্ছদ-পট, ছবি ও কার্টুন অঙ্কন এবং অল্পস্বল্প লেখা নিয়ে জীবিকা চালাতে থাকেন। ১৩৩০ বঙ্গাব্দে গোকুলচন্দ্র নাগের সহযোগিতায় নব্য লেখকদের নিয়ে তিনি 'কল্লোল' মাসিক সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা প্রকাশের পর সে-সময়ের লেখক ও পাঠক মহলে পক্ষে-বিপক্ষে দারুণ আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে সেই যুগ বাংলা সাহিত্যের 'কল্লোল যুগ' আখ্যা লাভ করে। ক্রমে পুস্তকাদি প্রকাশনেও উদ্যোগী হন। ভাল অভিনয়ও করতে পারতেন। ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের ভবন 'কমল কুটিরে' কেশবচন্দ্র-রচিত 'নববৃন্দাবন' নাটকের অভিনয়ে তিনি প্রথম জনপ্রিয়তা অর্জন করে-

ছিলেন। 'কল্লোল' পত্রিকার আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় তিনি চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত হন ও ক্রমে সিনারিও-লেখক, পরিচালক এবং বিভিন্ন ছবিতে অভিনেতার ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯৩৪ খ্রী. তিনি নিউ থিয়েটার্স-এর অন্যতম ডিরেক্টর-রূপে তার কর্মমণ্ডলীতে যোগদান করেন। আমৃত্যু তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত পুস্তকাবলী : 'উতঙ্ক' (রূপক নাট্য), 'মাটির নেশা' এবং 'ভূঁইচাপা' (গল্পসংগ্রহ), 'কাজের মানুষ' (অপর রচনা) ইত্যাদি। [১৮]

দীপেন বসু (১৯২১ - ডিসে. ১৯৬৪) আহিরীটোলা—কলিকাতা। দীনেন্দ্রকুমার। তিনি বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে প্রথমে কিছুদিন আবগারী বিভাগে কাজ করেন। পরে শিল্পচর্চায় ব্রতী হয়ে পৌরাণিক দেবদেবীর আলেখ্য এবং ধর্মীয় জীবন অবলম্বনে ছবি আঁকেন। তাঁর আঁকা কয়েকটি ছবি দিল্লীর ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারীতে রক্ষিত আছে। [৪,১৭]

দীপেন্দ্র সান্যাল (১৩০১? - ২০.১.১৩৭০ ব.)। সুধীরেন্দ্র। ১৯৪৬ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করার পর ১৯৪৮ খ্রী. 'অচলপত্র' মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি সে সময়ে সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করে। অচলপত্রের সাহিত্যিক গোষ্ঠী এখনও সাহিত্যসৃষ্টিতে রত। রসরচনায় নিজেও বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। সংবাদপত্রে প্রথম দিকে 'নীলকণ্ঠ' ছদ্মনামে লিখতেন। তাঁর রচিত উপন্যাস ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রায় ৩০টি গ্রন্থের মধ্যে 'বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্র', 'সুভাষচন্দ্র', 'আসামী কারা?', 'বসন্ত কেবিন', 'পাগল ভাল কর মা', 'অপাঠ্য', 'এলেবেলে', 'হ-রে-ক-র-ক-ম-বা' ও 'জীবনরঙ্গ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। [১৬,১৭]

দুঃখহরণ চক্রবর্তী (১৮.১.১৯০৩ - ২৪.১.১৯৭২)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। ১৯২৬ খ্রী. পিওর কেমিস্ট্রিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম.এস-সি. পাশ করেন এবং ১৯৩৪ খ্রী. ডি.এস-সি. হন। ১৯৩৪ - ৫০ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিস্ট্রি বিভাগে অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৪ খ্রী. রেজিস্ট্রার ও ১৯৬০ খ্রী. ঘোষ প্রফেসর হন। ১৯৬৯ খ্রী. অবসর-গ্রহণের সময় তিনি পিওর কেমিস্ট্রি বিভাগের প্রধান ও বিজ্ঞান বিভাগের ডীন ছিলেন। বসু বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ১৯৬২ খ্রী. প্রতিষ্ঠিত 'সায়েন্স ফর চিলড্রেন'-এর অন্যতম উদ্যোক্তা ও বহু গবেষণাপত্রের লেখক ছিলেন। হজরতের উপাসনা সম্পর্কে বাংলা ভাষায় তাঁর একখানা বই আছে। [৮২]

দুখীরাম (১৮৭৫ - ১৩.৯.১৯২১)। প্রকৃত নাম উমেশ মজুমদার। কলিকাতায় ফুটবল ও ক্রিকেটের প্রথম যুগের একজন প্রধান উদ্যোক্তা এবং এরিয়ান ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি অকৃতদার ছিলেন এবং অবসরে অর্জিত অধিকাংশ অর্থ খেলার জন্য ব্যয় করে গেছেন। বহু নাম-করা খেলোয়াড় তাঁর শিষ্য ছিলেন। অতীত দিনের ক্রীড়ামোদী মহলে তিনি 'দুখীরাম বাবু' এবং খেলোয়াড় মহলে 'সার' নামে পরিচিত। তাঁরই শিক্ষার গুণে বাঙলাকে একসময় ভারতের ফুটবলের পীঠস্থান বলা হত। [৩]

দুখীরাম পাল। দুর্গাছিরা—নদীয়া। তিনি কয়েকজন হিন্দু ও একজন মুসলমানসহ সাহেবধনী নামে এক সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষাগ্রহণ করে 'সাহেবধনী' ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সম্প্রদায় 'কর্তাভজা'রই একটি শাখা। [১]

দুখী শ্যামদাস (১০৭০ ব.? - ?) হরিহরপুর—মেদিনীপুর। শ্রীমুখে অধিকারী। 'গোবিন্দমঙ্গল' কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানি তাঁর বংশধররা নিষ্ঠা ও ভক্তির সঙ্গে পূজা করে থাকে। তাঁর লেখা থেকে মনে হয়, তিনি গান করে তাঁর কাব্য শোনাতেন। তাছাড়া শ্রীধর স্বামীর টীকা অবলম্বনে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের সরল বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। শ্রীনিবাস-নরোত্তমের সহচর শ্যামানন্দ দুঃখী বা দুঃখিনী ভণিতায় পদরচনা করেছেন। [১,৩]

দুকড়িবালা দেবী (১৮৮৭ - ১৯৭০) ঝাউপাড়া—বীরভূম। নীলমণি চট্টোপাধ্যায়। স্বামী ফণীভূষণ চক্রবর্তী। প্রথম মহিলা বিপ্লবীদের অন্যতম। বিপ্লবী দলের সদস্য তাঁর বোনপো নিবারণ ঘটকের প্রভাবে তিনি দেশের কাজে প্রাণ বলি দিতে এগিয়ে আসেন। নিবারণের দেওয়া সাতটি মসার পিস্তল নিজের হেফাজতে লুকিয়ে রেখেছিলেন। পুলিস কোন সূত্রে সন্ধান পেয়ে ৮.১.১৯১৭ খ্রী. তাঁদের বাড়ি তল্লাসী করে এগুলি উদ্ধার করে এবং গ্রামের বধূ দুকড়িবালা গ্রেপ্তার হন। কোলের শিশুকে বাড়িতে রেখে তিনি জেলে যান। দুবছরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করে ১৯১৮ খ্রী. মুক্তি পান। বিপ্লবী দলে 'মাসীমা' নামে পরিচিতা ছিলেন। [১৬,২১]

দুদুমিঞা (১৮১৯ - ২৪.৯.১৮৬০) ফরিদপুর (?)। পিতা—ফরাজী ধর্মমতের প্রবর্তক শরিয়তুল্লা। দুদুমিঞা মহম্মদ মহসীন নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। তরুণ বয়সে মক্কা যান এবং দেশে ফিরে পিতার

'ফরাজী' মতবাদের প্রচার ও সংগঠন স্থাপনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ফরিদপুরের 'ফরাজী-বিদ্রোহে'র (১৮৩৭-৪৮) প্রধান নায়ক ও ওয়াহাবী আদর্শে বিশ্বাসী দুদুমিঞার নেতৃত্বে ফরিদপুরে ১৮৪৭ খ্রী. ফরাজী আন্দোলন তীব্রতম রূপ ধারণ করে। পাঁচচর নামক স্থানে নীলকর সাহেব ডানলপের কুঠী পুড়িয়ে দেওয়া হয়। স্থানীয় জমিদার গোপীমোহন ও তাঁর অত্যাচারী আমলাও এই আক্রমণের লক্ষ্য ছিল। জনসাধারণের স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই বিদ্রোহ পরিচালনা করে তিনি সফলকাম হয়েছিলেন। জনসাধারণের উপর থেকে কর বিলোপ করে তিনি শোষকশ্রেণীর কাছ থেকে কর আদায় করতেন এবং গ্রামে গ্রামে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের নিয়ে আদালত প্রতিষ্ঠা করে বিচারকার্য চালাতেন। ১৮৩৮, ১৮৪৪ ও ১৮৪৭ খ্রী. লুণ্ঠনের অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করেও প্রমাণাভাবে প্রত্যেকবারেই সরকার তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। ১৮৫৭ খ্রী. মহাবিদ্রোহের সময় সতর্কতামূলক ব্যবস্থার জন্য 'রাজবন্দী' হিসাবে তাঁকে আটক রাখা হয়। এভাবে সমগ্র জীবনব্যাপী সংগ্রাম ও দীর্ঘ কারাবাসের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। অবশেষে নানা ব্যাধির আক্রমণে তিনি মারা যান। [৫৬]

দুনিরাম পাল (১৮শ শতাব্দীর শেষার্ধ) তিতাবাদী—ঢাকা। তন্তুবায় বিদ্রোহের প্রধান সংগঠক ও অন্যতম নেতা। তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে এই আন্দোলনের ফলে ঐ অঞ্চলে তন্তুবায়দের ওপর ইংরেজ বণিকদের উৎপীড়ন কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। [৫৬]

দুর্গাতিয়া সরকার সাহেব। 'এমাম যাত্রার পুঁথি' নামে বাংলায় গদ্যে-পদ্যে রচিত একটি ধর্মবিষয়ক গ্রন্থের অন্যতম রচয়িতা। অন্য রচয়িতা বগুড়া জেলার মহিচরণ। গ্রন্থটিতে ফারসী শব্দের প্রয়োগ কম এবং ভাষা নিম্নশ্রেণীর কথ্যভাষার মত। গ্রন্থ পাঠে বোঝা যায়, 'এমামযাত্রী' ধর্মপ্রাণ মুসলমানের কাছে হিন্দু ও মুসলমানের বিশেষ পার্থক্য ছিল না। [২]

দুর্গাকুমার ঘাড়িয়াল। কলিকাতা। প্রথম জীবনে ঘাড়ির কাজ-কারবার করতেন। এজন্য 'ঘাড়িয়াল' নামে পরিচিত হন। ঠাকুরদাস দত্তের যাত্রাদলে প্রধান গায়ক হিসাবে বহুদিন ছিলেন। পরে নিজেই দল গঠন করে পালাগান রচয়িতারূপে খ্যাতিমান হন। [১]

দুর্গাকুমার বসু, রায়সাহেব (১৭.৮.১৮৪৮-জানু. ১৯২৪) তেঘরিয়া—ঢাকা। সদানন্দ। ১৮৬২ খ্রী. তেঘরিয়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর ঢাকা কলেজ থেকে এফ.এ. ও বি.এ. পাশ করে শ্রীহট্ট মিশন হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ লাভ করেন। ১৮৬৯ খ্রী. শ্রীহট্ট জিলা স্কুল স্থাপিত হলে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে ৩৪ বছর সেখানে ছিলেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র পাল, সন্তদাস বাবাজী, গুরুসদয় দত্ত, রমাকান্ত রায়, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, সুন্দরীমোহন দাস প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। আসামের শিক্ষাবিস্তারে তাঁর প্রয়াস প্রশংসনীয়। ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। শ্রীহট্টের ব্রাহ্মসমাজগৃহ নির্মাণে তাঁর অবদান অনেকখানি। তিনি স্বগ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং শ্রীহট্ট শহরে একটি পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেন। পরে পাঠশালাটি 'দুর্গাকুমার পাঠশালা' নামে অভিহিত হয়। [১]

দুর্গাচন্দ্র সান্যাল (জন্ম ১৮৪৭-?) রংপুর (?)। রামচন্দ্র। রংপুর জেলা স্কুল থেকে দশ টাকা বৃত্তিসমেত প্রবেশিকা পাশ করে কলিকাতায় কিছুদিন পূর্তবিদ্যালয়ে পড়েন। পরে ১৮৭০ খ্রী. জেনারেল অ্যাসেম্ব্লি ইন্‌স্টিটিউশন থেকে এফ.এ. পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হন। ১৮৭৪ খ্রী. তৎকালীন প্রচলিত আইন পরীক্ষা পাশ করে বাঙলার নানা স্থানে কার্যোপলক্ষে অবস্থান করেন। ১৮৮৪ খ্রী. কানপুরে থাকা কালে তিনি 'মহামোগল' কাব্য রচনা করেন। একবার ট্রেনের কামরায় দু'জন ইংরেজ কর্তৃক আক্রান্ত হলে তিনি আত্মরক্ষায় জন্য তাদের প্রহার করেন। ফলে চার বছর কারাদণ্ড হয়। এই ঘটনা নিয়ে দেশে তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি হলে কর্তৃপক্ষ তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। কিন্তু পুনরায় আইন ব্যবসায় করার অনুমতি না পেয়ে তিনি সাহিত্য-সাধনায় মনোনিবেশ করেন। [১]

দুর্গাচরণ চক্রবর্তী ১। 'স্থপতিবিজ্ঞান', 'সার্ভেয়িং বা জরিপ শিক্ষা', 'অলৌকিক রহস্য', 'ষষ্ঠেন্দ্রিয় ও অলৌকিক রহস্যের যৌগিক ব্যাখ্যা' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। [৪]

দুর্গাচরণ চক্রবর্তী ২। নামান্তর ধুলো বা বুলো চক্রবর্তী। তিনি ফরমাশমত যে-কোন নির্দিষ্ট ভাবের বা যে-কোন ছন্দের কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'তরণীসেন বধ' ও 'রাসলীলা' তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য পালাগ্রন্থ। [১,৪]

দুর্গাচরণ নাগ (১২৫৩-১৩০৬) দেওভোগ—ঢাকা। দীনদয়াল। প্রখ্যাত গৃহী সাধক। সাধারণ্যে তিনি 'সাধু নাগ মহাশয়' নামেই সুপরিচিত ছিলেন। নর্ম্যাল স্কুলে পড়া শেষ করে কলিকাতায় হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করেন এবং চিকিৎসা-ব্যবসায়ে অল্পকালের মধ্যেই খ্যাতিমান হন। উদাসীন প্রকৃতির ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে

দর্শন করে তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং সংসারে থেকে সাধক-জীবন যাপন করেন। [১]

দুর্গাচরণ ন্যায়রত্ন (?-১৩০৭ ব.) গাগাড়িয়া—বরিশাল। বাক্‌লা সমাজের একজন প্রধান নৈয়ায়িক পণ্ডিত। তাঁর পুত্র মহামহোপাধ্যায় বিশ্বেশ্বর তর্করত্ন নবদ্বীপে ও বর্ধমানে ন্যায়ের একজন শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক ছিলেন। [১]

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় [১] (১৮১৯-২২.২.১৮৭০) মণিরামপুর—চব্বিশ পরগনা। দশ বছর বয়সে হিন্দু কলেজে ভর্তি হয়ে ইতিহাসে ও গণিতে কৃতিত্ব প্রদর্শন করলেও অর্থাভাবে পড়া বন্ধ রেখে চাকরি গ্রহণ করেন। পরে চিকিৎসা-বিদ্যায় আত্মনিয়োগ করে কৃতবিদ্য হন ও অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেন। তৎকালীন খ্যাতনামা ইংরেজ চিকিৎসক জ্যাক্‌সন্‌ তাঁকে 'নেটিভ্‌ জ্যাক্‌সন্‌' নামে অভিহিত করেছিলেন। বিখ্যাত দেশনেতা সুরেন্দ্রনাথ তাঁর পুত্র। [১,২]

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় [২] (১৮৮৩-২৬.৬.১৯৩৫) কলিকাতা। রামনারায়ণ। ওরিয়েন্টাল সেমিনারী থেকে প্রবেশিকা এবং ডাফ কলেজ থেকে ইতিহাস ও অর্থশাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করে বি.এ. এবং ক্রমে এম.এ., ল ও অ্যাটর্নি পরীক্ষায় (১৯০৭) কৃতকার্য হন এবং আইন ব্যবসায়ে খ্যাতি অর্জন করেন। কর্মজীবনের সূচনায় তিনি পৌর-তন্ত্র ব্যাপারে বিশেষভাবে জড়িত হন। অর-ডিগনাম অ্যান্ড কোম্পানীর প্রধান অংশীদার ছিলেন। উত্তর কলিকাতার একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস-কর্মিরূপে বিভিন্ন কর্মে সহায়তা করেছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে মুক্তহস্তে দান করতেন। দেশীয় শিল্পের উন্নতিমূলক প্রত্যেকটি প্রচেষ্টার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁকে 'মুকুটহীন রাজা' বলে অভিহিত করতেন। তাঁর রচিত 'ইণ্ডিয়ান কন্‌-ভিয়েনসিং' ও 'ইণ্ডিয়ান রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট' বিশেষ প্রশংসিত আইন-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। [১,৫]

দুর্গাচরণ রক্ষিত (সেপ্টেম্বর ১৮৪১-আগস্ট ১৮৯৮) চন্দননগর—হুগলী। গোবিন্দচন্দ্র। পিতৃহীন হলে ১৪ বছর বয়সে পিতার কর্মস্থান 'ক্যামা অ্যান্ড ল্যামারু' নামক ফরাসী বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের সহকারী কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। সেখানে তহবিল তছরূপের অপবাদে বিপন্ন হয়ে চাকরি ছেড়ে স্বাধীনভাবে ব্যবসায় শুরু করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। চন্দননগরের সব-রকম জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। উক্ত অঞ্চলে প্রথম দাতব্য আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসালয় তিনিই স্থাপন করেন। দারিদ্র্যের জন্য উচ্চশিক্ষা-লাভে বঞ্চিত হলেও পরবর্তী কালে তিনি ইংরেজী ও ফরাসী ভাষা উত্তমরূপে শিখেছিলেন। ১৮৭২ খ্রী. চন্দননগর 'লোকাল কৌন্সিলে'র সভ্য হন এবং ১৮৭৯-৯৫ খ্রী. পর্যন্ত তার সভাপতি হিসাবে শাসকগোষ্ঠীকে পরামর্শ দান করেন। ১৮৮৩ খ্রী. অবৈতনিক জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট হন এবং বিদ্যানুরাগের জন্য প্যারীনগরের ফরাসী সাহিত্য পরিষদ্‌ তাঁকে সম্মানিত সভ্যপদ (Officer de Academie) অর্পণ করে পদক পাঠান। তিনিই প্রথম চন্দননগরবাসী ভারতীয় যিনি ফরাসীগণ কর্তৃক বহু-সম্মানাস্পদ Chevalier de-la-legion d' houneur এবং ১৮৮৯ খ্রী. কম্বোজ ফরাসী সমাজ কর্তৃক Chevalier de ordre Royal du Cambodge উপাধিতে ভূষিত হন। [১,২]

দুর্গাচরণ লাহা, মহারাজা, সি.আই.ই. (২৩.১১.১৮২২-মার্চ ১৯০৪) চুঁচুড়া—হুগলী। প্রাণকৃষ্ণ। কলিকাতার গৌরমোহন আঢ্যের ও গোবিন্দচরণ বসাকের স্কুলে পড়াশুনা করে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। ১৭ বছর বয়সে সহকারী হিসাবে পৈতৃক ব্যবসায়ে প্রবেশ করেন। ১৮৫৩ খ্রী. পিতার মৃত্যুর পর স্বয়ং ব্যবসায়ের পরিচালক হন। তাঁর সুযোগ্য পরিচালনায় 'প্রাণকৃষ্ণ লাহা অ্যান্ড কোম্পানী' অল্পকালের মধ্যেই প্রতিপত্তি লাভ করে। ১৮৬৩ খ্রী. কয়েকজন ব্যবসায়ী বন্ধুর সহ-যোগিতায় 'ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন' নামে একটি ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। এটি পরে 'ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া' নামে পরিচিত হয়। এ ছাড়া মহাজনী ব্যবসায়ও করতেন। দাতা হিসাবে সুখ্যাতি ছিল। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মেয়ো হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে, বিভিন্ন শিক্ষায়তনে ও চুঁচুড়ায় জলের কল স্থাপনে এবং ১৮৬৪ খ্রী. দুর্ভিক্ষে বহু টাকা দান করেন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম কলিকাতা বন্দরের পরিচালক সমিতির অন্যতম মনোনীত সদস্য ছিলেন। ১৮৮২ খ্রী. কলিকাতার শেরিফ এবং ১৮৮৮ খ্রী. মেয়ো হাসপাতালের অন্যতম পরিচালক নিযুক্ত হন। তাছাড়া কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হয়েছিলেন। তৎকালীন রাজনীতিতেও অংশগ্রহণ করতেন। [১,৩,৫,৭,৮,২৫,২৬]

দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, মহামহোপাধ্যায় (১৮৬৬-১৭.১.১৯৪৮) শুভাড্যা—ঢাকা। কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তী। নিজ অগ্রজ জগৎচন্দ্র শিরোমণির নিকট কলাপ ব্যাকরণ, রামমোহন সার্বভৌমের নিকট সমগ্র কলাপ ব্যাকরণ, পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচঞ্চুর নিকট

বেদান্তশাস্ত্র এবং মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননের নিকট বেদান্ত ও সাংখ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করে 'সাংখ্যতীর্থ' ও 'বেদান্ততীর্থ' উপাধিলাভ করেন। তারপর কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের 'ভাগবত চতুষ্পাঠী'তে অধ্যাপনা শুরু করেন। দু'বার 'শ্রীগোপাল বসু মল্লিক বেদান্ত ফেলোশিপ বক্তৃতা' প্রদানের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোনীত হন। তাঁর ঐ বক্তৃতাসমূহ 'শ্রীগোপাল বসু মল্লিক ফেলোসিপ প্রবন্ধ' নামে চার খণ্ডে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। তিনিই প্রথম শ্রীভাষ্য বা রামানুজ ভাষ্য সহ ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত দর্শনের সানুবাদ সংস্করণ এবং মধুসূদন সরস্বতীর 'ভক্তি-রসায়ন' গ্রন্থ টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করেন। এ ছাড়াও উপনিষদ্ ও দর্শনবিষয়েও তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থ আছে। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ্ ও বঙ্গীয় বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সঙ্ঘের সভাপতি এবং জাতীয় বিদ্যালয়ের সূচনা থেকেই তার সদস্য ছিলেন। পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯২২ খ্রী. ভারত সরকার কর্তৃক 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত হন। [৩,৫,১৩০]

দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় (মে ১৮৯৯ - মে ১৯৩১) রাখালদাস। হুগলী বিদ্যামন্দিরের প্রখ্যাত প্রধান শিক্ষক ও দেশপ্রেমিক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. পড়ার সময় মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। এই সূত্রে প্রফুল্ল সেন প্রমুখ কয়েকজন সহকর্মী সহ তিনি হুগলীতে আসেন। এখানে বিপ্লবী ভূপতি মজুমদারের সঙ্গে পরিচয় হয় এবং তাঁর পরিচালনায় হুগলী বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষকরূপে অন্তরালে থেকে বিপ্লবী কার্য চালাতে থাকেন। এজন্য তাঁর ওপর পুলিসী অত্যাচার-উৎপীড়ন চলে এবং কয়েকবার তিনি কারাদণ্ডও ভোগ করেন। ছাত্রদের কাছে তিনি ঋষিতুল্য ব্যক্তি ছিলেন। দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত জামা-জুতা পরবেন না—এই ছিল তাঁর সংকল্প। হুগলী জেলে মৃত্যু। প্রখ্যাত আইনজীবী ও দেশপ্রেমিক মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় তাঁর অগ্রজ। [১৪৬]

দুর্গাদাস দে (১৮৬৫ - ১৯১১) কলিকাতা। স্কুলের শিক্ষাশেষে একটি 'মডেল স্কুল' স্থাপন করে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে একটি পুস্তকালয় স্থাপন করে গ্রন্থ প্রকাশে ব্রতী হন। তিনি পরপর 'মজলিস', 'গলপগুজব', 'দুর্গাদাসের দপ্তর' প্রভৃতি কয়েকটি পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। এ সময়ে তিনি নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলাল বসুর সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁদের প্রবন্ধাদিও তাঁর কোন কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হত। কিছুদিন তিনি সিটি, মিনার্ভা, ক্লাসিক, গ্র্যাণ্ড প্রভৃতি নাট্যশালার কার্যাধ্যক্ষের কাজ করেন। তাঁর রচিত প্রথম গ্রন্থ 'আদর্শ ব্যাকরণ'। 'শ্রী', 'জুবিলী', 'যজ্ঞ', 'ল'বাবু', 'ছবি', 'শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা', 'মহিলা মজলিস' প্রভৃতি কয়েকটি নাটকও তিনি রচনা করেছিলেন। [১]

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়[১] (১৮৩৫ - ৮.৬.১৯১৪) তরা আঁটপুর—হুগলী। শিবচন্দ্র। পিতার কর্মস্থল পাঞ্জাবে জন্ম। পিতার মৃত্যুতে ১৫ বছর বয়সে ব্রিটিশ সেনাবিভাগে কেরানীর পদ গ্রহণ করেন। কর্মদক্ষতার জন্য অল্পদিনের মধ্যেই পদোন্নতি হয় ও একটি অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান অসামরিক কর্মচারী হন। এই সেনাদলের সঙ্গে ব্রহ্মদেশ-সমেত ভারতের নানাস্থান পরিভ্রমণ করেন। অবশেষে বেরিলী শহরে একজন গণ্যমান্য নাগরিকরূপে বাসকালে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয়। নানা প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও ইংরেজ পক্ষে সিপাহীদের বিরুদ্ধে একটি অশ্বারোহী বাহিনী গঠন করেন। এই বাহিনী প্রথমে 'রোহিলাখণ্ড হর্স' ও পরে 'বেঙ্গল ক্যাভাল্‌রী' নামে পরিচিত হয়। একজন ইংরেজের নামমাত্র আজ্ঞাধীন—প্রকৃতপক্ষে দুর্গাদাস-পরিচালিত এই বাহিনীই বেরিলী শহর ইংরেজ কর্তৃত্বাধীনে আনে। কিন্তু তিনি এই কাজের জন্য যথোচিত পুরস্কৃত হন নি। পরবর্তী জীবনে তাঁকে কপর্দকহীন অবস্থায় দেখা গেছে। পঞ্চানন তর্করত্নের মাসিক 'জন্মভূমি' (১২৯৮ - ১৩০৩ ব.) পত্রিকায় তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা 'আমার জীবন চরিত' নামে প্রকাশ করেন। পরে এটি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। বাঙালীর লেখা সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনাবলী ও খণ্ডচিত্র এই পুস্তকে পাওয়া যায়। ইংরেজী, বাংলা, উর্দু, ফারসী ও হিন্দী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। [৮৩]

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়[২] (১৮৯৩ - ১৯৪৩) কালিকাপুর—চব্বিশ পরগনা। তারকনাথ। প্রখ্যাত অভিনেতা। জমিদারবংশে জন্ম। প্রথম জীবনে অঙ্কনশিল্পী ছিলেন এবং সেই সূত্রে তাজমহল ফিল্ম কোম্পানী এবং আর্ট থিয়েটারে যোগ দেন। পরে ঐ দুই প্রতিষ্ঠানেই বিভিন্ন চরিত্রে এবং নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯২৩ খ্রী. ষ্টারে কর্ণার্জুন নাটকে বিকর্ণের ভূমিকায় তাঁর প্রথম মঞ্চে অবতরণ। ১৯৪২ খ্রী. অবসর-গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এই সুদর্শন ও সুকণ্ঠ অভিনেতা চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। [৩,২৬]

দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ (১৭শ শতাব্দী) নবদ্বীপ। বাসুদেব সার্বভৌম। বোপদেব-কৃত 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ' গ্রন্থের প্রসিদ্ধ টীকাকার। কবিকল্পদ্রুমের 'ধাতুদীপিকা' নামে টীকা গ্রন্থও রচনা করেন। [১,২,৯০]

দুর্গাদাস রায়চৌধুরী (১৯১৮-২৭.৯.১৯৪৩)। সেনাবিভাগের কর্মী দুর্গাদাস জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। 'ফোর্থ মাদ্রাজ কোস্ট্যাল ডিফেন্স ব্যাটারী' ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকার অভিযোগে তিনি অপর ১১ জনের সঙ্গে ১৮.৪.১৯৪৩ খ্রী. গ্রেপ্তার হন। কোর্ট মার্শালে দুর্গাদাস ও অপর ৮ জনের মৃত্যুদণ্ড হয়। মৃত্যুর আগে তাঁরা একে অপরকে আলিঙ্গন করে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। [৪২]

দুর্গাদাস লাহিড়ী (১৮৫৮?-১৯৩২) চক-ব্রাহ্মণগড়িয়া—নদীয়া। কলিকাতা মেট্রোপলিটান কলেজে অধ্যয়নকালেই সাহিত্যচর্চায় প্রবৃত্ত হন এবং প্রচলিত পত্রিকাদিতে স্বরচিত কবিতা ও প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপদেশ ও উৎসাহে সাহিত্যসেবায় অনুপ্রাণিত হয়ে ১৮৮৭ খ্রী. 'অনুসন্ধান' পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং ১৯০৫ খ্রী. পর্যন্ত তার পরিচালনা করেন। পত্রিকাটি মাসিক, পাক্ষিক, দৈনিক আকারে এবং পরে ইংরেজী বাংলা উভয় ভাষাতেই প্রকাশিত হত। পরে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সম্পাদক হয়ে ১৯০৯ খ্রী. পর্যন্ত এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ে 'অন্নরক্ষিণী সভা' স্থাপন করে দেশের ধান বিদেশে রপ্তানির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রতিনিধি হিসাবে 'রয়্যাল সোসাইটি অফ আর্ট্‌স্' কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়েও তিনি ইংল্যান্ড যান নি। বহু গ্রন্থ রচনা করলেও তাঁর সর্বপ্রধান কীর্তি 'পৃথিবীর ইতিহাস' রচনার প্রয়াস। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস সাতখণ্ডে সমাপ্ত করেই তিনি মারা যান। মূল এবং ব্যাখ্যা ও অনুবাদ সহ মূল চতুর্বেদ বাংলা অক্ষরে প্রকাশ তাঁর অক্ষয় কীর্তি। ইংরেজ কবি টেনিসনের 'এনক আর্ডেন' কাব্য বাংলা পদ্যে অনুবাদ করেছিলেন। রচিত ও সম্পাদিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'দ্বাদশ নারী', 'নির্বাণ-জীবন', 'ভারতে দুর্গোৎসব', 'চুরি জুয়াচুরি', 'জাল ও খুন', 'বাঙালীর গান', 'বৈষ্ণব পদলহরী', 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'স্বাধীনতার ইতিহাস', 'রাণী ভবানী', 'শিখ যুদ্ধের ইতিহাস' প্রভৃতি। [১,৩]

দুর্গানাথ রায় (?-১৩৪৪ ব.)। যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে বঙ্গচন্দ্র রায়ের সহযোগী ও সহকর্মী হিসাবে পূর্ববঙ্গ ও আসামে ধর্মপ্রচার শুরু করেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রিয় অনুচররূপে ধর্মপ্রচারার্থ তাঁর দলের সঙ্গে দেশ-বিদেশে যান। সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন এবং উপাসনা চলাকালীন ভাব অবলম্বনে তৎক্ষণাৎ সঙ্গীত রচনা করে গান করতেন। বাগ্মী ছিলেন। বহু বছর ঢাকা থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা 'বঙ্গবন্ধু'র সম্পাদনা ও ধর্মসম্বন্ধীয় পত্রিকা 'মিলন' প্রকাশ করেন। ভূমিকম্প ও দুর্ভিক্ষের সময় সেবাকার্যে সহায়তা করতেন। দীর্ঘকাল নবাব আবদুল গণি রিলিফ ফান্ডের কার্যও করেছিলেন। [১]

দুর্গাপুরী দেবী (১৩০২-২৭.৭.১৩৭০ ব.) কলিকাতা। বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়। তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করে পিতা-মাতা তাঁকে ভগবানের কাছে উৎসর্গ করেন এবং পুরীর জগন্নাথদেবের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বিবাহ দেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং সংস্কৃতে 'সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ' উপাধি-প্রাপ্ত ছিলেন। মাত্র ৮/৯ বছর বয়সে শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর কাছে দীক্ষা নিয়ে ১৩১৬ ব. সন্ন্যাস-গ্রহণ করেন। স্বামিজীর অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী ছিলেন। পরে তিনি গৌরীমা প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী সারদেশ্বরী আশ্রমের কাজে লিপ্ত থেকে স্ত্রীশিক্ষায় সাহায্য করে গেছেন। [৯,১৬]

দুর্গাপ্রসাদ তর্কালঙ্কার (?-১২৯৯ ব.) বিক্রমপুর-কাঠিয়াপাড়া—ঢাকা। প্রখ্যাত নৈয়ায়িক। নবদ্বীপ-গৌরব গোলোকনাথ ন্যায়রত্নের অন্যতম ছাত্র। হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্তের মৃত্যুর পর তিনি পাকা টোলের অধ্যাপক হন। [১]

দুর্গামোহন দাস (নভেম্বর ১৮৪১-ডিসেম্বর ১৮৯৭) তেলিরবাগ—ঢাকা। কাশীশ্বর। পিতার কর্মক্ষেত্র বরিশালে অবস্থানকালে চৌদ্দ বছর বয়সে প্রদর্শনী বৃত্তি পেয়ে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়া শুরু করেন। ১৮৬১ খ্রী. আইনের প্রথম পরীক্ষা (Licentiate of Law) পাশ করে কলিকাতা সদর আদালতে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ১৮৬৩ খ্রী. বরিশালে গিয়ে সরকারী উকিল হন। ১৮৭০ খ্রী. কলিকাতায় এসে ওকালতি শুরু করে ক্রমে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হন। সংস্কারপন্থী ছিলেন। ১২৭১ ব. প্রধানত তাঁর চেষ্টায় বরিশালে দু'টি কায়স্থ বালবিধবার পুনর্বিবাহ হয়। পূর্ববঙ্গে এই প্রচেষ্টা প্রথম। এই কাজের জন্য তাঁকে বহু সামাজিক ও আর্থিক পীড়ন সহ্য করতে হয়। তারপর তাঁর চেষ্টায় বরিশালে আরও কয়েকটি বিধবার বিবাহ হয়। পিতার মৃত্যুর পর তিনি অল্পবয়স্কা বিধবা বিমাতারও পুনরায় বিবাহ দিয়েছিলেন। তিনি নিজেও বিপত্নীক হওয়ার পর অতুল-

প্রসাদ সেনের বিধবা মাতাকে বিবাহ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র ভিন্ন আর কেউ বাঙলাদেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য এত অর্থব্যয় করেন নি। প্রধানত তাঁরই চেষ্টায় ও অর্থসাহায্যে বরিশাল ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতার নব্য ব্রাহ্মদের একটি ক্ষুদ্র দলের তিনি নেতৃস্থানীয় ছিলেন। ১৮৭২ খ্রী. তিন আইন বিধিবদ্ধ হলে ঐরূপ বিবাহ-সম্পাদন কার্যের অন্যতম ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী (Registrar) নিযুক্ত হন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন। কলিকাতায় আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখদের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্ত্রীশিক্ষা ও নারীজাতির উন্নতিবিধানে যত্নবান হন। উদ্ধারপ্রাপ্ত বালবিধবা ও কুলীন কন্যাদের নিজগৃহে আশ্রয় দিতেন। এইসব বালিকার শিক্ষার জন্য ১৩.৯.১৮৭৩ খ্রী. 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়' এবং এটি বন্ধ হয়ে গেলে ১.৬.১৮৭৬ খ্রী. 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়' তাঁদের মিলিত চেষ্টায় স্থাপিত হয়। আশ্রিতাদের শিক্ষার জন্য মুক্তহস্তে সাহায্য করতেন। ১৮৭৬ খ্রী. কলিকাতা পৌরসভার সদস্য হন। ভারত-সভার তিনি অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর পুত্রদের মধ্যে এস. আর. দাস ও বিচারপতি জ্যোতিষরঞ্জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র ও দার্শনিক পণ্ডিত প্রসন্নকুমার রায় তাঁর জামাতা এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। [১,৭,৮,২৬,৪৮]

দুর্গামোহন ভট্টাচার্য এম.এ., কাব্যসাংখ্যপুরাণতীর্থ (১৮৯৯ - ১৯৬৫)। তিনি দীর্ঘকাল স্কটিশ চার্চ কলেজে ও পরে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেন। বৈদিক সাহিত্য, বিশেষ করে বৈদিক সাহিত্যে বাঙালীর দান সম্পর্কে তাঁর গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ওড়িশার গ্রামাঞ্চল থেকে অথর্ব বেদের পৈপ্পলাদ শাখার পুঁথি আবিষ্কার তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিভাষা-সমিতির সভ্য, 'ভারতকোষ' সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালাধ্যক্ষ ও সহ-সভাপতি ছিলেন। সম্পাদিত গ্রন্থ : গুণবিষ্ণুকৃত 'ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য' (১৯৩০), গুণবিষ্ণু ও সায়ণের ভাষ্যসহ 'ছান্দোগ্যব্রাহ্মণ' (১৯৫৮), হলায়ুধকৃত 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' (১৯৬০) প্রভৃতি। [৩]

দুর্গামোহন সেন (১৭.১১.১৮৭৭ - ১১.৯.১৯৭২) চন্দ্রহার—বরিশাল। সনাতন। ১৯০৩ খ্রী. বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। মনীষী অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রভাবে তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। অশ্বিনীকুমার গঠিত সেবাদল 'দি লিট্‌ল্ ব্রাদার্স অফ দি পুওর' এবং 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি'র একজন একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। ১৯০৯ খ্রী. এক বিধবা-বিবাহ-সভায় উপস্থিত থাকার জন্য তাঁকে 'একঘরে' করা হয়েছিল। ১৯০৬ খ্রী. বরিশালে যে বিখ্যাত বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্স হয় তাতে অশ্বিনীকুমার তাঁকে প্রচার বিভাগের গুরুদায়িত্ব দিয়েছিলেন। বাংলা সাপ্তাহিক 'বরিশাল হিতৈষী'র সম্পাদকরূপে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। নির্ভীক সাংবাদিকতার জন্য তাঁকে ইংরেজ সরকারের হাতে বহু নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনে তিনি বরিশালের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। দেশবিভাগের পর তিনি বরিশালেই থেকে যান। পাকিস্তান সরকারের আমলেও এই সাংবাদিককে দু'বছর কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছে। নেহেরু-লিয়াকৎ আলি চুক্তির বেশ কিছুদিন পর ১৯৫০ খ্রী. তিনি পশ্চিমবঙ্গে এসে স্থায়িভাবে কলিকাতার উপকণ্ঠে গড়িয়ায় বসবাস করতে থাকেন। [১৬,১২৪,১৪৬]

দুর্জন সিং। বাঁকুড়ার চোয়াড় বিদ্রোহের নায়ক এক প্রাক্তন জমিদার। স্থানীয় আদিবাসীদের একাংশ প্রভাবশালী জমিদারদের লাঠিয়াল ও পাইক-বরকন্দাজ হিসাবে কাজ করত এবং তার বিনিময়ে তারা নিষ্কর জমি ভোগ করত। ঐ সব আদিবাসী চোয়াড় নামে পরিচিত ছিল। ইংরেজ শাসনে ভূমি-ব্যবস্থার পরিবর্তন হওয়ায় চোয়াড়রা বৃত্তিচ্যুত হয় এবং সহজভাবে বাঁচার কোন সুযোগ না থাকায় বেপরোয়া হয়ে লুঠতরাজ শুরু করে। ১৭৯৮-৯৯ খ্রী. বাঁকুড়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে রায়পুর, অম্বিকানগর, সুপুর প্রভৃতি স্থানে দুর্জন সিং-এর নেতৃত্বে চোয়াড় বিদ্রোহ এমন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে যে সে বিদ্রোহ আয়ত্তে আনতে ইংরেজ সরকারকে সৈন্য তলব করতে হয়। বাঁকুড়া জেলার সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর অঞ্চলের চোয়াড় বিদ্রোহ সম্পূর্ণ দমন করা যায় নি। [১৮]

দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৭২ - ১৯৩৮)। নন্দলাল বিদ্যারত্ন। বাল্যকাল থেকে কলিকাতায় মাতামহ কাশীরাম তর্কবাগীশের গৃহে কাটান। দুর্লভচন্দ্রের পিতৃব্য এবং ভ্রাতাদের মধ্যে কয়েকজন সঙ্গীতবিদ্ ছিলেন। তিনিও অল্প বয়স থেকে দীর্ঘ ২০ বছর মৃদঙ্গাচার্য মুরারিমোহন গুপ্তের কাছে পাখোয়াজ-বাদন শিক্ষা করে গুণী পাখোয়াজীরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তবলাতেও তাঁর দক্ষতা ছিল। সঙ্গীতকে তিনি পেশা হিসাবে গ্রহণ না করেও

কৃতী শিষ্যমণ্ডলী গঠনে সমর্থ হন। গুরুর স্মৃতি-রক্ষার্থে ১৯০৫ খ্রী. 'মুরারি সম্মেলন' নামে বার্ষিক সংগীতানুষ্ঠানের প্রবর্তন করে দীর্ঘ ৩০ বছর তার পরিচালনা করেন। বাঙলাদেশে রাগ-সংগীত-চর্চার প্রসারে এই সম্মেলনের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষের পাথুরিয়া-ঘাটার বাড়িতে সংগীতানুষ্ঠানে সন্ন্যাস রোগে মারা যান। [৩]

দুর্লভ মল্লিক (আনু. ১৬শ শতাব্দী)। তাঁর রচিত 'গোবিন্দ গীত' বাঙলাদেশে বৌদ্ধধর্মের লোপের পর বাংলা ভাষায় বিরচিত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ-ধর্ম-বিষয়ক একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। [১]

দুলালচাঁদ বা রামদুলাল পাল (আনু. ১৭৭৬-১৮৩৩) ঘোষপাড়া—নদীয়া। 'ভাবের গীতে'র স্রষ্টা দুলালচাঁদ কর্তাভজা সম্প্রদায়ের দার্শনিক ও তত্ত্বগত ভিত্তি দৃঢ় ও প্রসারিত করেন। 'ভাবের গীত' গুরুবাদী সাঙ্কেতিকতার দিক দিয়ে 'চর্যা-পদে'র ঐতিহ্য অনুসরণ করেছে—'মনের মানুষ', 'সহজ মানুষ' খুঁজেছে। দুলালচাঁদ সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজী, ফারসী প্রভৃতি ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। কথিত আছে, লক্ষ্মণ ব্রহ্মচারীর শিষ্য বেলুড় গ্রামের তান্ত্রিক সন্ন্যাসী রামচরণ চট্টোপাধ্যায় 'হয়েছিলেন দুলাল পারিষদ'। 'ভাবের পদ' রচনায় রামচরণ তাঁকে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। তিনি 'শ্রীযুত' নামেও খ্যাত ছিলেন। তাঁর গানগুলি সওয়াল-জবাবের পদ্ধতিতে রচিত। তাঁর ৪২০টি গান পুস্তকাকারে ৬ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। [১৭]

দুলাল তর্কবাগীশ (১৭৩১-১৮১৫) সাঁত-গাছিয়া—বর্ধমান। বিজয়রাম রায়। তাঁর রচিত নব্যন্যায়ের বহুতর পত্রিকা এক সময় নবদ্বীপাদি সমাজে এবং বাঙলার বাইরেও প্রচারিত হয়েছিল। তিনি শঙ্কর তর্কবাগীশের সমকালীন প্রতিপক্ষ হলেও সম্ভবত শঙ্করের পত্রিকা আলোচনা করেই পরে নিজ পত্রিকা রচনা করেছিলেন। তাঁর কৃতী ছাত্রদের মধ্যে জগমোহন তর্কসিদ্ধান্ত, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, কান্তিচন্দ্র সিদ্ধান্তশেখর, জয়রাম তর্কপঞ্চানন, দুর্গাদাস তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি উল্লেখ-যোগ্য। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র গুরুচরণ সংস্কৃত 'শ্রীকৃষ্ণ-লীলাম্বুধি' নাটকের (১৮৩১) রচয়িতা। [৯০]

দুলে দে (১৮৯৪-?) জানবাজার—কলিকাতা। প্রখ্যাত হকি খেলোয়াড়। প্রকৃত নাম ধীরেন্দ্রনাথ দে। গড়পাড় অঞ্চলে মাতুলালয়। ক্রীড়ামোদী মামা কেরো বসু (আসল নাম প্রবোধ বসু) গড়পাড় গ্রীয়ার ক্লাবে হকি খেলোয়াড় ছিলেন। তাঁরই সঙ্গে থেকে তিনি ঐ ক্লাবে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার সুযোগ পান। হকি খেলায় বিশেষ ঝোঁক ছিল। কিন্তু এ খেলায় বিজ্ঞানসম্মত প্রশিক্ষণের সুযোগ না পেলেও নিজ উদ্যমে খেলার কায়দা-কানুন সব অনুশীলন করে এবং তাঁর মামা ও নামী খেলোয়াড়-দের সঙ্গে খেলায় সাহচর্য পেয়ে তিনি পাকা খেলো-য়াড় হয়ে ওঠেন। প্রধানত তাঁর ক্রীড়া-নৈপুণ্যেই ১৯১৯ ও ১৯২৩ খ্রী. গ্রীয়ার ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে। ১৯১৪-২৫ খ্রী. পর্যন্ত বরাবর তিনি হকি খেলেছেন। [১৭]

দেউস্কর, সখারাম গণেশ (১৭.১২.১৮৬৯-২৩.১১.১৯১২) করোঁ—(তৎকালীন) বীরভূম। সদাশিব গণেশ। দেউস্কর পরিবারের আদি নিবাস মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি জেলার মালবর্ন দুর্গের কাছে দেউস গ্রামে। বর্তমান বিহারের দেওঘরের কাছে করোঁ গ্রামে তিন পুরুষের বাস। পাঁচ বছর বয়সে তাঁর মাতৃবিয়োগ হলে বিদুষী পিসী কর্তৃক লালিত হন। রীতি অনুসারে উপনয়নের পর কিছুদিন বেদ পাঠ করেন। ১৮৮৯ খ্রী. বৈদ্যনাথ ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হন। বিখ্যাত যোগীন্দ্রনাথ বসু সে-সময়ে ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৮৯১ খ্রী. প্রবেশিকা পাশ করে ১৮৯৩ খ্রী. ঐ স্কুলেই শিক্ষকতা করেন। সাহিত্যানুরাগের জন্য রাজ-নারায়ণ বসুর কাছে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ করেন। এই সময় থেকেই রচনা প্রকাশ আরম্ভ। 'হিতবাদী' পত্রিকার লেখক ছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট হার্ডের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশের জন্য যোগীন্দ্র-নাথ ও তিনি কর্মচ্যুত এবং পরে কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ কর্তৃক পুনর্বহাল হন। 'হিতবাদী' পত্রিকায় প্রুফরীডার হয়ে ঢুকলেও ক্রমে অধ্যবসায়বলে সম্পাদকের প্রধান সহকারী হয়ে ওঠেন। ১৯০৫ খ্রী. কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর পর ৪.৭.১৯০৭ খ্রী. 'হিতবাদী'র সম্পাদক হন। এই বছর সুরাট কংগ্রেসে চরম ও নরমপন্থীদের সংঘর্ষ হয়। 'হিতবাদী'র মালিকগোষ্ঠী চরমপন্থীদের তথা তিলকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লিখবার আদেশ দিলে, বিপ্লবপন্থায় বিশ্বাসী সখারাম পদত্যাগ করেন। অতঃপর জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ পরিচালিত বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও ভারতীয় ইতিহাসের শিক্ষক নিযুক্ত হন। ইংরেজের শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর রচিত 'দেশের কথা' বাজে-য়াপ্ত হলে স্কুল কর্তৃপক্ষীয়দের শঙ্কিত দেখে ১৯১০ খ্রী. পদত্যাগ করেন। আবার কিছুদিন 'হিতবাদী' সম্পাদনা করেন। এই সময় একমাত্র পুত্র ও পত্নীর মৃত্যুর পর স্বাস্থ্যভঙ্গ হলে স্বগ্রামে ফিরে যান। প্রধানত তাঁরই চেষ্টায় বাঙলাদেশে শিবাজী উৎসব প্রবর্তিত হয়। মহামান্য তিলক রাজদ্বারে অভিযুক্ত হলে তাঁরই চেষ্টায় বঙ্গবাসি-গণ তিলকের সাহায্যে অগ্রসর হন। 'দেশের কথা'

গ্রন্থটি বহুদিন ভারতীয় বিপ্লবীদের অবশ্য-পাঠ্য ছিল। এটি বাজেয়াপ্ত হবার আগেই ৫টি সংস্করণে ১৩ হাজার কপি বিক্রীত হয়। বাজেয়াপ্ত হবার পরও গোপনে গ্রন্থটি পড়া হত। এছাড়া শিবাজীর জীবন সম্পর্কেও বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেন। 'দেশের কথা' বহু ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'তিলকের মকদ্দমা', 'বাজীরাও', 'এটা কোন্ যুগ', 'ঝান্সির রাজকুমার', 'মহামতি রাণাডে', 'আনন্দীবাঈ' প্রভৃতি। [৩,৭,৮, ২৫,২৬,১২৩,১২৪]

দেবকীকুমার বসু (২৫.১১.১৮৯৮ - ১৭.১১. ১৯৭১) বর্ধমান। মধুসূদন। বিদ্যাসাগর কলেজে ছাত্রাবস্থায় নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের সাহচর্য লাভ করেন। অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে কলেজ ত্যাগ করে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেন। 'শক্তি' নামে একটি দেশাত্মবোধক সাপ্তাহিক সম্পাদনা করেন। এই ব্যাপারে ডি.জি. বা ধীরেন গাঙ্গুলীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে চিত্রজগতে প্রবেশ করে ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন কোম্পানীর 'Flame and Flesh' ছবিতে গল্পকার ও চিত্রনাট্যকাররূপে প্রথম আবির্ভূত হন (১৯২৭)। চিত্রনাট্যকার ও পরিচালকরূপে পরবর্তী ছবি 'পঞ্চশর' (১৯২৯) মারফত খ্যাতির সোপানে ওঠেন। তিনিই প্রথম মঞ্চানুগ চিত্রকর্মকে চলচ্চিত্রোপযোগী রূপ দান করেন। শিশিরকুমারের ছাত্ররূপে সাহিত্য ও নাট্যকলা সম্বন্ধে অর্জিত জ্ঞান তাঁকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে। লক্ষ্ণৌতে একটি ছবি তোলার পর প্রমথেশ বড়ুয়ার প্রতিষ্ঠানের প্রথম নির্বাক ছবি 'অপরাধী'র কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার এবং পরিচালকরূপে কাজ করেন। এই ছবিতেই প্রথম অন্তর্দৃশ্যে কৃত্রিম আলোর সাহায্যে চিত্রগ্রহণ করা হয়। পরবর্তী ছবি উল্লেখযোগ্য না হলেও সদ্যপ্রতিষ্ঠিত 'নিউ থিয়েটার্স' কর্তৃপক্ষ তাঁকে আহ্বান জানান। এখানে 'চণ্ডীদাস' ছবি (১৯৩২) রূপায়িত করার সঙ্গে সঙ্গেই চিত্রনাট্যকার ও পরিচালকরূপে ভারত-জোড়া খ্যাতি লাভ করেন। এই ছবিতে অন্যান্য বহু কলাকৌশলের সঙ্গে আবহ-সঙ্গীতের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। এরপর একে একে 'পুরাণ ভকত' (হিন্দী), 'মীরাবাঈ' (দ্বৈভাষিক) প্রভৃতি নির্মাণ করেন। ১৯৩৫ খ্রী. 'ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানী'তে যোগ দেন। এখানে 'সীতা' (হিন্দী) ও 'সোনার সংসার' (দ্বৈভাষিক) ছবি তোলেন। 'সীতা'ই প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্র যা ১৯৩৫ খ্রী. ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ সার্টিফিকেট অর্জন করে। এরপর বোম্বাই শহরে স্বনামে প্রতিষ্ঠান গঠন করে ছবি তোলেন। ১৯৩৭ খ্রী. পুনরায় নিউ থিয়েটার্সে যোগ দেন। 'বিদ্যাপতি' (দ্বৈভাষিক), 'সাপুড়ে', 'নর্তকী' প্রভৃতি চিত্রগুলি এ সময়কার স্মরণীয় সৃষ্টি। ক্রমে স্বাধীনভাবে 'আপনা ঘর' (হিন্দী), 'মেঘদূত', 'কৃষ্ণলীলা', 'কবি', 'রত্নদীপ', 'চন্দ্রশেখর', 'পথিক', 'চিরকুমার সভা' প্রভৃতি ছবিতে স্বীয় প্রতিভা ও শিল্পজ্ঞানের পরিচয় রেখে যান। মোট ছবির সংখ্যা উনচল্লিশ। শেষ ছবি রবীন্দ্রনাথের চারটি কবিতা অবলম্বনে রচিত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রযোজিত 'অর্ঘ্য'। ১৯৫৬ খ্রী. সাহিত্য আকাদেমী কর্তৃক সম্মানিত ও ১৯৬৫ খ্রী. 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত হন। [১৬]

দেবকুমার রায়চৌধুরী (১৮৮৪ - ১৯২৯) লাখুটিয়া—বরিশাল। রাখালচন্দ্র। তিনি কবি দ্বিজেন্দ্রলালের 'পূর্ণিমা সম্মেলনে' স্বরচিত কবিতা পাঠ করতেন। তাঁর রচিত দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনী একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। রচিত কাব্যগ্রন্থ : 'অরুণ', প্রভাবতী', 'মাধুরী' ও 'ধারা' এবং কাব্যনাট্য : 'দেবদূত'। রচিত 'ব্যাধি ও প্রতিকার' পুস্তিকায় তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন সমস্যা বিশ্লেষণ করে মীমাংসার পথ দেখিয়েছেন। দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। মহিলা ঔপন্যাসিক কুসুমকুমারী দেবী তাঁর মাতা। [১, ৩,৪,২৬]

দেবজ্যোতি বর্মণ (১৭.৫.১৯০৫ - ৮.১২. ১৯৬৬) কলিকাতা। অশ্বিনী। পৈতৃক নিবাস ময়মনসিংহ। শৈশব ও বাল্যকাল প্রধান শিক্ষিকা মাতা তরুলতার কর্মস্থল শ্রীহট্টে কাটে। সেখানকার রাজা গিরীশচন্দ্র হাই স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পাশ করেন (১৯২৩)। স্কুল জীবনেই বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসেন। ১৯২১ খ্রী. অসহযোগ আন্দোলনের সময় স্কুল ছাড়েন। ১৯২৫ খ্রী. আই.এস-সি. পাশ করে কলিকাতার বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হন ও 'যুগবাণী সাহিত্যচক্র' প্রতিষ্ঠা করেন। সেখান থেকে পুস্তক প্রকাশনা ছাড়াও সম্ভবত অন্তরালে বিপ্লবী কার্যকলাপ চালাতেন। কিছুদিন পরে 'যুগবাণী' পত্রিকা প্রকাশ করেন। অক্টোবর ১৯৩১ খ্রী. আটক-বন্দী হন। পুলিসের ধারণা ছিল গঙ্গাবক্ষে নূতন সেতুর উদ্বোধন উপলক্ষে লর্ড উইলিংডনের নিধন-চেষ্টার ব্যাপারে দেবজ্যোতিও সংশ্লিষ্ট। ১৯৩৩ খ্রী. জেল থেকে ইকনমিক্সে বি.এ. (অনার্স সহ) ও ১৯৩৬ খ্রী. এম.এ. পাশ করেন। বক্সার জেলে বন্দী অবস্থায় 'ইকনমিক হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল' নামে এক নিবন্ধ রচনা করেন। তাঁর কারাবাসকালে মাতা ও অনুজের মৃত্যু হয়। ১৯৩৮ খ্রী. মুক্তিলাভের

পর প্রথমে আনন্দবাজার পত্রিকায় স্থায়িভাবে যোগ দিলেও পরে ঐ কাজ ছেড়ে দিয়ে 'আনন্দবাজার', 'ভারতবর্ষ' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় লিখতেন এবং এশিয়াটিক সোসাইটির পার্ট-টাইম কর্মী হন। ১৯৪৯ খ্রী. নবপর্যায়ে 'যুগবাণী' সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে আমৃত্যু তার সম্পাদনা করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টি বিভিন্ন বিষয়ে এম.এ. পাশ করেন। সংস্কৃত, আরবী, জার্মান ও ফরাসী ভাষায় দখল ছিল। বঙ্গবাসী কলেজ ও সিটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৩ খ্রী. কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নির্বাচিত হন। ১৯৬১ খ্রী. 'ফ্রেন্ডস্ অফ ইন্ডিয়া'র আমন্ত্রণে আমেরিকা সফর করেন। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি United Citizens' Council ও B.N.V.P. দলের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'কার্ল মার্ক্স্', 'রবীন্দ্রনাথ', 'আধুনিক ইউরোপ', 'বাঙ্গলার রাষ্ট্রীয় সাধনা' 'বিজিনেস অর্গেনাইজেশন', 'মিস্ট্রিজ অফ বিড়লা হাউস' প্রভৃতি। শেষোক্ত গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। [৪,৮২]

দেবনারায়ণ বাচস্পতি। কাশীতে সংস্কৃত অধ্যাপনার জন্য প্রথম যে-কয়জন বাঙালী পণ্ডিত টোল স্থাপন করেছিলেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। সিপাহী বিদ্রোহের বহু পূর্বে তিনি টোল স্থাপন করেন। বাঙালী ছাড়াও বিভিন্ন প্রদেশের বহু ছাত্র তাঁর টোলে অধ্যয়ন করত। [১]

দেবপাল (রাজত্বকাল আনু. ৮১০ - ৮৫০ খ্রী.) গৌড়। 'বঙ্গপতি' ধর্মপাল। পাল-বংশের দিগ্বিজয়ী ও পরাক্রান্ত সম্রাট। তিনি নিজে বৌদ্ধ হলেও রাষ্ট্রক্ষেত্রে তাঁর প্রধান সহায়ক ছিলেন দুই ব্রাহ্মণ অমাত্য—গর্গের পুত্র দর্ভপাণি ও প্রপৌত্র কেদার মিশ্র। তাঁদের সহায়তায় দেবপাল হিমালয় থেকে বিন্ধ্য পর্যন্ত এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম সমুদ্রতীর পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারত থেকে কর ও প্রণতি আদায় করেছিলেন। তাঁর খ্যাতি ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করে সুবর্ণভূমি—অর্থাৎ সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও মালয় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। তাঁর রাজত্বকালেই পাল-সাম্রাজ্য সর্বাপেক্ষা বিস্তার লাভ করে। বিজিত রাজ্যের রাজারা স্ব স্ব রাষ্ট্রে স্বাধীন ব'লে গণ্য হতেন। তাঁর সৈন্যদলে ৫০ হাজার হাতী এবং সৈন্যদলের সাজসজ্জা পরিষ্কারের জন্য ১০-১৫ হাজার লোক নিযুক্ত ছিল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর উদার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। [১,২, ৩,৬৩,৬৭]

দেবপ্রসাদ গুপ্ত (ডিসে. ১৯১১ - ৬.৫.১৯৩০) ঢাকা। যোগেন্দ্রনাথ (মনা)। কলেজে অধ্যয়নকালে বিপ্লবী সূর্য সেনের দলে যোগ দেন। ১৮.৪. ১৯৩০ খ্রী. চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে অংশগ্রহণ করেন। চারদিন পর জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ সৈন্যদলের সঙ্গে সংঘর্ষে জয়ী হন। ৬ মে ১৯৩০ খ্রী. চট্টগ্রামের কালারপোল এলাকায় সাহেবপাড়া আক্রমণকালে আহত হয়ে আত্মহত্যা করেন। [১০, ৩৫,৪২,৪৩,৯৬]

দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, স্যার, সি.আই.ই. (ডিসেম্বর ১৮৬২ - ১১.৮.১৯৩৫) খানাকুল কৃষ্ণনগর—হুগলী। পিতা খ্যাতনামা চিকিৎসক সূর্যকুমার। তিনি একাধিক বৃত্তি ও পুরস্কার সহ ১৮৭৬ খ্রী. প্রবেশিকা, ১৮৮২ খ্রী. প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এম.এ. এবং ১৮৮৮ খ্রী. অ্যাটর্নিশিপ পরীক্ষা পাশ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় রাজনীতিতে বিশেষ আগ্রহান্বিত হয়ে 'ভারত-সভা'র কাজে সুরেন্দ্রনাথের প্রধান সহকর্মী হন। ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিটিউটকে সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার বিপদ থেকে রক্ষা করেন। দু'বার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত ইউনিভার্সিটিজ অফ দি এম্পায়ার কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯১৩ খ্রী. এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক এলএল.ডি. উপাধি পান। ১৯১৪ - ১৯১৮ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বেসরকারী উপাচার্য হন। ১৯২৫ খ্রী. দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীদের অবস্থা পর্যালোচনা ও ভারত সরকারের পক্ষ থেকে তথ্যানুসন্ধানে সেখানে যান। ১৯৩০ খ্রী. জাতিসঙ্ঘে ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। সংস্কৃত ভাষা ও বাংলা সাহিত্যে অনুরাগী ছিলেন। একাধিক পত্রিকায় তিনি স্বরচিত প্রবন্ধ, ভ্রমণ-কাহিনী প্রভৃতি প্রকাশ করেছেন। রচিত গ্রন্থ : 'ইউরোপে তিন মাস'। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী (ন্যাশনাল) পরিচালকদের অন্যতম ও সংস্কৃত ভাষা প্রসারে উদ্যোগী ছিলেন। [১,৩,৫,৭,২৫,২৬]

দেবী ঘোষ (? - ২৮.৭.১৯৭৩) ঘরগোয়াল—হুগলী। প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়। কেবল ফুটবলে নয়, ক্রিকেটেও যথেষ্ট সুনামের অধিকারী ছিলেন। যেমন বলিষ্ঠ বিক্রমে বল করতেন, ব্যাটও করতেন তেমনি। তবে ফুটবলে ব্যাক হিসাবে তাঁর তৎপরতা ও পরাক্রমের খ্যাতিই বেশি ছিল। কলিকাতা জোড়াবাগান পার্কে মল্লিক ক্লাবের গোলরক্ষকরূপে তাঁর প্রথম খেলা (১৯২১)। ১৯২২ খ্রী. থেকে হাওড়া ইউনিয়নে তারপর মোহনবাগানে খেলেছেন। বিদেশের মাঠেও যোগ্য পরাক্রমে খেলা দেখিয়েছেন। ভারতীয় ও ইউরোপীয় দলের ম্যাচ

খেলায় অন্তত ১০ বার ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ১৯২৬ খ্রী. আই.এফ.এ. দলের সঙ্গে জাভা এবং ১৯৩৪ খ্রী. সিংহল সফর করেন। প্রথমে রেলি ব্রাদার্সে চাকরি করতেন, পরে ফুড ডিপার্টমেন্টে। মাঠের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আমৃত্যু অক্ষুণ্ণ ছিল। [১৬]

দেবী চৌধুরাণী (১৮শ শতাব্দী)। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের বিখ্যাত নায়ক ভবানী পাঠকের সহযোগী ছিলেন। দেবী চৌধুরাণীর সহযোগিতায় ভবানী পাঠক একদল বিদ্রোহী সৈন্য নিয়ে ইংরেজ ও দেশীয় বণিকদের বহু পণ্যবাহী নৌকা লুঠ করেন। তাঁদের মিলিত আক্রমণে ময়মনসিংহ ও বগুড়া জেলার অনেক অংশে শাসন-ব্যবস্থা অচল হবার উপক্রম হয়েছিল। ভবানী পাঠকের মৃত্যুর পরেও দেবী চৌধুরাণীর আক্রমণে শাসকগণ অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। এই সব কাহিনী অবলম্বন করেই বঙ্কিমচন্দ্র 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাস রচনা করেন। [৫৬]

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী (জানু. ১৮৫৪ - অক্টো. ১৯২০) উলপুর—ফরিদপুর। মাতুলালয় কালীপুর—বরিশালে জন্ম। রামচন্দ্র। ১৮৭৪ খ্রী. প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন; কিন্তু চার বৎসর পড়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়ায় পড়া বন্ধ করেন। ছাত্রজীবনেই ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন। এ সময় তিনি কেশবচন্দ্র সেনের অনুরাগী ছিলেন। পরে 'কুচবিহার বিবাহ' আন্দোলনের সময় কেশবচন্দ্রকে পরিত্যাগ করে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। ১৮৭৩ খ্রী. 'ভারত সুহৃদ' নামে এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১২৯০ ব. থেকে 'নব্যভারত' মাসিক পত্রিকা প্রকাশে ব্রতী হন। এই পত্রিকায় গল্প বা উপন্যাস এবং নিম্নরুচির বিজ্ঞাপন ছাপা হত না। এই পত্রিকা মুদ্রণের জন্য একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় মুদ্রাযন্ত্র-সম্বন্ধীয় আইনের জন্য তাঁকে জামিন দিতে বলা হলে পত্রিকাটি তখনকার মত বন্ধ করে দেন। নিজ বিধবা ভগিনী বিরজার ব্রাহ্মমতে বিবাহ দিয়েছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাস : 'শরচ্চন্দ্র', 'বিরাজমোহন', 'ভিখারি', 'সন্ন্যাসী', 'পুণ্যপ্রভা', 'মুরলা' প্রভৃতি। অন্যান্য গ্রন্থ : 'সোপান', 'বিবেক-বাণী', 'বিবাহ-সংস্কারক', 'ভ্রমণ-বৃত্তান্ত' (উৎকল), 'দ্যুতি', 'দীপ্তি', 'প্রসূন', 'প্রণব', 'সান্ত্বনা', 'যোগজীবন' প্রভৃতি। [১,৩,৪, ২৫,২৬]

দেবীপ্রসাদ মুনশী। আখালিয়া—শ্রীহট্ট। বহু ভাষায় সুপণ্ডিত এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মুনশী ছিলেন। ইংরেজী, সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, বাংলা, হিন্দী ও উর্দু ভাষার সমাবেশে 'পলিগ্লট গ্রামার' (Polyglot Grammar) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। [১,২৬]

দেবীপ্রসাদ রায়। কলিকাতার রামরতন মল্লিকের মুনশী ছিলেন। ১৮২৪ খ্রী. তাঁর রচিত গ্রন্থ 'নাদিরুল কিশওয়ার' প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের আখ্যাপত্রে আছে...'Containing the Granary of the English, Persian, Arabic, and Bengalee Languages, the Logick, Philosophical Stories...for the use of School Boys...' [৬৪]

দেবীবর ঘটক, বন্দ্যোপাধ্যায় (১৬শ শতাব্দী)। সর্বানন্দ। দক্ষিণরাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের মেলবন্ধনকর্তা। কুলীনদের মধ্যে ব্যভিচার ও অনাচারের প্রশ্রয় দেখে তিনি সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হন। মোট ছত্রিশটি 'মেল' গঠন করেছিলেন। এই মেলবন্ধনের নিয়মানুসারে কুলীনরা সমপর্যায়ে বৈবাহিক আদান-প্রদান না করলে এবং শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করলে কৌলীন্যভ্রষ্ট হবে। ফলে একদিকে কুলীন সন্তানরা বহু বিবাহ করে স্ত্রীকে শ্বশুরবাড়ি রেখে দিত, অন্য দিকে শ্রোত্রিয় অনেকে কন্যাভাবে বিবাহ করতে পারত না। এই কারণে সমাজে অনেক দুর্নীতি প্রবেশ করেছিল। উদয়নাচার্য ভাদুড়ীর পর দেবীবরের সময় থেকে রাঢ়ীশ্রেণীর কুলগ্রন্থ বাংলায় লেখা শুরু হয়। তিনি 'মেলবন্ধ', 'প্রকৃতিপালটি-নির্ণয়' ও 'ভাগভাবাদি নির্ণয়' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। [১,২,৩,২৫,২৬]

দেবী সিংহ (? - ১৮.৪.১৮০৫) পাণিপথ—পাঞ্জাব। ১৭৫৬ খ্রী. থেকে বাঙলাদেশে বসবাস শুরু করেন। তিনি ইংরেজের সহায়তায় বাঙলার সমূহ ক্ষতি করেছিলেন। ১৭৬৫ খ্রী. ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পেয়ে নায়েব সুবাদার মহম্মদ রেজা খাঁর ওপর এই অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের ভার দেন। রেজা খাঁ স্বার্থসিদ্ধির আশায় দেবী সিংহকে পূর্ণিয়ার ইজারাদার করেন। এই কাজের ভার পেয়ে দেবীসিংহ ১৭৬৮ খ্রী. পূর্ণিয়ার অন্তর্গত প্রায় সমস্ত পরগনার ইজারা নিয়ে প্রভূত অর্থের অধিকারী হন। অর্থসংগ্রহের জন্য কোনপ্রকার অত্যাচার, অবিচার বা অন্যায় করতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। তাঁর অত্যাচারের ফলে ১৭৬৯ - ৭০ খ্রী. (১১৭৬ - ৭৭ ব.) বাঙলাদেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষই ইতিহাসে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। ১৭৮১ খ্রী. বেনামীতে রংপুর, দিনাজপুর ও এদ্রাকপুর ইজারা নেন। তাঁর শোষণের ফলে ১৭৮৩ খ্রী. রংপুরের জনগণ

বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিচার শুরু হলে সুচতুর দেবীসিংহ প্রমাণাভাবে মুক্তি পান। তবে কোম্পানীর কাজ থেকে তাঁকে বিদায় দেওয়া হয়। জীবনের অবশিষ্ট কাল মুর্শিদাবাদের নসীপুরে কাটান। এই সময় বহু দান-ধ্যান ও দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি নসীপুর রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। [১,২,৩,২৫,২৬,৫৫]

দেবেন সেন (১৮৯৭/৯৯?-২৯.৪.১৯৭১) ফরিদপুর। দ্বারিকানাথ। অনার্স সহ বি.এ. পাশ করে এম.এ. পড়ার সময় অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং ১৯৩০ খ্রী. ঢাকার নবাবগঞ্জে গ্রেপ্তার হন। বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে ৮ বার কারারুদ্ধ হন। ১৯৩৫ খ্রী. কলিকাতায় রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন প্রভৃতির শ্রমিক আন্দোলন ও ১৯৩৭ খ্রী. ঐতিহাসিক চটকল ধর্মঘটের নেতৃত্ব দেন। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সময় তাঁকে গ্রেপ্তার করে জেল থেকে ময়নামতী পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এইখানে ব্রিটিশ সৈনিকদের বিপ্লবী চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করতেন। ১৯৪৬ খ্রী. কংগ্রেস-প্রার্থিরূপে বিধান-সভায় নির্বাচিত হন। ১৯৫১ খ্রী. কংগ্রেস ছেড়ে কে.এম.পি. দলে যোগ দেন। আই.এন.টি.ইউ.সি.-র সংগঠক-সম্পাদক, হিন্দ মজদুর সভার পশ্চিমবঙ্গ শাখার চেয়ারম্যান এবং পি.এস.পি. ও এস.এস.পি. দলের নেতা ছিলেন। অভয় আশ্রমের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। ১৯৫৬ খ্রী. আসানসোলে ৫৭ হাজার শ্রমিকের ২৭ দিন ধর্মঘটের নেতৃত্ব দেন। ট্রেড ইউনিয়ন নেতা হিসাবে ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ সফর করেন। ১৯৪৮ খ্রী. লন্ডনে ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিদের নেতা ছিলেন। ১৯৬৭ খ্রী. লোক-সভায় নির্বাচিত হন। 'এশিয়ান ওয়ার্কার্স' পত্রিকার সম্পাদক এবং ইন্দোনেশিয়ার মুক্তির সমর্থনে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এশীয় সম্মেলনের আহবায়ক ছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'ফান্ডা-মেন্টাল্স্ অফ মেটিরিয়ালিজম্' ও 'গল্পে ভারতের ইতিহাস'। [১৬]

দেবেন্দ্রচন্দ্র দে (২৯.১.১৯০৫-১.১১.১৯৫৪) কলিকাতা। অতুলচন্দ্র। স্কুলের পাঠ্যাবস্থায় মাত্র পনের বছর বয়সে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য কারাদণ্ড হয়। মুক্তির পর নেতৃ-স্থানীয় সন্তোষ মিত্রের প্রেরণায় গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দেন ও আই.এস-সি. পড়ার সময় সর্ব-ক্ষণের বিপ্লবী কর্মী হন। ১৯২৪ খ্রী. চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলের সঙ্গে রাজনৈতিক ডাকাতিতে অংশ-গ্রহণ করেন। এই সময়ে জুলু সেন ও অনন্ত সিংহের সঙ্গে টেগার্ট হত্যার চেষ্টায় ব্যর্থ হন। শাঁখারিটোলা পোস্ট অফিস লুঠ করার সময় পোস্ট-মাস্টার নিহত হলে তাঁর নামে হুলিয়া বের হয়। তখন বাঙলা ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে আত্ম-গোপন করে বিপ্লবী সংগঠন গড়ার চেষ্টা করেন। দু'বছর পরে দেশত্যাগ করে সিঙ্গাপুরে যান ও 'বীরেন ব্যানার্জী' ছদ্মনামে কর্মে ব্রতী হন। দেশে ফিরে সম্ভবত ১৯৩০ খ্রী. কিছুদিন ছদ্মনামে বাস করেন। পরে পুলিসের অত্যাচার ও পীড়নের হাত থেকে বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে বাঁচানোর জন্য আত্মসমর্পণ করেন। পাঁচ বছর বক্সা ক্যাম্পে বন্দী থাকেন। মুক্তির পর কংগ্রেসে যোগ দিয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য ও প্রাদেশিক কমিটির সংগঠক হন। ১৯৩৯ খ্রী. নেতাজীর ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দেন। ১৯৪২ খ্রী. গ্রেপ্তার হয়ে ভারত রক্ষা আইনে তিন বছর বন্দী থাকেন। মুক্তির পর কলিকাতা বেনিয়াপুকুর এলাকায় দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে পুনর্বাসনের কাজে আত্ম-নিয়োগ করেন এবং একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় গড়ে তোলেন। এই বিদ্যালয়ের বালিকা বিভাগ তাঁর নামাঙ্কিত। কিছুদিন কর্পোরেশনের অল্ডার-ম্যান ছিলেন। ১৯৫২ খ্রী. নির্বাচনে বিধানসভার সদস্য ও পরে রাষ্ট্রমন্ত্রী হন। মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যু। [৫,৭০,১৪৬]

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহর্ষি (১৫.৫.১৮১৭-১৯.১.১৯০৫) জোড়াসাঁকো—কলিকাতা। প্রিন্স দ্বারকা-নাথ। প্রথমে রামমোহন প্রতিষ্ঠিত অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলে পড়াশুনা করেন। ১৮৩১ খ্রী. হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন। সেখানে কয়েক বৎসর অধ্যয়নের পর তিনি পিতার বিষয়কর্মে ও ব্যবসায়ে শিক্ষানবিশী আরম্ভ করেন এবং বিষয়কর্মে কর্তৃত্ব পেয়ে বিভিন্ন আমোদ-প্রমোদের মধ্যে আবিষ্ট হন ও বিলাসী হয়ে ওঠেন। সম্ভবত ১৮৩৪ খ্রী. তিনি যশোহরের রায়চৌধুরী-বংশীয়া সারদাসুন্দরী দেবীকে বিবাহ করেন। ১৮৩৫ খ্রী. পিতামহীর মৃত্যুকালে তাঁর জীবনের গতি পরিবর্তিত হয় ও মনে ধর্মজিজ্ঞাসা প্রবল হয়ে ওঠে। ক্রমে সংস্কৃত শিখে মূল মহাভারত এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্ম ও দার্শনিক গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে ঈশোপনিষদের একটি শ্লোক (তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ) তাঁকে প্রভাবিত করে এবং তিনি উপনিষদ্ পাঠে রত হন। ক্রমশ তাঁর বিষয়-স্পৃহা হ্রাস পায় এবং তিনি ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। ধর্ম-তত্ত্ব আলোচনার উদ্দেশ্যে ৬.১০.১৮৩৯ খ্রী. তিনি তত্ত্বরঞ্জিনী সভা স্থাপন করেন। দ্বিতীয় অধি-বেশনে নাম পরিবর্তিত হয়ে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'

হয়। সভায় অক্ষয়কুমার দত্ত যোগদান করার পর 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' (১৮৪০) স্থাপন করেন। বিনা বেতনে বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও ধর্ম-শাস্ত্র-বিষয়ক উপদেশ দেওয়া এই পাঠশালার উদ্দেশ্য ছিল। এই বছরই কঠোপনিষদের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৪২ খ্রী. থেকে তত্ত্ব-বোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের ভার গ্রহণ করে। ১৮৪৩ খ্রী. দেবেন্দ্রনাথের অর্থে ও অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পা-দনায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রকাশ আরম্ভ হয়। তখন থেকে সভায় প্রকাশ্যে বেদপাঠ চলতে থাকে। ২১.১২.১৮৪৩ খ্রী. ২০ জন বন্ধুসহ তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে উদ্যোগী হন। ডিসেম্বর ১৮৪৫ খ্রী. ব্রাহ্মদের প্রথম সামাজিক উৎসব টেরিটির বাগানে উদ্‌যাপন করেন। পরের বছর বিলাতে পিতা দ্বারকানাথের মৃত্যু হয় (১.৮.১৮৪৬)। অপৌত্তলিক মতে তিনি পিতৃশ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন করেন। দ্বারকানাথের দু'টি প্রতিষ্ঠান—কার টেগোর কোম্পানী ও ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক উঠে গেলে ব্যবসায়-সংক্রান্ত পিতৃঋণ পরি-শোধের ব্যাপারে তিনি সততা রক্ষা করেন। ১৮৫৩ খ্রী. তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক হন। ১৮৫৯ খ্রী. ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঐ সভায় কেশব-চন্দ্র ইংরেজীতে এবং দেবেন্দ্রনাথ বাংলায় বক্তৃতা দিতেন। ১৮৬০ খ্রী. দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে বসেন। এর পূর্বেই পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ও শিষ্য কেশবচন্দ্র সহ সিংহল ভ্রমণ করেন। ২৬.৭.১৮৬০ খ্রী. দ্বিতীয়া কন্যাকে ব্রাহ্মমতে বিবাহ দেন। এই বিবাহে শালগ্রাম শিলা ইত্যাদি বর্জনের ফলে সমাজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। হিন্দু পূজা-পার্বণাদি বন্ধ করে তিনি মাঘোৎসব (১১ মাঘ), নববর্ষ, দীক্ষা দিন (৭ পৌষ) ইত্যাদি নূতন কতকগুলি উৎসবের প্রবর্তন করেন। ১ আগস্ট ১৮৬১ খ্রী. তাঁর অর্থানুকূল্যে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কেশবচন্দ্রের কয়েকটি সমাজ-সংস্কারমূলক কাজে দেবেন্দ্রনাথ সায় দিতে না পারায় কেশবচন্দ্র তাঁকে ত্যাগ করে নভেম্বর ১৮৬৬ খ্রী. নূতন সমাজ গঠন করেন। এ সময় থেকে মহর্ষি-প্রবর্তিত সমাজ 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে প্রচলিত হয়। মর্মাহত দেবেন্দ্রনাথ এই সমাজের কার্যভার রাজনারায়ণ বসু প্রমুখদের উপর অর্পণ করেন। খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব থেকে যুবকদের রক্ষা করার জন্য রাধাকান্ত দেব কর্তৃক তিনি 'জাতীয় ধর্মের পরিরক্ষক' উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৬৭ খ্রী. ব্রাহ্মগণ তাঁকে 'মহর্ষি' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৭৬ খ্রী. বীরভূমের ভুবনডাঙ্গা নামক একটি বিস্তৃত ভূমিখণ্ড কিনে সেখানে একটি আশ্রম নির্মাণ করেন। ভুবনডাঙ্গার সেই আশ্রমই আজকের 'শান্তিনিকেতন'। তিনি 'জ্ঞানান্বেষণ সভা'র সভ্য এবং হিন্দু চ্যারিট্যাব্‌ল্ ইন্‌স্টিটিউশনের অন্য-তম স্থাপয়িতা। তিনি বিধবা-বিবাহে উৎসাহী এবং শিশু ও বহু-বিবাহের বিরোধী ছিলেন। কিছু-দিন রাজনীতিতে অংশ নেন। ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি ও বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি বস্তুতপক্ষে স্তব্ধ হয়ে গেলে রাজনৈতিক বক্তব্য রাখার জন্য কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ১৪.৯.১৮৫১ খ্রী. ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করেন এবং সম্পাদকপদে বৃত হন। ক্রমে এই সংস্থাটি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটির সঙ্গে মিশে যায়। দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫৪ খ্রী. পর্যন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকরূপে দরিদ্র গ্রামবাসীদের চৌকিদারী ট্যাক্স থেকে পরিত্রাণের জন্য চেষ্টা করেন। তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ এই সময়ের মধ্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে স্বায়ত্তশাসনের দাবি-সংবলিত একটি দরখাস্ত পাঠানো। শিক্ষা-আন্দোলনেও তিনি অংশ নেন। পিতার মৃত্যুর পর হিন্দু কলেজ পরিচালন সভার সদস্য ছিলেন। তিনি বেথুন সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বেথুন স্কুলেও ভর্তি করেছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ বাংলায় সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশ। এ গ্রন্থটির প্রথম ভাগ তত্ত্ব-বোধিনী সভা কর্তৃক ১৮৪৫ খ্রী. প্রকাশিত হয়। ভ্রমণে তাঁর ক্লান্তি ছিল না। সিংহল ছাড়া সম্ভবত চীন এবং ব্রহ্মদেশেও গিয়েছিলেন। সিমলা অঞ্চলের পাহাড় তাঁর প্রিয় ভ্রমণক্ষেত্র ছিল। [১,২,৩,৭,৮, ২৫,২৬,৮৭,৮৮]

দেবেন্দ্রনাথ দাস (২১.৪.১২৬৩ - ১৩১৫ ব.)। শ্রীনাথ। পিতা কলিকাতা হাইকোর্টের প্রখ্যাত উকিল ছিলেন। ১৮৭২ খ্রী. হিন্দু স্কুল থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় হন এবং ১৮৭৪ খ্রী. প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ.এ. পরীক্ষায় প্রথম হয়ে গোয়ালিয়র মেডেল ও মাসিক বৃত্তি লাভ করেন। এরপর বি.এ. পাশ করে বিলাতে যান এবং সিভিল সার্ভিস পাশ করেন কিন্তু নূতন নিয়ম অনুসারে বয়স বেশি বলে কাজে যোগ দিতে পারেন নি। ১৮৮২ খ্রী. দেশে ফিরে আসেন। পাঁচ মাস পর তিনি সস্ত্রীক বিলাত চলে যান। সেখানে থাকাকালে ইংরেজী, ল্যাটিন, গ্রীক ও ইতালীয় ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী, ফারসী এবং উর্দু ভাষায়ও তাঁর বিশেষ জ্ঞান ছিল। এখানে কিছুদিন অধ্যা-পনা করার পর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের হিন্দী, সংস্কৃত, উর্দু ও ফারসী শেখানর জন্য

একটি স্কুল খোলেন। এই সময়ে ভারতের প্রাচীন সাহিত্য, সভ্যতা, দর্শনশাস্ত্র, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে সুনাম অর্জন করেন। ১৮৯১ খ্রী. অসুস্থতার জন্য দেশে ফিরে সিটি ও রিপন কলেজে অধ্যাপনায় রতী হন। পরে নিজে একটি উচ্চ ইংরেজী স্কুল ও কলেজ খুলেছিলেন। আর্থিক অসুবিধার জন্য দুটিই পরে বন্ধ হয়ে যায়। ইতালীয় ভাষা থেকে 'মিরোগী' নামে একটি নাটক বাংলায় অনুবাদ করেন। রচিত 'পাগলের কথা' গ্রন্থটি তাঁর আত্মজীবনী। তিনি এফ.এ. ও বি.এ. পরীক্ষার অনেকগুলি নোট লিখেছিলেন। [১, ২৫,২৬]

দেবেন্দ্রনাথ বসু (৮.১.১২৬৭ - ২৩.৭.১৩৪৫ ব.) কলিকাতা। গোপীনাথ। ১৮৭৮ খ্রী. নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করে কিছুদিন জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লিজ ইন্‌স্টিটিউশনে পড়েন। সরকারী চাকরি দিয়ে কর্মজীবন শুরু। পরে কাশিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর বন্ধু ও প্রাইভেট সেক্রেটারী হন। সাহিত্যিক হিসাবে 'ব্যাঙবাবু' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর রচিত বহু গল্প, উপন্যাস, জীবনী গ্রন্থ ও নাটকের মধ্যে 'বাসিফুল', 'বরমাল্য' 'শ্রীকৃষ্ণ', 'পরমহংসদেব' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া 'ওথেলো' এবং 'অ্যান্টনী ও ক্লিওপেট্রা' গ্রন্থ দুটি অনুবাদ করেন। ১২৮৭ ব. তিনি 'নলিনী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'গিরিশ অধ্যাপক' নিযুক্ত করে। স্বামী সারদানন্দ মহারাজের শিষ্য ছিলেন। [৪]

দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক (১৮৬৬ - ১৯৪১) উলুবেড়িয়া—হাওড়া। গঙ্গানারায়ণ। পিতা জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করতেন। বাগনান ইংরেজী স্কুল ও কলিকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র ছিলেন। অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যায় যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সাহায্যে গিলক্রাইস্ট বৃত্তি নিয়ে বিলাত যান। কেম্ব্রিজ থেকে র‍্যাংলার হয়ে ও বিজ্ঞান বিষয়ে ডক্টরেট পেয়ে স্বদেশে ফেরেন এবং হুগলী কলেজে অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক হন। পরে পাটনা কলেজে ও ১৯০৭ খ্রী. প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করেন। সরকারী চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর আলিগড় ও কাশ্মীর কলেজের অধ্যক্ষপদ পান। তারপর রংপুর কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে অবসর-গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মমতে বিবাহ করেন। ১৯১৩ খ্রী. তিনি পাটনায় অল ইণ্ডিয়া থীইস্টিক (theistic) কন্‌ফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন। বিজ্ঞান কংগ্রেসে (বোম্বাই) পদার্থবিদ্যা ও গণিতবিদ্যা শাখার সভাপতি ছিলেন। অঙ্ক ও পদার্থবিদ্যায় কলেজীয় পাঠ্যপুস্তক আছে। [১৪৬]

দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, রায়বাহাদুর, রাজা (১৮৫২ - ২৬.২.১৯২৬) কলুটোলা—কলিকাতা। অদ্বৈতচরণ। মাতামহ—মতিলাল শীল। মাতুলালয়ে জন্ম। হিন্দু স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ১৮৭২ খ্রী. সুবিখ্যাত চা-ব্যবসায়ী মেসার্স জে. টমাস কোম্পানীতে শিক্ষানবিশী করেন। ক্রমে 'ডি. এন. মল্লিক অ্যাণ্ড কোং' নাম দিয়ে স্বাধীন ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। পরে বাজার মন্দা হওয়ায় ১৯০৪ খ্রী. ব্যবসায় বন্ধ করে দেন। এই বছরই দমদমের বাগানবাড়িতে একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় ও অতিথিশালা স্থাপন করেন। সুবর্ণবণিক চ্যারিট্যাব্‌ল্ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক হন এবং সুবর্ণবণিক-জাতির বিধবা, অনাথ বালক-বালিকা প্রভৃতির জন্য সমিতির ধনভাণ্ডারে ৫০ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। পরে সমিতির সহ-সভাপতি হন। ১৯১৭ খ্রী. বেলগাছিয়ার কারমাইকেল কলেজে দাতব্য ঔষধালয়ের গৃহনির্মাণে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যয় করেন এবং বার্ষিক ১২ শত টাকা দানের স্থায়ী ব্যবস্থা ও হাসপাতালের ১৮টি বেডের জন্য অর্থদান করেন। এই হাসপাতালটি কলেজে রূপান্তরিত হবার সময় ৩ লক্ষ টাকা, ভারতীয় কুষ্ঠ মিশনের জন্য মাসিক ২০০ টাকা, মাদ্রাজে কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য ৬ হাজার টাকা, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ৪৮টি শয্যা এবং সেগুলির পরিচালনার জন্য ৫২ হাজার টাকা (এটি রাজা দেবেন্দ্রনাথ চ্যারিট্যাব্‌ল্ ট্রাস্ট নামে পরিচিত) দান করার পরেও বাঙলার সরকারী ট্রাস্টির হাতে ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা রেখে গিয়েছিলেন। [৫]

দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮ - ২১.১১.১৯২০) গাজীপুর—উত্তরপ্রদেশ। লক্ষ্মীনারায়ণ। আদি নিবাস বলাগড়—হুগলী। ১৮৮৬ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. এবং ১৮৯৩ খ্রী. এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে এম.এ. পাশ করে ১৮৯৪ খ্রী. থেকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতিতে ব্রতী হন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ মিশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে তার মুখপত্র হিসাবে 'শ্রীকৃষ্ণ রিভিউ' প্রকাশ করেন। ১৯০০ খ্রী. কলিকাতায় 'শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যালয়টি 'কমলা হাই স্কুল' নামে এখনও বর্তমান। ১৮৮০ - ৮১ খ্রী. 'ফুলবালা', 'ঊর্মিলা' ও 'নির্ঝরিণী' নামে তিনখানি কাব্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কবি-পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর কবিতায় প্রকৃতির সৌন্দর্য, নরনারীর সংসার-জীবনের লীলা ও

সাহিত্য কবিতা প্রতিযোগিতা বাঙলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে 'ভারতী' পত্রিকায় কবিতা প্রকাশ করতে থাকেন। পরে 'প্রবাসী' প্রভৃতি বাঙলার বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়। স্বদেশ-বিষয়ক কবিতা এবং সনেট রচনায় কৃতিত্ব ছিল। শেষ জীবনের কবিতায় ধর্মভাবের প্রাচুর্য দেখা যায়। তাঁর রচিত 'অশোক-গুচ্ছ', 'শেফালিগুচ্ছ' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ২১। [১,৩,২৫,২৬]

দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (১২৯৯-১৩৫৭ ব.)। প্রায় একুশ বছর ঝাড়গ্রামের রাজার ম্যানেজার ছিলেন। প্রধানত তাঁর চেষ্টায় ও রাজার অর্থানুকূল্যে মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর হল, বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগরের স্মৃতি-মন্দির এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে 'ঝাড়গ্রাম-রাজানুকূল্যে গ্রন্থাবলী' প্রতিষ্ঠিত এবং বহু গ্রন্থ প্রকাশেরও ব্যবস্থা হয়। এতদ্ব্যতীত রাজকীয় সাহায্যে মেদিনীপুরে সেটেলমেন্ট, মেদিনীপুর হোমিওপ্যাথিক কলেজ, শাখা চিকিৎসালয়, কৃষি কলেজ, বালক-বালিকাদের উচ্চ বিদ্যালয় ও নানা শিক্ষায়তনের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে ঝাড়গ্রামের প্রভূত উন্নতিসাধন করেছিলেন। মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের ও মেদিনীপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। [৪]

দেবেশচন্দ্র ঘোষ (১৩০১?-২৭.১০.১৩৬৮ ব.)। দেশের বাণিজ্য-জগতে, বিশেষ করে চা-শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁর নাম বিশেষ পরিচিত। বহু চা-শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি চা-শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি করে গেছেন। এতদ্ব্যতীত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর, কলিকাতা পৌরসভার কাউন্সিলর, ফেডারেশন অফ চেম্বার অফ কমার্স'এর কার্য-নির্বাহক সমিতির সদস্য, কলিকাতা বন্দরের কমিশনার প্রভৃতি নানা সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। [৩]

দেলোয়ার খাঁ (১৮শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ)। বঙ্গোপসাগরের বুকে সন্দ্বীপের অধিবাসী দেলোয়ার খাঁ (দিলাল) শৈশবে পিতৃহীন হয়ে জনৈক মুসলমান ভদ্রলোকের গৃহে দাস হিসাবে প্রতিপালিত হন। পরে তিনি সন্দ্বীপ ও প্রতিবেশী অঞ্চলের রাখাল ও কৃষকদের নিয়ে একটি সৈন্যদল গঠন করেন এবং মোগল শাসকদের হাত থেকে সন্দ্বীপের অধিকার কেড়ে নিয়ে প্রায় পঞ্চাশ বছর কাল রাজত্ব করেন। [৫৬]

দৈবখোজা। বাহাদুরপুর—শ্রীহট্ট। প্রকৃত নাম মুনিরুদ্দিন। সাধক ও কবিরূপে শ্রীহট্ট অঞ্চলের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। পদ্মনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক ১৩১৮ ব. প্রকাশিত গ্রন্থে তাঁর উল্লেখ আছে। তাঁর রচিত কৃষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীতের মধ্যে—'কালি কাদম্বিনী আসরে বসে দে/দাম বলে কাঁদিয়া গেলা আমারে'। [৭৭]

দৈবকীনন্দন দাস (১৬শ শতাব্দী) হালিশহর—চব্বিশ পরগনা। চৈতন্যদেবের সমকালীন এই ব্রাহ্মণ যুবক প্রথমে বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ছিলেন। পরে বক্রেশ্বর সাহচর্যে ও আদেশে বাংলায় 'বৈষ্ণব-বন্দনা' এবং সংস্কৃতে 'বৈষ্ণবাভিধান' গ্রন্থ রচনা করেন। [১]

দোবরাজ পাথর। গারো-হাজংদের সর্দার টিপুর অনুগামী দোবরাজ ১৮২৭ খ্রী. ময়মনসিংহ জেলার শেরপুরে সংঘটিত প্রজাবিদ্রোহের অন্যতম নেতা ছিলেন। দ্র. জানকু পাথর। [১,৫৫,৫৬]

দৌলত উজীর। চট্টগ্রাম। প্রকৃত নাম বাহরাম। 'লায়লী-মজনু' নিজামীর কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থের মজনুর বিলাপ ও অনুরাগের বর্ণনা বাংলা সাহিত্যে এক বিশেষ অবদান। গ্রন্থটিতে প্রকৃতিরও আস্বাদ পাওয়া যায়। চট্টগ্রামের শাসক নিজাম শাহ তাঁকে 'দৌলত উজীর' উপাধি দেন। [১,২]

দৌলত কাজী। চট্টগ্রাম। ১৬৪০ খ্রী. তিনি বিদ্যমান ছিলেন। 'সতী ময়না' ও 'লোর চন্দ্রানী' উপাখ্যান-কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। [illegible] বর্ণিত প্রেম-কাহিনীর অনুসরণে বাংলা ভাষায় পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে এই কাব্যগুলি রচিত। তিনি রোসাঙ্গের রাজা [illegible] রাজ-সভায় থেকে তাঁরই প্রধান মন্ত্রী আশরাফ খাঁ লস্কর উজীরের আদেশে 'লোর চন্দ্রানী' গ্রন্থ রচনা করেন। কাব্যের দ্বিতীয় অংশের সমাপ্তির পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়। বহু বছর পরে কবি আলাওল গ্রন্থটি সমাপ্ত করেন। [১,২]

দ্রবময়ী[১] (১৮৩৭?-?) বেড়াবাড়ি—খানাকুল কৃষ্ণনগর। পিতা—চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কার। তিনি অল্প বয়সে বিধবা হয়ে পিতার কাছে সংস্কৃত-শিক্ষা শুরু করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। পিতার টোলে মাঝে মাঝে অধ্যাপনা করতেন। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সেই অধ্যাপক পণ্ডিতদের তিনি বিচারে পরাজিত করেছিলেন। [৩]

দ্রবময়ী[২] (১৯শ শতাব্দীর ৭ম দশক) নন্দীপুর—বর্ধমান। চণ্ডাল মহিলা দ্রবময়ী অসাধারণ শারীরিক শক্তির অধিকারিণী ছিলেন। তাঁর স্বামী বৈকুণ্ঠ সর্দার গ্রামে চৌকিদারী করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর অসহায়া দ্রবময়ী পুলিস ম্যাজিস্ট্রেটকে তাঁর অসামান্য দৈহিক শক্তি ও লাঠিখেলায় অপূর্ব নৈপুণ্য দেখিয়ে মৃত স্বামীর স্থানে চৌকিদার-পদ লাভ করেন। [৩]

বিখ্যাত। ভারতে এবং বিদেশে এই মিক্সচারের বহুল প্রচারের ফলে তিনি খ্যাতি ও প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের চিকিৎসক ছিলেন। ঠাকুর বাড়ির সংলগ্ন জমিতে তাঁর ঔষধের কারখানা ছিল। [১,৩]

দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রিন্স (১৭৯৪ - ১.৮.১৮৪৬) কলিকাতা। রামমণি। জ্যেষ্ঠতাত রামলোচনের দত্তক পুত্র। শিক্ষক শেরবোর্ন সাহেবের স্কুলে ও উইলিয়ম অ্যাডাম্‌সের নিকট ইংরেজী শিক্ষা করেন। ফারসী ভাষাও জানতেন। পৈতৃক সম্পত্তি ছাড়া নিজেও নূতন নূতন জমিদারী ক্রয় করেছিলেন। ব্যবহারশাস্ত্র আয়ত্ত করে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। ইংরেজী ভাষা ও আইন জ্ঞানের জন্য সরকার কর্তৃক ১৮২৩ খ্রী. চব্বিশ পরগনার নিমক মহলের কালেক্টরের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হন। ছয় বৎসর পরে তিনি শুল্ক, লবণ ও অহিফেন বোর্ডের দেওয়ানের পদ লাভ করেন। দেওয়ানের পদে নিযুক্ত থাকাকালেই তিনি স্বাধীন ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। ম্যাকিনটস্‌ অ্যান্ড কোং-র অংশীদার ও কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের পরিচালকরূপে ভারতীয়দের ব্যবসায়মুখী করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নি, কারণ দু'টি প্রতিষ্ঠানই বন্ধ হয়ে যায়। ৭.৮.১৮২৯ খ্রী. নিজে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৪.৭.১৮৩১ খ্রী. ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের অন্যতম ডিরেক্টর হন। কয়েকটি বীমা কোম্পানীরও পরিচালক ছিলেন। নিজের ব্যবসায় ক্রমে বড় হওয়ায় ১.৮.১৮৩৪ খ্রী. সরকারী কাজ ছেড়ে দেন এবং কার ও ঠাকুর কোম্পানীর যুগ্ম মালিকানায় ইংরেজী রীতি-পদ্ধতিতে ব্যবসায়ের চেষ্টা করেন। রেশম ও নীল রপ্তানি করে, কয়লাখনি কিনে, জাহাজী ব্যবসায়ের পত্তন করে, চিনির কল স্থাপন করে একজন বিখ্যাত ধনী শিল্পপতি ও সমাজের প্রধান ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। এদেশে শর্করা-উৎপাদনে বাষ্পীয় যন্ত্র ব্যবহারের তিনিই প্রবর্তক। জাহাজ-ব্যবসায় শুরু করে বহু মালবাহী জাহাজ ও 'দ্বারকানাথ' নামে যাত্রিবাহী জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করেন। ১৮৪৭ খ্রী. তাঁর মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যায়। রাজা রামমোহনের বন্ধু ও সঙ্গী এবং ব্রাহ্ম-সমাজের সমর্থক হিসাবে সতীদাহ-রদ আইনের জন্য লর্ড বেন্টিঙ্ককে অভিনন্দন জানান। রামমোহনের আত্মীয়-সভার একজন সভ্য ও তৎপ্রতিষ্ঠিত অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলের তিনি একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৮৩৩ খ্রী. থেকে আমৃত্যু হিন্দু কলেজের পরিচালক ছিলেন এবং বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে হিন্দু স্কুলের অধীনে 'বাংলা পাঠশালা' (১৮.১.১৮৪০) প্রতিষ্ঠায় অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। কলিকাতায় এমন কোন জন-কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান ছিল না যেখানে তিনি অর্থ সাহায্য না করেছেন। ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিট্যাব্‌ল্‌ সোসাইটিতে লক্ষ টাকা দান করেন। মেডিক্যাল কলেজে সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রদের পারিতোষিকের ব্যবস্থা করেন। ১৮৩৫ খ্রী. ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠারও তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও জমিদার-সভা স্থাপনে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। ১৮৩৮ খ্রী. টাউন হলে ব্ল্যাক অ্যাক্ট সংক্রান্ত জনসভার অন্যতম আহ্বায়ক ছিলেন। ১৮৪২ খ্রী. ব্যবসায়-সংক্রান্ত ব্যাপারে বিলাত যান। পথে রোমের পোপ ও প্রুশিয়ার যুবরাজ কর্তৃক সংবর্ধিত হন। ১৬ই জুন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দরবারে উপস্থিত হয়ে এক সপ্তাহ পরে রাজ-প্রাসাদে নিমন্ত্রিত হন। এখানে তাঁর রাজকীয় আড়ম্বর ও ঐশ্বর্যপূর্ণ জীবনযাত্রা দেখে সম্ভ্রান্ত ইংরেজগণ তাঁকে 'প্রিন্স' বলতেন। ঐ বছরের শেষে দেশে ফেরার পথে ফরাসী রাজদরবারে সংবর্ধিত হন। দেশে ফিরলে হিন্দু সমাজ সমুদ্রযাত্রার অপ-রাধে প্রায়শ্চিত্তের দাবী তুললে তিনি অস্বীকার করেন। এরপর মিঃ ক্যাম্বেল নামে ইংরেজের সহ-যোগিতায় বেঙ্গল কোল কোং স্থাপন করেন। এর আগেই ইউরোপীয়ানদের প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা চেম্বার্স অফ কমার্সের পরিচালক-সদস্য নির্বাচিত হন। 'বেঙ্গল হরকরা', 'বেঙ্গল হেরাল্ড', 'বঙ্গদূত' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর মালিকানা ছিল। 'ইংলিশম্যান' পত্রিকাতেও অর্থসাহায্য করেন। প্রথম গ্র্যান্ড জুরী-দের অন্যতম এবং একজন 'জাস্টিস্‌ অফ দি পীস' ছিলেন। দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রার সময় (৮.৩.১৮৪৫) চারজন মেডিক্যাল ছাত্রকে উচ্চশিক্ষাদানের জন্য সঙ্গে নিয়ে যান। তাঁদের মধ্যে দু'জন, ভোলা-নাথ বসু ও গোপাললাল শীল দ্বারকানাথের আর্থিক সাহায্যে পড়াশুনা করেন। অপর দু'জন, সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী সরকারী অর্থে ও দ্বারকানাথ বসু জনসাধারণের অর্থে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ফ্রান্সে ভারত-বিশেষজ্ঞ মোক্ষমুলার ও ফরাসী পণ্ডিত বার্নুফের সঙ্গে আলোচনা হয়। লণ্ডন শহরে তিনি পরলোক গমন করেন। কেনসাস গ্রীন গীর্জায় তাঁর শবদেহ সমাহিত করা হয়। [১,২,৩,৭,৮,২৫,২৬,৩৬]

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮১৯ - ২৩.৮.১৮৮৬) চাংড়িপোতা—চব্বিশ পরগনা। হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য। ১৮৪৫ খ্রী. সংস্কৃত কলেজের শেষ পরীক্ষায় 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি প্রাপ্ত হন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কিছুকাল শিক্ষকতার পর সংস্কৃত

কলেজের গ্রন্থাগারিক ও পরে ব্যাকরণ ও সাহিত্যের অধ্যাপক এবং কিছুদিন অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগরের সহকারী হিসাবে কাজ করেন। ১৮৫৬ খ্রী. পিতার সহায়তায় একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করে স্বরচিত রোমের ইতিহাস ও গ্রীসের ইতিহাস প্রকাশ করেন। তাঁর জীবনের প্রধান কীর্তি সাপ্তাহিক 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা সম্পাদনা। ১৮৫৮ খ্রী. পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। মার্জিত রুচি, প্রাঞ্জল ভাষা ও নির্ভীক সমালোচনার জন্য পত্রিকাটি বিশুদ্ধ রাজনীতি ও সুস্থ সাহিত্যের প্রসারে দীর্ঘদিন বাংলা-সংবাদপত্র-জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। লর্ড লিটনের আফগান নীতির সমালোচনা ও পাঞ্জাবের শিক্ষার অব্যবস্থা বিষয়ে লেখার জন্য পত্রিকা-কর্তৃপক্ষের কাছে জামানত দাবি করা হয়েছিল। ১৮৭৮ খ্রী. তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লিটন বঙ্গীয় মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ করলে তিনি মুচলেকা দিতে অস্বীকার করে 'সোমপ্রকাশে'র প্রচার বন্ধ করে দেন। পরে ঐ আইন রদ হলে পত্রিকাটি পুনঃপ্রকাশিত হয়। ১২৮৫-৯১ ব. 'কল্পদ্রুম' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তাঁর রচিত ছাত্রপাঠ্য পুস্তক : 'নীতিসার', 'পাঠামৃত', 'ছাত্রবোধ', 'ভূষণসার ব্যাকরণ' ; কাব্যগ্রন্থ : 'প্রকৃত প্রেম', 'প্রকৃত সুখ', 'বিশ্বেশ্বর বিলাপ পদ্য' প্রভৃতি। নিজব্যয়ে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর ভাগিনেয়। [১,৩,৪,৭,৮,২৫,২৬]

দ্বারকানাথ মিত্র (১৮৩৩-২৫.২.১৮৭৪) আগড়ুপাড়া—হুগলী। হরচন্দ্র। হুগলী স্কুল ও কলেজের কৃতী ছাত্র দ্বারকানাথ ১৮৫৪ খ্রী. তৎকালীন সর্বোচ্চ পারিতোষিক 'লাইব্রেরী মেডেল' প্রাপ্ত হন। এই পরীক্ষায় তাঁর উত্তরপত্র ১৮৫৫ খ্রী. এডুকেশন রিপোর্টে ছাপা হয়েছিল। ঐ বছর কলিকাতার অন্যতম ম্যাজিস্ট্রেট কিশোরীচাঁদ মিত্রের অধীনে তিনি দ্বিভাষীর পদ গ্রহণ করেন। ১৮৫৬ খ্রী. টাউন হলে অনুষ্ঠিত আইনের পরীক্ষায় দক্ষতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে দেওয়ানী আদালতে ওকালতি শুরু করেন। ১৮৬২ খ্রী. হাইকোর্ট স্থাপিত হলে সেখানেই ওকালতি করতে থাকেন। তাঁর সম্পর্কে বিচারপতি কেম্প বলেছিলেন, "দ্বারকানাথ যখন ওকালতি করতেন, তখন তিনি নির্ভীক ও স্বাধীন চিত্তে সত্য সমর্থনে এবং দরিদ্রদিগকে সাহায্য করতে বিশেষ তৎপর ছিলেন"। পিণ্ডদানের অধিকারই দায়ভাগ-শাসিত উত্তরাধিকার-ক্রমের ভিত্তি, এই তত্ত্ব তিনিই বাঙলাদেশের আইনে প্রথম প্রচলিত করেন। ১৮৬৫ খ্রী. নীলকর সাহেব হিলের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলায় ঠাকুরাণী দাসীর পক্ষে ওকালতি করে (বিনা ফিতে) জয়ী হয়ে বিখ্যাত হন। ১৮৬৭ খ্রী. হাইকোর্টের প্রথম দেশীয় বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিতের মৃত্যুর পর ঐ পদে নিযুক্ত হন। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখার্জীর সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকায় ক্রমে প্রজাদের (রায়তদের) রক্ষাকর্তা হয়ে ওঠেন। বিদ্যাসাগরের সহযোগিতায় 'বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন' নামে মধ্যবিত্তদের একটি সংগঠন গড়ার চেষ্টা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখদের বাধায় স্থায়ী রূপ পায় নি। কলেজে অধ্যয়নকাল থেকেই তিনি প্রত্যক্ষবাদী (Positivist) এবং কঁৎ-এর বিশ্বমানবধর্মবাদের পক্ষপাতী ছিলেন। উচ্চ গণিতে এবং বিজ্ঞানেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। ডা. মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভায় চার হাজার টাকা দান করেন। তিনি ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিচারপতি ও ব্যবহারজীবিরূপে এখনও পরিগণিত হন। [১,২,৩,২৫,২৬]

দ্বারকানাথ সেন, মহামহোপাধ্যায় (১৮৪৫-১১.২.১৯০৯) খান্দারপাড়া—ফরিদপুর। কবিরাজ রাজীবলোচন। বাল্যে বিক্রমপুরের টোলে অধ্যয়নের পর মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত কবিরাজ গঙ্গাধরের নিকট দর্শনশাস্ত্র ও আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন। কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, স্মৃতি, ন্যায় ও উপনিষদেও ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ৩০ বছর বয়সে কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে চিকিৎসা-ব্যবসায় শুরু করে সর্বশ্রেষ্ঠ কবিরাজদের অন্যতম রূপে পরিচিত হন। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে তিনিই প্রথম 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত হন (১.১.১৯০৬)। উপাধির সনদ আনতে বাঙালীর বেশ-ভূষা ধুতি ও উত্তরীয় পরে গিয়েছিলেন। চিকিৎসা ব্যবসায়ে উপার্জিত প্রভূত অর্থ তিনি বিদ্যালয় ও পাঠাগার স্থাপন, অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নানা জনহিতকর কাজে ব্যয় করেছেন। কলিকাতা রবীন্দ্র-উদ্যানে (বিডন স্কোয়ার) তাঁর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ মর্মর-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। [১,২৫,২৬,১৩০]

দ্বারিকানাথ ধর (? - ২৩.১১.১৯৭০)। মুদ্রণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ও আধুনিক মুদ্রণ-পদ্ধতির উদ্ভাবনে অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে স্মরণীয়। যাদবপুর স্কুল অফ প্রিন্টিং টেক্নোলজি কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের মুদ্রণ বিভাগের নিয়োগপর্ষদের অধিকর্তা, বেঙ্গল প্রিন্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি, অ্যাসোসিয়েশন অফ মাস্টার প্রিন্টার্সের সভাপতি, লণ্ডনের রয়্যাল জিওগ্র্যাফিক্যাল সোসাইটি ও রয়্যাল প্রিন্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের ফেলো এবং বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [১৬]

দ্বারিকানাথ মুখোপাধ্যায়। চুঁচুড়া—হুগলী। আদি নিবাস আর্মানিগোলা—ঢাকা। রামকানাই। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে বিশেষ সম্মানের সঙ্গে এল.এম.এস. পাশ করে বিখ্যাত চিকিৎসক হন। হুগলী কলেজে বঙ্কিমচন্দ্রের সমপাঠী ও বন্ধু এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে ডা. দুর্গাচরণ ব্যানার্জির সমকক্ষ ছিলেন। [২০]

দ্বিজ ঘটকচূড়ামণি। তাঁর রচিত 'উত্তর-রাঢ়ীয় কুলপঞ্জী' গ্রন্থের ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্য আছে। অপর কুলপঞ্জিকাকার ছিলেন রামনারায়ণ ঘটক। [২]

দ্বিজদাস দত্ত১ (১৮৪৯ - ১৯৩৪) কালীকচ্ছ—ত্রিপুরা। রামচরণ। যৌবনে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবাধীন হয়ে পিতার অমতে ব্রাহ্ম কন্যা বিবাহ করেন। বি.এ. পাশ করে সরকারী বৃত্তি নিয়ে কৃষিবিদ্যা শিখতে ইংল্যান্ড যান। দেশে ফিরে উন্নত প্রণালীতে কৃষি-কাজ করতে চেষ্টা করেন কিন্তু তাঁর চেষ্টা বিশেষ সাফল্যলাভ করে নি। কলিকাতার বেথুন স্কুলে ও কুমিল্লা জেলা স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। এই সময় তাঁর অনুকরণে কুমিল্লার ছাত্ররা বাঁশের ছাতা ও লাঠি ব্যবহার করত। কিছুদিন পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদ লাভ করেন। হাকিমরূপে বিহারে নীলকর সাহেবদের দমনের চেষ্টা করলে বাঙলার রাজস্ব বিভাগে বদলী হন। পরে শিবপুর পূর্ত বিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদ পান। এইখানে কার্যরত অবস্থায় তাঁর পুত্র উল্লাসকরের বিপ্লবী কর্মের জন্য সরকার তাঁকে অবসর নিতে বাধ্য করে। আজীবন স্বাধীনচেতা ও স্বদেশবৎসল ছিলেন। সংস্কৃত, আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষায় ব্যুৎপত্তি ছিল। ১৩১৮ ব. পাট চাষ বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ 'পাট বা নালিতা' রচনা করেন। তিনি কৃষকদের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। কৃষকদের জীবন ও জীবিকার সম্বন্ধে তাঁর বিশদ জ্ঞান ছিল। তাঁর রচিত প্রবন্ধ ও বক্তৃতায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। রচিত গ্রন্থাবলী : 'শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য ও শঙ্করদর্শন' (২ খণ্ড), 'বৈদিকধর্ম ও জাতিতত্ত্ব', 'সর্বধর্মসমন্বয়', 'ইসলাম', 'বৈদিক সরস্বতী ও লক্ষ্মী' প্রভৃতি। [১,৪,৫]

দ্বিজদাস দত্ত২ (১২৮৯? - ১৩৫৩ ব.)। আমেরিকার কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি-বিজ্ঞানে শিক্ষাগ্রহণ করেন। অড়হর, নেপিয়ার ঘাস, চীনাবাদাম, সয়াবীন প্রভৃতির চাষ-বিষয়ে গবেষণা করে বাঙলাদেশে এই সব চাষের প্রচলন করেন। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর ছিলেন। [৫]

দ্বিজরাম বা **রামেশ্বর**। বরদাবাটী—যদুপুর। লক্ষ্মণ। ভট্টনারায়ণ বংশজাত। মেদিনীপুরের অন্তর্গত কর্ণগড়ের রাজা যশোবন্ত সিংহের সভাসদ্ ছিলেন। পীরের পূজা প্রচারের জন্য যে সব হিন্দু ব্রাহ্মণ সত্যনারায়ণের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক গ্রন্থ রচনা করেছেন দ্বিজরাম বা রামেশ্বর তাঁদের অন্যতম। কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে 'রামেশ্বরী সত্যনারায়ণ কথা'র অধিক চলন দেখা যায়। [২]

দ্বিজ রামানন্দ। দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ কুলজী-রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। তাঁর 'বঙ্গজ ঢাকুরী' উল্লেখযোগ্য। দ্বিজ রামানন্দ নামে একজন লেখকের আর্যা পাওয়া যায়। জটিল ভূপরিমাণ-বিদ্যাকে সাধারণের বোধগম্য করার জন্য এই আর্যা লর্ড কর্নওয়ালিসের সময় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উপলক্ষে রচিত হয়। [২]

দ্বিজেন্দ্রকুমার নাগ, স্বামী কুমারানন্দ (১৮৮৬ - ৩০.১২.১৯৭১) ঢাকা। সম্পন্ন পরিবারে জন্ম। ১৯০৫ খ্রী. বিপ্লবী দলে যোগ দেন। এই প্রবীণ বিপ্লবী 'স্বামী কুমারানন্দ' ছদ্মনামে বিপ্লবের কাজ করতেন। [১৬]

দ্বিজেন্দ্রকুমার সান্যাল (জানু. ১৯০৭ - ৯.১০. ১৯৭০)। কৃতী ছাত্র দ্বিজেন্দ্রকুমার কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গবেষণা বৃত্তি ও স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৩২ খ্রী. থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার হন। ১৯৩৭ - ৫৩ খ্রী. পর্যন্ত উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাপয়েন্টমেন্ট্স্ বোর্ড-এর সেক্রেটারী ছিলেন। এখানে সাংবাদিকতা পাঠের সূচনা তিনিই করেন। ইণ্ডিয়ান ইন্স্টিটিউট অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যাণ্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি ডিরেক্টর নির্বাচিত হন। বহু প্রতিষ্ঠানের সভ্য এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট বোর্ড অফ স্টাডিজ ইন সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যাণ্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট-এর চেয়ারম্যান ছিলেন। [১৬]

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১১.৩.১৮৪০ - ১৯.১. ১৯২৬) কলিকাতা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। বাল্য-শিক্ষা প্রধানত স্বগৃহে ; পরে সেন্ট পল্স্ স্কুল ও হিন্দু কলেজেও ভর্তি হন, কিন্তু পাঠ শেষ করেন নি। সারাজীবন খুশীমত জ্ঞান-সঞ্চয়ে কাটান। 'ভারতী' ও 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদকরূপে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হন। তীব্র স্বদেশানুরাগ ছিল, কিন্তু প্রকাশ্য সভা-সমিতিতে যোগ দেওয়া পছন্দ করতেন না। কবি, গণিতজ্ঞ, দার্শনিক এবং বাংলায় শর্টহ্যাণ্ড ও স্বরলিপির উদ্ভাবকরূপে বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। পোশাকে, ভাষায়, আচরণে সর্বদা দেশী ভাব বজায় রাখতেন এবং ইংরেজী শিক্ষিতদের সাহেবীয়ানা মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। এই

কারণে নবগোপাল মিত্রের চৈত্র (পরে হিন্দু) মেলায় সোৎসাহে যোগ দেন (১২.৪.১৮৬৭)। কিছুদিন হিন্দু মেলার সম্পাদকও ছিলেন। এই উপলক্ষে স্বদেশী সংগীত রচনা করেন। বিশ বছর বয়সে মেঘদূতের পদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৭৩ খ্রী. 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট হয়। সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' পত্রিকাটির নামকরণ তিনিই করেছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনবার সভাপতি ও সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনে (১৯১৩ খ্রী.) মূল সভাপতি হন। ন্যাশনাল সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং 'বিদ্বজ্জন-সমাগম' নামক সাহিত্যসভার উদ্যোক্তা ছিলেন। বাংলায় বিজ্ঞান প্রচারে উৎসাহী ছিলেন ও ভারতীয় বিজ্ঞান উৎকর্ষিণী সভায় প্রচুর সাহায্য করেন। গান্ধীজী ও দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর জোড়াসাঁকোর বাড়ি ছেড়ে শান্তিনিকেতনে যান এবং আমৃত্যু সেখানে 'নিচু বাংলা' নামে টালি-ছাওয়া বাড়িতে কাটান। [১,৩,৫,৭,৮,২৫,২৬]

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু (১৮.১২.১৮৬৫ - নভেম্বর ১৯২১)। ব্রজকিশোর। পিতার কর্মস্থল ভাগলপুরে জন্ম। প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ভগিনী। শারীরিক অসুস্থতার জন্য বি.এ. পরীক্ষা দিতে পারেন নি। যশোহর সম্মিলনী স্কুলের শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে কয়েক বছর উড়িষ্যার ঢেঙ্কানাল রাজার গৃহশিক্ষক ও অভিভাবকরূপে কাজ করেন। কিছুদিন কলিকাতা ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সহ-কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। দীর্ঘদিন জাতীয় মহাসমিতির কাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তিনি প্রধানত বালক-বালিকাদের উপযোগী প্রাণিতত্ত্ব-বিষয়ক প্রবন্ধাদি রচনা করে খ্যাতিমান হন। 'জীব-জন্তু' ও 'কীট-পতঙ্গ' নামে দু'টি গ্রন্থ রচনা করেন। এ বিষয়ে তিনিই পথিকৃৎ। তাঁর রচিত অপর গ্রন্থ 'চিড়িয়াখানা' (১৯২১)। এই গ্রন্থে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে খুব সহজ সরল শিশুবোধ্য ভাষায় পশুজীবনের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। কলিকাতার ভাড়াটিয়া মোটরযান-চালক সমিতির কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। ভারত-সভার পক্ষ থেকে চা-বাগানের শ্রমিকদের অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য বিপদের ঝুঁকি নিয়েও ছদ্মনামে আসাম গিয়েছিলেন। [১,৮,১৬]

দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র (১২৮৪ - ১৩৫৬ ব.)। ১৯০১ খ্রী. অনুষ্ঠিত চিকিৎসা-বিদ্যার পরীক্ষায় ১০০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে একমাত্র তিনিই উত্তীর্ণ হন। বহুকাল মেয়ো ও শম্ভুনাথ হাসপাতালের চিকিৎসক ও কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল ও ট্রপিক্যাল স্কুলের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯১২ খ্রী. বিলাত যান। ১৯১৫ খ্রী. থেকে বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী গঠন করে ৩৫ বছর সমাজসেবায় ব্রতী ছিলেন। তিনবার ইউরোপ এবং ১৯৩৪ খ্রী. জাপান ও চীন পরিভ্রমণ করেন। বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার বিষয় তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে চিত্রসহযোগে প্রচার করতেন। [৫,৮৪]

দ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ড. (১৯০০? - ১৩.১০.১৯৭০)। কলিকাতা ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ও গবেষক। তিনি শিল্প-মনোবিজ্ঞান, অপরাধ-বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব ও শিশু-মনোবিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণার জন্য খ্যাতিলাভ করেন। বোধিপীঠ, শীলায়ন, সরকার পুল মানসিক আরোগ্যশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৯০৬ খ্রী. ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মনোবিজ্ঞান শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। মনোবিদ্ ড. গিরীন্দ্রশেখর বসুর সহযোগিরূপে বাংলা ভাষায় মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সম্পর্কিত গবেষণায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ইণ্ডিয়ান সাইকোলজিক্যাল রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমী অফ সাইকোঅ্যানালিসিস্ প্রভৃতি সর্বভারতীয় সংস্থার সভাপতি ও উপদেষ্টা এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগ ছিল। অপরাধপ্রবণ কিশোরদের চিকিৎসা ও সংশোধন এবং ছাত্র-বিশৃঙ্খলার কারণ-নির্ণায়ক গবেষণায়ও রত ছিলেন। মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যু। [১৬]

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৯.৭.১৮৬৩ - ১৭.৫.১৯১৩) কৃষ্ণনগর—নদীয়া। প্রখ্যাত কবি ও নাট্যকার ছিলেন। পিতা কৃষ্ণনগর রাজবংশের দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র। অগ্রজদ্বয় রাজেন্দ্রলাল ও হরেন্দ্রলাল সাহিত্যিকরূপে পরিচিত ছিলেন। তাঁর এক বৌদি মোহিনী দেবীও বিদুষী লেখিকা ছিলেন। সুকণ্ঠ গায়ক ও গীতিকার পিতার প্রভাবে দ্বিজেন্দ্রলাল অল্পবয়সেই গায়করূপে পরিচিত হন। ১৮৭৮ খ্রী. কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা ও এফ.এ. এবং হুগলী কলেজ থেকে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলেও ১৮৮৪ খ্রী. প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে ইংরেজীতে এম.এ. পাশ করেন। পাঠ্যাবস্থায় রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আর্য্যগাথা' ১৮৮২ খ্রী. প্রকাশিত হয়। কিছুদিন ছাপরা

জিলায় রেভেলগঞ্জ মুখার্জী সেমিনারীতে শিক্ষক- তার পর সরকারী বৃত্তিসহ কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য বিলাত যান। এই প্রবাসের কাহিনী অগ্রজদ্বয় সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'পতাকা' পত্রিকায় প্রকাশিত হত। বিলাত প্রবাসে আশুতোষ চৌধুরী, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, লোকেন পালিত, গিরিশচন্দ্র বসু প্রভৃতি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। এখানে পাশ্চাত্য সঙ্গীত শেখেন ও 'Lyrics of Ind' নামে ইংরেজী কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটি খ্যাতনামা ইংরেজ কবি স্যার এডুইন আর্নল্ডের নামে উৎসর্গীকৃত। বিলাতের প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের অভিনয় ও রঙ্গালয়ের কলাকৌশল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা তাঁর পরবর্তী জীবনে কাজে লেগেছিল। তিন বছর পর দেশে ফেরেন কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁকে সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়। এই সময়ের ক্ষোভ তাঁর রচিত 'একঘরে' পুস্তিকায় প্রতিফলিত হয়। ১৮৮৬ খ্রী. সরকারী কাজে যোগ দেন। ১৮৮৭ খ্রী. বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কন্যা সুরবালা দেবীকে বিবাহ করেন। চাকরি-জীবনে কখনও সেটেলমেন্ট অফিসার, কখনও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, কখনও আবগারী বিভাগের প্রথম পরিদর্শক, কখনও বা ল্যান্ড রেকর্ডস্ অ্যান্ড অ্যাগ্রিকালচার বিভাগে সহকারী ডিরেক্টররূপে কাজ করেন। স্বাধীনচেতা দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে ওপরওয়ালাদের সংঘর্ষ হত ব'লে কর্মজীবন সুখের হয় নি। চাকরির শেষ দিকে অসুস্থ হয়ে অবসর নেন (১৯১৩)। ১৮৯৩ খ্রী. 'আর্যগাথা' (২য় ভাগ) প্রকাশিত হয়। ১৯০৫ খ্রী. 'পূর্ণিমা সম্মেলন' প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংস্থাটি তৎকালীন শিক্ষিত ও সংস্কৃতসেবী বাঙালীর তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। প্রথম অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হয়ে স্বরচিত গান পরিবেশন করেন। তৃতীয় অধিবেশনে ডা. কৈলাস বোসের বাড়িতে গিরিশচন্দ্র মাইকেলের কবিতা শোনান এবং দ্বিজেন্দ্রলাল ও রজনীকান্ত অন্যান্য অধিবেশনে স্বরচিত গীত শোনাতেন। 'ইভনিং ক্লাব' নামে অপর একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও এই সময়ে যুক্ত হন। এই ক্লাবের প্রকাশ্য অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। জীবনের শেষ অধ্যায়ে দীর্ঘদিনের বন্ধু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মতানৈক্য হয়। মূলত সাহিত্যে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য থেকেই এই বিরোধের সূচনা। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাস প্রকাশিত হলে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রশংসা করেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত 'আনন্দ বিদায়' প্যারডিতে রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করা হয়েছে— এরূপ প্রচার হওয়ায় ঘটনা চরমে পৌঁছায়। অল্প বয়সে কাব্যরচনা শুরু করে ১৯০৩ খ্রী. স্ত্রীর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রধানত কাব্যই রচনা করেন। এই সময়ের প্রকাশিত গ্রন্থ প্রায় ১২টি। এর মধ্যে প্রহসন, কাব্যনাট্য, ব্যঙ্গ ও হাস্যরসাত্মক কবিতাও আছে। শেষ দশ বছর প্রধানত নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক ইত্যাদি সবরকম নাটক রচনায়ই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। স্বদেশী আন্দোলনে বাঙালী চিত্তের যে অভিনব জাগরণ ঘটেছিল দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে তারই রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এই সময়ের মোট রচনা ১৬টি। প্রবন্ধকার হিসাবে তাঁর বিখ্যাত রচনা 'কালিদাস ও ভবভূতি'। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা প্রকাশ আক্ষরিক অর্থে তাঁর শেষ কীর্তি, কেননা প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পূর্বেই তিনি পরলোক গমন করেন। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান এক সময় বাঙালীদের নির্মল আনন্দ দিয়েছে। সঙ্গীত-রচনায় দেশীয় ও পাশ্চাত্য সুর ব্যবহার করেছেন। কয়েকটি গান আজও বাঙালী হৃদয়ে দোলা দেয়। তাঁর রচনার মধ্যে 'হাসির গান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'সাজাহান', 'মেবার পতন', 'প্রতাপসিংহ' সমধিক প্রসিদ্ধ। [১,২,৩,৭,৮,২,৫,২৬,৮৬]

ধনকৃষ্ণ সেন (১২৭১-১৩০৯ ব.)। খাঁড়—বর্ধমান। রামপরাণ। বর্ধমান মহারাজার কলেজের ছাত্র ছিলেন। পরে মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর কবিতা রচনা করে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ১২৯৫ ব. 'সুদর্শনের রাজ্যাভিষেক' নামে একখানি নাটক লেখেন। তাঁর রচিত ১৩টি পৌরাণিক নাটকের মধ্যে 'শতাশ্বমেধ যজ্ঞ', 'কর্ণবধ' ও 'সতীমালতী' প্রকাশিত হয়েছে। মৃত্যুর পর আরও দুটি প্রকাশিত হয়। [১]

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় (জুলাই ১৮৯০-১৫.৭.১৯৩৬) কলিকাতা। কিশোরীলাল। বিপ্লবী যাদুগোপাল তাঁর অগ্রজ। এই অগ্রজের বিষয় নিয়ে রচিত 'মাই ব্রাদার্স ফেস্' ধনগোপালের অন্যতম বিখ্যাত পুস্তক। ১৯০৯ খ্রী. কলিকাতা থেকে প্রবেশিকা পাশ করে যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য প্রথমে জাপানে যান ও পরে আমেরিকায় আসেন। এখানে এক মার্কিন রমণীকে বিবাহ করে স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতিমান হন। ১৯২৭ খ্রী. তিনি 'গে নেক' (চিত্রগ্রীব) গ্রন্থটির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত পুরস্কার 'জন নিউবেরী পদক' লাভ করেন। তাঁর রচিত ছোটদের উপযোগী অন্যান্য

বই : 'করি দি এলিফ্যান্ট' ও 'দি চীফ অফ দি হার্ড'। রচিত অন্যান্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে আত্মজীবনীমূলক 'কাস্ট অ্যান্ড আউটকাস্ট', মিস মেয়োর 'মাদার ইণ্ডিয়া'র যোগ্য প্রত্যুত্তর 'এ সন অফ মাদার ইণ্ডিয়া আনসারস্', গীতা ও উপনিষদের বাণী-সঙ্কলন—'ডেভোশনাল প্যাসেজেস্ অফ দি হিন্দু বাইব্ল্', শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকাহিনী 'দি ফেস অফ সাইলেন্স' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। দুইবার (১৯২১ ও ১৯৩২) দেশে আসেন। রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ শিবানন্দ স্বামীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। বিদেশে ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে বহু বক্তৃতা দিয়েছেন। ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যান্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীপ্রাপ্ত ছিলেন। ১৯১৬ খ্রী. বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ (প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য) সানফ্রান্‌সিস্‌কোতে আশ্রয়গ্রহণকালে তাঁরই অনুরোধে 'ফাদার মার্টিন' ছদ্মনাম বদলে 'মানবেন্দ্রনাথ' নামটি গ্রহণ করেন। মানসিক রোগে নিউইয়র্কে আত্মহত্যা করেন। [১,৩,৪,৭,৮৯]

ধনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৯০৭ - ডিসে. ১৯৩৭) ঢাকা। চন্দ্রকুমার। বিপ্লবী কাজে যুক্ত থাকায় পুলিস তাঁকে বন্দী করে। জেল হাসপাতাল থেকে ফেরারী হয়ে যান। কিছুদিন পরে ঢাকায় দু'টি পিস্তলসহ ধরা পড়লে দীর্ঘমেয়াদী সশ্রম কারাদণ্ড হয়। মেদিনীপুর জেলে মারা যান। [৪২,৭০]

ধন্যমাণিক্য (? - ১৫২৬) ত্রিপুরা। ত্রিপুর রাজবংশের সর্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী রাজা। ১৪৯০ খ্রী. সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি সৈন্য-বিভাগের আমূল পরিবর্তন করে বড়ুয়া, সরদার, হাজারি প্রভৃতি পদ সৃষ্টি করেন। ত্রিপুরার সমতল-ক্ষেত্র মেহারকুল, পাটিকারা, গঙ্গামণ্ডল, বগাসাইর এবং উত্তরে বেজুরা, ভানুগাছ প্রভৃতি অঞ্চল নিজ রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। দক্ষিণদেশে খণ্ডলের বিদ্রোহী 'দ্বাদশ ভৌমিক'কে নিহত করে ঐ পরগনাও স্ব-রাজ্যভুক্ত করেন। কিছুদিন পরে পূর্বাঞ্চলের থানাসি প্রভৃতি কিরাতভূমিও দখল করে কুকি জাতিকে ত্রিপুরার অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন। ১৫১৩ খ্রী. পাঠান সৈন্য বিতাড়িত করে চট্টগ্রাম অধিকার করেন। দেশের নানা স্থানে দেবমন্দির নির্মাণ, ১৫০১ খ্রী. একমণ সোনা দিয়ে ভুবনেশ্বরী মূর্তি প্রস্তুত এবং উদয়পুরে 'ধন্যসাগর' নামে দীঘি খনন করিয়েছিলেন। বাঙলার নবাব হোসেন শাহ দু'বার আক্রমণ করেও ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম দখল করতে পারেন নি। [১]

ধরণীধর ভট্টাচার্য, বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩ - ১৮৭৫) খাঁটুরা—চব্বিশ পরগনা। আয়ুর্বেদাচার্য কেদারনাথ বিদ্যাবাচস্পতি। খাঁটুরার বিখ্যাত পণ্ডিত ভগবানচন্দ্র তর্কালঙ্কারের চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত সাহিত্য শিক্ষা করে 'শিরোমণি' উপাধি পান। পরে বিখ্যাত কথক পিতৃব্য রামধন তর্কবাগীশের কাছে কথকতা শিক্ষা করেন। ঐ সময়ে তিনি বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কথক ব'লে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। বর্ধমানের মহারাজের প্রাসাদে তিনি প্রায়ই কথকতার আমন্ত্রণ পেতেন। কথকতা ব্যবসায়ে এত প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন যে মৃত্যুকালে লক্ষাধিক টাকা রেখে যান। তিনি পিতামহ রামপ্রাণ বিদ্যাবাচস্পতি স্থাপিত 'বড়বাড়ী'র সংলগ্ন একটি গৃহ নিজে নির্মাণ করে সেখানে বাস করতেন। তিনি কোনও গ্রন্থ রচনা করেন নি। তাঁর স্বহস্তলিখিত অনেক পুঁথি (চূর্ণিকা) ছিল। তাতে সংস্কৃতে তাঁর কথকতার বিষয় সংক্ষিপ্ত আকারে বিবৃত থাকত। তিনি পিতৃব্য রামধন-রচিত কতকগুলি সংস্কৃত সঙ্গীত ব্যবহার করতেন। রামধন-পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রথম বিধবা-বিবাহ করেন। সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মুরলীধর তাঁর পুত্র। [১,১৪৬]

ধর্মদাস বসু (নভে. ১৮৫১ - নভে. ১৯২৬) চন্দননগর—হুগলী। পার্বতীচরণ। ১৮৭৩ খ্রী. মেডিক্যাল কলেজের এল.এম.এস. পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৭৫ খ্রী. চন্দননগরের প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরীর অর্থসাহায্যে ইংল্যাণ্ড যান। ১৮৭৭ খ্রী. আই.এম.এস. পাশ করে স্বদেশে ফিরে দীর্ঘ ২৫ বছর বাঙলা ও বিহারের বিভিন্ন জেলায় সিভিল সার্জন-রূপে কাজ করেন। কর্ম-জীবনে একবার ব্যাক্‌টিয়ারিয়োলজি এবং হিস্‌-টলজিতে জ্ঞান অর্জনের জন্য ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন। ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন এবং রয়্যাল ইন্‌-স্টিটিউট অফ পাবলিক হেল্‌থ্‌-এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯০২ খ্রী. অবসর-গ্রহণের পূর্বে লেফ্‌টেন্যান্ট কর্নেলের মর্যাদা পান। শেষ-জীবনে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'ধর্মজীবন' এবং 'স্বাস্থ্যরক্ষা ও সাধারণ স্বাস্থ্যতত্ত্ব'। [১]

ধর্মদাস সুর (১৮৫২ - ২৮.৭.১৯১০) কলিকাতা। রাধানাথ। বাঙলা থিয়েটারের প্রাথমিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী এবং প্রথম স্টেজ ম্যানেজার। ডাফ স্কুলে পাঠ্যাবস্থায় চৌদ্দ বছর বয়সে অর্ধেন্দু-শেখরের আহ্বানে 'কিছু কিছু বুঝি' নাটকে (২.১১.১৮৬৭) কয়লাঘাটায় প্রথম মঞ্চে অবতরণ করেন ও সেখানে স্টেজ ম্যানেজার হন। কারুকর্মে হাত ছিল। শকুন্তলা নাটকাভিনয় দেখে দৃশ্যপট সৃজনের ইচ্ছা জাগে। এই কাজ এত নিষ্ঠার সঙ্গে শিখেছিলেন যে আজীবন তার প্রমাণ রেখে গেছেন। সে কালের সমস্ত রঙ্গালয়ের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ের মঞ্চ (১৮৭২)

তিনিই তৈরী করেন। এ সময় কম্বুলিটোলা স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। অমৃতলাল বসু বদলী শিক্ষক হয়ে কাজ করে ধর্মদাসকে স্টেজ তৈরীর জন্য ছুটি দেন। ক্রমে থিয়েটারের ম্যানেজারী ও সময়ে অধ্যক্ষের কাজ করেন। থিয়েটারের দল নিয়ে ঢাকা, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ ইত্যাদি স্থানে অভিনয় করে আসেন। তাঁর 'আত্মজীবনী' মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তৎকালীন নাটকের অনেক কথা জানা যায়। ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল, ষ্টার, এমারেল্ড, মিনার্ভা, কোহিনুর প্রভৃতি নাট্যমঞ্চের পরিকল্পনা ও নির্মাণের মূলে তিনি ছিলেন। মঞ্চনির্মাণ-বিষয়ে তাঁর স্থাপিত আদর্শ বহুদিন বাঙলাদেশের রঙ্গালয়ে অনুসৃত হয়েছে। [১,৩,২৫,২৬,৪০,৬৫]

ধর্মনারায়ণ বাচস্পতি। ধীপুর—ঢাকা। ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি বিক্রমপুর পণ্ডিত-সমাজের অন্যতম প্রধান স্মার্ত পণ্ডিত ছিলেন। [১]

ধর্মপাদ। অন্য নাম গুণ্ডরীপাদ। সহজ মতের প্রচারক একজন সিদ্ধাচার্য। প্রাচীন বাংলা ও সংস্কৃত-মিশ্রিত অনেকগুলি গানের রচয়িতা। [১]

ধর্মপাল। রাজত্বকাল আনু. ৭৭০ - ৮১০ খ্রী.। পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের পুত্র ধর্মপাল এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথের রচনায় উল্লেখ আছে যে, ধর্মপাল উত্তরে জলন্ধর, দিল্লী প্রভৃতি এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি বাঙলাদেশকে একটি সাম্রাজ্যের মর্যাদা দিয়ে নিজে 'পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ' উপাধি ধারণ করেন। তিনি বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর আদেশে মগধের উত্তরে গঙ্গার তীরে বিক্রমশীলা মহাবিহার বা বিশ্ববিদ্যালয় নির্মিত হয়েছিল। ধর্মপালের আর এক নাম ছিল শ্রীবিক্রমশীলদেব। এই নাম থেকেই বিহারটির নামকরণ হয়। কারও মতে ধর্মপাল ওদন্তপুরী মহাবিহারটিও স্থাপন করেন। কয়েকটি শীলমোহর থেকে জানা যায়, রাজশাহীর পাহাড়পুরে সোমপুরী মহাবিহারও তিনি স্থাপন করেন এবং ধর্মপাল বৌদ্ধ সাহিত্যিক হরিভদ্রের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তারনাথের মতে ধর্মপাল ৫০টি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। [১,৩,৬৩,৬৭]

ধীমান (৯ম শতাব্দী)। গৌড়ের রাজা ধর্মপাল ও দেবপালের সমসাময়িক। তিনি এবং তাঁর পুত্র বীতপাল তক্ষণশিল্পে, প্রস্তর ও ধাতু-মূর্তি নির্মাণে এবং চিত্রাঙ্কনে দক্ষ ছিলেন। ধীমান পূর্বদেশের চিত্রকরগণের প্রধানরূপে গণ্য হতেন। [১,২৬,৬৭]

ধীরাজ (১৯শ শতাব্দী)। কলিকাতার স্বভাবকবি ও গায়ক। খুব সম্ভব বর্ধমানরাজের সভাকবি ছিলেন। বিদগ্ধ সমাজেও তিনি সুপরিচিত। তাঁর বিদ্রূপাত্মক সংগীত ও মজার গান অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। বিধবা-বিবাহ উপলক্ষে বিদ্যাসাগরকে বিদ্রূপ করে তিনি যে গান রচনা করেছিলেন সেই গান শুনে স্বয়ং বিদ্যাসাগর তাঁকে পুরস্কৃত করেছিলেন। যোগেশচন্দ্র বাগলের মতে ধীরাজ দীনবন্ধু মিত্রের ছদ্মনাম। তাঁর রচিত 'নীল বাঁদরে সোনার বাংলা করলে এবার ছারেখার/অসময়ে হরিশ মলো লঙের হলো কারাগার/প্রজার এবার প্রাণ বাঁচানো ভার' এই গানটিতে নীলচাষীদের দুঃখের চিত্র পরিস্ফুট। [৩৬,৪৫]

ধীরানন্দ স্বামী (১৮৭০ - অক্টোবর ১৯৩৫)। নামান্তর কৃষ্ণলাল মহারাজ। সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগ দেন। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে রাজপুতানা ও উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করেন। বেলুড় মঠের ন্যাসরক্ষক, রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালক সঙ্ঘের সভ্য এবং রামকৃষ্ণ মিশনের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। [১]

ধীরেন দে (? - ২৩.৮.১৯৩৩)। জামালপুর—ময়মনসিংহ। কিশোর বয়সেই বিপ্লবী দলে যোগ দেন। সফিজুদ্দিন নামে এক আই.বি. দারোগা ও গেন্দা নামে তার এক চর এই কিশোরকে ডাকবাংলোয় এনে দলের গুপ্ত কথা আদায়ের চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ৩ দিন ৩ রাত্রি ধরে অবিশ্রান্ত প্রহার চালায়, ফলে তিনি মারা যান। তখন ময়মনসিংহের তৎকালীন পুলিস সুপার টেইলরের নির্দেশমত মৃতদেহটি জঙ্গলে ফেলে দেওয়া হয় এবং প্রচার করা হয় যে বিপ্লবী সঙ্গীদের মধ্যে দলাদলির ফলেই ধীরেন দে-র মৃত্যু হয়েছে। [৪২,৪৩,৯৭]

ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, বেদান্তবাগীশ (ভাদ্র ১২৭৭ - ১৭.১.১৩৪৫ ব.) নাগরপুর—ময়মনসিংহ। মাধবলাল। মাত্র ষোল বছর বয়সে স্কুলে পড়বার সময় থেকেই 'ব্রহ্মতত্ত্ব' পত্রিকায় দার্শনিক প্রবন্ধাবলী রচনা করতেন। কলেজে পড়বার সময় 'Theological Society'র সভ্য হন। এম.এ. পাশ করে ব্রাহ্মমতে বিবাহ করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় কটকে তাঁর বাড়িতে বহু দেশসেবক মিলিত হতেন। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনা করেন। পরে দিল্লী হিন্দু কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক এবং ক্রমে অধ্যক্ষ পদ লাভ করেন। এরপর পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে ১২ বছর দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা করে শেষে কলিকাতায় ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে ব্রতী হন। আজীবন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ও সেবক, কিছুদিন উপাসক-

মণ্ডলীর সম্পাদক ও কার্যনির্বাহক সভার সভ্য এবং হাজারীবাগ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। প্রচারকরূপে দিল্লী, বোম্বাই ও মাদ্রাজে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতা ফলপ্রসূ হয়েছিল। রচিত গ্রন্থ : 'সংস্কার ও সংরক্ষণ', 'মহাপুরুষ প্রসঙ্গ', 'ধর্মের তত্ত্ব ও সাধন', 'মৈত্র্যুপনিষদ', 'In Search of Jesus Christ'। [১]

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮৬ - ২৭.৩.১৯৭১) রামরাইল—ত্রিপুরা। মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম। ১৯০৮ খ্রী. রিপন কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। ছাত্রাবস্থায় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর কাছে রাজনীতিতে হাতেখড়ি। আইন পাশ করে কুমিল্লায় আইন ব্যবসায় শুরু করেন। ১৯২১ খ্রী. আইন ব্যবসায় ছেড়ে কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩০ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৭ খ্রী. কংগ্রেসপ্রার্থী হিসাবে বঙ্গীয় আইন সভায় নির্বাচিত হন। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের সময় কারাবরণ করেন। মুক্তির পর ভারতীয় গণ-পরিষদের সদস্য হয়েছিলেন। দেশবিভাগের পর পাকিস্তান গণ-পরিষদে ও ১৯৫৪ খ্রী. পাকিস্তান আইন সভায় নির্বাচিত হন। আবু হোসেন ও পরে আতাউর রহমানের মন্ত্রিসভার তিনি সদস্য ছিলেন। পরে কয়েকবছর সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িত না থাকলেও আওয়ামী লীগ নেতৃবর্গের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় কুমিল্লা শহরে পাকিস্তানী হানাদারদের গুলিতে তিনি নিহত হন। [১৬]

ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (জুলাই ১৮৮৮ - ৮.১. ১৯৬৮) বিদগাঁ—ঢাকা। হরিশচন্দ্র। বিদগাঁয়ের সংলগ্ন বানারী গ্রামের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় থেকে ১৯০৮ খ্রী. এন্ট্রান্স, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে এফ.এ. এবং কলিকাতা সিটি কলেজ থেকে ১৯১২ খ্রী. সংস্কৃতে অনার্সসহ বি.এ. পাশ করেন। অল্প কিছুদিন অন্য চাকরি করার পর শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন। ১৯১৮ খ্রী. বানারী গ্রামের উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হয়ে আসেন এবং শিক্ষকতার সঙ্গে সেবাকার্যেও আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'দরিদ্র ভান্ডারে'র অর্থ সংগ্রহের জন্য তাঁর প্রেরণায় ছাত্ররা শ্রম দান করত। ধনীদের প্রদত্ত অর্থ ও সম্পদ তিনি দরিদ্রদের দানস্বরূপ না দিয়ে তার দ্বারা তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিতেন। তাঁরই অনুরোধে স্বগ্রামের ডা. সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত বিদগাঁতে হর-গৌরী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করে দেন। তিনি নিজে বিনা মূল্যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন। বিপ্লবমূলক কর্মানুষ্ঠানে যোগদান না করলেও ১৯২১ খ্রী. গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ ত্যাগ করেন এবং অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানকারী ছাত্রদের নিয়ে একটি জাতীয় বিদ্যালয় গঠন করে তার প্রধান শিক্ষক হন। এই বিদ্যালয় স্থাপনে বানারীর জমিদার মিঞাবাড়ির চৌধুরীসাহেবরা জমি দান করেছিলেন ; অর্থসাহায্য করেছিলেন হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকিল বানারী গ্রামের গুণদাচরণ সেন। ছাত্রদের দেশকর্মিরূপে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি 'বিদ্যাশ্রম' নামে একটি আবাসিক আশ্রম স্থাপন করেন। বিদ্যালয়টিকে আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত করে নামকরণ করা হয় 'বিদ্যাশ্রম জাতীয় বিদ্যালয়'। এই প্রতিষ্ঠান সেই সময় গান্ধীজীর আদর্শ অনুযায়ী নানা গঠনমূলক কাজ করে। ১৯২৫ খ্রী. পদ্মার ভাঙনে বিপর্যয় এড়াতে বিদ্যাশ্রমটিকে শ্রীহট্টের রঙ্গিরকুলে স্থানান্তরিত করা হয়। কয়েক বছরের মধ্যেই শ্রীহট্টের নানা স্থানে এবং চট্টগ্রামের জোড়ারগঞ্জে বিদ্যাশ্রমের কর্মকেন্দ্র গড়ে ওঠে। কলিকাতায় বিদ্যাশ্রমের বিক্রয়কেন্দ্রে বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও বিশিষ্ট কর্মীদের সমাবেশ হত। তিনি ঢাকায় ১৯২৪ খ্রী. 'গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি' ও ১৯২৭ খ্রী. বিধবাদের জন্য ঢাকার নিজ বাসভবনে 'কল্যাণ কুটির' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩০ খ্রী. লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে পুলিসের দ্বারা নির্মমভাবে প্রহৃত হন। ১৯৩২ খ্রী. গ্রেপ্তার হয়ে ২ বছর কারারুদ্ধ থাকেন। ১৯৩৫ খ্রী. নোয়াখালী জেলার সন্দীপ দ্বীপের মাইটভাঙ্গা গ্রামে একটি কর্মক্ষেত্র স্থাপন করে নিজে উপস্থিত থেকে চরকার কাজ ও অন্যান্য শিল্পকর্ম শুরু করেন। ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলন কালে সরকারের দমন নীতির ফলে বিদ্যাশ্রমটি বন্ধ হয়ে যায় এবং রঙ্গিরকুল আশ্রমটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়। এরপর ঢাকা বিক্রমপুরের সাওগাঁ গ্রামের রাজনৈতিক কর্মী ডা. ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্তের আহ্বানে ১৯৪৩ খ্রী. তিনি সাওগাঁতে বিদ্যাশ্রমের কাজ নূতন করে আরম্ভ করেন। ১৯৫০ খ্রী. ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর তিনি তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তান ত্যাগ করে জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে বিদ্যাশ্রমটিকে স্থানান্তরিত করেন এবং কৃষি ও কুটির-শিল্পের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। এখানে থাকা কালে তিনি বিনোবাজীর সর্বোদয় আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। অকৃতদার এই সেবাব্রতী ৭০ বছর বয়সেও জমিতে হলচালনার মত কায়িক শ্রম নিয়মিত করতেন। জলপাইগুড়িতে মৃত্যু। [৮২]

সুশোভিত করেছিলেন। এই মোতিঝিল মসজিদ-প্রাঙ্গণে তাঁর সমাধি বর্তমান আছে। [৩]

নগেন্দ্রকুমার গুহ রায় (১৮৮৯-১৯৭৩) পুকুরদিয়া—নোয়াখালী (পূর্ববঙ্গ)। তারিণীকুমার। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই তিনি বিভিন্ন পুস্তক পড়ে ও কয়েকজন শিক্ষকের সান্নিধ্যে এসে বিপ্লবের প্রেরণা লাভ করেছিলেন। পূর্ববঙ্গ ও আসামের লেফ্‌টেন্যান্ট বামফিল্ড ফুলারের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করে নোয়াখালীতে এক শোভাযাত্রা পরিচালনা করায় নবম শ্রেণীর ছাত্র নগেন্দ্রনাথ স্কুল থেকে বিতাড়িত হন। এর পর কলিকাতায় এসে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রের আশ্রয়ে থেকে তিনি জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং 'অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি'র একজন সক্রিয় সভ্য হয়ে ওঠেন। নোয়াখালীতে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি সেখানে ফিরে যান এবং প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে শিক্ষকতা শুরু করেন। কিন্তু ছাত্রদের মধ্যে বিপ্লবের প্রেরণা দানের অপরাধে তাঁর সে চাকরি যায়। পরে মোক্তারি পরীক্ষা পাশ করে নোয়াখালীতে মোক্তারি করতে থাকেন। তিনি প্রথমে অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে বরিশাল যুগান্তর দলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে ও নোয়াখালীতে যুগান্তর দলের দায়িত্বভার নিয়ে কাজ করেন। ১৯১০ খ্রী. ফেরারী মহাবিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষকে নিরাপদে পণ্ডিচেরীতে পেঁছে দেওয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিপ্লবীদের মধ্যে তিনিও ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিন বছর জলপাইগুড়ির এক গ্রামে অন্তরীণ থাকেন। মুক্তিলাভের পর জাতীয় কংগ্রেস দলে যোগ দেন এবং অসহযোগ আন্দোলন, খিলাফৎ আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয় থাকায় বহুবার কারাবরণ করেন। ১৯৩৯ খ্রী. ফরোয়ার্ড ব্লক দলে যোগ দেন ও জেলার ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ছিলেন। শেষ জীবনে রাজনীতি থেকে অবসর-গ্রহণ করে কলিকাতায় বাস করেন। তিনি সুবক্তা এবং সুলেখকও ছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী : 'ফরাসী বীরাঙ্গনা', 'স্বরাজ সাধনায় বাঙালী', 'মহাযোগী অরবিন্দ', 'Life of Dr. Bidhan Chandra Roy' প্রভৃতি। স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী বর্ষে (১৯৭২) ভারত সরকার তাঁকে তাম্রপত্র দিয়ে সম্মানিত করেন। [১৬,১২৪]

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-২৮.১২.১৯৪০) মোতিহারী—বিহার। আদি নিবাস হালিশহর—চব্বিশ পরগনা। মথুরানাথ। ১৮৭৮ খ্রী. জেনারেল অ্যাসেম্ব্রীজ ইন্‌স্টিটিউট থেকে প্রবেশিকা পাশ করে লাহোরে কিছুকাল শিক্ষকতা করেছিলেন। সাংবাদিক এবং সাহিত্যিক হিসাবেই তিনি সমধিক খ্যাত। ১৮৮৪ খ্রী. করাচীর 'ফিনিক্স' পত্রিকার সম্পাদক হন। ১৯০১ খ্রী. তিনি ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় 'দি টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরী' নামে একটি ইংরেজী মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ১৮৯১ খ্রী. লাহোরের 'ট্রিবিউন' ও ১৯০৫ খ্রী. এলাহাবাদের 'ইণ্ডিয়ান পিপ্‌ল্' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনা-কার্য পরিচালনা করেন। 'ইণ্ডিয়ান পিপ্‌ল্' পত্রিকা দৈনিক 'লীডার'-এর সঙ্গে মিলিত হলে তিনি তার যুগ্ম-সম্পাদক হন এবং পুনর্বার ১৯১০ খ্রী. থেকে দু'বছর 'ট্রিবিউন' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। কিছুদিন 'প্রদীপ' ও 'প্রভাত' পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন। প্রথম জীবনে 'স্বপন সংগীত' গীতিকাব্য (১৮৮২) এবং পরে 'সাহিত্য' ও 'ভারতী' পত্রিকার জন্য বহু ছোট গল্প ও কয়েকটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। বৃদ্ধবয়সে বন্ধু রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতার ইংরেজী তর্জমা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। তাঁর অমর কীর্তি দ্বারভাঙ্গা মহারাজের অর্থসাহায্যে 'বিদ্যাপতি' ও 'গোবিন্দদাস ঝা'র পদাবলীর সম্পাদনা ও সঙ্কলন প্রকাশ। এই গবেষণামূলক কাজের জন্য তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বিস্তৃত হয়। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'পর্বতবাসিনী', 'অমরসিংহ', 'লীলা' এবং 'জীবন ও মৃত্যু'। মৃত্যুর পূর্বে মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন। কিছুদিন টাটা কোম্পানীতেও চাকরি করেছিলেন। [৩,৪,৭,২৬,৮৭]

নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (আগস্ট ১৮৫৪-৩.৪.১৯০৯) বগুড়া—পূর্ববঙ্গ। ভগবতীচরণ। প্রখ্যাত সাংবাদিক এবং শিক্ষাব্রতী। এন. এন. ঘোষ নামে সুপরিচিত ছিলেন। কলিকাতা ব্রাঞ্চ স্কুল (বর্তমান হেয়ার স্কুল), প্রেসিডেন্সী কলেজ ও বিলাতের মিড্‌ল টেম্পল্ স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ১৮৭৬ খ্রী. ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরেন। আইন ব্যবসায়ে অকৃতকার্য হয়ে অধ্যাপনা ও সংবাদপত্র সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৮২ খ্রী. মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশনের (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ হন। 'ল রিভিউ' পত্রিকা এবং 'ইণ্ডিয়ান নেশন' নামে ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকার আমরণ সম্পাদনা করেন। তিনি ২০ বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ছিলেন। বাঙালীর মধ্যে তিনিই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের প্রধান পরীক্ষক হন এবং নূতন নিয়মানুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মনীতি রচনার দায়িত্ব সুসম্পন্ন করেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কমিশনার এবং কলিকাতা পুলিস আদালতের অবৈতনিক বিচারপতি ছিলেন। লর্ড কার্জনের সময়

অগণতান্ত্রিক মিউনিসিপ্যাল আইনের প্রতিবাদে অন্যান্যদের সঙ্গে তিনিও সদস্যপদ বর্জন করেন। রাজনীতিতে মডারেট ও স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন। দর্শন ও জ্যোতিষশাস্ত্রে জ্ঞান ছিল। শেষ জীবনে 'রাধা স্বামী সৎসঙ্গ' সম্প্রদায়ে যোগ দেন। রচিত গ্রন্থ : 'কৃষ্ণদাস পালের জীবনী আলোচনা', 'রাজা নবকৃষ্ণের জীবনী' এবং 'England's Work in India'। তিনি ছাত্র-পাঠ্য পুস্তকও কিছু রচনা করেছিলেন। [১,৮,২৫,২৬]

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (অক্টোবর ১৮৪৩ - জুন ১৯১৩) বাঁশবেড়িয়া—হুগলী। দ্বারকানাথ তর্কচূড়ামণি। ১৮৬২ খ্রী. কৃষ্ণনগর থেকে প্রবেশিকা পাশ করেন। ছাত্রাবস্থায় ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং আঠারো বছর বয়সে ব্রাহ্মসমাজের 'আচার্য' পদ লাভ করেন। ১৮৮৪ খ্রী. তিনি প্রচারক পদে বৃত হন। এককালে ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারক হিসাবে কেশবচন্দ্রের পরই তাঁর নাম করা হত। প্রথম জীবনে কিছুদিন কৃষ্ণনগরে শিক্ষকতা করেন। ১৮৭৮ খ্রী. সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠায় অন্যতম অগ্রণী ছিলেন। দেশে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারকল্পে হিন্দুমেলায় 'স্বদেশপ্রীতি' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বিধবা-বিবাহ প্রথার সমর্থক ছিলেন এবং নিজে উদ্যোগী হয়ে কৃষ্ণনগরে এক বিধবার বিবাহ দিয়েছিলেন। 'ভারত-সভা' প্রতিষ্ঠার সময় থেকে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। ভারত-সভার কাজে সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি আর্থিক সাহায্য সংগ্রহের জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে গিয়েছিলেন। যুবকদের আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টায় স্বগ্রামে 'ছাত্র-সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলা ভাষায় সার্থক জীবন-চরিত-রচয়িতাদের তিনি অন্যতম পথিকৃৎ। 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত' এই বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'ধর্ম-জিজ্ঞাসা', 'থিয়োডর পার্কারের জীবনী', 'সাকার ও নিরাকার উপাসনা', 'অনন্তের উপাসনা' প্রভৃতি। 'প্রভাকর', 'বঙ্গদর্শন', 'সাধারণী' প্রভৃতি পত্রিকাতেও তিনি রচনা প্রকাশ করতেন। [১,৩,৮,১৪৯]

নগেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮৫ - ১৯১৮) সুনামগঞ্জ —শ্রীহট্ট। গিরিজাবাবু নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। বাল্যকালে সঙ্গীদের সঙ্গে রিভলভার অভ্যাসকালে উরুতে গুলিবিদ্ধ হন। সুনামগঞ্জে আইন পড়বার সময় বঙ্গ-ভঙ্গ-রোধ আন্দোলনে যোগ দেন। কিছুদিনের মধ্যেই 'অনুশীলন সমিতি'তে যোগ দিয়ে নিজ এলাকায় দলের শাখা স্থাপন করেন। পুলিসের নজরে পড়ায় ঐ স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র কাজ শুরু করেন। বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সংস্পর্শে এসে উত্তর ভারতে বিপ্লবী দল সংগঠনে প্রধান অংশ নেন। রাসবিহারী বসুর ভারত ত্যাগের পর সমস্ত বিপ্লবী দলকে সংহত করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। তাঁর আশা ছিল বিদেশ থেকে প্রেরিত অস্ত্রে দেশে একদিন বিপ্লবী অভ্যুথান সম্ভব হবে। ১৯১৫ খ্রী. তিনি ধরা পড়েন। দিল্লী, লাহোর ও বেনারস ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর প্রধান ভূমিকা ছিল এইরূপ প্রমাণ করবার চেষ্টা চলে। কিন্তু সরকারের পক্ষে 'বেনারস ষড়যন্ত্রে'র মামলাতেই তাঁকে জড়ানো সুবিধাজনক হয়। বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। আগ্রা জেলে আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় বিনা চিকিৎসায় এই বিপ্লবীর জীবনাবসান ঘটে। [১০,৪২,৪৩,৫৪]

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়[১] (১২৫৭ - ১২৮৯ ব.) কলিকাতা। 'বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার' (১৮৬৮) প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়েরও তিনি অন্যতম স্রষ্টা এবং ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রধান সংগঠক ছিলেন। 'বাগবাজার অ্যামেচার কনসার্ট' নামে একটি কনসার্ট দলও তিনি গঠন করেছিলেন। নাট্যাভিনয়েও খ্যাতি অর্জন করেন। বঙ্গরঙ্গমঞ্চে গীতিনাট্যের প্রবর্তন তাঁর প্রধান কৃতিত্ব। তাঁর লেখা(?) প্রথম অপেরা নাটক 'সতী কি কলঙ্কিনী?' (১৮৭৪) তৎকালে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তাঁর অপরাপর নাটকের মধ্যে 'মালতী মাধব' (১৮৭০), 'পারিজাত হরণ' (১৮৭৫), 'গুইকোয়ার নাটক', 'কিন্নর-কামিনী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। [১৮,১৪১]

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়[২] (১২৮৬ - ১৩৪১ ব.) বীরনগর—নদীয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯০৪ খ্রী. আলীপুরে ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করেন। মানিকতলা বোমা মামলা পরিচালনায় (১৯০৮) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহকারী ছিলেন। ১৯২২ খ্রী. সরকারী উকিল নিযুক্ত হন ও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ মামলা সহ নানা রাজনৈতিক মামলায় সরকার পক্ষের হয়ে ওকালতি করেন। কলিকাতা কর্পোরেশনে দেশবন্ধুর সাহায্যে কাউন্সিলার নির্বাচিত হন। পশুক্লেশ নিবারণী সভার কাজে উৎসাহী ছিলেন। বীরনগরে সমবায় পদ্ধতিতে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সঙ্গে কৃষি-ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের প্রচেষ্টা তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ। জাতিসঙ্ঘের ম্যালেরিয়া কমিশনের সভাপতি ও ইংল্যাণ্ডের রস ইন্‌স্টিটিউটের ডিরেক্টর তাঁর পল্লী স্বাস্থ্য উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রশংসা করেছিলেন। [৬]

নগেন্দ্রনাথ বসু (৬.৭.১৮৬৬ - অক্টো. ১৯৩৮) কলিকাতা। নীলরতন। আদি নিবাস মাহেশ—হুগলী। বাংলা সাহিত্যে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান

'বিশ্বকোষ' (২২ খণ্ডে) ও 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' সঙ্কলন। দীর্ঘ ২৭ বছর পরিশ্রমের পর ১৩১৮ ব. বিশ্বকোষের শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয়। 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থটি আরম্ভ করেন সাহিত্যসেবী রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় এবং প্রথম খণ্ড সম্পাদনা করেন তাঁর ভ্রাতা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। নগেন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনকে কাব্যজীবন, নাট্যজীবন ও ঐতিহাসিক জীবন এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম জীবনে বেনামীতে কবিতা লিখতেন। ঐ সময় 'তপস্বিনী' ও 'ভারত' মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন। বিহারীলাল সরকারের আগ্রহে 'দার্জিপাড়া থিয়েট্রিক্যাল ক্লাবে'র জন্য 'শঙ্করাচার্য', 'পার্শ্বনাথ', 'হরিরাজ', 'লাউসেন' প্রভৃতি কয়েকটি পদ্যগদ্যময় নাটক রচনা এবং শেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' ও 'ম্যাকবেথ' অনুবাদ করেন। ম্যাকবেথের অনুবাদ 'কর্ণবীর' নামে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৪ খৃী. ইংরেজী ও বাংলায় 'শব্দেন্দু মহাকোষ' নামে অভিধান প্রকাশ শুরু হলে তিনিই সর্বপ্রথম তার সঙ্কলনভার গ্রহণ করেন। এই কাজের মাধ্যমে আনন্দকৃষ্ণ বসু ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত এবং তাঁদের প্রভাবে এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য হন। নাগরাক্ষরে প্রকাশিত শব্দকল্পদ্রুমের পরিশিষ্ট সঙ্কলন কার্যে ব্রতী হয়েও শেষ পর্যন্ত বিশ্বকোষের কাজের জন্য সে কাজ করে উঠতে পারেন নি। ১৮৯৪ খৃী. এশিয়াটিক সোসাইটির সভায় বাঙলার বহু ঐতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধে প্রবন্ধাবলী পাঠ করেন। পরে এইগুলি প্রকাশিত হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ সংগ্রহের জন্য তিনি নানা স্থানে, বিশেষত ওড়িশার অনেক তীর্থ ও দুর্গম অঞ্চলে গিয়ে বহু শিলালিপি, তাম্রশাসন ও প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করেন এবং ঐ সকল স্থানের প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে বহু প্রবন্ধ এবং 'নাগরাক্ষর উৎপত্তি' নামে বিস্তৃত ও তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। বহুদিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন এবং উক্ত পরিষদের পক্ষ থেকে পীতাম্বর দাসের 'রসমঞ্জরী', জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল', চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী, জয়নারায়ণের 'কাশী-পরিক্রমা', ভাগবতাচার্যের 'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থাদির সম্পাদনা করেন। পুরাতত্ত্ব সঞ্চয়, প্রাচীন কীর্তি উদ্ধার ও পুরাতন পুঁথি সংগ্রহ তাঁর জীবনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁর ব্যক্তিগত পুঁথি সংগ্রহ সম্বল করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ শুরু হয়। রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'কায়স্থের বর্ণনির্ণয়', 'শূন্যপুরাণ', 'Archaeological Survey of Mayurbhanj', 'Modern Budhism and its Followers in Orissa', এবং 'Social History of Kamrup'। এশিয়াটিক সোসাইটির ফিলোলজিক্যাল কমিটির সভ্য, কায়স্থ-সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং 'কায়স্থ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ভারতীয় পুরাতত্ত্বে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি 'প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব' উপাধি দ্বারা সম্মানিত হন। [১,৩,৭,২০,২৫,২৬]

নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৮৫৬ - ১৯৩৩) মালিপোতা—নদীয়া। উমানাথ। বঙ্গের একজন দিক্‌পাল সঙ্গীতজ্ঞ। তাঁর সঙ্গীত-গুরুদের মধ্যে তাঁর পিতা অন্যতম ছিলেন। ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি, টপ্পা প্রভৃতি সঙ্গীতের বিভিন্ন দিকে পারদর্শী হলেও সুকণ্ঠ নগেন্দ্রনাথ খেয়াল ও টপ্পা অঙ্গের গায়করূপেই সমধিক প্রসিদ্ধ। রানাঘাটেই তাঁর সঙ্গীতজীবন কাটে। উত্তরজীবনে তিনি বারাণসীতে, নেপাল দরবারে এবং কলিকাতা ও বাঙলার বিভিন্ন সঙ্গীত-আসরে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে নির্মল চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য শ্রেষ্ঠ ছিলেন। [৩]

নগেন্দ্রনাথ সেন (? - আশ্বিন ১৩২৬ ব.) কালনা—বর্ধমান। কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল থেকে ডাক্তারী পাশ করেও কবিরাজী মতে চিকিৎসা শুরু করেন। 'কেশরঞ্জন' তৈলের আবিষ্কর্তা হিসাবে সমধিক পরিচিত হন। বহু কবিরাজী গ্রন্থ সঙ্কলন ও বাংলায় অনুবাদ করেছেন। রচিত গ্রন্থাবলী : 'রোগিচর্চা', 'পাচন ও মুষ্টিযোগ', 'সচিত্র কবিরাজি শিক্ষা', 'সচিত্র ডাক্তারি শিক্ষা', 'সচিত্র পরিচর্যা শিক্ষা', 'সচিত্র সুশ্রুত-সংহিতা' ও 'দ্রব্যগুণ শিক্ষা'। কবিরাজ বিনোদলাল সেন ও 'জবাকুসুম তেলে'র আবিষ্কারক চন্দ্রকিশোর সেন তাঁর নিকট আত্মীয়। [১,৩]

নগেন্দ্রনাথ সোম (১৮৭০ - ১৯৪০) সরিষা—হুগলী। মহেন্দ্রনাথ। 'কবিশেখর' ও 'কাব্যালঙ্কার' উপাধি-প্রাপ্ত ছিলেন। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে তাঁর রচনা নিয়মিত প্রকাশিত হত। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী অবলম্বনে তাঁর রচিত 'মধুস্মৃতি' একখানি শ্রেষ্ঠ জীবনী-গ্রন্থ। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : ভ্রমণ-কাহিনী—'বারাণসী' ; উল্লেখযোগ্য দু'খানি কাব্য—'প্রেম ও প্রকৃতি' এবং 'শ্মশানশয্যা'। 'বিবুধ-জননী সভা' তাঁকে 'কাব্যালঙ্কার' উপাধি প্রথম প্রদান করেন। [২৫,২৬]

নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী (১২৮৪ - ১৩১৩ ব.)। মাতুলালয় পালপাড়া—হুগলীতে জন্ম। পিতা নৃত্যগোপাল সরকার। স্বামী খগেন্দ্রনাথ মিত্র মুস্তোফী। ছোটবেলায় কিছুদিন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও পরে নিজের চেষ্টায় বাংলা, ইংরেজী, ওড়িশী ও সংস্কৃত

শেখেন। বারো বছর বয়স থেকে কবিতা লেখা শুরু করেন। 'নব্যভারত', 'সাহিত্য', 'বামাবোধিনী', 'বীরভূম', 'পূর্ণিমা', 'জন্মভূমি', 'আনন্দবাজার' প্রভৃতি পত্রিকাতে প্রবন্ধ লিখতেন। রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'মর্মগাথা', 'প্রেমগাথা', 'ব্রজগাথা', 'নারীধর্ম' ও 'ধবলেশ্বর' মুদ্রিত। অমুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা ৮। 'প্রেমগাথা' গ্রন্থের জন্য 'হেয়ার প্রাইজ এসে ফণ্ডে'র অধ্যক্ষগণ কর্তৃক পুরস্কৃত এবং 'অমিয়গাথা' গ্রন্থের জন্য 'সরস্বতী' উপাধি প্রাপ্ত হন। [১,৪৪]

নজমুল হক, সৈয়দ (৫.৭.১৯৪১ - ডিসেম্বর ১৯৭১)। খুলনা জেলার কান্দাপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম। পিতা সৈয়দ এমদাদুল হক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ও লেখক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হন। মোনায়েম খানের 'কনভোকেশন কেসে' তিনি আসামী ছিলেন। ১৯৬৪ খ্রী. রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম.এ. পাশ করেন। তিনি পাকিস্তানে প্রেস ইন্টারন্যাশনাল-এর চীফ রিপোর্টার এবং কলম্বিয়া ব্রডকাস্টিং সার্ভিসের ও হংকং-এর এশিয়ান নিউজ এজেন্সীর ঢাকাস্থ সংবাদদাতা ছিলেন। 'আগরতলা মামলা'র পুরো প্রসিডিং তিনি রিপোর্ট করেছেন। তারপর 'আগরতলা মামলা' থেকে মুক্ত হবার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান যখন অক্টোবর ১৯৬৯ খ্রী. ইউরোপ ও লন্ডন সফরে যান তখন নজমুল তাঁর একান্ত-সচিব ও একমাত্র সাংবাদিক হিসাবে সঙ্গী হয়েছিলেন। ১৯৭১ খ্রী. তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পাক বাহিনী তাঁকে শেখ মুজিবরের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানের জন্য বহু উৎপীড়ন করা সত্ত্বেও তাঁর কাছ থেকে কথা আদায় করতে না পেরে তাঁকে হত্যা করে। [১৫২]

নজিব। কাছাড়—আসাম। 'রাগ মারিফত' গ্রন্থে তাঁর দু'টি গান সঙ্কলিত আছে। রচিত প্রসিদ্ধ কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক সঙ্গীতের প্রথম পঙ্‌ক্তি—'কুলমান ডুবাইলেরে বন্ধু...'। [৭৭]

নটবর ঘোষ। বর্ধমান। অক্ষয়কুমার। চব্বিশ পরগনা অঞ্চলের একজন বিখ্যাত কবিয়াল। তিনি কবিগানও রচনা করতেন। তাঁর পিতা ব্যঙ্গ-কবিতা রচনায় দক্ষ ছিলেন। জাতিতে গোপ। [১]

নদেরচাঁদ পাল। হাটপ্রচন্দ্রপুর—বীরভূম। একজন পাঁচালীকার। ১২৮২ বঙ্গাব্দে তাঁর রচিত 'রামশক' নামক পাঁচালী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে 'বালীবধ', 'অজামিলোপাখ্যান', 'রামচন্দ্রের বনযাত্রা', 'সীতাহরণ' ও 'দাতাকর্ণ' এই পাঁচটি পালা আছে। [১]

ননীগোপাল মজুমদার (১৮৯৭ - ১১.১১. ১৯৩৮) দেবরাজপুর—যশোহর। বরদাপ্রসন্ন। তিনি ১৯১৭ খ্রী. বি.এ. এবং ১৯২০ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে প্রথম হয়ে এম.এ. পাশ করেন। ১৯২৩ খ্রী. প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি ও গ্রিফিথ পুরস্কার লাভ করেন। গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল প্রাচীন খরোষ্ঠী লিপিমালা। ভারতের ইতিহাসের বহু উপকরণ-সংগ্রহ এই লিপির পাঠোদ্ধার দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বছর অধ্যাপনার পর ১৯২৫ খ্রী. রাজশাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির অধ্যক্ষ এবং ১৯২৭ খ্রী. ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহকারী কর্মাধ্যক্ষ হন। ১৯২৬ খ্রী. স্যার জন মার্শালের অধীনে গবেষণা করেন। ১৯৩০ - ৩১ খ্রী. সিন্ধু প্রদেশে জরীপ করে কুড়িটি ভগ্নাবশেষ-বহুল স্থান আবিষ্কার করেন। ১৯৩১ খ্রী. তিনি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পূর্বাঞ্চলীয় শাখায় স্থানান্তরিত হন। ১৯৩১ - ৩৫ খ্রী. মধ্যে তিনি হুগলী জেলার মহানাদ নামক স্থানে, বর্ধমান জেলার দেউলিয়া গ্রামে, বগুড়া জেলার অন্তর্গত প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্ধনের রাজধানী মহাস্থানগড়ের নিকট গোকুল গ্রামের 'মেঢ়' বা 'লখিন্দরের মেঢ়' ঢিবিতে ও দিনাজপুরের বাইগ্রামের শিবমণ্ডপ ঢিবিতে পুরাতত্ত্বের সন্ধানে খনন-কার্য চালিয়ে গুপ্তযুগের তৈজসপত্রাদি এবং বহু প্রাচীন স্থাপত্য ও বিবিধ প্রত্নতত্ত্বসামগ্রী উদ্ধার করেন। ১৯৩৭ - ৩৮ খ্রী. বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর অঞ্চল থেকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রস্তরায়ুধের সন্ধান পান। এছাড়া বিহারের চম্পারণ জেলার লৌরিয়া-নন্দনগড়ে উৎখনন-কাজ চালিয়ে বহু প্রত্নবস্তু আবিষ্কার করেন। সুপ্রাচীন লিপিমালার পাঠোদ্ধারে ও নির্ভুল ব্যাখ্যায় তাঁর অদ্ভুত দক্ষতা ছিল। ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ থেকে প্রকাশিত 'এপিগ্রাফিক ইণ্ডিকা' পত্রিকায় এবং 'ইণ্ডিয়ান হিস্‌টরিক্যাল কোয়ার্টারলি' ও এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় তিনি উদ্ধারপ্রাপ্ত প্রাচীন লিপিতত্ত্বের নিজস্ব ব্যাখ্যা, মন্তব্য ও অনুবাদসহ গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করে দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিত-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। স্যার জন কামিঙ্‌স কর্তৃক সম্পাদিত 'Revealing India's Past' নামক গ্রন্থের 'Pre-Historic and Proto-Historic Civilization' শীর্ষক অধ্যায়টি তাঁরই রচনা। তাঁর রচিত 'Exploration of Sind' নামক গ্রন্থটি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একটি বিবরণী (memoirs) রূপে ১৯৩৪ খ্রী. প্রকাশিত হয়। তা ছাড়া প্রত্নতত্ত্ববিষয়ে অপর একটি গ্রন্থে তিনি সম্রাট অশোক থেকে শকক্ষত্রপ নহপালের সময় পর্যন্ত ব্রাহ্মীলিপির গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করেন।

গ্রন্থখানি স্যার জন মার্শাল রচিত 'Monuments of Sanchi' গ্রন্থের অংশ হিসাবে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। তিনি বাংলা ভাষার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বাংলা সাময়িক পত্রিকাদিতে তাঁর রচিত বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯২০ খ্রী. তিনি কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য ও কিছুদিন কার্য-নির্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন এবং ১৯৩৬ খ্রী. তার ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৩৫ খ্রী. তিনি কলিকাতাস্থ ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্মাধ্যক্ষের পদ লাভ করেন। ১৯৩৭ খ্রী. প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের পাটনায় অনুষ্ঠিত অধিবেশনের ইতিহাস শাখার তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন। সিন্ধুসভ্যতা বিষয়ে তাঁর গবেষণাসমূহ অতীব মূল্যবান। ১৯৩৮ খ্রী. দ্বিতীয়বার সিন্ধুপ্রদেশের দাদু জেলায় অনুসন্ধানের সময় উপজাতীয় হুর দস্যু কর্তৃক নিহত হন। [১,৩,১৪৯]

ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় (১৮৯৫ - ?)। বিপ্লবী নেতা জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের শিষ্য। ফেব্রুয়ারী ১৯১১ খ্রী. গোয়েন্দা অফিসার ডেনহামকে হত্যার জন্য নির্বাচিত হয়ে ভুলক্রমে অন্য এক সাহেবের গাড়ীতে বোমা ছুঁড়ে পালাবার সময় ধরা পড়েন। বিচারে ১৪ বছর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে আন্দামানে প্রেরিত হন। কিশোর ননীগোপাল সেলুলার জেলে কর্তৃপক্ষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অমানুষিক দৈহিক সহ্যশক্তি ও অদম্য মনোবল দেখিয়েছিলেন। আন্দামানে কাজবন্ধ ধর্মঘট ও অনশন ধর্মঘটে যোগ দেওয়ায় বহুদিন তাঁকে দাঁড়া-হাতকড়িতে ঝুলিয়ে রাখা হয়। ১৯২০ খ্রী. মুক্ত হয়ে প্রথমে কংগ্রেস ও পরে শ্রমিক আন্দোলনে যোগদান করেন এবং জামশেদপুর কারখানায় চাকরি নিয়ে সেখানকার শ্রমিকনেতা হন। কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের সমর্থক ছিলেন। ভারত স্বাধীন হবার আগেই মারা যান। [৩,১৩৯]

ননীবালা দেবী (১৮৮৮ - ১৯৬৭ ?) বালী—হাওড়া। সূর্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। এগারো বছর বয়সে বিবাহ হয় এবং ষোল বছর বয়সে বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে আসেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে ভারতে যুগান্তর দলের বিপ্লবী কর্মোদ্যোগের সময় তিনি সম্পর্কে ভ্রাতুষ্পুত্র অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা নেন। ১৯১৫ খ্রী. একবার আলীপুর জেলে আবদ্ধ এক রাজবন্দীর নিকট থেকে গুপ্ত-সংবাদ আনার জন্য তিনি ঐ বন্দীর স্ত্রী সেজে পুলিসের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সেখানে গিয়ে দেখা করেছিলেন। কখনও বা তিনি পলাতক আসামীদের নিরাপদ আশ্রয়দানের জন্য গৃহকর্ত্রীর বেশে দিন কাটিয়েছেন। পুলিসের সন্দেহ-দৃষ্টি তাঁর ওপর পড়লে তিনি পেশোয়ারে চলে যান। সেখানে কলেরা রোগে শয্যাশায়ী অবস্থায় পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করে কাশী জেলে নিয়ে আসে। সেখানে তাঁর ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে কথা আদায়ের চেষ্টা চলে, কিন্তু বিফল হয়ে পুলিস তাঁকে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেলে পাঠিয়ে দেয়। এবার তিনি অনশন শুরু করেন। কি শর্তে অনশন ত্যাগ করবেন জিজ্ঞেস করলে তার উত্তরে ইংরেজ পুলিস অফিসারের কথায় এক দরখাস্তে তিনি লেখেন যে বাগবাজারে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পত্নীর কাছে তাঁকে রাখা হলে খাবেন। কিন্তু সাহেব অফিসার সেই দরখাস্ত পড়ে ছিঁড়ে ফেলেন। এইভাবে দরখাস্তের অপমান করায় ননীবালা সাহেবকে চড় মেরে প্রতিশোধ নেন। এরপর তাঁকে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩নং রেগুলেশনে প্রেসিডেন্সী জেলে স্টেট প্রিজনার হিসাবে আটক রাখা হয়। বাঙলার তিনিই একমাত্র মহিলা স্টেট প্রিজনার। ২১ দিনের দিন তিনি অনশন ভঙ্গ করেন। ১৯১৯ খ্রী. মুক্তিলাভ করেন এবং শেষ জীবন সগৌরবে দারিদ্র্যের মধ্যে কাটান। [২৯]

ননীমাধব চৌধুরী (১৮৯৬ ? - ৩.৪.১৯৭৪) হরিপুর—পাবনা। বিশিষ্ট গবেষক ও গ্রন্থকার। ইংরেজীতে এম.এ.। ১৯৫৪ খ্রী. পর্যন্ত সরকারী চাকরি করার পর প্রায় ১৪ বছর রিপন কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। 'সবুজপত্রে'র লেখক হিসাবে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের শুরু। পরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ইংরেজী ও বাংলায় বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখেন। তিনি বাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাসের পটভূমিকায় আট খণ্ডে একখানি উপন্যাস রচনা করেন। মূল ফরাসী থেকে তিনি মোপাশাঁর ছোটগল্প ও রুশোর 'সোশ্যাল কনট্র্যাক্ট' বাংলায় অনুবাদ করেন। 'ভারতবর্ষের আদিবাসীর পরিচয়' নামক গ্রন্থের জন্য তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন (১৯৭০)। তাঁর লেখা অনেকগুলি ছোটগল্পও আছে। [১৬]

ননীলাল দে। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। ১৯১৪ খ্রী. চন্দননগরে প্রতিষ্ঠিত 'প্রবর্তক সঙ্ঘে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। [৮২,১৪৬]

ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৬ - ?) বড়িশা-বেহালা—চব্বিশ পরগনা। বড়িশা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পাশ করে কিছুকাল ভবানীপুর লণ্ডন মিশনারী কলেজে পড়েন। ১৮৭৭ খ্রী. আইন পড়ার জন্য এলাহাবাদ যান এবং সেখান থেকে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মির্জাপুরে

ওকালতি আরম্ভ করেন। পরে ১৮৮৭ খ্রী. মৈনপুরীর স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে সেখানে আইন ব্যবসায়ে খ্যাতিমান হন। তিনি সাহিত্যচর্চাও করতেন। 'পরিব্রাজক' ছদ্মনামে তিনি 'আর্যদর্শন', 'সুরভি ও পতাকা' প্রভৃতি সংবাদপত্রে রচনা ও কবিতা প্রকাশ করতেন। রচিত গ্রন্থ : 'অমৃতপুলিন', 'যুগল প্রদীপ' প্রভৃতি। বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর রচিত ইংরেজী প্রবন্ধ বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। মৈনপুরীতে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। [১]

ননীলাল বসু (১৮৮৭ - ?) বেণীপুর—চব্বিশ পরগনা। নামী বাঙালী অসি-খেলোয়াড়দের অন্যতম। আব্বাস নামে এক ওস্তাদের কাছে লাঠিখেলা এবং শিবনারায়ণ পরমহংস নামে এক রাজপুতের কাছে অসিচালনা শেখেন। বীরাষ্টমী উৎসবে সরলাদেবীর বাড়িতে অসিখেলার কৌশল দেখিয়ে পদকলাভ করেন। কলিকাতা মল্লিক লেনে 'আর্যকুমার সমিতি' গঠন করে সেখানে অসি ও লাঠি খেলা শেখাতেন। [২৬]

নন্দকুমার দে (১৯১৮ - ২৭.৯.১৯৪৩)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চতুর্থ মাদ্রাজ উপকূল প্রতিরক্ষা বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের সূচনা দেখা দিলে সামরিক পুলিস ১৮.৪.১৯৪৩ খ্রী. নন্দকুমার সহ ১২ জন সৈনিককে গ্রেপ্তার করে। ৫.৮.১৯৪৩ খ্রী. সামরিক আদালতের বিচারে তাঁদের মধ্যে নন্দকুমার ও আর ৮ জনের প্রাণদণ্ড, ২ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং একজনের ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ হয়। নন্দকুমার ও ঐ ৮ জন 'বন্দেমাতরম্' এবং 'জয়হিন্দ' ধ্বনি সহ মাদ্রাজ দুর্গে ফাঁসিতে প্রাণ উৎসর্গ করেন। [৪২,৪৩,১৩৯]

নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চু (১৮৩৫ - ১৮৬২) নৈহাটি—চব্বিশ পরগনা। রামকমল ন্যায়রত্ন। বাল্যকালে মাতামহ রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারের কাছে ন্যায়শাস্ত্র পড়েন। পাণ্ডিত্যের জন্য 'ন্যায়চঞ্চু' উপাধি লাভ করেন। বিভিন্ন তর্কসভায় নবদ্বীপে শিক্ষাপ্রাপ্ত বড় বড় পণ্ডিতদের পরাস্ত করে 'তর্করত্ন' উপাধি পান। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের চেষ্টায় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হন (১৮৫৬ - ৬০)। ১৮৬১ খ্রী. কান্দী স্কুলে হেডপণ্ডিতের কাজ নিয়ে যাবার পর যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। [২৬,২৮]

নন্দকুমার রায়। তাঁর রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—"লেবেডফের অনূদিত নাট্যগ্রন্থ এবং 'বিদ্যাসুন্দরের কথা' ছাড়িয়া দিলে, যতদূর জানা গিয়াছে, গোরীভা গ্রামের বৈদ্য নন্দকুমার রায়ের নাটকটিই প্রথম অভিনীত বাংলা নাটক।" প্রকাশকাল—আগস্ট ১৮৫৫, অভিনয়—আশুতোষ দেবের বাড়িতে ৩০ জানুয়ারী ১৮৫৫ খ্রী.। এই নাটক অভিনয়ে পরবর্তী জীবনের বিখ্যাত ব্যক্তি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র 'স্টেজ ম্যানেজার' ছিলেন। তিনি 'পুরাতন প্রসঙ্গ'-এর রচয়িতা বিপিনবিহারী গুপ্তের মাতামহ। [৪০,৪৫]

নন্দকুমার রায়, দেওয়ান। চুপী—বর্ধমান। ব্রজকিশোর। চুপীর রায়বংশ বংশানুক্রমে দেওয়ানীর কাজ করতেন বলে তিনিও দেওয়ান বলে পরিচিত। একজন খ্যাতনামা শ্যামাসঙ্গীত-রচয়িতা। তাঁর পিতা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনাথও সঙ্গীত-রচনায় প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। [১]

নন্দকুমার রায়, মহারাজ (১৭০৫? - ৫.৮.১৭৭৫) ভদ্রপুর—বীরভূম। পদ্মনাভ। বহরমপুর—মুর্শিদাবাদে মুর্শিদকুলী খাঁর আমিন ছিলেন। নন্দকুমার ফারসী, সংস্কৃত, বাংলা এবং পিতার রাজস্ব-সংক্রান্ত কাজ শিখে আলীবর্দীর আমলে হিজলি ও মহিষাদল পরগনার রাজস্ব আদায়ের আমীন ও পরে হুগলীর ফৌজদারের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। সিরাজের রাজত্বকালে তাঁর আচরণ সন্দেহের ঊর্ধ্বে ছিল না, বরং চন্দননগর ইংরেজ অধিকৃত হওয়ার ব্যাপারে তাঁর যোগসাজশ ছিল। পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পতনের পর নন্দকুমার নানা উচ্চপদে নিযুক্ত হন। বর্ধমানের খাজনা আদায়ের কর্তৃত্ব নিয়ে হেস্টিংসের সঙ্গে বিরোধের সূত্রপাত হয়। হেস্টিংস তখন কোম্পানীর রেসিডেন্ট। এই সময় মীরজাফর ইংরেজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করলে নন্দকুমার সহায়তা করেন। কিন্তু মীরজাফর পদচ্যুত ও মীরকাশিম নবাব হন। এই সময় নন্দকুমার সম্ভবত কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। মীরজাফর দ্বিতীয়বার নবাব হলে মুক্তি পেয়ে দেওয়ান নিযুক্ত হন এবং মীরজাফরের সুপারিশে দিল্লীর বাদশাহ্ তাঁকে 'মহারাজ' উপাধিতে ভূষিত করেন। মীরজাফরের মৃত্যুর পর তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। এই সময় কোম্পানী কর্তৃক নিযুক্ত রেজা খাঁর অত্যাচারে বাঙলা ঘোরতর দুর্দশায় পতিত হয়। রেজা খাঁর বিরুদ্ধে বহু অত্যাচারের প্রমাণ সংগ্রহ করে নন্দকুমার এবং অন্যান্যরা বিলাতে দরখাস্ত করেন। ফলে রেজা খাঁ পদচ্যুত হন কিন্তু নন্দকুমার পূর্বক্ষমতা না পেয়ে হেস্টিংসের উৎকোচ-গ্রহণ ইত্যাদি দুর্নীতি কোম্পানীর গোচরে আনেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে হেস্টিংস প্রতিশোধ নেবার জন্য জঘন্য রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে বুলাকিপ্রসাদ নামে এক ব্যক্তির দলিল জাল করার অভিযোগ করেন। প্রধান বিচারপতি ইলাইজা ইম্পে (হেস্টিংসের বন্ধু) আইনের রীতিনীতি পরিত্যাগ

করে নন্দকুমারের ফাঁসির আদেশ দেন (১৬.৬.১৭৭৫)। বর্তমান কলিকাতা রেসকোর্সের কাছে কুলীবাজারের মোড়ে এই দণ্ডাজ্ঞা কার্যকরী হয় (৫.৮.১৭৭৫)। ভারতে ইংরেজ শাসনের ইতিহাসে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং ইংরেজের বেআইনী বিচারের এটি একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নন্দকুমার নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এবং তৎকালীন রাজনীতিতে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। [১,২,৩,২৫,২৬]

নন্দলাল গুহসরকার (? - ৮.৮.১৯৩৩) কালীঘাট—কলিকাতা। বহু ভাষাবিদ্ পণ্ডিত ও খ্যাতনামা আইন-ব্যবসায়ী। তিনি কালীঘাট উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সম্পাদক ও পরে সভাপতি এবং বহুদিন বৌদ্ধধর্মাঙ্কুর ও ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্ সমাজের সভ্য ছিলেন। [১]

নন্দলাল চৌধুরী। সিউড়ী—বীরভূম। খ্যাতনামা কবিগান-রচয়িতা। 'খোঁড়া নন্দ' নামেও পরিচিত ছিলেন। [১]

নন্দলাল দে। এম.এ. ও বি.এল. পাশ করে বেঙ্গল জুডিসিয়াল সার্ভিসে যোগদান করেন। রচিত গ্রন্থ : 'Civilisation in India', 'Geographical Dictionary of Ancient & Medieval India' (London)। [৪]

নন্দলাল বসু১ (২৪.১২.১২৫৩ - ১৪.২.১৩১০ ব.) বাগবাজার—কলিকাতা। মাধবলাল। ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে ঊর্ধ্বতম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। পরে স্বগৃহে অধ্যাপকের নিকট ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় ব্রতী হন। প্রতীচ্যের প্রভাব আমাদের জাতীয় জীবন গঠনের সহায়ক নয় ভেবে সাধারণের উপযোগী করে হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্বগুলি সংগ্রহ ও প্রকাশ করে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। কায়স্থ-সমাজের উন্নয়নকল্পে তিনি 'কায়স্থকুলরক্ষিণী সভা' প্রতিষ্ঠা এবং ১৯২০ খৃ. 'কায়স্থকারিকা' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এ ছাড়াও বহুবিধ দান এবং আর্তের সেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [১,৫]

নন্দলাল বসু২। অনুমান ১৮৬৪ খৃ. কলিকাতা থেকে চন্দননগর গিয়ে বসবাস শুরু করেন। ফরাসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ফাদার বার্থের সঙ্গে পরামর্শ করে বাংলা থেকে ফরাসী ও ফরাসী থেকে বাংলা দু'টি অভিধান সঙ্কলন শুরু করেছিলেন, কিন্তু শেষ করতে পারেন নি। চন্দননগর সেন্ট মেরিস ইন্‌স্টিটিউশন (বর্তমান দুপ্লে কলেজ) ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সাহায্য করেন। তাঁর রচিত স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ : 'ফরাসী বর্ণ পরিচয়' ও 'ফরাসী ব্যাকরণ'। [১]

নন্দলাল বসু৩ (৩.২.১৮৮৩ - ১৬.৪.১৯৬৬)। পূর্ণচন্দ্র। পিতার কর্মস্থল মুঙ্গের-খড়্গপুরে তাঁর জন্ম। আদি নিবাস তারকেশ্বরের নিকট জেজুর গ্রাম। দ্বারভাঙ্গায় ছাত্রজীবন শুরু। পরে ১৬ বছর বয়সে কলিকাতায় সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলে নিয়মিত পড়াশুনা করেন। কোনদিনই প্রচলিত ধারার শিক্ষায় মন ছিল না। ছোটবেলায় কুমোরদের দেখাদেখি মূর্তি গড়ার চেষ্টা করেন। ২০ বছর বয়সে এন্ট্রান্স পাশ করলেও এফ.এ. পাশ করা হয়ে ওঠে নি। কলেজের বই কেনার টাকা দিয়ে তিনি সাময়িক পত্র, র‍্যাফায়েল ও রবিবর্মার ছবি কিনতেন। পিসতুতো ভাই অতুল মিত্র আর্ট স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তাঁর পরামর্শে নন্দলাল নিজের আঁকা মৌলিক ও নকল-করা ছবি নিয়ে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন এবং প্রিন্সিপ্যাল হ্যাভেল সাহেবের সামনে 'সিদ্ধিদাতা গণেশ' এঁকে আর্ট স্কুলে প্রবেশাধিকার পান। ছাত্রাবস্থায় আঁকা, উত্তরকালে বিখ্যাত ছবির নাম 'শোকার্ত সিদ্ধার্থ', 'সতী', 'শিবসতী', 'জগাই-মাধাই', 'কর্ণ', 'গরুড়-স্তম্ভতলে শ্রীচৈতন্য', 'নটরাজের তাণ্ডব' 'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা' ইত্যাদি। স্কুলে পাঁচ বছর শিখে বৃত্তি লাভ করে আর্ট স্কুলের শিক্ষকতা না নিয়ে, জোড়াসাঁকোয় অবনীন্দ্রনাথের বাড়িতে তিন বছর শিল্পচর্চা করেন। ভগিনী নিবেদিতার বইয়ের চিত্রসজ্জাকর ছিলেন। একটি প্রদর্শনীতে ৫০০ টাকা পুরস্কার পেয়ে ভারত ভ্রমণে বের হন। সম্ভবত লেডি হেরিংহ্যামের সহকারিরূপে অজন্তা গুহাচিত্রের নকল করার কাজ করেন (১৯১০)। ১৯১৪ খৃ. শান্তিনিকেতনের কলাভবনে যোগদান করেন। কিছুদিন পরে অবনীন্দ্রনাথের ভারতীয় প্রাচ্য কলামণ্ডলীতে ফিরে যান। অবশেষে ১৯২৩ খৃ. পাকাপাকিভাবে কলাভবনে কর্মরত থাকেন। ইতোমধ্যে আচার্য জগদীশচন্দ্রের আহ্বানে 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' অলঙ্করণ করেন। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বিচিত্রা ক্লাবে তিনি অন্যতম শিল্পশিক্ষক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চীন, জাপান ও দ্বীপময় ভারত (সিংহল সমেত) পরিভ্রমণ করেন। মহাত্মাজীর আহ্বানে লক্ষ্ণৌ, ফৈজপুর, ও হরিপুরায় (১৯৩৫ - ৩৭) কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে ভারতশিল্প প্রদর্শনী সংগঠন করেন। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টরেট' (১৯৫০), বিশ্বভারতীর 'দেশিকোত্তম' (১৯৫৩), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডি.লিট' উপাধি ও দাদাভাই নৌরজী স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত হন। রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'শিল্পচর্চা' ও 'রূপাবলী' বিখ্যাত। তিনি রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের বহু গ্রন্থের

চিত্রালঙ্করণ করেন। কলাভবনে বাসকালে বাগগুহার নষ্টপ্রায় চিত্র উদ্ধারের চেষ্টায় যান। অস্থায়ী কংগ্রেস মণ্ড অলঙ্করণে ৮৩টি পট অঙ্কিত করেন। ঐ পট হরিপুরা পট নামে বিখ্যাত। এককালে অর্থোপার্জনের জন্য কালীঘাটের পটের মত রঙীন পটের সাহায্যে শিল্পসৃষ্টি করে রামায়ণ-কথার রূপ দেন। পরিণত বয়সে (১৯৪৩) বরোদারাজের কীর্তি-মন্দির চিত্রশোভিত করেন। শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারে এবং চীনা ভবনেও শিল্পীর ভিত্তিচিত্র আছে। স্বাধীন ভারতের সংবিধান গ্রন্থও নন্দলালের চিত্রে ও নির্দেশে অলঙ্কৃত। ১৯৫৪ খ্রী. ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মবিভূষণ' উপাধি-ভূষিত হন। 'উমার ব্যথা', 'উমার তপস্যা', পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থান', 'প্রত্যাবর্তন' প্রভৃতি তাঁর বিশিষ্ট শিল্পসৃষ্টি। অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল পরস্পরের পরিপূরক। এই গুরু-শিষ্যের সাহায্যেই ভারতীয় চিত্রজগতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সুস্থ সমন্বয় রূপায়িত হয়েছে। [৩,২৬,৩৩]

নন্দলাল শীল (ফেব্রুয়ারী ১৮৬৯ - ?) বড়িশা—বেহালা। নিজাম এস্টেটের অ্যাকাউন্ট্যান্ট-জেনারেল এবং বিকানীর এস্টেটের স্পেশ্যাল ফাইন্যান্স অফিসার ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র উর্দু অনুবাদ 'বরোগ' গ্রন্থের রচয়িতা। [৪]

নফরচন্দ্র কুণ্ডু (? - ১৯০৭) ভবানীপুর—কলিকাতা। শ্রমিকের প্রাণরক্ষা করতে প্রাণ দিয়ে অমর হয়েছেন। ড্রেনের মধ্যে দু'জন শ্রমিক বিষাক্ত গ্যাসে আটকে পড়ে। অফিস যাওয়ার সময়ে এ দৃশ্য দেখে তিনি তৎক্ষণাৎ তাদের উদ্ধার করার চেষ্টায় ড্রেনে নামেন এবং সেখানে বিষাক্ত গ্যাসে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে প্রাণ হারান। তাঁর স্মরণে ঐ স্থানে 'নফর কুণ্ডু লেন' নামে একটি রাস্তা ও একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়। [২৬]

নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী (১২৪৫/৪৬ - ১৩৪০ ব.) নাটুদহ—নদীয়া। নদীয়া জেলার প্রভূত উন্নতিসাধন করেছেন। রানাঘাট থেকে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ প্রধানত তাঁরই কীর্তি। নদীয়ার নীলকরদের সঙ্গে বহুদিন সংগ্রাম করে জমিদারীর কিছু অংশ উদ্ধার করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ-ভবন-শীর্ষের ঘড়ি তাঁরই অর্থে নির্মিত। [৫]

নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় (অক্টোবর ১৮৪৫ - সেপ্টেম্বর ১৯০৪) পশ্চিমপাড়া—ঢাকা। কাশীকান্ত। ১৮৬১ খ্রী. প্রবেশিকা পাশ করেন। সম্ভবত ১৮৬৪ খ্রী. তিনি শিক্ষকতা কর্মে ব্রতী হন। বিভিন্ন স্কুলে কাজ করার পর ১৮৭৮ খ্রী. ঢাকা জগন্নাথ স্কুলে আসেন। পরে ১৮৮৭ খ্রী. এই স্কুলটি জুবিলী স্কুল নামে অভিহিত হয়। ১৮৬৯ খ্রী. কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে কেশব সেনের প্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন। তিনি 'ঢাকা শুভসাধিনী সভা', 'বাল্যবিবাহ নিবারণী সভা', 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা', 'ঢাকা যুবতী বিদ্যালয়', 'পিপল্‌স্ অ্যাসোসিয়েশন' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এবং 'শুভসাধিনী', 'বান্ধব' ও 'The East' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঢাকার ইডেন ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠায় তিনি প্রধান উদ্যোক্তা ও প্রথম সেক্রেটারী ছিলেন। বহুবিবাহ নিবারণ প্রচেষ্টায় তাঁর ভ্রাতা শীতলাকান্ত তাঁকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করতেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক এবং বিভিন্ন লোকের জীবনী ও সরল গৃহচিকিৎসা-গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। 'সঙ্গীত মুক্তাবলী' নামে বাংলা পারমার্থিক সঙ্গীতের একটি সংগ্রহ-পুস্তক তিন খণ্ডে প্রকাশ করেন। [১,৮]

নবকুমার চক্রবর্তী। ১৮৩৩ খ্রী. পাক্ষিক দ্বিভাষিক পত্রিকা 'বিজ্ঞান সারসংগ্রহ'-এর অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। [৪]

নবকৃষ্ণ ঘোষ (২৯.৮.১৮৩৭ - ?) পাথুরিয়াঘাটা—কলিকাতা। কৈলাসচন্দ্র। ওরিয়েন্টাল সেমিনারী ও স্বগৃহে ক্যাপ্টেন পামারের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ইংরেজীতে কবিতা রচনা-শক্তির জন্য পামার সাহেব তাঁকে 'বাঙলার তরুণ পোপ' নামে অভিহিত করেন। 'উইলো ড্রপ', 'হিম্ টু দুর্গা' এবং ১৮৭৫ খ্রী. ইংল্যাণ্ডের যুবরাজের ভারত আগমন উপলক্ষে লেখা 'দি ওড ইন ওয়েলকাম টু প্রিন্স অ্যালবার্ট' কবিতাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'রাম শর্মা' ছদ্মনামে লিখতেন। 'ইংলিশম্যান', 'রেইস', 'রেইয়ার', 'মুখার্জীস ম্যাগাজিন', 'ইণ্ডিয়ান মিরর' প্রভৃতি পত্রিকাগুলিতে সরকারের সমালোচনা করতেন। তাঁরই রচনার জন্য ১৮৬৬ খ্রী. ওড়িশার দুর্ভিক্ষের সময় সরকারের টনক নড়ে। সে যুগের রাজনৈতিক আন্দোলনে 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট', 'মিউনিসিপ্যাল বিল' ইত্যাদির প্রতিবাদে ও 'ইলবার্ট বিলে'র সপক্ষে কলম ধরেছিলেন। ব্রিটিশ পণ্য ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'জ্যোতিষপ্রকাশ' (বাংলা ভাষায় প্রথম জ্যোতিষ গ্রন্থ), 'A Reply to Mancrieff's Fidelity of Conscience,' 'Works of Ram Sarma' প্রভৃতি। [১,৪,৮]

নবকৃষ্ণ দেব (১৭৩৩ - ২২.১১.১৭৯৭) শোভাবাজার—কলিকাতা। রামচরণ। শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। পিতার মৃত্যুর পর মাতার

যত্নে উর্দু ও ফারসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হন ও পরে আরবী ও ইংরেজী শেখেন। ১৭৫০ খ্রী. ওয়ারেন হেস্টিংসের ফারসী ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত হন। নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পদচ্যুত করার ষড়যন্ত্রের অধিকাংশ খবরই তিনি জানতেন এবং এই ষড়যন্ত্রের সমস্ত লেখাপড়া তাঁর দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছিল। এরপর তিনি গভর্নর ড্রেকের মুনশী ও ক্রমে পররাষ্ট্র সচিব হন এবং বাঙলাদেশে ইংরেজ প্রতিপত্তির অন্যতম প্রধান সহায়ক হয়ে ওঠেন। সিরাজের মৃত্যুর পর গুপ্ত-ধনাগার থেকে নবকৃষ্ণ, মীরজাফর, আমীর বেগ ও রামচাঁদ রায় আট কোটি টাকার ধনরত্ন প্রাপ্ত হন। ইংরেজদের সহায়তার জন্য ১৭৬৬ খ্রী. লর্ড ক্লাইভের চেষ্টায় তিনি 'মহারাজা বাহাদুর' উপাধি ও ছ'হাজারী মনসবদারের পদ পান। তাঁর অধীনে আর্‌জ্‌বেগী দপ্তর, মালখানা, চব্বিশ পরগনার মাল আদালত, তহশীল দপ্তর প্রভৃতি ছিল। পরে কোম্পানীর কমিটির রাজনৈতিক বেনিয়ান হন। নবকৃষ্ণ মাতৃশ্রাদ্ধে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। এই উপলক্ষে যে সভা হয় এবং যেখানে সমবেত অভ্যাগত ও পণ্ডিতগণের আবাসস্থল এবং কাঙালীদের জন্য পণ্যবীথিকা সংস্থাপিত হয়, তা থেকে উক্ত অঞ্চলের নামকরণ হয় 'সভাবাজার' বা শোভাবাজার (পূর্বনাম—রাসপল্লী)। ১৭৭২ খ্রী. ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্নর হলে তাঁর ক্ষমতা আরও বেড়ে যায় এবং ১৭৭৬ খ্রী. সুতানুটির তালুকদারীর সনন্দ ও জাতিমালা কাছারীর ভারপ্রাপ্ত হয়ে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। ১৭৬৬ খ্রী. স্বগৃহে গোবিন্দ ও গোপীনাথ বিগ্রহ স্থাপন করেন। 'রাজার জাঙ্গাল' নামে খ্যাত বেহালা থেকে কুল্‌পি পর্যন্ত ১৬ ক্রোশ রাস্তা এবং বর্তমান রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট তাঁরই নির্মিত। তিনি অতিশয় বিদ্যানুরাগী ছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মত তাঁরও পণ্ডিতসভা ছিল। এই সভার পণ্ডিতদের মধ্যে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রধান ছিলেন। সঙ্গীতজ্ঞ এবং বাদকদেরও তিনি সমাদর করতেন। হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী, নিতাই বৈষ্ণব প্রভৃতি কবিয়ালগণ তাঁর সভায় প্রতিপালিত হতেন। জাতিধর্মনির্বিশেষে দান করতেন। কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজ প্রতিষ্ঠার টাকা এবং সেন্ট জন্‌স্‌ চার্চ বা পাথুরে গীর্জার জমি তিনিই দান করেন। [১,২,৩ ২৫,২৬]

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (২৯.৪.১৮৫৯ - ৪.৯.১৯৩৯) নারিট—হাওড়া। রাজনারায়ণ তর্কবাচস্পতি। সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে এন্ট্রান্স পর্যন্ত পড়েন। সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত প্রথম কবিতা 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত ও রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রশংসিত হয়। এছাড়াও তিনি 'সোমপ্রকাশ', 'এডুকেশন গেজেট', 'নববিভাকর', 'পাক্ষিক সমালোচক', 'প্রচার' প্রভৃতি পত্রিকায় রচনাবলী প্রকাশ করতেন। ১৮৯৩ - ৯৪ খ্রী. পর্যন্ত 'সখা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। শিশুসাহিত্যিক হিসাবে তাঁর নাম সুবিদিত। রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ : 'ছেলেখেলা', 'টুকটুকে রামায়ণ', 'ছবির ছড়া', 'পুষ্পাঞ্জলি' প্রভৃতি। 'গোকুলে মধু ফুরায়ে গেল'—তাঁর বিখ্যাত কবিতা। [৪,৫,৭,২৫,২৬]

নবগোপাল বসু। 'দায়ভাগ-সংগ্রহ' (দুমরাজপুর, ১৮৭৩), 'দত্তক ব্যবস্থামালা' (১৮৭৪), 'দত্তক-দীধিতি' (১৮৭৪) প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। [৪]

নবগোপাল মিত্র (১৮৪০? - ৯.২.১৮৯৪)। ১৯শ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদের মহান কর্মী নবগোপালের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'হিন্দু মেলা'র পত্তন। এটি আগে 'চৈত্র মেলা' নামে পরিচিত ছিল। শরীরচর্চায়, কৃষি ও স্বদেশী পণ্যের উন্নতিবিধানে, সাহিত্য ও শিল্পের উদ্বোধনে ও সকল ক্ষেত্রে জাতিকে উন্নত করার চেষ্টায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন। তত্ত্ববোধিনী সভার সদস্য এবং 'ন্যাশনাল পেপার' পত্রিকার পরিচালক ছিলেন। 'ন্যাশনাল সোসাইটি' গঠন তাঁর অপর স্মরণীয় কীর্তি। এছাড়া বাঙালীর জন্য সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা, শাসনকার্যে ভারতীয়দের ন্যায্য অধিকার, নির্বাচন প্রথার মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন পরিচালনা, দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি আন্দোলন করেছেন। সে যুগের রাজনীতিকদের মত আবেদন-নিবেদনে বিশ্বাস করতেন না। বাহুবলে ইংরেজ বিতাড়নের কথা ভাবতেন। ১.৪.১৮৭২ খ্রী. ন্যাশনাল স্কুল স্থাপন এবং ব্যায়ামচর্চার জন্য আখড়া প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে ব্যায়ামের সঙ্গে বন্দুক ছোঁড়া ও সকল প্রকার কারিগরী বিদ্যা শেখানো হত। এই আখড়ায় যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র পাল, জিতেন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডা. সুন্দরীমোহন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। জীবনের শেষদিকে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে হৃতসর্বস্ব হয়ে শেষ সম্পত্তি বসতবাটি বাঁধা দিয়ে দেশী সার্কাস দল খুলেছিলেন। সারাজীবন সব সংগঠনে 'ন্যাশনাল' কথাটি ব্যবহারের জন্য দেশবাসী তাঁকে 'ন্যাশনাল নবগোপাল' নামে ডাকতেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। [১,৩,৮,২৬]

নবজীবন ঘোষ (আনু. ১৯১৬ - ২২.৯.১৯৩৬) মেদিনীপুর। যামিনীজীবন। বার্জ হত্যার পর এই জেলার বহু পরিবার সরকারী অত্যাচারে জর্জরিত

হয়। নবজীবনও এই সময় মেদিনীপুর থেকে বহিষ্কৃত হন এবং পরে গ্রেপ্তার হয়ে বন্দী অবস্থায় অমানুষিক প্রহারের ফলে মারা যান। তাঁর মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে ঘোষণা করা হয়। শহীদ নির্মলজীবন তাঁর ভ্রাতা। [১০,৪২,৪৩]

নবদ্বীপচন্দ্র দাস (নভেম্বর ১৮৪৭ - ২৪.১. ১৯২৪) টাঙ্গাইল—ময়মনসিংহ। নিমাইচন্দ্র। প্রথমে গ্রামের চতুষ্পাঠী, পরে বালিয়াটি গ্রামের ইংরেজী বিদ্যালয় ও ঢাকার নর্মাল স্কুল থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। ছাত্রাবস্থায়ই ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ১৮৮২ খ্রী. তিনি চাকরি ত্যাগ করে ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক-ব্রত গ্রহণ করেন। কর্মজীবনের সঞ্চিত অর্থ ব্রাহ্মসমাজে গচ্ছিত রেখে সেই টাকার উপস্বত্ব থেকে ব্যয় নির্বাহ করতেন। অকৃতদার ছিলেন। রচিত গ্রন্থাবলী : 'সাধন সঙ্কেত', 'সাধকসঙ্গী', 'ব্রাহ্মধর্মতত্ত্ব', 'দাস', 'করুণাধারা' প্রভৃতি। [১]

নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মা, বাহাদুর, প্রিন্স (১৮৫০ - সেপ্টেম্বর ১৯৩১) আগরতলা—ত্রিপুরা। মহারাজ ঈশানচন্দ্র। স্বগৃহে ইংরেজী, বাংলা, উর্দু, ফারসী, মণিপুরী ও ত্রিপুরার ভাষায় জ্ঞানার্জন করেন। তিন বছর বয়সে পিতার মৃত্যু হলে রাজত্ব খুল্লতাতের হাতে চলে যায় এবং তিনি ত্রিপুরার মন্ত্রিরূপে ও অন্যান্য দায়িত্বশীল পদে কাজ করেন। তাঁরই চেষ্টায় কুমিল্লা শহরে 'থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি' স্থাপিত হয় এবং তিনি তার সভাপতি নির্বাচিত হন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ত্রিপুরা শাখার সভাপতি ছিলেন। 'রবি' পত্রিকায় 'বাংলা সাহিত্যের চারি যুগ' এবং 'ত্রিবেণী' পত্রিকায় 'আবর্জনার ঝুরি' নামে প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৩৩৪ ব. 'ত্রিপুরা হিতসাধনী সভা'র বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি হয়েছিলেন। বিখ্যাত সুরকার ও গায়ক শচীন দেববর্মন তাঁর পুত্র। [১]

নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী (১৮৬৮ - ১৯৫২) বৃন্দাবনধাম। প্রসিদ্ধ কীর্তন-গায়ক কৃষ্ণদাস। ৭ বছর বয়সে পিতার নিকট খোল বাজনা শিখতে আরম্ভ করেন। পরে পণ্ডিত বাবাজীর কাছে গরাণহাটী ও মনোহরশাহী কীর্তন শেখেন। প্রেমানন্দ গোস্বামী তাঁর দীক্ষাগুরু। ১৯১৩ খ্রী. তিনি কলিকাতায় এলে অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও দেশবন্ধু-কন্যা অপর্ণা দেবী তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কলিকাতার শিক্ষিত মহলে খগেন্দ্রনাথের উদ্যোগে কীর্তনের প্রচলন সহজ হয়। আশুতোষ কলেজ-গৃহে কীর্তন-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি তার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। [২৬,২৭]

নবাবউদ্দীন আহম্মদ, মৌলভী কাজী। খুলনা। রচিত গ্রন্থ : 'মহাত্মা হজরত এনাম আবুহানীফা সাহেবের জীবনচরিত' (১৩০৫ ব.) ও 'পারসী শিক্ষা' (২ খণ্ড)। [৪]

নবীনকালী দেবী। ১৮৭০ খ্রী. 'কামিনী কলঙ্ক' গ্রন্থ রচনা করেন। [৪৬]

নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৪ - ডিসেম্বর ১৮৯৬) ঘোষপাড়া—নদীয়া। জমিদারবংশে জন্ম। প্রথমে হুগলী ও পরে কলিকাতায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। কলিকাতায় কিছুদিন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ম্যানেজার ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, ঈশ্বরচন্দ্র ও রাজনারায়ণের বিশ্বস্ত অনুগামিরূপে দেশের সংস্কার আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। ১৮৫৫ - ৫৯ খ্রী. 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' ও 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকা দু'টির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। 'Precedents on Rent Law' গ্রন্থ রচনার পর সরকার কর্তৃক ডেপুটির চাকরির আহ্বান এলে তা প্রত্যাখ্যান করে দেশের কাজে মনোযোগী হন। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করেন। 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা'র সদস্য ছিলেন। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'প্রাকৃত তত্ত্ববিবেক', 'জ্ঞানাঙ্কুর' (২ খণ্ড) প্রভৃতি। সাহিত্য রচনার প্রথম যুগে 'প্রভাকর' ও 'সাধুরঞ্জন' পত্রিকায় কয়েকটি কবিতা প্রকাশ করেছিলেন। [১,৪,৮, ২৫,২৬]

নবীনকৃষ্ণ হালদার। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর বেহালাবাদক শিষ্য। 'বেহালা দর্পণ' গ্রন্থের রচয়িতা। [৫২]

নবীনচন্দ্র আঢ্য। বড়বাজার—কলিকাতা। ১৮৫৫ খ্রী. মাসিক 'বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। [৪]

নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী, রায়বাহাদুর (১৮৪৩ - ১৯১২) পাবনা (পূর্ববঙ্গ)। ১৮৬৭ খ্রী. কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারী পাশ করে প্রথমে নৈনিতাল ও পরে বুলন্দসহর হাসপাতালের পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত হন। ১৮৭০ খ্রী. বদলি হয়ে তিনি মথুরায় যান। ১৮৭৪ খ্রী. আগ্রা মেডিক্যাল স্কুলের অস্ত্র-চিকিৎসার অধ্যাপক নিযুক্ত হন ও পরে চিকিৎসাবিদ্যার অধ্যাপক পদ লাভ করেন। ১৯০৩ খ্রী. অবসর নেন। হিন্দী, উর্দু ও ফারসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি ছিল। বহু বছর 'আগ্রা বঙ্গ সাহিত্য সমিতি'র সভাপতি ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'The Principle and Practice of Medicine' নানা ভাষায় প্রকাশিত হয়। আগ্রার বিখ্যাত চিকিৎসকরূপে রাজা, মহারাজা ও ইংরেজদের কাছে সমাদৃত ছিলেন। [১]

নবীনচন্দ্র দত্ত (আশ্বিন ১২৪৩ - ৮.১০.১৩০৫ ব.) জোড়াবাগান—কলিকাতা। দীননাথ। জাতিতে তন্তুবায় ছিলেন। গোপালচন্দ্র বিদ্যাভূষণের কাছে কিছুকাল সংস্কৃত পড়াশুনা করে 'ফ্রি চার্চ ইন্‌স্টিটিউশনে' শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। কর্মজীবনে প্রথম সিভিল অডিটর অফিসে ও পরে অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল অফিসের তত্ত্বাবধায়ক হয়ে ১৮৯১ খ্রী. অবসর-গ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় 'প্রভাকর', 'ভাস্কর সংবাদ', 'জ্ঞান রত্নাকর' প্রভৃতি পত্রিকায় বিজ্ঞান-বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখতেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'খগোল বিবরণ' (১২৭৩ ব.), 'ব্যবহারিক জ্যামিতি, ক্ষেত্রব্যবহার, জরীপ ও সমস্থান প্রক্রিয়া', 'সংগীত রত্নাকর', 'সাহিত্যমঞ্জরী', 'শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা' প্রভৃতি। প্রায় ২২ বছর পরিশ্রম করে 'সংগীত সোপান' গ্রন্থ রচনা করেও মৃত্যুর আগে প্রকাশ করতে পারেন নি। স্কুল বুক সোসাইটির নির্দেশে তিনি 'Notes on Practical Geometry', 'Notes on Surveying' ও 'Hints to Ameen on Khusrah Survey in Bengal' গ্রন্থগুলি বাংলায় অনুবাদ করেন। এছাড়া 'নিধুবাবুর গীতাবলীর সংশোধিত ভূমিকা', 'নিত্যকর্মপদ্ধতি', 'হারমোনিয়ম সূত্র' প্রভৃতি গ্রন্থও প্রকাশ করেন। স্বজাতির সামাজিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট ছিলেন। [১]

নবীনচন্দ্র দাস ১ (১২১৮ - ১৩১২ ব.) কেড়—সাঁওতাল পরগনা। বলরাম। একজন খ্যাতনামা বৈষ্ণব পদকর্তা। জন্মস্থান ত্যাগ করে ঐ পরগনারই লাহাটি গ্রামে বাসস্থান নির্মাণ করে বসবাস করেন। [১]

নবীনচন্দ্র দাস ২ (১৮৪৬ - ১৯২৬) বাগবাজার কলিকাতা। রসগোল্লার প্রথম উদ্ভাবক ও প্রচলনকর্তা। পিতামহের সময় থেকে তাঁদের চিনির ব্যবসায় ছিল। বিলাতে চিনি রপ্তানি করতেন। তিনি সংগীতপ্রিয় ছিলেন। ভোলা ময়রার পৌত্রীকে বিবাহ করেন। তাঁর পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র দক্ষিণাচরণ সেনের 'ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রা' দলের অন্যতম বাদক ছিলেন। [১৮]

নবীনচন্দ্র দাস ৩ (২৭.২.১৮৫৩ - ২১.১২.১৯১৪) আলমপুর—চট্টগ্রাম। মাগন। কৃতিত্বের সংগে এম.এ. ও বি.এল. পাশ করে প্রথমে চট্টগ্রাম কলেজের আইন অধ্যাপক এবং পরে রংপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হন। সংস্কৃত সাহিত্যের রত্নরাজি পদ্যে বংগানুবাদ করে বাংলা সাহিত্যে একটি স্থান অধিকার করে আছেন। এই গুণের জন্য নবদ্বীপ ও পূর্বস্থলীর পণ্ডিতবর্গ তাঁকে 'কবি গুণাকর' এবং চট্টল ধর্মমণ্ডলী 'বিদ্যাপতি' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি 'কাব্যরত্নাকর' উপাধিও লাভ করেছিলেন। ইংরেজী কাব্য এবং সাহিত্য থেকে বংগানুবাদ করেও বাংলা ভাষাকে পুষ্ট করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে পাঠকালে 'বিভাকর' ও 'প্রভাত' নামে দু'টি মাসিকপত্র সম্পাদনা করেন। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত তাঁর ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'প্রভাত' বংগীয় সাহিত্য পরিষদের মুখপত্রস্বরূপ ছিল। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'রঘুবংশ', 'শিশুপালবধ', 'কিরাতার্জুন', 'চারুচর্যা-শতক', 'আকাশ কুসুম কাব্য', 'শোকগীতি' প্রভৃতি। প্রখ্যাত তিব্বতী ভাষাবিদ্‌ শরচ্চন্দ্র তাঁর ভ্রাতা। [১,৩,৪,২৬,২৭,২৮]

নবীনচন্দ্র বসু। কলিকাতা। মদনগোপাল। দেওয়ান কৃষ্ণরামের পৌত্র। এই বংশের আদি নিবাস ছিল তাড়া—হুগলী। তিনি বাংলা নাটক অভিনয়ের জন্য কলিকাতা শ্যামবাজারে সর্বপ্রথম নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন। এই নাট্যশালায় ৬.১০.১৮৩৫ খ্রী. 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনীত হয়। এই বিষয়ে ২২.১০.১৮৩৫ খ্রী. 'হিন্দু পাইয়োনিয়ার' পত্রিকা লেখেন—'...এই অভিনয় দেশীয়, ইংরেজী ধরনে সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের দ্বারা দেশের ভাষায় হইয়া থাকে। ...ইহাতে আর একটি ব্যাপারও দেখা যায়...স্ত্রীলোকের অংশের অভিনয় ইহাতে হিন্দু রমণীরাই করিয়া থাকেন।' একটি অভিনয়ে এক লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল। তাঁরই উদ্যোগে অভিনয়-কালে একবার বিভিন্ন দৃশ্যের জন্য বিভিন্ন মঞ্চ ব্যবহার করা হয়েছিল। বর্তমান শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর জমিতে তাঁর বাসগৃহ ছিল। এই গৃহ-প্রাঙ্গণেই অভিনয় হত। [৪,৪০]

নবীনচন্দ্র ভাস্কর। মধ্যযুগের একজন খ্যাতনামা প্রস্তরশিল্পী। রাঢ় অঞ্চলে তাঁর নির্মিত বহু পাথরের দেবমূর্তি পাওয়া গিয়েছে। [১]

নবীনচন্দ্র মিত্র (২৭.৮.১৮৩৮ - ?) নৈহাটি—চব্বিশ পরগনা। রামনাথ। চুঁচুড়ার ফ্রী চার্চ ইন্‌স্টিটিউটে শিক্ষালাভ করেন। পরে জুনিয়র বৃত্তি ও টীচার্স সার্টিফিকেট পরীক্ষা পাশ করে ১৮৫৬ খ্রী. মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। ১৮৫৮ খ্রী. রসায়নশাস্ত্রে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক ও বৃত্তি পান। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁর সহপাঠী ছিলেন। ১৮৬১ খ্রী. কালনা রাজচিকিৎসালয়ের পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। ১৮৬৮ খ্রী. লক্ষ্ণৌ কিংস হাসপাতালে যোগদান করেন এবং ১৮৯০ খ্রী. অবসর নেন। চিকিৎসাগুণে, কর্মদক্ষতায় এবং সৌজন্যে তিনি লক্ষ্ণৌ-এ কিংবদন্তীর মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় মুসলমানগণ হেকিমী চিকিৎসার পরিবর্তে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় বিশ্বাসী হয়। কয়েকটি উর্দু উপন্যাসের

নায়করূপে তিনি চিত্রিত হয়েছেন। পণ্ডিত রতননাথ তাঁর উপন্যাসে নবীনচন্দ্রকেই আদর্শ করে প্রধান চরিত্রগুলি অঙ্কিত করেন। একেশ্বরবাদী ও সমাজ-সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। [১]

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (৪.৭.১৮৫৩ - ১৯২২) বুড়ার গ্রাম—বর্ধমান। ঠাকুরদাস। তাঁর রচিত কবিতা একসময় বাঙলাদেশে চাঞ্চল্য এনেছিল। 'শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী' ছদ্মনামে তিনি তৎকালীন সাময়িকপত্রে কবিতা প্রকাশ করতেন। 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' নামে তাঁর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায় (৪র্থ খণ্ড, আশ্বিন-কার্তিক ১২৮৩ ব.) ঐ কাব্যের আলোচনা করেন। স্বদেশপ্রেম ও ভারতের পরাধীনতার প্রতি ধিক্কার ছিল তাঁর কাব্যের মূল সুর ; ফলে সহজেই এই গ্রন্থটি তৎকালীন বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিল। নসিপুর—মুর্শিদাবাদ থেকে প্রকাশিত 'বিনোদিনী' নামে মাসিকপত্রের সম্পাদিকার নাম ভুবনমোহিনী দেবী। তিনি রাধিকানন্দের স্ত্রী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সম্পাদনার সকল কাজ নবীনচন্দ্রই করতেন। ডাক্তারী তাঁর পেশা ছিল। এ ব্যাপারে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার বই এবং মহম্মদ তকী নামে এক ডাক্তার ছিলেন তাঁর শিক্ষাগুরু। কীর্নাহার—বীরভূম অঞ্চলে ডাক্তারী করতেন। 'লোহসার' নামে ম্যালেরিয়া-নাশক পেটেন্ট ঔষধ তৈরী করে সুনাম ও অর্থলাভ করেন। তাঁর রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ : 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' (২ খণ্ড), 'দ্রৌপদীনিগ্রহ' (১৮৭৯), 'আর্য্যসঙ্গীত' (২ খণ্ড, ১৮৮০), 'সিন্ধুদূত' (১৮৮৩) এবং 'জাতীয় নিগ্রহ' (১৯০২)। 'শিবাজী-বিজয়' নামক কাব্য-গ্রন্থটি অপ্রকাশিত। [৩,৪,২৮,৮৭]

নবীনচন্দ্র রায়, পণ্ডিত (? - ১৮৯০)। পাঞ্জাব-প্রবাসী খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী। নিজ প্রতিভা ও অধ্যবসায় বলে তিনি পাঞ্জাবের অবৈতনিক বিচারপতি, জাস্টিস্ অফ দি পীস, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, পরীক্ষক ও ডেপুটি রেজিস্ট্রার হয়েছিলেন। ১৮৮২ খ্রী. লাহোরে 'হিন্দু সভা' প্রতিষ্ঠিত হলে তার সম্পাদক হন। তিনি পাঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক এবং কালীবাড়িরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৮৬৫ খ্রী. প্রতিষ্ঠিত 'আঞ্জুমান-ই-পাঞ্জাব' সাহিত্য সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। তিনি লাহোর ওরিয়েন্ট্যাল কলেজের অধ্যক্ষ পদেও নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : বাংলায় 'নারীধর্ম' এবং হিন্দীতে 'নবীন চন্দ্রোদয়' (ব্যাকরণ), 'স্থিতিতত্ত্ব আউর গতিতত্ত্ব' ও 'জলস্থিতি জলগতি আউর বায়ু কা তত্ত্ব' (বিজ্ঞান)। তিনি মধ্যভারতের খাণ্ডোয়া জেলায় বিস্তীর্ণ জমি নিয়ে ঐ অঞ্চলে বাঙালী উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। অবসর-গ্রহণের পর মধ্যভারতের রতলামের মহারাজার মন্ত্রী হন। তাঁর কন্যা হেমন্তকুমারী চৌধুরী 'সুগৃহিণী' নামে একখানি হিন্দী পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। [১,৪]

নবীনচন্দ্র সেন (১০.২.১৮৪৭ - ২৩.১.১৯০৯) নোয়াপাড়া—চট্টগ্রাম। গোপীমোহন। চট্টগ্রাম স্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৮৬৩), কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ.এ. (১৮৬৫) এবং জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লীজ ইন্‌স্টিটিউশন থেকে বি.এ. (১৮৬৮) পাশ করেন। কলিকাতায় পড়াশুনা করার সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অকুণ্ঠ সাহায্য পান। কয়েক মাস হেয়ার স্কুলে শিক্ষকের পদে থেকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ লাভ করেন (৩.৭.১৮৬৮)। কর্মজীবনে দক্ষতার পরিচয় রাখেন। ১৮৭৫ খ্রী. তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'পলাশীর যুদ্ধ' প্রকাশ হবার পর থেকে ঊর্ধ্বতন ইংরেজ কর্মচারিগণ তাঁর প্রতি বিরূপ হয়। অবশেষে ১.৭.১৯০৪ খ্রী. তিনি অবসর-গ্রহণ করেন। কবি হিসাবেই তিনি বাঙলাদেশে খ্যাত। কলেজের ছাত্রাবস্থায় শিক্ষক ও 'এডুকেশন গেজেট'-সম্পাদক প্যারীচরণ সরকারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে ও সেই সূত্রে ঐ গেজেটে কবিতা প্রকাশ শুরু করেন। দেশপ্রেম ও আত্মচিন্তামূলক কবিতা-সংকলন 'অবকাশরঞ্জিনী' (১ম ভাগ ১৮৭১) তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৫) তাঁর কবি-খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত করে। 'রৈবতক' (১৮৮৭), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩), 'প্রভাস' (১৮৯৬) কাব্যত্রয়ীতে তাঁর প্রতিভা পূর্ণভাবে বিকশিত হয়। কৃষ্ণ এই কাব্যত্রয়ীর প্রধান চরিত্র এবং মহাভারত-বর্ণিত ঘটনার মৌলিক ব্যাখ্যা তিনি এগুলিতে করেন। এই আখ্যায়িকা মহাকাব্যের লক্ষণযুক্ত। মোট ১৪টি গ্রন্থের মধ্যে 'ক্লিওপেট্রা', 'ভানুমতী', 'প্রবাসের পত্র', 'খৃষ্ট' ও 'অমিতাভ' উল্লেখযোগ্য। গীতা ও চণ্ডীর কাব্যানুবাদ করেন। 'আমার জীবন' নামে তাঁর রচিত আত্মজীবনী উপন্যাসের মত সুখপাঠ্য। দেশপ্রেমিক কবিরূপে বাঙলার তথা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। চট্টগ্রামের চা-শ্রমিকদের উপর গুলিচালনার (১৮৭৭) প্রতিবিধানে সচেষ্ট ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌কে বর্তমান রূপ দানে তাঁর উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য। এই সূত্রে ও হিন্দু মেলার পরিচয়ে তরুণ রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি দীপ্ত আশা প্রকাশ করেছিলেন। [১,৩,৪,৭,৮,২৮,৮৭]

নবীন পণ্ডিত। তাঁর রচিত 'সারাবলী' গ্রন্থ ১৮৪৮ খ্রী. রেজারিও অ্যান্ড কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু মহাভারত, কেট্‌লী প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস, মার্সম্যানের ইতিহাস, স্টুয়ার্টের বাঙলার ইতিহাস প্রভৃতি থেকে সংগৃহীত হয়েছে। [১,২]

নয়নচাঁদ ফকির। 'বালকা-নামা' গ্রন্থের প্রণেতা। অনুমান করা হয়, তিনি দরবেশ-ধর্মাবলম্বী হিন্দু। আধুনিক দরবেশ ও বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে এই গ্রন্থের প্রচার খুব বেশি। মূলত বাংলায় রচিত হলেও এর ভাষায় হিন্দী, ফারসী ও আরবী শব্দের মিশ্রণ আছে। [২]

নয়ন নন্দী। হরিপাল—হুগলী। ১৮শ শতাব্দীর শেষের দিকে সংঘটিত তন্তুবায় আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন। [৫৬]

নয়নানন্দ দাস। ভরতপুর—মুর্শিদাবাদ। বাণীনাথ মিশ্র। এই প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র ও মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। পূর্বনাম ধ্রুবানন্দ মিশ্র। গৌরাঙ্গলীলা দর্শনমাত্র কবিতায় তা বর্ণনা করার আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁর ছিল। এজন্য গৌরাঙ্গদেব ও গদাধর পণ্ডিত তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং গদাধর পণ্ডিত তাঁর নাম 'নয়নানন্দ' রাখেন। ১৫৮২ খ্রী. তিনি খেতুরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি 'প্রায়োভক্তি রসান্তর' নামক গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর রচিত বহুসংখ্যক পদের মধ্যে মাত্র ৯৬টি পদ পাওয়া যায়। [১]

নয়পাল (রাজত্বকাল আনু. ১০৩৮-১০৫৪)। মহীপাল। পালবংশের এই রাজার রাজত্বকাল নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। তাঁর সময়ে কলচুরিরাজ গাঙ্গেয়দেবের পুত্র কর্ণ অথবা লক্ষ্মীকর্ণ তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেন কিন্তু রাজধানী অধিকার করতে না পেরে কতকগুলি বৌদ্ধবিহার ও মন্দির ধ্বংস ও মন্দিরের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করেন। কিন্তু পরে নয়পাল কর্ণকে পরাজিত করে শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত করতে শুরু করলে নালন্দার বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর এই যুদ্ধ-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন এবং তাঁর চেষ্টায় উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। অনুমান করা যায়, এ সময়ে বৌদ্ধধর্মের খুব প্রভাব ছিল। নয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল তাঁর রাজত্বকালে (১০৫৪-১০৭২) কর্ণদেবকে যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং তাঁর কন্যা যৌবনশ্রীকে বিবাহ করেন। পালরাজ নয়পালের চতুর্দশ রাজ্যাঙ্কে 'পঞ্চরক্ষা' নামে লিখিত ও চিত্রিত একটি পাণ্ডুলিপি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে। উত্তরবঙ্গের একখানি শিলালিপি ও পশ্চিমবঙ্গের একখানি তাম্রশাসন থেকে বাঙলায় কম্বোজবংশীয় মহারাজা রাজ্যপালের পুত্র এক নয়পালের রাজ্যারোহণের সংবাদ পাওয়া যায়। তাঁর রাজধানী ছিল প্রিয়ঙ্গু নামক নগরে। অনুমান করা হয়, ১০ম শতাব্দীর মধ্যভাগে এই রাজবংশের অধীনে উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। [১,৩,৬৭,২৫৪]

নরনারায়ণ (?-১৫৮৪) কুচবিহার। বিশ্বসিংহ। কুচবিহার রাজবংশের এই পরাক্রমশালী রাজা ১৫২৮ খ্রী. সিংহাসনে আরোহণ করেন। চিলা রায় বা শুক্লধ্বজ নামে সেনাপতি ভ্রাতার সাহায্যে তিনি কামরূপ, ডিমাপুর, শ্রীহট্ট, জয়ন্তিয়া প্রভৃতি রাজ্য জয় করেন। তাঁর বিরাট সৈন্যবাহিনী ও বহু শত রণপোত ছিল। 'কালাপাহাড়ে'র আক্রমণে যে সব হিন্দু মন্দির বিনষ্ট হয়েছিল তিনি সেগুলির পুনর্নির্মাণ করেন। তার মধ্যে প্রসিদ্ধ কামরূপের মন্দিরটিও আছে। কামাখ্যা দেবীর বর্তমান মন্দির তিনিই নির্মাণ করিয়েছিলেন। মন্দির-অভ্যন্তরে নরনারায়ণ ও শুক্লধ্বজের প্রতিমূর্তি রক্ষিত আছে। এই বিদ্যোৎসাহী রাজার উৎসাহে পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ 'প্রয়োগরত্নমালা' নামে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও কবি রাম সরস্বতী শ্রীমদ্‌-ভাগবতের পদ্যানুবাদ করেন। [১,২৫]

নরপতি মহামিশ্র (১৪/১৫ শতাব্দী)। মাধব। শাণ্ডিল্য গোত্র বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শ্রেণীর বিখ্যাত কুলীন বংশে জন্ম। তিনি একাধারে সমাজে মহাকুলীন এবং পাণ্ডিত্যে মহামিশ্র ছিলেন। তাঁর রচিত একমাত্র আবিষ্কৃত গ্রন্থ ব্যাকরণের টীকা 'ন্যাস প্রকাশ' কাশ্মীরের অন্তর্গত জম্মুর রঘুনাথজীর মন্দিরে রক্ষিত আছে। গ্রন্থটি সম্ভবত কাশী থেকে সংগৃহীত হয়। তাঁর পুত্র পণ্ডিতপ্রবর প্রগল্‌ভ ভট্টের তিনি ন্যায়গুরু ছিলেন। [৯০]

নরসিংহ কবিরাজ। তিনি 'মধুমতী' নামে একটি মৌলিক গ্রন্থ এবং 'চরকতত্ত্বপ্রকাশ কৌস্তুভ' নামে চরকসংহিতার টীকা ও 'সিদ্ধান্ত চিন্তামণি' নামে নিদান-গ্রন্থের টীকা রচনা করে আয়ুর্বেদশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতরূপে সুপরিচিত হয়েছিলেন। [১]

নরসিংহ দত্ত, রায়বাহাদুর (১৮৫০-জানুয়ারী ১৯১০) হাওড়া। হাওড়া জিলা স্কুল থেকে ১৮৬৪ খ্রী. প্রবেশিকা ও প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। পরে বি.এল. পাশ করে অল্পকালের মধ্যেই হাওড়ার প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবিরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৯০ খ্রী. হাওড়ার সরকারী উকিল এবং ক্রমে নোটারী পাব্লিক (Notary Public) নিযুক্ত হন এবং ১৮৯৮ খ্রী. 'রায়বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। জনসেবকরূপে তিনি ২২ বছর হাওড়া পৌরসভার সদস্য হিসাবে কাজ করেন; তন্মধ্যে

৬ বছর তার ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন। এই পদে থাকা কালে তিনি বহু জনহিতকর কাজ করেন। তাঁরই উদ্যোগে রামকৃষ্ণপুর ও শালকিয়ার ধনী ব্যবসায়ীদের অর্থে স্নানের ঘাট ও ইহুদি বণিক বেলিলিয়াসের সম্পত্তির আয় থেকে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। হাওড়ার টাউন হল নির্মাণেও তিনি প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। হাওড়ার একটি রাস্তা ও একটি কলেজ তাঁর নামাঙ্কিত। [১]

নরসিংহ দাস। প্রাচীন বৈষ্ণব কবি। তিনি 'দর্শনচন্দ্রিকা', 'প্রেমদাবানল', 'পদ্মশৃঙ্গার' ও 'হংসদূত' নামে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। শেষোক্ত গ্রন্থটি শ্রীরূপ গোস্বামী-রচিত সংস্কৃত গ্রন্থের ছন্দানুবাদ। [১,২]

নরসিংহ নাড়িয়াল। নাড়লী গ্রামে বসতি ছিল ব'লে নাড়িয়াল পদবীর উৎপত্তি। পূর্বপুরুষ বৈদান্তিক ভাস্কর বল্লাল সেনের সভাপণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত নরসিংহ দিনাজপুর-রাজ গণেশের সভাপণ্ডিত ও অমাত্য পদ লাভ করেন। তাঁর পরামর্শে রাজা গণেশ তদানীন্তন নবাব সামসুদ্দিনকে পরাস্ত ও নিহত করে বঙ্গের স্বাধীন রাজা হন। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজে তিনি একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। তা থেকেই ঐ সমাজে কাপের সৃষ্টি হয়। তাঁর পুত্র কুবের পঞ্চানন বা কুবেরাচার্য শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহের মন্ত্রী ছিলেন। [১]

নরহর চৌধুরী (১৮শ শতাব্দী) বলরামপুর—মেদিনীপুর। শত্রুঘ্ন। জমিদার বংশে জন্ম। পিতার নির্দেশে তিনি কেদারকুণ্ড পরগনার ঘড়ুই উপজাতির বিদ্রোহ দমন করার ভার নেন এবং রাত্রিতে নিরস্ত্র ঘড়ুইদের এক সমাবেশের ওপর আক্রমণ চালিয়ে ৭ শত ঘড়ুইকে হত্যা করেন। বলা হয়, দুই স্থানে নিহতদের মুণ্ড ও দেহগুলি প্রোথিত হয়েছিল। সেই স্থান দু'টি 'মুণ্ডমারী' ও 'গর্দানমারী' নামে কুখ্যাত। নরহরের জমিদারী গ্রহণের পর ঘড়ুইগণ দ্বিতীয়বার বিদ্রোহী হয়। ১৭৭৩ খ্রী. তিনি ঠিক আগের মতই রাত্রিকালে আক্রমণ চালিয়ে বহু ঘড়ুইকে হত্যা করেন। [৫৬]

নরহরি চক্রবর্তী। দ্র. **ঘনশ্যাম চক্রবর্তী**।

নরহরি দাস, সরকার ঠাকুর (১৪৭৮-১৫৪০) শ্রীখণ্ড—বর্ধমান। নারায়ণ। জাতিতে বৈদ্য। ভ্রাতা মুকুন্দ গৌড়াধিপতির চিকিৎসক ছিলেন। নরহরি দাস কোন গ্রন্থে সরকার, কোথাও বা সরকার ঠাকুর ব'লে উল্লিখিত। তিনি চৈতন্যদেবের মন্ত্রশিষ্য ও সহচর ছিলেন। সখীভাবে চৈতন্যদেবের ধ্যান করতেন। বৈষ্ণব সমাজে তিনি রাধার প্রিয় সহচরী মধুমতী ব'লে কথিত হতেন। বয়সে চৈতন্যদেবের বড় ছিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্য বলতে আজ যা বোঝায় তিনি সেই ধারার প্রবর্তক। গৌরলীলাত্মক কবিতা তিনিই প্রথম রচনা করেন। ক্রমে অন্যান্যরাও তাঁর অনুসরণ করেন। শ্রীখণ্ডে নিজ ভবনে তিনিই প্রথম গৌরনিতাই-মূর্তি স্থাপন করেন। 'ভক্তিচন্দ্রিকা পটোল', 'শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত', 'ভজামৃতাষ্টক', 'নামামৃতসমুদ্র', 'গীতচন্দ্রোদয়' প্রভৃতি গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। বিখ্যাত পদকর্তা লোচনদাস তাঁর শিষ্য। তাঁর মৃত্যুতিথি অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা একাদশী বৈষ্ণবদের একটি পালনীয় ধর্মীয় উৎসব-দিবস। তাঁর সাধন-ভজন-ক্ষেত্র শ্রীখণ্ডের নিকটবর্তী বড়ডাঙ্গার জঙ্গলে প্রতি বছর এই উপলক্ষে মেলা ও উৎসবাদি হয়। [১,২,৪]

নরহরি দেব। পাঞ্জাবের খাড়া অঞ্চল থেকে এসে তিনি বর্ধমান রাজগঞ্জ অঞ্চলে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আখড়া স্থাপন করেন। তিনি নিম্বার্ক থেকে অধস্তন ঊনচত্বারিংশ শিষ্য। সিদ্ধপুরুষ নামে খ্যাত ছিলেন এবং শোনা যায়, অলৌকিক ক্রিয়াকলাপে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁর অন্যতম শিষ্য দয়ারাম গোস্বামী ব্যবসায়-বাণিজ্য দ্বারা প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করে উখড়া (বর্ধমান) নামক স্থানে আখড়া স্থাপন করেন। ঐ আখড়ায় তিনি শ্রীশ্রীগোপাল-বিগ্রহ ও শালগ্রাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। [১]

নরহরি বিশারদ (১৫শ শতাব্দী) নবদ্বীপ। বৈষ্ণব গ্রন্থানুসারে নরহরি বিশারদ চৈতন্যদেবের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তীর সহাধ্যায়ী ছিলেন। মহাপ্রভুর জন্মের পূর্বে বার্ধক্যে তিনি কাশী গমন করেন। তাঁর সময়ে তিনি গৌড়দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষী ছিলেন। ঐ সময়ে তাঁর সমকক্ষ মিথিলার প্রধান পণ্ডিত ছিলেন বাচস্পতি মিশ্র ও শঙ্কর মিশ্র। রঘুনন্দন ও গোবিন্দানন্দ তাঁদের গ্রন্থে 'বিশারদ' নামক স্মৃতি-নিবন্ধকারের মত উদ্ধৃত করেছেন। হরিদাস-রচিত শ্রাদ্ধবিবেকের টীকায় বিশারদের মত বহুবার উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বরবাক শাহের রাজত্বকালে এবং সম্ভবত তাঁর উৎসাহে ১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দের অল্প পরেই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি শূলপাণির সমসাময়িক এবং কিঞ্চিৎ পরবর্তী ছিলেন। তাঁর রচিত 'তত্ত্বচিন্তামণিটীকা' গ্রন্থ নবদ্বীপে ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই রচিত হয়ে থাকবে। বঙ্গদেশে নব্যন্যায়ের প্রথম প্রবর্তক বিখ্যাত পণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁর পুত্র। সার্বভৌম পিতার কাছেই নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেছিলেন—অধ্যয়নের জন্য মিথিলায় যান নি। পিতৃপরিচয় স্থলে সার্বভৌম তাঁকে 'বেদান্তবিদ্যাময়াৎ' বিশেষণে মণ্ডিত করেন। [৯০]

নরীসুন্দরী। কলিকাতার বিভিন্ন রঙ্গালয়ে প্রধানত সঙ্গীতপ্রধান স্ত্রী-চরিত্রে ১৮৯৪ খ্রী. থেকে ১৯২৬ খ্রী. পর্যন্ত অভিনয় করেছেন। কোমলা এবং সরলা নারী চরিত্রে অভিনয় করবার বিশেষ দক্ষতা তাঁর ছিল। তাঁর গাওয়া গানগুলিও অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। ১৯২৬ খ্রী. শ্রীদুর্গা নাটকে 'ধরিত্রী'র ভূমিকায় শেষ অভিনয় করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকাবলী : 'দলনী' (১৮৯৬), 'সূর্যমুখী' (১৯০১), 'বিজয়া' (১৯০৩), 'মেহের' (১৯০৫), 'ছায়া' (১৯১১) প্রভৃতি। [৩]

নরেন দত্ত, ক্যাপ্টেন (১৮৮৪-৬.৪.১৯৪৯) শ্রীকাইল—ত্রিপুরা (পূর্ববঙ্গ)। কৃষ্ণকুমার। প্রখ্যাত ভেষজশিল্প প্রতিষ্ঠান 'বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানী'র সংগঠক ও পরিচালক। পিতা চট্টগ্রামে দরিদ্র স্কুল-শিক্ষক ছিলেন। ৬ বছর বয়সে মাতৃহীন হন। ক্ষেতমজুরী ও মুদির দোকানে কাজ করে অতি-কষ্টে নিম্ন-প্রাথমিক ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাশ করেন। তারপর কুমিল্লা শহরে এসে ছাত্র পড়িয়ে ও শাকসবজি বিক্রি করে শিক্ষার খরচ যুগিয়ে পড়াশুনা করেন। এফ.এ. পাশ করে ডাক্তারী পড়ার জন্য কলিকাতায় এসে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। খরচ চালাবার জন্য এসময়ে সাধারণত তিনি খিদিরপুর ডকে রাত্রিতে ডক-কুলির কাজ করতেন। তাঁর এই উদ্যম ও কষ্টসহিষ্ণুতার কথা ঐ কলেজের অধ্যক্ষ কালভার্ট সাহেব জানতে পেরে তাঁকে সাহায্য করেন এবং ডাক্তারী পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরই সুপারিশে তিনি প্রথম মহাযুদ্ধে ইমার্জেন্সী কমিশন পেয়ে আই.এম.এস.-এর চাকরি পান। মধ্য-প্রাচ্যের বিভিন্ন শিবিরে ৯ বছর কাজ করে প্রচুর অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি দেশে ফেরেন। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময় বাঙালীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ঔষধের কারখানা বেঙ্গল ইমিউনিটি ১৯২৩-২৪ খ্রী. নাগাদ সঙ্কটে পড়ে। এই সময় ঋণগ্রস্ত প্রতি-ষ্ঠানটির পরিচালনার ভার তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করে তাকে সুসংগঠিত রূপ দান করেন। বেঙ্গল ইমিউ-নিটি ছাড়া র‍্যাডিক্যাল লাইফ ইন্সিওরেন্স কোং লি., ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কোং লি., ইন্ডিয়ান রিসার্চ ইন্স্টিটিউট লি. এবং ভারতী প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং কোং লি. প্রভৃতির গঠন ও গঠনকার্যে সহায়তা করেছেন। বিপ্লবী কাজে তাঁর সমর্থন ছিল। চট্টগ্রাম বিপ্লবীদেরও তিনি সাহায্য করেছেন। [১৭,১৪৪]

নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, মহারাজ বাহাদুর (১০.১০. ১৮২২-২০.৩.১৯০৩) কলিকাতা। রাজকৃষ্ণ। শোভাবাজারের বিখ্যাত রাজপরিবারে জন্ম। ১৮৩৯ খ্রী. পর্যন্ত হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। ইংরেজী, আরবী, ফারসী, হিন্দুস্থানী ও বাংলা ভাষায় তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। সরকার কর্তৃক ডেপুটি ম্যাজি-স্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের পদে নিয়োজিত হন। কয়েক বৎসর কাজ করার পর এই পদ ত্যাগ করে স্বদেশসেবায় মনোনিবেশ করেন। সরকার তাঁকে কলিকাতা পৌর শাসনের কমিশনার পদেও নিয়োগ করেন। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা হবার সময়ে (১৮৬১) সভাপতি ও পরে সহ-সভাপতিরূপে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং তৎকালীন রাজনীতিতে অর্থাৎ সভা-সমিতিতে ও বাদ-প্রতিবাদে অংশ নিতেন। কৃষ্ণদাস পালের সঙ্গে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের উদ্বোধন সভায় উপস্থিত ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সিভিল সার্ভিসে বয়স সম্বন্ধীয় আন্দোলনেও যোগ দেন। এ ব্যাপারে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভায় (২৪.৩.১৮৭৭) তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৮৭৮ খ্রী. লর্ড লিটনের কাছে তিনি যে প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন, তার দাবি ছিল ম্যাঞ্চেস্টারে প্রস্তুত কাপড়ের আমদানী শুল্ক রহিত না করা। লিটন এই দলের কথায় কর্ণপাত করেন নি বরং তাঁদের প্রতি অপমানসূচক ব্যবহার করেন। কলি-কাতায় অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় (২য়) সম্মেলনের শেষ দিনে তিনি সভাপতি হন। 'ভারতীয় সঙ্গীত সমাজে'র সভাপতি ছিলেন। ১.১.১৮৭৭ খ্রী. 'মহারাজ বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মেয়ো হাসপাতাল, জাতীয় গ্রন্থাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নানাভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি ডায়মন্ড হারবার হাতীগঞ্জ হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। [১,৮,১১৬]

নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, ড. (১৯০১?-২০.১১. ১৯৭৪)। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও শিক্ষাবিদ্। রাজশাহী কলেজে পড়া শেষ করে তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন এবং এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৩৪ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন এবং ঐ বছরই আশুতোষ অধ্যাপক-পদে উন্নীত হন। তিনি ১৯৫৫ খ্রী. বিভাগীয় প্রধানের পদ অলঙ্কৃত করেন এবং অধ্যাপক থাকা কালে ১৯৬৮ খ্রী. অবসর নেন। প্রাচীন বঙ্গের ইতিহাস ক্ষেত্রে নূতন নূতন তথ্য সংগ্রহ ও সংযোজনে একজন কৃতবিদ্য ইতিহাসবেত্তারূপে তিনি পাশ্চাত্য দেশেও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার নিয়-মিত লেখকরূপে সম্মানিত ছিলেন। তাঁর রচিত গবেষণামূলক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'ইকনমিক হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল' (৩ খণ্ড), 'রণজিৎ সিংহ', 'হাইদার

আলি' এবং 'রাইজ অফ দি শিখ পাওয়ার'। তা ছাড়া বহু ঐতিহাসিক দলিলের সম্পাদনায় তাঁর কৃতিত্ব অপরিসীম। তিনি দীর্ঘকাল 'বেঙ্গল পাস্ট অ্যান্ড প্রেসেন্ট' এবং 'ইতিহাস' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬৯ খ্রী. তিনি ইতিহাস কংগ্রেসের সভাপতি হন। ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় মৌলিক অবদানের জন্য ১৯৬৪ খ্রী. এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে 'যদুনাথ সরকার সুবর্ণ পদক' দ্বারা সম্মানিত করে। [১৬]

নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত (২৫.১১.১৮৭৮ - ১৫.৪.১৯৬২) কালীকচ্ছ—ত্রিপুরা। মহেশচন্দ্র। মাত্র ন'মাস বয়সে পিতৃহীন হন। মাতার অধ্যবসায়ে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে শিক্ষালাভ করেন। কলিকাতা রিপন (অধুনা সুরেন্দ্রনাথ) কলেজ থেকে ১৯০৫ খ্রী. আইনের স্নাতক হন। কুমিল্লায় আইন ব্যবসায় শুরু করে দেওয়ানী আদালতে অল্পদিনেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। জননেতা অখিলচন্দ্র দত্তের পরামর্শে ও ঔষধ-ব্যবসায়ী মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রেরণায় ১৯১৪ খ্রী. কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের পত্তন করেন। ঘোষিত মূলধন ৪ হাজার টাকা এবং আদায়ীকৃত মূলধন ২ হাজার ৫ শত টাকা। তার মধ্যে নিজের বাড়ি বিক্রি করে জোগাড় করেন ১ হাজার ৫ শত টাকা। প্রথম দিকে ব্যাঙ্ক থেকে তিনি মাইনে নিতেন মাসিক ৮ টাকা। পূর্ব ভারতের আর্থিক মূল্যায়ন (ইকনমিক সার্ভে) তিনি নিজের মত করেই করেছিলেন এবং সেখানকার প্রধান শিল্প হিসাবে অন্যতম চা-শিল্পে লগ্নী করা শুরু করেন। এর সুফল পেতেই তিনি ক্রমে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে চা-বাগান ও আনুষঙ্গিক সম্পত্তি কেনার জন্য ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ দানের ব্যবস্থা করে কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের আর্থিক বনিয়াদ গড়ে তোলেন। পরে ভারতের বড় বড় ব্যাঙ্কের সঙ্গে যখন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হল, তখন তিনি অন্য ব্যাঙ্কের সঙ্গে মিশে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বাঙলার অর্থনৈতিক বনিয়াদ দৃঢ় করা ও কলকারখানার সংখ্যা বাড়ানোই তাঁর ব্যবসায়ের মূলনীতি হয়। জাপানী আক্রমণ (১৯৪৩) এবং নোয়াখালী দাঙ্গার (১৯৪৬) সময়ও সাধ্যমত সেবা করেছেন। যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল ও রাঁচী রামকৃষ্ণ মিশনে তাঁর মোট দান ২২ হাজার ৫ শত টাকা। কর্ম-জীবনের শুরুতে কিছুকাল অমৃতবাজার পত্রিকায় কাজ করেছিলেন। [১৭,৮২]

নরেন্দ্র দেব (৭.৭.১৮৮৮ - ১৯.৪.১৯৭১) ঠনঠনিয়া—কলিকাতা। নগেন্দ্রচন্দ্র। কলিকাতার তৎকালীন বনেদী ও প্রগতিশীল পরিবারে জন্ম। জ্যেঠামহাশয় উপেন্দ্রচন্দ্র ছিলেন ডিরোজিওর শিষ্য। যৌবনে জ্ঞাতি-দাদা রাজেন দেবের প্রভাবে গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দিলেও সাহিত্য-ক্ষেত্রেই জীবন কাটিয়েছেন। মেট্রোপলিটান স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পাশ করেন, কিন্তু স্বাস্থ্যের কারণে কলেজী শিক্ষালাভ হয় নি। তবে সারা জীবন পড়াশুনার মধ্যেই নিয়োজিত থাকেন। ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা' পত্রিকাতে তাঁর প্রথম কবিতা ছাপা হয়। তাঁর রচিত প্রথম গল্পগ্রন্থ 'চতুর্বেদাশ্রম', প্রথম উপন্যাস 'গরমিল' ও প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বসুধারা'। 'ওমর খৈয়াম'-এর কাব্যানুবাদ প্রকাশের (১৯২৬) সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর খ্যাতি বিস্তৃত হয়। গল্প, উপন্যাস, কবিতা এবং শিশুসাহিত্য—সর্বক্ষেত্রেই তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'ভারতী', 'কল্লোল' ও 'কৃত্তিবাস'—বাংলা সাহিত্যের তিন যুগের লেখক-গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর সমান হৃদ্যতা ছিল। কনিষ্ঠদের 'নরেন দা' অতি প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বাঙলার বিখ্যাত নাট্য-সাপ্তাহিক 'নাচঘরে'র সম্পাদক এবং প্রথম চলচ্চিত্র সাপ্তাহিক 'বায়োস্কোপে'র পরিচালক ছিলেন। ছোটদের জন্য প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'পাঠশালা' তিনি দীর্ঘ ১৫ বৎসর সম্পাদনা করেন। সাহিত্য-জীবনে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, অক্ষয় বড়াল, কান্তকবি, নজরুল, মোহিতলাল এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অন্তরঙ্গ ছিলেন। আবার সিনেমা-থিয়েটারের তৎকালীন শিল্পীরাও তাঁর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। বালবিধবা রাধারাণীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ সেকালের এক আলোচ্য বিষয় ছিল। এ বিবাহে রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাণী প্রেরণ করেন ও শরৎচন্দ্র উপস্থিত থাকেন। তাঁর রচিত প্রথম ছোটদের নাটক 'ফুলের আয়না' নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ষ্টার মঞ্চে প্রযোজনা করেন। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : ভ্রমণ-কাহিনী —'রাজপুতের দেশে' ও 'সাহেব-বিবির দেশে' ; উপন্যাস—'আকাশ কুসুম' ও 'মানুষের মন' ; কিশোর-সাহিত্য—'অনেক দিনের কথা' ও 'আনন্দ মেলা'। ১৯৫০ খ্রী. ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স-সহ পশ্চিম ইউরোপ এবং ১৯৫৪ খ্রী. রাশিয়া, ফিনল্যান্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়া ভ্রমণ করেন। তিনি শিশু-সাহিত্যের জন্য 'মৌচাক পুরস্কার' (১৯৬৪), 'ভুবনেশ্বরী স্বর্ণপদক' এবং 'শিশিরকুমার পুরস্কার' (১৯৭১) লাভ করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দু'বার সহ-সভাপতি, বেঙ্গল পি.ই.এন., শিশুসাহিত্য-পরিষদ্, শরৎ সাহিত্য পরিষদ্ প্রভৃতির সভাপতি ছিলেন। ক্যালকাটা কেমিক্যাল ও রবীন্দ্র ভারতীর সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। [৪,১৬]

নরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০৪ - ১৯৬৭) বানারীপাড়া —বরিশাল। ব্রজেন্দ্রনাথ। বরিশাল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে ১৯২২ খ্রী. কলিকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট

স্কুলে ব্যবহারিক কলা বিভাগে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি শিশুসাহিত্য-প্রকাশক ভট্টাচার্য অ্যান্ড সন্স-এর সঙ্গে এবং পরবর্তী কালে শিশু সাহিত্য সংসদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। 'ছবি আঁকা' (৪ খণ্ড) তাঁর নিজের পরিকল্পিত ও অঙ্কিত পুস্তিকা। 'ছড়াছবিতে পাখি', 'ছড়াছবিতে অ আ ক খ', 'নিজে কর', 'খেলার পড়া', 'পড়া শেখা', 'আমরা বাঙালী' প্রভৃতি ছোটদের বিভিন্ন বই-এর শোভাবর্ধক ছবি ও প্রচ্ছদপট তাঁর ব্যবহারিক শিল্পের উৎকর্ষের পরিচয় দেয়। ব্যবহারিক কলার ছাত্র হয়েও নরেন্দ্রনাথ দৃশ্যচিত্র ও প্রতিকৃতি অঙ্কনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁর সুবিন্যস্ত স্বচ্ছ জল-রঙের ব্যবহার-কৌশল বহু গুণিব্যক্তির প্রশংসা অর্জন করে। বাঙলার কিশোর-কিশোরীদের মাসিকপত্র অধুনালুপ্ত 'কৈশোরিকা'র সঙ্গে চিত্রশিল্পী হিসাবে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ ছিল। [১৪৯]

নরেন্দ্রনাথ বসু (৪.১২.১২৯৭ - ২৯.৭.১৩৭১ ব.) সোনারপুর—চব্বিশ পরগনা। উপেন্দ্রনারায়ণ। মাতুলালয়ে জন্ম। তিনি প্রবেশিকা পড়বার সময় ১৩১৪ ব. মাসিক 'ছাত্রসখা' এবং ১৩১৫ ব. বিজ্ঞান সভার রসায়ন বিভাগে ছাত্রাবস্থায় 'বিজ্ঞান দর্পণ' পত্রিকা পরিচালনা করেছিলেন। ১৩৩০ ব. সাপ্তাহিক ও পরে ১৩৩১ - ১৩৩৩ ব. মাসিক 'বাঁশরী', ১৩৪১ ব. 'রবিবাসর', ১৩৪৩ - ১৩৪৪ ব. 'সঞ্জীবনী' এবং ১৩৫৩ ব. শারদীয়া সংখ্যা 'ঊষা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'পুজা', 'তাম্রকূট না কূট' প্রভৃতি পুস্তিকা, 'মানস-কমল' (গল্প), 'খাদ্যকথা' (বিজ্ঞান) এবং 'আসামের সুদূর প্রান্তে' (ভ্রমণ কাহিনী)। সম্পাদিত গ্রন্থ : 'ব্রহ্ম-প্রবাসে শরৎচন্দ্র' (১৩৪৭ ব.)। ১৩৪৬ ব. তিনি বোম্বাই বঙ্গ সাহিত্য-সভা প্রতিষ্ঠা করেন। [৪]

নরেন্দ্রনাথ লাহা (১২৯৩ - ২৯.৭.১৩৭২ ব.) কলিকাতা। প্রখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী হৃষীকেশ লাহার পুত্র। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এম.এ. পাশ করেন। ১৯১৬ খ্রী. প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান ও ১৯২২ খ্রী. পি-এইচ.ডি. হন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায়, বিশেষত ভারততত্ত্বে, তাঁর যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল। ইংরেজী ও বাংলায় মোট ১৮টি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। বহুদিন 'Indian Historical Quarterly', 'সুবর্ণ বণিক সমাচার', 'সাহিত্য-পরিষদ্ পত্রিকা' সম্পাদনা করেন। ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ছিলেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'ভারতে শিক্ষা বিস্তার', 'প্রাচীন হিন্দু দণ্ডনীতি', 'দেশবিদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো', 'Studies in Ancient Hindu Polity' ইত্যাদি। ব্যবসায় ক্ষেত্রেও সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তিনি পারিবারিক ব্যবসায় ছাড়াও বঙ্গশ্রী কটন মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান, বঙ্গীয় জাতীয় বণিকসভার সভাপতি, কলিকাতার শেরিফ এবং প্রথম ও দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন। [৪,২৬]

নরেন্দ্রনাথ সেন, রায়বাহাদুর (২০.২.১৮৪৩ - ১.৭.১৯১১) কলুটোলা—কলিকাতা। হরিমোহন। বিখ্যাত রামকমল সেনের পৌত্র। হিন্দু কলেজে ও ক্যাপ্টেন পামারের নিকট শিক্ষালাভ করেন। ছাত্রজীবনেই 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ শুরু করেন। ১৮৬১ খ্রী. 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হলে তাতে প্রবন্ধাদি লিখতেন। ক্রমে তিনি অ্যাটর্নির পেশা গ্রহণ করেন। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' দৈনিকে পরিণত হলে প্রতাপ মজুমদারের পরিবর্তে তিনি তার সম্পাদক হন। তখন থেকে আমৃত্যু সম্পাদক ছিলেন ও শেষের দিকে তার স্বত্বাধিকারী হয়েছিলেন। সম্পাদকরূপে তাঁর যেমন কৃতিত্ব ছিল, তৎকালীন রাজনীতিতে সুনামও তেমনি ছিল। লাট সাহেবদের নিকট সেকালের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রতিনিধি হয়ে তিনি আবেদন জানাতে যেতেন। এমনই এক প্রতিনিধিরূপে লর্ড ডাফরিনের সঙ্গে তাঁর বাগ্‌যুদ্ধ হয়, কেননা প্রাপ্ত সংবাদের সূত্র প্রকাশ করতে তিনি অস্বীকার করেছিলেন। ১৮৮৫ খ্রী. বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশনে অত্যল্প কয়েকজন বাঙালীর মধ্যে তিনিও উপস্থিত ছিলেন। ১৮৮৭ খ্রী. মাদ্রাজ অধিবেশনেও প্রতিনিধি ছিলেন। ১৮৯৭ - ৯৯ খ্রী. কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানের কমিশনাররূপে কাজ করেন। পরে সরকারের সঙ্গে দ্বিমত হওয়ায় অন্যান্যদের সঙ্গে ঐ পদ ত্যাগ করেন। ৮.৫.১৯০৫ খ্রী. টাউন হলের বয়কট প্রস্তাব-সভার সভাপতি ছিলেন। ৭.৮.১৯০৬ খ্রী. গ্রীয়ার পার্কে প্রথম যে সভায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় তারও তিনি সভাপতি ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সমর্থক, বিধবা-বিবাহের উৎসাহী সমর্থক, বাল্যবিবাহ ও বিলাত-ফেরতদের প্রায়শ্চিত্তের বিরোধী এবং সারাজীবন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রবক্তা ছিলেন। তাঁর মতে 'The Press and the platform are the safety-valves of popular discontent, whenever they have sought to be suppressed, anarchy has intervened'. কলিকাতার বহু সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের মতে দেশে যখন

সরকার-বিরোধী মনোভাব প্রবল সেই সময়ে 'সুলভ সমাচার' নামে সরকারী প্রচার-পত্রের সম্পাদনা (১৯১১) নরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবনের একমাত্র বিচ্যুতি। 'A Lecture on the Marriage Law in India' এবং 'A Needed Disclaimer' তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। [১,৮,৫০,১২৪]

নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী (?-১৯১১) বাগমারা—পাবনা। বাঙলার বিপ্লব-আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী। জঙ্গলের পথে চলা কালে বাঘের আক্রমণ থেকে বৈপ্লবিক কাজে শিক্ষানবিশ এক সঙ্গী যুবককে বাঁচাতে তিনি ও অবিনাশচন্দ্র রায় বাঘের সঙ্গে লড়াই করেন। এই সংগ্রামে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হয়ে মারা যান। [১৩৯]

নরেন্দ্রমোহন সাহা (২৬.১০.১৮৭৫-১৩.১০.১৯৩৫) বিনানই—ময়মনসিংহ। সামান্য লেখাপড়া শিখে বিলাতী হাওয়ার্থ কোম্পানীতে চাকরি নেন। ক্রমে ঐ কোম্পানীর অংশীদার হন এবং পরে নিজেই একজন প্রধান পাট-ব্যবসায়ী হয়ে ওঠেন। স্বনামে ও অন্য নামে সাতটি পাট-ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। পাট-শিল্পে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিরূপে মিল-মালিকদের আস্থাভাজন ছিলেন। নানা সৎকাজে অর্থসাহায্য করতেন। [১]

নরেন্দ্রমোহন সেন (আগস্ট ১৮৮৭?-২৩.১.১৯৬১) আমিনপুর—ঢাকা। জলপাইগুড়িতে জন্ম। প্রভাতকুমার। পিতা শিক্ষাবিভাগের পদস্থ কর্মচারী। মেধাবী ছাত্র নরেন্দ্রমোহন ১৭ বছর বয়সে ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে পড়ার সময় বাল্যকালের গৃহশিক্ষক পুলিন দাসের প্রভাবে গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দেন। সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার ও অভিযুক্ত হলে আত্মগোপন করেন। ক্রমে সাংগঠনিক নেতৃত্বের দায়িত্ব পান। ১৯১০ খ্রী. পুলিন দাস গ্রেপ্তার হলে দলের কাজকর্ম পরিচালনা করতেন। ১৯১৪ খ্রী. কলিকাতা গ্রীয়র পার্কে বীরেন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনার সময়ে তিনি গ্রেপ্তার হন ও ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩ আইনে বিভিন্ন জেলে বন্দী থাকেন। ধৃত হবার আগেই সহকর্মী কেদারেশ্বর গুহকে জাপান ও সুদূর প্রাচ্যে প্রেরণ করেন। ১৯২১ খ্রী. মুক্তিলাভ করেই অপর সহকর্মী গোপেন চক্রবর্তীকে রাশিয়ায় পাঠান। এই বছর অসহযোগ আন্দোলনের সময় কংগ্রেসে যোগ দেন ও ঢাকা জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক নির্বাচিত হন। দিল্লী কংগ্রেসের (১৯২৩) সময় অনেক বিপ্লবী সরকার কর্তৃক ধৃত হওয়ায় তিনি আত্মগোপন করে দু'বছর সাংগঠনিক কাজে সারা ভারত ও বাঙলাদেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন। ১৯২৫ খ্রী. ঢাকা শহরে গ্রেপ্তার হন। আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী থাকার সময় পদস্থ গোয়েন্দা ভূপেন চট্টোপাধ্যায় নিহত (২৮.৫.১৯২৬) হলে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীর সঙ্গে নরেন্দ্রমোহনকেও ব্রহ্মদেশের জেলে পাঠান হয়। এখানেই তাঁর চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটে। ১৯২৯ খ্রী. মুক্তিলাভের পর রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন ও নরেন মহারাজ নামে পরিচিত হন। মিশনের রাঁচী যক্ষ্মা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। কাশীর রামকৃষ্ণ হাসপাতালে মৃত্যু। [৩,১০,১২৪]

নরেন্দ্রলাল খাঁ, রাজা (১৭.৯.১৮৬৭-১৫.২.১৯২০) নাড়াজোল—মেদিনীপুর। রাজা মহেন্দ্রলাল। ব্রিটিশ সরকারের হাতে নিগৃহীত দেশহিতৈষী জমিদার। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। 'পরিবাদিনী শিক্ষা' গ্রন্থের রচয়িতা। [৪]

নরেশচন্দ্র। কৃষ্ণনগর রাজবংশের কুমার নরেশচন্দ্র বা নরচন্দ্র রায় একজন বিশিষ্ট শ্যামাসঙ্গীত-রচয়িতা ছিলেন। [১]

নরেশচন্দ্র ঘোষ (১৯০৪-২৯.১১.১৯৭০)। বিশিষ্ট চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ী। রূপবাণী চিত্রগৃহের ম্যানেজার থেকে অ্যাসোসিয়েটেড ডিস্ট্রিবিউটার্স নামে এক পরিবেশক-সংস্থা তিনি গড়ে তোলেন (১৯৩০)। তখন থেকে ১৯৫২ খ্রী. পর্যন্ত বহু চিত্রের পরিবেশনা ও আংশিক প্রযোজনা করেন। বিখ্যাত চিত্রগুলির মধ্যে 'গরমিল', 'বন্দী', 'সন্ধি', 'ভাবীকাল', 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। [১৬]

নরেশচন্দ্র চৌধুরী[১] (১৮৯২-১৯২৮)। তিনি ছাত্রাবস্থায় শ্রীঅরবিন্দ ও যতীন মুখার্জীর সাহচর্যে বিপ্লবী দল সংগঠনে অংশ নিতেন। কিশোরগঞ্জ ষড়যন্ত্র মামলায় দীর্ঘকাল কারাবাস করতে হয়। অসহযোগ আন্দোলন ও তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। ময়মনসিংহে স্বরাজ্য-দল সংগঠনের সময়ে তিনি পুনর্বার গ্রেপ্তার হন। জেলের মধ্যে একাধিক পুস্তক রচনা করেন। এ সময়ে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। মুক্তির পর মৃত্যু ঘটে। [১০]

নরেশচন্দ্র চৌধুরী[২] (১৯০২-২০.৪.১৯৩৬)। নোয়াখালী জেলার এই বিশিষ্ট কংগ্রেস-কর্মী এম.এ. পাশ করে নোয়াখালীর 'কুমার অরুণচন্দ্র হাই স্কুলে' শিক্ষকতা করেন। নোয়াখালী ছাত্র সংসদ প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন। ২৬ জানুয়ারী ১৯৩২ খ্রী. জাতীয় পতাকা উত্তোলনের অপরাধে দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। জেল থেকে বেরিয়ে যক্ষ্মা-রোগাক্রান্ত হয়ে চিতোর স্বাস্থ্য-নিবাসে মারা যান। [৭৪]

নরেশচন্দ্র মিত্র (১৮৮৮ - ২৫.৯.১৯৬৮) আগরতলা—ত্রিপুরা। বঙ্কুবিহারী। ১৯০৮ খ্রী. ছাত্রাবস্থায় ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে নবীনচন্দ্র সেন রচিত 'কুরুক্ষেত্র' নাটকে তিনি 'দুর্বাসা'র ভূমিকায় অভিনয় করেন—শিশিরকুমার ছিলেন 'অভিমন্যু'। ১৯১৪ খ্রী. আইনের স্নাতক হন। কিন্তু অভিনেতার জীবনকেই শেষ পর্যন্ত বেছে নিয়েছিলেন। শিশিরকুমারের সঙ্গে বাঙলার নাট্যান্দোলনে নবযুগ প্রবর্তনে অগ্রণী ছিলেন। মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে পেশাদাররূপে যোগ দিয়ে প্রথম অভিনয় করেন 'প্যালারামের স্বাদেশিকতা' নাটকে (১৯২২)। পরের বছর ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অপরেশচন্দ্রের 'কর্ণার্জুন' নাটকে 'শকুনি'র ভূমিকায় অভিনয় করে বিখ্যাত হন। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে প্রথমে 'চাণক্য' পরে 'কাত্যায়নে'র ভূমিকায় তাঁর অভিনয় বিশেষভাবে স্মরণীয়। অমধুর কণ্ঠস্বর সম্বল করে সুদীর্ঘকাল রঙ্গমঞ্চে ও চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। বাঙলার নিজস্ব যাত্রাশিল্পেও যোগ দিয়ে প্রতিভার ছাপ রেখে যান। ৮০ বছর বয়সে মৃত্যুর তিন দিন আগে 'সোনাই দীঘি' ও 'বাঙালী' নামে দু'টি যাত্রা-নাটকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করেন। সুদীর্ঘ অভিনয়জীবনে অসংখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন। মূলত খল এবং টাইপ চরিত্রে তাঁর স্বকীয়তা ছিল। তাঁর অভিনীত ও পরিচালিত নির্বাক চিত্র : 'চন্দ্রনাথ', 'নৌকাডুবি', 'দেবদাস', 'মানভঞ্জন' প্রভৃতি। প্রথম নির্বাক অভিনয় 'আঁধারে আলো' (১৯২২) চিত্রে। অনেক বিখ্যাত সবাক চিত্রের তিনি পরিচালক ও অভিনেতা। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'স্বয়ংসিদ্ধা', 'বাংলার মেয়ে', 'গোরা', 'অন্নপূর্ণার মন্দির', 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট', 'উল্কা', 'কালিন্দী'। মঞ্চে তাঁর অভিনীত কাত্যায়ন (চাণক্য), পানুবাবু (গোরা), জিতেন্দ্রনাথ (বাংলার মেয়ে) বাঙালী দর্শক স্মরণ রাখবে। পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠিত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের (১৯৬৭) নাট্য শাখার তিনি সভাপতি ছিলেন। [৩,১৬]

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (৩.৫.১৮৮২ - ১৭.৯. ১৯৬৪) বাঁশী—টাঙ্গাইল। মহেশচন্দ্র। মাতুলালয় বগুড়ায় জন্ম। ১৯০৬ খ্রী. ওকালতি পাশ করে হাইকোর্টে যোগ দেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজে অধ্যাপনা করেন। প্রাচীন ভারতের ব্যবহার ও সমাজনীতি বিষয়ে গবেষণা করে ১৯১৪ খ্রী. ডি.এল. উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯১৭ খ্রী. তিনি ঢাকা আইন কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হন। ১৯২০ - ২৪ খ্রী. পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের অধ্যাপক ছিলেন। আইন-উপদেষ্টা হিসাবে তাঁর খ্যাতি বিস্তৃতি লাভ করে। পুনরায় কলিকাতায় আইন ব্যবসায় শুরু করেন। ১৯৫০ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক' হন। ইউনেস্কোর আমন্ত্রণে ১৯৫১ খ্রী. আমেরিকায় অনুষ্ঠিত অধিবেশনে যোগ দেন। ১৯৫৬ খ্রী. ভারতীয় আইন কমিশনের সদস্য হন। তাছাড়া সাহিত্যিক হিসাবেও তিনি বিশেষ পরিচিত। আইন-সংক্রান্ত তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ যেমন তিনি রচনা করেছেন তেমনই বহু প্রবন্ধ, গল্প, নাটক ও উপন্যাস রচনা করে সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ স্থান অধিকার করেছেন। ১৯১০ খ্রী. তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ 'Abbey of Bliss' নামে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৬০টি। 'শুভা', 'পাপের ছাপ' প্রভৃতি বই-এ তিনি সামাজিক সমস্যার উত্থাপন করেছেন। তাঁর একাধিক উপন্যাস চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। ইংরেজীতে তিনি 'Evolution of Law' নামে একটি প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করেন। কর্মজীবনে বিভিন্ন সময়ে রিপন কলেজ এবং সিটি কলেজের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। প্রথম জীবনে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন এবং কংগ্রেস-কর্মী হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। ১৯২৫ - ২৬ খ্রী. তিনি নবগঠিত 'ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজেন্টস্ পার্টি'র প্রেসিডেন্ট হন। পরে ১৯৩৪ খ্রী. 'লেবার পার্টি অব ইণ্ডিয়া'রও প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর সময়ে এই দুই প্রতিষ্ঠানেরই ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত। ২১.৬. ১৯৩৬ খ্রী. গোর্কির মৃত্যুতে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত শোকসভায় নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘের যে সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়েছিল তিনি তারও সভাপতি ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রগতিশীল চিন্তা বিস্তারের ক্ষেত্রে এই সঙ্ঘের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। [৩, ৪,১৩৪,১৪৬]

নরেশ রায় (? - ২২.৪.১৯৩০) নোয়াপাড়া—ময়মনসিংহ। গিরিশচন্দ্র। বিপ্লবী দলের সদস্য ছিলেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে (১৮.৪.১৯৩০) অংশগ্রহণ করেন। চারদিন পর জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে ইংরেজ সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ দেন। এই দিন ১০ জন বিপ্লবী শহীদ হয়েছিলেন। [১০,৩৫,৪২,৪৩]

নরোত্তমদাস ঠাকুর (১৫৩১ - ১৫৮৭) খেতুরী-গড়েরহাট পরগনা—রাজশাহী। রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত। ১৮ বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করে বৃন্দাবনে জীব গোস্বামীর আশ্রয়ে যান। সেখানে লোকনাথ গোস্বামীর কাছে দীক্ষা নিয়ে আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করেন। জীব গোস্বামীর কাছে তিনি বৈষ্ণব

শাস্ত্র অধ্যয়ন করে 'ঠাকুর মহাশয়' উপাধি লাভ করেন। বাঙলাদেশে বৈষ্ণব গ্রন্থগুলির প্রচারের জন্য জীব গোস্বামী শ্রীনিবাস আচার্য, কৃষ্ণানন্দ ও নরোত্তমকে গ্রন্থসহ বাঙলাদেশে পাঠান। পথে গ্রন্থগুলি অপহৃত হয়। নরোত্তম দেশে ফেরেন কিন্তু সংসারী হন না। খেতুরীতে ৬টি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উৎসব বিশেষ সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। খেতুরীতে তাঁর অনুষ্ঠিত বৈষ্ণব-সম্মেলনে তিনি কীর্তনগানে রস-কীর্তনের যে পদ্ধতি প্রবর্তন করেন তা সমগ্র বৈষ্ণবমণ্ডলী অনুমোদন করেন। এই সম্মেলনেই প্রথম প্রণালীবদ্ধভাবে গৌরচন্দ্রিকা গানের পর লীলাকীর্তন গানের প্রথা প্রবর্তিত হয়। তিনি খেতুরী-গড়েরহাট পরগনার লোক ছিলেন ব'লে তাঁর সৃষ্ট সুরের রস-কীর্তনকে গড়েরহাটী বা গড়ান-হাটী কীর্তন বলা হয়। খেতুরীতে যে গৃহ নির্মাণ করে তিনি সাধন-ভজন করতেন তা 'ভজনস্থলী' নামে খ্যাত ছিল। তিনি বাংলা ভাষায় সর্বসাধারণের উপযোগী করে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। রাজশাহী, পাবনা, মালদহ, রঙ্গপুর, বহরমপুর প্রভৃতি স্থানে তাঁর বহু শিষ্য ছিল। মণিপুরের রাজারা তাঁরই শিষ্য হয়েছিলেন। [১,৩,২৭]

নলিনাক্ষ দত্ত (৪.১২.১৮৯৩ - ২৭.১১.১৯৭৩) পূর্বস্থলি—বর্ধমান। সুরেন্দ্রনাথ। পিতার কর্ম-স্থল ওয়ালটেয়ারে জন্ম। চট্টগ্রাম কলেজে আই.এ. এবং কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে পালি-ভাষায় অনার্সসহ বি.এ. পাশ করেন ও এম.এ.-তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। রেঙ্গুনে জাডসন কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনা করার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি ভাষার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ক্রমে তিনি পি.আর.এস., পি-এইচ.ডি. ও বি.এল. ডিগ্রী লাভ করে সরকারী বৃত্তি নিয়ে লণ্ডনস্থ প্রাচ্য বিদ্যাবিভাগে অধ্যয়ন করেন। এখানে তাঁর গবেষণা গ্রন্থ 'Aspects of Mahayana Buddhism in its Relation to Hinayana' রচনার জন্য লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী ডি.লিট. লাভ করেন। দেশে ফিরে তিনি পুনরায় অধ্যাপনাকার্যে ব্রতী হন। পালি বিভাগে প্রধান অধ্যাপকের পদ থেকে ১৯৫৯ খ্রী. তিনি অবসর-গ্রহণ করেন। কাশ্মীর সরকারের আহ্বানে তিনি 'গিলগিট ম্যানাস্ক্রিপ্ট' সম্পাদনা করেন। পুথিটি প্রধানত বৌদ্ধ 'বিনয়' গ্রন্থ। তাঁর সম্পাদনায় 'গিলগিট ম্যানাস্ক্রিপ্ট' বহু খণ্ডে প্রকাশিত হয়। নরেন্দ্রনাথ লাহার সহযোগী হিসাবে 'স্ফুটার্থাভিধর্মকোশব্যাখ্যা' গ্রন্থের তিনটি বড় কোশস্থান দেবনাগরী অক্ষরে সম্পাদনা করেন। পরবর্তী কালে স্বয়ং ৪র্থ ও ৫ম কোশস্থানও প্রকাশ করেন। ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ার্টার্লি, মহা-বোধি সোসাইটি এবং গ্রেটার ইণ্ডিয়া সোসাইটি ও তৎসংক্রান্ত প্রকাশনার সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি দু'বার এশিয়াটিক সোসাইটির অধ্যক্ষ নির্বা-চিত হন। ইরান সোসাইটির অধ্যক্ষতা করেন। ধর্মাঙ্কুর বৌদ্ধবিহারের অধ্যক্ষ ও বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স কর্তৃক নির্বাচিত রাজ্যসভার সভ্য ছিলেন। ১৯৫৭ খ্রী. জাপান সরকার কর্তৃক আম-ন্ত্রিত অতিথিরূপে ২৫শততম বৌদ্ধ জয়ন্তী উৎসবে যোগদান করেন। ১৯৫৮ খ্রী. ভারততত্ত্ব-বিদ্ হিসাবে আচার্য রাঘবন প্রভৃতির সঙ্গে সোভি-য়েত দেশ ভ্রমণ করেন। ১৯৬০ খ্রী. রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত বৌদ্ধ ধর্মমহাসভায় ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে যান। অন্যদিকে ব্যবসায়ী হিসাবেও তিনি সফলতা লাভ করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত দু'টি কাপড়ের মিল ছিল। [৩২]

নলিনীকান্ত বাগচী (১৮৯৬ - ১৫/১৬.৬. ১৯১৮) কাঞ্চনতলা—নদীয়া। ভুবনমোহন। বহরম-পুর কৃষ্ণনাথ কলেজে পড়ার সময় বিপ্লবী দলে যোগ দেন। পুলিসের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য পাটনার বাঁকিপুর কলেজে ও ভাগলপুর কলেজে পড়েন। আই.এ. পাশ করার পর আত্মগোপন করতে হয়। দানাপুরে সৈন্যদের মধ্যে অভ্যুত্থান ঘটানর চেষ্টা করেন। দলের নির্দেশে গৌহাটীর গোপন আড্ডায় আশ্রয় নেন। এখানে ১২.১.১৯১৮ খ্রী. পুলিসের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামের পর তিনি ও সতীশ পাক-ড়াশী বেষ্টনী ভেদ করে পাহাড় অঞ্চলে সরে পড়েন। নবগ্রহ পাহাড়েও আর এক আক্রমণ দুঃ-সাহসের সঙ্গে প্রতিহত করেন। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে কলিকাতায় পৌঁছান। তখন তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত ছিলেন। জনৈক বিপ্লবী বন্ধু তাঁকে কলিকাতা ময়দানে পড়ে থাকতে দেখতে পান এবং তাঁরই সেবাযত্নে নলিনীকান্ত আরোগ্য-লাভ করেন। পরে তিনি ঢাকায় যান এবং সেখানে ফলতা বাজারের ঘাঁটি পুলিস ঘিরে ফেললে গুলি-বিনিময়ের ফলে সাংঘাতিক আহত হয়ে গ্রেপ্তার হন। সঙ্গী তারিণী মজুমদার ঘটনাস্থলেই নিহত হন এবং নলিনীকান্ত সেই দিনই ঢাকা জেলে মারা যান। এ লড়াই-এ একজন পুলিস নিহত ও বহু আহত হয়েছিল। নলিনীকান্তের আশ্রয়দাতা চৈতন্য দে'র ১০ বছর কারাদণ্ড হয়। [১০,৩৫, ৪২,৫৪,৭০]

নলিনীকান্ত ভট্টশালী (২৪.১.১৮৮৮ - ৬.২. ১৯৪৭) নয়নানন্দ—ঢাকা। রোহিণীকান্ত। পৈতৃক নিবাস ঢাকা বিক্রমপুরের পাইকপাড়া গ্রাম। চার বছর

বয়সে পিতৃহীন হলে খুল্লতাত অক্ষয়চন্দ্র কর্তৃক প্রতিপালিত হন। মেধাবী ছাত্র ছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় (১৯০৫) পদক ও বৃত্তিলাভ করেন। ছাত্রাবস্থায় পিতৃব্যের ব্যয়ভার লাঘবের জন্য কবিতা ও গল্প লিখে উপার্জনের চেষ্টা করতেন। কলেজে কয়েকজন ইংরেজ অধ্যাপকের কাছেও আর্থিক সাহায্য পান। ১৯১২ খ্রী. এম.এ. পাশ করেন। কিছুদিন স্কুল কলেজে শিক্ষকতার পর ১৯১৪ খ্রী. ঢাকা মিউজিয়ামের কিউরেটর পদে নিযুক্ত হন ও আজীবন ঐ পদে থেকে মিউজিয়ামের প্রভূত উন্নতিসাধন করেন। মাঝে মাঝে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. ক্লাশের ছাত্রদেরও পড়াতেন। মুদ্রাতত্ত্ব ও প্রত্নলিপিবিদ্যায় এবং মৌর্য ও গুপ্ত-বংশীয় ইতিহাসের গবেষণায় তাঁর ভারতজোড়া খ্যাতি হয়েছিল। 'ক্রোনোলজি অফ আর্লি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সুলতান্‌স্ অফ বেঙ্গল' গ্রন্থ রচনা করে তিনি ১৯২২ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গ্রিফিথ পুরস্কার' পান। এই গ্রন্থে তিনি রাজা গণেশের সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য প্রকাশ করেন। ১৯৩৪ খ্রী. মুদ্রাতত্ত্ব ও মূর্তিতত্ত্বে গবেষণার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ.ডি. উপাধি পান। 'হাসি ও অশ্রু' (১৯২৫) তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। রচিত 'নিঃসঙ্গ' ও 'পূর্বরাগ' গল্প দু'টি অনূদিত হয়ে জার্মান-সংকলনে স্থান লাভ করেছে। বিদ্যালয়ের প্রায় ৪০টি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। তিনি 'বীর বিক্রম' নামে একখানি নাটকও লিখেছেন। সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা ৪টি। তার মধ্যে 'কীর্তিবাস আদিকাণ্ড' উল্লেখযোগ্য। [৩, ৪,৫]

নলিনীকান্ত সেন (১৮৭৮?-২০.১.১৯০১) চট্টগ্রাম। পিতা কমলাকান্ত চট্টগ্রামের খ্যাতনামা উকিল ছিলেন। জননেতা যাত্রামোহন সেন ও নলিনীকান্ত তাঁর কাছ থেকেই দেশপ্রেমের দীক্ষা গ্রহণ করেন। স্বদেশী আন্দোলনের (১৯০৫) অনেক আগে (১৮৯৫-৯৬) নলিনীকান্ত চট্টগ্রামে স্বদেশী দ্রব্য ও বস্ত্র ব্যবহারের আন্দোলন শুরু করেছিলেন। চট্টগ্রামে সাধারণ পুস্তকালয়ের অভাব দূর করতে তিনি ন্যাশনাল স্কুলের গৃহে 'অধ্যয়ন সম্মিলনী' প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে বি.এ. পড়ার সময়ে (১৮৯৭-৯৯) ইডেন হিন্দু হোস্টেল থেকে 'আলো' নামে একটি শিক্ষামূলক পত্রিকাও চট্টগ্রামবাসীদের জন্য প্রকাশ করেছিলেন। অভিভাবকদের ইচ্ছা ছিল তিনি ওকালতি পড়েন, কিন্তু তিনি বি.এ. পাশ করে স্বদেশসেবার জন্য চট্টগ্রামে ফিরে যান ও বিনা বেতনে একটি স্কুলে শিক্ষকের কাজ নেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-মুসলিম সংহতি ও দেশপ্রেম প্রচার। এই কাজে অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে তাঁর অকালমৃত্যু ঘটে। [১,৮]

নলিনীবালা (ঘোষ) বসু (১২৮৮-১৩০৪ ব.)। মহিলা কবি। পিতা সাহিত্যসেবী দেবেন্দ্রবিজয় বসু ও মাতামহ বিখ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। ১৩ বছর বয়সে সতীশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে বিবাহ হয়। মাত্র ১৬ বছর বয়সে মারা যান। মৃত্যুর পর তাঁর রচিত বহু কবিতার মধ্যে মাত্র ৭২টি সংকলন করে মাতুল ললিতচন্দ্র মিত্র 'নলিনী গাথা' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। [১,৪৪]

নলিনী মৈত্র (১৫.৩.১৮৭৮-২.৫.১৯৫৯) ময়মনসিংহ। আইন ব্যবসায় ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে তারকেশ্বর সত্যাগ্রহেও অংশগ্রহণ করেন। স্বদেশসেবার জন্য বহুবার কারাবরণ করেন ও নিজ জেলা থেকে বহিষ্কৃত হন। মহাত্মা গান্ধীর সহকর্মিরূপে কিছুদিন ওয়ার্ধা আশ্রমে ছিলেন। [১০]

নলিনীমোহন গুপ্ত (১৮৮৭-এপ্রিল ১৯৩৬)। আসাম-প্রবাসী বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদী নলিনীমোহন মেসোপটামিয়ার যুদ্ধে ইণ্ডিয়ান ডিফেন্স ফোর্সের সদস্য ছিলেন। আসামের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া-প্রতিষ্ঠান 'ইণ্ডিয়া ক্লাব' ও শিলচরের প্রসিদ্ধ খেলার মাঠ 'আর্ল গ্রাউণ্ড' তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে গঠিত হয়েছিল। লোকসেবক হিসাবে শিলচর মিউনিসিপ্যালিটির যথেষ্ট উন্নতি করেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের আসামের বন্যায় তিনি দুর্গতদের সাহায্য করেছেন। মৃত্যুকালে ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসে হেডক্লার্কের পদে নিযুক্ত ছিলেন। [১]

নলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় (১২৯৩-১৩৪৮ ব.)। বহুভাষাবিদ্। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক। ইংরেজী, ল্যাটিন, গ্রীক ও আরবী ভাষায় এম.এ. পাশ করেন। ফরাসী, জার্মান ও হিব্রু ভাষাও জানতেন। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় কবিতা লিখতেন। [৫]

নলিনীমোহন বসু (১৮৯৩-১৭.৪.১৯৭২)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ফলিত (applied) গণিতে' এম.এস-সি. পাশ করে সি. ভি. রমণের অধীনে কলিকাতা সায়েন্স কলেজে কাজ করে ডক্টরেট হন। ১৯২৮-২৯ খ্রী. জার্মানীর গোটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজ করেন। পরে ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের ডীন হয়ে কাজ শুরু করেন। অল্পদিনেই ঐ বিভাগের প্রধান হয়ে ১৯৪৮ খ্রী. পর্যন্ত ঐ পদে থাকেন। মাঝে অল্প সময়ের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। ১৯৪৮ খ্রী. আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের

গণিত বিভাগের প্রধানের পদে নিযুক্ত হন। ১৯৫০ খ্রী. ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের গণিত শাখার সভাপতি ছিলেন। [১৬]

নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত (১২৮৯ - ১৩৪৭ ব.)। খ্যাতনামা সাহিত্যসেবী। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ গঠনের এক সময়ের অক্লান্ত কর্মী ছিলেন। রচিত দু'খানি জীবনীগ্রন্থ 'কান্ত কবি রজনীকান্ত' ও 'আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর' তাঁর তথ্যসংগ্রহ ও লিপি-কুশলতার পরিচায়ক। অপরাপর গ্রন্থ : 'বাঙ্গলার বাউল সম্প্রদায়' ও 'স্রোতের ফুল'। তিনি ১৩১১ - ১৩ ব. 'জাহ্নবী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 'সাহিত্যবন্ধু' উপাধি ছিল। [৪,৫]

নলিনীরঞ্জন সরকার (১৮৮২ - ২৫.১.১৯৫৩) সাজিউরা—ময়মনসিংহ। চন্দ্রনাথ। ১৯০২ খ্রী. ময়মনসিংহ সিটি স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করে ঢাকা জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হলেও পিতার অসুস্থতার জন্য শিক্ষায় বাধা পড়ে। কলিকাতায় এসে স্বদেশী আন্দোলনে স্বেচ্ছাসেবকরূপে যোগ দেন ও তৎকালীন নেতাদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হন। অভাব-অনটনে কাটিয়ে ১৯১১ খ্রী. হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্সে অল্প বেতনের কর্মচারিরূপে প্রবিষ্ট হন। কোম্পানীর সংকটে বুদ্ধি ও দৃঢ়তার দ্বারা নানাভাবে সাহায্য করে পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করেন। এই কোম্পানীর মাধ্যমেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে ও ১৯২৩ খ্রী. স্বরাজ্য দলের সাহায্যে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। ১৯২৮ খ্রী. পর্যন্ত সদস্য ছিলেন। নির্বাচনের পর তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বরাজ্য পার্টির সভ্য হন। ক্রমে চীফ্ হুইপ ও কর্মসচিব হয়েছিলেন। রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক জীবনে তখন থেকেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৯২৮ খ্রী. কলিকাতা কংগ্রেস প্রদর্শনীর কর্মাধ্যক্ষ এবং ১৯৩২ খ্রী. কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর ও ১৯৩৫ খ্রী. মেয়র নির্বাচিত হন। বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার্স অফ কমার্সের সহ-সভাপতি (১৯৩১) ও সভাপতি (১৯৩৫) নির্বাচিত হয়েছিলেন। ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিজ-এর সভাপতি (১৯৩৫) ও অন্যতম প্রধান ছিলেন। ঐ বছরই তিনি ফজলুল হক মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী হন। মন্ত্রিরূপে আটক রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য গান্ধীজী ও বাঙলা সরকারের মধ্যে প্রত্যক্ষ আলোচনার ব্যবস্থা করেন। এছাড়া সরকারী চাকরি-ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় হিন্দুদের পক্ষে প্রভাব বিস্তার করেন। যুদ্ধসংক্রান্ত প্রস্তাবের প্রতিবাদে ১৯৩৯ খ্রী. মন্ত্রিপদ ত্যাগ করেন। ১৯৪১ খ্রী. তিনি বড়লাটের শাসন পরিষদে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি দপ্তরের মন্ত্রী ও ১৯৪৩ খ্রী. বাণিজ্য ও খাদ্যমন্ত্রী হন। মহাত্মা গান্ধীর অনশনে সরকারী নীতির প্রতিবাদে ঐ বছরই মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। দিল্লীতে মন্ত্রিরূপে থাকার সময় দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-চ্যান্সেলর ছিলেন। ১৯৪৪ খ্রী. ভারতীয় শিল্প মিশনের সদস্যরূপে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা পরিদর্শন করেন। ১৯৪৮ খ্রী. পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী এবং ১৯৪৯ খ্রী. অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫১ - ৫২ খ্রী. পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী হয়ে রাজনীতি থেকে অবসর-গ্রহণ করেন। এসব ছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটি, রেলওয়ে ছাঁটাই কমিটি, কোম্পানী আইন সংশোধন কমিটি, বঙ্গবিভাগের সময় পার্টি-শন কমিটির সদস্য এবং ভারতীয় সংবিধান রচনা-কালে শাসনতন্ত্রের আর্থিক ধারাগুলি রচনার জন্য গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির সভাপতি ছিলেন। এক সময় বাঙলার রাজনীতিতে দেশবন্ধুর অনুরক্ত যে পাঁচজনকে 'বিগ ফাইভ' বলা হত, নলিনীরঞ্জন তাঁদের অন্যতম। অর্থনৈতিক বিষয়ে তিনি কয়েক-খানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। [৩,৫,১২৪]

নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, এম.ডি., এফ.এস.এম.এফ. (১৮৮৯ - ১৯৭৩) হালিশহর—চব্বিশ পরগনা। কৃতী ছাত্র ও প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ্। ১৯১১ খ্রী. তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.বি. পাশ করেন এবং ১৯১৪ খ্রী. এম.ডি. হন। কয়েক বছর তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে নিযুক্ত ছিলেন। পরে স্বাধীনভাবে চিকিৎসা শুরু করে অল্পদিন মধ্যেই বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। চিকিৎসা বিভাগের বিভিন্ন ধারা নিয়ে, বিশেষ করে করোনারি থ্রমবসিস এবং পালমোনারি এম্বলিজম্ সম্পর্কে তাঁর বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ আছে। তিনি কলিকাতা ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন ও বেঙ্গল স্টেট ইউনিটের সভাপতি ছিলেন। বি. সি. রায় পলিও ক্লিনিক, মেয়ো হাসপাতাল, ইন্স্টিটিউশন অব চাইল্ড হেল্থ্, কুমার প্রমথনাথ চ্যারিট্যাব্ল্ ট্রাস্ট এবং বেঙ্গল টিউবারকিউলোসিস অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তিনি হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্ব প্রচারের উদ্দেশ্যে 'শাস্ত্রধর্মপ্রচার সভা'র প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতে ও তার বাইরে এই সভার প্রায় ৪ শত শাখা রয়েছে। [১৬]

নশির মামুদ। অজ্ঞাত-পরিচয় এই মুসলমান কবির একটি পদ 'পদকল্পতরু'তে সঙ্কলিত আছে। যথা—ধেনু সঙ্গে, গোঠে রঙ্গে/খেলত রাম, সুন্দর শ্যাম। [৭৭]

নসরৎ শাহ্ (? - ১৫৩৮) গৌড়। আলাউদ্দীন হুসেন শাহ্। পিতার মৃত্যুর পর ১৫২৪ খ্রী. গৌড়ের সুলতান হন। ১৫২৭ খ্রী. ত্রিহুত জয় করেন। ১৫২৬ খ্রী. সম্রাট বাবর পাণিপথের যুদ্ধে জয়ী হওয়ায় বহু আফগান-নায়ক নসরৎ শাহের আশ্রয় গ্রহণ করলে বাবর প্রথমে তাঁর নিকট সন্ধির প্রস্তাব করেন কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং ১৫২৯ খ্রী. তাঁকে সন্ধি করতে বাধ্য করান। তাঁর রাজত্বকালে পর্তুগীজেরা বাঙলায় ঘাঁটি স্থাপনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। তিনি গৌড়ে বার-দুয়ারী বা বড় সোনা মসজিদ নির্মাণ করান এবং সেখানে মহম্মদের পদচিহ্ন-সম্বলিত একটি কাল মর্মরবেদী স্থাপন করেন। মুসলমান সাধু হজরত মুকদ্দুমের সাদউল্লাপুরের সমাধি মন্দিরও তিনিই নির্মাণ করিয়েছিলেন। আততায়ীর হাতে নিহত হন। বাবরের আত্মজীবনীতে উল্লিখিত পাঁচজন শ্রেষ্ঠ মুসলমান নরপতির মধ্যে নসরৎ শাহ অন্যতম। [১,২,৩]

নসিমউদ্দীন। চব্বিশ পরগনা। একজন মুসলমান গ্রন্থকার। তাঁর রচিত 'শাহঠাকুর' গ্রন্থ ১৩১০ ব. প্রকাশিত হয়। [১]

নসিরুদ্দিন আহম্মদ, দেওয়ান। শিকারপুর—রাজশাহী। রচিত গ্রন্থ : 'উর্দুশিক্ষক', 'আরবী পড়াশিক্ষা', 'হাসির তরঙ্গ', 'সমাজ-সংস্কার', 'পতি-ভক্তি', 'বিদায় ইসলামি নামকরণ', 'পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ও ইমাম মেহেদির আবির্ভাব' প্রভৃতি। [৪]

নাকিস্ত। এই অজ্ঞাত-পরিচয় কবির নাকিস্ত (অধম) ভণিতাযুক্ত সঙ্গীত 'রাগ মারিফতে' সঙ্কলিত আছে। তাঁর একটি কৃষ্ণবিষয়ক সঙ্গীত : 'প্রেমানল দিয়া হায় রে বন্ধু...'। [৭৭]

নাছির। একজন অজ্ঞাত-পরিচয় মুসলমান কবি। তাঁর রচিত কৃষ্ণলীলাবিষয়ক সঙ্গীতের নমুনা—'যাই কোন ঠাঁই সজনী সই...'। [৭৭]

নাছিরদ্দিন সৈয়দ। এই অজ্ঞাত-পরিচয় মুসলমান কবির রচিত কৃষ্ণের রূপ-বর্ণনামূলক একখানি সঙ্গীত : 'আলো রে মুই রূপের নিছনি মরি যাই'। [৭৭]

নাজিমুদ্দিন, খাজা (১৯.৭.১৮৯৪ - ২২.১০.১৯৬৪) ঢাকা। খাজা নিজামুদ্দিন। জমিদার পরিবারে জন্ম। ঢাকায় স্কুলের শিক্ষা শেষ করে আলিগড় এম.এ.ও. কলেজে কয়েক বছর পড়ে তিনি ইংল্যাণ্ডে পড়তে যান। সেখান থেকে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন ও ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর কিছুটা পরিচিতি থাকলেও ত্রিশ দশকে মহম্মদ আলী জিন্নার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার পূর্ব পর্যন্ত রাজনীতিতে তাঁর প্রায় কোন যোগই ছিল না ; বরং সরকারের নেকনজরেই তিনি ছিলেন। ১৯৩৭ খ্রী. থেকে তিনি জিন্নার বিশ্বস্ত অনুচর হয়ে ওঠেন। দ্বৈতশাসন কালে ১৯২৯ খ্রী. তিনি শিক্ষামন্ত্রী নির্বাচিত হন এবং ১৯৩০ খ্রী. প্রাথমিক শিক্ষা বিল পাশ করে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি মুসলিম লীগ দলের বাঙলা-দেশ শাখার নেতা এবং ১৯৩৭ - ১৯৪৭ পর্যন্ত সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের কার্যকরী কমিটির সদস্য ছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় বাঙলাদেশে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছিল। ১৯৩৭ খ্রী. ফজলুল হকের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় তিনি চার বছর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন। পরে তাঁর তীব্র সাম্প্রদায়িকতাবাদের জন্য ফজলুল হকের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ঘটে। ফলে ফজলুল হকের 'কৃষক প্রজা পার্টি'র সঙ্গে কোয়ালিশন করে তিনি যে মন্ত্রিসভায় আসেন তা ভেঙ্গে ফেলেন এবং বিরোধী দল ও মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী দলের নেতা হিসাবে কাজ করেন। ১৯৪৩ খ্রী. মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হলে তিনি তার মুখ্যমন্ত্রী হন। ১৯৪৬ খ্রী. জেনেভায় 'লীগ অব নেশনস্'-এর যে শেষ অধিবেশন হয় তাতে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। ভারত-বিভাগের পর তিনি পূর্ব-পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর ও জিন্নার মৃত্যুর পর তিনি সমগ্র পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হন (সেপ্টেম্বর ১৯৪৮)। অক্টোবর ১৯৫১ খ্রী. তিনি পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী হন। গোলাম মহম্মদ গভর্নর জেনারেল হলে তিনি পদচ্যুত হন (১৭.৪.১৯৫৩)। এখানেই তাঁর রাজনীতিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। শেষ-জীবন নিজের দেশের বাড়িতে কাটান। তিনি গোড়া রক্ষণশীল ছিলেন ; ফলে মুসলিম যুবসমাজ তাঁর কাছ থেকে কোনও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির শিক্ষা পায় নি। [১২৪]

নাজির মোহাম্মদ সরকার। বগুড়া (পূর্ববঙ্গ)। ১১৮৬ ব. স্বরচিত 'সোনাইযাত্রা' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। [১]

নাড় বা নাড় পণ্ডিত (১১শ শতাব্দী) সালপুত্র—প্রাচ্য-ভারত। অতীশ দীপঙ্করের সমসাময়িক তৈলিকপাদের প্রধান শিষ্য জনৈক সিদ্ধাচার্য। তিনি নারো, নারোপা, নারোৎপা, নাড়পাড়া প্রভৃতি নামেও উল্লিখিত ছিলেন। তিব্বতী ঐতিহ্য মতে তিনি ছিলেন প্রাচ্য দেশের রাজা শাক্য শুভশান্তিবর্মার পুত্র ; অপর মতে জনৈক কাশ্মীরী ব্রাহ্মণের পুত্র। কেউ বলেন, তিনি জাতে শুঁড়ি। মগধের পশ্চিমে ফুল্লহরি নামক স্থানে তিনি তন্ত্রাভ্যাস করতেন এবং শেষে যশোধর বা জ্ঞানসিদ্ধি নাম গ্রহণ করে বৌদ্ধধর্মে সিদ্ধিলাভ করেন। আচার্য জেতারির

পশ্চাদ্‌গামী হিসাবে তিনি বিক্রমশীল-বিহারের উত্তরদ্বারী পণ্ডিত নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁদের থেকে 'মহাচার্য', 'মহাযোগী' এবং 'শ্রীমহামুদ্রাচার্য' উপাধি-ভূষিত হন। তাঁর অপর একটি উপাধি 'যশোভদ্র'। তিনি ১০ খানি সাধনগ্রন্থ, কালচক্রযানী দীক্ষা বিষয়ে 'সেকোদ্দেশটীকা', ২টি বজ্রগীতি, ১টি নাড়-পণ্ডিতগীতিকা এবং 'বজ্রপদসারসংগ্রহ' গ্রন্থের টীকা রচনা করেছিলেন। বর্তমানে বঙ্গে তাঁর সম্প্রদায়ভুক্তগণকে ন্যাড়া বা নেড়ীর দল নামে অভিহিত করা হয়। ভুটিয়ারা তাঁকে এখনও সিদ্ধ-পুরুষ ব'লে পূজা করে থাকে। তাঁর পত্নীকে নাঢ়ী বলা হত। নাঢ়ী মহাবিদুষী ছিলেন এবং বৌদ্ধেরা তাঁকে 'জ্ঞানডাকিনী' উপাধি দিয়েছিলেন। [১,৬৭]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৩২৫ - ২২.৭.১৩৭৭ ব.) বালিয়াডাঙ্গি—দিনাজপুর। আদি নিবাস বাসুদেবপাড়া—বরিশাল। আসল নাম তারকনাথ, কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নামেই তিনি লেখা শুরু করেন ও সুপরিচিত হন। ১৯৪১ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম.এ. পাশ করেন। বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প-বিষয়ে গবেষণামূলক কাজের জন্য তিনি ডি.লিট. উপাধি পান এবং প্রথমে সিটি কলেজে ও পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কর্মে ব্রতী হন। ছাত্রাবস্থায় কাব্য-রচনার মাধ্যমে সাহিত্য-সাধনা শুরু করেন। পরে গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি রচনা করে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। সমালোচক ও সাংবাদিক হিসাবেও খ্যাতিমান ছিলেন। বসুমতী পত্রিকার পক্ষ থেকে সংবাদ-সাহিত্যের প্রথম পুরস্কার প্রদান করে তাঁকে সম্মানিত করা হয়। শেষ-জীবনে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় 'সুনন্দ' ছদ্মনামে যে সব রচনাবলী প্রকাশ করেন তা সাহিত্যমূল্যে রসমণ্ডিত হয়ে বাঙালী পাঠককে আনন্দ ও জ্ঞান সমভাবে বিতরণ করেছে। কয়েকটি চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যও তিনি রচনা করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য রচনাবলী : 'উপনিবেশ' (তিন খণ্ড), 'বীতংস' (গল্পগ্রন্থ), 'সূর্যসারথি', 'তিমির-তীর্থ' 'আলোর সরণি', 'শিলালিপি', 'বৈতালিক', 'ইতিহাস', 'একতলা', 'রামমোহন' (নাটক), 'ছোট-গল্প বিচিত্রা', 'পদসঞ্চার', 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী', 'অঙ্কুশ' প্রভৃতি। কিশোরদের জন্য রচিত 'টেনিদা'র কীর্তি-কাহিনী-সমন্বিত গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য। [১৬]

নারায়ণচন্দ্র দে। ঢাকা অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। পুলিসী গ্রেপ্তার এড়াতে দলের নির্দেশে তিনি কাশী পালিয়ে গিয়ে সেখানে শিক্ষকতা করতে থাকেন এবং কাশীর বৈপ্লবিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯১৫ খ্রী. 'বেনারস ষড়যন্ত্র মামলা'র বিচারে কাশীর বিখ্যাত বিপ্লবীরা কারাগারে আবদ্ধ হলে সুরেনাথ ভাদুড়ীর নেতৃত্বে বৈপ্লবিক কর্মীরা আবার সক্রিয় হয়ে ওঠার চেষ্টা করেন। নভেম্বর ১৯১৬ খ্রী. বাঙলাদেশ থেকে প্রাপ্ত বৈপ্লবিক ইস্তাহার বিলি করার অভিযোগে নারায়ণচন্দ্র গ্রেপ্তার হয়ে দীর্ঘ কারাদণ্ড ভোগ করেন। [৫৪]

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিদ্যাভূষণ (? - ১৯২৭) পোলগ্রাম—হুগলী। পীতাম্বর। বাল্যে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন এবং কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি ও বেদান্তের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকার থেকে তিনবার বৃত্তি পান। 'স্বদেশী' মাসিক পত্রিকার পরিচালক ছিলেন। বহু প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকাদিতে ছোট গল্প লিখে প্রসিদ্ধ হন। রচিত উপন্যাস : 'নববোধন', 'কথা-কুঞ্জ', 'কুলপুরোহিত', 'অভিমান' প্রভৃতি। এছাড়াও তিনি জৈন পণ্ডিত হেমচন্দ্রের 'অভিধান চিন্তামণি' বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করেন। [১,২৫,২৬]

নারায়ণ দাস, কবিরাজ। 'চিকিৎসা-পরিভাষা' ও 'দ্রব্যগুণ রাজবল্লভ' গ্রন্থ-রচয়িতা একজন চিকিৎসা-শাস্ত্রবিদ্‌। তিনি জয়দেবের গীতগোবিন্দের উপর 'সর্বাঙ্গসুন্দরী' নামে একটি উৎকৃষ্ট টীকাও রচনা করেছিলেন। [১]

নারায়ণ দেব। আনু. ১৬শ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। তাঁর আত্মবিবরণী থেকে জানা যায়, রাঢ়দেশ ছেড়ে ময়মনসিংহের বোরগ্রামে তিনি বসতি স্থাপন করেন। পিতার নাম নরসিংহ। নিজে সংস্কৃত জানতেন না। লোক-পরম্পরায় সংস্কৃত পদ্ম-পুরাণের কাহিনী শুনে চাঁদ সদাগরের উপাখ্যানা-বলী অবলম্বনে তিনি বাংলায় 'পদ্মপুরাণ' রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটির প্রাচীন অনুলিপিতে যদুনাথ পণ্ডিত, জানকীনাথ পণ্ডিত, দ্বিজবংশীদাস, জগন্নাথ বিপ্র—এই কয়জনের ভণিতা পাওয়া যায়। চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগের এই কবির রচিত 'মনসা মঙ্গল' আসামের ব্রহ্মপুত্র এবং সুরমা উপত্যকায় বহুল-প্রচারিত হয়েছিল। ফলে অসমীয়া ভাষায় তাঁর গ্রন্থখানি আনুপূর্বিক পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। এমন কি, তাঁকে অসমীয়া ভাষার আদি কবির মর্যাদাও দেওয়া হয়। [১,২,৩]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩০১ - ১১.৯.১৩৭৬ ব.) পাইকপাড়া—কলিকাতা। ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী দলে যোগ দেন। 'রডা' কোম্পানীর পিস্তল অপ-হরণের ষড়যন্ত্রে তাঁরও কিছু অংশ ছিল। বাঘা যতীনের শিষ্যদের অন্যতম ছিলেন। নরেন ভট্টাচার্য ও জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করেছেন। ১৯১৬ - ২০, ১৯২৪ - ২৮ এবং ১৯৩০ - ৩৭ খ্রী. তিনি আটক-বন্দী ছিলেন। বিভিন্ন কারা-

বাসের ফাঁকে কিছু কিছু ব্যবসায় করে জীবিকার চেষ্টা করেছেন। ক্রমে বিপ্লবী কার্যে পৈতৃক বসত-বাড়ি বিক্রয় করে সর্বস্বান্ত হন। ত্রিশ দশকে কারাভ্যন্তরে ধীরে ধীরে পঠন-পাঠনের মাধ্যমে মার্ক্সীয় দর্শনে ও সাম্যবাদী আন্দোলনে আকৃষ্ট হন। কারা-জীবনের ফাঁকে 'আনন্দবাজার', 'বসুমতী' প্রভৃতি দৈনিকেও লিখতেন। মনীষী বার্ট্রান্ড রাসেলের 'রোড টু ফ্রীডম্'-এর একটি অনবদ্য অনুবাদ করেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের পর তাঁর 'ধাপ্পা' নামে একটি রাজনৈতিক রচনা বিখ্যাত হয়েছিল। ফলে বিপ্লবী গুপ্ত সংগঠনের নেতৃবর্গের রোষদৃষ্টিতে পড়েন। স্বাধীন ভারতে মুক্ত ও অবিবাহিত জীবনে তাঁর উপজীব্য ছিল নিজের রচিত গ্রন্থগুলি। তাঁর আত্মজীবনীমূলক 'বিপ্লবের সন্ধানে' গ্রন্থটি ভারতের রাজনীতির ইতিহাসের গবেষকদের একটি মূল্যবান উপাদান। [৪]

নারায়ণ রায়, ডা. (১৯০০ - ১.১১.১৯৭৩) কলিকাতা। ডাক্তার ক্ষেত্রনাথ। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের মেধাবী ছাত্র, সমাজসেবী, চিকিৎসক ও প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা নারায়ণ রায় ত্রিশের দশকে আন্দামান জেলে 'কমিউনিস্ট সংহতি' গড়ে তোলার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। বিপ্লবী দলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং ডালহৌসী স্কোয়ার ও ক্যালকাটা বোমা কেসে তিনি ১৯৩০ খ্রী. যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। সেই সময় তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের সর্বকনিষ্ঠ কাউন্সিলার ছিলেন। আলীপুর জেলে দুই বছর থাকা কালে তিনি কালী সেনের সংস্পর্শে এসে মার্ক্সবাদে দীক্ষিত হন এবং এ বিষয়ে গভীর পড়াশুনা করেন। ১৯৩৩ খ্রী. আন্দামানের সেলুলার জেলে গিয়ে তিনি সেখানে 'পাঠচক্র' চালাতে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট নেতাদের অনেকেই এই পাঠচক্র থেকে প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন। সেখানে থাকা কালে তিনি আলীপুর জেলে বন্দী আবদুল হালিম এবং সরোজ মুখার্জীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে 'কমিউনিস্ট সংহতি' গড়ে তোলেন। এ কাজে নিরঞ্জন সেন, সতীশ পাকড়াশী ও অন্যান্যরা সহযোগী ছিলেন। ১৯৩৮ খ্রী. বন্দীমুক্তি আন্দোলনের চাপে সরকার তাঁদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ১৯৩৯ খ্রী. আন্দামান থেকে ফিরে প্রকাশ্যে কমিউনিস্ট আন্দোলনে নামেন। পার্টি সে সময়ে বেআইনী ঘোষিত ছিল। চিকিৎসক হিসাবেও তিনি খ্যাতিমান হয়েছিলেন এবং বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করে দরিদ্রজনের গভীর ভালবাসা ও সম্মান-সমাদর লাভ করেন। ১৯৫২ থেকে ১৯৬৮ খ্রী. পর্যন্ত তিনি উত্তর কলিকাতার বিদ্যাসাগর কেন্দ্র থেকে বিধানসভার নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে তিনি আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নি। তখন থেকে কেবল চিকিৎসা ও জনসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ভারতীয় রেডক্রশ সোসাইটির আজীবন সদস্য ও জনহিতকর বহু সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৬২ খ্রী. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধা-বিভক্ত হলে তিনি মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত থাকেন। [১৬]

নারায়ণ সার্বভৌম (আনু. ১৭শ শতাব্দী)। এই নৈয়ায়িক পণ্ডিতের রচিত 'সামগ্রীপ্রতিবন্ধকতা-বিচারঃ' আলোয়ারে এবং 'প্রতিযোগিজ্ঞানকারণতা-বিচারঃ' তাঞ্জোরে রক্ষিত অছে। হরিরাম-গদাধর প্রতিপক্ষভূত এই সার্বভৌমের পরিচয় অজ্ঞাত। [৯০]

নারায়ণ সেন (১৯১২ - ৮.৯.১৯৫৬) বগুড়া। সুরেশচরণ। ম্যাট্রিক পাশ করে চট্টগ্রামে মাতুলালয়ে থাকা কালে বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসেন। চট্টগ্রাম কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়বার সময় ১৮.৪.১৯৩০ খ্রী. যুব বিদ্রোহে পুলিস লাইন আক্রমণে যোগ দেন। তারপর মাস্টারদা (সূর্য সেন) এবং অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে চার দিন অনাহারে-অনিদ্রায় পাহাড় অঞ্চলে কাটান। ২২.৪.১৯৩০ খ্রী. ঐতিহাসিক জালালাবাদ যুদ্ধে জয়লাভ করেন। যুদ্ধশেষে মাস্টারদার নির্দেশে চট্টগ্রাম ত্যাগ করে ঢাকা, মজঃফরপুর, বেনারস প্রভৃতি অঞ্চলে দীর্ঘ-দিন আত্মগোপন করে কলিকাতায় ফেরেন। এই সময় তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য ৫০০ টাকা পুরস্কার ঘোষিত হয়েছিল। দীর্ঘ ১৮ বছর বিভিন্ন সাজে আত্মগোপন করে কাটান। কলিকাতায় 'অনাথ রায়' ছদ্মনামে প্রকাশ্যে বাস করেছেন। ১২.১.১৯৪৮ খ্রী. মাস্টারদার মৃত্যুবার্ষিকীতে তিনি স্বনামে আত্মপ্রকাশ করেন। [৯৬]

নারায়ণী। স্বামী—রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার। একজন বিদুষী মহিলা। সংস্কৃত ব্যাকরণে ও জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শিনী ছিলেন। [১]

নাসির উদ্দিন হায়দর। শ্রীহট্ট। উক্ত অঞ্চলের একজন খ্যাতনামা গ্রন্থকার। 'সুহেলি এমন' নামক ফারসী গ্রন্থের রচয়িতা। [২]

নিকী। ১৯শ শতাব্দীর এক নাম-করা বাইজী। ঐ শতাব্দীর প্রথম থেকেই পশ্চিমের বাইজীরা কলিকাতায় আসতে থাকেন এবং পোষকতা পেয়ে অনেকেই পেশাদার জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ক্রমে কলিকাতায় পশ্চিমা বাইজীদের রীতিমত একটি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। তৎকালীন সংবাদ-পত্র থেকে জানা যায়, ১৮২৩ খ্রী. নর্তকী নিকী

রাজা রামমোহন রায়ের মানিকতলার বাগানবাড়িতে নাচেন। ঐ সময়ে বেগমজান, হিঙ্গুলে, নান্নিজান, সুপনজান প্রভৃতি আরও কয়েকজন নর্তকী-গায়িকার নাম পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হত। উক্ত ১৯শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নিকী, মধ্যভাগে হীরা বুলবুল এবং শেষভাগে শ্রীজান বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। [১৮,৬৪]

নিকুঞ্জবিহারী গুপ্ত (১৯শ শতাব্দী) জনার্দাড়ী—মেদিনীপুর। দ্বারকানাথ। রয়্যাল অ্যাগ্রিকালচারাল সোসাইটির সদস্য। ১৩১৪-১৩২৯ ব. পর্যন্ত 'সচিত্র কৃষক' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'কার্পাস-প্রসঙ্গ' ও 'কৃষিসহায়'। [৪]

নিখিলনাথ রায় (ডিসেম্বর ১৮৬৫-৪.১১.১৯৩২) পুঁড়া—চব্বিশ পরগনা। জানকীনাথ। কৌলিক উপাধি 'গুহ'। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাশ করে ১৮৭৯ খ্রী. খাগড়া মিশনারী স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৮৭ খ্রী. বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা, বহরমপুর কলেজ থেকে এফ.এ. ও ১৮৯২ খ্রী. বি.এ. এবং ১৮৯৭ খ্রী. বি.এল. পাশ করে প্রথমে বহরমপুর জজ আদালতে ও পরে ১৯০২ খ্রী. থেকে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করেন। ১৩১৪-২৯ ব. পর্যন্ত কাশিমবাজার মহারাজের নায়েব ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই কবিতা রচনা এবং ইতিহাস পড়তে ও আলোচনা করতে ভালবাসতেন। কলেজে পড়ার সময় 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাস' গ্রন্থ রচনা শুরু করেন এবং তখন থেকেই তাঁর রচিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলী 'মুর্শিদাবাদ-হিতৈষী' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ১২৯১ ব. তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ 'রাজপুত কুসুম' প্রকাশিত হয়। শশধর তর্কচূড়ামণি প্রতিষ্ঠিত বহরমপুরের 'সুনীতি সঞ্চারিণী' সভার এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির একজন সভ্য ছিলেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামক মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। বিহারীলাল সরকার ও অক্ষয় মৈত্রেয়ের প্রমাণকে অগ্রাহ্য করে লর্ড কার্জন হলওয়েল মনুমেণ্ট পুনঃস্থাপন করলে 'রঙ্গালয়' পত্রিকায় তিনি এই পুনঃস্থাপনকে ঐতিহাসিক মিথ্যাচার বলে ঘোষণা করেন। 'শাশ্বতী' মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক এবং দু'বছর বসিরহাটের 'পল্লীবাণী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী : 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী', 'সোনার বাংলা', 'জগৎশেঠ', 'প্রতাপাদিত্য', 'অশ্রুহার', 'সমাধান' প্রভৃতি। বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকাতেও তাঁর প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হত। [১,৩,৪,৭,৮,২৫,২৬]

নিখিলরঞ্জন গুহ রায় (১৮৮৮-২.৪.১৯৭৪) ফরিদপুর। জীবনের ২০ বছর জেলে কেটেছে। তার মধ্যে আন্দামানে কাটে দুই বারে ১৩ বছর। সেখানে তাঁর বন্দীজীবনের সঙ্গী ছিলেন বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলিন দাস প্রমুখ বিপ্লবীরা। স্বাধীনতার পর এই অকৃতদার বিপ্লবী কলিকাতার বাগমারী এলাকায় জনগণের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেন। [১৬]

নিখিলরঞ্জন সেন (২০.৫.১৮৯৪-১৩.১.১৯৬৩) ঢাকা। কালীমোহন। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে মেঘনাদ সাহার সহপাঠী ছিলেন। সেখান থেকে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা (১৯০৯) পাশ করে রাজশাহী কলেজ থেকে আই.এস-সি. (১৯১১) পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে অঙ্কশাস্ত্রে অনার্স পড়ার সময় সত্যেন বোস ও মেঘনাথ সাহা সহপাঠী ছিলেন। অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়। ১৯১৩ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কে অনার্স পরীক্ষায় প্রথম তিনজন যথাক্রমে বোস, সাহা ও সেন। প্রেসিডেন্সীতেই স্নাতকোত্তর অঙ্কের ছাত্র হন এই তিনজন। অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন সি. ই. কালিস এবং ডি. এন. মল্লিক। ফলিত অংকশাস্ত্রে (তৎকালীন Mixed Mathematics) সত্যেন বোস ও মেঘনাথ সাহা ১৯১৫ খ্রী. প্রথম ও দ্বিতীয় হয়ে উত্তীর্ণ হন। নিখিলরঞ্জন পরের বছর পরীক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৯১৭ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত অঙ্কশাস্ত্রে অধ্যাপনা শুরু করেন এবং ফলিত গণিত ও বিশুদ্ধ পদার্থবিদ্যায় গবেষণায় মন দেন। গবেষণার বিষয় ছিল—স্থিতিস্থাপকতার গাণিতিক সূত্র ও তরল গতিশীল তরঙ্গ। এ সম্পর্কে কয়েকটি নিবন্ধ প্রকাশ হবার পরই গাণিতিক পণ্ডিতরূপে খ্যাত হন। ১৯২১ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি.এস-সি. ডিগ্রী পান। এর পর বার্লিন, মিউনিখ্ ও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করেন। অধ্যাপক ভন লাউ-এর অধীনে আপেক্ষিক সাধারণ তত্ত্বে ও মহাকাশবিষয়ক (Cosmogony) গবেষণার জন্য বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। এই সময়ে Quantum Theory ক্রমশই প্রতিষ্ঠা লাভ করছিল। বিজ্ঞানের এই বিভাগে তিনি ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, আর্নল্ড সোমারফিল্ড, লুই ডি ব্রগলী প্রভৃতি দিক্‌পালগণের সঙ্গে পরিচিত হন ও গভীরভাবে পড়াশুনা করেন। তিনি অধ্যাপক ভন মিসেস-এর কাছে সম্ভাব্যবাদ (Theory of Probability) এবং অধ্যাপক

Schmidt-এর নিকট Topology বিষয়েও শিক্ষা-লাভ করেন। ১৯২৪ খ্রী. দেশে ফিরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিত বিভাগে, 'রাস-বিহারী ঘোষ অধ্যাপক' নিযুক্ত হন এবং বিভাগ পুনর্গঠন, নূতন শিক্ষণীয় বিষয় স্থির করা ইত্যাদি কাজে যোগ্য নেতৃত্বের পরিচয় দেন। এখানে আপেক্ষিকতাবাদ, অ্যস্ট্রোফিজিক্স, জিওফিজিক্স, কোয়া-ন্টাম্ মেকানিক্স, স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স, হাইড্রোম্যাগনেটিক্স, ফ্লুইড্ ডাইনামিক্স, ইলাস্টিসিটি এবং ব্যালিস্টিক্স বিষয়ে মৌলিক গবেষণা তাঁরই নেতৃত্বে শুরু হয়। বৈদেশিক শক্তির প্রভাবমুক্ত নব-ভারতে দেশরক্ষা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান 'ব্যালি-স্টিক্স' বিষয়টি তিনিই পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেন ও নিজেই শিক্ষার ভার নেন এবং The Physico Mathematical Colloquium নামে পত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। ১৯৩৬ খ্রী. ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের গণিত শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। গণিতশাস্ত্রসম্পর্কিত নানা সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং এই বিষয়ে বহু প্রবন্ধ রচনা করেন ও বক্তৃতা দেন। [৮২]

নিখিলানন্দ, স্বামী (১৮৯৫ - ২১.৭.১৯৭৩) নোয়াখালী (পূর্ববঙ্গ)। নিখিলানন্দজী সেই যুগের মানুষ যে যুগে বিপ্লব, সাংবাদিকতা ও সন্ন্যাস এই তিন ছিল একই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার তিনটি পথ বা ধাপ। নিখিলানন্দজী প্রথম দু'টি ধাপ অতিক্রম করে তৃতীয়টিতে উপনীত হয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর কাছে তিনি মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। ১৯২২ খ্রী. রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগ দেন। স্বামী সারদানন্দের কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ১৯৩১ খ্রী. সঙ্ঘের নির্দেশে তিনি আমেরিকাতে বেদান্ত প্রচারে যান। ইউরোপ ও আমেরিকায় তিনি বক্তা ও লেখক হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। নিউ-ইয়র্কে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টার প্রতিষ্ঠা তাঁর অন্যতম কীর্তি। তাঁর রচিত, অনূদিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলীর (সবই ইংরেজীতে) মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য : দি গসপেল অফ শ্রীরামকৃষ্ণ, অদ্বৈত-বেদান্তের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ গৌড়পাদের মাণ্ডুক্যকারিকার অনুবাদ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী, গীতা ও উপনিষদের আধুনিক অনুবাদ, স্বামী বিবেকানন্দের 'দি যোগস অ্যান্ড আদার ওয়ার্কস্' ইত্যাদি। নিউইয়র্কে মৃত্যু। [১৬]

নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংস (১২৮৭ - ১৩.৮.১৩৪২ ব.) কুতুবপুর—নদীয়া। ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়। নদীয়ার রাধাকান্তপুরে মাতুলালয়ে জন্ম। পূর্বাশ্রমের নাম নলিনীকান্ত। দারিয়া-পুর মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয় থেকে পাশ করে ঢাকা সার্ভে স্কুলে কয়েক বছর পড়েন। কিন্তু শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হতেই ওভারসিয়ারের চাকরি পান। পত্নীবিয়োগের পর পরলোকে ও আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হন। প্রথমে মাদ্রাজের অ্যাডায়ারে থিও-সফিক্যাল সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত হন। পরে তারা-পীঠের সাধক বামাক্ষ্যাপার শরণ নেন এবং শেষে আজমীরের বৈদান্তিক সন্ন্যাসী সচ্চিদানন্দ সর-স্বতীর কাছে সন্ন্যাস নিয়ে নিগমানন্দ নাম গ্রহণ করেন। যোগসাধনায় তাঁর গুরু ছিলেন উত্তর-পূর্ব ভারতের সুমেরদাসজী এবং প্রেমের সাধনায় গুরু ছিলেন মুসৌরী পাহাড়ের গৌরীদেবী। অবিভক্ত বঙ্গের পাঁচটি বিভাগে পাঁচটি আশ্রম ও 'ঋষি বিদ্যালয়', কুতুবপুরে হাই স্কুল, দাতব্য চিকিৎসা-লয় ও আসামের কোকিলামুখে আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ স্থাপন করেন। 'শঙ্করের মত আর গৌরাঙ্গের পথ' এবং অসাম্প্রদায়িক ধর্মের বিস্তার তাঁর প্রধান আদর্শ ছিল। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'ব্রহ্মচর্যসাধন', 'জ্ঞানীগুরু', 'তান্ত্রিকগুরু', 'প্রেমিক-গুরু' প্রভৃতি। এ ছাড়াও সনাতন ধর্মের মুখপত্র-রূপে 'আর্যদর্পণ' মাসিক পত্রিকা প্রবর্তন করেন। শেষ-জীবনে অধিকাংশ সময়ে পুরীতে থাকতেন। কলিকাতায় মৃত্যু। [১,৩,৪]

নিজামউদ্দীন আউলিয়া। ময়মনসিংহ জেলার বোকাইনগরে এই সাধুর একটি সমাধি আছে। এই সাধকের স্মরণার্থে প্রতি বছর বৈশাখ মাসে এখানে মেলা বসে। কথিত আছে, এই মহাত্মার প্রভাবে স্থানীয় বহু মেচ ও কোচ ইসলামধর্ম গ্রহণ করে। এই নামে একাধিক দরবেশের নাম পাওয়া যায়। [১]

নিজামুদ্দীন আহমেদ (১৯২৯ - ১২.১২.১৯৭১) মাওয়া—ঢাকা। পূর্ব-পাকিস্তানের প্রখ্যাত সাংবাদিক। ১৯৫২ খ্রী. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্র-জীবনেই তিনি সাংবাদিকতার বৃত্তি গ্রহণ করে-ছিলেন। ১৯৫৯ খ্রী. তিনি একমাত্র সংবাদদাতা হিসাবে তদানীন্তন 'পাকিস্তান প্রেস ইন্টার-ন্যাশনাল' সংবাদ সরবরাহ সংস্থায় যোগ দেন এবং তাঁর প্রচেষ্টায় পূর্ববঙ্গে তার শাখা-দপ্তর স্থাপিত হয়। ক্রমে তিনি পি.পি.আই.-এর সম্পাদক ও ১৯৬৯ খ্রী. থেকে আমৃত্যু ঐ সংস্থার জেনারেল ম্যানেজার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বি.বি.সি., অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকা এবং ইউ.পি.আই.-এর ঢাকাস্থ সংবাদদাতা ছিলেন। বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে ইউরোপ ও আমে-রিকা ভ্রমণ করেন। ১৯৬৫ খ্রী. তৎকালীন প্রাদে-শিক পরিষদের আসনে নির্বাচিত হন। মুক্তিযুদ্ধের সময় যে-সমস্ত বিদেশী সাংবাদিক তৎকালীন পূর্ব-

পাকিস্তানে আসতেন তিনি তাঁদের কাছে পাক-বাহিনীর কার্যকলাপ বিস্তারিত বিবরণ সহ সুকৌশলে সরবরাহ করতেন। মুক্তিবাহিনীর হাতে মুন্সীগঞ্জের পতন ঘটলে তিনি বি.বি.সি.-তে তার এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ পরিবেশন করেন। তাঁর এই কার্যকলাপের জন্য ভীত-সন্ত্রস্ত পাক-বাহিনী তাঁকে ধরে নিয়ে যায় ও হত্যা করে। [১৫২]

নিতাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। চুঁচুড়া—হুগলী। তিনি সাপ্তাহিক 'চুঁচুড়া বার্তাবহ', 'বঙ্গদর্পণ' ও ১৩৩৭ ব. মাসিক 'শিল্প ও সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'বালগঙ্গাধর তিলক', 'ঝরণা' ও 'গায়ত্রী' (নাটক)। [৪]

নিতাই ভট্টাচার্য (১৯০০? - ২৭.১০.১৯৭০) নবদ্বীপ—নদীয়া। শিক্ষকরূপে জীবন শুরু করেন। পরে স্বাধীনতা-সংগ্রামী হিসাবে কারাবরণ করেন। সুভাষচন্দ্রের অনুগামী ছিলেন। নাট্যাচার্য শিশির-কুমারের প্রেরণায় অভিনেতা ও নাট্যকার হন। পরে চলচ্চিত্র-জগতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা শুরু করেন। উল্লেখযোগ্য কাহিনী ও চিত্র-নাট্যাবলী : 'সংগ্রাম', 'স্বপ্ন ও সাধনা', 'সমাপিকা', 'সঞ্চারী', 'আবর্ত', 'শঙ্করনারায়ণ ব্যাঙ্ক', 'দেবী মালিনী', 'যদুভট্ট', 'শিল্পী', 'সাগরিকা', 'সবার উপরে' প্রভৃতি। [১৬]

নিত্যকৃষ্ণ বসু (? - ২৯.৩.১৩০৭ ব.)। এম.এ. পাশ করে কোন্নগর স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তাঁর রচিত বহু ছোট ছোট কবিতা আছে। এ ছাড়া তাঁর সাহিত্য-সমালোচনা-মূলক 'সাহিত্যসেবকের ডায়েরী' গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। [১]

নিত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২৩ - ১০.১১.১৯৭৩)। পিতা যশোহরের বন্দবিলা সত্যাগ্রহ-খ্যাত ডাক্তার হরিচরণ। ছাত্রাবস্থায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে কৃষ্ণনগরের ধর্মঘট তাঁরই নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। পরবর্তী কালে তাঁর রাজনীতিক মতের পরিবর্তন ঘটে ও তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। ১৯৪৫ খ্রী. তিনি 'বাস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নে'র সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ খ্রী. রশিদ আলী দিবসের মিছিলে পুলিসের গুলীবর্ষণের ফলে আহত হন ও তাঁর একটি পা কেটে বাদ দিতে হয়। তারপরেও অনেক বৎসর তিনি রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। [১৬]

নিত্যগোপাল ভট্টাচার্য (? - ৭.১.১৯৩৪) চট্টগ্রাম। বিপ্লবী সূর্য সেনের মৃত্যুদণ্ডের প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামের ছাউনিতে ঢুকে ব্রিটিশ সামরিক অফিসারকে হত্যা করার সময় সিকিউরিটি গার্ডের গুলিতে মারা যান। [৪২]

নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়। ১৯০৪ খ্রী. 'সরল কৃষি বিজ্ঞান' ও ১৯০৮ খ্রী. 'রেশম বিজ্ঞান' গ্রন্থ রচনা করেন। [৪]

নিত্যগোপাল সেন (? - ৭.১.১৯৩৪) চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল স্কুলের ছাত্র। ১৯৩০ খ্রী. বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা নেন। ১৯৩৩ খ্রী. মাস্টারদা (সূর্য সেন) এবং তারকেশ্বর দস্তিদারের মৃত্যুদণ্ডের প্রতিবাদে তিনি এবং আরও ৩ জন যুবক ৭.১.১৯৩৪ খ্রী. পল্টনের ক্রিকেট খেলার মাঠে বোমা ও পিস্তলের সাহায্যে পুলিস সুপার পিটার ক্লিয়ারীকে নিহত এবং কয়েকজন শ্বেতাঙ্গকে আহত করেন। মিলিটারীর পাল্টা আক্রমণে তিনি এবং হিমাংশু চক্রবর্তী ঘটনাস্থলেই মারা যান। [৯৬]

নিত্যানন্দ ঘোষ (আনু. ১৬শ শতাব্দী)। কাশীরাম দাসের পূর্ববর্তী এই কবি 'মহাভারত' গ্রন্থ পদ্যে অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর মহাভারতের সঙ্গে অনেক স্থলে কাশীরাম দাসের মহাভারতের অবিকল মিল দেখা যায়। [১,২,৪]

নিত্যানন্দ চৌধুরী (? - ১৯৫৪) রাজশাহী। ইংরেজীতে এম.এ. পাশ করে কুষ্টিয়ার খোকসা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে কর্মজীবন শুরু করেন। বাঙলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। ১৯৩৮ খ্রী. রানীগঞ্জ কোলিয়ারীতে এবং 'বেঙ্গল পেপার মিলস্' প্রভৃতি স্থানে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সংগঠন করেন। কৃষক আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। সভায় লোক জমায়েত করার উদ্দেশ্যে তিনি পায়ে ঘুঙুর বেঁধে গান গাইতেন। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য এবং চারের দশকে পার্টির চব্বিশ পরগনার জেলা-সম্পাদক ছিলেন। [১২৮,১৪৬]

নিত্যানন্দ দাস (১৫৩৭ - ?) শ্রীখণ্ড—বর্ধমান। আত্মারাম। তাঁর প্রকৃত নাম বলরাম দাস। গুরুপ্রদত্ত নাম নিত্যানন্দ। তিনি 'প্রেমবিলাস', 'গৌরাঙ্গাষ্টক', 'বীরচন্দ্র চরিত', 'রসকলাসার', 'কৃষ্ণলীলামৃত', 'হাটবন্দনা', 'কুঞ্জভঙ্গের একুশ পদ' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। গ্রন্থগুলির মধ্যে 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থটি তিনি গুরুপ্রদত্ত নামেই রচনা করেছিলেন। [১,২,২৬]

নিত্যানন্দ প্রভু (আনু. ১৪৭৭/৭৮ - ১৫৩২?) একচক্রা—বীরভূম। হাড়াই পণ্ডিত। চৈতন্যদেবের প্রধান পার্ষদ নিত্যানন্দ ১২ বছর বয়সে গৃহত্যাগী হয়ে ২০ বছর বিভিন্ন তীর্থ পরিভ্রমণ করে নবদ্বীপে আসেন। সম্ভবত মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ছিলেন। তিনি এবং অদ্বৈতাচার্য গৌরাঙ্গকে অবতার ব'লে ঘোষণা করেন। মদ্যপ কোতোয়াল জগাই ও মাধাইকে উদ্ধার করার কৃতিত্ব প্রধানত তাঁরই।

নিত্যানন্দের প্রভাবে গৌরাঙ্গ বৃন্দাবনের বদলে পুরীতে অবস্থান করেন। পুরীতে গৌরাঙ্গদেবের সংগী ছিলেন এবং পরপর কয়েক বছর সেখানে যেতেন। বরাহনগর থেকে নবদ্বীপ অবধি গঙ্গার দুই তীরস্থ গ্রামসমূহ তাঁর প্রেমধর্ম প্রচারের এলাকা ছিল। এই প্রেমধর্মের প্রভাবে সপ্তগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বণিক উদ্ধারণ দত্তের জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং বৈষ্ণবধর্মে অনুরাগী হয়ে তিনি নিত্যানন্দের শরণ নেন। নিত্যানন্দ নৃত্যের মাধ্যমে এবং সংকীর্তন সহযোগে হরিনাম বিতরণ করতেন। মহাপ্রভুর আদেশে তিনি বসুধা ও জাহ্নবী দেবীকে বিবাহ করেন। বসুধা দেবীর গর্ভে বীরভদ্র ও গঙ্গাদেবীর জন্ম হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে নিত্যানন্দের বিগ্রহপূজা দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত আছে। [১,২,৩,২৫,২৬]

নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী (১৮৯২ - ২৩.৩.১৯৭২) শান্তিপুর। প্রভুপাদ রাধিকানাথ। বিশ্বভারতীর প্রথম যুগের অধ্যাপক নিত্যানন্দ শান্তিনিকেতনে গোঁসাইজী নামে সুপরিচিত ছিলেন। বৃন্দাবন, বারাণসী ও কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেন। সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে পালি ও প্রাকৃত ভাষার চর্চা করে বৌদ্ধশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হন। ১৯২০ খ্রী. বিধুশেখর শাস্ত্রীর অধীনে সংস্কৃত ও পালি বিভাগের গবেষক হয়ে শান্তিনিকেতনে আসেন। ধর্মধর মহাস্থবিরের কাছে তিনি বৌদ্ধশাস্ত্রের গবেষণা করেন। বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠের জন্য তাঁকে সিংহল ও ব্রহ্মদেশে পাঠান হয়। সেখান থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে তিনি পাঠভবনে সংস্কৃত ও বাংলার অধ্যাপক হন এবং আজীবন সেখানে কাটান। বৈষ্ণবশাস্ত্রে ও বৌদ্ধদর্শনে অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী গোঁসাইজী গান-বাজনায়, চিত্রাঙ্কনে, অভিনয়ে ও সাহিত্য সমালোচনায় পারদর্শী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে তিনি 'ছেলে ভুলানো ছড়া' নামে বইটি সঙ্কলন করেন এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেন। বিশ্বভারতী তাঁকে 'দেশিকোত্তম' উপাধি ও কলিকাতা রবীন্দ্র গবেষণা পরিষদ্ তাঁকে 'রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য' উপাধি দেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রণালয় তাঁকে কৃতী শিক্ষকরূপে সম্মানিত করেন। [১৬]

নিত্যানন্দ বৈরাগী (১৭৫১ - ১৮২১) চন্দননগর—হুগলী। তিনি প্রথম জীবনে গান গেয়ে ভিক্ষান্নে জীবিকানির্বাহ করতেন। পরে কবির দল গঠন করে অর্থ ও যশ লাভ করেন। তাঁর দল 'নিতে বৈরাগীর দল' নামে খ্যাত ছিল। ভবানী বেনে তাঁর অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। নিত্যানন্দ ছাড়া নবাই ঠাকুর ও গৌর কবিরাজ তাঁর দলের জন্য গান রচনা করতেন। তিনি যেমন বাঁধনদার, তেমন বাজনদার ছিলেন। তাঁর আড়ি, পরম আর তেহাই অত্যন্ত সুন্দর ছিল। তাঁর সমকালীন উল্লেখযোগ্য কবিয়াল ছিলেন রঘুনাথ দাস (আনু. ১৭২৫ - ১৭৯০), নন্দলাল বসু (১৭৩৫ - ১৮০৭), নৃসিংহ (১৭৩৮ - ১৮০৭), রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১ - ১৮৩৮), হরু ঠাকুর (১৭৪৯ - ১৮২৪), রাম বসু (১৭৮৬ - ১৮২৮) প্রভৃতি। [১,২,২০,১৫১]

নিত্যানন্দ (মিশ্র) চক্রবর্তী (১৮শ শতাব্দী) কানাইচক—মেদিনীপুর। রাধাকান্ত। মেদিনীপুরের কাশীজোড়াধিপতি রাজনারায়ণের সভাসদ্ ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'শীতলা মঙ্গল', 'ইন্দ্রপূজা', 'সীতাপূজা' 'পান্ডবপূজা', 'বিরাটপূজা', 'লক্ষ্মীমঙ্গল', 'কালুরায়ের গীত' প্রভৃতি। তাঁর লেখা কোন কোন পুথি উৎকল অক্ষরে তালপাতায় লিখিত হয়েছে। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে বহু ফারসী, হিন্দী ও উর্দু কথা পাওয়া যায়। তাঁর রচনা গ্রাম্য বাংলায় রচিত হলেও সুরুচিপূর্ণ ছিল। মেদিনীপুর অঞ্চলের পাঁচালীকারদের কাছে তিনি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন। [১]

নিধিরাম কবিচন্দ্র। বিষ্ণুপুরের রাজা গোপালসিংহের সভাপন্ডিত ছিলেন। 'বন্দ মাতা সুরধুনী' শীর্ষক গঙ্গাবন্দনাটি নিধিরামের ভণিতাযুক্ত দেখা যায়। তিনি বাংলা ভাষায় সংক্ষিপ্ত রামায়ণ ও মহাভারত এবং শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে 'গোবিন্দমঙ্গল', 'দাতাকর্ণ' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতে 'অঙ্গদের রায়বার' কবিতায় কবিচন্দ্রের ভণিতা দেখা যায়। [২,২৬]

নিধিরাম কবিরত্ন (১৮শ শতাব্দী) চক্রশালা—চট্টগ্রাম। দুর্লভ আচার্য। রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক কবি। ১৭৫৬ খ্রী. তিনি বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান অবলম্বনে কালী মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য 'কালিকা মঙ্গল' গ্রন্থ রচনা করেন। [১]

নিধিরাম মিশ্র (১৬শ শতাব্দী) দামুন্যা—বর্ধমান। হৃদয় মিশ্র। 'গঙ্গার বন্দনা', 'গুরুদক্ষিণা', 'সত্যনারায়ণ কথা' প্রভৃতি কবিতাগ্রন্থের রচয়িতা। তিনি কবিচন্দ্র মিশ্র নামেও খ্যাত ছিলেন। চন্ডীকাব্য রচয়িতা মুকুন্দরাম তাঁর অগ্রজ। 'দাতাকর্ণ' ও 'কলঙ্কভঞ্জন' গ্রথ-রচয়িতা আর এক কবিচন্দ্রের নাম পাওয়া যায়। এই দু'জন একই লোক কি না জানা যায় না। [১,৪]

নিধিরাম সাহা। জামড়া—বর্ধমান। কবিসঙ্গীত-রচয়িতা নিধিরাম এক সময়ে কবিয়াল দাশরথি রায়ের প্রতিযোগী গায়ক ছিলেন। [১]

নিধুবাবু, রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৯)। হরিনারায়ণ কবিরাজ। বর্গীর হাঙ্গামার সময় মাতুলালয় চাঁপতা—হুগলীতে জন্ম। হাঙ্গামা মিটলে ১৭৪৭ খ্রী. কলিকাতার কুমারটুলিতে পৈতৃক নিবাসে ফেরেন। এখানে জনৈক পাদ্রির কাছে ইংরেজী শেখেন। ১৭৭৬ খ্রী. কোম্পানীর অধীনে কাজ নিয়ে ছিরণছাপরায় যান এবং সেখানে এক মুসলমান গায়কের কাছে হিন্দুস্থানী টপ্পা শেখেন। ১৭৯৪ খ্রী. কলিকাতায় ফিরে বাংলা টপ্পা গান রচনা করেন ও সংগীত শিক্ষাদানে মনোযোগী হয়ে ১৮০৪ খ্রী. একটি সংগীতসমাজ স্থাপন করেন। এখানে কুলুইচন্দ্র সেন প্রবর্তিত আখড়াই গান সংশোধন করে নূতন রীতিতে শিক্ষা দিতেন। এদেশে তিনিই প্রথম ইংরেজী অভিজ্ঞ কবিয়াল এবং প্রথম স্বাদেশিক সংগীতের রচয়িতা। একটি নমুনা—'নানান দেশের নানান ভাষা/বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা।' বাঙলাদেশে টপ্পা গানের প্রবর্তক হিসাবেই তিনি বিখ্যাত। তাঁর রচিত টপ্পাতেই আধুনিক বাংলা কাব্যের আত্মকেন্দ্রিক লৌকিক সুর প্রথম ধ্বনিত হয়। 'গীতরত্ন' সঙ্কলন-গ্রন্থটি তাঁর জীবদ্দশায় ১৮৩২ খ্রী. প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তাঁর ৯৬টি গান আছে। এ ছাড়া 'সংগীত রাগ কল্পদ্রুম' গ্রন্থে তাঁর ১৫০টি গান এবং দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত 'বাঙ্গালীর গান' গ্রন্থে ৪৫০টি গান সঙ্কলিত আছে। হাফ-আখড়াই গানে নিধুবাবুর বিপরীতে পাথুরিয়াঘাটা দলে থাকতেন কুলুইচন্দ্রের পুত্র শ্রীদাম দাস। [২,৩, ২৫,২৬,১৫১]

নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত (১৮৬৭-১৭.৭.১৯৩৫) গাউপাড়া—ঢাকা। তারকনাথ। প্রথমে সংস্কৃত অধ্যয়নের পর বরিশাল ব্রজমোহন ইন্‌স্টিটিউশন থেকে প্রবেশিকা (১৮৯৩) এবং এফ.এ. (১৮৯৫) পাশ করেন। এখানে অধ্যয়নকালে মহাত্মা অশ্বিনী-কুমার ও আচার্য জগদীশচন্দ্রের সংস্পর্শে এসে সেবাকার্যে ব্রতী হন। বি.এ. পাঠরত অবস্থায় সংসার ত্যাগ করে পরিব্রাজক হন। আত্মীয়গণ গৃহে ফিরিয়ে এনে বিবাহ দেন (১৮৯৮)। ১৯০০ খ্রী. বি.এ. পাশ করেন এবং স্কুলের সহকারী পরিদর্শক নিযুক্ত হয়ে মেদিনীপুরে আসেন। সরকারী কাজে যেখানেই গিয়েছেন সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্র পাঠ ও আলোচনার সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই সময়েই তাঁর পুস্তিকা 'প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি', 'আর্যক্রিয়া' এবং 'রামপ্রসাদী সংগীত' প্রকাশিত হয়। কাঁথিতে অবস্থানকালে রাজনৈতিক কারণে পুলিস তাঁর আবাস খানাতল্লাসী করে। ১৯১১ খ্রী. তিনি মানভূমে বদলী হন। এখানেই বি.টি. পাশ করেন। এই সময় স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ১৯১৪ খ্রী. পুরুলিয়া জেলা স্কুলের শিক্ষক ও ১৯১৬ খ্রী. প্রধান শিক্ষক হন। একজন আদর্শ শিক্ষক ও সমাজের একনিষ্ঠ সেবকরূপে এখানে তিনি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। রাঁচী শিক্ষা সম্মেলনে 'প্রাচ্য শিক্ষার আদর্শ' নামে মৌলিক গবেষণামূলক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৯২১ খ্রী. অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং দীর্ঘ দিনের সরকারী কাজ, এমন কি পেন্সনও ত্যাগ করেন। কয়েকজন আত্মত্যাগী কর্মীর সাহায্যে তিনি শিল্পবিদ্যালয় স্থাপন করে দেশলাই প্রস্তুত করান, তিলক জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেন, খাদি ও চরকার প্রচার করেন এবং সর্বোপরি 'লোকসেবক সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৫ খ্রী. তিনি দেশবন্ধু প্রেস স্থাপন করে সেখান থেকে সাপ্তাহিক 'মুক্তি' পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯২৭ খ্রী. বাঁকুড়া জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতি হয়েছিলেন। হরিপদ দাঁ নামে একজন অনুরাগীর দানে তিনি পুরুলিয়া শিল্পাশ্রমের গৃহ প্রস্তুত (১৯২৮) করেন। 'মুক্তি' পত্রিকায় 'বিপ্লব'-শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধের জন্য রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁর এক বছরের কারাদণ্ড (১৯২৯) হয়। পরের বছর মুক্তি পান ও মানভূম জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। মে ১৯৩০ খ্রী. প্রেস অর্ডিন্যান্সের ফলে দেশবন্ধু প্রেস ও 'মুক্তি' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। ঐ বছরেই সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়ে ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩১ খ্রী. মুক্তি পেয়ে তিনি কাঁথি, শ্রীহট্ট প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে শিক্ষাবিষয়ক বক্তৃতা দান করেন এবং নিজ আশ্রমের কর্মীদের শিক্ষা-দানের জন্য রঘুনাথপুর-চরগালীতে অস্থায়ী শিক্ষা-শিবির স্থাপন করেন। দ্বিতীয় সত্যাগ্রহ আন্দোলনে তাঁর দেড় বছর কারাদণ্ড হয়। তাঁর শিল্পাশ্রমও বেআইনী ব'লে ঘোষিত হয়। কারা-মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন। বিখ্যাত চিকিৎসক ও কবিরাজগণ তাঁকে আরোগ্য করে তোলার চেষ্টা করেন। রাঁচীতে বিপ্লবী ডা. যাদুগোপাল প্রধানত তাঁর চিকিৎসা করতেন। ৩০.৪.১৯৩৪ খ্রী. গান্ধীজী তাঁর শয্যা-পার্শ্বে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন। শেষ কয়দিন তিনি গীতা পাঠ করে কাটান। পুরুলিয়ার নিজ আশ্রমে দেহত্যাগ করেন। নিবারণচন্দ্র রাঁচীর উপজাতি ঘোড়িয়া ও হরিজনদের প্রকৃত বন্ধু ছিলেন এবং তাদের জীবনালেখ্য তিনি গল্পাকারে 'দেশ', 'যুগ-শঙ্খ' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশ করতেন। সাধারণ্যে তিনি 'ঋষি' আখ্যা পান এবং 'মানভূমের গান্ধী' নামে পরিচিত ছিলেন। [১,৮২,১২৪]

নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত, রায়বাহাদুর (? - ২৪.৩.১৯৩৮) বরিশাল। একসময়ে তিনি মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের সহকর্মী ছিলেন। ১৯০৬ খ্রী. বরিশাল কন্‌ফারেন্সের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক হন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তাঁর বক্তৃতা বরিশালে এই আন্দোলনের সাফল্যের অন্যতম কারণ। দার্শনিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং দীর্ঘকাল 'ভারত সুহৃদ' মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন। বরিশালের শাখা সাহিত্য পরিষদের তিনি সভাপতি ছিলেন। প্রাক্তন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, ডিস্ট্রিক্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান ও চেয়ারম্যানরূপে জনসেবায় যুক্ত ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে বরিশালের শিক্ষাগুরু আচার্য জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের অনুরাগী হয়ে আচার্যের একটি জীবনচরিত এবং ১৯২৩ খ্রী. 'ভারত রাষ্ট্রনীতি' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। [১,৪]

নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য (১২৯০ - ১.১.১৩৫৯ ব.) বাহিরগাছি—নদীয়া। তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ৩০ বছরের অধিক কাল অধ্যাপনার পর ১৯৩৯ খ্রী. অবসর-গ্রহণ করে সাহিত্যালোচনায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৫ খ্রী. কলিকাতা সাহিত্য সম্মেলনে বিজ্ঞান শাখার সভাপতি হয়েছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'বাঙ্গালীর খাদ্য ও পুষ্টি' জনসমাজে সমাদৃত হয়েছিল। [৫]

নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (? - ১৩৩৫ ব.) বৈদ্যবাটী—হুগলী। জমিদার পরিবারে জন্ম। ১৭/১৮ বছর বয়সে পৈতৃক ব্যবসায়ে (জাহাজে মাল বোঝাই ও মাল খালাস) নিযুক্ত হন। তিনি বৈদ্যবাটী কো-অপারেটিভ সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন, বৈদ্যবাটী স্কুল নির্মাণের জন্য ২৫ হাজার টাকা দান করেন এবং নিজব্যয়ে গ্রামে রাস্তা নির্মাণ করান। স্বগৃহে কয়েকজন দুঃস্থ ছাত্রকে স্থান দিয়ে তাদের ভরণপোষণ করতেন। প্রতি বছর পূজার সময় ১০ হাজার গরীবকে বস্ত্র-দান তাঁর নির্দিষ্ট ছিল। উত্তরবঙ্গের বন্যাপীড়িত অঞ্চলেও বস্ত্র দান করেছিলেন। [১]

নিবেদিতা, ভগিনী (২৮.১০.১৮৬৭ - ১৩.১০.১৯১১) ডানগ্যানন—আয়ার্ল্যান্ড। স্যামুয়েল। পূর্বনাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল্। ১৮৮৪ খ্রী. হ্যালিফ্যাক্স স্কুলের পাঠ সমাপ্ত করে বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নেন। স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী এবং রাশিয়ার বিপ্লব কাহিনী অধ্যয়ন করেন ও ক্রুপট্‌কিন প্রমুখ নির্বাসিত বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন। বালক-বালিকাদের মধ্যে এই চেতনা সঞ্চারের জন্য ১৮৯২ খ্রী. 'রাস্কিন স্কুল' স্থাপন করেন। মার্গারেট যখন প্রচলিত ধর্ম ও গতানুগতিক অধ্যাপনা সম্পর্কে সংশয়ে দোদুল্যমান এমন সময় স্বামী বিবেকানন্দ ইংল্যাণ্ডে আসেন। নভেম্বর ১৮৯৫ খ্রী. এক আলোচনা-চক্রে মার্গারেট প্রথম বিবেকানন্দকে দেখেন এবং তাঁর বাণী শুনে মুগ্ধ হন। স্বামীজীর প্রভাবে তাঁর জীবনের পরিবর্তন হয়। ১৮৯৮ খ্রী. তিনি স্বামীজীর আহ্বানে ভারতে আসেন। ২৫ মার্চ স্বামীজী তাঁকে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করে 'ভগিনী নিবেদিতা' নামে অভিহিত করেন। এই সময় কলিকাতায় পরপর দু'বছর প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হলে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে নিবেদিতাও সেবাকার্যে ব্রতী হন। পরে তিনি বিবেকানন্দের সঙ্গে আলমোড়ায় যান। ১৩.১১.১৮৯৮ খ্রী. বিবেকানন্দের পরিকল্পনামত বাগবাজার বোসপাড়া লেনে তিনি একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়টি বর্তমানে নিবেদিতার নামাঙ্কিত। ৪.৭.১৯০২ খ্রী. স্বামীজীর দেহত্যাগের পর তিনি ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ভারতীয় কলাবিদ্যার মূলে আধ্যাত্মিকতার সন্ধান পান ও ভারতীয় কলার বিশুদ্ধ সৌন্দর্যে অনুপ্রাণিত হন। এই উপলক্ষে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রমুখ শিল্পগুরু ও সতীশ মুখোপাধ্যায়ের 'ডন সোসাইটি'র সংস্পর্শে আসেন। বরোদায় অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগে প্রমথ মিত্র (ব্যারিস্টার পি. মিত্র) ও নিবেদিতা বিপ্লব আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯০৩ খ্রী. জানুয়ারী মাসে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগদানের জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিন্ন করতে হয়। যোগাযোগ ছিন্ন করলেও আত্মপরিচয় দানের সময় 'সিস্টার নিবেদিতা অফ রামকৃষ্ণ অ্যান্ড বিবেকানন্দ' এই কথাগুলি লিখতেন। তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেও যোগ দিয়েছিলেন। বারাণসী জাতীয় কংগ্রেসে বিলাতী দ্রব্য বর্জনের জন্য প্রদত্ত তাঁর উদ্দীপনাময়ী ভাষণে শ্রোতারা মুগ্ধ হন। জাতীয় কংগ্রেসের চরম ও নরম উভয়-পন্থীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। নিবেদিতার স্বপ্ন ছিল অখণ্ড ভারতবর্ষ। তিনি বিশ্বাস করতেন যে এশিয়া খণ্ডের সভ্যতার উৎপত্তি ও বিকাশকেন্দ্র ভারত। তিনি ভারতের গ্রাম ও নগরকে পুনরুজ্জীবিত করে সমৃদ্ধ ভারতের গঠনে যুবকদের অনুপ্রাণিত করতেন। ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তিলাভই ছিল তাঁর জীবনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তি তাঁর মতে আত্মিক মুক্তির উপায়মাত্র, তা উপেয় নয়। বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত

অদ্বৈতবাদের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ অনুরাগ ছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। ভারতের মঙ্গলে নিবেদিতপ্রাণ এই বিদেশিনী রোগমুক্তির আশায় দার্জিলিং-এ আচার্য জগদীশচন্দ্র ও লেডী অবলা বসুর আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং সেখানেই মারা যান। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী : 'দি ওয়েব অফ ইণ্ডিয়ান লাইফ', 'কালী দি মাদার', 'ক্র্যাড্‌ল্‌ টেল্‌স্‌ অফ হিন্দুইজম্‌', 'রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড ধর্ম', 'দি মাস্টার অ্যাজ আই স হিম', 'নোট্‌স্‌ অফ সাম ওয়ান্‌ডারিংগ্‌স্‌ উইথ স্বামী বিবেকানন্দ', 'সিভিক অ্যাণ্ড ন্যাশনাল আইডি-য়্যাল্‌স্‌', 'শিব অ্যাণ্ড বুদ্ধ', 'হিণ্টস্‌ অন ন্যাশনাল এডুকেশন ইন ইণ্ডিয়া', 'অ্যাগ্রেসিভ হিন্দুইজম্‌' প্রভৃতি। [৩,১০,২৫,২৬]

নিমাইচন্দ্র শিরোমণি (?-১২.২.১৮৪০) কাঁচরাপাড়া—চব্বিশ পরগনা। অসাধারণ শ্রুতিধর এই নৈয়ায়িক পণ্ডিত জানুয়ারী ১৮২৪ খ্রী. কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পাঠারম্ভকাল থেকে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময়ে তাঁর সমকক্ষ নৈয়ায়িক বিরল ছিল। সম্পাদিত গ্রন্থ : বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যকৃত 'ন্যায়সূত্রবৃত্তি' ও 'মহাভারত'। [১,৬৪,৯০]

নিমাইচাঁদ শীল (১৮৩৫-১৮৯৩) চুঁচুড়া—হুগলী। হুগলী কলেজে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সহপাঠী ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'যামিনী যাপন কামিনী গোপন' (কবিতাগ্রন্থ), 'ধ্রুবচরিত্র', 'এরাই আবার বড়লোক' (প্রহসন), 'তীর্থমহিমা' (নাটক), 'সুবর্ণ-বণিক' এবং Love of the Harem অবলম্বনে 'চন্দ্রাবতী'। [১,৪]

নিমানন্দ দাস। প্রাচীন পদাবলী-রচয়িতা। তিনি 'পদ রস-সার' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এতে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতির পদ এবং স্বরচিত দেড়শতাধিক পদ পাওয়া যায়। অনেকগুলি পদ আবার শ্রীমদ্ভাগবতীয় শ্লোকের মর্মানুবাদ। [১]

নিয়ামত সৈয়দ। রঘুনাথপুর—শ্রীহট্ট। কেরামত আলী। 'রাগ বাউল' গ্রন্থে তাঁর কয়েকটি পদ সঙ্কলিত আছে। উদাহরণ—'মন রে ছৈয়দ নিয়ামতে কয় আমি দেখি না উপায়/সঙ্কটতারণ আমার মুর্শিদ শ্যাম রায়'। [৭৭]

নিরঞ্জন বড়ুয়া (১৯২০-২৭.৯.১৯৪৩)। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মাদ্রাজে সৈন্যবিভাগে কর্মরত ছিলেন। চতুর্থ মাদ্রাজ কোস্ট্যাল ডিফেন্স ব্যাটারিতে অন্তর্ঘাতমূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে ১৮.৪.১৯৪৩ খ্রী. তাঁদের ১২ জন সৈনিককে গ্রেপ্তার করে নিরঞ্জনসহ ৯ জনকে মাদ্রাজ দুর্গে কোর্ট মার্শালে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তাঁরা মৃত্যুর সময় 'বন্দেমাতরম্‌' ধ্বনি ও পরস্পরকে আলিঙ্গন করে হাসিমুখে প্রাণ উৎসর্গ করেন। [৪২,৪৩,১৩৯]

নিরঞ্জন সেনগুপ্ত (১৯০৪-৩.৯.১৯৬৯) ভারুকাঠি-নারায়ণপুর—বরিশাল। সর্বানন্দ। ছাত্রাবস্থায় অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। কলিকাতা রিপন কলেজে পড়ার সময় ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯২৩ খ্রী. আই.এস-সি. পাশ করে গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন গড়ার জন্য বহরমপুর কলেজে ভর্তি হন। পরীক্ষার পূর্বে গ্রেপ্তার হয়ে ৪ বছর বিনা বিচারে আটক থাকেন। ১৯২৯ খ্রী. কলিকাতা কংগ্রেসের সময়ে বিভিন্ন বিপ্লবী দলের তরুণ কর্মীদের নিয়ে এক বিদ্রোহী দল গড়ে তোলেন এবং অস্ত্রসংগ্রহ ও বোমা তৈরীর কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়েন। 'মেছুয়াবাজার বোমা মামলা'য় তাঁর ৭ বছর দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। আন্দামানে থাকা কালে কমিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী হন। ১৯৩৮ খ্রী. মুক্তি পেয়ে পার্টির সদস্য পদ লাভ করেন ও ই. বি. রেলের শ্রমিক সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কিছুদিন 'যুগান্তর' দৈনিক পত্রিকার সাব-এডিটর ছিলেন। ১৯৪২ খ্রী. 'জনযুদ্ধ' পত্রিকার সম্পাদকীয় বোর্ডে সদস্য মনোনীত হন। ১৯৫৭ খ্রী. বিধান সভার সভ্য নির্বাচিত হয়ে (বীজপুর—চব্বিশ পরগনা) সভার কমিউনিস্ট ব্লকের সম্পাদকীয় কাজ করেন। ১৯৬২ খ্রী. টালিগঞ্জ কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন। এরপর কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধা বিভক্ত হলে তিনি মার্ক্সবাদী দলে যোগ দেন। ১৯৬৭ খ্রী. এই দলের প্রার্থিরূপে বিধান সভার সদস্য হয়ে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভায় উদ্বাস্তু ও ত্রাণমন্ত্রী হন। ১৯৬৯ খ্রী. উপনির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ঐ একই দপ্তরের মন্ত্রী থাকা কালে তাঁর মৃত্যু হয়। [১৬,১১৪]

নিরালম্ব স্বামী। দ্র. যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিরুপমা দেবী[১] (মে ১৮৮৩-৭.১.১৯৫১) বহরমপুর—মুর্শিদাবাদ। নফরচন্দ্র ভট্ট। বাল্যজীবন ভাগলপুরে অতিবাহিত করেন। অকাল-বৈধব্যের পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিভূতিভূষণ ভট্ট ও সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় সাহিত্যসাধনায় ব্রতী হন। বিভূতিভূষণ ও শরৎচন্দ্র পরিচালিত হাতে-লেখা পত্রিকায় নিরুপমা দেবীর সাহিত্য রচনার হাতে-খড়ি। শরৎচন্দ্র তাঁকে গদ্য রচনায় ও অনুরূপা দেবী গল্প রচনায় অনুপ্রাণিত করেন। রচিত প্রথম উপন্যাস 'উচ্ছৃঙ্খল'। স্বদেশী যুগে তাঁর রচিত বহু গান এবং কবিতা খ্যাতিলাভ করেছিল। প্রেম ও দাম্পত্য জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁর উপন্যাসের

প্রধান উপজীব্য। ১৯১৯-২০ খ্রী. 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'দিদি' উপন্যাসটি তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে স্বীকৃত। ১৯৩৮ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক' এবং ১৯৪৩ খ্রী. 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান করেন। ১৩৪৩ ব. বর্ধমান সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক সম্মানিত হন। শেষ-জীবনে তিনি বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'অন্নপূর্ণার মন্দির', 'আলেয়া', 'বিধিলিপি', 'শ্যামলী', 'বন্ধু', 'পরের ছেলে', 'আমার ডায়েরী', 'দেবত্র', 'যুগান্তরের কথা' এবং 'অনুকর্ষ'। একাধিক উপন্যাস চলচ্চিত্রায়িত ও মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। [৩,৪,৭,২৬]

নিরুপমা দেবী[২] (১৮৯৫-?)। উত্তরপ্রদেশের হোসেঙ্গাবাদে জন্ম। মতিলাল গুপ্ত। পিতার কাছ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন এবং মায়ের অনুপ্রেরণায় বাংলা কাব্যসাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হয়ে ওঠেন। কুচবিহারের রাজপরিবারে তাঁর প্রথম বিবাহ হয়। অগ্রহায়ণ ১৩২৩ ব. থেকে রানী নিরুপমা সচিত্র আকারে "পরিচারিকা' পত্রিকা নবপর্যায়ে প্রকাশ করেন। তিনি প্রথম স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে শিশিরকুমার সেনকে পুনর্বার বিবাহ করেন। জীবনের প্রথম অবস্থায় রচিত কবিতার সমষ্টি 'ধূপ'। 'গোধূলি' ১৩৩৫ ব. প্রকাশিত হয়। ১৯২৩-১৯৩১ খ্রী. পর্যন্ত 'পরিচারিকা' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। [৪৪]

নির্মলকুমার বসু (২২.১.১৯০১-১৫.১০. ১৯৭২) কলিকাতা। নৃতত্ত্ববিদ্ ও গান্ধীবাদী। শিক্ষা—পাটনার অ্যাংলো-স্যান্সক্রিট স্কুল, কামারহাটি সাগর দত্ত ফ্রি স্কুল, রাঁচি ও পুরী জেলা স্কুল, স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯২১ খ্রী. বি.এস-সি.তে ভূতত্ত্বে প্রথম শ্রেণীতে অনার্স ও ১৯২৫ খ্রী. নৃতত্ত্বে প্রথম শ্রেণীতে এম.এস-সি. পাশ করেন। ১৯১৬ খ্রী. সুভাষচন্দ্র বসুর সংস্পর্শে এসে নানারকম সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হন। ১৯৩০ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব শাখার রিসার্চ ফেলো হিসাবে কাজ করার সময় গান্ধীজীর আহ্বানে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে দ্বিতীয়বার কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৪৬-৪৭ খ্রী. বাঙলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় তিনি গান্ধীজীর একান্ত-সচিবের গুরু দায়িত্ব পালন করেন। গান্ধীজীর রাজনৈতিক দর্শন এবং রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি তিনি বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করে তাঁর মতবাদ প্রচার করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যা তিনি যুক্তিতর্ক দিয়ে গ্রহণ করতে পারেন নি তা বর্জন করেছেন। গান্ধীজীর প্রার্থনা-সভায় তাঁকে দেখা যেত না। গান্ধীজী সম্পর্কে তিনি তাঁর চিন্তা রেখে গেছেন 'মাই ডেজ উইথ গান্ধীজী' গ্রন্থে। নির্মলকুমারের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল সারা বিশ্বে। এদেশে নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, সমাজ-বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, লোকসংস্কৃতি প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু ক্ষেত্রে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৮-১৯৪২ খ্রী. পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৯-১৯৬৪ খ্রী. পর্যন্ত অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সারভে অব ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টর ছিলেন। তাঁর প্রধান ব্রত ছিল ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনের ধারাকে নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করা। এজন্য তিনি নৃতত্ত্বের পদ্ধতির সঙ্গে হিউম্যান জিওগ্রাফি, মানবপ্রকৃতি বিজ্ঞানের সামাজিক ইতিহাস এবং প্রত্নতত্ত্বের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। ভারতীয় মন্দির-স্থাপত্য, লোকসংস্কৃতি, গ্রামজীবন এবং প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে তিনি প্রায় সারাজীবন গবেষণা করেছেন। সারা ভারতবর্ষের গ্রামজীবনের সাংস্কৃতিক উপকরণ সংগ্রহ করে ও তার বিশ্লেষণ করে তিনি ভারতের 'পেজেণ্ট লাইফ—এ স্টাডি অন ইউনিটি ইন দি ডাইভার্সিটি' গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। মানুষকে জানা ও বোঝার জন্য পদব্রজে প্রায় গোটা ভারতবর্ষ পরিক্রমা করেছেন। তাঁর বিজ্ঞানী চেতনার অন্তরালে যে কবিপ্রাণতা ও দার্শনিক উপলব্ধির স্রোত প্রবাহিত ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচিত 'পরিব্রাজকের ডায়েরী', 'বিদেশের চিঠি', 'নবীন ও প্রাচীন' প্রভৃতি গ্রন্থে। শরৎচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত 'ম্যান ইন ইণ্ডিয়া' পত্রিকাখানির সম্পাদকরূপে তিনি প্রায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদকের ভার নিয়ে তার প্রভূত উন্নতি করেন। 'ভারতকোষ'-এর তিনি অন্যতম স্রষ্টা ছিলেন। ইংরেজী ও অনেকগুলি ভারতীয় ভাষায় তিনি অনর্গল কথা বলতে পারতেন। ইংরেজী ও বাংলায় রচিত তাঁর বহু গ্রন্থ আছে। [১৬,১৭]

নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত (১৩০০-৩.৯.১৩৬৮ ব.)। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯২২ খ্রী. লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক্‌চারার হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯২৩ খ্রী. রীডার হিসাবে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করে ১৯৫১ খ্রী. পর্যন্ত ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকেন এবং শেষ ১৮ বছর ফ্যাকাল্টি অফ আর্টসের ডীন ছিলেন। ১৯৫৫-৬০ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রখ্যাতা শিল্পী শ্রীমতী চিত্রলেখা তাঁর স্ত্রী। [৪]

নির্মলকুমার সেন (১৮৯৮ - ১০.৬.১৯০২) কোয়েপাড়া—চট্টগ্রাম। রসিকচন্দ্র। ম্যাট্রিক পাশ করে চট্টগ্রাম এন. এম. স্কুলে ডাক্তারী পড়তে পড়তে গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে পড়া ছেড়ে দেন। অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১৯২০ খ্রী. ব্রহ্মদেশে যান। অসহযোগ আন্দোলনে অংশ-গ্রহণ করে ১৯২৪ খ্রী. গ্রেপ্তার হয়ে ৩ বছর বিনা বিচারে আটক থাকেন। বিপ্লবী কাজে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে দলের জন্য অর্থসংগ্রহ করেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে ও জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে গ্রেপ্তার এড়াতে লুকিয়ে থাকেন। দুবছর পর ধলঘাট গ্রামে সাবিত্রী চক্রবর্তীর বাড়িতে সামরিক বাহিনী তাঁর সন্ধান পেয়ে বাড়ি ঘিরে ফেলে। এই আশ্রয়স্থলে তখন নেতা সূর্য সেন ও প্রীতি-লতা ছিলেন। নির্মল সেনের সঙ্গে সামরিক বাহিনীর যুদ্ধের সুযোগে তাঁরা সামরিক বাহিনীর বেষ্টনী ভেদ করে প্রস্থান করতে সক্ষম হন। নির্মলের সঙ্গী অপূর্ব সেনের গুলিতে ব্রিটিশ অফিসার ক্যাপ্টেন ক্যামেরুন নিহত হন। এই সংঘর্ষের কিছুক্ষণ পরে নির্মল মারা যান। [৪২,১২৪,১৩৯]

নির্মলচন্দ্র চন্দ্র (৬.১০.১৮৮৮ - ১.৩.১৯৫৩) কলিকাতা। রাজচন্দ্র। প্রখ্যাত দেশসেবক। এম.এ., বি.এল. পাশ করে প্রথমে হাইকোর্টের উকিল হন। পরে পিতার ফার্ম জি. সি. চন্দ্র অ্যান্ড কোং-তে যোগ দেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহকারী পঞ্চ-প্রধান বা বিগ-ফাইভের অন্যতম হিসাবে স্বরাজ্য দলের নেতৃত্ব লাভ করেন। দেশসেবায় প্রভূত অর্থ দান করে রাজনীতিতে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। ডাককর্মী, ট্রাম শ্রমিক ও চা-বাগান শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। 'ফরওয়ার্ড', 'বৈতালিক', 'রূপ ও রঙ্গ' প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে তাঁর যোগা-যোগ ছিল। ১৯১৫ খ্রী. কলিকাতার পৌর প্রতি-নিধি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, ১৯২৬ খ্রী. থেকে ১৯৩০ খ্রী. পর্যন্ত কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য, ১৯৩৫ খ্রী. কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আইনসভার সদস্য ও ১৯৫৩ খ্রী. কলিকাতার মেয়র ছিলেন। এছাড়া ১৯২৩ - ২৬ খ্রী. অ্যাটর্নি সোসাইটির সভাপতি হয়েছিলেন। তাঁর পিতামহ গণেশচন্দ্র এবং পিতা উভয়েই কলিকাতা মিউনিসি-প্যালিটির কমিশনার ছিলেন। [৫,১০,২৬,১২৪]

নির্মলজীবন ঘোষ (৫.১.১৯১৬ - ২৬.১০. ১৯৩৪) ধামসিন—হুগলী। যামিনীজীবন। তিনি মেদিনীপুর কলেজের আই.এ. ক্লাশের ছাত্র ছিলেন। গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে মেদিনীপুরের অত্যাচারী জেলাশাসক বার্জকে গুলি করার ব্যাপারে অংশগ্রহণ করেন। এই ষড়যন্ত্র ও হত্যার অভিযোগে বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেন। [১০,৪২,৪৩]

নির্মল লালা (? - ২২.৪.১৯৩০) হাওলা—চট্টগ্রাম। মাহামোহন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে অংশগ্রহণ করেন। জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে লড়াইয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর (২২.৬. ১২৯১ - ১৭.৫.১৩৫১ ব.) রানীগঞ্জ—বর্ধমান। যাদবলাল। জমিদার পরিবারে জন্ম। বিভিন্ন পত্রিকায় তিনি লিখতেন। ১৩১২ ব. লাভপুরে নাট্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৩৩ ব. 'পূর্ণিমা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'নবাবী আমল', 'বীর রাজা', 'ফুলের খেলা', 'রূপকুমারী' (গীতি-নাট্য), 'প্রভাত-স্বপ্ন', 'অন্তরায়' (উপন্যাস) প্রভৃতি। [৪]

নির্মলানন্দ স্বামী (? - ১৯৩৯) বাগবাজার—কলিকাতা। দেবনাথ দত্ত। পূর্বনাম—তুলসীচরণ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ শিষ্য ও লীলা-সহচর। গুরুর মৃত্যুর পর কয়েকজন গুরুভাইয়ের সঙ্গে কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন। বেলুড়ে স্থাপিত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রথম সহকারী কার্যাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। ১৯০৩ - ১৯০৬ খ্রী. পর্যন্ত আমেরিকায় ধর্মপ্রচারে অভেদানন্দজীকে সাহায্য করেন। ১৯০৯ খ্রী. মহীশূর রাজ্যে নব-স্থাপিত শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের কার্যভার গ্রহণ করেন এবং ২৯ বছর কাল দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচার করেন। ১৯২৯ খ্রী. কলিকাতায় বিবেকানন্দ মিশন ও সারদামঠ স্থাপিত হলে তিনি তার প্রথম সভাপতি হন। দক্ষিণ ভারতের ওটাপলম্‌ আশ্রমে দেহত্যাগ করেন। [১]

নির্মলা মা (? - ২০.৭.১৯৭১) সিংহপাড়া—ঢাকা। স্বামী—হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ২০ বছর বয়সে তিনি স্বামীর সঙ্গে (সাধু হেম ভাই) আদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীঅন্নদাঠাকুরের কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁর স্ত্রী মণিকুন্তলা দেবীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কিছুদিন আড়িয়াদহ বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার কাজ করে সাধন-ভজনে মগ্ন হন। তিনি পূর্ববঙ্গ ও আসামের বিভিন্ন স্থানে এবং বিহারের জামশেদপুরে অন্নদাঠাকুরের আদেশ-বাণী প্রচার করেন। [১৬]

নির্মলেন্দু লাহিড়ী (২১.২.১৮৯১ - ২৮.২. ১৯৫০) দিনাজপুর। নিকুঞ্জমোহন। রামতনু লাহিড়ীর বংশধর ও কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের

ভাগিনেয়। আই.এ. পর্যন্ত পড়ে কিছুদিন কলিকাতা কর্পোরেশন প্রেসে কাজ করবার পর অভিনেতার জীবন গ্রহণ করেন। অল্প বয়সে গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের সংস্পর্শে এসে অভিনয়কলার প্রতি অনুরাগী হন। সঙ্গীতেও তাঁর অধিকার ছিল। অপেশাদাররূপে ওল্ড ক্লাবে বহু বিখ্যাত শিল্পীর সঙ্গে অভিনয় করেন। পেশাদার অভিনেতারূপে ম্যাডান থিয়েটারে যোগ দেন ও ১৮ নভেম্বর ১৯২২ খ্রী. ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' নাটকের নামভূমিকায় প্রথম অভিনয় করেন। ১৯২৪ খ্রী. 'পাপের পরিণাম' নামক নির্বাক চলচ্চিত্রে নায়কের ভূমিকায় অংশ নেন। এরপর 'নিউ মনোমোহন থিয়েটার' নামে নিজস্ব ভ্রাম্যমাণ দল নিয়ে মফঃস্বলে ও রেঙ্গুনে অভিনয় করেন। ১৩৩৮ ব. সারস্বত-মহামণ্ডল কর্তৃক 'বাণীবিনোদ' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৫ জানুয়ারী ১৯৫০ খ্রী. 'এই স্বাধীনতা' নাটকে শেষ অভিনয় করেন। 'বঙ্গে বর্গী' নাটকে ভাস্কর পণ্ডিত, 'গৈরিক পতাকা'য় শিবাজী ও 'সিরাজদ্দৌলা'য় সিরাজ এবং 'কণ্ঠহার' ছবিতে মধু চাকরের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। [৩,৫]

নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় (জুলাই ১৮৫২ - ২৫.২.১৯১০) পশ্চিমপাড়া—ঢাকা। কাশীকান্ত। তিনি ১৮৭৩ থেকে ১৮৮৩ খ্রী. পর্যন্ত ইউরোপে থাকাকালে লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্মান, সংস্কৃত, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, ন্যায় ও দর্শনশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন এবং পরে জুরিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ.ডি. উপাধি পান। ইউরোপে তিনিই ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম পি-এইচ.ডি.। রুশদেশে সেন্ট পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'বছর ভারতীয় ভাষাসমূহের অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপনা-কর্মেও তিনি ইউরোপে প্রথম ভারতীয়। ১৮৮৩ খ্রী. স্বদেশে ফেরেন। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় হায়দ্রাবাদে কাটে। হায়দ্রাবাদ, মজঃফরপুর ও মহীশূর কলেজসমূহে অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকের কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। জার্মান ও ইংরেজী ভাষায় রচিত তাঁর পুস্তকাবলী বিশেষ আদৃত হয়েছে। পি-এইচ.ডি.র জন্য তাঁর থিসিস ছিল 'The Jatras or the Popular Dramas of Bengal'। বিদেশ-যাত্রার পূর্বে ঢাকায় 'বাল্য-বিবাহ-নিবারণী সভা' স্থাপন ও 'অবলা বান্ধব' পত্রিকায় প্রবন্ধাবলী রচনার মাধ্যমে সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁর রচিত নারীজাতির হীনাবস্থা-বিষয়ক একটি ও বাল্যবিবাহ-বিষয়ক একটি গান পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত সমাজে এককালে খুব গীত হত। তিনি নিজেও সুগায়ক ছিলেন। শেষ-জীবনে ইসলামধর্ম গ্রহণ করে অশেষ দুঃখের মধ্যে দিন কাটান। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র সুধীন্দ্রনাথ তাঁর জামাতা। [১,৮৭]

নিশিকান্ত বসু (১৮৭৩ - ২৭.৭.১৯৩৯) হবিবপুর—বরিশাল। পেশায় চিকিৎসক ছিলেন। পরে অশ্বিনীকুমারের সহকর্মিরূপে বরিশালে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে বিখ্যাত হন। 'স্বদেশী বান্ধব সমিতি'র প্রথম সম্পাদক, 'উন্নতি বিধায়িনী সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা ও 'বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী'র প্রধান কর্মী এবং সহ-সম্পাদক ছিলেন। পল্লীগ্রামে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর মহিলা বিদ্যাভবন তাঁরই চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি ঢাকায় বিধবা আশ্রম প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম এবং প্রথম সংগঠনকারী ছিলেন। [১]

নিশিকান্ত রায়চৌধুরী (? - ২০.৫.১৯৭৩)। এই কবির ছোটবেলা কাটে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে শান্তিনিকেতনে। ১৯৩৪ খ্রী. থেকে পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে বাস করতে থাকেন। অকৃতদার নিশিকান্ত অধ্যাত্মসাধনার সঙ্গে সমানভাবে কাব্যসাধনাও করে গেছেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অলকানন্দা' (১৯৩৯)। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : 'পঁচিশ প্রদীপ', 'ভোরের পাখি', 'দিনের সূর্য' 'বৈজয়ন্তী', 'বন্দেমাতরম্', 'নবদীপন', 'দিগন্ত' প্রভৃতি। তাঁর কবিতা ইংরেজীতে অনূদিত হয়ে 'ড্রিম ক্যাডেনস্' নামে প্রকাশিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ নিজেও তাঁর কয়েকটি কবিতা ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। [১৬]

নিস্তারিণী দেবী। পূর্বনিবাস পুঁটিয়া—রাজশাহী। পিতা—কেশবদেব সান্যাল পশ্চিমাঞ্চলে একজন শিক্ষিত ব্যক্তি ব'লে পরিচিত ছিলেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বাংলা ভাষা শেখার অসুবিধা থাকলেও তিনি পিতার কাছে উত্তমরূপে শিক্ষা লাভ করেন। উমেশচন্দ্র দত্তের যত্নে ও উৎসাহে নিস্তারিণী দেবীর কাব্যগ্রন্থ 'মনোজবা' ১৯০৪ খ্রী. প্রকাশিত হয়। এক সময়ে এই গ্রন্থখানি সাহিত্য-সমাজে সমাদৃত হয়েছিল এবং অনেকে তার সমালোচনাও করেছিলেন। [৪]

নীতীশচন্দ্র লাহিড়ী (১২৯৮ - ৫.৪.১৩৭১ ব.)। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. এবং আইন পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। ১৯২৬ খ্রী. রোটারী আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৪৪ - ৪৫ খ্রী. এবং ১৯৬২ - ৬৩ খ্রী. যথাক্রমে কলিকাতার এবং আন্তর্জাতিক রোটারী ক্লাবের সভাপতি নির্বাচিত হন। বেদান্ত এবং উপনিষদ্ বিষয়ে পাণ্ডিত্য ছিল। ফ্রান্স, চিলি ও আরব রাষ্ট্র তাঁকে 'অর্ডার অফ মেরিট', ক্যালিফোর্নিয়া কলেজ ও টেক্সাস

বিশ্ববিদ্যালয় 'ডক্টরেট' এবং ভারত সরকার 'পদ্ম-ভূষণ' উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। [৪]

নীতীশ মুখোপাধ্যায় (১৯১৫ ? - জুন ১৯৬৫) কলিকাতা। ভুজেন্দ্র। ১৯৩৯ খ্রী. 'পরশমণি' ছবির মাধ্যমে চলচ্চিত্রে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। প্রায় ৭০টি ছবিতে অভিনয় করেছেন। তার মধ্যে 'কবি', 'রত্নদীপ', 'সাহেব বিবি গোলাম', 'সাগরিকা', 'সোনার কাঠি', 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' প্রভৃতি ছবিগুলি উল্লেখযোগ্য। মঞ্চ ও যাত্রাভিনয়ও করেছেন। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর দলের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। পরবর্তী কালে 'দুঃখীর ইমান', 'উল্কা', 'আরোগ্য নিকেতন', 'অনর্থ' প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেন। [১৭]

নীরদবন্ধু ভট্টাচার্য (১৮৮৯ - ২৮.২.১৯২৮) বিটঘর—ত্রিপুরা। ঔষধ-ব্যবসায়ী মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের ভ্রাতুষ্পুত্র। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম.বি. পাশ করে 'ব্যাক্টেরিওক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরী' নামে একটি ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। 'বেঙ্গল হেল্‌থ অ্যাসোসিয়েশন'-এর কার্যাধ্যক্ষ হিসাবে অক্লান্তভাবে ম্যালেরিয়া, কলেরা ও কালাজ্বরের প্রতিরোধকল্পে চেষ্টা করেন। ১৯২৩ খ্রী. তাঁর স্থাপিত দু'টি চিকিৎসাকেন্দ্রে বিনামূল্যে দরিদ্র কালাজ্বরের রোগীদের চিকিৎসা করতেন। লণ্ডনের রস ইন্‌স্টিটিউটে গবেষণা করেন। অকৃতদার নীরদবন্ধু মাত্র ৩৯ বছর বয়সে মারা যান। [১]

নীরদমোহিনী দেবী (২৪.২.১৮৬৪ - ২.১১.১৯৫৪) বর্ধমান। পিতা প্যারীচাঁদ মিত্র। স্বামী বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু। বাল্যকালেই পিতৃহীন হন। কিন্তু তাঁর ন'দাদা ডা. গঙ্গানারায়ণের স্নেহে ও যত্নে স্কুলের শিক্ষা প্রাপ্ত হন। বিবাহের পর অধ্যাপক স্বামীর কর্মস্থল কটকে এসে ইংরেজী শিখতে থাকেন। ১৮৮১ খ্রী. গিরিশচন্দ্র বিলাতে গেলে নীরদমোহিনী দেশে থেকে দেশী ও বিদেশী কাব্য-সাহিত্যাদি অধ্যয়ন ও চর্চা করেন এবং 'প্রবাহ' নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ লেখেন। সে যুগের মহিলা কবিদের রচনায় প্রধানত প্রিয়জন-বিরহ, ভাগ্য ও ঈশ্বরের প্রতি অশ্রুবিহ্বল চিত্তবৃত্তির প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু নীরদমোহিনী নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে নারীর মুক্তি, দেশের স্বাধীনতা ও প্রকৃতিকে তাঁর রচনার উপজীব্য করেন। অল্পবয়সেই তাঁর কবিতা 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে কিছু কবিতা সংকলিত হয়ে 'পারিজাত' ও 'ছায়া' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। টেনিসনের অনেকগুলি আখ্যায়িকা-কাব্যও তিনি বাংলা পদ্যে অনুবাদ করেন। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের পুস্তকাগারে বহু দুর্লভ গ্রন্থ রক্ষিত আছে। [৮২]

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত (১৩০১ ? - ৭.৯.১৩৭৫ ব.)। আইনবিদ্‌ হিসাবে ফৌজদারী মামলায় বিশেষ খ্যাতিমান হন ও আইনজ্ঞ দলের নেতা হিসাবে চীন পরিদর্শন করেন। তাঁর রচিত উপন্যাসাবলীর মধ্যে 'সুশান্ত-সা' সাহিত্যজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বসুমতী প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁর গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছিল। [৪]

নীরেন লাহিড়ী (১৭.৭.১৯০৮ - ২.১২.১৯৭২) কলিকাতা। বিখ্যাত আইনজীবী যতীন্দ্রনাথ লাহিড়ীর পুত্র ও নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের দৌহিত্র নীরেন লাহিড়ী ছিলেন খ্যাতনামা চিত্র-পরিচালক। চিত্রজগতে অভিনেতা হিসাবে তাঁর প্রথম যোগাযোগ বড়ুয়া পিকচার্সের 'একদা' নামক ছবিতে। পরে সুশীল মজুমদার ও প্রমথেশ বড়ুয়ার অধীনে চিত্র-পরিচালনায় যুক্ত হন। নিজ পরিচালনায় তাঁর প্রথম ছবি 'ব্যবধান' (১৯৪০)। সঙ্গীতেও ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং সঙ্গীতে বিশেষ শিক্ষালাভের জন্য ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন। কয়েকটি ছবির সংগীত-পরিচালনাও তিনি করেন। অথচ গানবিহীন প্রথম বাংলা ছবি 'ভাবীকাল' তাঁরই পরিচালনায় একটি সার্থক ছবি হিসাবে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করে। বাংলা ও হিন্দী মিলিয়ে অন্তত ৪০ খানি ছবি তিনি পরিচালনা করেন। উল্লেখযোগ্য ছবি : 'দম্পতি', 'সহধর্মিণী', 'গরমিল', 'তানসেন', 'যদুভট্ট', 'সাধারণ মেয়ে', 'সিংহদ্বার', 'রাজদ্রোহী' প্রভৃতি। [১৮]

নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (১৮৯৬ - অক্টো. ১৯১৫) মাদারিপুর—ফরিদপুর। ললিতমোহন। ১৯১৩ খ্রী. ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়ে কারারুদ্ধ হন। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯১৫ খ্রী. গোয়েন্দা অফিসার নীরদ হালদারকে গুলি করে হত্যা করেন। দলের লোকজনের উপর পুলিসের নজর পড়ায় বাঘা যতীন পূর্ণ দাসের কাছে কয়েকটি ভাল ছেলে চেয়েছিলেন। পূর্ণ দাস নীরেন্দ্রনাথ-সমেত কয়েকজনকে পাঠান। নীরেন্দ্রনাথ উড়িষ্যার উপকূলে জার্মান জাহাজ ম্যাভেরিক থেকে বিপ্লবীদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র-সংগ্রহের কাজে এবং বাঘা যতীনের নেতৃত্বে বুড়িবালামের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে আহত হয়ে ৯.৯.১৯১৫ খ্রী. বন্দী হন এবং বালেশ্বর জেলে ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেন। [১০,৪২,৪৩,৫৬]

নীরেন্দ্রনাথ রায় (১৮৯৬ - ২৯.১০.১৯৬৬)। পৈতৃক নিবাস—যশোহর। রাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত-বংশীয়। মাতা নিস্তারিণী দেবী ছিলেন

প্রথম যুগের দেশকর্মী। ঐতিহাসিক নিখিলনাথ তাঁর জেঠতুতো ভাই। এম.এ. পাশ করে স্কটিশ চার্চ কলেজে অধ্যাপনার কাজ পেলেও ধুতি ছেড়ে কোট প্যান্ট পরে যাবার শর্ত শুনে চাকরি ত্যাগ করেন। পরিবর্তে বঙ্গবাসী কলেজে চাকরি নেন। বিজ্ঞানী সত্যেন বসুর সঙ্গে পরিচিত হয়ে মানিকতলা অবৈতনিক শ্রমজীবী নৈশ বিদ্যালয়ে কিছুদিন পড়ান। ১৯৬৪ খ্রী. বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপনা থেকে অবসর নেন। অধ্যাপকরূপে তাঁর খ্যাতি ছিল শেক্সপীয়র পড়ানোর জন্য। ইংরেজী ছাড়া, ফরাসী, জার্মান ও রুশ ভাষা জানা ছিল। চরকা কাটা ও গান্ধীবাদে বিশ্বাসী হন। পরে পরম সুহৃদ ও সহপাঠী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। জীবনের তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত হন (১৯২৮-৩০)। শেষজীবনে মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী হয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৪৮-৪৯ খ্রী. পার্টির সঙ্গে মতদ্বৈধ হলেও মার্ক্সবাদে বিশ্বাস হারান নি। অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের চেষ্টায় রুশদেশে যাওয়ার সুযোগ পান। মস্কোয় রুশ ভাষা থেকে বঙ্গানুবাদের কাজ করতেন। ২ বছর এই কাজ করে কয়েক মাসের জন্য দেশে ফেরেন। দ্বিতীয়বার মস্কোয় গিয়ে বাংলা ভাষার অধ্যাপক হন। মস্কোয় তিনি বহু শিশুপাঠ্য পুস্তকের অনুবাদ করেন ; তার মধ্যে একটি নাটক ছিল—নাম 'বেলুগিনের বিবাহ'। জুন ১৯৬৬ খ্রী. তিনি দিল্লীর 'ইন্‌স্টিটিউট অফ রাশিয়ান কালচার' নামক প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক হয়ে আসেন, কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই মারা যান। অবিবাহিত অধ্যাপক রায় 'পরিচয়' পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। মার্ক্সবাদের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা প্রগতি সাহিত্যের পটভূমি তৈরীর জন্য তিনি 'পরিচয়' পত্রিকায় যে ৬টি মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন, সেগুলি 'সাহিত্যবীক্ষা' নামে সঙ্কলিত হয়। এ ছাড়া কয়েকটি মৌলিক গ্রন্থের অনুবাদ আছে। তিনি 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস' ও 'ম্যাক্‌বেথ' গ্রন্থদ্বয়ের নাট্যানুবাদ করেন। কলিকাতায় 'শেক্সপীয়র পরিষদ্' স্থাপন করে বাংলা ভাষায় শেক্সপীয়রের নাটক মঞ্চস্থ করণে ও শেক্সপীয়রের আলোচনায় উদ্যোগী হন। 'শেক্সপীয়র : হিজ অডিয়েন্স অ্যান্ড হিজ রীডার্স' (১৯৬৫) তাঁর শেক্সপীয়র সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য রচনা। তিনি তাঁর সমগ্র জীবনে অর্জিত আয়ের বৃহদংশ ৪৫ হাজার টাকা সত্যেন বসু প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান পরিষদের গৃহনির্মাণ বাবদ দান করেন। [৩২]

নীরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৯২২-২৭.৯. ১৯৪৩)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফোর্থ মাদ্রাজ কোস্ট্যাল ডিফেন্স ব্যাটারির মধ্যে বিদ্রোহের বীজ দেখা গেছে—সামরিক দপ্তরে এই খবর আসে। এই ঘটনার সূত্র ধরে সামরিক পুলিস ১৮.৪. ১৯৪৩ খ্রী. ১২ জন সৈনিককে গ্রেপ্তার করে ৫.৮.১৯৪৩ খ্রী. সামরিক আদালতের বিচারে নীরেন্দ্রমোহন সহ ৯ জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ হয় এবং ২৭.৯.১৯৪৩ খ্রী. মাদ্রাজ দুর্গে তাঁদের ফাঁসি দেওয়া হয়। মৃত্যুর সময়ে তাঁরা 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি ও পরস্পরকে আলিঙ্গন করে হাসিমুখে প্রাণ উৎসর্গ করেন। [৪২,৪৩]

নীলকণ্ঠ দত্ত (? - ১৩০০ ব.) নবদ্বীপ। সূর্যকান্ত। মতি রায়ের পূর্বেই তিনি যাত্রাদল গঠন করেছিলেন। পিতার ব্যবসায়ে যোগদান না করে সঙ্গীত-রচনা ও যাত্রাগান করতেন। 'দাতাকর্ণ', 'ধ্রুবচরিত', 'হরিশ্চন্দ্রের দানকীর্তি', 'ব্রজলীলা-বর্ণন', প্রভৃতি পালাগ্রন্থের রচয়িতা। [৪]

নীলকণ্ঠ মজুমদার (১৮৫৫-২০.৮.১৯০১) পাথরাজনার্দনপুর—মেদিনীপুর। ঈশানচন্দ্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. এবং পি.আর.এস. ছিলেন। ঢাকা, রাজশাহী ও প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক এবং কৃষ্ণনগর কলেজ ও কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজের (১৮৮১-১৯০১) অধ্যক্ষ ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'গীতা রহস্য', 'বিবাহ ও নারীধর্ম', 'Are We Aryans?', 'The Village Schoolmaster', 'Model Essays' প্রভৃতি। [১,৪]

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় (১৮৪১-১৯১২) ধরণীগ্রাম—বর্ধমান। গ্রামের পাঠশালায় কিছুদিন অধ্যয়নের পর অসাধারণ সঙ্গীতপ্রীতির জন্য বাল্যেই গোবিন্দ অধিকারীর দলে যোগ দেন। পরে নিজ প্রচেষ্টায় সংস্কৃতে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। গোবিন্দ অধিকারীর মৃত্যুর (১২৭২ ব.) পর দলের অধিকারী হন এবং এখানেই তাঁর কবিত্বশক্তির স্ফুরণ হয়। বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও বাঁকুড়ায় তাঁর কৃষ্ণযাত্রার বিশেষ খ্যাতি ছিল। কৃষ্ণযাত্রায় দূতীর ভূমিকায় অভিনয় ও গানে তিনি যশস্বী হন। দাশরথি রায়ের ভাবশিষ্য ছিলেন। ভক্তি-উচ্ছ্বসিত পাঁচালী-গান তাঁর রচিত কৃষ্ণযাত্রায় শোনা যেত। তাঁর রচিত 'তপন তনয় ভব হর বব বম্ বম্' পদটি অকার ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ, যুক্তাক্ষর বা চন্দ্রবিন্দু-বর্জিত। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁকে 'গীতরত্ন' উপাধি প্রদান করেছিলেন। শেষ-বয়সে হেতমপুরের রাজা রামচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে থাকতেন। [১,৩,২৫]

নীলকণ্ঠ হালদার (? - আনু. ১২৬৬ ব.) পীলা—বর্ধমান। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলে জন্ম। তিনি অতি অল্প অনুপ্রাসযোগে অশ্লীল শব্দে ও ভাবে

'লহর' নামে দীর্ঘ ছন্দে গান রচনা করে জীবিকার্জন করতেন। শোনা যায়, তাঁর রচনায় বিরক্ত হয়ে দাশ-রথি রায় সর্বপ্রথম কবিগান রচনা শুরু করেন। [১]

নীলকমল দাস। চট্টগ্রাম পার্বত্য প্রদেশের রাজা ধরমবক্স্ খাঁর পত্নী কালিন্দী রানীর সাহায্যে তিনি 'বৌদ্ধরঞ্জিকা' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি পালি ভাষায় রচিত 'থাদুত্তাং' নামক বৃহৎ গ্রন্থের পয়ারাদি ছন্দে বঙ্গানুবাদ। এই গ্রন্থে বুদ্ধদেবের জীবনীর বিস্তৃত বর্ণনা আছে। [১]

নীলকমল মিত্র। এলাহাবাদ-প্রবাসী একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী। উত্তরপ্রদেশের প্রায় সমস্ত শহরেই তাঁর ব্যবসায় বিস্তৃত ছিল। তিনি ঐ প্রদেশের স্কুল-কলেজ-প্রবর্তকদের অন্যতম এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা প্রদেশের মিওর সেন্ট্রাল কলেজ প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। নীলকমল এবং প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ে মিলিতভাবে উক্ত প্রদেশে প্রথম ইংরেজী পত্রিকা 'দি রিফ্লেক্টর' প্রকাশ করেন। [১]

নীলকমল মুস্তোফী। নদীয়া জেলার জজের সেরেস্তাদার ছিলেন। ১৮৩৮ খ্রী. তিনি রাজ-কার্যে ব্যবহৃত ফারসী শব্দের একখানি বৃহৎ বাংলা অভিধান প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে ২৮০০ ফারসী শব্দের বাংলা অর্থ সন্নিবেশিত হয়েছে। [১,৬৪]

নীলকমল লাহিড়ী (১২৩৫ - ১৩০৩ ব.) নল-ডাঙ্গা—রংপুর। জমিদার পরিবারে জন্ম। বিপুল অর্থশালী হয়েও শাস্ত্রচর্চায় উৎসাহী এবং পাণ্ডিত্যে অসাধারণ ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'কাল্যর্চন চন্দ্রিকা', 'কৃষিতত্ত্ব', 'শক্তিভক্তিরসকণিকা', 'শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা-পদ্ধতি', 'প্রতিষ্ঠা লহরী', 'যাত্রা পদ্ধতি'। [১]

নীলকান্ত ভট্ট। আনুমানিক ১৭শ শতাব্দীতে 'পিরালী কারিকা' গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে রাঢ়ীয় পিরালীসমাজের কিছু পরিচয় অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। [২]

নীলমণি ঠাকুর (? - ১৭৯১) গোবিন্দপুর। জয়রাম। বংশগত উপাধি—কুশারী। তাঁর পূর্ব-পুরুষ মহেশ্বর ও তাঁর ভ্রাতা শুকদেব নিজ গ্রাম যশোহরের বারোপাড়া থেকে কলিকাতার দক্ষিণে গোবিন্দপুরে এসে বসতি স্থাপন করেন। পিতামহ পঞ্চানন ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জাহাজী কার-বারে যোগ দিয়ে আদিগঙ্গার তীরে শূদ্র-অধ্যুষিত অঞ্চলে চলে আসেন। অঞ্চলবাসীরা তাদের মধ্যে একঘর ব্রাহ্মণ পেয়ে খুব খাতির করে পঞ্চাননদের 'ঠাকুরমশাই' বলে সম্বোধন করত। এই সূত্রে বিদেশী বণিক ও জাহাজের কাপ্তেনরাও তাঁদের 'ঠাকুর' বলত। তখন থেকে এই 'ঠাকুর' পদবীই প্রচলিত হয়, 'কুশারী' পদবী মুছে যায়। নীলমণির পিতা জয়রাম ও ভ্রাতা রামসন্তোষ কোম্পানীর কাজ করে বিলক্ষণ ধন উপার্জন করেন ও ধনসায়রে (বর্তমান ধর্মতলা ও গড়ের মাঠ) জমি কিনে বসতবাড়ি এবং বর্তমানে যেখানে দুর্গ, সেখানে বাগানবাড়ি নির্মাণ করেন। ১৭৫৬ খ্রী. জয়রামের মৃত্যু হয়। ১৭৫৭ খ্রী. পলাশী যুদ্ধের পর মীরজাফর সিরাজ কর্তৃক কলিকাতা ধ্বংসের যে ক্ষতিপূরণ দেন তা থেকে নীলমণি কিছু পান এবং ভ্রাতা সহ কলিকাতা গ্রামে এসে পাথুরিয়াঘাটায় বসতি স্থাপন করেন (১৭৬৪)। পর বৎসর নীলমণি কোম্পানীর দেও-য়ানী কাজে নিযুক্ত হয়ে রাজস্ব আদায়ের নূতন বন্দোবস্ত করায় উড়িষ্যায় কালেক্টরের সেরেস্তা-দারের পদ পান। এ কাজে তাঁর প্রচুর ধনাগম হয়। তাঁর অনুজ দর্পনারায়ণও নানা ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। পরে দুই ভ্রাতায় মনোমালিন্য ঘটায় বিষয়-সম্পত্তি উভয়ের মধ্যে ভাগ হয়। নীল-মণি এক লক্ষ টাকা পেয়ে পাথুরিয়াঘাটার বসত-বাড়ি ও দেবোত্তর সম্পত্তি দর্পনারায়ণকে ছেড়ে দেন এবং জোড়াবাগানের বৈষ্ণবচরণ শেঠের কাছে এক বিঘা জমি পেয়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পত্তন করেন (জুন ১৭৮৪)। রবীন্দ্রনাথ এই বংশের সন্তান। [৩,২২,৪৭]

নীলমণি ঠাকুর, চক্রবর্তী (১১৫১ ? - ১২২১ ? ব.) কলিকাতা। একজন খ্যাতনামা কবিয়াল এবং কবিদলের পরিচালক। তিনি ছাড়া কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য, হরু ঠাকুর প্রভৃতিও তাঁর দলের জন্য গান রচনা করতেন। ভোলা ময়রা, রাম বসু প্রভৃতি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। নীলমণির মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামপ্রসাদ কবিদল পরিচালনা করে সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখেন। [১]

নীলমণি দাস দেওয়ান (১৮৩৭ - ১৮৭৯) জিনোদপুর—ত্রিপুরা। স্কুল থেকে সিনিয়র পরীক্ষা পাশ করে প্রথমে ত্রিপুরা কলেক্টরীতে নাজীর এবং ক্রমে প্রধান কেরানী, সেরেস্তাদার ও সাব-রেজিস্ট্রার হন। পরে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য ডেপুটি ম্যাজি-স্ট্রেট হয়েছিলেন। ১৮৭৩ খ্রী. ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্রের মন্ত্রিপদ গ্রহণ করেন। তাঁর চেষ্টায় ত্রিপুরা রাজ্যের প্রশাসনে নানা সংস্কার সাধিত হয়, যথা আবগারী বিভাগ স্থাপন, স্ট্যাম্প ব্যবহার, দলিল রেজেস্ট্রির নিয়ম প্রবর্তন, আইনের সংশো-ধন ও তমাদি আইন প্রবর্তন। তিনিই প্রথম ত্রিপুরা রাজ্যে উকিলদের পরীক্ষা প্রচলিত করেন। ১৮৭৬ খ্রী. সর্বপ্রথম ঐ রাজ্যে এক নরহত্যাকারীকে তিনি ফাঁসির দণ্ডাজ্ঞা দিয়েছিলেন। ঐ সময়েই শত্রুপক্ষের এক চক্রান্তে তাঁর মন্ত্রিপদ নাকচ হয়ে যায়। কিন্তু পরে পুনরায় মন্ত্রিত্বগ্রহণের জন্য

তাঁকে ডাকা হয়। তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন। কিছুকাল পরেই মারা যান। [১]

নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার, মহামহোপাধ্যায়, সি. আই.ই. (৮.১২.১৮৪০ - ২৬.৫.১৯০৮) পুঁড়ুরী—চব্বিশ পরগনা। গুরুদাস মুখোপাধ্যায়। আদি নিবাস মাহিনগর—চব্বিশ পরগনা। পিতামহ কাশীনাথ সার্বভৌম মাহিনগর ছেড়ে কলিকাতার নিকটবর্তী ঢাকুরিয়ায় বাসস্থান নির্মাণ করেন। শৈশবে মাতাপিতৃহীন হয়ে নীলমণি পিসীমা পদ্মিনী দেবীর গৃহে লালিত-পালিত হন। ঢাকুরিয়ার নিকটবর্তী কমলপুর গ্রামের অধ্যাপক গোবিন্দ-কুমার তর্কালঙ্কারের নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, ধাতুপাঠ, অমরকোষ প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। তারপর তখনকার বিদ্যালয়সমূহের প্রধান পরি-দর্শক উড্রো সাহেবের পরামর্শে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী ভাষাও শিক্ষা করেন। ১৮৬২ খ্রী. কৃতিত্ব দেখিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৭ খ্রী. এম.এ. পরীক্ষায় সুবর্ণপদক লাভ করেন এবং সংস্কৃত ও ইংরেজী উভয় ভাষায় পারদর্শিতার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 'ন্যায়ালঙ্কার' উপাধিতে ভূষিত হন। তারপর আইন পাশ করেন। কর্মজীবনে তিনি প্রথমে চব্বিশ পরগনার স্কুলসমূহের ডেপুটি ইন্-স্পেক্টর পদ লাভ করেন। পরে বিভিন্ন সরকারী পদে নিযুক্ত হয়ে হিন্দুদের জন্মপত্রিকা সম্বন্ধে বিবরণ লেখা, পল্লীগ্রামের শিক্ষা-বিষয়ক আদম-সুমারির কার্য-পরিচালনা, স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি-বিধায়ক কার্যবিবরণী রচনা প্রভৃতি বিভিন্ন দায়িত্ব-পূর্ণ ব্যাপারে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দেন। ১৮৭৩ খ্রী. তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যা-পক-পদে বৃত হন ও ১৮৯৫ খ্রী. পর্যন্ত উক্ত কার্য যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করেন। ১৮৯৫ - ১৯০০ খ্রী. পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে সংস্কৃত কলেজের নূতন ও পুরাতন ছাত্রদের নিয়ে 'Sanskrit College Re-Union' নামে সম্মেলন-সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রাজনীতি-ক্ষেত্রে Age of Consent Bill-এর সময় হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবস্থাদির ইংরেজী অনুবাদ করে তার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করেন। ১৮৮০ খ্রী. তিনি একটি স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপন করেন। প্লেগ মহামারীর সময় (১৮৯৮) তিনি Vigilance Com-mittee-র সহকারী সভাপতি নিযুক্ত হন। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও প্রত্ন-তাত্ত্বিক ছিলেন। সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য পুস্তকাবলী : সংস্কৃতে—বঙ্গানুবাদ সহ 'রঘুবংশম্', 'মণিমঞ্জরী ব্যাকরণ' ও 'সাহিত্য পরিচয়' (১ম ও ২য় ভাগ) প্রভৃতি; বাংলায়—'নীতিমঞ্জরী', 'আদর্শ চরিত', 'পাঠচন্দ্রিকা', 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (২য় খণ্ড) ইত্যাদি। এশিয়া-টিক সোসাইটি থেকে তিনি 'কূর্মপুরাণে'র একটি সংস্করণ সম্পাদনা করেন। ১৮৯৮ খ্রী. তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত হন। [১৩০]

নীলমণি পাটনী। চন্দননগর—হুগলী। কবি-সংগীত এবং বৈষ্ণব-সংগীত-রচয়িতা এক খ্যাতনামা কবিয়াল। গদাধর মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সংগীত-রচয়িতাগণও তাঁর দলের জন্য কবি-গান রচনা করতেন। [১]

নীলমণি বসাক (আনু. ১৮০৮ - ৬.৮.১৮৬৪) কলিকাতা। রাজচন্দ্র। তন্তুবায়-বংশীয় নীলমণি হেয়ার সাহেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। হেয়ারের চেষ্টায় প্রথমে হুগলী কোর্টে একটি কেরানীর পদ পান। নিজ কর্মদক্ষতা ও প্রতিভাবলে ক্রমে উচ্চতর পদে উন্নীত হয়ে গেজেটেড অফিসার হয়েছিলেন। বর্ধমানের কমিশনারের পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকা কালে তাঁর মৃত্যু হয়। সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'পারস্য ইতিহাস' (পদ্যে), 'আরব্য উপন্যাস' (১-৩ খণ্ড), 'নবনারী' (১৮৫২), 'বত্রিশ সিংহাসন', 'রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম', 'পারস্য উপন্যাস', 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', 'ইতিহাস-সার' প্রভৃতি। [১,২৬,৬৪]

নীলমণি মিত্র (১৮২৮ - ২.৮.১৮৯৪) কলি-কাতা। সুখময়। ডায়মণ্ডহারবারের অন্তর্গত বরদা গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম। কাশীশ্বর মিত্রের বংশধর। তিনি প্রথমে বরদা গ্রামে, পরে লণ্ডন মিশনারী স্কুলে ও ডাফ সাহেবের কলেজে এবং রুড়কি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে প্রথম বাঙ্গালী ছাত্র হিসাবে অধ্যয়ন করেন। শেষোক্ত কলেজ থেকে পাশ করে গাঙ্গেয় ক্যানেল বিভাগে কাজ করেন। কিছুকাল পরে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী বিভাগের সহকারী আর্কিটেক্টের পদ লাভ করেন। ১৮৫৮ খ্রী. তিনি সহকারী ইঞ্জিনীয়ার হন। কিন্তু এখানে মতানৈক্য হওয়ায় চাকরি ছেড়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে আরম্ভ করেন। বাঙালীদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। বিনা পারিশ্রমিকে তিনি কলি-কাতার সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের এবং বিদ্যাসাগর কলেজের বাড়ি প্রভৃতি তৈরী করেন। ডা. মহেন্দ্র-লাল সরকারের বিজ্ঞান কলেজের বাড়ি শুধু বিনা পারিশ্রমিকেই করেন নি, কলেজের জন্য এক হাজার টাকা চাঁদাও দিয়েছিলেন। পাইকপাড়ার রাজাদের বাড়ি ও বাগান, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাসাদ ও এমারেল্ড বাওয়ার উদ্যান এবং আরও অনেক বড় বড় বাড়ি তাঁরই পরিকল্পনায় ও তত্ত্বাবধানে নির্মিত

হয়েছিল। তিনি কাশীপুর পুরতন্ত্রের সহকারী সভাপতি, কলিকাতা পুরতন্ত্রের কর্মসচিব, দমদম ও শিয়ালদহের অবৈতনিক বিচারক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, স্থপতিবিদ্যা বিভাগের সভ্য, বিজ্ঞান সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও কার্যকরী সভার সভ্য, ইঞ্জিনীয়ারিং সমিতির সভাপতি এবং হিন্দু হোস্টেল কমিটির ন্যাসরক্ষক ছিলেন। এছাড়াও একটি 'করদাতা সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। [১]

নীলমণি শাস্ত্রসাগর (? - ৫.১.১৯৭২)। স্বভাবকবি নীলমণি যাবতীয় ছন্দে 'বিপুলা চরিতম্ কাব্যম্' নামক গ্রন্থ লিখে প্রতিভাবান কবিরূপে পরিচিত হন। এ ছাড়া সংস্কৃত ভাষায় গদ্যে ও পদ্যে আরও অনেক পুস্তক, বহু স্তব ও পদাবলী রচনা করেন। তিনি ২৩টি ভাষা জানতেন। [১৬]

নীলমাধব চক্রবর্তী [১]। বিভিন্ন সময়ে ষ্টার, সিটি, অরোরা, মিনার্ভা প্রভৃতি রঙ্গালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অরোরা ও সিটি নাট্য সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। ১৮৮১ - ১৯০২ খ্রী. পর্যন্ত বিভিন্ন ভূমিকায় সুনামের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। [৬৯]

নীলমাধব চক্রবর্তী [২] বিষ্ণুপুরের নীলমাধব মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের অন্যতম সভাবাদক ছিলেন। সঙ্গীতজ্ঞ রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কাছে সেতার ও সুরবাহার বাজনা শেখেন। [৫২]

নীলরতন মুখোপাধ্যায় (? - ১৩২৯ ব.) বীরভূম। শিক্ষকতা করতেন। ১৩০৬ - ১৩১২ ব. পর্যন্ত 'বীরভূমি' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সম্পাদিত গ্রন্থ : 'চণ্ডীদাসের পদাবলী' (১৩২১ ব.)। [৪]

নীলরতন রায় (১২৩৫ ব. - ?) পোতাজিয়া —পাবনা। পদ্মলোচন। সঙ্গীত ও যাত্রাপালার রচয়িতা। তিনি নিজ গ্রামে স্কুল ও দেবালয় স্থাপন করেন। [১]

নীলরতন সরকার, স্যার (১.১০.১৮৬১ - ১৮.৫.১৯৪৩) নেত্রা—চব্বিশ পরগনা। আদি নিবাস যশোহর। নন্দলাল। ১৮৭৬ খ্রী. জয়নগর থেকে এণ্ট্রান্স পাশ করে ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল থেকে ডাক্তারী পাশ করেন এবং সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জনের চাকরি পান। এই সঙ্গে মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে এফ.এ. ও বি.এ. পাশ করে কিছুদিন চাতরা হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। ১৮৮৫ খ্রী. মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে ১৮৮৮ খ্রী. এম.বি. হন। ক্রমে এম.এ. এবং এম.ডি. উপাধিও লাভ করেন। তারপর চিকিৎসা ব্যবসায়ে ব্রতী হয়ে অল্পকাল মধ্যেই সুচিকিৎসকরূপে বিশেষ খ্যাতিমান হন। ১৮৯৩ খ্রী. তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং ক্রমে ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্স ও ফ্যাকাল্টি অফ মেডিসিনের ডীন ও স্নাতকোত্তর কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগের সভাপতি হন। ১৯১৬ খ্রী. রাধাগোবিন্দ কর ও সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারীর সঙ্গে একযোগে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজ (বর্তমান আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল) স্থাপন করেন। ১৯১৯ - ২১ খ্রী. তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন। ১৯২০ খ্রী. উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে লণ্ডনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলনে যোগদান করেন। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে যথাক্রমে ডি.সি.এল. ও এলএল.ডি. সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করে। যাদবপুর যক্ষ্মা-হাসপাতাল (বর্তমান কুমুদশঙ্কর রায় যক্ষ্মা হাসপাতাল) প্রতিষ্ঠায় তিনি সক্রিয় সহযোগিতা করেন। বিভিন্ন সময়ে বেলগাছিয়া, যাদবপুর, চিত্তরঞ্জন সেবাসদন প্রভৃতি হাসপাতালের এবং ক্যালকাটা মেডিক্যাল ক্লাব ও ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সম্পাদকরূপে এদেশে বৃত্তিগত প্রশিক্ষণের চেষ্টা করেন। বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল স্কুল, যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গঠনেও তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। নানাপ্রকার দেশী শিল্প গড়ে তোলার চেষ্টায় বহু আর্থিক ক্ষতিও স্বীকার করেন। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য—ন্যাশনাল ট্যানারী। অধুনালুপ্ত ন্যাশনাল সোপ ফ্যাক্টরীরও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। রাঙ্গামাটি চা কোম্পানী (পরবর্তী ঈস্টার্ন টি কোং) গঠনে বহু অর্থ নিয়োগ করেন। ১৯০৮ খ্রী. 'বুট অ্যান্ড ইক্যুইপমেণ্ট'-এর ডিরেক্টর হয়েছিলেন। বসু বিজ্ঞান মন্দির, বিশ্বভারতী ও ভারতীয় যাদুঘরের ট্রাস্টী ছিলেন। ১৮৯০ খ্রী. থেকে জাতীয় কংগ্রেসে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ১৯১৯ খ্রী. মডারেটরদের সঙ্গে কংগ্রেস ত্যাগ করেন। ১৯১২ - ২৭ খ্রী. বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল কলেজে রূপান্তরিত হয়ে তাঁরই নামানুসারে 'নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ' নামে আখ্যাত হয়। প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ তাঁরই ভ্রাতা। [৩,৫, ২৫,২৬,১২৪]

নীলরত্ন হালদার (? - আনু. ১৮৫৫) চুঁচুড়া—হুগলী। নীলমণি। বহুভাষাবিদ্, সাহিত্যিক, সংবাদপত্রসেবী ও সুকবি হিসাবে সে যুগে তাঁর খ্যাতি ছিল। ১৮২৯ খ্রী. ইংরেজী, বাংলা, নাগরী,

ও ফারসী ভাষায় প্রকাশিত 'বঙ্গদূত' সাপ্তাহিকের তিনিই প্রথম সম্পাদক। রচিত গ্রন্থাবলী : 'কবিতা-রত্নাকর', 'জ্যোতিষ', 'পদমাধুরীপ্রকাশ', 'অনুষ্ঠ প্রকাশ', 'বহুদর্শন', 'সঙ্গীত-শিক্ষা', 'সর্বামোদ-তরঙ্গিণী', 'শ্রীশ্রীমহাদেবস্তোত্রম্', 'স্মৃতিগীতরত্ন', 'পার্থতীর্থগীতরত্ন' প্রভৃতি। তাঁর 'কবিতা-রত্নাকর' গ্রন্থখানি পাদরী মার্শম্যান ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন। এছাড়াও তাঁর রচিত বহুসংখ্যক সঙ্গীত আছে। তিনি ১৯২৫ খ্রী. একটি মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। টিরেন্স সাহেবের আমলে সল্ট্ বোর্ডের দেওয়ান ছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরে তিনি তৎকালে বাঙালীদের প্রাপ্য সর্বোচ্চ সম্মান-জনক রেভিনিউ বোর্ডের দেওয়ানের পদ লাভ করেছিলেন। [১,৪,২৬,২৮,৬৪]

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় (আনু. ১২১২ - ১২৭৮ ব.) মবারকপুর (মতান্তরে আলিপুর)—বর্ধমান। তান্ত্রিক ও সিদ্ধ মহাপুরুষ। পণ্ডিত হরচন্দ্র ন্যায়-বাগীশের কাছে ন্যায় ও সাংখ্য অধ্যয়ন করেন। শক্তি-বিষয়ক ও অন্যান্য বিবিধ-বিষয়ক প্রায় ৫ শত সঙ্গীতের রচয়িতা। [১]

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, সি.আই.ই. (৩.১২. ১৮৪২ - ১৯২০) কুলিয়ারান ঘাট—যশোহর। দেব-নাথ। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৬৫ খ্রী. সংস্কৃত ভাষায় শীর্ষস্থান অধিকার করে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৬৬ খ্রী. বি.এল. পাশ করে প্রথমে কলিকাতা হাইকোর্টে ও পরে পাঞ্জাব চীফ কোর্টে ওকালতি করেন। ১৮৬৯ খ্রী. কাশ্মীরের মহারাজা কর্তৃক প্রধান বিচারপতি ও অর্থসচিবের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি কাশ্মীরে রেশমের কার-খানা স্থাপন করেন। ১৮৮৬ খ্রী. চাকরি ছেড়ে কলিকাতায় আসেন। ১৮৯৬ খ্রী. কলিকাতা মিউ-নিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান হয়ে বহুদিন এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কাশ্মীরের মহারাজা সনদ ও উপহার দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেছিলেন। [১,৩১]

নীহারবালা (১৮৯৯ ? - ১৯৫৫)। ১৯১৮ খ্রী. রঙ্গালয়ে যোগ দেন। নৃত্যগীতে সুদক্ষ ও খ্যাত-নাম্নী অভিনেত্রী ছিলেন। ষ্টার থিয়েটারে 'কর্ণা-র্জুন' নাটকে 'নিয়তি'র ভূমিকায় ও চিরকুমার সভায় 'নীরবালা'র ভূমিকায় অভিনয় করে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। অভিনীত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা : 'নাহের' (বন্দিনী), 'সুনন্দা' (ঋষির মেয়ে), 'রামী', 'চন্দনা' (কারাগার), 'আলেয়া' ইত্যাদি। ফুল্লরা বইতে তাঁর নৃত্যকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। মিনার্ভা থিয়েটারে তিনি কয়েকটি বইতে সখী-দের নৃত্য শেখান। অভিনয়-জগৎ থেকে অবসর-গ্রহণ করে তিনি শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী আশ্রমে থাকতেন। পণ্ডিচেরীতে মৃত্যু। [৩,৫]

নুর মোহাম্মদ। একজন খ্যাতনামা লাচাড়ীকার। 'মদনকুমার ও মধুমালার বিরহ লাচাড়ী' গ্রন্থের রচয়িতা। [১,৪]

নুরুদ্দিন, সৈয়দ। মির্জাপুর—চট্টগ্রাম। ফারসী ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি থেকে 'রাহাতুল কুলুপ' নামে একটি মুসলমান ধর্মগ্রন্থ বাংলায় প্রণয়ন এবং 'দাকায়েৎ' নামে মুসলমান সংহিতার বঙ্গানুবাদ করেন। [১]

নুলো পঞ্চানন। তিনি রাঢ়ীয় সমাজের দোষ-গুণ সমালোচনার জন্য 'দোষকারিকা' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর কারিকা যেমন মধুর ও হৃদয়স্পর্শী, তেমনি শ্লেষোক্তিবহুল এবং সমাজের নিখুঁত চিত্রজ্ঞাপক। [১,২]

নূতনচন্দ্র সিংহ (? - ১৩.৪.১৯৭১) গহিরা (রাউজান থানা)—চট্টগ্রাম। যৌবনে জীবিকার সন্ধানে আকিয়াবে গিয়ে সাবান ও আয়ুর্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুতের ব্যবসায় শুরু করেন। পরে বিহারের কুণ্ড-ধাম তীর্থে গিয়ে কবচ ধারণ করে দেশে ফিরে কুণ্ডেশ্বরী বিগ্রহ ও 'কুণ্ডেশ্বরী ঔষধালয়' স্থাপন করেন। ক্রমে সেটি বিরাট এক শিল্প-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। তিনি গ্রামের ও এলাকার বিভিন্ন উন্নয়ন এবং মাঙ্গলিক কাজে উদ্যোগী ছিলেন। 'কুণ্ডেশ্বরী বালিকা বিদ্যামন্দির', 'কুণ্ডেশ্বরী মহিলা মহাবিদ্যালয়', 'কুণ্ডেশ্বরী ভবন ডাকঘর' প্রভৃতি স্থাপন করেন। ১৯৭১ খ্রী. মুক্তিসংগ্রামের কালে হানাদারদের আক্রমণে প্রতিরোধ ভেঙে পড়লে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর সহ ৪৪ জন অধ্যাপককে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে নিরা-পদ স্থানে যাবার সুযোগ করে দেন। কিন্তু তিনি নিজে তাঁর আবাস ছাড়েন নি। ১৩ এপ্রিল তাঁর নিজের বাড়িতে পাক হানাদারদের গুলিতে প্রাণ হারান। [৩২]

নুরুলউদ্দিন (? - ১৭৮৩)। রংপুর বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক নুরুলউদ্দিন বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকগণ কর্তৃক 'নবাব' বলে ঘোষিত হন। তিনি উত্তরবঙ্গের কৃষকদের বিদ্রোহ-পরিচালনভার গ্রহণ করে দয়া শীল নামে এক প্রবীণ কৃষককে তাঁর দেওয়ান নিযুক্ত করেন। তিনি এক ঘোষণার দ্বারা ইংরেজদের অনুচর দিনাজপুরের কুখ্যাত ইজারাদার দেবী সিংহকে কর না দেবার আদেশ জারি করেন এবং বিদ্রোহের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য ডিং খরচা নামে বিদ্রোহের চাঁদা ধার্য করেন। তাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা দেবী সিংহ ও ইংরেজ শাসনের প্রধান

খাঁটি গোলাহাটে বন্দরের ওপর আক্রমণ করলে ঐ স্থানে ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে নুরুলউদ্দিন গুরুতর আহত হয়ে শত্রুদের বন্দী হন। অল্প কয়েক দিন পরেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। [৬৬]

নৃত্যগোপাল কবিরত্ন। কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, বিশিষ্ট অধ্যাপক ও যশস্বী নাট্যকার। তাঁর রচিত কয়েকটি বাংলা ও সংস্কৃত নাটক আছে। বাংলা নাটকগুলি অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। সংস্কৃত নাটকগুলি নিজ টোলের ছাত্রদের নিয়ে 'কাশী-বিলাস নাট্য সম্প্রদায়' নামে দল গঠন করে অভিনয় করাতেন। এছাড়া তিনি 'রামাবদানম্' নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থটি জার্মানীতে স্কুলপাঠ্য হয়েছিল। [১]

নৃত্যগোপাল শেঠ (পৌষ ১২৬০ - ১০.১২.১৩২০ ব.) চন্দননগর-পালপাড়া—হুগলী। শম্ভুচন্দ্র। প্রথমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও পরে গড়বাটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে কয়েক বছর পড়াশুনা করে নিজেদের লোহ ও ইস্পাত ব্যবসায়ের পরিচালনার কাজে কলিকাতায় আসেন। স্বদেশী শিল্পকলা ও স্বদেশজাত শিল্পদ্রব্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগী এবং অঙ্কন ও মাটির মূর্তি তৈরীতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। লোহ ও লোহজাত দ্রব্যের ব্যবসায়ে তাঁর কোম্পানী শম্ভুচন্দ্র অ্যান্ড সন্স এককালে শীর্ষস্থানীয় ছিল। চন্দননগরে শিক্ষার উন্নতিকল্পে তাঁর আর্থিক সাহায্য স্মরণীয়। [১]

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (১৩১২? - ৬.৪.১৩৭০ ব.)। তিনি গল্প, উপন্যাস, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্ম প্রায় সব বিষয়েই লিখেছেন। বিশেষ করে শিশু-মনকে ধর্মমুখী করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর লেখনীর দান স্মরণীয়। চলচ্চিত্রজগতে চিত্রনাট্যকার, কাহিনীকার, গীতিকার, চিত্রপরিচালক এবং অভিনেতারূপেও তিনি কাজ করেন। বেতার প্রতিষ্ঠানের বিদ্যার্থী মণ্ডল ও পল্লীমঙ্গল আসরের প্রতিষ্ঠাতা, দীর্ঘদিন গল্পদাদুর আসরের পরিচালক এবং 'গল্পভারতী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাকালীন সম্পাদক ছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী : 'মহীয়সী মহিলা', 'সান ইয়াৎ সেন', 'শতাব্দীর সূর্য', 'মা' (অনুবাদ), 'সেক্সপীয়ারের কমেডী', 'সেক্সপীয়ারের ট্রাজেডী', 'নূতন যুগের নূতন মানুষ', 'কুলী' (অনুবাদ), 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি' (অনুবাদ), 'এইচ. জি. ওয়েলসের গল্প' প্রভৃতি। তাঁর কৃত জয়দেব-রচিত 'গীতগোবিন্দ'-এর গদ্যানুবাদও অত্যন্ত জনপ্রিয়। [৪]

নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৫.৬.১৮৮৫ - ১৮.৮.১৯৪৯)। প্রথমে অধ্যাপকরূপে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে দেশবন্ধুর অনুপ্রেরণায় সরকারী চাকরি ত্যাগ করে সত্যাগ্রহ দলে যোগ দেন। অসহযোগ আন্দোলনে কারারুদ্ধ হন। গয়া কংগ্রেসের পর বর্মার 'রেঙ্গুন মেল' পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন। রাজনৈতিক কারণে বহুবার কারাবরণ করেন। বাঙলার বহু অঞ্চলে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। হুগলী কংগ্রেসের বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। [১০]

নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু বা নেপা বোস (১৪.৬.১২৭৪ - শ্রাবণ ১৩৩৪ ব.) কলিকাতা। হরিশ্চন্দ্র। ক্লাসিক থিয়েটারে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'আলিবাবা' নাটকের নৃত্য পরিচালনায় তিনি বাংলা থিয়েটারে নবযুগের সূচনা করেন (১৮৯৭)। নিজে আবদাল্লার ভূমিকায় অভিনয় করে অপূর্ব নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। তাঁর পরিকল্পিত নাচের গুণে অল্পদিনের মধ্যেই নাটকটি বিখ্যাত হয়ে ওঠে ও তা থেকে লক্ষাধিক টাকা আয় হয়। বাংলা রঙ্গমঞ্চে নৃত্যের প্রচলন ও প্রচেষ্টা নেপা বোসের অপূর্ব কীর্তি। শুধু নৃত্যশিল্পী হিসাবে নয়, অভিনয়-নৈপুণ্যের জন্যও তিনি খ্যাতিলাভ করেন। যে সব ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি যশস্বী হয়েছেন তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—'ফকরে', 'দেলদার' ও 'নিমচাঁদ'। [৬৫,১৪১]

নৃপেন্দ্রনাথ বসু, এন. এন. বোস (? - ১৭.৪.১৯৭৩) ভারতের স্কাউট সংগঠনের অন্যতম পুরোধা। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে ১৯১২ খ্রী. আইনজীবী হিসাবে কলিকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন। সব রকম খেলা-ধুলা, ভারোত্তোলন, গান-বাজনা ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ ছিল। শিশু রঙমহল (সি.এল.টি.)-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ছিলেন। [১৬]

নৃপেন্দ্রনাথ মিত্র (১৮৯২ - ২২.৯.১৯৬২) শিল্পী। কেদারনাথ। পৈতৃক নিবাস খাঁপনা—হাওড়া। চিকিৎসক পিতার কর্মস্থলে জন্ম। বঙ্গবাসী কলেজে ছাত্রাবস্থায় জ্যেষ্ঠ হরেন্দ্রনাথের 'Indian Annual Register' নামক বিখ্যাত ষান্মাসিক পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগে 'বাণী প্রেস' স্থাপন করে ১৯১৯ - ২৫ খ্রী. পর্যন্ত পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশকের কাজ করেন। জ্যেষ্ঠের মৃত্যুর পর ১৯২৫ - ৪৭ খ্রী. এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর সময়ে পত্রিকাটি সুধিসমাজে জনপ্রিয় হয়েছিল। [১৪৬]

নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, স্যার, কে.সি.এস.আই. (১৮৭৬ - ১৯৪৫) কলিকাতা। নগেন্দ্রনাথ। কলিকাতা ও লণ্ডনে শিক্ষালাভ করেন। প্রথম জীবনে আইনের অধ্যাপনা, আইন ব্যবসায় ও সরকারী

চাকরির পর ১৯০৭ খ্রী. ব্যারিস্টার-রূপে হাই-কোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করে অল্পকালের মধ্যেই প্রভূত খ্যাতি ও অর্থ উপার্জন করেন। ১৯২৮ থেকে ১৯৩৪ খ্রী. পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৯ খ্রী. পর্যন্ত গভর্নর-জেনারেলের ব্যবস্থা পরিষদের আইন সদস্যরূপে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে 'ভারতীয় কোম্পানী আইন' ও 'ভারতীয় বীমা আইন'-এর প্রবর্তন তাঁরই কীর্তি। তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে তিনি বাঙলার হিন্দুসমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন (১৯৩২)। ১৯৪১ খ্রী. তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক'-রূপে হিন্দু আইন সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান ভাষণ দেন। ইংরেজ সরকারের বিশ্বাস-ভাজন নৃপেন্দ্রনাথ দেশহিতৈষী ও সমাজসেবকরূপে দেশবাসীর হৃদয়েও শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি শিক্ষা ও সমাজ-উন্নয়নকামী বহু সংস্থার সংগঠন ও পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁর দানশীলতাও সুবিদিত ছিল। [১৪১]

নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ (৪.১০.১৮৬২ - ১৮.৯. ১৯১১) কুচবিহার। নরেন্দ্রনারায়ণ। বারাণসীর ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউট ও বাঁকিপুর কলেজে এবং বিলাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ১৮৭৮ খ্রী. কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা সুনীতি দেবীকে বিবাহ করেন। ১৮৮৩ খ্রী. সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কাছ থেকে 'মহারাজা' উপাধি, পদক ও তরবারি উপহার পান। ১৮৮৫ খ্রী. ভারত সরকার কুচবিহার রাজপরিবারকে 'মহারাজ ভূপ-বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৮৭ খ্রী. মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উৎসব উপলক্ষে তিনি পুনরায় ইংল্যান্ড যান। সেই সময়েই তিনি জি.সি.আই.ই. উপাধি পান ; তাঁর পত্নীও সি.আই. (Crown of India) উপাধি লাভ করেন। নৃপেন্দ্র-নারায়ণ সপ্তম এডওয়ার্ডের অনারারি এডিকং এবং ব্রিটিশ সেনাদলের লেফ্‌টেন্যান্ট কর্নেল হয়েছিলেন। বিলিয়ার্ড, টেনিস, পোলো, শিকার প্রভৃতিতে সুনিপুণ ছিলেন। ১৯০৯ খ্রী. ইংরেজী ভাষায় শিকার সম্বন্ধে তিনি একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। কলিকাতার 'ইন্ডিয়া ক্লাব' তাঁরই প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। [১,৭]

নৃসিংহ ওঝা (১৪শ শতাব্দী)। বাংলা রামায়ণের গ্রন্থকার কৃত্তিবাস ওঝার পূর্বপুরুষ। রাজা দনুজমর্দনের সভাসদ্ ছিলেন। ১৩৪৮ খ্রী. বাঙলার নবাব রুকরউদ্দিন পূর্ববাঙলা অধিকার করলে তিনি পূর্ববাঙলা ছেড়ে গঙ্গাতীরে ফুলিয়া গ্রামে বসবাস শুরু করেন। [১]

নৃসিংহদেব, রাজা। মানভূম। বৈষ্ণব পদকর্তা। অদ্বৈতাচার্যের শিষ্য ছিলেন। বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বিরের সঙ্গে বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল এবং রাজা তাঁকে 'আদিবশ্যা' (অর্থাৎ অন্তরঙ্গ এবং একই গুরুর শিষ্য) ব'লে ডাকতেন। তিনি তোটক-ছন্দে 'পদসমুদ্র' সঙ্কলন-গ্রন্থ রচনা করেন। [১,২, ২৫,২৬]

নৃসিংহদেব রায় (১৭৪০ - ১৮০২) বংশবাটী—হুগলী। জমিদার গোবিন্দদেব। পিতার মৃত্যুর তিন মাস পরে জন্ম হয়। সাহিত্যানুরাগী, সঙ্গীত-রচয়িতা ও চিত্রকলা-বিশারদ ছিলেন। সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। তিনি দেবদেবী-বিষয়ে বহু সঙ্গীত রচনা ও উড্ডীশতন্ত্রের বঙ্গানু-বাদ করেন। তা ছাড়া জয়নারায়ণ ঘোষালের কাশী-খন্ডের অনুবাদে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। ১৭৯১ খ্রী. তিনি কাশীতে গিয়ে তান্ত্রিক সাধনায় পার-দর্শিতা লাভ করেন। দেশে ফিরে পঞ্চতোলা ও ত্রয়োদশ মিনারবিশিষ্ট একটি সুউচ্চ মন্দির মধ্যে কুন্ডলিনী শক্তিরূপে দেবী হংসেশ্বরীর মন্দির প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন। মন্দিরের দ্বিতলের কাজ অসমাপ্ত রেখে তিনি মারা যান। তাঁর স্ত্রী শঙ্করী দেবী স্বামীর আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করে শ্রীহংসে-শ্বরী দেবীমূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন। [১,১৮,১৩১]

নৃসিংহরাম মুখোপাধ্যায় (৮.৭.১২৮৮ - ২৭. ৭.১৩৫০ ব.)। মাতুলালয় গঙ্গাপুর—বর্ধমানে জন্ম। কালীনাথ। 'ধর্মপ্রচারক' পত্রিকার সম্পাদক এবং 'বসুমতী'র সহ-সম্পাদক ছিলেন। কাশী থেকে 'কাব্যসিন্ধু' উপাধি লাভ করেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী : 'সাহিত্য-প্রসূন', 'সাহিত্য-দর্পণ', 'আশুতোষ সরল ব্যাকরণ', 'সাহিত্য-রত্নাকর', 'সংস্কৃত ব্যাকরণসার সোপান', 'A Garland of Poems', 'Boys' First Wordbook,' 'Readings in English Literature', 'Hints on the Study of Sanskrit', 'The Code of Civil Procedure, 1882-1889'। [৪]

নৃসিংহ রায় (১৭৩৮ - ১৮০৯) গোন্দলপাড়া—হুগলী। আনন্দীনাথ। স্থানীয় বিদ্যালয় ও চুঁচুড়ার মিশনারীদের বাংলা স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে 'দাঁড়া-কবি'র প্রবর্তক বিখ্যাত কবিয়াল রঘুনাথের দলে ভর্তি হন। এখানে কিছুদিন শিক্ষালাভের পর তিনি এবং তাঁর অগ্রজ রাসু একটি কবির দল গঠন করে ১১৫৭ ব. কলিকাতায় আসেন। তাঁদের গান প্রধানত বিরহ, সখীসংবাদ এবং ভক্তিভাবপূর্ণ শ্লেষ ও ব্যঙ্গোক্তি-প্রধান ছিল। এই সময়ের চন্দন-নগরবাসী অপর বিখ্যাত কবিয়াল ছিলেন নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী। [১]

নেপালচন্দ্র বসু রায়চৌধুরী (মার্চ ১৮৬৫-১৯.১২.১৯৩৮) খুলনা। দানশীল, ধার্মিক ও স্বদেশপ্রিয় জমিদার। তিনি খুলনা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ছিলেন এবং মিউনিসিপ্যালিটির কাজের জন্য প্রচুর জমি দান করেন। বিদ্যোৎসাহী নেপালচন্দ্র পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে বি. কে. স্কুল নামে একটি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং তাঁরই চেষ্টায় ঐ স্কুল হাই স্কুলে উন্নীত হয়। কিন্তু ঐ সময়ে খুলনায় আর একটি হাই স্কুল থাকার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন না পাওয়ায় দুই স্কুল মিলিত হয়ে বি. কে. ইউনিয়ন ইন্‌স্টিটিউশন নামে পরিচিত হয়। তিনি ও তাঁর ভাই ১৮৯৫ খ্রী. খুলনায় প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। স্থানীয় কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের তিনি আরম্ভ থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সভাপতি ছিলেন। পিতার নামে খুলনায় একটি রাস্তাও নির্মাণ করিয়েছিলেন। [১]

নেমত হোসেন। দুর্গাও—শ্রীহট্ট। তাঁর রচিত দু'টি গান 'রাগ মারিফত' গ্রন্থে সঙ্কলিত আছে। [৭৭]

নেলী সেনগুপ্তা (১২.১.১৮৮৬-২৩.১০. ১৯৭৩) কেম্ব্রিজ—ইংল্যাণ্ড। ফ্রেডারিক গ্রে। ইংল্যাণ্ড থেকে ১৯০৪ খ্রী. সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ করেন। এখানেই দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সঙ্গে ১.৮.১৯০৯ খ্রী. তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের পর স্বামীর সঙ্গে চট্টগ্রামে আসেন। ১৯১০ খ্রী. স্বামী-স্ত্রী উভয়ে কলিকাতায় এসে কংগ্রেসের কাজে যুক্ত হন। ১৯২১ খ্রী. গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে চট্টগ্রামে খদ্দর বিক্রয় করবার সময় গ্রেপ্তার হন। এই সময় নিজে ইংরেজ মহিলা হয়েও ইংরেজ সরকারের ভারত শাসননীতির কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করেন। ১৯৩০ খ্রী. দ্বিতীয় অসহযোগ আন্দোলনের সময় স্বামীর সঙ্গে দিল্লী, অমৃতসর প্রভৃতি অঞ্চল ভ্রমণ করেন এবং দিল্লীর এক নিষিদ্ধ সভায় বক্তৃতা দিয়ে গ্রেপ্তার বরণ করেন। ১৯৩৩ খ্রী. কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি সভানেত্রীর পদ গ্রহণ করেন। এই সময় কলিকাতায় এক নিষিদ্ধ সভায় বক্তৃতাকালে গ্রেপ্তার হন। এই বছরই কলিকাতা কর্পোরেশন তাঁকে অল্ডারম্যান নিযুক্ত করে। ১৯৪০ এবং ১৯৪৬ খ্রী. তিনি বঙ্গীয় আইনসভার সদস্যা ছিলেন। ১৯৪৭ খ্রী. দেশবিভাগের প্রতিবাদ করেন। স্বাধীনতার পর গান্ধীজীর পরামর্শে তিনি পূর্ব-পাকিস্তানের চট্টগ্রামে যান। ১৯৫৪ খ্রী. পূর্ব-পাকিস্তান পরিষদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সদস্যা নির্বাচিত হন। এখানে কয়েকবার গৃহে অন্তরীণ থাকেন। অসুস্থতার জন্য ১৯৭০ খ্রী. কলিকাতায় আসেন এবং এখানেই মারা যান। ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। [১৬,১২৪]

পঙ্কজ গুপ্ত (১৮৯৯-৫.৩.১৯৭১) মগর—দক্ষিণ-বিক্রমপুর। তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে আই.এ. এবং বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করার পর স্পোর্টিং ইউনিয়নের প্রতিনিধি হিসাবে আই.এফ.এ. প্রশাসনে প্রবেশ করেন। ১৯২৪ খ্রী. জাভা সফরকারী আই.এফ.এ. দলের ম্যানেজার হন। ১৯৩২ খ্রী. লস এঞ্জেলস্‌ অলিম্পিক থেকে শুরু করে ইউরোপ এবং আমেরিকার বহু দেশে ম্যানেজার, সহ-ম্যানেজার বা ডেলিগেট হিসাবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। বিশ্ব ফুটবল কংগ্রেসে দু'বার ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে ফুটবল দল নিয়ে রাশিয়ায় যান। ক্রিকেট দলের ম্যানেজার হয়ে ১৯৪৬ ও ১৯৫২ খ্রী. ইংল্যাণ্ড, ১৯৪৭-৪৮ খ্রী. অস্ট্রেলিয়া এবং হকি দল নিয়ে ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের বহু স্থান সফর করেন। ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাব স্থাপনে এবং ইডেন উদ্যানে স্টেডিয়াম স্থাপনে উদ্যোগী ছিলেন। খেলাধুলায় অসাধারণ সংগঠনী শক্তির জন্য ব্রিটিশ সরকার থেকে এম.বি.ই. উপাধি পান। খেলার জগতে প্রথম পরিচয় একজন বিখ্যাত হকি আম্পায়ার হিসাবে। ক্রীড়া-সাংবাদিকতাকে তিনি বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। [১৬,২৬]

পঙ্কজিনী বসু (১৮৮৪-১৯০০) বিক্রমপুর—ঢাকা। নিবারণচন্দ্র গুহ মুস্তোফী। স্বামী আশুতোষ বসু। ১৩ বছর বয়সে বিবাহ এবং ১৭ বছর পূর্ণ হবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর দু'বছর পরে তাঁর রচিত কবিতাগুলি সুকবি আনন্দচন্দ্র মিত্র ভূমিকাসহ প্রকাশ করেন। তাঁর 'সূর্যমুখী' শীর্ষক কবিতাটির ইংরেজী তর্জমা করেন খ্যাতনামা অধ্যাপক হরিনাথ দে। রচয়িত্রীর মৃত্যুর পর তাঁর স্বামীও 'স্মৃতিকণা' পুস্তকের মাধ্যমে কবিতাগুলি প্রকাশিত করেন। বেশির ভাগ কবিতাই জীবন-মৃত্যু-সমস্যা-বিষয়ে রচিত। 'জীবন্ত পুতুল' ও 'বাসন্তী পঞ্চমী' কবিতা দু'টি Miss Whitehouse ইংরেজী গদ্যে অনুবাদ করেন এবং উক্ত অনুবাদ The Heritage of India সিরিজের Poems by Indian Women গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। [৪৪]

পঞ্চানন কর্মকার (?-১৮০৩/৪)। বড়া—হুগলী। বাংলা মুদ্রাযন্ত্রের ইতিহাসের সূত্রপাত হয় হ্যালহেড কর্তৃক রচিত ও ১৭৭৮ খ্রী. প্রকাশিত 'A Grammar of the Bengali Lan-

guage'-গ্রন্থ থেকে। স্যার চার্লস্ উইলকিন্স ছাপার জন্য বাংলা অক্ষর তৈরী করেন এবং এই কাজে পঞ্চানন তাঁর সহকর্মী ছিলেন। তিনি উইলকিন্সের কাছ থেকে নাগরী ও ফারসী অক্ষর খোদাই শিখে তার উন্নতিবিধান করেন। তাঁর এই চেষ্টার জন্যই বাংলা হরফ-নির্মাণ একটি স্থায়ী শিল্পে পরিণত হয়। ১৮০০ খ্রী. প্রথম থেকে তিনি শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের ছাপাখানায় কাজ করতে আরম্ভ করেন। ১৮০৩ খ্রী. উইলিয়ম কেরী তাঁকে নাগরী অক্ষরের একটি সাট রচনায় নিযুক্ত করেন। ভারতবর্ষে নাগরী হরফ-নির্মাণ এই প্রথম। এই কাজে নিযুক্ত থাকা কালে তিনি বাংলা অক্ষরের আরও একটি সাট তৈরী করেন। শ্রীরামপুর মিশন তাঁকে নিয়ে শ্রীরামপুরে একটি টাইপ-ঢালাইয়ের কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পঞ্চানন তাঁর জামাতা মনোহর মিস্ত্রীকেও এই কাজ শেখান এবং উভয়ে মিলে ১৮ বছরে ১৪টি বিভিন্ন বর্ণমালার টাইপ তৈরী করেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত পঞ্চাননের প্রস্তুত হরফের ব্যবহার ছিল। [৩,১৬,৬৪]

পঞ্চানন তর্করত্ন (১৮৬৬ - ১৯৪০) ভাটপাড়া—চব্বিশ পরগনা। নন্দলাল বিদ্যারত্ন। পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। অতি অল্প বয়সে পিতার কাছে সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। ১০/১১ বছর বয়সে সংস্কৃতে কবিতা রচনার ক্ষমতা জন্মে। ১৩ বছর বয়সে তিনি কাব্যের উপাধি পাশ করেন। পরে ভাটপাড়ার বিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্বভৌমের কাছে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করে 'তর্করত্ন' উপাধি প্রাপ্ত হন। ১২৯৩ ব. বঙ্গবাসী কার্যালয়ের স্বত্বাধিকারী যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর অর্থানুকূল্যে ঊনবিংশতি সংহিতার অনুবাদ আরম্ভ করেন। বঙ্গবাসী কলেজে এফ.এ. ক্লাশ খোলা হলে অবৈতনিক সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করে কিছুকাল কাজ করেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য ১২৯৬ ব. নিজ বাড়িতে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হন। মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের উৎসাহে ও ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিতমোহন সিংহ প্রভৃতির অর্থানুকূল্যে এবং তাঁর সম্পাদনায় ভট্টপল্লীতে একটি 'পরীক্ষাসমাজ' স্থাপিত হয়। পরে এটি সরকারী পরীক্ষাকেন্দ্ররূপে গৃহীত হলে তিনি তার সহ-সভাপতি হন। ১৯২৯ খ্রী. ভারত সরকার তাঁকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি দেন কিন্তু হিন্দুর সমাজরীতিবিরোধী সরদা আইনের প্রতিবাদে তিনি ঐ উপাধি ত্যাগ করেন। শাক্তদর্শন বা শাক্তবাদে বিশ্বাসী এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতিশীল ছিলেন। হিন্দুশাস্ত্র ও দর্শন সম্পর্কে নানা গ্রন্থ রচনা করেন ও অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। এ ছাড়া নানা পত্র-পত্রিকায় তাঁর গল্প ও কবিতা প্রকাশিত হয়। তিনি চার বছর 'জন্মভূমি' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। বর্ণাশ্রম ধর্মের অন্যতম প্রধান সমর্থক ও বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সঙ্ঘের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। এ ছাড়া ১৩০৪ ব. ভট্টপল্লীতে সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং ১৩৩০ ব. বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের চতুর্দশ অধিবেশনে দর্শন শাখার সভাপতি হন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', 'সপ্তশতী', 'বেদান্তসূত্রের শক্তিভাষ্য', 'অধ্যাত্ম রামায়ণ', 'সর্বমঙ্গলোদয়ঃ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। [৩,৭,২০,২৫,২৬,১৩০]

পঞ্চানন নিয়োগী (১২৯০ - ২২.২.১৩৫৭ ব.) হোরা—হুগলী। এম.এ., গ্রীফিথ পুরস্কার (১৯০৬) ও ডক্টরেট উপাধিপ্রাপ্ত। ১৯০৪ - ০৬ খ্রী. বঙ্গীয় সরকারের গবেষক ছিলেন। এরপর রাজশাহী গভর্নমেন্ট কলেজে ও প্রেসিডেন্সী কলেজে ১৭ বছর অধ্যাপনার পর মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ হন। রচিত গ্রন্থ : 'আয়ুর্বেদ ও নব্য রসায়ন' (১৩১২ ব.), 'তুফান', 'বৈজ্ঞানিক জীবনী' (১৩১২ ব.) এবং 'Iron and Ancient India'। ১৯৪৩ খ্রী. তিনি পাটনায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে রসায়ন বিভাগের সভাপতি ছিলেন। [৪,৫]

পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৪৮ খ্রী. প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'অরুণোদয়' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 'প্রেমনাটক', 'রমণীনাটক' এবং 'রসিকতরঙ্গিণী' (ছন্দাকারে) ও 'রসতরঙ্গিণী' গল্পগ্রন্থের রচয়িতা। [১,৪]

পঞ্চানন ভট্টাচার্য। দেওঘর। কলিকাতা আর্য-মিশন ইন্স্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা। 'শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতা', 'ধর্ম ও পূজাদি মীমাংসা', 'স্ত্রীস্বাধীনতা', 'স্ত্রীশিক্ষা', 'যোগসঙ্গীত' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। [৪]

পঞ্চু সেন (? - ১৯৭২ ?) কলিকাতার যাত্রা-জগতের অন্যতম জনপ্রিয় নট। কুড়ি বছর বয়সে যাত্রাভিনয়ে প্রথম আসেন 'প্রবীরার্জুন' পালায়। অল্পদিনের মধ্যেই সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। ৩৮ বছরের অভিনয়-জীবনে তিনি অভিনয়-নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর অভিনীত স্মরণীয় চরিত্র-গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য : নট্ট কোম্পানীর চাঁদের মেয়েতে 'ঈসা খাঁ', জয়দেব পালায় 'জয়দেব', নব-রঞ্জন অপেরার চণ্ডীমঙ্গলে 'কালকেতু', আর্য অপেরার বাঙালীতে 'দায়ুদ খাঁ', নাট্য-ভারতীর বিনয়-বাদল-দীনেশ পালায় 'হরিদাস' এবং গ্র্যাণ্ড

ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত সয়্যামী মুজিব পালায় 'ভাসানি'। [১৬]

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৮-১৯৩৮) কসবা-বানিয়াচঙ্গ—শ্রীহট্ট। পঞ্চানন ভট্টাচার্য। রাঢ়ীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ। ১৮৯০ খ্রী. তিনি ইংরেজী, সংস্কৃত ও দর্শনশাস্ত্র—এই তিন বিষয়ে অনার্সসহ বি.এ. এবং ১৮৯২ খ্রী. ইংরেজীতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এম.এ. পাশ করেন। এম.এ. পরীক্ষার আগে তিনি পূর্ব-বঙ্গ সারস্বত সমাজ কর্তৃক অনুষ্ঠিত কাব্যশাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধি প্রাপ্ত হন। এপ্রিল ১৮৯৩ খ্রী. শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজের অধ্যাপক পদ লাভ করেন ও হিন্দুসভার কাজে ব্রতী হন। ঐ বছরই নভেম্বর মাসে আসাম সেক্রেটারিয়েটে কাজ পেয়ে শিলং যান। সেখানে নিজের উদ্যোগে সাহিত্যসভা প্রতিষ্ঠা করে উক্ত সভা থেকে 'সাহিত্যসেবক' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। এইসঙ্গে পুলিসবাজারে একটি ধর্মসভাও স্থাপন করেন (১৮৯৪)। জানুয়ারী ১৮৯৭ খ্রী. তিনি সুর্মাভেলীর ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর অফ স্কুল্‌স্ হিসাবে কর্মগ্রহণ করেন। এসময়ে সাহিত্যরচনা ও গবেষণা-কার্যও করতে থাকেন। ১৯০৫ খ্রী. গৌহাটি কটন কলেজের অন্যতম অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯১১ খ্রী. গৌহাটিতে 'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি' স্থাপন করেন। তিনি অচ্যুৎচরণ চৌধুরী প্রণীত দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' নামক গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য ৫ হাজার টাকা দান করেছিলেন। ১৯১২ খ্রী. তিনি দরবার মেডেল পান। ৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৩ খ্রী. তিনি অধ্যাপকের কার্য থেকে অবসর-গ্রহণ করেন এবং ১৯৩৫ খ্রী. স্বগ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা করতে থাকেন। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলী : 'বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তিনিরাস', 'হিন্দু-বিবাহ সংস্কার', 'কামরূপ-শাসনাবলী', 'পরশুরাম-কুণ্ড ও বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ', 'Translation of the Penal Code of the Last King of Cachar' প্রভৃতি। এছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর দুইশতাধিক মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের জন্য মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন তাঁকে 'তত্ত্বসরস্বতী' উপাধি প্রদান করেন। ১৯২২ খ্রী. পদ্মনাথ 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত হন ; কিন্তু সরদা আইনের প্রতিবাদে ঐ উপাধি ত্যাগ করেন। [৪,৫,২৫,২৬,১৩০]

পদ্মনাভ মিশ্র (১৬শ শতাব্দী)। জগদ্‌গুরু বলভদ্র। বারেন্দ্রশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ। বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত। গৌড়দেশীয় গড়মণ্ডলের অধিরাজ্ঞী দুর্গাবতীর সভাপণ্ডিত ছিলেন (১৫৪৮-১৫৫৬)। তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য ও বিচার দ্বারা মিথিলার প্রাধান্য ঐ রাজ্যে লুপ্ত হয়েছিল। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের উভয় অংশে—প্রাচীন ন্যায় ও নব্যন্যায় তাঁর অদ্ভুত প্রতিভার বিলাসস্থল ছিল এবং এ বিষয়ে তিনি বহু টীকা ও নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'দুর্গাবতী প্রকাশ' (৭ খণ্ড, রচনাকাল আনু. ১৫৬০), 'বীরভদ্রচম্পূ', 'স্মৃতিদুর্গাবতীপ্রকাশ' ও 'প্রায়শ্চিত্তপ্রকাশ'। এছাড়া তাঁর রচিত 'বেদান্তখণ্ডনপরাক্রমপুঁথি' কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ও আলোয়ারে আছে। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ছাত্র গোবর্ধন মিশ্র 'তর্কভাষাপ্রকাশ' রচনা করে বিখ্যাত হয়েছেন। [৯০]

পদ্মনাভ মিশ্র (কর্ণ খাঁ)। শ্রীহট্টের অন্তর্গত বানিয়াচঙ্গের রাজা। পিতা কল্যাণ মিশ্র। পদ্মনাভ বিদ্যোৎসাহী, প্রজাবৎসল ও দাতা ছিলেন। তিনি বিভিন্ন স্থান থেকে বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্রাহ্মণ আহ্বান করে বানিয়াচঙ্গে বসতি দান করেন। কোটালিপাড়ার শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার তাঁদের অন্যতম। [১]

পদ্মলোচন মুখোপাধ্যায় (১১৮৫-১২৪৭ ব.) বালী—হাওড়া। গোকুলচন্দ্র। কলিকাতা জানবাজার ফ্রি স্কুলে ইংরেজী শিখে তিনি রেভিনিউ অ্যাকাউণ্ট্যান্ট অফিসে কর্মগ্রহণ করেন এবং ক্রমে রেজিস্ট্রার হন। বালী গ্রামের শিক্ষার অভাব দূর করার জন্য অবসর-সময়ে তিনি নিজেও পড়াতেন। ক্রমে তাঁর ছাত্ররাও লেখাপড়া শিখে তাঁকে এই কাজে সাহায্য করে। এই কাজের জন্য তিনি 'স্কুল মাস্টার' উপাধি পান। অফিসে নিজের বেতন-বৃদ্ধির দাবি না তুলে গ্রামের শিক্ষিত লোকদের চাকরি-সংস্থানের প্রয়াস করতেন। তাঁর উদারতা ও নিঃস্বার্থ পরোপকারিতায় মুগ্ধ হয়ে সাহেবরা তাঁকে 'লর্ড পদ্ম' আখ্যা দিয়েছিলেন। [১৪৯]

পদ্মাবতী (১২শ শতাব্দী)। 'গীতগোবিন্দ' রচয়িতা জয়দেব গোস্বামীর পত্নী। জয়দেব অল্প বয়সে বৈরাগ্য অবলম্বন করে শ্রীক্ষেত্রে যান। সেখানে দরিদ্র ব্রাহ্মণকন্যা পদ্মাবতীকে বিবাহ করেন। কিংবদন্তী আছে, গীতগোবিন্দ রচনাকালে জয়দেব পত্নী পদ্মাবতীর সাহায্য পেয়েছিলেন। [১]

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৯৩-৭.৪.১৯৭৪) বিক্রমপুর—ঢাকা। বাংলা ভাষায় অনুবাদ-সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে এই সাহিত্যিকের যথেষ্ট অবদান আছে। নুট হ্যামসন, ম্যাক্সিম গোর্কী প্রভৃতি বিদেশীয় সাহিত্যিকদের তিনিই বাঙালী পাঠকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। অল্প বয়সে জীবিকার সন্ধানে তাঁকে বের হতে হয়। আসামের জোড়হাটে

মুহুরির কাজ করার সময় তিনি সেখানে সাহিত্য সংসদ গড়ে তোলেন। সেখান থেকে কলিকাতার পত্র-পত্রিকায় লিখতে আরম্ভ করেন। এই সূত্রে প্রমথ চৌধুরী ও যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। ১৯১৮ খ্রী. তিনি প্রথম কলিকাতায় এসে প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' অফিসে চাকরি নেন ও চৌধুরী মহাশয়ের বাসভবন 'কমলালয়ে' আশ্রয় পান। দীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে তিনি কলিকাতার সকল সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁকে 'কল্লোল'-যুগের অন্যতম অগ্রদূত হিসাবে গণ্য করা হয়। সারা জীবনে তিনি নিজে লিখেছেন প্রচুর এবং নবীন লেখকদের উৎসাহ জুগিয়েছেন তার চেয়েও বেশী। তাঁর রচিত মৌলিক গ্রন্থ : 'চলমান জীবন'। বহু সাহিত্য প্রতিষ্ঠান, পত্রিকা দপ্তর ও সাহিত্য মজলিশের সঙ্গে তাঁর প্রাণের যোগ ছিল। জামশেদপুর চলন্তিকা সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। [১৬,১৮]

পয়জকান্তি চৌধুরী (?-১৯৩৩) চক্রশালা—চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অস্ত্রাগার আক্রমণের পর চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের কার্যতৎপরতা মন্দীভূত হবার বেশ কিছুদিন পরে এক রাত্রে জনৈক গুপ্তচর পুলিস স্কুলের ছাত্র পয়জকে থানায় ডেকে নিয়ে যায়। পরদিন সকালে তাঁর মা দরজা খুলে মৃতপ্রায় পুত্রকে দেখতে পান। এর কিছুক্ষণ পরেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। বিপ্লবীদের সম্বন্ধে গুপ্ত খবর বের করার জন্য পুলিস কর্তৃক অমানুষিক প্রহারই তাঁর মৃত্যুর কারণ। [৪২,৪৩]

পরমহংস মাধবদাসজী, যোগীশ্বর (১৭৯৮-১০.২.১৯২১) শান্তিপুর—নদীয়া। বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজীতে বিশেষ জ্ঞান ছিল। দীর্ঘজীবী এই সন্ন্যাসী পদব্রজে ভারতবর্ষের বহু তীর্থ পরিভ্রমণ করেন এবং হিমালয়ের এক অজ্ঞাত স্থানে কঠোর সাধনায় রত ছিলেন। বহু শিক্ষার্থীকে তিনি যোগসাধনা শেখান এবং তাঁরই অনুপ্রেরণায় ফলিত যোগের আধুনিক পুনরুদ্বোধন ঘটে। [৫]

পরমানন্দ অধিকারী (১১৪০?-১২৩০ ব.)। তিনি কৃষ্ণযাত্রার পদকর্তা, গায়ক ও অধিকারীদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও প্রাচীনতম এবং গোবিন্দ অধিকারীর বৃত্তিগুরু ছিলেন বলে শোনা যায়। তাঁর যাত্রারীতির বৈশিষ্ট্য ছিল দূতীয়ালিতে। ১৮শ শতাব্দীর শেষ ও ১৯শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন ব'লে কেউ কেউ অনুমান করেন। জনশ্রুতি অনুযায়ী পরমানন্দের জন্মভূমি বীরভূম। আদি যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে পরমানন্দ ভিন্ন শিশুরাম ও সুদাম অধিকারীও বিখ্যাত ছিলেন। [৩,১৮]

পরমানন্দ মহারাজ (১৮৮০-১৯৪০)। ১৯০৬ খ্রী. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে রামকৃষ্ণদেব ও বিবেকানন্দের বাণী প্রচার এবং 'বেদান্ত সোসাইটি' স্থাপন করেন। বহু গ্রন্থের রচয়িতা এবং 'বেদান্ত মান্থলী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। [৫,২৬]

পরমানন্দ সরস্বতী (৩.৬.১২৮৩ ব.-?) কুমিরা—সাতক্ষীরা। মথুরানাথ মুখোপাধ্যায়। পূর্ব-নাম পুলিনবিহারী। ১২ বছর বয়সেই কবিত্ব-শক্তির উন্মেষ হয়। তখন থেকেই ছোট ছোট কবিতা রচনা করতেন। পরে কয়েকজন সাধুর সঙ্গ লাভ করে তিনি সংসার ত্যাগ করেন। তিনি হাওড়া রামরাজাতলায় শঙ্করমঠ প্রতিষ্ঠা করে তার মঠাধীশ হন। রচিত গ্রন্থ : 'কবিতাহার' (৩ খণ্ড, কাব্য), 'ব্রহ্মদত্তের রাজসূয়যজ্ঞ' (নাটক), 'গোবর্ধনলীলা' (নাটক), 'হরে পাগলা' (প্রহসন,), 'আনন্দ-প্রদীপ', ও 'আনন্দসাগর'। [৪]

পরমেশ্বর দাস (১৫শ শতাব্দী) কেতু বা কাউগ্রাম। নিত্যানন্দ প্রভুর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে খড়দহে বসবাস শুরু করেন। খেতুরীর মহোৎসবে তিনি উপস্থিত ছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী জাহ্নবীদেবীর আদেশে তিনি তড়া আটপুর গ্রামে শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করে সেবাকার্যে নিযুক্ত হন। বর্তমানে ঐ বিগ্রহের নাম শ্যামসুন্দর। বৈষ্ণব সমাজের শ্রদ্ধাভাজন পরমেশ্বর সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক প্রবাদ প্রচলিত আছে। [১,২০,২৬]

পরশুরাম চক্রবর্তী (১৬/১৭শ শতাব্দী)। তিনি তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' কাব্যের মঙ্গলাচরণে শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, সনাতন গোস্বামী, দামোদর, হরিদাস, নরহরি সরকার ও অভিরাম দাসকে বন্দনা করেছেন। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'কালীয় দমন', 'সুদামা চরিত্র', 'গুরু দক্ষিণা', 'কৃষ্ণগুণ কথন' 'জন্মাষ্টমীর ব্রতকথা'। [১,৩]

পরাগ ধোবী। ১৮৫৭ খ্রী. সিপাহী বিদ্রোহের সময় যশোহরের পরাগ ধোবী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। [৬৪]

পরাগল খান (১৬শ শতাব্দী)। রাস্তি খান। বাঙলার নবাব সুলতান হোসেন শাহের অধীনে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা লস্কর (সেনানায়ক) ছিলেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁর আদেশে 'পাণ্ডব-বিজয়' বা 'পরাগলী মহাভারত' গ্রন্থ রচনা করেন। এই কাব্য-গ্রন্থ থেকে জানা যায়, তাঁর পিতাও চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন। পরাগল খানের আসল নাম মিনা খান ছিল বলে অনুমান করা হয়। নসরৎ খান তাঁর পুত্র। [১,৩]

পরাণচন্দ্র বাবু (?-১৮০১)। বর্ধমানের রাজা তেজচন্দ্র বাহাদুরের দেওয়ান ছিলেন। তাঁর ভগিনী ও কন্যাকে তেজচন্দ্র বিবাহ করেন। তেজচন্দ্রের পোষ্যপুত্র মহতাবচন্দ্র তাঁর অষ্টম সন্তান। রাজার আদেশে তিনি 'হরিহর মঙ্গল সঙ্গীত' নামে একটি সুবৃহৎ মঙ্গলকাব্য রচনা করেন। গ্রন্থটি গীত হবার উদ্দেশ্যে রচিত এবং প্রত্যেক কবিতায় রাগরাগিণী দেওয়া আছে। যে জাল প্রতাপচাঁদের মামলা এক সময়ে বঙ্গদেশে প্রবল আলোড়ন তোলে তার সঙ্গে পরাণবাবু সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং প্রধানত তাঁরই চেষ্টায় ও স্বার্থে প্রতাপচাঁদ জাল বলে প্রমাণিত হন। দ্র. **প্রতাপচাঁদ**। [৬৪]

পরীক্ষিৎ[১]। তিপ্রা-বিদ্রোহের (১৮৫০) অন্যতম নায়ক। ত্রিপুরারাজ চন্দ্রমাণিক্যের দেওয়ানের অত্যাচার ও শোষণে জর্জরিত হয়ে প্রজাবর্গ রাজদরবারে প্রতিকার প্রার্থনা করে বিফল হয়। তখন তারা ক্ষিপ্ত হয়ে পরীক্ষিতের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ফলে সাময়িকভাবে প্রজাপীড়ন ও শোষণের অবসান ঘটেছিল। এই বিদ্রোহই 'তিপ্রা-বিদ্রোহ' নামে খ্যাত। [৫৬]

পরীক্ষিৎ[২]। ১৮৬৩ খ্রী. অনুষ্ঠিত ত্রিপুরার জমাতিয়া-বিদ্রোহের নায়ক। সম্মুখ-যুদ্ধে আহত হয়ে ত্রিপুরারাজের কুকিবাহিনীর হস্তে বন্দী হন। ত্রিপুরারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বহুদিন পরে পরীক্ষিৎ সর্দারকে ক্ষমা করে মুক্তি দেন। [৫৬]

পরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (১৯০১ - জুন ১৯৩৬) পালং—ফরিদপুর। জগৎবন্ধু। ১৯৩০ খ্রী. লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেন। পরে বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে ১৯৩১ খ্রী. রাজনৈতিক ডাকাতিতে সক্রিয় ভূমিকা নেন। পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করে তাঁর ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালায়। অন্তরীণ থাকা কালে তিনি মারা যান। [৪২]

পরেশনাথ ঘোষ (১৮৫৬ - ১৯২৩) শুভাঢ্যা—ঢাকা। সীতানাথ। কলিকাতা সিটি কলেজ থেকে আই.এ. পাশ করেন। তিনি পূর্ববাঙলার একজন খ্যাতনামা মল্লবীর ছিলেন। তাঁর দেহের ওজন ছিল ৪ মণেরও কিছু বেশী। [২৬]

পরেশনাথ ভট্টাচার্য (?-১৯৪২)। কৃষ্ণধন। ভারতীয় মিউজিয়মের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে কিউরেটর হিসাবে কাজ করা কালে তাঁর মৃত্যু হয়। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'The Monetary System of India at the Time of the Mohammedan Conquest' এবং 'A Hoard of Silver Punch marked Coins from Purnea'। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থখানির জন্য ভারতের নিউমিসম্যাটিক সোসাইটি তাঁকে পুরস্কৃত করেন। [১৪৬]

পরেশ বসু (পটল বাবু)। কুশলী মঞ্চাধ্যক্ষ। বিভিন্ন নাটকের অভিনয়ে উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকের সৃষ্টি ও স্বাভাবিক দৃশ্য যোজনায় তাঁর কৃতিত্ব নাট্যজগতে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। শ্রীগৌরাঙ্গ নাটকে নিমাই-এর গৃহত্যাগের দৃশ্য, গঙ্গাবক্ষে প্রভাত-সূর্যের আভা, স্রোতোবেগে কুলুকুলু ধ্বনি; রামানুজ নাটকে সাগরে স্নানের ঘাট, স্নানার্থীদের স্বাভাবিক চালচলন ও নিমজ্জন-স্নানদৃশ্য; অন্য দৃশ্যে সেটের ওপর সিঁড়ি-সমন্বিত শ্রেষ্ঠীর প্রাসাদ, দোতলায় গমনরত শ্রেষ্ঠীর গতিভঙ্গি; কিন্নরী নাটকে কিন্নরী-সখীদের আকাশ-বিচরণ; পরশুরাম নাটকে পরশুরামের কুঠারাঘাতে বিচ্ছিন্ন মাতৃমস্তক; অযোধ্যার বেগমে নদী পারাপারের সেতু, সেতুর ওপর থেকে অন্যতম চরিত্র ফয়জুন্নার নদীবক্ষে ঝম্প-প্রদান ও পলায়ন; উর্বশীতে শূন্যপথে ধনুর্বাণ-হস্তে বিক্রমদেব ও কেশীদৈত্যের প্রচণ্ড সংগ্রাম; শকুন্তলা নাটকে অনুপম শোভাময় স্বর্গধাম, এক প্রান্তে অবিশ্রান্ত গর্জনশীল জলপ্রপাত, অন্য প্রান্তে সোনার পাহাড়ের পাদদেশে শকুন্তলার ক্রীড়ারত শিশুপুত্র ভরত—প্রতিটি দৃশ্যের পরিবেশ নিখুঁত ও স্বাভাবিক এবং বিস্ময়কর। তিনি মিনার্ভা ও স্টার রঙ্গালয়ের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। [১৪২]

পরেশ লাহিড়ী। ময়মনসিংহ। ১৯০৬ খ্রী. 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই তাঁর উদ্যোগে ময়মনসিংহে 'সুহৃদ সমিতি' নামে একটি গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতি কলিকাতার প্রধান দপ্তরের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে পি. মিত্রের নেতৃত্বে কাজ করতে থাকে। পরে এই সমিতির এক অংশ 'সাধনা সমিতি' নামে প্রতিষ্ঠান গঠন করে অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ প্রভৃতির কর্মপন্থার সঙ্গে যুক্ত হয়। [৫৪]

পশুপতিনাথ বসু রায় (১৮৫৫ - ১৯০৭)। পাটনা, গয়া ও লোহারডাঙ্গার জমিদার। কলিকাতার বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। তিনি বাগবাজার পল্লী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, ভারতীয় সঙ্গীত-সমাজের আজীবন সভ্য, কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ও কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাগবাজারে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। তাঁর বাড়িতে দরিদ্র ছাত্রদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। [৩১]

পশুপতিসেবক মিশ্র (১৮৮১ - ১৯৩১)। প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ রামসেবক মিশ্র। পিতার কর্মক্ষেত্র নেপালে জন্ম। খ্যাতনামা গায়ক ও বাদক। পিতার কাছে ধ্রুপদ, হোরি, খেয়াল, টপ্পা এবং সেই সঙ্গে সেতার

ও সুরবাহার যন্ত্রসংগীত শিক্ষা করে প্রথম যৌবনেই সুদক্ষ গায়ক হয়ে ওঠেন। পিতার মৃত্যুর পর বীণকার মহম্মদ হোসেনের কাছে বীণাবাদন শেখেন। নেপাল বীর হাই স্কুল থেকে এনট্রান্স পাশ করেন। পিতার মত তিনি নেপাল দরবারে দীর্ঘদিন নিযুক্ত না থেকে উত্তর ভারতের নানা দরবারে গায়ক ও বাদক হিসাবে যোগ দিয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। পরে আনুমানিক ১৯১৮-১৯ খ্রী. তিনি ও তাঁর অনুজ প্রতিভাধর গায়ক শিবসেবক (১৮৮৪-১৯৩৩) কলিকাতার সংগীত-সমাজে যোগ দিয়ে বিশিষ্ট ধ্রুপদীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। প্রসন্দু মনোহর ঘরানার এই ভ্রাতৃদ্বয় কলিকাতা শোভাবাজার রাজবাড়ির আনুকূল্য পেয়েছিলেন। এই সময় এই ঘরানারই ধ্রুপদাচার্য লছমী ওস্তাদও কলিকাতায় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এঁদের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে অধিকাংশই বাঙালী ছিলেন। দুই সহোদর কলিকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে একত্রেই তাঁদের সংগীত-জীবন কাটিয়েছেন। শিবসেবকের সুযোগ্য পুত্র রামকিষণ, ভবানীসেবক ও বিষ্ণুসেবকও বাঙলার নিবাসী হয়ে যান। [১৮]

পাগলা কানাই [১]। উনবিংশ শতকের শেষভাগে নদীয়ায় বর্তমান ছিলেন। গুরুর আদেশে কঠোর সাধনা করতে গিয়ে তিনি পাগল হয়ে যান। পরে প্রকৃতিস্থ হন। সাধনার ফলে তাঁর সংগীত-প্রতিভার বিকাশ ঘটে। আসরে দাঁড়িয়ে তিনি গান রচনা করতে ও সংগে সংগে সেই গান গাইতে পারতেন। তাঁর সব গানই আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ। পূর্ববংগের জারিগানের স্রষ্টা হিসাবে এক পাগলা কানাইয়ের নাম পাওয়া যায়। উভয়ে একই লোক কিনা জানা যায় না। [১,২২]

পাগলা কানাই [২] (বেরবাড়ি—যশোহর)। একজন সাধক কবি। আনুমানিক ১৮১০-১৮২০ খ্রী. মধ্যে দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্ম। তাঁর রচিত গানগুলি আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ। একটি গানের কলি : "এক বাপের দুই বেটা, তাজা মরা কেহ নয়।/ সকলেরই এক রক্ত একঘরে আশ্রয়॥" [১৩৩]

পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়। গীতিনাট্যকার ও সাহিত্যিক। রচিত গ্রন্থ : 'পরদেশী', 'মানিনী সত্যভামা', 'সম্বরাসুর', 'জয়মাল্য', 'নজরে নাকাল', 'রাখীবন্ধন', 'আরবী হুর', 'লয়লা মজনু', 'ধর্মপথ', 'মীনা', 'মা', 'ভাস্কর পণ্ডিত', 'সৎমা', 'সতী', 'দেবাসুর', 'দধীচি বা বজ্রসৃষ্টি', 'চাঁদ সদাগর' প্রভৃতি। [৪]

পাঁচকড়ি দে (১৮৭৩-১৯৪৫?)। প্রখ্যাত ডিটেকটিভ-গ্রন্থ-রচয়িতা। ছোটবেলায় ভবানীপুরের কোনও এক স্কুলে পড়াশুনা করেন। ডিটেকটিভ উপন্যাস লিখে তিনি বিত্তশালী হন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'নীলবসনা সুন্দরী', 'মায়াবী', 'মনোরমা', 'হরতনের নওলা', 'হত্যাকারী কে' প্রভৃতি। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় তাঁর কোন কোন গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে। গ্রন্থগুলি এক সময়ে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। [৭]

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (২০.১২.১৮৬৬-১৫.১১.১৯২৩) হালিশহর—চব্বিশ পরগনা। বেণীমাধব। পিতার কর্মস্থল ভাগলপুরে জন্ম। ১৮৮২ খ্রী. ভাগলপুর জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা, ১৮৮৫ খ্রী. পাটনা কলেজ থেকে এফ.এ. এবং ১৮৮৭ খ্রী. সংস্কৃতে অনার্সসহ বি.এ. পাশ করেন। পরে কাশীতে সংস্কৃত সাহিত্য ও সাংখ্য-বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হন। হিন্দী, উর্দু, ফারসী, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কর্মজীবনে প্রথমে সরকারী চাকরি ও কিছুকাল অধ্যাপনা করার পর সংবাদপত্র সম্পাদনা শুরু করেন। ব্যঙ্গরচনায় ও গাম্ভীর্যপূর্ণ রচনায় তাঁর সমান দক্ষতা ছিল। শশধর চূড়ামণিকে হিন্দুধর্ম প্রচারে সহায়তা করে তিনি বক্তারূপে প্রতিষ্ঠিত হন। বাঙলার সামাজিক ইতিহাস গবেষণায় তাঁর মূল্যবান অবদান আছে। 'বংগবাসী', 'হিতবাদী', 'বসুমতী', 'রংগালয়', 'স্বরাজ', 'প্রবাহিণী', 'জন্মভূমি', 'নারায়ণ', 'সন্ধ্যা' প্রভৃতি বাংলা পত্রিকা এবং 'কলিকাতা সমাচার' (হিন্দী) ও হিন্দী দৈনিক 'ভারতমিত্র'-এর সংগে সম্পাদনায় বা অন্যভাবে যুক্ত ছিলেন। সাংবাদিক হিসাবে তাঁর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ 'নায়ক' পত্রিকার সম্পাদনায়। তাঁর রচিত, অনূদিত ও সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী : 'আইন-ই-আকবরী ও আকবরের জীবনী', 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', 'রূপলহরী বা রূপের কথা', 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস', 'বিংশ শতাব্দীর মহাপ্রলয়', 'দরিয়া' এবং 'সম্রাট ঔরংগজেব'। বংগীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে দু'খণ্ডে পাঁচকড়ি রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে। [১,৩,৭,২৫,২৬]

পাঁচুগোপাল মল্লিক (১২৮৮-১৩৫৩ ব.)। সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। 'হাওড়া হিতৈষী' পত্রিকায় কাজ করবার সময় প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর 'হিতবাদী' সংবাদপত্রের সংগে যুক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত বহু গল্প ও উপন্যাস বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছে। [৫]

পান্নালাল বসু (১২৮৯-১৩৬৩ ব.)। এম.এ. ও বি.এল. পাশ করে অধ্যাপনায় ব্রতী হন ও পরে ১৯১০-১৯৩৬ খ্রী. পর্যন্ত বিচার বিভাগে কাজ করেন। ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার বিচার করে খ্যাতিমান হন। ১৯৩৯ খ্রী. থেকে পাঁচ বছর পশ্চ-

কোর্ট-রাজের ম্যানেজার ছিলেন। ১৯৫২ খ্রী. নির্বাচনে কলিকাতা শিয়ালদহ কেন্দ্র থেকে বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে প্রথমে শিক্ষা ও পরে ভূমিরাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী হন। [৫]

পান্নালাল ভট্টাচার্য (১৩৩৭-১৩.১২.১৩৭২ ব.)। ভক্তিমূলক সংগীতের গায়ক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। অন্যান্য গানেও সুনিপুণ ছিলেন। তাঁর বহু গানের রেকর্ড আছে। [৪]

পারুলবালা মুখোপাধ্যায় (? - ১৪.১০.১৯৩৫)। স্বামী—প্রভাসচন্দ্র। ১৯৩০ খ্রী. সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় কংগ্রেসের কাজে যোগদান করেন। হাওড়ায় নারী সত্যাগ্রহী সমিতি স্থাপিত হলে যুগ্ম-সম্পাদিকা হিসাবে বাড়ি বাড়ি ঘুরে স্বদেশী প্রচার করতেন। ১৯৩২ খ্রী. সত্যাগ্রহী দল পরিচালনাকালে গ্রেপ্তার হন ও তিনমাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। স্বদেশী প্রচারের জন্য তাঁকে পরেও কারাবরণ করতে হয়। [১]

পার্বতীকান্ত বাচস্পতি। নব্য ন্যায়ের এই অসাধারণ পণ্ডিত ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পঞ্চকোটের রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচিত নব্য ন্যায়ের 'পত্রিকা' গ্রন্থটি তৎকালে দেশবিখ্যাত ছিল। [১]

পার্বতীচরণ তর্কতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় (১৮৬২-২.২.১৯৩২) কানুরগাঁও—ফরিদপুর। হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন। পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। একজন খ্যাতনামা নৈয়ায়িক পণ্ডিত। মহামহোপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধান্ত-পঞ্চাননের নিকট 'পক্ষতা' পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। তারপর মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজে মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্বভৌমের নিকট সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র সমাপ্ত করেন এবং সদ্য-প্রবর্তিত 'তীর্থ'-পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে 'তর্কতীর্থ' উপাধি ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হন। কিছুকাল একটি ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। পরে কলিকাতায় এসে বাগবাজারে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা শুরু করেন। ছাত্রদের ব্যয়ভার তিনি নিজেই বহন করতেন। এই সঙ্গে তিনি বরাহনগর ভিক্টোরিয়া স্কুলে সংস্কৃত পড়াতেন এবং অবসর-সময় কোন্নগর-নিবাসী মহামহোপাধ্যায় দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের নিকট প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন। তাঁর অধ্যাপনার খ্যাতিতে ও বিদ্যোৎসাহিতায় মুগ্ধ হয়ে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁকে নিজ সভাপণ্ডিতের পদে বরণ করেন। মহারাজ প্রদ্যোতকুমার ঠাকুরও তাঁকে, তাঁর স্বর্গীয় পিতার মত, শ্রদ্ধা করতেন। তিনি গভর্নমেণ্ট থেকেও প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি এবং ১৯২৩ খ্রী. 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি পান। [১,১৩০]

পার্বতীচরণ বিদ্যাবাচস্পতি (১৯শ শতাব্দী)। নবদ্বীপের বিখ্যাত নৈয়ায়িক গোলোকনাথ ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্যের সর্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী ও প্রিয় ছাত্র ছিলেন। পার্বতীচরণ পঞ্চকোটরাজের সভাপণ্ডিত হয়েছিলেন। তাঁর বিচার-নিপুণতা বাঙলার সমস্ত বিদ্বৎসমাজে প্রচারিত হয়েছিল। নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িকগণও তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রীয় বিচারে সাহসী হতেন না। বাচস্পতির স্বহস্ত-লিখিত 'ব্যুৎপত্তিবাদ' গ্রন্থ ভাটপাড়ার 'পঞ্চানন তর্করত্নের গৃহে রক্ষিত আছে। বড়িশার জানকীনাথ তর্করত্ন তাঁর অন্যতম কৃতী ছাত্র। [৯০]

পাহাড়ী সান্যাল (২২.২.১৯০৬-১০.২.১৯৭৪)। দার্জিলিং-এ জন্ম। প্রকৃত নাম নগেন্দ্রনাথ। শিল্পী জীবনে পাহাড়ী সান্যাল নামে সুপরিচিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত। লক্ষ্ণৌ ম্যারিস কলেজ থেকে সংগীত-উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৩৩ খ্রী. কলিকাতায় নিউ থিয়েটার্স প্রতিষ্ঠানে অভিনেতা হিসাবে যোগ দেন। বাংলা ও হিন্দী মিলিয়ে চার দশক ধরে প্রায় ১৫০টি ছবিতে নানা চরিত্রে রূপদান করেছেন। তাঁর অভিনীত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছবি : 'ভাগ্যচক্র', 'বড়দিদি', 'জিন্দগী', 'রজত জয়ন্তী', 'স্বামী', 'বিদ্যাসাগর', 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য', 'মহাকবি গিরিশচন্দ্র', 'একদিন রাত্রে', 'জাগতে রহো' প্রভৃতি। ১৯৭০ খ্রী. তিনি প্রথম রঙ্গমঞ্চে (বিশ্বরূপায়) অভিনয় করেন। সাহিত্যে ও শিল্পের বিভিন্ন প্রকরণে তাঁর আগ্রহ ছিল। অতুলপ্রসাদের গানের জনপ্রিয়তার মূলে তাঁর দান অসামান্য। বাংলা, ইংরেজী, হিন্দী এবং উর্দু ছাড়াও ফরাসী ভাষায় তাঁর অধিকার ছিল। তিনি একজন প্রকৃত রসবোদ্ধা ছিলেন। [১৬]

পিয়ার্স, উইলিয়ম হপকিন্স (১৪.১.১৭৯৪-১৮৪০) বার্মিংহাম—ইংল্যাণ্ড। ১৮১৭ খ্রী. রেভারেণ্ড ওয়ার্ডের আমন্ত্রণে সস্ত্রীক শ্রীরামপুরে চলে আসেন। ১৮১৮ খ্রী. কলিকাতায় এসে লণ্ডন ব্যাপটিস্ট মিশনের কলিকাতা শাখা স্থাপন করেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে মিশনারী প্রেস স্থাপিত হয় এবং কয়েক বছরের মধ্যেই কলিকাতার বিখ্যাত ছাপাখানায় পরিণত হয়। তিনি স্কুল বুক সোসাইটির সম্পাদক হন এবং বাঙলার বিভিন্ন গ্রামে মিশনারীর কাজ পরিচালনা করেন। নারীশিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি মূল হিব্রু থেকে বাংলায় ও ফারসী ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন, কিন্তু এগুলি প্রকাশের পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর তিনটি মুদ্রিত বাংলা রচনা : 'কৃষ্ণপ্রসাদের জীবনী' (১৮১৯), 'সত্য আশ্রয়' (১৮২৮) এবং 'ভূগোল বৃত্তান্ত' (১৮২৯)। [১২২]

পিয়ার্সন, উইলিয়ম উইনস্ট্যান্লি (৭.৫.১৮৮১ - ২৪.৯.১৯২৪)। ইংল্যাণ্ডের বনেদী হ্যুগো-নট পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মযাজক। কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাক্রমে বিজ্ঞান ও দর্শন অধ্যয়ন করেন। লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির সদস্যরূপে কলিকাতার লণ্ডন মিশনারী কলেজে উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের অধ্যাপকরূপে এদেশে আসেন এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। কলিকাতার মিশনারী সমাজের কর্তৃপক্ষের খ্রীষ্টান ও অখ্রীষ্টান ভেদাভেদে অসন্তুষ্ট হয়ে কলেজের কাজে ইস্তফা দেন এবং গৃহশিক্ষকের কাজ নিয়ে দিল্লী যান। সি. এফ. অ্যাণ্ড্রুজ তাঁর বন্ধু ছিলেন। এইসূত্রে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ও শিক্ষাদর্শের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে পিয়ার্সন শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেন। এখানে বেশভূষায়, আচার-আচরণে পিয়ার্সন বাঙালী হয়ে যান। আশ্রমের চারিপাশে সাঁওতাল পল্লীতে তিনি কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করেন। ৩০.১১.১৯১৩ খ্রী. মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য পিয়ার্সন ও অ্যাণ্ড্রুজ দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করেন এবং ১৯১৪ খ্রী. শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। শান্তিনিকেতনের 'পিয়ার্সন পল্লী' আজও তাঁর স্মৃতি বহন করে। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ পিয়ার্সনকে জাপান ভ্রমণের সঙ্গী করেন। কবির সঙ্গে প্রত্যাবর্তন না করে পিয়ার্সন চীন ভ্রমণে যান এবং ঐ সময়ে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের সমর্থনে এক-খানি পুস্তক রচনা করেন। তদানীন্তন ইংরেজ সরকার বইখানি ভারতে নিষিদ্ধ করেন। পিয়ার্সন চীনে ভারতের সমর্থনে বক্তৃতা করেন। ইংরেজ সর-কার তাঁকে বন্দী করে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যায় এবং যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে স্বগৃহে অন্তরীণ রাখে। ১৯২০ খ্রী. তিনি রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণের সঙ্গী হন এবং ১৯২১ খ্রী. পুনরায় শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেন। ১৯২৪ খ্রী. স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য ইউরোপ ভ্রমণের সময়ে এক দুর্ঘটনায় ইতালীতে তাঁর মৃত্যু হয়। পিয়ার্সন রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতা ও 'গোরা' উপন্যাস ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। জাপানে থাকা কালে তাঁর লিখিত পুস্তক 'শান্তিনিকেতনের স্মৃতি' পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। [৩]

পিয়ার্সন, জন (১৭৯০ - ১৮৩১)। কুড়ি বছর বয়সে যাজকবৃত্তি অবলম্বন করেন। ১৮১৭ খ্রী. ভারতে এসে চুঁচুড়ায় মে সাহেবকে স্কুল পরিচালনায় সাহায্য করেন। ১৮১৮ খ্রী. মে সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁর পরিচালিত ২৫টি স্কুলের ভার গ্রহণ করেন। এই সব স্কুলে ২ হাজার ৫ শত ছাত্র পড়াশুনা করত। তিনি মে-প্রবর্তিত পদ্ধতির কিছুটা পরিবর্তন করেন। এ বিষয়ে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকাও তিনি স্কুল বুক সোসাইটি থেকে প্রকাশ করেন। এই সময়ে অনেকেই স্কুলপাঠ্য বাংলা পুস্তক রচনা করতেন। তাঁদের মধ্যে পিয়ার্সনই সব থেকে বেশিসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন। রচিত গ্রন্থ : নীতিকথা বা Moral Tales, পত্র-কৌমুদী বা Letter-Writing, পাঠশালার বিবরণ বা School Master's Manual, বাক্যাবলী, মারী সাহেবের ইংরেজী ব্যাকরণের বাংলা অনুবাদ (দ্বি-ভাষিক), ভূগোল ও জ্যোতিষ, স্কুল ডিক্সনারী ও প্রাচীন ইতিহাস। এ ছাড়া অনেকগুলি ধর্মীয় প্রচারমূলক পুস্তিকাও তিনি রচনা করেন। পিয়া-র্সনের প্রত্যেকটি পুস্তকের একাধিক সংস্করণ হয়। তাঁর বেশির ভাগ গ্রন্থই স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রচারিত। কলিকাতায় মৃত্যু। [১২২]

পীতাম্বর তর্কভূষণ। নাটাই—ত্রিপুরা। ১৯শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্ম। খ্যাতনামা নৈয়ায়িক পণ্ডিত। তিনি একজন বিখ্যাত তান্ত্রিক সাধকও ছিলেন। [১]

পীতাম্বর দাস, চৌধুরী (১৭শ শতাব্দী)। পিতা সুপ্রসিদ্ধ 'রসকল্পবল্লী'র লেখক রামগোপাল; তিনি গোপালদাস ভণিতায় অনেকগুলি পদ রচনা করেন। পীতাম্বর নিজেও একজন সুকবি ছিলেন। তিনি শচীনন্দন ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নেন এবং পিতৃরচিত রসকল্পবল্লীর অষ্টম কলি অবলম্বনে 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে স্বরচিত পদ ছাড়াও বিদ্যাপতি, পুরন্দর খাঁ, গোবিন্দ দাস, কবিশেখর, কবিরঞ্জন, গোপাল দাস, রাধিকা দাস প্রভৃতির পদ সংস্কৃত গ্রন্থাদি থেকে প্রমাণসহ উদ্ধৃত করেছেন। 'শ্রীমন্নরহরিশাখা-নির্ণয়' নামে সংস্কৃত পুস্তিকাটিও তাঁরই রচিত। [১,২,৩]

পীতাম্বর দে (১৮৩৮ - ১৯০৪) জনুবাজার—বীরভূম। ইংরেজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বীরভূম, পূর্ণিয়া প্রভৃতি স্থানে শিক্ষকতা করে ১৮৯৭ খ্রী. প্রধান শিক্ষক থাকাকালীন অবসর-গ্রহণ করেন। তিনি বহু সঙ্গীত রচনা করেছেন। শেষ-বয়সে স্বরচিত রামলীলা, গৌরাঙ্গলীলা প্রভৃতি বিবিধ-বিষয়ক ২০০ সঙ্গীত সংগৃহীত করে 'গীতা-বলী' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। [১,৪]

পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ। নবদ্বীপ। উমাকান্ত বিদ্যানিধি। কমলাকর জ্যোতিষীর বংশধর পীতাম্বর প্রথমে কলাপ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন, পরে জ্যোতিষ-শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত হন। লোকে তাঁকে বাক্‌-সিদ্ধ পুরুষ বলে শ্রদ্ধা করত। তিনি বহু অর্থ

উপার্জন করেন। উপার্জিত অর্থের যথার্থ সদ্ব্যয়ও ছিল। বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব, অধ্যাপক শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী ও সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম.এ., পি-এইচ. ডি., মহামহোপাধ্যায় তাঁর পুত্র। [১]

পীতাম্বর মিত্র (১৭৪৭ - ১৮০৬) বাড়িশা—চব্বিশ পরগনা। অযোধ্যারাম। প্রথমে সম্রাট শাহ্-আলমের সেনাপতিরূপে সম্রাটের কাছ থেকে 'রাজা' উপাধি ও দশ হাজার মুসলমান অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়কত্ব লাভ করেন। মহারাষ্ট্র যুদ্ধের পুরস্কার-স্বরূপ বর্তমান এলাহাবাদের 'কড়া'র দুর্গ ও নগর জায়গীর পান। কড়া নগরের বার্ষিক আয় ছিল ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। অযোধ্যার নবাব আসফ-উদ্দৌলার সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত সদ্ভাব ছিল। ১৮৮৬ খ্রী. গোলাম কাদের বিদ্রোহ ঘোষণা করে শাহ্-আলমকে অন্ধ করে দেন এবং এই সময় থেকেই দিল্লীর সাম্রাজ্য বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে। এরপরই পীতাম্বর অবসর-গ্রহণ করে কলিকাতায় ফেরেন। পরে তিনি বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে পৈতৃক বাড়ি ত্যাগ করেন এবং সুঁড়ার বাগান অঞ্চলে প্রাসাদ নির্মাণ করে বসবাস শুরু করেন। তথায় তিনি 'সুঁড়ার রাজা' নামে অভিহিত হন। তিনি প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রপিতামহ। [১,৩২]

পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়। উত্তরপাড়া—হুগলী। ১২২৪ ব. 'শব্দসিন্ধু' অভিধান সঙ্কলন এবং ১২৩১ ব. 'ক্রিয়াযোগসার' গ্রন্থ রচনা করেন। অমর-কোষে সংগৃহীত সমস্ত শব্দের বাংলা অর্থ তিনি 'শব্দসিন্ধু' অভিধানে দিয়েছেন। [১,২,৪]

পীযূষকান্তি ঘোষ (১৮৭৫ - ১৯২৮) কলিকাতা। পিতা অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা শিশিরকুমার। পীযূষকান্তি নিজেও সাংবাদিক ছিলেন। বহুদিন তিনি অমৃতবাজার পত্রিকার পরিচালক এবং পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত পরলোকতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় পত্রিকা 'The Hindu Spiritual Magazine'-এর সম্পাদক ছিলেন। তিনি ব্যায়ামচর্চায় উৎসাহ দানের জন্য একটি সমিতি স্থাপন করেন। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। [৪]

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। চক্রশালা—চট্টগ্রাম। বাণেশ্বর ব্রহ্মচারী। শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম ভক্ত-সহচর। মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ও গদাধর পণ্ডিতের দীক্ষা-দাতা গুরু ছিলেন। ঐশ্বর্যের মধ্যে বাস করলেও অন্তরে তিনি ছিলেন প্রেমিক ভক্ত। শ্রীচৈতন্য তাঁকে 'প্রেমনিধি' বলতেন। স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে তাঁর সখ্য ছিল। তিনি মাঝে মাঝে শ্রীচৈতন্য ও জগন্নাথ-দেব দর্শন করতে পুরী যেতেন। কবিকর্ণপুর-রচিত 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় তাঁর বিষয়ে উল্লেখ আছে। বৈষ্ণবধর্মের অপূর্ব ভক্তিকথা তিনি বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচার করেন। [১,২,৩,১০০]

পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য। নবদ্বীপ। শ্রীকান্ত পণ্ডিত। কলাপের প্রসিদ্ধ টীকাকার পুণ্ডরীকাক্ষ দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণির পূর্ব-গামী একজন নৈয়ায়িক। নব্যন্যায়াদি নানা শাস্ত্রে তাঁর রচিত 'বিদ্যাসাগর' নামে টীকা বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায়। তাঁর রচিত 'চণ্ডীর টীকা', 'কাতন্ত্র-প্রদীপ', 'ন্যাসটীকা', 'কারককৌমুদী', 'তত্ত্বচিন্তা-মণিপ্রকাশ', 'কলাপদীপিকা' প্রভৃতি ১৬ খানি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। ন্যায়শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি সার্বভৌম ভট্টাচার্যের পিতৃব্য-পুত্র ছিলেন। [৯০]

পুণ্যানন্দ স্বামী (১৫.১.১৯০৪ - ২৪.১১. ১৯৭১) সিমুলিয়া—ঢাকা। পূর্বাশ্রমের নাম আদি-নাথ চট্টোপাধ্যায়। ১৯২০ খ্রী. অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কলেজ ত্যাগ করেন। ১৯২২ খ্রী. রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে যোগ দেন। ১৯৩২ - ৪২ খ্রী. পর্যন্ত রেঙ্গুন মিশনের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে রেঙ্গুন থেকে কয়েক হাজার আশ্রয়প্রার্থী নিয়ে হাঁটা পথে আরাকানের মধ্য দিয়ে ভারতে আসেন। পুণ্যানন্দের অসীম সাহসিকতায় ও সেবাকাজের ফলে আশ্রয়প্রার্থিগণ পথের বিপদ ও দুঃখকষ্ট সহ্য করতে পেরেছিল। ১৯৪৩ খ্রী. বাঙলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে স্বামীজীর সেবাকাজ স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই সময়ে যে ৩৭টি পিতৃ-মাতৃহীন শিশুকে তিনি কলিকাতার পথ থেকে কুড়িয়ে পান তাদের আশ্রয়ের জন্য অপরিসীম চেষ্টায় গড়ে তোলেন রহড়া রামকৃষ্ণ আশ্রম। ১৯৪৪ খ্রী. এই আশ্রমের সৃষ্টি থেকে আমৃত্যু এই সংগঠনে কাজ করেন। [১৬]

পুরন্দর খাঁ (১৬শ শতাব্দী) সেয়াখালা—হুগলী। ঈশান বসু। পুরন্দরের প্রকৃত নাম গোপী-নাথ বসু। বাঙলার নবাব হোসেন শাহের (১৪৯৪ - ১৫২৫) উজির ছিলেন। তিনি একজন সমাজ-সংস্কারক ছিলেন এবং দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ সমাজে সমান পর্যায়ে বিবাহ দানের নিয়ম প্রবর্তন করেন। নবাব হোসেন শাহ কর্তৃক 'পুরন্দর খাঁ' উপাধি-ভূষিত হন। [১]

পুরাণ গিরি (১৭৪৩ - ১৭৯৫)। গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, ক্লান্তিহীন ভূপর্যটক, দূরদর্শী কূটনীতিক ও বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী। গিরি উপাধি থেকে বোঝা যায় তিনি দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত। শঙ্করাচার্যের প্রধান চারজন শিষ্যের দশজন শিষ্য ছিল। এই দশজন থেকেই দশনামী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। পশ্চিমবঙ্গে এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত মঠগুলি প্রধানত হুগলী

ও হাওড়ায় অবস্থিত এবং তারকেশ্বরের কেন্দ্রীয় মঠের অধীন। যতদূর জানা যায়, পুরাণ গিরি নয় বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন এবং দেশ-বিদেশ পরিভ্রমণ শুরু করেন। রামেশ্বরের তীর্থ সেরে সিংহল এবং সেখান থেকে সমুদ্রপথে মালয় যান এবং ফেরবার পথে মালাবার, কোচিন, দ্বারকা ও হিংলাজ হয়ে কাবুলে উপস্থিত হন। গজনীর কাছে আহমদ্ শা আবদালীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সেখান থেকে খোরাসান ও হিরাট হয়ে কাশ্যপ (কাস্পিয়ান?) সাগরের তীরে পৌঁছান। সেখানে বাকির (বাকু?) কাছে এক গহ্বর-নিঃসৃত অগ্নি-প্রবাহ দেখতে পান। কাশ্যপ সাগর পার হয়ে অস্ত্রা-খান পৌঁছান। জানা যায়, সেখানে বহু হিন্দু অধিবাসী তাঁকে অভ্যর্থনা করেছিলেন। তারপর ১৮ দিন হেঁটে এক জমাট বরফের নদী (ভল্‌গা?) পার হয়ে মস্কো নগরীতে উপস্থিত হন এবং ফেরার পথে তাব্রিজ, ইস্পাহান, বসরা, মস্কট হয়ে সুরাটে পৌঁছান। দ্বিতীয়বার দেশভ্রমণে গিয়ে বাল্খ, বোখারা ও সমরখন্দ হয়ে কাশ্মীরের মধ্য দিয়ে গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী পরিক্রমা করে ফিরে আসেন। তৃতীয়বার নেপালে যান এবং সেখান থেকে অতি দুর্গম ও অজানা পথে মানস সরোবর ও ব্রহ্মপুত্র নদের উৎস-স্থান দেখে তিব্বতে পৌঁছান। দীর্ঘকাল তিব্বতে অবস্থান করে সেখানকার ভাষা ও ধর্মশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। নাবালক দালাই-লামার অভিভাবক তাশী লামার সঙ্গে অন্ত-রঙ্গতার সূত্রে পুরাণ গিরি কূটনৈতিক কাজে লিপ্ত হন। পুরাণগিরির ২৯ বছর বয়সে ১৭৭২ খ্রী. ভুটানরাজ ও কুচবিহাররাজের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। ইংরেজ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কুচ-বিহার দখল করে নেয় এবং ভুটানরাজ তিব্বত ও চীনের সাহায্য প্রার্থনা করেন। বিচক্ষণ তাশী লামা বিরোধ মীমাংসার জন্য পুরাণ গিরি মারফত ওয়া-রেন হেস্টিংসকে চিঠি পাঠান। ১৭৭৪ খ্রী. তিনি ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধিরূপে লাসায় ফেরেন। তিব্বতী কূটনীতিক প্রতিনিধি, বণিক ও তীর্থযাত্রীদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করার জন্য তাশী লামার কাছ থেকে অনুরোধ এলে হেস্টিংস হাওড়ার ঘুষুড়িতে ১০০ বিঘা ও ৫০ বিঘার দু'টি সংলগ্ন ভূমি বন্দোবস্ত করে দেন। এখানে পুরাণ গিরির তত্ত্বাবধানে এবং পাঞ্চেন লামার অর্থানুকূল্যে ১৭৮০ খ্রী. ভোটবাগান মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। হেস্টিংস এর আগে তাশী লামা ও পুরাণ গিরির মারফত পিকিংয়ের চীন সম্রাটের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সম্ভবত ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি পুরাণ গিরি তাশী লামার সঙ্গে পিকিং যান এবং মূলত তাঁরই চেষ্টায় চীন সম্রাট ভারতের ফিরিঙ্গী সরকারের কাছে এক পত্র পাঠাতে মনস্থ করেন। পুরাণ গিরি কর্তৃক লিখিত পিকিং যাত্রার কাহিনী ইংরেজীতে অনূদিত হয় ১৮০৮ খ্রী.। ১৭৮০ খ্রী. তাশী লামা বসন্ত রোগে মারা যান এবং পুরাণ গিরি তাঁর মরদেহ নিয়ে লাসায় ফেরেন। ১৭৮৩ খ্রী. হেস্টিংস্ আবার পুরাণ গিরি ও স্যামুয়েল টার্নার নামে একজন পদস্থ সৈনিককে তিব্বতে পাঠান। পুরাণ গিরি শেষবার তিব্বত যান ১৭৮৫ খ্রী.। এরপর ভোটবাগান মঠে স্থায়িভাবে বসবাস করেন। হেস্টিংসের পর লর্ড কর্নওয়ালিস এবং স্যার জন শোরের আমলেও এই দশনামী সন্ন্যাসীর সরকারী মহলে প্রবল প্রভাব ছিল। তিব্বত ও চীন সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ নেবার জন্য গভর্নর জেনারেলগণ ভোটবাগান মঠে যেতেন। তিব্বতী মহলেও পুরাণ গিরি অত্যন্ত আস্থাভাজন ছিলেন। তাঁরই ব্যক্তিত্বে ভোটবাগান মঠ তিব্বতী বণিক ও তীর্থযাত্রীদের বড় কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ভারতের বাজারে তিব্বতী সোনার চাহিদা ছিল। পুরাণ গিরি এই সোনা চালান ও রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। ক্রমে ভোট-বাগান মঠের সোনার খবর অনেকের কানে যায়। ১৭৯৫ খ্রী. এক রাতে ডাকাতরা মঠ আক্রমণ করলে পুরাণ গিরি কয়েকজন সন্ন্যাসী নিয়ে প্রতিরোধ করতে গিয়ে সড়কির আঘাতে প্রাণ হারান। পরে এই ডাকাতদের চারজন ধরা পড়ে এবং মঠ প্রাঙ্গণেই তাদের ফাঁসি হয়। এই মঠে পুরাণ গিরি মহান্তের সমাধির উপরের পিতলের প্রতিষ্ঠালিপিটি থেকে জানা যায় যে ১৭১৭ শকাব্দে বা ১২০২ বঙ্গাব্দের ২৩ বৈশাখ (মে ১৭৯৫) এটি নির্মিত হয়েছিল। [১৭,১৮]

পুরুষোত্তম দাস। কুমারহট্ট-হালিশহর—চব্বিশ পরগনা। সদাশিব। একজন পদকর্তা ও নিত্যা-নন্দের ভক্ত। তাঁর ভক্তিতে মুগ্ধ হয়ে বহু ব্রাহ্মণ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি পুরুষোত্তম পণ্ডিত নামেও খ্যাত ছিলেন। [১]

পুরুষোত্তম দেব। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে ব্যাকরণ-রচয়িতা এবং কোষগ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে দু'জন বৌদ্ধ পুরুষোত্তমের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু এই দুই পুরুষোত্তম এক ও অভিন্ন কি না সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নি। তাঁর রচিত শ্রেষ্ঠ কোষগ্রন্থ 'ত্রিকাণ্ডশেষ' অমরকোষের সম্পূরক। পাণিনি ব্যাকরণ আশ্রয়ে রচিত 'ভাষাবৃত্তি' গ্রন্থটিও উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য গ্রন্থ : 'হারাবলী', 'বর্ণ-দেশনা', 'দ্বিরূপকোষ', 'একাক্ষরকোষ'। এ ছাড়াও কোন কোন পণ্ডিতের মতে 'জ্ঞাপক-সমুচ্চয়' ও 'ঊণাদি বৃত্তি' গ্রন্থ দু'টিও তাঁর রচিত। [১,৬৭]

পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ। পিতা জগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুশারী। তাঁর অধস্তন ষষ্ঠপুরুষ পঞ্চানন ঠাকুর জোড়াসাঁকো ও পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা। তিনি 'প্রয়োগরত্নমালা', 'মুক্তিচিন্তামণি', 'বিষ্ণুভক্তি-কল্পলতা' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। 'প্রবোধ-প্রকাশ' নামক গ্রন্থের রচয়িতা বলরাম তাঁরই পুত্র। [১,৮৭]

পুরুষোত্তম মিশ্র সিদ্ধান্তবাগীশ। কুলিয়া—নবদ্বীপ। গঙ্গাদাস। ১৬ বছর বয়সে বৃন্দাবনে গিয়ে গুরুদত্ত প্রেমদাস নামে পরিচিত হন। গোবিন্দজীর মন্দিরের পুজারী ছিলেন। কয়েক বছর বৃন্দাবনে থেকে দেশে ফেরেন। ১৭০৮ খ্রী. কবিকর্ণপুরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকটির পদ্যানুবাদ এবং ১৭১২ খ্রী. 'বংশীশিক্ষা' গ্রন্থ রচনা করেন। অন্যান্য গ্রন্থ : 'আনন্দ ভৈরব', 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়-কৌমুদী' প্রভৃতি। [১,২০]

পুলিনচন্দ্র ঘোষ (?-২২.৪.১৯৩০) গোঁসাইডাঙ্গা—চট্টগ্রাম। জগৎচন্দ্র। ১৮ এপ্রিল ১৯৩০ খ্রী. চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে অংশগ্রহণ করেন। ২২ এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে সংগ্রামে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২,৯৬]

পুলিনবিহারী দাস (২৪.১.১৮৭৭-১৭.৮.১৯৪৯) লোনসিং—ফরিদপুর। নবকুমার। ১৮৯৪ খ্রী. ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। বি.এ. পড়বার সময় ঢাকা কলেজের বিজ্ঞান-বিভাগের ল্যাবরেটরীতে অ্যাসিস্ট্যান্ট ও পরে ডেমনস্ট্রেটর হন। কলিকাতার সরলাদেবীর আখড়ার অনুকরণে ১৯০৩ খ্রী. নাগাদ তিনি টিকাটুলীতে একটি আখড়া স্থাপন করেন। ১৯০৫ খ্রী. ঢাকায় শ্রীরামপুরের বিখ্যাত লাঠিয়াল ওস্তাদ মুর্তাজা সাহেবের কাছে ছোট লাঠি ও তরবারি খেলা শেখেন। ১৯০৬ খ্রী. পি. মিত্রের কাছে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং ঢাকায় অনুশীলন সমিতি সংগঠিত করে লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, কুচকাওয়াজ ও কৃত্রিম যুদ্ধের মাধ্যমে তরুণদের উৎসাহিত করে তোলেন। ১৯০৭ খ্রী. থেকে ১৯১০ খ্রী. পর্যন্ত অনুশীলন দলের সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব বহন করেন। ১৯১২ খ্রী. রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত হয়ে ৭ বৎসরের জন্য আন্দামানে প্রেরিত হন। ১৯২০ খ্রী. মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আদর্শের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতসেবক সঙ্ঘ গঠন করেন। ১৯২২ খ্রী. ভারতসেবক সঙ্ঘ ভেঙ্গে দিয়ে ব্যবহারিক রাজনীতি থেকে অবসর নেন। ১৯২৫ খ্রী. কলিকাতা বিদ্যাসাগর স্ট্রীটে বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতি ও আখড়া স্থাপন করে লাঠি, ছোরা প্রভৃতির খেলা শেখাতে থাকেন। এইসব খেলার বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-পদ্ধতি-সম্বন্ধীয় পুস্তকও রচনা করেন। অন্যান্য কয়েকটি আখড়াতেও ঐ সব খেলা শেখাতেন। ব্যায়াম সমিতির মাঠেই অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। [৩,৫,১০,২৬,৯১,৯২]

পুলিনবিহারী মুখোপাধ্যায় (?-১৯২৬) ঢাকা। রাসবিহারী। বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন। ১৯১৭ খ্রী. ধরা পড়ে সাত বছর জেল খাটেন। ছাড়া পাবার পর কুমিল্লায় অন্তরীণ থাকা কালে মারা যান। [৪২]

পুলিনবিহারী সরকার (২৮.১১.১৮৯৪-১৪.৭.১৯৭১) কলিকাতা। বসন্তকুমার। বৈশ্লেষিক ও খনিজ রসায়নে অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক। পিতার স্থায়ী বাসস্থান মেদিনীপুরের তমলুক থেকে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা এবং কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এস-সি. এবং এম.এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এখানে 'হিন্দু হস্টেলে' তাঁর সতীর্থ ছিলেন মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জী। ১৯১৬ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন এবং গবেষণার কাজও শুরু করেন। ১৯২৫ খ্রী. 'ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোশিপ' নিয়ে তিনি ইউরোপে যান এবং প্যারিসের সোরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করতে থাকেন। স্কানডিয়াম, গ্যাডোলিনিয়াম এবং ইউরোপিয়ামের ওপর তাঁর কাজের কৃতিত্বের স্বীকৃতি-স্বরূপ তিনি 'স্টেট ডক্টরেট অফ ফ্রান্স' লাভ করেন। ১৯২৮ খ্রী. দেশে ফিরে পূর্ব-পদে যোগ দেন। ১৯৪৬ খ্রী. ঘোষ অধ্যাপক এবং ১৯৫২ খ্রী. রসায়ন বিভাগের প্রধান পদে উন্নীত হন। ১৯৬০ খ্রী. ঐ পদ থেকে অবসর-গ্রহণ করলেও গবেষণার কাজ চালিয়ে গেছেন। তিনি ৪০টিরও বেশী ভারতীয় খনিজ পদার্থের রাসায়নিক উপাদান বার করে তাদের রাসায়নিক সংকেতও নির্ধারণ করেছেন। তেজস্ক্রিয়তা এবং ভূতাত্ত্বিক বয়স বার করার কাজে তাঁকে অন্যতম পথিকৃৎ বলা যায়। তিনি আতপ চাল, মসুর ডাল প্রভৃতি সাধারণ খাদ্য-বস্তু বিশ্লেষণ করে তাদের মৌলিক উপাদান দেখিয়েছেন। ১৯৩৮ খ্রী. ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রসায়ন শাখার সভাপতি এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের ফেলো ছিলেন। পিতামহ জমিদার যাদবচন্দ্রের নামানুসারে কলিকাতার দক্ষিণের এক অংশের নাম যাদবপুর রাখা হয়েছে। [১৮]

পূরণচাঁদ নাহার (১৫.৫.১৮৭৫-৩১.৫.১৯৩৬) আজিমগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ। সেতাবচাঁদ। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক। প্রেসিডেন্সী

কলেজ থেকে বি.এ. ও বি.এল. এবং ১৮৯৮ খ্রী. এম.এ. পাশ করেন। বাঙলার জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনিই প্রথম এম.এ.। বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে শিল্প, ভাস্কর্য, মুদ্রা, পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে এক পুরাবস্তু মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠা করেন। ভাণ্ডারকার প্রাচ্যবিদ্যা সংসদের আজীবন সদস্য, বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালক সভায় ভারতীয় জৈন শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, ১৯০২ খ্রী. আজমীরে অনুষ্ঠিত অসওয়াল মহাসম্মেলনের প্রথম সভাপতি এবং শিক্ষা পরিষৎ, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, প্রাচ্য বিদ্যা পরিষৎ প্রভৃতির সভ্য ছিলেন। তাঁর রচিত বহু গ্রন্থের মধ্যে 'জৈন অনুশাসন লিপি' (৩ খণ্ড) ভারতীয় ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদ। [১,৪,১৪৬]

পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৪৮ - ১৯২২) কাঁঠালপাড়া—চব্বিশ পরগনা। যাদবচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুজ। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী পূর্ণচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার সহকর্মী এবং 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম প্রকাশ থেকেই নিরলস কর্মী ছিলেন। রচিত উপন্যাস : 'শৈশব সহচরী' ও 'মধুমতী'। [১]

পূর্ণচন্দ্র দাস (১.৬.১৮৮৯ - ৪.৫.১৯৫৬) সমাজ-ইদিলপুর—ফরিদপুর। কাশীনাথ। প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা। ১৯১০ খ্রী. মাদারীপুর হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজে পড়ার সময় বিপ্লবী কাজের প্রেরণায় কলেজ ছেড়ে দেন। কিছুদিন পর মাদারীপুরে নিজস্ব একটি বিপ্লবী দল গঠন করেন। ১৯১৪ - ১৫ খ্রী. তিনি বাঘা যতীনের সঙ্গে কাজ করেন। বালেশ্বরের ট্রেঞ্চযুদ্ধে বাঘা যতীনের ৪ জন পার্শ্বচর তাঁরই দলের কর্মী ছিলেন। ১৯১৩ খ্রী. ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হন এবং কিছুদিন পর মুক্তি পান। কিন্তু ১৯১৪ খ্রী. ভারত-রক্ষা আইনে ধৃত হয়ে ১৯২০ খ্রী. পর্যন্ত জেলে আটক থাকেন। পরে তিনি সুভাষচন্দ্রের নবগঠিত ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে যুক্ত হন এবং ১৯৪০ খ্রী. পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৪৬ খ্রী. মুক্তি পান। দেশবিভাগের পর রাজনীতি ত্যাগ করেন এবং কলিকাতায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বোর্ডের সদস্য হয়ে বাস্তুহারাদের কল্যাণে তৎপর হন। বালিগঞ্জে সুবোধ নামে এক প্রাক্তন বিপ্লবীর ছুরিকাঘাতে তাঁর মৃত্যু ঘটে। [৩,১০,১২৪]

পূর্ণচন্দ্র দে (১০.৮.১৮৫৭ - ১৮.১০.১৯৪৬) ভদ্রকালী—হুগলী। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পর আশুতোষ কলেজে অধ্যাপনা করেন। বহু সংস্কৃত উদ্ভট কবিতা সংগ্রহ ও বঙ্গানুবাদ করে 'উদ্ভটসাগর' উপাধি পান। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'উদ্ভটশ্লোকমালা', 'উদ্ভটসমুদ্র', 'কবিসমুদ্র', 'প্রশ্নোত্তরমণিরত্নমালা', 'মোহমুদ্গর' ও 'মোহকুঠার' এবং সম্পাদিত গ্রন্থ : 'মহাভারত', 'কৃত্তিবাসী-রামায়ণ', 'পাণ্ডবগীতা' ও 'উপক্রমণিকা' (ব্যাকরণ)। [৪,৫]

পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (? - ১৮.৪.১৩২০ ব.)। খ্যাতনামা প্রত্নতাত্ত্বিক। ১৮৬৮ খ্রী. সোদপুর বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পাশ করার পর আর্থিক অসাচ্ছল্যতার দরুন পড়া বন্ধ রেখে কিছুকাল সাহিত্য-চর্চায় রত থাকেন। এরপর লক্ষ্ণৌতে গিয়ে ক্যানিং কলেজে ভর্তি হন। এ সময় ভারতবর্ষের দুর্দশা দেখে এক ওজস্বী মহাকাব্য রচনা শুরু করেন। রচনা শেষ না করেই দেশের লুপ্তপ্রায় শিল্প পুনরুদ্ধারকল্পে 'Pictorial Lucknow History, People and Architecture' গ্রন্থ সঙ্কলন করেন এবং এই গ্রন্থ সঙ্কলনের জন্য নিজেই চিত্রাঙ্কন শেখেন। ইতিমধ্যে এফ.এ. পাশ করেন কিন্তু ১৮৭০ খ্রী. বি.এ. পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। চাকরি জীবনে প্রথমে একজন সাহেবের অনুগ্রহে একটি সামান্য চাকরি পান এবং পরে ১৮৮২/৮৩ খ্রী. তৎকালীন ছোটলাট স্যার আলফ্রেড লায়েল তাঁকে সরকারের আর্কিওলজিস্ট নিযুক্ত করেন। এই পদে থাকা কালেই তিনি পুরাতত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু বিভিন্ন চক্রান্তের ফলে আর্কিওলজিস্টের পদ ত্যাগ করে পি.ডাবলিউ.ডি.-তে যোগ দিয়ে ঝান্সী যান। সেখানে ললিতপুরে পুরাতত্ত্বের মূল্যবান নিদর্শনসমূহ আবিষ্কার করেন। এখানেও চক্রান্তের ফলে তাঁর পদচ্যুতি ঘটে। তখন বঙ্গের ছোটলাট স্যার চার্লস ইলিয়ট কর্তৃক তিনি কলিকাতায় বঙ্গীয় পুরাতত্ত্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং মগধ, মিথিলা ও ওড়িশার প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে অনুসন্ধান করে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন। তাঁরই প্রচেষ্টার ফলে ইম্পিরিয়াল মিউজিয়মের আর্কিওলজিক্যাল গ্যালারী দ্বিগুণিত হয়। এরপর পি.ডাবলিউ.ডি. সেক্রেটারিয়েটে চাকরি নিয়ে বুন্দেলখণ্ড রাজবাড়ির অনুকরণে স্থানীয় বিদ্যালয়ের ও ঝান্সী হাসপাতালের নকশা তৈরী করেন। ১৮৮৭ - ৮৮ খ্রী. বুন্দেলখণ্ডে চান্দেলীয় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি আবিষ্কার করে ছবিসহ বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। পরে তিনি কলিকাতা যাদুঘরের পুরাতত্ত্বাধ্যক্ষ হয়েছিলেন। ১৮৯১ - ৯৪ খ্রী. বিহার ও ওড়িশার পুরাতত্ত্ব বিভাগে কাজ করেন। ১৮৯৭ - ৯৮ খ্রী. পাটনায় প্রাচীন পাটলিপুত্রের অনুসন্ধানে খনন-কার্যাদি চালান। পাটলিপুত্র বিষয়ে তাঁর রিপোর্টে সম্রাট অশোক সম্বন্ধে বহু ঐতি-

হাসিক তথ্য জানা যায়। তিনি প্রমাণ করেন যে, অশোকের সময় খ্রীষ্টপূর্ব ২৭০ নয়— খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৫ এবং মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকদের Sandracottus নয়, অশোকই Sandracottus ছিলেন। ১৮৯৯ খ্রী. পুনর্বার লক্ষ্ণৌতে সরকারী আর্কিওলজিস্ট (পূর্বপদ) নিয়োজিত হয়ে ইতিহাসবর্ণিত প্রাচীন কপিলাবস্তু নগর আবিষ্কারের জন্য তিনি নেপাল যান। গোরক্ষপুরের কাছে তৌলিহার উত্তরে তিলৌরাকোটে কপিলবস্তুর স্থান নির্ণয় করেন এবং রুম্মিনদেই নামক স্থানে বুদ্ধদেবের জন্মস্থানের অনুসন্ধান পান। পরের বছর সরকার তাঁর নেপাল রিপোর্ট চিত্রসহ মুদ্রিত করেন। তিনি বহু প্রাচীন মুদ্রা, অলঙ্কার, মৃৎপাত্র ও প্রস্তর মূর্তি প্রভৃতি নানাপ্রকার পুরাতত্ত্ব-বিষয়ক দ্রব্যাদিও সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর রচিত লক্ষ্ণৌ-বিষয়ক একটি গ্রন্থ মুদ্রিত হলেও প্রকাশিত হয় নি। 'ভারতীয়ম্' নামক একটি মহাকাব্যও তিনি রচনা করেছিলেন (১৮৭৫)। [১]

পূর্ণানন্দ পরমহংস (১৬শ শতাব্দী) কাটিহালি—ময়মনসিংহ। প্রকৃত নাম জগদানন্দ। পূর্ণানন্দ গুরুপ্রদত্ত নাম। তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ। ব্রহ্মানন্দের কাছ থেকে তন্ত্রোক্ত পদ্ধতিতে দীক্ষিত হয়ে সাধনার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করেন এবং কামাখ্যাপীঠের উদ্ধার সাধন করেন। রচিত তান্ত্রিক গ্রন্থাবলী : 'শাক্তক্রম', 'শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি', 'শ্যামারহস্য', 'তত্ত্বানন্দ তরঙ্গিণী' প্রভৃতি। [১,২,২৫,২৬]

পূর্ণানন্দ স্বামী, মহারাজ (?-২৭.৭.১৩৫৩ ব.) গুঠিয়া—বরিশাল। সেনবংশে জন্ম। শৈশবকাল থেকেই আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন ছিলেন। বি.এ. পাশ করে বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে শিক্ষকতা করেন এবং বি.এল. পাশ করার পর বরিশালের ভোলায় ওকালতি শুরু করেন। কিন্তু পরে ওকালতি ত্যাগ করে তপস্যার উদ্দেশ্যে হিমালয়ের পাদদেশে এক আশ্রমে যান। এখানে কিছুদিন তপস্যার পর 'গিরি' সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা নেন। সিদ্ধিলাভের পর দেশে ফেরেন। শিষ্যদের কাছে তাঁর লিখিত পত্রাবলী 'বেদবাণী' নামে তিনখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। অন্যান্য গ্রন্থ : 'যোগ ও পারফেক্‌সন্‌' (ইংরেজী) এবং 'পূর্ণজ্যোতি' (সংস্কৃত)। হৃষীকেশের 'শিবালয়' আশ্রম তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। [১]

পূর্ণেন্দু দস্তিদার (?-৯.৫.১৯৭১) ধলঘাট—চট্টগ্রাম। চন্দ্রকুমার। ছাত্রাবস্থায় রাজনীতিতে প্রবেশ করে বি.পি.এস.-এর নেতৃস্থানীয় কর্মী হন। তিনি মাস্টারদার (সূর্য সেন) নেতৃত্বে ১৮ এপ্রিল ১৯৩০ খ্রী. চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে যোগ দেন এবং ধরা পড়ে দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করেন। দেশ স্বাধীন হবার পর পূর্ববঙ্গ বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭০ খ্রী. নির্বাচনে ন্যাপের (ওয়ালি) প্রার্থী ছিলেন। দেশবিভাগের পরেও তাঁর অধিকাংশ সময় জেলেই কাটে। সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতি ছিল। রচিত গ্রন্থ : 'স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম', 'কবিয়াল রমেশ শীল' ও 'বীরকন্যা প্রীতিলতা'। তাঁর এক ভাই অস্ত্রাগার আক্রমণকালে শহীদ হন এবং অপর একজন দ্বীপান্তরিত হয়েছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানী সৈন্যদের কাছ থেকে রেহাই পাবার জন্য ভারত অভিমুখে আসার সময় মারা যান। [১৬,৭২]

পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ, রায়বাহাদুর (১৮৬১-১৯২৩) কাশিম—মুর্শিদাবাদ। হরিবল্লভ। ১৬ বছর বয়সে কাশিম বাজার হাই স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে বিহারের পাটনায় স্থায়িভাবে বাস করতে থাকেন। ক্রমে এম.এ. ও ল পাশ করে ১৯১৮ খ্রী. পাটনা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। [illegible] আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। ১৮৮৬ খ্রী. কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে বিহার থেকে অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন। পরে অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করেন এবং কংগ্রেস থেকে দূরে থাকেন। তিনি পাটনায় প্রথম বার্ষিক কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী সংগঠিত করেন। ব্যাঙ্ক অফ বিহারের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-ডিরেক্টর ছিলেন। ১৮৯৫ খ্রী. তাঁর প্রতিষ্ঠিত পাটনার অ্যাংলো-স্যান্স্কৃট হাই স্কুল বর্তমানে তাঁর নামাঙ্কিত। তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের সক্রিয় সদস্য ও বাঁকিপুর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন। বেদান্ত, দর্শন ও থিয়োসফিতে পাণ্ডিত্য ছিল। ইংরেজী ও বাংলায় তাঁর রচিত গ্রন্থ আছে। কাইজার-ই-হিন্দ স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন। [১২৪]

পৃথ্বীশচন্দ্র রায় (১৮৭০-১৯২৮) উলপুর—ফরিদপুর। পূর্ণচন্দ্র। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। মধ্যপন্থী হলেও সরকারী অব্যবস্থাকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করতেন। রাজনীতি-বিষয়ক প্রবন্ধ ও সমালোচনা প্রকাশের জন্য ১৯০৫ খ্রী. 'দি ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড' নামে একটি মাসিক পত্রিকা (পরে সাপ্তাহিক) প্রকাশ করেন। দীর্ঘদিন 'ভারত-সভার' সম্পাদক ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করলে তিনি কিছুদিন 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। বিখ্যাত মধ্যপন্থী নেতা দীনশা ওয়াচা ও মহামতি গোখলের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। 'গোখলে স্মারক গ্রন্থাগার' স্থাপনের জন্য নিজের

মূল্যবান গ্রন্থাগারটি 'ভারত-সভা'কে দান করেছিলেন। দীর্ঘকাল ফরিদপুর সেবা সমিতির সভাপতি এবং উলপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ৯ বছর তার সম্পাদক ছিলেন। ইংরেজী ভাষায় তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'দি পভার্টি প্রব্লেম ইন্ ইণ্ডিয়া' (১৮৯৫), 'এ নোট অন দি ইণ্ডিয়ান সুগার ডিউটিজ' (১৮৯৯), 'ইণ্ডিয়ান ফেমিন্‌স্ : দেয়ার কজেস্ অ্যাণ্ড রেমিডিজ্' (১৯০১), 'দি ম্যাপ অফ ইণ্ডিয়া' (১৯০৪) ও 'লাইফ এণ্ড টাইম্‌স্ অফ সি. আর. দাস' (১৯২৭)। [১,৩]

প্যারীচরণ সরকার (২৩.১.১৮২৩ - ৩০.৯.১৮৭৫) চোরবাগান—কলিকাতা। ভৈরবচন্দ্র। আদি নিবাস তড়াগ্রাম—হুগলী। শৈশবে পিতৃহীন হয়ে অগ্রজ পার্বতীচরণ কর্তৃক পালিত হন। তিনি হেয়ার সাহেবের পটলডাঙ্গা স্কুলের এবং পরে হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। ১৮৪৩ খ্রী. শিক্ষা শেষ করে হুগলী স্কুলে শিক্ষকতার কর্মে ব্রতী হন। ১৮৪৬-৫৪ খ্রী. বারাসত স্কুলের প্রধান শিক্ষক-রূপে খ্যাতিলাভ করেন। এখানে বালিকা বিদ্যালয়, কৃষি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও কারিগরি শিক্ষার বন্দোবস্ত করে প্রকৃষ্ট শিক্ষাবিদ্‌রূপে পরিচিত হন। এরপর কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে প্রধান শিক্ষক হয়ে ৮ বছর ছিলেন। প্রধানত তাঁরই প্রচেষ্টায় এই স্কুলের নাম পরিবর্তিত হয়ে 'হেয়ার স্কুল' হয়। ১৮৬৩ খ্রী. তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের অস্থায়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৮৬৭ খ্রী. ঐ পদে স্থায়ী হয়ে আমৃত্যু কাজ করেন। শুধু শিক্ষকতার মধ্যেই তিনি নিজের কর্মক্ষেত্র সীমিত রাখেন নি। বাঙলার নবজাগরণেও তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারে একাধিক বিদ্যালয় (বারাসত ও চোরবাগানে) স্থাপন করেন। বিধবা-বিবাহ-প্রচারেও তিনি বিদ্যাসাগরকে সাহায্য করেছিলেন। তিনি কৃষি বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষার সুষ্ঠু বন্দোবস্ত করেন। এ ব্যাপারে নবীনকৃষ্ণ ও কালীকৃষ্ণ মিত্র তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। নারী শ্রমিকগণের সন্তানদের শিক্ষার জন্য তিনি কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং বেথুন স্কুলে মেয়েদের পাঠানোর জন্য অভিভাবকদের প্রভাবিত করেন। ১৮৬৬ খ্রী. তিনি সরকারী সংবাদপত্র 'এডুকেশন গেজেট'-এর সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ১৮৬৮ খ্রী. পূর্ববঙ্গ রেলপথে সংঘটিত এক দুর্ঘটনার সত্য বিবরণ স্বীয় মন্তব্য সহ প্রকাশ করায় এই ব্যাপার নিয়ে সরকারের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য ঘটে এবং তিনি উক্ত পদ ত্যাগ করেন। মদ্যপান নিবারণের চেষ্টাতেও তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। এজন্য ১৮৭৫ খ্রী. তিনি 'বঙ্গীয় মাদক নিবারণী সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন এবং 'ওয়েল উইশার' ও 'হিতসাধক' নামে দু'খানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইডেন হিন্দু হোস্টেল স্থাপন তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব। শিশুদের ইংরেজী শিক্ষার সুবিধার জন্য তিনি দু'টি ইংরেজী পুস্তক—'First Book of Readings' এবং 'Second Book of Readings' লিখেছিলেন। এই পুস্তক দু'খানি একসময়ে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। তাঁর অসমাপ্ত শেষ গ্রন্থ :'The Tree of Intemperance'। এই শিক্ষাব্রতী মনীষীকে 'The Arnold of the East' বলা হত। [১,৩,৭,৮,২৫,২৬,৪৫,১২৪]

প্যারীচাঁদ মিত্র (২২.৭.১৮১৪ - ২৩.১১.১৮৮৩) কলিকাতা। রামনারায়ণ। তিনি ডিরোজিও শিষ্য-মণ্ডলীর একজন। হিন্দু কলেজের ছাত্র এবং বাঙলার নবজাগরণের অন্যতম নেতা প্যারীচাঁদ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিকরূপে কৃতিত্ব দেখান। পরে ব্যবসায়-বাণিজ্যেও সাফল্য লাভ করেন। বাংলা, ফারসী ও ইংরেজী ভাষায় তাঁর সমান দক্ষতা এবং ইংরেজী ও বাংলা রচনায় বিপুল খ্যাতি ছিল। কলিকাতা-সমাজের প্রধানরূপে সকল জনহিতকর কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের সদস্য, পশু-ক্লেশ-নিবারণী সভার সভ্য, বেথুন সোসাইটি ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির (পরে অ্যাসোসিয়েশন) অন্যতম উদ্যোক্তা ও সম্পাদক এবং জাস্টিস্ অফ দি পীস্ ছিলেন। ১৮৩৮ খ্রী. জ্ঞানান্বেষণ সভার সম্পাদক হন। 'ইংলিশম্যান', 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড', 'ক্যালকাটা রিভিউ', 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট', 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনায় তাঁর রচিত 'The Zemindar and Ryots' প্রবন্ধটি আলোড়ন সৃষ্টি করে। গরীব চাষীর রক্ষাকবচ হিসাবে তিনি পঞ্চায়েত ব্যবস্থার দাবি করেন। কৃষি-বিষয়ক আধুনিক জ্ঞান কৃষকদের মধ্যে প্রচারের জন্য অ্যাগ্রিকালচারাল সোসাইটির সদস্য পদে থাকা কালে একটি অনুবাদ কমিটি স্থাপন করেন। এই কমিটি ভারতবর্ষীয় 'কৃষি-বিষয়ক বিবিধ সংগ্রহ' নামে পুস্তিকা প্রচার করে। পুলিসী অত্যাচারের বিরুদ্ধেও তিনি প্রতিবাদ করেন ও অংশত সফলকাম হন। তাঁর সবচেয়ে কৃতিত্ব রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় মহিলাদের হিতকরী 'মাসিক পত্রিকা'র সম্পাদনা। এই পত্রিকায় 'টেকচাঁদ ঠাকুর' এই ছদ্মনামে প্রকাশিত তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ভাবে ও ভাষায় এই গ্রন্থ বাংলা

সাহিত্যে অনন্য। এটি একাধারে গল্প ও সমাজ-চিত্র এবং আধুনিক বাংলা উপন্যাসের অগ্রদূত। প্যারীচাঁদ মিত্র এই গ্রন্থে চলতি কথ্যভাষা প্রয়োগ করে বাংলা ভাষার নূতন সম্ভাব্যতা আবিষ্কার করেন। এই কথ্যভাষার নাম হয়েছিল 'আলালী ভাষা'। ইংরেজীতে অনূদিত এই গ্রন্থটির নাম 'The Spoiled Child'। এছাড়া তাঁর রচিত 'মদ খাওয়া বড় দায়', 'যৎকিঞ্চিৎ', 'কৃষিপাঠ' গ্রন্থ-গুলিও বিখ্যাত। ধর্মবিশ্বাসে প্রথমে ব্রাহ্মভাবাপন্ন হলেও পরে থিওসফির দিকে ঝোঁকেন এবং পিতা-মহ গঙ্গাধর প্রতিষ্ঠিত জোড়া শিবমন্দিরের বিগ্রহ-সেবাও বজায় রেখেছিলেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারে অগ্রণী, বিধবা-বিবাহে উৎসাহী এবং শিশু ও বহু-বিবাহের বিরোধী ছিলেন। পাদ্রী লঙ্‌ তাঁকে 'ডিকেন্স অফ বেঙ্গল' বলতেন। [১,৩,৭,৮,২৫, ২৬,৪৫]

প্যারীমোহন দাস। ডাফ স্কুলের আদর্শবাদী শিক্ষক (১৯০২-০৩) প্যারীমোহন পাঠ্যপুস্তকের বাইরে ইতিহাস শিক্ষা দেবার চেষ্টা করতেন। ইংরেজ-প্রভাবিত প্রচলিত পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে বলতেন, 'Unlearn mostly what you learn here'; আর বলতেন, 'পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অভি-শাপ—Cultural Conquest—নিজেদের সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলা'। অক্ষয় মৈত্রেয়ের 'সিরাজদ্দৌলা', দেউস্করের 'ঝান্সীর রাণী', 'বাজীরাও', 'দেশের কথা', Seely-র 'Expansion of the British Empire', Ruskin-এর 'The Crown of the Wild Olive', 'Life of Mazzini', রজনী গুপ্তের 'সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস' এবং হেম-চন্দ্র, মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথের বাছা বাছা রচনা তিনি ছাত্রদের পড়াতেন। এ ছাড়াও ছিল 'Failures of Lord Curzon', রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের জীবনী এবং বিবেকানন্দের পত্রাবলী। ছাত্রদের নিয়ে দল গড়ে সমাজসেবা করতেন। তাঁর ছাত্র বিপ্লবী যাদুগোপাল সশ্রদ্ধ চিত্তে তাঁর কথা লিখেছেন। ব্রজেন শীল, বিপিন পাল, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। [৯২]

প্যারীমোহন দেববর্মা (১৮৮৫?-১৯২৫) ত্রিপুরা। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এস-সি. পাশ করে বোটানিক্যাল সার্ভে বিভাগের সহকারী নিযুক্ত হন। তাঁর রচিত বহু প্রবন্ধ 'নেচার', 'জার্নাল অফ হেরিডিটী', 'জার্নাল অফ ইণ্ডিয়ান বোটানি', 'মডার্ন রিভিউ', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'কৃষক' প্রভৃতি দেশী ও বিদেশী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি নিজ ব্যয়ে পাহাড়ে জঙ্গলে ভ্রমণ করে নানাপ্রকার উদ্ভিদের বহু নমুনা সংগ্রহ করেন এবং কিছু সংগৃহীত নমুনা সরকারকে উপহার দিয়ে প্রশংসা লাভ করেছিলেন। তিনি লণ্ডনের লিনিয়ান সোসাইটি ও রয়্যাল এশিয়াটিক সোসা-ইটি এবং আমেরিকার জেনেটিক অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতির সভ্য ছিলেন। ত্রিপুরার কৈলাসহর উপ-বিভাগের অন্তর্গত ঊনকোটী-তীর্থ সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। এ ছাড়াও ত্রিপুরা রাজ্যের উদ্ভিদ্‌ সম্বন্ধে একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা শুরু করেছিলেন, কিন্তু তা সমাপ্ত করার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়। [১]

প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী) উত্তরপাড়া—হুগলী। সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) তিন চার বছর পূর্বে কাশী যান এবং সেখান থেকে মুন্সেফী পরীক্ষা পাশ করে এলাহাবাদের মঞ্জনপুরের মুন্সেফ হন। এই সময়ে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হলে তিনি অধীনস্থ লোকজন নিয়ে এবং কতিপয় ক্ষতিগ্রস্ত জমিদারকে স্বপক্ষে এনে একটি সৈন্যদল গঠন করেন। এই সৈন্যদলের সাহায্যে যুদ্ধ করে বিদ্রোহী দলপতি ধাখল সিং এবং আরও কয়েকজন বিদ্রোহী সর্দারকে নিহত করেন। ফলে বিদ্রোহীরা আর কখনও যমুনা নদী পার হতে সাহস পায় নি। এই জয়ের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২২ বছর। এই কাজের জন্য তিনি 'যোদ্ধা মুন্‌সেফ্‌' (Fighting Munsiff) নামে খ্যাত হন এবং তৎকালীন বড়লাট লর্ড ক্যানিং কানপুর দরবারে বহুমূল্য খিলাত ও জায়গীর প্রদান করে তাঁকে সম্মানিত করেন। এ ছাড়াও রাজভক্তির পুর-স্কার হিসাবে ডেপুটি কালেক্টরের পদ পান। ১৮৬৬ খ্রী. এলাহাবাদে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি ওকালতি শুরু করেন। কাশীরাজ সরকারের অনু-মোদনক্রমে স্বীয় জমিদারীর ভার তাঁর ওপর অর্পণ করেন। তিনি মিউর সেন্ট্রাল কলেজ স্থাপনের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে জনসাধারণ কর্তৃক সংগৃহীত অর্থ দ্বারা প্রতি দু'বছর অন্তর স্থানীয় কলেজের পদার্থবিদ্যার শ্রেষ্ঠ ছাত্রকে একটি স্বর্ণপদক পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা হয়। [১,২]

প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় (১৭.৯.১৮৪০-১৬.১.১৯২২) উত্তরপাড়া—হুগলী। জয়কৃষ্ণ। জমিদার বংশে জন্ম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৬৪ খ্রী. এম.এ. এবং ১৮৬৫ খ্রী. বি.এল. পাশ করে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করেন। ১৮৭৯ খ্রী. বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং ১৮৮৪ ও ১৮৮৬ খ্রী. ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের

মনোনীত সদস্য হন। ১৮৮৫ খ্রী. 'Bengal Tenancy Bill' বিধিবন্ধ হবার সময় তিনি জমিদারী ও রাজস্ব-বিষয়ক জ্ঞানের পরিচয় দেন। ১৮৮৭ খ্রী. একই দিনে 'রাজা' ও 'সি.এস.আই.' উপাধি পান। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং কিছুদিনের জন্য তার কর্মসচিব ও সভাপতি হয়েছিলেন। দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলনে (১৮৮৫) তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল ও সম্মেলনের পক্ষ থেকে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম উপলক্ষে অভিনন্দন জানান। ১৯০৫ খ্রী. স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। রাজনীতিতে তিনি মধ্যপন্থী ছিলেন। [১,৩,৫,৭,৮,২৫,২৬]

প্রকাশচন্দ্র দত্ত (৩০.১০.১৮৭১ - ?) বহুবাজার—কলিকাতা। নরেশচন্দ্র। মাতা—সুপ্রসিদ্ধ মহিলা কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লিজ ইন্‌স্টিটিউশনে তিনি বি.এ. পড়েন। বেরিণী হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়ের ম্যানেজাররূপে তাঁর কর্মজীবন শুরু। পরে সার জর্জ ওয়াটের অধীনে তিনি কলিকাতা যাদুঘরের ইকনমিক সেক্‌শনের ও ভারত গভর্নমেণ্টের ইকনমিক রিপোর্টারের অফিসের গ্রন্থাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। মানবজাতিতত্ত্ববিদ্‌ বি. এ. গুপ্তের অধীনে কিছুদিন কাজ করেন। বন্দেমাতরম্‌ প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স কোং-এর সেক্রেটারী ও 'Indian Nation' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 'Reis and Rayyet' পত্রের পরিচালক ও একটি প্রেসের অধ্যক্ষ হিসাবেও তিনি কাজ করেন। বহু বাংলা সাময়িক পত্রিকার সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কুড়ি বছর বয়সে 'ভারতী'র সম্পাদনার ভার পান। তিনি তাঁর মাতাকে 'জাহ্নবী' পত্রিকা পরিচালনায় বিশেষভাবে সাহায্য করেন। ইংরেজী ও বাংলা গদ্য এবং পদ্য রচনায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। পত্রসাহিত্যরচনা (Epistolary Writing) প্রণালীতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। Art Critic ব'লেও তাঁর খ্যাতি ছিল। অভিনয়-নৈপুণ্যের মধ্য দিয়েও তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। 'সংগীত সমাজে'র রংগমঞ্চে শেক্সপীয়রের নাটকে ও রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ' নাটকে তাঁর অভিনয় বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। সুবল মিত্রের অভিধানের চতুর্থ সংস্করণের সম্পাদন ও প্রকাশ তাঁরই তত্ত্বাবধানে হয়। রচিত গ্রন্থ : 'অপরিচিতের পত্র', 'পঞ্চমুখী' প্রভৃতি। [১৪৯]

প্রকাশানন্দ স্বামী (১৮৭৪ - ?)। পিতা আশুতোষ চক্রবর্তী। তাঁর পূর্বনাম সুশীলচন্দ্র। স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হয়ে 'প্রকাশানন্দ' নাম প্রাপ্ত হন। সন্ন্যাসগ্রহণের পর কিছুকাল তিনি মায়াবতীর উত্তরে পর্বতগুহায় অজগরবৃত্তি অবলম্বন করে ধর্ম-সাধনায় মগ্ন ছিলেন। ১৯০৬ খ্রী. বেদান্ত প্রচারের জন্য আমেরিকা যান। তিনি সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কোর হিন্দু মন্দিরের ও শান্তি মন্দিরের অধ্যক্ষ এবং 'Voice of Freedom' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। [২৫,২৬]

প্রগল্‌ভাচার্য (আনু. ১৪১৫ - ?)। অপর নাম শুভংকর। শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। পিতা নরপতি মহামিশ্র প্রগল্‌ভের ন্যায়গুরু, অনুভবানন্দ তাঁর বেদান্তের অধ্যাপক এবং জ্ঞানানন্দ তাঁর পরমগুরু ছিলেন। কাশীতে অধ্যয়ন সমাপ্তির পর তিনি অধ্যাপনা ও বহু গ্রন্থ রচনা করে যথেষ্ট খ্যাতিমান হয়েছিলেন। তাঁর গ্রন্থ-রচনাকাল আনু. ১৪৫০ - ৭০ খ্রী.। পদ্মনাভ মিশ্র বহুস্থলে তাঁকে পক্ষধরের প্রবল প্রতিপক্ষরূপে বর্ণনা করেছেন। রঘুনাথ শিরোমণির সর্বাতিশায়ী সম্প্রদায়ের অসামান্য প্রতিষ্ঠা কাশীতে পরিব্যাপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রগল্‌ভাচার্যের প্রাধান্যই সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁর রচিত 'তত্ত্বচিন্তামণি'র টীকার প্রতিলিপি এখনও ভারতের বিভিন্ন পুঁথিশালায় পাওয়া যায় এবং তাঁর 'উপমানসংগ্রহ'-এর পুঁথি এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত আছে। [৯০]

প্রচণ্ডদেব (৮ম/৯ম শতাব্দী)। তিব্বতী ঐতিহ্য থেকে জানা যায়, তিনি ছিলেন গৌড়ের অধিবাসী এবং জাহোর রাজবংশের সন্তান। তিনি শান্তিরক্ষিত বা শান্তশ্রী নামে সমধিক প্রসিদ্ধ এবং প্রাচীনতম বজ্রযানী বৌদ্ধ আচার্যদের অন্যতম। বৌদ্ধ প্রভাবকালে তাঁর মনে নির্বাণপ্রাপ্তির ইচ্ছা জাগলে তিনি স্বীয় পুত্রের উপর রাজ্যভার অর্পণ করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। ত্যাঙ্গুর গ্রন্থতালিকায় দেখা যায়, শান্তিরক্ষিত অন্তত তিনটি বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থের রচয়িতা, যথা 'অষ্টতথাগতস্তোত্র', বজ্রধর-সংগীত-ভগবৎস্তোত্রটীকা' ও 'পঞ্চমহোপদেশ'। তাঁর অন্য নাম ছিল বোধিসত্ত্ব। এই নামেও তিনি চারটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। অপর দিকে মহাযানী নৈয়ায়িক এবং দার্শনিক শান্তরক্ষিত নামে দু'জন গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়। এই দু'জন এবং শান্তিরক্ষিত একই ব্যক্তি কিনা জানা যায় না। শান্তিরক্ষিতের খ্যাতি ভারতবর্ষের বাইরেও ব্যাপ্ত ছিল এবং তিনিই নেপাল ও তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত করেন। [২,৬৭]

প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী, স্বামী (১২.৮.১৮৮৪ - ৫.২.১৯২১) উজিরপুর—বরিশাল। ষষ্ঠীচরণ মুখোপাধ্যায়। পূর্বনাম সতীশচন্দ্র। দারোগা পিতার সন্তান। পিতার কর্মস্থল গলাচিপায় জন্ম। তিন

বছর বয়সে নিজগ্রামে এসে অবস্থান করেন। শৈশবেই তাঁর জীবনে ধর্মভাব দেখা যায়। ১৯০১ খ্রী. প্রবেশিকা পাশ করে ঢাকায় এফ.এ. পড়লেও পরীক্ষা দিয়েছিলেন কিনা জানা যায় না। উজিরপুর স্কুলে দু'বছর শিক্ষকতার পর বঙ্গভঙ্গ-রোধ আন্দোলনে যোগদান করেন। এরপর বরিশাল শহরে এসে মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের ব্রজমোহন ইন্স্টিটিউশনে শিক্ষকতা করেন। ক্রমে স্বদেশবান্ধব সমিতির সহ-সম্পাদক হন। রসায়ন অধ্যাপক সতীশ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সম্পাদক। বরিশালে স্বদেশ-বান্ধব সমিতি সে সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী সংগঠন ছিল। বারীন ঘোষ ১৯০৬ খ্রী. বরিশালে গুপ্ত বিপ্লবী ঘাঁটি স্থাপনে অশ্বিনীকুমারের সাহায্য চাইলে অশ্বিনীকুমার তাঁকে সতীশচন্দ্রের কাছে পাঠান। বরিশালে এই সময় থেকে ক্রমে 'যুগান্তর' বিপ্লবী দলের ঘাঁটি তৈরী হয়। এই কারণে তিনি শিক্ষকতা ত্যাগ করেন। তখন থেকে একাহারে কায়ক্লেশে ভরণপোষণ চালাতে থাকেন। ১৮১৮ খ্রী. ৩নং রেগুলেশনে বাঙলার ৯ জন নেতার সঙ্গে ১৯০৮ খ্রী. অশ্বিনীকুমার ও সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বন্দী হলে স্বদেশবান্ধব সমিতির দেড়শতাধিক শাখার পরিচালন-ভার তাঁরই ওপর পড়ে। জানুয়ারী ১৯০৯ খ্রী. সরকার এই প্রতিষ্ঠানটিকে বেআইনী ঘোষণা করে। তিনি বরিশাল শহরে ১৯০৯ থেকে ১৯১১/১২ খ্রী. পর্যন্ত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, পড়াশুনা ও আধ্যাত্মিক চিন্তার মধ্যে কাটান। এই সময়ে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন, ইতিহাস এবং রাজনীতি প্রভৃতি অধ্যয়ন করতেন। ১৯০৯ খ্রী. থেকে কাশীতে যাতায়াত করতেন। বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ও শচীন সান্যালের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। সেখানেও একটি বিপ্লবী ঘাঁটি গড়ে ওঠে। বিপ্লবী দল গঠন ছাড়াও কাশীতে বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা ও পাঠও চালাতেন। ১৯১৩ খ্রী. কাশীর শঙ্করাচার্য সরস্বতীর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস-জীবনে তাঁর নাম হয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী। ১৯১৫ খ্রী. কলিকাতায় অধ্যাপক সতীশ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে বাসকালে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। বিপ্লবী নেতারা তাঁর পরামর্শ নিতেন। কাশীতে স্বামিজীর জনপ্রিয়তা ও বিপ্লবী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার মার্চ ১৯১৬ খ্রী. তাঁকে ভারতরক্ষা বিধানে গ্রেপ্তার করে বরিশাল যেতে আদেশ করে। কয়েকদিন পরে স্বগ্রামে অন্তরীণ থাকবার আদেশ হলে অস্বীকার করেন। অগত্যা বরিশাল শঙ্কর মঠে বাস করবার অনুমতি পান। বস্তুত এই মঠ স্বামিজী বরিশালে যুগান্তর দলের কেন্দ্ররূপে গঠন করেছিলেন। এর আদর্শ ছিল বেদান্ত প্রচার। এই সময় আত্মগোপনকারী বিপ্লবী নেতা যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ও নলিনী কর বরিশালে স্বামিজীর সঙ্গে আলোচনা করতেন। তখন সরকার তাঁকে মেদিনীপুরের মহিষাদলে অন্তরীণ করে। ক্রমে গ্রামের লোক এই সন্ন্যাসীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সমস্ত বাধা-নিষেধ উপেক্ষা করে তাঁর ভক্ত হয়ে ওঠে। সরকারী কর্মচারী ও মহিষাদলের রাজাও তাঁর ভক্ত ছিলেন। মহিষাদলে অন্তরীণ থাকা কালেই পরপর ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। ১৯২০ খ্রী. মে মাসে মুক্ত হয়ে কলিকাতায় আসেন। কিন্তু মহিষাদলের শান্ত পরিবেশ ভাল লাগায় আবার ওখানেই ফিরে যান। পুনরায় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মহিষাদল ত্যাগ করেন। কলিকাতায় তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর অনুগামীরা তাঁর নামে ১৯২৩ খ্রী. 'শ্রীসরস্বতী প্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'রাজনীতি', 'বেদান্তদর্শনের ইতিহাস', 'কর্মতত্ত্ব', 'সবলতা ও দুর্বলতা'। [১, ১০,৮২,১২৪]

প্রজ্ঞানানন্দ স্বামী। কলিকাতা। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় যে সমস্ত ধর্মীয় নেতা বিপ্লবকর্মে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। প্রকৃত নাম দেবব্রত বসু। বিপ্লবী যুগান্তর দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আলীপুর বোমা মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাই-এর স্বীকারোক্তির ফলে তিনি ধৃত হন। পরে ছাড়া পান। বিপ্লবী নেতা কিরণ মুখোপাধ্যায় কলিকাতায় তাঁর কাছেই প্রথম বাস করেন। কিছুদিন পর রাজনীতি ত্যাগ করেন এবং রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। [৩৫,৯২,৯৮,১২৪]

প্রজ্ঞাবর্মা। এই বাঙালী বৌদ্ধ পণ্ডিত কাপট্য-বিহারের অন্যতম আচার্য ছিলেন। তিনি তন্ত্রশাস্ত্রের উপর ২টি টীকা এবং ধর্মকীর্তির হেতুবিন্দু-প্রকরণ নামক ন্যায় গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তা ছাড়া উদানবর্গের উপর ধর্ম-ত্রাতের অসমাপ্ত টীকাখানি তিনি সমাপ্ত করেন। সোমপুরী-বিহারের অধিবাসী বোধিভদ্র তাঁর গুরু ছিলেন। [৬৭]

প্রণবানন্দ, স্বামী (১৮৯৬ - ৮.২.১৯৪১) বাজিতপুর—ফরিদপুর। বিষ্ণুচরণ ভূঁইয়া। পূর্বাশ্রমের নাম বিনোদ। প্রণবসাধনায় সিদ্ধিলাভ করে স্বামী প্রণবানন্দ নামে পরিচিত হন। ১৯১৩ খ্রী. গোরক্ষপুরে যোগিরাজ গম্ভীরনাথজীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বাঙলার স্বদেশী আন্দোলনে

যুক্ত বিপ্লবী যুবকদের সংগে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকায় একবার গ্রেপ্তার হন ও পরে মুক্তি পান। ১৯১৭ খ্রী. তিনি লোকসেবা ও গঠনমূলক কার্য-সূচী নিয়ে বাজিতপুরে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২১ খ্রী. আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অনুরোধে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত সুন্দরবন অঞ্চলে একটি অস্থায়ী সেবাশ্রম খুলে সেবাকার্যে ব্রতী হন। ১৯২৩ খ্রী. থেকে এই সেবাশ্রম 'ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ' নামে পরিচিত হয় এবং ধীরে ধীরে এই সঙ্ঘের কর্মকেন্দ্র সম্প্রসারিত হতে থাকে। বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে বহু মিশন-মন্দির স্থাপন করেন এবং পরবর্তী কালে তাঁর শিষ্য ও প্রশিষ্যেরা ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর অন্যান্য বহু স্থানে সেবা ও প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সেবাশ্রমের কর্মীদের জন্যই বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে পাণ্ডাদের উপদ্রব অনেকটা কমে। [৩,২৬]

প্রতাপচন্দ্র ঘোষ (১৮৪০ - ১৯২১) কলিকাতা। হরচন্দ্র। বি.এ. পাশ করে এশিয়াটিক সোসাইটির সহকারী গ্রন্থাগারিক হিসাবে কয়েকবছর কাজ করেন। পরে কলিকাতার ডিড ও জয়েণ্ট স্টক কোম্পানীর রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হন। চাকরি জীবনেই বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন, অনুশীলন ও গবেষণায় মনোনিবেশ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মকরন্দ ঘোষের অধস্তন চতুর্দশ বংশধর রাম-ই মঞ্জুরাম মঞ্জুশ্রী। তিনি ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, পালি ও তিব্বতী ভাষা জানতেন। তাঁর রচিত উপন্যাস : 'বঙ্গাধিপ পরাজয়'। এ ছাড়াও নানা বিষয়ে তাঁর বহু অমুদ্রিত রচনা আছে। নিজ বাড়িতে তাঁর সংগৃহীত পাথরের কাজ ও পাথরের খোদিত নানা পৌরাণিক মূর্তি দ্রষ্টব্য বস্তু হিসাবে উল্লেখযোগ্য। [১,২৬]

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ১ (২.১০.১৮৪০ - ২০.৫.১৯০৫) বাঁশবেড়িয়া—হুগলী। গিরিশচন্দ্র। হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়েন। ১৮৫৯ খ্রী. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের প্রভাবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়ে প্রচারকার্যে ব্রতী হন। ধর্মপ্রচারের জন্য তিনি কয়েকবার ইউরোপ ও আমেরিকা এবং একবার জাপান যান। ১৮৯৩ খ্রী. শিকাগো বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে যোগদান করেন এবং সেখানেই স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে পরিচিত হন। কুচবিহার বিবাহ উপলক্ষে ব্রাহ্মদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে তিনি কেশবচন্দ্রের নববিধান সমাজেই থেকে যান। ইংরেজী সাহিত্য ও দর্শনে প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় তাঁর বক্তৃতা ও রচনায় পাওয়া যায়। ১৮৭০ খ্রী. 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকা এবং ১৮৮৫ খ্রী. থেকে কিছুদিন 'ইন্টারপ্রিটার' নামক ইংরেজী মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তিনি কেশবচন্দ্রের বাল্যবন্ধু ছিলেন। ১৮৮৯-১৮৯৫ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন। ১৮৯১ খ্রী. 'Society for the Higher Training of Young Men' সমিতি গঠন করে তার সম্পাদক হন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বিদ্বজ্জনেরা এই সমিতির সংগে যুক্ত ছিলেন। পরে এই সমিতির নাম 'কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিটিউট' হয়। রচিত গ্রন্থ : 'Oriental Christ', 'Heartbeats', 'Spirit of God', 'The Life and Teachings of Keshab Chandra Sen'। [১,৩,৭,২৫,২৬,৮২]

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার২ (১৮৫১ - ১৯২২) চাপড়া—নদীয়া। স্বনামধন্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। কুমারখালি বিদ্যালয় থেকে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পাশ করে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। এখান থেকে পাশ করে প্রথমে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তিনি ডা. বিহারীলাল ভাদুড়ীর অল্পবয়স্কা বিধবা কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। শ্বশুরের পরামর্শে তিনি অ্যালোপ্যাথিক ছেড়ে হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসায় ব্রতী হন ও অল্পকাল মধ্যেই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হিসাবে প্রভূত সাফল্য অর্জন করেন। ১৮৯৩ খ্রী. আমেরিকায় 'World Columbian Exposition' নামক বিরাট সভায় প্রখ্যাত চিকিৎসকদের সংগে আমন্ত্রিত হয়ে নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি ও গবেষণাপূর্ণ যুক্তির প্রভাবে তার সহ-সভাপতি হন। কলিকাতায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল ও স্কুল আছে। [১,২৫,২৬]

প্রতাপচন্দ্র রায়, সি.আই.ই. (১৫.৩.১৮৪১ - ১৩.১.১৮৯৫) সাঁকো—বর্ধমান। রামজয়। সংসারে অভাব-অনটন থাকার জন্য তাঁর পিতা তাঁকে জনৈক ব্রাহ্মণের বাড়িতে পাঁচ বছর বয়সে রাখালি করতে পাঠান। ঐ ব্রাহ্মণ প্রতাপের শিক্ষালাভের আগ্রহ দেখে তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ১৬ বছর বয়সে কলিকাতায় এসে কালীপ্রসন্ন সিংহের কাছে চাকরি নেন এবং ক্রমে একটি বইয়ের দোকান খোলেন। এরপর ৭ বছরের পরিশ্রমে মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করেন। অনূদিত গ্রন্থের ২ হাজার খণ্ড বিক্রয়ের পর ১ হাজার খণ্ড বিনামূল্যে বিতরণ করেন। এই সময় তিনি একটি ছাপাখানাও করেছিলেন। 'রামায়ণ', 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' প্রভৃতি বহু পুরাণ গ্রন্থেরও তিনি বঙ্গানুবাদক। মহাভারতের মূলানুযায়ী ইংরেজী অনুবাদই তাঁর প্রধানতম কীর্তি। এইজন্য ১৮৮৯ খ্রী. প্রতাপচন্দ্র

ভারত সরকার কর্তৃক সি.আই.ই. উপাধি দ্বারা সম্মানিত হন। [১,৭,২৫,২৬]

প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজাবাহাদুর, সি.এস.আই. (১৮২৭ - ২৯.৭.১৮৬৬)। কৃষ্ণসুন্দর ঘোষ। দত্তক পুত্র হিসাবে কলিকাতা পাইকপাড়ার সিংহ রাজপরিবারে গৃহীত হন। বাঙলার নাট্য আন্দোলনে প্রতাপচন্দ্র ও তাঁর অনুজ ঈশ্বরচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় সংগঠিত 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা'র প্রতিষ্ঠা এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ৩১.৭.১৮৫৮ খ্রী. রামনারায়ণ তর্করত্ন লিখিত 'রত্নাবলী' নাটক দিয়ে এই নাট্যশালার উদ্বোধন হয়। ১৮৬১ খ্রী. নাট্যশালাটি বন্ধ হয়ে যায়। প্রতাপচন্দ্র ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি এবং বিদ্যাসাগরের বন্ধু ছিলেন। [১,৫]

প্রতাপচাঁদ (১৮২৯ ? - ১৮৫৮) বর্ধমান। তেজচন্দ্র। ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে 'জাল' প্রতাপচাঁদের মামলা বিখ্যাত। তাঁর পিতা তেজচন্দ্র চল্লিশ বছর বয়সে কাশীনাথের কন্যা কমলকুমারী ও কাশীনাথের পুত্র পরাণবাবুর কন্যা বসন্তকুমারীকে বিবাহ করেন। প্রতাপচাঁদ বা ছোটরাজার যথাযথ শিক্ষালাভ ঘটে নি। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধি ও অমায়িকতার জন্য সে যুগের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রতাপচাঁদ পরাণবাবুর মতলব বুঝে পিতার জীবদ্দশায় লিখিত অধিকারসহ সম্পত্তির ভার গ্রহণ করেন। এরপরেই প্রতাপচাঁদ Melancholia রোগে ভুগতে থাকেন। ক্রমে গুরুতর অসুস্থ হয়ে মৃত্যুর ইচ্ছা নিয়ে গঙ্গাতীরে কালনায় চলে যান। সঙ্গে কোন আত্মীয় নিয়ে যান নি। তাঁর মৃত্যুর পর তেজচন্দ্র পরাণবাবুর কনিষ্ঠ পুত্রকে পোষ্য নেন। ১৮৩২ খ্রী. তেজচন্দ্রের মৃত্যু হলে পরাণবাবু জমিদারীর মালিক হয়ে বসেন। এর কিছুদিন পরে বর্ধমানে এক সন্ন্যাসী আসেন, তাঁকে দেখে সবাই ছোট রাজা বলে চিনতে পারে। পরাণবাবু বিপদ বুঝে শক্তিপ্রয়োগে ও নানাভাবে আইনের মারপ্যাঁচে এই সন্ন্যাসীকে জাল প্রতাপচাঁদ বলে প্রমাণিত করেন। সকল মামলায় রহস্যজনকভাবে হেরে গিয়ে প্রতাপচাঁদ কিছুদিন কলিকাতা ও ফরাসী চন্দননগরে কাটিয়ে ডেনিশ শ্রীরামপুরে বাস করেন। এখানে মহিলারা তাঁকে 'গৌরাঙ্গদেব' বলতেন। [১৩]

প্রতাপাদিত্য (১৫৬৪ - ১৬১২ ?) যশোহর। শ্রীহরি। প্রতাপাদিত্য নামে বারো ভূঁইয়ার অন্যতম ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে বাঙলাদেশে অনেক কাহিনী, নাটক ও উপকথা প্রচলিত আছে। সে তুলনায় ঐতিহাসিক তথ্য অত্যন্ত কম পাওয়া যায়। এমনকি, উল্লিখিত জন্ম ও মৃত্যুর তারিখও আনুমানিক; বিভিন্ন গ্রন্থের সাহায্যে এই অনুমান। এটুকু বলা যায়, যশোহর, খুলনা ও ২৪ পরগনার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাঁর শাসনাধীন ছিল। মোগল রাজনীতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল এবং প্রথমাবস্থায় মোগলদের আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন। আরবী ও ফারসী ভাষা জানতেন এবং কিছু শাস্ত্রজ্ঞানও ছিল। অস্ত্রচালনায় দক্ষ ছিলেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ, পর্তুগীজ রণকুশলীর সাহায্যে এক শক্তিশালী নৌবহর গড়ে তোলা। ঠিক কি কারণে জানা যায় না, মোগল সুবাদারের বিরাগভাজন হন। সম্ভবত বাঙলায় মোগল সাম্রাজ্য দৃঢ় করবার জন্য জাহাঙ্গীরের প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করতে অস্বীকার করায় সুবাদার প্রতাপাদিত্যের ওপর ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। সালকা ও মগরাঘাট নামক স্থানে যুদ্ধ হয়। উভয় যুদ্ধেই প্রতাপাদিত্য পরাজিত হন এবং মোগল সেনাপতির নিকট আত্মসমর্পণ করেন। বন্দী অবস্থায় দিল্লীতে নিয়ে যাওয়ার পথে বারাণসীতে তাঁর মৃত্যু হয়। [১,২,৩,২৫,২৬]

প্রতিভা চৌধুরী (? - ১৩২৮ ব.) জোড়াসাঁকো—কলিকাতা। হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা এবং রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী। স্বামী স্যার আশুতোষ চৌধুরী। তিনি দীর্ঘদিন হিন্দুস্থানী ও পাশ্চাত্য রীতিতে সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তাঁর দীক্ষাগুরু ছিলেন যদুভট্ট। ৮ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতিনাট্যে 'সরস্বতী'র ভূমিকায় অভিনয় করেন। কয়েকটি দেশী বাদ্যযন্ত্র ও পিয়ানো বাজাতে জানতেন। সঙ্গীত শিক্ষা দেবার জন্য 'সঙ্গীত সঙ্ঘ' স্থাপন করেন। সঙ্গীততত্ত্বেও তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ছিল। সঙ্গীত-বিষয়ক 'আনন্দ সঙ্গীত' পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। কয়েকটি বিদেশী ভাষা জানতেন। [১,৮৭]

প্রতিভা দেবী (? - ১৯৪২) ফরিদপুর। রাজনীতি ও সমাজসেবার কাজে সক্রিয় ভূমিকা ছিল। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মহিলা দল সংগঠন ও পরিচালনা করেন। ১৯৪২ খ্রী. কলিকাতায় মহিলা শোভাযাত্রীদের উপর পুলিসের গুলিবর্ষণের সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। [৪২]

প্রতিমা ঠাকুর (৫.১১.১৮৯৩ - ৯.১.১৯৬৯) কলিকাতা। পিতা শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় এবং অবনীন্দ্রনাথের ভগিনী বিনয়িনী দেবী তাঁর মাতা। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিধবা প্রতিমার বিবাহ হয়। তিনি রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী রথীন্দ্রনাথের অনুবর্তিনী হন এবং বিশ্বভারতীর বিভিন্ন কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। বিচিত্র কারু-

শিল্পের প্রবর্তনে ও রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য পরিকল্পনায় তাঁর সহযোগিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত 'নির্বাণ' গ্রন্থে রবীন্দ্রজীবনের শেষ বর্ষের কাহিনী, 'স্মৃতিচিত্র' গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের কথা এবং 'নৃত্য' গ্রন্থে শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারা প্রভৃতি বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ আছে। 'চিত্রলেখা' গ্রন্থে তাঁর রচিত কবিতা ও কণিকা সঙ্কলিত হয়েছে। চিত্রশিল্পিরূপেও তিনি নৈপুণ্য অর্জন করেছিলেন। নিঃসন্তান প্রতিমা একটি গুজরাটী শিশুকে কন্যারূপে গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের রচনায় এই নাতনী নন্দিনীর উল্লেখ আছে। [৩,৪,৮৭]

প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী (১৬.৪.১৮৯৪ - ৫.৭. ১৯৫৭)। চাঁদপুরের নিকটবর্তী চালতাবাড়ি গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম। মহিমচন্দ্র। অনুশীলন সমিতির নারায়ণগঞ্জ শাখায় ছাত্রকর্মী হিসাবে বিপ্লবী জীবন শুরু করে নিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতার জোরে নেতারূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। ১৯০৮-০৯ খ্রী. বিপ্লব-প্রয়াসকে ব্যাপক করবার জন্য গৃহত্যাগ করেন এবং ১৯১৪ খ্রী. ধরা পড়ে বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। মুক্তিলাভের পর ১৯২৪ খ্রী. পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে ১৯২৮ খ্রী. পর্যন্ত রাজবন্দীরূপে থাকেন এবং ১৯২৭ খ্রী. ব্রহ্মের ইন্‌সিন্‌ জেলে প্রেরিত হন। ১৯২৯ খ্রী. ঢাকা শহর থেকে এম.এল.সি. নির্বাচিত হন। ১৯৩০ খ্রী. রাজশাহীতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এবং পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে বিনাবিচারে ১৯৩৮ খ্রী. পর্যন্ত আটক থাকেন। ১৯৩৯ খ্রী. পূর্ববঙ্গ মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন কেন্দ্র থেকে এম.এল.এ. নির্বাচিত হন। ১৯৪০ খ্রী. পুনর্বার গ্রেপ্তার হয়ে নিরাপত্তা আইনে বন্দী হন। এই সময়ে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে জেলে অনশন করে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় সুভাষচন্দ্রের সঙ্গেই মুক্তি পান। এরপর সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৪৬ খ্রী. পর্যন্ত বিভিন্ন জেলে আটক থাকেন। ঢাকা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ও নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৪৭ খ্রী. দেশবিভাগের পর তিনি কলিকাতায় বসবাস করেন। [৩,১০, ৫৬]

প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্যার (১৮৪৮ - ১৯১৭) কলিকাতা। জেনারেল অ্যাসেমব্লী স্কুলে শিক্ষারম্ভ। ১৮৬৯ খ্রী. এম.এ. এবং ১৮৭০ খ্রী. বি.এল. পাশ করে লাহোরে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। অল্পদিনের মধ্যেই সুখ্যাতি অর্জন করে ১৮৯৪ খ্রী. প্রধান আদালতের বিচারপতি নিযুক্ত হন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম প্রণয়নে সাহায্য করে 'রায়বাহাদুর' উপাধি পান। ১৯০৪ থেকে ১৯০৯ খ্রী. পর্যন্ত পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়েই উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এলএল.ডি. উপাধি প্রদান করে। [১]

প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১১.১১.১৯০২ - ২৫. ২.১৯৭৪) হৃদয়পুর—নদীয়া। নগেন্দ্রনাথ। বিশিষ্ট চিত্রাঙ্কন-শিল্পী। ১৯২৩ খ্রী. দিনাজপুর জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রহিসাবে গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলে ভর্তি হন এবং ১৯২৭ খ্রী. পাশ করে অঙ্কন-বিদ্যাকে স্বাধীন পেশারূপে গ্রহণ করেন। তিনি শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ, যামিনী রায় এবং যামিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলী প্রমুখ বিখ্যাত শিল্পীদের স্নেহধন্য হয়েছিলেন। অঙ্কনশিল্পিরূপে পরেশচন্দ্র মজুমদারের কাছে শিক্ষানবিশী করেছিলেন। প্রখ্যাত বিদেশী শিল্পী এফ. ম্যাটেনিয়া ছিলেন তাঁর মানস-গুরু। প্রতুলচন্দ্র বহু প্রকাশক-সংস্থার বিভিন্ন পুস্তকের অসংখ্য ছবি এঁকেছেন। ছবি-আঁকা ছাড়াও কবিতা এবং ছোটদের উপযোগী বিভিন্ন-বিষয়ক রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। জ্যোতির্গণনা ও রেডিয়ো বিষয়ে তাঁর বিশেষ জ্ঞান ছিল। শিশুপত্রিকা 'মাসপয়লা' এবং 'শুকতারা'র সঙ্গে শিল্পী হিসাবে যুক্ত ছিলেন। মধ্যপ্রদেশ সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে তাঁদের একটি বই-এর চিত্রালঙ্করণ করে প্রশংসা পান। তাঁর রচিত ও অঙ্কিত গ্রন্থ : 'মিষ্টিছড়া', 'নলদময়ন্তী', 'ছোটদের রামায়ণ', 'এক যে ছিল শেয়াল', 'রূপলেখা' এবং সুনির্মল বসুর সহযোগে 'অপরূপ কথা'। ১৯৫৭ খ্রী. নবদ্বীপ মণ্ডল কংগ্রেস কর্তৃক তিনি সংবর্ধিত হন। [১৪৬]

প্রতুলচন্দ্র সরকার (২৩.২.১৯১৩ - ৬.১.১৯৭১) টাঙ্গাইল—ময়মনসিংহ। ভগবানচন্দ্র। যাদুকর পি. সি. সরকার নামে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। ১৯২৯ খ্রী. প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা এবং ১৯৩৩ খ্রী. গণিতে অনার্সসহ বি.এ. পাশ করেন। আই.এ. পড়ার সময় যাদুবিদ্যা শেখেন এবং সুনাম অর্জন করেন। পরিবারে যাদুবিদ্যার চর্চা ছিল। তাঁর যাদুবিদ্যার গুরু গণপতি চক্রবর্তী। ১৯৩৩ খ্রী. থেকে যাদুবিদ্যাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে ১৯৩৪ খ্রী. প্রথম বিদেশ ভ্রমণে যান এবং বর্মা, শ্যাম, সিঙ্গাপুর ও চীন সফর করেন। ক্রমে পৃথিবীর ৬০/৭০টি দেশে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যাদুকররূপে পরিগণিত হন। তিনিই প্রথম পাগড়ী মাথায় মহারাজার পোশাকে খেলা দেখাতেন। বহু প্রাচীন খেলার মূলসূত্র আবিষ্কার করেছিলেন। সর্বশ্রেষ্ঠ

স্টেজ ম্যাজিকের জন্য দু'বার নিউ ইয়র্ক থেকে যাদু-বিদ্যার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'দি ফিনিক্স অ্যাওয়ার্ড' পান। এশিয়ায় একমাত্র তিনিই এ সম্মানের অধিকারী হন। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম 'গোল্ড বার' পুরস্কার, জার্মানী থেকে 'সুবর্ণ লরেল মালা' ও সর্বশ্রেষ্ঠ যাদুকরের সম্মান, ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মশ্রী' উপাধি প্রভৃতি লাভ করেন। অস্ট্রেলিয়ায় টেলিভিশনে, বি.বি.সি.তে, শিকাগোর ডাবলিউ. জি.এন.টি.ভি.তে ও নিউ ইয়র্কের এন.বি.সি.তে ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করেন। ১৯৬২ খ্রী. রুশ সরকারের আমন্ত্রণে সদলবলে মস্কো ও লেনিনগ্রাদে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করলে রুশ দেশও তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যাদুকর হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। তাঁর এক্স্-রে আই, করাত দিয়ে মানুষ কাটা, ওয়াটার অফ ইণ্ডিয়া প্রভৃতি খেলা অবিস্মরণীয়। রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির এবং আন্তর্জাতিক রোটারী ক্লাবের সদস্য ছিলেন। ভারত সরকার তাঁর নব-আবিষ্কৃত খেলাগুলিকে পেটেণ্ট করে দিতেন। ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭০ খ্রী. শেষবারের মত জাপান যান এবং সেখানে আশাহিকাওয়ার নিকটবর্তী জিগেৎসু শহরে মারা যান। রচিত ১৬টি গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'ছেলেদের ম্যাজিক', 'ম্যাজিকের কৌশল', 'দেশে দেশে হিপ্‌নোটিজম্ মেস্‌মেরিজম্', 'সম্মোহন বিদ্যা' প্রভৃতি। [১৬,২৬]

প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী, স্বামী (২৭.৮.১৮৮০ - ২২.১০.১৯৭৩) চন্দুলি—বর্ধমান। পূর্বাশ্রমের নাম প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। দর্শনশাস্ত্র নিয়ে এম.এ. পাশ করলেও অঙ্ক এবং পদার্থবিদ্যায় তাঁর যথেষ্ট পড়াশুনা ছিল। শ্রীঅরবিন্দের অধ্যক্ষতার কালে ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন-এ শিক্ষকতা দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। পরে তিনি রিপন কলেজে (অধুনা সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) দর্শনশাস্ত্র ছাড়াও অঙ্ক ও পদার্থবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। কিছুদিন তিনি 'সারভেণ্ট' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ধর্মীয় জগতে তাঁর কর্মসাধনা প্রায় ৬০ বছর। তিনি ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ের চেষ্টা করেন। তাঁর গ্রন্থ 'Approaches to Truth'-এ তিনি অঙ্কের ধারণা দিয়ে দর্শনকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পান। তন্ত্র-সাধনায় তিনি স্যার জন উডরফের সহকর্মী ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী : 'Metaphysics of Physics', 'Science and Sadhana' (6 vols), 'বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান', 'বেদ ও বিজ্ঞান' প্রভৃতি। [১৬]

প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর (১৭.৯.১৮৭৩ - ২৭.৮. ১৯৪২) কলিকাতা। যতীন্দ্রমোহন। বঙ্গীয় জমিদারদের নেতৃস্থানীয় প্রদ্যোতকুমার প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শিল্প-সংগ্রাহক এবং ফোটোগ্রাফিক সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া ও অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টসের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৮৯৮ খ্রী. তিনি ইংল্যাণ্ডের রয়াল ফোটোগ্রাফিক সোসাইটির প্রথম ভারতীয় সদস্য হন। ১৯০২ খ্রী. সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে ইংল্যাণ্ডে যান এবং সমগ্র ইউরোপ ভ্রমণ করেন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, কলিকাতার শেরিফ, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম, চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন। ১৯০৬ খ্রী. 'নাইট' ও ১৯০৮ খ্রী. 'মহারাজা' উপাধি পান। ১৯৩৯ খ্রী. ইটালীর রাজা তাঁকে সম্মানসূচক 'অর্ডার' প্রদান করেন। রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'ডিভাইন মিউজিক' ও 'অ্যাণ্টিক্‌স্ বাই অ্যান অ্যাণ্টিকুয়েরিয়ান' উল্লেখযোগ্য। কাশীতে মৃত্যু। [৩,৫]

প্রদ্যোতকুমার ভট্টাচার্য (১৩.১১.১৯১৩ - ১২.১.১৯৩৩) মেদিনীপুর। ভবতারণ। ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী দলের সভ্য হন। মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট রবার্ট ডগলাসকে হত্যার জন্য যে দু'জন যুবক আক্রমণ চালান প্রদ্যোত তাঁদের একজন। এই আক্রমণের ফলে ডগলাসের মৃত্যু ঘটে। ঘটনাস্থলের কাছে প্রদ্যোত রিভলবারসহ ধরা পড়েন। অনুসন্ধানে দেখা যায়, প্রদ্যোতের গুলিতে ম্যাজিস্ট্রেট নিহত হন নি। বহু অত্যাচার সত্ত্বেও প্রদ্যোত সঙ্গীর নাম প্রকাশ করেন নি। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। প্রকৃত হত্যাকারীর নাম ব্রিটিশ সরকার দেশ স্বাধীন হবার পূর্ব পর্যন্তও জানতে পারে নি। [১০, ৪২,৪৩]

প্রফুল্লকুমার বাগ (১৯২৫ - আগষ্ট ১৯৪২) সরবেরিয়া—মেদিনীপুর। উমেশচন্দ্র। ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের সময় মহিষাদল পুলিস স্টেশন আক্রমণে অংশগ্রহণকালে পুলিসের গুলিতে তিনি নিহত হন। [৪২]

প্রফুল্লকুমার সরকার (১৮৮৪ - ১৩.৪.১৯৪৪) কুমারখালি—কুষ্টিয়া। প্রসন্নকুমার। পাবনা জেলা স্কুল ও কলিকাতা জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লিজ ইন্‌স্টিটিউশনে শিক্ষালাভ করেন। ১৯০৫ খ্রী. বাংলায় প্রথম স্থান অধিকার করে বি.এ. পাশ করেন এবং বঙ্কিম পদক পান। ১৯০৮ খ্রী. বি.এল. পাশ করে ফরিদপুর ও ডাল্টনগঞ্জে কিছুকাল ওকালতি করেন। পরে ওড়িশার ঢেন্‌কানাল রাজপরিবারের গৃহশিক্ষক হন ও ক্রমে দেওয়ান পদ লাভ করেন। এরপর বন্ধু সুরেশচন্দ্র মজুমদারের আহ্বানে এবং সহযোগিতায় তিনি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠা করেন (প্রথম প্রকাশ ১৩ মার্চ ১৯২২)। প্রথম

কয়েকমাস সম্পাদনার পর ৯ সেপ্টেম্বর ১৯২২ খ্রী. বাঘা যতীনের জীবনী ও তাঁর বিষয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করে কারারুদ্ধ হন। এরপর ১৯৪১ খ্রী. থেকে আমৃত্যু আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বাঙলাদেশে যে কয়জন নির্ভীক সাংবাদিকের লেখনী চালনায় ও অবিচল নিষ্ঠার ফলে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি প্রতিষ্ঠা লাভ করে প্রফুল্লকুমার তাঁদের অন্যতম। কথা ও প্রবন্ধ সাহিত্যে তাঁর রচনা উল্লেখযোগ্য। তিনি 'ভ্রষ্টলগ্ন', 'অনাগত', 'বালির বাঁধ', 'ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু', 'জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ', 'শ্রীগৌরাঙ্গ' প্রভৃতি গ্রন্থাবলীর রচয়িতা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং দীর্ঘকাল পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন। [৩,১৬]

প্রফুল্ল ঘোষ (১৯০০ - ১৯৭৩ (?)। প্রখ্যাত সাঁতারু। খুব ছোটবেলায় বিখ্যাত জিমন্যাস্ট প্রিয় বসুর কাছ থেকে জিমন্যাস্টিক্‌স্ শেখেন এবং বোসেজ সার্কাসের সদস্য হিসাবে নানারকম খেলা দেখাতেন। ১৯২৩ খ্রী. বাঙলার সাঁতার প্রতিযোগিতায় ফ্রি স্টাইলের পাঁচটি বিষয়েই তিনি প্রথম হন। ১৯২৭ খ্রী. কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারে নিখিল ভারত সাঁতার প্রতিযোগিতায় ৫০ মিটারে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ঐ বছরই বোম্বাইয়ের ভিক্টোরিয়া সুইমিং ক্লাবের কোচ নিযুক্ত হওয়ায় তিনি অপেশাদার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ হারান। ১৯৩০ খ্রী. তিনি বোম্বাইয়ের চৌপাটিতে ভিক্টোরিয়া সার্কাসে যোগ দিয়ে নানা খেলা দেখাতেন। সেখানে তাঁর আকর্ষণীয় খেলা ছিল ফায়ার ডাইভিং। ১৯৩২ খ্রী. রেঙ্গুনের রয়্যাল লেকে ৭৯ ঘণ্টা ২৪ মিনিট সাঁতার কাটেন। ১৯৩৪ খ্রী. কলিকাতার হেদোয় (বর্তমান আজাদ হিন্দ বাগ) এক প্রতিযোগিতায় তিনি তখনকার ভারত চ্যাম্পিয়ান রাজারাম সাহুকে পরাজিত করেছিলেন। [১৮]

প্রফুল্ল চক্রবর্তী (? - ১.৫.১৯০৮) রংপুর। ঈশানচন্দ্র। উল্লাসকর দত্তের ফরমুলায় প্রস্তুত বোমা পরীক্ষাকালে দেওঘরে দীঘারিয়া পাহাড়ের কাছে বিস্ফোরণে নিহত হন। উল্লাসকরও এই বিস্ফোরণে আহত হয়েছিলেন। [৪৩]

প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (১৮৮৩ - ১৯৪৮) কলিকাতা। ঈশানচন্দ্র। হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৯০৩ খ্রী. ইংরেজীতে এম.এ. পাশ করেন এবং ১৯০৭ খ্রী. প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান। ১৯০৫ খ্রী. 'India as Known to Ancient and Mediæval Europe' নিবন্ধ লিখে 'গ্রিফিথ স্মারক পুরস্কার' লাভ করেন। ১৯০৪ খ্রী. অস্থায়িভাবে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করে রিপন কলেজে (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) যোগ দেন। তারপর ১৯০৬ খ্রী. পুনরায় প্রেসিডেন্সী কলেজে নিযুক্ত হন। ১৯০৭ খ্রী. বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনয়নে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। এক বৎসরের অধিককাল এই কাজ করে ১৯০৮ খ্রী. পুনরায় প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনায় ফিরে আসেন এবং দীর্ঘ ৩১ বৎসর অধ্যাপনার পর ১৯৩৯ খ্রী. অবসর-গ্রহণ করেন। এই সময়ে সরকার তাঁকে উচ্চ খেতাব দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলে তাঁকে এমিরিটাস্ প্রফেসর করা হয়। আচার্য জগদীশচন্দ্রের পরে তিনিই প্রথম এই সম্মান পান। অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অতুলনীয় ব্যাখ্যা-নৈপুণ্য ও পঠনভঙ্গির জন্য তিনি ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে, বিশেষত শেক্সপীয়রের ভাষ্যকার হিসাবে অপরাজেয় খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর অবসর-গ্রহণের সময় সকল স্তরের ছাত্ররা বলেছিলেন, কলেজ থেকে একটা মহাশক্তির নিষ্ক্রমণ হল। তিনি দানশীলতার জন্যও পরিচিত ছিলেন। 'জাতক'-অনুবাদক শিক্ষাবিদ্ পিতার নামে ঈশান-অনুবাদমালা গ্রন্থরচনার জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৩০ হাজার টাকা দান করেন। পরে তাঁর লক্ষাধিক টাকা মূল্যের বিরাট গ্রন্থ-সংগ্রহও বিশ্ববিদ্যালয়কে সমর্পণ করা হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজের শতবার্ষিকীতে যে ইতিহাস গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাতে তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে—'...the greatest teacher of English in the annals of Presidency College'। [১৬]

প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯ - ৫.৮.১৯০০) নারায়ণপুর—নদীয়া। শিবচন্দ্র। মামজোয়ানী গ্রামে 'ব্যবস্থা-দর্পণ' গ্রন্থ-রচয়িতা শ্যামাচরণ সরকারের অবৈতনিক ইংরেজী বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়বার সময় পিতৃবিয়োগ ঘটায় মাত্র ১৫ বছর বয়সে আড়ংঘাটায় রেলওয়ে অফিসে কাজ নেন। এরপর বিভিন্ন জায়গায় কাজ করবার পর ১৮৬৬ খ্রী. দার্জিলিং লাইনে কাবাগোলা ডাকঘরে কেরানী নিযুক্ত হন। সেখানে থাকা কালে ইংরেজী ও বাংলা গ্রন্থ অধ্যয়ন করে উভয় ভাষায় প্রগাঢ় জ্ঞান লাভ করেন। পরে এই ডাক বিভাগের কাজে নিপুণতার পরিচয় দিয়ে মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে ১৯০০ খ্রী. পূর্ববঙ্গের পোস্টমাস্টার-জেনারেল পদ লাভ করেছিলেন। পূর্ববঙ্গে থাকা কালে ভৈরবচন্দ্র ন্যায়ভূষণ নামক এক পণ্ডিতের কাছে ব্যাকরণ ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। বালেশ্বরে বদলী হলে তত্ত্বজ্ঞান-বিষয়ক বহু সংস্কৃত ও ইংরেজী গ্রন্থ পাঠ করে

নিজের চেষ্টায় ওড়িয়া ও তেলেগু এবং দাঁপো নামক একজন পাদরীর কাছে ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা শেখেন। সেখানে থাকা কালে প্রাচীন হিন্দু রাজত্বের ইতিহাস রচনার জন্য বহু উপকরণ সংগ্রহ করেন। রচিত গ্রন্থ : 'বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত', 'মণিহারী', 'গ্রীক ও হিন্দু', 'অনুভূতি' প্রভৃতি। এছাড়াও দু'টি কবিতা গ্রন্থ ও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের একটি ইতিহাস রচনা করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'কৃত্তিবাস পণ্ডিত', 'বাঙলার প্রত্নতত্ত্ব' প্রভৃতি গবেষণামূলক প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সম্পাদক ছিলেন। পিতার নামে 'শিবনারায়ণপুর ডাকঘর' প্রতিষ্ঠা করেন। [১,২]

প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আচার্য, স্যার (২.৮.১৮৬১-১৬.৬.১৯৪৪) রাড়ুলি—যশোহর (পরবর্তী কালে খুলনা)। হরিশচন্দ্র। প্রখ্যাত রসায়নবিদ্, অধ্যাপক ও ভারতবর্ষে রাসায়নিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রথম ভারতীয় স্থাপয়িতা। কলিকাতা অ্যালবার্ট স্কুল থেকে ১৮৭৯ খ্রী. এণ্ট্রান্স পাশ করে মেট্রোপলিটান ও প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়েন। বি.এ. পরীক্ষার আগে গিলক্রাইস্ট বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৮৮২ খ্রী. বিলাত যান। সেখানে প্রথমে বি.এস-সি. পাশ করেন এবং ১৮৮৭ খ্রী. রসায়নশাস্ত্রে মৌলিক গবেষণার জন্য এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.এস-সি. ডিগ্রী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের হোপ পুরস্কার পান। ১৮৮৮ খ্রী. দেশে ফেরেন। ১৮৮৯ খ্রী. তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়ন বিজ্ঞানে সহকারী অধ্যাপক এবং ১৯১১ খ্রী. প্রধান অধ্যাপক হন। ১৯১৬ খ্রী. ঐ পদ থেকে অবসর-গ্রহণ করার পর সদ্য-প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান কলেজের রসায়ন বিভাগে 'পালিত অধ্যাপক' হন এবং ১৯৩৬ খ্রী. পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। অধ্যাপনার গুণে তিনি ছাত্রদের আকৃষ্ট করে একটি ভারতীয় রাসায়নিক বিজ্ঞানী গোষ্ঠীর সৃষ্টি করেন ও ভারতে রসায়ন-চর্চা এবং গবেষণার পথ উন্মুক্ত করেন। ১৯০১ খ্রী. সংস্থাপিত ভারতবর্ষের প্রথম রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা 'বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড'-এর তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। বাঙলাদেশে বিবিধ শিল্পোন্নতি-বিধানের এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য-প্রসারের প্রচেষ্টায় তাঁর উৎসাহ ছিল অদম্য। ১৯২৪-৪৪ খ্রী. পর্যন্ত তিনি যাদবপুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ছিলেন। ১৯২৪ খ্রী. তাঁর প্রেরণায় ও অর্থসাহায্যে 'ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। জীবনে দেশ-বিদেশ থেকে তিনি বহু সম্মান লাভ করেছেন। চিরকুমার প্রফুল্লচন্দ্র অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে গেছেন। ছাত্র-শিষ্যদের সঙ্গে তাঁর নিবিড় প্রীতির বন্ধন ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী বীরদের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি ছিল। সর্ববিধ জাতীয় শিক্ষা ও শিল্পোদ্যোগের প্রতি অকৃপণ সহায়তা এবং মানব-কল্যাণে অর্জিত অর্থের অকাতর বিতরণ তাঁকে দেশবাসীর সামনে বিশিষ্ট করে তুলেছে। ইতিহাস, ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা প্রবর্তনের তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা। তাঁর রচিত আত্মচরিত 'Life and Experiences of a Bengali Chemist' এবং ইংরেজী ও বাংলায় লেখা বহুবিধ প্রবন্ধাবলী তাঁর সাহিত্য-সাধনার পরিচায়ক। বাংলায় রচিত 'বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার' এবং 'অন্নসমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও তাহার প্রতিকার' তাঁর অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনাকালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'History of Hindu Chemistry' (১৯০২ ও ১৯০৯) দুই খণ্ডে রচিত হয়। ১৯২১ খ্রী. অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীজীর খদ্দর প্রচারে তিনি অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের সি.আই.ই. ও নাইট উপাধি ছাড়া দেশী-বিদেশী চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডিগ্রী পান এবং লণ্ডন ও মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানিত সদস্যরূপে গ্রহণ করে। ১৯১০ খ্রী. রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের এবং ১৯২০ খ্রী. অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান সভার তিনি মূল সভাপতি-পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। ১৯৩১ খ্রী. মিউনিক শহরের 'ডয়টসে' আকাদেমি ও ১৯৪৩ খ্রী. লণ্ডন কেমিক্যাল সোসাইটি তাঁকে সম্মানিত সভ্যরূপে নির্বাচিত করে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শিক্ষার উন্নতিকল্পে তিনি প্রায় ২ লক্ষ টাকা দান করেন। এছাড়াও দরিদ্র ছাত্রদের অর্থসাহায্য করতেন। জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা প্রভৃতি হিন্দু-সমাজের বিবিধ কুসংস্কারের বিরোধী ছিলেন। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তাঁর ত্রাণকার্য উল্লেখযোগ্য। গুণমুগ্ধ দেশবাসী তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁকে 'আচার্য' উপাধিতে ভূষিত করেছিল। [৩,৭,২৫,২৬]

প্রফুল্ল চাকী (ডিসে. ১৮৮৮-১.৫.১৯০৮) বিহারগ্রাম—বগুড়া। রাজনারায়ণ। রংপুরে অধ্যয়ন-কালে বাড়িতে কুস্তির আখড়া স্থাপন করেন। ১৯০৩ খ্রী. 'বান্ধব সমিতি'তে যোগদান করে ক্রমে বিপ্লবী দলের কর্মী হন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় রংপুরে প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় প্রতি-

ষ্ঠিত হলে তিনি ছাত্রদের লাঠিখেলা ও মুষ্টিযুদ্ধ শিখিয়ে সৈন্যদের মত সংগঠিত করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে বারীন ঘোষ তাঁকে কলিকাতায় নিয়ে যান। এই সময় বারীন ঘোষ তাঁকে পূর্ববঙ্গের ছোটলাট ব্যাম্‌ফিল্ড ফুলারের হত্যার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত করেন। এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে তিনি মানিকতলার বোমার আড্ডায় এসে বাস করতে থাকেন। ১৯০৮ খ্রী. কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিংস্‌ফোর্ড জজরূপে মজঃফরপুরে বদলি হন। তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসু মজঃফরপুরে যান এবং তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করতে থাকেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় কিংস্‌ফোর্ড ফিটন গাড়িতে ইউরোপীয়ান ক্লাবে যেতেন। ৩০ এপ্রিল ১৯০৮ খ্রী. সন্ধ্যায় একটি ফিটন গাড়ি ক্লাব থেকে বেরোতে দেখে কিংস্‌ফোর্ডের গাড়ি মনে করে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল গাড়ির উপর বোমা ছোড়েন। ঐ গাড়িতে মিসেস ও মিস কেনেডি ছিলেন, তাঁরা নিহত হন। এই ঘটনার পর প্রফুল্ল সারারাত্রি হেঁটে সমস্তিপুরে পেঁছে ট্রেনে মোকামাঘাট রওনা হন। সেই গাড়িতেই দারোগা নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। প্রফুল্ল মোকামাঘাট থেকে ভোরবেলা কলিকাতার গাড়ি ধরতে গেলে নন্দলাল সন্দেহক্রমে কয়েকজন কনস্টেবলের সাহায্যে প্রফুল্লকে গ্রেপ্তার করতে যান। অনন্যোপায় হয়ে প্রফুল্ল নিজ রিভলবারের সাহায্যে আত্মহত্যা করেন। তাঁর মৃতদেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে স্পিরিটে ভিজিয়ে রেখে পুলিস তাঁর পরিচয় জানবার চেষ্টা করেছিল। বিপ্লবী কর্মপ্রচেষ্টায় তিনি দ্বিতীয় শহীদ। তাঁর ছদ্মনাম ছিল দীনেশ রায়। কিছুদিন পর বিপ্লবী সহকর্মীরা দারোগা নন্দলালকে হত্যা করে প্রফুল্ল চাকীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়। [৩,১০,৪২,৪৩]

প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম (২২.২.১৯১৪ - ২২.২.১৯৩৭) কুমিল্লা। পিতা মোক্তার রজনীকান্ত আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কোর্ট বর্জন করেন। প্রফুল্লনলিনী যখন কুমিল্লা ফৈজন্নেসা গার্লস হাই স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী তখন সহপাঠী শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরীকে তিনিই প্রথম বিপ্লবের পথ দেখান। ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে গুলি করায় শান্তি-সুনীতি বন্দী হন এবং পুলিস ১৫ ডিসেম্বর ১৯৩১ খ্রী. তাঁকেও গ্রেপ্তার করে। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রমাণ না থাকায় তাঁকে ২২ মার্চ ১৯৩২ খ্রী. ডেটিনিউ হিসাবে জেলে ও বন্দীনিবাসে রেখে দেয়। এই সময় আই.এ. ও বি.এ. পাশ করেন। কুমিল্লা শহরে অন্তরীণ থাকা কালে অ্যাপেণ্ডিসাইটিসে আক্রান্ত হয়ে প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা যান। [২১,১৩১]

প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, রাজা (১৮৮৭ - ২.৭.১৯৩৮) পাথুরিয়াঘাটা—কলিকাতা। শরদিন্দুনাথ। কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের পৌত্র। স্বাস্থ্য খারাপ থাকার জন্য গৃহশিক্ষকের কাছে লেখাপড়া শেখেন। যোগীন্দ্রনাথ বসু ও মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর গৃহশিক্ষক ছিলেন। ১৯০৯ খ্রী. তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য, ১৯২৮ খ্রী. কার্যাধ্যক্ষ ও চার বছর পরে সভাপতি এবং ১৯৩০ খ্রী. কলিকাতার শেরিফ হন। পঞ্চম জর্জের রাজত্বের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে যে অর্থ সংগৃহীত হয় তিনি সেই ফাণ্ডের ধনাধ্যক্ষ ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি কলিকাতা ক্লাবের সভাপতি, সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধিনী সভার সভাপতি, কলিকাতা বয়েজ স্কাউট অ্যাসোসিয়েশনের ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার প্রভৃতি পদে এবং জনসেবামূলক কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়, দৌলতপুর কলেজ ও কারমাইকেল কলেজে অর্থ দান করেছিলেন। সরকারের বিশ্বাসভাজনরূপে ১৯৩৫ খ্রী. 'রাজা' উপাধি লাভ করেন। বিপ্লবী নায়ক রাসবিহারী বসু তাঁর পুত্রের গৃহশিক্ষকরূপে দেরাদুনে অবস্থান করে উত্তরভারতে সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯১২ খ্রী. রাসবিহারী যখন জাপান যাত্রা করেন, তখন তাঁর ছদ্মনাম ছিল পি. এন. টেগোর। [১,৫]

প্রফুল্লময়ী দেবী (১৮৯১ - ?) বাণীবহ—ফরিদপুর। পিতা স্ত্রীশিক্ষানুরাগী বিপিনবিহারী। প্রফুল্লময়ী ১৮৯৯ খ্রী. জেলাবোর্ডের উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষা দিয়ে ফরিদপুর জেলায় সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেন। পরের বছর ফরিদপুর 'সুহৃদ-সম্মিলনী'র একটি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে পারিতোষিক পান। ১২ বছর বয়সে বিবাহ হয়। ১৯০৮ খ্রী. তাঁর কবিতা পুস্তক 'বীর বালক' প্রকাশিত হয়। অন্যান্য গ্রন্থ : 'পুষ্প-পরাগ', 'ধাত্রীপান্না' (নাটক)। [৪৪]

প্রফুল্লরঞ্জন দাশ (১২৮৭ - ১৭.৫.১৩৭০ ব.)। আদিনিবাস তেলিরবাগ—ঢাকা। ভুবনমোহন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বিলাত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ১৯০৬ খ্রী. কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। পাটনায় হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার পর ১৯১৭ খ্রী. পাটনার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে আইন ব্যবসায়ে ব্রতী হন। কিছুদিনের মধ্যেই খ্যাতি অর্জন করে বিচারপতির পদ লাভ করেন। ১৯২৯ খ্রী. মতবিরোধের জন্য পদত্যাগ করে পুনরায় আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং অনতিকালের মধ্যেই ভারতবর্ষের অন্যতম

শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীবরূপে পরিগণিত হন। সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। রচিত কাব্যগ্রন্থ : 'মথ অ্যান্ড দি স্টার'। এ ছাড়া দেশবন্ধুর 'নারায়ণ' পত্রিকাতেও কবিতা লিখতেন। সারা ভারত ব্যক্তি-স্বাধীনতা ইউনিয়ন, পাটনা বাঙালী সমিতি এবং সারা ভারত লন-টেনিস সমিতির সভাপতি ছিলেন। [৪]

প্রফুল্ল রায় (১৮৯১?-২৮.১২.১৯৭১)। বি.এ. পাশ করার পর নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ীর সঙ্গে যোগাযোগ করে 'সীতা' নাটকে 'শম্বুক' চরিত্রে অভিনয় করেন (১৯২৪)। ১৯২৫ খ্রী. জার্মান পরিচালক ফ্রান্জ অস্টেন্ পরিচালিত গৌতমবুদ্ধের জীবনী অবলম্বনে রচিত 'লাইট অফ এশিয়া' নির্বাক ছবিতে দেবদত্তের ভূমিকায় অভিনয় করেন। ঐ পরিচালকের পরবর্তী ছবি 'সিরাজ' -এর একটি টাইপ চরিত্রে তাঁকে দেখা যায়। 'থ্রো অফ এ ডাইস' ছবিতে তিনি অভিনয় করা ছাড়াও উক্ত পরিচালকের ভারতীয় সহকারী হিসাবে কাজ করেন। পরে তিনি নিজেই চিত্রপরিচালনায় অবতীর্ণ হন। তাঁর পরিচালিত নির্বাক ছবি : 'চাষার মেয়ে' (১৯৩১) ও 'অভিষেক' (১৯৩১)। তাঁর প্রথম সবাক ছবি 'চাঁদ সদাগর' ১৯৩৪ খ্রী. মুক্তি পায়। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ছবি : 'অভিজ্ঞান', 'ঠিকাদার', 'পরশমণি', 'মালঞ্চ' এবং 'ভাদুড়ী মশাই'। এছাড়াও কিছু হিন্দী ও উর্দু ছবি পরিচালনা করেন। [১৬,১৭]

প্রবাসজীবন চৌধুরী (১০.৩.১৯১৭-৪.৫.১৯৬১) শ্রীরামপুর—হুগলী। ডা. এম. এল. চৌধুরী। কৃতবিদ্য প্রবাসজীবন বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৩৯ খ্রী. তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় এম.এস-সি. ও ১৯৪২ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে কৃতিত্বের সঙ্গে এম.এ. পাশ করেন। এরপর গভীর আগ্রহে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৯৪৬ খ্রী. থেকে ১৯৫২ খ্রী. মধ্যে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি, স্যার আশুতোষ সুবর্ণপদক, গ্রিফিথ পুরস্কার, মোয়াট পদক ও ডি.ফিল. উপাধি লাভ করেন। ১৯৪৪ খ্রী. শিলং-এ ও পাঞ্জাবের সেন্ট আন্টনী কলেজে তিনি ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। পরে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়ে পদার্থবিদ্যা, দর্শন ও ইংরেজী সাহিত্য পড়াতেন। ১৯৫৩ খ্রী. কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে দর্শন বিভাগের প্রধানরূপে নিযুক্ত হন। ১৯৫৯-৬০ খ্রী. তিনি কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ভিজিটিং ফেলো' এবং দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিদর্শক-অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন। ১৯৬০ খ্রী. এথেন্সে অনুষ্ঠিত ৪র্থ আন্তর্জাতিক সৌন্দর্যতত্ত্ব (এসথেটিক্স) কংগ্রেসের ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তাঁর দর্শন, বিজ্ঞান এবং সৌন্দর্যতত্ত্ব-বিষয়ক প্রবন্ধাবলী দেশ-বিদেশের বহু বিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'Elements of a Scientific Philosophy', 'The World As I See It', 'Vedanta As a Scientific Philosophy', 'Science And Humanity' প্রভৃতি। [১৩৩]

প্রবীর সেন (১৯২৫-২৭.১.১৯৭০) কলিকাতা (?)। অমিয়। পি. সেন নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। কলিকাতার লা মার্টিনার স্কুলের ছাত্র পি. সেন 'খোকন' নামেই সবার প্রিয় ছিলেন। ক্রিকেটে উইকেট-কিপার হিসাবে খ্যাতি অর্জন করলেও ব্যাট এবং বলেও ভাল হাত ছিল। উঁচুতি উইকেট-কিপার হিসাবেই ১৯৪৭-৪৮ খ্রী. ভারতীয় দলের সঙ্গে তিনি অস্ট্রেলিয়া সফর করেন এবং টেস্ট ক্রিকেট খেলার সুযোগ পান। তিনিই প্রথম বাঙালী যিনি সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ডন ব্র্যাডম্যানের শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে স্বয়ং ব্র্যাডম্যান তাঁর প্রশংসা করেছিলেন। ডন ব্র্যাডম্যানকে স্টাম্প-আউট করে পি. সেন উইকেট-কীপাররূপে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হন। 'ইণ্ডিয়ান ক্রিকেটের ১৯৫১ খ্রী. সংস্করণে তাঁকে ভারতের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ১৯৫২ খ্রী. ইংল্যান্ড সফর করেন। ক্রিকেট ছাড়া ফুটবলেও তাঁর দখল ছিল। টেস্ট খেলা থেকে অবসর-গ্রহণের বেশ কিছু পরে খবরের কাগজে খেলা সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। [১৭]

প্রবোধকুমার বিশ্বাস (১৮৯৭-১৯৬৯) ভাতুড়িয়া—যশোহর। রামলাল। দিনাজপুর জেলা স্কুল থেকে পাশ করে ১৯১৪ খ্রী. কলিকাতা রিপন কলেজে ভর্তি হন। স্কুলের ছাত্ররূপেই অমৃত (শশাঙ্ক) হাজরার নিকট বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত হন। পুলিসের অত্যাচারী ডি.এস.পি. বসন্ত চ্যাটার্জীকে হত্যার নির্দেশ পেয়ে অন্যান্যদের সঙ্গে ৩০.৬.১৯১৬ খ্রী. কার্য সমাধা করেন। বেশ কিছুদিন পুলিস তাঁর সন্ধান পায় নি। আমহার্স্ট রোর মেস ছেড়ে মির্জাপুর স্ট্রীটে অবস্থান করে পড়াশুনায় মন দেন। হঠাৎ একদিন পুলিস সন্দেহক্রমে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পনরো দিন কিড্ স্ট্রীটে রেখে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য অকথ্য অত্যাচার করে। অবশেষে হাল ছেড়ে

দিয়ে তাঁকে প্রেসিডেন্সী জেলের নির্জন কক্ষে বন্দী করে রাখে। পরে সেখান থেকে দালান্দা হাউসে বদলী হলে অভূতপূর্ব উপায়ে নলিনী ঘোষের সঙ্গে মুক্ত হয়ে চন্দননগরে পেঁছান। সেখান থেকে আসামে গোহাটি আশ্রয়-কেন্দ্রে যান। সেখানে পুলিস বেষ্টনী ভেদ করে আত্মগোপন করেন। কিছুদিন পরে গ্রেপ্তার হয়ে রাজশাহী সেণ্ট্রাল জেলে স্টেট প্রিজনার ছিলেন। পরে বিপ্লবী কার্য-কলাপ থেকে অবসর নিয়ে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনে চাকরি করতেন। [১০৪,১৪৩]

প্রবোধচন্দ্র গুহ (১৮৮৫?-২.৭.১৯৬৯) বানরিপাড়া—বরিশাল। কলিকাতা জেনারেল পোস্ট অফিসের কর্মচারী ছিলেন। 'আর্ট থিয়েটার' নামক প্রতিষ্ঠান ষ্টার থিয়েটারের পরিচালনা গ্রহণ করলে সরকারী চাকরি পরিত্যাগ করে উক্ত রঙ্গমঞ্চের সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করেন এবং আর্ট থিয়েটারের প্রথম উপহার অপরেশচন্দ্রের 'কর্ণার্জুন' নাটকের তত্ত্বাবধানে (১৯২৩) কৃতিত্ব দেখান। পরে মনোমোহন থিয়েটারে আসেন। ১৯৩১ খ্রী. 'নাট্যনিকেতন' নামে নিজস্ব রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করেন। নাট্যনিকেতনের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা : 'মুক্তির উপায়', 'মা', 'পথের দাবী', 'চরিত্রহীন', 'সিরাজদ্দৌলা', 'কারাগার' ও 'কালিন্দী'। তাঁর প্রযোজিত বিভিন্ন নাটকে তিনকড়ি চক্রবর্তী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশ মিত্র, অহীন্দ্র চৌধুরী, নীহারবালা প্রভৃতি অভিনয় করেছেন। রাণীবালা ও সরযূদেবী এই রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রীরূপে প্রতিষ্ঠিত হন এবং নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত ও মন্মথ রায় তাঁর সংস্পর্শে এসে প্রতিভা-বিকাশের সুযোগ পান। দেশবিভাগের পর কিছুকাল পাকিস্তানে বাস করার সময় সেখানকার সিনেমা-শিল্পে আত্মনিয়োগ করেন। পাকিস্তান রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অন্যতম পরিচালক ছিলেন। [৪,১৭]

প্রবোধচন্দ্র দে, এফ.আর.এইচ.এস. (১৮৬২-১৯৩৪)। খ্যাতনামা কৃষিবিদ্যা-বিশারদ। দেশী ও বিদেশী কৃষিবিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন এবং হাতে-কলমে কৃষিকার্য করে দক্ষতার পরিচয় দেন। তিনি দ্বারভাঙ্গা মহারাজার বিখ্যাত বাগান, মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারের আম্রকানন, মহীশূরের রাজধানী বাঙ্গালোর শহরের বিখ্যাত উদ্যান এবং আসাম-তেজপুর রেলওয়ের বাগান রচনা করে অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। 'কৃষিক্ষেত্র', 'মৃত্তিকাতত্ত্ব', 'কার্পাস চাষ', 'ভূমিকর্ষণ', 'সব্জীবাগ', 'গোলাপ বাড়ী' প্রভৃতি ১৮টি গ্রন্থের রচয়িতা। [১]

প্রবোধচন্দ্র পাল (?-১৯৬৯)। তিনি চল্লিশ দশকের শেষদিকে কুচবিহার জেলার ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতৃস্থানীয় সংগঠক ছিলেন। অন্যদিকে সাহিত্যচর্চাও করেছেন। 'একক', 'নতুন সাহিত্য', 'পরিচয়' প্রভৃতি পত্রিকাদিতে রচনাবলী প্রকাশ করতেন। 'দেয়ালা' তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ এবং তাঁর উপন্যাস 'শঙ্খ-হৃদয়' উত্তরবঙ্গের কৃষক-জীবনের পটভূমিকায় রচিত। বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ এই সাহিত্যিক অভাবের তাড়নায় আত্মঘাতী হন। [৩২]

প্রবোধচন্দ্র বাগচী (১৮.১১.১৮৯৮-১৯.১.১৯৫৬) শ্রীকোল—যশোহর। পৈতৃক বাসস্থান খুলনা। ১৯১৪ খ্রী. মাগুরা হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা, ১৯১৮ খ্রী. কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে সংস্কৃত সাহিত্যে অনার্সসহ বি.এ. এবং ১৯২০ খ্রী. প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে এম.এ. পাশ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃত বিভাগের লেকচারার হন। ১৯২১ খ্রী. স্যার আশুতোষ তাঁকে বিশ্বভারতী বিদ্যালয়ে পাঠালে তিনি সেখানে সিলভ্যাঁ লেভির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অধ্যাপক লেভির আগ্রহে তিনি ১৯২২ খ্রী. নেপাল গিয়ে নেপাল দরবারের গ্রন্থাগারে রক্ষিত বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি-বিষয়ক পাণ্ডুলিপি নিয়ে কাজ করেন। এই সময় স্যার রাসবিহারী ঘোষ ট্র্যাভেলিং ফেলো হিসাবে জাপান ও ইন্দোচীন থেকে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে উপাদান সংগ্রহ করেন। ১৯২৩ খ্রী. প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে যান। ১৯২৩-২৬ খ্রী. ভোট ও চীনা ভাষা এবং বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা করেন। এই গবেষণার ফল—ফরাসী ভাষায় তিন খণ্ডে রচিত 'চীনদেশে বৌদ্ধ শাস্ত্র (Le Canon Bouddhique En Chine)' এবং দু'খণ্ডে 'দুইখানি সংস্কৃত-চীনা অভিধান' (Deux Lexiques Sanskrit-Chinois) গ্রন্থ। এই গ্রন্থ দু'টির জন্য প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Docteur-e's-Letters ডিগ্রী পান। ১৯২৬ খ্রী. দেশে ফিরে দোঁহাকোষ, চর্যাপদ ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য দ্বিতীয়বার নেপালে যান। এরপর ১৯৩০-৪৪ খ্রী. পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজে রত থাকেন। এই সময়ে তাঁর রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলীর মধ্যে 'দোঁহাকোষের ব্যাখ্যা ও অনুবাদ', 'চর্যাপদের মূল পাঠ ও ব্যাখ্যা', 'Studies in the Tantras' ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৪ খ্রী. থেকে নিজ চেষ্টায় 'Sino-Indian Studies' নামে চীন-ভারত সংস্কৃতি-বিষয়ক ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করতে থাকেন। ১৯৪৫ খ্রী. বিশ্ব-

ভারতীর চীনাভবনে গবেষণা বিভাগের অধ্যক্ষ হিসাবে যোগ দেন। ১৯৪৭ খ্রী. পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে অধ্যাপকরূপে চীনদেশে যান। ১৯৪৮-৫১ খ্রী. মধ্যে বিশ্বভারতীর প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যক্ষ এবং পরে বিদ্যাভবন গবেষণা বিভাগের অধ্যক্ষ হন। বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়রূপে পরিগণিত হলে তিনি ইতিহাসের অধ্যাপক এবং স্নাতকোত্তর বিভাগের অধ্যক্ষ হন। ১৯৫২ খ্রী. বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের নেতৃত্বে ভারতীয় সংস্কৃতি সঙ্ঘের সদস্যরূপে পুনরায় চীনদেশে যান। ১৯৫৪ খ্রী. বিশ্বভারতীর উপাচার্য হন। কর্মরত অবস্থায় হৃদ্‌রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। [৩]

প্রবোধ দাশগুপ্ত (১৯০০ - ২৬.৪.১৯৭৪)। আদি নিবাস বিক্রমপুর—ঢাকা। কুমিল্লা অভয় আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। ১৫ বছর বয়সে প্রফুল্ল দাশগুপ্তের প্রেরণায় অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। কলেজ জীবনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষের সংস্পর্শে আসেন। ড. নৃপেন বসু এবং ড. সুরেশ ব্যানার্জি তাঁর সহকর্মী ছিলেন। রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করায় ইংরেজ আমলে কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। দেশ স্বাধীন হবার পর তিনি তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে থাকেন। সেখানে আয়ুব শাহের শাসনকালে তিনি এক বছর কারাবাস করেন ও সাড়ে চার বছর নজরবন্দী থাকেন। অকৃতদার ছিলেন। [১৬]

প্রবোধ ভট্টাচার্য (? - ১৯১৬) রাজশাহী। রাজশাহী কলেজের ছাত্র ছিলেন। ১৯১৬ খ্রী. তিনি ললিতেশ্বর রাজনৈতিক ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করেন। পুলিসের গুলিতে তাঁর মৃত্যু হয়। [৪২,১০১]

প্রভা (১৯০৩ - ১৯৫২)। খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী। ১৯১৫ খ্রী. বেঙ্গল থিয়েটার মঞ্চে অভিনয় শুরু। ১৯২১ - ২২ খ্রী. বেঙ্গল থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানীর অধীনে এবং আরও পরে শিশিরকুমার ভাদুড়ী পরিচালিত রঙ্গালয়গুলিতে অভিনয় করেন। ১৯৩০ - ৩১ খ্রী. শিশিরকুমারের সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমেরিকা গিয়ে সীতার ভূমিকায় অভিনয় করে নাট্যরসিক ও সমালোচকদের কাছ থেকে সুখ্যাতি পান। শিশিরকুমারের সম্প্রদায় ছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায়ে অভিনয় করেছেন। উল্লেখযোগ্য চরিত্রাবলী : 'সীতা', 'অহল্যা', 'ইন্দুমতী', 'বিষ্ণুপ্রিয়া', 'সুমিত্রা' প্রভৃতি। চলচ্চিত্রেও তিনি অভিনয় করেছেন। স্নেহময়ী অথচ তেজস্বিনী পার্শ্বচরিত্রে তিনি বিশেষ অভিনয়-নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। [৩,১৪০]

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (৩.২.১৮৭৩ - ৫.৪.১৯৩২)। মাতুলালয় ধাত্রীগ্রাম—বর্ধমানে জন্ম। জয়গোপাল। আদি নিবাস গুরুপ—হুগলী। ১৮৮৮ খ্রী. জামালপুর হাই স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন এবং ১৮৯৫ খ্রী. পাটনা কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে কিছুদিন সিমলায় কেরানীর কাজ করার পর ১৯০১ খ্রী. বিলাত যান। ১৯০৩ খ্রী. ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরেন। ৮ বছর গয়ায় আইন ব্যবসায় করেন। ১৯১৬ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের অধ্যাপক হন। ছাত্রাবস্থায় 'ভারতী' পত্রিকার মাধ্যমে কবিতা রচনা দিয়ে সাহিত্যজীবন শুরু করেন। পরে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে গদ্যরচনায় হাত দেন। শ্রীমতী রাধামণি দেবী ছদ্মনামে লিখে কুন্তলীনের প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। 'প্রদীপ', 'প্রবাসী' ও 'ভারতী' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। রচিত ১৪টি উপন্যাস ও শতাধিক গল্পের মধ্যে 'রত্নদীপ' শ্রেষ্ঠ উপন্যাসরূপে স্বীকৃত এবং এটির নাট্য ও চিত্ররূপও জনপ্রিয় হয়। শ্রীজানোয়ারচন্দ্র শর্মা ছদ্মনামে রচিত 'সুক্ষ্মলোম পরিণয়' পঞ্চাঙ্ক নাটকটি অমুদ্রিত রয়েছে। ইংল্যাণ্ড সম্বন্ধেও নানা প্রবন্ধ লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য অন্যান্য গ্রন্থ : 'অভিশাপ' (ব্যঙ্গকাব্য), 'গল্পবীথি', 'হতাশ প্রেমিক ও অন্যান্য গল্প', 'সিন্দুর কৌটা', 'দেশী ও বিলাতী', 'সতীর পতি', 'রমাসুন্দরী' প্রভৃতি। সরল, অনাবিল হাস্যরসের গল্পলেখকরূপেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। [১,৩,৭,২৫,২৬,২৮]

প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরী (? - ১৯২১)। পিতা দেবীপ্রসন্ন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'নব্যভারত' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ব্যারিস্টার প্রভাতকুসুম কারখানার শ্রমিক, মোটর গাড়ীর চালক প্রভৃতির নেতা, কয়েদীদের সাহায্য সমিতির সেক্রেটারী এবং কংগ্রেসের একজন সুদক্ষ ও উৎসাহী স্বেচ্ছাকর্মী ছিলেন। 'নব্যভারত' পত্রিকায় তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। [৬]

প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, জংলী গাঙ্গুলী (১৮৮৯ - ৭.৩.১৯৭৩) কলিকাতা। ব্রাহ্মসমাজের প্রখ্যাত নেতা এবং জাতীয় কংগ্রেসের সেকালের নেতৃস্থানীয় কর্মী দ্বারকানাথ ও সমাজসেবী ডা. কাদম্বিনী দেবীর পুত্র। পিতামাতার কাছ থেকেই তাঁর দেশসেবায় হাতে খড়ি। বাল্যকালে তিনি স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। বি.এল. পাশ করে সক্রিয়ভাবে জাতীয় আন্দোলনে যুক্ত থাকায় বিভিন্ন সময়ে বহুবার কারাবরণ করেন। দীর্ঘদিনের সাংবাদিক জীবনে তিনি আনন্দবাজার পত্রিকা, দেশ,

ভারত, জনসেবক, তত্ত্বকৌমুদী প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনকালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত 'ভারত' পত্রিকা তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধকার এবং বাগ্মী হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি এবং নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [১৬]

প্রভাবতী দেবী, সরস্বতী (১৮৯৬ - ১৪.৫. ১৯৭২) খাঁটুরা—চব্বিশ পরগনা। গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথাগত শিক্ষা না পেলেও পিতার সাহায্যে কৈশোরেই কীট্স্, শেলী, বায়রন প্রভৃতি কবির কাব্যের রসাস্বাদন করেন। ৯ বছর বয়সে গোবরডাঙ্গার নিকট 'গৈপুর' গ্রামে বিবাহ হয়। যৌবনে 'টীচার্স ট্রেনিং' সার্টিফিকেট লাভ করে প্রথমে উত্তর কলিকাতার একটি বিদ্যালয়ে পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অনুরোধে কলিকাতা কর্পোরেশনের স্কুলে দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেন। তিনশতাধিক গ্রন্থের রচয়িত্রী। প্রথম উপন্যাস 'বিজিতা' ভারতবর্ষ মাসিকে ১৩৩০ ব. প্রথম প্রকাশিত হয়। এটিই বাংলা, হিন্দী ও মালয়লাম ভাষায় যথাক্রমে 'ভাঙ্গাগড়া', 'ভাবী' ও 'কুলদেবম্' নামে চিত্রায়িত হয়। এ ছাড়া 'পথের শেষে' উপন্যাসটি 'বাঙলার মেয়ে' নামে নাট্যরূপায়িত হয়ে দীর্ঘকাল সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। 'ব্রতচারিণী', 'মহীয়সী নারী', 'ব্যথিতা ধরিত্রী', 'ধূলার ধরণী', 'রাঙ্গা বৌ' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। ছোটদের জন্য লিখিত 'কৃষ্ণা রোমাঞ্চ সিরিজ', 'ইণ্টারন্যাশনাল সার্কাস' ইত্যাদি গ্রন্থরাজি জনপ্রিয় হয়। প্রধানত ঔপন্যাসিক হলেও তাঁর রচিত কয়েকটি গানও প্রসিদ্ধি লাভ করে। নবদ্বীপ বিদ্বজ্জনসভা কর্তৃক 'সরস্বতী' উপাধি দ্বারা ভূষিত হন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'লীলা পুরস্কার' প্রদান করে। [১৬]

প্রভাবতী, রাণী (১৭শ শতাব্দী)। বাঙলার দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম কেদার রায়ের কন্যা। মোগল সেনাপতি মানসিংহ কেদার রায়কে আক্রমণ করলে, কেদার রায় নিজ কন্যা প্রভাবতীকে মানসিংহের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে সন্ধি করেন। কিংবদন্তী অনুসারে অম্বরের সল্লাদেবী (শীলা দেবী) মূর্তি এই সময় বাঙলা থেকে রাজপুতানায় স্থানান্তরিত হয়। তিনি মানসিংহের মৃত্যুর পর সহমৃতা হয়েছিলেন। [১]

প্রভাসচন্দ্র দে (১৯.৫.১৮৮৫ - ১৯.৭.১৯৫৪) কলিকাতা। যোগেন্দ্রনাথ। ১৯০৪ খ্রী. প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বৃত্তিসহ বি.এ. পাশ করেন। বিপ্লবী জ্যোতিষ ঘোষ তাঁর সহপাঠী ছিলেন। ১৯০৫ খ্রী. বঙ্গভঙ্গ-রোধ আন্দোলনে যুক্ত থাকায় এম.এ. পরীক্ষা দিতে পারেন নি। ১৯০৭ খ্রী. এম.এ. ও বি.এল. একসঙ্গে পাশ করে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। ১৮৯৯ খ্রী. বিপ্লবী দলের পূর্ববর্তী সংস্থা 'আত্মোন্নতি' সমিতিতে যোগ দেন। বিপ্লবী গুপ্ত-দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকার কারণে পুলিসী উৎপীড়নে ওকালতি ত্যাগ করতে হয়। এরপর বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ ও কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপনা করেন। সর্বত্রই পুলিসের ইঙ্গিতে চাকরি যায়। অবশেষে কলিকাতায় ম্যাণ্টন কোম্পানীর অস্ত্র-লুটের (১০.৭.১৯১৬) একজন ষড়যন্ত্রকারী সন্দেহে কুচবিহার থেকে তাঁকে নভেম্বর মাসে ভারতরক্ষা বিধানে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯২০ খ্রী. জেনারেল অ্যামনেস্টিতে মুক্তি পেয়ে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর অধীনে 'সারভ্যাণ্ট' পত্রিকায় কয়েক বছর সম্পাদকের কাজ করেন। বন্ধু রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এবং ক্যাপ্টেন জে. এন. ব্যানার্জীর চেষ্টায় ১৯৩১ - ৪৮ খ্রী. পর্যন্ত রিপন কলেজে অধ্যাপনার পর মণীন্দ্র কলেজের অধ্যাপক হন। [১৪৩]

প্রভাসচন্দ্র বল (? - ২২.৪.১৯৩০) ধোরলা—চট্টগ্রাম। মনোমোহন। চট্টগ্রাম জে. এম. সেন স্কুলের ছাত্র ও বিপ্লবী দলের কর্মী। ১৮ এপ্রিল ১৯৩০ খ্রী. চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে অংশগ্রহণ করেন। ২২ এপ্রিল ১৯৩০ খ্রী. জালালাবাদে ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে লড়াইয়ে গুলির আঘাতে আহত হয়ে মারা যান। [১০,৪২,৪৩,৯৬]

প্রভাসচন্দ্র মিত্র, স্যার (১৮৭৫ - ৯.২.১৯৩৪) কলিকাতা। স্যার রমেশচন্দ্র। ১৮৯১ খ্রী. হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। ১৮৯৫ খ্রী. এম.এ. ও ল পাশ করে হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। কিন্তু বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ না হওয়ায় রেজিস্ট্রারের কাজ নেন। কিছুকাল পরে পুনরায় ওকালতি আরম্ভ করেন। রাজনীতিতে আগ্রহ ছিল। স্যার সুরেন্দ্রনাথ ও ভূপেন বসুর দলে রাজনীতি করতেন। কংগ্রেস আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কর্মজীবনের প্রারম্ভেই তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন। তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি স্যার সুরেন্দ্রনাথের অন্যতম প্রধান সহায়ক ছিলেন। ভারতের শাসন-সংস্কারকল্পে লিবারেল নেতা লায়োনেল কার্টিস এদেশে এলে, প্রভাসচন্দ্র শাসন-পদ্ধতির গঠনতন্ত্র প্রস্তুত করেন। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসনবিধি প্রায় প্রভাসচন্দ্রের সংশোধনীর অনুরূপ ছিল। এই শাসন-সংস্কার বিধিবদ্ধ হলে, বাঙলার প্রথম মন্ত্রি-মণ্ডল গঠিত হয়, কিন্তু স্বরাজ্যদলের বিরোধিতায় স্থায়ী হতে পারে না। প্রভাসচন্দ্র শিক্ষামন্ত্রিরূপে

যোগ দিয়ে মন্ত্রিমণ্ডলীকে কিছুটা স্থায়িত্ব দেন। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নে তাঁর যথেষ্ট হাত ছিল। ১৯২৮ খ্রী. থেকে আমৃত্যু বাঙলা সরকারের শাসন-পরিষদের সদস্য ছিলেন। ভারত-সভা, জাতীয় উদারনৈতিক সভা, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ইত্যাদির সভাপতি, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার লীডার, বাঙলা শাসন-পরিষদের সহ-সভাপতি ও দু'বার গোল টেবিল বৈঠকে (১৯৩০ ও ১৯৩২) হিন্দু প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। বাঙলার সন্ত্রাসবাদ দমন কমিশনে (রাউলাট কমিশন) সদস্যপদ গ্রহণ ও রিপোর্টে স্বাক্ষর করার জন্য দেশবাসীর কাছে নিন্দিত হন ও সরকার কর্তৃক 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত হন। [১,৫]

প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী (১৮৯৩ - ২.১.১৯৭৪) আরানী—রাজশাহী। জ্যোতিষচন্দ্র। গ্রামের ছাত্র-বৃত্তি স্কুলে পড়ার সময় স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। নাটোর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। রাজশাহী কলেজে পড়ার সময় স্বর্ণপদক লাভ করেন। মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথের সান্নিধ্যে এসে তিনি অনুশীলন সমিতির সভ্য হিসাবে উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট সংগঠক-রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। বিখ্যাত ধরাইল ডাকাতিতে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে বিপ্লবী সংগঠনগুলির ওপর সরকারী দমননীতি চরমে উঠলে তিনি দলের নেতার নির্দেশে কলিকাতায় এসে কলেজে ভর্তি হন এবং সংগঠনের কাজ চালাতে থাকেন। এখানেও প্রকাশ্যে কাজ চালান অসম্ভব হয়ে পড়ায় আত্মগোপন করে আসামের গৌহাটিতে স্থানান্তরিত সমিতির প্রধান কেন্দ্রে চলে যান। সেখানে পুলিস বাহিনী কর্তৃক সমিতির বাড়ি 'আট গাঁ হাউস' আক্রান্ত হলে তিনি অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে সেই 'গৌহাটি সংগ্রামে' অংশগ্রহণ করেন এবং আহত হওয়া সত্ত্বেও পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। পরে ১০.১. ১৯১৮ খ্রী. গ্রেপ্তার হয়ে ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩০ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হন। জীবনের ২২ বছর জেলে ও পলাতক অবস্থায় কাটিয়েছেন। ১৯৪৬ খ্রী. মুক্তিলাভের পর বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। দেশবিভাগের পর পূর্ববঙ্গে থাকেন এবং ১৯৫২ খ্রী. সেখানে আইন সভার সদস্য পদ লাভ করেন। পূর্ববঙ্গ মন্ত্রিসভায় তিনি দু'বার জেল ও অর্থবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬৫ খ্রী. বিপ্লবী ভ্রাতা জিতেশচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কলিকাতায় আসেন এবং ভারতেই থেকে যান। সুলেখক ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'বিপ্লবী জীবন', 'India Partitioned and Minorities in Pakistan', 'পাক-ভারতের রূপরেখা', 'মুক্তি-সৈনিকের ডায়েরী' প্রভৃতি। [৮২]

প্রমথ চৌধুরী (৭.৮.১৮৬৮ - ২.৯.১৯৪৬) যশোহর। দুর্গাদাস। পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামের জমিদার বংশের সন্তান। কলিকাতা হেয়ার স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স, ১৮৮৯ খ্রী. প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে দর্শনে প্রথম শ্রেণীতে বি.এ. এবং ১৮৯০ খ্রী. ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীতে এম.এ. পাশ করে ১৮৯৩ খ্রী. বিলাত যান এবং ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে এসে কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। কিন্তু বেশি দিন ব্যারিস্টারি করেন নি। ১৮৯৯ খ্রী. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ইন্দিরা দেবীকে বিবাহ করেন। আইন কলেজে অধ্যাপনা করতেন। কিছুকাল ঠাকুর এস্টেট ও দক্ষিণেশ্বরের দেবোত্তর এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্যে সুপণ্ডিত প্রমথ চৌধুরী ছিলেন বহু-পঠনশীল সাহিত্যিক। সঙ্গীতের প্রতিও তাঁর অনুরাগ ছিল। বাংলা সাহিত্যে তাঁর বিশেষ অবদান—সাহিত্যে চলিত ভাষাকে মর্যাদা দান এবং ১৯১৪ খ্রী. 'সবুজপত্র' প্রকাশ। এই পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে চলিত ভাষার একটি শক্তিশালী লেখকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই পত্রিকার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। অনেক বিদগ্ধ অথচ হাল্‌কা প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর ছদ্মনাম বীরবল থেকে বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট বীরবলী ধারা প্রবর্তিত হয়। তিনিই প্রথম স্যাটায়ারিস্ট বা বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধ-রচয়িতা। প্রবন্ধকার হিসাবে খ্যাত হলেও কবিতা এবং গল্পও রচনা করেছেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সনেট পঞ্চাশৎ' (১৯১৩) এবং দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'পদচারণ' (১৯১৯)। ফরাসী সনেটরীতি 'ট্রিয়লেট', 'তের্জারিমা' প্রভৃতি বিদেশী কাব্যবন্ধ প্রবর্তিত করেন। তাঁর রচিত গল্পগ্রন্থ 'চার-ইয়ারি কথা', 'আহুতি', 'নীললোহিত' প্রভৃতি বিখ্যাত। প্রমথ চৌধুরীর গল্প রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ' থেকে আলাদা রীতির। ১৩৪৪ ব. কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। ১৯৪৪ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গিরিশ ঘোষ' বক্তারূপে তাঁর ভাষণে বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেন। ১৯৪১ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'জগত্তারিণী পদক' লাভ করেন। এই বছরই আশুতোষ হলে প্রমথ-জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি 'বিশ্বভারতী' পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। [৩,৭,১৭,২৫,২৬]

প্রমথনাথ তর্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায় (১৮৬৫ - ১৯৪৪) ভাটপাড়া—চব্বিশ পরগনা। তারাচরণ

তর্করত্ন। পিতা কাশীর সুপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক ছিলেন এবং তাঁর জ্যেষ্ঠতাত সেকালের প্রখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন। প্রমথ-নাথ কাশীর দ্বারভাঙ্গা পাঠশালায় সাহিত্যের অধ্যা-পকরূপে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৮৯৮ খ্রী. কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের স্মৃতির অধ্যাপক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণী প্রবর্তিত হলে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন। ১৯২২ খ্রী. সংস্কৃত কলেজ থেকে অবসর নিয়ে ১৯২৩ খ্রী. বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। ১৩২৩ ব. যশোহরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের নবম অধিবেশনে দর্শন শাখার, ১৩৩১-১৩৩৩ ব. পর্যন্ত কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের, ১৩৩৪ ব. হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত হিন্দু সম্মেলনের, ১৯৪০ খ্রী. তিরুপতিতে অনুষ্ঠিত নিখিলভারত প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের বৈদিক শাখার তিনি সভাপতি ছিলেন। ময়মনসিংহের সম্মেলনের ভাষণে তিনি হিন্দু সমাজবিধির কালোচিত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কার্যত হিন্দু অনুন্নত জাতির উন্নতির জন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সহযোগিতা করে রক্ষণশীল হিন্দুদের বিরাগভাজন হন। ১৯১১ খ্রী. ভারত সরকার তাঁকে 'মহামহোপাধ্যায়' এবং ১৯৪২ খ্রী. বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ডি.লিট. উপাধি প্রদান করেন। বহু সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা এবং বহু সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। তাঁর রচিত মৌলিক বাংলা গ্রন্থ 'কর্মযোগ' (১৯০২)। অন্যান্য গ্রন্থ : 'মায়াবাদ', 'সনাতন হিন্দু', 'বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম' প্রভৃতি। এ ছাড়া বুদ্ধদেবের জীবনচরিত 'শাক্যসিংহ' ও বৌদ্ধ যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'মণিভদ্র' সাধারণ পাঠকের জন্য রচনা করেন। [৩,২৬,১৩০]

প্রমথনাথ দত্ত। বিপ্লবী দলের নির্দেশে প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে তিনি বিদেশে যাত্রা করেন। তুরস্ক দেশে 'দাউদ আলি' নাম নিয়ে যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বৈপ্লবিক প্রচারকার্য চালান এবং ঐ দেশে সংগঠন গড়ে তোলবার চেষ্টা করেন। আমেরিকায় তুরস্ক সরকারের সহায়তায় গদর পার্টির সভ্যদের নিয়ে ভারত আক্রমণের পরিকল্পনায় পান্ডুরঙ্গ খানখোজে, আগাসে ও প্রমথনাথ কনস্টাণ্টিনোপল থেকে বাগদাদ শহরে আসেন। কিন্তু বালুচিস্থানের সীমান্ত খুঁজে বার করতে গিয়ে তাঁরা ইংরেজ সেনার গুলিতে আহত ও বন্দী হন। পরে অপর দুই সঙ্গীর সঙ্গে তিনি বন্দী শিবির থেকে পালিয়ে যান। ১৯২১ খ্রী. তাঁর দলের লোক তাঁকে সোভিয়েট বৈদেশিক বিভাগের সাহায্যে পারস্য থেকে উদ্ধার করে মস্কো নিয়ে আসেন। এরপর লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী বিভাগে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত থাকেন। [৫৪]

প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়১ (১৮৬৪-১৯৫৬) ভবানীপুর—কলিকাতা। হরিমোহন। সুরশৃঙ্গার বাদকরূপে খ্যাত হলেও তিনি ধ্রুপদ ও খেয়াল রীতির গানেও অভিজ্ঞ ছিলেন। টপ্পা, ধ্রুপদ ও খেয়াল রীতির কণ্ঠসঙ্গীতে এবং বীণা, এসরাজ, সুরশৃঙ্গার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বিষয়ে ভারতের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ গুণীদের কাছে শিক্ষালাভ করে অসাধারণ পারদর্শিতা অর্জন করেন। বিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমাঞ্চলের সর্বভারতীয় সঙ্গীত আসরে বাঙলা থেকে প্রথম আমন্ত্রিত সঙ্গীতজ্ঞদের তিনি অগ্রণী ছিলেন। উত্তর ভারতের প্রায় সব বিখ্যাত আসরে আমন্ত্রিত হয়ে সঙ্গীত পরিবেষণে সুখ্যাতি অর্জন করেন। জীবনের শেষ ৫ বছর দিল্লীর সঙ্গীত নাটক আকাদেমির কার্যনির্বাহক পর্ষদের সদস্য ছিলেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে জিতেন্দ্রনাথ মিত্র, কুমুদেশ্বর মুখোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন মিশ্র, বিমলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, নৃসিংহ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। [৩]

প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়২ (১৮৭৮-৫.১১.১৯৬০)। মীর্জাপুর—উত্তরপ্রদেশে জন্ম। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি.এস-সি.। শিক্ষাবিদ্ হিসাবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। ১৯২০-৩৫ খ্রী. পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির 'মিন্টো প্রফেসার' ছিলেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এবং প্রভাবে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগদান করেন। ১৯২৩-৩০ খ্রী. বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য এবং ১৯৩৫-৪৬ খ্রী. কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য ছিলেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা গ্রহণের প্রতিবাদে জাতীয় কংগ্রেস পরিত্যাগ করে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সঙ্গে একযোগে জাতীয় দল (ন্যাশনালিস্ট পার্টি) গঠন করেন। ১৯৪২-৪৫ খ্রী. কেন্দ্রীয় আইন সভায় ন্যাশনালিস্ট পার্টির নেতা ছিলেন। কলিকাতা রামমোহন হলের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। ১৯৪৪-৪৯ খ্রী. ভারত-সভার অধ্যক্ষ এবং বহুদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেটের সভ্য ছিলেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী : 'A Study of Indian Economics', 'Public Administration in Ancient India', 'Public Finance of India', 'Indian Finance in the days of the Company', 'History of Indian Taxation'। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের তিনি জামাতা। [৩,১১৬]

প্রমথনাথ বসু (১২.৫.১৮৫৫ - ২৭.৪.১৯৩৫) গৈপুর—চব্বিশ পরগনা। তারাপ্রসন্ন। প্রখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ্। কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে এন্ট্রান্স ও ১৮৭৩ খ্রী. এফ.এ. পাশ করে কলিকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়বার সময় গিলক্রাইস্ট বৃত্তি পেয়ে উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ১৮৭৪ খ্রী. লন্ডন যান। ১৮৭৮ খ্রী. লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে স্নাতক এবং ১৮৭৯ খ্রী. রয়্যাল স্কুল অফ মাইনস্-এর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দেশে ফিরে ১৮৮০ খ্রী. জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াতে চাকরি পেলেও বিলাতে রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য ডেপুটি সুপারের বেশী পদোন্নতি হয় নি। ১৯০৩ খ্রী. তাঁর নিম্নস্থ জনৈক ইংরেজকে সুপার পদ দিলে তিনি পদত্যাগ করেন। চাকরি জীবনে তিনি মধ্যপ্রদেশের ধুল্লী ও রাজাহারা লৌহখনি আবিষ্কার করেন ; তারই ফলে ভিলাই কারখানা স্থাপন সম্ভব হয়েছে। ১৯০১ খ্রী. তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর কর্মজীবনের বিশিষ্ট কীর্তি—ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের গুরুমহিষানি অঞ্চলে লৌহখনির আবিষ্কার (১৯০৩-০৪) এবং সেই ভিত্তিতে জামশেদজী টাটাকে লৌহ-ইস্পাত কারখানা স্থাপনে রাজী করান। এ ছাড়া রাণীগঞ্জ, দার্জিলিং ও আসামে কয়লা, সিকিমে তামা এবং ব্রহ্মদেশেও খনিজ অনুসন্ধান করেছিলেন। রাজনৈতিক জীবনে বিলাতে ও ভারতে প্রথম শ্রেণীর নেতাদের বুদ্ধি ও সাহস যুগিয়েছেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগদান করেন। রাজনীতিক্ষেত্রে গঠনমূলক কাজে অগ্রণী ছিলেন। বিলাতে ইন্ডিয়া সোসাইটির কর্মসচিব এবং জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ স্থাপিত হলে বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্স্টিটিউটের (আজকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) প্রথম অধ্যক্ষ ও পরে পরিদর্শক হন। এসব প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হওয়ার অনেক পূর্বেই ১৮৮৭/৮৮ খ্রী. এ ব্যাপারে বক্তৃতা দেন ও প্রবন্ধাদি লিখেন এবং ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্য বিস্তারের জন্য বহু চেষ্টা করেন। বাঙলায় বিজ্ঞান প্রচারে অগ্রণী ছিলেন ; 'প্রাকৃতিক ইতিহাস' তাঁর বিশিষ্ট রচনা। পাঠ্যপুস্তকের বিষয় নির্বাচনে সহযোগিতার জন্য তিনি 'বেঙ্গল অ্যাকাডেমী অফ লিটারেচার' স্থাপন করেন। এটি পরে সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'A History of Hindu Civilization Under British Rule' (3 Vols.), 'Epochs of Civilization', 'Swaraj—Cultural and Political'। কলিকাতায় তাঁর পত্নী কমলাদেবীর নামাঙ্কিত গার্লস স্কুল একটি প্রখ্যাত শিক্ষালয়। [১,৩,৮]

প্রমথনাথ ভট্টাচার্য (১৯১১ - ৮.১১.১৯৭৩)। জীবনী-লেখক। ছদ্মনাম শঙ্করনাথ রায়। তিনি খ্যাতনামা যোগী কালীপদ গুহ রায়ের প্রধান শিষ্য ছিলেন। 'হিমাদ্রি' পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। সাংবাদিকতা ছাড়াও তিনি ভারতের সংস্কৃতি, দর্শন, ও সাধকগণের জীবনী সম্পর্কে বরাবর গবেষণা করে গেছেন। ভারতের বিভিন্ন সাধনমার্গী মঠ, মন্ডলী ও সারস্বত কেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ঐকান্তিক যোগাযোগ ছিল। ১৯৬৪ খ্রী. তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার পান। [১৬]

প্রমথনাথ মল্লিক, রায়বাহাদুর (১৮৭৬ - ২৩.৮.১৯৪৩)। বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই বহু গ্রন্থ ও সন্দর্ভ রচনা করেন। বাংলা গ্রন্থের মধ্যে 'অবকাশলহরী' (পদ্যগ্রন্থ), 'দয়া' (উপাখ্যান), 'দুটি-কথা' (ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ) তরুণ বয়সে রচিত। 'Origin of Caste', 'History of the Vaisyas in Bengal' প্রভৃতি গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থও রচনা করেন। প্রবীণ বয়সের রচনা 'কলিকাতার কথা' (২ খন্ড) এবং 'মহাভারত' ও 'চন্ডী' বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসনের অধিকারী। তাঁর 'The Mahabharat as it was, is and ever shall be' এবং 'The Mahabharat as a history and a drama' ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদগণের উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছে। কিছুকাল কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্থানীয় কমিটির সদস্য এবং বহু ইউরোপীয় কোম্পানীর ডিরেক্টর ছিলেন। [৫]

প্রমথনাথ মিত্র, পি. মিত্র (৩০.১০.১৮৫৩ - ২৩.৯.১৯১০) নৈহাটি—চব্বিশ পরগনা। বিপ্রদাস। ভারতে বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান সংগঠনের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। প্রমথনাথ ১৮৭৫ খ্রী. বিলাত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরলে গ্রামের লোকজন তাঁর পিতাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে বলেন ; কিন্তু পিতা তাতে রাজী না হয়ে কলিকাতায় এসে খ্রীষ্টান হন। কিন্তু পুত্র পি. মিত্র ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। যৌবনে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনতত্ত্বে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯০২ খ্রী. কয়েকজনের সহায়তায় বাঙলাদেশে 'অনুশীলন সমিতি' নামে প্রথম গুপ্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে তার সভাপতি হন। ইংল্যান্ডে পড়বার সময়ই তিনি আয়ার্ল্যান্ড ও রুশিয়ার বিপ্লবীদের কথা শুনে দেশে ফিরে বিপ্লবী দল গঠনের সংকল্প করেছিলেন। হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি করেন এবং বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর অনুরোধে রিপন কলেজে অধ্যাপনার কাজ নেন। খুব ভাল বক্তা এবং ইংরেজী লেখায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি কংগ্রেসে কোনও দিন যোগ দেন নি। ১৮৮৩ খ্রী.

সুরেন্দ্রনাথকে তৎকালীন সরকার আদালত অবমাননার দায়ে কারাদণ্ড দিলে তিনি সাতশো লোকের একটি দল যোগাড় করে কারাগার ভেঙেগ সুরেন্দ্রনাথকে উদ্ধারের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। ১৯০৬ খ্রী. তিনি 'নিখিল বঙ্গ বৈপ্লবিক সমিতি'র ও কলিকাতায় সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ বিপ্লবী সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি'র নায়ক পুলিন দাস তাঁর দ্বারাই বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। পরে আলীপুর বোমা মামলায় দলটি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তিনি বাঙালীদের শারীরিক ব্যায়ামের ওপর জোর দিতেন। 'অনুশীলন সমিতি'র আর্থিক দিক্‌টাও তাঁকেই দেখতে হত। ড. ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর রচিত গ্রন্থে তাঁর সম্বন্ধে সশ্রদ্ধচিত্তে বহু কথা লিখেছেন। ড. ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন 'মিত্তির সাহেব প্রায়ই বলতেন তিনি তিনবার বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা করেছিলেন। শেষেরটা সকলের জানা থাকলেও অপর দু'টি ভবিষ্যৎ গবেষকদের অনুসন্ধানের বিষয়'। [৩,১০,৫৪]

প্রমথনাথ রায় ১ (১৮৪৯ - ১৮৮৩) দীঘাপাতিয়া—রাজশাহী। দীঘাপাতিয়ার রাজা প্রসন্ননাথের পোষ্যপুত্র। ওয়ার্ড ইন্‌স্টিটিউশন থেকে প্রবেশিকা পাশ করে ১৮৬৭ খ্রী. বিষয়-সম্পত্তির ভার গ্রহণ করেন। তিনি স্বদেশে শিল্পকার্য প্রসারের জন্য কলিকাতা ও মুর্শিদাবাদ থেকে সুদক্ষ শিল্পী এনে কাজ শুরু করেছিলেন। রামপুর বোয়ালিয়ার প্রসন্ননাথ দাতব্য চিকিৎসালয়ের বাড়ি নির্মাণে এবং রাজশাহী বালিকা বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে অর্থদান করেন। তাঁরই অর্থসাহায্যে রামপুর বালিকা বিদ্যালয়ে বৃত্তির ব্যবস্থা এবং নাখিলা কাছারীতে দাতব্য ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৭৭ খ্রী. তিনি দিল্লীর দরবার থেকে 'রাজাবাহাদুর' উপাধি পান। তাঁর পুত্র প্রমদানাথ (১৮৭৬ - ১৯৩৩) বঙ্গীয় জমিদার সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও অবৈতনিক সম্পাদক এবং পূর্ববঙ্গ ও আসামের ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভার জমিদারগণ কর্তৃক মনোনীত সদস্য ছিলেন। [১]

প্রমথনাথ রায় ২। ভাগ্যকুল—ঢাকা। রাজা শ্রীনাথ। ভাগ্যকুলের জমিদার প্রমথনাথের লোকহিতকর কাজে বহু দানের মধ্যে সর্বপ্রধান ৫৫ লক্ষ টাকার একটি ট্রাস্ট গঠন। এর সাহায্যে বহু প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়। বহু ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান গঠন ও সুপরিচালনার গুণে তিনি প্রভূত সম্পদশালী হন। [১৭]

প্রমথলাল সেন (১৭.১২.১৮৬৬ - ৩০.৬.১৯৩০) কলিকাতা। নবীনচন্দ্র। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র। অ্যাল্‌বার্ট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করেন এবং দু'বছর কলেজে অধ্যয়ন করার পর কলেজ ছেড়ে ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করেন। ১৮৮৪ খ্রী. কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পরে তিনি কিছুকাল সাধু হীরানন্দ আদভানির সঙ্গে সিন্ধুদেশে কাটান। পরে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সহকারিরূপে কাজ করেন। ১৮৯৭ - ৯৯ খ্রী. ম্যাঞ্চেস্টার (অক্সফোর্ড) কলেজে ধর্মবিজ্ঞান পড়েন। দেশে ফিরে বিভিন্ন সংবাদপত্রাদিতে কাজ করতে থাকেন। ১৯০৬ খ্রী. নববিধান সমাজের প্রচারক হন। ছোটবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। ১৯১০ খ্রী. বিলাতে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী কবিতা প্রথম প্রকাশ করেন। ১৯১১ খ্রী. বার্লিন ধর্মমহাসভায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি এবং ১৯১৪ - ৩০ খ্রী. 'ভিক্টোরিয়া ইন্‌স্টিটিউশনের' কর্মসচিব ছিলেন। বহু বছর 'Interpreter and the Youngman', 'World and the New Dispensation' ও 'Navavidhan' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 'নালুদা' নামে বিশেষভাবে পরিচিত চিরকুমার প্রমথলাল খুব ভাল চিঠি লিখতে পারতেন। তাঁর কিছু চিঠি 'নালুদার চিঠি' নামে চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। [৩,৮২]

প্রমথেশ বড়ুয়া (২৪.১০.১৯০৩ - ২৯.১১.১৯৫১) গৌরীপুর—আসাম। প্রভাতচন্দ্র। রাজপরিবারে জন্ম। ছোটবেলা থেকেই শিকার, খেলাধুলা ও গান-বাজনায় তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। ১৯২০ খ্রী. কলিকাতা হেয়ার স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন এবং ১৯২৪ খ্রী. প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এস-সি. পাশ করেন। পিতার মৃত্যুর পর ১৯২৮ খ্রী. আসাম ব্যবস্থাপক সভায় মনোনীত সদস্যরূপে যোগ দেন এবং ১৯৩০ খ্রী. সদস্য নির্বাচিত হন। ব্যবস্থাপক সভায় দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দলের চীফ হুইপ ছিলেন। ১৯২৯ খ্রী. ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্মস্‌ লিমিটেডের বোর্ড অফ ডিরেক্টার্সের অন্যতম সভ্য হিসাবে চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গে যুক্ত হন। ঐ প্রতিষ্ঠানের 'পঞ্চশর' ছবিতে একটি ছোট ভূমিকায় প্রথম অভিনয় করেন। ১৯৩০ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন এবং ঐ বছরই ইউরোপে গিয়ে প্যারিসে চলচ্চিত্রবিষয়ে হাতে-কলমে কাজ শেখেন। ১৯৩১ খ্রী. 'বড়ুয়া ফিল্ম' নামে নিজস্ব চিত্রসংস্থা প্রতিষ্ঠা করে 'অপরাধী' চিত্রে নায়করূপে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। এই ছবিতেই এ দেশে প্রথম ঘরের মধ্যে কৃত্রিম আলোর সাহায্যে চিত্রগ্রহণের সূচনা হয়। পরিচালক হিসাবে তাঁর প্রথম সবাক ছবি 'বাংলা ১৯৮৩'। এরপর ১৯৩৩ খ্রী. নিউ থিয়েটার্সে যোগ দিয়ে 'দেবদাস', 'গৃহদাহ', 'মুক্তি', 'জিন্দেগী'

প্রভৃতি যুগান্তকারী ছবি সৃষ্টি করে ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সংযোজন করেন। শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে 'দেবদাস' ও 'গৃহদাহ' ছবি দু'টি তাঁকে পরিচালক ও অভিনেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করার পর বিভিন্ন স্টুডিওতে কয়েকটি ছবি করেন। তাঁর পরিচালিত ছবির সংখ্যা ২১, এর মধ্যে বাংলা ১৪ এবং হিন্দী ৭। কয়েকটি ছবির সুরকার হিসাবেও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। একজন ভাল বিলিয়ার্ড ও টেনিস খেলোয়াড় ছিলেন। [৩,৪,৭,২৬]

প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১০.৪.১৮৪৮-২৬. ৩.১৯৩০)। মেদিনীপুরে জন্ম। পৈতৃক নিবাস উত্তরপাড়া—হুগলী। উত্তরপাড়ার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষা শুরু। বি.এ. ও বি.এল. পাশ করে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। কিছুকাল পরে প্রথমে বিহারে ও শেষে এলাহাবাদে ওকালতি করতে যান। এখানে কিছুকাল ওকালতি করার পর ১৮৭২ খ্রী. বিচার বিভাগে চাকরি নেন এবং ক্রমে উন্নতি লাভ করে আগ্রার ছোট আদালতের বিচারপতির পদ লাভ করেন। ১৮৯৩ খ্রী. এলাহাবাদ হাইকোর্টের স্থায়ী বিচারপতি হন এবং ১৯২৩ খ্রী. অবসর-গ্রহণ করেন। অবসর-গ্রহণের কিছুদিন পূর্বে অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন। দু'বার এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-বিভাগীয় পরামর্শ সমিতির ডীন নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯১৩ খ্রী. 'স্যার' ও ১৯১৯ খ্রী. এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টর অফ ল' উপাধি পান। [১,৫,৭]

প্রমদাচরণ সেন (১৮.৫.১৮৬৯-২১.৬.১৮৯০?) কলিকাতা। পৈতৃক নিবাস সেনহাটী—খুলনা। হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা বৃত্তিসহ পাশ করে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়বার সময় ব্রাহ্মধর্মানুরাগী হওয়ায় পিতৃগৃহ থেকে বিতাড়িত হন। তিনি তখন নাকিপুর স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। পরে স্কুলটি উঠে গেলে কলিকাতা সিটি স্কুলে চাকরি গ্রহণ করেন। ১৮৮৩ খ্রী. বালক-বালিকাদের জন্য 'সখা' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে বালক-বালিকাদের সৎশিক্ষাদানের জন্য সচেষ্ট হন। রচিত গ্রন্থাবলী : 'মহাজীবনের আখ্যায়িকাবলী', 'চিন্তা-শতক', 'সাথী' প্রভৃতি। [১]

প্রমদাদাস মিত্র, রায়বাহাদুর (২০শ শতাব্দী?) কলিকাতা। বরদাদাস। রাজা রাজেন্দ্রলালের পৌত্র। অসাধারণ জ্ঞানানুরাগী ছিলেন। বারাণসী কলেজে ইংরেজী ও সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপনা করতেন। পণ্ডিতগণকে সংস্কৃতের সাহায্যে ইংরেজী শিক্ষা দিতেন। তিনি অনর্গল সরল সংস্কৃতে বক্তৃতা দিতে পারতেন। কাশী থেকে প্রকাশিত সংস্কৃত মাসিক 'পণ্ডিত' পত্রিকায় তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তা ছাড়া তিনি কয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থও রচনা করেছেন। [১]

প্রমীলা নাগ (?-১৩০৩ ব.) টাকি—চব্বিশ পরগনা। বিজয়চন্দ্র বসু। স্বামী—ডা. গঙ্গাকান্ত নাগ। মাতুল—ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ ও লালমোহন ঘোষ। ১২৯৮ ব. থেকে ১৩১৫-১৬ ব. পর্যন্ত যে কয়জন বঙ্গ-মহিলা কবিতা লিখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে তাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর লিখিত অধিকাংশ কবিতা 'সাহিত্য', 'বামাবোধিনী', 'ভারতী', 'নব্য-ভারত' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর সমস্ত কবিতায় একটা বেদনার সুর বর্তমান। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : 'প্রমীলা' (১৮৯০) এবং 'তটিনী' (১৮৯২)। [৪৪]

প্রমোদকুমার ঘোষাল (২৫.৯.১৯০৫-১৪.১০. ১৯৬১) কলিকাতা। প্রসন্নকুমার। ১৯২২ খ্রী. হিন্দু স্কুল থেকে বৃত্তিসমেত প্রবেশিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে আই.এস-সি. এবং ১৯২৬ খ্রী. প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ বি.এস-সি. পাশ করেন। এম.এ. পড়বার সময় প্রেসিডেন্সী কলেজ ছাত্র সমিতির সম্পাদক হন। ১৯২৮ খ্রী. বাঙলাদেশে অনুষ্ঠিত ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন। এই আন্দোলনের অপর বিশিষ্ট ছাত্রনেতা ছিলেন শচীন্দ্রনাথ মিত্র, রেবতীমোহন বর্মন, অক্ষয়কুমার সরকার, অমরেন্দ্রনাথ রায়, বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রভৃতি। এই বছরই জওহরলালের সভাপতিত্বে কলিকাতায় যে ছাত্র সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়, প্রমোদকুমার তার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং সম্মিলনীতে গঠিত নিখিলবঙ্গ ছাত্র সমিতির (এ.বি.এস.এ.) প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই এ.বি.এস.এ. ১৯৩০ খ্রী. এবং ১৯৩২-৩৩ খ্রী. ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। গঠনমূলক কার্যও এই সমিতি করত। প্রমোদকুমার সমিতির মুখপত্র 'India Tomorrow' পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। ১৯৩০ খ্রী. 'বঙ্গীয় আইন অমান্য পরিষদে'র কার্যকরী সমিতির সভ্য থাকার জন্য তিনি এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। উত্তরকালে নানাবিধ রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। 'নাগরিক কল্যাণ সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা। সাইমন কমিশন বর্জনকালে ছাত্র আন্দোলনের সূত্রে নেতাজীর সংস্পর্শ লাভ করেন। [৩,১০]

প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায় (১২৫৫ - জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ ব.) বাহেরক—ঢাকা। কবি ও সাধক। অত্যধিক আর্থিক অনটনের মধ্যে নর্ম্যাল স্কুলে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে একটি পাঠশালার পণ্ডিতের কাজ গ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই সঙ্গীত ও কাব্য রচনায় অনুরাগ ছিল। ১৪/১৫ বছর বয়সে যাত্রা, কবি ও হোলীর গান রচনা করে দল বেঁধে গান করতেন। তাঁর রচিত গানের মধ্যে শ্যামাসঙ্গীতই বেশি। তাঁর মৃত্যুর পর ময়মনসিংহের বিদ্যোৎসাহী জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী তাঁর কবিতা-গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। [১]

প্রসন্নকুমার ঠাকুর (২১.১২.১৮০১ - ৩০.৮.১৮৬৮) কলিকাতা। গোপীমোহন। স্বগৃহে, শেরবোর্ন স্কুলে ও ১৮১৭ খ্রী. হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করেন। পিতা ছিলেন হিন্দু কলেজের একজন প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক। পরে প্রসন্নকুমার ঐ কলেজের একজন পরিচালক (গভর্নর) হয়েছিলেন। দেশীয় স্মৃতি ও পাশ্চাত্য ব্যবহারশাস্ত্রে জ্ঞান থাকায় সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী পেশা গ্রহণ করে অল্প-দিনেই সুখ্যাতি লাভ করেন এবং সরকারী উকিল নিযুক্ত হন। পারিবারিক ব্যবসায় ও ভূসম্পত্তির তত্ত্বাবধানের জন্য ১৮৫০ খ্রী. ঐ পদ ত্যাগ করেন। ১৮৫৪ খ্রী. বড়লাটের শাসন পরিষদ্ গঠিত হলে প্রসন্নকুমার ক্লার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট হন। এই সময়ের বিখ্যাত বাঙালী ধনী বলে তিনি খ্যাত ছিলেন। শিক্ষাবিস্তারে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। পারিবারিক সূত্রে হিন্দু কলেজ পরিচালনা (১৮৩২ - ১৮৫৪) ছাড়া স্কুল সোসাইটি, বেনিভোলেন্ট সোসাইটি ও হিন্দু ফ্রী স্কুলে অর্থ ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতেন। রক্ষণশীল হিন্দু (১৮২৩ খ্রী. গৌড়ীয় সমাজের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক) হলেও রামমোহনের সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশ নেন, কিন্তু গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ ও বহু-বিবাহরোধে উৎসাহ প্রকাশ করেন নি। সাধারণভাবে স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহ ছিল। দ্বারকানাথের সঙ্গে জমিদার সভা ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা প্রতিষ্ঠা করে তিনি তার সভাপতি হন (১৮৬৭)। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতা পৌর সংস্থার সভ্য ছিলেন। 'রিফর্মার' (১৮৩১) নামে ইংরেজী সাপ্তাহিক ও 'অনুবাদক' নামে বাংলা পত্রিকা প্রকাশ তাঁর উল্লেখ-যোগ্য কৃতিত্ব। 'রিফর্মার' সমকালীন শিক্ষিত মহলের মুখপত্র ছিল। ১৮৩১ খ্রী. তাঁর শুঁড়ার বাগানে শিক্ষিত যুবকগণ ইংরেজী নাটক অভিনয় করেন। এদেশে দেশীয় লোকের পাশ্চাত্য রীতির অভিনয়ে এটিই প্রথম পদক্ষেপ। তিনিই বাঙালীর নিজস্ব প্রথম নাট্যশালা 'হিন্দু থিয়েটার'-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন (১৮৩১)। এদেশে খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রভাবরোধে সারাজীবন চেষ্টা করলেও এক-মাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন (প্রথম ভারতীয় ব্যারিস্টার) রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের কন্যাকে বিবাহ করে পিতা কর্তৃক ত্যাজ্যপুত্র হন। তাঁর বহু দান ছিল, তন্মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে তিন লক্ষ টাকা দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ টাকার সুদে প্রখ্যাত 'টেগোর ল' অধ্যাপক পদের প্রবর্তন হয়। জমিদারদের মুখপাত্র-রূপে সিপাহী বিদ্রোহের নৈতিক বিরোধিতা করেন এবং সরকার কর্তৃক সি.এস.আই. উপাধিতে ভূষিত হন (১৮৬৬)। তাঁর বিখ্যাত রচনা : 'An Appeal to Countrymen', 'Table of Succession according to the Hindu Law of Bengal'। [১,২,৩,৭,৮,২৫,২৬,১২৪]

প্রসন্নকুমার রায় (১৮৪৯ - ১৯৩২) শুভাড্যা—ঢাকা। ডক্টর পি. কে. রায় নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। ঢাকা পগোজ স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পাশ করেন। পরে গিলক্রাইস্ট বৃত্তি পেয়ে বিলাত যান। ১৮৭৩ খ্রী. লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এস-সি. এবং ১৮৭৬ খ্রী. এডিনবরা ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিজ্ঞানে ডি.এস-সি. উপাধি পান। মনীষী লর্ড হ্যালডেন তাঁর সমপাঠী ছিলেন। তাঁর এবং আনন্দমোহন বসুর চেষ্টায় বিলাতে ব্রাহ্মসমাজ, 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি' ও একটি পুস্তকালয় স্থাপিত হয়। দেশে ফিরে পাটনা কলেজ এবং ঢাকা কলেজে ও পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে থাকা কালে প্রথমে অস্থায়ী ও পরে স্থায়ী (১৯০২ - ১৯০৫) অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। তিনিই ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম এই পদের অধি-কারী হন। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ও অবসর-গ্রহণের পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজগুলির ইন্‌স্পেক্টর হন। কর্ম-জীবনের মধ্যে দুই বছরের জন্য ভারত সচিবের শিক্ষা বিষয়ের পরামর্শদাতা হয়ে ইংল্যাণ্ড যান। যৌবনে ব্রাহ্মধর্মে অনুরাগী হওয়ার জন্য পিতৃগৃহ থেকে বিতাড়িত হন এবং কেশবচন্দ্রের কাছে ব্রাহ্ম-ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। দেশহিতব্রতী দুর্গা-মোহন দাসের কন্যা সরলা দেবীকে বিবাহ করেন। কিছুদিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংস্রবে ধর্মতত্ত্ব আলোচনার জন্য 'থিওলজিক্যাল ইন্‌স্টিটিউশন' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ প্রখ্যাত ব্যক্তিগণও যুক্ত ছিলেন। হাজারি-বাগে মৃত্যু। [১,৩,২৫,২৬]

প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী (১৮২৫-১৮৮৬) রাধানগর—হুগলী। যদুনাথ। গ্রামের পাঠশালায় সংস্কৃত, বাংলা ও ফারসী শিখে নবপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। এখানে কৃতিত্বের সঙ্গে জুনিয়র ও সিনিয়র বৃত্তি পাশ করে স্বর্ণপদক ও পুরস্কার পান। শিক্ষান্তে কিছুদিন ঢাকা কলেজে অধ্যাপনার পর তিনি মুর্শিদাবাদ রাজসরকারে উচ্চপদ লাভ করেন। তারপর বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় প্রথমে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। এই সম্মান তিনি ভিন্ন অন্য কোনও কায়স্থের ভাগ্যে ঘটে নি। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধ ঘটায় তাঁকে অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সকল ছাত্র, অধ্যাপক ও কর্মচারীরা কলেজ ত্যাগ করলে প্রসন্নকুমার পুনর্নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে প্রেসিডেন্সী বিভাগের পরিদর্শক করে সংস্কৃত কলেজ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর বহরমপুর কলেজে অধ্যক্ষ ও প্রেসিডেন্সী কলেজে ইতিহাস ও ইংরেজীর অধ্যাপক হয়েছিলেন। অধ্যাপকরূপে অসীম জনপ্রিয়তার অধিকারী এবং বহু সার্থকনামা ছাত্রের শিক্ষক ছিলেন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল এবং বিদ্যাসাগর তাঁকে সংস্কৃত এবং তিনি বিদ্যাসাগরকে ইংরেজী শেখাতেন। গণিত ও জ্যোতিষে বিশেষ আগ্রহ ছিল। সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে তৎকালে প্রচলিত দেশী ও বিদেশী ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণ করে পণ্ডিত-সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। উত্তরকালে বাংলা ভাষায় অঙ্কশাস্ত্র ও অঙ্কের পরিভাষা সৃষ্টি করে বীজগণিত ও পাটিগণিত রচনা তাঁর অক্ষয় কীর্তি। মধুসূদন ও বিদ্যাসাগরের বিপদের দিনে সাহায্য করে তিনি মানবতার পরিচয় দেন। মহাভারত অনুবাদে কালীপ্রসন্ন সিংহকে, অভিধান প্রণয়নে তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে ও শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশে সত্যব্রত সমাধ্যায়ীকে সাহায্য করেন। পিতার 'সঙ্গীত-লহরী' গ্রন্থ প্রকাশ ও স্বগ্রামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা তাঁর অপর কীর্তি। বিখ্যাত ডাক্তার সূর্যকুমার তাঁর অনুজ। [১,৫,২৫,২৬]

প্রসন্নকুমার সেন, রায়সাহেব (সেপ্টে. ১৮৮৪-সেপ্টে. ১৯৩৫) নোয়াপাড়া—চট্টগ্রাম। মেধাবী ও অধ্যবসায়ী ছিলেন। আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য পাঠরত অবস্থায় গৃহ-শিক্ষকের কাজ করে নিজের খরচ চালাতেন। ১৯০৫ খ্রী. স্বদেশী আন্দোলনের সময় দশম শ্রেণী থেকে স্কুল ছাড়েন এবং কিছুদিন পর চট্টগ্রাম রেলস্টেশনে পনরো টাকা মাইনের চাকরি পান। পরে খ্যাতনামা ব্যবসায়ী আবদুর রহমানের কেরানী ও ক্রমে ম্যানেজার হন। কয়েক বছর পর স্বাধীন ব্যবসায়ের দিকে মন দিয়ে প্রথমে একটি মনিহারী দোকান করেন ও ক্রমে বর্মা অয়েল কোম্পানীর এজেন্সী নেন। ১৯১২ খ্রী. চালমুগরা তেলের ব্যবসায় শুরু করেন। নানা সুগন্ধ দ্রব্যাদিও তাঁর কারখানায় তৈরী হত। ১৯২০ খ্রী. রহমানের চাকরি ছেড়ে ঐ বছরই বিরাট তেলের ও চালের কল এবং 'কটন জিনিং ফ্যাক্টরী' নামে সুতার কল স্থাপন করেন। তিনি ১৯৩৩ খ্রী. তাঁর বিরাট সৌধ 'প্রসন্নধামে'র শীর্ষে 'গৌরজগৎ' স্থাপন করেছিলেন। এটি এখনও শিল্প ও ভাস্কর্যের নিদর্শন এবং ধর্মের স্থান হিসাবে চট্টগ্রামের অন্যতম দর্শনীয় বস্তু। চট্টগ্রামের বহু বিশিষ্ট ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল এবং তিনি পৌরসভার একজন সদস্য ছিলেন। [১]

প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্ন। ১৯শ শতাব্দীর নবদ্বীপের রাজপুরোহিতবংশীয় একজন প্রধান পণ্ডিত। গোলোকনাথ ন্যায়রত্নের ছাত্র ছিলেন। লক্ষ্ণৌয়ের বাবুলাল নামক একজন ধনী ব্যক্তি তাঁর টোলগৃহ তৈরী করে দিয়েছিলেন। এইটিই নবদ্বীপের 'পাকা টোল' নামে বিখ্যাত। এই টোলে মিথিলা, দিল্লী, লাহোর, মাদ্রাজ, পুরী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ছাত্ররা এসে অধ্যয়ন করত। [১,৯০]

প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন, মহামহোপাধ্যায় (১৮৪২-৮.১১.১৯১৪) আটপাড়া—ঢাকা। স্বরূপচন্দ্র চক্রবর্তী। টোলে কলাপ ব্যাকরণ ও সংস্কৃত অধ্যয়ন করে কিছুদিন ঢাকায় জমিদারের নকলনবীশের কাজ করেন। এই কাজ ভাল না লাগায় আবার পড়া শুরু করেন। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে নর্মাল স্কুলে ভর্তি হন এবং শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক হন। পরে ঢাকা কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপনা করেন। 'ঢাকা সারস্বত সমাজ' প্রতিষ্ঠা তাঁর প্রধান কীর্তি। তিনি আমৃত্যু এই সমাজের সম্পাদক ছিলেন। এই সমাজের দ্বারা পূর্ববঙ্গে সংস্কৃতচর্চার বহুল প্রচার হয়। বাংলা ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য সমাজ কর্তৃক 'সারস্বত' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হত। বঙ্গীয় সংস্কৃত পরীক্ষা সমিতির সভ্য হিসাবে তিনি অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দেন। ১৯০৯ খ্রী. সরকার তাঁকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি কয়েকটি স্কুলপাঠ্য বাংলা পুস্তক রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে 'সাহিত্য প্রবেশ ব্যাকরণ'-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। [১,২,২৫,২৬,১৩০]

প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন (১২২৩-১১.১.১২৯৭ ব.) বিল্বপুষ্করিণী—নদীয়া। রামতনু বিদ্যাবাচস্পতি বন্দ্যোপাধ্যায়। নবদ্বীপের বিখ্যাত নৈয়ায়িক শ্রীরাম শিরোমণির শিষ্যরূপে সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করে

'ন্যায়রত্ন' উপাধি লাভ করেন। তাঁর স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়নের জন্য বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ছাত্রগণ আসত। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের নৈয়ায়িক-অধ্যাপকের পদ পেয়েও তিনি গ্রহণ করতে স্বীকৃত হন নি। ১৮৮৭ খ্রী. প্রথম 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি-প্রাপ্ত পণ্ডিতগণের মধ্যে তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। [১৩০]

প্রসন্ননাথ রায় (?-১৮৬১) দীঘাপাতিয়া—রাজশাহী। ভূম্যধিকারী প্রাণনাথ রায়ের পোষ্যপুত্র ছিলেন। প্রাণনাথের মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হন। বিভিন্ন সৎকাজে তিনি বহু অর্থ দান করেছেন। দীঘাপাতিয়া থেকে রাজশাহী সদর পর্যন্ত একটি প্রশস্ত রাস্তার জন্য এককালীন ৩৫ হাজার টাকা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কয়েক হাজার টাকা সরকারকে দিয়েছিলেন। এ ছাড়া দীঘাপাতিয়ার ইংরেজী বিদ্যালয় এবং নাটোর ও রাজশাহী সদরে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করে তা রক্ষার জন্য সরকারকে এক লক্ষ টাকা দেন। তাঁর বদান্যতার জন্য সরকার তাঁকে ১৮৫৪ খ্রী. 'রাজাবাহাদুর' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। ১৮৫৭ খ্রী. কিছুকালের জন্য রাজশাহীর সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। [১]

প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী, রায়বাহাদুর (১৮৫৪-জুলাই ১৯৩৩) ভারেঙ্গা—পাবনা। জমিদার বংশে জন্ম। ১৮৭৭ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে 'রাজা রাধাকান্ত দেব স্বর্ণপদক' পান। কিছুকাল পরে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহকারী হয়ে প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণা করেন। ১৮৭৯ খ্রী. আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পাবনায় ওকালতি শুরু করে অল্পকাল মধ্যেই বিখ্যাত হন। ১৮৯৫ খ্রী. পাবনার সরকারী উকীল নিযুক্ত হন এবং ১৯২৮ খ্রী. অবসর-গ্রহণ করেন। তিনি বাঙলার প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অন্যতম ছিলেন। মাধাইনগরের তাম্রশাসন সম্বন্ধে তাঁর পাঠোদ্ধারই শুদ্ধ ব'লে বিবেচিত হয়েছিল। সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ছিল। স্বরচিত টীকাসহ গায়ত্রীর 'শঙ্করভাষ্য' ও 'সায়ণভাষ্য' এবং আরও দুই রকম ভাষ্য প্রকাশ করেছিলেন। ব্যবহারশাস্ত্রেও গভীর জ্ঞান ছিল। এই বিষয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থদ্বয় : 'Confessions and Evidence of Accomplices' এবং 'Prosecutions in False Cases'। নিজগ্রামে 'ভারেঙ্গা অ্যাকাডেমী' ও মায়ের নামে হরসুন্দরী চতুষ্পাঠী এবং পাবনা টাউনে দর্শনশাস্ত্রের আলোচনার জন্য টোল স্থাপন করেন। পাবনা পুরতন্ত্রের সভাপতি ছিলেন। তিনি 'প্রমোদ' নামে একটি হাস্যরসাত্মক গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখতেন। [১,৫]

প্রসন্নময়ী দেবী (১৮৫৭-২৫.১১.১৯৩৯) পাবনা। দুর্গাদাস চৌধুরী। স্বামী—কৃষ্ণকুমার বাগচী। আশুতোষ চৌধুরী ও প্রমথ চৌধুরী তাঁর অনুজ এবং প্রখ্যাত কবি প্রিয়ম্বদা দেবী তাঁর কন্যা। ১২ বছর বয়সে রচিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আধ-আধ-ভাষিণী' প্রকাশিত হয়। তিনি 'মাতৃমন্দির', 'ভারতবর্ষ' এবং 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকার নিয়মিত লেখিকা ছিলেন। ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী প্রসন্নময়ী কিশোর বয়সে লিখেছিলেন—'হবে নাকি এই দেশে ব্রাহ্মধর্মাচার'। গদ্য রচনাতেও পারদর্শিনী ছিলেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ 'বনলতা' ও 'নীহারিকা' এবং উপন্যাস 'অশোকা', 'পূর্বকথা', 'আর্যাবর্ত' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর অধিকাংশ কবিতার মধ্যেই স্বদেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। রাজনারায়ণ বসু তাঁর গ্রন্থাবলীর একজন ভক্ত পাঠক ছিলেন এবং তিনি প্রসন্নময়ীকে 'মা' বলে ডাকতেন। [৭,৪৪]

প্রসাদ সিংহ (১৩২৮-১৪.৮.১৩৭২ ব.) কলিকাতা। একজন খ্যাতনামা চিত্র-সাংবাদিক। 'উল্টোরথ' ও 'সিনেমা জগৎ' পত্রিকার অন্যতম কর্ণধার এবং প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। মৃত্যুর কয়েকবছর পূর্বে চিত্র-প্রযোজনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। [৪]

প্রাণকৃষ্ণ আচার্য (আগস্ট ১৮৬১-জুন ১৯৩৬) পাবনা। হরেকৃষ্ণ। বৃত্তিসহ প্রবেশিকা, এফ.এ. এবং বি.এ. পরীক্ষা পাশ করেন। পরে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। সেখানকার শেষ পরীক্ষায় গুডিভ বৃত্তি পেয়ে ইডেন হাসপাতালের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। কিন্তু কিছুদিন পর ইংরেজ অধ্যক্ষের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে পদত্যাগ করেন। এরপর স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করে খ্যাতিমান হন। শেষ-জীবনে বিভিন্ন দেশীয় রাজপরিবারের গৃহ-চিকিৎসক হয়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। ছাত্রাবস্থায় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর সান্নিধ্য লাভ করে সংসারে প্রবেশের পর ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ১৯০৫ খ্রী. বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। স্বদেশী শিল্পের উন্নতির জন্য বহু অর্থ ব্যয় করেছেন। শিক্ষা-বিস্তারের কাজেও তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। হাওড়ার বাণীবন পল্লীতে বালিকাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য বহু পরিশ্রম ও অর্থসাহায্য করেন। 'সোসাইটি ফর দি ইম্‌প্রুভমেণ্ট অফ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস' নামক সমিতির কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি দরিদ্র

ছাত্রদের পড়ায় সাহায্যের জন্য অর্থদানের ব্যবস্থা করে গিয়েছেন। [১]

প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী। চন্দননগর—হুগলী। মধুসূদন। কলিকাতার জর্জ হেণ্ডারসন কোম্পানীতে প্রথমে সামান্য মাহিনায় চাকরি করে, পরে ঐ কোম্পানীর মুৎসুদ্দি হন। তিনি চন্দননগরের প্রথম মেয়র এবং ফ্রান্সের প্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙালী সদস্য নিযুক্ত হন। বিদেশে উচ্চশিক্ষালাভার্থীদের জন্য 'প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী ফণ্ড' নামে একটি ভাণ্ডার সৃষ্টি করেন। এরই সাহায্যে প্রথম আই.এম.এস. ডাক্তার ধর্মদাস বসু বিলাত যান। এর একটি শর্ত থাকে যে বিলাত থেকে ফিরে অন্য একটি ছাত্রকে অনুরূপ শর্তে উচ্চশিক্ষার্থে বিলাতে প্রেরণ করতে হবে। [১]

প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস (১৭৬৪ - ১৮৩৬) খড়দহ—চব্বিশ পরগনা। রামহরি। তিনি কুচবিহার কালেক্টরের দেওয়ানী করে এবং সওদাগারিতে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন। বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত, ফারসী ও ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি বহু অর্থব্যয়ে 'প্রাণতোষিণী', 'বৈষ্ণবামৃত', 'বিষ্ণুকৌমুদী', 'ভাস্কৌমুদী', 'শব্দাম্বুধি', 'ক্রিয়াম্বুধি', 'ঔষধাবলী' প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ করে বিতরণ করেন। রাধাকান্ত দেবের 'শব্দকল্পদ্রুম' সম্পূর্ণ হবার পূর্বেই তিনি অকারাদিক্রমে শ্লোকবন্ধে 'শব্দাম্বুধি' গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলেন। নিজগ্রামে বহু বাণলিঙ্গ ও চতুর্দশটি দেবমন্দির এবং পঞ্চবটী প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া আনরপুর পরগনায় নিজ জমিদারীতে কালী স্থাপনা করেছিলেন। [১,২,৬৪]

প্রাণকৃষ্ণ লাহা (১৭৯০ - ১৮৫৩) কলিকাতা। রাজীবলোচন। কিছু ইংরেজী শিখে তিনি প্রথমে চুঁচুড়ার এণ্ড্রু সাহেবের পুস্তকালয়ে কেরানীর কাজ ও পুস্তকালয়টি উঠে গেলে চুঁচুড়ার আদালতে কাজ করেন। পরে কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্টের একজন অ্যাটর্নির প্রধান কেরানী হন। এরপর কোম্পানীর কাগজ ক্রয়-বিক্রয় এবং আফিং ও লবণের ব্যবসায় করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। মতিলাল শীল তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং তাঁর সহায়তায় তিনি সণ্ডার কোম্পানী এবং আরও কয়েকটি সওদাগরী কোম্পানীর প্রধান মুৎসুদ্দি হয়েছিলেন। ১৮৩৯ খ্রী. নিজস্ব সওদাগরী অফিস স্থাপন করেন। তৎকালের একজন বিখ্যাত সওদাগর ব'লে তিনি দেশ-বিদেশে পরিচিত ছিলেন। [১]

প্রাণগোপাল গোস্বামী (১২৮৩ - ২৮.২.১৩৪৮ ব.)। একজন খ্যাতনামা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং ধর্মগ্রন্থাদি আলোচনায় সুবক্তা ছিলেন। বাংলায় বিশদ বিবৃতি-সমেত তাঁর সঙ্কলিত শ্রীমদ্‌জীবগোস্বামীর ষট্‌সন্দর্ভের 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ', 'ভক্তিসন্দর্ভ' ও 'প্রীতি-সন্দর্ভ' এবং শ্রীমদ্ভাগবতের 'উদ্ধব সংবাদ' গ্রন্থগুলি বৈষ্ণবসাহিত্যে তাঁর অপূর্ব দান। [৫]

প্রাণতোষ ঘটক (২৪.৫.১৯২৩ - ২২.৭.১৯৭০)। কলিকাতার টাউন স্কুল থেকে প্রবেশিকা এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। এম.এ. ও আইন পড়তে পড়তে 'বসুমতী' পত্রিকায় যোগ দেন। এই সময় গল্প ও উপন্যাস লিখতে শুরু করেন। রচিত 'পঙ্গপাল' গ্রন্থটি তাঁকে লেখক-সমাজে প্রতিষ্ঠা দেয়। 'মাসিক বসুমতী'র ভার নিয়ে তিনি পত্রিকাটির সম্পূর্ণ নূতন রূপ দেন এবং ঐ পত্রিকায় বাঙলাদেশের আধুনিক ও প্রতিষ্ঠিত লেখক ও শিল্পীদের আমন্ত্রণ করে আনেন। এছাড়া তিনি দলমত-নির্বিশেষে প্রায় সব লেখককেই এক জায়গায় মেলাতে পেরেছিলেন। তিনি প্রায় ২০টি গ্রন্থের রচয়িতা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'আকাশ পাতাল', 'রাজায় রাজায়', 'মুক্তাভস্ম', 'খেলাঘর', 'তিনপুরুষ' প্রভৃতি। 'রত্নমালা' নামে একটি নূতন ধরনের অভিধানও তিনি প্রণয়ন করেছিলেন। [১৭]

প্রাণধন বসু (মে ১৮৫২ - জানু. ১৯৩৯) কলিকাতা। ১৮৮০ খ্রী. কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেন। দেশের বিভিন্ন জনহিতকর কাজ ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি দেশীয় ও বিদেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রবিষয়ক পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখতেন। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ছিলেন। [১]

প্রাণনাথ দত্ত (১৮৪০ - ১৫.৯.১৮৮৮) কলিকাতা। লোকনাথ। হাটখোলা দত্ত পরিবারে জন্ম। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী ও হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। পণ্ডিতগণের সাহায্যে স্বগৃহে সংস্কৃত, ফারসী ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা শেখেন। সাহিত্যচর্চার সূচনায় তিনি রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'-এ এবং 'রহস্য সন্দর্ভ' পত্রিকায় ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভারতী' পত্রিকায় লেখক ছিলেন। পরে এপ্রিল ১৮৭২ খ্রী. 'রহস্য সন্দর্ভ' পত্রিকার সম্পাদক হন। এ বিষয়ে রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেন। পত্রিকা-সম্পাদক হিসাবে তাঁর দ্বিতীয় প্রচেষ্টা 'বসন্তক' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা (জানুয়ারী ১৮৭৪) ও পরিচালনা। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও কার্টুন-প্রধান 'বসন্তক' পত্রিকার স্থান সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে ঐতিহ্যময়। পত্রিকাটিতে তাঁর নিজের অঙ্কিত ব্যঙ্গচিত্র ও নানা রচনা প্রকাশিত হত। পিতার মৃত্যুর পর 'সুচারুযন্ত্র' নামে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে 'বসন্তক' ছাপতে থাকেন। তাঁর অপর উল্লেখযোগ্য কীর্তি

কালিদাস ও অন্যান্য ভারতীয় কবিদের রচিত সংস্কৃত কাব্যাদির ইংরেজী ভূমিকা-সংবলিত গ্রন্থ প্রকাশ। টমাস মুরের 'লালা রুখ'-এর 'পদ্মমুখী' নামে পদ্যানুবাদ তাঁর অন্যতম উল্লেখযোগ্য রচনা। ১৮৭২ খ্রী. তিনি 'সংশোধিত মানচিত্রাবলী' অঙ্কন করে প্রকাশ করেন। নির্বাচনপ্রথার দাবিতে ১৮৭৪-৭৭ খ্রীষ্টাব্দের মিউনিসিপ্যাল আন্দোলনের তিনি অন্যতম নেতা ছিলেন। এই আন্দোলনের ফলে ১৮৭৬ খ্রী. বিধিবন্ধ নূতন মিউনিসিপ্যাল আইন অনুসারে কলিকাতা কর্পোরেশনে প্রথম নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হয়। তিনি প্রথম নির্বাচিত সদস্যদের অন্যতম। আমৃত্যু ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এবং শিশিরকুমার ঘোষ প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান লীগে'রও তিনি সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ১৯শ শতাব্দীর এই বিখ্যাত পত্রিকা-সম্পাদক, অনুবাদক ও কার্টুন-শিল্পী—নাট্যকার ও সমাজহিতৈষী হিসাবেও পরিচিত ছিলেন। রচিত নাটক : 'প্রাণেশ্বর নাটক' (১৮৬৩) ও 'সংযুক্তা স্বয়ম্বর' (১৮৬৭)। [৩]

প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় (? - ১৩৪১ ব.) আমুলিয়া—নদীয়া। কেদারনাথ। বিহার ও উড়িষ্যা সরকারের অডিটর ছিলেন। সরকারী কাজের মধ্যেই বাংলা সাহিত্যের চর্চা করতেন। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'অহোম রাজ্যের অতীত স্মৃতি' ও আরও কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। মানভূম ও পুরুলিয়া থেকে 'প্রতিষ্ঠা' নামে একটি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। স্বগ্রামে পিতার নামে 'কেদারনাথ স্মৃতি লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর রচিত 'আহোমসতী', 'মীবার নলিনী', 'গিরি-কাহিনী', 'নীলাম্বর' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। [৫]

প্রিয়নাথ কর (১২৫৩ ব.-?) রাজপুর—চব্বিশ পরগনা। বৃন্দাবনচন্দ্র। জননীর মাতুল বাগ্মী ও স্বদেশহিতৈষী রামগোপাল ঘোষের বাড়িতে প্রিয়নাথের জন্ম এবং সেখানেই তিনি বাল্যে প্রতিপালিত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আমলে সংস্কৃত কলেজে ও পরে হেয়ার স্কুলে পড়াশুনা করেন। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে তিনি বেঙ্গল অফিসে চাকরি গ্রহণ করেন। নির্ভীকতা ও স্পষ্টবাদিতার জন্য চাকরিতে তিনি বিশেষ প্রতি-পত্তি লাভ না করলেও এই সুযোগে তিনি বাঙলা-দেশের শাসন সম্বন্ধে অনেক তথ্যের সংস্রবে এসে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করেন। বাঙলার প্রথম দৈনিক পত্র 'সুলভ সমাচার' যাতে স্থায়ী হয় তার জন্য তিনি নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। প্লেগ হাঙ্গামার সময় তিনি ডা. হেমচন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে মিলিতভাবে পাড়ায় হাসপাতাল স্থাপন ও অন্যান্য ব্যবস্থার জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করেন। জুরি-বিচার-প্রথা বন্ধ করে দেওয়ায় 'রেইস অ্যাণ্ড রায়ত'-এর সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিলাতে পার্লামেণ্টের সভ্যদের মধ্যে এর প্রতিকূলে যে আন্দোলন চালান তার মূলে প্রিয়নাথ ছিলেন এবং তার অধিকাংশ ব্যয়ভার তিনিই বহন করেন। বিদ্যা-সাগর প্রথম যে বিধবা-বিবাহ দেন, নিমন্ত্রিত প্রিয়নাথ তাতে উপস্থিত ছিলেন। তারকেশ্বরের মোহান্তের এলোকেশী সংক্রান্ত মোকদ্দমায় ডাবলিউ. সি. ব্যানার্জিকে নিযুক্ত করিয়ে যাঁরা মোহান্তকে দণ্ডিত করান ও নবীনের উদ্ধারসাধন করেন, প্রিয়নাথ তাঁদের অন্যতম। [১৪৯]

প্রিয়নাথ মল্লিক (১২৫৪ - ১৩.২.১৩৩৫ ব.) সিঙ্গুর—হুগলী। ১৮৬৯ খ্রী. আলীপুর আদা-লতে ওকালতি শুরু করেন। ৪৫ বছর কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য ছিলেন। দরিদ্র নারায়ণ সেবা উপলক্ষে ৫০ হাজার টাকা দান করেন। [৫]

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়। চুয়াডাঙ্গা—নদীয়া। বাংলায় গোয়েন্দা গল্প-রচনার পথিকৃৎ। পুলিস কর্মচারী ছিলেন। তিনি 'দারোগার দপ্তর' নামে একটি মাসিক পত্রিকা ১২৯৭ ব. থেকে ১২ বছর প্রকাশিত করেছিলেন। ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর গল্পগুলি পরে 'ডিটেক্‌টিভের গল্প' নামে পুস্তকা-কারে ছাপা হয়। রচিত গ্রন্থ : 'তান্তিয়া ভিল', 'ডিটেক্‌টিভ পুলিশ' (৬ খণ্ড), 'ঠগি কাহিনী', 'বুয়ার যুদ্ধের ইতিহাস' প্রভৃতি। [১]

প্রিয়নাথ সেন (১০.১১.১৮৫৪ - ২৫.১০.১৯১৬)। পিতা সাহিত্যরসিক মহেন্দ্রনাথ। সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রিয়নাথ ছিলেন 'সাত সমুদ্রের নাবিক'। বাংলা, ইংরেজী, ফরাসী এবং ইতালীয় ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল। বিহারীলাল চক্রবর্তী, প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁর অধিকাংশ গদ্য-রচনার বিষয়বস্তু—রবীন্দ্রনাথের কাব্য ব্যাখ্যান বা সাহিত্যদ্বন্দ্বে রবীন্দ্রনাথকে সমর্থন। মোপাসাঁ ও রাস্কিন সম্বন্ধেও তাঁর রচনা উল্লেখযোগ্য। মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থে (১৩৪০ ব.) তাঁর সমস্ত গদ্যরচনা সঙ্কলিত হয়। তিনি কবিতাও লিখতেন। তাঁর ইংরেজী কবিতা এড্‌মণ্ড গস্‌-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যৌবনকাল থেকেই বন্ধুত্ব ও সহোদরসুলভ প্রীতি ছিল। এই সম্বন্ধ প্রায় ২০ বছর অক্ষুণ্ণ ছিল। দারুণ অর্থকষ্টের সময় রবীন্দ্রনাথ প্রিয়-নাথের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল ছিলেন। কবির পত্রাবলীতে তা উল্লিখিত আছে। [৩,৮৭]

প্রিয়নাথ সেন, ড. (১৮৭৪ - ১৭.১০.১৯০৯) যপসা—ফরিদপুর। দিননাথ। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৮৮৯ খ্রী. কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পাশ করে প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি, কলিকাতা প্রেসি-ডেন্সী কলেজ থেকে ১৮৯১ খ্রী. এফ.এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে 'ডফ বৃত্তি' ও পরে বি.এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে রাধাকান্ত সুবর্ণ পদক এবং 'ঈশান বৃত্তি' লাভ করেন। বিলাতে অধ্যয়নের জন্য প্রস্তাবিত রাজকীয় বৃত্তি প্রত্যাখ্যান করে তিনি ১৮৯৪ খ্রী. এম.এ. পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ১৮৯৬ খ্রী. বি.এল. পাশ করে ১৮৯৭ খ্রী. কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। ১৮৯৯ খ্রী. তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। আইন বিষয়ে গবেষণার জন্য ১৯০৫ খ্রী. 'ডি.এল.' উপাধি পান এবং অল্পকালের মধ্যেই হাইকোর্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবিরূপে পরিগণিত হন। ১৯০৯ খ্রী. 'ঠাকুর-ল'-এর অধ্যাপক, কয়েক বছর বি.এল. পরীক্ষার পরীক্ষক এবং 'Faculty of Law and Board of Studies in Law' সমিতির অতিরিক্ত সভ্য ও 'Law Journal' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। তিনি বেদান্ত-দর্শন বিষয়ে একটি গ্রন্থও রচনা করেন। [২৫]

প্রিয়ম্বদা দেবী ১। কোটালিপাড়া—ফরিদপুর। শিবরাম সার্বভৌম। সম্ভবত ১৬শ শতাব্দীর শেষ-ভাগে জন্ম। স্বামী পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিত রঘুনাথ মিশ্র। ধনী পিতা কন্যাকে ভূসম্পত্তি দিয়ে 'মাঝ-বাড়ী' গ্রামে স্থিত করেন। পিতার যত্ন ও শিক্ষা-গুণে প্রতিভাশালিনী প্রিয়ম্বদা কাব্যে, সাহিত্যে ও ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বালিকা বয়স থেকেই সংস্কৃত ভাষায় যেমন অনর্গল কথা বলতে পারতেন তেমনি কবিতা রচনায় পারদর্শিনী ছিলেন। কুলদেবতা শ্রীগোবিন্দদেবের উদ্দেশ্যে তাঁর রচিত সংস্কৃত কবিতাটি ইংরেজীতেও অনূদিত হয়েছে। তিনি 'শ্যামারহস্য' নামে তন্ত্রগ্রন্থ, 'মদালসা' উপাখ্যানের দার্শনিক টীকা এবং মহাভারতের মোক্ষধর্মের একটি সুবিস্তৃত টীকা প্রণয়ন করে-ছিলেন। [৪৪]

প্রিয়ম্বদা দেবী ২ (১৮৭১ - ১৯৩৫) গুনাই-গাছা—পাবনা। কৃষ্ণকুমার বাগচী। মাতা প্রসন্নময়ী সুলেখিকা ছিলেন। আশুতোষ চৌধুরী ও প্রমথ চৌধুরী তাঁর মাতুল। মাতুলালয় কৃষ্ণনগরে বাল্য-শিক্ষা পেয়ে ১৮৮৮ খ্রী. বেথুন স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স এবং ১৮৯২ খ্রী. বি.এ. পাশ করেন। ঐ বছরই মধ্যপ্রদেশের রায়পুরের আইনজীবী তারা-দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৮৯৫ খ্রী. বিধবা হন এবং কিছুদিন পরে একমাত্র পুত্র মারা গেলে সমাজসেবা এবং কাব্যচর্চাকে জীবনের অঙ্গ করেন। তিনি দুঃখবাদী কবি। কাব্য-রচনায় তিনি রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। তাঁর কবিতাগুলি আয়তনে বড় না হলেও স্বচ্ছ এবং সুন্দর ছিল। নারীশিক্ষা প্রচলনের জন্য তিনি একাধিক মহিলা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত এবং দীর্ঘকাল ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের কর্মাধ্যক্ষা ছিলেন। ১৯১৫ খ্রী. ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। রচিত কাব্যগ্রন্থ : 'রেণু', 'তারা', 'পত্রলেখা', 'অংশু', 'চম্পা ও পাটল'। অন্যান্য গ্রন্থ : 'অনাথ', 'পঞ্চুলাল', 'কথা ও উপ-কথা' এবং কুমুদনাথ চৌধুরীর ইংরেজী 'শিকার' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ 'ঝিলেজঙ্গলে শিকার'। [১,৩, ৭,২৫,৪৪]

প্রিয়রঞ্জন সেন (২৫.১.১৮৯৩ - ১১.১২. ১৯৬৭) কলিকাতা। প্রসন্নকুমার। ১৯১০ খ্রী. চাইবাসা জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজ থেকে আই.এ. ও বি.এ., ১৯১৯ খ্রী. ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীতে এবং ১৯২০ খ্রী. বাংলায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম.এ. পরীক্ষা পাশ করেন। ১৯২৫ খ্রী. প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান। ১৯২০ - ২৩ খ্রী. পর্যন্ত রংপুর কারমাইকেল কলেজে অধ্যাপনার পর ১৯২৩ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপকরূপে অবসর নেন। ১৯৫৪ খ্রী. শান্তিনিকেতনে লিটারারি ওয়ার্কশপের পরিচালক ও পরে শ্রীনিকেতনে বিশ্বভারতী ইন্‌স্টিটিউট অফ রুর‍্যাল হায়ার এডুকেশনের সঞ্চালকরূপে কাজ করেন (১৯৫৭ - ৬০)। ১৯২১ খ্রী. অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীজীর ভাবধারায় অনু-প্রাণিত হন। ১৯৪২ - ৪৩ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে দমদম জেলে বন্দী ছিলেন। ১৯৪৪ - ৬৪ খ্রী. 'হরিজন সেবক সঙ্ঘে'র বঙ্গীয় শাখার অবৈতনিক কর্মসচিব, ১৯৪৬ খ্রী. ভারতীয় গণ-পরিষদের এবং ১৯৫২ - ৫৭ খ্রী. পশ্চিম-বঙ্গ বিধান সভার সদস্য ছিলেন। ১৯৬৭ খ্রী. 'পদ্মশ্রী' উপাধি পান। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী : 'সাহিত্য-প্রসঙ্গ', 'ওড়িয়া সাহিত্য', 'Western Influence in Bengali Literature', 'Western Influence in Bengali Novels', 'Modern Oria Literature' প্রভৃতি। এছাড়াও প্রেমচন্দ্রের 'গোদান', র‍্যাল্‌ফ্‌ ওয়াল্‌ডোর 'In Tune with the Infinite' (অনন্তের সুরে) এবং হাজারী-প্রসাদ দ্বিবেদীর 'বাণভট্টের আত্মকথা' প্রভৃতির বঙ্গানুবাদ করেন। [৩]

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (৫.৫.১৯১১ - ২৪.৯.১৯৩২) চট্টগ্রাম। জগবন্ধু। ভারতের প্রথম বিপ্লবী মহিলা শহীদ প্রীতিলতা ছাত্রীজীবনে ঢাকার বৈপ্লবিক সংগঠন দীপালী সঙ্ঘ ও কলিকাতার ছাত্রী সঙ্ঘের উৎসাহী কর্মী ছিলেন। ঢাকা বোর্ডের আই.এ. পরীক্ষায় মহিলাদের মধ্যে প্রথম হন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. পরীক্ষায় ডিস্টিংশনসহ পাশ করেন। চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ও দলের প্রয়োজনে সংসারের অল্প আয় থেকেও অর্থসাহায্য করতেন। ১৮.৪.১৯৩০ খ্রী. চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে অংশগ্রহণের পর তিনি প্রত্যক্ষ বৈপ্লবিক কাজের ভার পান। প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে জেলে যোগাযোগ রাখতেন। বি.এ. পাশ করার পর নন্দনকানন স্কুলে (চট্টগ্রাম) প্রধানা শিক্ষয়িত্রী হন। ক্রমে দলনেতা বিখ্যাত মাস্টারদার (সূর্য সেন) আত্মগোপন কেন্দ্রে (ধলঘাট) যোগাযোগ রক্ষার ভার পান। ১৯৩২ খ্রী. জুন মাসে মিলিটারীর সঙ্গে সংঘর্ষে সরকার পক্ষের ক্যাপ্টেন ক্যামেরুন এবং বিপ্লবী দলের নির্মল সেন ও অপূর্ব সেনের মৃত্যু হয়। সূর্য সেন ও প্রীতিলতা জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করে গ্রেপ্তার এড়াতে সক্ষম হন। এরপর থেকে তাঁর গ্রেপ্তারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। বিপ্লবী দলের অসমাপ্ত কাজ পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে নেত্রী নির্বাচিত হয়ে প্রীতিলতা একদল যুবক নিয়ে ২৪.৯.১৯৩২ খ্রী. ক্লাব আক্রমণ করে একজনকে নিহত ও কয়েকজনকে আহত করে অক্ষত দেহে প্রত্যাবর্তনে সক্ষম হন। এরপর তিনি দেশের লোকের কাছে আত্মদানের আহ্বান রেখে পটাশিয়াম সায়নাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন। [৩,১০,২৯]

প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ (১৮০৬ - ২৫.৪.১৮৬৭) শাকনাড়া—বর্ধমান। রামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। তিনি ১৮২৬ খ্রী. কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হয়ে চার বছর ছ'মাস পড়ে 'তর্কবাগীশ' উপাধি পান। ১৮৩২ খ্রী. সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে ১৮৬৪ খ্রী. অবসর নিয়ে কাশীবাসী হন। ছোটবেলায় তাঁর কবির দলে গান রচনার অভ্যাস ছিল এবং কলিকাতায় এই সূত্রেই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। তিনি 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সংবাদ ভাস্কর' পত্রিকার সংস্কৃত শিরোলেখ রচনা করে দেন। 'প্রভাকর' পত্রিকার লেখকও ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় কাব্যরসপূর্ণ শ্লোকরচনাতেই তাঁর সর্বাধিক খ্যাতি ছিল। 'সমস্যাকল্পলতা' গ্রন্থে সংস্কৃত সমস্যাপূরণে তাঁর কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সুবিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ জেম্‌স্ প্রিন্সেপকে ক্ষোদিত তাম্রশাসন ও প্রস্তরফলকের পাঠোদ্ধারে সাহায্য করেছিলেন। তিনি ১১টি সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। সংস্কৃত কলেজের এই বিখ্যাত অধ্যাপক প্রেমচন্দ্রের ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তী কালে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। [১,২,৩,২৫,২৬]

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ (১৮৩১ - জুলাই ১৯১৮) সুরাট—গুজরাট। রায়চাঁদ দীপচাঁদ। ১৬ বছর বয়সে পিতার ব্যবসায়ে সহকারিরূপে শিক্ষালাভ করেন। তুলার ব্যবসায়ে প্রভূত ধনের অধিকারী হন। সারা জীবনে তিনি মোট ৬০ লক্ষ টাকা দান করেন। তাঁর প্রদত্ত ২ লক্ষ টাকার সুদ থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা কৃতী ছাত্রদের 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ' নামে গবেষণা-বৃত্তি দেওয়া হয়। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এই বৃত্তি প্রথম প্রদত্ত হয়। [৩,৫৭]

প্রেমতোষ বসু (? - ১৫.৪.১৯১২)। রাইচরণ। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র। বাংলা ও ইংরেজীতে বিশেষ দখল ছিল। 'সন্ধ্যা' পত্রিকা পারিবারিক 'Acme' প্রেস থেকেই প্রকাশিত হত। কাষ্ঠব্যবসায়ী পিতা কলিকাতায় বহু সম্পত্তি করেছিলেন। স্বদেশী যুগে অস্ত্রসংগ্রহ ও বোমা প্রস্তুতের জন্য পৈতৃক সম্পত্তির বেশির ভাগ বিক্রয় করেন। স্বদেশী কর্মীদের জন্যও বহু অর্থ ব্যয় করেছেন। ভাল কবিতা লিখতে পারতেন। আলীপুর বোমা মামলার পর ব্যারিস্টারি পড়বার অছিলায় ভারত ত্যাগ করেন। ইংল্যাণ্ডে অর্থকৃচ্ছ্রতায় পড়েন। শেষ অবধি আনুমানিক ৫২ বছর বয়সে ইংল্যাণ্ডের শীতে উপযুক্ত বস্ত্রের অভাবে নিউমোনিয়া রোগে মারা যান। বিপ্লবী শহীদ কানাইলালের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় তিনি অর্থসাহায্য করেছিলেন। সরকারী প্রেস ধর্মঘট, বার্ন ও ই.আই.আর. ধর্মঘটের (১৯০৭) সংগঠক ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় এবং আমৃত্যু এই সম্পর্ক বজায় ছিল। [৯৮,১৪৬]

প্রেমলতা দেবী (? - ২৩.৯.১৩৪১ ব.) বসিরহাট—চব্বিশ পরগনা। স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। স্বামী সুধীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ১৫ বছর খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পা প্রভৃতি শিখে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর রচিত 'সঙ্গীতসুধা' খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী ও বাংলা গানের একটি উৎকৃষ্ট স্বরলিপি-গ্রন্থ। এলাহাবাদে এই গ্রন্থটির হিন্দী সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। [৫]

প্রেমসুন্দর বসু (১২৮৫ - ১৩৫২ ব.)। হরিসুন্দর। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে অসাধারণ

জ্ঞান ছিল। ১৯১২ খ্রী. এম.এ. পাশ করেন এবং ১৯৩০ খ্রী. মন্টপেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট. ও প্রাগ্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ.ডি. উপাধি পান। বহু বছর ভাগলপুর কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯২১-২৪ খ্রী. কংগ্রেসের সেবা করেন। ১৯২৫ খ্রী. শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। ভাগলপুর সদাকৎ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, মহিলা কলেজের অধ্যাপক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভাগলপুর শাখার সভাপতি এবং নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক এবং ধর্মজীবনের আদর্শ ছিলেন যথাক্রমে গান্ধীজী ও কেশবচন্দ্র সেন। [৫]

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (১.১.১৮৯০-১৩.১০.১৯৬৪)। পিতা ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক মহেশচন্দ্র। ছোটবেলা থেকেই তিনি অ্যাড্ভেঞ্চারপ্রিয় ও কল্পনাপ্রবণ ছিলেন। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা না পেলেও নিজপ্রচেষ্টায় দেশবিদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। ছোটবেলায় বাড়ি থেকে পালিয়ে বোম্বাই যান এবং নানা ঘটনাচক্রের মধ্যে কলিকাতা চৌরঙ্গীর একটি ক্রীড়াসামগ্রীর দোকানে কাজ করতে থাকেন। এরপর দৈনিক 'হিন্দুস্থান' পত্রিকায় সাংবাদিকতা শুরু করেন। হিন্দুস্থান ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে 'বৈকালী' (সান্ধ্যপত্রিকা), 'যাদুঘর' (কিশোরদের মাসিক পত্রিকা), 'জাহ্নবী' মাসিক পত্রিকা প্রভৃতির সম্পাদনা ও প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'বেতারজগৎ' পত্রিকার তিনিই প্রথম সম্পাদক। চিত্রনির্মাতা হিসাবেও তাঁর দক্ষতা ছিল। প্রথমে লাহোরের একটি চলচ্চিত্র-প্রতিষ্ঠানে এবং পরে কলিকাতার নিউ থিয়েটার্স লিমিটেডে চিত্রপরিচালনা-কার্যে অংশগ্রহণ করে শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রথম সবাক চিত্র 'দেনা পাওনা'র পরিচালক হন। উল্লেখযোগ্য চিত্রাবলী : 'কপালকুণ্ডলা', 'দিক্শূল', 'ভারত-কী-বেটী', 'সরলা', 'সুধার প্রেম', 'ইহুদী-কী-লড়কী' প্রভৃতি। সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। রম্যরস, ঘটনাবৈচিত্র্য ও রোমাঞ্চের দ্বারা তাঁর রচনা ঐশ্বর্যমণ্ডিত। রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'আনারকলি', 'বাজীকর', 'চাষার মেয়ে', 'কল্পনা দেবী', 'মহাস্থবির জাতক' (৩ খণ্ড) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। [৩,৭]

প্রেমানন্দ (১০.১২.১৮৬১-?)। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যদের অন্যতম। গার্হস্থাশ্রমের নাম বাবুরাম ঘোষ। আটপুরে তাঁর মাতুলালয়ের যে গৃহে তাঁর জন্ম হয়, সেখানে ডিসেম্বর ১৮৮৬ খ্রী. তাঁর মা মাতঙ্গিনী দেবীর আহ্বানে নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ) সহ শ্রীরামকৃষ্ণের ৯ জন শিষ্য (পরবর্তী কালের নিরঞ্জনানন্দ, প্রেমানন্দ, শিবানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, সারদানন্দ, অভেদানন্দ, অখণ্ডানন্দ ও ত্রিগুণাতীতানন্দ) উপস্থিত হয়েছিলেন এবং ২৪.১২.১৮৮৬ খ্রী. ঐ গৃহের প্রাঙ্গণে প্রজ্বলিত ধুনির সামনে বসে শ্রীশ্রীঠাকুরের কার্যে আত্মনিয়োগ করার সিদ্ধান্তে গৃহত্যাগের চরম সংকল্প গ্রহণ করেন। তাঁদের অগ্নি-সাক্ষী-করা শপথ থেকেই রামকৃষ্ণ মিশনের মত সেবা-প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত। সে হিসাবে এই বাড়ির উঠানেই রামকৃষ্ণ মিশনের জন্ম হয়েছিল বলা হয়। সে স্থানে মিশন এক দেউলরীতির আধুনিক মন্দির তৈরী করিয়েছেন। শ্রীমা সারদা দেবী ও বিবেকানন্দ বিভিন্ন সময়ে ঘোষবাড়িতে এসে থেকে গেছেন। এ পরিবারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্যবহৃত একজোড়া চটি, মোজা ও দাঁতনকাঠি রক্ষিত আছে। [১৮]

প্রেমানন্দ দত্ত। চট্টগ্রাম। হরিশ্চন্দ্র। চট্টগ্রাম বন্দরের প্রিভেন্টিভ অফিসার প্রেমানন্দ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে চাকরি ত্যাগ করেন এবং অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। এরপর চা-বাগান শ্রমিকদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কর্মচারীদের ঘোষিত ধর্মঘটে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হন। বন্ধু অনন্ত সিংহের অনুপ্রেরণায় বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ করেন। বিশেষ করে অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুতের ও নিরাপদ স্থানে রাখবার ব্যবস্থা তিনি করতেন। অনন্ত সিংহকে গ্রেপ্তার এবং বিপ্লবীদের উপর সতর্ক নজর রাখার জন্য গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর প্রফুল্ল রায়কে তিনি গুলি করে হত্যা করায় গ্রেপ্তার হন। জেলে থাকার সময় মানসিক অবস্থা অস্বাভাবিক হয়ে উঠলে তাঁকে রাঁচির মানসিক হাসপাতালে পাঠান হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। [৯৬]

প্রেমানন্দ ভারতী (১৮৫৭-১৯১৪) কলিকাতা। আদি নাম সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। পাশ্চাত্য বিদ্যায় কৃতবিদ্য হয়ে তিনি শেষে বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর বেশে ১৯০২ খ্রী. ইউরোপ ও আমেরিকায় যান এবং তথায় প্রেমধর্ম প্রচার করেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে তিনি স্বদেশে ও আমেরিকায় অনেকগুলি পত্রিকা, যথা 'লাইট অফ ইণ্ডিয়া', 'দি সান', 'দি টাইমস্ অ্যাণ্ড দি এক্সচেঞ্জ গেজেট', 'দি ডেজ নিউজ', 'লাইট অফ এশিয়া' প্রভৃতির সম্পাদনা করেছিলেন। ইংরেজীতে তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণ'। প্যারিস শহরে ও আমেরিকায় কিছু লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কাউণ্ট টলস্টয় ও মি. স্টেড প্রমুখ ব্যক্তিদের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়। [৭,২৬,১৪৯]

প্রেমানন্দ সরকার। মেদিনীপুরের মালঙ্গী (লবণশিল্প কারিগর) আন্দোলনের অন্যতম নায়ক। ১৮০৪ খ্রী. তিনি লবণের কারখানায় ঘুরে ঘুরে ধর্মঘট করে দাবি আদায়ের জন্য মালঙ্গীদের সংঘবদ্ধ করতে থাকেন। তাঁর নেতৃত্বে কয়েকশত নিম্নস্তরের মালঙ্গী কোম্পানীর লবণ-কারখানার সমগ্র পরিচালন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মালঙ্গীদের উৎপাদিত লবণের মূল্যবৃদ্ধির দাবি নিয়ে তারা কাঁথির লবণ অফিসের ইংরেজ এজেন্টের কাছারি ঘেরাও করায় এজেন্ট অনন্যোপায় হয়ে মালঙ্গীদের সকল দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হন। [৫৬]

ফএজর রহমান। জঙ্গলখাইন—চট্টগ্রাম। আমান আলী। তাঁর রচিত 'গোলশনে বাহার' তাঁর পুত্র কর্তৃক ১৩৩৮ ব. প্রকাশিত হয়। তাঁর একাধিক রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীতের একটির নমুনা—'নমঃ নমঃ নমঃ প্রভু নমঃ নারায়ণ/রক্ষা কর ভজিলুম রাঙ্গা শ্রীচরণ'। [৭৭]

ফএজুল্লা মির। এই অজ্ঞাত-পরিচয় মুসলমান কবির রচিত বিভিন্ন পদ 'ভারতবর্ষ', 'সম্মিলন' প্রভৃতি পত্রিকায় ও 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। তাঁর একটি পদের নমুনা—'...মির ফএজোল্লা কহে অপরূপ লীলা/সাম (শ্যাম) রূপ দরসনে দূর বহে শিলা'। [৭৭]

ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১২৮১-৯.৫.১৩৩৯ ব.)। বিশিষ্ট ছোটগল্প-লেখক ও ঔপন্যাসিক। 'মানসী' নামক উচ্চশ্রেণীর একটি মাসিক পত্রিকার (১৩১৫-২০ ব.) তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। কিছুকাল (১৩৩৪ ব.) 'পুষ্পপাত্র' নামে একটি মাসিক পত্রেরও সম্পাদনা করেছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'সুধা' (উপন্যাস, ১৩১১ ব.), 'ঘরের কথা' (১৩১৭ ব.), 'পথের কথা' (ভ্রমণ-কাহিনী, ১৩১৮ ব.), 'নবান্ন' (ছোটগল্প, ১৩১৯ ব.), 'পরিকথা' (ছোটগল্প, ১৩২২ ব.), 'তপস্যার ফল' (উপন্যাস, ১৩২৫ ব.), 'অনুভূতি' (ছোটগল্প, ১৯২৫), 'স্মৃতিরেখা' (উপন্যাস, ১৩৩০ ব.), 'দামোদরের মেয়ে' (১৩৩৪ ব.) ইত্যাদি। [১,৫,১৪১]

ফকিরচাঁদ[১]। ১৭৯২ খ্রী. শান্তিপুরের কুমারখালি কেন্দ্রের তন্তুবায়-বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বলাই, ভিখারী ও দুদিন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গদেশব্যাপী যে তন্তুবায়-সংগ্রাম দেখা দেয় শান্তিপুরে তার প্রথম নেতৃত্ব দেন বিজয়রাম। পরবর্তী কালে এই অঞ্চলের সংগ্রাম পরিচালনা করেন লোচন দালাল, রামহরি দালাল, রামরাম দাস প্রভৃতি। তাঁদের নেতৃত্বে তন্তুবায়-প্রতিনিধিদের একটি দল দলবলে কলিকাতায় এসে কোম্পানীর কর্মচারীদের বর্বর উৎপীড়নের প্রতিবাদ করে কর্তৃপক্ষের কাছে 'আর্জি' পেশ করেছিলেন। [৫৬]

ফকিরচাঁদ[২]। শুচিয়া—চট্টগ্রাম। তিনি ১১৪০ ব. মুসলমানী শব্দের বহুল-প্রয়োগসংবলিত 'সত্যপীরের পাঁচালী' গ্রন্থ রচনা করেন। [২]

ফকিররাম কবিভূষণ। ১৬শ শতাব্দীতে তিনি বাংলা ও হিন্দীমিশ্রিত ভাষায় রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের বিষয় পদাছন্দে লিখেছিলেন। [১]

ফজলউদ্দিন। তেঘরিয়া—শ্রীহট্ট। তিনি রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক একাধিক সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। একটির নমুনা—'প্রেমানলে পুড়িয়া হলাম ছার/ছখি (সখী) গ কৈ রৈল প্রাণ বন্ধুয়া আমার'। [৭৭]

ফজলুল করিম (১৮৮২-?) কাকিনা—রংপুর। 'লায়লা মজনু' এবং ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'আফগানিস্থানের ইতিহাস'-এর রচয়িতা। এ ছাড়াও হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্য 'বাসনা' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা তিনি পরিচালনা করতেন। [২৬]

ফজলুল হক, আবুল কাসেম, শের-এ-বঙ্গাল (২৬.১০.১৮৭৩-২৭.৪.১৯৬২) চাখার—বরিশাল। সাতুরিয়া গ্রামে জন্ম। পিতা বরিশালের আইনজীবী কাজী ওয়াজেদ আলী (হক সাহেবের স্বহস্তলিখিত দলিলে পিতার নাম মৌলানা মহম্মদ ওয়াজেদ)। অবিভক্ত বাঙলার ও পূর্ব-পাকিস্তানের অন্যতম অবিসংবাদিত জননেতা। ১৮৮৯ খ্রী. বরিশাল জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ.এ., রসায়ন, পদার্থ ও গণিতে অনার্সসহ বি.এ., ১৮৯৫ খ্রী. গণিতে এম.এ. ও ১৮৯৭ খ্রী. ল পাশ করেন। স্যার আশুতোষ মুখার্জীর কাছে ওকালতিতে কিছুদিন শিক্ষানবীশী করার পর ১৯০০ খ্রী. থেকে বরিশালে স্বাধীনভাবে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। ১৯০১ খ্রী. মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটার ফলে বরিশাল শহর মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে এবং বাখরগঞ্জ জেলা বোর্ডের নির্বাচনে জয়লাভ করেন। ১৯০৫ খ্রী. ঢাকায় মুসলমান রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগদান করেন ও ঢাকার নবাবের নির্দেশে বোম্বাইতে মহম্মদ আলী জিন্নার সঙ্গে পরিচিত হন। এই বছরই ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ জন্মলাভ করে। ১৯০৬ খ্রী. পূর্ববঙ্গের গভর্নর তাঁকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে আহ্বান জানালে তা গ্রহণ করেন। সমবায় বিভাগে অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রারের পদে কাজ করেন। ১৯১১ খ্রী. রেজিস্ট্রারের পদ না

পেয়ে সরকারী চাকরি ত্যাগ করে কলিকাতা হাই-কোর্টে ওকালতি করতে থাকেন এবং এক বছরেই খ্যাতিমান হন। ১৯১৩ খ্রী. বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারী ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারীপদ লাভ করেন। সুবক্তা হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। ১৯১৬ খ্রী. কলিকাতায় টেইলর ও কারমাইকেল ছাত্রাবাস স্থাপন করেন। লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের যুক্ত অধিবেশনে যোগ দেন। ১৯১৭ খ্রী. ভারতীয় প্রেস অ্যাক্টের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন। ঐ বছরই 'এপিফেনী' পত্রিকায় জনৈক পাদ্রী সাহেবের আপত্তিকর প্রবন্ধের বিরুদ্ধে মুসলমান সম্প্রদায় আন্দোলন করে বড় মসজিদে জমায়েত হলে পুলিসের গুলিতে বহু হতাহত হয়। অবশেষে হক সাহেবের শর্ত মেনে নিয়ে লর্ড কারমাইকেল মীমাংসা করেন। ১৯১৮ খ্রী. নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি ও নিখিল ভারত কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী হন। ১৯১৯ খ্রী. রাউলাট অ্যাক্টের বিরুদ্ধে কলেজ স্কোয়ারের সভায় সভাপতিত্ব করেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের কংগ্রেস-নিয়োজিত তদন্ত কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯২০ খ্রী. দেশবন্ধুর শিক্ষা-বয়কট নীতির বিরোধিতা করেন। ১৯২১ খ্রী. নজরুল ইসলাম ও মুজফ্ফর আহমেদের সঙ্গে 'নবযুগ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯২৪ খ্রী. কয়েকমাসের জন্য শিক্ষামন্ত্রীর পদে বৃত হন। ১৯২৬ খ্রী. কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং ঢাকায় প্রজা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯২৭ খ্রী. বঙ্গীয় কৃষক-প্রজা পার্টি স্থাপন করেন ও তার সভাপতি হন। ১৯২৮-২৯ খ্রী. মুসলিম লীগ পুনর্গঠনের চেষ্টা করেন। ১৯৩০-৩১ খ্রী. গোল-টেবিল বৈঠকের অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন। ১৯৩৫ খ্রী. জিন্না সাহেব বিলাত থেকে ফিরে হক সাহেবকে বাদ দিয়ে লীগের কাজ চালাবার চেষ্টা করেন। এই বছর কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হলেও বিপক্ষ দলের চেষ্টায় গদিচ্যুত হন। ১৯৩৭ খ্রী. বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত এবং পুনরায় মেয়র হন। এই নির্বাচনে কৃষক-প্রজাদল এবং মুসলিম লীগ প্রায় সমান সমান আসন পেলেও হক সাহেবের প্রধানমন্ত্রিত্বে বাঙলায় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। তিনি ঋণ সালিশী বোর্ড গঠন করেছিলেন। ১৯৩৮ খ্রী. বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি হন ও সংগঠনের কাজে সারা ভারত ভ্রমণ করেন। মার্চ ১৯৪০ খ্রী. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভায় উত্থাপন করেন ও পাশ করান। ১৯৪১ খ্রী. জিন্নার সঙ্গে বিরোধ শুরু হলে লীগ থেকে বহিষ্কৃত হন। ফলে বাঙলার কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার পতন ঘটে ও হক সাহেব ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সঙ্গে প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ক্রমে যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্রিটিশ আমলা কর্তৃক 'পোড়ামাটি নীতি' গ্রহণের ফলে গভর্নর হার্বার্টের সঙ্গে তাঁর পত্র-যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ৯.৯.১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে পুলিশী অত্যাচারের তদন্তের প্রতিশ্রুতি দেন। ২৮.৩.১৯৪৩ খ্রী. হার্বার্ট কর্তৃক পদচ্যুত হন। ১৯৪৭ খ্রী. দেশবিভাগের পর তিনি ঢাকায় ওকালতি করতেন। ৪.১২.১৯৫৩ খ্রী. পূর্ব-পাকিস্তান যুক্তফ্রন্ট সরকারের একজন দলনেতা হন। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়ী হলে তিনি পূর্ব-পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু সামান্য দিন পরে সেই মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং সেখানে গভর্নরের শাসন প্রবর্তিত হয়। আরও কয়েকটি ভাঙ্গা-গড়ার পর হক সাহেব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হন এবং একটি শাসনতন্ত্র তৈরী করেন। ২৩.৩.১৯৫৬ খ্রী. পাকিস্তান প্রজাতন্ত্ররূপে ঘোষিত হবার পূর্বেই তিনি পূর্ববঙ্গের গভর্নর নিযুক্ত হয়ে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই পদে তিনি ১.৪.১৯৫৮ খ্রী. পর্যন্ত ছিলেন। স্বগ্রামে তিনি একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। [৩,১৪,১৫,১২৪,১৪৬]

ফজলুল হক সিকদার। নন্দনালয়াম—হিন্দুয়া। রচিত পঞ্চাশটি গজল 'মহাম্মদী এস্কে কাণ্ডার' (১৩৪২ ব.) গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। তাঁর রাধাকৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক রচনার নমুনা—'...কালাচাঁদে বাঁশি ভাল আর ও প্রাণে বাঁচি না/কালা কালা জপি সদা পেলেম কত যাতনা'। [৭৭]

ফটিক চৌধুরী (১২৭৭-১৩৪৪ ব.) হাসানপুর—মুর্শিদাবাদ। বিহারীলাল। পিতৃদত্ত নাম কৃষ্ণানন্দ। তিনি বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তন-গায়ক। রাজশাহীর পাঠশালায় শিক্ষারম্ভ। ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পড়ে সেখানেই একজন বড় ওস্তাদের কাছে গান শিখতে শুরু করেন। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে হয়েও গান শেখার জন্য গুরুগৃহে রাখালের কাজও করেছেন। মুর্শিদাবাদের উচ্চাঙ্গের কথক জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের শিষ্য ছিলেন। পরে ময়না-ডালের চতুষ্পাঠীতে কীর্তন শেখেন। জীবিকার জন্য তিনি কীর্তনের দল করেন এবং তাতে তাঁর প্রচুর সুনাম ও অর্থলাভ ঘটে। [২৭]

ফণিভূষণ গুপ্ত (১৯০০-৩১.১.১৯৫৬) গালা—ময়মনসিংহ। বরদাকান্ত। প্রখ্যাত চিত্রাঙ্কন-শিল্পী। দিনাজপুর থেকে ১৯১৮ খ্রী. ম্যাট্রিক

ও কুচবিহার থেকে ১৯২০ খ্রী. ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে তিনি কলিকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে ভর্তি হন এবং ১৯২৮ খ্রী. কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে কিছুদিন সেখানে শিক্ষকতা করেন। কালি-কলমে একবর্ণ চিত্রাঙ্কনে তিনি বাঙলায় অদ্বিতীয় ছিলেন। শিশু ও কিশোরদের জন্য শুধু রেখা দিয়ে ছবিকে যে কত সুন্দর করা যায় তা তিনিই এদেশে প্রথম দেখিয়েছেন। বাঙলার শিশুদের জন্য লিখিত ও প্রকাশিত বহুরকম গল্প-গ্রন্থের এবং 'শিশুসাথী', 'মৌচাক', 'রামধনু' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকার একক শিল্পী হিসাবে দীর্ঘ ২০ বছর কাজ করেছেন। তিনি 'শিল্পীচক্র', 'একাডেমি অফ ফাইন আর্ট্স্' ও রবিবাসরের সদস্য ছিলেন। [১৪৯]

ফণিভূষণ চক্রবর্তী (১৯২০-২৭.৯.১৯৪৩)। ১৯৪২ খ্রী. জাতীয়তাবাদী ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করেন। চতুর্থ মাদ্রাজ কোস্ট্যাল ডিফেন্স ব্যাটারীকে ধ্বংস করার (১৮.৪.১৯৪৩) ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ফাঁসি দেওয়া হয়। এই একই অভিযোগে আরও ৮ জনের ফাঁসি হয়েছিল। [৪২,৪৩]

ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় (২৪.১.১৮৭৬-২৮.১.১৯৪২) তালখড়ী—যশোহর। সৃষ্টিধর ভট্টাচার্য। জ্ঞাতিভ্রাতা কৈলাসচন্দ্র স্মৃতিরত্ন, ফরিদপুর জেলার কোঁড়কদি-নিবাসী জানকীনাথ তর্করত্ন এবং শেষে নবদ্বীপের রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চাননের কাছে নব্যন্যায় অধ্যয়ন সমাপ্ত করে 'তর্কতীর্থ' ও 'তর্কবাগীশ' উপাধি পান। তিনি কোঁড়কদির টোল, পাবনা দর্শন টোল, কাশী টীকামণি সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতিতে অধ্যাপনা করেন। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর সংস্কৃত বিভাগে যোগ দেন। বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হত। 'ন্যায়দর্শন' (৫ খণ্ডে প্রকাশিত) এবং বাৎস্যায়ন ভাষ্যসহ ন্যায়সূত্রের সম্পাদন ও বাংলা ব্যাখ্যা তাঁর জীবনের প্রধান কীর্তি। অন্য গ্রন্থ : 'ন্যায়-পরিচয়'। ১৩৩২ ব. বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সপ্তদশ অধিবেশনে তিনি দর্শন শাখার সভাপতি হয়েছিলেন। ১৯২৬ খ্রী. 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি-ভূষিত হন। কাশীধামে মৃত্যু। [৩,২৬,১৩০]

ফণিভূষণ দাশগুপ্ত (২৭.১২.১৯০৭-১২.২.১৯৪২) খলিসাকোটা—বরিশাল। অক্ষয়কুমার। ছাত্রাবস্থায় বরিশালে বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। বিপ্লবী কাজকর্মে নিজেকে ব্যাপৃত রাখা সত্ত্বেও উজিরপুর বারপাইকা ইউনিয়ন ইন্স্টিটিউশন থেকে ১৯২৪ খ্রী. বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক ও বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে ১৯২৬ খ্রী. আই.এ. পাশ করেন। ১৯২৮ খ্রী. সরস্বতী লাইব্রেরীতে যোগ দেন এবং ঐ বৎসর থেকে প্রকাশিত যুগান্তর দলের সাপ্তাহিক বিপ্লবী পত্রিকা 'স্বাধীনতা' সম্পাদনার জন্য তিনি কারারুদ্ধ হন (১৯২৯)। মুক্তির পর তিনি মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে বিনা বিচারে হিজলী জেলে আটক থাকেন। ঐ জেল থেকে পালিয়ে ১৯৩৪ খ্রী. সিঙ্গা রাজনৈতিক ডাকাতি মামলায় পুনরায় ধৃত ও বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডিত হয়ে আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হন। দীর্ঘ কারাবাসে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়লে তিনি মুক্তির জন্য অনশন করেন। মুক্তিলাভ করলেও দুরারোগ্য যক্ষ্মা রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। [১০,৮২]

ফণিভূষণ নন্দী (?-১৯৩৭) চট্টগ্রাম। কালারপোল যুদ্ধ ও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের পর ৭ মে ১৯৩০ খ্রী. গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৭ খ্রী. কারাগারে বন্দী অবস্থায় মারা যান। [৪৩]

ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ (১৮৯৩?-১৪.১২.১৯৬৮)। যাত্রা-জগতে বড় ফণী নামে প্রসিদ্ধ। প্রবেশিকা পাশ করে উচ্চতর বিদ্যায় শিক্ষার্থী হয়েও কোন এক সময় যাত্রা-জগতে চলে আসেন। সুনিপুণ নট, পরিচালক ও যাত্রাপালাকাররূপে দীর্ঘকাল বাঙলার যাত্রাশিল্পে শীর্ষস্থান অধিকার করে ছিলেন। 'বাঙ্গালী', 'রাজা দেবীদাস' প্রভৃতি পালায় এবং 'সোনাই দীঘি'তে একটি ছোট চরিত্রে বৃদ্ধ বয়সেও অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। প্রায় শতাধিক পালায় বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে ৫০ বছরের অধিককাল বাঙলা যাত্রাশিল্পে প্রেরণা যুগিয়েছেন। একসময় গণনাট্য সঙ্ঘেও যোগ দিয়েছিলেন। ইতিহাস, পুরাণ ও সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। কয়েকটি চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন। বহু যাত্রাপালা এবং যাত্রা-বিষয়ক কয়েকটি তথ্যপূর্ণ গ্রন্থের রচয়িতা। যাত্রা-জগতে তিনিই প্রথম সঙ্গীত-নাটক-আকাদেমির পুরস্কার পান (১৯৬৮)। 'বাঁশের কেল্লা' পালা-নাটকে অভিনয় করবার সময় অসুস্থ হয়ে কিছুক্ষণ পরেই মারা যান। [১৭,৩২]

ফণিভূষণ মতিলাল, ছোট ফণী (১৯১০?-১.৩.১৯৭২)। স্বভাবশিল্পী 'চিরতরুণ' ফণিভূষণ প্রায় নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু শিক্ষার স্বল্পতা তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্যকে ব্যাহত করতে পারে নি। আট বছর বয়সে শশী হাজরার যাত্রার দলে সখী হিসাবে যোগ দেন। তারপর যান নট্ট কোম্পানীতে স্ত্রী-চরিত্রের শিল্পী হিসাবে। এই দলের 'খনা' (হরিপদ

চট্টোপাধ্যায় রচিত) পালার নাম-ভূমিকায় ফণী-রাণীই পরবর্তী কালের ছোট ফণী। এই পালায় তিনি অসাধারণ যশ লাভ করেন। পরে এই শিল্পী নবদ্বীপ সাহার দল, নট্ট কোম্পানী, আর্য অপেরা, গণেশরঞ্জন নাট্যভারতী প্রভৃতি বহু যাত্রাদলের বিভিন্ন পালায় অভিনয় করে অপ্রতিদ্বন্দ্বী যাত্রাভিনেতারূপে পরিগণিত হন। তাঁর অভিনীত 'শাম্ব' (লীলাবসান), 'প্রবীর' (প্রবীরার্জুন), 'কৃষ্ণ' (জরাসন্ধ), 'ভরত' (কৈকেয়ী) প্রভৃতি ভূমিকায় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। 'ভীষ্ম' (উপেক্ষিতা) ও 'সিরাজ' ভূমিকা দু'টি তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। ১৯৬৭ খ্রী. শেষ অভিনয় করেন। শেষ-জীবনে তিনি একটি যাত্রা স্টেডিয়াম চেয়েছিলেন। যাত্রা-জগতে তাঁর গুরু ছিলেন পঞ্চু সেন। [১৬,১৭,১৮]

ফণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত (১৮৮২-?) কলিকাতা। গোঁসাইদাস। মেজর পি. কে. গুপ্ত নামে তিনি সমধিক পরিচিত। কবি ঈশ্বর গুপ্তের দৌহিত্র। পেশায় ডাক্তার ছিলেন। ১৪ বছর বয়সে অম্বুবাবুর ব্যায়ামাগারে যোগ দিয়ে ৭ বছর কুস্তি-শিক্ষার ফলে তাঁর অসাধারণ শারীরিক উন্নতি ঘটে। মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারী পাশ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই জাহাজের ডাক্তাররূপে চীন, জাপান ও অস্ট্রেলিয়া ঘুরে আসেন। ১৯১৪ খ্রী. যুদ্ধে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসে যোগদান করেন এবং ইউরোপের বহু দেশে যান। যুদ্ধের শেষে তুরস্ক, প্যালেস্টাইন, মিশর, আর্মেনিয়া, সিরিয়া, আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করেন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও স্পেশাল আই.এম.এস.রূপে কাজ করেন। ঔষধ প্রয়োগদ্বারা চিকিৎসা অপেক্ষা ব্যায়ামের দ্বারা সুস্থ করবার চেষ্টা করতেন। বহু কুস্তি-প্রতিযোগিতায় নিরপেক্ষ বিচারক হিসাবে তিনি শ্রদ্ধাভাজন হন। ব্যায়ামচর্চা-বিষয়ক বহু গ্রন্থের প্রণেতা। তার মধ্যে 'My System of Physical Culture Treatment' গ্রন্থটি সমধিক প্রসিদ্ধ। [১০৩]

ফণীন্দ্রনাথ গুপ্ত (?-চৈত্র ১৩৪১ ব.)। প্রেসিডেন্সী কলেজে বি.এ. পর্যন্ত পড়ে প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ডি. গুপ্তের কোম্পানীতে কিছুদিন ব্যবসায়ে শিক্ষানবীশী করেন। ১৯০৫-০৬ খ্রী. স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশী কলম, নিব ও পেন্সিলের কারখানা স্থাপন করে এই ব্যবসায়ে উন্নতি করেন। ভারতবর্ষে ফাউন্টেন পেন তৈরীর কাজে তাঁকে পথপ্রদর্শক বলা যায়। এফ. এন. গুপ্ত নামে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। [১]

ফণীন্দ্রনাথ পাল (১২৮৮-১১.৭.১৩৪৬ ব.)। দীর্ঘকাল 'যমুনা' ও 'গল্পলহরী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সাহিত্যিক হিসাবেও তিনি বাঙলার পাঠকসমাজে সুপরিচিত। অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের প্রথম আবির্ভাব তাঁর সম্পাদিত 'যমুনা' পত্রিকায়। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাসাবলী : 'স্বামীর ভিটা', 'সুকুমার', 'বন্ধুর বৌ' 'ইন্দুমতী' প্রভৃতি। [৫]

ফণীন্দ্রনাথ বসু, রায়চৌধুরী (২.৩.১৮৮৮-১.৮.১৯২৬) বহর—ঢাকা। তারানাথ। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভাস্কর্যশিল্পী। চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি কলিকাতায় আর্ট কলেজে ভর্তি হন ও ই. বি. হ্যাভেলের নিকট ভারতীয় চিত্রকলার পাঠ গ্রহণ করেন। কিছুকাল পর তিনি ইংল্যাণ্ডে যান ও এডিনবরার রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউটে চিত্রকলা ও ভাস্কর্যশিল্প শিক্ষা করেন। ১৯০৯ খ্রী. এডিনবরা আর্ট কলেজে পার্সি পোর্টস্‌মাউথ, এ.আর.এস.-এর অধীনে ৩ বছর ভাস্কর্যবিদ্যা শেখেন। ১৯১১ খ্রী. তিনি ঐ বিষয়ে ডিপ্লোমা ও ১০০ পাউণ্ড পুরস্কার লাভ করেন। সেখানকার শিক্ষাশেষে তিনি বিভিন্ন দেশের শিল্প ও ভাস্কর্যবিদ্যার বৈশিষ্ট্য পরিদর্শন ও অভিজ্ঞতা অর্জনের নিমিত্ত ফ্রান্স ও ইতালী ঘুরে বেড়ান। প্যারী শহরে বিখ্যাত ফরাসী ভাস্কর রোঁদাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর কাছে শিল্প-বিষয়ে নানা রকমের নির্দেশ ও পরামর্শ লাভ করেন। ১৯১৩ খ্রী. তিনি স্কটল্যাণ্ডে এসে স্টুডিয়ো স্থাপন করেন। ঐ বছরই তাঁর প্রথম চিত্রপ্রদর্শনী হয়। পরের বছর ব্রিটেনের রয়্যাল অ্যাকাডেমির প্রদর্শনীতে তাঁর 'ব্যথিত বালক' উচ্চ-প্রশংসিত হয়। গায়কোয়াড়ের মহারাজার অনুরোধে পরে তিনি বরোদার রাজপ্রাসাদের জন্য কিছু ধাতু-নির্মিত মূর্তির কাজ করতে বরোদায় আসেন। নানা অসুবিধার জন্য সে কাজ পূর্ণ না হলেও তিনি বেশ কিছুদিন বরোদায় থেকে নানারকমের এবং বিশিষ্ট-ধরনের মানুষের আকার-আকৃতি অনুশীলন করেন এবং স্কেচ, মডেল ইত্যাদি তৈরী করে নিয়ে এডিনবরায় তাঁর নিজস্ব স্টুডিয়োতে ফিরে যান। পঞ্চলৌহ ও মর্মর প্রস্তরে তিনি যে-সব মূর্তির রূপদান করেছেন তাদের দেহভঙ্গী ও আকার-আকৃতিতে তিনি আন্তর-সত্তা বা আত্মার প্রতিফলনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর নির্মিত 'বালক ও কাঁকড়া', 'শিকারী', 'সাপুড়ে', 'সাধু' 'দিনের শেষে' প্রভৃতি ভাস্কর্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্কটল্যাণ্ডের পার্থ শহরের গির্জায়, স্যার উইলিয়ম গেকম জন, জি. ওয়াশিংটন ব্রাউন প্রভৃতির ব্যক্তিগত সংগ্রহে এবং ভারতে বরোদার লক্ষ্মীবিলাস প্যালেসে ও আর্ট গ্যালারীতে তাঁর সৃষ্ট শিল্প রক্ষিত আছে। স্কটল্যাণ্ডের পিব্‌ল্‌স্‌ শহরে মৃত্যু। [৩,১৪৯]

ফণীন্দ্রনাথ শেঠ (১৮৯৪?-২৫.১১.১৯৭১) কলিকাতা। গুপ্ত বিপ্লবী দলের সভ্য এবং ভারতীয় দশমিক সমিতি ও রোমকলিপি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। [১৬]

ফণীন্দ্রলাল নন্দী (?-১৯৩২?) ডেংগাপাড়া—চট্টগ্রাম। বঙ্গচন্দ্র। অস্ত্রাগার আক্রমণে অংশগ্রহণ এবং জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে লড়াই করেন। আত্মগোপনকালে ৫.৫.১৯৩০ খ্রী. চট্টগ্রামের ইউরোপীয় বসতি এলাকা আক্রমণে অংশগ্রহণ করেন এবং পুলিসের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষের সময় ধরা পড়েন। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে ১৯৩২ খ্রী. মার্চ মাসে দ্বীপান্তরিত হন কিন্তু যক্ষ্মা-রোগাক্রান্ত ভেবে তাঁকে ফিরিয়ে আনা হয়। জেলেই মারা যান। [৪২]

ফতন। অজ্ঞাত-পরিচয় এই মুসলমান কবির রচিত বৈষ্ণবসংগীত বিভিন্ন গ্রন্থে মুদ্রিত আছে। তাঁর একটি সঙ্গীতের নমুনা—'কার ঘরের নাগর তুমি কালিআ সোনা...'। [৭৭]

ফতে খান। অজ্ঞাত-পরিচয় এই মুসলমান কবির রচিত রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক গানের পরিচয় পাওয়া যায়। একটি গানের কলি : '...বসন্ত ধরিএ গেল/পাউকের রিত ভেল/এবেহু ন আইসে পীউ মেরা'। [৭৭]

ফতেগাজী শাহ। ফতেপুর—শ্রীহট্ট। একজন বিখ্যাত দরবেশ এবং শাহ জালাল এমনির অন্যতম শিষ্য। ফতেপুরে তাঁর সমাধি আছে। প্রতি বছর সেখানে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। [১]

ফরহাদ খাঁ বাহাদুর, নবাব। ১৬৬৭ খ্রী. শ্রীহট্টের শাসনকর্তা ছিলেন। ঐ বছর তিনি শ্রীহট্টের পূর্বপ্রান্তের গোয়ালিছড়ার সেতু এবং ১৬৭০ খ্রী. শাহ জালালের দরগার মধ্যের বড় মসজিদ নির্মাণ করান। [১]

ফুলকুমারী গুপ্ত (১৮৬৯-২.৩.১৯৩১) গুপ্তিপাড়া—হুগলী। শ্যামাচরণ সেন। স্বামী শ্রীশচন্দ্র গুপ্ত। 'সৃষ্টিরহস্য' ও 'অবসর' কাব্য-গ্রন্থের রচয়িত্রী। প্রথমোক্ত গ্রন্থটিকে বাঙালী মহিলার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ রচনা ব'লে অভিহিত করা যায়। [৪,৫,৪৫]

ফুলচাঁদ মণ্ডল (?-১৯৪২) মরাডাঙ্গা—দিনাজপুর। সত্যাগ্রহ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন এবং 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। পুলিসের গুলিতে মারা যান। [৪২]

ফেরাগুল শাহ। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক। মজনু শাহের শিষ্যদ্বয় ফেরাগুল ও চেরাগলি শাহ দিনাজপুর জেলার ইংরেজ শাসক ও জমিদারদের অস্থির করে তুলেছিলেন। পরবর্তী কালে রাজশাহী জেলায় নেতৃত্ব দানের ব্যাপারে মজনু শাহের ভ্রাতা ও শিষ্য মুশার সঙ্গে তাঁর বিরোধ দেখা দেয়। এই বিরোধের ফলে মার্চ ১৭৯২ খ্রী. ফেরাগুলের হাতে মুশা নিহত হন। [৫৬]

বংশধর সেন (১৮৮৪?-২৬.১২.১৯৭০?)। খ্যাতনামা কবিরাজ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ ব্যক্তিগণের চিকিৎসক ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে কয়েকবার কারাবরণ করেছেন। সংগীতেও তাঁর খ্যাতি ছিল। পশ্চিমবঙ্গ বোর্ড অফ আয়ুর্বেদীয় ফ্যাকাল্টির সভাপতি ছিলেন। [১৬]

বংশীদাস। 'দীপকোজ্জ্বল' ও 'নিকুঞ্জরহস্য' গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা। প্রথমটি সহজিয়া সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। আর এক বংশীদাস-রচিত 'ভজনরত্ন' গ্রন্থ পাওয়া যায়। এতে বিবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ শ্রীশ্রীকৃষ্ণভজন-মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। [২]

বংশীদাস চক্রবর্তী (১৬শ শতাব্দী) পাটবাড়ী—ময়মনসিংহ। যাদবানন্দ। অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। মনসার 'ভাসান' গাওয়া পেশা ছিল। রচিত গ্রন্থ : 'মনসামঙ্গল'। [২৬]

বংশীধর কর (১৯২৫-২৭.৯.১৯৪২) লালপুর—মেদিনীপুর। রাধাকৃষ্ণ। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে বেলবনী ক্যাম্পে পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

বংশীধর বার (?-৪.১.১৯৪৪) কাদুয়া—মেদিনীপুর। ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বেলবনীতে পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে মারা যান। [৪২]

বক্রেশ্বর পণ্ডিত। মহাপ্রভুর একজন প্রধান পার্ষদ। মহাপ্রভুর তিরোধানের পর মহাপ্রভুর অধ্যুষিত পুরীর কাশীমিশ্রের বাড়িতে গম্ভীরার প্রান্তে বসে মহাপ্রভুর কন্থা-করঙ্গাদি নিয়ে ধ্যান-ধারণায় নিরত থাকতেন। কাশীমিশ্রের বাড়িতে শ্রীশ্রীরাধাকান্ত দেব প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং এখানে মহাপ্রভুর করঙ্গ ও কন্থার ছিন্নাংশও বর্তমান। বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্যানুক্রমে মহান্তগণ এই গদীর অধিকারী। [২]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২৬.৬.১৮৩৮-৮.৪.১৮৯৪) কাঁঠালপাড়া—চব্বিশ পরগনা। যাদবচন্দ্র। সাহিত্যস্রষ্টা ঔপন্যাসিক, 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের উদ্গাতা এবং বাঙলার 'নবজাগরণ যুগের' অন্যতম প্রধান পুরুষ। ছ'বছর বয়সে পিতার কর্মস্থল মেদিনীপুরে গিয়ে ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৪৯ খ্রী. কাঁঠালপাড়ায় ফেরেন। এই বছর হুগলী কলেজে ভর্তি হয়ে সাত বছর পড়েন। কলেজের বিভিন্ন বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান

অধিকার করেন। ১৮৫৬ খ্রী. হুগলী কলেজ পরিত্যাগ করে আইন পড়ার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। পরের বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রবর্তিত হলে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম বিভাগে পাশ করেন। ১৮৫৮ খ্রী. বি.এ. পরীক্ষা প্রবর্তিত হলে ১৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র যদুনাথ বসু ও বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেন। আইন অধ্যয়ন শেষ হওয়ার পূর্বেই সরকার বঙ্কিমচন্দ্রকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত করেন। ১২ বছর পর তিনি আইন পরীক্ষা পাশ করেন (১৮৬৯)। একাদিক্রমে ৩৩ বছর সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থেকে ১৪.৯.১৮৯১ খ্রী. অবসর-গ্রহণ করেন। ১৮৫৩ খ্রী. হুগলী কলেজে ছাত্র-জীবনে 'সংবাদ প্রভাকরে' কবিতা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হন। প্রতিযোগিতায় তাঁর 'কামিনীর উক্তি' কবিতাটি পুরস্কৃত হয়। হাকিমরূপে দেশের মানুষ ও তাদের দুঃখ-বেদনার সংগে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। কর্মস্থলে নির্ভীক ছিলেন ও কঠোর দণ্ডপ্রয়োগে ইংরেজ ও পুলিস কর্মচারীদের সংযত রাখতেন। প্রবল দেশপ্রেম ও ভারতীয়দের ইংরেজদের সংগে সমদর্শিতার জন্য কার্যক্ষেত্রে উন্নতি হয় নি। চাকরি জীবনেই দীনবন্ধু মিত্রের সংগে পরিচয় ও গভীর বন্ধুত্ব হয়। ১৮৫৯ খ্রী. প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর ১৮৬০ খ্রী. রাজলক্ষ্মী দেবীকে বিবাহ করেন। ইংরেজীতে রচিত কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'Rajmohan's wife' (১৮৬৪) তাঁর প্রথম উপন্যাস। এই বছরই 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনায় মন দেন, প্রকাশিত হয় পরের বছর। বাংলা ভাষায় এর আগে ভূদেববাবুও উপন্যাস লিখেছেন, কিন্তু বঙ্কিমের উপন্যাসই প্রথম সার্থকতা লাভ করে। তাঁর তিনটি উপন্যাস—'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী' প্রকাশিত হওয়ার সংগে সংগেই ইংরেজী-শিক্ষিত মহলে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় তাঁর কর্মস্থল ছিল বহরমপুর। 'On Origin of Hindu Festival', 'Bengali Literature' ইত্যাদি প্রবন্ধ লিখে স্বদেশ, সমাজ ও সংস্কৃতিতে গভীর জ্ঞান ও উৎসাহের পরিচয় দেন। বহরমপুরে বহু গুণী ব্যক্তি চাকরি-সূত্রে একত্রিত হন। যোগাযোগ ও ভাবের আদান-প্রদানের জন্য 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একটি শক্তিশালী সাহিত্য-গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। বঙ্গদর্শনের প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৮৭২ খ্রী.। বঙ্কিমচন্দ্র চার বছর এই পত্রিকার সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকাটি প্রথমে কলিকাতায় ও পরে কাঁঠালপাড়ার পৈতৃকভবনে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করে চালাতেন। বাঙলার সমাজ ও সাহিত্যজীবনে এই পত্রিকার প্রভাব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙ্গালীর হৃদয় একেবারে লুঠ করিয়া লইল'। বঙ্গদর্শনে বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, কাব্য, সমাজতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, অর্থনীতি, সঙ্গীত, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে আলোচনা প্রকাশিত হত। এই সময়ে 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'সীতারাম' প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। চারটি উপন্যাসই দেশপ্রেমে উদ্দীপিত। পরবর্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মমত দৃঢ় হতে আরম্ভ হয়। এর পূর্ব পর্যন্ত তিনি কোঁৎপন্থী ছিলেন। পাদরী হেস্টী ও কৃষ্ণমোহনের হিন্দুধর্মের সমালোচনার জবাবে 'রামচন্দ্র' ছদ্মনামে 'Letters on Hinduism' লেখেন। কিছু পরে 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রকাশিত হয়। ১৮৭৩ খ্রী. পাবনা সিরাজগঞ্জের প্রজাবিদ্রোহের পূর্বে 'বঙ্গদেশের কৃষক' নামে ধারাবাহিক প্রবন্ধের সাহায্যে ভূমি-সমস্যা ও কৃষক সম্বন্ধে আলোচনা করেন। 'সাম্য' প্রবন্ধেও তিনি এই বিষয়ে আলোচনা করেন। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর বহু নিবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশচিন্তা প্রকাশ পেতে থাকে। 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হবার পূর্বেই ১৮৭৫ খ্রী. 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত রচনা করেন। ভারত-সভা ও তৎসৃষ্ট রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে তাঁর সহানুভূতি ছিল। সুকণ্ঠের অধিকারী না হলেও সঙ্গীতশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। প্রায় ৩০ বছর বয়সের সময় যদুভট্টের কাছে গান শেখেন। শেষ-জীবনে কলিকাতায় স্থায়িভাবে বাস করার জন্য একটি বাড়ি কিনে ১৮৯১ খ্রী. অবসর নিয়ে সেখানে বাস করতে থাকেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় সিণ্ডিকেট কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে পরীক্ষার্থীদের জন্য Bengali Selection প্রকাশ করেন। এর অনেক আগে ১৮৮৫ খ্রী. সেনেটের সভ্য হন। উপন্যাস ভিন্ন তাঁর অন্যান্য রচনাবলী : 'ললিতা', 'লোকরহস্য', 'বিজ্ঞানরহস্য', 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'বিবিধ সমালোচনা', 'দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী', 'কবিতা পুস্তক', 'প্রবন্ধ পুস্তক', 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত', 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'ধর্মতত্ত্ব', 'সহজ রচনা শিক্ষা', 'সহজ ইংরেজী শিক্ষা' এবং 'শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতা'। রচিত উপন্যাসের সংখ্যা ১৪টি। এইসব উপন্যাসের বহু নাট্য ও চিত্ররূপ দেওয়া হয়েছে ও হচ্ছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি-জীবী বঙ্কিমচন্দ্র দেশাত্মবোধ ও স্বাজাত্যবোধের ঋত্বিক্। 'আনন্দমঠে'র আদর্শ অনেক পরে বাঙালী

তথা ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রেরণা যুগিয়েছে। 'ঋষি বঙ্কিম' বাঙালীদের দেওয়া তাঁর সার্থক উপাধি। [১,২,৭,৮,২৫,২৬,১০৯]

বঙ্কিমচন্দ্র সেন (১৮৯২ - ৯.৬.১৯৬৮) ঘারিন্দা —ময়মনসিংহ। জগৎচন্দ্র। কলিকাতায় এসে ১৯১৭ খ্রী. 'বেঙ্গলী' পত্রিকার প্রুফ-রীডার হন ও পরে ঐ পত্রিকাতেই সাংবাদিক জীবনের হাতে খড়ি হয়। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক বাল্যসঙ্গী সত্যেন্দ্র-নাথ মজুমদারের অনুরোধে 'আনন্দবাজারে' যোগ দেন। ২৭ নভেম্বর ১৯৩০ খ্রী. এই পত্রিকার সম্পাদক গ্রেপ্তার হলে তিনি ১০ জুন ১৯৩১ খ্রী. পর্যন্ত অস্থায়ী সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩৩ খ্রী. 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশ শুরু হলে তার সম্পাদক হন। এই সময় তিনি একসঙ্গে আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় বিভাগের কাজ এবং 'দেশ' পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। ১৯৪২ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনের সমর্থনে প্রবন্ধ লেখার জন্য গ্রেপ্তার হন। ১৯৪৪ খ্রী. থেকে ভগবৎ-সাধনায় অনুরাগী হয়ে বিভিন্ন স্থানে বৈষ্ণবশাস্ত্র ও ধর্মবিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। এই সময়ে বৈষ্ণব-ধর্মের উপর কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেন। ১৯৫৬ খ্রী. 'দেশ' পত্রিকা থেকে অবসর নেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'গীতমাধুরী', 'লোকমাতা রাণী রাসমণি', 'জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে' প্রভৃতি। [১৬]

বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় (মে ১৮৯৭ - ১৫.১১. ১৯৬১) বেলুড়—হাওড়া। যোগেন্দ্রনাথ। হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ছিলেন। এম.এস-সি. পড়ার সময় (১৯১৯?) তিনি উত্তর প্রদেশের এটোয়ায় শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। এখানে তাঁর আবাল্য বন্ধু ও সহকর্মী শিক্ষক রাধারমণ মিত্রও ছিলেন। ১৯২১ খ্রী. উভয়ে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং উত্তর প্রদেশের জেলে আবদ্ধ থাকেন। মতিলাল নেহেরুর নির্দেশে তিনি বাঙলায় ফিরে আসেন এবং নবগঠিত কংগ্রেস স্বরাজ্য পার্টির বক্তা হিসাবে কাজ করতে থাকেন। বিপ্লবী ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সংস্পর্শে এসে তিনি ক্রমে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। ১৯২৭ খ্রী. তিনি চেঙ্গাইল জুট ওয়ার্কার্স ধর্মঘট পরিচালনা করেন। কলি-কাতা বড়বাজারের গাড়োয়ান ধর্মঘটে (১৯২৮ - ২৯) এবং ১৯৩০ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। ১৯৩৬ খ্রী. 'কমিউনিজম' মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে কমিউনিস্ট দলে যোগ দেন। সর্বভারতীয় কিষাণ সভার (১৯৩৬) তিনি প্রতিষ্ঠাতা এবং ১৯২৭ খ্রী. থেকে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। ১৯৩৬ খ্রী. আসানসোল লেবার কন্স্টিটিউয়েন্সি থেকে তিনি বঙ্গীয় বিধান পরিষদের সভ্য নির্বাচিত হন। তিনিই ভারতের প্রথম নির্বাচিত কমিউনিস্ট সদস্য। স্বাধীনতা-লাভের পর তিনি কমিউনিস্ট হিসাবে কংগ্রেসের বিরোধিতা করেন। ১৯৪৮ - ৪৯ খ্রী. তাঁকে আত্ম-গোপন করে থাকতে হয়। ১৯৫২ খ্রী. কংগ্রেস-প্রার্থীকে পরাজিত করে তিনি বজবজ থেকে পশ্চিম-বঙ্গ বিধান সভায় নির্বাচিত হন। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনেও তিনি জয়ী হয়েছিলেন। বিধান সভায় বিপক্ষ দলের সহকারী নেতা ছিলেন। ১৯৫৯ খ্রী. খাদ্য আন্দোলনে তিনি শেষবারের মত কারাবরণ করেন। একজন বহুখ্যাত পরিষদীয় বক্তারূপে শত্রুদেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। আক-র্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও যুক্তিজাল বিস্তার করে বহু ভিন্নমতাবলম্বীকে স্বমতে আনেন। সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহকারী সম্পাদিকা মহা-রাষ্ট্রের শান্তা ভেলেরাও তাঁর স্ত্রী ছিলেন। [৪,১২৪]

বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, ডা. (২৪.৬.১৮৯৮ - ১৯.২.১৯৫৮)। বিখ্যাত দন্তচিকিৎসক ও দেশ-সেবক। কলিকাতায় দন্তচিকিৎসার উন্নতিসাধন করে খ্যাতিলাভ করেন। তিনি আজীবন বহু জন-হিতকর কাজে ও সমাজসেবায় নিযুক্ত ছিলেন। [১০]

বঙ্গচন্দ্র রায় (৮.৮.১৮৩৯ - ২.১০.১৯২২) পাঁচগাঁ—ঢাকা। রামগতি। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ প্রচারকগণের অন্যতম। কিশোরগঞ্জ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ জেলা স্কুল ও ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৮৫৯ খ্রী. কেশবচন্দ্র 'পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্ম-মন্দির' প্রতিষ্ঠা করে তার কর্মপরিচালনা ও উপা-সনার ভার সম্পূর্ণই বঙ্গচন্দ্রের উপর অর্পণ করে-ছিলেন। ১৮৬৫ খ্রী. ঢাকা ব্রাহ্মবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ধর্মপ্রাণ অঘোরনাথ গুপ্তের মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বঙ্গচন্দ্র ঢাকা পগোজ স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন ও ছাত্রদের নিয়ে ধর্মচর্চায় মন দেন। পরে তিনি চাকরি ত্যাগ করে ব্রহ্মোপাসনা, প্রচার ও সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং ঐ কাজের সহায়ক হিসাবে 'শুভসাধিনী' নামে এক পয়সা দামের সংবাদপত্র ও ধর্মবিষয়ক পত্রিকা 'বঙ্গবন্ধু' এবং 'The East' নামে একটি ইংরেজী পত্র প্রকাশ করেন। তাছাড়া 'ঈস্ট বেঙ্গল প্রেস' নামে একটি ছাপাখানা ক্রয় করে সেখান থেকে প্রয়োজনীয় বিবিধ পুস্তকাদি প্রকাশ ও প্রচার করতেন। [৩]

বটকৃষ্ণ ঘোষ (১৯০৫ - ১৯৫০) অকালপৌষ—বর্ধমান। পিতা অরবিন্দপ্রকাশ জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ

প্রতিষ্ঠায় শ্রীঅরবিন্দের সহযোগী ও সহকর্মী ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর শারীরিক কারণে বটকৃষ্ণ কলেজীয় শিক্ষাগ্রহণে বঞ্চিত হন। চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত ও নিজের চেষ্টায় গৃহে জার্মান ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা করে তিনি এই তিন ভাষাতেই বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। তারপর হিতৈষী বান্ধবদের সহায়তায় জার্মানী ও ফ্রান্স দেশের ম্যুনিখ ও প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা দ্বারা এই উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টরেট' উপাধি প্রাপ্ত হন। দেশে ফিরে তিনি কিছুকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও আধুনিক ভাষা বিভাগের লেক্‌চারারের পদে বৃত হন। এই সঙ্গে তিনি বিদ্যাসাগর কলেজে ফরাসী ও জার্মান ভাষার লেক্‌চারার, জাতীয় শিক্ষা পরিষদের (যাদবপুর) হেমচন্দ্র বসু লেক্‌চারার, এশিয়াটিক সোসাইটির রিসার্চ ফেলো প্রভৃতি পদেও কর্ম করেন। বিভিন্ন ভাষায়, বিশেষত বৈদিক সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্বে গভীর জ্ঞানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির 'ফেলো' নির্বাচিত হন। মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে 'সুপণ্ডিত' ব্যক্তিরূপে পরিগণিত বটকৃষ্ণের মৃত্যু হয়। রচিত গ্রন্থ :'Linguistic Introduction to Sanskrit', 'Collection of Fragments of Lost Brahmanas', 'Pali Literature and Language', 'Hindu Law and Customs', 'Hindu Ideal of Life—1947' প্রভৃতি। [১৪৯]

বটকৃষ্ণ পাল (১৮৩৫ - ১২.৬.১৯১৪) শিবপুর—হাওড়া। বিখ্যাত ঔষধ-ব্যবসায়ী। ছোটবেলায় মা-বাবা মারা যাওয়ায় কলিকাতার বেনিয়াটোলা স্ট্রীটে মাতুলালয়ে আশ্রয় নেন। ১২ বছর বয়সে মাতুলের মসলার দোকানে কাজ শিখতে ঢোকেন। পরে কিছুদিন পাটের ব্যবসায় করে ১৮৫৬ খ্রী. খেংরাপট্টিতে একটি মসলার দোকান খুলে স্বাধীনভাবে ব্যবসায় শুরু করেন। অর্থাভাব ঘটায় মাধবচন্দ্র দাঁকে তিনি অংশীদার করে নেন। ক্রমে এই দোকানেই কিছু বিলাতী ঔষধ রেখে বিক্রয় শুরু করেন এবং পরবর্তী কালে সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ-ব্যবসায়িরূপে পরিগণিত হন। তাঁর স্থাপিত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান 'বি. কে. পাল অ্যান্ড কোং' একসময়ে দেশী ফর্মুলায় ঔষধ তৈয়ারী ও বিক্রয় আরম্ভ করে। এ প্রচেষ্টা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের 'বেঙ্গল কেমিক্যাল কোং' স্থাপনেরও পূর্বে। দয়ালু ও দাতা হিসাবেও পরিচিত ছিলেন। নিজ জন্মস্থান শিবপুরে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় এবং বেনিয়াটোলায় বালক ও বালিকাদের জন্য দুইটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কাশীতে মৃত্যু। [১,২৫,২৬]

বটকৃষ্ণ রায় (? - ২০.৯.১৩৬০ ব.) কলিকাতা। কলিকাতা বেলিয়াঘাটা বেঙ্গল মেডিক্যাল ইন্‌স্টিটিউশন ও উপেন্দ্র স্মৃতি হাসপাতালের অধ্যক্ষ এবং যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর রচিত বহু নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। [৫]

বটুকেশ্বর দত্ত (১৯০৮ - ১৯.৭.১৯৬৫)। পৈতৃক নিবাস ওয়াড়ী—বর্ধমান। গোষ্ঠবিহারী। ১৯২৫ খ্রী. কানপুর থেকে প্রবেশিকা পাশ করে ১৯২৬ খ্রী. কলিকাতায় দরজীর কাজ শেখেন। এই সময়েই ভগৎ সিং ও চন্দ্রশেখর আজাদের সঙ্গে বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে দল সংগঠনে প্রথমে আগ্রায়, পরে পাঞ্জাব ও অন্যান্য অঞ্চলে যান। তাঁদের সংগঠনের নাম ছিল 'হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি'। এই দল রাশিয়ার বিপ্লবে এবং কলিকাতা, কানপুর ও বোম্বাইয়ের শ্রমিক ধর্মঘটে অনুপ্রাণিত হয়। দলের প্রথম কাজ ভগৎ সিং কর্তৃক প্রকাশ্য দিবালোকে সণ্ডার্স নিধন (১৭.১২.১৯২৮)। বটুকেশ্বর ও ভগৎ সিং রাজ্য-শাসন-ব্যবস্থার প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য দিল্লীর পার্লামেণ্ট ভবনের গ্যালারী থেকে দুইটি বোমা ছোঁড়েন ও কিছু প্রচারপত্র ছড়িয়ে দেন (৮.৪. ১৯২৯) এবং ভারতবর্ষে সর্বপ্রথমে 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' ও 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক্' ধ্বনি তুলে শান্তভাবে আত্মসমর্পণ করেন। পাঞ্জাবে তাঁদের বিচারের নামে এক প্রহসন চলে এবং বিস্ফোরক আইন ভঙ্গ ও হত্যাপ্রচেষ্টার দায়ে উভয়ে দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৩৮ খ্রী. বটুকেশ্বর মুক্তি পান, কিন্তু বাঙলা, পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে তাঁর প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। ১৯৪২ খ্রী. পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৪৫ খ্রী. পর্যন্ত দাদার গৃহে অন্তরীণ থাকেন। স্বাধীনতালাভের পর পাটনায় বসবাস করেন এবং ১৯৪৭ খ্রী. বিবাহ করে সংসারী হন। জীবিকার জন্য শেষ-জীবনে ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায় শুরু করেন। [১২৪,১৩১]

বটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯শ শতাব্দীর একজন নাট্যকার। জোড়াসাঁকো নাট্যশালার কর্তৃপক্ষগণ হিন্দু মহিলাদের দুরবস্থা-বিষয়ে রচিত নাটকের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারকে ২ শত টাকা পুরস্কার দেবেন এই কথা ঘোষণা করলে 'হিন্দু মহিলা নাটক'—এই একই নাম দিয়ে বটুবিহারী এবং বিপিনমোহন সেন দু'খানি নাটক রচনা করেন। বিচারে বিপিনমোহনের রচনাই শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হয়। দু'টি নাটকই ১৮৬৯ খ্রী. প্রকাশিত হয়। [১]

বদন অধিকারী। পশ্চিমবঙ্গের যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে খানাকুল-কৃষ্ণনগরের গোবিন্দচন্দ্র অধিকারী, মঙ্গল, নীলকমল সিংহ ও বদন অধিকারী বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। [২]

বদ্রীদাস, রায়বাহাদুর (১৮৩২ - ?) লক্ষ্ণৌ। ১৮৫৩ খ্রী. কলিকাতায় এসে ব্যবসায় শুরু করে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মণিকার ব'লে পরিগণিত হন। তিনিই কলিকাতার পিঁজরাপোলের উদ্ভাবক এবং স্থাপন-কর্তা। ভারতের জৈন সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বহু অর্থ ব্যয়ে কলিকাতার মানিকতলায় পরেশনাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা করে-ছিলেন। [১]

বনচারী। হরিগুরু, সেবকমলিনা, অখিলচাঁদ ও বনচারী, এই চারজন নদীয়া জেলার বাউল সম্প্র-দায়ের প্রবর্তক। [১]

বনদুর্লভ বা **বলদুর্লভ**। চট্টগ্রাম। অনুমান ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। গৌরীর জন্ম থেকে গণেশের জন্ম পর্যন্ত দুর্গাচরিত্র বর্ণনা করে তিনি 'দুর্গাবিজয়' গ্রন্থ রচনা করেন।। [১]

বনবিহারিণী (ভুণি)। এই অভিনেত্রী সঙ্গীত-বহুল চরিত্রাভিনয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৭৯ খ্রী. ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত 'কামিনীকুঞ্জ' অপেরায় নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে বিখ্যাত হন। বেঙ্গল, ষ্টার ও এমারেল্ড থিয়েটারে কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসা পেয়েছিলেন। [৬৯]

বনমালী রায়, রায়বাহাদুর (সেপ্টেম্বর ১৮৬২ - ২৩.১১.১৯১৪) তরাশ—পাবনা। জমিদার বন-ওয়ারীলালের প্রথমা স্ত্রীর পোষ্যপুত্র ছিলেন। পাবনা জেলা স্কুলে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। ১৮৮২ খ্রী. বনওয়ারীলালের মৃত্যুর পর তিনি বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী হন। নবদ্বীপের পণ্ডিত-মণ্ডলীর কাছ থেকে 'রাজর্ষি' উপাধি পান। গৌরাঙ্গদেবের ভক্ত ছিলেন। তিনি ১৮৯৩ খ্রী. থেকে মথুরার রাধাকুঞ্জে বাস করতে থাকেন এবং সেখানে একটি বড় বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। শেষ-জীবনে বৃন্দাবনধামে থাকতেন। বিভিন্ন জন-হিতকর প্রতিষ্ঠানে প্রচুর অর্থসাহায্য করেন এবং শিক্ষাবিস্তারের জন্য পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে ৫০ হাজার টাকা দান করেন। [১]

বনমালী সরকার। কুমারটুলি—কলিকাতা। আত্মারাম। পৈতৃক নিবাস ভদ্রেশ্বর—হুগলী। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের একজন প্রসিদ্ধ ধন-শালী ব্যবসায়ী। তিনি পাটনার কমার্শিয়াল রেসি-ডেন্টের দেওয়ান এবং কিছুকাল ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলিকাতার ডেপুটি ট্রেডার ছিলেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের বহু পূর্বে নির্মিত তাঁর কুমারটুলির বাড়ি সেকালে কলিকাতার এক দর্শনীয় বস্তু ছিল। [১]

বনলতা দাশগুপ্ত, নীনা (১৯১৫ - ১.৭.১৯৩৬) বিদগাঁও—ঢাকা। হেমচন্দ্র। ডায়োসেসান স্কুল ও কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। স্কুলে পড়বার সময়ই ছাত্রীদের বিলাতী বস্ত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন। সাইকেল ও মোটর চালাতে পারতেন। ১৯৩৩ খ্রী. বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবে এরোপ্লেন চালনা শিখতে যান। কলেজের হস্টেলে থাকা কালে ১৯৩৩ খ্রী. ঘটনাচক্রে কয়েকটি পিস্তল রাখার অভিযোগে তিন বছর ডেটিনিউরূপে হিজলী ও প্রেসিডেন্সী জেলে বন্দী থাকেন। সেখানে টক্সিক্ গয়টার রোগে আক্রান্ত হয়ে মেডিক্যাল কলেজে প্রিন্স-অফ-ওয়েল্স্ ওয়ার্ডে মারা যান। [২৯]

বনলতা দেবী (২০.১২.১৮৮০ - ৩.১১.১৯০০) বরাহনগর — কলিকাতা। পিতা — সমাজ-সংস্কারক শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বামী—'জীবনীকোষ' সম্পা-দক শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার। বাড়িতে ইংরেজী, সংস্কৃত ও বাংলা অধ্যয়ন করেন। তিনি 'সুমতি সমিতি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন এবং পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত 'বিধবা আশ্রম' এবং বালিকা বিদ্যা-লয়ের তত্ত্বাবধান করতেন। বিবাহের পর স্বামীর সঙ্গে সমাজ-সংস্কার, স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার প্রভৃতি কাজে অংশগ্রহণ করেন। ১৮৯৭ খ্রী. 'অন্তঃপুর' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। পত্রিকাটিতে শুধু মহিলাদের লেখাই ছাপা হত। ঐ পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় তাঁর লেখা চার-লাইন কবিতা থাকত। তাঁর রচিত কবিতা-গ্রন্থের নাম 'বনজ'। তাঁর মাতা রাজকুমারী দেবী প্রথম ব্রাহ্মণ মহিলা বিলাত-যাত্রী। ভ্রাতার নাম অ্যালবিয়ন রাজকুমার ব্যানার্জী। [১,১৯]

বনু রাণা (১৮৮৮ - ২৭.৯.১৯৪২) বামুনাড়া —মেদিনীপুর। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। নন্দীগ্রামে পুলিস স্টেশন আক্রমণকালে ঈশ্বরপুরে শোভাযাত্রীদের উপর পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

বনোয়ারীলাল গোস্বামী (১২৬৭ ? - বৈশাখ ১৩৪৫ ব.) হাপাসিয়া—পাবনা। মোক্তারী পাশ করে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। কর্মক্ষেত্র বহরম-পুর শহরে কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী বন্ধু নিয়ে একটি সাহিত্য সমিতি ও সাংবাদিক সঙ্ঘ স্থাপন করেন। বৈষ্ণব সাহিত্য বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল এবং এই বিষয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় বহু প্রবন্ধও রচনা করেছেন। 'মুর্শিদাবাদ হিতৈষী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ৪৫ বছর তিনি তার সেবা করে গেছেন। ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় সিদ্ধ-

হস্ত ছিলেন এবং কয়েকটি কবিতাগ্রন্থও রচনা করেছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণব গ্রন্থ : 'সাধক চিন্তামৃত' ও 'নরোত্তম আশ্রয় নির্ণয়'। তিনি ২১ বছর বহরমপুরের পুরতন্ত্রের সদস্য ছিলেন। [১]

বনোয়ারীলাল চৌধুরী (?-৪.৩.১৯৩১) সেরপুর—ময়মনসিংহ। জমিদার বংশে জন্ম। প্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি এবং 'তত্ত্ব-বোধিনী' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। [১]

বরদা উকীল (১৩০২?-১৫.৬.১৩৭৪ ব.)। সুবিখ্যাত অঙ্কনশিল্পী বরদা উকীল ললিতকলা অ্যাকাডেমির প্রথম সচিব এবং নিখিল ভারত চারু ও কারু শিল্প সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন। শিল্পী সারদা উকীল ও রণদা উকীল তাঁর ভ্রাতৃদ্বয়। [৪]

বরদাকান্ত লাহিড়ী। বাঁকুড়া। পাঞ্জাব-প্রবাসী একজন খ্যাতনামা বাঙালী। লাহোর প্রধান আদালত ও লুধিয়ানা জেলা আদালতে ওকালতি করে যশস্বী হন। পরে পাঞ্জাবের ফরিদকোট শিখরাজ্যের প্রধান-মন্ত্রী হয়েছিলেন। অবসর-গ্রহণের পর বারাণসী যান। পাঞ্জাবে থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রাদেশিক সম্পাদক ও ভারতধর্ম মহামণ্ডলের বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। সাহিত্য-সেবায় এবং সনাতন ধর্ম-সংরক্ষণে তাঁর উৎসাহ ও উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য। [১]

বরদাচরণ মিত্র (১৮৬২-১৯১৫) কুমারটুলি—কলিকাতা। বেণীমাধব। আদি নিবাস চাকদহ—নদীয়া। ১৮৮২ খ্রী. তিনি ইংরেজী সাহিত্যে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম হন এবং ১৮৮৬ খ্রী. প্রতি-যোগিতামূলক পরীক্ষা পাশ করে স্ট্যাটিউটরী সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করেন। ১৮৯৪ খ্রী. দায়রা জজ হন। সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। রাজ-কার্যের অবসরে সাহিত্যচর্চায় নিরত থাকতেন। 'নব্যভারত', 'ভারতী', 'প্রবাসী', 'সাধনা', 'বীরভূমি' প্রভৃতি পত্রিকায় বহু কবিতা প্রকাশ করে কবি-খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ইংরেজী কবিতা-রচনায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাছাড়া তাঁর বহু-সংখ্যক ইংরেজী নিবন্ধ 'ক্যালকাটা রিভিউ', 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশন', 'থিয়োসফিস্ট', 'রেইস অ্যাণ্ড রায়ত' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৮৫ খ্রী. 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় 'The English Influence on Bengali Literature' শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক হিসাবে খ্যাত হন। ছাত্রাবস্থায় প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) ও কিশোরীচাঁদ মিত্রের জীবনী রচনা করেছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যেও তাঁর অসাধারণ অনুরাগ ও ব্যুৎপত্তি ছিল। ১৮৯৫ খ্রী. তিনি 'মেঘদূতে'র বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। তাঁর অপর রচনা 'অবসর' নামক গীতিকাব্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা কাল থেকে তিনি তার সদস্য ছিলেন। ১৩১২ ব. থেকে আমৃত্যু তিনি বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সহ-সভাপতি পদে বৃত ছিলেন। পণ-প্রথা নিরোধ করার উদ্দেশ্যে তিনি কলিকাতায় 'বরপণ নিবারণী সমিতি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান সংগঠন করেন। [২৫,২৬,১৪৯]

বরদাদাস মিত্র (১৯শ শতাব্দী) চৌখাম্বা—কাশী। রাজেন্দ্রনাথ। আদি নিবাস কুমারটুলি—কলিকাতা। তিনি এবং তাঁর ভ্রাতা সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজ সরকারকে প্রভূত সাহায্য করে খেলাত পেয়েছিলেন। কাশীর অন্ধ ও কুষ্ঠাশ্রমের লোকদের পানীয় জলের কূপ খননের জন্য, বারাণসী চক্ষু-চিকিৎসালয়ের সংরক্ষণার্থে এবং স্থানীয় ইউ-রোপীয়দের হাসপাতাল স্থাপনার্থে অর্থসাহায্য করেন। এছাড়াও উভয় ভ্রাতাই এলাহাবাদ কলেজের জন্য, প্রিন্স অফ ওয়েল্স্-এর ভারতাগমনের স্মারক অনুষ্ঠানের জন্য এবং অন্যান্য বহু অনু-ষ্ঠানে অর্থদান করেছিলেন। রাজশাহী ও বারাণসী জেলায় তাঁদের বিস্তৃত জমিদারী ছিল। [১]

বরদাপ্রসন্ন সোম, রায়বাহাদুর (১৮৪৪-১৯১২) চুঁচুড়া—হুগলী। দুর্গাচরণ। জমিদার বংশে জন্ম। হুগলী কলেজে পড়া শুরু করে ১৮৬৬ খ্রী. ১৫ টাকা বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৯ খ্রী. ফ্রী চার্চ ইন্স্টিটিউশন থেকে বি.এ. এবং ১৮৭০ খ্রী. বি.এল. পাশ করে মুন্সেফ হন। ক্রমে সাবজজ পদে উন্নীত হয়ে কয়েক বছর কাজ করার পর ১৯০১ খ্রী. মেদিনী-পুর থেকে অবসর নেন। সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'গয়া ও গয়ালী' এবং 'Relief Act'। পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে ভট্টপল্লী গ্রামে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং পত্নীর স্মৃতিরক্ষার্থে ইমামবাড়া হাসপাতালে অর্থসাহায্য করেন। [১]

বরদাপ্রসাদ মজুমদার (১৮৩২-১৯১২) পাঁতিহাল—হাওড়া। উমাচরণ। শৈশবে পিতৃহীন হয়ে মায়ের সঙ্গে কাশীতে বাস করতে থাকেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে কলিকাতায় এসে তারানাথ তর্ক-বাচস্পতি প্রভৃতি পণ্ডিতগণের সহায়তায় 'কাব্য প্রকাশিকা' নাম দিয়ে সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। তিনি 'বি. পি. এম. প্রেস'-এর প্রতিষ্ঠাতা। বাংলা, ইংরেজী ও সংস্কৃত ব্যাখ্যা পুস্তকের প্রবর্তকরূপে তিনি সুপরিচিত। [২৬]

বরদাভূষণ চক্রবর্তী (১৯০১-৪.১১.১৯৭৪)। বাঙলাদেশ ও সাবেক পূর্ব-পাকিস্থানের বিশিষ্ট

বিপ্লবী বরদাভূষণ 'ভোলাদা' নামে সর্বজনপরিচিত ছিলেন। ত্রৈলোক্য মহারাজের সহকর্মী এই বিপ্লবী ব্রিটিশ ও পাক আমলে ৩০ বছর জেল খেটেছেন। হিলি স্টেশন লুঠ মামলায় প্রথম গ্রেপ্তার হয়ে ৭ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ২৫.৩.১৯৭১ খ্রী. তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের ইয়াহিয়া সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে ৩১ মার্চ ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করাবার নির্দেশ দেন। কিন্তু মুক্তি-ফৌজ কয়েক ঘণ্টা আগে জেল ভেঙে তাঁকে মুক্ত করে আনে। এরপর তিনি মুক্তিফৌজের কণ্ট্রোল রুমের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করে পাক-বাহিনীকে দূরে সরিয়ে রাখার কাজে ব্রতী ছিলেন। দিনাজপুর জেলা এ সময়ে ১৩ দিন মুক্ত ছিল। ধর্ম, রাজনীতি, ইতিহাস ও নাথ-সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট পড়াশুনা ছিল। চিকিৎসার জন্য ঢাকা থেকে কলি-কাতায় আসেন এবং এখানে তাঁর মৃত্যু হয়। [১৬]

বরবাকশাহ, রুকনুদ্দীন। রাজত্বকাল ১৪৫৫ - ১৪৭৬ খ্রী.। গৌড়ের সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহ-মুদের পুত্র ও বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান। তিনি একাধারে বীর ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁর সভাকবি ছিলেন জৈনউদ্দীন হরউয়ি। পণ্ডিত রায়-মুকুট বৃহস্পতি মিশ্র ও খুব সম্ভব মালাধর বসু এবং কৃত্তিবাস পণ্ডিতকে তিনি বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছিলেন। শাসনকার্যে তিনি আইন মেনে চলতেন—সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধি তাঁর ছিল না। অনন্ত সেন তাঁর অন্তরঙ্গ অথবা চিকিৎসক এবং বৃহস্পতি মিশ্রের পুত্রেরা তাঁর মন্ত্রী ছিলেন। মুদ্রা ও শিলালিপিতে তাঁর পাণ্ডিত্য ও সৌন্দর্য-বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। গৌড়ের 'দাখিল দরওয়াজা' খুব সম্ভব তিনিই নির্মাণ করিয়ে-ছিলেন। [৩]

বরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৭১ - ১৯০৭) বালী—হাওড়া। অল্প বয়সে পিতার সঙ্গে মুঙ্গের ও আগ্রায় বাস করেন। ১৮৮৬ খ্রী. আগ্রা কলেজে ভর্তি হন এবং দর্শনশাস্ত্রে এম.এ. পাশ করেন। শিক্ষাব্রত অবলম্বন করে কর্মোপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বাস করলেও আগ্রাতেই তিনি পাণ্ডিত্যের জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। অধ্যাপনা কার্যে ব্রতী থাকা কালে লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির সভ্য ও সোসাইটি অফ লিটারেচার-এর সদস্য হন। বাঙালীদের মধ্যে একমাত্র রমেশচন্দ্র দত্ত ছাড়া আর কেউই পূর্বে এই সম্মান লাভ করতে পারেন নি। [১]

বলদেব পালিত (১৮৩৫ - ৭.১.১৯০০)। পিতা বিশ্বনাথ ১৮৪১ খ্রী. আফগান যুদ্ধে নিহত হলে সরকার নাবালক বলদেবের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। প্রধানত দানাপুরের ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে পরে নিজের চেষ্টায় ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃত শেখেন এবং দানাপুরেই সরকারী অফিসে চাকরি পান। সিপাহী বিদ্রোহের সময় যে সমস্ত সন্দেহভাজন লোকের বৃত্তি বন্ধ করা হয়েছিল, তিনি বহু চেষ্টায় তাঁদের অনেকের বৃত্তি পাবার ব্যবস্থা করেন। কাব্যে বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি 'ভর্তৃহরি কাব্য', 'কর্ণার্জ্জুন কাব্য', 'কাব্য-মালা', 'ললিত কবিতাবলী' ও 'কাব্যমঞ্জরী' নামে ৫ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। বাংলা কবিতায় সংস্কৃত ছন্দ প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। 'কর্ণার্জ্জুন কাব্য' কিছুদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. পরীক্ষায় মহিলাদের অন্যতম পাঠ্য ছিল। শেষ-জীবনে বাঁকীপুরে থাকতেন। ১৮৬৬ খ্রী. তিনি দানাপুরে একটি মধ্যবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিহারের নানা জায়গায় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে অর্থসাহায্যও করেছিলেন। নাট্য-কার দীনবন্ধু মিত্র এবং সুপণ্ডিত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর বন্ধু ছিলেন। [১,৩,৫]

বলদেব বিদ্যাভূষণ (১৮শ শতাব্দী) বালেশ্বর—ওড়িশা। বেদান্তসূত্রের 'গোবিন্দভাষ্য'-প্রণেতা ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্যতম দার্শনিক পণ্ডিত। মহীশূরে বেদান্ত অধ্যয়নকালে তিনি তত্ত্ববাদী (মাধ্ব) সম্প্রদায়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং পুরীধামে পণ্ডিত-সমাজকে শাস্ত্রযুদ্ধে পরাস্ত করে তত্ত্ববাদী মঠে অবস্থান করেন। পরে তিনি শ্রীজীব গোস্বামীর 'ষট্‌সন্দর্ভ' অধ্যয়ন করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং শিক্ষা-গুরু রাধাদামোদরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ক্রমে তিনি পীতাম্বর দাসের কাছে ভক্তিশাস্ত্র এবং বিশ্ব-নাথ চক্রবর্তীর কাছে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করেন। জয়পুরের মন্দিরসমূহ থেকে বাঙালী সেবায়েত-গণ অসম্প্রদায়ী ব'লে সেবাচ্যুত হলে তিনি জয়পুরে গিয়ে তর্কে বিপক্ষদের পরাজিত করেন এবং 'গলিতা' নামে পার্বত্যপ্রদেশে বাঙালীদের আসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। সেখানে তিনি 'বিজয়গোপাল' বিগ্রহ স্থাপন করেন। বৃন্দাবনে তাঁর প্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দরের মূর্তি বর্তমান আছে। তিনি 'গোবিন্দভাষ্যটীকা', 'শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাভাষ্য', 'শ্রীমদ্ভাগবতটীকা', 'প্রমেয়রত্নাবলী', 'ষট্‌সন্দর্ভ-টীকা', 'গোপালতাপনীভাষ্য', 'সিদ্ধান্তদর্শন', 'সাহিত্যকৌমুদী', 'ছন্দঃকৌস্তুভ' ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা। [১,৩,২৬]

বলভদ্র মিশ্র (১৬শ শতাব্দী) রাজমহলনগর। বিষ্ণুদাস। কাশীনিবাসী বলভদ্রের অধ্যাপনার বিষয় ছিল তর্কশাস্ত্র, সাহিত্য, সাংখ্য, বৈশেষিক, মহা-

ভাষা, মীমাংসা ও ধর্মশাস্ত্র। সম্রাট আকবরের অভিষেককালে যে ৩২ জন হিন্দু পণ্ডিত পরিচিতি লাভ করেছিলেন বলভদ্র তাঁদের অন্যতম। তাঁর তিনটি উপাধি—'ত্রিপাঠি', 'মিশ্র' ও 'মহামহোপাধ্যায়'। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে শিবাদিত্য-রচিত সপ্তপদার্থের টীকা 'সন্দর্ভ', 'তর্কভাষাপ্রকাশিকা', 'তার্কিকরক্ষা', 'প্রমাণমঞ্জরীটীকা', 'দ্রব্যপ্রকাশবিমল' ও 'বৌদ্ধাধিকারপ্রকাশব্যাখ্যা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং পূর্বোক্ত 'দ্রব্যপ্রকাশবিমল' গ্রন্থটি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং 'বলভদ্রী' নামে পরিচিত। বিখ্যাত পণ্ডিত পদ্মনাভ তাঁর পুত্র। পদ্মনাভ পিতা বলভদ্রকে 'জগদ্গুরু' নামে ভূষিত করেছেন। [১,৯০]

বলরাম কবিকঙ্কণ (১৭শ শতাব্দী?)। তিনি মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের শিক্ষাগুরু ছিলেন ব'লে মেদিনীপুর অঞ্চলের লোকের ধারণা। তাঁর রচিত 'চণ্ডীর উপাখ্যান' ঐ অঞ্চলে প্রচলিত। [১,২]

বলরাম চক্রবর্তী, কবিশেখর। একজন প্রাচীন পদকর্তা। বিশেষজ্ঞরা তাঁকে রামপ্রসাদের পূর্ববর্তী ব'লে অনুমান করেন। তিনি 'কালিকা মঙ্গল' গ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থটিও প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান। কিন্তু 'বিদ্যাসুন্দরে'র সঙ্গে এই গ্রন্থের বহু পার্থক্য আছে। কালিকাদেবীর নিজ পূজা প্রচারের প্রবল আগ্রহই এই গ্রন্থটিতে অভিব্যক্ত হয়েছে। [১]

বলরাম দাস১। এই নামে বৈষ্ণব সাহিত্যরচয়িতা একাধিক কবির উল্লেখ পাওয়া যায়। তার মধ্যে বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ডের অধিবাসী আত্মারামের পুত্র বলরাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। ১৫৩৭ খ্রী. তাঁর জন্ম। তিনি জাহ্নবী দেবীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং বিবাহ করে সংসারী হন। তাঁর গুরুপ্রদত্ত নাম নিত্যানন্দ। এই নামে তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'প্রেমবিলাস' রচনা করেন। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'গৌরাঙ্গাষ্টক', 'বীরচন্দ্রচরিত', 'রসকল্পসার', 'কৃষ্ণলীলামৃত' প্রভৃতি। তিনি নরোত্তম ঠাকুরের খেতুরী উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। [১, ২,৩,২৬]

বলরাম দাস২। শ্রীহট্ট। সত্যভানু উপাধ্যায়। পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণকুলে জন্ম। নিত্যানন্দ প্রভুর কাছে দীক্ষা নেবার পর কৃষ্ণনগরের দোগাছিয়ায় বাসস্থাপন করেন। তিনি দিবানিশি গৌর-গুণগানে মত্ত থাকার জন্য নিত্যানন্দ প্রভু তাঁকে নিজ শিরোভূষণ পুরস্কার দেন। বৃন্দাবন দাস তাঁর 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে নিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয় ৩৭ জন পার্ষদের উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন—'প্রেমরসে মহামত্ত বলরাম দাস/যাঁহার বাতাসে সব পাপ যায় নাশ।' তাঁর রচিত পদে নিত্যানন্দ-বিষয়ে কয়েকটি সুন্দর চিত্র এবং শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের পদ-রচনায় তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীগোপাল মূর্তি' দোগাছিয়ায় এখনও আছে। বলরামের মৃত্যুদিবস উপলক্ষে প্রতি বছর অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাচতুর্দশীতে সেখানে একটি উৎসব হয়। [১]

বলরাম ভজা (১৭৮৫ - ১৮৫০) মেহেরপুর—নদীয়া। হাড়ীবংশে জন্ম। বলরাম স্থানীয় জমিদার মল্লিকবাবুদের বাড়িতে চৌকিদারী করতেন। পরে তাঁকে চুরির অপবাদ দেওয়া হলে তিনি যোগসাধনা শুরু করে বহু শিষ্য সংগ্রহ করেন এবং 'বলরাম ভজা' নামে একটি ধর্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। সাধারণত হিন্দুসমাজের নিপীড়িত লোকদের নিয়ে এই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। তাদের মধ্যে জাতিভেদ নাই। বলরামের শিষ্যেরা তাঁকে রামচন্দ্রের অবতার বলতেন। এই সম্প্রদায়টি গৃহী ও ভিক্ষোপজীবী —এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। [১,২৫,২৬]

বলাই কুণ্ডু। মেদিনীপুরের বীরকুল পরগনার মালঙ্গী (লবণ-শিল্প কারিগর) আন্দোলনের নেতা বলাই কুণ্ডু ২৯ এপ্রিল ১৮০০ খ্রী. বীরকুল, বলাশয় ও মিরগোধা পরগনার মালঙ্গীদের সমাবেশ করে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করার জন্য রচিত এক আবেদনপত্র পাঠ করেন। এই পত্রে মালঙ্গীদের লবণের মূল্য যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধির জন্য এবং বেগার ও ভেট-প্রথা রহিত করার জন্য আবেদন করা হয়। [৫৬]

বলাইচন্দ্র সেন (১৩০৩ - ১৩৫১ ব.) কালনা—বর্ধমান। কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ। ১৯ বছর বয়সে ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রবেশ করে পিতৃপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ের উন্নতি ছাড়াও নূতন ব্যবসায় শুরু করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাস্ট্রিজ নামে হ্যারিকেনের কারখানা এবং 'পিওর ড্রাগ অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস' নামে ঔষধের কারখানা স্থাপন করে দেশের শিল্পোন্নতিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। পিতৃভূমি কালনায় অম্বিকা হাই স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠায় এবং মিউনিসিপ্যাল হাসপাতালের সাহায্যার্থে তিনি কয়েক লক্ষ টাকা দান করেন। [৫]

বলাই দাশগুপ্ত। ভোলা—বরিশাল। ১৯৩০ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কারারুদ্ধ হন। মুক্তি পেয়ে বিপ্লবী কার্যকলাপে আত্মনিয়োগ করেন। ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য তৈরী বোমার বিস্ফোরণে তাঁর মৃত্যু ঘটে। [৪২]

বলাইদাস চ্যাটার্জী (১৯০০ - ৯.৩.১৯৭৪) ডুমুরদহ—হুগলী। রামলাল। মহাবলী আশানন্দ ঢেঁকি তাঁরই গ্রামের লোক ছিলেন। ১৯১১ খ্রী. কলিকাতায় এসে স্কটিশ চার্চ স্কুলের ফুটবল দলে খেলার সুযোগ পান এবং ১৯১৬ খ্রী. থেকে তিন বছর স্কুল-দলের অধিনায়ক থাকেন। ১৯১৮ খ্রী. এরিয়ান ক্লাবে তাঁর ফুটবল ক্রীড়া-জীবন শুরু হয়। ১৯২১ খ্রী. মোহনবাগান ক্লাবে যোগ দেন এবং সারা খেলোয়াড়-জীবন ঐ দলের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। ইণ্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন দলের সঙ্গে জাভা সফর ছাড়া তিনি বহু আন্তর্জাতিক স্থানীয় ফুটবল ম্যাচে ভারতীয় দলের সেণ্টার হাফব্যাকে খেলেছেন। ১৯৪৮ খ্রী. লণ্ডন অলিম্পিকে এবং ১৯৫২ খ্রী. হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে তিনি ভারতীয় ফুটবল দলের কোচ হিসাবে গিয়েছিলেন। মোহনবাগান ক্লাবের ফুটবল প্রশিক্ষণের ভারও বহুদিন তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবে তাঁর সমধিক খ্যাতি থাকলেও বক্সিং, অ্যাথলেটিক স্পোর্টস, বাস্কেট-বল, ভলি-বল, ক্রিকেট, হকি প্রভৃতি খেলাতেও তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন। অ্যাথলেটিক্স-এ তিনি বহু বিষয়ে রেকর্ডের অধিকারী হয়েছিলেন। সাধারণত হার্ডলার, হাইজাম্পার ও স্প্রিণ্টার হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ব্রিটিশ যুগে ফুটবল খেলায় ইউরোপীয় ও পল্টনী খেলোয়াড়দের মনেও ত্রাসের সঞ্চার করেছেন। [১৬,১৮]

বলাই বৈষ্ণব। (? - ১২০১ ব.) পিয়াসপাড়া—হুগলী। রামকমল। খ্যাতনামা কবিয়াল। তাঁদের বংশগত উপাধি ছিল 'সরকার'। তিনি ভোলা ময়রা প্রভৃতি কবিয়ালদের সঙ্গে কবিগানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। [১,২৬]

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (৬.১১.১৮৭০ - ২০.৮. ১৮৯৯) জোড়াসাঁকো—কলিকাতা। বীরেন্দ্রনাথ। পিতামহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। ১৮৮৬ খ্রী. হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করেন। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে তিনি এক নূতন আদর্শের স্থাপয়িতা। কবিত্বময় গদ্যে তিনি সাহিত্য ও ললিতকলা-বিষয়ক সমালোচনা গ্রন্থ 'চিত্র ও কাব্য' রচনা করেন। 'মাধবিকা' ও 'শ্রাবণী' তাঁর দু'খানি কাব্যগ্রন্থ। 'ভারতী', 'বালক', 'সাহিত্য' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হত। ব্রহ্মসঙ্গীত রচনাতেও দক্ষ ছিলেন। তাঁর রচিত দু'টি গান 'ব্রহ্মসঙ্গীত' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তাঁর রচনাশক্তির ওপর খুল্লতাত রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল। বলেন্দ্রনাথ কবির তৎকালীন সাহিত্য-কর্মের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। স্বদেশী বস্ত্রের কারবারেও বলেন্দ্রনাথ অগ্রণী ছিলেন। ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্য—"তাঁহার যত্নেই প্রথম স্বদেশী ভাণ্ডার আদির একরূপ সূত্রপাত বলা যায়।" জীবনের শেষভাগে আর্য-সমাজের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের মিলন সাধনে তিনি একাগ্র ছিলেন। [১,৩,২৬,২৮,১৩৩]

বল্লভ দাস। কুলিয়া—নদীয়া। শচীনন্দন। প্রপিতামহ বংশীবদন ঠাকুর চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন। তাঁর চরিত্র অবলম্বনে বল্লভ দাস 'বংশীলীলা' গ্রন্থ রচনা করেন। রচিত অপর গ্রন্থ : 'রসকদম্ব'। তিনি নরোত্তম ঠাকুরের সমসাময়িক ছিলেন। [১]

বল্লাল সেন। গৌড়দেশ। বিজয়। রাজত্বকাল আনুমানিক ১১৫৮ - ১১৭৯ খ্রী.। বিজয় সেনের আমল থেকেই বাঙলাদেশে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা। বল্লাল সেন রাজ্যবৃদ্ধির চেষ্টা অপেক্ষা অভ্যন্তরীণ শক্তি-সঞ্চয়েই বেশী মনো-যোগী ছিলেন। তাঁর সময়েই গৌড়দেশে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের প্রাধান্যলাভ ঘটে ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হ্রাস পায়। পালবংশীয় শেষ নরপতি গোবিন্দপাল ১১৬১ খ্রী. তাঁর কাছে পরাজিত হন। বঙ্গ, বরেন্দ্র, রাঢ়, বাগ্দি ও মিথিলা অর্থাৎ বাঙলা ও উত্তর বিহার নিয়ে তাঁর রাজ্য গঠিত ছিল। হিন্দু-সমাজকে নূতনভাবে গড়ে তোলার জন্য তিনি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ—এই তিন শ্রেণীর মধ্যে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন। বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহী এবং শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন এবং নিজেও 'প্রতিষ্ঠাসাগর', 'ব্রত-সাগর', 'আচারসাগর', 'দানসাগর', ও 'অদ্ভুতসাগর' নামে পাঁচখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের চালুক্যরাজার কন্যা রামদেবীকে বিবাহ করেন। লক্ষ্মণ সেন তাঁর পুত্র। [১,২,৩,৬৩,৬৭]

বশী সেন (১৮৮৭ - ১৯৭১)। ১৯১১ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক উপাধি পেয়ে আচার্য জগদীশচন্দ্রের বিশেষ সহকারিরূপে বিশ্ব-ভ্রমণে যান। ভারতের কৃষি-বিষয়ক গবেষণায় এই অগ্রণী বৈজ্ঞানিক আলমোড়ায় স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণে একটি উদ্ভিজ্জ গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করেন। বর্তমানে এটি এই বিষয়ে ভারতের প্রধান গবেষণা-কেন্দ্ররূপে পরিগণিত। এটি প্রথমে তাঁর কলিকাতা ভবনের সংলগ্ন ছিল ; পরে ১৯৩৬ খ্রী. আল-মোড়ায় স্থানান্তরিত হয়। তিনি কৃষি-বিষয়ে জোয়ার, বাজরা, সঙ্কর-জাতীয় ভুট্টা ইত্যাদির ওপর ১৯৪৮ খ্রী. থেকে গবেষণা পরিচালনা করেন। তাঁর গবেষণাকেন্দ্রেই কৃত্রিম সার থেকে ছত্রাক-চাষ প্রচেষ্টা সফল হয়। ব্রিটেনের ফিজিওলজিক্যাল সোসাইটি ও আমেরিকার বোটানিক্যাল সোসাইটির

সভা এবং ভারতের দেশরক্ষাবিভাগে কৃষি-বিষয়ক পরামর্শদাতা ছিলেন। ভারত সরকার তাঁকে ১৯৫৭ খ্রী. 'পদ্মভূষণ' উপাধি দেন এবং ১৯৬২ খ্রী. তিনি 'ওয়াতুমল ফাউণ্ডেশন পুরস্কার' পান। [১৬]

বসন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (১৩০১ - ৯.৪. ১৩৭৫ ব.)। পার্সি ব্রাউন ও যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে অঙ্কনবিদ্যা শেখেন এবং অবনীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে জলরঙে ওয়াস্ ও টেম্পারা রীতিতে অনুশীলন করেন। পরে প্যারিসে শিক্ষালাভ করেন এবং দেশে ফিরে এসে সরকারী আর্ট কলেজে অধ্যাপনায় ব্রতী হন। ১৯৫৭ খ্রী. অবসর নেন। শিল্পী হিসাবে দেশে এবং দেশের বাইরেও যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিলেন। [১৪৯]

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (১২৯৮? - ২৭.১. ১৩৬৬ ব.)। ব্রাহ্মসমাজের সুপ্রসিদ্ধ গায়ক বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্র। তিনি একজন সুপরিচিত কবি এবং 'দীপালি' ও 'মহিলা' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি ছিলেন। কবিতা, উপন্যাস, গল্প, কিশোর-সাহিত্য, প্রবন্ধ, জীবনী প্রভৃতি বিবিধ-বিষয়ক সর্বমোট ৪০টি গ্রন্থের রচয়িতা। [৪]

বসন্তকুমার দাস (২.১১.১৮৮৩ - ১৯৬৫) কাণ্ডিয়াচর-নেগাল—শ্রীহট্ট। শরৎচন্দ্র। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে পড়াশুনা করেন। ১৯০৬ খ্রী. কংগ্রেসের ঐতিহাসিক অধিবেশনের সময় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। আইনজ্ঞ হিসাবেও সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেন। কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য, বাঙলা প্রাদেশিক কংগ্রেসের সহ-সভাপতি এবং আসাম বিধান সভার অধ্যক্ষ ও ১৯৪৬ খ্রী. স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। পরবর্তী কালে পূর্ব-পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী ও শ্রমমন্ত্রী হন। ১৯৩২ - ৩৪ খ্রী. জেলে থাকা কালে তিনি গীতার বঙ্গানুবাদ করেন। তাঁর স্ত্রী কুসুমকুমারী সমাজসেবিকা ছিলেন এবং তিনিই শ্রীহট্ট মহিলা সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন। [৪,১২৪]

বসন্তকুমার রায়। রাজশাহী। রাজা প্রমথনাথ। এম.এ. এবং ল পাশ করেন। বিপত্নীক ও নিঃসন্তান হয়ে যৌবনেই তিনি সংসার থেকে সরে গিয়ে গ্রামে নিঃসঙ্গ সন্ন্যাস-জীবন কাটান। তাঁর বিস্তৃত ভূসম্পত্তির সঞ্চিত অর্থ থেকে পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত রাজশাহী কলেজের 'চেয়ার অফ অ্যাগ্রিকালচার'-এর জন্য আড়াই লক্ষ টাকা দান করেন। এছাড়াও বহু লোককে আর্থিক সাহায্য করে গেছেন। [১৯]

বসন্তকুমারী রায়। রায়ের কাঠি—বরিশাল। স্বামী—খ্যাতনামা গ্রন্থকার নরনারায়ণ রায়। স্বামীর ন্যায় তিনিও গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'কবিতা মঞ্জরী', 'বসন্তকুমারী', 'রোগাতুরা', 'বাসন্তিকা', 'যোষিদ্বিজ্ঞান', 'বালিকা বিনোদ' প্রভৃতি। অল্প বয়সে মারা যান। [১]

বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩০৯ - ১৩৫৩ ব.) কলিকাতা। একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ও ব্যায়ামবিদ্। বাঙালী যুবকদের ব্যায়ামশিক্ষা দেবার জন্য তিনি নানা রকম কষ্ট সহ্য করে সারা বাঙলায় ঘুরে বেড়াতেন। 'বেনিয়াটোলা আদর্শ ব্যায়াম সমিতি'তে তিনি ব্যায়াম শিক্ষা করে বাঙলাদেশে বহু ব্যায়াম সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। [৫]

বসন্ত বিশ্বাস (? - ১১.৫.১৯১৫) পরগাছা —নদীয়া। মতিলাল। পূর্বপুরুষ দিগম্বর ও বিষ্ণুচরণ ১৮৬০ খ্রী. নীলচাষীদের বিদ্রোহে নেতৃত্ব করেন। মুড়াগাছা হাই স্কুলে ছাত্রাবস্থায় শিক্ষক বিপ্লবী ক্ষীরোদচন্দ্র গাঙ্গুলীর প্রভাবে বিপ্লবী দলে যোগ দেন। অনুজ মন্মথসহ অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে শ্রমজীবী সমবায়ে কাজ আরম্ভ করেন। রাসবিহারী বসুর অনুরোধে অমরেন্দ্রনাথ বসন্তকে দেরাদুনে পাঠান। এখানে পুলিসের দৃষ্টিতে পড়ায় আর্যসমাজের বালমুকুন্দ তাঁকে বিপিন দাস ছদ্মনামে লাহোরে পপুলার ফার্মেসীতে কম্পাউণ্ডারের কাজ দেন। স্ত্রীলোকের পোশাকে 'লীলাবতী' নাম নিয়ে তিনি ২৩.১২. ১৯১২ খ্রী. লর্ড হার্ডিঞ্জকে শোভাযাত্রার মধ্যে বোমা মেরে আহত করেন। সরকার একমাস পরে আততায়ীকে গ্রেপ্তারের জন্য একলক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। বসন্ত পরিহাস করে দিল্লীর জুম্মা মসজিদ থেকে এর উত্তর লেখেন। এরপর বসন্ত লাহোরে এসে লরেন্স গার্ডেনে পুলিস অফিসারদের নৈশ ক্লাবে বোমা ফেলার ষড়যন্ত্রে যোগ দেন। এ ব্যাপারে আমীরচাঁদ প্রমুখ কয়েকজন গ্রেপ্তার হলে ১৯১৪ খ্রী তিনি নিজগ্রামে ফিরে আসেন। পিতৃশ্রাদ্ধের সময় নবদ্বীপ থেকে কৃষ্ণনগরে বাজার করতে এলে জ্ঞাতি-ভাই শত্রুতা করে পুলিসে খবর দেওয়ায় তিনি গ্রেপ্তার হন। ২১.৫. ১৯১৪ খ্রী. দিল্লীর দায়রা আদালতে বিচার শুরু হয়। প্রথম বিচারে মুক্তি পেলেও সরকার পক্ষের আপীলে অন্যান্য তিন জনের সঙ্গে তাঁর মৃত্যুদণ্ডাদেশ হয়। আম্বালা জেলে ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেন। [৪৩,৫৪,৭০,১৩৯]

বসন্তরঞ্জন রায় (১৮৬৫ - ৯.১১.১৯৫২) বেলিয়াতোড়—বাঁকুড়া। রামনারায়ণ। প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভাষাতত্ত্ববিদ্ এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথিশালার প্রথম পণ্ডিত। পুরুলিয়া জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্সে অকৃতকার্য হলেও সারাজীবন বঙ্গভাষার সেবা করে গেছেন। তিনি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে

পুথির সন্ধান চালিয়ে সারা জীবনে ৮০০ পুথি সংগ্রহ করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌কে দান করেন। চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুথি আবিষ্কার তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বিষ্ণুপুরের নিকট কাঁকিল্যা গ্রামে তিনি ১৩১৬ ব. গ্রন্থটির সন্ধান পান। ১৩১৮ ব. সাহিত্য পরিষদের জন্য এই গ্রন্থ সংগৃহীত হয়। স্বকৃত টীকা ও জ্ঞাতব্য তথ্যসহ উত্তমরূপে সম্পাদনা করে বসন্তরঞ্জন ১৩২৩ ব. এই পুথি সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে প্রকাশ করেন। ১৮৯৪ খ্রী. থেকে 'বেঙ্গল অ্যাকাডেমি অফ লিটারেচারে'র সদস্য ছিলেন। কিছুদিন পরে এই সংস্থাটির নাম পরিবর্তিত হয়ে সাহিত্য পরিষদ্‌ হলে প্রথম থেকেই তিনি তার সদস্য হন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কালনির্ণয় করে বলেছেন, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' সবচাইতে প্রাচীন বাংলা পুথি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ খোলা হলে, স্যার আশুতোষ কর্তৃক তিনি অধ্যাপক মনোনীত হন। ১৯১৯-৩২ খ্রী. পর্যন্ত এই কাজ করে পুনরায় পরিষদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সাহিত্য পরিষদ্‌ থেকে 'বিদ্বদ্বল্লভ' উপাধি পান। ভাষাতত্ত্বের গবেষক ও অধ্যাপকরূপে বাংলা ভাষায় যে অল্প কয়েকজন স্মরণীয় পুরুষের কাছে বাঙালী চিরকৃতজ্ঞ তিনি তাঁদের অন্যতম। শিল্পী যামিনী রায় তাঁর জ্ঞাতি-ভ্রাতা। [৫,৩৩]

বসন্ত রায়১ (১৪৩৩-১৪৮১) ভুরশুট পরগনা। পিতা স্বনামধন্য ভবানন্দ মজুমদার (রায়)। 'বসন্তকুমার' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। এ ছাড়া তিনি অনেক পদও রচনা করেছেন। [১]

বসন্ত রায়২। ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেও কায়স্থকুলোদ্ভব নরোত্তম ঠাকুরের কাছে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তিনি একজন পদকর্তা ছিলেন এবং বৈষ্ণব-সমাজে অতিশয় সম্মান লাভ করেছিলেন। পরিণত বয়সে বৃন্দাবনে বাস করতেন। [১,২]

বসন্তলাল মিত্র। চন্দননগর—হুগলী। ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন। সঙ্গীত-শাস্ত্রের লুপ্তপ্রায় গ্রন্থের অনুসন্ধান ও উদ্ধারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। মাদ্রাজ থেকে 'সঙ্গীত পারিজাত' ও কাশ্মীর থেকে 'রত্নাকর' নামে দুটি সংস্কৃত পুথি সংগ্রহ করে কালীচরণ বেদান্তবাগীশ ও সারদাপ্রসাদ ঘোষের সাহায্যে ঐগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এছাড়াও 'গন্ধর্ব-সংহিতা' নামে সঙ্গীত-বিষয়ক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করে তার প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। তিনি 'নর্তক-নির্ণয়' নামক দেবনাগরী পুথিরও বঙ্গানুবাদের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর চেষ্টায় চন্দননগরে একটি সঙ্গীত-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। [১]

বাউলচাঁদ। তিনি 'নিগূঢ়ার্থপঞ্চাঙ্গ' নামক বাউল সম্প্রদায়ের বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা। [২]

বাচস্পতি। বাচস্পতি-রচিত 'ঢাকুরী' দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের একটি প্রসিদ্ধ প্রামাণিক কুলপঞ্জী। [২]

বাচস্পতি মিশ্র। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের কুল-পরিচায়ক 'কুলরাম' গ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থের অধিকাংশ সংস্কৃতে এবং শেষাংশ বাংলায় রচিত। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজে এটি অতি প্রামাণিক গ্রন্থ ব'লে গণ্য। [১,২]

বাণী বসু (অক্টোবর ১৯২০-২.১.১৯৭৪) যশোহর। ফরিদপুরে চারিরশি গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম। বরিশাল গভর্নমেণ্ট স্কুলে পড়ার সময় 'স্বাস্থ্যই সম্পদ' এবং 'ছাত্রী ও রাজনীতি' প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তিনি প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। প্রাইভেটে ম্যাট্রিক (১৯৩৮), আই.এ. (১৯৪০) ও বি.এ. (১৯৪২) পাশ করে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ্‌ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কোর্সে ভর্তি হন এবং ১৯৪৪ খ্রী. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ২.১.১৯৪৮ খ্রী. জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মী হিসাবে কাজে যোগ দেন এবং মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করেন। ১৯৫০ খ্রী. বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য হন। গ্রন্থাগার আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ১৯৬৫ খ্রী. তিনি 'বাংলা শিশু সাহিত্য গ্রন্থপঞ্জী' প্রকাশ করেন। 'গ্রন্থাগার', 'মডার্ন রিভিউ' ও 'বসুমতী'তে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে। টলস্টয়, গান্ধী, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কয়েকজন মনীষীর পুস্তক-বিবরণী রচনা করেছিলেন। [১৪৯]

বাণীরাম ঠাকুর। প্রসিদ্ধ পাঁচালীকার। 'নিয়ত-মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী' গ্রন্থের রচয়িতা। [১]

বাণেশ্বর (১৫শ শতাব্দী) ঠাকুরবাড়ি—শ্রীহট্ট। ত্রিপুরার নরপতি ধর্মমাণিক্যের (১৪৩১-১৪৬২) সভাপণ্ডিত ছিলেন। ত্রিপুরার ইতিহাস অবলম্বনে 'রাজমালা' গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি পদ্যে রচিত। এই গ্রন্থের রচনাকার্যে তাঁর অনুজ শুক্রেশ্বর এবং ত্রিপুরার চতুর্দশ দেবতার পুরোহিত দুর্লভেন্দ্র চন্তাই তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। [১,২]

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার (১৮শ শতাব্দী) গুপ্তি-পাড়া—হুগলী। রামদেব তর্কবাগীশ। গুপ্তিপাড়ার প্রসিদ্ধ শুভাকরের বংশের সর্বাপেক্ষা কীর্তিমান পুরুষ ছিলেন। অল্পবয়সে সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত হন। কোনও কারণে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর ওপর ক্রুদ্ধ হলে তিনি বর্ধমান-রাজ চিত্রসেনের আশ্রয়ে যান এবং তাঁর আদেশে

গদ্যেপদ্যে 'চিত্রচম্পূ' গ্রন্থ রচনা করেন (১৭৪৪)। এই গ্রন্থে বর্গীর হাঙ্গামার বহু বিবরণ পাওয়া যায়। চিত্রসেনের মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় যান এবং কিছুকাল পরে নদীয়া ত্যাগ করে কলিকাতায় রাজা নবকৃষ্ণের আশ্রয়ে থাকেন। ওয়ারেন হেস্টিংস্ যে ১১ জন পণ্ডিতের সাহায্যে 'বিবাদার্ণবসেতু' নামে বৃহৎ ধর্মশাস্ত্রসংগ্রহ রচনা করান, তিনি তাঁদের অন্যতম। এই গ্রন্থটি ব্রিটিশ আমলে হিন্দু আইনের আদিগ্রন্থ এবং দীর্ঘকাল সুপ্রীম কোর্টের একমাত্র আইনগ্রন্থ ছিল। 'চন্দ্রাভিষেক' (১৭৪৫) নামে তিনি একখানি নাটকও রচনা করেন। এই নাটকের প্রস্তাবনায় তিনি নব্যন্যায়ে নিজের অধ্যাপনা-নৈপুণ্যের উল্লেখ করেন। তাঁর রচনা ব'লে প্রসিদ্ধ কিছু উদ্ভট সংস্কৃত কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। [১,২,৩,২৫,২৬, ৪৮,৯০]

বাতাসু সরকার। বগুড়া। একজন প্রাচীন মুসলমান কবি। ১২৪৬ ব. তিনি 'ছিলছত্র বাজার-জঙ্গ' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। [১]

বাদল গুপ্ত (১৯১২ - ৮.১২.১৯৩০) পূর্ব-শিমুলিয়া—ঢাকা। অবনীনাথ। বাদলের অপর নাম সুধীর। গুপ্ত বিপ্লবী দল 'বি.ভি.'-র সভ্য হিসাবে ৮ ডিসেম্বর ১৯৩০ তিনি, বিনয় বসু ও দীনেশ গুপ্ত বঙ্গের কারাসমূহের অধিকর্তা কর্নেল সিম্পসনকে হত্যার উদ্দেশ্যে রাইটার্স বিল্ডিংস্ অভিযান করেন। এই অভিযানকে 'স্টেট্স্ম্যান' পত্রিকা 'ভারান্দা-ব্যাট্ল্' (অলিন্দ-যুদ্ধ) এই নাম দিয়েছিল। এই অভিযানে তাঁদের গুলিচালনার ফলে আই.জি. কর্নেল সিম্পসন নিহত এবং অন্যান্য কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী আহত হয়। ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিস বাহিনী উপস্থিত হলে উভয়পক্ষে গুলি বিনিময় হয়। বিপ্লবীত্রয়ের গুলি ফুরিয়ে গেলে তাঁরা গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য 'বন্দে-মাতরম্' ধ্বনি দিয়ে পটাসিয়াম সায়নাইড খান। সঙ্গে সঙ্গেই বাদলের মৃত্যু হয় এবং বিনয় হাসপাতালে মারা যান (১৩ ডিসেম্বর)। মৃতপ্রায় দীনেশকে অতি চেষ্টায় বাঁচিয়ে তোলার পর বিচারে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হয়। [১০,৪২,৪৩,৮২,১৩৯]

বাবুরাম। ১৮১১ খ্রী. বাবুরাম কলিকাতায় একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই প্রথম বাঙালী যাঁর ছাপাখানা থেকে দেশবাসীর ব্যবহারের জন্য বাংলা বই ছাপা শুরু হয়। এরপর শ্রীরামপুরের কর্মী গঙ্গাকিশোর অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে বাংলা বই মুদ্রণ শুরু করেন। বাবুরাম বইগুলি বিক্রির জন্য বিভিন্ন গ্রামে ও শহরে এজেণ্ট নিযুক্ত করেছিলেন। [৪]

বাবুলাল জানা (? - ১৯৩০) পূর্বখিরাই—মেদিনীপুর। নন্দ। আইন অমান্য আন্দোলনে কারারুদ্ধ হন এবং পুলিসের নির্মম প্রহারে খিরাইতে মারা যান। [৪২]

বামনদাস বসু, মেজর (২৪.৮.১৮৬৭ - ২৩.৯. ১৯৩০) টেংরা ভবানীপুর—খুলনা। শ্যামাচরণ। এলাহাবাদ-প্রবাসী ছিলেন। ১৮৮২ খ্রী. প্রবেশিকা পাশ করে তিনি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। ১৮৮৮ খ্রী. ইংল্যাণ্ডে গিয়ে দু'বছরের মধ্যে এল.এম.এস., এম.আর.সি.এস. ও আই.এম.এস. পাশ করেন এবং এক বছর শিক্ষানবীশ অবস্থায় থাকবার পর ১৮৯১ খ্রী. স্বদেশে ফিরে বোম্বাই প্রদেশে কর্মগ্রহণ করেন। তিনি অধিকাংশ সময় সৈন্যদের সঙ্গে থাকতেন। কর্মোপলক্ষে চীন, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ ঘোরেন। ১৯০৭ খ্রী. পেন্সন নেন। ইংরেজী, সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী ছাড়া পাঞ্জাবী, পশ্তো, সিন্ধি, হিন্দী, উর্দু, নেপালী, গুজরাটী, মারাঠী প্রভৃতি ভাষা জানতেন। তিনি এলাহাবাদ পাবলিক লাইব্রেরী কমিটির সভ্য ও সম্পাদক, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ও ভারতীয় ঔষধ বিভাগের সভ্য (১৯১০ - ১১), নিখিল ভারত আয়ুর্বেদীয় কন্‌ফারেন্সের লাহোর অধিবেশনের সভাপতি, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি ও এলাহাবাদ জগৎতারণ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁর রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ : 'Rise of Christian Power in India', 'Story of Satara', 'History of Education in India under the Rule of the East India Company', 'Ruin of Indian Trade and Industry', 'The Consolidation of Christian Power in India', 'My Sojourn in England', 'The Colonization of India by Europeans', 'Indian Medical Plants', 'Diabetes Mellitus and its Diabetic Treatment'। এছাড়া তাঁর কয়েকটি অপ্রকাশিত গ্রন্থও আছে। পুরাতত্ত্ব ও প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা গঠনে উদ্যোগী ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থের সংগ্রহ ছিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীশচন্দ্র বিদ্যার্ণব ও তিনি পাণিনি কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখান থেকে 'সিদ্ধান্ত কৌমুদী'র ইংরেজী অনুবাদ ও 'Sacred Books of the Hindus' নাম দিয়ে অনেকগুলি শাস্ত্রগ্রন্থের মূল ও অনুবাদ এবং কতকগুলির কেবল ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। [১]

বামাক্ষ্যাপা (১২.১১.১২৪৪ - ২.৪.১৩১৮ ব.) আট্‌লা—বীরভূম। সর্বানন্দ চট্টোপাধ্যায়। পূর্বনাম বামাচরণ। শৈশব থেকেই তাঁর মধ্যে দেবোন্মাদ

ভাব লক্ষিত হয়। এইজন্যই তিনি বামাক্ষ্যাপা নামে পরিচিত হন। কিশোর বয়সে গৃহত্যাগ করে তন্ত্র-সাধনার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র বীরভূমের তারাপীঠের মহা-শ্মশানে থাকতেন। ঐ সময়ে কৌলচূড়ামণি তারা-পীঠের তন্ত্রসাধক কৈলাসপতির কাছে দীক্ষা নিয়ে যোগসাধনায় ইষ্টদেবী তারার দর্শনলাভ বা সিদ্ধি-লাভ করেন। তারাপীঠের মন্দিরের কৌলিক মোক্ষদা-নন্দের মৃত্যুর পর তিনি ঐ পদে বৃত হন। তারা-পীঠের সেবাইত নাটোরের রাণীর নির্দেশে তারা-মায়ের ভোগের আগে মায়ের ছেলে ক্ষ্যাপাকে ভোজন করান হত। তাঁর আহারের সঙ্গী ছিল কেলো-ভুলো কুকুরের দল। বামাক্ষ্যাপাকে অনেকে 'কৃপা-সিন্ধু বশিষ্ঠদেব', 'তারাপীঠের ভৈরব' ও 'শ্রীবাম দেব' নামে ডাকতেন। [১,৩,২৬]

বামাচরণ ন্যায়াচার্য, মহামহোপাধ্যায় (১০.৬. ১২৮৬ - ৭.১২.১৩৩৭ ব.) ধানুকা—ফরিদপুর। শশিভূষণ ভট্টাচার্য। স্বগ্রামে ব্যাকরণ পাঠ শেষ করে ইদিলপুরের পণ্ডিত নবীনচন্দ্র তর্করত্নের কাছে ন্যায়শাস্ত্রের কতক অংশ শেখেন। পরে ২১ বছর বয়সে কাশীতে যান এবং সেখানকার রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি ও গদাধরচন্দ্র শিরোমণির কাছে দীর্ঘ-দিন ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করে বাঙলাদেশের 'তর্ক-তীর্থ' এবং কাশীধামের 'ন্যায়াচার্য' পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ছাত্রাবস্থাতেই পণ্ডিত-সমাজে খ্যাতিলাভ করেন। কাশীর বিশুদ্ধানন্দ মহাবিদ্যালয়ে, টিকমানি সংস্কৃত কলেজে, রাজস্থান সংস্কৃত কলেজে এবং কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে 'রীডার' হন। ১৯২২ খ্রী. তিনি মহা-মহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করেন। ন্যায়শাস্ত্রের বহু গ্রন্থের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করে বিদ্যার্থীদের বিশেষ উপকার করেছেন। তাঁর রচিত দু'খানি পুস্তক : 'তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতি' ও 'গাদাধরী'। কাশী বিদ্বৎ-পরিষদ্ তাঁকে 'ন্যায়ারণ্যকেশরী' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। মহামহোপাধ্যায় রমেশচন্দ্র তর্ক-তীর্থ তাঁর অন্যতম সুযোগ্য ছাত্র। [৪,৯০,১৩০]

বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী) বেহালা —কলিকাতা। বাঙলার একজন বিশিষ্ট খেয়াল-গুণী। ছেলেবেলা পশ্চিমে কেটেছে। তখন থেকেই গানের চর্চা করতেন। ১৯/২০ বছর বয়স থেকে কলিকাতায় মেটিয়াবুরুজের নবাব ওয়াজেদ আলির দরবারে বিখ্যাত গায়ক আলীবক্সের কাছে তালিম নিতে থাকেন। ১৮৮৪ খ্রী. প্রথম একদিন নবাবের দরবারে তিনি গান করেন। তখন তাঁর বয়স ২২/ ২৩ বছর। এর পরে তিনি দরবারের বিশিষ্ট গুণী তাঁজ খাঁর কাছেও খেয়াল শিক্ষা করে বিশেষ পার-দর্শিতা লাভ করেন। [১৮]

বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (৬.৩.১৮৫১ - ৩.৪. ১৯৩২)। সাতগাছিয়া—বর্ধমানে মাতুলালয়ে জন্ম। বাল্যকাল থেকেই ছবি আঁকায় অনুরাগ ছিল। জনাইয়ের জমিদার পূর্ণচরণ মুখোপাধ্যায় ও সাংবাদিক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শে তিনি সরকারী আর্ট স্কুলে ভর্তি হন। এর আগে শ্রীধর-পুর স্কুলে লেখাপড়া শেখেন। খ্যাতনামা চিত্রকর প্রমথনাথ মিত্রের কাছে তৈল-চিত্রাঙ্কন এবং জার্মান চিত্রকর বেকারের কাছে পুরাতন চিত্রের পুনরুদ্ধার-পদ্ধতি শেখেন। ১৮৭৯ খ্রী. তিনি স্বাধীনভাবে ব্যবসায় শুরু করেন। এই সময়ে তাঁর অঙ্কিত 'জাগ্‌লার অ্যান্ড মংকি' নামক তৈলচিত্রটি ক্যাল-কাটা ফাইন আর্ট এক্‌জিবিশনে 'মহারাজা যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর' পুরস্কার লাভ করে। ১৮৮১ - ৮৬ খ্রী. তিনি উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করেন এবং এলাহাবাদ, লাহোর, অমৃতসর, গোয়ালিয়র, জয়-পুর, যোধপুর প্রভৃতি বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের রাজা-মহারাজাগণের চিত্র অঙ্কন করে যথেষ্ট খ্যাতি ও অর্থ লাভ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম-চন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখদের তৈলচিত্র অঙ্কন করেও যশস্বী হন। তাঁর অঙ্কিত 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-হস্তে বঙ্কিমচন্দ্রের মূল প্রতিকৃতি কলিকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে রক্ষিত আছে। তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত চিত্র : 'দুর্বাসা ও শকুন্তলা', 'শান্তনু ও গঙ্গা', 'উত্তরা ও অভিমন্যু' প্রভৃতি। তিনি নিজের আঁকা পৌরাণিক চিত্রগুলির ওলিও-গ্রাফ বা নকল তৈলচিত্রও প্রচার করেছিলেন।। বঙ্গীয় কলা-সংসদের কার্যকরী সমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন। [১,৩]

বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় (? - ১৩৪৭ ব.)। খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। শারীর-বিজ্ঞান ও জৈব বিজ্ঞান ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। [৫]

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ (৫.১.১৮৮০ - ১৮.৪. ১৯৫৯)। জন্ম লন্ডনের উপকণ্ঠে ক্রয়ডনে। পিতা ডা. কৃষ্ণধন। মাতামহ রাজনারায়ণ বসু। ১ বছর বয়সে মা ও দিদির সঙ্গে ভারতে আসেন। দেওঘর বিদ্যালয় থেকে ১৯০১ খ্রী. প্রবেশিকা পাশ করেন। পাটনা কলেজে ছয় মাস এফ.এ. পড়ার পর ঢাকা কলেজে ভর্তি হন। এর কিছুকাল পরে পাটনা কলেজের কাছে একটি চায়ের দোকান খোলেন। ব্যবসায়ে মূলধনের আশায় বরোদায় অগ্রজ অরবিন্দের কাছে যান ও বিপ্লবী আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট হন। এখানে বিষ্ণুভাস্কর লেলের কাছে যোগসাধনার

নির্দেশ নেন এবং নর্মদা অঞ্চলের শাখারিয়া স্বামীর কাছে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করেন। ১৯০২ খ্রী. অরবিন্দের প্রভাবে গুপ্ত বিপ্লবীদল সংগঠনের জন্য কলিকাতায় আসেন। কিন্তু প্রথম থেকেই নেতৃত্বের জন্য প্রধান সংগঠক যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (নিরালম্ব স্বামী) সঙ্গে বিরোধিতা হয়। অরবিন্দের প্রভাবে সাময়িক সমঝোতা হলেও ১৯০৬ খ্রী. যতীন্দ্রনাথকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করতে সক্ষম হন। ১৯০২/৩ খ্রী. নাগাদ ফরাসী চন্দননগরের মধ্য দিয়ে অস্ত্র আমদানির চেষ্টা করেন। ওড়িশা ও আসামে ভ্রমণ করে সংগঠন গড়ার জন্য ঘাঁটি তৈরী করার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হন। পূর্ববঙ্গের ছোট-লাট ব্যামফীল্ড ফুলারকে হত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। কিংসফোর্ড হত্যার জন্য ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীকে মজঃফরপুরে পাঠান। ১৯০৬ খ্রী. বিপ্লবীদের পত্রিকা 'যুগান্তর' প্রতিষ্ঠা করে এক বছর নিজ তত্ত্বাবধানে চালান। বিখ্যাত মুরারি-পুকুর বাগানবাড়ি তাঁর পরিকল্পনায় বোমা তৈরীর কারখানারূপে ব্যবহৃত হত। কিন্তু পুলিস সচেতন হয়ে তাঁর দলকে ২.৬.১৯০৮ খ্রী. গ্রেপ্তার করতেই তিনি নিজে স্বীকারোক্তি করেন এবং অন্যান্য সহ-কর্মীদেরও স্বীকারোক্তি দিতে প্ররোচিত করেন। যুক্তি ছিল দেশবাসীকে বিপ্লব-প্রচেষ্টার কথা জানানো এবং এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'My mission is over'। দলের একমাত্র হেমচন্দ্র কানুনগো স্বীকারোক্তি দেন নি। বিচারে প্রথমে প্রাণদণ্ডাদেশ এবং পরে আপীলে যাবজ্জীবন কারা-দণ্ড হয়। ১৯০৯ খ্রী. থেকে ডিসেম্বর ১৯২০ খ্রী. অবধি কারারুদ্ধ ছিলেন। মুক্তির পর মাঝে কিছু-দিন পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দ আশ্রমে থাকেন এবং বিখ্যাত 'বিজলী' পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৩৩ খ্রী. 'দি ডন অফ ইণ্ডিয়া' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। প্রৌঢ় বয়সে তিনি বিবাহ করেন। শেষ-বয়সে ১৯৫০ খ্রী. থেকে 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক রামানন্দ লেক্‌চারার নিযুক্ত হয়ে 'মানবাধিকার ও তাহার ক্রমবিকাশ' শীর্ষক প্রবন্ধমালায় তিনি তাঁর অভিনব চিন্তা-ধারার পরিচয় দিয়েছেন। 'দ্বীপান্তরের বাঁশি', 'পথের ইঙ্গিত', 'ভারত কোন্ পথে', 'আমার আত্মকথা', 'অগ্নিযুগ', 'ঋষি রাজনারায়ণ', 'The Tale of My Exile', 'Sri Aurobindo' প্রভৃতি তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। [৩,৭,১০,১৮,২৬, ৫৪,৯২,৯৮]

বাসন্তী দেবী[১] (১২৮৪ - ১৩৪৯ ব.) চট্ট-গ্রাম (?)। চট্টগ্রাম অঞ্চলের জগৎপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বিদুষী তপস্বিনী বাসন্তী দেবী মেয়েদের মধ্যে প্রথম সরকারের সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 'ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ' উপাধিপ্রাপ্ত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করতে পারতেন। জগৎপুর আশ্রমে টোল প্রতিষ্ঠা করে তিনি তার পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। [৫]

বাসন্তী দেবী[২] (২৩.৩.১৮৮০ - ৭.৫.১৯৭৪) কলিকাতা। পিতা বরদানাথ হালদার আসামের বিজনী ও অভয়াপুরী এস্টেটের দেওয়ান ছিলেন। দশ বছর বয়সে শিক্ষার জন্য কলিকাতায় এসে লরেটো হাউসে ভর্তি হন। ১৮৯৭ খ্রী. ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯১৭ খ্রী. চিত্তরঞ্জন সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলে এবং তাঁর অর্জিত সম্পদ দেশবাসীর সেবায় উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিলে তিনি তার পূর্ণ সমর্থন জানান এবং নিজেও অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ৭.১২.১৯২১ খ্রী. ননদ ঊর্মিলা দেবী ও নারী কর্ম-মন্দিরের কর্মী সুনীতি দেবী সহ তিনি খাদি ঘাড়ে করে বড়বাজারে আইন অমান্য ও হরতাল ঘোষণা করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন। তাঁদের গ্রেপ্তারের খবরে সারা বাঙলাদেশে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ায় পুলিস তাঁদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তিন দিন পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন গ্রেপ্তার হলে 'বাঙলার কথা' পত্রিকা তাঁকেই সম্পাদনা করতে হয়। ১৯২২ খ্রী. চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভানেত্রীত্ব করেন এবং দেশ-বন্ধুর নূতন কর্মপন্থার ইঙ্গিত দেন। ১৯২৫ খ্রী. স্বামীর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি স্বামীর প্রতিটি রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯২৬ খ্রী. একমাত্র পুত্র চির-রঞ্জনের মৃত্যুর পর তিনি রাজনৈতিক জীবনে ছেদ টানলেও স্বামীর প্রতিষ্ঠিত কল্যাণমূলক কর্ম-কেন্দ্রের কাজ দেখাশুনা করতেন। বাসন্তী দেবী নিজে দাঁড়িয়ে থেকে হিন্দু আইন অনুসারে তাঁর কন্যা অপর্ণা দেবীর অসবর্ণ বিবাহ দিয়েছিলেন। বাঙলাদেশে রেজিস্ট্রি ছাড়া এই ধরনের বিবাহ এই প্রথম। [১৬,২৯,১২৪]

বাসুদেব ঘোষ (১৫শ - ১৬শ শতাব্দী) শ্রীহট্ট। উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থবংশে জন্ম। একজন প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ পদকর্তা। 'পদামৃতসমুদ্র' গ্রন্থে বাসুদেব ঘোষের মাত্র ৩টি এবং 'পদকল্পতরু'তে ১০০টি পদ উদ্ধৃত আছে। তা ছাড়া প্রাচীন পুঁথিতে তাঁর প্রায় ২০০টি পদ পাওয়া যায়। একটি পদের ভণিতায় 'বাসুদেবানন্দ' নাম দৃষ্ট হয়। তিনি শ্রীচৈতন্য-দেবের একজন অনুরক্ত অনুচর ছিলেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পর তমলুকবাসী হন এবং সেখান

থেকে প্রায়ই পুরীতে চৈতন্যদেবকে দর্শন করতে যেতেন। তমলুকে তাঁর স্থাপিত শ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহ আজও পূজিত হয়। সহজ, সুললিত ও মর্মস্পর্শী ভাষায় তাঁর রচিত 'গৌরাঙ্গচরিত' ও 'নিমাই-সন্ন্যাস' খুবই জনপ্রিয় গ্রন্থ। জয়ানন্দের 'চৈতন্য-মঙ্গল' ভিন্ন একমাত্র বাসুদেব ঘোষের রচনাতেই মহাপ্রভুর তিরোভাবের বিবরণ পাওয়া যায়। [১,৩]

বাসুদেব ভট্টাচার্য। ভারতীয় ছাত্র বাসুদেব লণ্ডনে পণ্ডিত শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার ইণ্ডিয়া হাউসের সভ্যরূপে ভারত সচিবের সহকারী লি ওয়ার্নারের গালে চড় মারার অপরাধে দশ পাউণ্ড জরিমানা দেন (১৯০৬/০৭)। [৫৪]

বাসুদেব সার্বভৌম (আনু. ১৪২০/৩০-১৫৪০?) নদীয়া। নরহরি বিশারদ। বঙ্গদেশে নব্যন্যায়ের প্রথম প্রবর্তকরূপেই তাঁর নাম চির-প্রসিদ্ধ লাভ করায় তাঁর রচিত বেদান্তাদি শাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থসমূহ বিলুপ্ত হয়েছে। পিতার নিকটই তিনি নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেছিলেন, অধ্যয়নের জন্য মিথিলায় যান নি। তাঁর সময় পর্যন্ত বঙ্গ-দেশে নিরবচ্ছিন্ন নৈয়ায়িকের উদ্ভব হয় নি। তিনি স্বয়ং ষড়দর্শনে কৃতবিদ্য ছিলেন। নব্যন্যায়ের টীকা রচনা করলেও বেদান্তেই তাঁর স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। মহাপ্রভুর সংস্পর্শে এসে তিনি যে শ্লোক পাঠ করেছিলেন তাতে তাঁর বেদান্তমতে আসক্তি পরিস্ফুট দেখা যায়। পুরীর শঙ্করমঠে বেদান্ত-প্রকরণ অদ্বৈতমকরন্দের ওপর সার্বভৌম-রচিত অতি দুর্লভ টীকা-গ্রন্থটি রাজেন্দ্রলাল মিত্র আবিষ্কার করে তার বিবরণ মুদ্রিত করেছিলেন। বেদান্তের এই টীকা-গ্রন্থটি উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্র-দেবের প্রধান সচিবের প্রীত্যর্থে ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের পরে রচিত হয়েছিল। নবদ্বীপে অবস্থানকালে ১৪৬০-৮০ খ্রী. মধ্যে তিনি তত্ত্বচিন্তামণির টীকা রচনা করেন। মহাপ্রভুর জন্মকালে (১৪৮৬) নবদ্বীপে 'রাজভয়' উপস্থিত হলে তিনি নবদ্বীপ ছেড়ে পুরীধামে যান। রাজভয় ছাড়াও শিষ্য রঘু-নাথ শিরোমণির অতুলনীয় প্রতিভার স্ফূর্তি তাঁর নবদ্বীপ ত্যাগের অপর কারণ হতে পারে। উৎকলা-ধিপতি পুরুষোত্তমদেব ও প্রতাপরুদ্রদেবের তিনি সভাপণ্ডিত ছিলেন (১৪৬৫-১৫৩২)। ১৫৩২ খ্রী. পুরী ত্যাগ করে বারাণসীতে যান এবং শেষ-জীবন সেখানেই যাপন করেন। তাঁর টীকা-গ্রন্থের নাম অজ্ঞাত। তবে নানা উক্তি থেকে অনুমান হয়, গ্রন্থটির নাম 'অনুমানমণিপরীক্ষা'। এটি দীধিতি অপেক্ষা আয়তনে অনেক বড় এবং মূলের বিস্তৃত ব্যাখ্যাসংবলিত। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে মণি-টীকাকারদের মধ্যে তাঁর এই টীকাই সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়। পুরীতে প্রেমবিহ্বল চৈতন্যদেবের সান্নিধ্যে এসে তিনি চৈতন্যভক্ত হয়ে পড়েন। জনশ্রুতি আছে যে তিনি চৈতন্য সম্বন্ধে অষ্টক, শতক বা সহস্রনাম লিখেছিলেন। নব্যন্যায়ের গ্রন্থকার হিসাবে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জলেশ্বর বাহিনীপতি মহাপাত্র ভট্টাচার্য ও পৌত্র স্বপ্নেশ্বরাচার্যের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে রঘুনাথ শিরোমণি ছাড়াও ছিলেন 'অনুমানমণিব্যাখ্যা' প্রণেতা কণাদ, রঘুনন্দ ভট্টাচার্য, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি। [১,২,২৫,২৬,৯০]

বিক্রমজিৎ মল্ল। মেদিনীপুরের অন্তর্গত ঝাড়-গ্রামের রাজা। প্রজাবৎসল ছিলেন। ঝাড়গ্রামের দুই মাইল দূরে রাধানগর গ্রামে 'মেলা বাঁধ' ও 'কেরেন্দার বাঁধ' নামে দুইটি বৃহৎ জলাশয় আছে, গ্রীষ্মকালে প্রজাদের জলকষ্ট নিবারণের জন্য তিনিই এই বাঁধ নির্মাণ করিয়েছিলেন। তাছাড়া ঝাড়গ্রামের এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত অনেক দেবদেবীর মন্দিরও এই অঞ্চলে আছে। [১]

বিজয়কুমার বসু (১৮.১০.১৮৮৫-১৬.৮.১৯৩৭) কলিকাতা। অন্নদাপ্রসাদ। ভবানীপুর সাউথ সুবার্বন স্কুল থেকে প্রবেশিকা এবং প্রেসি-ডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে ১৯১১ খ্রী. কলিকাতা হাইকোর্টে সলিসিটর হিসাবে যোগ দেন। ১৯২১-২৪ খ্রী. পর্যন্ত কর্পো-রেশনের কমিশনার, ১৯২৫-২৭ খ্রী. কাউন্সিলর এবং ১৯২৭ খ্রী. থেকে আমৃত্যু অল্ডারম্যান ছিলেন। ১৯২৮ খ্রী. মেয়র নির্বাচিত হন। ১৯৩১ খ্রী. সলিসিটরদের পরীক্ষক, ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভ্য, বাঙলা সরকারের শাসন পরিষদের অস্থায়ী সদস্য প্রভৃতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৩২ খ্রী. তিনি সি.আই.ই. উপাধি পান। এম্পায়ার পার্লামেন্টারী কন্‌ফারেন্সের প্রতিনিধি হিসাবে ইংল্যাণ্ড ও ইউরোপ ভ্রমণ করেন। রাজনীতিতে নরমপন্থী ছিলেন। [১,৫]

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (২.৮.১৮৪১-১৮৯৯)। দহকুল—নদীয়ায় মাতুলালয়ে জন্ম। প্রসিদ্ধ অদ্বৈতাচার্যের বংশধর। পিতা—আনন্দকিশোর। শান্তিপুর পাঠশালায় শিক্ষারম্ভ। পরে শান্তিপুরে গোবিন্দ অধিকারীর টোলে অধ্যয়ন শেষ করে ১৮ বছর বয়সে কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন এবং বেদান্ত পাঠে ব্রতী হন। ফলে প্রচলিত হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাঁর অনাস্থা জন্মে। তখন তিনি কৌলিক ব্যবসায় ত্যাগ করে জীবিকা-সংস্থানের আশায় মেডিক্যাল কলেজের বাংলা বিভাগে ভর্তি হন। ফাইনাল পরীক্ষার আগের বছর কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাংলা বিভাগের

কিছু ছাত্রের বিবাদ শুরু হলে তিনি এবং আরও কিছু ছাত্র কলেজ ছেড়ে দেন। কলেজে পড়বার সময় থেকেই ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং কেশবচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এই সময়ে জাতিভেদের বিরোধিতা করে উপবীত ত্যাগ করেন এবং দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হন। সংস্কৃত কলেজে পড়ার সময় যোগমায়া দেবীকে বিবাহ করেন। ১২৭০ ব. প্রথম ব্রাহ্মসমাজের আচার্য পদ পেয়ে পূর্ববঙ্গে যান। ঢাকাতে কিছুদিন প্রচারক, আচার্য ও পরে কেশবচন্দ্রের সহযোগী হিসাবে কাজ করেন। শান্তিপুর, ময়মনসিংহ, গয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠায় তিনি প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম দু'টি গানের তিনিই রচয়িতা। গয়াতে থাকা কালে তিনি যোগসাধনায় প্রবৃত্ত হন এবং যোগগুরুর কথা অনুসারে যোগ-সাধনে দীক্ষাদান শুরু করেন। ফলে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর বিবাদ হয় এবং তিনি ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করে ১২৯৩ ব. পুনরায় হিন্দুধর্ম ও উপবীত গ্রহণ করেন। তিনি কেশবচন্দ্র অনুষ্ঠিত কুচবিহার বিবাহের বিরোধী ছিলেন। এরপর ঢাকার গেণ্ডেরিয়া অঞ্চলে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে ধর্মসাধনায় রত থাকেন। শেষ-জীবনে হরিভক্ত বৈষ্ণব হন। কলি-কাতা, পুরী প্রভৃতি অঞ্চলে বহু লোককে দীক্ষা-দান করেছিলেন। যোগসাধন-বিষয়ক তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'প্রশ্নোত্তর'। নীলাচলে মৃত্যু। [১,৩, ৭,২৫,২৬,৮১]

বিজয়গুপ্ত (১৫শ - ১৬শ শতাব্দী) গৈলা-ফুল্লশ্রী—বরিশাল। সনাতন। গৌড়ের নবাব হুসেন শাহের সমসাময়িক। মনসাদেবীর মাহাত্ম্য-প্রচারার্থ ১৪৮৪ খ্রী. 'পদ্মপুরাণ' গ্রন্থ রচনা শুরু করেন এবং হুসেন শাহের রাজত্বকালে (১৪৯৪ - ১৫২৫) রচনা শেষ হয়। গ্রন্থের অধিকাংশই পয়ার এবং ত্রিপদী ছন্দে রচিত। ঢাকা, ফরিদপুর ও বরিশাল জেলায় তাঁর মনসামঙ্গল গান অত্যন্ত জনপ্রিয়। গ্রন্থটি ১৮৯৬ খ্রী. বরিশালে প্রথম ছাপা হয়। এখনও তাঁর গ্রামে মনসাদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে এবং পর্বোপলক্ষে সেখানে বহু লোকের সমাবেশ হয়। [১,২,৩,২৬]

বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১২৮৬ - ৫.৩.১৩৫০ ব.)। প্রখ্যাত ব্যারিস্টার। ১৯০৫ খ্রী. ব্যারিস্টার হন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দেন এবং কিছু-দিন শ্রীঅরবিন্দের 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় যুগ্ম-সম্পাদকরূপে কাজ করেন। বিপিনচন্দ্র পাল সম্পা-দিত 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকা পরিচালনার কাজে যুক্ত ছিলেন। সুরাট কংগ্রেসে তিনি নরম ও চরম-পন্থীদের মধ্যে আপোষের চেষ্টা করে ব্যর্থকাম হয়ে রাজনীতি থেকে অবসর নেন। অল্পদিনের মধ্যে আইন ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে বহু রাজনৈতিক মামলা পরিচালনা করেন। হিজলী বন্দীনিবাসে গুলি চালনা বিষয়ে তদন্ত কমিটি গঠিত হলে তিনি জনসাধারণের পক্ষ থেকে প্রধান কৌসুলীরূপে উপস্থিত ছিলেন। বিখ্যাত ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলায় কুমার রমেন্দ্রনারায়ণের পক্ষে তিনি দেওয়ানী মামলা পরিচালনা করেন। হিন্দু মহাসভার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের জামাতা। [৫]

বিজয়চন্দ্র মজুমদার (২৭.১০.১৮৬১ - ৩০. ১২.১৯৪২) খানাকুল—ফরিদপুর। একজন সুকবি, ভাষাতত্ত্ববিদ্, নৃতত্ত্ববিদ্ ও গবেষক। তামিল, তেলেগু, ওড়িয়া প্রভৃতি অনেক ভাষা জানতেন। সম্বলপুরে আইন ব্যবসায় করতেন এবং প্রায় ৪০ বছর দেশীয় রাজ্য সোনপুরের রাজার আইন-উপদেষ্টা ছিলেন। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক হন। চক্ষুরোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসার জন্য তিনি বিলাতে গিয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্ধ হয়ে যান। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ : 'কবিতা', 'যুগপূজা', 'ফুলশর', 'যজ্ঞভস্ম', 'পঞ্চকমালা' ও 'হেয়ালি'। 'থেরীগাথা' এবং 'গীতগোবিন্দ' যথা-ক্রমে পালি ও সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনূদিত গ্রন্থ। 'তপস্যার ফল' তাঁর কথাসাহিত্য-রচনার উদাহরণ। 'কথানিবন্ধ' নামে তিনি গদ্য ও পদ্যে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ইংরেজীতে রচিত গ্রন্থ : 'Elements of Social Anthropology', 'Aborigines of Central India', 'Orissa in the Making', 'History of the Bengali Language' ইত্যাদি। তিনি বামড়া রাজ্যের রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনের রচিত সাহিত্য ওড়িয়া থেকে বাংলায় অনুবাদ করে ১৯২৬ খ্রী. 'সচ্চিদানন্দ গ্রন্থাবলী' রচনা করেন। 'প্রবাসী' পত্রিকার বিশিষ্ট লেখক ছিলেন এবং 'বঙ্গবাণী', 'শিশুসাথী' ও 'বাংলা' পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। [৩,২৬]

বিজয়চন্দ্র সিংহ (? - ১৯৩৩)। তিনি স্বনামধন্য কালীপ্রসন্ন সিংহের পালিত পুত্র। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসানুরাগী বিজয়চন্দ্র বহুমূত্র রোগের অ্যালো-প্যাথিক ঔষধ ইন্সুলিনের হোমিওপ্যাথি সংস্করণ আবিষ্কার করেছিলেন। তাছাড়া আয়ুর্বেদোক্ত বহু-বিধ ভেষজকে তিনি হোমিওপ্যাথি ঔষধে পরিণত করেন। ভারতে তিনিই প্রথম উচ্চ 'ডাইলিউশনের' ঔষধ ব্যবহার করে সাফল্যলাভ করেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে এবং তাঁর নিজ বাড়িতে একই

সময়ে এক্স-রে মেসিন আনীত হয়। কলিকাতায় তিনিই প্রথম নিজের বাড়িতে বেতার-যন্ত্র রাখেন। মৎস্যতত্ত্ব আলোচনায় ও জ্যোতিষশাস্ত্রেও অনুরাগী ছিলেন। রসায়নচর্চা করে কয়েক রকম ঔষধ, শিশুখাদ্য এবং তরল সাবান তৈরী করেছিলেন। 'অ্যাণ্টি ম্যালেরিয়া সোসাইটি', 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকা প্রভৃতিতে আর্থিক সাহায্য করতেন। বহু অর্থব্যয়ে একটি পাউরুটির কারখানা এবং নিজ আবাসে রসায়নচর্চার জন্য বিজ্ঞানাগার স্থাপন করেন। তিনিও পিতার মত মহাভারতের একটি রাজসংস্করণ প্রকাশ করে বিতরণ করেছিলেন। [১,৫]

বিজয়চাঁদ মহাতাব (১৯.১০.১৮৮১ - ১৯৪১) বর্ধমান। বনবিহারী কাপুর। বর্ধমানের মহারাজা আফতাপচাঁদের মৃত্যুর পর মহারানী ৩১.৭.১৮৮৭ খ্রী. তাঁকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ১৮৮৮ খ্রী. মহারানীর মৃত্যু হয়। ২৭ মাঘ ১৩০৯ ব. তাঁর রাজ্যাভিষেক হয়। ইংরেজ শিক্ষয়িত্রী ও পরে অধ্যাপক রামনারায়ণ দত্তের কাছে তাঁর শিক্ষালাভ ঘটে। ১৮৯৯ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পাশ করেন। ১৮৯৭ খ্রী. ভারত সরকার তাঁকে ছ'শো বন্দুকধারী সৈন্য ও একচল্লিশটি কামান রাখার অধিকার দেন। ১৯০৩ খ্রী. দিল্লী দরবারে তিনি বংশানুক্রমে 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি ব্যবহার করার অধিকার পান। ১৯০৬ খ্রী. ইংল্যাণ্ড ও ইউরোপ ভ্রমণে যান। তিনি সঙ্গীতপ্রিয়, সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ এবং বাংলা ভাষায় একজন সুলেখক ছিলেন। 'বিজয়গীতিকা' নামে সঙ্গীতগ্রন্থ লিখে যশস্বী হন। 'Studies', 'Impressions', 'Meditations' প্রভৃতি কয়েকটি ইংরেজী গ্রন্থও রচনা করেছেন। স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। এছাড়া তিনি বহু প্রতিষ্ঠানের সদস্য ও সভাপতি এবং এক সময়ে বঙ্গের শাসন পরিষদেরও সদস্য ছিলেন। ১৯১৫ খ্রী. বর্ধমানে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন। [১,২৫,২৬,১৩৩]

বিজয় পণ্ডিত। ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগে সাগরদীয়ার বন্দ্যবংশীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্ম। রাঢ়দেশের এই কবি বঙ্গভাষায় মহাভারতের অন্যতম অনুবাদক। তাঁর অনূদিত মহাভারত 'বিজয়পাণ্ডব কথা' নামে পরিচিত। গ্রন্থটি মূল সংস্কৃত মহাভারতের অনুসরণে সংক্ষিপ্তভাবে পদ্যে রচিত ও দ্বাদশ পর্বে বিভক্ত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে। [১,২]

বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়, স্যার (১৩০০ - ৮.৮. ১৩৬৮ ব.) চকদীঘি—উত্তরবঙ্গ। জমিদার পরিবারে জন্ম। ১৯২১ খ্রী. অ্যাডভোকেট হিসাবে কর্মজীবন শুরু করে ঐ বছরই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত এবং ১৯৩০ খ্রী. আবগারী ও জনস্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী হন। ১৯৩৬ খ্রী. বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হয়ে ভূমি-রাজস্ব দপ্তরের মন্ত্রিপদ লাভ করেন। এরপর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সভাপতি হন। এছাড়াও তিনি ১৯৫২ খ্রী. কলিকাতার শেরিফ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, ভারত-সভা, ইম্প্রুভ্মেণ্ট ট্রাস্ট ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের অছি, পৌরসভার কাউন্সিলর এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি ছিলেন। বহু বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এবং বিশেষভাবে জাহাজ-ব্যবসায়ের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। [৪]

বিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত (১৩০৮? - ১৬.৮. ১৩৭৬ ব.)। কর্মজীবনের সূচনায় সাংবাদিকতাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করে 'বাংলার বাণী', 'নবশক্তি', 'কেশরী' প্রভৃতি পত্রিকাগুলি সম্পাদনা করেন। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকা দু'টির সঙ্গে কিছুকাল সহযোগী সম্পাদক হিসাবে যুক্ত ছিলেন। 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হলে ঐ পত্রিকার সহকারী সম্পাদকরূপে যোগ দিয়ে পরে যুগ্ম-সম্পাদক হন। 'ভারতীয় বার্তাজীবী সঙ্ঘে'র সাধারণ সচিব ছিলেন। [৪]

বিজয় রক্ষিত। রাঢ়ীয় বৈদ্যসমাজের একজন খ্যাতনামা আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রকার। তিনি 'মধুকোশ' নামে নিদান-গ্রন্থের একটি টীকা প্রণয়ন করেন। [১]

বিজয়রত্ন মজুমদার (১৩০১ - ১৩৬২ ব.)। সাহিত্যিক ও সাংবাদিক বিজয়রত্ন দীর্ঘদিন 'বাংলা' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক ও 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। বাংলায় ও ইংরেজীতে প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি রচনা করে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। [৫]

বিজয়রত্ন সেন, কবিরঞ্জন, মহামহোপাধ্যায় (২০. ১১.১৮৫৮ - ২১.৯.১৯১১) কাঁচাদিয়া — ঢাকা। জগচ্চন্দ্র। প্রথমে গ্রামের বাংলা বিদ্যালয়ে ও পরে কলিকাতায় সংস্কৃত, ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, বাদার্থ, বেদান্ত, সাংখ্য, দর্শন এবং মাতুল গঙ্গাপ্রসাদ সেনের কাছে আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। এই সময় কিছুদিন ইংরেজীও শিখেছিলেন। এরপর চিকিৎসা-ব্যবসায় শুরু করে কলিকাতার কুমারটুলি অঞ্চলে ঔষধালয় খোলেন। অল্পকালের মধ্যেই সারা দেশে, এমন কি বিদেশেও তাঁর চিকিৎসা-নৈপুণ্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তিনি ভারতবর্ষের বহু রাজপরিবারের চিকিৎসক ছিলেন। পাণ্ডিত্য ও চিকিৎসা-নৈপুণ্যের জন্য সরকার

কর্তৃক ১৯০৮ খ্রী. 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি-ভূষিত হন। ছাত্রাবস্থায় তিনি প্রসিদ্ধ 'অষ্টাঙ্গ-হৃদয়' আয়ুর্বেদ-গ্রন্থ মূল ও টীকা সহ অনুবাদ করেন। এই গ্রন্থটির প্রচারের জন্য সরকার সাহায্য করেছিলেন। এছাড়া তিনি কয়েকখানি আয়ুর্বেদ-গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। তাঁর ছাত্র যামিনীভূষণ রায় পরবর্তী কালে 'অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় ও হাসপাতাল' স্থাপন করে তাঁর পরিকল্পনাকে রূপদান করেছেন। তিনি নিজে একটি আয়ুর্বেদ সভা স্থাপন করেছিলেন। [১,২৫,২৬,১৩০]

বিজয়রাম (১৮শ শতাব্দী)। শান্তিপুরের তন্তুবায় আন্দোলনের প্রথম নায়ক। বিজয়রামের পর আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন লোচন দালাল, কৃষ্ণচন্দ্র বড়াল, রামরাম দাস প্রভৃতি। [৫৬]

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় (সেপ্টেম্বর ১৮৯৮ - ১৮.২.১৯৭৪) কৃষ্ণনগর—নদীয়া। কিশোরীলাল। মুক্তি-সংগ্রামী চারণ-কবি ও সাংবাদিক। কৃষ্ণনগর সি.এম.এস্. স্কুল থেকে ম্যাট্রিক ও কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে আই.এ. পাশ করে (১৯১৯) বি.এ. পড়ার সময় অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিপ্লবী জীবন ও সাহিত্যমন্ত্রের দীক্ষাগুরু। জীবনের প্রথম দিকে সুভাষচন্দ্র, হেমন্ত সরকার ও কবি নজরুলের অনুসারী হলেও রাজনৈতিক আদর্শে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ গান্ধীবাদী। দেশের স্বাধীনতাকামী সৈনিক হিসাবে তিনি পরিচিত ছিলেন। সাংবাদিকতা ছিল তাঁর কর্মজীবনের পেশা। বহু পত্রিকা সম্পাদনার কাজ করেছেন। সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার আবির্ভাবের (১৩৪০ ব.) মূলে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। উত্তরকালে চারণ-কবি হিসাবে তিনি খ্যাত হন। এক সময় বাঙলার গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে জনসাধারণের ঘুম ভাঙাবার, তাদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার ভার নিয়েছিলেন। দীর্ঘকাল ধরে তিনি বহু কবিতা লিখে পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'সর্বহারার গান' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অপর কবিতা-পুস্তক : 'চারণগীতি' ও 'চারণ-কবি হুইটম্যান'। তাঁর গদ্য রচনাও তারুণ্য ও উদাত্ত যৌবনধর্মে বাণীময়। এই সমস্ত রচনায় সাহিত্য-সমালোচনা, দেশবিদেশের উচ্চ ভাবনা-চিন্তা, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষের কথা, স্বাধীনতা সংগ্রাম, বিপ্লববাদ, পল্লী উন্নয়ন, স্মৃতিকথা প্রভৃতি বহু বিষয় নিয়ে তিনি সুন্দর ও সহজ ভাষায় আলোচনা করে দেশের যুবসমাজকে এককালে নূতন নূতন চিন্তার খোরাক জুগিয়েছেন। 'The Champion of the Proletariate' তাঁর ইংরেজী গ্রন্থ। পশ্চিম বাঙলার রাজ্য বিধান সভায় তিনি দু'বার জন-প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। [১৫৫]

বিজয়সিংহ। সিংহলের কাহিনী পাঠ করে জানা যায় যে, বঙ্গদেশে সিংহবাহু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর পুত্র বিজয়সিংহ ৭ শত অনুচরসহ সমুদ্রপথে লঙ্কাদ্বীপে উপস্থিত হয়ে সেখানকার রাজাকে পরাজিত করে রাজ্য অধিকার করেন। তাঁর নামানুসারেই লঙ্কাদ্বীপের নাম 'সিংহল' হয়। এই ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ আছে, যদিও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় আছে—'আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ হেলায় লঙ্কা করিল জয়।' [১]

বিজয় সেন। রাঢ়দেশ। হেমন্ত। পিতা বঙ্গের পাল বংশের সামন্তরাজ ছিলেন। পিতামহ সামন্ত-সেন দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট অঞ্চল থেকে বাঙলাদেশে এসে সামন্তরাজ হিসাবে রাঢ় অঞ্চলে রাজত্ব করতে থাকেন। বিজয় সেনও প্রথম জীবনে সামন্তরাজ ছিলেন। আনুমানিক ১০৯৭ খ্রী. তিনি গৌড়ের অধিপতিকে পরাজিত করে গৌড়ের অধীশ্বর হন। দেওপাড়া লিপি থেকে জানা যায় যে, তিনি গৌড়, কামরূপ, কলিঙ্গ প্রভৃতির রাজগণ ও অপরাপর দলপতিকে যুদ্ধে পরাজিত করে এক বিরাট রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। তাছাড়া পূর্ববঙ্গের যাদববংশকে পরাজিত করে বিক্রমপুর রাজ্য দখল করেন এবং পূর্ববঙ্গে বিজয়পুর নামে একটি নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি নিজ ক্ষমতাবলে বাঙলার নিরাপত্তা-বিধান করে শাসনকার্যে শৃঙ্খলা এনেছিলেন। তাঁর আমলে দেশে যে শান্তি এবং সমৃদ্ধি ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় সমসাময়িক কবি উমাপতি ধরের রচনায়। 'বিজয়-প্রশস্তি'-রচয়িতা শ্রীহর্ষের রচনায়ও বিজয় সেনের কার্যকলাপের প্রশংসা রয়েছে। তিনি গৌড়ে প্রদ্যুম্নেশ্বর (হরি-হর) মন্দির এবং তার সামনে জলাশয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শৈব ছিলেন এবং তাঁর সময়ে বৈদিক ধর্মের পুনরভ্যুদয় হয়। 'কায়স্থকুল' গ্রন্থে তিনি দ্বিতীয় আদিশূর বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রায় ৩৫ বছর রাজত্ব করেন। নরপতি বল্লাল সেন তাঁর পুত্র। [১,২,২৫,৬৩,৬৭]

বিজলীবিহারী সরকার (১৭.১১.১৮৯৩ - ২৮.২.১৯৭২) কলিকাতা। বিপিনবিহারী। শৈশবে নেপালের রাজচিকিৎসক পিতার কর্মস্থলে শিক্ষা শুরু হয়। মাতা হেমলতা ছিলেন পণ্ডিত শিব-নাথ শাস্ত্রীর কন্যা এবং দার্জিলিং মহারানী গার্লস হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রী ও বহু গ্রন্থের রচয়িত্রী। ১৯১২ খ্রী. দার্জিলিং স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ১৯১৫ খ্রী. প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ফিজিও-লজিতে অনার্সসহ বি.এস-সি. এবং ১৯১৮ খ্রী.

ফিজিওলজিতে এম.এস-সি. পাশ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে কিছুদিন ডেমনস্ট্রেটর ছিলেন। ১৯১৯ খ্রী. উচ্চশিক্ষার্থ বিলাত যান। ১৯২১ খ্রী. এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.এস-সি. উপাধি পান। তাঁর গবেষণার ফল 'সরকারস' গ্যাংলিয়ন' নামে পরিচিত হয়। ১৯২২ খ্রী. তিনি F.R.S.E. ডিগ্রি লাভ করেন। এই বছরই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে তিনি প্রথমে অনারারি লেকচারার পদে যোগ দেন এবং ক্রমে ১৯৩৯ খ্রী. এই বিভাগের প্রধান হয়ে দীর্ঘকাল কাজ করে ১৯৫৯ খ্রী. অবসর নেন। ১৯৪৯ খ্রী. ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে শারীরতত্ত্ব বিভাগের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ব্রাহ্ম এডুকেশন সোসাইটি, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতের ফিজিওলজিক্যাল সোসাইটির সভাপতি এবং সিটি কলেজ ট্রাস্ট, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট প্রভৃতি বহু সংস্থার সদস্য ছিলেন। নিপুণ অশ্বারোহী ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধে লাইট হর্স রেজিমেন্টে যোগ দেন। হকি খেলায় উৎকর্ষ লাভ করে মোহনবাগান দলের হয়ে প্রথম বিভাগে বাইটন কাপ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। [৮২,১৪৬]

বিজ্ঞানানন্দ স্বামী (১২৭৪ - ১২.১.১৩৪৫ ব.)। পূর্বনাম হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। পুনা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করে আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের পূর্ত বিভাগে কাজ করতেন। পরমহংসদেবের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং এলাহাবাদের মুঠিগঞ্জে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ থাকা কালে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি 'সূর্যসিদ্ধান্ত' নামক জ্যোতিষ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। সংস্কৃত রামায়ণের ইংরেজী অনুবাদও তিনি আরম্ভ করেছিলেন। [১,৫]

বিদ্যাধর ভট্টাচার্য (১৭শ/১৮শ শতাব্দী)। সন্তোষরাম। তিনি গণিত, জ্যোতিষ, পূর্তবিদ্যা, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। অম্বরপতি সওয়াই জয়সিংহ তাঁর নানা গুণের পরিচয় পেয়ে তাঁকে মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। তাঁর প্রস্তুত নকশা থেকেই বর্তমান জয়পুর শহর নির্মিত হয়। বিখ্যাত ঐতিহাসিক টডের 'রাজস্থানে'ও তার উল্লেখ আছে। [১,২৫,২৬]

বিদ্যাপতি। পিতা—গণপতি ঠাকুর। অনুমান করা হয়, এই মৈথিলী কবির জন্মকাল ১৩৭৪ খ্রীষ্টাব্দ ও জন্মস্থান সীতামারী মহকুমার বিস্ফী গ্রাম। বল্লাল সেন বাঙলাকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে শাসন করতেন—তার মধ্যে মিথিলা একটি ভাগ। এছাড়া বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেনের নামে লক্ষ্মণাব্দ মিথিলায় প্রচলিত ছিল। এইসব যুক্তিবলে বিদ্যাপতিকে বাঙালী বলে দাবি করা হয়। হরি মিশ্রের কাছে তিনি সংস্কৃত শেখেন। কীর্তিসিংহ মিথিলার রাজা হয়ে বিদ্যাপতিকে সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করলে তিনি এই উপলক্ষে 'কীর্তিলতা' গ্রন্থ রচনা করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে দেবসিংহ ও শিবসিংহ রাজা হন। এই শিবসিংহের পত্নী লছিমাদেবীর সঙ্গে বিদ্যাপতির প্রণয়কথা প্রচলিত আছে। তাঁর কবিখ্যাতি মৈথিলী ভাষায় রচিত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়মূলক গীতিরচনার জন্য। তিনি প্রায় ১০টি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেছেন ব'লে অনুমান করা হয়। তার মধ্যে ২টি স্মৃতিগ্রন্থও আছে। বিদ্যাপতি সম্বন্ধে গবেষণার সূত্রপাত করেছিলেন বীমস্ (১৮৭৩)। পরে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও গ্রীয়র্সনও এই গবেষণার কাজে যথেষ্ট অগ্রসর হন। দ্বারভাঙ্গা মহারাজার বদান্যতায় নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিদ্যাপতি ও তাঁর কাব্যবিষয়ে গবেষণা করেন এবং বিদ্যাপতির গীতিগুচ্ছ সঙ্কলন ও প্রকাশ করে রসিক-মহলে স্মরণীয় হন। বিদ্যাপতি নামে বা উপনামে একাধিক কবিপণ্ডিতের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাঙলায় প্রচলিত বিদ্যাপতির পদ সংখ্যায় খুব অল্প এবং সেগুলির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহও আছে। কীর্তনগায়কদের মুখে এবং পদাবলী-লিপিকারদের কলমে অধিকাংশ ব্রজবুলিপদের ভণিতায় বিদ্যাপতির নাম গৃহীত হয়ে গিয়েছে। সন্ন্যাসগ্রহণের পর চৈতন্যদেব শান্তিপুরে এলে যে গানের সঙ্গে অদ্বৈত নেচেছিলেন ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে সেটি বিদ্যাপতির প্রাচীনতম 'ধ্রুবগীতি'। [১,২,৩,২৫,২৬]

বিধানচন্দ্র রায়, ডা. (১.৭.১৮৮২ - ১.৭.১৯৬২) পাটনা—বিহার। আদি নিবাস টাকী শ্রীপুর—চব্বিশ পরগনা। প্রকাশচন্দ্র। প্রখ্যাত চিকিৎসক, রাজনীতিজ্ঞ ও পশ্চিম বাঙলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। জীবনের প্রথম ২০ বছর পাটনায় কাটে। ১৯০১ খ্রী. বি.এ. পাশ করে কলিকাতায় বসবাস শুরু করেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে ১৯০৬ খ্রী. এল.এম.এস. এবং ১৯০৮ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ডি. উপাধি পান। এরপর প্রাদেশিক মেডিক্যাল সার্ভিসে যোগ দিয়ে বিভিন্ন প্রদেশে ঘোরেন। ১৯০৯ খ্রী. উচ্চশিক্ষালাভের জন্য বিলাত যান এবং ২ বছরের মধ্যে এম.আর.সি.পি. এবং এম.আর.সি.এস. ও পরে এফ.আর.সি.এস. উপাধি পান। দেশে ফিরে ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে (বর্তমান নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ) শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা ব্যবসায়ও আরম্ভ করে প্রভূত খ্যাতি

অর্জন করেন। ১৯১৬ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯১৮ খ্রী. সরকারী চাকরি ছেড়ে তিনি কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের (অধ্না আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ) মেডিসিনের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন। ১৯৩৫ খ্রী. রয়্যাল সোসাইটি অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড হাইজিন এবং ১৯৪০ খ্রী. আমেরিকান সোসাইটি চেস্ট ফিজিসিয়ানের ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯২৩ খ্রী. দেশবন্ধ্র প্রভাবে রাজনীতিতে যোগ দেন এবং স্বরাজ্য দলের পক্ষ হয়ে রাষ্ট্রগ্র্ সংরেন্দ্রনাথকে নির্বাচনে পরাজিত করে বাঙলার ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২৮ খ্রী. কলিকাতা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩১ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনের সময় বোম্বাই থেকে কলিকাতায় ফেরবার পথে ওয়ার্ধা স্টেশনে গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৭ খ্রী. বাঙলার পার্লামেন্টারী কমিটির সভাপতি হয়ে কংগ্রেসের নির্বাচন পরিচালনা করেন। ১৯৪২ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয্ক্ত হন। ১৯৪৭ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থির্পে আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ খ্রী. পশ্চিমবঙ্গের ম্খ্যমন্ত্রী হয়ে আম্ত্যু ঐ পদে ছিলেন। ১৪ জ্ন ১৯৪৪ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি.এস-সি. উপাধিতে ভূষিত করে। চিত্তরঞ্জন সেবাসদন, ক্যান্সার ইন্স্টিটিউট, ক্যালকাটা মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, যাদবপ্র যক্ষ্মা হাসপাতাল প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে সক্রিয় সাহায্য করেন। ১৯৪১ খ্রী. বাঙলার স্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির ফেলো এবং ১৯৩৯ ও ১৯৪৪ খ্রী. ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট হন। এছাড়াও দ্'বার ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট, ১৯২৪ খ্রী. বোর্ড অফ অ্যাকাউন্টসের প্রেসিডেন্ট, ১৯৩১-৩২ খ্রী. কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র, ১৯৩৩ খ্রী. অল ইন্ডিয়া লাইসেন্সিয়েট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট, এবং ১৯৩৪ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সদস্য ছিলেন। এর আগে আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠাকালে তিনি প্রধান তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। ব্যবসায়ী হিসাবেও প্রতিভার ছাপ রেখে গেছেন। শিলং ইলেক্ট্রিক্ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। জাহাজ, বিমান ও ইন্সিওরেন্স ব্যবসায়ের সঙ্গে যোগ ছিল। স্বাধীনতালাভের পর পশ্চিমবঙ্গের র্পায়ণে তাঁর ব্যক্তিত্ব সর্বতোভাবে প্রভাব বিস্তার করে। জীবদ্দশায় তিনিই ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসকর্পে স্বীকৃত ছিলেন। স্বীয় মাতা অঘোরকামিনীর নামে পাটনায় একটি নারী শিক্ষামন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। দ্র্গাপ্র অঞ্চলকে একটি ব্হদাশিল্প-এলাকায় পরিণত করে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নতির ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৯৬১ খ্রী. প্রজাতন্ত্র দিবসে তিনি 'ভারতরত্ন' উপাধি-ভূষিত হন। ম্ত্যুর পর তাঁর ইচ্ছান্সারে তাঁর বাসভবনে রোগ-নির্ণয় গবেষণাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। [৩,৭,১০,১৭]

বিধ্ভূষণ বস্ (২৭.৫.১৮৭৪-৩১.১.১৯৭২) খ্লনা। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে, বিশেষ করে স্বদেশী য্গে তাঁর অগ্নিবর্ষী লেখনী স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের প্রেরণা দিয়েছে। সাহিত্য এবং দেশসেবার জন্য তাঁকে বহ্ নির্যাতন সহ্য করতে হয়। ১৯০৯ খ্রী. 'শিকার' নামে দেশাত্মবোধক উপন্যাস রচনার জন্য ৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩০ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনেও কারার্দ্ধ থাকেন। তাঁর অসংখ্য কবিতা, গল্প ও গান একসময় খ্বই জনপ্রিয় ছিল। প্রধানত স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়েই গল্প ও উপন্যাস রচনা করেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের বির্দ্ধবাদী এক এম.এল.এ. পদপ্রার্থী জমিদারকে ব্যঙ্গ করে 'ভোটরঙ্গ' লিখে মানহানির দায়ে পড়েন। ১৯২৮ খ্রী. প্ত্রশোক ভুলতে একমাসে ৭টি উপন্যাস লিখেছিলেন। হিন্দী ও গ্জরাটীতেও তাঁর রচনা অন্দিত হয়েছে। তাঁর 'অম্তে গরল' উপন্যাসটি বিশেষ প্রশংসা পেয়েছিল। ১৭টি উপন্যাস, ২টি ছোটগল্পের বই, ৮টি নাটক, ৩টি প্রবন্ধ-গ্রন্থ, ২টি জীবনী ও কয়েকটি গীতিকাব্য রচনা করেছেন। ৮৬ বছর বয়স পর্যন্ত অবিরাম লিখে গেছেন। তাঁর রচিত 'রক্তক্ষয়' ও 'মীরকাশিম' নাটক দ্'টি ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করে। তাঁর 'দাদা' নাটক ম্কুন্দ দাস অভিনয় করেন। [১৬,১৭]

বিধ্ভূষণ ভট্টাচার্য (? - ২২.৪.১৯৩০) চট্টগ্রাম। ১৮.৪.১৯৩০ খ্রী. স্র্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে অংশগ্রহণ করেন। ৪ দিন পর জালালাবাদ পাহাড়ের য্দ্ধে বিজয়ী বাহিনীর অন্যতম ছিলেন। মস্তকে ও উর্তে গ্লিবিদ্ধ হয়ে য্দ্ধক্ষেত্রেই মারা যান। [৪২,৪৩,৮২]

বিধ্ভূষণ সেনগ্প্ত (১৮৮৯-৭.৬.১৯৬৭)। ১৯০৮ খ্রী. কলিকাতায় এসে সিটি কলেজে ভর্তি হন। ১৯১৫ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম.এ. পাশ করেন। ১৯১৮ খ্রী. 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় সাংবাদিক-জীবনের হাতেখড়ি। পরে 'ডেইলী নিউজ' পত্রিকায় যোগ দেন। ঐ পত্রিকার প্রেসটি পরে দেশবন্ধ্ চিত্তরঞ্জন কিনে

স্বরাজ্য পার্টির 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এখানে চাকরি না পেয়ে পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর 'সার্ভেণ্ট' পত্রিকায় যোগ দেন। এই সময়ে রয়টার ও অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস 'সার্ভেণ্ট' পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশন বন্ধ করলে রাতারাতি একটি ভারতীয় সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'ফ্রি প্রেস অফ ইণ্ডিয়া' গঠিত হয়। প্রথমে 'সার্ভেণ্ট' এবং ক্রমে অন্যান্য সংবাদপত্র তাদের সঙ্গে সংবাদ-গ্রহণের চুক্তি করে। বিধুভূষণ এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। ১.৯. ১৯৩৩ খ্রী. এই সংস্থার নাম হয় 'ইউনাইটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়া'। ১৯৫৮ খ্রী. তিনি এই সংস্থার ডিরেক্টর হন। তিনি যুক্তপ্রদেশে নিউজ প্রিণ্টের কারখানা স্থাপন করেছিলেন। [৪,১৭]

বিধুশেখর ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় (১২৮৫-১৩৬৪ ব.) হরিশ্চন্দ্রপুর—মালদহ। ত্রৈলোক্যনাথ। টোলের ছাত্র হিসাবে শিক্ষা শুরু করে ১৭ বছর বয়সে 'কাব্যতীর্থ' হন। এই সময়ে ২টি কাব্য-গ্রন্থ রচনা করেন। কাশীতে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নের সময়ও তাঁর কাব্যরচনা অব্যাহত ছিল। সেখানে মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণির নিকট ন্যায়শাস্ত্র এবং মহামহোপাধ্যায় সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর নিকট বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করে 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন। ১৩১১ ব. মাঘ মাসে শান্তিনিকেতনে যোগ দেন এবং একাদিক্রমে ৩০ বৎসরকাল বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনা করেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় তিনি বৌদ্ধশাস্ত্র ও পালি ভাষার চর্চায় ব্রতী হন। বৌদ্ধশাস্ত্র পর্যালোচনার জন্য ফরাসী, জার্মান, তিব্বতী, চীনা ও ইংরেজী ভাষা অধ্যয়ন করেন। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৭টি। তার মধ্যে ৩টি ইংরেজী ভাষায়। গ্রন্থগুলিতে ন্যায়, দর্শন, ব্যাকরণ, শব্দকোষ, পালি, বৌদ্ধধর্ম-পরিচয় প্রভৃতি নানা বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশ আছে। তিব্বতী অনুবাদ থেকে লুপ্ত সংস্কৃত মূলগ্রন্থের পুনরুদ্ধারের তিনি পথ-প্রদর্শক। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'মধ্যান্তবিভাগসূত্রভাষ্যটীকা', 'ন্যায়প্রবেশ', 'মিলিন্দ প্রশ্ন', 'উপনিষৎ' (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহমালা), 'Historical Introduction to the Indian Schools of Buddhism' ইত্যাদি। ১৯৩৬ খ্রী. তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি পান। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি.লিট. এবং ১৯৫৭ খ্রী. বিশ্বভারতী 'দেশিকোত্তম' উপাধি দেয়। [৩,৩৩,১৩০]

বিনয়কুমার দাস (৮.১১.১৮৯১-২৮.৪. ১৯৩৫) ব্যাঁটরা—হাওড়া। বসন্তকুমার। মাতুলালয় মণিরামপুর—চব্বিশ পরগনায় জন্ম। খ্যাতনামা বৈমানিক ও ব্যবসায়ী। হাওড়া ব্যাঁটরা স্কুল, রিপন কলেজিয়েট স্কুল এবং আমতার নিকটবর্তী জয়পুর স্কুলে পড়েন। ১৫ বছর বয়সে অ্যাপকার অ্যাণ্ড কোম্পানীতে শিক্ষানবীশ হিসাবে যোগ দেন। ১৮ বছর বয়সে তাঁকে জাহাজের চতুর্থ ইঞ্জিনীয়ার করে জাপানে পাঠানো হয়। শিক্ষানবীশী শেষ করে পাঁচ বছর পর মেসার্স পি. এন. দত্ত অ্যাণ্ড কোম্পানীতে চাকরি নেন এবং ক্রমে ঐ কোম্পানীর ফোরম্যান পদে উন্নীত হন। ১৯২১ খ্রী. কোম্পানী অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য তাঁকে ইংল্যাণ্ড ও ইউরোপে পাঠায়। ১৯২২ খ্রী. ফিরে এসে কিছুদিন পর নিজ প্রতিষ্ঠিত বি. কে. দাস অ্যাণ্ড কোম্পানীর পক্ষ থেকে বি. এন. রেলওয়ের কন্‌ট্র্যাক্টর হন। ১৯২৯ খ্রী. তিনি বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবের সহায়তায় বিমানচালনা শিখে ১৯৩০ খ্রী. পাইলট লাইসেন্স পান এবং নিজেই একখানি বিমান কিনে নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। ভারতে বিমান অবতরণের উপযুক্ত ক্ষেত্র তিনি অনুসন্ধান করেন এবং প্রধানত তাঁরই চেষ্টায় বদরিকাশ্রম প্রভৃতি স্থানে বিমান অবতরণ-ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। বিমান-চালনা-কৌশল প্রদর্শন করে তিনি ৫টি পদক উপহার পেয়েছিলেন। কিন্তু এক বিমান প্রতিযোগিতায় দমদমের সন্নিকটে গৌরীপুর গ্রামে অপর বৈমানিক ডি. কে. রায়ের বিমানের সঙ্গে তাঁর বিমানের অপ্রত্যাশিত সংঘর্ষের ফলে উভয়ে নিহত হন। বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাব (কলিকাতা ও লণ্ডন), ওয়াই.এম.সি.এ. প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত এবং হাওড়া ম্যানুফ্যাক্‌চারার্স অ্যাসোসিয়েশন, আমেরিকার দি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক্‌ সোসাইটি প্রভৃতির সভ্য ও এইচ.এম. অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই তাঁর অধিকার ছিল। নানা মাসিক পত্রিকায় তাঁর রচিত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হত। [১,২৫,২৬]

বিনয়কুমার সরকার (২৬.১২.১৮৮৭-২৬. ১১.১৯৪৯) মালদহ। পৈতৃক নিবাস সেনাপতি-বিক্রমপুর—ঢাকা। সুধন্যকুমার। ১৯০১ খ্রী. জেলা স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স, ১৯০৫ খ্রী. প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ঈশান স্কলারশিপ সহ বি.এ. ও ১৯০৬ খ্রী. এম.এ. পাশ করেন। তিনি ইংরেজী ও বাংলা ছাড়া আরও ৬টি ভাষা জানতেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও তুলসীচরণ গোস্বামীর নাম উল্লেখযোগ্য। ছাত্রাবস্থায় (১৯০২) তিনি 'ডন সোসাইটি'তে যোগদান করেন। বিদেশে শিক্ষার জন্য সরকারী বৃত্তি ও ডেপুটির চাকরি পেয়েও তা প্রত্যাখ্যান করে তিনি স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯০৭-১১ খ্রী.

মধ্যে বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে অধ্যাপনা-কালে মালদহে অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং জাতীয় শিক্ষা-বিষয়ক বহু গ্রন্থ রচনা করেন। ইউরোপীয় প্রখ্যাত লেখকদের কয়েকটি গ্রন্থেরও অনুবাদ করেছিলেন। ১৯০৯ খ্রী. এলাহাবাদ পাণিনি কার্যালয়ের গবেষক ছিলেন। ১৯১৪ খ্রী. থেকে ১৯২৫ খ্রী. তিনি বিশ্ব-পর্যটন করেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯২৬-১৯৪৯ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ধন-বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও 'আর্থিক উন্নতি' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ-সংখ্যা শতাধিক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'নিগ্রো-জাতির কর্মবীর', 'বর্তমান জগৎ' (১৩ খণ্ড), 'ধন-দৌলতের রূপান্তর', 'চীনা সভ্যতার অ আ ক খ', 'Creative India', 'The Science of History and the Hope of Mankind', 'Love in Hindu Literature', 'Hindu Achievements in Exact Science', 'Political Theories and Institutions of the Hindus', 'The Futurism of Young Asia', 'Sociology of Young Asia', 'Sociology of Population', 'The Positive Background of Hindu Sociology', 'Economic Development', 'Sociology of Races, Cultures and Human Progress', 'Villages and Towns as Social Patterns' ইত্যাদি। বিনয়কুমার বিদেশে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামী বিপ্লবীদের নানাভাবে সাহায্য করেন। তাঁর অনুজ ধীরেন সরকার প্রবাসী বিপ্লবীদের অন্যতম ছিলেন। তাছাড়া তাঁর উদ্যোগে বহু ছাত্র বিদেশে উচ্চশিক্ষা লাভ করার বহু সুযোগ পেয়েছে। ১৯৪৯ খ্রী. স্বাধীন ভারতের বাণী প্রচারের জন্য আমেরিকা সফরকালে তাঁর মৃত্যু হয়। [৩,৫,১০,২৫,২৬, ১০৮,১২৪]

বিনয়কুমারী ধর (নভেম্বর ১৮৭২-?)। কাশী-চন্দ্র বসু। ডা. ভারতচন্দ্র ধরের সঙ্গে বিবাহ হয় (১৩০০ ব.)। বিনয়কুমারীর কবিতা একসময়ে 'সাহিত্য', 'দাসী', 'ভারতী', 'প্রদীপ' প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হত। তাঁর কবিতায় বিষাদের সুর পরিস্ফুট। রচিত কাব্যগ্রন্থ : 'নবমুকুল' ও 'নির্ঝর'। ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ খ্রী. ভারতবর্ষের স্বাধীনতা উপলক্ষ্যে 'ভারত বন্দনা' কবিতা রচনা করেছিলেন। [৪৪]

বিনয়কৃষ্ণ দত্ত (?-২৪.১.১৯৭৫)। নানা বিষয়ে অসামান্য পাণ্ডিত্যের জন্য অনেকে তাঁকে 'লিভিং এনসাইক্লোপিডিয়া' আখ্যা দিয়েছিলেন। সাংবাদিকতায় এবং বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশনায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। দুই সহযোগী বন্ধুর সঙ্গে তাঁর প্রকাশিত 'শতাব্দী গ্রন্থমালা' একসময়ে বিদগ্ধ-মহলে প্রশংসিত হয়েছিল। 'বিষাণ', 'রূপ ও রীতি', 'দর্শক' প্রভৃতি নানা পত্র-পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। নানা বিষয়েই তিনি লিখতে পারতেন, কিন্তু লিখতেন বেশীর ভাগ অখ্যাতনামা কাগজে। তাঁর একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ 'ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বরূপ'। প্রবন্ধ রচনা অপেক্ষা বিদ্যা-বিতরণেই তাঁর বেশী উৎসাহ ছিল। বহু বিদ্বান্ প্রবন্ধকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট-প্রার্থীকেও তিনি সাহায্য করেছেন। [১৪৯]

বিনয়কৃষ্ণ দেব (আগস্ট ১৮৬৬-১.১২.১৯১২) শোভাবাজার—কলিকাতা। কমলকৃষ্ণ। শোভাবাজার রাজপরিবারে জন্ম। বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক বিনয়কৃষ্ণ অল্প বয়সেই সাহিত্য ও রাজনীতি-চর্চা শুরু করেন। ১৮৮১ খ্রী. শোভাবাজারে 'বেনেভোলেন্ট সোসাইটি' ও ১৮৯৪ খ্রী. স্যার রমেশ দত্তের সভাপতিত্বে নিজ বাড়িতে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্' প্রতিষ্ঠা করেন। স্যার সুরেন্দ্র-নাথের রাজনৈতিক শিষ্য ছিলেন। কলিকাতা মিউ-নিসিপ্যাল বিল ১৮৯৭-এর প্রতিবাদে আগস্ট ১৮৯৮ থেকে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় সভাপতিত্ব করেন। লর্ড কার্জনের দৃঢ়তায় এই বিল অ্যাক্ট-এ পরিণত হলে স্যার সুরেন্দ্রনাথ, বিনয়কৃষ্ণ প্রমুখ ২৮ জন কাউন্সিলর পদত্যাগ করেন। বিবাহে সম্মতিদানের বয়স-সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি রক্ষণ-শীল ধর্মমতের পরিচয় দেন। ১৮৯২ খ্রী. তিনি 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে' যোগ দেন এবং তার সভাপতি হন। বঙ্গভঙ্গ-রোধ আন্দোলনের সময় রাজনীতি থেকে অবসর নেন। ১৯০২ খ্রী. 'কাইজার-ই-হিন্দ', ১৮৯৫ খ্রী. 'রাজা' এবং সম্রাট সংবর্ধনা ও মূর্তি নির্মাণ তহবিলে অর্থসাহায্য করে ১৯১০ খ্রী. 'রাজা বাহাদুর' উপাধি পান। বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'Early History and Growth of Calcutta', 'পঞ্চপুষ্প' প্রভৃতি। তাঁর স্ত্রী জ্যোতিষ্মতী (প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর কন্যা) ভাল বাংলা ও ইংরেজী জানতেন এবং বাংলায় কবিতা রচনা করতেন। [১,৭,৮,২৫,২৬,১১৬]

বিনয়কৃষ্ণ বসু (১১.৯.১৯০৮-১৩.১২.১৯৩০) রাউতভোগ—ঢাকা। রেবতীমোহন। কলি-কাতা রাইটার্স বিল্ডিংস্-এর 'অলিন্দ যুদ্ধে'র বীর-ত্রয়ীর নেতা। তিনি ঢাকার বিপ্লবী নেতা হেমচন্দ্র ঘোষের প্রভাবে তাঁর গুপ্ত দল 'মুক্তি সঙ্ঘে'র সঙ্গে যুক্ত হন। সঙ্ঘের মুখপত্র 'বেণু' গ্রুপের

সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল এবং ১৯২৮ খ্রী. গঠিত 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'-এ বেণু গ্রুপের অন্যদের সঙ্গে তিনিও যোগ দিয়ে ঢাকায় বি.ভি. দলের এক দৃঢ় সংগঠন গড়ে তোলেন। ঢাকা মিডফোর্ড মেডিক্যাল স্কুলে ডাক্তারী পড়ার সময় ২৯.৮. ১৯৩০ খ্রী. তিনি ঢাকার কুখ্যাত পুলিস অফিসার লোম্যানকে হত্যার পর আত্মগোপন করেন। পরে তাঁর ওপর কারাধ্যক্ষ সিম্পসন ও স্বরাষ্ট্র সচিব মারকে হত্যা করবার দায়িত্ব পড়ে। দলনেতার নির্দেশে দীনেশ ও বাদল গুপ্তকে নিয়ে তিনি ৮.১২.১৯৩০ খ্রী. রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ গিয়ে সিম্পসনকে হত্যা করেন। পুলিস তাঁদের বেষ্টন করলে তাঁরা ধরা না দিয়ে রিভলভার হাতে লড়াই চালিয়ে যান। গুলি ফুরিয়ে এলে তিনজনেই উগ্র বিষ খেয়ে ও নিজেদের মাথায় গুলি করে প্রাণ বিসর্জনের চেষ্টা করেন। বাদল ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং বিনয় ও দীনেশকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিনয় মাথার ব্যাণ্ডেজ আলগা করে ক্ষত-স্থানে আঙুল চালিয়ে ক্ষত বিষাক্ত করে তোলেন। এভাবে ৫ দিন পরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অস্ত্রোপচার ও চিকিৎসার ফলে দীনেশ সুস্থ হয়ে উঠলে বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। বর্তমানে রাইটার্স বিল্ডিংস্-এর সম্মুখস্থ দীঘি ও বাগান স্বাধীনতা যুদ্ধের এই বীরত্রয়ীর নামাঙ্কিত। [৩,১০,৪২, ৪৩,৮২,৯৭,১২৪]

বিনয়তোষ ভট্টাচার্য (৬.১.১৮৯৭ - ২২.৬. ১৯৬৪) নৈহাটি—চব্বিশ পরগনা। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করেন এবং বৌদ্ধ মূর্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণামূলক নিবন্ধ রচনা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ.ডি. উপাধি পান। ১৯২৪ খ্রী. তিনি বরোদা রাজ্যের সংস্কৃত গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও 'গাইকোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজ' গ্রন্থ-মালার সাধারণ সম্পাদকরূপে কাজে যোগ দেন। তাঁর চেষ্টায় এবং বরোদা-রাজের বদান্যতায় এই গ্রন্থাগারটি একটি প্রাচ্যবিদ্যা গবেষণাকেন্দ্রে পরিণত হয় (১৯২৬)। ১৯৫২ খ্রী. তিনি অবসর-গ্রহণ করেন। এই সময়ের মধ্যে গ্রন্থমালার সম্পাদকরূপে ৮০টি দুর্লভ সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। বরোদা-রাজ তাঁকে 'রাজ্যরত্ন' ও 'জ্ঞান-জ্যোতি' উপাধিতে ভূষিত করেন। রচিত উল্লেখ-যোগ্য গ্রন্থ : 'Elements of Indian Buddhist Iconography', 'An Introduction to Buddhist Esoterism', 'Saddhan Mala' (2 Vols), Guhya Samaj Tantra', 'Two Vajrayana Works', 'Nispanna-Yogavali', 'Sakti-sangama Tantra' (3 Vols), 'বৌদ্ধ দেব-দেবী' প্রভৃতি। [১৩২]

বিনয়ভূষণ ঘোষ (১৯০৫ - ২৭.১০.১৯৭১) বরিশাল। বি. বি. ঘোষ নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। ভারতের শিল্প-পুনর্গঠন কর্পোরেশন এবং সি.এম.ডি.এ.'র চেয়ারম্যান বিনয়ভূষণ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপালের প্রাক্তন মুখ্য উপদেষ্টা ছিলেন। নানা গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থাকার পরে তিনি অবসর-গ্রহণ করেন ও কলিকাতা পোর্ট কমিশনার্স-এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ১৯৭০ খ্রী. রাজ্যপালের মুখ্য উপদেষ্টা হয়ে বৎসরকাল রাজ্য প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। প্রধানত তাঁরই চেষ্টায় কলিকাতা মেট্রোপলিটান উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সি.এম.ডি.এ.) এবং শিল্প-পুনর্গঠন কর্পোরেশন (আই.আর.সি.) স্থাপিত হয়। ১৯৭০ খ্রী. কলিকাতায় পণ্য প্রবেশ কর (চুঙ্গি) প্রবর্তনে এবং পশ্চিমবঙ্গ ও কলিকাতার উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সাহায্য আদায়ের ব্যাপারেও তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা বিশেষ স্মরণীয়। [১৬,১৭]

বিনয়ভূষণ দত্ত। ত্রিপুরা। বিপ্লবী কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করেন। ত্রিপুরার জেলাশাসক স্টিভেন্সের হত্যার ব্যাপারে বন্দী হন এবং পুলিসের অমানুষিক শারীরিক অত্যাচারের ফলে উন্মাদ অবস্থায় মারা যান। [৪২]

বিনয়েন্দ্রনাথ সেন (২৫.৯.১৮৬৮ - ১২.৪. ১৯৩৭)। মধুসূদন। ১৮৮৯ খ্রী. ইতিহাসে ও ১৮৯০ খ্রী. দর্শনশাস্ত্রে এম.এ. পাশ করে তিনি প্রথমে বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। ১৮৯১ খ্রী. ভাগলপুরের তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজের অধ্যাপক হন। ১৮৯৩ খ্রী. প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। অল্প বয়স থেকেই কেশবচন্দ্রের অনুগামী ছিলেন এবং তাঁর আদর্শে প্রার্থনাসভা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর দুই সহযোগী ছিলেন প্রমথলাল সেন ও মোহিতচন্দ্র সেন। ভাই প্রতাপচন্দ্র ও কৃষ্ণবিহারী সেনের নেতৃত্বে এই তিন বন্ধু নববিধান ব্রাহ্মসমাজের যাবতীয় আন্দোলন চালাতেন। ১৮৯৭ খ্রী. তিনি হ্যারিসন রোডে 'ফ্রেটারনাল হোম' নামে ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজ তত্ত্বাবধানে তার পরি-চালনা ও ছাত্রদের নিয়ে প্রার্থনা, আলোচনা এবং দুঃস্থ ও পীড়িতদের সেবাকার্য চালাতে থাকেন। ১৮৯৮ খ্রী. কলিকাতায় প্লেগ দেখা দিলে তিনি ফ্রেটারনাল হোমের পক্ষ থেকে সেবাকার্য পরি-চালনা করেছিলেন। তৎকালীন বহু সুধী ব্যক্তি তাঁর প্রার্থনা-সভায় যোগ দিতেন ; তাঁদের মধ্যে

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের নাম উল্লেখযোগ্য। ভাই প্রতাপচন্দ্রের সহকর্মিরূপে 'Youngmen & Interpretation' সংস্থার ও 'Theistic Endeavour Society'-র সভাপতি হন। ১৯০৫ খ্রী. ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিনিধি হয়ে আন্তর্জাতিক উদার-ধর্মাবলম্বীদের সম্মেলনে জেনেভায় ও পরে আমেরিকায় যান। ১৯০৬ খ্রী. দেশে ফেরেন। বহুকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, কলেজসমূহের পরিদর্শক ও ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিটিউটের সম্পাদক ছিলেন। ১৯০৬ খ্রী. ব্রাহ্ম বালকবালিকাদের নীতি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন ও পত্নী শকুন্তলা দেবীর সাহায্যে বিদ্যালয়টি পরিচালনা করেন। তা ছাড়া তিনি নিজে ব্রহ্মবিদ্যালয়, নীতি বিদ্যালয়, শ্রমজীবী বিদ্যালয়, ভিক্টোরিয়া ইন্স্টিটিউশন প্রভৃতির কাজ দক্ষতার সঙ্গে চালাতেন। ১৯০৯ খ্রী. লাহোরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় একেশ্বরবাদী সম্মেলনের তিনি সভাপতি ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলী : 'The Pilgrim', 'Lectures and Essays', 'The Intellectual Ideal', 'আরতি', 'গীতা অধ্যয়ন' প্রভৃতি। [১,৩,৬,৮২]

বিনোদচন্দ্র চক্রবর্তী (১৯০১ - ২৫.৪.১৯৭৩) ময়মনসিংহ (পূর্ববঙ্গ)। প্রবীণ বিপ্লবী। অল্প বয়সেই তিনি যুগান্তর দলে যোগ দেন। পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহযোগে দেশের কাজে অনেকবার কারাবরণ করেন। অবিভক্ত বাঙলার আইন সভার সদস্য ও বহুদিন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন। দেশবিভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তানে তাঁকে কয়েক বছর বন্দী জীবন কাটাতে হয়েছিল। মুক্তিলাভের পর পাকিস্তান গণ-পরিষদের সদস্য হন। কলিকাতা সংগ্রামী বিপ্লবী সমিতির সভাপতি ছিলেন। [১৬]

বিনোদচন্দ্র মিত্র, স্যার (?-জুলাই ১৯৩০) রাজারহাট-বিষ্ণুপুর—চব্বিশ পরগনা। বিচারপতি স্যার রমেশচন্দ্র। এদেশে এবং ইংল্যান্ডে উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্ত হয়ে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করেন এবং অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে ১৯০৯ খ্রী. হাইকোর্টের স্ট্যান্ডিং কাউন্সেল হন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সতীর্থ। কিছুদিন অ্যাডভোকেট-জেনারেল এবং কয়েক বছর বাঙলা সরকারের শাসন পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯২৯ খ্রী. ইংল্যান্ডের প্রিভি কাউন্সিলের অন্যতম বিচারপতি নিযুক্ত হয়ে এক বছর মাত্র ঐ পদে থাকবার পর ইংল্যান্ডেই মারা যান। স্যার প্রভাসচন্দ্র তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর। [১]

বিনোদ ধাড়া। বগুড়া—মেদিনীপুর। পূর্ণচন্দ্র। বর্তমান শতাব্দীর যাত্রা-জগতের প্রখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পী। বাল্যকাল থেকেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা শুরু করেন। জমরুদ্দীন খাঁ, দৌলতরাম ও সতীশচন্দ্র ঘোষ তাঁর সঙ্গীতগুরু ছিলেন। পরে তিনি যাত্রার জগতে চলে আসেন। মথুর সাহার দলে প্রথমে গাইয়ে হিসাবে যোগ দিয়ে ক্রমে অভিনয়-শিল্পী হিসাবে খ্যাত হন। পরবর্তী কালে গ্র্যান্ড বীণাপাণি অপেরা, ভান্ডারী অপেরা ও আরও বহু অপেরায় সঙ্গীত-শিল্পী হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। [১৪৯]

বিনোদিনী দাসী (১৮৬৩ - ফেব্রুয়ারী ১৯৪২) কলিকাতা। খ্যাতনাম্নী নাট্যাভিনেত্রী। শৈশবে বিবাহ হলেও শ্বশুরবাড়ী যান নি। দারিদ্র্যের জন্য অল্প বয়সেই সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগ দেন। ডিসেম্বর ১৮৭৪ খ্রী. গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে 'শত্রুসংহার' নাটকে একটি পরিচারিকার ভূমিকায় অভিনয় করেন। পরবর্তী নাটকে নায়িকার ভূমিকা পেয়ে খ্যাতনাম্নী হন। ১৮৭৫ খ্রী. গ্রেট ন্যাশনাল দলের সঙ্গে ভারতভ্রমণে গিয়ে অভিনয় করেন ও বহু রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ১৮৭৭ খ্রী. কয়েক মাসের জন্য বেঙ্গল থিয়েটারে যোগ দেন। ঐ বছরই গিরিশচন্দ্রের অনুরোধে ন্যাশনাল থিয়েটারে এসে তাঁর শিক্ষায়, যত্নে এবং স্বীয় প্রতিভার সংযোগে বাঙলা তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ মঞ্চাভিনেত্রীরূপে খ্যাত হন। মঞ্চের প্রতি অনুরাগের জন্য বহুবার অন্য স্থান থেকে প্রস্তাবিত বিপুল অঙ্কের অর্থের প্রলোভন সংবরণ করেন। তাঁর এই নিঃস্বার্থ ত্যাগের ফলেই ষ্টার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। কিন্তু ১২ বছর সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করে খ্যাতির শিখরে থেকেই সহকর্মীদের অবিচারে এবং অন্যান্য নানা কারণে ১৮৮৬ খ্রী. অভিনয়-জীবন থেকে তিনি অবসর নেন। জীবনে অনেক দুঃখ ও শোক পেয়েছেন। সেসব কথা তাঁর রচিত 'আমার কথা' ও 'আমার অভিনেত্রী জীবন' গ্রন্থে বর্ণিত আছে। সাহিত্য-রচনায়ও তাঁর দক্ষতা ছিল। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'বাসনা' (কাব্যগ্রন্থ), ও 'কনক ও নলিনী' (কাহিনী-কাব্য)। ৫০টি নাটকে ৬০টির অধিক চরিত্রে অভিনয় করেছেন। পত্র-পত্রিকায় 'ফ্লাওয়ার অফ দি নেটিভ স্টেজ', 'প্রাইমা ডোনা অফ দি বেঙ্গলী স্টেজ' উপাধি পেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, ফাদার লাফোঁ, এডুইন আর্নল্ড প্রভৃতি মনীষিগণ তাঁর গুণগ্রাহী ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের মতে 'বিনোদিনীর মতো প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রী সর্ব-দেশেই বিরল'। অভিনীত সকল চরিত্রে সুনাম হলেও গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা' নাটকে চৈতন্যের

ভূমিকায় তিনি যুগান্তকারী অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশীর্বাদ-ধন্য হন। [৩,৬৯]

বিন্ধ্যবাসিনী চৌধুরানী। গাভা—বরিশাল। ঈশানচন্দ্র। স্বামী ময়মনসিংহ—সন্তোষের জমিদার দ্বারকানাথ রায়চৌধুরী। অল্প বয়সে স্বামীর মৃত্যুর পর ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে জমিদারী পরিচালনার ভার পেয়ে জমিদারীর প্রভূত উন্নতি করেন। তিনি শিক্ষিতা, দানশীলা ও ধর্মানুরাগিণী ছিলেন। বহু দরিদ্র ছাত্রকে মাসিক সাহায্য দিতেন। টাঙ্গাইলে বিন্ধ্যবাসিনী উচ্চ ইংরেজী বালক ও বালিকা বিদ্যালয় এবং সন্তোষে 'ধর্ম বিতরণী' নামে হরিসভা প্রতিষ্ঠা করেন। টাঙ্গাইলে তিনি স্বামীর প্রতিষ্ঠিত দ্বারকানাথ হাসপাতালের বাড়ি পাকা করে দেন। তা ছাড়া সন্তোষে একটি বাড়ি ও তার প্রান্তে মন্দির নির্মাণ করে 'দ্বারকানাথ' নামে শিবমূর্তি ও 'বিন্ধ্যবাসিনী' বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ঠাকুরবাড়িতে একটি অতিথিশালাও স্থাপন করেছিলেন। তাঁর পুত্র প্রমথনাথ ও স্যার মন্মথনাথ দু'জনেই স্বনামখ্যাত। [১]

বিপিনকৃষ্ণ বসু, স্যার (১৮৫১ - আগস্ট ১৯৩৩) কলিকাতা। মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশন থেকে প্রবেশিকা এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৮৭২ খ্রী. এম.এ. এবং বি.এল. পাশ করে কলিকাতা হাইকোর্টে কিছুদিন ওকালতি করার পর প্রধান শিক্ষকের পদ নিয়ে জব্বলপুর যান। ১৮৭৪ খ্রী. জব্বলপুর থেকে নাগপুর আসেন এবং পুনরায় ওকালতি শুরু করেন। ১৮৮৫ খ্রী. স্মলকজ্ কোর্টের অস্থায়ী বিচারপতি, তিন বছর পর ১৮৮৮ খ্রী. নাগপুর গভর্নমেণ্টের অ্যাডভোকেট এবং ১৮৯৯ খ্রী. ইম্পিরিয়্যাল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের বেসরকারী সদস্য হন। তিনি নাগপুর মিউনিসিপ্যালিটির সেক্রেটারী, ভারতীয় দুর্ভিক্ষ কমিশনের একমাত্র ভারতীয় সদস্য এবং আরও বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। ১৯২৩ খ্রী. নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁরই প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৯ খ্রী. পর্যন্ত তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি বহু অর্থ দান করেছেন। অমৃতবাজার পত্রিকায় দাক্ষিণাত্যের জনসাধারণের দারিদ্র্য ও ভূমি-রাজস্ব বিষয়ে তিনি বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রেও তাঁর অনুরাগ ছিল। ১৯২৭ খ্রী. ঐ পত্রিকায় নক্ষত্রমণ্ডল সম্বন্ধে তাঁর শেষ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কলিকাতায় মৃত্যু। [১,৫]

বিপিনচন্দ্র দাস (১৯০৬? - ১৩.৮.১৯৬৯) গৌরীপুর—ময়মনসিংহ। গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সঙ্গে ওস্তাদ এনায়েত খাঁয়ের কাছে কিশোর বয়স থেকে সেতারে তালিম নেন। পরে ওস্তাদ কেষ্টগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও ওস্তাদ দবীর খাঁ সাহেবের কাছে খেয়াল শেখেন। ২০/২৫ বছর বয়স থেকে সারা ভারতের নানা স্থানে রাজা-জমিদারের বাড়িতে বিভিন্ন সংগীত অনুষ্ঠানে উচ্চাঙ্গ সংগীত ও সেতার বাজনা পরিবেশন করে সুনাম অর্জন করেন। কলিকাতা ও ঢাকা থেকে আকাশবাণীর শিল্পী হিসাবে অনুষ্ঠানে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। দেশবিভাগের পর পাকিস্তানে থাকতেন। আজীবন প্রাচুর্যের মধ্যে থেকে জীবনের শেষদিনে নিঃস্ব অবস্থায় বিনা চিকিৎসায় ক্যান্সার রোগে মারা যান। [১৭]

বিপিনচন্দ্র পাল (৭.১১.১৮৫৮ - ২০.৫.১৯৩২) পৈল—শ্রীহট্ট। রামচন্দ্র। প্রসিদ্ধ দেশনেতা ও বিশিষ্ট বক্তা। প্রথমে শ্রীহট্ট শহরে একজন মৌলভীর কাছে ও পরে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়েন। ১৮৭৪ খ্রী. হিন্দু বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পাশ করে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে তিন বছর পড়ে ছাত্রজীবন শেষ করেন। কলিকাতায় ছাত্রাবস্থায় ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করতেন এবং ১৮৭৭ খ্রী. শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রেরণায় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে ত্যাজ্যপুত্র হন। ১৮৭৯ খ্রী. কটকের একটি স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কাজ গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে এখানে মতদ্বৈধ হওয়ায় চাকরি ছেড়ে দেন। পরে শ্রীহট্ট, কলিকাতা, বাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানে শিক্ষকতা করেন। ডিসেম্বর ১৮৮১ খ্রী. বোম্বাইয়ে এক ব্রাহ্মণ বাল-বিধবাকে ব্রাহ্মমতে বিবাহ করেন। বাঙ্গালোর থেকে কলিকাতা ফেরার সময় দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৮৮৭ খ্রী. মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত জাতীয় মহাসমিতির তৃতীয় অধিবেশনে প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত থেকে অস্ত্র আইন প্রত্যাহারের দাবি সমর্থন করে বক্তৃতা করেন। ১৮৯৮ খ্রী. বৃত্তি পেয়ে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব পড়ার জন্য বিলাত গিয়ে এক বছর অক্সফোর্ডে কাটিয়ে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকায় বক্তৃতা দিতে যান। ভারতে ফিরে ১২.৮.১৯০১ খ্রী. 'নিউ ইণ্ডিয়া' নামে সাপ্তাহিক ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯০৫ খ্রী. বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে স্বদেশী আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথের অনুগামী হয়ে বিভিন্ন সভায় জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন। তিনি আসামের চা-বাগানের কুলীদের নিপীড়নের প্রতিবাদে প্রবন্ধ লিখে এবং অত্যাচারী সাহেবদের বিরুদ্ধে মামলা করে ১৯০২ খ্রী. আসাম থেকে বহিষ্কৃত হন। ৬.৮.১৯০৬ খ্রী. ইংরেজী দৈনিক 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকাটি প্রকাশিত হলে

প্রথম সম্পাদক হন বিপিনচন্দ্র পাল। এরপর সম্পাদক হন শ্রীঅরবিন্দ। সুবোধচন্দ্র মল্লিক, হরিদাস হালদার, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, চিত্তরঞ্জন দাশ, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিরা পত্রিকাটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কাগজের শিরোনামায় লেখা হলো 'India for Indians'। অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে মতানৈক্য হওয়ায় কাগজ ছেড়ে দিলেও বোমার মামলায় অরবিন্দ গ্রেপ্তার হলে বিপিনচন্দ্র পুনর্বার সম্পাদক হন। অরবিন্দের মামলায় সাক্ষ্যদান করতে অস্বীকার করে কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯০৮ খ্রী. দ্বিতীয়বার বিলাত যান। ইংল্যাণ্ডে 'স্বরাজ' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকায় 'বাঙলাদেশে বোমার নিদান' প্রবন্ধ লেখার জন্য কারাদণ্ড হয়। ১৯১৯ খ্রী. তৃতীয়বার বিলাত যান। রাজনৈতিক জীবনে লালা লাজপৎ রায় ও লোকমান্য তিলকের অনুগামী এবং চরমপন্থী 'লাল-বাল-পালে'র অন্যতম ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। লোকমান্য তিলকের 'স্বায়ত্তশাসন' আন্দোলনের একজন প্রধান সহায়ক ছিলেন। ১৯০৫ খ্রী. ইংল্যাণ্ডের রাজকুমারের সংবর্ধনা সভা, মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সভা ত্যাগ করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ১৯২১ খ্রী. গান্ধীজী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করে নিন্দিত হন এবং সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নেন। স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকারে বিশ্বাসী এবং স্ত্রীশিক্ষা ও জাতীয় শিক্ষায় উৎসাহী ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় চরমপন্থী সংগ্রামের পথ পরিত্যাগ করে অ্যানি বেশান্তের 'হোমরুল-আন্দোলন'-এ সহযোগিতা করেন। চিদম্বরণ পিল্লাই তাঁকে 'স্বাধীনতার সিংহ' বলে অভিহিত করেছিলেন। ১৯০৪ খ্রী. বোম্বাইয়ে কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। উপরোক্ত পত্রিকাগুলি ছাড়া 'পরিদর্শক', 'দি হিন্দু রিভিউ', 'দি ডেমোক্র্যাট', 'দি ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট' প্রভৃতির সম্পাদক ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'শোভনা', 'ভারত সীমান্তে রুশ', 'মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জীবনী', 'জেলের খাতা', 'Indian Nationalism', 'Nationality and Empire', 'Swaraj and the Present Situation', 'The Basis of Social Reform', 'The Soul of India' 'The New Spirit', 'Studies of Hinduism' প্রভৃতি। শেষজীবনে আর্থিক অনটনে কষ্ট পেয়েছেন। [১,৭, ৮,১০,২৫,২৬,৫৪,৯২]

বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় (৫.১১.১৮৮৭ - ১৪.১০.১৯৫৪) হালিশহর—চব্বিশ পরগনা। অক্ষয়নাথ। মাতুলালয় বাগাণ্ডায় জন্ম। বারীন ঘোষ ও রাসবিহারী বসুর সহকর্মিরূপে বৈপ্লবিক ব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। মুরারিপুকুর, আড়িয়াদহ প্রভৃতি বিপ্লবী কেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। বিপ্লবের আদিযুগে যে কয়েকটি সমিতি ছিল তার মধ্যে তাঁর 'আত্মোন্নতি সমিতি' অন্যতম প্রধান। তাঁর উদ্যোগে নিজ দলের (যুগান্তর সমিতির একটি শাখা) সাহায্যে ১৯১৪ খ্রী. রডা কোম্পানীর মশার পিস্তল অপহরণ করা হয়। ১৯১৫ খ্রী. যুগান্তর সমিতি কর্তৃক বার্ড কোম্পানীর গাড়ী লুণ্ঠনের ব্যাপারে ও বেলিয়াঘাটার এক চাউল ব্যবসায়ীর অফিসে ডাকাতিতে তিনি যতীন্দ্রনাথের সাহায্যকারী ছিলেন। তাঁর পরিচালনায় আড়িয়াদহে ও আগরপাড়ায় দু'টি ডাকাতি হয়। দ্বিতীয়টিতে তিনি স্বয়ং একটি রিভলভারসহ গ্রেপ্তার হন। ১৯২১ খ্রী. তিনি কংগ্রেস আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩০ খ্রী. বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনেও যোগ দেন। জীবনের প্রায় ২৪ বছর মান্দালয়, রেঙ্গুন, আলীপুর প্রভৃতি কারাগারে বন্দী ছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার আগে থেকেই শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক সংগঠনের সহ-সভাপতি হয়েছিলেন। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে বীজপুর কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য হন। [৩,১০,৫৪]

বিপিনবিহারী গুপ্ত (১৮৭৫ - ১৯৩৬) কলিকাতা। কেদারনাথ। মণিরামপুর স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৯৫ খ্রী. রিপন কলেজ থেকে ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাসে ডাব্‌ল্‌ অনার্স নিয়ে বি.এ. পাশ করেন এবং মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশনে অধ্যাপনায় ব্রতী হন। অধ্যাপনার সময়েই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটশিপ পরীক্ষা পাশ করেন। কিন্তু সরকারী চাকরি গ্রহণ করেন নি। ১৮৯৯ খ্রী. ইংরেজী সাহিত্যে ও ইতিহাসে এম.এ. পাশ করে শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজের অধ্যক্ষ হন। পরে ১৯০৬ খ্রী. থেকে রিপন কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপকের কাজ করেন। সাহিত্যিক ও সমালোচক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। 'ভারতবর্ষ', 'মানসী ও মর্মবাণী', 'সবুজপত্র' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন। 'বিবিধ প্রসঙ্গ' ও 'পুরাতন প্রসঙ্গ' তাঁর রচিত দু'টি মূল্যবান গ্রন্থ। [১,৪৫]

বিপিনবিহারী ঘোষ (১৮৭১ - ১৯৩৪) বন্দিপুর—চব্বিশ পরগনা। হীরালাল। জমিদার বংশে জন্ম। সরকারী কাজে ভারতের নানা অঞ্চলে কাটান। ১৯২৭ খ্রী. অবসর নিয়ে স্বগ্রামে পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত বঙ্গবিদ্যালয়কে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

পরিদর্শন করে তার পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। তিনি বঙ্গীয় ন্যাশনাল ভাণ্ডার, বঙ্গীয় সদ্‌গোপ সভা, ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেব্‌ল্‌ সোসাইটি, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট, বয়েজ ওন লাইব্রেরী অ্যান্ড ইয়ংমেনস্‌ ইন্‌স্টিটিউট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [১]

বিপিনবিহারী ঘোষ, স্যার (৩.৯.১৮৬৮ - ২২.৫.১৯৩৪) বহরমপুর—মুর্শিদাবাদ। জগবন্ধু। আদি নিবাস তোরকোনা—বর্ধমান। প্রথমে কলিকাতা সাউথ সুবারবন স্কুলে পড়েন। মেট্রোপলিটান স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এম.এ. পাশ করে তিনি ১৮৯২ খ্রী. কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। তিন বছর পর বর্ধমান জেলা আদালতে যোগ দেন। ১৯১০ খ্রী. পুনরায় কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। তিনি ১৯২১ - ২৯ খ্রী. হাইকোর্টের বিচারপতি, ১৯৩০ খ্রী. বোম্বে বি.বি. ও সি-আই. রেলওয়ের শ্রমিক গোলযোগ নিষ্পত্তি সভার চেয়ারম্যান, বাঙলা সরকারের কার্য-করী সমিতির অস্থায়ী সদস্য (১৯৩০), ১৯৩৩ খ্রী. ভারত সরকারের কার্যকরী সমিতির আইন সদস্য, তাছাড়া ১৯২৬ খ্রী. থেকে আমৃত্যু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন। ১৯২৭ খ্রী. আইন বিভাগের ডীন এবং Board of Studies (Law)-এর সভাপতি নিযুক্ত হন। এছাড়া বেলতলা বালিকা বিদ্যালয়, কমলা বালিকা বিদ্যালয় এবং কলিকাতা ও তোরকোনার জগবন্ধু বিদ্যালয়ের সভাপতি, জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অন্যতম ট্রাস্টী এবং কিছুকাল কলিকাতার কবিতা সভা, কলিকাতা ক্লাব ও সাউথ ক্লাবের সভাপতি ছিলেন। অগ্রজ স্যার রাসবিহারী প্রণীত 'বৃটিশ ভারতে বন্ধকী আইন' গ্রন্থের ৫ম সংস্করণ তিনি সম্পাদনা করেন। তাঁর অনুজ সুরেশচন্দ্র একজন খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী ছিলেন। [১]

বিপিনবিহারী চক্রবর্তী (১৮৫২ - ১৮৯৯) খটুরা—চব্বিশ পরগনা। ভগবান বিদ্যালঙ্কার। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'অদ্ভুত দিগ্বিজয়', 'সৈনিক সীমন্তিনী', 'কৃষ্ণদ্বীপ কাহিনী' প্রভৃতি। এছাড়া তাঁর কৃত 'লন্ডন রহস্য' (মিস্ট্রিস্‌ অফ লন্ডনের বঙ্গানুবাদ) এক সময়ে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিল। অপর অনুবাদ গ্রন্থ : 'মিস্ট্রিস অফ কোর্ট'। [১]

বিপিনবিহারী দাস (? - ১৮.১০.১৩৪৯ ব.) বাগবাজার—কলিকাতা। তিনি সামান্য অবস্থা থেকে অসামান্য প্রতিভা ও কর্মশক্তির প্রভাবে একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যবসায়ী এবং বহু ধনসম্পত্তির অধি-কারী হয়েছিলেন। বৃহত্তর বাঙলার ছোট-বড় বিভিন্ন নাট্য-সম্প্রদায় ও কলিকাতার নাট্যশালা-গুলিতে তিনি পোশাক সরবরাহ করতেন। অভিনয়-শিক্ষক ও স্বভাব-অভিনেতারূপেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তিনি শহর ও শহরতলির বহুসংখ্যক পুষ্করিণীতে মৎস্য-চাষের ব্যবস্থা করেন। [৫]

বিপিনবিহারী মণ্ডল (১৯১০ - ৬.১০.১৯৪২) কিসমত-পুরুষপুটিয়া—মেদিনীপুর। সারাজীবন বহু রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের সময় (১৯৪২) পুলিস তাঁর বাড়ি তল্লাশীর নামে লুণ্ঠন করে। নিজ গ্রামে আন্দোলন সংক্রান্ত সভায় বক্তৃতা করবার সময় পুলিসের গুলিতে নিহত হন। [৪২]

বিপিনবিহারী সেন (? - পৌষ ১৩৪৪ ব.) বরিশাল। একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক ও প্রবীণ কংগ্রেস-নেতা। ১৯০১ খ্রী. ময়মনসিংহ যান এবং অল্পকালের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ১৯০৫ খ্রী. থেকে অসহযোগ আন্দোলন, স্বরাজ্য দলের আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। আইন অমান্য আন্দোলনে কিছুদিন বাঙলার ডিক্টেটর ছিলেন এবং সেই সময় তাঁকে কিছুদিন কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। তিনি তিন বার ময়মনসিংহ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হন এবং ২৫ বছর কমিশনার ছিলেন। বহু দরিদ্র ছাত্রকে নিজের বাড়িতে রেখে পড়াতেন এবং দরিদ্র লোকদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করতেন। [১]

বিপুলচন্দ্র বসাক (? - ১৫.৮.১৯৪২) ঢাকা। হরিদাস। ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ঢাকায় মিছিল নিয়ে যাবার সময় পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

বিপ্রচরণ চক্রবর্তী (১৭৮৬ ? - ১০.১১.১৮৫৭) হেতমপুর—বীরভূম। রাধানাথ। জমিদার বংশে জন্ম। ১৮৩৫ খ্রী. পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হন। তিনি ১৮৩৭ - ৪২ খ্রী. রাজ-নগরাধিপতি দাওর ওজমান খাঁর দেওয়ান ছিলেন এবং কর্মকুশলতার জন্য সম্মানসূচক 'হুজুর' উপাধি পান। তিনি বহু জমিদারী কেনেন। ১৮৪৮ খ্রী. একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৫৫ খ্রী. সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় ইংরেজ সরকারকে সাহায্য করেছিলেন। রাজ্যের প্রজাদের কল্যাণের জন্য বহু অর্থব্যয়ে অনেকগুলি পুষ্করিণী খনন করিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'লালদীঘি' নামক সরোবর ও তার তীরে নির্মিত ৫টি শিব-মন্দির এবং 'বারদুয়ারী' ভবন তাঁর অন্যতম প্রধান কীর্তি। তিনি কিছু সংকীর্তন গানও রচনা করে-ছিলেন। [১]

বিপ্রদাস পালচৌধুরী (১৮৫৭ - ২৫.১০.১৯১৪) মহেশগঞ্জ—নদীয়া। মধুসূদন। বিখ্যাত জমিদার বংশে জন্ম। প্রথমে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে পড়াশুনা করেন। পরে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৮৭৩ খ্রী. এফ.এ. পাশ করে সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার জন্য ইংল্যান্ড যান। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে তিনি প্রথমে একটি পিতলের কারখানা ও পরে বহু টাকা ব্যয়ে একটি চর্ম পরিষ্কারের কারখানা স্থাপন করেন। তিনি স্বদেশী দ্রব্য নির্মাণের জন্য সবসময়ই চেষ্টা করে গেছেন। ইংরেজদের একচেটিয়া চা-ব্যবসায়েও মনোযোগ দেন এবং উদ্যোগী হয়ে তাঁর দার্জিলিং গয়াবাড়ি টি এস্টেটে একটি ফ্যাক্টরী স্থাপন করেন। সমাজ-সংস্কারের চেষ্টায় তিনি নিজ কন্যাদের সুশিক্ষিত করে অসবর্ণ যুবকদের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে সৎ-সাহসের পরিচয় দেন। লন্ডনে তাঁর মৃত্যু হয়। [১,৮]

বিপ্রদাস পিপিলাই (১৫শ শতাব্দী) বাদুড়্যা-বটগ্রাম—চব্বিশ পরগনা (?)। মুকুন্দ। মনসামঙ্গল কাব্যের প্রাচীন কবিদের অন্যতম। এ পর্যন্ত তাঁর রচিত যে দুইখানি পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে মনে হয় ১৪৯৫ খ্রী. তিনি তাঁর কাব্য রচনা করেন। বরিশালে বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্য রচনাকালও ঐ সময়ে (১৪৯৪)। তাঁর গ্রন্থে চাঁদ-সওদাগরের বাণিজ্যযাত্রায় সুপ্রাচীন সপ্তগ্রামের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। [৩]

বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় (১৮৪২ - ৩০.১১.১৯১৪)। প্রখ্যাত সাহিত্যিক। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেন। 'বঙ্গবাসী' এবং বিভিন্ন সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখতেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'পাকপ্রণালী', 'জননী জীবন', 'শুভবিবাহতত্ত্ব', 'দেদার মজা' প্রভৃতি। নাট্যকার ও বিশিষ্ট অভিনেতা অপরেশচন্দ্র তাঁর পুত্র। [১]

বিপ্রপ্রসাদ বেরা (? - ৬.৬.১৯৩০) নারানদিয়া—মেদিনীপুর। বঙ্কিম। ১৯৩০ খ্রী. লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেন। নিজের গ্রামে পুলিসের গুলিতে গুরুতরভাবে আহত হন। কাঁথিতে মারা যান। [৪২]

বিবেকনারায়ণ সিংহ। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন বাঙলা, বিহার ও ওড়িশার কর্তৃত্ব পায়, তখন তিনি বরাহভূমের ৬৪২ বর্গমাইলের অধিপতি ছিলেন। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে মানভূমের রাজা ত্রিভুবন সিংহ অন্যান্য রাজাসমেত বরাহভূম রাজ্য পর্যন্ত আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। এই ঘটনায় উত্তাক্ত হয়ে রাজ্যের অধিপতিগণ বিবেকনারায়ণের নেতৃত্বে ত্রিভুবনকে আক্রমণ করে পরাজিত ও নিহত করেন। বিবেকনারায়ণ স্বাধীনচেতা ছিলেন। তিনি ইংরেজকে কর-প্রদানে অস্বীকৃত হয়ে বিদ্রোহী হন। বহুদিন বিবাদের পর পরাজিত হয়ে রাজ্যচ্যুত হলে তাঁর পুত্র রঘুনাথ ১৭৭৫ খ্রী. ইংরেজের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে রাজ্যগ্রহণ করেন। এই কারণে বিবেকনারায়ণ বিরক্ত হয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছিলেন। [১]

বিবেকরঞ্জন সেন (? - ৩.৮.১৩৭৬ ব.)। নাগপুর ও মধ্যপ্রদেশের হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি ও মধ্যপ্রদেশের ভিজিল্যান্স কমিশনার ছিলেন। জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরূপে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। [৪]

বিবেকানন্দ, স্বামী (১২.১.১৮৬৩ - ৪.৭.১৯০২) কলিকাতা। বিশ্বনাথ দত্ত। সিমুলিয়ার দত্ত পরিবারে জন্ম। শৈশবের নাম বীরেশ্বর বা বিলে। অন্নপ্রাশনের সময় নামকরণ হয় নরেন্দ্রনাথ। আর্টর্নি পিতার মেধাবী সন্তান। প্রথমে গৃহ-শিক্ষকের কাছে ও পরে মেট্রোপলিটান ইন্স্টিটিউশন ও প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং ১৮৮৩ খ্রী. জেনারেল অ্যাসেম্ব্লীজ ইন্স্টিটিউশন থেকে বি.এ. পাশ করেন। আইন পড়বার সময় পিতার মৃত্যুতে সাংসারিক অনটন দেখা দিলে পড়া বন্ধ করতে বাধ্য হন। ইতিমধ্যেই দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বিবিধ গ্রন্থের মাধ্যমে সত্যানুসন্ধান চলছিল। সাংসারিক প্রয়োজনে মেট্রোপলিটান স্কুলে শিক্ষকতা করেন। কলেজে পড়বার সময় রাজা রামমোহন রায়ের বেদান্তদর্শন বিষয়ে গ্রন্থ পড়ে ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হন। এফ.এ. পড়বার সময় রামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ পেয়ে গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। ক্রমে রামকৃষ্ণের কাছ থেকে মানব-সেবার দীক্ষা নেন। ১৬ আগস্ট ১৮৮৬ খ্রী. রামকৃষ্ণদেবের মৃত্যুর পর গুরুভ্রাতাদের নিয়ে বরাহনগরে মঠ স্থাপন করে সন্ন্যাস-নাম গ্রহণ করেন 'বিবেকানন্দ'। পরের তিন বছর পরিব্রাজকরূপে সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন। এই সময় জয়পুরের সভাপণ্ডিতদের কাছ থেকে অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি, ক্ষেত্রীর সভাপণ্ডিত নারায়ণ দাসের কাছে পতঞ্জলির মহাভাষ্য এবং পোরবন্দরের পাণ্ডুরংয়ের কাছে বেদান্ত শেখেন। মাদ্রাজে থাকা কালে শিষ্যদের অনুরোধে এবং সারদা দেবীর অনুমতি নিয়ে তিনি শিকাগো ধর্ম মহাসভায় যোগদানের জন্য ১৩ মে ১৮৯৩ খ্রী. আমেরিকা যাত্রা করেন। সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত ঐ মহাসভায় হিন্দুধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে অসামান্য প্রসিদ্ধি অর্জন করেন এবং ধর্মপ্রচারক মহলে আলোড়ন তোলেন। এই

বক্তৃতা সম্পর্কে হার্ভার্ডের অধ্যাপক রাইটের মতে 'তিনি আমাদের বিদগ্ধ অধ্যাপকদের একত্রিত জ্ঞানের থেকে বেশী জ্ঞানবান' এবং নিউইয়র্ক হেরল্ডের মতে 'ভারতের বাত্যাসৃজনী ঋষি' 'ধর্মসভার বৃহত্তম মানুষ'। এরপর বোস্টন, ডিট্রয়েট, নিউইয়র্ক, বাল্টিমোর, ওয়াশিংটন, ব্রুকলীন প্রভৃতি নগরে বক্তৃতা দেন। তাঁর বেদান্ত-সম্বন্ধীয় বক্তৃতায় ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বহু নরনারী তাঁর বক্তব্যে ও ধর্মমতে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে মিস্ মার্গারেট নোব্‌ল্ (নিবেদিতা), গ্রীনস্টীভেল, এস. ই. ওয়ালডো, জে. জে. গুড-উইন, মিঃ অ্যান্ড মিসেস সেভিয়ার প্রভৃতি ভারতীয় জীবনে নিজেদের অঙ্গীভূত করেছিলেন। ১৮৯৭ খ্রী. ভারতে ফিরে এলে স্বামীজীকে বীরোচিত সংবর্ধনা জানানো হয়। সংবর্ধনা-সভায় যুবকদের প্রতি তাঁর উদাত্ত আহ্বান ছিল : 'ওঠো, জাগো—লক্ষ্যে পৌঁছবার আগে থেমো না।' ১ মে ১৮৯৭ খ্রী. 'রামকৃষ্ণ মিশন' এবং ১৮৯৯ খ্রী. রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্র হিসাবে 'বেলুড় মঠ' প্রতিষ্ঠা করেন। এই মিশনের মূল আদর্শ ছিল—মানব-সেবা। বেদান্ত ও রামকৃষ্ণের শিক্ষা প্রচারের জন্য বাংলায় 'উদ্বোধন' ও ইংরেজীতে 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামে দু'টি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। জুন ১৮৯৯ খ্রী. আমেরিকায় বেদান্ত-শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার আমেরিকা যান। ফেরবার পথে প্যারিসে 'ধর্ম ইতিহাস সম্মেলনে' যোগ দেন। ভারতে ফিরে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বেনারসে ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও রামকৃষ্ণ হোম, রামকৃষ্ণ পাঠশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। রাজনীতিক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে অবতীর্ণ না হলেও তাঁর বক্তৃতা ও রচনা দেশের যুবকদের প্রাণে অভূতপূর্ব প্রেরণা জুগিয়েছিল। তিনি আধুনিক ভারতের অন্যতম স্রষ্টা ব'লে পূজিত হন। স্বল্পায়ু জীবনে বহু কাজ করে গেছেন, কিন্তু কর্মের চেয়ে তাঁর বাণী ও প্রেরণা মহত্তর। তিনি সংস্কার ও আচারের বহিরাবরণ সরিয়ে ভারতাত্মাকে জাগ্রত করেছেন, দেশকে নূতন জাতীয়তা ও মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং বিশ্বের কাছে ভারতের ভাব-মূর্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাংলা সাহিত্যে সফল কথ্যভাষার তিনি অন্যতম প্রধান প্রচারক। তিনি ইংরেজী ও বাংলায় বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'পরিব্রাজক', 'ভাববার কথা', 'বর্তমান ভারত', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'Karmayoga', 'Rajayoga', 'Jnanayoga', 'Bhaktiyoga' প্রভৃতি। [১,৩,৭,১০,২৫,২৬]

বিভূতিচন্দ্র (১১/১২শ শতাব্দী)। উত্তরবঙ্গে গঙ্গা ও করতোয়ার সঙ্গমে রামপাল-প্রতিষ্ঠিত জগদ্দল-বিহারের অন্যতম প্রধান ভিক্ষু বিভূতিচন্দ্রের জন্ম রাজবংশে। ত্যাঙ্গুর ঐতিহ্যমতে তিনি ছিলেন মহাপণ্ডিত, আচার্য, উপাধ্যায় এবং একাধারে গ্রন্থকার, টীকাকার, অনুবাদক ও সংশোধক। তিনি কিছুকাল নেপালে ও তিব্বতে বাস করেছিলেন। তাঁর রচিত কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। তিনি তিব্বতীতে অনেক গ্রন্থ অনুবাদ করেছিলেন। লুই-পা'র দু'টি গ্রন্থের এবং অভয়াকরের দুই বা ততোধিক গ্রন্থের অনুবাদ তাঁরই রচনা। তিনি শান্তিদেব-রচিত বোধিচর্যাবতারের একখানি টীকা লিখেছিলেন। তাঁর রচিত 'অমৃত কর্ণিকা' নামে 'নামসংগীতি'র টীকা কালচক্রযানের মতে লিখিত হয়েছিল। স্বল্পকালস্থায়ী এই প্রসিদ্ধ মহাবিহারের অন্যান্য স্বনামধন্য আচার্য ছিলেন দানশীল, মোক্ষাকর গুপ্ত, শুভাকর গুপ্ত, ধর্মাকর প্রভৃতি। [১,৬৭]

বিভূতিভূষণ দাস (১৯২৩ - ১৯৪২) বর্তন—মেদিনীপুর। বরেন। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে ভগবানপুর পুলিস স্টেশন আক্রমণকালে পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে মারা যান। [৪২]

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১২.৯.১৮৯৪ - ১.১১.১৯৫০) মুরারিপুর—চব্বিশ পরগনা মাতুলালয়ে জন্ম। মহানন্দ। পৈতৃক নিবাস ব্যারাকপুর-বনগ্রাম—চব্বিশ পরগনা। পিতার পেশা ছিল কথকতা ও পৌরোহিত্য। বিভূতিভূষণের বাল্য ও কৈশোর কাটে দারিদ্র্য, অভাব ও অনটনের মধ্যে। ১৯১৪ খ্রী. প্রবেশিকা, ১৯১৬ খ্রী. আই.এ. এবং ১৯১৮ খ্রী. ডিস্টিংশনে বি.এ. পাশ করে এম.এ. ও ল ক্লাসে ভর্তি হন, কিন্তু পড়া অসমাপ্ত রেখে প্রথমে জাঙ্গীপাড়ার স্কুলে ও পরে সোনারপুর হরিনাভিতে শিক্ষকতা করেন। মাঝে কিছুদিন প্রথমে গোরক্ষিণী সভার প্রচারক, পরে খেলাৎ ঘোষের বাড়িতে সেক্রেটারী, গৃহশিক্ষক এবং এস্টেটের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজাররূপে ভাগলপুর সার্কেলে কাজ করলেও মৃত্যুকাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত গোপালনগর স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। শৈশব থেকেই পল্লী-প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করত। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর ১৯৪০ খ্রী. দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা 'উপেক্ষিতা' নামে গল্প জানুয়ারী ১৯২২ খ্রী. 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর বিখ্যাত রচনা 'পথের পাঁচালী' গ্রন্থ ভাগলপুরে রচিত। শেষ-জীবনের অধিকাংশ সময় ঘাটশিলায় থাকতেন। মাত্র ২১ বছরের সাহিত্য-জীবনে তিনি বহু উপন্যাস, দিনলিপি, ছোটগল্প, ভ্রমণকাহিনী এবং শিশু-সাহিত্য রচনা করেন।

তাঁর রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'অপরাজিত', 'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'আরণ্যক', 'ইছামতী', 'কিন্নরদল', 'দেবযান', 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'বিপিনের সংসার', 'যাত্রাবদল' প্রভৃতি। 'বনে পাহাড়ে', 'মরণের ডঙ্কা বাজে', 'চাঁদের পাহাড়'—কিশোরদের জন্য রচিত। বিভূতিভূষণ বাংলা সাহিত্যে অনন্য। গ্রাম-বাঙলার দুঃখ, দারিদ্র্য, স্বপ্ন, আশা তাঁর রচনায় পরিস্ফুট হয়েছে। শুধু পল্লী-প্রকৃতি নয়, আরণ্য প্রকৃতিও তাঁর উপন্যাসে অপরূপ সজীবতা লাভ করেছে। 'আরণ্যক' গ্রন্থে প্রকৃতির এক অপরিচিত রূপ লীলায়িত হয়েছে। তাঁর 'পথের পাঁচালী' গ্রন্থ ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সাহিত্য আকাদেমি সংস্থা তাঁর গ্রন্থ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করেছেন। মৃত্যুর পর ১৯৫১ খ্রী. 'ইছামতী' উপন্যাসের জন্য তাঁকে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' প্রদান করা হয়। [৩,৫,৭,২৬]

বিমলচন্দ্র দাস (১৩০০ - ১১.৮.১৩৭৬ ব.)। বেণীমাধব। ভারতের সর্বপ্রথম সিরাম উৎপাদক এবং ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ও বেঙ্গল ইমিউনিটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের একজন প্রবীণ সদস্য ও সয়াবিন চাষের পথিকৃৎ। [৪]

বিমলচন্দ্র সিংহ (১৯১৮ - ১৯৬১) পাইকপাড়া —কলিকাতা। রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র। কান্দি ও পাইকপাড়া রাজবংশে জন্ম। সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে এবং ফরাসী ভাষায় সুপণ্ডিত ও একজন চিন্তাশীল লেখক। বি.এ. ও এম.এ. পরীক্ষায় অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য (১৯৪৬) ও দেশ স্বাধীন হবার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। পরে মতানৈক্যের জন্য পদত্যাগ করেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সম্মুখে পশ্চিমবঙ্গের দাবি পেশ করার দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়েছিল। বহু গ্রন্থের লেখক। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় স্বনামে ও ভীষ্মদেব খোসনবীস জুনিয়ার নামে বহু মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। 'বিশ্বপথিক বাঙ্গালী', 'বাংলার চাষী', 'বঙ্কিম-প্রতিভা', 'সমাজ ও সাহিত্য', 'কাশ্মীর ভ্রমণ' প্রভৃতি তাঁর রচিত ও প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। [৩]

বিমলদাস। মধ্যযুগে বাঙলাদেশে পাথরের ফলকে ও তাম্রপট্টে লিপি উৎকীর্ণকারী তক্ষণ-শিল্পীদের অন্যতম। অপর যাঁদের নাম পাওয়া যায় তাঁরা হচ্ছেন—ভোগটের পৌত্র শুভটের পুত্র তাতট, সৎ-সমতট-নিবাসী শুভদাসের পুত্র মংকদাস, সূত্রধার বিষ্ণুভদ্র, বিক্রমাদিত্যের পুত্র শিল্পী মহীধর, শিল্পী শশীদেব, শিল্পী কর্ণভদ্র, শিল্পী তথাগত-সার এবং ধর্মপ্রপৌত্র মনদাসপৌত্র বৃহস্পতিপুত্র 'বরেন্দ্রকশিল্পী গোষ্ঠীচূড়ামণি' রাণক শূলপাণি। [৬৭]

বিমল মুখোপাধ্যায় (১৯১২ ? - ২৬.৫.১৯৭১) উত্তরপাড়া—হুগলী। পিতা মনোমোহন ছিলেন ১৯১১ খ্রী. মোহনবাগানের প্রথম শীল্ড-বিজয়ী দলের খেলোয়াড়। বিমল ১৯৩১ খ্রী. মোহনবাগান ক্লাবে যোগ দেন এবং সেণ্টার ফরোয়ার্ড হিসাবে খেলা শুরু করে পরে রাইট-হাফ হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৩৮ খ্রী. ভারতীয় দলের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া সফরে যান। এ ছাড়াও ভারতীয় ও ইউরোপীয় দলের বার্ষিক খেলায় প্রতি বছরই সুযোগ পেতেন। ১৯৩৯ খ্রী. প্রথম লীগ-বিজয়ী মোহনবাগান দলের অধিনায়ক ছিলেন। [১৬]

বিমল রায় (১৩১৫ ? - ২৩.৯.১৩৭২ ব.)। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্র-প্রযোজক ও পরিচালক। 'উদয়ের পথে', 'অঞ্জনগড়', 'মা', 'দো বিঘা জমীন' প্রভৃতি একাধিক সাড়া-জাগানো ছায়াচিত্রের পরিচালকরূপে খ্যাতিমান হন। কিছুকাল 'ফিল্ম গিল্ড অফ ইণ্ডিয়া'র সহকারী সভাপতি এবং ভারতীয় চলচ্চিত্র-প্রযোজক সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন। প্রথম জীবনে 'নিউ থিয়েটার্স' চিত্র-প্রতিষ্ঠানে ক্যামেরাম্যানের কাজ করেন। এখানে প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনায় 'দেবদাস' (বাংলা) চিত্রগ্রহণ করেছিলেন। উত্তর-জীবনে হিন্দীতে এই ছবি পরিচালনা করেন। [৪]

বিমল সেন (১৯০৬ - ১০.৯.১৯৩৪) ফয়েরা—বরিশাল। যোগেশচন্দ্র। অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে স্বেচ্ছাসেবকরূপে চরকা কাঁধে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন। এভাবে প্রায় দুই বছর কাটে। তা সত্ত্বেও ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ৫ বিষয়ে লেটার ও স্টার পেয়ে উত্তীর্ণ হন। ঐ সময়ে স্কুল-কলেজ ইংরেজের গোলামখানা ব'লে কুখ্যাত ছিল। তাই কলেজে ভর্তি না হয়ে যাদবপুর বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু অর্থাভাবে পড়াশুনায় ছেদ পড়ে। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর শেষ পরীক্ষা না দিয়ে তিনি বেল-গাছিয়া পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দিরে শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন এবং সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। 'লিবার্টি', 'বঙ্গবাণী', 'বেণু', 'বিচিত্রা', 'মডার্ন রিভিউ' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। বিপ্লবী যুগান্তর পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতা'য় প্রকাশিত তাঁর দেশ-প্রেমোদ্দীপক বিভিন্ন ছোট গল্প রচনার অভিনবত্বে ও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি

করেছিল। এই সময়ে কলিকাতা সরস্বতী লাইব্রেরী থেকে তাঁর রচিত 'ফ্লঝর্রি' ও 'স্বাধীনতার জয়-যাত্রা' প্রকাশিত হয়। কিন্তু বই দু'খানি রাজদ্রোহের অভিযোগে সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। বিদেশী সাহিত্যের অন্বাদেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। গোর্কি-রচিত 'মাদার'-এর বাংলা ভাষায় প্রথম বঙ্গান্বাদ তাঁর একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। বাঙলার বিপ্লবী-দের কাছে এই গ্রন্থ অগ্নিবেদর্পে সমাদর লাভ করেছিল। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'পারিজাত', 'শক্তির জয়', 'মর্যাত্রী', 'গল্পের ছলে', ও 'ছোটদের শিশিরকুমার'। অন্যান্য অন্বাদ গ্রন্থ : 'শোধবোধ' ও 'খনির গোলাম'। রাজনৈতিক কারণে সরকারী রোষ-দৃষ্টি তাঁর ওপর পড়ে ও তিনি পলাতক জীবন যাপন করতে বাধ্য হন। শেষ পর্যন্ত রংপ্র স্টেশনে ধরা পড়েন। প্লিস তাঁর ওপর নির্মম অত্যাচার চালায়। ম্ক্তিলাভের পর তিনি বেড়া-চাঁপা গ্রামে শিক্ষকতা নিয়ে থাকেন। মাত্র ২৮ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। [১৪৯]

বিমলাচরণ লাহা (১২৯৮? - ২০.১.১৩৭৬ ব.)। কলিকাতার বিখ্যাত লাহা পরিবারে জন্ম। ১৯১৬ খ্রী. পালি ভাষায় এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ১৯২৪ খ্রী. ডক্টরেট উপাধি পান। পরে আইন পাশ করেন। তিনি বহ্ পান্ডিত্যপূর্ণ গবেষণাম্লক গ্রন্থের রচয়িতা। বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, আইন, প্রাচীন শ্লোকসমূহ, ইতিহাস, ভূগোল, সভ্যতা, সংস্কৃতি, জাতিতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। 'বেঙ্গল পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট' পত্রিকার সম্পাদক, এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি, কলি-কাতার শেরিফ, রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির বিশিষ্ট সদস্য ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনো-নীত সদস্য ছিলেন। বহ্ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। [৪]

বিমলা দাস (? - চৈত্র ১৩২৮ ব.)। স্বামী—সত্যরঞ্জন দাস। বঙ্গের মহিলাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম নরওয়ে ভ্রমণে যান। এ ছাড়াও পৃথিবীর আরও বহ্ দেশ ভ্রমণ করেন। মাসিক 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় এই ভ্রমণবৃত্তান্ত 'নরওয়ে ভ্রমণ কাহিনী' নামে প্রকাশিত হয়। [১,৫]

বিমলানন্দ নাগ, রেভারেন্ড (১৮৬৯ - ১৬.৩. ১৯৩৭) রাজনগর—ঢাকা। বি. এ. নাগ নামে তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১৮৯১ খ্রী. খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং ১৯০০ খ্রী. ব্যাপটিস্ট মিশনের কাজে যোগদান করে সম্মানিত পদ পান। রাজনীতি-ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুর্ সুরেন্দ্রনাথের শিষ্য ছিলেন। পরে কংগ্রেস ত্যাগ করে বাঙলার ন্যাশনাল লিবারেল লীগের প্রথম সম্পাদক হন। ভারতীয় খ্রীষ্টান কন্-ফারেন্স, বঙ্গীয় খ্রীষ্টান কন্ফারেন্স ও ভারতীয় খ্রীষ্টান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, তা ছাড়া কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর এবং বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস কমিশন, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা, বোর্ড অফ সেন্সাস, মেডিক্যাল কলেজ অ্যাড-ভাইসরি বোর্ড প্রভৃতির সদস্য ছিলেন। ১৯৩৪ খ্রী. তিনি বার্লিনে অন্ষ্ঠিত ওয়াল্ড ব্যাপটিস্ট কংগ্রেসের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়ে সেখানে যান। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এই সম্মানিত পদ পান। [১,৫]

বিমলানন্দ, স্বামী (? - ১৩৩৩ ব.) কোটালি-পাড়া—ফরিদপ্র। জমিদার বংশে জন্ম। প্রকৃত নাম সতীশচন্দ্র রায়চৌধ্রী। এই শক্তিসাধক ও সিদ্ধ-প্রুষ-রচিত শ্রীশ্রীকর্প্রাদি কালিকা স্তোত্রের 'বিমলানন্দদায়িনী' নামে স্বরূপ ব্যাখ্যা দ্বারভাঙ্গার মহারাজের আগ্রহে স্যার জন উড্রফ 'আগমান্-সন্ধান সমিতি' থেকে প্রকাশ করেন। তাঁর কল্পিত 'শ্রীশ্রীকালিকা' বা 'ষোড়শী কালী'-ম্র্তি বেল্ড় মঠের দক্ষিণে ভাগীরথী-তীরে কালিকাশ্রমে অব-স্থিত আছে। [১]

বিমানবিহারী মজুমদার (২১.১২.১৮৯৯ - ১৮.১১.১৯৬৯) কুমারখালি—নদীয়া। শ্রীশচন্দ্র। গ্রামের পাঠশালায় পড়াশ্না শ্র্ করে নবদ্বীপ হিন্দ্ স্কুল থেকে ১৯১৭ খ্রী. ম্যাট্রিকুলেশন, বহরমপ্র কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে ইতিহাসে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বি.এ. এবং ১৯২৩ খ্রী. ইতিহাসে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন ও পরে অর্থনীতিতেও এম.এ. পাশ করেন। এরপর পাটনা বি. এন. কলেজে ইতিহাস ও অর্থনীতির অধ্যাপক হন এবং এখানে অধ্যাপনাকালে 'History of Political Thought : From Rammohun to Dayananda : 1821-84' এবং এইসঙ্গে এর সহায়ক গ্রন্থ 'History of Religious Reformation in India in the Nineteenth Century' গ্রন্থ রচনা করে ১৯৩২ খ্রী. প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। 'চৈতন্য-চরিতের উপাদান' গবেষণা-গ্রন্থ বাংলায় রচনা করে ১৯৩৭ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ.ডি. হন। বাংলায় রচিত গবেষণা-গ্রন্থ এই প্রথম সম্মান লাভ করে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইতিহাস ও অর্থনীতিতে পান্ডিত্য এবং প্রতিষ্ঠা অর্জন করলেও বৈষ্ণব সাহিত্য-বিষয়ক বহ্ ম্ল্যবান গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। বৈষ্ণব-সমাজে একজন শীর্ষস্থানীয় শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন। বৈষ্ণবধর্ম ছাড়া অন্যান্য বিষয়েও গ্রন্থ রচনা করেছেন। সাময়িক পত্রাদিতে

প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করতেন। জীবনের অধিকাংশ সময় পাটনাতেই কাটান। ১৯৪৫ খ্রী. আরায় হরপ্রসাদ জৈন কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে কলেজের যথেষ্ট উন্নতি করেন। ১৯৫২ খ্রী. বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ-পরিদর্শক নিযুক্ত হন। ১৯৫৯ খ্রী. অবসর নেন। ১৯৬৫ খ্রী. থেকে আমৃত্যু পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউ.জি.সি. গবেষক অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৬৯ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'নির্মলেন্দু-স্তেফানোস-স্মৃতি-পুরস্কার' প্রদান করে। তাঁর অন্যান্য সম্পাদিত ও সংকলিত গ্রন্থ : 'চণ্ডীদাসের পদাবলী', 'ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য', পাঁচশত বৎসরের পদাবলী', 'শ্রীশ্রীক্ষণদাগীতচিন্তামণি' ইত্যাদি। [৩,১৭]

বিরজানন্দ মহারাজ, স্বামী (১০.৬.১৮৭৩-১৯৫১)। পিতা—ত্রৈলোক্যনাথ বসু। তিনি ১৮৯৭ খ্রী. স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎলাভ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ১৯০২ খ্রী. হিমালয়ে বাসকালে 'মায়াবতী' আশ্রমের অধ্যক্ষরূপে ইংরেজী মাসিক 'প্রবুদ্ধ ভারত' সম্পাদনা করতেন। স্বামী বিবেকানন্দের সুবৃহৎ জীবনী এবং স্বামীজীর গ্রন্থসমূহ সঙ্কলন ও প্রকাশ করেন। [৫]

বিরাজমোহন দাস, রায়বাহাদুর। তিনি ভারতের প্রথম বিদেশী ডিগ্রীপ্রাপ্ত লেদার টেক্‌নোলজিস্ট। ১৯১৪-১৯১৯ খ্রী. তিনি ন্যাশনাল ট্যানারীতে কাজ করেন। কলিকাতায় সরকারী 'বেঙ্গল ট্যানিং ইন্‌স্টিটিউট' প্রতিষ্ঠিত হলে এই শিক্ষায়তনটিকে সুন্দরভাবে গড়বার দায়িত্ব নেন। ১৯৫৩ খ্রী. মাদ্রাজে অবস্থিত 'সেণ্ট্রাল লেদার ইন্‌স্টিটিউটের প্রথম ডিরেক্টর হন। [১৭]

বিরাজমোহিনী দাসী। 'কবিতাহার' নামক গ্রন্থের রচয়িত্রী। গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১২৮৩ ব.। এতে 'বঙ্গীয় বিধবাগণের ক্লেশ বর্ণনা', 'ভারতের প্রতি', 'তিমিরাচ্ছন্ন রজনী', 'বঙ্গ মহিলার দুঃখ-বর্ণন' ইত্যাদি কবিতা আছে। [১,৪৪]

বিরু-পা (১০ম/১১শ শতাব্দী)। জালন্ধরী-পাদের শিষ্য ও সিদ্ধাচার্যদের অন্যতম। সুম্‌পার মতে এই বিরু-পার জন্ম হয়েছিল ত্রিপুরের (ত্রিপুরা) পূর্বদিকে এবং দেবপালের রাজত্বকালে। ত্যাঙ্গুর-তালিকায় দেখা যায়, আচার্য-মহাচার্য বিরু-পা এবং মহাযোগী-যোগীশ্বর বিরূপ প্রায় ১০ খানি বজ্রযানী পুথি এবং বিরূপ-পাদ-চতুরশীতি ও দোহাকোষ নামে ২ খানি পদ ও দোহাগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। চর্যাগীতিতে বিরু-পার একটি গীতি স্থান পেয়েছে—'এক সে শুণ্ডিনি দুই ঘরে সান্ধঅ। চীঅন বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ' ইত্যাদি। 'বিরূপগীতিকা' ও 'বিরূপবজ্রগীতিকা' নামক গীতিগ্রন্থ দু'টিরও সম্ভবত তিনিই রচয়িতা। মগধের জনৈক ক্ষত্রিয় রাজা তোম্বি-হেরুকের তিনি অন্যতম গুরু ছিলেন। বিরু-পা ভিন্ন আরও কয়েকজন বাঙালী সিদ্ধাচার্যের নাম পাওয়া যায়, যথা কুক্কুরিপাদ, সরহপাদ, নাগার্জুন, লুইপাদ, তিল্লোপাদ, নাড়োপাদ, শবরপাদ, অম্বয়বজ্র, কাহ্ন-পাদ, ভুসুকুপাদ প্রভৃতি। এই সিদ্ধাচার্যদের ভুটিয়া শিষ্যরা তাদের গুরু-রচিত অনেক গ্রন্থ ভুটিয়া ভাষায় অনুবাদ করে সংরক্ষণ করেছে। [১,৬৭]

বিলাসবজ্রা। গৌড়ের এই বৌদ্ধ ভিক্ষুণী পাল-রাজাদের সময়ে বৌদ্ধশাস্ত্র রচনা করে যশস্বিনী হয়েছিলেন। তাঁর গ্রন্থ তিব্বতে নীত ও তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়। বিলাসবজ্রা ছাড়াও জ্ঞান-ডাকিনী নিগু, লক্ষ্মীংকরা প্রভৃতি বৌদ্ধশাস্ত্র-রচয়িত্রী বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর নাম পাওয়া যায়। [১]

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (১৬৬৪-?) দেবগ্রাম—মুর্শিদাবাদ। রামনারায়ণ। নিম্বার্ক মতাবলম্বী ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ছিলেন। ১৭০৪ খ্রী. 'সারার্থ-দর্শিনী' নামে ভাগবতের একটি টীকার রচনাকার্য সমাপ্ত করেন। এই টীকাই নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের প্রামাণিক ব্যাখ্যা। শ্রীজীব গোস্বামীর মত খণ্ডন করে 'সারার্থবর্ধিনী' নামে ভগবদ্গীতারও একটি টীকা রচনা করেছিলেন। তাঁর ভাগবতের টীকা বৃন্দাবনের বনমালী রায়ের ভাগবতের সংস্করণে এবং গীতার টীকা কলিকাতার দামোদর মুখোপাধ্যায়ের গীতার সংস্করণে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়াও 'শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃত' (১৬৭৯), 'মাধুর্যকাদম্বিনী', 'রাগ-বর্ত্মচন্দ্রিকা', 'গুণামৃতলহরী', 'প্রেমসম্পুট', 'স্বপ্ন-বিলাসামৃত', 'অনুরাগবল্লী', 'রূপচিন্তামণি', 'সংকল্পকল্পদ্রুম', 'সুরথকথামৃত', 'গৌরগণচন্দ্রিকা', 'চমৎকারচন্দ্রিকা' প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ এবং 'ব্রহ্ম-সংহিতা', 'চৈতন্যচরিতামৃত', 'বিদগ্ধ মাধবী' প্রভৃতি বহু গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থে ইনি হরিবল্লভ দাস নামেই পরিচিত। ১৬৭৯ খ্রী. থেকে অন্তত ২৫ বছর তিনি ব্রজধামে বাস করেছেন। বৃন্দাবনে তিনি গোলোকানন্দজী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। বৃন্দাবনে মৃত্যু। [১,৩,২০, ২৫,২৬]

বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, ভট্টাচার্য। নবদ্বীপ। কাশীনাথ বিদ্যানিবাস। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন। এই পরম বৈষ্ণব জীবনের অধিকাংশ সময় বৃন্দাবনে কাটান। বৃন্দাবনে থাকা কালে গৌতম-সূত্রের শিরোমণির মতানুসারী এক গবেষণাপূর্ণ টীকা রচনা করেন। তাঁর রচিত 'ভাষা পরিচ্ছেদ'

নামে ন্যায়শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত সুন্দর টীকা ভারতের সর্বত্র পরিচিত। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'ন্যায় তন্ত্র-বোধিনী', 'ন্যায় সূত্রবৃত্তি', 'পদার্থতত্ত্বাবলোক', 'সিদ্ধান্ত মুক্তাবলীর টীকা' প্রভৃতি। তিনি জয়রাম তর্কালঙ্কারের শিষ্য ও গদাধর ভট্টাচার্যের প্রশিষ্য ছিলেন। 'ভাববিলাস' গ্রন্থের প্রণেতা রুদ্র বাচস্পতি তাঁর অনুজ। [১,২]

বিশ্বনাথ ন্যায়ালঙ্কার (১৮শ শতাব্দী) নবদ্বীপ। বিখ্যাত নৈয়ায়িক ও পত্রিকাকার। জাগদীশী, গাদাধরী প্রভৃতি ছাড়াও হরিরামের বাদগ্রন্থের ওপরও তাঁর পত্রিকা পাওয়া যায়। শঙ্কর তর্কবাগীশ ও বর্ধমানের সাতগাছির দুলাল তর্কবাগীশের মত বাঙলার শীর্ষস্থানীয় নৈয়ায়িকগণের গৃহে বিশ্বনাথ-রচিত পত্র পাওয়া গিয়াছে। তাতে অনুমিত হয়, তাঁরা প্রামাণিকবোধে বিশ্বনাথের রচনা সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দানভাজন ছিলেন। বৈদ্যবংশীয় মহারাজা রাজবল্লভ দ্বিজাচারে উপনয়ন-অনুষ্ঠান পুনঃপ্রবর্তনের সময় যে-সমস্ত পণ্ডিতের ব্যবস্থাপত্র নিয়েছিলেন, বিশ্বনাথ তাঁদের অন্যতম। এই ব্যবস্থাপত্রের রচনাকাল আনুমানিক ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ। বিশ্বনাথের পুত্র কালীপ্রসাদ তর্কালঙ্কারও (জন্ম ১৭৩৯) একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন। [৯০]

বিশ্বনাথ পাণি (১৭৮৫ - ১৮৫৪/৫৫) সেনহাটি—হুগলী। বাংলা ভাষায় ও গণিতে শিক্ষালাভ করে ১৮১২ খ্রী. পুরীতে এসে সংস্কৃত শেখেন এবং উৎকলখণ্ড অধ্যয়ন করে ১৮১৫/১৬ খ্রী. 'জগন্নাথ মঙ্গল' নামে উৎকলখণ্ডের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। কলাবতী পদ্ধতিতে খেয়াল, ধ্রুপদ প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের গানও লেখেন। পরে বহুসংখ্যক পদাবলী সঙ্কলন করে কিছু লোককে মাহিনা দিয়ে শিক্ষা দিতেন। এই কাজে তিনি ৪০ হাজার টাকা ব্যয় করেন। পদ্মপুরাণান্তর্গত পাতাল-খণ্ডের এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর গ্রন্থের অনুবাদ ও ভক্তগণের চরিত্র সঙ্কলন করেন। আদিরসাত্মক কাব্যও লিখেছেন। 'বৃন্দাবনপ্রত্যুপায়', 'প্রেমসম্পুট', 'ভক্তরত্নমালা' ও 'কন্দর্পকৌমুদী' সাহিত্য-জগতে তাঁর স্মরণীয় কীর্তি। মৃত্যুর পর তাঁর রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ 'সঙ্গীত মাধব' ও 'কৃষ্ণলীলাবর্ণন' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। মধ্যে জমিদারী পরিদর্শন ও গ্রন্থাদির মুদ্রণ-ব্যবস্থার জন্য দেশে এলেও বেশীর ভাগ সময় পুরীতেই বাস করতেন। [৮১]

বিশ্বনাথ ভাদুড়ী (১৮৯৭ - ১০.২.১৯৪৫) কলিকাতা। হরিদাস। নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের অনুজ এবং শিষ্য। অভিনেতা হিসাবে তিনি বহু-চরিত্র দক্ষতার সঙ্গে রূপায়িত করেছেন। তাঁর মঞ্চে শেষ অভিনয় 'বিপ্রদাস' নাটকে এবং চলচ্চিত্রে সর্বশেষ অভিনয় 'উদয়ের পথে' ছবিতে। [৫,১৪০]

বিশ্বনাথ মুখার্জী (১৮৯৯ - ১০.১২.১৯৭৪)। অনুশীলন ও হিন্দুস্থান রিপাব্লিকান দলের বিশিষ্ট সভ্য। বৈপ্লবিক কাজে তিনি যতীন দাস ও শচীন্দ্রনাথ সন্যালের সহকর্মী ছিলেন। ছদ্মনাম ছিল 'গোরা'। দক্ষিণেশ্বর বোমার ষড়যন্ত্র, অর্থসংগ্রহের প্রচেষ্টায় রাজনৈতিক ডাকাতি প্রভৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন ও তার জন্য কয়েকবার কারারুদ্ধ থাকেন। [১৬]

বিশ্বনাথ রায়, কুমার (১৯১০ - ২৮.১২.১৯৭০) কলিকাতা। রাজবংশে জন্ম। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র থাকা কালে দেশব্রতে আত্মনিয়োগ করেন। বিপ্লবী কর্মী হিসাবে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে। যুবনেতা এবং ট্রেড ইউনিয়ন নেতা হিসাবেও পরিচিত ছিলেন। ১৯৩৩ খ্রী. কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর, ১৯৩৬ খ্রী. সি.আই.টি.র অছি, ১৯৪৫ খ্রী. কংগ্রেস সদস্য হিসাবে এম.এল.সি., ১৯৫২ খ্রী. বিধান সভার সদস্য এবং ভারত সেবক সমাজ ও প্রেস ফটোগ্রাফার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হন। অন্যান্য দেশী-বিদেশী সংস্থার সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। ফুটবল, টেনিস ও বিলিয়ার্ড খেলায় খ্যাতিলাভ করেন। দান ও পরোপকারের জন্য বাঙালী সমাজে খ্যাত ছিলেন। শিক্ষাবিস্তারের জন্য বহু অর্থ দান করে-ছিলেন। তিনি ৫টি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। লেখক ও সাংবাদিক-সম্পাদক হিসাবে খেলার বিষয়ে লিখতেন। [১৬]

বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী। টাকী—চব্বিশ পরগনা। শ্যামসুন্দর। জমিদার পরিবারে জন্ম। পিতৃব্য রাম-কান্ত মুন্সীর সাহায্যে ইংরেজ সরকারে দেওয়ান হন। বর্ধমানে তাঁর প্রবর্তিত পত্তনি বিলির পদ্ধতি অনুকরণে ইংরেজ সরকার ১৮১৯ খ্রী. পত্তনি আইন (৮ আইন) বিধিবদ্ধ করেন। ফরাসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। [১]

বিশ্বনাথ সর্দার। গাদরা-ভাতছালা—নদীয়া। বাঙলাদেশে নীল আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ও প্রথম পথিকৃৎ বিশ্বনাথ সর্দার সাম্রাজ্যবাদী লেখকের রচনায় 'বিশে ডাকাত' নামে পরিচিত। জাতিতে বাগ্দি ছিলেন, কিন্তু তাঁর উদার চরিত্র, বীরোচিত সুন্দর গঠন এবং ভদ্রোচিত দানশীলতার জন্য তাঁকে 'বাবু' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। সেই যুগে অসহায় দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখমোচনের একমাত্র উপায় হিসাবে তিনি ডাকাতির পথ অবলম্বন করেছিলেন। তিনি ধনীর অর্থ দরিদ্রের মধ্যে অকাতরে বিলিয়ে দিতেন। নদীয়ার নীলকর

সাহেবদের জব্দ করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। ১৮০৮ খ্রী. নদীয়ার নীলকর ফেডির কুঠি লুণ্ঠনের জের টেনে ইংরেজরা তাঁকে কৌশলে হস্তগত করে প্রকাশ্যভাবে ফাঁসি দেয়. অনেকের কাছে তিনি নীল আন্দোলনের প্রথম শহীদরূপে গণ্য। [৫৬]

বিশ্বনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন (১৭শ শতাব্দী)। পিতা কাশীনিবাসী বিখ্যাত নৈয়ায়িক কাশীনাথ বিদ্যানিবাস। বিশ্বনাথ ১৫৫৬ শকে (১৬৩৪ খ্রী.?) পরিণত বয়সে বৃন্দাবনে বসে 'গৌতম-সূত্রবৃত্তি' রচনা করেন। মহানৈয়ায়িক রুদ্র ন্যায়-বাচস্পতি তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা। বিশ্বনাথের পুত্র বাম-দেব ভট্টাচার্য সম্ভবত ১৬৬৯ খ্রী. দিল্লীর বাদশাহ আওরঙ্গজেবের বিশ্বনাথ-মন্দির ধ্বংসকালে কাশী ত্যাগ করে বিক্রমপুর পশ্চিমপাড়া গ্রামে এসে বাস করেন। বিশ্বনাথ রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'ন্যায়া-লোক', 'আখ্যাতবাদ টীকা', 'নঞ্‌বাদ টীকা', 'প্রাকৃতপিঙ্গল টীকা', 'পদার্থতত্ত্বালোক', 'সূক্তি-মুক্তাবলী' প্রভৃতি। কাশীতে বসে তিনি 'ভেদ-সিদ্ধি' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটি বেদান্তমতের খণ্ডনপূর্বক ন্যায়মতের প্রতিপাদন-চেষ্টায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। [৯০]

বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব (৯.১১.১৮৫৭ - ১.৯. ১৯১২) খালকুলা—ফরিদপুর। আদি নিবাস—নবদ্বীপ। পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ। প্রথমে মধ্য বাংলা বিদ্যালয়ে পড়েন। পরে বাকাট-নিবাসী রামচন্দ্র তর্কভূষণের নিকট কলাপ ব্যাকরণ, কোঁড়কদি-নিবাসী কৈলাসচন্দ্র তর্করত্নের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র ও পিতার কাছে জ্যোতিষশাস্ত্র শেখেন। প্রখর স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিত দুর্গা-দাস বিদ্যারত্নের মৃত্যুর পর তিনি নবদ্বীপের প্রধান জ্যোতির্বিদ্ হন। পরে গভর্নমেন্টের প্রধান পঞ্জিকা-কার, গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার প্রধান পঞ্জিকাকার, কলি-কাতা গভর্নমেন্ট সংস্কৃত অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের পরীক্ষক ও প্রশ্নকর্তা হয়ে-ছিলেন। ১৯০৪ খ্রী. বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত পঞ্জিকা-সংস্কার সম্মেলনে বঙ্গদেশের জ্যোতির্বিদ্ প্রতি-নিধিরূপে সংস্কৃত প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং হিন্দু জ্যোতিষের সূক্ষ্ম গণনা যে পৃথিবীর অন্যান্য গণনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তা প্রমাণ করেন। এশিয়াটিক সোসাইটির অনুরোধে 'রবিসিদ্ধান্তমঞ্জরী', 'দিন-কৌমুদী', 'বিদগ্ধতোষণী'—এই তিনটি জ্যোতিষ গ্রন্থ লেখেন। সরকার থেকে তিনি মাসিক ২৫ টাকা 'সাহিত্যিক বৃত্তি' পেতেন। ভারতবর্ষের প্রাচ্য-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতদের মধ্যে তিনিই এই বৃত্তি প্রথম লাভ করেন। অধ্যাপক শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী ও ড. সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ তাঁর ভ্রাতা। [১,২৫,২৬]

বিশ্বম্ভর দীন্দা (১৮৭১ - ৪.৫.১৯৩৭) ভবানীচক—মেদিনীপুর। রাধাকৃষ্ণ। জমিদার বংশে জন্ম। নিজে উচ্চশিক্ষালাভে অসমর্থ হলেও শিক্ষা-বিস্তারের জন্য প্রচুর অর্থ দান করেছেন। আত্মীয়-স্বজনের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। বাল-বিধবাদের দুর্দশা দূর করার প্রয়াসী ছিলেন। বিশেষভাবে চেষ্টা করে বিধবা একমাত্র পুত্রবধূ ও নিজেরই বংশের দু'জন বাল-বিধবার বিবাহ দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে আর্থিক সাহায্য দিতেন এবং ব্রাহ্মধর্মের প্রচারের জন্য কাঁথিতে একটি বাড়ি দান করেন। নিজ পুত্রের স্মৃতিরক্ষায় ১৯২৬ খ্রী. 'কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়া ভবানীচকে 'অঘোরচাঁদ মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়' এবং বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। শিক্ষাপ্রচারকল্পে তাঁর মৃত্যুর পরের দানও কয়েক লক্ষ টাকা। [১]

বিশ্বসিংহ। কামরূপের কোচবংশীয় একজন রাজা ও কুচবিহার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। পিতার নাম হাদিয্য (হারিয়া)। তাঁর প্রকৃত নাম বিশু। ১৪৯৭ খ্রী. বিশ্বসিংহ নাম গ্রহণ করে তিনি হিন্দুরাজ্য চিক্‌মার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং এই সময় থেকে তাঁর সম্প্রদায় রাজপুত নামে পরিচিত হয়। রাজা হয়ে চিক্‌মা-পর্বত ত্যাগ করে কুচবিহারে এসে থাকেন এবং মিথিলা ও শ্রীহট্ট থেকে বৈদিক ব্রাহ্মণ এনে গুরু ও পুরোহিত-পদে বরণ করেন। এই বীর যোদ্ধার সৈন্যসংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ২২ হাজার। গৌড়দেশ আক্রমণ করে অকৃতকার্য হলেও, কামরূপ অধিকার করে মুসলমানদের বিতাড়িত করেন এবং রাজ্যে ভোটগণের উপদ্রব নিবারণের জন্য ভোটরাজের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন। আসামের আহম জাতির সঙ্গেও সন্ধি করেছিলেন। তিনি কামাখ্যা মন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। প্রত্যেকটি ইটের সঙ্গে এক রতি সোনা সহযোগে এই মন্দির নির্মিত হয়েছিল। তিনি কুচ-বিহার থেকে কয়েকজন ব্রাহ্মণকে এনে কামাখ্যা দেবীর সেবায় নিয়োজিত করেন। শেষ-জীবনে পুরাণ ও তন্ত্রের চর্চা করতেন এবং নিজে শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। ১৫২৮ খ্রী. বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন। [১,২,২২]

বিশ্বেশ্বর তর্করত্ন, মহামহোপাধ্যায় (৬.১০. ১২৭৮ - ২০.১০.১৩২১ ব.) গারুড়িয়া—বরিশাল। রাঢ়ীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ। প্রথমে পিতার চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ ও কাব্যশাস্ত্র পড়েন ও তারপর ভট্টপল্লীর বিখ্যাত পণ্ডিত রাখালদাস ন্যায়রত্নের নিকট ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করে 'তর্করত্ন' উপাধি লাভ করেন। অবশেষে তিনি কাশীর মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ

তর্কভূষণের নিকট সাংখ্য ও বেদান্ত অধ্যয়ন করে শিক্ষাশেষে স্বগৃহে পিতার চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করতে থাকেন। এরপর বিভিন্ন সময়ে নবদ্বীপ চৈতন্য চতুষ্পাঠীতে ও বর্ধমান বিজয় চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করেন। কলসকাঠি গ্রামের জমিদার দুর্গা-প্রসন্ন রায়চৌধুরীর 'তুলাপুরুষ দান' উপলক্ষে অনুষ্ঠিত পাণ্ডিত্য বিচার-সভায় তিনি কাশীধাম থেকে আগত বিখ্যাত পণ্ডিত বিশ্বনাথ ঝাঁ-কে বিচারে পরাজিত করেন। ক্রমে তিনি বর্ধমানরাজ বিজয়চাঁদ মহাতাব প্রতিষ্ঠিত 'বিদ্বৎসমাজ' সভার সম্পাদক হন ও মহারাজের প্রকাশিত মহাভারত-সেরেস্তার কার্যভার গ্রহণ করেন। 'চন্দ্রদূতম্' এবং 'ভারতীয়-দর্শন সমাজ ও বেদান্তের আবশ্যকতা' নামক গ্রন্থ দু'খানি তাঁরই রচনা। ১৯১১ খ্রী. তিনি 'মহা-মহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। [১৩০]

বিশ্বেশ্বর দত্ত। 'শাহনামা' নামে পারসিক ভূপতিগণের ইতিহাসখানি তিনি ফারসী ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করে ১৮৪৭ খ্রী. গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। [২]

বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৩ - ১৯.৯. ১৯১১) বলাগড়—হুগলী। পঞ্চানন। এলাহাবাদ-প্রবাসী প্রসিদ্ধ ধ্রুপদী। বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরী পরিবারের কৃষ্ণগোবিন্দ রায়চৌধুরী তাঁর মাতুল। ১৮৪২ খ্রী. ইংরেজী শিক্ষার আশায় তিনি বলা-গড় থেকে কলিকাতায় মাতুলালয়ে আসেন। ক্যাথি-ড্রাল চার্চে জুনিয়র কেম্ব্রিজ পর্যন্ত পড়ে চাকরির সন্ধানে ১৮৫১ খ্রী. পশ্চিমে চলে যান এবং ফৈজাবাদে মিলিটারী একাউন্ট্‌স্‌ অফিসে কাজ পান। চাকরির সূত্রে এলাহাবাদে বদলী হয়ে এলে সেখানকার সর্বমান্য কোটিপতি বাঙালী রামেশ্বর চৌধুরীর আনুকূল্যে তাঁর রীতিমত সঙ্গীত-শিক্ষার সূত্রপাত হয়। অযোধ্যাপ্রসাদের শিষ্যত্ব লাভ করে একাদিক্রমে ৩০ বছর একই গুরুর কাছে শিক্ষালাভ করেন এবং ক্রমে ধ্রুপদীরূপে প্রতিষ্ঠা পান। এলাহাবাদ থেকে কাশী—এসব অঞ্চলেই তাঁর নাম বেশী। সেখানে তাঁর ছাত্ররা 'এলাহাবাদ সঙ্গীত সমাজ' গড়ে তুলেছেন। ধ্রুপদ-গায়ক নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রধান শিষ্য। ১৮৯৮ খ্রী. তিনি এলাহাবাদের বাস তুলে কলিকাতার বড়িশায় চলে আসেন। এখানেও তাঁর কিছু শিষ্য হয়েছিল। বেহালার খেয়াল-গায়ক বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর শিষ্যস্থানীয় ছিলেন। [১৮]

বিশ্বেশ্বর শিবাচার্য (১৩শ শতাব্দী)। গৌড়-দেশের রাঢ় প্রদেশের অধিবাসী বিশ্বেশ্বর ধর্মশম্ভু-নামক শৈবগুরুর কাছে দীক্ষা লাভ করে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কাকতীয়-রাজ, মালব-রাজ, কলচুরি-রাজ, চোল-রাজ ও অন্যান্য রাজগণ তাঁর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ওড়িশার দক্ষিণে কাকতীয়-রাজ গণপতির আমলে সেখানে বিশ্বেশ্বরের বিশেষ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল। বঙ্গের বহু শৈবাচার্য ও কবি ঐ রাজা কর্তৃক বিশেষভাবে পুরস্কৃত হন। গণপতির কন্যা রুদ্রদেবী রাজত্ব পেয়ে বিশ্বেশ্বর-শম্ভুকে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণতীরে মন্দর গ্রাম ও অন্যান্য কয়েকটি গ্রাম ও ভূমি দান করেন (১২৬১)। মন্দর গ্রামে তিনি শিবমন্দির, মঠ ও অন্নসত্র স্থাপন করেন। এই অন্নসত্রে ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-নির্বিশেষে সকলকে আহারাদি দানের ব্যবস্থা ছিল। প্রদত্ত জমিতে বহু ব্রাহ্মণ পরিবারকে বসিয়ে জনপদের নাম দেন 'বিশ্বেশ্বর গোলকী'। অন্যান্য সম্পত্তির আয় থেকে তিনি শৈবদের মঠ, ছাত্রদের ভরণপোষণ, মাতৃমন্দির ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের ব্যয় নির্বাহ করতেন। এছাড়া নিজের নামানুসারে 'বিশ্বেশ্বর নগর' ও 'বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ' প্রতিষ্ঠা করেন। [৮১]

বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায় বা **বিষ্টু ঠাকুর** (এপ্রিল ১৯১০ - ১১.৪.১৯৭১) খান্‌কা—খুলনা। রাধা-চরণ। বিখ্যাত জমিদার পরিবারে জন্ম হলেও জমিদার-বিরোধী কৃষক-দরদীরূপে খুলনা তথা বাঙলার কৃষক আন্দোলনের ঐতিহাসিক নেতা। নিজ গ্রামের নিকট নৈহাটি স্কুলে পড়ার সময় সাধু-সঙ্গের ইচ্ছায় নিরুদ্দেশ হয়ে যান এবং সন্ন্যাস-জীবনে মুক্তির আশা না দেখে ফিরে আসেন। ভাইবোনদের অনেকেই তখন যশোর খুলনা সমিতির আবরণে গুপ্ত বিপ্লবী কর্মে রত। তাঁর ভাই-বোনদের মধ্যে বলাই, নারায়ণ ও ভানুদেবী ব্রিটিশ কারাগারে নিপীড়িত হয়েছেন। খালিশপুর স্বরাজ আশ্রমে কাজ করার সময়ে ১৯২৯ খ্রী. রাজনৈতিক ডাকাতির অভিযোগে প্রথম গ্রেপ্তার হন। পরে প্রমাণাভাবে ছাড়া পান। আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মিরূপে ২.৫.১৯৩০ খ্রী. বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনে আটক-বন্দী হন। বন্দী-জীবনের প্রথমে খেলাধুলায় ও এসরাজ শিখে কাটালেও, ক্রমে প্রমথ ভৌমিক ও আব্দুর রজ্জাক খাঁর প্রভাবে মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাসী হন। ১৯৩৮ খ্রী. স্বগৃহে অন্তরীণাবস্থায় মুক্তি পান। অল্প দিনেই কমিউ-নিস্ট পার্টির সভ্যপদ অর্জন করে দক্ষিণ খুলনায় কৃষক সংগঠনের কাজ শুরু করেন। শোভনার শাখা-বাহী নদীর বাঁধ ও 'নবেকী'র বাঁধ বিষ্ণুবাবুর সংগঠনমূলক কৃষক আন্দোলনের চিরস্মরণীয় কাজ। প্রতিক্রিয়াশীল জমিদার ও সরকারী আমলাদের যোগাযোগে চাষের জমি নোনাজলে ভাসিয়ে চাষী উৎখাতের যে বর্বর প্রথা সুদীর্ঘকাল বাঙলাদেশে চালু আছে তা তিনি কৃষকদের একতার বলেই

নিজ অঞ্চলে প্রতিরোধ করেন। দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল ও বন্দুকধারী পুলিসকে স্তব্ধ করে কয়েক হাজার কৃষকের সাহায্যে এই বাঁধ দু'টি বাঁধেন। ১৯৪০ খ্রী. জমি উদ্ধার করে ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করেন। এই বাঁধ দু'টির আওতায় যথাক্রমে ১৬ হাজার ও ৭ হাজার বিঘা জমি উদ্ধার ও বিলি হয়। ১৯৩৯ খ্রী. ও ১৯৪৪ খ্রী. দু'টি জেলা কৃষক সম্মেলনে তিনি সাংগঠনিক ক্ষমতার পরিচয় দেন। তাঁরই উদ্যোগে তাঁর এলাকা মৌভাগে ১৯৪৬ খ্রী. প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন সংগঠিত হয়। দেশ-বিভাগের পর বহু দিন পাকিস্তানের কারাগারে আবদ্ধ থাকেন। জীবনের ২৪ বছর জেলে থাকার ফলে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হলে মুক্তি পান। খুলনার চাষীদের মধ্যে বিশ্বাস ছিল বিষ্টু ঠাকুর বাঁধের উপর হাঁটলে সে বাঁধ ভাঙ্গার ক্ষমতা কারুর নেই। একজন অভিজ্ঞ চাষীর মতই কোন্ জমিতে কি ধরনের সার দিতে হয় তা জানতেন। কুমড়া, মানকচু, কলা ও অন্যান্য কৃষিপণ্য উন্নত আকারে উৎপন্ন করার সফল গবেষণা করেন। আম, জাম, কুলগাছ প্রভৃতি গাছের কলম বাঁধার বহু পদ্ধতি জানতেন। পশুপালন-পদ্ধতি এবং পশুচিকিৎসাও জানতেন। মাছের চাষ ও মাছ ধরার নানা কলাকৌশল তাঁর আয়ত্ত ছিল। শত শত বুনো গুল্মাদির নাম জানতেন। এসরাজ বাজানো ছাড়াও ছবি আঁকায় হাত ছিল। 'মেহনতী মানুষ' তাঁর প্রবন্ধ-সংগ্রহ। কৃষক-জীবনের পটভূমিকায় রচিত তাঁর কয়েকটি গল্প আছে। নিজ এলাকায় কৃষকদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। স্কুলটি আজ উচ্চ ইংরেজী স্কুলে পরিণত হয়েছে। তাঁর চেষ্টায় বয়স্কদের শিক্ষার জন্য একটি নৈশ স্কুল গড়ে ওঠে এবং বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা সংসদের পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। বাঙলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামের সময় লীগ দালালদের হাতে এই আজীবন সংগ্রামী নৃশংসভাবে নিহত হন। [১০৭,১১০]

বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী (১৮০৪ - ১৯০০) কায়েত-পাড়া—নদীয়া। বিষ্ণুচন্দ্র তিন ভ্রাতার মধ্যে সর্ব-কনিষ্ঠ। তিন ভ্রাতাই হস্নু খাঁ ও দেলওয়ার খাঁয়ের কাছে ধ্রুপদ এবং মিঞা মীরনের কাছে খেয়াল শেখেন। পিতার অকালমৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা কালীপ্রসাদের সঙ্গে তিনি কলিকাতায় এসে সঙ্গীতকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন এবং রাজা রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের পর ১৮২৮ খ্রী. সমাজ-মন্দিরে নিয়মিত গানের জন্য নিযুক্ত হন। অগ্রজের মৃত্যুর পর তিনি একাই সুদীর্ঘকাল ব্রাহ্ম-সমাজের গায়ক, সুরকার ও সঙ্গীতাচার্যরূপে অবস্থান করেন। এই ভ্রাতৃদ্বয়ের পূর্বে কলিকাতায় কোন বাঙালী ধ্রুপদ সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন ব'লে জানা যায় না। রামমোহনের বিলাত যাত্রা ও দেবেন্দ্র-নাথের সমাজের ভারগ্রহণের মধ্যেকার আট-ন' বছর ব্রাহ্মসমাজের অস্তিত্ব বর্তমান ছিল মূলত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (১৭৮৬ - ১৮৪৫) মহাশয়ের পাণ্ডিত্য ও সাগ্রজ বিষ্ণুচন্দ্রের সঙ্গীতনিষ্ঠার জন্য। বিষ্ণু-চন্দ্রের প্রচেষ্টায় ভারতীয় সঙ্গীতধারার সঙ্গে বাঙলার যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এ ব্যাপারে রাম-মোহন আরব্ধ কর্মের একটি দিক্ পূর্ণ করেন—সেটি সমগ্র ভারতে ঐক্য-বিধায়ক জাতীয় চেতনার উন্মেষ। ব্রাহ্মসমাজ খণ্ডিত হবার পরও বিষ্ণু-চন্দ্রের ধ্রুপদী ধারা আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীত-ঐতিহ্যে বর্তমান ছিল। শোনা যায়, সমাজের সাপ্তাহিক অধিবেশনে তিনি একদিনও অনুপস্থিত থাকেন নি। সমাজের সুরকার ও গায়করূপে বহু সঙ্গীত-রচয়িতার গানে সুর দিয়েছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রকাশিত দ্বাদশ খণ্ড 'ব্রহ্মসঙ্গীতে'র প্রথম ছয় খণ্ডের সব গানেরই তিনি সুরকার ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়িতে সঙ্গীতাচার্য নিযুক্ত হয়ে ঠাকুরগোষ্ঠীর অনেককেই সঙ্গীত শিক্ষা দেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম সঙ্গীতশিক্ষাও তাঁর কাছে। সত্যেন্দ্রনাথ-রচিত 'মিলে সবে ভারত-সন্তান...' হিন্দুমেলার জনপ্রিয় গানটির সুরকার ছিলেন বিষ্ণুচন্দ্র। কয়েকটি বিবৃতিতে তাঁকে ব্রহ্মসঙ্গীত-রচয়িতা বলা হয়েছে। পরবর্তী অনুসন্ধানে দেখা গেছে এই গানগুলির রচয়িতা বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় (১৮৩২ - ১৯০১)। জোড়া-সাঁকো নাট্যশালার 'নবনাটক' অভিনয়ে (৫.১. ১৮৬৭) যে ঐকতান বাজানো হয় তিনি তার গানগুলির রচয়িতা। বাঙলার প্রথম সাধারণ নাট্য-শালার 'নীলদর্পণ' অভিনয়ে (৭.১২.১৮৭২) তিনি নেপথ্য থেকে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সমাজ থেকে অবসর নেবার পর বিষ্ণুচন্দ্র হালিশহরে বাস করতেন। [৩,১০৬]

বিষ্ণুচন্দ্র মৈত্র। মাজিদা—বর্ধমান। রাজনারায়ণ। স্কুলের শিক্ষা শেষ করে ১৮৬৭ খ্রী. এলাহাবাদ অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল অফিসে চাকরি নেন। ১৮৭৪ খ্রী. আইন পরীক্ষা পাশ করেন। ১৮৭৫ খ্রী. এলাহাবাদ হাইকোর্টের ওকালতী পরীক্ষা পাশ করে ১৮৮৭ খ্রী. পর্যন্ত সেখানে ওকালতি করেন। সংবাদপত্র ও মাসিকপত্রাদিতে তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ১৮৯০ খ্রী. তাঁর অর্থনীতি-সম্বন্ধীয় সন্দর্ভ-পুস্তক 'অপচয় ও উন্নতি' প্রকাশিত হয়। [২০]

বিষ্ণুচরণ ঘোষ (১৯০৩ - ৭.৭.১৯৭০) কলি-কাতা। ভগবতীচরণ। খ্যাতনামা ব্যায়ামবীর। কলি-

কাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এস-সি. পাশ করে কিছুদিন শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়েন। পরে ওকালতি পাশ করে পুলিস কোর্টে ওকালতি শুরু করেন। বাঙলাদেশে তাঁর খ্যাতি ব্যায়ামাচার্য-রূপে। 'ঘোষেস্ ফিজিক্যাল কালচার' নামে ব্যায়ামের আখড়া প্রতিষ্ঠা করে কমপক্ষে ৫০ হাজার সুদেহী বাঙালী যুবকের স্বাস্থ্যচর্চায় উৎসাহ যোগান। তাঁর এক ভ্রাতা স্বামী যোগানন্দ আমেরিকায় রামকৃষ্ণ-মিশনের শাখা প্রতিষ্ঠা করে বহু শিষ্য সংগ্রহ করেন এবং অপর ভ্রাতা সনন্দ ঘোষ সুদেহী ও বিখ্যাত শিল্পী ছিলেন। বিষ্ণুচরণ ব্যায়াম প্রদর্শনী উপলক্ষে বহুবার বিদেশ ভ্রমণ করেন। ১৯৩৯ খ্রী. আমেরিকা ভ্রমণের সময় নিউ ইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যায়াম-শিক্ষক নিযুক্ত হন। যোগ-ব্যায়ামের দ্বারা তিনি বহু শিষ্যের দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে একজন তৃতীয় বিভাগে Mr. Universe (III) নির্বাচিত হন। তাঁর বহু শিষ্য 'ভারতশ্রী' হয়েছিলেন। মেয়েদের মধ্যে কয়েকজন দুঃসাহসিক ক্রীড়া প্রদর্শন করে খ্যাতি লাভ করেন। বেতার মাধ্যমে দীর্ঘকাল যোগ-ব্যায়ামের কৌশল প্রচার করতেন। বিধানচন্দ্র রায়ের শাসনকালে তিনি অরাজনৈতিক কারণে আটক-বন্দী হওয়ায় এই প্রচার-কাজ বন্ধ হয়। তাঁর অসাধারণ শক্তিমান বালকপুত্র শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ হালসিবাগান অগ্নিকাণ্ডে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে মারা যান। [১০৩,১০৬]

বিষ্ণুদাস বিদ্যাবাচস্পতি। নবদ্বীপ। নরহরি বিশারদ ভট্টাচার্য। বিষ্ণুদাস ও তাঁর অগ্রজ বাসুদেব সার্বভৌম সনাতন গোস্বামীর গুরু ছিলেন। তিনি তত্ত্বচিন্তামণির একটি টীকা রচনা করেছিলেন। [৯০]

বিষ্ণুপদ অধিকারী (১৯১৯ - ১৯৩০) মির্জা-পুর—মেদিনীপুর। লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করে পুলিসের বর্বর অত্যাচারের ফলে মারা যান। [৪২]

বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী (১৯১৭ - ২৯.৯.১৯৪২) নিকাশি—মেদিনীপুর। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে শঙ্করারা ব্রীজ পুলিস স্টেশন আক্রমণে অংশ-গ্রহণকালে পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

বিষ্ণুপ্রসাদ বেরা (? - ৬.৬.১৯৩০) নারায়ণ-দিয়া—মেদিনীপুর। বঙ্কিম। লবণ সত্যাগ্রহে অংশ-গ্রহণ করে পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে কণ্টাই হাসপাতালে মারা যান। [৪২]

বিহারীলাল গুপ্ত, সি.আই.ই. (১৮৪৯ - ১৯১৬) কলিকাতা। চন্দ্রশেখর। হরিমোহন সেন তাঁর মাতামহ। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে ১৮৬৮ খ্রী. উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত যান। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রমেশচন্দ্র দত্ত সেখানে তাঁর সহপাঠী ছিলেন। তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পাশ করেন এবং ব্যারিস্টার হন। দেশে ফিরে তিনি মানভূমের ডেপুটি ম্যাজি-স্ট্রেট ও হুগলীর ডেপুটি কালেক্টরের পদে কাজ করেন। পরে তিনি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট ও কলিকাতার করোনার হয়েছিলেন। ভারতীয় বিচারকদের ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচার করার ক্ষমতা না থাকার নীতির বিরুদ্ধে তাঁর মনে প্রতিবাদ জেগেছিল। হাওড়ার জেলা জজ থাকা কালে ১৮৮২ খ্রী. তিনি রমেশচন্দ্র দত্তের পরামর্শে গভর্নরের কাছে এ বিষয়ে এক নোট পাঠান। এই নোট সরকারী অনুমোদন লাভ করে এবং ১৮৮৩ খ্রী. ইলবার্ট বিল পাশ হলে ভারতীয় বিচারপতিরা ইউরোপীয়দের বিচারের ক্ষমতা লাভ করেন। তিনি কিছুদিন কলিকাতা হাইকোর্টেরও বিচারপতি ছিলেন। সরকারী কাজ থেকে অবসর-গ্রহণের পর বরোদারাজের সেক্রেটারী হিসাবে কয়েক বছর কাজ করেন। [১২৪]

বিহারীলাল চক্রবর্তী (২১.৫.১৮৩৫ - ২৪.৫.১৮৯৪)। পিতা—দীননাথ। আধুনিক গীতি-কাব্যের অন্যতম পুরোধা ও রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গুরু। স্কুল কলেজে বেশী লেখাপড়া না করলেও সংস্কৃত কলেজে 'মুগ্ধবোধ' এবং বাড়িতে সংস্কৃত, ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্য শিক্ষা করেন। অল্প বয়স থেকেই কবিতা লিখতেন। পরে সেইগুলি প্রকাশের সুবিধার জন্য তিনি 'পূর্ণিমা', 'সাহিত্য-সংক্রান্তি', 'অবোধবন্ধু' প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশ করেন। রচিত গ্রন্থাবলী : 'স্বপ্নদর্শন' (গদ্যরূপক কাব্য, ১৮৫৮), 'সঙ্গীত-শতক', 'বঙ্গসুন্দরী', 'নিসর্গসন্দর্শন', 'বন্ধুবিয়োগ', 'প্রেমপ্রবাহিণী', 'সারদামঙ্গল', 'মায়াদেবী', 'ধূমকেতু', 'দেবরাণী', 'বাউলবিংশতি', 'সাধের আসন' প্রভৃতি। শেষোক্ত গ্রন্থখানি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নীর নিকট কাব্য-প্রতিভার স্বীকৃতিরূপে উপহার পাওয়া 'আসন' উপলক্ষে রচিত। বিহারীলালের প্রথম দিকের রচনায় (সঙ্গীত-শতক) 'সেকেলে ভাবসকল নাড়াচাড়া' সত্ত্বেও বাংলা কাব্যে নূতনত্ব আনে। 'বঙ্গসুন্দরী' গ্রন্থে ফরাসী দার্শনিক 'কোঁৎ'-এর প্রভাব বিদ্যমান। 'সারদামঙ্গল' গ্রন্থ শেষ দিকের রচনা। এতে 'জার্মানধরনে'র একটা অস্ফুটতার ভাব (Vagueness) এসেছিল। ১৯শ শতাব্দীতে বিহারীলালই বাংলায় বিশুদ্ধ গীতিকবিতার ধারাটি নূতন খাতে বইয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথের কথায় 'আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম বোধ হয় কবির নিজের কথা।' [৩,১৫,২৬,২৮,৪৫,১২৪]

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (১৮৪০ - ১৯০১)। ঝাঁপালাল। কেশবচন্দ্র সেনের সহপাঠী ও বন্ধু বিহারীলাল কৃতী ছাত্র ছিলেন। কিছুদিন গ্লাডস্টোন ওয়াইলির অফিসে এবং রেলবিভাগে চাকরি করেন। বাঙলাদেশে পাবলিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠার আগে তিনি শৌখীন নাট্যচর্চায় উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেন (১৮৬৭)। বেলগাছিয়া নাট্যশালা (১৮৫৮), মেট্রোপলিটান থিয়েটার (১৮৫৯) ও শোভাবাজার নাট্যশালায় (১৮৬৭) যথাক্রমে 'রত্নাবলী', 'বিধবাবিবাহ' ও 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে অভিনয়ে বিশেষ প্রশংসালাভ করেন। বাঙলার প্রথম স্থায়ী নাট্যশালা 'বেঙ্গল থিয়েটার' (১৮৭৩) প্রতিষ্ঠার তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা। বহুদিন এই মঞ্চের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর লেখা বহু নাটক এই থিয়েটারে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। অভিনেতা হিসাবেও খ্যাতি ছিল। রচিত নাটক : 'পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ', 'রাবণ বধ', 'সতী-স্বয়ম্বর', 'সুভদ্রাহরণ', 'পাণ্ডব নির্বাসন', 'প্রভাস মিলন', 'জন্মাষ্টমী', 'বাণযুদ্ধ', 'খণ্ডপ্রলয়', 'মুই হ্যাঁদু', 'যমের ভুল', 'মোহশেল', 'রক্তগঙ্গা', 'ধ্রুব', 'নরোত্তম ঠাকুর' প্রভৃতি। তাঁর রচিত প্রথম নাটক দু'টি 'নাদাপেটা হাঁদারাম' ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। [২৬,২৮,৬৫,৬৯,১৪১]

বিহারীলাল সরকার (১৮৫৫ - ১৯২১) আন্দুল—হাওড়া। উমাচরণ। জেনারেল অ্যাসেমব্লীজ্ ইন্স্টিটিউশনে এফ.এ. পর্যন্ত পড়ে কলিকাতা প্রেসে প্রেস-পরিদর্শকের কাজ নেন। এর কিছুদিন পর 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে চাকরি নিয়ে ৩০ বছর ঐ কাজ করেন। অন্ধকূপ হত্যার ঘটনা মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য 'ইংরাজের জয়' গ্রন্থটি লেখেন। সঙ্গীতবিদ্যারও অনুশীলন করেছিলেন। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'বিদ্যাসাগর চরিত', 'তিতুমীর', 'শকুন্তলা-তত্ত্ব' প্রভৃতি। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা সম্পাদনার জন্য ৩ জুন ১৯১৫ খৃ. 'রায়সাহেব' উপাধি পান। [৭,২৫,২৬]

বীরচন্দ্র প্রভু। পিতা—নিত্যানন্দ প্রভু। দীক্ষাগুরু—সৎমাতা জাহ্নবী দেবী। শ্রীমন্ মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের পরবর্তী বৈষ্ণবসমাজের তিনি সর্বজনমান্য নেতা ছিলেন। পিতার মত বীরচন্দ্রও বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে জীবন অতিবাহিত করে গিয়েছেন। সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধিরক্ষার বিষয়ে তাঁর সদাসতর্ক দৃষ্টি ছিল। নাম সংকীর্তন ও লীলাকীর্তন-প্রচারে তাঁর অক্লান্ত প্রয়াস বিশেষভাবে স্মরণীয়। [২৭]

বীরচন্দ্র মাণিক্য। ত্রিপুরা। রাজবংশে জন্ম। ৫ আগস্ট ১৮৬২ খৃ. তিনি 'মাণিক্য' উপাধিগ্রহণ করে রাজদণ্ড ধারণ করেন এবং ৩১ বছর রাজত্ব করেন। রাজত্বকালে ত্রিপুরায় দাসবিক্রয়, সতীদাহ প্রভৃতি কুপ্রথা ও দুর্নীতি দমন করেছিলেন। সুগায়ক ও বহুবিধ যন্ত্রে সিদ্ধহস্ত বীরচন্দ্রের দরবারে যদুভট্ট, নিসার হোসেন, কাশেম আলী প্রমুখ ভারতবিখ্যাত বহু সঙ্গীতজ্ঞ ও যন্ত্রশিল্পী সাদরে স্থান পেয়েছিলেন। গুণমুগ্ধ মহারাজ যদুভট্টকে 'তানরাজ' উপাধি দিয়েছিলেন। নিজে খেয়াল টপ্পাও রচনা করেন। চিত্রকলায়ও তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। জলরংচিত্র ও তৈলরংচিত্রের অনুশীলনে এবং ফোটোগ্রাফের কাজে তিনি অনেক সময় কাটিয়েছেন। কয়েকজন দেশী ও ইউরোপীয় চিত্রকর তাঁর দরবারে স্থায়িভাবে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর প্রযত্নে প্রতি বছর রাজপ্রাসাদে চিত্রপ্রদর্শনীও হত। বাংলা ভাষার উন্নতিবিধানে ও পুষ্টিসাধনে ত্রিপুরারাজগণের কীর্তি অতুলনীয়। বীরচন্দ্রও রাজকার্যে ইংরেজী ভাষার ব্যবহার আরম্ভ হতে দেখে আইন করে বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন রাজকার্যে বাংলা ভাষার ব্যবহার বজায় রাখেন। তিনি সুকবি ছিলেন। তাঁর রচিত বহু কবিতা ও গান আছে। তাছাড়া বিবিধ প্রাচীন গ্রন্থ প্রচারের ও বহু সদ্‌গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য তিনি প্রচুর অর্থব্যয় করেছেন। পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্নকে দিয়ে তিনি বিবিধ টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ সম্পাদন করান এবং বিনামূল্যে বিতরণ করেন। তিনি নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন এবং বহু বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেছেন। তাঁর রচিত ৬টি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'হোরি' ও 'ঝুলন' গ্রন্থের গীতাবলী বৈষ্ণব পর্ব উপলক্ষে গীত হয়ে থাকে। তাঁর প্রযত্নে নিরক্ষর পার্বত্য কুকিজাতিও কিছু পরিমাণে বাংলা লেখাপড়া শিখেছে। [১৯]

বীরনারায়ণ বাগুরী (? - ১৯৩০) হরপুর—মেদিনীপুর। ১৯৩০ খৃ. আইন অমান্য আন্দোলনে লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেন। খেরসাইয়ে চৌকিদারী ট্যাক্সের বিরুদ্ধে শোভাযাত্রাকালে তিনি পুলিসের গুলিতে নিহত হন। [৪২]

বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন (১৮৯৪ - ৯.১১.১৯৭০) বানিয়াচঙ্গ—শ্রীহট্ট। বিপ্লবী সুশীলচন্দ্রের ভ্রাতা। শ্রীহট্ট জেলায় বৈপ্লবিক জীবন শুরু করে বহুবার কারাবরণ করেন। মানিকতলা (মুরারিপুকুর) বোমার মামলায় তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে মুক্তি পেয়ে অরবিন্দ আশ্রমে বাকি জীবন কাটান। [১৬]

বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৮০ - ৬.৪.১৯৪৩) ব্রাহ্মণগাঁ—ঢাকা। পিতা বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ অঘোরনাথ। পিতার কর্মস্থল হায়দ্রাবাদে জন্ম। মাদ্রাজ থেকে প্রবেশিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

বি.এ. পাশ করেন। ১৯০১ খ্রী. আই.সি.এস. পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বিলাত যান। সেখানে বীর সাভারকরের প্রভাবে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা নেন। সিভিল সার্ভিস পাশ করতে না পেরে ব্যারিস্টার হবার চেষ্টা করেন। ১৯০৬ খ্রী. নবীন তুর্কীর অবিসংবাদী নেতা কামাল আতাতুর্কের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন এবং ভারতের জাতীয় আন্দোলনে সাহায্য চান। এই বছর বিখ্যাত প্রবাসী বিপ্লবী শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা লন্ডন ছেড়ে প্যারিসে আশ্রয় নেওয়ায় শ্যামাজী প্রতিষ্ঠিত লন্ডনের 'ইন্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট' পত্রিকা পরিচালনার প্রধান দায়িত্ব বীরেন্দ্রনাথের ওপর পড়ে। ক্যাকে ও ওয়ার্‌শ'র মধ্য দিয়ে পরিভ্রমণকালে ইউরোপের ব্রিটিশ-বিরোধী সংবাদপত্র 'তলোয়ার'-এর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। ১৯০৮ খ্রী. আয়ারল্যান্ড পরিভ্রমণে যান। ইতি-মধ্যে বীরেন্দ্রনাথ ইন্ডিয়া হাউসের ছাত্রদের, অভিনব ভারত সঙ্ঘের ও ফ্রী ইন্ডিয়া সোসাইটির সদস্যদের রাজনৈতিক শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। ১৯০৯ খ্রী. মদনলাল ধিংড়ার হাতে উইলিয়ম কার্জন ওয়াইলী নিহত হলে বীরেন্দ্রনাথের মিড্‌ল্‌ টেম্পলের ব্যারিস্টারী সনদ বাতিল হয় ও গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য তিনি পরের বছর প্যারিসে চলে আসেন। তখন থেকে 'তলোয়ার' ও 'বন্দেমাতরম্‌' পত্রিকা দু'টির পরিচালনায় সহযোগিতা করেন। ১৯১০ খ্রী. বীরেন্দ্রনাথ লেনিনের নামের সঙ্গে পরিচিত ও ফরাসী সোশ্যালিস্ট পার্টির সদস্য হলেও মনে-প্রাণে একজন জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী ছিলেন। এই সময় তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনী খ্যাতনাম্নী দেশ-নেত্রী সরোজিনী নাইডু ব্রিটিশ সরকারের চিঠির জবাবে লেখেন—বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক নেই—বহুদিন আগেই তাঁকে অর্থসাহায্য পাঠানো বন্ধ হয়েছে। প্যারিসে থাকার সময় খুব সম্ভবত একজন ফরাসী মহিলার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়, যিনি পরবর্তী জীবনে সন্ন্যাসিনী (Nun) হয়েছিলেন। বীরেন্দ্রনাথ প্যারিসে কাজ করার সময় বিভিন্ন দেশের বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে পরিচিত হন। বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন দেখে ১৯১৪ খ্রী. জার্মানী চলে আসেন। বার্লিনে অবস্থানকালে তাঁর রচিত 'Japan, The Enemy of Asia' গ্রন্থে আকৃষ্ট হয়ে জার্মান সরকার তাঁকে আহ্বান করে ভারতীয় বিপ্লববাদীদের ব্রিটিশ-বিরোধী বৈপ্লবিক কার্য-কলাপে সাহায্য করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বীরেন্দ্র-নাথ শত্রুর শত্রু কাইজারের সঙ্গে ১৫ দফা চুক্তি করলেন—ভারতে বিপ্লব প্রচেষ্টায় আর্থিক ও সামরিক সাহায্য লাভের আশায়। এই চুক্তির দশম দফা ছিল নিম্নরূপ : 'আমাদের বিপ্লব সফল হলে ভারতে সাম্যবাদী প্রজাতন্ত্র শাসন প্রবর্তন করা হবে, তখন অস্ট্রো-জার্মান শক্তি এতে বাধা দিতে পারবে না।' একাদশ দফার বক্তব্য—ভারতের দেশীয় নৃপতিদের কেউ যদি রাজতন্ত্র বিস্তারের চেষ্টা করে তার বিরুদ্ধে সাহায্যের অঙ্গীকার। এই চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল তাঁর সংস্থাপিত 'Indian Independence Committee' বা বিখ্যাত বার্লিন কমিটির সঙ্গে। ১৯১৪ খ্রী. শেষের দিকে গঠিত এই কমিটির অপর বাঙালী সদস্যদের নাম—অধ্যাপক শ্রীশ সেন, সতীশচন্দ্র রায়, ড. জ্ঞানেন্দ্র-চন্দ্র দাশগুপ্ত, ড. অবিনাশ ভট্টাচার্য ও ধীরেন্দ্রনাথ সরকার। ব্যারন ওপেনহাইমার ছিলেন জার্মান পররাষ্ট্র বিভাগের প্রতিনিধি। ১৯১৬ খ্রী. পর্যন্ত বীরেন্দ্রনাথ এই কমিটির সম্পাদক ছিলেন। এই কমিটি ইউরোপ, আমেরিকা, এমন কি সুদূর মেক্সিকো ও ব্রেজিল পর্যন্ত যোগাযোগ করে এবং বহু দুঃসাহসী ভারতীয় যুবক এই কর্মযজ্ঞে যোগ দিয়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্য অত্যন্ত বিপদ-সঙ্কুল যাত্রা শুরু করে। কমিটির নির্দেশে শ্রীশ্‌ সেন, অবিনাশ ভট্টাচার্য প্রভৃতি ভারতে প্রবেশ করেন। এই কমিটির কাজে যোগ দেওয়ার জন্যই বাঘা যতীনের নির্দেশে নরেন্দ্রনাথ (এম. এন. রায়) ১৯১৫ খ্রী. দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আমেরিকা থেকে বার্লিনে এসে বার্লিন কমিটির সম্পাদকের কার্যভার গ্রহণ করেন (১৯১৬ - ১৯)। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্র-নাথ দত্ত ও বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এরপর আরও কয়েকজনের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে আসেন। এঙ্কিশ ও কেনিয়ায় (এই শহর দু'টি তৎকালীন তুর্কী সাম্রাজ্যের ও বর্তমান সিরিয়ার অন্তর্গত) জার্মান-দের হাতে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করে এক ভারতীয় জাতীয় বাহিনী গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। সুইডিশ ও ওলন্দাজ সোশ্যালিস্টদের উদ্যোগে ও কেরেনস্কী তথা মেনশেভিকদের সহ-যোগিতায় স্টক্‌হোমে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের মাঝা-মাঝি যে শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে বীরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ভারতীয় বিপ্লবীরা যোগ দেন। তাঁরা এবং আমেরিকার প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা রাশিয়ার বিপ্লবের সাফল্যে অভিনন্দন জানান এবং নিজেদের দেশের বিপ্লব প্রচেষ্টায় সমর্থন আশা করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধান্তে বার্লিন কমিটির কার্য-কলাপ শেষ হয়। ৯.৭.১৯১৯ খ্রী. বীরেন্দ্রনাথ 'লন্ডন টাইম্‌স্‌' পত্রিকায় তাঁর সন্ত্রাসবাদ ত্যাগ করার কথা ঘোষণা করেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে তিনি মস্কোয় যান। মস্কো সফরে তাঁর সঙ্গিনী হলেন প্রখ্যাত আমেরিকান মহিলা

অ্যাগনেস স্মেডলী। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও রুশ বিপ্লবে সহানুভূতি জানানোর জন্য অ্যাগনেস স্মেডলী মার্কিন সরকার কর্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। কারামুক্তির পর তিনি 'ফ্রেন্ডস্ অফ ইণ্ডিয়ান ফ্রিডম্' নামক সংস্থার মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করেন। পেনসিলভেনিয়ার এই শ্রমিক-কন্যা প্রকৃত ভারত-দরদী ও বন্ধু ছিলেন। মস্কোয় বীরেন্দ্রনাথ ও স্মেডলী পরস্পর স্বামী-স্ত্রী ব'লে ঘোষণা করেন। ১৯২১ খ্রী. আন্তর্জাতিক কমিউ-নিস্ট সংস্থা 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক'-এর তৃতীয় সম্মেলনের প্রাক্কালে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পাণ্ডুরং খানখোজে প্রমুখ একদল ভারতীয় বিপ্লবীর নেতা হিসাবে তিনি পুনরায় মস্কো যান। ভারতের বিপ্লবের চরিত্র-সম্পর্কে তাঁর ও কয়েকজন সহ-কর্মীর বক্তব্য সেখানে তিনি নিবন্ধ আকারে পেশ করেন। ১৯২২ খ্রী. জাতীয় কংগ্রেসের গয়া অধি-বেশনে বীরেন্দ্রনাথ একটি স্মারকলিপি পাঠান। এতে জাতীয় কংগ্রেসকে কিভাবে একটি গণ-পরিষদে পরিণত করা যায় তাঁরই ব্যবস্থা প্রদত্ত হয়েছিল। ১৯২৬ খ্রী. বীরেন্দ্রনাথ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে লর্ড সত্যেন্দ্র সিংহের দ্বারা ব্রিটিশ গভর্ন-মেণ্টের কাছে ভারতে ফেরার জন্য অনুমতি লাভের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ১৯২৭ খ্রী. ব্রাসেল্স শহরে যে 'সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংঘ' স্থাপিত হয় তিনি তার অন্যতম সম্পাদক এবং ব্রাসেল্স সম্মে-লনের একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। জওহরলাল নেহরু এই সম্মেলনে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৩২ খ্রী. হিটলারের অভ্যু-ত্থানের পূর্বাহ্ণে বীরেন্দ্রনাথ সোভিয়েট দেশে যান এবং লেনিনগ্রাদের 'ইন্স্টিটিউট অফ এথ্নো-গ্রাফি'র ভারতীয় বিভাগের প্রধানরূপে যোগদান করেন। এই সঙ্গে ইন্স্টিটিউটের এশীয় শাখার বিজ্ঞান সম্পাদক হন। ভারতবর্ষীয় সমাজতত্ত্ব, বিশেষ করে এদেশের মানবগোষ্ঠীর ক্রমবিকাশ, সম্বন্ধে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। ইংরেজী, ফরাসী ও জার্মান ভাষা ভাল জানতেন। রুশ ভাষায় ভাল দখল না থাকায় লিডিয়া এডোয়ার্ডেভনার সাহায্য নিতেন—এই সূত্রেই ঘনিষ্ঠতা ও বিবাহ হয়। বীরেন্দ্রনাথের বহু লেখা নানা দেশের পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। তার মধ্যে রাজনীতি, অর্থনীতি, ভাষাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, দর্শন কিছুই বাদ যায় নি। তবে Ethnographic গবেষণায় খুবই সাফল্যলাভ করেছিলেন। ১৯৩৭ খ্রী. স্ট্যালিনের আদেশে গ্রেপ্তার হয়ে অজ্ঞাত স্থানে প্রেরিত হন। মৃত্যুর স্থান ও কারণ অজ্ঞাত। সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেসের পুনর্বিচারে কমিউনিস্ট-রূপে তিনি পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হন। [৩,৫, ১০,৫৪,১০৬,১০৭,১০৮, ১১৬,১২৪]

বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত (১৮৯১ - ২১.২.১৯১০)। বিক্রমপুর—ঢাকা। বাঘা যতীনের গুপ্ত বিপ্লবী দলের সভ্য ঊনিশ বছরের যুবক বীরেন্দ্রনাথ আলী-পুর ষড়যন্ত্র মামলার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী সামশুল আলমকে হত্যার ভার নিয়ে ২৪.১.১৯১০ খ্রী. কোর্ট প্রাঙ্গণে হত্যা করেন। পুলিসের হাতে ধরা পড়ে ফাঁসির আগের দিন পুলিসের মিথ্যা চক্রান্তে স্বীকারোক্তি দেন। পরে আসল ঘটনা জানতে পেরে বাঘা যতীনের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে চিঠি লেখেন। [৪২,৪৩,৫৪,১৩৯]

বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (১৩.৫.১৮৮৮ - ৫.১. ১৯৭৪) বিদগাঁও-বিক্রমপুর—ঢাকা। ঈশানচন্দ্র। পিতার কর্মস্থল জলপাইগুড়িতে জন্ম। ১৯০৬ খ্রী. কলিকাতায় এসে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে (বর্তমান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) ভর্তি হন। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করিয়ে আনার জন্য শিক্ষা-পরিষদ্ তাঁকে ১৯১১ খ্রী. স্কলারশিপ দিয়ে আমেরিকা পাঠান। ১৯১৪ খ্রী. তিনি পার্ডু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে শিকাগোতে চাকরি কর-ছিলেন। এই সময় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে আমে-রিকায় ভারতীয় বিপ্লবীরা ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তৎপর হয় এবং তিনি সেই দলে যোগ দেন। তার আগেই ব্রিটিশ কাউন্সিলের অনুমতি ছাড়াই তিনি সামরিক শিক্ষা নিয়েছিলেন। প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের নিয়ে গঠিত বার্লিন কমিটির সদস্য হিসাবে তিনি মেসোপটেমিয়ার আর্মির সঙ্গে মিলে সিনাই মরুভূমি ও সুয়েজ খালে ইংরেজের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে আহত হয়ে সুইজারল্যাণ্ডে সাত বছর কাটান। সেখানের পত্রিকাতে তিনি ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৯২১ খ্রী. তিনি সেখানে এক জার্মান ব্যবসায়ীর সঙ্গে ইণ্ডো-সুইস ট্রেডিং কোম্পানী স্থাপন করে দেশে ভাইদের সঙ্গে ব্যবসায় শুরু করেন। ১৯২৪ খ্রী. দেশে এলেও পুলিসের তাড়ায় তাঁকে ফিরে যেতে হয়। ১৯২৭ খ্রী. বিবাহ করেন। ১৯৩৭ খ্রী. হিটলারের কোপে পড়ে তাঁকে একমাস হামবুর্গের আন্ডারগ্রাউণ্ড সেল-এ কাটাতে হয়। ১৯৫০ খ্রী. তিনি নদীয়া জেলায় একটি সর্বোদয় আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সমাজ-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বিনয় সরকার ইন্স্টিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্সের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক ছিলেন। কলিকাতায় মৃত্যু। [১৬,১১৬,১২৪,১৪৯]

বীরেন্দ্রনাথ দে (১২৯৮?-১৫.৮.১৩৭০ ব.) গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.এস-সি. (ইঞ্জি.) উপাধি পান। দেশবন্ধুর আহ্বানে কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। মৃত্যুর পূর্বে পৌর প্রতিষ্ঠানের কনসাল্টিং ইঞ্জিনীয়ার এবং রাজ্য সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ক্যালকাটা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ও বঙ্গীয় ফলিত বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি এবং ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। [৪]

বীরেন্দ্রনাথ মৈত্র (১৭.৯.১৮৮৪-৩১.১২.১৯৭১) রাজশাহী। কাশীকান্ত। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে এফ.এ. এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এস-সি. পাশ করার পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবপ্রবর্তিত এম.এস-সি. পরীক্ষার প্রথম ছাত্রদলের অন্যতমরূপে ১৯১০ খ্রী. কেমিস্ট্রিতে এম.এস-সি. ডিগ্রী পান ও বি.ই. কলেজের কেমিস্ট্রির লেকচারার নিযুক্ত হন। পরে কলেজের কাজ ছেড়ে বন্ধু খগেন্দ্রনাথ দাশ ও রাজেন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিতভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ক্যালকাটা কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি তার সক্রিয় অংশীদার হন। তিনি একজন রোটারিয়ান ছিলেন। এছাড়া ইণ্ডিয়ান ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন, কলিকাতা, ইণ্ডিয়ান সোপ অ্যাণ্ড টয়েলেটারিজ মেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা-পরিষদের সদস্য ছিলেন। [১৬,১৭]

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল (১৮৮১-২৪.১১.১৯৩৪) চণ্ডীভেটী-কাঁথি—মেদিনীপুর। বিশ্বম্ভর। বিশিষ্ট ব্যারিস্টার ও রাজনৈতিক নেতা। ১৯০০ খ্রী. এণ্ট্রান্স পাশ করে কলিকাতা রিপন কলেজে ভর্তি হন। আইন পড়ার জন্য তিনি ইংল্যাণ্ড যান। ১৯০৪ খ্রী. ব্যারিস্টাররূপে কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। কয়েক বছর পরে মেদিনীপুর জেলাকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। ১৯১৩ খ্রী. পুনরায় কলিকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন ও আইনজীবী হিসাবে বিশেষ খ্যাতিমান হন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ মামলায় তিনি বিনা ফিতে আসামী পক্ষ সমর্থন করেন। ১৯৩২ খ্রী. ডগলাস হত্যা মামলায়ও আসামী পক্ষের উকিল ছিলেন। ১৯২১ খ্রী. আইন ব্যবসায় ত্যাগ করে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন এবং কিছুদিন পর গ্রেপ্তার হন। মুক্তিলাভের পর দেশবন্ধুর স্বরাজ্যদলের সঙ্গে যুক্ত হন। মেদিনীপুর ইউনিয়ন বোর্ড করবন্ধ আন্দোলনেও তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯২৩ ও ১৯২৬ খ্রী. মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ১৯২৩ ও ১৯২৫ খ্রী. বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য এবং ১৯২৫ ও ১৯২৬ খ্রী. প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। ১৯২৭ খ্রী. তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উঠলে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন। কংগ্রেস-বিরোধী প্রার্থীরূপে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর (১৯৩৩) এবং ভারতীয় আইন সভার সভ্য নির্বাচিত হন (১৯৩৪)। দেশবাসী তাঁকে 'দেশপ্রাণ' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করে। [৩,১০,১২৪]

বীরেন্দ্রনাথ সরকার (?-১৯৭১) রাজশাহী। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করার অপরাধে ১৯৩৯ খ্রী. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ পুলিস তাঁকে বন্দী করে। ১৯৪৫ খ্রী. মুক্তি পেয়ে 'আজাদ হিন্দ ফৌজে'র আন্দোলনে ছাত্র যুবকদের নেতৃত্ব দেন। স্বাধীনতার পরেই বিখ্যাত নাচোল বিদ্রোহে স্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। জেলে থাকা কালে বি.এ. ও আইন পরীক্ষা পাশ করে অ্যাডভোকেট হন। পাকিস্তান গঠিত হওয়ার পরেও তাঁকে একাধিকবার কারাদণ্ড ও অন্তরীণ জীবন যাপন করতে হয়। জীবনের বেশী সময় কাটে বিভিন্ন জেলে। বাঙলাদেশ স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানী সৈন্যেরা তাঁকে নিদ্রিত অবস্থায় গুলিবিদ্ধ করে নিহত করে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল পঞ্চাশের কিছু বেশী। [১৬]

বীরেশচন্দ্র গুহ (৮.৬.১৯০৪-২০.৩.১৯৬২) বানারিপাড়া—বরিশাল। রাসবিহারী। পিতার কর্মস্থল ময়মনসিংহে জন্ম। মাতুল মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত। তিনি কলিকাতা শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা থেকে প্রবেশিকা (১৯১৯) ও সিটি কলেজ থেকে আই.এস-সি. পাশ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে বি.এস-সি. পড়ার সময়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে (১৯২১) কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হন। তারপর সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে রসায়নে অনার্সসহ প্রথম স্থান অধিকার করে বি.এস-সি. (১৯২৩) পাশ করেন। এম.এস-সি.তেও প্রথম হন (১৯২৫)। এক বছর বেঙ্গল কেমিক্যালে কাজ করার পর 'টাটা স্কলারশিপ' পেয়ে বিলাত যান (১৯২৬)। তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ.ডি. এবং ডি.এস-সি. ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'ষণ্ডের যকৃতের মধ্যে ভিটামিন বি $_2$-র অস্তিত্ব অনুসন্ধান'। এরপর তিনি কেম্ব্রিজের বিখ্যাত প্রাণ-রসায়নবিদ্ এফ. সি. হপ্‌কিন্সের অধীনেও গবেষণা করেন। রাশিয়ার দূতের সঙ্গে প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের যে যোগাযোগ ঘটত এবং বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ প্রবাসী ভারতীয়দের যে স্বাধীনতা আন্দোলন চলছিল তাতে বীরেশ-

চন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছিলেন। দেশে ফেরার পর কিছুদিন আবার বেঙ্গল কেমিক্যালে কাজ করেন। ১৯৩৬ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ পান। ১৯৪৪ খ্রী. ভারত সরকার তাঁকে খাদ্য-দপ্তরে প্রধান টেক্‌নিক্যাল উপদেষ্টা-পদে নিযুক্ত করেন। ১৯৪৮ খ্রী. দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের সভ্য হিসাবে কাজ করেন। ১৯৫৩ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসেন এবং আমরণ অধ্যাপনা ও গবেষণায় যুক্ত থাকেন। ছাত্রাবস্থায় ঘোষ ট্রাভেলিং বৃত্তি লাভ করে ইউরোপের নানা দেশে ভ্রমণ করে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা-পদ্ধতির সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। তিনি বিভিন্ন সময়ে গমবীজ থেকে 'ভিটামিন নিষ্কাশন', অ্যাস্করবিক অ্যাসিড অথবা ভিটামিন 'সি' বিষয়ে গবেষণা করেন। উদ্ভিদকোষ থেকে 'অ্যাস্করবীজেন' বিশ্লেষণে তিনি ও তাঁর সহযোগীরা মৌলিক কৃতিত্ব দেখান। বাঙলায় ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময়ে ঘাস-পাতা থেকে প্রোটীন বিশ্লেষণের গবেষণা শুরু করেন এবং মানুষের খাদ্যে এই উদ্ভিজ্জ প্রোটীন মিশ্রণের নানা পদ্ধতি দেখান। তিনি বিজ্ঞান ও শিল্প-বিষয়ক গবেষণা পরিষদ্ এবং ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ছিলেন। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের দু'টি গবেষণা পরিচালন-কেন্দ্রের চেয়ারম্যান এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টির ডীন ছিলেন। বিজ্ঞানী হলেও সারা-জীবন স্বদেশের মুক্তি তথা বিপ্লবের কথা ভেবেছেন ও প্রয়োজনে সক্রিয় অংশ নিয়েছেন। সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে উৎসাহী ছিলেন। সংস্কৃত, ইংরেজী ও বাংলায় কবিতা আবৃত্তি করে বন্ধুদের প্রায়ই মুগ্ধ করতেন। বিখ্যাত সমাজসেবিকা ড. ফুলরেণু গুহ তাঁর সহধর্মিণী। তিনি স্বামীর ইচ্ছানুসারে বীরেশ-চন্দ্রের পৈতৃক সম্পত্তি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রদের জন্য এবং স্বোপার্জিত সমস্ত অর্থ ও বালীগঞ্জস্থ বৃহৎ অট্টালিকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাণ-রসায়ন গবেষণার জন্য দান করেন (১৯৭২)। বীরেশচন্দ্র সাম্যবাদে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু অধ্যাপনা জীবনে কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। স্বাধীনতা-উত্তরকালে বিভিন্ন সম্মেলনে ৩ বার রাশিয়ায় ও ৪ বার আমেরিকায় যান। [১০, ৮২,১৪৬]

বীরেশ্বর তর্কতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় (১২৭৯ - ১৩৬১ ব.) বৈদ্যপুর—বর্ধমান। সারদাচরণ ভট্টাচার্য। ১২ বছর বয়সে পিতার নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষার পাঠ শেষ করেন। তারপর বিভিন্ন পণ্ডিতের নিকট কাব্য অধ্যয়ন করে আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে এবং উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে চব্বিশ পরগনার মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্বভৌমের নিকট নব্য-ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ও উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে পুরস্কার ও স্বর্ণকেয়ুর উপহার পান। শ্রীভারতধর্ম মহামণ্ডলের পক্ষে মিথিলার মহা-রাজ কামাখ্যাপ্রসাদ সিংহের কাছ থেকে 'তর্কনিধি' উপাধি লাভ করেন। ১৩১০ ব. তিনি স্বগ্রামে 'জ্ঞানতরঙ্গিণী' নামে চতুষ্পাঠী খুলে ১০ বছর অধ্যাপনা করেন। ১৩২১ ব. বর্ধমানের 'বিজয় চতুষ্পাঠী'র প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে আমৃত্যু সেখানে অধ্যাপনার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতে এম.এ. পরীক্ষার এবং কলিকাতা সংস্কৃত অ্যাসোসিয়েশন, ঢাকা সার-স্বত সমাজ ও নবদ্বীপ বঙ্গবিবুধজননী সভার প্রশ্ন-কর্তা ও পরীক্ষক ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে মাত্র 'লকারার্থ নির্ণয়' নামক পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়েছে (১৯২১)। ১৯৩৪ খ্রী. তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি দ্বারা সম্মানিত হন। [১৩০]

বীরেশ্বর পাঁড়ে (১৮৪২ - ১৯১১) কামরা—যশোহর। মৃত্যুঞ্জয়। বীরেশ্বরের পূর্বপুরুষ সম্রাট আকবরের সময় কান্যকুব্জ থেকে বঙ্গদেশে আসেন। প্রথমে কিছুদিন কৃষ্ণনগর কলেজে পড়ার পর তিনি মোহনচন্দ্র চূড়ামণির কাছে ব্যাকরণাদি শেখেন। ১৬ বছর বয়সে 'লীলাবতী বা গণিতবিজ্ঞান' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক' কাব্যের প্রতিবাদে রচনা করেন 'ঊনবিংশ শতাব্দীর মহা-ভারত'। অনেকগুলি বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকও রচনা করেছিলেন। শেষ-বয়সে 'ধর্মশাস্ত্রতত্ত্ব ও কর্তব্য-বিচার' প্রণয়ন করেন। বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পা-দনার কাজেও তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কাশীতে শিবমন্দির-স্থাপন তাঁর অন্যতম কীর্তি। [২৫,২৬]

বীরেশ্বর বসু (৩১.১.১২৯৬ - ১২.৫.১৩৫২ ব.) নদীয়া। ছাত্রাবস্থায় সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। গান্ধীজীর আহ্বানে কৃষ্ণনগর কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। লবণ ও আইন অমান্য আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে বহুবার কারারুদ্ধ হন। একবার ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করেন। তাঁর সেবা, ত্যাগ ও আদর্শনিষ্ঠা যুবকদের কাছে দেশাত্মবোধের উৎস ছিল। [১০]

বুদ্ধদেব বসু (৩০.১১.১৯০৮ - ১৮.৩.১৯৭৪) কুমিল্লা। আদি নিবাস বহর-বিক্রমপুর—ঢাকা। ভূদেবচন্দ্র। খ্যাতনামা সাহিত্যিক। একাধারে কবি,

গল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সম্পাদক ও সমালোচক ছিলেন। ইংরেজী ভাষায় কবিতা, গল্প, প্রবন্ধাদি রচনা করে তিনি ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। জন্মের অল্প পরেই মাতৃহীন হওয়ায় মাতামহ চিন্তাহরণ সিংহের কাছে প্রতিপালিত হন। মাতামহই তাঁর জীবনের প্রথম শিক্ষক, বন্ধু ও ক্রীড়াসংগী। অল্প বয়স থেকেই কবিতা রচনা করেছেন, ছেলে জুটিয়ে নাটকের দল তৈরী করেছেন। ১৩ বছর বয়সে নোয়াখালী ছেড়ে ঢাকায় আসেন এবং সাড়ে নয় বছর কাটান। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় প্রভু গুহঠাকুরতা, অজিত দত্ত প্রমুখদের বন্ধু হিসাবে পেয়েছিলেন। ইংরেজীর অধ্যাপক ও কবি পরিমলকুমার ঘোষ তাঁকে প্রথম সাহিত্যিক স্বীকৃতি দান করেন। 'প্রগতি' ও 'কল্লোল' নামে দুটি পত্রিকায় লেখার অভিজ্ঞতা সম্বল করে যে কয়জন তরুণ বাঙালী লেখক রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের বাইরে সরে দাঁড়াবার দুঃসাহস করেছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম। 'আমার যৌবন' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, 'সাহিত্য বিষয়ে আমার একটা অনুভূতি আছে, সেটা তীব্র এবং প্রকাশের জন্য উৎসুক...।' ছাত্রজীবনে ঢাকায় তিনি যে এক্সপেরিমেণ্ট শুরু করেন প্রৌঢ় বয়সেও সেই এক্সপেরিমেণ্টের শক্তি তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। তাঁর প্রথম যৌবনের 'সাড়া' এবং প্রাক্‌প্রৌঢ় বয়সের 'তিথিডোর' উপন্যাস দু'টি দুই ধরনের এক্সপেরিমেণ্ট। কর্মজীবনের শুরুতে স্থানীয় কলেজের লেক্‌চারারের পদের জন্য আবেদন করে দু'বার প্রত্যাখ্যাত হলেও ইংরেজী সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য পরিণত বয়সে তিনি আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আমাদের দেশে তুলনামূলক সাহিত্য-আলোচনার তিনি পুরোধা ছিলেন। তাঁর চল্লিশোর্ধ্ব বয়সের রচনাগুলির মধ্যে গ্রীক, ল্যাটিন, সংস্কৃত—নানা চিরায়ত সাহিত্যের উপমার প্রাচুর্য দেখা যায়। তাঁর অজস্র রচনার মধ্যে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ : 'বন্দীর বন্দনা', 'পৃথিবীর পথে', 'দ্রৌপদীর শাড়ী', 'শীতের প্রার্থনা', 'বসন্তের উত্তর', 'সাড়া', 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি', 'গোলাপ কেন কালো', 'বিদেশিনী', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী', 'কলকাতার ইলেক্ট্রা' 'তিথিডোর', 'রাতভোর বৃষ্টি', 'কঙ্কাবতী', 'যে আঁধার আলোর অধিক' ইত্যাদি। 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকের জন্য তিনি ১৯৬৭ খ্রী. আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭০ খ্রী. ভারত সরকার কর্তৃক তিনি 'পদ্মভূষণ' উপাধি দ্বারা সম্মানিত হন। [১৬,১৮]

বুদ্ধু শাহ। ফকির নায়ক বুদ্ধু শাহ ১৭৯৯-১৮০০ খ্রী. বগুড়ার জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহে'র পতাকা উড্ডীন রেখেছিলেন। [৫৬]

বৃন্দাবন তেওয়ারী। ১৮৫৭ খ্রী. মহাবিদ্রোহের সময় মেদিনীপুরের জনসাধারণকে উত্তেজিত করার অপরাধে তাঁর ফাঁসি হয়। [৫৬]

বৃন্দাবন দাস। 'রসকল্পসার', 'রিপুচরিত্র', 'তত্ত্ববিলাস', 'চৈতন্য-নিতাই সংবাদ', 'বৈষ্ণব বন্দনা' প্রভৃতি ছাড়াও 'ভজন-নির্ণয়' গ্রন্থও তাঁর রচিত ব'লে লিখিত আছে। 'নিত্যানন্দ বংশাবলীচরিত' নামে একটি গ্রন্থও তাঁর রচিত বলে জানা যায়। এইসব গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যভাগবতকার সুপ্রসিদ্ধ বৃন্দাবন দাসের রচিত কিনা তাতে সন্দেহ আছে। 'ভক্তিচিন্তামণি', 'ভক্তিমাহাত্ম্য', 'ভক্তিলক্ষণ' ও 'ভক্তিসাধন' প্রভৃতি গ্রন্থও বৃন্দাবন দাসের নামেই প্রচলিত আছে। [২]

বৃন্দাবন দাস, ঠাকুর (১৫০৭?-১৫৮৯) নবদ্বীপ। বৈকুণ্ঠনাথ বিপ্র। মাতা শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী দেবী। নিত্যানন্দ প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ও কনিষ্ঠতম এই শিষ্য একজন পরম বৈষ্ণব এবং মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ও 'চৈতন্যভাগবতে'র রচয়িতা। মহাপ্রভুর সমসাময়িক হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর দর্শন পান নি। মহাপ্রভুর তিরোধানের পর চৈতন্যভাগবত ও নিত্যানন্দবংশমালা প্রচার করেন। বর্ধমান জেলার দেনুড় গ্রামে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মন্দির ও বিগ্রহ আছে। বৈষ্ণবসমাজে তা 'দেনুড় শ্রীপাট' নামে পরিচিত। তিনি খেতুরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁকে 'চৈতন্যলীলার ব্যাস' বলে সম্মান করেছেন। তাঁর রচিত 'গোপিকামোহন' কাব্যও বৈষ্ণবসমাজের আদরের বস্তু। তিনি 'কৃষ্ণকর্ণামৃতটীকা', 'নিত্যানন্দযুগলাষ্টক', 'রসকল্পসারস্তব', 'রামানুজগুরুপরম্পরা' প্রভৃতি কয়েকটি সংস্কৃত কাব্য রচনা করে যশোলাভ করেন। 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে তাঁর রচিত ৩০টি পদ আছে। [২,৩,২৫,২৬]

বৃহস্পতি মিশ্র, রায়মুকুট (১৫শ শতাব্দী)। গোবিন্দ। 'মহিন্তা' শ্রেণীভুক্ত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। যশস্বী পণ্ডিত ও টীকাকার। তাঁর গুণমুগ্ধ পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে গৌড়াধিপতি জালালুদ্দিন ও বারবক শাহের নাম অগ্রগণ্য। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং সম্ভবত গৌড়াধিপতির অধীনে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি 'রায়মুকুট' এবং আরও বহু উপাধি লাভ করেন। বাক্‌-বিশুদ্ধির জন্য গুরু শ্রীধর তাঁকে 'মিশ্র' উপাধি

দিয়েছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী : 'সুবোধা', 'রঘুবংশবিবেক', 'নির্ণয়বৃহস্পতি', 'পদচন্দ্রিকা', 'বোধবতী' (এগুলি যথাক্রমে কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, শিশুপালবধ, অমরকোষ ও মেঘদূত গ্রন্থের টীকা)। তা ছাড়া রঘুনন্দনের শ্রাদ্ধতত্ত্ব ও শুদ্ধিতত্ত্বে উল্লিখিত তাঁর 'রায়মুকুটপদ্ধতি' এবং 'স্মৃতিরত্নহার' গ্রন্থ দু'খানিও উল্লেখযোগ্য। [৩]

বেণীমাধব বড়ুয়া (৩১.১২.১৮৮৮ - ২৩.৩. ১৯৪৮) মহামুনি পাহাড়তলী—চট্টগ্রাম। রাজচন্দ্র তালুকদার। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল ও চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র ছিলেন। ১৯১৩ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পালিভাষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম.এ. পাশ করেন। ১৯১৭ খ্রী. লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট. উপাধি পান। ১৯১৮ খ্রী. তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৯২৪ - ৪৮ খ্রী. পর্যন্ত ঐ বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদে বৃত ছিলেন। পালি, প্রাকৃত ও সংস্কৃতে এবং বৌদ্ধদর্শন-সহ ভারতীয় দর্শন, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। প্রাচীন শিলালিপির পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যায় তিনি নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। ১৯৪৪ খ্রী. সিংহলদেশীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতদের আমন্ত্রণে তিনি সিংহল যান। সেখানকার পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁকে 'ত্রিপিটকাচার্য' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিরুপতিতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের ১০ম অধিবেশনে (১৯৪০) তিনি 'প্রাকৃত' শাখার ও ১৯৪৫ খ্রী. অল ইণ্ডিয়া হিস্ট্রি কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রাচীন ভারতীয় শাখার সভাপতি ছিলেন। ১৯৪৮ খ্রী. তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মানিত ফেলো হন এবং সোসাইটি তাঁকে বিমলাচরণ লাহা স্বর্ণ-পদক প্রদান করে। তিনি ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'A History of Pre-Buddhist Indian Philosophy', 'A Prolegomenon to the History of Buddhist Philosophy', 'The Ajivakas', 'Barhut Inscriptions', 'Inscriptions of Ashoka' (3 Vols.), 'Prakrit Dhammapada'. 'Philosophy of Progress', 'বৌদ্ধকোষ', 'মধ্যমনিকায়' এবং 'বৌদ্ধপরিণয়'। তিনি দীর্ঘদিন 'ইণ্ডিয়ান কালচার' নামে গবেষণা-মূলক ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদক-মণ্ডলীর অন্যতম ছিলেন। [১৪,১]

বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়। রুড়কি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের উপাধ্যক্ষ, জার্মানীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত বেণী-মাধবই সম্ভবত প্রথম কাঁচ তৈরীর জন্য আবশ্যিক কয়লা ও পেট্রলজাত গ্যাস ভারতবর্ষে তৈরীর বিষয়ে নানা গবেষণা করেছিলেন। তাঁর প্রেরণায় এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসের বাঙালী স্বত্বাধিকারী ঘোষেরা ১৯১১ খ্রী. 'সায়েণ্টিফিক ইন্‌স্ট্রুমেণ্ট কোম্পানী' স্থাপন করলে তিনি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের নিজের হাতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তৈরীর কাজ শেখান। [১৬]

বেথুন, জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার (১৮০১ - ১২.৮.১৮৫১) স্কটল্যান্ড। কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের মেধাবী ছাত্র। তিনি কেম্ব্রিজের চতুর্থ র‍্যাংলার এবং গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মান, ফরাসী ও ইটালীয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁর কবি-খ্যাতিও ছিল। ব্যারিস্টারি পাশ করে ১৮৩৭ খ্রী. ইংল্যাণ্ডের স্বরাষ্ট্র বিভাগে আইন-বিষয়ক পরামর্শদাতারূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। ১৮৪৮ খ্রী. বড়লাটের শাসন পরিষদের আইনমন্ত্রিরূপে (ল মেম্বার) ভারতবর্ষে আসেন। কাউন্সিল অফ এডুকেশনেরও সভাপতি ছিলেন। কাউন্সিলের সভ্য রামগোপাল ঘোষের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর এদেশে স্ত্রীশিক্ষা-প্রসারের জন্য স্কুল খোলার পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন। রামগোপালও উৎসাহিত হয়ে বন্ধু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে এই পরিকল্পনার কথা বলেন। দক্ষিণারঞ্জন প্রথমে তাঁর সিমলা স্ট্রীটের বৈঠকখানা বাড়িটি বিনা ভাড়ায় স্কুলের জন্য দেন। এই সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পাঠা-গারের সকল পুস্তক (৫ হাজার টাকা মূল্যের) দান করেন এবং স্কুলের স্থায়ী গৃহের জন্য আধ বিঘা জমি ও ১ হাজার টাকা দেন। ৭ মে ১৮৪৯ খ্রী. নেটিভ ফিমেল স্কুল নামে বিদ্যালয়টি প্রতি-ষ্ঠিত হয় ও পরে হেদুয়ার পশ্চিমদিকের ভূমিতে বর্তমান স্কুল-বাড়ির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় (৬.১১.১৮৫০)। এই বিদ্যালয়ের আর একজন শুভানুধ্যায়ী ছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার। ভারতে আসার আগেই বেথুন এ দেশের শিক্ষা-ব্যাপারে অবহিত ছিলেন। তিনি নিজে পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার-রচিত স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক পুস্তকের একটি সংস্করণ প্রকাশ করে প্রচার করেন। নিজ অর্থব্যয় ছাড়াও তিনি তাঁর যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি তাঁর স্কুলের জন্য দান করে যান। স্কুল-ভবনের নির্মাণকার্য শেষ হওয়ার আগেই আকস্মিক-ভাবে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর স্কুলের ব্যয়ভার সরকার বহন করতে আরম্ভ করেন। তিনি কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী ও বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। [৩, ২৫,২৬,৪৫,৪৬]

বেদানন্দ, স্বামী (? - ১৩৩৩ ব.) দেবানন্দপুর —হুগলী। মতিলাল। প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শরৎ-

চন্দ্রের অনুজ। প্রভাস মহারাজ নামে সমধিক পরিচিত। তিনি বেদান্তে পণ্ডিত এবং রামকৃষ্ণ মিশনের বৃন্দাবন সেবাশ্রমের পরিচালক ছিলেন। [৫]

বেলা মিত্র (১৯২০ - ৩১.৭.১৯৫২) কোদালিয়া—চব্বিশ পরগনা। ভাগলপুরে মাতুলালয়ে জন্ম। পিতা—সুরেশচন্দ্র বসু। খুল্লতাত—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯৩৬ খ্রী. যশোহরের হরিদাস মিত্রের সঙ্গে বিবাহ হয়। ১৯৪০ খ্রী. রামগড়ে অনুষ্ঠিত মূল কংগ্রেস অধিবেশন পরিত্যাগ করে নেতাজী পাশাপাশি যে আপোস-বিরোধী সম্মেলন আহ্বান করেন, বেলা তার নারী-বাহিনীর কমান্ডার নির্বাচিত হন। নেতাজী পূর্ব-এশিয়ায় থেকে আজাদ হিন্দ বাহিনীর কয়েকটি দলকে বিভিন্ন পথে ভারতে প্রেরণ করেন। ১৯৪৪ খ্রী. জানুয়ারী থেকে অক্টোবর পর্যন্ত কলিকাতা থেকে সিঙ্গাপুরে ট্রান্সমিটারে নেতাজীর কাছে সংবাদ আদান-প্রদানের এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আগত আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকদের নিরাপদে ভারতভূমিতে অবতরণের ব্যাপারে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করেন। ১৯৪৫ খ্রী. ২১ জন আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকের সঙ্গে স্বামী হরিদাস মিত্রের ফাঁসির হুকুম মকুফ করার জন্য পুনায় গান্ধীজীর কাছে যান এবং গান্ধীজীর চেষ্টায় প্রাণদণ্ড রদ হয়। ১৯৪৭ খ্রী. ঝাঁসীর রাণী সেবাদল গঠন করেন। ১৯৫০ খ্রী. উদ্বাস্তুদের মধ্যে সেবাকার্য করায় তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। বালি ও ডানকুনির মাঝে অভয়নগরে তিনি কিছু উদ্বাস্তু পরিবারকে পুনর্বসতির জন্য সাহায্য করেন। ১৯৫৮ খ্রী. এখানে একটি নূতন রেলস্টেশন হয়। তাঁর জন্মদিনে স্টেশনটির 'বেলানগর' নামকরণ হয়। ভারতে ভারতীয় মহিলার নামে রেলস্টেশনের নামকরণ এই প্রথম। [২৯]

বেহারিলাল করণ (১৯২০ - ৩০.৯.১৯৪২) আমড়াতলা—মেদিনীপুর। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে নন্দীগ্রামে পুলিসের গুলিতে আহত হন এবং সেইদিনই তাঁর মৃত্যু ঘটে। [৪২]

বেহারিলাল হাজরা (১৯১৮ - ৩০.৯.১৯৪২) হরিপুর—মেদিনীপুর। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে নন্দীগ্রামে পুলিস স্টেশন আক্রমণের সময় পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে ঐদিনই মারা যান। [৪২]

বৈকুণ্ঠনাথ জানা (? - ১৯৩০) কনকপুর—মেদিনীপুর। আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে চোরপালিয়াতে পুলিসের গুলিতে মারা যান। [৪২]

বৈকুণ্ঠনাথ তর্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায় (আনু. ১৮৪৭ - মে ১৯২৮) বাঙ্গরা—ত্রিপুরা (পূর্ববঙ্গ)। বৈদ্যনাথ রায়। রাঢ়ীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ। পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর ঢাকা জেলার বজ্রযোগিনী গ্রামে কোন এক অধ্যাপকের শিষ্য হয়ে সমগ্র কলাপ ব্যাকরণ, কাব্য এবং অলঙ্কারশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। নবদ্বীপে দীর্ঘকাল নব্যন্যায়চর্চায় অশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করে 'তর্কভূষণ' উপাধি পান। শিক্ষাশেষে স্বগ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে সংস্কৃত শিক্ষাদানে ব্রতী হন। কয়েকবছর পর ত্রিপুরা মহারাজের বিশেষ আমন্ত্রণে তিনি রাজধানী আগরতলায় যান এবং ১৯২৮ খ্রী. পর্যন্ত রাজদরবারে দ্বারপণ্ডিত ও সভাপণ্ডিতের পদে নিযুক্ত থাকেন। ১৯১৯ খ্রী. ভারত সরকার তাঁকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি প্রদান করেন। আগরতলায় মৃত্যু। [১৩০]

বৈকুণ্ঠনাথ দিন্দা (? - ১৯৩২) গোপালপুর—মেদিনীপুর। ১৯৩০ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩২ খ্রী. কর-বন্ধ আন্দোলনের সময় পুলিসের লাঠির প্রচণ্ড আঘাতে মৃত্যুবরণ করেন। [৪২]

বৈকুণ্ঠনাথ বসু, রায়বাহাদুর (১৮৫৩ ? - ১৯২১) কলিকাতা। শ্রীনাথ। আদি নিবাস বহড়ু —চব্বিশ পরগনা। জমিদার বংশে জন্ম। ১৮৮৬ খ্রী. এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু কলেজের শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে ২ ডিসেম্বর ১৮৭০ খ্রী. টাঁকশালের নায়েব দেওয়ানের পদে যোগ দেন। ১৮৭১ খ্রী. রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর স্থাপিত 'বঙ্গ-সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে' ভর্তি হয়ে সঙ্গীত শিক্ষা করেন এবং ১৮৮১ খ্রী. 'বেঙ্গল অ্যাকাডেমি অফ মিউজিক' প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি তার অনারারি সেক্রেটারী হন। এই প্রতিষ্ঠানের সাংবৎসরিক অধিবেশনে তিনি 'সঙ্গীত উপাধ্যায়' উপাধি এবং স্বর্ণকেয়ূর লাভ করেন। কণ্ঠ ও যন্ত্র উভয়বিধ সঙ্গীতেই তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। সেতার, সুরবাহার, এসরাজ, হারমোনিয়ম, পিয়ানো, মৃদঙ্গ, তবলা প্রভৃতি বাজাতে পারতেন। ১৮৮০ খ্রী. বৈকুণ্ঠনাথ শিয়ালদহ পুলিসকোর্টের এবং ১৮৮২ খ্রী. কলিকাতার অন্যতম অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ লাভ করেন। ঐ বছরই তিনি কারেন্সী অফিসের ডেপুটি ট্রেজারার ও পরের বছর টাঁকশালের দেওয়ান হন। এ ছাড়া তিনি আলীপুর সেন্ট্রাল জুভিনাইল ও প্রেসিডেন্সী জেলের অন্যতম বেসরকারী পরিদর্শক-পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। [২৫]

বৈকুণ্ঠনাথ সেন, রায়বাহাদুর (১৪.৬.১৮৪৩ - এপ্রিল ১৯২১) আলমপুর—বর্ধমান। হরিমোহন। ১৮৫৯ খ্রী. বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল থেকে বৃত্তিসহ এন্ট্রান্স ও প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৮৬৩ খ্রী. বি.এ. এবং ১৮৬৪ খ্রী. বি.এল. পাশ করে প্রথমে কলিকাতা হাইকোর্টে ও পরে

বহরমপুর কোর্টে ওকালতি করেন। অল্পদিনেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হন। ২৮ বছর অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট, ১০ বছর বহরমপুর পৌরসংস্থার সভাপতি, ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং কাশিমবাজার মহারাজার উপদেষ্টা ছিলেন। কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক হিসাবে ১৯০০ খ্রী. কংগ্রেস এডুকেশন কমিটির সভ্য এবং ১৯১৭ খ্রী. জাতীয় কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের একজন বিশিষ্ট সভ্য ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি ছিলেন। 'মুর্শিদাবাদ হিতৈষী' সাপ্তাহিক পত্রিকার তিনি প্রথম সম্পাদক (১৮৯৩)। কাশিমবাজারের মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র এবং বৈকুণ্ঠনাথের অর্থেই বেঙ্গল পটারী ওয়ার্কস প্রতিষ্ঠিত হয়। [৮,২৫,১২৪]

বৈজয়ন্তী দেবী (১৭শ শতাব্দী) খানুকা—ফরিদপুর। কোটালিপাড়া-নিবাসী পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ সার্বভৌমের পত্নী বৈজয়ন্তী দেবী কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতিতে সুপণ্ডিত ছিলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলিতভাবে 'আনন্দ-লতিকা' নামে কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। বাঙালী পণ্ডিতদের রচিত সংস্কৃত কাব্যের মধ্যে এটি একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। শোনা যায়, তিনি সুন্দরী ছিলেন না এবং বংশগৌরবে শ্বশুরকুল অপেক্ষা হীন ছিলেন—একারণে বহুদিন শ্বশুরালয়ে যেতে পারেন নি। পরে তাঁর সংস্কৃত শ্লোকে রচিত পত্রে কবিত্বশক্তির পরিচয় পেয়ে স্বামী তাঁকে গ্রহণ করেন। বৈজয়ন্তী সংস্কৃত কবিতা এবং 'আনন্দ-লতিকা'র অর্ধেক অংশ রচনা করে বাঙলার মহিলা কবিদের মধ্যে যশস্বিনী হন। [১৬]

বৈদ্যনাথ ঠাকুর। পটীয়া—চট্টগ্রাম। বৈদ্যকগ্রন্থের রচয়িতা। বৈদ্যকগ্রন্থগুলি পদ্যে ও গদ্যে রচিত হয়ে সাধারণের মধ্যে আয়ুর্বেদের প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর গ্রন্থে অনেক কঠিন কঠিন রোগের টোট্‌কা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। [২]

বৈদ্যনাথ বসু (১৩২৩ - ১৩৫৪ ব.)। স্কুলের ছাত্রাবস্থায় তিনি ১৯৩৬ খ্রী. লাহোরে নিখিল ভারত অলিম্পিকে বাঙলার প্রতিনিধিত্ব করে খ্যাতিলাভ করেন। এরপর বোম্বাই, পাতিয়ালা, বাঙ্গালোর, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানেও অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় বাঙলা দলের নায়কত্ব করে এবং জয়লাভ করে বাঙলার মুখোজ্জ্বল করেছিলেন। [৫]

বৈদ্যনাথ ব্রহ্ম। ১৮৩৫ খ্রী. মেডিক্যাল কলেজ অফ বেঙ্গল থেকে ডাক্তারী সার্টিফিকেট লাভ করেন। তিনি কলিকাতায় টিকার প্রচলনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। [৫৭]

বৈদ্যনাথ ভাদুড়ী, ডা. (১২৯৮? - ১৮.৯. ১৩৭০ ব.)। ডা. বি. এন. ভাদুড়ী নামে সমধিক পরিচিত। চক্ষুরোগ-বিশেষজ্ঞ এবং চক্ষুরোগের অস্ত্রোপচারে দক্ষতার জন্য খ্যাতিমান ছিলেন। চক্ষুরোগ বিষয়ে তাঁর রচিত নিবন্ধগুলি দেশে ও বিদেশে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে। তিনি ডা. এম. এন. চ্যাটার্জী চক্ষু হাসপাতালের পরিচালকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান ছিলেন। [৪]

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, দেওয়ান। গোপীনাথপুর—হুগলী। হিন্দু কলেজের (১৮১৭) প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ও প্রথম সম্পাদক। তৎকালীন ব্রিটিশ পদস্থ কর্মচারী মহলে তিনি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। দেশের ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্রিটিশ পদস্থ আমলাদের বুঝানোর জন্য বিশিষ্ট ভারতীয়গণ তাঁর ওপর যথেষ্ট নির্ভর করতেন। দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের অনেকে রামমোহন রায়ের সঙ্গে কোন কাজ একত্রে করতে অস্বীকৃত হন। দেওয়ান বৈদ্যনাথের সঙ্গে আলোচনার পর হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা ব্যাপার থেকে রামমোহন রায় সরে দাঁড়ান ; ফলে কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। এক হিসাবে বৈদ্যনাথ এদেশে জনসাধারণের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার পথিকৃৎ। [৩১,৬৪]

বৈদ্যনাথ রায় (? - ৩.১২.১৮৫৯). কলিকাতা। মহারাজা সুখময়। রাজা বৈদ্যনাথ এবং তাঁর ভ্রাতারা দানশীলতা ও নানা সদনুষ্ঠানের জন্য কীর্তিমান ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারের সাহায্যকল্পে তিনি 'লেডিস সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন'কে ২০ হাজার টাকা দান করেন। ঐ টাকা সেন্ট্রাল স্কুল (কর্নওয়ালিস স্কোয়ারের পূর্বদিকে অবস্থিত) প্রতিষ্ঠায় ব্যয়িত হয়েছিল। স্কুলটি ১৮.৫.১৮২৬ খ্রী. প্রতিষ্ঠিত হয়। বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার ২৩ বছর আগে স্ত্রীশিক্ষার এই বেসরকারী প্রচেষ্টা তৎকালীন শিক্ষিত মহলে অভিনন্দিত হয়। ধর্মতলার নেটিভ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সরকারকে ৩০ হাজার টাকা এবং তাঁর দুই ভাই শিবচন্দ্র ও নরসিংহচন্দ্র ২০ হাজার টাকা দান করেছিলেন। [৬৪]

বৈদ্যনাথ সেন (১৯১৯ - ১৩.৮.১৯৪২) কলিকাতা। রাজেন্দ্রনারায়ণ। ছাত্রাবস্থায় ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে কলিকাতার রাজপথে মিছিল পরিচালনাকালে পুলিসের গুলিতে নিহত হন। [৪২,৭০]

বৈষ্ণব দাস। টেঁয়া বৈদ্যপুর—বর্ধমান। প্রকৃত নাম গোকুলানন্দ সেন। রাধামোহন ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য। তিনি বিখ্যাত 'পদকল্পতরু'র সঙ্কলয়িতা। সংগৃহীত ও নিজ রচিত পদদ্বারা এই গ্রন্থ ১৮শ

চন্দ্রের অনুজ। প্রভাস মহারাজ নামে সর্মাধক পরিচিত। তিনি বেদান্তে পণ্ডিত এবং রামকৃষ্ণ মিশনের বৃন্দাবন সেবাশ্রমের পরিচালক ছিলেন। [৫]

বেলা মিত্র (১৯২০ - ৩১.৭.১৯৫২) কোদালিয়া—চব্বিশ পরগনা। ভাগলপুরে মাতুলালয়ে জন্ম। পিতা—সুরেশচন্দ্র বসু। খুল্লতাত—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯৩৬ খ্রী. যশোহরের হরিদাস মিত্রের সঙ্গে বিবাহ হয়। ১৯৪০ খ্রী. রামগড়ে অনুষ্ঠিত মূল কংগ্রেস অধিবেশন পরিত্যাগ করে নেতাজী পাশাপাশি যে আপোস-বিরোধী সম্মেলন আহবান করেন, বেলা তার নারী-বাহিনীর কমাণ্ডার নির্বাচিত হন। নেতাজী পূর্ব-এশিয়ায় থেকে আজাদ হিন্দ বাহিনীর কয়েকটি দলকে বিভিন্ন পথে ভারতে প্রেরণ করেন। ১৯৪৪ খ্রী. জানুয়ারী থেকে অক্টোবর পর্যন্ত কলিকাতা থেকে সিঙ্গাপুরে ট্রান্সমিটারে নেতাজীর কাছে সংবাদ আদান-প্রদানের এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আগত আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকদের নিরাপদে ভারতভূমিতে অবতরণের ব্যাপারে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করেন। ১৯৪৫ খ্রী. ২১ জন আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকের সঙ্গে স্বামী হরিদাস মিত্রের ফাঁসির হুকুম মকুফ করার জন্য পুনায় গান্ধীজীর কাছে যান এবং গান্ধীজীর চেষ্টায় প্রাণদণ্ড রদ হয়। ১৯৪৭ খ্রী. ঝাঁসীর রাণী সেবাদল গঠন করেন। ১৯৫০ খ্রী. উদ্বাস্তুদের মধ্যে সেবাকার্য করায় তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। বালি ও ডানকুনির মাঝে অভয়নগরে তিনি কিছু উদ্বাস্তু পরিবারকে পুনর্বসতির জন্য সাহায্য করেন। ১৯৫৮ খ্রী. এখানে একটি নূতন রেলস্টেশন হয়। তাঁর জন্মদিনে স্টেশনটির 'বেলানগর' নামকরণ হয়। ভারতে ভারতীয় মহিলার নামে রেলস্টেশনের নামকরণ এই প্রথম। [২৯]

বেহারিলাল করণ (১৯২০ - ৩০.৯.১৯৪২) আমড়াতলা—মেদিনীপুর। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে নন্দীগ্রামে পুলিসের গুলিতে আহত হন এবং সেইদিনই তাঁর মৃত্যু ঘটে। [৪২]

বেহারিলাল হাজরা (১৯১৮ - ৩০.৯.১৯৪২) হরিপুর—মেদিনীপুর। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে নন্দীগ্রামে পুলিস স্টেশন আক্রমণের সময় পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে ঐদিনই মারা যান। [৪২]

বৈকুণ্ঠনাথ জানা (? - ১৯৩০) কনকপুর—মেদিনীপুর। আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে চোরপালিয়াতে পুলিসের গুলিতে মারা যান। [৪২]

বৈকুণ্ঠনাথ তর্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায় (আনু. ১৮৪৭ - মে ১৯২৮) বাঙ্গরা—ত্রিপুরা (পূর্ববঙ্গ)। বৈদ্যনাথ রায়। রাঢ়ীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ। পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর ঢাকা জেলার বজ্রযোগিনী গ্রামে কোন এক অধ্যাপকের শিষ্য হয়ে সমগ্র কলাপ ব্যাকরণ, কাব্য এবং অলঙ্কারশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। নবদ্বীপে দীর্ঘকাল নব্যন্যায়চর্চায় অশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করে 'তর্কভূষণ' উপাধি পান। শিক্ষাশেষে স্বগ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে সংস্কৃত শিক্ষাদানে ব্রতী হন। কয়েকবছর পর ত্রিপুরা মহারাজের বিশেষ আমন্ত্রণে তিনি রাজধানী আগরতলায় যান এবং ১৯২৮ খ্রী. পর্যন্ত রাজদরবারে দ্বারপণ্ডিত ও সভাপণ্ডিতের পদে নিযুক্ত থাকেন। ১৯১৯ খ্রী. ভারত সরকার তাঁকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি প্রদান করেন। আগরতলায় মৃত্যু। [১৩০]

বৈকুণ্ঠনাথ দিন্দা (? - ১৯৩২) গোপালপুর—মেদিনীপুর। ১৯৩০ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩২ খ্রী. কর-বন্ধ আন্দোলনের সময় পুলিসের লাঠির প্রচণ্ড আঘাতে মৃত্যুবরণ করেন। [৪২]

বৈকুণ্ঠনাথ বসু, রায়বাহাদুর (১৮৫৩? - ১৯২১) কলিকাতা। শ্রীনাথ। আদি নিবাস বহড়ু—চব্বিশ পরগনা। জমিদার বংশে জন্ম। ১৮৮৬ খ্রী. এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু কলেজের শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে ২ ডিসেম্বর ১৮৭০ খ্রী. টাঁকশালের নায়েব দেওয়ানের পদে যোগ দেন। ১৮৭১ খ্রী. রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর স্থাপিত 'বঙ্গ-সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে' ভর্তি হয়ে সঙ্গীত শিক্ষা করেন এবং ১৮৮১ খ্রী. 'বেঙ্গল অ্যাকাডেমি অফ মিউজিক' প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি তার অনারারি সেক্রেটারী হন। এই প্রতিষ্ঠানের সাংবৎসরিক অধিবেশনে তিনি 'সঙ্গীত উপাধ্যায়' উপাধি এবং স্বর্ণকেয়ূর লাভ করেন। কণ্ঠ ও যন্ত্র উভয়বিধ সঙ্গীতেই তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। সেতার, সুরবাহার, এসরাজ, হারমোনিয়ম, পিয়ানো, মৃদঙ্গ, তবলা প্রভৃতি বাজাতে পারতেন। ১৮৮০ খ্রী. বৈকুণ্ঠনাথ শিয়ালদহ পুলিসকোর্টের এবং ১৮৮২ খ্রী. কলিকাতার অন্যতম অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ লাভ করেন। ঐ বছরই তিনি কারেন্সী অফিসের ডেপুটি ট্রেজারার ও পরের বছর টাঁকশালের দেওয়ান হন। এ ছাড়া তিনি আলীপুর সেণ্ট্রাল জুভিনাইল ও প্রেসিডেন্সী জেলের অন্যতম বেসরকারী পরিদর্শক-পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। [২৫]

বৈকুণ্ঠনাথ সেন, রায়বাহাদুর (১৪.৬.১৮৪৩ - এপ্রিল ১৯২১) আলমপুর—বর্ধমান। হরিমোহন। ১৮৫৯ খ্রী. বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল থেকে বৃত্তিসহ এন্ট্রান্স ও প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৮৬৩ খ্রী. বি.এ. এবং ১৮৬৪ খ্রী. বি.এল. পাশ করে প্রথমে কলিকাতা হাইকোর্টে ও পরে

বহরমপুর কোর্টে ওকালতি করেন। অল্পদিনেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হন। ২৮ বছর অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট, ১০ বছর বহরমপুর পৌরসংস্থার সভাপতি, ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং কাশিমবাজার মহারাজার উপদেষ্টা ছিলেন। কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক হিসাবে ১৯০০ খ্রী. কংগ্রেস এডুকেশন কমিটির সভ্য এবং ১৯১৭ খ্রী. জাতীয় কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের একজন বিশিষ্ট সভ্য ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি ছিলেন। 'মুর্শিদাবাদ হিতৈষী' সাপ্তাহিক পত্রিকার তিনি প্রথম সম্পাদক (১৮৯৩)। কাশিমবাজারের মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র এবং বৈকুণ্ঠনাথের অর্থেই বেঙ্গল পটারী ওয়ার্কস প্রতিষ্ঠিত হয়। [৮,২৫,১২৪]

বৈজয়ন্তী দেবী (১৭শ শতাব্দী) খানুকা—ফরিদপুর। কোটালিপাড়া-নিবাসী পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ সার্বভৌমের পত্নী বৈজয়ন্তী দেবী কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতিতে সুপণ্ডিত ছিলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলিতভাবে 'আনন্দ-লতিকা' নামে কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। বাঙালী পণ্ডিতদের রচিত সংস্কৃত কাব্যের মধ্যে এটি একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। শোনা যায়, তিনি সুন্দরী ছিলেন না এবং বংশগৌরবে শ্বশুরকুল অপেক্ষা হীন ছিলেন—একারণে বহুদিন শ্বশুরালয়ে যেতে পারেন নি। পরে তাঁর সংস্কৃত শ্লোকে রচিত পত্রে কবিত্বশক্তির পরিচয় পেয়ে স্বামী তাঁকে গ্রহণ করেন। বৈজয়ন্তী সংস্কৃত কবিতা এবং 'আনন্দ-লতিকা'র অর্ধেক অংশ রচনা করে বাঙলার মহিলা কবিদের মধ্যে যশস্বিনী হন। [১৬]

বৈদ্যনাথ ঠাকুর। পটীয়া—চট্টগ্রাম। বৈদ্যকগ্রন্থের রচয়িতা। বৈদ্যকগ্রন্থগুলি পদ্যে ও গদ্যে রচিত হয়ে সাধারণের মধ্যে আয়ুর্বেদের প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর গ্রন্থে অনেক কঠিন কঠিন রোগের টোট্‌কা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। [২]

বৈদ্যনাথ বসু (১৩২৩ - ১৩৫৪ ব.)। স্কুলের ছাত্রাবস্থায় তিনি ১৯৩৬ খ্রী. লাহোরে নিখিল ভারত অলিম্পিকে বাঙলার প্রতিনিধিত্ব করে খ্যাতিলাভ করেন। এরপর বোম্বাই, পাতিয়ালা, বাঙ্গালোর, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানেও অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় বাঙলা দলের নায়কত্ব করে এবং জয়লাভ করে বাঙলার মুখোজ্জ্বল করেছিলেন। [৫]

বৈদ্যনাথ ব্রহ্ম। ১৮৩৫ খ্রী. মেডিক্যাল কলেজ অফ বেঙ্গল থেকে ডাক্তারী সার্টিফিকেট লাভ করেন। তিনি কলিকাতায় টিকার প্রচলনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। [৫৭]

বৈদ্যনাথ ভাদুড়ী, ডা. (১২৯৮ ? - ১৮.৯. ১৩৭০ ব.)। ডা. বি. এন. ভাদুড়ী নামে সমধিক পরিচিত। চক্ষুরোগ-বিশেষজ্ঞ এবং চক্ষুরোগের অস্ত্রোপচারে দক্ষতার জন্য খ্যাতিমান ছিলেন। চক্ষুরোগ বিষয়ে তাঁর রচিত নিবন্ধগুলি দেশে ও বিদেশে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে। তিনি ডা. এম. এন. চ্যাটার্জী চক্ষু হাসপাতালের পরিচালকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান ছিলেন। [৪]

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, দেওয়ান। গোপীনাথপুর—হুগলী। হিন্দু কলেজের (১৮১৭) প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ও প্রথম সম্পাদক। তৎকালীন ব্রিটিশ পদস্থ কর্মচারী মহলে তিনি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। দেশের ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্রিটিশ পদস্থ আমলাদের বুঝানোর জন্য বিশিষ্ট ভারতীয়গণ তাঁর ওপর যথেষ্ট নির্ভর করতেন। দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের অনেকে রামমোহন রায়ের সঙ্গে কোন কাজ একত্রে করতে অস্বীকৃত হন। দেওয়ান বৈদ্যনাথের সঙ্গে আলোচনার পর হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা ব্যাপার থেকে রামমোহন রায় সরে দাঁড়ান ; ফলে কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। এক হিসাবে বৈদ্যনাথ এদেশে জনসাধারণের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার পথিকৃৎ। [৩১,৬৪]

বৈদ্যনাথ রায় (? - ৩.১২.১৮৫৯) কলিকাতা। মহারাজা সুখময়। রাজা বৈদ্যনাথ এবং তাঁর ভ্রাতারা দানশীলতা ও নানা সদনুষ্ঠানের জন্য কীর্তিমান ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারের সাহায্যকল্পে তিনি 'লেডিস সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন'কে ২০ হাজার টাকা দান করেন। ঐ টাকা সেণ্ট্রাল স্কুল (কর্নওয়ালিস স্কোয়ারের পূর্বদিকে অবস্থিত) প্রতিষ্ঠায় ব্যয়িত হয়েছিল। স্কুলটি ১৮.৫.১৮২৬ খ্রী. প্রতিষ্ঠিত হয়। বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার ২৩ বছর আগে স্ত্রীশিক্ষার এই বেসরকারী প্রচেষ্টা তৎকালীন শিক্ষিত মহলে অভিনন্দিত হয়। ধর্মতলার নেটিভ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সরকারকে ৩০ হাজার টাকা এবং তাঁর দুই ভাই শিবচন্দ্র ও নরসিংহচন্দ্র ২০ হাজার টাকা দান করেছিলেন। [৬৪]

বৈদ্যনাথ সেন (১৯১৯ - ১৩.৮.১৯৪২) কলিকাতা। রাজেন্দ্রনারায়ণ। ছাত্রাবস্থায় ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে কলিকাতার রাজপথে মিছিল পরিচালনাকালে পুলিসের গুলিতে নিহত হন। [৪২,৭০]

বৈষ্ণব দাস। টেঁয়া বৈদ্যপুর—বর্ধমান। প্রকৃত নাম গোকুলানন্দ সেন। রাধামোহন ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য। তিনি বিখ্যাত 'পদকল্পতরু'র সঙ্কলয়িতা। সংগৃহীত ও নিজ রচিত পদদ্বারা এই গ্রন্থ ১৮শ

জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্ সংগঠনে ৫ লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁরই চেষ্টায় ঐ পরিষদের অধ্যক্ষ হন। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েও লক্ষাধিক টাকা দান করেন। এছাড়া বিপ্লবী যুগান্তর দল, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভা এবং বহু চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় ও সংস্কৃত পণ্ডিতদের সাহায্যার্থে প্রচুর দান করেছিলেন। তাঁর মোট দানের পরিমাণ ৩৫ লক্ষ টাকা। ভারতের মুক্তিযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করবার জন্য তিনি বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন। সমবায়-সংগঠন, পোত-নির্মাণ ও বহুবিধ ব্যবসায়ের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। বাঙলার নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। গৌরীপুরে তাঁর বাড়িতে বিপ্লবী নেতাদের সমাবেশ হত। নিজের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবার ঝুঁকি নিয়েও তিনি একবার সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দাখিল করে হাইকোর্ট পর্যন্ত জিতেছিলেন। তিনি ক্রীড়াজগতে টাউন ক্লাবের অন্যতম স্থাপনকর্তা ও বেঙ্গল জিমখানার অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ, হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্সের একজন প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম কোষাধ্যক্ষ এবং ভারত-সঙ্গীত সমাজের অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য ও নাট্যশিল্পী ছিলেন। মৃদঙ্গাচার্য মুরারি গুপ্তের শিষ্যরূপে পাখোয়াজ-বাদনে দক্ষতা অর্জন করেন। ইংরেজ সরকারের 'রাজা' উপাধি দানের প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। [৩,১০,১৮]

ব্রজেন্দ্রকুমার সরকার (?-১৭.২.১৯৩২) দিনাজপুর। নিবারণচন্দ্র। আইন অমান্য আন্দোলনকালে তিনি কারারুদ্ধ হন। দিনাজপুর জেলে মারা যান। [৪২]

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (২১.৯.১৮৯১-৩.১০.১৯৫২) বালি—হুগলী। উমেশচন্দ্র। সেকেণ্ড ক্লাশ পর্যন্ত পড়ে অর্থাভাবে পড়াশুনা বন্ধ করে কলিকাতায় আসেন এবং সামান্য বেতনে টাইপিস্টের কাজ গ্রহণ করেন। পরে শর্টহ্যাণ্ড শিখে শেষ পর্যন্ত জেম্স্ ফিন্লে কোম্পানীতে নিযুক্ত হন। ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে ১৩১৯ ব. 'জাহ্নবী'তে প্রথম রচনা প্রকাশ করেন—নাম 'স্বপ্নভঙ্গ'। এরপর অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের তত্ত্বাবধানে ব্রজেন্দ্রনাথ নবাবী আমলের ইতিহাস অবলম্বনে ১৩১৯ ব. 'বেগম্স্ অফ বেঙ্গল' গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থটি অভিমতের জন্য আচার্য যদুনাথের কাছে পাঠালে তিনি মন্তব্য করেন 'ইহা উপন্যাস মাত্র—ইতিহাস নয়।' অতএব ইতিহাস লেখার প্রণালী শেখার জন্য তিনি যদুনাথের দ্বারস্থ হন। এই উৎসাহ দেখে যদুনাথ তাঁকে নানাভাবে উৎসাহ ও পথনির্দেশ দেন। ১৯২৯ খ্রী. 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সহ-সম্পাদক হন এবং বাংলা সংবাদপত্র ঘেঁটে সেকালের সাহিত্য ও সমাজজীবনের বিবরণ সংগ্রহ করেন। 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা', 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গবেষণা-গ্রন্থ। রোগশয্যায় 'বাংলা সাময়িক-পত্র' সংশোধন-সংযোজন শেষ করার দিনই মারা যান। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্মকর্তৃপদে অধিষ্ঠিত থাকা কালে তিনি তার নবরূপায়ণে ও সুষ্ঠু পরিচালনায় বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটির অনারারি মেম্বার ছিলেন। ১৩৪৩ ব. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ তাঁকে 'রামপ্রাণ গুপ্ত স্বর্ণপদক' ও ১৯৫২ খ্রী. পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করেন। রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ-সংখ্যা ৩৩ (৪টি ইংরেজী গ্রন্থসহ)। তার মধ্যে ২৫টি তাঁর ও সজনীকান্ত দাসের যুগ্ম-সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। [৩,৭,২৬,৩৩]

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (১৮৬৪-১৯৩৮)। মহেন্দ্রনাথ। খ্যাতনামা দার্শনিক ও আচার্য। শৈশবে পিতৃবিয়োগ হয় ও দারিদ্র্যের মধ্যে পড়েন। জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ ইন্স্টিটিউশন থেকে বি.এ. পাশ করে (১৮৮১) ঐ কলেজেই অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৮৮৩ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম.এ. পাশ করেন। কলেজে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সহপাঠী ছিলেন। বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করার পর ১৯১২ খ্রী. থেকে ১৯২১ খ্রী. পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯২১ থেকে ১৯৩০ খ্রী. পর্যন্ত মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরূপে কাজ করেন। প্রাচীন ও আধুনিক ১০টি ইউরোপীয় ও ভারতীয় ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। আধুনিককালের সবচেয়ে নাম-করা পণ্ডিত বলে তিনি গণ্য। তুলনামূলক সাহিত্য ও ধর্মদর্শন-বিচারে এবং দর্শন আলোচনায় গণিতের সূত্র প্রয়োগে ভারতে তিনিই পথিকৃৎ। তিনি পি-এইচ.ডি., ডি.এস-সি., ও নাইট (Knight) এবং মহীশূরের 'রাজরত্নপ্রবীণ' উপাধিভূষিত ছিলেন। ইউরোপের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে তিনি ইউরোপ ভ্রমণ করেন এবং বক্তৃতা দেন। ১৯১১ খ্রী. লণ্ডনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব জাতি কংগ্রেসে তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯২১ খ্রী. রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে তিনি বিশ্বভারতীর উদ্বোধন-অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন। আদর্শ চরিত্রের জন্য দেশবাসী তাঁকে 'আচার্য' ব'লে সম্বোধন করত। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী : 'A Memoir of the Co-efficient of Num-

bers—A Chapter on the Theory of Numbers' (1891), 'Neo-Romantic Movement in Bengali Literature 1890-91', 'A Comparative Study of Christianity and Vaisnavism' (1899), 'New Essays in Criticism' (1903), 'Introduction to Hindu Chemistry', 'Positive Sciences of the Ancient Hindus' (1915), 'Race-Origin', 'Syllabus of Indian Philosophy' (1924), 'Rammohan, the Universal Man' (1933), 'The Quest Eternal' (1936) ইত্যাদি। [৩,৭,২৬]

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য চৌধুরী (১২৮২?-৬.৪.১৩৪১ ব.) মুক্তাগাছা—ময়মনসিংহ। উক্ত অঞ্চলের অন্যতম জমিদার। ময়মনসিংহ হিন্দুসভা ও নারীরক্ষা সমিতির সভাপতি এবং ময়মনসিংহ জমিদার-সভার সম্পাদক ছিলেন। দক্ষ শিকারী হিসাবেও খ্যাতি ছিল। তিনি 'শিকার কাহিনী' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। [৫]

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (৩০.১০.১৮৮০-৩১.৮.১৯৭২) পাইলগাঁও—শ্রীহট্ট। রসময়। জমিদার পরিবারে জন্ম। স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রীহট্টের একজন প্রথম সারির নেতা। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। ১৯০৫ খ্রী. এম.এ. ও পরের বছর আইন পাশ করে প্রথমে কলিকাতার এক কলেজে অধ্যাপনা করেন। পরে স্বদেশী প্রচার ও আন্দোলন সংগঠনে স্বগ্রামে ফিরে যান। ১৯২০ খ্রী. বন্ধুদ্বয় রায়বাহাদুর গিরিশচন্দ্র নাগ ও রায়বাহাদুর রমণীমোহন দাসের সঙ্গে সিলেট-বেঙ্গল রি-ইউনিয়ন লীগ গঠন করে আসাম থেকে শ্রীহট্টকে মুক্ত করে বাঙলাদেশের সঙ্গে যুক্ত করার আন্দোলন চালান। ১৯২১ খ্রী. অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে কারাদণ্ড ভোগ করেন। স্বরাজ্য পার্টি প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি তাতে যোগ দেন এবং আসাম আইন পরিষদে নির্বাচিত হন। পরে কংগ্রেস দল থেকে কেন্দ্রীয় আইন সভায় নির্বাচিত হন। পরবর্তী কালে পরিষদীয় রাজনীতির কার্যকলাপে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্যপদ ছেড়ে দেন (১৯৪০)। ১৯২৯ খ্রী. তিনি শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের বিধ্বংসী বন্যায় অপূর্ব সংগঠনী শক্তি ও কর্মদক্ষতার পরিচয় দেন। ১৯৩২ খ্রী. শ্রীহট্ট জেলায় আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনায় তাঁর অসাধারণ নেতৃত্বের ফলে তাঁর নাম কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল। তিনি স্বগ্রামে পিতামহ ব্রজনাথের নামে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার পর শ্রীহট্ট শহরে মহিলা কলেজ স্থাপন করেন এবং অবৈতনিক অধ্যাপক ও অধ্যক্ষরূপে কলেজটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। [৮২,১২৪]

ব্রজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১.১.১৮৮৪-৭.৭.১৯৪০)। গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থা অনুশীলন সমিতির কর্মী হিসাবে শরীরচর্চার মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রচারকার্য চালাতেন। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময় তিনি ময়মনসিংহ জেলায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করলে সরকার তাঁকে পূর্ববঙ্গ থেকে বহিষ্কৃত করে। এরপর তিনি গান্ধীজীর সংগঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। স্বদেশী-সঙ্গীতশিল্পী হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। [১০]

ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, স্যার (১৮৭৫-২৬.১.১৯৪৯)। ১৯০৪ খ্রী. ব্যারিস্টার ছিলেন। ১৯১২ খ্রী. বাঙলার স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিলের সদস্য, ১৯২৫ খ্রী. অ্যাডভোকেট জেনারেল ও ১৯২৮ খ্রী. কেন্দ্রীয় সরকারের আইন সচিব হন। ১৯৩৪-১৯৩৭ খ্রী. পর্যন্ত বাঙলার শাসন পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৩৭ খ্রী. বরোদা রাজ্যের দেওয়ান হন। তিনিই সর্বপ্রথম দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতের অন্তর্ভুক্তি করার প্রস্তাব দেন এবং বরোদা রাজ্যের ভারতভুক্তির ব্যাপারে সর্দার প্যাটেলকে সাহায্য করেন। ১৯৪৭ খ্রী. নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গের অস্থায়ী রাজ্যপাল এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনাচার তদন্ত কমিটির সভাপতি ছিলেন। [৫]

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১১.২.১৮৬১-২৭.১০.১৯০৭) খন্যান—হুগলী। দেবীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্রহ্মবান্ধবের পূর্বনাম ভবানীচরণ। তরুণ ভবানীচরণ ১৬ বছর বয়সেই ক্ষাত্রশক্তির সাহায্যে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল-মোচনের স্বপ্ন দেখতেন। তিনি হুগলী কলেজিয়েট স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পাশ করে কলিকাতা জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ্ ইন্স্টিটিউশনে ভর্তি হয়েও সমাজ-সেবার জন্য কলেজ ত্যাগ করেন। কেশবচন্দ্র সেনের সংস্পর্শে এসে ১৮৮৭ খ্রী. ব্রাহ্মধর্ম নিয়ে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য সিন্ধুদেশে যান। এখানে কয়েকজন রোমান ক্যাথলিক পাদরী এবং খুল্লতাত রেভা. কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাবে প্রথমে প্রটেস্ট্যান্ট ও পরে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত হন এবং 'কঙ্কর্ড ক্লাব' নামে একটি সমিতি ও 'কঙ্কর্ড' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি ইউনিয়ন অ্যাকাডেমিতে শিক্ষকতা করতেন। এরপর কিছুদিন করাচীতে 'ফিনিক্স' ও 'হার্মান' পত্রিকার সম্পাদনা ও নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সহায়তায় কলিকাতায় 'টুয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরী' নামে একটি মাসিক-পত্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। ১৮৯৪ খ্রী. থেকে ১৮৯৯ খ্রী. পর্যন্ত তিনি

করাচীতে 'সোফিয়া' নামে একটি মাসিক পত্রিকার প্রকাশ-কার্যও চালান। ১৯০১ খ্রী. স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবে হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তন করে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নাম নিয়ে ১৯০২-০৩ খ্রী. বেদান্ত-প্রচারার্থে বিলাত যান এবং অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজে হিন্দুধর্ম-সম্বন্ধে বক্তৃতা করে প্রসিদ্ধ হন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তিনি ছিলেন 'রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী, অপরপক্ষে বৈদান্তিক—তেজস্বী, নির্ভীক, ত্যাগী, বহুশ্রুত ও অসামান্য প্রতিভাশালী'। তিনি মাতৃভাষায় শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবক্তা ছিলেন। ১৯০১ খ্রী. কলিকাতার সিমলায় বৈদিক আদর্শে তিনি আবাসিক বিদ্যালয় 'সারস্বত আয়তন' স্থাপন করেন। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়' স্থাপন-কালে তাঁর সক্রিয় সাহায্য পান। ব্রহ্মবান্ধবের মতে সরকারী নিয়ন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে 'গোলদীঘির গোলামখানা'। স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর ফিরিঙ্গিজয়ের দুর্জয় সঙ্কল্প নিয়ে তিনি রাজনৈতিক নেতারূপে অবতীর্ণ হন। অগ্নিযুগের-অন্যতম পুরোধা ব্রহ্মবান্ধব 'সন্ধ্যা' দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে আপসহীন বলিষ্ঠ সংগ্রাম ঘোষণা করেন। ১৯০৭ খ্রী. সরকারের আদেশে 'সন্ধ্যা' পত্রিকা বন্ধ করা হয় এবং রাজদ্রোহের অভিযোগে ব্রহ্মবান্ধব মুদ্রাকরসহ ধৃত হন। তিনি আদালতে ঘোষণা করেন যে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব তিনি মানেন না। মামলা চলা কালে ক্যাম্বেল হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের তিন দিন পর ধনুষ্টকার রোগে মারা যান। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'বিলাতযাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি', 'ব্রহ্মামৃত', 'সমাজতত্ত্ব', 'আমার ভারত উদ্ধার', 'পালপার্বণ' প্রভৃতি। [৩,৭,৮,১০, ২৫,২৬,৩৪]

ব্রহ্মময়ী দেবী। সমাজসেবী দুর্গামোহন দাশের পত্নী। স্বামীর কর্মকেন্দ্র বরিশালে থাকতেন এবং স্বামীর সর্বপ্রকার কার্যে সাহায্য করতেন। স্বামীর সঙ্গে তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। দুর্গামোহনের বিধবা বিমাতার বিবাহে তাঁরও সক্রিয় সহযোগিতা ছিল। দ্বিপ্রহরে বয়স্কা মহিলাদের শিক্ষার জন্য ব্রাহ্মসমাজ-প্রতিষ্ঠিত স্কুলের (১৮৬৭) দেখাশুনা করতেন। ১৮৬৮ খ্রী. বরিশালে আনুষ্ঠানিকভাবে নারীশিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হলে তিনি এবং সৌদামিনী দেবী, মনোরমা মজুমদার প্রমুখ মহিলারা এখানে শিক্ষালাভ করেন। [১১৪]

ব্রহ্মমোহন মল্লিক (৬.৬.১৮৩২ - ?) পঞ্চাননতলা —কলিকাতা। মতান্তরে ঘাঁটিয়াবাজার—হুগলীতে জন্ম। ১৮৪০ খ্রী. বাংলা স্কুলে ভর্তি হন এবং দুই বছর পরে বিনা বেতনে হেয়ার স্কুলে এবং শেষে বিনা বেতনে হিন্দু স্কুলে পড়েন। হিন্দু কলেজের সিনিয়র বৃত্তি পাশ করে এক বছর পর আর একটি পরীক্ষা দিয়ে তিনি সরকারী উচ্চ কাজে মনোনীত হন। ১৮৫৬ খ্রী. বাঁকুড়া জেলার স্কুলসমূহের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টরের পদ পান। ১৮৯২ খ্রী. অবসর নেন। ১৮৫৮ খ্রী. কানাইলাল পাইনের সাহায্যে বড়বাজার অঞ্চলে মডেল স্কুল স্থাপন করেন। মধ্যে কিছুদিন এডুকেশন গেজেট পরিচালনা করেছিলেন। গণিতশাস্ত্র ও সাহিত্যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ১৮৬৩ খ্রী. রণজিৎ সিংহের জীবনী লেখেন। ১৮৭১ - ১৮৯৪ খ্রী. মধ্যে গণিতের ৫টি গ্রন্থ রচনা ও প্রচার করে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের তথ্যগুলি সহজ ও সুন্দর ভাষায় দেশীয় লোকদের কাছে তিনি উপস্থাপিত করেছিলেন। [২৫,৪৫]

ব্রহ্মানন্দ স্বামী (২১.১.১৮৬৩ - ১২.৪.১৯২২) শিকরা-কুলীন গ্রাম—চব্বিশ পরগনা। পিতা—আনন্দমোহন ঘোষ। ব্রহ্মানন্দের পূর্বনাম রাখাল-চন্দ্র। ১৮৭৫ খ্রী. কলিকাতার ট্রেনিং একাডেমিতে পাঠকালে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। বিবাহের পর সংসারের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে সন্ন্যাস-জীবন শুরু করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহাবসানের পর স্বামী বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত 'রামকৃষ্ণ মিশনে'র প্রথম সভাপতি হন। জীবনের বেশির ভাগ সময় পুরী ও ভুবনেশ্বরে কাটান এবং পুরীতে মঠ স্থাপন করেন। [৭,২৬]

ভগৎবীর তামাঙ (১.৬.১৮৫৯ - ১৯২৪) গয়াবাড়ি চা-বাগান-কার্সিয়াং—দার্জিলিং। আশিক-দেও। ১৯২১ খ্রী. অসহযোগ আন্দোলনে অংশ-গ্রহণ করেন। চা-বাগান-কর্মীদের সংগঠনও তিনি গড়ে তুলেছিলেন। সরকার-বিরোধী কার্যকলাপের জন্য কয়েকবার গ্রেপ্তার হয়ে অল্পকালের জন্য আটক থাকেন। আগস্ট ১৯২৩ খ্রী. কারাদণ্ড হয়। দার্জিলিং জেলে মৃত্যু। [৪২]

ভগবানচন্দ্র বসু (আনু. ১৮২৯ - ২.৮.১৮৯২) রাড়িখাল-বিক্রমপুর—ঢাকা। ১৮৪৮-৫২ খ্রী. ঢাকা কলেজের একজন নাম-করা ছাত্র ছিলেন। ১৮৫০-৫১ খ্রী. তিনি ঢাকা কলেজ থেকে 'লাইব্রেরী পদক' লাভ করেন। ১৮৫২ খ্রী. কলেজ ছেড়ে শিক্ষকতা করতে থাকেন। ময়মনসিংহ স্কুলের হেডমাস্টার পদে থেকে ১৮৫৮ খ্রী. কৃতিত্বের সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন। এই বছরই ২৩ সেপ্টেম্বর তিনি ময়মনসিংহ জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হন। ১৮৮৪ খ্রী. সরকারী কাজ থেকে অবসর নেন। ফরিদপুরে চাকরিরত অবস্থায় জাতীয় মেলা

সংগঠন করেন। এই মেলা নবগোপাল মিত্রের হিন্দু মেলার সঙ্গে সংযুক্ত না থাকলেও, জেলায় যথেষ্ট উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। জাতীয় অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য নেপালের তরাই অঞ্চলে ও আসামে অনেক জমি কিনে বিদেশী একচেটিয়া চা-শিল্পে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেন। বর্ধমানে থাকার সময় শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে গ্রামজীবনে শিল্প-চেতনা আনতে চেয়েছিলেন। এছাড়া বঙ্গদেশে চা-শিল্প ও বোম্বাইয়ে বস্ত্রশিল্পেও তিনি বহু অর্থ বিনিয়োগ করেন। নেপাল-তরাইয়ে চাষ-আবাদের জন্যও বিস্তর জমি কিনেছিলেন। নানা কারণে এইসব ব্যবসায়-প্রচেষ্টা বন্ধ হলে তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এ ব্যাপারে তাঁর পুত্র জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বলেছিলেন, 'এইসব ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই ভবিষ্যৎ ভারত গড়ে উঠবে।' ভগবানচন্দ্র নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম ও স্ত্রীশিক্ষানুরাগী ছিলেন। নিজ চার কন্যাকে উচ্চ শিক্ষা দিয়েছিলেন। ১৮৭৬ খ্রী. তিনি বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ে সক্রিয় সাহায্য দান করেছিলেন। ১.৮.১৮৭৯ খ্রী. প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গ মহিলা সমাজ'-এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আনন্দমোহন বসু তাঁর জামাতা। [৮,৩৬]

ভবতোষ ভট্টাচার্য (?-১৯৪৮) চট্টগ্রাম। বিপিন। স্কুলে পড়ার সময় বিপ্লবী দলে যোগ দেন। যুযুৎসু ও ছোরা খেলায় পারদর্শী ছিলেন। ১৮ এপ্রিল ১৯৩০ খ্রী. চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে ও ২২ এপ্রিল তারিখের জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে বিজয়ী বিপ্লবী বাহিনীর অন্যতম ছিলেন। ৮/৯ মাস আত্মগোপনের পর নেতার নির্দেশে সহযোদ্ধা হরিপদ মহাজনের সঙ্গে ব্রহ্মদেশে যান। এখানে প্রতিকূল অবস্থায় নানা বেশে দিন কাটান। হরিপদ ১৯৪২ খ্রী. মারা যান। ১৯৪৫ খ্রী. চট্টগ্রামে ফিরলে তিনি ধরা পড়েন এবং কয়েকমাস জেলে কাটান। দেশবিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। কিছুদিন পরে মারা যান। [৯৬]

ভবদেব ভট্ট (১০ম/১১শ শতাব্দী) সিদ্ধল—রাঢ়দেশ। পিতা গোবর্ধন যোদ্ধা ও পণ্ডিত এবং পিতামহ আদিদেব বঙ্গদেশের রাজার মন্ত্রী ছিলেন। ভবদেবের মন্ত্রণা-প্রভাবে পূর্ববঙ্গের তৎকালীন বর্মনবংশীয় রাজা হরিবর্মদেব ও তাঁর পুত্র বহুদিন রাজ্যভোগ করতে সমর্থ হন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মত এই যে হরিবর্মদেবের পুত্রের রাজত্বকালে কার্যত ভবদেবই রাজ্যের সর্বময় কর্তা ছিলেন। সম্ভবত সন্ধিবিগ্রাহিক ভবদেব ভট্ট উত্তর রাঢ় অঞ্চলের স্থানীয় শাসক (রাজপ্রতিনিধি) বা রাজারূপে এই অঞ্চলের সর্বময় শাসনকর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। উত্তর রাঢ় অঞ্চলের লোকস্মৃতিতে ভবদেব ভট্ট 'ভাট রাজা'-রূপে বিধৃত হয়ে আছেন। তিনি বৌদ্ধশাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করে পাষণ্ড ও বৈতাণ্ডিকদের মত খণ্ডন করেছিলেন। সিদ্ধান্ত, তন্ত্র, গণিতশাস্ত্র ও আয়ুর্বেদাদি শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। পূর্বোক্ত ধর্মশাস্ত্রের নিবন্ধসমূহের উদ্ধার ছাড়া তিনি নবীন হোরাশাস্ত্র, ভট্টোক্ত মীমাংসানীতি ও ন্যায়শাস্ত্র রচনা করেছিলেন। সমাজ-সংস্কারে মনোযোগী হয়ে তিনি হিন্দুর আচার, ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত—এই বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ' ও 'দশকর্ম-পদ্ধতি'—মাত্র এই দুখানি প্রকাশিত হয়েছে। 'ব্যবহার-তিলকে'র কোন পুথি না পাওয়া গেলেও রঘুনন্দন, মিত্র মিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিতদের গ্রন্থে ঐ গ্রন্থের শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। ভারতবর্ষের বহু পণ্ডিত তাঁর মীমাংসা-দর্শনের টীকার উল্লেখ করেছেন। আচার, ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত—জীবনচর্চার এই তিন বিভাগের শাস্ত্র-সম্মত বিধান রচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্যবহারিক জীবনে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের তর্কযুদ্ধে বা অন্য-ভাবে পরাস্ত করে তাদের বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করেন। বিভিন্ন জীবিকাবলম্বী বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে হিন্দু বর্ণাশ্রমভুক্ত করার প্রথম কৃতিত্বও তাঁর প্রাপ্য। তাঁর পদ্ধতি অনুসারে আজও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের সংস্কারাদি সম্পন্ন হয়। তিনি 'ছন্দোগ-পদ্ধতি'ও রচনা করেন। তাঁর অপর নাম 'বাল-বলভীভুজঙ্গ'। রাঢ়দেশের নানাস্থানে জলাভাব দূর করার জন্য তিনি জলাশয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ওড়িশার অনন্তবাসুদেবের মন্দির ও মন্দির-পার্শ্বস্থ সরোবর তাঁরই যত্নে নির্মিত। বিক্রমপুরে তিনি নারায়ণের মূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভুবনেশ্বরের মন্দির-গাত্রে সংলগ্ন যে শিলালিপি থেকে ভবদেব ভট্টের পরিচয় পাওয়া যায় সম্ভবত সেখানি উক্ত নারায়ণ মন্দিরেই প্রথমে স্থাপিত ছিল। [২,৩,২৬,১৫৫]

ভববিভূতি বিদ্যাভূষণ (১২৯৫-১৩৫৬ ব.) ভাটপাড়া—চব্বিশ পরগনা। পিতা সংস্কৃত মাসিক 'বিদ্যোদয়' পত্রিকার সম্পাদক হৃষিকেশ শাস্ত্রী। ভববিভূতি বঙ্গবাসী কলেজে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক ও বেদসাহিত্যে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি সামবেদের একটি সটীক সংস্করণ প্রকাশ করেন। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার লেখক ছিলেন। [৫]

ভবভূষণ মিত্র, জগদ্‌গুরু সত্যানন্দ (?-২৭.১.১৯৭০) বলরামপুর—যশোহর। স্বাধীনতা-সংগ্রামী ভবভূষণ বিখ্যাত আলীপুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত হয়েও মামলা চলাকালীন বেশ কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকতে সমর্থ হন। পরে বোম্বাই

বন্দরে গ্রেপ্তার হন এবং একটি অতিরিক্ত মামলার রায়ে তাঁর দ্বীপান্তর হয়। পরবর্তী কালে মূলত সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করলেও স্বাধীনতা আন্দোলনের বহু কর্মীকে তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রেরণা যুগিয়েছেন। [১৬]

ভবশঙ্করী। গ্রাম্য জমিদারের কন্যা। ছোটবেলা থেকেই অসিখেলা, ঘোড়ায় চড়া, তীর ছোঁড়া প্রভৃতিতে পারদর্শিনী ছিলেন। ভুরশুটের রাজা রুদ্রনারায়ণ তাঁর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিবাহ করেন। কয়েকবছর পর রাজা মারা গেলে তিনিই রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। এই সময় ভুরশুটের অধিবাসী পাঠান সর্দার ওসমান খাঁ ভুরশুট আক্রমণ করেন কিন্তু ভবশঙ্করীর বীরত্বে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। কিছুদিন পর মোগল সম্রাট আকবর বীররাণী ভবশঙ্করীকে 'রায়বাঘিনী' উপাধিতে ভূষিত করেন। [২৩]

ভবানন্দ মজুমদার (১৬শ-১৭শ শতাব্দী)। পিতা রামচন্দ্র বাগোয়ানের জমিদার নিঃসন্তান হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের পদবী ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। ভবানন্দ সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী ভাষাবিদ্ এবং শাস্ত্রজ্ঞ ও শাস্ত্রকুশলী ছিলেন। ঢাকার নবাব তাঁকে 'কানুনগো' পদ ও 'মজুমদার' উপাধি দেন। শোনা যায়, ভবানন্দ যশোহরের ভুঁইয়া প্রতাপাদিত্যের কানুনগো ছিলেন। মানসিংহ যশোহরের প্রতাপাদিত্যকে শায়েস্তা করতে এলে তিনি মানসিংহকে পথের সন্ধান দিয়ে ও মোগল সৈন্যদের রসদ দিয়ে যুদ্ধজয়ে সাহায্য করেন। প্রতিদানে বাদশাহ জাহাঙ্গীর-তাঁকে ১৬০৬ খ্রী. 'মহারাজা' উপাধি এবং বাগোয়ান প্রভৃতি কয়েকটি পরগনার জমিদারী দেন। তিনি মহারাজা ভবানন্দ রায় নাম নিয়ে নদীয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ভবানন্দ বারাণসীর অন্নপূর্ণা মূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮শ শতাব্দীতে ভবানন্দের বংশধর নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সিরাজের বিরুদ্ধে ইংরেজকে সহায়তা করে পলাশী যুদ্ধের ১২টি কামান পুরস্কার পান। ১৯শ শতাব্দীতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে সক্রিয় সহায়তা করেছিলেন নদীয়ার রাজা শ্রীশচন্দ্র রায়। [২,৩, ২৫,২৬]

ভবানন্দ শাহ (দীন)। নর্তন—শ্রীহট্ট। নর্তন গ্রাম একসময় 'শ্রীহট্টের নবদ্বীপ' ব'লে খ্যাত ছিল। সাধক কবি ভবানন্দ জাতিতে বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। পরবর্তী কালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে 'ভবানন্দ শাহ' নামে পরিচিত হন। তিনি বহু সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'হরিবংশ'। [১৮]

ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ (১৬শ শতাব্দী) নবদ্বীপ। খ্যাতনামা নৈয়ায়িক ও বৈয়াকরণ এবং রঘুনাথ শিরোমণির চারজন টীকাকারের অন্যতম। তাঁর অভ্যুদয়কাল ১৫৪০-৬০ খ্রী. মধ্যে ধরা যায় এবং সম্ভবত তিনি কৃষ্ণদাস সার্বভৌমের শিষ্য ছিলেন। তিনি শিরোমণি-রচিত আটখানি গ্রন্থের অতি-সমীচীন টীকা প্রণয়ন করেন। 'সর্বার্থসার-মঞ্জরী' তাঁর মৌলিক রচনা এবং ঐ গ্রন্থের বিভিন্ন প্রকরণসমূহের মধ্যে 'কারকচক্র' বিশেষ প্রসিদ্ধ। একসময়ে ভারতবর্ষের সর্বত্র তাঁর গ্রন্থ গৌরবের সঙ্গে অধীত হয়েছে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে গুপ্তিপাড়ার রাঘবেন্দ্র ভট্টাচার্য ও পাটলির দেবীদাস বিদ্যাভূষণ উল্লেখযোগ্য। নৈয়ায়িক মধুসূদন বাচস্পতি ও রুদ্র তর্কবাগীশ তাঁর পৌত্র। [২,৯০]

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-২০.২.১৮৪৮) নারায়ণপুর গ্রাম—উখড়া পরগনা। রামজয়। শিক্ষাগত যোগ্যতার বলে বিভিন্ন ইউরোপীয় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে এবং বিশপ রেজিন্যাল্ড প্রমুখ ইউরোপীয়দের অধীনে চাকরি করেন। ইংরেজী ও ফারসী ভাল জানতেন বলে বিশপ তাঁকে বিশেষ পছন্দ করতেন। সমাজের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি হিসাবে ১৮২৮ খ্রী. তিনি জুরী নিযুক্ত হন, কিন্তু তাঁর জীবনের প্রধান কৃতিত্ব সাংবাদিকতায়। ১৮২১ খ্রী. থেকে সাপ্তাহিক 'সংবাদ কৌমুদী' পত্রিকায় কাজ করেন। রাজা রামমোহন ও তদ্দলীয় লোকজনের সঙ্গে ধর্মমত নিয়ে বিরোধ হওয়ায় একাজ ছাড়তে বাধ্য হন। কলুটোলায় নিজে একটি মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে ৫ মার্চ ১৮২২ খ্রী. 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রকাশ করেন। রক্ষণশীল হিন্দুদের শক্তিশালী মুখপত্ররূপে পত্রিকাটি ১৮২৯ খ্রী. থেকে সপ্তাহে দু'বার প্রকাশিত হত। ১৮৩০ খ্রী. রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে ধর্মসভা প্রতিষ্ঠিত হলে ভবানীচরণ তার সম্পাদক হন। সতীদাহের বিরুদ্ধে রামমোহনের আন্দোলনের বিরোধিতা করলেও ভবানীচরণই প্রথম লোক যিনি এদেশের শিল্প-বাণিজ্যে বিদেশী অর্থ বিনিয়োগের এবং বিদেশী প্রথার বিরোধিতা করেন। এ ব্যাপারে তিনি জমিদারদের তাঁদের সম্পদ দেশের কৃষি ও শিল্প-বাণিজ্য বিস্তারে ব্যবহার করার জন্য আহ্বান জানান, কারণ অন্যথায় দেশ বিদেশী উপনিবেশে পরিণত হবে। গৌড়ীয় সমাজের সদস্যরূপে বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য কয়েকটি পাঠ্যপুস্তকের বঙ্গানুবাদ করেন। 'কলিকাতা কমলালয়', 'নববাবুবিলাস', 'দূতীবিলাস', 'নববিবিবিলাস' প্রভৃতি তাঁর রচিত গ্রন্থে তদানীন্তন কলিকাতা সমাজের দুর্নীতির আবরণ খুলে দিয়েছিলেন। প্রথমোক্ত দু'টি গ্রন্থে হিন্দু সমাজের

'বাবু' ও 'ইয়ং বেঙ্গল'দের তীব্র বিদ্রুপে জর্জরিত করেছিলেন। ভবানীচরণ-রচিত গ্রন্থগুলি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মৌলিক উপাখ্যানরূপে পরিচিত। ১৮২৫ খ্রী. রচিত 'নববাবুবিলাস' গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় প্রথম কাহিনী। প্রমথনাথ শর্মা ছদ্মনামে তিনি এটি রচনা করেন। [৩,৮]

ভবানীচরণ লাহা (১২৮৭ - ১৭.৫.১৩৫৩ ব.)। আমিরাবাদ জমিদারবংশে জন্ম। খ্যাতনামা চিত্র-শিল্পানুরাগী ছিলেন। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় তাঁর অঙ্কিত 'সীতার অগ্নিপরীক্ষা' ও পরে আরও বহু ছবি প্রকাশিত হয়েছে। তিনি আমিরাবাদে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো এবং রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলের সভ্য ছিলেন। তা ছাড়া আরও অন্যান্য বহু শিল্প-কলা ও সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। 'রূপমণি' নামক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। [৫]

ভবানী পাঠক। 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহে'র অন্যতম নায়ক। জুন ১৮৮৭ খ্রী. থেকে তাঁর ক্রিয়াকলাপের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সময় কয়েকজন ব্যবসায়ী ঢাকার সরকারী কাস্টম্‌স্‌-এর সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে অভিযোগ করে যে 'ভবানী পাঠক নামে এক দুঃসাহসী ব্যক্তি পথে তাদের নৌকা লুঠ করেছে'। তাঁর জন্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ও বরকন্দাজ প্রেরিত হলেও তাঁকে বন্দী করা সম্ভব হয় নি। তিনি ইংরেজদের দেশের শাসক বলে মানতে অস্বীকার করে দেবী চৌধুরানীর (মহিলা বিদ্রোহী দলনেত্রী) সহযোগিতায় একদল বিদ্রোহী সৈন্য নিয়ে ইংরেজ ও দেশীয় বণিকদের বহু পণ্যবাহী নৌকা লুঠ করেন। তাঁর নিরবচ্ছিন্ন আক্রমণে ময়মনসিংহ ও বগুড়া জেলার একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের শাসন-ব্যবস্থা অচল হবার উপক্রম হয়। অবশেষে লে. ব্রেনানের নেতৃত্বে পরিচালিত ইংরেজ বাহিনীর বেষ্টনীর মধ্যে অল্পসংখ্যক অনুচরসহ ভবানী পাঠক পড়ে যান। এক ভীষণ জলযুদ্ধে তাঁর দল পরাজিত হয় এবং তিনি নিহত হন। গ্লেজিয়ার সাহেবের 'রংপুর জেলার বিবরণ' গ্রন্থে তাঁকে রংপুর জেলার রাজপুর গ্রামের অধিবাসী ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। ফকির বিদ্রোহের বিখ্যাত নেতা মজনু শাহের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তাঁর দলে বহু পাঠান ও বিহারের লোক ছিল এবং একজন পাঠান ছিলেন তাঁর বাহিনীর প্রধান সেনাপতি। [২,৫৬]

ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য (১৯১৪ - ৩.২.১৯৩৫) জয়দেবপুর—ঢাকা। বসন্তকুমার। ছাত্রাবস্থায় গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দেন। বাঙলার কুখ্যাত গভর্নর অ্যান্ডারসনকে হত্যার প্রতিজ্ঞা নিয়ে ভবানীপ্রসাদ কলিকাতা ও ঢাকা থেকে আগত অপর দুই জন সঙ্গী সহ মে ১৯৩৪ খ্রী. দার্জিলিং পেঁছান। রেস গ্রাউন্ডে আক্রমণের সময় (৫.৮.১৯৩৪) ভবানী ও তাঁর দুই সঙ্গী অ্যান্ডারসনকে নিকট থেকে গুলি করেন। দুর্ভাগ্যবশত গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় এবং তাঁরা তিনজনেই ধরা পড়েন। বিচারে সঙ্গী একজনের কারাদন্ড ও দুঃখপ্রকাশ করায় অপরজনের অল্প শাস্তি এবং ভবানীপ্রসাদের মৃত্যুদন্ড হয়। রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে ভবানীপ্রসাদ ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেন। [১০,৪২,৪৩]

ভবানী বণিক (১৮শ শতাব্দী) সাতগেছে—বর্ধমান। খ্যাতনামা কবিয়াল। জাতিতে গন্ধবণিক। ভবানী বেনে নামে সমধিক খ্যাত ছিলেন। ব্যবসায়ের জন্য কলিকাতায় বসবাস করতেন। স্বভাব-কবি ছিলেন এবং গান রচনায় ও গান গাওয়ায় তাঁর সমান দক্ষতা ছিল। নিতাই দাসের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই প্রতিযোগিতা হত। তাঁদের প্রতিযোগিতাকে লোকে 'বাঘে মহিষের লড়াই' বলত। তাঁর দলে একসময় রাম বসু কৃষ্ণ-বিষয়ক ও শ্যামা-বিষয়ক গান বাঁধতেন। তিনি নিজেও বহু সখীসংবাদ ও ভক্তিতত্ত্ব-বিষয়ক গান রচনা করেছেন। [২,২৫,২৬]

ভবানী, রাণী (১১২১ - ১২০০ ব.?) ছাতিমগ্রাম—রাজশাহী। আত্মারাম চৌধুরী। স্বামী নাটোরের জমিদার রাজা রামকান্ত রায়। বাঙলাদেশে হিন্দু-ধর্ম ও ব্রাহ্মণ প্রতিপালন এবং দীনদুঃখীর দুর্দশা-মোচনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার জন্য রাণী ভবানী স্বনামধন্যা। ১১৫৩ ব. রাজা রামকান্তের মৃত্যুর পর রাণী ভবানী সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন। এই সময় নাটোর জমিদারীর বাৎসরিক আয় ছিল দেড় কোটি টাকা। নবাব-সরকারে রাজস্ব-স্বরূপ ৭০ লক্ষ টাকা দিয়ে বাকি টাকা তিনি ধর্মীয় কাজে এবং সাধারণ লোকের হিতার্থে ব্যয় করতেন। রাজকার্য পরিচালনায় তিনি দেওয়ান দয়া-রামের পরামর্শ ও সহায়তা পেয়েছিলেন। ১৭৫৩ খ্রী. তিনি কাশীধামে ভবানীশ্বর শিব স্থাপন করেন। কাশীর বিখ্যাত দুর্গাবাড়ী, দুর্গাকুন্ড এবং 'কুরুক্ষেত্রতলা' নামে জলাশয় তাঁরই কীর্তি। তিনি হাওড়া শহর থেকে কাশীধাম পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করেন। সেই প্রাচীন রাস্তাটি বর্তমানে বম্বে রোডের অংশবিশেষ। হাওড়া অঞ্চলে প্রাচীনেরা এটিকে রাণী ভবানী রোড বা বেনারস রোড বলে উল্লেখ করেন। বড়নগরে তাঁর নির্মিত ১০০টি শিবমন্দিরের ৪/৫টি এখনও বর্তমান। মন্দিরগাত্রে এক ধরনের সুষমামন্ডিত টেরাকোটা শিল্প উৎকীর্ণ যা বর্তমানে

বিরল। রাণী ভবানী মুর্শিদাবাদের নবাব সিরাজ-দ্দৌলাকে গদীচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে ইংরেজপক্ষে ষড়যন্ত্রকারীদের সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে ঘটনাচক্রে ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁর রংপুরস্থিত বাহেরবন্দ জমিদারী বলপূর্বক দখল করে কান্ত-বাবুকে দান করেন। রাণীর একমাত্র কন্যা অল্প বয়সে বিধবা হন। পুত্রসন্তান না থাকায় তিনি রাম-কৃষ্ণ নামে যাঁকে দত্তকপুত্র হিসাবে গ্রহণ করে-ছিলেন, তিনি পরে 'সাধক রাজযোগী' ব'লে খ্যাতি-লাভ করেন। রামকৃষ্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হলে রাণী তাঁর হাতে রাজ্যভার দিয়ে গঙ্গাতীরবর্তী বড়নগরে কন্যাসহ বাস করতে থাকেন। ৭৯ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। [২,৩,৭,২৩,২৫,২৬]

ভবানী সেন (১৯০৯ - ১০.৭.১৯৭২) পয়োগ্রাম —খুলনা। ভারতের সাম্যবাদী আন্দোলনের একজন বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী। ১৯২৬ খ্রী. মূলঘর হাই স্কুল থেকে ডিভিসন্যাল বৃত্তি পেয়ে প্রবেশিকা পাশ করেন। ১৯৩০ খ্রী. গ্রেপ্তার হন। দেউলীতে অন্তরীণ থাকা কালে অর্থনীতিতে এম.এ. পাশ করেন। ১৯৩৮ খ্রী. মুক্তি পেয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। রেলকর্মীদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উদ্যোক্তা। ১৯৪০ খ্রী. থেকে ১৯৪২ খ্রী. পর্যন্ত আত্মগোপন করে কৃষক আন্দোলন জোরদার করেন। এই সময় থেকেই পশ্চিমবঙ্গ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃপদ পান। ১৯৪৩ খ্রী. রাজ্য কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক ও দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন। ১৯৪৬ - ৪৭ খ্রী. কৃষকদের তে-ভাগা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নেন। ১৯৪৮ খ্রী. কলিকাতায় দলের দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে পলিটব্যুরোর সদস্য হন। ১৯৪৮ - ৫১ খ্রী. পর্যন্ত আত্মগোপন করেন। ১৯৫৫ খ্রী. পুনরায় কেন্দ্রীয় কমিটিতে ও ১৯৬১ খ্রী. কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটিতে নির্বাচিত হন। ১৯৬২ খ্রী. কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হলে সি. পি. আই.-এর রাজ্য কমিটির সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় সেক্রে-টারিয়েটে নির্বাচিত হন। ১৯৭১ খ্রী. কোচিন কংগ্রেসেও ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। সাহিত্য ও সংস্কৃতি, দলীয় মতবাদ, সমসাময়িক সমস্যা প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্লেষণমূলক রচনায় তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ছদ্মনামে রচিত রচনাবলীও সাহিত্য-জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। মস্কোতে হঠাৎ মৃত্যু। [১৬,১৭]

ভবেন্দ্রমোহন সাহা (১২৯৭ - ১৬.৭.১৩২৯ ব.) কলিকাতা। উপেন্দ্রমোহন। 'ভীম ভবানী' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। ১৪/১৫ বছর বয়সে দর্জিপাড়ার ক্ষেতু গুহের আখড়ায় কুস্তি শিক্ষা শুরু করেন। ১৯ বছর বয়সে প্রফেসর রামমূর্তির শিষ্যত্ব গ্রহণ করে রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে যান। তাঁর প্রতিভা গুরুকে ছাড়িয়ে গেলে তাঁকে রামমূর্তির দল ছাড়তে হয়। প্রফেসর কে. বসাকের হিপোড্রাম সার্কাসের সঙ্গে এশিয়া সফরে বেরিয়ে আত্মবলের পরিচয় দেন। দু'হাতে দু'টি চলন্ত মোটর গাড়ী অচল করে রেখে, সিমেন্টের পিপের উপর ৫/৭ জন লোককে বসিয়ে পিপের ধার দাঁতে চেপে শূন্যে ঘুরিয়ে, বুকের উপর ৪০ মণ পাথর চাপিয়ে তার উপর ২০/২৫ জনকে খাম্বাজ খেয়াল গাইবার অবসর দান করে সকলকে অবাক করে দিতেন। জাপানের সম্রাট মিকাডো ভবানীর শক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁকে স্বর্ণপদক ও নগদ ৭৫০ টাকা দেন। ভরতপুরের মহারাজের কথায় তিনি তিনটি চলন্ত মোটরগাড়ী টেনে রাখেন। মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের সন্তোষবিধানে হাতীশালার বুনো হাতী বুকের উপর চালান। স্বদেশী মেলার সময় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অমৃত-লাল বসু প্রভৃতির কাছে বীরত্ব প্রদর্শন করে অমৃত-লালের কাছ থেকে 'ভীমভবানী' আখ্যা পান। পশ্চিমাঞ্চলের লোকে তাঁকে 'ভীমমূর্তি' বলত। [৭,১৯,২৬,১০৩]

ভরতচন্দ্র সিংহ (? - ২৯.৯.১৯৪২) নুলুয়া-গোপালচক—মেদিনীপুর। ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগদান করেন এবং ভগবানপুর পুলিস স্টেশন আক্রমণকালে পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে মারা যান। [৪২]

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৮ ? - ১০.৮.১৯৬৬) কলিকাতা। খ্যাতনামা চিত্রাভিনেতা। ১৯২৫ খ্রী. 'লাইট অফ এশিয়া' নির্বাক চিত্রে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। সবাক চিত্রে প্রথম অভিনয় 'দেনা পাওনা' ছবিতে। পরে 'রজত জয়ন্তী', 'জীবন মরণ', 'নর্তকী', 'অভিজ্ঞান', 'পরাজয়', 'শোধবোধ', 'মৌচাকে ঢিল', 'নার্স সিসি', 'অঞ্জনগড়', 'যোগা-যোগ', 'পুষ্পধনু' প্রভৃতি ছবিতে সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। [১৭]

ভারতচন্দ্র রায় (১৭১২ - ১৭৬০) পেঁড়ো—ভুরশুট—বর্তমান হাওড়া। নরেন্দ্রনারায়ণ। ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম। অষ্টাদশ শতাব্দীর খ্যাতনামা মঙ্গল-কাব্য-রচয়িতা কবি। তাঁর পিতার প্রচুর সম্পত্তি ছিল। কিন্তু সম্পত্তির কারণে বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্রের সঙ্গে পিতা নরেন্দ্রনারায়ণের গোলযোগ শুরু হয়। তখন ভারতচন্দ্র মাতুলালয়ে আশ্রয় নেন এবং ব্যাকরণ ও অভিধানে ব্যুৎপত্তি লাভ করে ১৪ বছর বয়সে নিজ গ্রামে ফেরেন। তেজপুরের নিকটস্থ জনৈক কেশরকুনী আচার্যের কন্যাকে তিনি

স্বেচ্ছায় বিবাহ করেন। এই কারণে ভ্রাতৃগণ কর্তৃক লাঞ্ছিত হয়ে গৃহত্যাগ করেন এবং হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া গ্রামের পশ্চিমে দেবানন্দপুর-নিবাসী রামচন্দ্র মুন্সীর বাড়িতে আশ্রয় নেন; সেখানে থেকে বহু কষ্টে ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। ২০ বছর বয়সে নিজগৃহে ফিরলে ভ্রাতৃগণ তাঁকে স্বীয় সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য মোক্তারস্বরূপ বর্ধমান পাঠান। সেখানে কোনও চক্রান্তে তিনি কারারুদ্ধ হন। পরে কোনরকমে পালিয়ে কটকে যান এবং কটকের তৎকালীন মহারাষ্ট্রীয় সুবেদার শিব ভট্টের অনুগ্রহে পুরুষোত্তমধামে বাস করার অনুমতি পান। সেখানে কিছুদিন সন্ন্যাস-জীবন যাপন করেন। কিন্তু পরে আত্মীয়স্বজনের চেষ্টায় পুনরায় সংসারী হন এবং কিছুদিন পরে ফরাসডাঙ্গার দেওয়ান ইন্দ্রচন্দ্রের আশ্রয়ে বসবাসের জন্য যান। এই সময় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে সভাকবি নিযুক্ত করে কৃষ্ণনগর রাজসভায় নিয়ে আসেন। রাজার আদেশে তিনি 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করে 'রায়গুণাকর' উপাধি পান। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'বিদ্যাসুন্দর', 'রসমঞ্জরী', 'সত্যপীরের কথা', 'নাগাষ্টক' প্রভৃতি। তিনিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি এবং ভাষার লালিত্যে, ছন্দের নৈপুণ্যে ও চরিত্রচিত্রণের দক্ষতায় বাংলা-কাব্যে নূতন সুষমার প্রবর্তক। [২,৩,৭,২৫,২৬]

ভারতীপ্রাণা, প্রব্রাজিকা (জুলাই ১৮৯৪ - ৩০.১.১৯৭৩) গুপ্তিপাড়া—হুগলী। কলিকাতার বাগবাজারের বোসপাড়ায় মাতামহের গৃহে তাঁর বাল্য ও কৈশোর কাটে। পিতৃদত্ত নাম পারুল। মিশনারী স্কুলে বিদ্যাচর্চার আরম্ভ। ভগিনী নিবেদিতা ১৯০২ খ্রী. বোসপাড়া লেনে বিদ্যালয় খুললে তিনি সেখানে ভর্তি হন। ব্রাহ্মণ-কন্যা—বাল্যেই বিবাহ হয়। কিন্তু ১৭ বছর বয়সে শ্রীমা সারদামণির কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে সংসার ত্যাগ করেন। নিবেদিতার সহকর্মিণী ভগিনী সুধীরা দেবী তাঁর নূতন নাম দিলেন সরলা। ১৯১৪ - ১৭ খ্রী. পর্যন্ত তিনি লেডী ডাফরিন হাসপাতালে ধাত্রীবিদ্যা ও শুশ্রূষাকাজে শিক্ষা নেন এবং ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের পর প্রায় ৩০ বছর কাশীতে সাধনভজনে কাটান। ১৯৫৯ খ্রী. স্বামী শঙ্করানন্দ বেলুড় মঠে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস-দীক্ষা দিয়ে নাম রাখেন—প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা পুরী। ঐ বছর আগস্ট মাসে রামকৃষ্ণ-সারদা মিশন গঠিত হলে তিনি সারদা মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষা হন। কলিকাতা, দক্ষিণ ভারত ও দিল্লী মিশনের শাখাকেন্দ্রগুলি তিনি পরিদর্শন করতেন। তিনি শঙ্করানন্দের নির্দেশে দীক্ষাদানে ব্রতী হন এবং শত শত ভক্তের অধ্যাত্ম-জীবনের ভার নেন। [১৬]

ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র (৩০.১০.১৮৬৫ - ১০.৪.১৯৪৫)। আদি নিবাস কলিকাতা। মতিলাল মিত্র। পিতার কর্মস্থল উত্তরপ্রদেশে জন্ম। পিতা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ভার্জিনিয়া লক্ষ্ণৌ-এর ইসাবেলা থোবার্ন কলেজ থেকে এফ.এ. পাশ করে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন এবং ১৮৮৮ খ্রী. অনুষ্ঠিত প্রথম এম.বি. পরীক্ষায় তিনি এবং বিধুমুখী বসু পাশ করেন। কাদম্বিনী গাঙ্গুলী এই পরীক্ষায় পাশ না করলেও তাঁকে মহিলাদের স্পেশাল সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। ভার্জিনিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। ১৯০৪ খ্রী. ডা. পূর্ণচন্দ্র নন্দীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি স্বামীর মহিলা-রোগীদের দেখতেন কিন্তু নিজের নামে প্র্যাকটিস করতেন না। [৪৬,১৪৬]

ভিখন শেখ। অজ্ঞাত-পরিচয় এই মুসলমান কবি-রচিত একাধিক পদ বিভিন্ন গ্রন্থে সঙ্কলিত আছে। একটি পদের নমুনা : 'সবাই বলে রাধার পরাণ কানাই/তুমি রজনী বঞ্চিলে কোন্ ঠাঁই' [৭৭]

ভীমচরণ দাস মহাপাত্র (? - ২৭.৯.১৯৪২) লালপুর—মেদিনীপুর। কালীপদ। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণকালে বেলবাণীতে পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে মারা যান। [৪২]

ভীম জানা (? - ১৯৩০) মলিগ্রাম—মেদিনীপুর। আইন অমান্য অন্দোলনে চৌকিদারী ট্যাক্সের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে পুলিসের গুলিতে নিহত হন। [৪২]

ভীম ভবানী। দ্র. **ভবেন্দ্রমোহন সাহা**।

ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী (? - ১৩৪৭ ব.) টাকী—চব্বিশ পরগনা। রবীন্দ্রোত্তরকালের বাঙলাদেশের কবিগণের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। ওকালতি করতেন। তাঁর কবিতা বিভিন্ন পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হত। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'গোধূলি', 'রাকা', 'সিন্ধু', 'মঞ্জরী', 'ছায়াপথ' প্রভৃতি। এছাড়া গীতা ও উপনিষদের পদ্যানুবাদ করেও বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। [৫]

ভুজঙ্গভূষণ ধর। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। বিপ্লবী যুগান্তর দলের কর্মিরূপে বিভিন্ন রাজনৈতিক ডাকাতি ও বৈপ্লবিক কার্যকলাপে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ২৬.৮.১৯১৪ খ্রী. বিপ্লবের প্রয়োজনে রডা কোম্পানীর অস্ত্রলুণ্ঠন করার কাজে তিনি ছিলেন অন্যতম নেতা। আত্মোন্নতি সমিতিরও একজন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি ছিলেন। [১০]

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৪২ - ১৯১৬) শাসনগ্রাম—চব্বিশ পরগনা। বাল্যে মিশনারী স্কুলে পড়েন। পরে বারুইপুর সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে শিক্ষক

নিযুক্ত হন। 'পরিদর্শক', 'সোমপ্রকাশ', 'সংবাদ প্রভাকর' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনা ও পরিচালনা করেন। 'বসুমতী' সাপ্তাহিক হিসাবে প্রকাশিত হলে তিনি তার প্রথম সম্পাদক হন। রচিত গ্রন্থ : 'সমাজ-কুচিত্র', 'ঠাকুরপো', 'বিলাতী গুপ্তকথা', 'স্বদেশ বিলাস', 'রামকৃষ্ণচরিতামৃত', 'বাবুচোর', 'লণ্ডন রহস্য' (অনুবাদ) প্রভৃতি। [২৬]

ভুবনমোহন দাশ (১৮৪৪ - ১৩.৭.১৯১৪) বিক্রমপুর—ঢাকা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পিতা। স্বদেশপ্রেমিক ও সুলেখক ছিলেন। 'ব্রাহ্ম পাব্‌লিক ওপিনিয়ন' ও 'বেঙ্গল পাব্‌লিক ওপিনিয়ন'-এর সম্পাদক ছিলেন। শেষ-জীবন পুরুলিয়ায় ধর্ম-চর্চার মধ্যে কাটান। [২৫,২৬]

ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, মহামহোপাধ্যায় (২৫.৮. ১২৩৫ - ১৯.৪.১৩০০ ব.) নবদ্বীপ। শ্রীরাম শিরোমণি। তিনি প্রথমে পিতা ও পরে পিতৃব্য রঘুমণি বিদ্যাভূষণের কাছে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করে 'বিদ্যারত্ন' উপাধি লাভ করেন। ১২৮৮ ব. জ্যেষ্ঠ সহোদর হরমোহন তর্কচূড়ামণির মৃত্যুর পর তিনি নবদ্বীপে আমৃত্যু ন্যায়ের প্রধান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যা-নাথ তর্কবাগীশ, কোটালিপাড়ার মহামহোপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন ও জয়নারায়ণ তর্করত্ন, ফরিদপুরের গঙ্গাচরণ ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায় সীতারাম ন্যায়াচার্য শিরোমণি, রাজকুমার ন্যায়রত্ন এবং কাশীর দ্বারকানাথ ত্রিপাঠী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি 'রাধাপ্রেম-তরঙ্গিণী' নামে একখানি কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁর অনেক 'পত্রিকা' বহু স্থানে সংগৃহীত আছে। এগুলি 'ভৌবনী পত্রিকা' নামে বিখ্যাত। তিনি গদাধর ভট্টাচার্যের উত্তরপুরুষ। নৈয়ায়িক সমাজে তাঁর অসামান্য প্রতিভা ছিল। তাঁর সম্বন্ধে প্রবাদ আছে 'ভুবনান্তো গদাধরঃ'। ১৮৮৭ খ্রী. তিনি 'মহা-মহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। মহামহোপাধ্যায় মধুসূদন স্মৃতিরত্ন তাঁর অনুজ। [৯০,১৩০]

ভুবনমোহন বিদ্যার্ণব (? - ১৯৪১) বেজুরা-হবিগঞ্জ—শ্রীহট্ট। ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য। হিন্দু শাস্ত্র ও হিন্দু দর্শন অধ্যয়ন করে তিনি বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করলেও সাংবাদিক হিসাবেই তিনি খ্যাতি-মান ছিলেন। হিতবাদী পত্রিকার কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদের প্রেরণায় তিনি সাংবাদিকতার কাজে প্রবেশ করেন এবং কিছুদিন ঐ পত্রিকার সহ-সম্পাদকও ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় ১৯০৬ খ্রী. শ্রীহট্ট শহরের জাতীয় বিদ্যালয়ে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। রায়বাহাদুর দুলালচন্দ্র দেব, কালীকমল দাস প্রমুখ ব্যক্তিদের অর্থানুকূল্যে তিনি ১৯০৯ খ্রী. বাংলা সাপ্তাহিক 'দেশব্রত' প্রকাশ করেন। দু'বছর পরে শিলচরে এসে এরিয়ান ট্রেডিং কোম্পানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সুর্মা' সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। তাঁর পরি-চালনায় ১৯১৪ খ্রী. পত্রিকাটি দৈনিকে পরিণত হয়। বিপিনচন্দ্র পালের উদ্যোগে শ্রীহট্ট থেকে ১৯২০ খ্রী. প্রকাশিত জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক পত্রিকা 'জনশক্তি'র তিনি প্রথম সম্পাদক ছিলেন। তাঁর বিশেষ কোন রাজনৈতিক মতবাদ না থাকলেও তিনি যুক্তিবাদী সাংবাদিক ছিলেন। চা-বাগানের ইউরোপীয় মালিকের গুলিতে চা-শ্রমিক খারিল-এর মৃত্যু-সংক্রান্ত আলোড়নকারী ঘটনা নিয়েও তিনি পত্রিকায় লিখেছিলেন। সুবক্তা হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতার জন্য বিদ্বৎসমাজ তাঁকে 'বিদ্যার্ণব' উপাধি প্রদান করেন। কলেজীয় শিক্ষার প্রসারের কাজে তিনি কামিনী-কুমার চন্দের বিশেষ সহযোগী ছিলেন। শেষ-জীবন তিনি শিলচরে কাটিয়েছেন। [১২৪]

ভুবনমোহন রায়চৌধুরী (২২.৩.১২৩০ - আশ্বিন ১৩০১ ব.) শ্রীপুর—খুলনা। তারকচন্দ্র। ভবানীপুরের লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির স্কুলে কিছুদিন পড়েন এবং বাড়িতে উর্দু ও ফারসী শেখেন। ১২৪৭ ব. সদর দেওয়ানী আদালতের উকিল হন। পরে হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। কবিবর হেমচন্দ্রের সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ছিল। সংস্কৃত ছন্দে তিনি 'ছন্দঃকুসুম' ও 'পাণ্ডবচরিত' কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। 'ছন্দঃকুসুম' গ্রন্থে তিনি ১৮৩ রকম ছন্দ ব্যবহার করেছেন। 'পাণ্ডবচরিত' গ্রন্থটি সংস্কৃত কাব্যের মত কয়েকটি সর্গে বিভক্ত এবং প্রতি সর্গে নূতন নূতন ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। [২৫,২৬]

ভূতনাথ সাহু (১৯০৭ - ২৭.৯.১৯৪২) বামু-নাড়া—মেদিনীপুর। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশ-গ্রহণ করেন। ঈশ্বরপুরে জনতার উপর পুলিসের গুলিবর্ষণকালে আহত হন এবং ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

ভূদেবপ্রসাদ সেন, ননী (১৯০৫ - ১৯৪৬)। ছাত্রাবস্থায় ময়মনসিংহে যুগান্তর দলে যোগ দেন। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের সময় বিনা বিচারে দীর্ঘকাল কারারুদ্ধ ছিলেন। ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের সময় আত্মগোপন করে রাজনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে গেছেন। ১৯৪৬ খ্রী. সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সম্প্রীতির প্রচেষ্টাকালে আততায়ীর ছুরিকাঘাতে মারা যান। [১০]

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (২২.২.১৮২৭ - ১৫.৫. ১৮৯৪) কলিকাতা। বিশ্বনাথ তর্কভূষণ। সংস্কৃত

কলেজে পড়াশুনা করে ১৮৩৯ খ্রী. হিন্দু কলেজে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন। মেধাবী ছাত্র হিসাবে ১৮৪২ খ্রী. থেকে মাসিক ৪০ টাকা বৃত্তি পেতেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর সহপাঠী ছিলেন। ১৮৪৫ খ্রী. হিন্দু কলেজ ত্যাগ করে কিছুদিন হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়ে ও স্বপ্রতিষ্ঠিত চন্দননগর সেমিনারীতে শিক্ষকতা করেন। ১৮৪৮ খ্রী. কলিকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজী বিভাগের দ্বিতীয় শিক্ষকরূপে সরকারী শিক্ষাবিভাগে যোগ দেন এবং ক্রমে উন্নতিলাভ করে ১৮৬৪ খ্রী. স্কুলসমূহের অ্যাডিশনাল ইন্‌স্পেক্টরের পদ লাভ করেন। পরে বেঙ্গল এডুকেশন সার্ভিসের প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন এবং শেষে হাণ্টার কমিশনের সদস্য হিসাবে (এডুকেশন কমিশন) ২৩.৭.১৮৮৩ খ্রী. অবসর নেন। উক্ত সময়ের মধ্যে, ১৮৬৪ খ্রী. শিক্ষাপ্রণালী-প্রদর্শক এবং তৎসম্বন্ধীয় সংবাদপ্রদায়ক 'শিক্ষা দর্পণ' নামে দু' আনা দামের মাসিক পত্রিকা পরিচালনা এবং ১৮৬৮ খ্রী. চুঁচুড়া থেকে সরকারী পত্রিকা 'এডুকেশন গেজেট' সম্পাদনা করেন। জাতীয়তাবাদী ভূদেব সম্বন্ধে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ বলেন, 'Bhudev with his C.I.E. and 1500 a month is still anti-British'। চাকরি-জীবনের কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা—হুগলী নর্ম্যাল স্কুলের অধ্যক্ষ পদের জন্য যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হয় তাতে ১৮৫৬ খ্রী. কলেজের সতীর্থ কবি মধুসূদনকে পরাস্ত করে তিনি ঐ পদ পান। তাঁর রচিত 'স্বপ্নলব্ধ ভারতের ইতিহাস'-এ কাল্পনিক ঘটনার সাহায্যে তিনি ভারতের জাতীয় চরিত্রের দুর্বলতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরী বিনিময়' নামে দু'টি কাহিনী-সংবলিত ভূদেব-রচিত 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৭) বাংলা ভাষায় লিখিত দ্বিতীয় উপন্যাস-ধর্মী রচনা। প্রথম রচনা ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস' (১৮২৫) গ্রন্থটি। ভূদেবের ঐতিহাসিক উপন্যাসটি বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছিল। রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী : 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'আচার প্রবন্ধ', 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'পুষ্পাঞ্জলি' এবং বিদ্যালয়-পাঠ্য 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান', 'ক্ষেত্রতত্ত্ব', 'পুরাবৃত্তসার', 'বাঙলার ইতিহাস', 'ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস', 'রোমের ইতিহাস' প্রভৃতি। হিন্দী ভাষার উন্নতিবিধানে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। স্কুল পরিদর্শক থাকা কালে বিহারে বহু হিন্দী স্কুল স্থাপনে, বাংলা পুস্তকের হিন্দী অনুবাদ-করণে ও মূল হিন্দী পুস্তক রচনায় তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তাঁরই প্রস্তাবে বিহারের আদালতে ফারসীর বদলে হিন্দী প্রবর্তিত হয়। সংস্কৃত ভাষার প্রসারকল্পে তিনি পিতার নামে 'বিশ্বনাথ ট্রাস্ট ফাণ্ড' গঠন করে চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকদের বৃত্তিদান করতেন। তাছাড়াও পিতার নামে 'বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী' ও মাতার নামে 'ব্রহ্মময়ী ভেষজালয়' স্থাপন করেছিলেন। ১৮৭৭ খ্রী. তিনি সি.আই.ই. উপাধি পান। ১৮৮২ খ্রী. বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। [২,৩,৭,৮,২৫,২৬,৪৫]

ভূপতি দাস (? - ৫.১০.১৯৪২) শ্যামসুন্দর—মেদিনীপুর। কালাচাঁদ। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগদান করেন এবং ভগবানপুর পুলিস স্টেশন আক্রমণকালে পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

ভূপতি মজুমদার (১.১.১৮৯০ - ২৭.৩.১৯৭৩) পাতিলপাড়া—হুগলী। নীলমাধব। আদি নিবাস গুপ্তিপাড়া। বাল্য-শিক্ষা মায়ের কাছে। ১৯০৬ খ্রী. এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হুগলী কলেজে ভর্তি হন এবং আই.এস-সি. ও বি.এ. পাশ করেন। অতি অল্পবয়সে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দিয়ে ১৯০৬ খ্রী. কারারুদ্ধ হন। ঐ বছরই কলিকাতায় অনুষ্ঠিত 'শিবাজী উৎসবে' তিনি উপস্থিত ছিলেন। ১৯০৭ খ্রী. যাদবপুরে জাতীয় শিক্ষা পরিষদে যোগ দেন। জাতীয় কংগ্রেস, যুগান্তর দল ও স্বরাজ্য পার্টির নেতাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। আমেরিকায় ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য ১৯১১ খ্রী. তাঁকে আমেরিকা পাঠান হয়, কিন্তু আর্থিক সঙ্কটের জন্য ইউরোপ থেকে ফিরে আসেন। পরে আবার সিঙ্গাপুরের পথে আমেরিকা যান এবং ফেরবার সময় ১৯১৫ খ্রী. ইন্দোনেশিয়া দ্বীপের কাছে গ্রেপ্তার হন। ১৯২৩ খ্রী. তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ্য দলে যোগ দেন। কিছুদিন পর জাতীয় কংগ্রেসের বাঙলা শাখার সম্পাদক নির্বাচিত হন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে দীর্ঘ দিন কারারুদ্ধ থাকেন। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলন কালেও তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। দেশবিভাগের পক্ষপাতী ছিলেন না। পূর্ব-পাকিস্তানে (বর্তমান বাঙলাদেশ) তিনি নেলী সেনগুপ্তার সঙ্গে একযোগে কাজ করেন। পশ্চিমবঙ্গে ফিরে তিনি ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মন্ত্রিসভায় এবং পরে ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। এরপর দু'বার নির্বাচনে পরাজিত হয়ে ১৯৫৭ খ্রী. রাজনীতি থেকে অবসর-গ্রহণ করেন। ১৯৫৩ - ৬৩ খ্রী. পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সহ-সভাপতি ও পরে তার সভাপতি ছিলেন। এই অকৃতদার বিপ্লবী কর্মী সুবক্তা ও সঙ্গীত-রচয়িতা

ছিলেন। বেদান্ত মঠের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। [১৬,১২৪]

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় (১৯০১ - ২৪.৪. ১৯৭২) আটী—ঢাকা। গোবিন্দকিশোর। ঢাকার হেম ঘোষের নেতৃত্বে বিপ্লবী জীবন শুরু করেন। তিনি 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' বিপ্লবী দল সংগঠনে (১৯২৯) কৃতিত্ব দেখান। ঐ দলের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। ১৯৩০ - ৩৮ খ্রী. স্টেট প্রিজনাররূপে বিভিন্ন জেলে বন্দীজীবন কাটান। গান্ধীজীর সঙ্গে কথা বলার জন্য ১৯৩৮ খ্রী. তাঁকে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেলে আনা হয়। তার কিছুকাল পরে মুক্তি পান। ১৯২৮ - ৩২ খ্রী. তাঁর পরিচালিত 'বেণু' পত্রিকা যুবমহলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। বীর রমণী বিপ্লবী উজ্জ্বলা মজুমদারকে তিনি বিবাহ করেন। 'চলার পথে', 'নারী', 'সবার অলক্ষ্যে' (দু' খণ্ড), 'ভারতের সশস্ত্র বিপ্লব' প্রভৃতি তাঁর রচিত গ্রন্থে ভবিষ্যৎ ইতিহাসকার বহু উপাদান পাবেন। দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে সহযোগিতা করেন। তিনি মহাজাতি সদনের ট্রাস্টী ও বিপ্লবী নিকেতনের সহ-সভাপতি ছিলেন। সপ্তগ্রাম সর্বে-শ্বর উচ্চ বিদ্যালয় ও পল্লী নিকেতন সংস্থার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। [১৬]

ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ (১২৯৩ - ২৮.৮.১৩৪৮ ব.)। কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলের জমিদার। এই সঙ্গীতানুরাগীর বাড়িতে ভারতের সকল প্রান্তের গুণী সঙ্গীতজ্ঞগণ সমাদৃত হতেন। বঙ্গীয় সঙ্গীত সম্মিলন ও নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক এবং 'অল বেঙ্গল মিউজিক কন্-ফারেন্সে'র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ও তাঁর পুত্র মন্মথবাবুর প্রচেষ্টায় ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের (লুপ্ত ও প্রচলিত) এক বিরাট সংগ্রহ তাঁদের বাস-ভবনে আছে। রাগরাগিণীর শাস্ত্রবর্ণিত রূপের চিত্রাবলীও তাঁদের সংগ্রহশালায় দেখা যায়। [৫]

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (৪.৯.১৮৮০ - ২৫.১২. ১৯৬১) কলিকাতা। বিশ্বনাথ। অ্যাটর্নি পিতার মৃত্যুর পর আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। অগ্রজদ্বয় স্বামী বিবেকানন্দ এবং সাধক মহেন্দ্র ও মাতা ভুবনেশ্বরী তাঁকে শিক্ষাক্ষেত্রে সহায়তা করেন। কলিকাতা মেট্রোপলিটান ইন্স্টিটিউশন থেকে এণ্ট্রান্স পাশ করে উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে হিন্দুসমাজের ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। জাতীয় কংগ্রেসের কর্ণধার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নরম-পন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। বৈপ্লবিক ধারায় ইংরেজকে ভারত থেকে বিতাড়নের জন্য তিনি ১৯০২ খ্রী. ব্যারিস্টার পি. মিত্রের নিখিল বঙ্গ বৈপ্লবিক সমিতিতে যোগ দেন। এখানে তিনি যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভগিনী নিবেদিতা, অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতির সাহচর্য পান। বিপ্লবী চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়ামচর্চা ও ফ্রেন্ডস্ ইউনাইটেড ক্লাবের তিনকড়ি গোস্বামী ও তারাপদ দাসের নিকট অস্ত্রচালনা শিখতে থাকেন। মাৎসিনি ও গ্যারি-বল্ডীর আদর্শ তাঁর প্রাথমিক বৈপ্লবিক জীবনে গভীর রেখাপাত করে। অগ্রজ বিবেকানন্দের রচনাও তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। কংগ্রেসের স্বদেশী প্রচার, বিলাতীবর্জন ও বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে এই শতাব্দীর প্রথমে বাঙালী সমাজে সাড়া জাগে। এই নেতিবাচক এবং কোন সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীবিহীন আন্দোলনের দুর্বল দিক্ সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। অরবিন্দ ঘোষের সহায়তায় তিনি 'সাপ্তাহিক যুগান্তরে'র সম্পাদক হন। দেশের বৈপ্লবিক চেতনা জাগানোর জন্য এই পত্রিকাটি ছাড়াও 'সোনার বাঙলা' নামে বে-আইনী ইস্তাহার প্রকাশ করেন। ফলে রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য ১৯০৭ খ্রী. তাঁর ১ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। মুক্তির পর সহকর্মীদের পরামর্শে ছদ্মবেশে আমেরিকা যাত্রা করেন। এখানে ইণ্ডিয়া হাউসে আশ্রয় পান এবং ১৯১২ খ্রী. নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হন ও ২ বছর পর ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। ক্যালিফোর্নিয়ায় 'গদর পার্টি' ও সোশ্যালিস্ট ক্লাবের সংস্পর্শে এসে সমাজতন্ত্র-বাদে বিশেষ জ্ঞানলাভ করেন। আমেরিকায় থাকা কালে শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে তাঁকে অর্থকষ্টে দিন কাটাতে হয়েছিল। ১৯১৪ খ্রী. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর আমেরিকাস্থ ভারতীয় বিপ্লবী ধ্যানচাঁদ বর্মা এবং তিনি জার্মান প্রতিনিধিকে জানান, তাঁরা ভারতীয়দের দ্বারা গঠিত একটি স্বেচ্ছাসেবক সৈনিকের পল্টন জার্মানীর পক্ষে ইংরেজের বিপক্ষে পাঠাতে চান। উদ্দেশ্য ছিল, ইংরেজ পক্ষে ভারতীয় সিপাহীর ইউরোপে আগমনের আগেই ভারতীয়রা প্রকৃতই ইংরেজ-বিদ্বেষী এই কথা প্রচার করা। জার্মানরা এ প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করলেও গদর পার্টির নেতা রামচন্দ্র প্রস্তাবের বিরোধিতা করায় তা কার্যকরী হয় নি। এই সময়ে বিপ্লবী আন্দোলনকে জোরদার করতে তিনিও অন্যান্য ভারতীয় বিপ্লবীদের মত বার্লিনে আসেন। ১৯১৬ - ১৮ খ্রী. তিনি ঐতিহাসিক বার্লিন কমিটির সম্পাদক ছিলেন। ১৯১৫ খ্রী. মে বা জুন মাসে তিনি ছদ্মবেশে দক্ষিণ ইউরোপে পৌঁছান। বার্লিন কমিটির অনুরোধে জার্মান সরকার তাঁকে গ্রীস থেকে বার্লিনে আনেন। তাঁর

নেতৃত্বে বার্লিন কমিটি তাঁদের কর্মক্ষেত্র পশ্চিম এশিয়ায় বিস্তৃত করেন। এইসব অঞ্চলে অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল কাজে যেসব বীর ভারতবাসী প্রাণ দিয়েছেন বা লিপ্ত ছিলেন তাঁদের তথ্যাদির প্রামাণিক চিত্র ভূপেন্দ্রনাথ নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমাজ-তত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের গবেষণা চালিয়ে ১৯২৩ খ্রী. হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টরেট' পান। ১৯২০ খ্রী. জার্মান অ্যান্থ্রোপলজিক্যাল সোসাইটি ও ১৯২৪ খ্রী. জার্মান এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ছিলেন। ১৯২১ খ্রী. তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্ত-র্জাতিকের আহ্বানে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি মস্কোতে আসেন। এই অধিবেশনে মানবেন্দ্র-নাথ রায় ও বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত উপস্থিত ছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ সোভিয়েট নেতা লেনিনের নিকট ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও রাজনীতিক পরিস্থিতি নিয়ে একটি গবেষণাপত্র প্রদান করেন। ১৯২২ খ্রী. জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে ভারতের শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের একটি কর্মসূচী পাঠান। ১৯২৭-২৮ খ্রী. তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির এবং ১৯২৯ খ্রী. নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য হন। ১৯৩০ খ্রী. কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে শ্রমিক ও কৃষকদের মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব নেহেরুকে দিয়ে গ্রহণ করান। এছাড়া বহু শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব করেন। ১৯৩৬ খ্রী. থেকে ভারতের কৃষক আন্দোলনে যুক্ত থেকে বঙ্গীয় কৃষক সভার অন্যতম সভাপতি এবং দুইবার অখিল ভারত ট্রেড ইউ-নিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি হন। আইন অমান্য আন্দোলনে দুইবার কারাবরণ করেন। সমাজ-বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, সাহিত্য, বৈষ্ণবশাস্ত্র, হিন্দু আর্যশাস্ত্র, মার্ক্সীয় দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল। বাংলা, ইংরেজী, জার্মান, হিন্দী, ইরানী প্রভৃতি ভাষায় তাঁর বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে। গণ-সংস্কৃতি সম্মেলন, সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি প্রভৃতি নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস', 'যুগসমস্যা', 'তরুণের অভিযান', 'জাতিসংগঠন', 'যৌবনের সাধনা', 'সাহিত্যে প্রগতি', 'ভারতীয় সমাজপদ্ধতি' (৩ খণ্ড), 'আমার আমেরিকার অভিজ্ঞতা' (৩ খণ্ড), 'বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব', 'বাংলার ইতিহাস', 'Dialectics of Hindu Ritualism', 'Dialectics of Land Economics of India', 'Vivekananda the Socialist' প্রভৃতি। [৩,৪, ১০,১০৫,১০৮,১২৪]

ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৮৬? - ২১.৪. ১৩৪৫ ব.)। মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশনে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। ছাত্রাবস্থায় প্রধানত তাঁরই উৎসাহে ঐ কলেজে বাংলা ও ইংরেজী নাটক অভিনীত হত। তিনি ইংরেজী ও বাংলায় ভাল অভিনয় করতে পারতেন। কলিকাতায় শৌখীন নাট্যসম্প্রদায়ের অন্যতম প্রবর্তক এবং ফ্রেন্ডস্ ড্রামাটিক ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বাঙলার বহু শৌখীন পেশাদার অভিনেতা তাঁর শিষ্যস্থানীয় ছিলেন। মহাকবি গিরিশচন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তিনি নাট্যরচনা শুরু করেন। তাঁর রচিত বহু নাটক কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে দীর্ঘকাল অভিনীত হয়েছে। তাঁর নাটকে জাতীয়তার ভাব পরিলক্ষিত হয়। কৌতুকপূর্ণ নাট্যরচনাতেও খ্যাতি ছিল। উল্লেখযোগ্য নাটক : 'শাঁখের করাত', 'ভূতের বিয়ে', 'পেলারামের স্বাদেশিকতা', 'কেলোর কীর্তি', 'বেজায় রগড়', 'কলের পুতুল' প্রভৃতি। এছাড়াও শৌখীন সম্প্রদায়ের জন্য 'অভিনয় শিক্ষা' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। [৫]

ভূপেন্দ্রনাথ বসু (১৮৫৯-১৬.৯.১৯২৪) কলিকাতা। রামরতন। পৈতৃক নিবাস—খানাকুল-কৃষ্ণনগর। ১৮৭৫ খ্রী. কৃষ্ণনগর স্কুল থেকে প্রবে-শিকা ও ১৮৮০ খ্রী. প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন এবং অ্যাটর্নি পরীক্ষার নিমিত্ত শিক্ষানবীশ হন। শিক্ষানবীশ থাকা কালেই ১৮৮১ খ্রী. ইংরেজী সাহিত্যে অনার্সসহ এম.এ. পাশ করেন। ১৮৮৩ খ্রী. অ্যাটর্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আইন ব্যবসায়ে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেন। রাজনৈতিক জীবনে স্যার সুরেন্দ্রনাথের অনুগামী ছিলেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার ও সভাপতি হয়েছিলেন। ১৮৯৮ খ্রী. সরকারের কাজে বিরক্ত হয়ে অপর ২৬ জনের সঙ্গে সুরেন্দ্র-নাথের নেতৃত্বে কর্পোরেশন ত্যাগ করেন। এই সময়ে তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯০৫ খ্রী. ময়মনসিংহ প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি হন। ১৯০৬ খ্রী. বরিশালে বাঙলা প্রাদেশিক সম্মেলনে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ-নীতির প্রবল বিরোধিতা করেন। ১৯১১ খ্রী. কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং ১৯১৪ খ্রী. কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনের সভাপতি হন। তিনবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন এবং ১৯১৬ খ্রী. ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে যোগদান করেন। ১৯১৭ খ্রী. ভারত-সচিবের বেসরকারী পরামর্শদাতারূপে বিলাত যান এবং কিছুকাল সহকারী ভারত-সচিবের কাজ করেন। এই সময়ে মন্টেগু সাহেবের শাসন-সংস্কার আইন প্রণয়নে বিশেষ সহায়তা করে-

ছিলেন। ১৯২২ খ্রী. ভারত সরকারের প্রতিনিধি-রূপে জেনেভা কন্‌ফারেন্সে যোগ দেন এবং পরের বছর রয়াল কমিশনের সদস্য হন। এই কাজের শেষে বাঙলা সরকারের শাসন-পরিষদের সদস্য এবং জীবনের শেষ বছর স্যার আশুতোষের মৃত্যুর পর (১৯২৪) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হয়েছিলেন। তিনি বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল্‌স্‌, বেঙ্গল হোসিয়ারী কোম্পানী, বেঙ্গল পটারী ওয়ার্ক্‌স প্রভৃতি দেশীয় সংস্থা ও সমাজ-হিতকর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে নাইট উপাধি প্রদান করে। [৩,৫,৭,২৫,২৬,১২৪]

ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, স্যার (১৮৭৫ - ২৫.২.১৯৪৩)। তিনি এম.এ. পাশ করে প্রথমে সামান্য বেতনে চাকরিতে ঢুকে কর্মশক্তির দ্বারা ১৯১৫ খ্রী. যুদ্ধ-সংক্রান্ত হিসাবের কন্ট্রোলার ও ১৯১৯ খ্রী. মিলিটারী অ্যাকাউন্টান্ট হন। ১৯২৪ খ্রী. থেকে ১৯৩০ খ্রী. পর্যন্ত বড়লাটের শাসন-পরিষদের অন্যতম সদস্য এবং ১৯৩১ খ্রী. থেকে অক্টোবর ১৯৩৬ খ্রী. পর্যন্ত বিলাতে হাই কমিশনার ছিলেন। [৫]

ভূষণচন্দ্র জানা (১৯১০ - অক্টোবর ১৯৪২) পাইকপাড়া—মেদিনীপুর। নীলমণি। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে তমলুকের শঙ্করাড়া রাজ পুলিস স্টেশন অভিযানের সময় পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

ভূষণ সামন্ত (? - ২৯.৯.১৯৪২) বেনোদ্যার—মেদিনীপুর। ভীখন। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং ভগবানপুর পুলিস স্টেশন আক্রমণকালে পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

ভেরা নভিকভা, 'রবি-প্রভা' (১৯১৮ - ১০.৪.১৯৭২) রাশিয়া। ভারত-সোভিয়েট সংস্কৃতিগত মৈত্রী-বর্ধনে ও সোভিয়েট দেশে রবীন্দ্রচর্চার ব্যাপকতা প্রসারে তাঁর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৫ খ্রী. তিনি লেনিনগ্রাদ রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ে ভারতীয় বিভাগে ভর্তি হয়ে বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন। বঙ্কিম-সাহিত্য গবেষণা করে তিনি ডক্টরেট উপাধি পান। তাঁর সর্বপ্রধান কীর্তি রবীন্দ্র-নাথের বহু গ্রন্থ মূল বাংলা থেকে রুশ ভাষায় অনু-বাদ করা। 'নৌকাডুবি', 'গোরা', 'ঘরে বাইরে' প্রভৃতি উপন্যাস, গল্পগুচ্ছের বহু গল্প, 'রাশিয়ার চিঠি' ইত্যাদি তাঁর অনুবাদ-কর্মের স্মরণীয় স্বাক্ষর। সাম্প্রতিক কালের বহু বাঙালী কবির কবিতাও তিনি অনুবাদ করেছেন। তিনি কয়েকবার কলিকাতা এসেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' প্রদান করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনি বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। [১৪৮]

ভেলা সা। বালাগঞ্জ—শ্রীহট্ট। তাঁর রচিত 'খবর নিশান' নামক একটি সঙ্গীত গ্রন্থ ও ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ আছে। তাঁর রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক একটি সঙ্গীতের নমুনা—'...পায়েতে নূপুর শোভে গলে শোভে হার/চলিলা সুন্দরী রাধে জল ভরিবার'। [৭৭]

ভৈরবচন্দ্র তর্কপঞ্চানন। (১১৯৯? - ১২২৩ ব.) সোনারগাঁ—ঢাকা। রামসন্তোষ তর্কভূষণ। তিনি নবদ্বীপে কিছুকালমাত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রের বিচারে কখনও পরাজিত হন নি। সুসঙ্গের রাজা রাজসিংহের এক উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হয়ে তিনি সুপ্রসিদ্ধ অভয়ানন্দের সঙ্গে এক বিচারে প্রবৃত্ত হন এবং জয়ী হয়ে রাজপুরস্কৃত হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করে ফিরে অল্পকাল পরেই মারা যান। সোনারগাঁর তদানীন্তন এক 'কবি' কুশাই দাস গান বেঁধেছিলেন—'সুসঙ্গ রাজার বাড়ি, বিচার করি, দ্বারে বাঁধল হাতী/তার মধ্যে পড়ে কত গণ্ডার রক্ষা পেল জাতি/সে যে ভৈরবচন্দ্র তর্কপঞ্চানন, সশরীরে স্বর্গে গেল করে রথে আরোহণ/কাঁদলে কি আর পাবে রে সে জন'। [১০]

ভৈরবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ভট্টপল্লীর নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণ ভৈরবচন্দ্র ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হিজলী কাঁথির লবণ কুঠির শহর-আমিন ছিলেন এবং প্রভূত অর্থ ও সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন। ফারসী ভাষায় তাঁর অসাধারণ অধিকার ছিল ; সেজন্য তিনি 'মৌলবী মুখুয্যে' নামে খ্যাত ছিলেন। 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর অন্যতম খ্যাতনামা নেতা দক্ষিণারঞ্জন তাঁর পৌত্র। [১৯]

ভৈরব মাঝি (? - ১৮৫৬) ভাগনাদিহি—সাঁওতাল পরগনা। নারায়ণ। সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রধান নায়ক সিদু ও কানুর ভাই ভৈরব মাঝি বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়ে ভাগলপুরের কাছে ইংরেজ সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন। [৫৬]

ভৈরব হালদার। সিঙ্গুর—হুগলী। ১৯শ শতাব্দীতে যাত্রা-সাহিত্যকে যাঁরা পরিপুষ্ট করে-ছিলেন ভৈরব তাঁদের অন্যতম। তাঁর 'বিদ্যাসুন্দর পালা' সমধিক প্রসিদ্ধ। [২]

ভৈরবীচরণ (১৮শ শতাব্দী) আন্দুল—হাওড়া। রূপরাম ন্যায়বাগীশ। আন্দুলের নপাড়ি বন্দ্য-বংশীয় পণ্ডিতদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কীর্তিশালী ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আন্দুল 'দক্ষিণ নবদ্বীপ' নামে খ্যাতিলাভ করেছিল। স্থানীয় জমিদার বসুমল্লিক ও রাজা রামলোচন রায়-গোষ্ঠীর পোষকতায় এই বিদ্যাস্থানে বহু

শাস্ত্রের অনুশীলন হয়। ভৈরবীচরণের পৌত্র রাম-নারায়ণ তর্করত্ন আন্দুল বিদ্যালয় স্থাপনে অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। 'সাংখ্যতত্ত্ববিলাস' ও 'আগমতত্ত্ব-বিলাসে'র রচয়িতা রঘুনাথ তর্কবাগীশ তাঁর প্রপিতামহ ছিলেন। [৯০]

ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৪?-২৮.১.১৯১৬) চৌগরা-তারকেশ্বর—হুগলী। অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। দেশসেবার ব্রত নিয়ে চৌদ্দ বছর বয়সে দলনেতার নির্দেশে পেনাং যান। সেখানে গিয়ে চাষী-মজুরদের মধ্যে কাজ করার জন্য তাদের সঙ্গে মিশে কারখানায় মিস্ত্রীর কাজে যোগ দেন। অল্প কিছু টাকা নিজে রেখে বাকি টাকা পার্টিতে জমা দিতেন। পেনাং ও শ্যামের বিভিন্ন অঞ্চলে অক্লান্ত চেষ্টায় কর্মকেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে তিনি নভেম্বর ১৯১৪ খ্রী. কলিকাতায় আসেন এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব-আন্দোলনের প্রস্তুতির জন্য জার্মানীর সঙ্গে যোগাযোগ-রক্ষার ও ভারতে মালপত্র প্রেরণের কাজে যুক্ত হন। ১৯১৫ খ্রী. বাঘা যতীনের আদেশে মার্টিনের (মানবেন্দ্রনাথ) খবর নিতে পর্তুগীজ অধিকৃত গোয়ায় যান (১৭.১২.১৯১৫) এবং সেখানে গিয়ে মার্টিনকে টেলিগ্রাম করেন। গোয়ায় তাঁর সঙ্গে বিপ্লবী বিনয়ভূষণ দত্তও গিয়েছিলেন। এই সময় ব্রিটিশ গোয়েন্দার নির্দেশে পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩ আইন অনুসারে তাঁকে পুনা জেলে আটক রাখা হয়। বিপ্লবী পরিকল্পনার খবর আদায়ের জন্য পুলিস তাঁর উপর অমানুষিক অত্যাচার চালায়। ফলে তিনি জেলেই মারা যান। [৩৬,৪২,৪৩,৫৪,৭০,১৩৯]

ভোলানাথ চন্দ্র (১৮২২-১৭.৬.১৯১০) কলিকাতা। রামমোহন। সুবর্ণ বণিক পরিবারে জন্ম। জন্মের পূর্বেই পিতার মৃত্যু হওয়ায় তিনি মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন। মাতামহ এন. সি. সেন ঢাকায় ইংরেজ রেসিডেন্টের দেওয়ান ছিলেন। ১৮৩০ খ্রী. ওরিয়েন্টাল সেমিনারী ও পরে ১৮৩২ খ্রী. হিন্দু কলেজে ভর্তি হন এবং ১৮৪২ খ্রী. পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। সতীর্থদের মধ্যে ছিলেন কিশোরীচাঁদ মিত্র, মাইকেল মধুসূদন, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। শিক্ষা শেষ করে ১৮৪৩ খ্রী. হাওড়ার হাউম্যান অ্যান্ড কোম্পানীতে শিক্ষানবীশ হয়ে ঢুকে ১৮৪৫ খ্রী. ঐ কোম্পানীর চিনির কলের এজেন্ট হিসাবে ৩০ বছর ছিলেন। ব্যবসায় শুরু করেও সাহিত্য-সাধনাকেই জীবনের পথ হিসাবে গ্রহণ করেন। তাঁর সমস্ত রচনাই ইংরেজীতে রচিত। ১৮৬৬-৬৭ খ্রী. রচিত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ধারাবাহিকভাবে 'Saturday Journal' পত্রিকায় প্রকাশ করতে থাকেন। তাঁর রচনাবলী মারফত বাঙলার তৎকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত ভ্রমণবৃত্তান্তই টাল্‌বয়েস হুইলার সাহেবের ভূমিকাসহ 'Travels of a Hindoo' নামে ১৮৬৯ খ্রী. ইংলণ্ডে প্রকাশিত হয়। ইতিহাস ও গবেষণামূলক রচনা তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গণিত-বিজ্ঞানের সাহায্যে 'অন্ধকূপ হত্যার বিবরণ' নিছক রটনা—একথা তিনিই প্রথম বলেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও বিহারীলাল সরকার তাঁর বহু পরবর্তী। দেশী শিল্পের সর্বনাশের ফলে দারিদ্র্য-বৃদ্ধির প্রতিকারকল্পে তিনিই প্রথম ইংল্যাণ্ডের পণ্য বর্জন করার প্রস্তাব করেন (১৮৭৪)। আয়ার্ল্যাণ্ডে 'বয়কট' শব্দ তখনও জনপ্রিয় হয় নি। তিনি দুই খণ্ডে রাজা দিগম্বর মিত্রের জীবনচরিত এবং পাঁচ খণ্ডে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জ্ঞান ও গবেষণার পরিচায়ক 'A Voice for the Commerce and Manufactures of India' গ্রন্থ রচনা করেন। কেউ কেউ মনে করেন, এই গ্রন্থ থেকেই প্রথম স্বদেশী আন্দোলন ও বিদেশী বর্জনের বীজ সঞ্চারিত হয়। ব্রিটিশরাজ কর্তৃক অর্থনৈতিক শোষণ এবং জাতীয় অর্থনীতি সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার কথা তিনিই প্রথম বলেন। [৪,৭,৮,২৫,১৩৯]

ভোলানাথ দত্ত (১৮৪৭-১৯০৮)। কলিকাতার শোভাবাজার অঞ্চলে দ-পাড়ার দত্ত বংশে জন্ম। জন্মের পূর্বেই পিতার মৃত্যু হয়। আর্থিক দুরবস্থার জন্য ১০ বছর বয়সে তিনি চীনা বাজারের এক কাগজ-বিক্রেতা ঠাকুরদাস নাগের দোকানে চাকরি গ্রহণ করেন। পরে তিনি চীনা বাজারে নিজস্ব কাগজের দোকান খোলেন (১৮৬৬)। ১৯০৬ খ্রী. 'জে. এন. পাল' নামে দোকান ও ১৯০৭ খ্রী. হ্যারিসন রোডে 'ভোলানাথ দত্ত' নামে দোকানের উদ্বোধন করেন। তাঁরই উদ্যোগে ১৮৭১ খ্রী. চীনা বাজারের কাগজ-ব্যবসায়ীদের নিয়ে 'পেপার মার্চেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন' গঠিত হয়। [১৭]

ভোলানাথ বসু (১৮২৫-২২.৯.১৮৮২) চানক—চব্বিশ পরগনা। রামসুন্দর। গ্রাম্য পাঠশালায় কিছুদিন অধ্যয়নের পর ১৮৩৫ খ্রী. লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড-প্রতিষ্ঠিত ব্যারাকপুর বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ভোলানাথ নিজ গুণে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের স্নেহভাজন হয়েছিলেন। ১৮৪০ খ্রী. অক্‌ল্যাণ্ড নিজেই ভোলানাথকে কলিকাতায় নব-প্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করান। ১৮৪৫ খ্রী. প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংল্যাণ্ড যাবার সময় মেডিক্যাল কলেজের ২ জন উপযুক্ত ছাত্রকে বৃত্তি দিয়ে সঙ্গে নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে ভোলানাথ ও গোপাললাল শীল

এই বৃত্তি পান। এইসঙ্গে আরও ২ জন—গুডিভ চক্রবর্তী সরকারী অর্থে এবং দ্বারকানাথ বসু জনসাধারণের অর্থে বিলাত গিয়েছিলেন। বিলাতে থাকাকালীন উদ্ভিদ্‌বিদ্যার পরীক্ষায় ভোলানাথ ৭০ জনের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করে উচ্চ প্রশংসাপত্র ও পুস্তক উপহার পান এবং বহু পদক ও উচ্চ প্রশংসাপত্রসহ এম.ডি. উপাধি পেয়ে ১৮৪৮ খ্রী. ভারতে ফেরেন। ভারতবাসীদের মধ্যে, কি এদেশে কি বিদেশে, তিনিই লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম.ডি.। দেশে ফিরে প্রথমে কলিকাতা সুকিয়া লেনের ডাক্তারখানা ও হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক হন এবং দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের সময় (১৮৪৯) সেনা-দলের চিকিৎসক হয়ে পাঞ্জাবে যান। কিছুকাল পরে সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় তিনি ফীল্ড ফোর্সের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ক্রমে জেলের তত্ত্বাবধায়ক এবং অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় ১৮৭৬ খ্রী. ইংল্যাণ্ডে যান। এই সময়ে তিনি 'Principles of Rational Therapeutics : An Enquiry into the Respective Value of Quinine and Arsenic Ague', এবং 'A New System of Medicine Entitled Recognizant Medicine on the State of the Sick' নামে দু'খানি গ্রন্থ রচনা করেন। মৃত্যুর পর তাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁর সমস্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে দান করা হয় এবং জন্মস্থানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। [৫,২৫,৩৬]

ভোলানাথ ব্রহ্মচারী (১৯০১ - ২৭.৬.১৯৭৩) চব্বিশ পরগনা। সুন্দরবন প্রজা মঙ্গল সমিতির সম্পাদক ও বিধান সভার প্রাক্তন নির্দলীয় সদস্য ছিলেন। [১৬]

ভোলানাথ মাইতি (২৭.৯.১৯০১ - ২৯.৯.১৯৪২) বক্‌সীচক—মেদিনীপুর। গোবিন্দচরণ। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে মহিষাদল পুলিস স্টেশন আক্রমণকালে পুলিসের গুলিতে মারা যান। [৪২]

ভোলানাথ রায় (১২৯৭ - ১৩৩৯ ব.)। খ্যাত-নামা যাত্রা-পালাকার। রচিত নাটক : 'পঞ্চনদ', 'দাক্ষিণাত্য', 'ধনুর্যজ্ঞ', 'পৃথিবী' প্রভৃতি। [১৪৯]

ভোলা ময়রা (১৮শ/১৯শ শতাব্দী) কলিকাতা। কৃপারাম। প্রখ্যাত সুরসিক কবিয়াল। পুরা নাম ভোলানাথ মোদক। বাগবাজার অঞ্চলে তাঁর মিষ্টির দোকান ছিল। বাল্যে পাঠশালায় সামান্য লেখাপড়া শিখলেও সংস্কৃত, ফারসী ও হিন্দী ভাষায় তাঁর চলনসই জ্ঞান ছিল। পুরাণাদি ধর্মশাস্ত্রেও কিছু অধিকার ছিল। কবির দল গড়ার আগেও তিনি বহু রসোত্তীর্ণ কবিতা রচনা করেছিলেন। সমাজের ত্রুটির প্রতি নির্দেশ করে রচিত এই কবিয়ালের শ্লেষপূর্ণ কবিতার বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলে-ছিলেন, 'বাঙলাদেশের সমাজকে সজীব রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে রামগোপাল ঘোষের ন্যায় বক্তা, হুতুম পেঁচার ন্যায় লেখক এবং ভোলা ময়রার ন্যায় কবিওয়ালার প্রাদুর্ভাব বড়ই আবশ্যক'। সে যুগের বিখ্যাত কবিয়াল হরু ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য ভোলা ময়রার প্রতিপক্ষ ছিলেন রাম বসু, যজ্ঞেশ্বর দাস প্রমুখ কবিয়ালগণ। কবিয়াল এন্টনি ফিরিঙ্গিও তাঁর সমসাময়িক ছিলেন। হরু ঠাকুর স্বয়ং ভোলা ময়রার গান বেঁধে দিতেন। [২,৩,৭,২৫,২৬]

মকরন্দ রায়—শ্রীহট্ট। শ্রীহট্টের ভট্ট-কবিদের মধ্যে মকরন্দ এবং জয়চন্দ্র ভট্ট শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। লোকশিক্ষার প্রচারে ভট্ট-কবিদের অবদান যথেষ্ট। তাঁরা মুখে মুখে গান ও কবিতা রচনায় অভ্যস্ত ছিলেন। জয়চন্দ্র পদ্মাপারের রাজনগরের রাজকবি ছিলেন। পদ্মার জলস্রোতে রাজনগরের ধ্বংসলীলা দেখে জয়চন্দ্র আবেগপূর্ণ হৃদয়ে 'বিষাদ সঙ্গীত' রচনা করেন। [১৮]

মঙ্গল। খানাকুল-কৃষ্ণনগর—হুগলী। ১৯শ শতাব্দীর পশ্চিম বাঙলার বিখ্যাত যাত্রাওয়ালাদের অন্যতম। [২]

মজনু শাহ (১৮শ শতাব্দী)। উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক। কেউ কেউ বলেন, বাঙলাদেশের বগুড়া জেলার মহাস্থানগড় নামক স্থানে এসে স্থায়িভাবে বাস করার আগে মজনু শাহ বিহার ও অযোধ্যার সীমান্তবর্তী মাখনপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীর শেষ দিকে মজনু শাহের পরিচালনায় আড়াই হাজার বিদ্রোহী সৈন্য বিরাট ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হলে তিনি মহাস্থানগড়ের সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় নেন। পরে বিদ্রোহের প্রয়োজনে বিহারে যান। নাটোরের রাণী ভবানী বিদ্রোহে যোগদানের আবেদনে সাড়া না দেওয়ায় মজনুর নেতৃত্বে ১৭৭২ খ্রী. নাটোর অঞ্চলে বিদ্রোহীরা সক্রিয় হয়ে ওঠে। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে মজনু উত্তরবঙ্গে ফিরে এসে ছত্রভঙ্গ বিদ্রোহীদের সঙ্ঘবদ্ধ করার ও নূতন লোক সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন। দিনাজপুর জেলায় তাঁর উপস্থিতির সংবাদে শাসকগণ ভীত হয়ে জেলার রাজস্বের সংগৃহীত অর্থ শহরের সুরক্ষিত ঘাঁটিতে স্থানান্তরিত করে। ১৪ নভেম্বর ১৭৭৬ খ্রী. ইংরেজবাহিনী গোপনপথে ব্রহ্মপুত্রতীরে মজনুর ঘাঁটি আক্রমণ করলে মজনু অনুচরসহ জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যান। ইংরেজসেনা তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করলে মজনু সদলে অতর্কিতে পাল্টা আক্রমণ

চালিয়ে শত্রুসৈন্য পর্যুদস্ত করে গভীর জঙ্গলে আত্মগোপন করেন। এইসময় সন্ন্যাসী ও ফকিরদের আত্মকলহ সশস্ত্র রূপ ধারণ করে। ১৭৭৭ খ্রী. বগুড়া জেলায় একদল সন্ন্যাসীর সঙ্গে মজনুর ফকির সম্প্রদায়ের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। এইভাবে মজনু প্রায় তিন বছর ধরে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে সৈন্যসংগ্রহের জন্য সন্ন্যাসী ও ফকিরদের পুনরায় সংঘবন্ধ করতে চেষ্টা চালান এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে বগুড়া, ঢাকা এবং ময়মনসিংহের বহু অঞ্চলের জমিদারদের কাছ থেকে 'কর' আদায় ও বহু স্থানে ইংরেজ সরকারের কোষাগার লুণ্ঠন করেন। অনুচরদের ওপর তাঁর কঠোর নির্দেশ ছিল তাঁরা যেন জনসাধারণের উপর কোন প্রকার অত্যাচার বা বলপ্রয়োগ না করে এবং জনসাধারণের স্বেচ্ছার দান ব্যতীত কিছুই গ্রহণ না করে। শত্রুপক্ষের বিপুল আয়োজন সত্ত্বেও মজনু ও তাঁর অনুচরগণ সমগ্র উত্তরবঙ্গ, ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রবল বিক্রমে কাজ চালিয়ে যান। ২৯ ডিসেম্বর ১৭৮৬ খ্রী. পাঁচশত সৈন্যসহ মজনু বগুড়া জেলা থেকে পূর্বদিকে যাত্রা করার পথে কালেশ্বর নামক স্থানে ইংরেজ বাহিনীর সম্মুখীন হন। এই যুদ্ধে মজনু মারাত্মকভাবে আহত হলে তাঁর অনুচরেরা রাজশাহী ও মালদহ জেলা অতিক্রম করে বিহারের সীমান্তে যায়। মাখনপুর নামে এক অখ্যাত পল্লীতে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের এই শ্রেষ্ঠতম নায়কের কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে। [৫৬]

মণি পাল (১৩১৬?-২০.৬.১৩৭৫ ব.)। কলিকাতা কুমারটুলী অঞ্চলের একজন খ্যাতনামা ভাস্কর ও মৃৎশিল্পী। তাঁর সৃষ্ট বহু বিখ্যাত মূর্তি ও ভাস্কর্য তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেয়। [৪]

মণিবেগম (?-১৮১২)। বাঙলার নবাব মীরজাফরের অন্যতমা পত্নী। প্রথম জীবনে দিল্লী শহরের নর্তকী ছিলেন, পরে মুর্শিদাবাদে এসে নবাবের নজরে পড়ে নবাব-বেগম হন। মীরজাফরের রাজত্বকালে মণিবেগম তাঁকে অনেক বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। মীরজাফরের মৃত্যুর পর একে একে তাঁর নাবালক তিন পুত্র সিংহাসনে বসলে তিনি অভিভাবিকারূপে রাজকার্য চালাতেন। ১৭৭৫ খ্রী. নন্দকুমারের ফাঁসির পর ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁকে একলক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি দিয়ে পদচ্যুত করে রেজা খাঁকে ঐ পদে বসান। ক্লাইভ ও হেস্টিংস তাঁকে অনুগ্রহ করতেন। দানশীলতার জন্য তাঁকে 'মাদার-ই-কোম্পানী' বলা হত। তিনি কোম্পানীর প্রথম বৃত্তিভোগী ছিলেন। ১৭৬৭ খ্রী. তিনি মুর্শিদাবাদের চক মসজিদ নির্মাণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর কোম্পানী তাঁর বয়সের সংখ্যানুসারে তোপধ্বনি করবার আদেশ দিয়েছিল। মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির জন্য প্রধানত তিনিই দায়ী ছিলেন। [২,২৫,২৬]

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৮-১৯২৯)। আদি নিবাস বিক্রমপুর—ঢাকা। অবিনাশচন্দ্র। বিশিষ্ট সাহিত্যিক। সাহিত্য-পত্রিকা 'ভারতী'-র বহুকাল সম্পাদক ছিলেন। 'মনে মনে', 'মহুয়া', 'জাপানী ফানুস', 'জলছবি', 'ভুতুড়ে কাণ্ড', 'কল্পকথা', 'আলপনা' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে তিনি বাংলা সাহিত্যে বিশেষ আসন অধিকার করেছেন। নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের সংস্রবে এসে নৃত্যাদি পরিচালনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের জামাতা ছিলেন। [৩,৭]

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৯২?-৩০.৪.১৩৭০ ব.)। বাংলা সাহিত্য ও নাট্যজগতের সেবা করে প্রভূত সম্মান ও খ্যাতি অর্জন করেন। বিখ্যাত নাট্য-বিষয়ক সাময়িকী 'নাট্যমন্দির' এবং 'সাপ্তাহিক বসুমতী' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে তিনি যথেষ্ট বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেন। তাঁর রচিত বহু নাটক অভিনীত হয় এবং 'স্বয়ংসিদ্ধা' চলচ্চিত্ররূপে দর্শকচিত্ত জয় করে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'গিরিশ অধ্যাপক' নিযুক্ত করেছিলেন। [৪]

মণি লাহিড়ী (?-২৮.৯.১৯৩২) কলিকাতা। বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন। স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার সম্পাদক অ্যালফ্রেড ওয়াট্‌সন বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে যে-কোন ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাত ও বিপ্লবীদের সম্বন্ধে অসম্মানজনক মন্তব্য প্রকাশ করত। প্রতিবাদে ৫.৮.১৯৩২ খ্রী. বিপ্লবী দলের অতুল সেন ওয়াট্‌সন হত্যা-প্রচেষ্টায় মৃত্যুবরণ করেন। তার কিছুদিন পরেই মণি লাহিড়ী ওয়াট্‌সনকে গুলি করার ব্যাপারে অংশগ্রহণ করেন। একটা ছাউনি-ঢাকা খোলা-গাড়ী থেকে তিনি ও তাঁর দুই সঙ্গী গাড়ীতে উপবিষ্ট ওয়াট্‌সনের ওপর গুলি ছোড়েন, কিন্তু পুলিসী আক্রমণ এড়াতে গিয়ে তাঁদের গাড়ী মাঝেরহাটের নিকট এক দুর্ঘটনায় পড়ে। আহত অবস্থায় সঙ্গী সহ দৌড়ে পালাবার সময় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে তিনি মারা যান। [৪২,১৩৯]

মণি সেন (১৮৯৭?-১৬.৯.১৯৭০) চট্টগ্রাম। গুরুনাথ। বাঙলাদেশে বিজ্ঞাপন ও প্রচার জগতের অন্যতম পথিকৃৎ। 'ন্যাশনাল অ্যাডভারটাইজিং এজেন্সী'র প্রতিষ্ঠাতা। [১৬]

মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, স্যার, কে.সি.আই. (২৭.৫.১৮৬০-১২.১১.১৯৩০) শ্যামবাজার—কলিকাতা। নবীনচন্দ্র। কাশিমবাজারের রাজাবাহাদুর কৃষ্ণনাথ

রায়ের ভাগিনেয় মণীন্দ্রচন্দ্র ৩০ মে ১৮৯৮ খ্রী. 'মহারাজা' উপাধি-ভূষিত হয়ে মাতুল সম্পত্তির অধিকারী হন। দেশের নানা প্রয়োজনে, বিশেষত শিক্ষাবিস্তারের জন্য, তিনি বহু প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ লক্ষ টাকা দান করেছেন। বাঙলার বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতার একজন প্রথম শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বহু ছাত্র তাঁর বাড়িতে আশ্রয় পেয়ে শিক্ষালাভ করেছেন। স্বদেশী শিল্প ও বাণিজ্যের সম্প্রসারণে এবং বঙ্গভঙ্গ ও রাউলাট বিলের বিরুদ্ধে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তাঁরই যত্নে নভেম্বর ১৯০৭ খ্রী. কাশিমবাজারের রাজবাড়িতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম প্রাদেশিক সম্মেলন হয় এবং তাঁরই প্রদত্ত জমির ওপর ও অর্থসাহায্যে পরিষদ্ ভবন নির্মিত হয়। মাতুলের নামানুসারে ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে বহরমপুরে একটি প্রথমশ্রেণীর কলেজ, সংলগ্ন ছাত্রাবাস ও একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ লক্ষ টাকা, বসু-বিজ্ঞান মন্দিরে ২ লক্ষ টাকা, বহরমপুর মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনের জন্য ৪০ হাজার টাকা এবং বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল স্কুল, মূক বধির বিদ্যালয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতেও বহু টাকা দান করেছেন। তিনি শিক্ষার উন্নতিকল্পে এক কোটিরও বেশি টাকা দান করেছেন। বঙ্গীয় গভর্নমেন্টের ব্যবস্থাপক সভা এবং ভারত গভর্নমেন্টের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। কলিকাতা টাউন হলও তাঁরই অর্থে নির্মিত। [৩,৭,১০,২৫,২৬]

মণীন্দ্রচন্দ্র রায় (১৯০১ - ২৮.১০.১৯৭১) ময়মনসিংহ। গৌহাটি গুলিচালনা মামলার আসামী হিসাবে কারাদণ্ড ভোগ করেন। তিনি পুলিন দাসের সাহচর্যে অনুশীলন সমিতির সংস্পর্শে আসেন এবং ত্রৈলোক্য মহারাজ, প্রভাস লাহিড়ী, রবি সেন প্রমুখ বিখ্যাত বিপ্লবীদের সঙ্গে একযোগে কাজ করেন। ১৯২২ খ্রী. থেকে তিনি বিশ্বভারতীর শিল্পোন্নয়ন বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [১৬]

মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার (১৯১৩ - ২৩.৫.১৯৫১ ?) পাটনা। যোগীন্দ্রনাথ। এম.এ. পাশ করে ১৩ বছর সাংবাদিকতা করেন। ১৮৭৪ খ্রী. গুরুপ্রসাদ সেন প্রতিষ্ঠিত 'বিহার হেরাল্ড' পত্রিকার তিনি সম্পাদক হন (১৯৩৮)। ১৯৪০ খ্রী. পাটনার বাঙ্গালী সমাজের মুখপত্র 'প্রভাতী' পত্রিকা তিনিই প্রকাশ করেন। [৫]

মণীন্দ্র দত্ত (? - ১৯৪৪) সাহজালনগর—ঢাকা। বহুদিন ধরে বহু দুঃসাহসিক বিপ্লবী কর্মের জন্য প্রায় ৩৫টি মামলা তাঁর নামে ছিল। পুলিস অনেক চেষ্টা করেও তাঁর কোন সন্ধান পায় নি। অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লে ডাক্তার তাঁকে সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি আত্মসমর্পণ অপেক্ষা মৃত্যুকেই বেছে নেন। মৃত্যুর পর তাঁর দেহ বেওয়ারিশ লাশরূপে চিহ্নিত হয়। বন্ধুরা বহু চেষ্টায় তাঁর মৃতদেহ সৎকার করেন। [৯৭]

মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (? - ২০.৬.১৯৩৪) বারাণসী—উত্তরপ্রদেশ। তারাচরণ। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন ও বিপ্লবী দলের সভ্য হন। মাতুল জে. এন. ব্যানার্জী—ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট অফ পুলিশ—কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার তদন্ত করার কাজে নিযুক্ত হলে মণীন্দ্রনাথ তাঁকে ২১.১.১৯৩২ খ্রী. গুলিবিদ্ধ করে আহত করেন। ফলে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ফতেগড় সেন্ট্রাল জেলে পুলিসের নৃশংস অত্যাচারের বিরুদ্ধে ৬৬ দিন অনশন ধর্মঘট করে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। [৪২, ৪৩,১০৪]

মণীন্দ্রনাথ শেঠ (? - ১৬.১.১৯১৮) রংপুর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন, এম.এ. পরীক্ষায় স্বর্ণপদক প্রাপ্ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্ক-পরীক্ষক এবং দৌলতপুর অ্যাকাডেমির উপাধ্যক্ষ ছিলেন। রংপুর কলেজ খোলা হলে সীনিয়র অধ্যাপকের পদ পেয়ে অ্যাকাডেমি থেকে পদত্যাগ করেন। কিন্তু পুলিসের গোপন রিপোর্টের ভিত্তিতে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক তিনি জুন ১৯১৭ খ্রী. কর্মচ্যুত হন। ছোট ভাই অন্তরীণাবদ্ধ ছিলেন। বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগাযোগ থাকায় ২৮ আগস্ট ১৯১৭ খ্রী. তিনিও গ্রেপ্তার হন। প্রেসিডেন্সী জেলে খুনী, মাতাল, চরিত্রহীন, পাগল সমেত বিচারাধীন সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে তাঁকে রাখা হয়। এ অবস্থায় ক্রমে তাঁর মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ দেখা দেয়। জেল রিপোর্টে প্রকাশিত হয়—'সে পাগল নয়, সে তাঁর কৃতকার্যের প্রতিফল পাচ্ছে ; সম্ভবত যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত'। এই রোগেই অল্পদিনের মধ্যে তিনি মারা যান। [৪২,৪৩,১৩৯]

মণীন্দ্রনারায়ণ রায় (১৩১১ ? - ৯.৮.১৩৭৬ ব.)। রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে বহুবার কারাবরণ করেন এবং ১৯৩৬ খ্রী. সর্বপ্রথম নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অফিস-সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি 'লিবার্টি' ও 'সার্চলাইট' পত্রিকার সম্পাদক এবং ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের সভাপতি ছিলেন। [৪]

মণীন্দ্র বসু (? - ১৯১৫) ময়মনসিংহ(?)। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। ময়মনসিংহে পুলিসের গুলিতে মারা যান। [৪২]

মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত (১৮৯৮-১০.২.১৯৬৮) আউটশাহী—ঢাকা। রাজেন্দ্রভূষণ। প্রথমে শান্তি-নিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে পড়েন ও পরে কলা-ভবনে চিত্রকলাবিদ্যা শেখেন। মাঝে ঢাকায় বি.এ. পড়ার সময় অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পড়াশুনা ত্যাগ করেন। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর প্রথম ছাত্রদলের অন্যতম। ১৯১৬ খ্রী. ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট-এ তাঁর প্রথম প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। অন্ধ্র জাতীয় কলাশালায় ও পরে সিংহলে আনন্দ কলেজে কলা-বিভাগের প্রধান হিসাবে দুই বছর ছিলেন এবং সিংহলের চিত্রকলা-বিষয়ে গবেষণা করেন। এই সময় সিগিরিয়া গুহার শিল্পনিদর্শন দেখে বহু ছবি আঁকেন। এরপর ১৯৩১ খ্রী. থেকে ১৯৫৩ খ্রী. পর্যন্ত কলিকাতা সরকারী আর্ট স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তিনি নিসর্গচিত্রে নিজস্ব ধারার প্রবর্তক। তাঁর অঙ্কিত ছবির মধ্যে 'মালবিকা', 'দেবযানী' ও 'বিজয়সিংহের সিংহল যাত্রা' উল্লেখযোগ্য। তাঁর ছবিগুলিকে চারভাগে ভাগ করা যায়, যেমন পুরাণ ও মহাকাব্যে বর্ণিত ছবি, নিসর্গ দৃশ্যাবলী, বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারী তথা প্রতিকৃতি-জাতীয় রচনা এবং ড্রয়িং ও স্কেচ। বাঙলাদেশের গ্রামের বিভিন্ন রূপ তাঁর ছবিতে বিশেষ স্থান পেত। শিল্প, শিল্পী ও শিল্পতত্ত্ববিষয়ক বহু প্রবন্ধ তিনি বাংলায় ও ইংরেজীতে লিখেছেন। কাগজ প্রস্তুত ও গালা-শিল্প সম্বন্ধে তাঁর প্রবন্ধাবলী প্রামাণিক ব'লে গণ্য হয়। উল্লেখযোগ্য রচনা : 'সিংহলের শিল্প ও সভ্যতা' এবং 'Impressions of a Pilgrimage to Kedarnath and Badrinath in Twelve Linocuts'। [৩,১৭]

মণীন্দ্রমোহন ঘটক (?-১৯৩০) মির্জাপুর—ময়মনসিংহ। মাধবচন্দ্র। ছাত্রাবস্থায় অসহযোগ আন্দোলনে ও পরে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ-গ্রহণ করেন। ময়মনসিংহ জেলে মারা যান। [৪২]

মতাহির। বদরপুর—শ্রীহট্ট। তাঁর রচিত 'হৃদয়-বীণা' সঙ্গীতগ্রন্থ ১৯৩৯ খ্রী. প্রকাশিত হয়। বাউল সুরে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক তাঁর একটি সঙ্গীত : 'শ্যাম বন্ধুয়ার আড়ালে...'। [৭৭]

মতিলাল কানুনগো (১৯১৩-২২.৪.১৯৩০) কানুনগোপাড়া—চট্টগ্রাম। দুর্গামোহন। ১৮ এপ্রিল ১৯৩০ খ্রী. চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেন। ৪ দিন পরে চট্টগ্রামের জালালা-বাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। [৪২]

মতিলাল ঘোষ (২৮.১০.১৮৪৭-৫.৯.১৯২২) পালুয়ামাগুরা (বর্তমান অমৃতবাজার)—যশোহর। হরিনারায়ণ। কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবে-শিকা পাশ করে কিছুদিন জেনারেল অ্যাসেম্ব্লীজ ইন্স্টিটিউশন এবং কৃষ্ণনগর কলেজে ফার্স্ট আর্টস পড়েন। পিতার মৃত্যু হওয়ায় পরীক্ষা না দিয়ে ১৮৬৩ খ্রী. খুলনার পিলগঞ্জ গ্রামের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হন। এরপর ১৮৬৮ খ্রী. অগ্রজ শিশিরকুমারের সঙ্গে নিজগ্রামে বাংলা সাপ্তা-হিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ পত্রিকায় অত্যাচারী বড়লোক ও সরকারী চাকুরিয়া-দের সমালোচনাও করা হত। ১৮৭১ খ্রী. কলিকাতা থেকে বাংলা ও ইংরেজী দুই ভাষায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৭৬ খ্রী. ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের জন্য বাংলা সংস্করণটি বন্ধ করতে বাধ্য হলেও ইংরেজী সংস্করণ চলতে থাকে। পত্রিকাটির শুরু থেকেই অগ্রজকে সম্পাদনায় সাহায্য করলেও ৩০.৩.১৮৮৭ খ্রী. যুগ্মসম্পাদকরূপে কাজ করেন এবং জানুয়ারী ১৯১১ খ্রী. অগ্রজের মৃত্যুর পর একমাত্র সম্পাদক হন। সম্পাদক ও সাংবাদিক হিসাবে নির্ভীক ও নিরপেক্ষ ছিলেন। কাশ্মীররাজ প্রতাপ সিং-এর সিংহাসনচ্যুতির বিষয়ে সমালোচনা করে তিনি রাজাকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেন। 'বিবাহে সম্মতিদান' বিলের বিরুদ্ধে আন্দো-লন করে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'কে দৈনিকে পরিণত করেন (১৯.২.১৮৯১)। চরমপন্থিরূপে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। ১৮৮৬ খ্রী. থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সব ক'টি প্রধান অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন এবং ১৯০৭ খ্রী. মডারেট দলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে চরমপন্থীদের মতাবলম্বী হন। বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের নাটোর (১৮৯৭), মেদিনীপুর (১৯০১), এবং বরিশাল (১৯০৬) অধিবেশনে একজন প্রধান নেতারূপে কাজ করেন। [৩,৫,৭,৮,১০,২৫,২৬,১৩৯]

মতিলাল দাস, ড. (১৮৯৯-২১.১.১৯৭১) দৈবজ্ঞহাটি—খুলনা। ১৯২৬ খ্রী. বাগেরহাট কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক হন। ১৯২৯ খ্রী. বরিশালে জুডিশিয়াল সার্ভিসে যোগদান করেন এবং ১৯৩৮ খ্রী. হুগলী যান। ১৯৪৫ খ্রী. ঢাকার সাবজজ হন ও ঐ বছর পি-এইচ.ডি. উপাধি পান। ১৯৫৫ খ্রী. অবসর নেন। ভারত সংস্কৃতি পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ভারত সংস্কৃতি প্রচারের জন্য ১৯৩৬ খ্রী. ইউরোপ ও ১৯৫৬ খ্রী. আমেরিকা যান। এছাড়াও পেন অ্যাণ্ড থিও-সফিক্যাল সোসাইটির সদস্য এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, রবিবাসর ও রামকৃষ্ণ ইন্স্টিটিউটের সঙ্গে সংশিলষ্ট ছিলেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'বৈষ্ণব পদাবলী' ও 'ঋগ্বেদে'র অনুবাদ। [১৬]

মতিলাল দে। গোঁসাইডাঙ্গা—চট্টগ্রাম। নিশিচন্দ্র। ১৯৩০ খ্রী. চট্টগ্রামে বিপ্লবাত্মক কাজে অংশগ্রহণ করেন। অন্তরীণ থাকা কালে তাঁর মৃত্যু হয়। [৪২]

মতিলাল বসু। হরিনাভি—চব্বিশ পরগনা। তাঁর সার্কাস দল ১৯০৪-০৫ খ্রী. কলিকাতা ও ভারতের অন্যান্য শহরে ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখিয়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। মতিলাল নিজের গ্রামে গেলে স্থানীয় যুবকদের সঙ্গে খুব মিশতেন আর তাঁদের নানারকম ব্যায়ামের গল্প ব'লে উৎসাহ দিতেন। তাঁরই উৎসাহে হরিকুমার চক্রবর্তী, সাতকড়ি ব্যানার্জী, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ যুবকরা চিংড়িপোতা (স্বাস্থ্য) কেন্দ্র গড়ে তোলেন। সেখানে তিনি কুস্তি ও প্রতিরোধাত্মক ব্যায়াম শিক্ষা পরিচালনা করেন। এই আখড়ার অনেকেই বিপ্লবাত্মক কার্যে লিপ্ত হয়ে বিচারে বা বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হয়েছেন। [১৪৯]

মতিলাল মল্লিক (১৯১২-১৫.১২.১৯৩৪) দেওভোগ—ঢাকা। গুপ্ত বিপ্লবী দলের সদস্য ছিলেন। ১০ এপ্রিল ১৯৩৪ খ্রী. অস্ত্র সংগ্রহ করে ফেরার সময় গ্রামবাসীরা তাঁদের ডাকাত সন্দেহ করে ধরার চেষ্টা করলে এক সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে একজন গ্রামবাসী মারা যায় এবং মতিলাল গ্রামবাসীদের কাছে ধরা পড়েন। পুলিস স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য ও সঙ্গীদের নাম জানার চেষ্টায় তাঁর ওপর অমানুষিক অত্যাচার করে ব্যর্থ হয়। প্রকৃতপক্ষে মতিলাল নিহত গ্রামবাসীর হত্যাকারী ছিলেন না। তথাপি বিচারে হত্যার ষড়যন্ত্রী হিসাবে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে তিনি ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেন। [১০,৪৩,১৩৯]

মতিলাল রায় ১ (১৮৪২-১৯০৮) ভাতশালা—বর্ধমান। মনোহর। যাত্রার প্রখ্যাত পালাকার ও অভিনয়শিল্পী। ধর্মীয় কাহিনী ছাড়াও ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কাহিনী অবলম্বনে যাঁরা পালা রচনা শুরু করেছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম। গ্রাম্য পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ। পরে তিনি প্রথমে নবদ্বীপে মিশনারী স্কুলে ও শেষে বারাসতে হাই স্কুলে অধ্যয়ন করেন। কিছুদিন কেরানীর কাজ ও শিক্ষকতা করার পর জেনারেল পোস্ট অফিসে চাকরি করেন। ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার লেখক ছিলেন। নবদ্বীপে যাত্রার দল গঠন করে এবং গীতাভিনয়-যাত্রা রচনা করে প্রভূত যশ ও অর্থের অধিকারী হন। তাঁর রচনায় প্রাঞ্জলতা ও সাবলীলতার অভাব থাকলেও পাঁচালী ও কথকতার মিশ্রণ ছিল। গদ্য রচনা ছিল কৃত্রিম ও আড়ষ্ট। রচিত উল্লেখযোগ্য পালা : 'সীতাহরণ', 'ভরতাগমন', 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ', 'পাণ্ডব নির্বাসন', 'নিমাই সন্ন্যাস', 'ভীষ্মের শরশয্যা', 'রামরাজা', 'কর্ণবধ', 'ব্রজলীলা' প্রভৃতি। কাশীতে মৃত্যু। [২,১৪৯]

মতিলাল রায় ২ (৬.১.১৮৮২-১.৪.১৯৫৯) বড়াইচণ্ডীতলা—ফরাসী চন্দননগর। পিতা উত্তর প্রদেশের চৌহানবংশীয় ছেত্রী রাজপুত বিহারীলাল সিংহ রায়। মতিলাল ফ্রী চার্চ ইন্‌স্টিটিউশনে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ১৯০৫ খ্রী. বঙ্গভঙ্গ-রোধ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৭.৬.১৯০৬ খ্রী. জনৈক অবধুতের নির্দেশে সস্ত্রীক ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত হন। ফেব্রুয়ারী ১৯১০ খ্রী. শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগরে মতিলালের আবাসে আত্মগোপনকালে মতিলালকে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও সবশেষে আত্মসম্পন্ন মহাযোগে দীক্ষিত করেন। ১৯০৮ খ্রী. নরেন গোঁসাইকে হত্যা করার জন্য তিনিই কানাইলাল দত্তকে রিভলভার দিয়েছিলেন। বারীন ঘোষের দল ভেঙ্গে গেলে শ্রীশ ঘোষ, অমর চট্টোপাধ্যায় ও বাবুরাম পরাকরের নেতৃত্বে মতিলাল চন্দননগরে বিপ্লবী সংগঠনের কাজ করে যান। ১৯১৪ খ্রী. 'প্রবর্তক সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠিত এবং ১৯১৫ খ্রী. সঙ্ঘের মুখপত্র হিসাবে 'প্রবর্তক' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এইসময় থেকে চন্দননগরে প্রবর্তক সঙ্ঘ সারা বাঙলার বিপ্লবীদের আশ্রয়দান ও যোগাযোগ রক্ষার কাজে ব্যাপৃত ছিল। বাঙলা তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীরা কোন না কোন সময় এই আশ্রয়ে গোপনে বাস করেছেন। শতাধিক স্মরণীয় বিপ্লবীর নাম আজও ঐ সঙ্ঘে পাথরের ফলকে উৎকীর্ণ আছে। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় অনেকে প্রবর্তক বিদ্যাপীঠে যোগ দেন। ১৯২৫ খ্রী. মতিলাল সঙ্ঘ-গুরু পদে বৃত হন। ১৯২৯ খ্রী. সঙ্ঘ-মাতা মতিলালের সহধর্মিণী রাধারাণী দেবীর মৃত্যু হয়। সঙ্ঘ ও জাতিকে স্বাবলম্বনের কর্মদীক্ষায় দীক্ষিত করার উদ্দেশ্যে মতিলাল 'প্রবর্তক ট্রাস্ট' গঠন করেন এবং এই ট্রাস্টের পরিচালনায় গ্রন্থাগার, পাঠশালা, জুনিয়ার বেসিক স্কুল, ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসসহ বিদ্যার্থিভবন আশ্রম, শ্রীমন্দির, মহিলাসদন, ব্যাঙ্ক, প্রকাশন-সংস্থা, আসবাবপত্র ও ছাপাখানা-সংক্রান্ত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান, জুট মিল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রবর্তক সঙ্ঘের এই বহুব্যাপ্ত কর্মধারা মতিলালের সংগঠন-শক্তি ও নেতৃত্বের পরিচায়ক। গঠনমূলক কাজের জন্য সারা ভারতের বিখ্যাত নেতৃবৃন্দ মতিলালের কর্মধারা ও প্রেরণার প্রশংসা করেছেন। [৩,১০,২৫,২৬,৮২]

মতিলাল শীল (১৭৯২-২৯.৫.১৮৫৪) কলুটোলা—কলিকাতা। চৈতন্যচরণ। পাঁচ বছর বয়সে পিতৃহীন হন। নিত্যানন্দ সেনের বিদ্যালয়ে কিছুদিন পড়ে সতেরো বছর বয়সে ফোর্ট উইলিয়মে

কেরানীর চাকরি করেন। এরমধ্যে যথেষ্ট ইংরেজী আয়ত্ত করেছিলেন। পরে শিশি-বোতল ও ছিপির ব্যবসায় শুরু করেন। কিছুদিন তিনি বালিখালের কাস্টম্‌স্‌ দারোগা ছিলেন। ১৮২০ খ্রী. থেকে ১৮৩৪ খ্রী. পর্যন্ত বিভিন্ন ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানে মুৎসুদ্দীর কাজ করেন। এই সময়ে আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যে ইংরেজের শোষক চরিত্রের স্বরূপ বুঝতে পারেন। ক্রমে তিনি রুস্তমজী কাওয়াসজী ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের মত প্রতিপত্তিশালী ও বিখ্যাত ব্যবসায়ী হন। জাহাজী শিল্পে আত্মনিয়োগ করে বিদেশীদের সংগে প্রতিযোগিতা করেন। আন্তর্দেশীয় জাহাজী ব্যবসায়ে তিনিই প্রথম বাষ্পীয়-পোত ব্যবহার করেন। ১৮৪৩ খ্রী. শীল্‌স্‌ ফ্রী কলেজ প্রতিষ্ঠা করে ইহুদী শিক্ষকদের দ্বারা ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। বিভিন্ন জনহিতকর কাজে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন। হিন্দু চ্যারিট্যাব্‌ল্‌ ইন্‌স্টিটিউশন (১.৩.১৮৪৬) ও হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ (মে ১৮৫৩) স্থাপনে তিনি সহযোগিতা ও অর্থসাহায্য করেন। বেলঘরিয়া অতিথিশালা (১৮৪৬) এবং স্নানার্থীদের জন্য গঙ্গাতীরে মতিলাল ঘাট তাঁর জনহিতকর কীর্তির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের জন্য তিনি বিস্তীর্ণ জমি দান করেছিলেন। 'ধর্মসভা'র একজন নেতৃস্থানীয় হলেও বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। [৩,৭,৮,২৫,২৬,৬৪]

মথুরানাথ তর্কবাগীশ। নবদ্বীপ। শ্রীরাম তর্কালঙ্কার। নব্যন্যায়ের সমস্ত আকর-গ্রন্থের ওপর তাঁর রচিত গ্রন্থরাজি তাঁর সময়ে বাঙলাদেশে ন্যায়-শাস্ত্র-চর্চার পরিসর দূরবিস্তৃত করেছিল এবং বিস্ময়কর বুদ্ধিকৌশল ও লেখনী-শক্তির বলে তিনি এক বরেণ্য আসন লাভ করেছিলেন। মূল চিন্তামণির ওপর রচিত তাঁর টীকাগ্রন্থ 'মাথুরী' ভারতের সর্বত্র আদৃত হয়। 'সিদ্ধান্তরহস্য' তাঁর মৌলিক গ্রন্থ। রামভদ্র সার্বভৌম তাঁর গুরু, জগদীশ তর্কালঙ্কার সতীর্থ এবং ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্ক-পঞ্চাননের পিতামহ হরিহর তর্কালঙ্কার তাঁর ছাত্র ছিলেন। [৯০]

মথুরানাথ বিশ্বাস। বিথুরী—চব্বিশ পরগনা। ইংরেজী-শিক্ষিত মথুরানাথ কলিকাতাস্থ জানবাজারের প্রসিদ্ধ জমিদার রাণী রাসমণির জামাতা এবং রাণীর জমিদারী পরিচালনায় ও ধর্মকর্মে তাঁর দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে মূর্তি-প্রতিষ্ঠা এবং ঐ উপলক্ষে ১২৬২ ব. ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে লক্ষাধিক সাধু-ব্রাহ্মণের সমাবেশ করান তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও সারদামণি দেবীর ভক্ত ছিলেন এবং তাঁদের আর্থিক অভাব-অনটন যাতে না ঘটে তার প্রতি সদাসতর্ক থাকতেন। রামকৃষ্ণদেবের জীবিতাবস্থায়ই তাঁর মৃত্যু হয়। [৩]

মথুরামোহন চক্রবর্তী (১২৭৫ - ১৪.৮.১৩৪৯ ব.) ঢাকা। বি.এ. পাশ করে কিছুকাল শিক্ষকতার পর ১৩০৮ ব. ঢাকা শক্তি ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা করে আয়ুর্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুতের ব্যবস্থা করেন। তিনি নিয়মিতভাবে আয়ের কতকাংশ দান করতেন। [৫]

মথুরেশ (১৮শ শতাব্দী) গুপ্তিপাড়া—হুগলী। নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের এই সভাকবি হেঁয়ালি-পূর্ণ শ্লোক আবৃত্তি করে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাজিত করেন এবং মহারাজ কর্তৃক তিনি 'মহাকবি' উপাধি-ভূষিত হন। [২৬]

মদন দত্ত। যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের ঢালী বাহিনীর সেনানায়ক ও মাতলা নদীর নৌবহরের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি আদিগঙ্গার তীরবর্তী প্রসিদ্ধ কায়স্থসমাজ-স্থান মহিমনগরের দুই ক্রোশ উত্তরে বিস্তীর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ ভূভাগ হাসিল করে গড়ঘেরা প্রাসাদ নির্মাণ করেন এবং সমগ্র দক্ষিণ অঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। যশোহর ও নবদ্বীপ থেকে দাক্ষিণাত্য শ্রেণীর পণ্ডিত ব্রাহ্মণ এবং ফরিদপুরের কোটালিপাড়া থেকে পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের এনে ঐ জনপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি এবং তাঁর বংশধরগণ যে অঞ্চলে বাস করতেন চব্বিশ পরগনার সেই অঞ্চল আজও রাজপুর ব'লে পরিচিত। সংস্কৃতচর্চার জন্য অঞ্চলটির নাম হয়েছিল 'দক্ষিণের নবদ্বীপ'। স্বহস্তে ভালুক মেরে তিনি প্রতাপাদিত্যের কাছ থেকে 'মল্ল' উপাধি পান। পরে 'রায়' উপাধি নিয়ে ভূস্বামী হন। তাঁর বংশধরগণ ঢাকার নবাব-দরবার থেকে 'রায় চৌধুরী' উপাধি লাভ করে। হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধেয় মোবারক গাজী খাঁ তাঁকে একবার বিপদ্‌-মুক্ত করায় তিনি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বাঁশড়ার জঙ্গল হাসিল করে বড় গাজী খাঁকে একটি মসজিদ নির্মাণ করে দেন। ক্যানিং অঞ্চলের সেটিই বিখ্যাত ঘুটিয়ারী শরীফ। শরীফের ব্যয়নির্বাহের জন্য তিনি বহু শত বিঘা পীরোত্তর সম্পত্তি দান করেন। [২২]

মদন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২৩ - ২৩.১১.১৯৬৪)। ছাত্রাবস্থাতেই রাজনীতিতে অংশ নেন। ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে দীর্ঘকাল কারাবরণ করেন। 'গাঙ্গেয়' ও সাপ্তাহিক 'স্বতন্ত্র' পত্রিকার সম্পাদক ও পরিচালক ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'নিপাতনে সিদ্ধ', 'পরপূর্বা', 'অন্তরীপ', 'এণ্টনী ফিরিঙ্গী', 'বাসকসজ্জা' প্রভৃতি। [৪,১৭]

মদন মাস্টার। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যেসব ব্যক্তি যাত্রাসাহিত্যের পরিপুষ্টির জন্য এবং স্ব স্ব পালার শ্রীবৃদ্ধিকল্পে গ্রন্থ রচনা করেন মদন মাস্টার তাঁদের অন্যতম। তিনি বহু যাত্রার পালা রচনা করেন। তাঁর সময়ে যাত্রাগানের বহু সংস্কার সাধিত হয়। ফরাসডাঙ্গায় তাঁর দল ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর বউ মাস্টার নামে তাঁর দল চালিত হয়েছিল। [২,২৫]

মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭ - ৯.৩.১৮৫৮) বিল্বগ্রাম—নদীয়া। রামধন চট্টোপাধ্যায়। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সতীর্থ ছিলেন। অসাধারণ কবিত্বশক্তির জন্য সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলী তাঁকে 'কাব্যরত্নাকর' উপাধি দেন ও পরে বন্ধুবর্গ তাঁকে 'তর্কালঙ্কার' উপাধি-ভূষিত করেন। ছাত্রাবস্থায়ই 'রসতরঙ্গিণী' ও 'বাসবদত্তা' নামে কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। হিন্দু কলেজের পাঠ শেষ করে প্রথমে হিন্দু কলেজ সংশিলষ্ট পাঠশালায়, পরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ও কৃষ্ণনগর কলেজে শিক্ষকতা করেন। ১৮৪৬ খ্রী. সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যশ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। নভেম্বর ১৮৫০ খ্রী. কলেজ ত্যাগ করে মুর্শিদাবাদের জজ-পণ্ডিতের পদলাভ করেন এবং ডিসেম্বর ১৮৫৫ খ্রী. ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে উন্নীত হন। কলিকাতায় 'সংস্কৃতযন্ত্র' নামে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করে অনেকগুলি প্রাচীন বাংলা ও সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদনা করে মুদ্রিত করেন। বাঙলাদেশে স্ত্রীশিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্যে ৭.৫.১৮৪৯ খ্রী. বেথুন কর্তৃক হিন্দু ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দনমালাকে তিনি ঐ স্কুলে ভর্তি করেছিলেন। এর আগে মেয়েদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের যথেষ্ট বাধা ছিল। তিনি নিজে বিনা বেতনে প্রতিদিন এই বিদ্যালয়ে বালিকাদের শিক্ষা দিতেন। 'শিশু শিক্ষা' (তিন ভাগ) রচনা করে তাদের পাঠ্যপুস্তকের অভাবও কিছুটা মোচন করেছিলেন। 'সর্বশুভকরী' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় (১৮৫০) তিনি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে একটি যুগান্তরকারী দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। কান্দীতে থাকা কালে ওলাউঠা রোগে মারা যান। [৩,৭, ৮,২৫,২৬]

মদনমোহন ভৌমিক (আনু. ১৮৮৪ - ২৭.১১. ১৯৫৫) ডুমনি—ঢাকা। কৈলাসচন্দ্র। ১৯০৫ খ্রী. 'অনুশীলন সমিতি'তে যোগ দেন। ১৯১৩ খ্রী. যখন পুলিস তাঁকে প্রথম গ্রেপ্তার করে তখন তিনি ঢাকা মেডিক্যাল বিদ্যালয়ের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। প্রমাণাভাবে পুলিস মামলা তুলে নিলে তিনি আত্মগোপন করেন। ১৯১৪ খ্রী. অসুস্থ অবস্থায় গ্রেপ্তার হন ও দ্বিতীয় বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় ১০ বছরের দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। আন্দামানে থাকা কালে তাঁর ওপর অকথ্য অত্যাচার চালানো হয়েছিল। মুক্তির পরেও বরাবর বিপ্লবীদের সান্নিধ্যে কাটান। দেশবিভাগের পর রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে স্বগ্রামে ফিরে যান। [৯৭]

মদনমোহন রায় (? - জুন ১৯৩২) শ্রীহট্ট। আইন-অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কারারুদ্ধ হন। গৌহাটি জেলে তাঁর মৃত্যু হয়। [৪২]

মধু কান। দ্র. **মধুসূদন কিন্নর**।

মধু বসু (১২.২.১৯০০ - ২৫.৯.১৯৬৯) কলিকাতা। পিতা বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ্ প্রমথনাথ। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র-শিল্পী ও নাট্যপ্রযোজক মধু বসুর আসল নাম সুকুমার। শান্তিনিকেতন ও কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজে পড়াশুনা করেছেন। বি.এস-সি. পাশ করে ১৯২৪ খ্রী. চলচ্চিত্র-জগতে প্রবেশ করেন। বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও গান, অভিনয়, খেলা-ধুলা প্রভৃতি ভালবাসতেন। তিনিই প্রথম সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের নিয়ে 'ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স' নামে নাট্যসংস্থা (১৯২৮) গঠন করে 'দালিয়া', 'আলিবাবা', 'বিদ্যুৎপর্ণা', 'ঘরে বাইরে' প্রভৃতি নাটক অভিনয় করেন। ১৯২৬ খ্রী. বিলাতে গিয়ে ক্যামেরার কাজ শেখেন এবং অ্যালফ্রেড হিচ্‌ককের সঙ্গে কিছুকাল কাজ করার পর দেশে ফিরে রবীন্দ্রনাথের 'গিরিবালা' ছবি (নির্বাক) করেন। পরিচালক হিসাবে জনপ্রিয়তা ও প্রতিষ্ঠা পান 'আলিবাবা' ছবি করার পর। এই ছবির প্রধান দু'টি ভূমিকায় তিনি এবং তাঁর স্ত্রী নৃত্যশিল্পী সাধনা বসু অভিনয় করেন। বিভিন্ন ভাষায় প্রায় ৩০টি ছবি পরিচালনা করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'সেলিমা' (উর্দু), 'মাইকেল মধুসূদন', 'শেষের কবিতা', 'আলিবাবা' ও 'মহাকবি গিরিশচন্দ্র'। তাঁর পরিচালিত শেষ ছবি 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' (১৯৬৪)। শেষ-জীবনে সিনেমা কর্মী ও কলা-কুশলীদের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। 'কোর্ট ড্যান্সার' নামে রাজনর্তকী ছবির ইংরেজী সংস্করণ—যা ভারতের বাইরেও (১৯৪১) প্রদর্শিত হয়—সম্ভবত সেটিও মধু বসুই পরিচালনা করেছিলেন। 'আমার জীবনী' নামে তাঁর আত্মজীবনী ১৯৬৭ খ্রী. পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর মাতামহ। [৩,১৭]

মধু শীল (১৯০১ ? - ৩.৪.১৯৬৯)। ১৯২৪ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৩১ খ্রী. প্রথম ভারতীয় হিসাবে সবাক চিত্রযন্ত্র স্থাপন করেন। ১৯৩৪ খ্রী. ইণ্ডিয়ান ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিজ সংস্থায়

যোগ দেন। ১৯৩৬ খ্রী. নিজস্ব পদ্ধতিতে 'মুক্তি-স্নান' চিত্রে রি-রেকর্ডিং এবং প্লে-ব্যাক পদ্ধতির উন্নতি করেন। তিনি ডাবিং-এর ব্যবহারের উপযোগী 'স্কীপ্‌টোগ্রাফ' যন্ত্রের আবিষ্কারক। ১৯৫২ খ্রী. 'ব্রিটিশ ইন্‌স্টিটিউট অফ রেডিও ইঞ্জিনীয়ার্স' সংস্থার ফেলো হন। তাঁর উদ্ভাবিত স্কীপ্‌টোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যেই 'বিদ্যাসাগর' ছবিটি হিন্দীতে ডাবিং করা হয়। [১৬]

মধুসূদন কিন্নর (১২২০ - ১২৭৫ ব.) উলুসিয়া—যশোহর। তিলকচন্দ্র। মধু কান নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। ঢপ গানের কবি ও গায়ক। মধুসূদন বাল্যে লেখাপড়া বিশেষ করতে পারেন নি। শোনা যায়, তিনি বাংলা পড়তে পারতেন কিন্তু লিখতে পারতেন না। কিন্তু তাঁর রচিত গানে শুধু সংস্কৃত-মূলক শব্দবিন্যাসই নয়, উৎকৃষ্ট উপমা এবং অনুপ্রাস-যমকের প্রাচুর্য রয়েছে। তিনি মুখে মুখে গীত রচনা করতেন, অন্যে লিখতেন। প্রথমদিকে রচিত তাঁর কালোয়াতি গান বিশেষ খ্যাতি পায় নি। ঢাকায় ছোট খাঁ এবং বড় খাঁর কাছে রাগ-রাগিণী ও খেয়াল এবং যশোহর রায় খাদিয়ার রাধামোহন বাউলের কাছে ঢপ গান শেখেন। তাঁর রচিত গানগুলি নিয়ে ১২৯৮ ব. প্রসন্নকুমার দত্ত 'অক্রূর সংবাদ', 'কলঙ্কভঞ্জন', 'মাথুর' ও 'প্রভাস' নামে চারটি পালাগ্রন্থ প্রকাশ করেন। মধুসূদনের নিজের পালাগানের দল ছিল। গানের শেষে তিনি ভণিতা দিতেন 'সূদন'। ঢপ ছাড়া তাঁর অন্য গানও প্রচলিত ছিল। কাশিমবাজার রাজবাড়িতে গান করতে যাবার পথে কৃষ্ণনগরে মৃত্যু। [৩,২০,২৫,২৬]

মধুসূদন গুপ্ত (১৮০০ - ১৫.১১.১৮৫৬) বৈদ্যবাটী—হুগলী। বলরাম। ১৮৩৪ - ৩৫ খ্রী. কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হবার পর সেখানে ডাক্তারী শিক্ষার্থীদের অ্যানাটমি শিক্ষার জন্য শব-ব্যবচ্ছেদ করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু তখনকার সমাজের কুসংস্কারহেতু সমাজে পতিত বা একঘ'রে হবার ভয়ে প্রথম প্রথম কোন ছাত্রই একাজে অগ্রসর হতে রাজী হতেন না। এই সংকটে মধুসূদন গুপ্তই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সমাজের শাসন-ভয় ও মনের সংশয় অগ্রাহ্য করে একাজে অগ্রণী হন এবং মড়া কেটে অসম-সাহসের পরিচয় দেন (১৮৩৬)। প্রথম মড়া-কাটা—এই বিশেষ উপলক্ষে সেদিন কেল্লা থেকে তোপধ্বনি করে তাঁকে অভিনন্দিত করা হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুতে ২২.১১. ১৮৫৬ খ্রী. 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকায় লেখা হয়—'মধুসূদনবাবু এতদ্দেশীয় ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা ব্যবসায়িগণের আদি পুরুষ ছিলেন।...মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া হিন্দু জাতির মধ্যে সর্বাগ্রে মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ কার্যে প্রবৃত্ত হন,...ঐ বাবুই (অন্যান্যকে) শিক্ষাদান করিয়াছেন,...স্বজাতীয় বৈদ্যক বিদ্যায় এবং ইংরেজী চিকিৎসাবিদ্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন'। সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যকশ্রেণীর ছাত্র থাকা সত্ত্বেও তিনি ১৮৩০ খ্রী. খুদিরাম বিশারদের স্থলে অধ্যাপক নিযুক্ত হলে ছাত্রদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে ১৮৩৫ খ্রী. সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যক শ্রেণী লোপ পায় ও মধুসূদন মেডিক্যাল কলেজের সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হন। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষক মধুসূদন পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করেন এবং কলেজের শেষ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন (১৮৪০)। ১৮৪৮ খ্রী. তিনি প্রথম শ্রেণীর সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জেন পদ লাভ করেন। তাঁর বাংলায় অনূদিত গ্রন্থ : 'লণ্ডন ফার্মাকোপিয়া' ও 'এনাটোমী অর্থাৎ শারীরবিদ্যা'। এছাড়া তিনি হুপারের 'Anatomist Vade-mecum' গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করেন। [৩,১৬,৬৪]

মধুসূদন দত্ত [১] (২৫.১.১৮২৪ - ২৯.৬.১৮৭৩) সাগরদাঁড়ী—যশোহর। রাজনারায়ণ। পিতা কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের প্রতিষ্ঠাপন্ন উকিল ছিলেন। গ্রামে মাতা জাহ্নবী দেবীর তত্ত্বাবধানে শৈশবে মধুসূদনের শিক্ষারম্ভ হয়। সাত বছর বয়সে কলিকাতায় আসেন। এখানে প্রথমে দু'বছর খিদিরপুর স্কুলে পড়বার পর ১৮৩৩ খ্রী. হিন্দু কলেজের জুনিয়র ডিপার্টমেন্টের সর্বনিম্ন শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৮৩৪ খ্রী. কলেজের পুরস্কার বিতরণী সভায় ইংরেজী 'নাট্য-বিষয়ক প্রস্তাব' আবৃত্তি করেন। হিন্দু কলেজে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, গৌরদাস বসাক প্রমুখ তাঁর সহপাঠী থাকলেও মধুসূদন 'উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক' ব'লে গণ্য ছিলেন। কলেজের পরীক্ষায় বৃত্তি পেতেন। নারীশিক্ষা-বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। হিন্দু কলেজে পড়ার সময়ে তাঁর রচিত কবিতা 'জ্ঞানান্বেষণ', 'Bengal Spectator', 'Literary Gleamer', 'Calcutta Literary Gazette', 'Literary Blossom', 'Comet' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হত। তরুণ বয়স থেকেই বিলাত যাবার স্বপ্ন দেখতেন এবং বিশ্বাস ছিল, বিলাত গেলেই তিনি বড় কবি হতে পারবেন। এই সময়ে তাঁর পিতা তাঁর বিবাহের জন্য উদ্যোগী হন। মধুসূদন এই বিবাহ এড়াবার জন্য এবং বিলাত যাবার সুযোগ পাওয়ার জন্য হিন্দু কলেজ ত্যাগ করে ৯.২.১৮৪৩ খ্রী. খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। এইদিন থেকে তাঁর নামের আগে

'মাইকেল' শব্দটি যুক্ত হয়। ধর্মান্তরের প্রায় দু'বছর পরে বিশপ্‌স্‌ কলেজে ভর্তি হন। এরপর তিন বছর গ্রীক, ল্যাটিন এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। ১৮৪৭ খ্রী. পিতা অর্থসাহায্য বন্ধ করলে বিশপ্‌স্‌ কলেজ ছাড়তে বাধ্য হন। ১৮৪৮ খ্রী. গোড়ার দিকে মাদ্রাজে গিয়ে ১৮৫৬ খ্রী. পর্যন্ত কাটান। সেখানে প্রথমে 'মাদ্রাজ মেল অরফ্যান অ্যাসাইলাম' বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ১৮৫২ - ১৮৫৬ খ্রী. পর্যন্ত তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে যুক্ত বিদ্যালয় বিভাগের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন। মাদ্রাজ প্রবাসকালেই তিনি সাংবাদিক ও কবি হিসাবে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এখানে 'Madras Circulator and General Chronicle', 'Athenaeum' প্রভৃতি পত্রিকার সংগে যুক্ত এবং 'Spectator' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। একসময়ে তিনি 'Athenaeum' ও 'Hindu Chronicle' পত্রিকা দু'টির সম্পাদকও হয়েছিলেন। মাদ্রাজে থাকা কালে 'Timothy Penpoem' ছদ্মনামে 'The Captive Ladie' এবং 'Visions of the Past' গ্রন্থ দু'টি প্রকাশ করেন। এইসময় কলিকাতার গুণগ্রাহী বন্ধুরা মধুসূদনকে মাতৃভাষায় লেখার জন্য তাগিদ দেন। মধুসূদনের প্রথম ও দ্বিতীয় বিবাহ মাদ্রাজেই ঘটে যথাক্রমে রেবেকা ও হের্নারিয়েটার সংগে। পিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ফেব্রুয়ারী ১৮৫৬ খ্রী. পত্নী হের্নারিয়েটার সংগে কলিকাতায় আসেন। এখানে প্রথমে পুলিস-কোর্টের কেরানী ও পরে দ্বিভাষিকের পদ পান। এই সময় মধুসূদন প্রবন্ধ রচনা করেও অর্থোপার্জন করতেন। ১৮৬২ খ্রী. কিছুদিন তিনি 'Hindoo Patriot' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। মধুসূদনের জীবনের এই পর্ব সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল। ১৮৫৮ খ্রী. 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করতে গিয়ে বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চের সংগে ঘনিষ্ঠতা হয়। তারপর একে একে 'শর্মিষ্ঠা', 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' প্রভৃতি ও কয়েকটি প্রহসন রচনা করেন। 'পদ্মাবতী' নাটকেই তিনি প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সংগে বিতর্কের উত্তরে 'তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য' প্রণয়ন এবং ক্রমে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', 'মেঘনাদবধ কাব্য' ও 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনা করেন এবং দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। ১৮৬০ খ্রী. জ্ঞাতিদের বিরুদ্ধে মামলা করে পিতৃসম্পত্তি ফিরে পান। এইসময় ৯.৬.১৮৬২ খ্রী. ব্যারিস্টারি পড়বার জন্য বিলাত যান। ২ মে ১৮৬৩ খ্রী. চরম বিপদে পড়ে হের্নারিয়েটা পুত্রকন্যাসহ ইংল্যান্ড যাত্রা করেন। এই বছরেরই মাঝামাঝি মধুসূদন সপরিবারে ফ্রান্সে যান। এই সময় তিনি শোচনীয় আর্থিক বিপর্যয়ে পড়েন। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে বিপন্মুক্ত করেন। ১৭ নভেম্বর ১৮৬৫ খ্রী. তিনি ব্যারিস্টার হন। ইউরোপ-প্রবাসে থাকা কালে ইংরেজী সনেট-এর অনুসরণে বাংলায় 'চতুর্দশপদী কবিতা' রচনা করেন। ৫ জানুয়ারী ১৮৬৭ খ্রী. ভারতে ফেরেন এবং বহু বাধা-বিপত্তির পর কলিকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন। যথেষ্ট অর্থাগম শুরু হলেও ব্যয়বাহুল্যের জন্য ঋণগ্রস্ত হয়ে ব্যারিস্টারি ত্যাগ করে একাধিক চাকরি গ্রহণ করেন। পরিশেষে অসুস্থ হয়ে কিছুদিন উত্তরপাড়ার জমিদারদের লাইব্রেরী গৃহে বাস করেন। কিন্তু রোগের উপশম না হওয়ায় অসুস্থা হের্নারিয়েটাকে নিয়ে কলিকাতার বেনেপুকুর রোডের বাড়িতে আসেন। এখানেই ২৬ জুন ১৮৭৩ খ্রী. হের্নারিয়েটা মারা যান। মধুসূদনকে এর আগেই মুমূর্ষু অবস্থায় জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। হের্নারিয়েটার মৃত্যুর ঠিক তিনদিন পরে বঙ্গের এই মহত্তম কবি কপর্দকহীন অবস্থায় জেনারেল হাসপাতালে মারা যান। কবির গ্রন্থাকারে প্রকাশিত বাংলা রচনার সংখ্যা ১২ ও ইংরেজী গ্রন্থের সংখ্যা ৫। এই মহাকবির সাধনায় বাংলা কাব্য-সাহিত্যে নবযুগ প্রতিষ্ঠিত হয়। [৭,৮,২৫, ২৬,১১৩]

মধুসূদন দত্ত ২ (? - ২২.৪.১৯৩০) বিদ্‌গ্রাম —চট্টগ্রাম। মণীন্দ্রকুমার। ডেপুটি পরিবারের ছেলে। সারোয়াতলী গ্রাম্য স্কুলের ছাত্র রামকৃষ্ণ বিশ্বাস তাঁরই প্রেরণায় গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ১৯২৪ খ্রী. থেকে নেতারা জেলে গেলে তিনি স্কুলে স্কুলে বিপ্লবের মন্ত্র প্রচার করতেন। তখন বাড়ি থেকে জোর করে জামশেদপুর পাঠালে তিনি সেখানে চাকরি করে পার্টিকে অর্থসাহায্য করেন। বাড়ি থেকেও অর্থ-অলঙ্কারাদি এনে দলের হাতে দিয়েছিলেন। ১৮ এপ্রিল ১৯৩০ খ্রী. চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে অংশ নেন। ২২ এপ্রিল তারিখে সংঘটিত জালালাবাদের পাহাড়ের যুদ্ধে বিজয়ী বাহিনীর তিনি অন্যতম শহীদ। [৪২,৯৬]

মধুসূদন ভট্টাচার্য (১৯শ শতাব্দী ?)। বিষ্ণুপুরের আদি সেতারী। বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ যদুভট্ট তাঁর পুত্র। পঞ্চকোটের রাজা নীলমণি সিংহ ও বিষ্ণুপুরের গণেশ ভট্টাচার্য তাঁর কাছে সেতার শেখেন। [১০৬]

মধুসূদন সরস্বতী (১৫২৫ - ১৬৩২) উনসিয়া —ফরিদপুর। প্রমদা পুরন্দরাচার্য। কবি পিতা রাজা কন্দর্পনারায়ণের সভাসদ্‌ ছিলেন। শৈশবে পিতার

কাছে শিক্ষালাভ করেন। কৈশোরে বৈরাগ্যের উদয় হয়। নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের কাছে শাস্ত্রজ্ঞান লাভের আশায় আসেন। তখন মহাপ্রভু নীলাচলের পথে। মথুরানাথের কাছে ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তারপর বারাণসী যান এবং দ্বৈত ও অদ্বৈত-বাদের বিখ্যাত পণ্ডিতদের কাছে অধ্যয়ন করেন। আচার্য রামতীর্থের কাছে বেদান্ত শেখেন। এইখানেই মহাপ্রভু-প্রবর্তিত দ্বৈতবাদ থেকে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদে তাঁর বিশ্বাস ও উপলব্ধি হয়। দীর্ঘ পরিশ্রমে 'অদ্বৈতসিদ্ধি' গ্রন্থ রচনা করেন। এটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাকীর্তি। এরপর বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর কাছে সন্ন্যাস-দীক্ষার জন্য গেলে—তাঁর অনুরোধে গীতার টীকা প্রণয়ন করেন। সন্ন্যাসে দীক্ষা নিয়ে 'সরস্বতী' উপাধি পান। কথিত আছে, তিনি দিল্লীর সম্রাট আকবরের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। বারাণসীতে বাসকালে বহু ছাত্রকে শিক্ষাদান করেন। দিল্লীর রাজসভায় যথেষ্ট প্রতিপত্তি থাকার ফলে আত্মরক্ষার্থে সন্ন্যাসীদের অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতিলাভে সমর্থ হন। শঙ্করাচার্যসৃষ্ট সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সংস্কার সাধন করেন। শেষ-জীবনে নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করলে অদ্বৈতবাদের অদ্বিতীয় পণ্ডিত হিসাবে নবদ্বীপের বিশিষ্ট বিদ্বজ্জন দ্বারা সংবর্ধিত হন। মায়াপুরীতে যোগ-সমাধিস্থ অবস্থায় মারা যান। তাঁর রচিত 'ভক্তি রসায়ন', 'সিদ্ধান্ত-বিন্দু', 'মহিম্নঃস্তোত্র' টীকা বিখ্যাত। [২,৩,৩৯]

মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, মহামহোপাধ্যায় (১২৩৯ - ১৩০৭ ব.) নবদ্বীপ। শ্রীরাম শিরোমণি। বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। শিক্ষাজীবন নবদ্বীপেই কাটে। ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করে 'ন্যায়রত্ন' উপাধি পান। পরে বিখ্যাত স্মার্তপণ্ডিত রামলোচন ন্যায়ভূষণের কাছে নব্যস্মৃতি পাঠ করে 'স্মৃতিরত্ন' উপাধি লাভ করেন। কয়েক বছর নবদ্বীপে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনার পর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের স্মৃতির অধ্যাপক হন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ-প্রচলন-প্রচেষ্টার প্রতিবাদে 'বিধবা-বিবাহ-প্রতিবাদ' ও ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন-রচিত 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' পুস্তকের প্রতিবাদে 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়াঙ্কপ্রকাশ' নামে পুস্তক রচনা করেন। উভয় পুস্তকেই তাঁর সুগভীর জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া তাঁর প্রণীত 'একাদশীতত্ত্ব', 'মলমাসতত্ত্ব', 'তিথি-তত্ত্ব', 'দত্তকচন্দ্রিকা', 'প্রায়শ্চিত্তবিবেক' প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থের সানুবাদ টীকা ও ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যা-প্রয়োগের টীকা বিশেষ প্রসিদ্ধ। ১৮৯৫ খ্রী. তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি পান। মহামহোপাধ্যায় ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর এবং মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ তাঁর ছাত্র। [১৩০]

মনা সর্দার (১৮শ শতাব্দী)। হাজং-নায়ক মনা সর্দার ময়মনসিংহের হাতীখেদা বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন। জমিদাররা কোন প্রকারে তাঁকে আটক করে বন্য হাতীর পায়ের তলায় ফেলে হত্যা করে। [৫৬]

মনীষী দে (১৩১২ - ১৬.১০.১৩৭২ ব.)। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের দিক্‌পাল শিষ্যগণের অন্যতম। তাঁর শিল্পকর্ম রসিকসমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল। শিল্পী মুকুল দে ও লেখিকা রাণী চন্দের তিনি সহোদর। [৪]

মনুঅর বা মনৌর। পরিচয় অজ্ঞাত। গুরু—আএনদ্দিন। তাঁর রচিত কয়েকটি পদ 'ভারতবর্ষ' ও 'সম্মিলন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বৈষ্ণব পদাবলী ঢঙে তাঁর রচিত একটি পদ : 'আজ সই কি দেখিনু স্বপনে'। [৭৭]

মনোজ কাহালী (১৯০৫ - ২২.২.১৯৭১) ভোলা—বরিশাল। যোগেন্দ্রকুমার। বিপ্লবী যুগান্তর দলের বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। ১৯২৪ খ্রী. ঢাকা ন্যাশনাল কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। তার আগেই ১৯২১ খ্রী. তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। ১৯৩০ খ্রী. চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অব্যবহিত পরে মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় ধৃত হন। বিচারে মুক্তিলাভের পর অন্তরীণাবদ্ধ হয়ে দীর্ঘকাল প্রেসিডেন্সী জেল, বকসা ও দেউলী ক্যাম্পে কাটান। ১৯৩৮ খ্রী. মুক্তি পান। ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে কারারুদ্ধ হন। ১৯৪৬ খ্রী. কারামুক্তির পর গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। [১৪৯]

মনোজমোহন দাস (? - ৮.১.১৯৩৯) মাদ্রা—ফরিদপুর। ১৯৩০ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় কারারুদ্ধ হন। বন্দী অবস্থায় কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেলে মারা যান। [৪২]

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (নভেম্বর ১৮৮২ - ১৩.১.১৯২৬) হালিশহর—চব্বিশ পরগনা। নগেন্দ্রনাথ। বিখ্যাত স্থাপত্যবিদ্, ইঞ্জিনীয়ার ও পণ্ডিত। এম.এ. ও বি.ই. পাশ করে তিনি প্রথমে মার্টিন কোম্পানীতে ও পরে কলিকাতা পুরসভার নানা উচ্চপদে কর্ম করেন। পেশায় পূর্তবিদ্ মনোমোহন প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে ইংরেজী ও বাংলায় বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করে বিদ্বৎসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। কলিকাতার জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ, মহাবোধি সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, এশিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। কলিকাতার কলেজ স্কোয়ার-এর মহাবোধি সোসাইটির ভবনটি তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত হয়।

রচিত গ্রন্থ : 'Swami Vivekananda : a Study' (1907), 'Orissa and Her Remains : Ancient and Mediaeval'(1912), 'Hand Book to the Sculptures in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad' (1922), 'স্থাপত্য শিল্পের ভূমিকা', 'উড়িষ্যার দেবদেউল', 'বাংলার নবজাগরণের স্বাক্ষর', 'বিবেকানন্দ—জীবন ও জিজ্ঞাসা' প্রভৃতি। এছাড়াও বিজ্ঞান, সাহিত্য, ভ্রমণ এবং মানব-বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর বহু মূল্যবান রচনা নানা পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। বেদান্ত, দর্শন এবং স্থাপত্য-বিজ্ঞানে অগাধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি পণ্ডিত, বিদ্যারত্ন প্রভৃতি উপাধি লাভ করেছিলেন। [১৪৯]

মনোমোহন ঘোষ ১ (১৩.৩.১৮৪৪ - ১৬.১০. ১৮৯৬) বৈরাগাদি—ঢাকা। রামলোচন। কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৮৫৯ খ্রী. প্রবেশিকা পাশ করে কলিকাতায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আবাসে থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। দেবেন্দ্রনাথের সাহায্যে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন (১৮৬১)। ১৮৬২ খ্রী. সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে সিভিল সার্ভিস পড়বার জন্য বিলাত যান, কিন্তু দুবার পরীক্ষায় ব্যর্থকাম হন ; অবশেষে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রথম ভারতীয় ব্যারিস্টার হলেও তিনি কোনদিন ভারতে না ফেরায় মনোমোহনই প্রথম ভারতীয় ব্যারিস্টার হিসাবে ১৮৬৬ খ্রী. কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবসায় শুরু করেন এবং অল্পদিনেই খ্যাতিমান ও বিত্তবান হন। তিনি একাধিক মামলায় ব্রিটিশ শাসকবর্গের চরিত্র উদ্ঘাটন করে নির্দোষ প্রজাসাধারণকে রক্ষা করেছেন। বিলাতে পড়বার সময় কবি মধুসূদনকে তিনি অর্থসাহায্য করেছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে উদ্যোগী ছিলেন। ১৮৭৩ খ্রী. বেথুন কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেন্টরূপে তাঁর কাজ উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৮৮৫ খ্রী. প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৮৯০ খ্রী. ষষ্ঠ কলিকাতা কংগ্রেসে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। শাসন ও বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের জন্য আন্দোলন করেছিলেন। এই বিষয়ে তাঁর রচিত মূল্যবান পুস্তিকা : 'The Administration of Justice in India'। কবি মধুসূদনের দুই পুত্র তাঁর সাহায্যে শিক্ষালাভ করে সরকারী চাকরি পান। রমেশচন্দ্র মিত্রের মতে তিনি ছিলেন 'একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক... নিপীড়িতের শুধু উকিল নয়—রক্ষাকর্তা'। কৃষ্ণনগরে ছাত্রজীবনেই (১৮৬০) নীলচাষীদের পক্ষে 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় তিনি লিখতেন। বিলাতে ভারতের অনুকূলে জনমত সৃষ্টির কাজে আরও দুজনের সঙ্গে ১৮৮৫ খ্রী. ওদেশে যান এবং বহু সভায় বক্তৃতা দেন। দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী কর্তৃক হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় (১৮৭৩) সাহায্য করেন এবং বাল্যবিবাহের বিরোধী হিসাবে 'বিবাহে সম্মতিদান' বিল (১৮৯১) সমর্থন করেন। [৩,৭, ৮,২৫,২৬,৭৪]

মনোমোহন ঘোষ ২ (১৯.১.১৮৬৯ - ১৯২৪)। বিহারের ভাগলপুরে জন্ম। সিভিল সার্জন কে. ডি. ঘোষ। শ্রীঅরবিন্দ ও বিপ্লবী বারীন ঘোষ তাঁর দুই অনুজ। শিক্ষার জন্য পিতা তাঁকে ১০ বছর বয়সে ইংল্যাণ্ডে রেখে আসেন। অক্সফোর্ড ক্রাইস্ট চার্চ কলেজে তিনি পড়া শেষ করেন। ছোটবেলা থেকেই কবিভাবাপন্ন ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় সহপাঠী কবিবন্ধুদের সঙ্গে 'প্রিমাভেরা' নামে নিজেদের কবিতা-সঙ্কলন-গ্রন্থ প্রকাশ করে কবিরূপে স্বীকৃতি পান। ১৮৯৪ খ্রী. দেশে ফিরে সরকারী শিক্ষা-বিভাগে যোগদান করেন। তিনি দীর্ঘদিন কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যেও তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : 'লভ্ সংস্ অ্যাণ্ড এলিজিস্' ও 'সংস্ অফ লভ্ অ্যাণ্ড ডেথ'। [৩]

মনোমোহন চক্রবর্তী। কোটালিপাড়া—ফরিদপুর। নর্ম্যাল স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বরিশালে আসেন। ঢাকায় অবস্থানকালে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অনুরাগী হয়ে বরিশালে এসে সমাজের কাজে উদ্যোগী হন। ১৮৮৫ খ্রী. ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষালাভ করেন। বরিশালে মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের স্কুল স্থাপনকাল থেকেই শিক্ষকতায় ব্রতী হন এবং ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গীত, সংকীর্তন, উপাসনা ও বক্তৃতাদান প্রভৃতি কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০২ খ্রী. শিক্ষকতা ত্যাগ করে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক হয়ে বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে যান। তাঁর রচিত 'সঙ্গীত ও সংকীর্তন', 'অর্ঘ্য', 'কীর্তন ও বন্দনা' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি সমাদৃত হয়। 'ব্রহ্মবাদী' নামে ধর্ম ও নীতিশিক্ষামূলক মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। একবার পূর্ববঙ্গ ব্রহ্মসম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং একবার ঢাকা অধিবেশনের সভাপতি হয়েছিলেন। [১১৪]

মনোমোহন দত্ত, স্বামী (১২.১০.১২৮৪ - ২০. ৬.১৩১৬ ব.) সাতমোড়া—ত্রিপুরা (পূর্ববঙ্গ)। পদ্মনাথ। পূর্ববঙ্গের প্রখ্যাত সাধক ও ভাব-সঙ্গীত-রচয়িতা। ১৩০৩ ব. সর্বধর্মসমন্বয়বাদী সাধক আনন্দস্বামীর নিকট 'দয়াময়' নাম-মন্ত্রে দীক্ষিত হন। গুরুর নির্দেশে সাধনভজনে লিপ্ত থেকে

'দয়াময়' নাম-প্রচারে মনোনিবেশ করেন। তাঁর শিষ্য-বর্গের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ সুরকার আফ্‌তাবউদ্দীন, ওস্তাদ গুল মোহাম্মদ, নিশিকান্ত সেন ও লবচন্দ্র পালের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত সঙ্গীতের সংখ্যা প্রায় ৮৫০। 'মলয়া' (২ খণ্ড) পুস্তকে তাঁর ৪৬১টি গান প্রকাশিত হয়েছে। সুর-কার আফ্‌তাবউদ্দীন তাঁর গানগুলিতে সুরারোপ করেছেন। অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থ : 'পাথেয়', 'ময়না', 'পথিক', 'যোগপ্রণালী' ও 'খনি'। তাছাড়া 'তপোবন', 'উপবন' ও 'নির্মাল্য' নামে তিনখানি গভীর ভাব-ব্যঞ্জক কাব্যগ্রন্থ এবং 'প্রেম ও প্রীতি', 'সত্যশতক', 'উপাসনাতত্ত্ব' ও আত্মতত্ত্বসাধনের সরলব্যাখ্যা-সমন্বিত 'সর্বধর্মতত্ত্বসার' প্রভৃতি পুস্তকসমূহ এখনও অপ্রকাশিত। বাসভবনস্থিত আশ্রমের বিল্ব-তলে তাঁর সমাধি-প্রাঙ্গণে তাঁর জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর বহু ভক্তের সমাগম হয়। [১০৫]

মনোমোহন পাঁড়ে (১২৮২-১৩৪২ ব.)। পিতা—পণ্ডিত বীরেশ্বর। মনোমোহন বাঙলার বাইরে থেকে এসে বাঙলাদেশে স্থায়িভাবে বসবাস করতে থাকেন। ক্লাসিক থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা অভি-নেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্তকে তিনি টাকা ধার দিতেন। ধারের পরিমাণ ১২ হাজার টাকা হলে অমরেন্দ্রনাথ মিনার্ভার লিজ তাঁকে দিয়ে দেন। মিনার্ভা থিয়ে-টারের স্বত্ব লাভ করে (১৯০৪) তিনি পরের বছর থেকে মহেন্দ্র মিত্রের সহযোগিতায় ঐ থিয়েটার পরিচালনা করতে আরম্ভ করেন এবং ১৯১১ খ্রী. থেকে একাই তার পূর্ণ দায়িত্ব নেন। ১৯১২ খ্রী. কোহিনূর থিয়েটার কিনে ১৯১৫ খ্রী. তার নাম দেন মনোমোহন থিয়েটার। ১৯১৫-২৪ খ্রী. এখানে 'কণ্ঠহার', 'বঙ্গে বর্গী' প্রভৃতি জনপ্রিয় নাটক অভিনীত হয়েছে। বহু জনহিতকর কাজে তিনি অর্থসাহায্য করেছেন। কাশীতে 'বীরেশ্বর ধর্মশালা' প্রতিষ্ঠা করেন। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজের অন্য-তম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। [৩,৫,১৬]

মনোমোহন বসু (১৪.৭.১৮৩১-৪.২.১৯১২) ছোট জাগুলিয়া—চব্বিশ পরগনা। দেবনারায়ণ। জন্ম-স্থান নিশ্চিন্তপুর—যশোহর। কলিকাতা হেয়ার স্কুল ও জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লীজ ইন্‌স্টিটিউশনে শিক্ষা-প্রাপ্ত হন। জীবনের শুরুতেই সাংবাদিকতায় দীক্ষা গ্রহণ করে ১৮৫২ খ্রী. 'সংবাদ বিভাকর' ও এপ্রিল ১৮৭২ খ্রী. 'মধ্যস্থ' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। বাল্যকাল থেকেই 'প্রভাকর' ও 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় লিখতেন। পরে কবি ও নাট্যকাররূপে খ্যাতিমান হন। রণজিৎ সিংহের জীবনী অবলম্বনে রচিত তাঁর 'দুলীন' গ্রন্থ সেকালে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। হিন্দু মেলার অন্যতম সংগঠক হিসাবে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম মেলার প্রধান বক্তা ছিলেন। 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' উপন্যাসে বিদেশী শোষণের চিত্র উদ্‌ঘাটন ও 'দিনের দিন সবে দীন/ভারত হয়ে পরাধীন'—এই জাতীয় সঙ্গীতটি রচনা করেন। হিন্দু মেলার প্রভাবে ন্যাশনাল থিয়েটারের জন্ম-কাল থেকেই (১৮৭২) তার সমর্থক ছিলেন। এখানে তাঁর রচিত কয়েকটি নাটক অভিনীত হয়। তিনি গীতাভিনয় রচনার অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর নাটক-গুলি মঞ্চাভিনয় ও গীতাভিনয় উভয়রূপেই সার্থক হয়েছিল। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় তাঁর রচিত 'রামাভিষেক' নাটকটি গোবিন্দ সরকারের বাড়িতে প্রথম অভিনীত হয়। অতিরিক্ত সঙ্গীত সংযোজনা করে তিনি 'হরিশ্চন্দ্র', 'পার্থপরাজয়', 'যদুবংশ-ধ্বংস', 'রাসলীলা' প্রভৃতি স্বরচিত নাটককে গীতা-ভিনয়ের উপযোগী নাটকে রূপান্তরিত করেন। এছাড়াও 'পদ্যমালা' নামে পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। তিনি বাউল, কীর্তন ও যাত্রার গান রচনায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। [৩,৭,৮,২৫,২৬,২৮,৬৫]

মনোমোহন ভাদুড়ী, ডা. (১৮৭৭?-৯.৩.১৯৭১)। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ফরিদপুর জেলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর পক্ষে মামলা পরিচালনা করেছিলেন। বিচারে ফাঁসির হাত থেকে তিনি রেহাই পান, কিন্তু দশ বছরের কারাদণ্ড হয়। [১৬]

মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা (১৮৫৮-৩১.৫.১৯১৯) বানারিপাড়া—বরিশাল। বরিশালের খ্যাতনামা জন-নেতা। তিনি ১২ বছর বয়সে কলিকাতায় আসেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। ১৯০৪ খ্রী. গিরিডিতে অভ্র ব্যবসায় শুরু করে ক্রমে ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। ঐ সময় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হলে কলিকাতায় আসেন এবং আন্দোলনে যোগ দেন। সুবক্তা ছিলেন। ১৯০৬ খ্রী. 'বন্দে-মাতরম্' ধ্বনির উপর 'ফুলারী' নিষেধাজ্ঞার প্রতি-বাদে তিনি নিজপুত্র চিত্তরঞ্জনকে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিসহ শোভাযাত্রায় যোগ দিতে পাঠান (১৪.৪.১৯০৬)। চিত্তরঞ্জন পুলিসের লাঠির আঘাতে গুরুতররূপে আহত হন। কিন্তু অবিচলিতচিত্ত মনোরঞ্জন আহত পুত্রকে সভার সম্মুখে রেখে এক মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দিয়েছিলেন। মাতৃভূমির পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য বাঙলার যুবশক্তির কাছে তাঁর দাবি ছিল, 'We want a warrior class and not a race of Shop-keepers in Bengal' (২৭.৭.১৯০৭)। তিনিই প্রথম নিখিল ভারত কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে বাংলায় বক্তৃতা দেন। গিরিডিতে নিজ অর্থে একটি জাতীয় বিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠা করেন। রবীন্দ্রজীবনী-লেখক প্রভাতকুমার এই বিদ্যালয়ের ছাত্র। অগ্নিযুগের প্রাক্কালে এক পয়সা মূল্যে 'নবশক্তি' নামে একটি দৈনিক বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেন। বিপিন পালের সঙ্গে নিজে যুগ্ম-সম্পাদক হন। সরকারী আদেশে পত্রিকা ও প্রেস বাজেয়াপ্ত হয়। ফলে তিনি ৫০ হাজার টাকা লোকসান দেন। গিরিডি ও কোডারমায় অভ্রখনির জন্য ডিনামাইটের পারমিট থেকে তিনি বারীন ঘোষকে ডিনামাইট দিয়েছিলেন। এছাড়া বিপ্লবী দলকেও প্রচুর অর্থ দিতেন। স্বদেশী ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে তিনি ১৯০৮ খ্রী. থেকে ২ বছরের বেশী রেঙ্গুনের কাছে ইনসেইন জেলে আটক ছিলেন। এই সময় সরকারী কারসাজিতে খনিগুলি হস্তচ্যুত হয়। নিঃসম্বল হয়েও গৌরব বোধ করতেন। কাব্য ও সাহিত্য-রচনায় হাত ছিল। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী : 'আশা প্রদীপ', 'কুম্ভমেলা', 'নির্বাসন কাহিনী', 'মনোরমার জীবন-চিত্র' প্রভৃতি। [১০,১১৪,১২৪]

মনোরঞ্জন দাস (১৯১৪ - ১৮.৫.১৯৩৩) সরোয়াতলী—চট্টগ্রাম। সতীশচন্দ্র। বিপ্লবী দলের সভ্য মনোরঞ্জন ১৯৩০ খ্রী. আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং গ্রেপ্তার এড়াতে আত্মগোপন করেন। পরে পুলিসের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। [৪২]

মনোরঞ্জন বেদান্ততীর্থ (১৮৯৫ - ১৯৫৮) চিংড়াখালি—খুলনা। অখিলচন্দ্র ভট্টাচার্য। আদি নিবাস ফরিদপুর জেলার উনশিয়া গ্রাম। প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর বরিশাল জেলাস্থ বনগাঁ-নিবাসী পণ্ডিত রাম শাস্ত্রীর নিকট ব্যাকরণ অধ্যয়ন করে 'ব্যাকরণতীর্থ' উপাধি লাভ করেন। পরে কলিকাতায় মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, হরনাথ শাস্ত্রী ও সীতানাথ সাংখ্যতীর্থ মহোদয়গণের নিকট কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং যথাক্রমে কাব্যতীর্থ, সাংখ্যতীর্থ, বেদান্ততীর্থ ও দর্শনশাস্ত্রী উপাধি প্রাপ্ত হন। তারপর রাজশাহীর প্রসিদ্ধ কবিরাজ হারাণ চক্রবর্তীর নিকট ও পরে কলিকাতায় শ্যামাদাস বাচস্পতির নিকট আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করে আয়ুর্বেদাচার্য ও বৈদ্যশাস্ত্রী উপাধি পান এবং কবিরাজ গণনাথ সেন, রাজেন্দ্রলাল সেন ও ডা. বামনদাস মুখোপাধ্যায় প্রমুখদের সাহচর্য লাভ করেন। শিক্ষা-শেষে তিনি প্রসন্নকুমার ইন্‌স্টিটিউশনে অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং সংস্কৃত শিক্ষা-প্রসারের জন্য নিজে কলিকাতা গ্রে স্ট্রীটে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি 'সাধক রামপ্রসাদ ও ভক্ত সত্যনারায়ণ শ্রীমানী ইন্‌স্টিটিউশন'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সহ-সম্পাদক, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের কার্যকরী সমিতির সদস্য, বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা-পরিষদের পরীক্ষক এবং শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ ও পাশ্চাত্য বৈদিক সঙ্ঘের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। আয়ুর্বেদ চিকিৎসাক্ষেত্রেও তাঁর প্রচুর খ্যাতি ছিল। তিনি 'ভিষক্‌শিরোমণি' উপাধিপ্রাপ্ত ছিলেন। নাড়াজোল, বস্তার ও পাইকপাড়া রাজবাড়ির গৃহচিকিৎসকরূপে তাঁর প্রতিষ্ঠা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পিতার নামে 'অখিলচন্দ্র আয়ুর্বেদ ভবন' স্থাপন করে তিনি আয়ুর্বেদ শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করেছিলেন। কলিকাতায় মৃত্যু। [১৪৬]

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (১৯১০ - ১২.৮.১৯৩২) এরিকাথি—ফরিদপুর। কালীপ্রসন্ন। ১৮.৪.১৯৩০ খ্রী. চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ এবং চরমুগারিয়া মেল-ব্যাগ ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করেন। মার্চ ১৯৩১ খ্রী. পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ফরিদপুর জেলে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়। [৪২]

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, মহর্ষি (২৬.১.১৮৮৯ - ২০.১.১৯৫৪) কামারখাড়া - বিক্রমপুর — ঢাকা। নবীনচন্দ্র। প্রখ্যাত অভিনেতা ও নাট্যকার। ১৯০৮ খ্রী. গ্রামের স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পাশ করে ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে প্রবেশ করেন। ছাত্রাবস্থায় ঢাকায় গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দেন এবং সম্ভবত দলনেতা মাখন সেনের নির্দেশে কলিকাতার ন্যাশনাল কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজে আসেন, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে ঐ কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে সিটি কলেজ থেকে আই.এস-সি. এবং ১৯১৬ খ্রী. রিপন কলেজ থেকে অঙ্কে অনার্সসহ বি.এস-সি. পাশ করেন। এই বছর এম.এস-সি. পড়বার সময় প্রথমে কুতুবদিয়া (চট্টগ্রাম) ও পরে বদনগঞ্জে (হুগলী) অন্তরীণ থাকেন। শেষে স্বগৃহে দেড় বছর অন্তরীণ থাকার পর ১৯১৯ খ্রী. মুক্ত হয়ে পুনরায় পড়াশুনার চেষ্টা করেন। কিন্তু সংসারের চাপে শিক্ষা বন্ধ রেখে তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালে যোগ দেন। অবসর-সময়ে দেশবন্ধুর ব্যক্তিগত সেক্রেটারীর কাজ করতেন। ১৯২১ খ্রী. অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে চার মাসের কারাদণ্ড ভোগ করেন। এ সময়ে বহু রাজনৈতিক কর্মীর সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের যোগাযোগ ছিল। মিশনের ডা. দুর্গাপদ ঘোষের মাধ্যমে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। শিশিরকুমারের আহ্বানে তিনি থিয়েটারের দলে যোগ দেন। 'সীতা' নাটক দিয়ে তাঁর অভিনেতা-জীবনের শুরু (১৯২৩)। মনোমোহন থিয়েটারে শিশিরকুমারের পরিচালনায়

'সীতা' নাটকে 'বাল্মীকি' চরিত্রে অভিনয় করে তিনি 'মহর্ষি' নামে পরিচিত হন। ১৯৪৪ খ্রী. পর্যন্ত পেশাদার রঙ্গমঞ্চে শতাধিক চরিত্রে অভিনয় করে তিনি নিজ সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখেন। চলচ্চিত্রাভিনয়েও তিনি সুনামের অধিকারী হয়েছিলেন। চলচ্চিত্রে তাঁর প্রথম অভিনয় (১৯২৯) ম্যাডান কোম্পানীর রজনী চিত্রে (নির্বাক) 'শচীন্দ্রনাথ' চরিত্রে। ৫০টির অধিক বাংলা ছবিতে অভিনয়-নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখেন। অভিনীত কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্র : মঞ্চে—বাল্মীকি (সীতা), মাতাল (বসন্তোৎসব), পরশুরাম ও অর্জুন (নরনারায়ণ) প্রভৃতি; সবাক চিত্রে—পুরোহিত (চণ্ডীদাস), ধর্মদাস (দেবদাস), সাপুড়ে (সাপুড়ে), রামকৃষ্ণ (স্বামীজী), দাশু (পথিক) প্রভৃতি। 'সতী অনুরাধা' চিত্রে অভিনয়কালে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রধানত পেশাদারী নাটমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও মহর্ষিকে বাঙালী মনে রাখবে অপেশাদার প্রগতি-মূলক নাট্য আন্দোলনের পুরোধারূপে। এ যুগের প্রথম প্রগতিশীল নাটক 'নবান্ন' অভিনয়ের সময়ে তাঁরই উপদেশে চটের দৃশ্যসজ্জা ব্যবহার করা হয়। পরবর্তী কালে 'বহুরূপী' নাট্যসংস্থার (১৯৪৮) জন্ম থেকে তিনি আমৃত্যু সভাপতিরূপে এই সংস্থাকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করে যান। নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্যকে মঞ্চের জীবনে যুক্ত করা তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব। ১৯৩০ খ্রী. শিশিরকুমারের দলের সভ্যরূপে আমেরিকায় গিয়ে অভিনয় করেন। ১৯৫২ খ্রী. সোভিয়েট সরকারের আমন্ত্রণে প্রতিনিধি দলের নেতারূপে ঐ দেশে যান। প্রথম জীবনে যেমন বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, শেষ-জীবনে তেমনি সাম্যবাদী আন্দোলনে আকৃষ্ট হন। বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট সম্মেলনে সভা-পতিত্ব করেন। তাঁর রচিত নাটক : 'চক্রব্যূহ', 'বন্দনার বিয়ে', 'দেশবন্ধু' (ছায়াবলম্বনে রচিত) এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য রচিত 'হোমিও-প্যাথী' (বহুরূপী পত্রিকায় প্রকাশিত)। শিশির-কুমারের আমেরিকা ভ্রমণ সংক্রান্ত শিবরাম চক্রবর্তীর লেখার জবাবে তাঁর রচনাগুলি তথ্যপূর্ণ। 'অরণি' পত্রিকায় কবিতা ও প্রবন্ধ লিখতেন। প্রবন্ধগুলির সঙ্কলনের নাম 'থিয়েটার প্রসঙ্গ'। এই সঙ্কলন-গ্রন্থে তাঁর জাতীয়তাবোধ ও রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৪৬ খ্রী. সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ভীত উভয় সম্প্রদায়ের ব্রিটিশ সৈন্যের উপস্থিতি কামনা দেখে তিনি লেখেন, 'আমরা উভয় সম্প্রদায়ই ভীরু, তাই আমি লজ্জিত'। [১৪৬]

মনোরঞ্জন রায় (৩.৪.১৮৯১ - ১১.১১.১৯৬৮) লৌন্দ—ময়মনসিংহ। বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক ও শিক্ষা-বিদ্। ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৯০৮), আনন্দমোহন কলেজ থেকে আই.এ., কলিকাতা সিটি কলেজ থেকে বি.এ. এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৫ খ্রী. ইংরেজীর 'এ' গ্রুপে এম.এ. পাশ করেন। পরে তিনি প্রাইভেটে ইংরেজীর 'বি' গ্রুপে এবং ১৯২৫ খ্রী. প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে এম.এ. পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হন। তা ছাড়া ঢাকা আইন কলেজ থেকে আইন পরীক্ষাও পাশ করেন। ময়মনসিংহের সরারচর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং রেক্টররূপে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। ঐ স্থানের জজকোর্টে কিছুদিন আইনজীবীর কাজও করেন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে ক্যাটা-লগার হিসাবে নিযুক্ত হয়ে ক্রমে সহ-গ্রন্থাগারিক এবং ১৯৩১ - ৪৬ খ্রী. পর্যন্ত গ্রন্থাগারিক পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৪৭ খ্রী. দেশবিভাগের পরও কিছু-কাল গ্রন্থাগারের অফিসার-ইন-চার্জ হিসাবে কাজ করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে চলে আসার পর ১৯৫৬ খ্রী. থেকে ৭ বছর রহড়া জেলা-গ্রন্থাগারের গ্রন্থা-গারিক ছিলেন। এখানে প্রধানত তাঁর চেষ্টাতেই গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষণকেন্দ্র চালু হয়। তিনি কয়েকটি স্কুল ও কলেজ-পাঠ্য পুস্তক রচনা করেছেন। [১৪৯]

মনোরঞ্জন সেন ১ (? - ৫.৫.১৯৩০) বরমা—চট্টগ্রাম। রজনীকান্ত। দরিদ্র পরিবারের সন্তান। কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়বার সময় গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ১৮ এপ্রিল ১৯৩০ খ্রী. চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে ও ২২ এপ্রিলের সংগ্রামে অংশ নেন। ৬ মে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের সময় বন্ধুরা সম্মুখযুদ্ধে নিহত হলে তিনি আত্মসমর্পণ না করে নিজের গুলিতে মৃত্যু-বরণ করেন। [৪২,৯৬]

মনোরঞ্জন সেন ২ (? - ১৫.৫.১৯৩০) ফরিদ-পুর। যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর নেতৃত্বে বালেশ্বরের বুড়িবালামের যুদ্ধে (৯.৯.১৯১৫) অংশগ্রহণ করেন। পরে দলনেতার নির্দেশে আত্মসমর্পণ করে ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেন। [১০,৫৪]

মনোরমা মজুমদার। স্বামী গিরিশচন্দ্র। ১৮৬৮ খ্রী. বরিশালে স্থাপিত নারীশিক্ষা বিদ্যালয়ের প্রথম দলের ছাত্রী। শিক্ষাশেষে ইডেন ফিমেল স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হন। ১৮৮১ খ্রী. তিনি ব্রাহ্ম-প্রচারিকার পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। [১১৪]

মনোহর চক্রবর্তী (১২২৫ ব. - ?) ইলামবাজার—বীরভূম। খ্যাতনামা কীর্তনীয়া দীনদয়াল। পিতার কাছে শিক্ষা শুরু করে কান্দরার ঠাকুরবাড়িতে শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। কীর্তনীয়া হিসাবে তাঁরও বিশেষ খ্যাতি ছিল। [২৭]

মনোহর দাস, আউলিয়া (? - ১৬৩৮) বিষ্ণুপুর—বাঁকুড়া। নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত জাহ্নবীদেবীর শিষ্য। তিনি প্রথমে বিষ্ণুপুরের রাজার গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন। 'পদসমুদ্র' ও 'নির্যাসতত্ত্বের' সংগ্রহকর্তা এবং 'দিনমণি চন্দ্রোদয়' গ্রন্থপ্রণেতা। কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে ঘুরতেন বলে 'আউলিয়া মনোহর' নামে পরিচিত ছিলেন। বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাসের সঙ্গে তিনি কাঁদড়া গ্রামে থাকতেন এবং তাঁর সঙ্গে খেতুরির মহোৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি গরাণহাটি ঢঙে প্রাচীন রাঢ়ীয় সঙ্গীতরীতির সহযোগে মনোহরশাহী রীতির প্রবর্তন করেন। হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার বদনগঞ্জ গ্রামে তাঁর সমাধিক্ষেত্রে মকরসংক্রান্তি তিথিতে মেলা বসে। বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী গ্রামে এবং বিষ্ণুপুরের কাছে গোকুলনগরেও তাঁর সমাধিস্থল দেখান হয়ে থাকে। [২,৩,২৫,২৬]

মনোহর মিস্ত্রী (?-১২৫৩ ব.)। শ্বশুর পঞ্চানন কর্মকারের কাছে ছেনিকাটা শেখেন এবং তাঁর সহযোগী হিসাবে ১৪টি বিভিন্ন বর্ণমালার টাইপ তৈরী করেন। তিনি ৪০ বছরেরও অধিক সময় শ্রীরামপুরের মিশনারীদের ছাপাখানায় কাজ করে চীনা, ওড়িয়া প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার মুদ্রাক্ষর প্রস্তুত করেছিলেন। পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রকেও ঐ কাজ শিক্ষা দেন এবং ১২৪২ ব. শ্রীরামপুরে যন্ত্রালয় স্থাপন করে বছরে বছরে পঞ্জিকা ও বাংলা-ইংরেজী নানা গ্রন্থ মুদ্রণ করেন। [৬৪]

মন্মথ গাঙ্গুলী। ইংলিশম্যান পত্রিকার প্রথম বাঙালী স্পোর্ট্স্ রিপোর্টার বা ক্রীড়া-সাংবাদিক। পরে স্টেট্সম্যান পত্রিকায় যোগ দেন। ন্যাশনাল ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং আই.এফ.এ.-র প্রথম ভারতীয় সম্পাদক হিসাবে তাঁর নাম স্মরণীয়। তাঁর পুত্র রমেশচন্দ্রও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ক্রীড়া-সাংবাদিক ছিলেন (১৮৯৭ ? - ১৩.৩.১৯৭২)। [১৬]

মন্মথচন্দ্র বসু মল্লিক (আশ্বিন ১২৬০ ব. - ?) কলিকাতা। জয়গোপাল। প্রথমে হিন্দু স্কুলে ও পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়াশুনা করে ইংল্যান্ডে যান এবং কেম্ব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজ থেকে ১৮৭৫ খ্রী. ব্যারিস্টার হন। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হলে ১৮৯৯ খ্রী. একজন ইংরেজ মহিলাকে বিবাহ করে বিলাতেই বসবাস শুরু করেন। দু'বার পার্লামেন্টের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সমগ্র ইউরোপ, আমেরিকা, চীন ও জাপান ভ্রমণ করে 'Orient and Occident', 'Study in Ideals', 'Impressions of a Wanderer', 'Problems of Existence' প্রভৃতি গ্রন্থ ইংরেজী ভাষায় প্রকাশ করেন। তিনি কৃষ্ণদাস পাল কর্তৃক আখ্যাত তৎকালীন 'Immortal Ten' বা 'অমরদশ'-এর অন্যতম ছিলেন। [২৫]

মন্মথনাথ ঘোষ (৩.৬.১২৯১ ব. - ?) কলিকাতা। বিখ্যাত বাগ্মী ও লেখক গিরিশচন্দ্র ঘোষের পৌত্র। ১৯০০ খ্রী. সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স, জেনারেল অ্যাসেম্ব্লীজ ইন্স্টিটিউশন থেকে ১৯০২ খ্রী. শ্রেষ্ঠ বাংলা রচনার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র পদকসহ প্রথম বিভাগে এফ.এ., ১৯০৪ খ্রী. গণিতে বি.এ. এবং পরের বছর বিশুদ্ধ গণিতে এম.এ. পাশ করেন। ১৯০৬ খ্রী. তিনি কন্ট্রোলার-জেনারেলের অফিসে প্রবেশ করে ট্রেজারি কন্ট্রোল অফিসের অন্যতম সুপারিন্টেন্ডেন্টের পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯১১ খ্রী. পিতামহ গিরিশচন্দ্র ঘোষের ইংরেজী জীবনচরিত এবং ইংরেজী বক্তৃতা ও প্রবন্ধসমূহ সংগৃহীত করে প্রকাশ করেন। ১৯১৪ খ্রী. লন্ডনের রয়্যাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল সোসাইটি এবং রয়্যাল ইকনমিক সোসাইটির ফেলো হন। ১৯১৫ খ্রী. 'মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ' নামে একখানি জীবনী-গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। এছাড়াও 'সাহিত্য', 'যমুনা', 'মানসী ও মর্মবাণী' প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি প্রবন্ধ লিখতেন। [২৫,২৬]

মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডা. (১৮৬৬ - ?) কলিকাতা। আদি নিবাস বলুহাটি—হাওড়া। প্রসিদ্ধ চক্ষু-চিকিৎসক মন্মথনাথ ছিলেন সঙ্গীতপ্রেমী ও সঙ্গীতের সেবক। ছেলেবেলা থেকে তাঁদের পরিবারে সঙ্গীতের পরিবেশ ছিল। তিনি নিজে যন্ত্রসঙ্গীতের চর্চা করতেন এবং তাঁর বাগবাজারের বাড়িতে প্রতি শনিবার আসর বসাতেন। এই আসরে বাঙালী গায়কদের মধ্যে বেশী যোগ দিতেন মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী প্রভৃতি। সেতার ও সুরবাহারবাদক জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সুরবাহারবাদক হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল, পাখোয়াজী নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পাখোয়াজী দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতিও আসরে আসতেন। সঙ্গীতসেবী ও প্রসিদ্ধ চক্ষু-চিকিৎসক মন্মথনাথের আপার সার্কুলার রোডের বিরাট বাসভবনে তাঁরই অর্থে ও স্মৃতিতে 'ডা. এম. এন. চ্যাটার্জী মেমোরিয়াল আই হসপিট্যাল' স্থাপিত আছে। [১৮]

মন্মথনাথ চৌধুরী, স্যার, মহারাজা (১২৮৬ - ১৩৪৫ ব.) সন্তোষ—ময়মনসিংহ। জমিদার বংশে জন্ম হলেও প্রথম জীবনেই রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের শিষ্য হিসাবে রাজনীতিতে যোগ দেন। 'বেঙ্গলী' পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। ক্রমে কংগ্রেসের মডারেটপন্থিগণ কংগ্রেস ত্যাগ করলে তিনিও কংগ্রেস ত্যাগ করে বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের

সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বাঙলা সরকারের মন্ত্রী ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি ছিলেন। খেলাধুলায় অদম্য উৎসাহ ছিল। নিজেও একজন ভাল খেলোয়াড় ছিলেন। তিনিই একমাত্র ভারতীয় যিনি পরপর ছয় বার ইণ্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। [৫]

মন্মথনাথ ভট্টাচার্য (১৮৬৩-১৯০৮) নারীট—হুগলী। পিতা—বিখ্যাত পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন। মন্মথনাথ সংস্কৃত কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে 'বিদ্যারত্ন' উপাধি পান। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে গণিতে এম.এ. পাশ করেন। ১৮৮৫ খ্রী. কলিকাতার ডেপুটি কন্ট্রোলার হন। সরকারের হিসাব বিভাগে চাকরি নিয়ে কলিকাতা, মাদ্রাজ, রেঙ্গুন, শিলং, নাগপুর প্রভৃতি স্থানে নিযুক্ত থাকেন। ১৯০৮ খ্রী. পাঞ্জাবের অ্যাকাউন্ট্যান্ট-জেনারেল হন। বাঙালীর মধ্যে তিনিই প্রথম এই উচ্চপদ লাভ করেছিলেন। [২৫,২৬]

মন্মথনাথ মিত্র (১২৭৩-১৬.৯.১৩৪১ ব.) কলিকাতা। গিরিশচন্দ্র। পিতামহ—রাজা দিগম্বর মিত্র। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে প্রবল আন্দোলন দেখা দিলে তিনি জনসেবা ও দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ হন। তৎকালীন 'বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায়ের' সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। জমিদার সভার বিশিষ্ট সদস্য, কর্পোরেশনের কাউন্সিলর এবং ভারত সঙ্গীত সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ভারত সঙ্গীত সমাজের রঙ্গমঞ্চে তিনি একাধিক নাটকে অভিনয়ও করেন। ১৯২৬-২৭ খ্রী. কলিকাতার শেরীফ ছিলেন। হিন্দু অনাথাশ্রমের জন্য তিনি ১৫ হাজার টাকা মূল্যের ভূমি দান করেছিলেন। [৫]

মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, স্যার (২৮.১০.১৮৭৪-১৯৪২?) জগতী—নদীয়া। অনাদিনাথ। প্রথমে গোয়ালন্দ হাই স্কুলে পড়াশুনা করেন। পরে কলিকাতা অ্যালবার্ট কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ. ও এম.এ. এবং রিপন কলেজ থেকে আইন পাশ করেন। ঠাকুর আইন-বিষয়ক পরীক্ষায় প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক পান। কিছুদিন সহকারী উকিল হিসাবে থেকে ১৯২৪ খ্রী. কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি হন। নিরপেক্ষ বিচারকরূপে খ্যাতি অর্জন করে ১৯৩৪ খ্রী. প্রধান বিচারপতি হন এবং ১৯৩৫ খ্রী. 'নাইট' উপাধি পান। তিনি বিচারকরূপে তারকেশ্বর মামলার মীমাংসা ও তারকেশ্বরের সেবাকার্যের সুব্যবস্থা করেন। কংগ্রেস মন্ত্রী মি. শরীফের কাজের মীমাংসার জন্য কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ তাঁর ওপর বিচারভার দিয়েছিলেন। বিচারপতির পদ থেকে অবসর-গ্রহণের পর পাটনা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। একবার কিছুদিনের জন্য ভারত সরকারের আইন-সচিব হয়েছিলেন। তিনি বাঙলা সরকারের শাসন পরিষদের সদস্য, বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সভাপতি, ১৯৩৯ খ্রী. বীর সাভারকরের সভাপতিত্বে আহূত সভার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। ভাগলপুরে হিন্দুমহাসভার অধিবেশন সম্পর্কে মহাসভা নেতাদের গ্রেপ্তারে, বিশেষ করে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে অধিবেশনে যোগদানে বাধা দেওয়ায় তীব্র প্রতিবাদ করে তিনি নির্ভীকতার পরিচয় দেন। আইন সম্পর্কে তিনি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। নবদ্বীপের বঙ্গবিবুধজননী সভা তাঁকে 'ন্যায়রঞ্জন', কাশী হিন্দুধর্ম মহামণ্ডল 'ধর্মালঙ্কার' এবং কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় 'ন্যায়াধীশ' উপাধি প্রদান করে। [৫]

মন্মথমোহন বসু (১২৬৭?-২৭.৬.১৩৩৬ ব.)। ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজের বাংলা ভাষায় প্রথম অধ্যাপক এবং পরে এমিরিটাস প্রফেসর হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সরোজিনী স্বর্ণ-পদক দিয়ে ও গিরিশ লেকচারার পদে বরণ করে সম্মানিত করেন। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্-স্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাকালে ঐ প্রতিষ্ঠানের সাহিত্য বিভাগের প্রথম সভাপতি ছিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র ও তিনি প্রথম সম্পাদক হন। এছাড়াও ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের একজন প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি এবং শিয়ালদহ কোর্টের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট থাকা কালে বাংলা ভাষায় রায় লিখে তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। অভিনেতা ও সমালোচক হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ও নটশেখর নরেশচন্দ্র তাঁর কাছে অভিনয় বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেছিলেন ব'লে শোনা যায়। [৪]

মর্তুজা সৈয়দ। বালিয়াঘাটা—মুর্শিদাবাদ। হাসান কাদেরী। পিতা বেরিলী থেকে বাঙলায় এসে স্থায়ি-ভাবে বসবাস করেন। এই কবি-রচিত একটি পদ 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে সঙ্কলিত আছে। তাঁর রচিত রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক প্রায় ২৮টি গীত পাওয়া যায়। এগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নিখিলনাথ রায় এই ফকিরের জীবনী প্রকাশ করেন। মর্তুজা নামধারী এই কবির সমাধি মুর্শিদা-বাদে বর্তমান। এখনও তাঁর মৃত্যুদিনে এখানে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। [৭৭]

মশাবাবু, সন্তোষকুমার বসু (২০.৩.১৮৯০-২০.৩.১৯৭০) কুমারটুলি—কলিকাতা। প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়। এককালে তিনি ক্রীড়াশৌর্যে ইউরোপীয় সাহেব ও পল্টনী দলের নিকট থেকে শ্রদ্ধা আদায় করেছিলেন। শৈশব থেকেই ক্রীড়ামোদী ছিলেন ও কুমারটুলি পার্কে নিজেই 'ইউরেকা' নামে একটি ফুটবল ক্লাব গঠন করেন। ১৯০৭ খ্রী. থেকে ১৯২০ খ্রী. পর্যন্ত কুমারটুলিতে ধারাবাহিক-ভাবে খেলেছেন। তাঁর ক্রীড়ানৈপুণ্যের কথা তখন প্রবাদের মত প্রচারিত হত। তখনকার দিনে ন্যাশনাল, শোভাবাজার, কুমারটুলি, মোহনবাগান এবং এরিয়ান ছিল নাম-করা বাঙালী দল। এই সমস্ত দলের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও গড়ের মাঠে ইউরোপীয় গোরা পল্টন দল এবং স্থানীয় সাহেব দলগুলির সঙ্গে উক্ত দলগুলির খেলাই ফুটবলের প্রধান আকর্ষণ ছিল। এসব খেলায় মশাবাবুর ক্রীড়াকৌশল দর্শক-দের চমক লাগাত। বল-পাসিং-এর কায়দায় সাহেব খেলোয়াড়দের নাচাতেন। ছুটন্ত বলের সঙ্গে তাঁর দুরন্ত গতি, চকিত আক্রমণ রচনা এবং বুলেটের মত শট প্রভৃতি ছিল মশাবাবুর খেলার বিশেষত্ব। ক্রিকেট, হকি এবং ব্রিজ খেলায়ও তাঁর নাম ছিল। তিনি প্রথমে কুলটিতে ও পরে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের কামারহাটি ব্রাঞ্চে চাকরি করতেন। তারপর চার্টার্ড ব্যাঙ্কের চীফ ক্যাশিয়ার হন। ১৯৫৬ খ্রী. ফুটবল খেলায় তাঁর শেষ উপস্থিতি। [১৭]

মহম্মদ আনোয়ারুল আজীম (১৩.১২.১৯৩১-৫.৫.১৯৭১) রানীনগর—রাজশাহী। মহম্মদ আফজল। ১৯৫৩ খ্রী. রাজশাহী সরকারী কলেজ থেকে বি.এ. ও পরে কর্মরত অবস্থায় ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে এলএল.বি. এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে এম.এ. পাশ করেন। ১৯৫২ খ্রী. পূর্ব-পাকিস্তানের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে রাজশাহী ও ঢাকায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে সাহিত্যানুরাগী, তর্কবিদ্, খেলো-য়াড় ও নাট্যকার ছিলেন। ১৯৬৫ খ্রী. আমেরিকা থেকে তিনি 'শ্রমিক পরিচালনা' বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। এককালে যুদ্ধবিভাগে যোগ দিয়ে লেফ্‌টেন্যান্ট পদে উন্নীত হয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গের মুক্তিযুদ্ধকালে গোপালপুরের উত্তরবঙ্গ চিনির মিলের প্রশাসক আজীম কর্মরত ২০০ শ্রমিক ও কতিপয় অফিসার সহ পাক-বাহিনীর মেসিনগানের গুলিতে নিহত হন। বাঙলার স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় যেসব বুদ্ধিজীবী পাক-হানাদার বাহিনীর দ্বারা নৃশংসভাবে নিহত হন তাঁদের মধ্যে আছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কবিভাগের অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান, মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক আবদুল কাইয়ুম, রাজশাহী সরকারী কলেজের অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক এস. এম. ফজলুল হক প্রভৃতি। [১৫২]

মহম্মদ আবদুল মুকতাদির (১৯.২.১৯৪০-২৬.৩.১৯৭১) সিলাম—শ্রীহট্ট (পূর্ববঙ্গ)। ১৯৬২ খ্রী. ভূতত্ত্ব-বিষয়ে তিনি এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৬৪ খ্রী. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ঐ বছরই আয়ুব-মোনেম আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কালা কানুনের প্রতিবাদে স্বাক্ষর দান করেন। ১৯৭১ খ্রী. ইয়াহিয়া জঙ্গী-শাহীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। ২৫ মার্চ ১৯৭১ খ্রী. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকায় পাকসৈন্যদের যে হত্যার তাণ্ডব চলে তাতে তিনি প্রাণ বিসর্জন দেন। ঐ একই দিনে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক আতাউর রহমান খান খাদিম, মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর ফজলুর রহমান, গণিত বিভাগের অধ্যাপক শরাফত আলী এবং আরও অনেকে পাক-সৈন্যদের হাতে নিহত হন। [১৫২]

মহম্মদ বরকতউল্লাহ (১৮৯৮?-১৯৭৪) পাবনা। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক এবং 'বাংলা অ্যাকা-ডেমি'র সর্বপ্রথম মহাপরিচালক। তৎকালীন পাকি-স্তানে তিনি মহাপরিচালক পদ না পেলেও পরি-চালকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রচিত 'পারস্য প্রতিভা' গ্রন্থে তিনি পারস্যের বিভিন্ন মনীষীদের জীবন-চরিত ও তাঁদের সাহিত্যকর্ম-সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'মানুষের ধর্ম', 'কারবালার পথে' প্রভৃতি। [১৭]

মহম্মদ মহসীন, হাজী (১৭৩২-২৯.১১.১৮১২) হুগলী। পিতা পারস্যদেশীয় বণিক হাজী ফৈজুল্লা। মহসীনের মাতা নদীয়া ও যশো-হরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জায়গীরের অধিকারী মোতাহেরের পত্নী ছিলেন। মোতাহেরের মৃত্যুর পর তিনি হাজী ফৈজুল্লাকে নিকা করেন। মোতাহেরের কন্যা মন্নুজান খাতুন পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী ছিলেন। মহসীন ১০ বছর বয়সে সিরাজী নামে এক আরবী ভাষাবিদের কাছে আরবী ও ফারসী ভাষা শেখেন। পরে আগা মীর্জার কাছে বিদ্যাশিক্ষা করেন। কোরানে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁর হস্তলিখিত কোরান হুগলী কলেজের লাই-ব্রেরীতে রক্ষিত আছে। ১৭৬২ খ্রী. দেশভ্রমণে বেরিয়ে নানা জায়গায় ঘুরে মক্কা ও মদিনায় যান এবং 'হাজী' উপাধি লাভ করেন। ১৭৮৯ খ্রী. ভারতবর্ষে ফেরেন। ১৮০৩ খ্রী. মন্নুজানের সম্পত্তির অধিকারী হন। মহসীন দানশীলতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। ৯ জুন ১৮০৬ খ্রী. একটি দান-

পত্র করে তিনি মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতিকল্পে ১ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকার আয়ের সম্পত্তি এবং মৃত্যুর পর সমুদয় সম্পত্তি ধর্মার্থে দান করেন। হুগলীর ইমামবাড়া, হুগলী কলেজ, মাদ্রাসা, মহসীন বৃত্তি প্রভৃতি তাঁরই অর্থসাহায্যে প্রতিষ্ঠিত। এছাড়াও ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও হুগলীতে তাঁর অর্থে আরবী শিক্ষার জন্য বিদ্যামন্দির স্থাপিত হয়েছে। [২,৭,২৫,২৬]

মহম্মদ মোর্তজা, ডা. (১.৪.১৯৩১ - ডিসে. ১৯৭১) চণ্ডীপুর—চব্বিশ পরগনা। ১৯৪৬ খ্রী. ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৪৮ খ্রী. কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আই.এস-সি. পাশ করে ঢাকায় চলে যান এবং সেখানকার মেডিক্যাল কলেজ থেকে ১৯৫৪ খ্রী. এম.বি.বি.এস. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯ নভেম্বর ১৯৫৫ খ্রী. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী মেডিক্যাল অফিসারের পদে যোগ দিয়ে আমৃত্যু ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। লেখক হিসাবেও তাঁর পরিচিতি ছিল। রচিত প্রবন্ধ-গ্রন্থ : 'জনসংখ্যা ও সম্পদ' এবং 'প্রেম ও বিবাহের সম্পর্ক'। 'চরিত্রহানির অধিকার' তাঁর রচিত উপন্যাস। তাছাড়া 'চিকিৎসাশাস্ত্রের কাহিনী' নাম দিয়ে একটি অনুবাদ-গ্রন্থও প্রকাশ করেন। গল্প এবং কবিতা রচনায়ও তাঁর হাত ছিল। 'কপোত' পত্রিকায় তিনি 'রাজনীতির পরিচয়' নামে ধারাবাহিকভাবে এবং গণশক্তি পত্রিকায় বেনামে নিবন্ধ লিখতেন। পাক-সামরিক অফিসারদের নির্দেশে আল-বদর বাহিনীর লোকেরা ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রী. তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসভবন থেকে চোখ বেঁধে ধরে নিয়ে যায়। ৪ জানুয়ারী ১৯৭২ খ্রী. অন্যান্য শহীদ বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মীরপুর বাজারের কাছে তাঁর মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়। [১৫২]

মহম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহামদ, মুনশী (১৮৬২ - ১৯৩৩)। তিনি 'ইসলাম-প্রচারক' নামে একটি মাসিক-পত্রিকা কলিকাতায় তাঁর নিজস্ব ছাপাখানা 'রিয়াজুল-ইসলাম প্রেস' থেকে আনুমানিক ১৮৯৬ খ্রী. প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাকে ভিত্তি করে পরবর্তী কালে তিনি সাপ্তাহিক 'সুধাকর' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। [১৩৩]

মহম্মদ সগীর (১৪শ - ১৫শ শতাব্দী)। সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের (রাজত্বকাল ১৩৮৯ - ১৪১০) কর্মচারী ছিলেন। কাহিনী-কাব্যকে গদ্য-উপন্যাসের অগ্রদূত হিসাবে গণ্য করলে তাঁর রচিত 'ইউসুফ-জলিখা' কাব্য-গ্রন্থটিকে বাঙালী মুসলমান-রচিত এ ধরনের প্রাচীনতম গ্রন্থ বলা যায়। পরবর্তী কালে কাহিনী-কাব্যের রচয়িতা হিসাবে উল্লেখযোগ্য মুসলমান কবি ছিলেন সাবিরিদ খান ('হানিফা ও ফরয়া পরী', বিদ্যাসুন্দর), দোনা গাজী (সরফুলমুলক), বাহরাম খান (লাইলী-মজনু), মুহম্মদ কবীর (মনোহর-মধুমালতী) প্রভৃতি। [১৩৩]

মহম্মদ হায়াৎ। সর্দার মহম্মদ হায়াতের অধীনে বহু কৃষক-ডাকাত একসময় সুন্দরবন-পথে ইংরেজ শাসক ও বণিকদের নৌকা চলাচল অসম্ভব করে তুলেছিল। পরে শাসকদের এক বিরাট নৌবহর দলটিকে গ্রেপ্তার করে। ১৭৯০ খ্রী. মহম্মদ হায়াৎ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। গভর্নর-জেনারেলের আদেশে তাঁকে পরে প্রিন্স অফ ওয়েল্স্ দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়। [৫৬]

মহম্মদ হারিস (? - ২.৯.১৯৪২) কলিকাতা। বিড়ি মজদুর এই উদ্যমী পুরুষ কলিকাতায় বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে তোলেন। প্রধানত তাঁর আগ্রহে ও দাবিতে কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকার হিন্দী ও উর্দু সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কলিকাতা জেলা কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম শ্রমিক সদস্য। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এড়িয়ে ধানবাদ ও জামশেদপুরেও তিনি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন করেছিলেন। [৭৬]

মহসীন আলী দেওয়ান (১.১.১৯২৯ - ১৯৭১) ভুটিয়াপাড়া—বগুড়া (পূর্ববঙ্গ)। বগুড়ার শেরপুর কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ এবং একাধারে অধ্যাপক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও ব্যবসায়ী। ১৯৫৬ খ্রী. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ. পাশ করে কিছুদিন নওগাঁ কলেজে ও বগুড়া আজিজুল হক কলেজে অধ্যাপনা করেন। পরে নিজেই শেরপুরে কলেজ প্রতিষ্ঠা করে তার অধ্যক্ষ হন। দু'খণ্ডে প্রকাশিত 'গল্পের চিড়িয়াখানা' ছোটদের জন্য লেখা তাঁর গল্প-সঙ্কলন। তিনি 'অতএব' নামে একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক এবং 'বগরা-বুলেটিন', 'উত্তর-বঙ্গ বুলেটিন', উত্তরবঙ্গের প্রথম সান্ধ্য দৈনিক 'জনমত' প্রভৃতি পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক ছিলেন। 'দেওয়ান বুক সেন্টার' নামে পুস্তক-ব্যবসায়ের একটি প্রতিষ্ঠানও তিনি চালাতেন। স্কুল-কলেজের জন্যও তিনি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন। বহু সভা-সমিতি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পূর্ব-পাকিস্তানের মুক্তি-যুদ্ধকালে তিনি পাক-বাহিনীর হাতে নিহত হন। [১৫২]

মহাতাবচাঁদ, মহারাজ (১৮২০ - ১৮৭৯)। বর্ধমানাধিপতি তেজশ্চন্দ্রের দত্তকপুত্র মহাতাবচাঁদ ২৩ বছর বয়সে রাজ্যাভিষিক্ত হন। তাঁর শাসনকালে বর্ধমান রাজ্যের নানা বিষয়ে উন্নতি হয়। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বিশিষ্ট পণ্ডিত দিয়ে সংস্কৃত

মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করিয়ে প্রকাশ করা তাঁর অক্ষয় কীর্তি। এছাড়াও, রামায়ণের পদ্যানুবাদ ও গদ্যানুবাদ এবং 'চাহার দরবেশ', 'হাতেম তাই' ইত্যাদি ফারসী গল্পের বঙ্গানুবাদ করান। তাঁর রচিত ও প্রকাশিত বহু গান আছে। বাঙলার জমিদারদের মধ্যে তিনিই একমাত্র সম্মানসূচক 'তোপ' পাবার অধিকারী ছিলেন। ভিক্টোরিয়ার 'ভারতেশ্বরী' উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে তিনি মহারানীর এক প্রস্তর-মূর্তি জনসাধারণকে দান করেন। বর্ধমানের বর্তমান রাজবাড়ি, গোলাপবাগ এবং কৃষ্ণসায়র তাঁর আমলে তৈরী হয়েছিল। [২০,২৫,২৬,৩১]

মহিমচন্দ্র সরকার, রায়বাহাদুর (১৮৫২-১৯১৮) মালঞ্চী—পাবনা। মোহনলাল। আলীপুরের সাবজজ ছিলেন। ১৯১০ খ্রী. অবসর নিয়ে এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স নামে পুস্তক-বিপণি প্রতিষ্ঠা করে আইন পুস্তক প্রকাশনে উদ্যোগী হন। তিনি নিজেও কয়েকটি আইন-বিষয়ক পুস্তক রচনা করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'Law of Evidence', 'Civil Procedure Code', 'Specific Relief Act', 'Land Acquisition Act', 'Civil Court Practice and Procedure' প্রভৃতি। 'Legal Miscellany' নামে আইনের একটি মাসিক পত্রিকা তিনি প্রকাশ করতেন। [৭,১৪৬]

মহীতোষ রায়চৌধুরী (১৮৯০-২৭.৫.১৯৭২) যশোহর (পূর্ববঙ্গ)। মেধাবী ছাত্র ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করে বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন এবং পরে ঐ কলেজের দর্শন বিভাগের প্রধান হন। তিনি অমৃতবাজার পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক ও হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার সহ-সম্পাদক হিসাবেও কয়েক বছর কাজ করেন। তিনি 'অল বেঙ্গল প্রাইমারী টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর এবং 'শিক্ষক' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক, ১৯৫২ খ্রী. থেকে ১৯৬৬ খ্রী. পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য এবং কিছুদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সভ্য ছিলেন। গান্ধীজীর মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন এবং হরিজনদের উন্নতিসাধনে কাজ করেন। [১৬]

মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯১৮) কলিকাতা। প্রসিদ্ধ ধ্রুপদী। ১৮৮৬/৮৭ খ্রী. থেকে তিনি রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর কাছে একাদিক্রমে সঙ্গীত শিক্ষা করে মধুরকণ্ঠ ধ্রুপদী ব'লে কলিকাতার সঙ্গীতসমাজে গণ্য হন। শিক্ষাপর্বের মধ্যেই তিনি নানা আসরে গাইতেন। মহীন্দ্রনাথের শিষ্যদের মধ্যে ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর পুত্র ললিতচন্দ্রও (১৮৯৮-১৯৪৪) গুণী পিতার কণ্ঠ-মাধুর্যের ও নৈপুণ্যের যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন। সেকালের অনেক নিষ্ঠাবান ধ্রুপদীর মত তিনিও তিন মিনিটের গ্রামোফোন রেকর্ডে তাঁর সঙ্গীত-সাধনাকে আবদ্ধ করে রাখতে চান নি। [১৮]

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৪.৭.১৮৫৪-৪.৬.১৯৩২) কলিকাতা। মধুসূদন। কৃতিত্বের সঙ্গে বি.এ. পাশ করে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকতা এবং সিটি, রিপন ও মেট্রোপলিটান কলেজে অধ্যাপনা করেন। 'মাষ্টার মহাশয়' নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্যমণ্ডলীর অন্যতম। ১৮৮২ খ্রী. থেকে রামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যের দিনলিপি তিনি নিয়মিত লিখে রাখতেন। এই দিন-লিপি অবলম্বনে রচিত 'Gospel of Sri Ramakrishna' ১৮৯৭ খ্রী. প্রকাশিত হয়। 'শ্রীম-কথিত' —এই নামে ৫ খণ্ডে প্রকাশিত (১৯০৪-১৯৩২) তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' বাংলা সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। [৩,৫]

মহেন্দ্রনাথ দাশ মজুমদার (১২৮৫-১৩৩৭ ব.) নয়না—ঢাকা। ভগবানচন্দ্র। বজ্রযোগিনী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে বিখ্যাত কুস্তিগির পরেশনাথের কাছে ব্যায়াম শিক্ষা করেন। মহেন্দ্রনাথ 'রয়্যাল বেঙ্গল সার্কাসে'র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। [২৬]

মহেন্দ্রনাথ দে (?-১৬.৭.১৯১২) শিলচর—আসাম। শিলচর জগৎসি আশ্রমের প্রধান মহেন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আশ্রম তল্লাশীর সময় পুলিসের গুলিতে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে গ্রেপ্তার হন ও সিলেট জেলে মারা যান। [৪২]

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি (?-১৮.১১.১৯১২) রাধানগর—হুগলী। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের সাহিত্য-সভার অন্যতম প্রধান-পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 'নব্য-ভারত' ও 'অনুসন্ধান' পত্রিকায় গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখতেন। বাংলা সাহিত্যের সংস্কার-সাধনের জন্য বহু পরিশ্রম করেছেন। কিছুদিন 'পুরোহিত' ও 'অনুশীলন' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তিনি অক্ষয়-কুমার দত্ত এবং স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের জীবন-চরিত-রচয়িতা। [২৫,২৬]

মহেন্দ্রনাথ মিত্র (১২৭২-৪.১১.১৩৪৫ ব.) কোন্নগর—হুগলী। বাল্যে খ্যাতনামা দার্শনিক দেবেন্দ্রবিজয় বসুর কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। 'নব্য-ভারত', 'নবজীবন', 'পন্থা' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর বহু কবিতা প্রকাশিত হয়। চণ্ডীর পদ্যানুবাদ করে ও 'কপালিনী' নাটক লিখে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। [৫]

মহেন্দ্রনাথ রায় (?-১৯৩০?)। বিপ্লবী দলে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে বিচারে কয়েক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়, কিন্তু আপীলে ছাড়া পান। ১৯৩০ খ্রী. আবার ধরা পড়েন এবং রাজস্থানের দেউলী বন্দী-শিবিরে প্রেরিত হন। সেখানেই তিনি মারা যান। [৪২]

মহেন্দ্রনাথ রায়, বিদ্যানিধি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। 'জন্মভূমি' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেছেন। রচিত গ্রন্থ : 'অক্ষয় দত্তের জীবনচরিত', 'আর্যনারীগণের শিক্ষা ও স্বাধীনতা' প্রভৃতি। [৬]

মহেন্দ্রনাথ সরকার, ড. (১৮৮২-৬.৪.১৯৫৪)। ১৯০৯ খ্রী. এম.এ. পাশ করে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯৩৩ খ্রী. প্রেসিডেন্সী কলেজে ও পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন। এছাড়া ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা ও অধ্যয়নের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। ১৯৪৭ খ্রী. কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত দর্শন মহা-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। পাশ্চাত্য দার্শনিক বার্গস, জেন্টিলে, মনীষী রম্যাঁ রলাঁ, সিলভা লেভি মহেন্দ্রনাথের মনীষার প্রশংসা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'উপনিষদের আলো', 'হিন্দু মিস্টি-সিজম', 'ঈস্টার্ন লাইট্‌স্' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। [৪]

মহেন্দ্রলাল বসু (১৮৫৩-১৯০১)। পিতা—ব্রজেন্দ্র। বাল্যে পিতৃবিয়োগ হয়। হিন্দু স্কুলে কিছুদিন পড়েন। অল্প বয়সেই অভিনয়ে অনুরাগী হয়ে ওঠেন। গিরিশচন্দ্র-পরিচালিত লীলাবতী নাটকে 'ভোলানাথ চৌধুরী'র ভূমিকায় ১১.৫.১৮৭২ খ্রী. প্রথম মঞ্চাবতরণ করেন। এই অভিনয় দেখে নাট্যকার দীনবন্ধু তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে-ছিলেন। নীলদর্পণ নাটকে 'পদী ময়রানী'র ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের প্রশংসা পান। আরও কয়েকটি ভূমিকায় সুঅভিনয়ের পর উপেন দাসের শরৎ সরোজিনী নাটকে 'শরতে'র ভূমিকায় এবং পলাশীর যুদ্ধে 'সিরাজদ্দৌলা'র ভূমিকায় প্রতিভার ছাপ রাখেন। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে একাধিক নাটকে অংশগ্রহণ করেন। বিষাদ নাটকে 'অলর্কে'র ভূমিকায় মহেন্দ্র-লালের অভিনয়, গিরিশচন্দ্রের মতে—পূর্বের সব কৃতিত্বকে ম্লান করে দেয়। বাল্যে তাঁর শিক্ষায় ব্যাঘাত ঘটলেও, নটজীবনে সে অভাব পূর্ণ করেন। মহেন্দ্রলালের অকালমৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করে তিনি বলেন, 'তাঁহার বিয়োগে বঙ্গ রঙ্গালয়ের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূর্ণ হইবার নহে ; অপর মহেন্দ্র-লালের জন্মগ্রহণ সময় সাপেক্ষ'। [৬৫,৬৯,১৪১]

মহেন্দ্রলাল বিশ্বাস। কোধুরখিল—চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম জেলায় যুববিদ্রোহ সংঘটনের পর থেকে তাঁর বাড়ি বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। তাঁর দুই পুত্র সুরেশ ও বিমল বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ব্রিটিশ বাহিনীর হাত থেকে বিপ্লবীদের বাঁচানোর জন্য সপরিবারে দিনরাত পাহারা দিতেন। বহুবার বাড়ি তল্লাশী করেও পুলিস কাউকে ধরতে পারে নি। অবশেষে ১৯৩৬ খ্রী. তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। জেলে অনশন করে তিনি প্রাণ উৎসর্গ করেন। [৪২,৯৬]

মহেন্দ্রলাল সরকার, ডা. সি.আই.ই. (২.১১.১৮৩৩-২৩.২.১৯০৪) পাইকপাড়া—হাওড়া। তারকনাথ। প্রথমে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল ও পরে হিন্দু কলেজের পড়া শেষ করে ১৮৬১ খ্রী. কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে আই.এম.এস. এবং ১৮৬৩ খ্রী. এম.ডি. উপাধি পান। তিনি ভারতের দ্বিতীয় এম.ডি.। প্রথম এম.ডি. চন্দ্র-কুমার দে। উপাধিলাভের পর চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করে খ্যাতি লাভ করেন। 'Bengal Branch of the British Medical Association-এর সেক্রেটারী ও সহ-সভাপতি থাকার সময় তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতির বিরুদ্ধে মত দেন। পরে হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাসী হয়ে ১৬.২.১৮৬৭ খ্রী. ঐ অ্যাসোসিয়েশনের ৪র্থ বার্ষিক সভায় অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালীর সর্বজন-নিন্দিত কতকগুলি দোষ কীর্তন করে হ্যানিম্যানের আবিষ্কৃত প্রণালীর যুক্তিযুক্ততা প্রদর্শন করেন। ফলে উপস্থিত বহু সাহেব ও ভারতীয় ডাক্তারের বিরাগভাজন হন। অ্যাসোসিয়েশন থেকে তাঁকে বহিষ্কৃত করা হয় এবং সেই সঙ্গে তাঁর ওপর একঘ'রে করার মত অত্যাচারও চলে। নিজ মত প্রকাশের জন্য তিনি ১৮৬৭ খ্রী. 'Calcutta Journal of Medicine' পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁর জীবিতকালে তিনিই ছিলেন সর্বপ্রধান হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসক। দেশবাসীকে বিজ্ঞানচর্চার সুযোগ দানের জন্য ২৯.৭.১৮৭৬ খ্রী. 'Indian Association for the Cultivation of Science'-সংস্থার প্রতিষ্ঠা তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। মহেন্দ্রলালের পরামর্শে সরকার বিবাহবিধি প্রণয়নে (Marriage Act III of 1872) মেয়েদের বিবাহের বয়স ন্যূনপক্ষে ১৬ বছর নির্ধারণ করেছিলেন। ১৮৮৮ খ্রী. বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন। এই সম্মেলনে আসামের চা-শ্রমিকদের দুরবস্থা সম্বন্ধে প্রস্তাব নেওয়া হয়।

মহেন্দ্রলাল শ্রমিকদের অপমানসূচক 'কুলী' শব্দ ব্যবহারে আপত্তি করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট, কলিকাতার শেরীফ (১৮৮৭) এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ১৮৮৩ খ্রী. সি.আই.ই. এবং ১৮৯০ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টর অফ ল' উপাধি পান। বৈদ্যনাথে রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞান ছাড়াও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও জ্যোতিষে বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। [৩,৫,৭,৮, ২৫,২৬,১২৪]

মহেশচন্দ্র ঘোষ (১৮০৩ ? - ১৮৫৮) মহেশপুর —চব্বিশ পরগনা। 'মহেশ কাণা' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। জন্মান্ধতা এবং পিতার অসচ্ছল অবস্থার জন্য শিক্ষার সুযোগ পান নি। নিকট-বর্তী টোলে ছাত্রদের পাঠ শুনে রামায়ণ, মহা-ভারত ও অমরকোষ মুখস্থ করেন। এই অসাধারণ প্রতিভা দেখে টোলের অধ্যাপক তাঁকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে শিক্ষা দেন। এই সময় থেকে তিনি সঙ্গীত-রচনা করেন। ক্রমে কবিয়ালগণের মধ্যে পরিচিত হয়ে কবিগানে অসাধারণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। শেষ-জীবনে কলিকাতার ছাতুবাবু ও লাটু-বাবুর আশ্রয়ে ছিলেন। [২৫,২৬]

মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নীল-বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক। তিনি নড়াইলের জমিদার রামরতন রায়ের নায়েব ছিলেন। শোনা যায়, আগস্ট ১৮৬০ খ্রী. গ্রান্ট সাহেবের পাবনা সফরকালে হাজার হাজার কৃষকের যে বিক্ষোভ-প্রদর্শন ঘটেছিল তার সংগঠক ছিলেন মহেশচন্দ্র। নীল আন্দোলন প্রসঙ্গে জয়রামপুরের তালুকদার রামরতন মল্লিক এবং তাঁর দুই ভাই রামমোহন ও গিরিশের নামও উল্লেখযোগ্য। রাম-রতনকে বলা হত 'বাঙলার নানা সাহেব'। জমিদাররা সাধারণভাবে কৃষকদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন; তবে তাঁদের অনেকেই জমির পত্তনি ইজারার জন্য নীলকরদের কাছ থেকে চড়া দাম ও মোটা সেলামী আদায়ের উদ্দেশ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধাতেন। [৩]

মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায় (১১.১১. ১২৪২ - চৈত্র ১৩১২ ব.) নারীট—হাওড়া। হরি-নারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত। শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধর স্বামীর তিনি অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ। তিনি প্রথমে মেদিনীপুর জেলার রায়গঞ্জে প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ঠাকুরদাস চূড়ামণির নিকট ব্যাকরণপাঠ সমাপ্ত করেন। তারপর বিভিন্ন অধ্যা-পকের নিকট কাব্য, স্মৃতি, বেদান্ত ও অলঙ্কার-শাস্ত্র অধ্যয়ন করে কাশী যান। সেখানে বেদ, উপনিষদ্‌ ও বেদান্তশাস্ত্র পাঠ করেন। কলিকাতায় জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন শেষ করে 'ন্যায়রত্ন' উপাধি পান। ১৮৬৩ খ্রী. শোভাবাজারের মহারাজা কমলকৃষ্ণদেবের আনুকূল্যে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা করতে থাকেন। ১৮৬৪ খ্রী. তিনি সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন ও নিজে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করতে থাকেন। ১৮৭৬ খ্রী. উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ হন ও ১৮৯৫ খ্রী. অবসর-গ্রহণ করেন। তিনিই সংস্কৃত আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষার প্রবর্তক। স্বগ্রামে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় বর্তমানে 'ন্যায়রত্ন ইন্‌স্টিটিউশন' নামে পরিচিত। মার্টিন কোম্পানীর হাওড়া-আমতা রেলপথ তাঁরই প্রচেষ্টায় নির্মিত হয়েছিল। তিনি 'কাব্যপ্রকাশ' গ্রন্থের টীকা এবং 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলির তাৎপর্যবিবরণ' ও 'বাক্যপ্রকাশের তাৎপর্যবিবরণ' নামে টিপ্পনী গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া এশিয়াটিক সোসাইটির আনুকূল্যে সায়ণভাষ্যসহ 'তৈত্তিরীয় সংহিতা'র তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড এবং শবর-ভাষ্যসহ 'মীমাংসাদর্শন' সম্পাদনা করেন। পঞ্জিকা-সংস্কার কার্যেও ব্রতী হয়েছিলেন। ১৮৮১ খ্রী. সরকার কর্তৃক তিনি সি.আই.ই. এবং ১৮৮৭ খ্রী. 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি দ্বারা সম্মানিত হয়ে-ছিলেন। [২৫,২৬,১৩০]

মহেশচন্দ্র বরুয়া (১৯০৮ - জানুয়ারী ১৯৩৮) সাতবাড়িয়া—চট্টগ্রাম। গৌরকিশোর। ১৯২১ খ্রী. অসহযোগ আন্দোলনে ও ১৯৩০ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। গুপ্ত বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন। ১৯৩৩ খ্রী. বাথুয়া রাজ-নৈতিক ডাকাতি মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডিত হয়ে আন্দামান জেলে প্রেরিত হন। ১৯৩৬ খ্রী. তাঁকে রাজশাহী জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই মারা যান। [৪২]

মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৭.৮.১২৬৫ - ২৭.১০. ১৩৫০ ব.) বিটঘর—ত্রিপুরা। ঈশ্বরদাস তর্ক-সিদ্ধান্ত। প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবসায়ী। দারিদ্র্যের জন্য পড়াশুনা বেশী করতে পারেন নি। কৃচ্ছ্রসাধন করে জীবন কাটিয়ে অর্জিত অর্থ জন-সেবায় দান করেন। কুমিল্লায় যে কোন বাঙালী-পরিচালিত ব্যবসায়ে সাহায্য করেছেন। নিজে রাজ-নৈতিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থেকেও বিপ্লবীদের বন্ধু ছিলেন। পিতার স্মৃতি-রক্ষার্থে দরিদ্র ছাত্রদের জন্য কুমিল্লা শহরে ঈশ্বর-পাঠশালা', ও মাতার স্মৃতিরক্ষার্থে 'রামমালা ছাত্রাবাস', কাশীতে 'রামমালা ধর্মশালা', তাছাড়া 'নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়' স্থাপন করেন। তাঁর প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'পারিবারিক

চিকিৎসা', 'স্ত্রীরোগ চিকিৎসা', 'হোমিওপ্যাথিক ওলাওঠা চিকিৎসা', 'পারিবারিক ভেষজতত্ত্ব' প্রভৃতি। [৩,১০]

মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৮ - ১৯০৫)। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর মত পাঞ্জাবী (শোরী মিঞা) টপ্পার বাঙালী গায়ক অল্প ছিল। বারাণসীর পণ্ডিত রামকুমার মিশ্র এবং শিউসহারের কাছে পশ্চিমী রীতির টপ্পা শেখেন। মহেশচন্দ্রের প্রথম জীবনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং পরবর্তী জীবনে মস্‌জিদ বাড়ী স্ট্রীটের সুবিখ্যাত গুহ পরিবার। শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল স্বীয় পিতার মত উদ্ধৃত করে বলেন, 'Mahesh Mukherjee was the most talented specialist of Toppa and Top Kheyal. . .This Mukherjee or Mahesh Ustad as he was nicknamed, turned out as a regular professional artist and he was practically originator of the finished style of Bengali Toppa and Top Kheyal'। তাঁর রচিত পাঁচটি গান পাওয়া যায়। পূর্ণাঙ্গ পশ্চিমী টপ্পার অনুশীলন করলেও বাংলা টপ্পা গাওয়া বন্ধ করেন নি। স্বরচিত বাংলা টপ্পা প্রায়ই গাইতেন। সিন্ধুড়ার টপ্পায় যশস্বী ছিলেন। হরিশ-বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামকুমার চট্টোপাধ্যায় ছাড়া তাঁর আরও অনেক শিষ্য ছিল। ১৮৭৫ খ্রী. প্রিন্স্ অফ ওয়েল্স্ এডওয়ার্ড কলিকাতায় এলে তাঁর সংবর্ধনায় বেলগাছিয়া ভিলার অনুষ্ঠানে মহেশচন্দ্র সংগীত পরিবেশন করেন। মহেশচন্দ্রের টপ্পার ঐতিহ্য তাঁর শিষ্য সতীশ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর সঙ্গে (১৮৬৪ - ১৯৫৬) বিলুপ্ত হয়। তাঁর জন্মস্থান ও বংশপরিচয় জানা যায় না। [১০৬]

মহেশচন্দ্র সরকার (১৮১৮ - ১৮৮৭)। বারাণসী-প্রবাসী বাঙালী মহেশচন্দ্র খ্যাতনামা বীণকার ছিলেন। গণেশীলাল বাজপেয়ী ছিলেন তাঁর প্রধান সঙ্গীতগুরু। প্রথম জীবনে সেতার-বাজনায় দক্ষতা অর্জন করেন। তাঁর বীণাবাদন শুনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভাবসমাধিস্থ হয়েছিলেন। [৩]

মহেশ সরকার (১৯০০ - ২০.৫.১৯৪৫) কলিগ্রাম—মালদহ। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। ক্রমে কিষাণ-মজদুর সংগঠনে আত্মনিয়োগ করে ১৯২৮ খ্রী. কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কিষাণ-মজদুর সম্মেলনে যোগ দেন। ১৯৩৮ খ্রী. চাঁচল রাজার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে জয়লাভ করেন। তিনি মালদহ জেলার কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। [৭৬]

মহেশ্বর চন্দ (? - ১৯৪৩) মকমপুর—মেদিনীপুর। মাখন। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগদান-কালে পুলিসের লাঠির আঘাতে মারা যান। [৪২]

মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার (১৫৮২ - ?) শ্রীহট্ট। মুকুন্দ বিশারদ। কাব্যপ্রকাশের 'ভাবার্থ চিন্তামণি' টীকা এবং 'বর্ণ-ধর্মপ্রদীপ', 'দারপ্রদীপ', 'বিচার-প্রদীপ', 'সংসারপ্রদীপ' প্রভৃতি স্মৃতি-বিষয়ক ২৮টি প্রদীপ-গ্রন্থের রচয়িতা। [২৬]

মহেশ্বর মাইতি (? - ১৯৩০) রাজ্‌মা—মেদিনীপুর। আইন-অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। চৌকিদারী ট্যাক্সের বিরুদ্ধে খিরাইতে বিক্ষোভ-শোভাযাত্রাকালে পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে মারা যান। [৪২]

মাখনলাল ঘোষ (১৯০১ - ২৯.১২.১৯১৯) আলমবাজার—চব্বিশ পরগনা। অক্ষয়কুমার। পনরো বছরের এই কিশোরকে মার্চ ১৯১৬ খ্রী. পুলিস কলিকাতার উপকণ্ঠ থেকে গ্রেপ্তার করে রাজনৈতিক ডাকাতি মামলার আসামী ব'লে আদালতে হাজির করে। বিচারে খালাস পেলেও ভারতরক্ষা বিধানে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করে বাঙলার বিভিন্ন জেল ও অস্বাস্থ্যকর গ্রামে তাঁকে অন্তরীণ রাখা হয়। পুলিসী অত্যাচার ও চরম অবহেলার ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটে। সরকারী পত্রে তাঁর মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলা হয়েছে। [৪২,৪৩]

মাখনলাল রায়চৌধুরী (৫.১.১৯০০ - ২৮.৬.১৯৬২) করপাড়া—নোয়াখালী। প্রখ্যাত আইনবিদ্ মহিমচন্দ্র। ঐতিহাসিক মাখনলাল বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্, ক্রীড়াবিদ্, সাহিত্যিক ও সমাজসেবী হিসাবেও খ্যাতিমান ছিলেন। নোয়াখালীর জুবিলী হাই স্কুল থেকে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন। ঢাকা কলেজে বি.এ. ক্লাশে পড়ার সময় গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেওয়ায় কলেজ থেকে বিতাড়িত হন। পরে ১৯২২ খ্রী. বি.এ. এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে এম.এ. পাশ করেন। ইতিমধ্যে আইন পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হন। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের অধীনে কিছুদিন গবেষণা করেন। কর্ম-জীবনের শুরু পাটনা কলেজে। ভাগলপুর টি. এন. জে. কলেজে অধ্যাপনাকালে অধ্যাপক খোদাবক্সের অধীনে 'দীন ইলাহি'র ওপর গবেষণা কার্য করে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি এবং ১৯৩৪ খ্রী. 'মওয়াট' স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৩৭ খ্রী. বারাণসীর ওরিয়েন্টাল কলেজ তাঁকে 'শাস্ত্রী' উপাধি দান করে। 'State and Religion in Mughal India' নিবন্ধের জন্য তিনি ১৯৪১ খ্রী. ডি.লিট. উপাধি পান। ১৯৪২ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

ঐশ্লামিক ইতিহাস বিভাগ খোলা হলে তিনি তার অধ্যাপক হয়ে আসেন। ১৯৪৪ খ্রী. 'ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোশিপ' নিয়ে কায়রো আল.আজ.হর বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। ১৯৪৮ খ্রী. 'Music in Islam' গ্রন্থের জন্য গ্রিফিথ পুরস্কার লাভ করেন। ঐ সময় আরবী ভাষায় 'ভগবদ্গীতা'র অনুবাদ তিনিই প্রথম করেন। এরপর তিনি মিশরের রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য সংস্কৃতির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেলিগেশনের সভ্যরূপে তিনি মধ্যপ্রাচ্যের বহু দেশ ভ্রমণ করেন। ১৯৫০ খ্রী. দেশে ফিরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং ১৯৫৭ খ্রী. ঐশ্লামিক বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। 'আরবী সাহিত্যের উপর সংস্কৃতের প্রভাব' (ইংরেজীতে) শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করে তিনি স্যার আশুতোষ স্বর্ণপদক লাভ করেন। সাহিত্যকর্মে এবং সাহিত্যের আলোচনায় তাঁর বিশেষ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'জাহানারার আত্মকাহিনী', 'শরৎ-সাহিত্যে পতিতা', 'বিশ্বের বিখ্যাত পত্রাবলী', 'আরব শিশুর কাহিনী', প্রভৃতি। তাছাড়া 'ভারতবর্ষ পরিচয়', 'Romance of Afganisthan', 'Egypt in 1945' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি তাঁর গভীর জ্ঞান ও মননশীলতার পরিচায়ক। ক্রীড়ানুরাগী ছিলেন। আই.এফ.এ. ফুটবল প্রতিযোগিতায় তিনি কয়েকবার খেলেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। মুঙ্গেরের ভূমিকম্পের সময় ও পঞ্চাশের মন্বন্তরে তাঁর সেবাকার্য উল্লেখযোগ্য। [১৪৯]

মাখনলাল সেন (১১.১.১৮৮১ - ১১.৫.১৯৬৫) সোনারং—ঢাকা। গুরুনাথ। পিতার কর্মস্থল চট্টগ্রামে জন্ম। অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন পিতা চট্টগ্রাম থেকে বদলি হয়ে উত্তরপাড়ায় এলে মাখনলাল সেখানকার উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ.এ. ও বি.এ. পাশ করে এম.এ. ক্লাশে ভর্তি হন। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে ঢাকা যান এবং অনুশীলন সমিতির নেতা পুলিনবিহারী দাস গ্রেপ্তার হবার পর সমিতির নেতা হন। ১৯১০ খ্রী. তাঁর নামে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার হলে আত্মগোপন করে কলিকাতায় আসেন। এখানে গোপনে অনুশীলন সমিতির কাজকর্ম চালাতে থাকেন। এইসময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বাঘা যতীন, মানবেন্দ্রনাথ প্রমুখের সঙ্গে পরিচিত হন। ১৯১৪ খ্রী. বর্ধমানে ও কাঁথিতে প্রবল বন্যা হলে তিনি বাঘা যতীনের সহায়তায় বন্যার্তদের সাহায্যে এগিয়ে যান। এই ব্যাপারে বাঙলা সরকারের সঙ্গে প্রচণ্ড বিবাদ শুরু হয়। ১৯১৫ খ্রী. 'ভারতরক্ষা আইন' রচিত হলে মাখনলাল চট্টগ্রামের টেকনাফ অঞ্চলে গ্রেপ্তার হন। ১৯২০ খ্রী. মুক্তি পেয়ে কলিকাতায় এসে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে যোগ দেন। এই অধিবেশনে গান্ধীজীর সমর্থনে এগিয়ে যান। নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগ নীতি গৃহীত হলে ১৯২১ খ্রী. তিনি কলিকাতায় চিত্তরঞ্জনের অনুরোধে গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তনের ভার গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে বিপ্লবী জীবনের বন্ধু সুরেশচন্দ্র মজুমদারের অনুরোধে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় যোগদান করে ১ নভেম্বর ১৯৩০ খ্রী. অল্প কিছুদিনের জন্য সম্পাদক হন। ১২.১১.১৯৩০ খ্রী. রাউন্ড টেবিল কন্‌ফারেন্সে'র প্রতিবাদে কলিকাতা পুলিস কমিশনারের আদেশ অমান্য করে মিছিলের নেতৃত্ব দিয়ে গ্রেপ্তার হন ও ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩৯ খ্রী. আনন্দবাজার পত্রিকা ছেড়ে 'জার্নালিস্ট কর্নার' নামে সাংবাদিক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করে 'ভারত' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৪২-এর 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের সময় 'ভারত' পত্রিকা মারফত মাখনলাল বিপ্লবী সাংবাদিকতার চূড়ান্ত আদর্শ স্থাপন করেন। 'ভারত' পত্রিকাটি রাজরোষে পড়লে তিনি আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। কিছুদিনের মধ্যেই গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৪৫ খ্রী. পর্যন্ত অন্তরীণ থাকেন। মুক্তি পেয়ে পুনর্বার 'ভারত' পত্রিকাটি প্রকাশ করলেও দীর্ঘদিন চালাতে পারেন নি। দেশ স্বাধীন হবার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঢাকার সোনারং 'ন্যাশনাল স্কুলে'র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। 'সিডিসন কমিটি'র মতে, এই স্কুলটি 'ছাত্রদের উপর সাংঘাতিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং ইহা বহু ডাকাতির জন্য দায়ী...'। বর্তমান কালের প্রথিতযশা সাংবাদিকদের অনেকে তাঁর শিষ্য। [৩,৪,৭,১৬,৫৪]

মাণিক্যচন্দ্র তর্কভূষণ (১৮শ শতাব্দী)। পিতা বন্দ্যবংশীয় রামবল্লভ নৈহাটির সুবিখ্যাত ভট্টাচার্য বংশের আদিপুরুষ এবং নদীয়া-রাজ রঘুরামের দানভাজন ছিলেন। মাণিক্যচন্দ্রও হালিশহরের সাবর্ণচৌধুরী সন্তোষ রায় এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকে বহু ভূমি দান পেয়েছিলেন। নব্যন্যায়ের একজন প্রসিদ্ধ পত্রিকাকার ছিলেন। তাঁর উদ্ভাবিত নূতন পদ্ধতি আয়ত্ত করার জন্য বহু প্রতিভাশালী ছাত্র তাঁর কাছে পাঠ গ্রহণ করতে আসতেন। রাজা নবকৃষ্ণের সভায় সপ্তাহব্যাপী যে বিচার হয়েছিল, তাতে অগ্রণী হয়ে তিনিও বহুসহস্র টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। পুত্র শ্রীনাথের হত্যাকাণ্ডে (১৮০৯)

মর্মাহত হয়ে তিনি প্রায় ১০০ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। [৯০]

মার্তাঙ্গনী হাজরা (১৮৭০ ? - ১৯৪২) হোগ্‌লা—মেদিনীপুর। ঠাকুরদাস মাইতি। স্বামী—ত্রিলোচন হাজরা। ১৮ বছর বয়সে নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হন। ২৬ জানুয়ারী ১৯৩২ খ্রী. স্থানীয় কর্মীরা জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর শোভাযাত্রা বার করলে তিনি শোভাযাত্রায় যোগ দেন। এই বছরই আলিনান লবণ-কেন্দ্রে লবণ প্রস্তুত করে আইন অমান্য করেন। পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করে পায়ে হাঁটিয়ে বহুদূর পর্যন্ত নিয়ে ছেড়ে দেয়। এরপর চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনে যোগ দিয়ে শোভাযাত্রা বার করেন এবং 'গভর্নর ফিরে যাও' ধ্বনি দেওয়ায় ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে বহরমপুর জেলে বন্দী থাকেন। ১৯৩৩ খ্রী. মহকুমা কংগ্রেস কমিটি অবৈধ থাকাকালীন তমলুকে মহকুমা কংগ্রেস সম্মেলনে ও ১৯৩৯ খ্রী. মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস মহিলা-সম্মেলনে প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। আশপাশের গ্রামে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি হলে সেবা করতেন। এজন্য লোকে তাঁকে 'গান্ধীবুড়ী' বলত। ২৯.৯.১৯৪২ খ্রী. তিনি এক বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নিয়ে থানা দখল করতে যান। ইংরেজ সৈন্যদল গুলি চালাতে শুরু করলে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। এই দৃশ্য দেখে জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে সবার সামনে এগিয়ে এসে বৃদ্ধা মার্তাঙ্গনী স্বেচ্ছাসেবকদের আহ্বান করে বললেন, 'করব অথবা মরব, হয় জয় নাহয় মৃত্যু, তোমরা বাড়িতে ফিরে গিয়ে কি বলবে?' এই কথা ব'লে মিছিল নিয়ে তিনি অকম্পিতপদে অগ্রসর হলেন। এই সময় পুলিস প্রথমে তাঁর দুই বাহুতে এবং শেষে ললাটে গুলি করে। জাতীয় পতাকা উচ্চে রেখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। [৩,৭,১০,২৩, ২৫,২৬,২৯]

মাতলা সাঁতাল (? - ১৯৩৬) কান্তাকোল—দিনাজপুর। আইন অমান্য আন্দোলনে (১৯৩০) অংশগ্রহণ করেন। বন্দী অবস্থায় দিনাজপুর জেলে মারা যান। [৪২]

মাধব ঘোষ। প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-রচয়িতা বাসুদেব ঘোষের ভ্রাতা। শ্রীগৌরাঙ্গের পার্শ্বচর ছিলেন। বৈষ্ণবগণ তাঁকে 'ব্রজের গুণতুঙ্গা' সখী ব'লে মানেন। নিত্যানন্দ প্রভু তাঁর গানের সঙ্গে নাচতেন। তাঁর রচিত গৌরনিতাই-সম্বন্ধীয় পদগুলির যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে। [২]

মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১২৩৭ - ৯.২.১৩১২ ব.) নন্দীগ্রাম—হুগলী। দরিদ্র পরিবারে জন্ম। স্থানীয় উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে সার্ভে শেখেন এবং চাকরি নিয়ে ওড়িশায় যান। এখানে জ্যোতিষ শিখতে থাকেন। ওভারসিয়ার থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার হয়ে ১২৯৫ ব. অবসর নেন। যৌবনের প্রথম থেকেই পঞ্জিকার গণনার সঙ্গে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রাদির বৈষম্য প্রত্যক্ষ করে দুঃখপ্রকাশ করতেন। অবসর-গ্রহণের পর কলিকাতায় মহেশচন্দ্রের উৎসাহে এবং আশুতোষ মিত্রের সহায়তায় বিশুদ্ধ পঞ্জিকা প্রকাশে মনোযোগী হন এবং ১২৯৭ ব. 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা' প্রকাশ করেন। ওড়িশায় বাসকালে কটক নর্ম্যাল স্কুলে বাপুদেব শাস্ত্রীর সূর্যসিদ্ধান্তের ইংরেজী অনুবাদ-গ্রন্থ এবং নক্ষত্রাদি পর্যবেক্ষণের জন্য কয়েকটি যন্ত্রও ক্রয় করেছিলেন। [৫]

মাধবচন্দ্র তর্কচূড়ামণি, মহামহোপাধ্যায়। কালীকচ্ছ—ত্রিপুরা (পূর্ববঙ্গ)। মহেশ্বর চক্রবর্তী। রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বিক্রমপুরে (ঢাকা) কলাপ-ব্যাকরণ ও কাব্য অধ্যয়নের পর নবদ্বীপে শিবনাথ শিরোমণির নিকট ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা সম্পূর্ণ করে 'তর্কচূড়ামণি' উপাধি লাভ করেন। তারপর স্বগ্রামে ও পরে ঢাকার সূত্রাপুর অঞ্চলে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা করেন। অনেক বছর পরে তিনি কলিকাতার হাতিবাগান অঞ্চলে 'চতুষ্পাঠী' খুলে আমৃত্যু বহু ছাত্রকে সংস্কৃত শিক্ষাদানে ব্যাপৃত থাকেন। ১৯১১ খ্রী. 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। তাঁর প্রণীত 'একাদশী মাহাত্ম্যচন্দ্রিকা' এবং টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' নামক পুস্তক ১৩০৩ ব. ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। [১৩০]

মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত (১৭৮৩ - ১৮৬৫) নবদ্বীপ। বিশ্বেশ্বর বিদ্যাবাচস্পতি। প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার মাধবচন্দ্র বিচারমল্ল ছিলেন না, তবে অধ্যাপনাগুণে তিনি সুবিখ্যাত শ্রীরাম শিরোমণির প্রতিপক্ষরূপে নৈয়ায়িক-সমাজে প্রচুর প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। তাঁর শক্তিবাদটীকা 'মাধবী' নামে প্রসিদ্ধ। যুগোপযোগী পাণ্ডিত্যের চূড়ান্ত নিদর্শন তাঁর 'ন্যায়পত্রী'। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ : 'কারকচক্রবিবৃতি', 'কাব্যমালিকা', 'হাস্যার্ণবটীকা', 'মুগ্ধবোধটীকা', প্রভৃতি। তিনি শঙ্করপুত্র শিবনাথ বাচস্পতির ছাত্র ও প্রথমজীবনে নলডাঙ্গারাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন। ১২৪৬ ব. বর্ধমানরাজের বিখ্যাত 'ন্যায়শাস্ত্রের বিদ্যালয়ে' পণ্ডিত নিযুক্ত হন। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি নবদ্বীপেই অধ্যাপনা করেন। শ্রীরাম শিরোমণি রোগগ্রস্ত হওয়ায় তাঁর স্থলে নবদ্বীপরাজ শ্রীশচন্দ্র মাধবচন্দ্রকে প্রাধান্যপদে নিয়োগ করেন (১২৬১ ব.)। ১০/১১ বছর তিনি নবদ্বীপ-

সমাজের 'প্রধান' নৈয়ায়িক ছিলেন। প্রায় ৫০ বছর অধ্যাপনা করেন। [৯০]

মাধবদাস, দ্বিজ। নবদ্বীপ। কালিদাস। অল্পকালের মধ্যে নানা বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে 'আচার্য' উপাধি লাভ করেন। শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশে 'কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য' গ্রন্থ রচনা করেন। 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে 'মাধবদাস' ভণিতাযুক্ত পদের রচয়িতা তিনিই। [২]

মাধবদাস বাবাজী, মাধো বাবাজী (১৮২৪-২০.৬.১৯০০)। পিতা সাধুচরণ সস্ত্রীক তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে প্রয়াগে থেকে যান এবং সেখানেই মাধবদাসের জন্ম হয়। তাঁর মাতা চৈতন্যদেবের বংশজাতা ছিলেন। ১৮৩৩ খ্রী. এলাহাবাদে নবপ্রতিষ্ঠিত ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হয়ে তিনি জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি ও বীজগণিতে যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করেন। ১৮৪৪ খ্রী. থেকে ১৮৪৯ খ্রী. পর্যন্ত তিনি লক্ষ্মৌ মানমন্দিরের রাজ-জ্যোতির্বিদ্ কর্নেল উইলকক্সের অধীনে কাজ করেন। অযোধ্যা ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হলে তিনি ট্রেজারিতে কাজ করেন। এই সময় অযোধ্যায় সিপাহী বিদ্রোহ দেখা দেয়। তিনি তখন গুপ্তস্থানে থেকে আত্মরক্ষা করেন। পরে তিনি অধ্যাত্মবিদ্যা ও যোগবিদ্যা শিক্ষা করেন এবং পেন্সন নিয়ে কার্যত্যাগ করে মন্ত্রদীক্ষা দিতে থাকেন। সকল ধর্মের লোকই তাঁর শিষ্য ছিলেন। এলাহাবাদে তাঁর আবাসস্থল 'মাধো কুঞ্জ' নামে খ্যাত। তাঁর সঙ্গে এই কুটিরে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং বিবেকানন্দ সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। এই সাধুর মৃত্যুর পর তাঁর হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান শিষ্যরা মিলিত হয়ে তাঁর দেহ জাহ্নবীর জলে বিসর্জন করে। তিনি সকল ধর্মমতের আলোচনা করে 'The Unitarian' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। [২৫,২৬]

মাধব দেব (১৪৮৮-১৫৯৬) নারায়ণপুর। গোবিন্দ। প্রথমে বৈদান্তিক ছিলেন, পরে শঙ্করদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে দ্বৈতবাদী হন। বহু সত্র স্থাপন করেছিলেন। 'নাম ঘোষা' প্রভৃতি ১৬টি বৈষ্ণব গ্রন্থের রচয়িতা। [২৬]

মাধব, দ্বিজ ১ (১৬শ শতাব্দী?)। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা দ্বিজ মাধব মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী ছিলেন। তাঁর পুঁথি কেবলমাত্র পূর্ববঙ্গ, বিশেষত চট্টগ্রাম অঞ্চলেই আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু তাঁর আত্মপরিচয় থেকে জানা যায়, তিনি পশ্চিমবঙ্গের সপ্তগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি সম্ভবত পূর্ববঙ্গে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর রচনা অনুসরণ করে পূর্ববঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল রচনার একটি নিজস্ব ধারার সৃষ্টি হয়েছিল। [৩]

মাধব দ্বিজ ২। নদীয়া। ১৮২৪ খ্রী. তাঁর রচিত 'ব্যাকরণসার' গ্রন্থ স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। [২]

মাধব ভট্টাচার্য (১৮শ শতাব্দী) বিষ্ণুপুর। পিতা—বিখ্যাত ধ্রুপদী রামশঙ্কর। পিতার কাছে ধ্রুপদ সঙ্গীত শিক্ষা করেন। সম্ভবত তিনিই বাঙলার প্রথম বীণকার। পিতার জীবদ্দশায় তাঁর মৃত্যু হয়। [১০৬]

মাধবানন্দ, স্বামী (১২৯৫?-১৯.৬.১৩৭২ ব.)। ২২ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করে শ্রীমা সারদাদেবীর কাছে দীক্ষা নেন। সংসারজীবনে নাম ছিল নির্মলকুমার বসু। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ছিলেন। ১৯৬২ খ্রী. রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি হন। পরে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম এবং সান্-ফ্রানসিস্কো বেদান্ত সোসাইটির সভাপতি হয়েছিলেন। সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। [৪]

মাধবী দাসী। ড. দীনেশচন্দ্র সেন বলেন, 'নীলাচলবাসিনী, গৌরাঙ্গের সমকালবর্তিনী ও শিখি মাইতির ভগিনী ছিলেন—মাধবী দাস'। এই বিদুষী মহিলা সম্বন্ধে জানা যায় যে তিনি কিছুকাল শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের হিসাবরক্ষক ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, মহাপ্রভু ১৫০৯ খ্রী. পুরীধামে গেলে মাধবী তাঁর কাছে দীক্ষালাভ করেন। মাধবীর শাস্ত্রজ্ঞান, ভক্তি ও ধর্মপরায়ণতা দেখে চৈতন্যদেব তাঁর প্রতি প্রসন্ন ছিলেন। বাংলা ভাষায় রচিত তাঁর পদ পাওয়া যায়। তিনি কখনও কখনও নিজনাম 'মাধব দাস' ব'লে স্বাক্ষর করতেন ব'লে জানা যায়। [২০,৪৪]

মানকুমার বসুঠাকুর (২৮.৬.১৯২০-২৭.৯.১৯৪৩) ঢাকা। ভূপতিমোহন। ভারতীয় উপকূল রক্ষা বাহিনীতে যোগদান করে সৈন্যবিভাগের ১৩টি বিভাগীয় পরীক্ষায় প্রথম হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চতুর্থ মাদ্রাজ উপকূল বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের বীজ দেখা গিয়েছে—সামরিক দপ্তরের গোপন সূত্রে প্রাপ্ত এই সংবাদে সামরিক পুলিস ১৮.৪.১৯৪৩ খ্রী. মানকুমার সহ ১২ জন সৈনিককে গ্রেপ্তার করে। যুদ্ধে বাধাসৃষ্টি ও সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অপরাধে বিচারে মানকুমার এবং আরও ৮ জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ হয় (৫.৮.১৯৪৩)। তাঁরা 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি ও পরস্পরকে আলিঙ্গন করে সহাস্যবদনে মাদ্রাজ দুর্গে ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেন। [১০,৪২,৪৩]

মানকুমারী বসু (২৩.১.১৮৬৩-২৬.১২.১৯৪৩) সাগরদাঁড়ী—যশোহর। আনন্দমোহন দত্ত।

শ্রীধরপুর গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম। ১৮৭৩ খ্রী. বিধুশেখর বসুর সঙ্গে বিবাহ হয় এবং ১৯ বছর বয়সে একটি কন্যা নিয়ে বিধবা হন। মাইকেল মধুসূদন তাঁর সম্পর্কে খুল্লতাত। বাঙলাদেশে সর্বজনবিদিত মহিলা কবিদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তিনি ৬০ বছর বিবিধ গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রের মারফত বাংলা সাহিত্যের সেবা করেছেন। তাঁর প্রসিদ্ধ কবিতাগুলি প্রধানত বিয়োগ-বেদনা-সঞ্জাত। তিনি অন্তঃপুর শিক্ষার জন্য শিক্ষয়িত্রী, পল্লীগ্রামে স্ত্রীচিকিৎসক ও ধাত্রীর আবশ্যকতা বিষয়ে এবং সমাজের দুর্নীতি ও কুসংস্কার নিবারণের জন্য যেসব প্রবন্ধ রচনা করেন তার কয়েকটি বিশেষ আদৃত ও পুরস্কৃত হয়েছে। 'বামাবোধিনী'র লেখিকা-শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তিনি সাহিত্য-প্রতিভার জন্য ১৯১৯ খ্রী. থেকে আমৃত্যু ভারত সরকারের বৃত্তি পান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ১৯৩৯ খ্রী. 'ভুবনমোহিনী সুবর্ণপদক' এবং ১৯৪১ খ্রী. 'জগত্তারিণী সুবর্ণপদক' দানে সম্মানিত করে। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'প্রিয় প্রসঙ্গ', 'শুভ সাধনা', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি', 'কনকাঞ্জলি', 'পুরাতন ছবি', 'বাঙ্গালী রমণীদের গৃহধর্ম', 'বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কর্তব্য', 'বীরকুমারবধ কাব্য' প্রভৃতি। ছোটগল্প রচনায়ও পারদর্শিনী ছিলেন। তাঁর রচিত 'রাজলক্ষ্মী', 'অদৃষ্ট-চক্র' এবং 'শোভা' কুন্তলীন পুরস্কার পেয়েছে। ১৯৩৭ খ্রী. চন্দননগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের 'কাব্য সাহিত্য' শাখার সভানেত্রী ছিলেন। [৩,৭,২৫, ২৬,২৮]

মানকৃষ্ণ নমদাস (? - ২৬.৫.১৯৩৩)। গুপ্ত বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন। ধরা পড়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। আন্দামানের সেলুলার জেলে থাকা কালে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর অমানুষিক ব্যবহারের প্রতিবাদে ১৬ মে ১৯৩৩ খ্রী. অনশন শুরু করে জেলেই মারা যান। [৪২]

মানবেন্দ্রনাথ রায় (২২.৩.১৮৮৭ - ২৫.১.১৯৫৪) আড়বেলিয়া—চব্বিশ পরগনা। দীনবন্ধু ভট্টাচার্য। প্রকৃতনাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। বিপ্লবী কাজে বিভিন্ন সময়ে সি. মার্টিন, হরি সিং, মি. হোয়াইট, মানবেন্দ্রনাথ রায়, ডি. গার্সিয়া, ডা. মাহ্মুদ, মি. ব্যানার্জী প্রভৃতি নাম গ্রহণ করতে হলেও মানবেন্দ্রনাথ নামটির পরিচিতি সর্বাধিক। শিক্ষক পিতার স্কুলে (জ্ঞানবিকাশিনী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়—আড়বেলিয়া) তাঁর শিক্ষা শুরু। ১৮৯৭ খ্রী. মাতুলালয় কোদালিয়ায় আসেন ও নিকটবর্তী হরিনাভি অ্যাংলো-সংস্কৃত বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এখানে ১৯০৫ খ্রী. গুপ্ত বৈপ্লবিক দলে যোগ দেন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ঐ অঞ্চলে এলে তাঁর সংবর্ধনা জানাতে ছাত্রদের নিয়ে মিছিল পরিচালনা করার অপরাধে প্রধান শিক্ষক কর্তৃক বিতাড়িত সাতজন ছাত্রের মধ্যে তিনিও ছিলেন। জাতীয় বিদ্যাপীঠ থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯০৬) হয়ে, যাদবপুরের বেঙ্গল টেক্নিক্যাল ইন্স্টিটিউটে ভর্তি হন। চাংড়িপোতা রেল স্টেশনে (বর্তমান সুভাষনগর) রাজনৈতিক ডাকাতিতে (১৯০৭) অংশগ্রহণ করার জন্য পুলিস সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করলেও প্রমাণাভাবে তিনি মুক্তি পান। মজঃফরপুর বোমা ও মুরারিপুকুর বোমা মামলায় বেশীর ভাগ কর্মী ও নেতা ধরা পড়লে বাঘা যতীনের সহকর্মিরূপে আবার গুপ্ত সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯১০ খ্রী. ধরা পড়েন। প্রমাণাভাবে মুক্ত হবার পর তাঁকে সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গ করতে দেখা যায়। অল্পদিন পরেই আবার বাঘা যতীনের নেতৃত্বে বিপ্লবী কর্মে লিপ্ত হয়ে ভারতে ও ভারতের বাইরে সংগঠন গড়তে থাকেন। ১৯১৪ খ্রী. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় বিপ্লবীগণ ইংরেজের শত্রু জার্মানদের কাছে অস্ত্রসাহায্য নিয়ে দেশ স্বাধীন করার একটি বিরাট পরিকল্পনা করেন। এই পরিকল্পনায় তিনি প্রধান ভূমিকা নেন। এর প্রস্তুতির জন্য দুইটি ডাকাতিতে নেতৃত্ব দেন (১২.১.১৯১৫ খ্রী. গার্ডেনরীচ ও ২২.২.১৯১৫ খ্রী. বেলিয়াঘাটায়) এবং মোট ৪০ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। এ ব্যাপারে মানবেন্দ্রনাথকে কারাবাস থেকে বাঁচানোর জন্য নেতা যতীন্দ্রনাথ ও পূর্ণ দাসের আদেশে রাধাচরণ প্রামাণিক স্বীকারোক্তি করেন এবং বিশ্বাসঘাতকের কলঙ্ক নিয়ে কারাগারেই মৃত্যুবরণ করেন। সি. মার্টিনের ছদ্মনামে মানবেন্দ্রনাথ বৈদেশিক যোগাযোগের প্রয়োজনে এপ্রিল ১৯১৫ খ্রী. বাটাভিয়া যাত্রা করেন। এ মাসেই উত্তর ভারতের বিপ্লবী দল অবনী মুখার্জীকে জাপানে পাঠায়। মার্টিন জুন মাসের মাঝামাঝি ভারতে ফেরেন। ইতিমধ্যে বিদেশী জাহাজে ভারতে অস্ত্র আমদানির কথা একাধিক সূত্রে সরকার জানতে পারে এবং তল্লাশী ও ধরপাকড় শুরু হয়। ১৫.৮.১৯১৫ খ্রী. পুনরায় আর একজন বিপ্লবী সহকর্মীর সঙ্গে তিনি দেশত্যাগ করেন। তাঁর সহকর্মী ধরা পড়েন কিন্তু তিনি হরি সিং নামে ফিলিপাইনে অবতরণ করেন। এখান থেকে আবার নাম বদলে মি. হোয়াইটরূপে জাপানের নাগাসাকি বন্দরে অবতরণ করে রাসবিহারী বসুর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। নূতন চীনের জনক সান-ইয়াৎ-সেনের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটে। কিছু অস্ত্র স্থলপথে ভারতে

পাঠাবার চেষ্টায় জাপানী পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে পিকিং যাত্রা করেন। সেখানে ব্রিটিশ পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করে। এক রাত্রি হাজতবাস করে পরদিন ব্রিটিশ কনসালকে ধাপ্পা দিয়ে মুক্ত হন এবং ইউনান প্রদেশে যান। সেখান থেকে জাপানের টোকিও শহরে আসেন। দেড় বছর দূর প্রাচ্যের প্রায় সকল দেশ ভ্রমণ করে ১৯১৬ খ্রী. সান্-ফ্রান্সিস্কোয় অবতরণ করেন। পরদিন কাগজে প্রকাশ হয়—'Mysterious Alien Reahes America. Famous Brahmin Revolutionary or Dangerous German Spy ?' ফলে হোটেল ছেড়ে পালো আল্টোতে নেতা যাদুগোপালের ভ্রাতা ধনগোপালের আশ্রয়ে কিছুদিন থাকেন এবং তাঁরই পরামর্শে নাম গ্রহণ করেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। আমেরিকা ইতিমধ্যে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং জাতীয়তাবাদী ভারতীয় বিপ্লবীদের জার্মান স্পাই ব'লে গ্রেপ্তার শুরু হয়। এ সময় ভারতের পক্ষে প্রচারের জন্য আমেরিকায় ভ্রমণরত লালা লাজপত রায় ও মানবেন্দ্রনাথ আমেরিকার র‍্যাডিক্যালদের সংস্পর্শে আসেন। তাঁদের প্রভাবে তিনি মার্ক্সবাদ পড়তে আরম্ভ করেন। জীবনের শেষে 'র্যাডিক্যাল রিয়্যালিজম্' নামে এক দর্শনের প্রবক্তা হন। সোশ্যালিস্ট ভ্রাতৃসঙ্ঘের তিনিই প্রথম ভারতীয় সদস্য। এই সময়ে আমেরিকায় থাকা নিরাপদ নয় বুঝে তিনি মেক্সিকো যান এবং সোশ্যালিস্ট পার্টি পরিচালিত মেক্সিকোর আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে একজন মার্ক্সসবাদী তাত্ত্বিকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি মেক্সিকোয় সোশ্যালিস্ট পার্টিকে কমিউনিস্ট পার্টিতে রূপান্তরিত করে রাশিয়ার বাইরে বিশ্বের প্রথম কমিউনিস্ট পার্টির প্রবর্তকরূপে পরিচিত হন। পরে বোরোদিনের মারফত লেনিন কর্তৃক মস্কোয় যাওয়ার নিমন্ত্রণ পান। মেক্সিকোকে তিনি তাঁর দ্বিতীয় জন্মভূমি বলেছেন। ১৯১৯ খ্রী. ডি. গার্সিয়া ছদ্মনামে মেক্সিকো ছাড়েন এবং স্ত্রী এভ্‌লিন ট্রেন্টসহ বার্লিন প্রভৃতি ঘুরে ১৯২০ খ্রী. মস্কোয় পৌঁছে 'মে দিবসে'র সমাবেশে বক্তৃতা করেন। মেধা ও বুদ্ধিমত্তার জন্য তিনি লেনিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন এবং তৎকালীন রাশিয়ার প্রথম শ্রেণীর তাত্ত্বিকদের একজন ব'লে পরিগণিত হন। জুলাই মাসের কংগ্রেসে লেনিনের উপনিবেশ-বিষয়ক থিসিসের সঙ্গে একমত না হয়ে নিজস্ব থিসিস দেন এবং সেটি দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিন থিসিসের পরিশিষ্টরূপে গৃহীত হয়। এই কংগ্রেসে কার্যনির্বাহক সমিতির প্রভূত ক্ষমতাসম্পন্ন 'স্মল ব্যুরো'র সদস্য নির্বাচিত হন। কমিণ্টার্নের মধ্য এশিয়ার ব্যুরোর সদস্যও হন কিন্তু ১ থেকে ৮ জুলাই বাকু শহরে অনুষ্ঠিত মধ্য এশিয়ার সম্মেলনে উপস্থিত না হয়ে অস্ত্রশস্ত্রসহ তাশখন্দ রওনা হন। এখানে থিবা শহরে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আর্মির কয়েকজন পলাতক সৈন্য ও ইরানী বিপ্লবীদের সংগঠিত করে তিনি লাল ফৌজের এক আন্তর্জাতিক বাহিনী গড়ে তোলেন। এই সৈন্যদলের সাহায্যে তিনি মেশেদ-কোয়েটা সড়ক ও ট্রান্স-কাস্পিয়ান রেলপথের কয়েকশত মাইল শত্রুমুক্ত করেন। এ অঞ্চল থেকে ব্রিটিশ প্রভাব লুপ্ত হয় এবং সোভিয়েট সীমান্ত নিরাপদ হয়। তিনি বোখারায় হস্তক্ষেপ করে এক সোভিয়েট সরকার স্থাপন করেন। ফরগনা দখলের দুঃসাহসিক অভিযানেও বিজয়ী হন। মস্কোয় অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় সম্মেলনে যোগ দেন। অবনী মুখার্জীর সঙ্গে যৌথভাবে রচিত 'India in Transition' গ্রন্থটি এ সময়ে প্রকাশিত হয়। তৃতীয় আন্তর্জাতিকে (১৯২২) তিনি অন্যতম সভাপতি নিযুক্ত হন। এর পরই মস্কোয় 'টয়লার্স অফ দি ঈস্ট' নামে বিদ্যালয় খোলা হয় এবং তিনি এখানে উচ্চপদ লাভ করেন। করাচীতে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সম্মেলনে তিনি তাঁর গোপন দূত নলিনী গুপ্ত (কুমার) মারফত কার্যসূচী পাঠান। ১৯২২ খ্রী. আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংস্থার কার্যকরী সমিতির বিকল্প সদস্য ও ১৯২৪ খ্রী. সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম এবং বিশিষ্ট সম্পাদক হন। ১৯২৩ খ্রী. শওকত ওসমানি, মুজফ্‌ফর আমেদ প্রভৃতির নামে যে ষড়যন্ত্রের মামলা ভারতে শুরু হয় তিনি তার প্রথম আসামী ছিলেন। মানবেন্দ্রনাথ ইউরোপ থেকে 'ভ্যানগার্ড', 'ম্যাসেস', 'অ্যাডভান্স গার্ড' প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার চালাতেন। ১৯২৪ খ্রী. লেনিনের মৃত্যুর পর চীনদেশে বিপ্লব পরিকল্পনায় আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংগঠনের পক্ষ থেকে বোরোদিনকে সাহায্যের জন্য তিনি চীনে প্রেরিত হন। এখানে বোরোদিনের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য হওয়ায় তিনি চীন থেকে বহিষ্কৃত হন (১৯২৭)। চীনদেশের এই ঘটনার পর থেকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংগঠনে তাঁর পতন সূচিত হয়। ১৯২৮ খ্রী. স্ত্রী এভ্‌লিনের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। কমিণ্টার্ন-এর ষষ্ঠ কংগ্রেসে (১৯২৮) তাঁর অনুপস্থিতিতে 'ডিকলোনাইজেশন থিসিস' লেখার জন্য তিনি নিন্দিত ও কমিণ্টার্ন থেকে বিতাড়িত হন। ১৯২৯ খ্রী. ব্রণ্ডলার নামক জার্মান বন্ধুর পত্রিকায় 'কমিণ্টার্নের সঙ্কট' নামে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করতে থাকেন ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে নিজের বিরোধিতা প্রকাশ

করে কমিউনিস্ট সমাজচ্যুত হন। বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনায় এলেন গটস্‌চেক তাঁকে সাহায্য করতেন। ১৯৩০ খ্রী. ডা. মাহ্‌মুদ ছদ্মনামে তিনি ভারতে প্রবেশ করেন। জুন ১৯৩১ খ্রী. বোম্বাই শহরে ধরা পড়েন। ৬ বছর কারাবাসকালে গড়ে ওঠে তাঁর বিখ্যাত দর্শন 'ফিজিক্যাল রিয়্যালিজম্‌'। কারামুক্তির পর কংগ্রেসের ফৈজপুর অধিবেশনে সম্মানিত নেতারূপে যোগ দেন। কিন্তু পরবর্তী জীবনে ভারতের রাজনীতিতে তাঁর প্রভাব অনুভূত হয় না। ৪.৪.১৯৩৭ খ্রী. বোম্বাই থেকে 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৪৯ খ্রী. পত্রিকার নাম বদলে 'র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট' নামে প্রকাশ করতে থাকেন। ২৬.১০. ১৯৪০ খ্রী. র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পিপলস্‌ পার্টি গঠন করেন। প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের পর তিনি ইউরোপীয় কৃষক সমিতির সম্পাদিকা এলেন গটস্‌চেককে বিবাহ করে দেরাদুনে থাকতেন। ১৭টি ভাষায় দক্ষতা ছিল। তাঁর রচিত ৬৭টি গ্রন্থ ও ৩৯টি পুস্তিকার সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলি ইংরেজী, ফরাসী, স্প্যানিশ ও জার্মান ভাষায় রচিত। তাঁর অসমাপ্ত জীবনস্মৃতি মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। দেরাদুনের ইন্ডিয়ান রেনাসাঁ ইন্‌স্টিটিউট মানবেন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ রচনাবলী প্রকাশের চেষ্টা করছে। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য রচনা : 'India in Transition', 'Revolution and Counter-revolution in China', 'New Humanism', 'Reason, Romanticism and Revolution' (2 Vols.), 'My Memoirs' প্রভৃতি। [৩,৪,১০,৮৯,১০৭]

মানসিং মাঝি। সাঁওতাল বিদ্রোহের (১৮৫৫) অন্যতম নায়ক। [৫৬]

মানিকচন্দ্র। উত্তরবঙ্গের একজন ধর্মশীল রাজা। তাঁকে অবলম্বন করে রংপুর ও দিনাজপুর জেলায় প্রচলিত 'মানিকচাঁদের গান' রচিত হয়েছে। মানিকচন্দ্র ও তাঁর পত্নী ময়নামতী এবং পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনী তিব্বত ও চট্টগ্রামের বৌদ্ধ গ্রন্থেও বর্ণিত আছে। মানিকচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে বাংলা ভাষায়ও একাধিক কাব্য রচিত হয়েছিল। [২]

মানিক দত্ত (১৪শ শতাব্দী)। চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের আদি কবি। তিনি সম্ভবত মালদহ অঞ্চলের লোক ছিলেন। [৩]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (২৯.৫.১৯০৮ - ৩.১২. ১৯৫৬)। পৈতৃক নিবাস বিক্রমপুর—ঢাকা। হরিহর। বিহারের দুমকা শহরে জন্ম। পিতৃদত্ত নাম প্রবোধকুমার। মানিক তাঁর ডাক-নাম। পিতার সরকারী চাকরির জন্য বাঙলা ও বিহারের বহু অঞ্চলে তাঁর বাল্যকাল কেটেছে। বাঁকুড়ার ওয়েসলিয়ান মিশন কলেজ থেকে আই.এস-সি. পাশ করে অঙ্কে অনার্স নিয়ে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ার সময় 'বিচিত্রা' পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প 'অতসী মামী' প্রকাশিত হলে (১৯২৮) সাহিত্যজগতে সাড়া জাগে। তাঁর উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য' ২১ বছর বয়সের রচনা। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও সাহিত্য-কর্মকেই জীবন ও জীবিকার একমাত্র অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে ২/৩ বছর মাত্র চাকরি করেছিলেন। ১৯৩৫ খ্রী. তাঁর প্রথম উপন্যাস 'জননী' প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির মধ্যে 'পুতুল নাচের ইতিকথা' ও 'পদ্মানদীর মাঝি' 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। নানা কারণে প্রচণ্ড অর্থাভাব দেখা দিলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁর সাহিত্যিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। রচিত অন্যান্য শ্রেষ্ঠ উপন্যাস : 'দিবারাত্রির কাব্য', 'সোনার চেয়ে দামী' প্রভৃতি। তাঁর শেষ উপন্যাস 'মাশুল'। তাঁর সম্বন্ধে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন : 'আধুনিক আত্মশক্তির সমস্ত দুর্বোধ্যতা ও চিত্তবিক্ষেপের সমগ্র ঘূর্ণাবেগ তাঁহার উপন্যাসে বিধৃত। মার্ক্স-এর শ্রেণী-সংগ্রামতত্ত্ব ও ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণ বাংলার অতীত-আচ্ছন্ন জীবন-চর্চায় যতখানি শিল্পসম্মতভাবে রূপায়িত হইতে পারে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস তাহার চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে।' তাঁর পঞ্চাশটির অধিক উপন্যাস, বহু গল্প ও কবিতা-সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে। [৩,৫,১০৬]

মানিকলাল দত্ত। শ্রীরামপুর। সুবর্ণবণিক সমাজের দানবীর। ১৩৩৫ ব. বিভিন্ন সৎকাজে ব্যয় করার জন্য ৫ লক্ষ ৩২ হাজার টাকার সম্পত্তি উইল করে গেছেন। এই অর্থে কলিকাতা, হুগলী ও চুঁচুড়ার দুঃস্থ সুবর্ণবণিক পরিবারের সাহায্যের জন্য স্ত্রী প্রেমবতীর নামে এন্ডাউমেণ্ট ফাণ্ড গঠন, কারমাইকেল হাসপাতালে শিশুদের জন্য বিশ্বেশ্বর দত্ত ওয়ার্ড প্রতিষ্ঠা, শ্রীরামপুর হাসপাতালে স্বনামে চক্ষু বিভাগ স্থাপন, কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে সুবর্ণবণিক ছাত্রদের বিনাবেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা, হুগলীতে নলকূপ খনন, চিত্তরঞ্জন সেবা-সদনে বিনাব্যয়ে চিকিৎসার সুযোগলাভের উদ্দেশ্যে কয়েকটি শয্যার ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্ভব হয়েছে। [২৫]

মানিকলাল শীল। কলুটোলা—কলিকাতা। পান্নালাল। পিতামহ দানবীর মতিলাল। মানিকলাল বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজ-সংলগ্ন রোগনিবাসের একটি অংশ পিতার নামে নির্মাণ করান। ছাত্রগণ যাতে বিনা বেতনে লেখাপড়া ও শিল্পকার্য শিক্ষা

করতে পারে তার জন্য তিনি বেলগাছিয়ায় একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। [১]

মায়া রায় (১৯০১ - ১৬.১.১৯৬১)। পিতা জগদীশচন্দ্র সেনগুপ্ত ছিলেন বিখ্যাত কংগ্রেসকর্মী ও আসানসোলের প্রথম রেলওয়ে ধর্মঘটের (আনু. ১৯২১) উদ্যোক্তা। পিতার ব্যবসাস্থল মাদ্রাজের কনভেণ্টে তাঁর শিক্ষা শুরু হয়। কলিকাতার ভিক্টোরিয়া ইন্‌স্টিটিউশন থেকে প্রবেশিকা পাশ করে বেথুন কলেজের ছাত্রী অবস্থায় প্রসিদ্ধ শিল্পী চারু রায়ের সঙ্গে বিবাহ হয় (১৯১৮)। চারু রায় চিত্রজগতে প্রবেশ করলে মায়া দেবীও তৎকালীন সামাজিক সংস্কার ও বিরোধিতা উপেক্ষা করে 'সিরাজ ও আনারকলি' (ইংরেজী নাম 'দি লাভ্‌স্ অফ এ মোগল প্রিন্স') নির্বাক ছবিতে অভিনয় করে স্বামীর যোগ্য সহকর্মিণীর পরিচয় দেন। প্রথম সিনেমা পত্রিকা 'বায়োস্কোপ'-এর পরিচালনা ও সম্পাদকীয় কার্যে স্বামীকে যথেষ্ট সহায়তা করেন। ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই সমান দখল ছিল। 'খেয়ালী', 'বায়োস্কাপ', 'দীপালী' (ইংরেজী ও বাংলা), 'নাচঘর', 'চিত্রপঞ্জী' ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। ইংরেজী সাপ্তাহিক 'দীপাবলী'র সম্পাদক 'প্রথম অভিজাত বাঙালী মহিলা সিনেমা শিল্পী'—এই পরিচয়সহ তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। [৮২,১৪৬]

মার্শম্যান, জন ক্লার্ক (১৮.৮.১৭৯৪ - ৮.৭.১৮৭৭) ব্রডমিড—ইংল্যাণ্ড। জোশুয়া। পিতার সঙ্গে ১৭৯৯ খ্রী. বাঙলাদেশে আসেন। শ্রীরামপুরে বাল্যকাল কাটে। ১৮১৯ খ্রী. আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের যাজক-সম্প্রদায়ভুক্ত হন। শ্রীরামপুর মিশনারী কলেজের পরিচালনা এবং 'সমাচার দর্পণ' (প্রথম বাংলা সংবাদপত্র) ও 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' পত্রিকার সম্পাদনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। ১৮১৮ খ্রী. থেকে শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৮২২ খ্রী. থেকে ১৮৫২ খ্রী. পর্যন্ত মিশনের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চার্টার পুনরায় অনুমোদিত হবার সময়ে তিনি একজন সাক্ষী হন। এ সময়ে ভারতীয় রেল, তার ও শিক্ষা-বিষয়ক অনুসন্ধান ও কার্যকরী প্রস্তাবের তিনি প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। বাংলা, হিন্দী, ফারসী ও সংস্কৃত ভাষা খুব ভাল জানতেন। ইতিহাসে তাঁর প্রবল অনুরাগ ছিল। 'সমাচার দর্পণ' সংবাদপত্রের সকল কাজ তিনি দেখতেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (দুই খণ্ড), 'পুরাবৃত্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ' (১৮৩৩), 'জ্যোতিষগোলাধ্যায়', 'সদ্‌গুণ ও বীর্যের ইতিহাস' (১৮২৯), 'ঈশপ্‌স্ ফেবল্‌স্', 'ক্ষেত্রবাগান বিবরণ', 'মারিচ গ্রামার' (Murrays Grammar) প্রভৃতি। এছাড়া আইন-সম্পর্কিত বাংলায় লেখা ১২টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। মাতা হ্যানা মার্শম্যান বাঙলার নারীশিক্ষা প্রচলনে প্রথম উদ্যোগী মহিলা ছিলেন। ভারতবর্ষ থেকে স্বদেশে ফিরে (১৮৫২) তিনি 'History of India,' 'Outline of the History of Bengal', 'Life and Times of Carey, Marshman and Ward' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। [৩,১২২]

মার্শম্যান, জোশুয়া (২০.৪.১৭৬০ - ৫.১২.১৮৩৭) ইংল্যাণ্ড। জন। তন্তুবায়পুত্র মার্শম্যান ১৪ বছর বয়সে লণ্ডনের পুস্তক-বিক্রেতার দোকানে চাকরি গ্রহণ করেন। ৬ মাস পরে স্বগ্রামে ফিরে পৈতৃক তাঁতের কাজে যোগ দেন। জ্ঞান-পিপাসার জন্য ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণকাহিনী, গল্প, উপন্যাস নির্বিচারে পড়তে থাকেন। ১৭৯১ খ্রী. ব্যাপটিস্ট পরিবারের হ্যানা শেফার্ডকে বিবাহ করে ব্যাপটিস্ট মতবাদে দীক্ষিত হন। ১৭৯৪ খ্রী. শিক্ষকের বৃত্তি গ্রহণ করেন। এই সময়ে ভাষা-শিক্ষায় মনোযোগ দিয়ে ল্যাটিন, গ্রীক, হিব্রু ও সিরিয়াক ভাষা আয়ত্ত করেন। ক্রমে মিশনারী কাজে উৎসাহিত হন এবং ১৭৯৯ খ্রী. প্রচারকার্যের জন্য ভারতে আসেন। শ্রীরামপুর মিশনকে কর্মকেন্দ্র নির্বাচন করে মিশনের ব্যয়নির্বাহের জন্য একটি স্কুল খোলেন। তাঁর স্ত্রীও একাজে সাহায্য করতেন। এই স্কুলটি ক্রমে শ্রীরামপুর কলেজ ও ধর্মীয় শিক্ষালয়ে পরিণত হয়। এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে প্রচারকার্যের জন্য দুরূহ চীনা ভাষা শিখে ঐ ভাষায় বাইবেল অনুবাদ এবং ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা করেন। 'সংস্কৃত রামায়ণ' মার্শম্যান ও কেরীর যুগ্ম প্রচেষ্টায় অনূদিত হয়। ব্যাপটিস্ট মিশনারী সংস্থার কেরী ছিলেন নেতা, কিন্তু মার্শম্যান অনেক কাজ কেরীর বিরোধিতা সত্ত্বেও নিষ্পন্ন করেন—যেমন পত্রিকা প্রকাশনা। 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া', 'সমাচার দর্পণ' ও 'দিগ্‌দর্শন' নামে তিনটি পত্রিকা তাঁর চেষ্টায় প্রকাশিত হয়। সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' মে ১৮১৮ খ্রী. প্রকাশিত হয়। গঙ্গাকিশোরের স্বল্পস্থায়ী 'বাঙ্গালা গেজেট' বাদ দিলে এটিই বাংলায় প্রথম সাপ্তাহিক। 'দিগ্‌দর্শন' মাসিক পত্রিকাটি তার আগের মাসে মার্শম্যান প্রকাশ করেন। ১৮২৬ খ্রী. তিনি একবার স্বদেশে যান ও ফেরার পথে ডেনমার্কের রাজার কাছে শ্রীরামপুর থিওলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন সংগ্রহ করেন। খ্রীষ্টীয় ধর্মজগতে এ এক অসাধারণ ঘটনা। শ্রীরামপুর কীয়েল ও কোপেনহেগেনের মত

সমান ক্ষমতাসম্পন্ন এবং ভারতের ডিভিনিটি-বিষয়ক উপাধি-প্রদানের ক্ষমতাসম্পন্ন একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়। রামায়ণের ইংরেজী অনুবাদ, শ্রীরামপুর কলেজ স্থাপন ও পত্রিকা প্রকাশ—এই তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য জোশুয়া মার্শম্যান বঙ্গবাসীর চিরস্মরণীয়। রামমোহন রায়ের সঙ্গে ধর্মীয় বিতর্ক তাঁর 'ফ্রেন্ড অফ ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ফলে রামমোহন বেদান্তের বাংলা অনুবাদে অনুপ্রাণিত হন। কেরীর মৃত্যুর পর (১৮৩৪) মার্শম্যান শ্রীরামপুর মিশনের নেতৃত্ব করেন। তিন বছর পর শ্রীরামপুরে তাঁর মৃত্যু হয়। [১২২]

মালকা জান, আগ্রাওয়ালী। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে কলিকাতায় মালকা জান নামে কয়েকজন বাইজী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উৎকৃষ্ট গায়িকা হিসাবে প্রসিদ্ধি ছিল আগ্রার মালকা জানের। খেয়াল, ঠুংরি, দাদরা, গজল সবই ভাল গাইতেন, তবে খেয়ালে নাম ছিল বেশি। তিনি ত্রিপুরার রাজা রাজেন্দ্র দেববর্মার (সিংহাসন লাভ ১৯০৭) রাজদরবারে ৩/৪ বছর দরবারী গায়িকারূপে ছিলেন। কলিকাতায়ই তিনি নিয়মিত থাকতেন। কলিকাতার তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ গায়িকা গহর জানের মত বাঙলার বাইরে নানা দরবারে যেতেন না। এখানকার পেশাদার গায়ক-গায়িকাদের সমাজে তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল এবং বাইজী-সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি নেতৃস্থানীয়া ছিলেন। প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন এবং মিতব্যয়ী স্বভাবের জন্য সঞ্চয়ও করেছেন যথেষ্ট। পরিণত বয়সের আগেই সংগীতজীবন থেকে সরে এসে বিবাহ করে গার্হস্থ্য জীবন যাপন করেন। গ্রামোফোন রেকর্ডে তাঁর কয়েকটি গান আছে। কলিকাতা ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রীটের নিজ বাড়িতে তাঁর মৃত্যু হয়। [১৮]

মালাধর। মালাধর ঘটকের 'দক্ষিণ রাঢ়ীয় কারিকা' একটি প্রসিদ্ধ কুলজী গ্রন্থ। এই ধরনের গ্রন্থে কুলীন কি মৌলিক সকল সমাজেরই সামাজিক ইতিহাস জানা যেতে পারে। [২]

মালাধর বসু। দ্র. **গুণরাজ খাঁ**।

মিয়াধন। জাবেদা—শ্রীহট্ট। তাঁর 'নূতন প্রেম ভাণ্ডার' সংগীত-গ্রন্থ ১৯৩২ খ্রী. প্রকাশিত হয়। তাঁর বাউল সুরে রচিত রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক সংগীতের একটি পদ—'প্রাণ ললিতা ত্বরা যাও গো বন্ধুরে আনিয়া দাও'। [৭৭]

মিরজা মুহম্মদ। দ্র. **এহতেশাম উদ্দীন**।

মিস্কিন শাহ। তিনি শিষ্যদলসহ বাঙলাদেশের ওয়াহাবী বিদ্রোহে যোগদান করে তিতুমীরকে সহায়তা করেন। [৫৬]

মিহির ভট্টাচার্য (১৯১৭-১৮.৮.১৯৭০)। বিশিষ্ট অভিনেতা। রঙ্গমঞ্চে ও চলচ্চিত্রে বহু ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। তাঁর অভিনীত ছবির সংখ্যা শতাধিক। শিল্পী-জীবনের প্রথম দিকের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছবি: 'ছদ্মবেশী', 'বিজয়িনী', 'পথের দাবী', 'তটিনীর বিচার', 'তুমি আর আমি', 'পথের সাথী', 'শেষরক্ষা'। রঙ্গমঞ্চেও শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রযোজিত 'বিপ্রদাস' নাটকে দ্বিজদাসের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় স্মরণীয় হয়ে আছে। এছাড়াও রঙমহল ও ষ্টার রঙ্গমঞ্চের বহু নাটকের মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন। [১৭]

মীরকাশিম (?-১৭৭৭)। মুর্শিদাবাদের নবাব মীরজাফরের কন্যা ফতেমাকে বিবাহ করে রাজদরবারে বিশিষ্ট পদলাভ করেন। পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফরের আদেশে সিরাজকে বন্দী করেন। পরে ইংরেজদের সহায়তায় মীরজাফরকে পদচ্যুত করে সিংহাসনে বসেন। রাজত্বকাল ১৭৬০-১৭৬৩ খ্রী.। তিনি প্রচুর অর্থদানের অঙ্গীকারে সিংহাসন পান, কিন্তু পরে না দিতে পেরে ইংরেজকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারী প্রদান করেন। ইংরেজদের বিতাড়নের ইচ্ছায় মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন। ইংরেজদের একচেটিয়া সুবিধা—বিনা শুল্কে বাণিজ্য-অধিকার—তিনি অন্যদেরও দান করেন। এতে ইংরেজ কোম্পানী ও কর্মচারিগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ বাধে। ১৭৬৩ খ্রী. উভয়পক্ষে যুদ্ধ হলে নবাবের সৈন্যগণ উধুয়ানালা ও ঘেরিয়া নামক স্থানে পরাজিত হয়। ১৭৬৪ খ্রী. তিনি দিল্লীর সম্রাট শাহ্‌আলম ও অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে মিলিত হয়ে বিহার আক্রমণ করেন, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়ে (২৩.১০.১৭৬৪) নিরুদ্দেশ হন। ঐ অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। [২,৩,২৫,২৬]

মীরজাঙ্গু। মেদিনীপুর। সিপাহী বিদ্রোহের সময় (১৮৫৭) মেদিনীপুরে বিদ্রোহাত্মক প্রচার-কার্যের জন্য তাঁর দীর্ঘ কারাদণ্ড হয়। [৫৬]

মীরজাফর খাঁ (?-জানু. ১৭৬৫)। প্রথম-জীবনে তিনি বাঙলার নবাব আলীবর্দীর সেনানায়ক ছিলেন। ১৭৪৭ খ্রী. আলীবর্দীকে হত্যার ষড়যন্ত্রে তাঁর সক্রিয় অংশ ছিল। সিরাজদ্দৌলার আমলে সেনাপতি হন। ঐতিহাসিক পলাশীর যুদ্ধে (২৩.৬.১৭৫৭) সিরাজের পতনে সাহায্য করে ইংরেজ কোম্পানীর অনুগ্রহে ১৭৫৭ খ্রী. নবাব হন। কোম্পানীকে ক্ষতিপূরণের টাকা জোগানোর জন্য প্রজাদের উপর অত্যাচার করেন। ক্লাইভ বিলাতে গেলে ইংরেজদের অর্থদাবি মেটাতে অপারগ হওয়ায়

১৭৬০ খ্রী. তিনি সিংহাসনচ্যুত হন। ১৭৬৩ খ্রী. তদানীন্তন নবাব মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ উপস্থিত হলে ইংরেজরা পুনরায় তাঁকে নবাব করেন। ব্রিটিশ রাজত্বের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর বংশ মুর্শিদাবাদের নবাব বলে পরিচিত ছিলেন। [২,৩,২৩,২৬]

মীরমদন (?-২৩.৬.১৭৫৭)। বঙ্গদেশের শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার সেনাপতি। প্রথমে তিনি হোসেন কুলি খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হাসান উদ্দীন খাঁর অধীনে ঢাকায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর কর্মতৎপরতার সংবাদ পেয়ে নবাব সিরাজদ্দৌলা তাঁর সৈন্যাধ্যক্ষ মীরজাফরকে অপসারিত করে মীরমদনকে ঐ পদে নিযুক্ত করেন। ২৩.৬.১৭৫৭ খ্রী. পলাশীর যুদ্ধে তিনি ও তাঁর সহকারী মোহনলাল বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন। শত্রুর কামানের গোলায় যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর মৃত্যু হয়। [২,৩]

মীর মশারফ হোসেন (১৩.১১.১৮৪৭-১৯২২) লাহিড়ীপাড়া—নদীয়া। মীর মোয়াজ্জম হোসেন। বংশমর্যাদা ও পরিচয়ের উপাধি 'সৈয়দ'। যে সকল প্রগতিশীল লেখক সাহিত্যকে কৃষক-সংগ্রামের অস্ত্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন মীর মশারফ তাঁদের অন্যতম। তাঁর রচিত 'জমিদার-দর্পণ' নাটকটির বিষয়বস্তু ছিল ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দের পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জের কৃষক-বিদ্রোহ। এই নাটকের প্রচার বন্ধ করার চেষ্টায় বঙ্কিমচন্দ্রও ছিলেন, যদিও সাহিত্যিক হিসাবে মীর মশারফ অক্ষয়চন্দ্র মৈত্রেয়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হন। মীর মশারফ কুষ্টিয়ার ইংরেজ স্কুল, পদমদীর নবাবস্কুল ও কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে পড়াশুনা করেন। ফরিদপুর নবাব এস্টেটে এবং দেলদুয়ার এস্টেটে ম্যানেজারের চাকরি করেছেন। ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে' রচনা প্রকাশ করতেন এবং কুষ্টিয়ার সংবাদদাতা ছিলেন। তাঁর সাহিত্যগুরু ছিলেন কাঙাল হরিনাথ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ২৫। তাঁর রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'রত্নাবতী' (উপন্যাস), 'গোরীসেতু' (কবিতা), 'বসন্তকুমারী' (নাটক), 'বিষাদ সিন্ধু' (ঐতিহাসিক উপন্যাস), 'এর উপায় কি?' (প্রহসন), 'গো-জীবন' (প্রবন্ধ), 'বেহুলা গীতাভিনয়', 'পথিকের মনের কথা' (নীল-চাষীদের প্রতিক্রিয়া বিষয়ে রচিত), 'গাজীমিয়ার বস্তানী' প্রভৃতি। এছাড়াও মুসলমান ধর্ম ও জীবনের উপর বহু কবিতা, 'আমার জীবনী' নামে আত্মজীবনী এবং 'আজীবন নেহান' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। [৩,২৬,২৮,৫৬]

মুকুন্দ ঘোষ। রাজা তারামল্লের গো-পালক গোপ-জাতীয় মুকুন্দ ঘোষ শিবলিঙ্গ আবিষ্কার করেন এবং মোহান্তরা হুগলী জেলার তারকেশ্বরের মন্দিরে আসার আগে তিনিই ছিলেন সেখানে শিবের পুজক। মোহন্তদের আমলে ব্রাহ্মণ পুজারী এলেও তারকেশ্বরের গাজনের মূল সন্ন্যাসীদের মধ্যে চারজনই গোপ-জাতীয়। [১৬,১৪১]

মুকুন্দ দত্ত। (১৫/১৬শ শতাব্দী) শ্রীখণ্ড—বর্ধমান। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন মুকুন্দ নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুরক্ত ছিলেন। নবাব হুসেন শাহ তাঁকে রাজচিকিৎসক নিযুক্ত করেন। [২]

মুকুন্দ দাস। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য এবং বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়ের গ্রন্থকার। রচিত গ্রন্থ : 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়', 'অমৃতরসাবলী', 'বৈষ্ণবামৃত', 'চমৎকারচন্দ্রিকা', 'সারাৎসারকারিকা', 'সাধনোপায়', 'রাগরত্নাবলী' প্রভৃতি। [২]

মুকুন্দদাস, চারণকবি (১৮৭৮-১৮.৫.১৯৩৪) বানারী গ্রাম—ঢাকা। গুরুদয়াল দে। পিতৃদত্ত নাম যজ্ঞেশ্বর। তাঁর পিতামহ ছিলেন নৌকার মাঝি। পিতা বরিশালে এক ডেপুটির আদালতে কাজ করতেন। ফলে পরিবারটি বরিশালে চলে আসে। মুকুন্দ শৈশবে বিভিন্ন স্কুলে পড়লেও প্রবেশিকা পর্যন্ত পড়েন নি। পিতার মুদী দোকানে বসা ও পল্লীর অশান্ত ছেলেদের নিয়ে গুণ্ডামি করা তাঁর প্রধান কাজ ছিল। বরিশালের তৎকালীন নায়েব-নাজীর বীরেশ্বর গুপ্তের কীর্তনের দলে ১৯ বছর বয়সে যোগ দেন। ক্রমে নিজেই একটি কীর্তনের দল গড়ে তোলেন। পুজা-পার্বণে বরিশালে যেসব বিখ্যাত কীর্তনীয়ার দল আসত যজ্ঞেশ্বর তাদের গান শুনে টুকে রাখতেন। এইসব উপাদানে তাঁর কীর্তন-সঙ্গীত গ্রন্থটি সঙ্কলিত। ১৯০২ খ্রী. রামানন্দ বা হরিবোলানন্দ নামে এক ত্যাগী সাধুর কাছে দীক্ষা নিয়ে মুকুন্দদাস নাম গ্রহণ করেন। মুদী দোকানের দুরন্ত যুবককে স্বদেশীমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে চারণকবিতে পরিণত করেন বরিশালের অদ্বিতীয় নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত। বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হলেও তাঁর সাধন-সঙ্গীতে শ্যাম ও শ্যামার অপূর্ব সমন্বয় ছিল। তিনি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হন নি। কালী ও রাধাগোবিন্দ মন্দিরের সঙ্গে মুসলমান মালীর জন্য মসজিদের ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। কীর্তনীয়া যোগেশ পালের বৈঠকখানায় যে কীর্তনের আসর ছিল মুকুন্দ সেখানেও নিয়মিত যেতেন। তিনি নিজে গান ও যাত্রাপালা রচনা করতেন এবং 'বরিশাল হিতৈষী' পত্রিকায় লিখতে আরম্ভ করেন। ক্রমে স্বরচিত যাত্রাগানে সারা বরিশাল মাতিয়ে তোলেন। বিভিন্ন দেশপুজ্য

সেরা এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর গান শুনে চমৎকৃত হন। তাঁর 'মাতৃপূজা' যাত্রাপালাটি যুবকদের মনে চাঞ্চল্য আনে। বিদেশী বর্জন আন্দোলনে তিনি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। গ্রামে গ্রামে দেশাত্মবোধক গান ও স্বদেশী যাত্রাভিনয়ের জন্য তিনি বরিশালে ইংরেজ সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়েন। ১৯০৮ খ্রী. ১০৮ ধারায় গ্রেপ্তার হয়ে তিনি জামিনে মুক্তি পান। ভবরঞ্জন মজুমদার সম্পাদিত 'মাতৃপূজা' গীত-সঙ্কলনে মুকুন্দ দাস-রচিত 'ছিল ধান গোলা ভরা, শ্বেত ইঁদুরে করল সারা' এই সঙ্গীতের জন্য তাঁর তিন বছর কারাদণ্ড ও জরিমানা হয়। জরিমানার টাকা দিতে পৈতৃক দোকান বিক্রি হয়ে যায়। কারাবাসের সময় তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। অসহযোগ আন্দোলন (১৯২২) এবং আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০) কালে তিনি তাঁর যাত্রা পালা দিয়ে জনসাধারণকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য অন্যান্য রচনা : 'সাধন সঙ্গীত', 'পল্লীসেবা', 'ব্রহ্মচারিণী', 'পথ', 'সাথী', 'সমাজ', 'কর্মক্ষেত্র' প্রভৃতি। এই কবি সারাজীবনে ৭ শত মেডেল ও বহু পুরস্কার পেয়েছিলেন। কিন্তু বাঙলার জনগণের দেওয়া 'চারণকবি' নামেই তিনি সবার মধ্যে বেঁচে আছেন। [৩,১৬,১১৪,১২৪]

মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় (? - ২৬.১.১৩২৯ ব.) কলিকাতা। পিতা খ্যাতনামা ভূদেব মুখোপাধ্যায়। পিতামহ—বিশ্বনাথ তর্কভূষণ। মুকুন্দদেব কাশ্যকুঞ্জে সংস্কৃত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা পুনঃপ্রবর্তনের জন্য একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং বিহার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে হিন্দী ভাষার জন্য 'ভূদেব মেডেল' দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। পিতার প্রবর্তিত 'বিশ্বনাথ বৃত্তি' আজীবন রেখে গেছেন। পুত্রের স্মৃতিরক্ষার্থে 'সোমদেব সৎকর্মভাণ্ডার' স্থাপন করেন। গোকুণ্ড সমিতি স্থাপন তাঁর শেষ কীর্তি। স্ত্রীশিক্ষা-প্রবর্তনায় একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। স্বদেশের উন্নতিকল্পে স্থাপিত কলকারখানায় তাঁর অধিকাংশ শেয়ার ছিল। ম্যাজিস্ট্রেট পদ পেয়েছিলেন। তিনি সুসাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'সদালাপ', 'অনাথবন্ধু' ও 'ভূদেব চরিত'। মহিলা ঔপন্যাসিক অনুরূপা দেবী ও ইন্দিরা দেবী তাঁর কন্যা। [১৯]

মুকুন্দ মাহাতো (? - ১৯৪২) ঘোলপুরা—পুরুলিয়া। মিলন। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে গ্রেপ্তার হন। সারাজি বন্দীশিবিরে মারা যান। [৪২]

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কবিকঙ্কণ (আনু. ১৫৪৭ - ?) দামুন্যা—বর্ধমান। হৃদয় মিশ্র। মিশ্র তাঁদের নবাব-দত্ত উপাধি। মুসলমান ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়ে সম্ভবত ১৫৭৫ খ্রী. দামুন্যা ছেড়ে মেদিনীপুরের আড়রা গ্রামের বাঁকুড়া রায়ের কাছে গেলে তিনি তাঁর কবিত্বশক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁকে নিজ পুত্রের শিক্ষাগুরু নিযুক্ত করেন। এখানেই বিদ্যালোচনায় মনোনিবেশ করে কিছুদিন পরে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যগ্রন্থ লিখে 'কবিকঙ্কণ' উপাধি পান। গ্রন্থের রচনাকাল সম্ভবত ১৫৯৪ - ১৬০৬ খ্রী. মধ্যে। করুণরসের এই গ্রন্থটি প্রাচীন সমাজের একটি সর্বাঙ্গসুন্দর আলেখ্য। অনাড়ম্বর কবিত্ব-শক্তির প্রসাদে তাঁর কাব্যে উপন্যাসের বর্ণনা-নৈপুণ্য, নাটকের ঘটনা-সঙ্ঘাত এবং বিচিত্র জীবনরস প্রকাশলাভ করেছে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে তিনি বিশেষ উচ্চাসন অধিকার করে আছেন। [২,৩,২০, ২৫,২৬]

মুকুন্দলাল সরকার (৩১.১২.১৮৮৫ - ২৩.১০. ১৯৫৫)। বাঙলার বিশিষ্ট জননেতা। বৈপ্লবিক কাজের জন্য বহুবার কারারুদ্ধ হন। শ্রমিক আন্দোলনে পুরোধা ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহকর্মিরূপে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠা ও সংগঠনে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেন। [১০]

মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ (? - ১.৪.১৮৬০) মলয়পুর—হুগলী। রামমোহন। সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহপাঠী ছিলেন। ১৮৩৯ খ্রী. সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করে পরের বছর হিন্দু কলেজ সংলগ্ন পাঠশালার পণ্ডিতের পদ লাভ করেন। ১৮৪১ খ্রী. হিন্দু কলেজের জুনিয়র বিভাগের পণ্ডিত নিযুক্ত হন। পরে ১৮৪৩ খ্রী. কলিকাতা মাদ্রাসার বাংলা শ্রেণীর পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন এবং ভুবনমোহন মিত্রের সহযোগিতায় বাংলা ভাষায় ছাত্রগণের উপযোগী ভূগোল রচনা করেন। 'সংবাদপূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ : 'শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ' (সটীক), 'আরবীয় উপাখ্যান' (৫ খণ্ড), 'শব্দাম্বুধি', 'অপূর্বোপাখ্যান' (সচিত্র), 'বেণীসংহার', 'শ্রীমদ্ভাগবত', 'নূতন অভিধান', 'অমরার্থদীধিতি', 'অন্নদামঙ্গল' (সচিত্র), 'হিতোপদেশ' প্রভৃতি। [২৮,৬৪]

মুজতবা আলী, সৈয়দ (১৩.৯.১৯০৪ - ১১. ২.১৯৭৪) করিমগঞ্জ—শ্রীহট্ট। সৈয়দ সিকান্দর আলী। প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ্। ১৯২১ খ্রী. মহাত্মা গান্ধীর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে স্কুল ছেড়ে দেন। ১৯২১ - ২৬ খ্রী. শান্তিনিকেতনে অধ্যয়ন করেন। শিক্ষাশেষে তিনি কাবুল শিক্ষাবিভাগে ফরাসী ও ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২৮ - ৩০ খ্রী. জার্মানী

থেকে হোমবোল্ড বৃত্তি পেয়ে বার্লিন ও বন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা শেষ করে পি-এইচ.ডি. উপাধি লাভ করেন। তারপর সমস্ত ইউরোপ এবং জেরুসালেম, দামাস্কাস্ প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়ান। মাঝে এক বছর কায়রোতে অধ্যয়ন করেন। ১৯৩৬ খ্রী. তিনি বরোদা রাজ্যে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক পদে বৃত হন। ভারত-বিভাগের পর বগুড়া কলেজে অধ্যাপনা করেন ও পরে অধ্যক্ষ হন। ১৯৫০ খ্রী. আকাশবাণীর কেন্দ্র-পরিচালক-রূপে কাজ করেন। বিশ্বভারতীর ইসলামী সংস্কৃতির প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। তিনি আরবী, ফারসী, হিন্দী, সংস্কৃত, উর্দু, মারাঠী, গুজরাটী, ইতালিয়ান, ফরাসী, জার্মান সহ ১৫টি ভাষা জানতেন। প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, উপন্যাস ও রম্য-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'দেশে বিদেশে', 'পঞ্চতন্ত্র', 'চাচাকাহিনী', 'ময়ূরকণ্ঠী', 'শবনম্', 'ধূপছায়া', 'অবিশ্বাস্য', 'টুনিমেম', 'হিটলার' প্রভৃতি। ১৯৪৯ খ্রী. তিনি নরসিংহদাস পুরস্কার পান। অগাধ পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও তাঁর পাণ্ডিত্যের ধারাকে কেউ জনসাধারণের কাজে লাগায় নি। তিনি নিজেও কোন পাণ্ডিত্যপূর্ণ বই রেখে যান নি। [১৬,১৭,১৮]

মুজফ্‌ফর আহমদ (৫.৮.১৮৮৯ - ১৮.১২. ১৯৭৩) সন্দীপের মুসাপুর—নোয়াখালী। মনসুর আলী। ভারতে মার্ক্সবাদ প্রচার ও মার্ক্সবাদী সংগঠন প্রতিষ্ঠার অন্যতম পথিকৃৎ। এদেশে কমিউ-নিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯১৩ খ্রী. ম্যাট্রিক পাশ করেন। ছাত্রাবস্থায়ই স্বদেশী আন্দো-লনে যোগ দেন। সাহিত্য ও সাংবাদিকতার মধ্য দিয়ে তিনি প্রথমে দেশসেবার কাজে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯২০ খ্রী. কাজী নজরুল ইসলামের সহযোগে 'নবযুগ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই সময়ই তিনি মার্ক্সবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এ বিষয়ে গভীর অধ্যয়ন করেন। পরে নজরুল সম্পাদিত 'ধূমকেতু' পত্রিকায় (১৯২২) দ্বৈপায়ন ছদ্মনামে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা এবং কৃষক ও শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক রচনা লেখেন। ১৯২৩ খ্রী. প্রথম গ্রেপ্তার হন। ১৯২৪ খ্রী. কানপুর বলশেভিক (কমিউনিস্ট) ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। গুরুতর অসুস্থ হওয়ায় ১৯২৫ খ্রী. ছাড়া পান। এই সময় আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংস্থাগুলির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। ১৯২৬ খ্রী. তাঁর সম্পাদনায় দলের প্রথম বাংলা পত্রিকা 'গণবাণী' প্রকাশ লাভ করে। ১৯২৯ - ৩৩ খ্রী. এই পত্রিকাতেই আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের ও কমিউনিস্ট ইস্তাহারের বঙ্গানুবাদ প্রথম ছাপা হয়। শ্রমিক-কৃষকের সমস্যা, মার্ক্সীয় দর্শন প্রভৃতি নিয়েও এতে নিয়মিত আলোচনা চলত। ১৯২৯ - ৩৩ খ্রী. ঐতিহাসিক মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী হিসাবে তিনি তিন বছর কারা-দণ্ড ভোগ করেন। সারা ভারত কৃষক সভার (১৯৩৬) প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। ২৫. ৩.১৯৪৮ খ্রী. কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী হলে নিবর্তনমূলক আটক আইনে তিনি ১৯৫১ খ্রী. পর্যন্ত আটক থাকেন। ১৯৬২ খ্রী. চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের সময় তাঁকে ভারতরক্ষা আইনে দুই বছর আটক রাখা হয়। তিনি ৪০ বছর ধরে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। ন্যাশনাল বুক এজেন্সীর একজন প্রধান সংগঠক ছিলেন এবং গণশক্তি প্রিণ্টার্স প্রেস তিনিই গড়ে তোলেন। 'কাকাবাবু' নামে তিনি কর্মী ও নেতাদের কাছে জনপ্রিয় ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'নজরুল স্মৃতিকথা', 'ভারতের কমিউনিস্ট আন্দো-লনের ইতিহাস' প্রভৃতি। [১৬]

মুনিরুজ্জামান মুহম্মদ (ফেব্রু. ১৯২৪ - মার্চ ১৯৭১) কাঁচেরকল—যশোহর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যক্ষ মুনিরুজ্জামান পূর্ব-পাকিস্তানে মুক্তিযুদ্ধ-কালে পাক-বাহিনীর হাতে নিহত হন। তিনি নড়াইল হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক (১৯৪০), কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আই.এস-সি. (১৯৪২), ১৯৪৪ খ্রী. কৃতিত্বের সঙ্গে অঙ্কশাস্ত্রে বি.এস-সি. অনার্স এবং কলি-কাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান বিষয়ে এম.এস-সি. পাশ করেন। ভারতের সংখ্যাতথ্য-কেন্দ্রে এক বছর চাকরি করার পর ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে গণিত-শাস্ত্রের অধ্যাপক-পদে বৃত হন। জানুয়ারী ১৯৪৮ খ্রী. তিনি পরিসংখ্যান বিভাগে যোগ দেন এবং ১৯৬৭ খ্রী. ঐ বিভাগের দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করে আমৃত্যু ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'দি ইন্স্টিটিউট অফ স্ট্যাটি-স্টিক্যাল রিচার্স অ্যান্ড ট্রেনিং'-এর প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন অন্যতম উদ্যোক্তা। [১৫২]

মুনীন্দ্র দেব রায় (২৬.৮.১৮৭৪ - ২০.১১. ১৯৪৫)। বাঁশবেড়িয়ার রাজপরিবারের গড়বাটীতে জন্ম। হুগলী কলেজ ও সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় সমাজসেবামূলক কাজের জন্য সুনাম অর্জন করেন। ১৮৯৯ খ্রী. তিনি বড়লাটের মজলিসে আমন্ত্রিত ও পরিচিত হন। সমাজসেবার জন্য তিনি ব্রিটিশ সম্রাটের কাছ থেকে 'সিলভার জুবিলি মেডেল' ও 'করোনেশন মেডেল' লাভ করেন। ১৯০২ খ্রী. থেকে তিনি হুগলী জেলা বোর্ডের সদস্য এবং ঐ জেলার জেল ও

শ্রীরামপুর মহকুমা জেলের বেসরকারী পরিদর্শক ছিলেন। ১৯২৯ খ্রী. থেকে ১১ বছর বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান থাকা কালে ঐ এলাকায় তিনি তিনটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া আরও কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয়ের বাড়ি তাঁর অর্থসাহায্যে নির্মিত হয়। তিনি হুগলী ঐতিহাসিক গবেষণা সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক, পাবলিক লাইব্রেরী এনকোয়ারী কমিশনের চেয়ারম্যান এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বিচার ও কারা বিভাগের স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি ইংরেজী দৈনিক 'দি ঈস্টার্ন ভয়েস' এবং সাপ্তাহিক পত্র 'দি ইউনাইটেড বেঙ্গল' পরিচালনা করেন। কিছুদিন 'পাঠাগার' ও 'পূর্ণিমা' মাসিকপত্রের পরিচালনায় অংশ নিয়েছিলেন। মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত 'দি ইন্ডিয়ান লাইব্রেরী জার্নাল' পত্রিকার এবং 'কায়স্থ' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। ১৯৩৩ খ্রী. তিনি ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব রাখেন যে, জেলা বোর্ডসমূহকে তাদের এলাকাভুক্ত পাবলিক লাইব্রেরী ও রিডিং রুমগুলিতে অর্থসাহায্য করার ক্ষমতা দেওয়া হোক। নবম নিখিল-ভারত-গ্রন্থাগার সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। স্পেনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বিশ্বগ্রন্থাগার সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে ২৬ জুন ১৯৩৫ খ্রী. তিনি দেশে ফেরেন। ১৯৩৮ খ্রী. দ্বিতীয়বার ইউরোপ যান এবং চেরিটন শাখা গ্রন্থাগারে ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তাঁর রচিত ২০টি গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'গ্রন্থাগার', 'দেশ-বিদেশের গ্রন্থাগার', 'বাঁশবেড়িয়া পরিচয়', 'হুগলী কাহিনী' প্রভৃতি। [১৪৯]

মুনীর চৌধুরী (১৯২৫ - ডিসেম্বর ১৯৭১) মানিকগঞ্জ—ঢাকা। বাঙলাদেশের অন্যতম বিশিষ্ট নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, সমালোচক ও বাগ্মী। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, আলিগড় বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে আই.এস-সি., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী অনার্স নিয়ে বি.এ. ও ১৯৪৭ খ্রী. এম.এ. পাশ করেন। বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করার পর ১৯৫০ খ্রী. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পূর্ব-পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে এক বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে কারাবরণ করেন। কারাবাসকালে ১৯৫৪ খ্রী. তিনি বাংলায় এম.এ. পরীক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। মুক্তিলাভের পর ইংরেজী বিভাগ ছেড়ে তিনি বাংলা বিভাগে যোগ দেন এবং শিক্ষক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৬৮ খ্রী. হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাতত্ত্বে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। রচিত নাটক : 'কবর', 'চিঠি', 'দণ্ডকারণ্য', 'দণ্ড ও দণ্ডধর', 'রক্তাক্ত প্রান্তর', 'পলাশীর ব্যারাক ও অন্যান্য'। কয়েকটি অনুবাদ-মূলক নাটকও তিনি লিখেছেন। 'মীর মানস', 'তুলনামূলক সমালোচনা' ও 'বাঙলা গদ্যরীতি' তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ-সাহিত্য। তাছাড়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ও সঙ্কলনগ্রন্থে তাঁর বহুসংখ্যক ছোট-গল্প প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্যকর্মের জন্য ১৯৬২ খ্রী. তিনি বাঙলা একাডেমী পুরস্কার ও ১৯৬৩ খ্রী. দাউদ পুরস্কার পান। এই সাহিত্যিক পূর্ব-পাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধকালে পাকফৌজ নিয়োজিত আল-বদর বাহিনী কর্তৃক ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রী. ধৃত হয়ে নিখোঁজ হন। ঐ একই দিনে কথা-শিল্পী আনোয়ার পাশা, রাশীদুল হাসান, সন্তোষ ভট্টাচার্য, গিয়াসুদ্দীন আহমেদ, ডক্টর আবুল খয়ের, ডক্টর ফয়জল মহী প্রভৃতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মনীষিবৃন্দ বদর-বাহিনীর হাতে মীর-পুরের বধ্যভূমিতে নিহত হন। এই বছরই দার্শনিক পণ্ডিত গোবিন্দচন্দ্র দেব, জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, কবিয়াল আলতাফ মাহমুদ, বিপ্লবী সাহিত্য-সংগঠক হুমায়ুন কবির, গণিতবিদ্ আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি বহু বুদ্ধিজীবী পাক-বাহিনীর হাতে প্রাণ হারান। [১৪৯,১৫২]

মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় (২৪.৪.১৮৬৫ - ৩০.১১.১৯৩৩) খাঁটুরা—চব্বিশ পরগনা। পিতা ধরণী-ধর শিরোমণি সেকালে শ্রেষ্ঠ কথক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। পিতৃব্য শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ৭.১২.১৮৫৬ খ্রী. প্রথম বিধবা-বিবাহ করে সমাজ-সংস্কারের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। দশ বছর বয়সে মুরলীধরের পিতৃবিয়োগ হলে নিজ শিক্ষার দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের বিদ্যালয় বিভাগ থেকে ১৮৮৫ খ্রী. এন্ট্রান্স, ১৮৮৯ খ্রী. প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্সসহ বি.এ. এবং পরের বছর এম.এ. পাশ করেন ও 'বিদ্যারত্ন' উপাধি পান। ১৮৯১ খ্রী. কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক হন। ১৯০৩ খ্রী. কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে আসেন। এখানে তিনি ইংরেজীর অধ্যাপক পদে থাকলেও ইতিহাস, সংস্কৃত ও দর্শনের অধ্যা-পনার কাজও করতেন। ১৯১০ খ্রী. ঐ কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ হন। ১৯১৭ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে প্রাকৃত ভাষার অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। অক্টোবর ১৯২০ খ্রী. সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ থেকে অবসর নিয়ে ১৯৩২ খ্রী. পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অল্প হলেও পরিকল্পনায় মৌলিকতা আছে। নূতন প্রণালীতে বর্ণমালা শিক্ষণের জন্য 'বাংলা অক্ষর পরিচয়' রচনা করেন। হেমচন্দ্রের প্রাকৃত অভিধানে 'দেশীনামমালা'র একটি নূতন সংস্করণ তাঁর সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের জন্য বাংলা ভাষায় যে সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশ করেছিলেন ১৯২৮ খ্রী. তিনি তার আমূল সংস্কার করেন। এখান থেকেই বিশ্বের দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা করে তিনি 'A Genetic History of the Problems of Philosophy' গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটি তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৩৫ খ্রী. প্রকাশিত হয়। সমাজ-সংস্কারমূলক কাজে বিদ্যাসাগরের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন। ১৯১৯ খ্রী. প্যাটেল প্রস্তাবিত অসবর্ণ বিবাহ বিলের সমর্থনে তুমুল আন্দোলন করেন। কলিকাতা সমাজ-সংস্কার সমিতির এবং ১৯২০ খ্রী. মেদিনীপুরে আহূত সমাজ সম্মিলনীর সভাপতি ও আরও অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর স্থাপিত বালিগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয় বর্তমানে দুইটি পৃথক্ প্রতিষ্ঠানরূপে বিকাশলাভ করে 'মুরলীধর বালিকা মহাবিদ্যালয়' ও 'মুরলীধর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়' নামে পরিচিত। [৫,৮২,১৪৬]

মুরারি গুপ্ত। শ্রীহট্ট। অচ্যুতানন্দ। বিদ্যা-শিক্ষার্থে নবদ্বীপে গিয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের সহপাঠী ও সঙ্গী হন। গৌরভক্ত এই কবি ১৫১৩ খ্রী. (১৪৩৫ শকাব্দ) 'চৈতন্য-চরিত' বা 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' গ্রন্থ রচনা করেন। [২,২৫,২৬]

মুরারিমোহন গুপ্ত (১২২৮?-১৩০৮ ব.) মণিপুর। মধুসূদন। বিখ্যাত পাখোয়াজী। শ্রীরামপুর কলেজের অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। রাম চক্রবর্তী ও নিমাই চক্রবর্তীর কাছে বাজনা শেখেন। তাঁর স্বনামধন্য শিষ্য দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য গুরুর স্মৃতিতে ১৯০৫ খ্রী. 'মুরারি সম্মেলন' নামে বাঙলায় প্রথম বার্ষিক সঙ্গীত সম্মেলন আরম্ভ করে আমৃত্যু (১৯৩৮) এই সম্মেলন চালিয়েছেন। এই আসরে বাঙলার সব নামী গুণী এবং কলিকাতাবাসী পশ্চিমের কলাবতরা যোগ দিতেন। বাঙালী ওস্তাদরা দক্ষিণা নিতেন না এবং শ্রোতাদের দর্শনী দিতে হত না। এতে ধ্রুপদের মর্যাদা ছিল সব থেকে বেশী। ধ্রুপদীরাই বেশী গান শোনাতেন। [১৮,২৬]

মুরারিমোহন বেরা (?-১২.১০.১৯৪২) আমর্নগিরি—মেদিনীপুর। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগদান করে পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

মুরারিমোহন ভট্টাচার্য (আনু. ১৯০২-১৩.৮.১৯৪২)। এলাহাবাদ-প্রবাসী মুরারিমোহন একটি কেমিস্টের দোকানে সেল্স্‌ম্যান ছিলেন। ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এলাহাবাদে ব্রিটিশ সরকার-বিরোধী এক শোভা-যাত্রার উপর সামরিক বাহিনীর গুলিবর্ষণে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

মুশা শাহ (?-মার্চ ১৭৯২)। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের শ্রেষ্ঠতম নায়ক মজনুর যোগ্য শিষ্য ও ভ্রাতা মুশা ১৭৮৬ খ্রী. মজনুর মৃত্যুর পর অন্যান্য ফকির-নায়কদের সহযোগিতায় বিদ্রোহ অব্যাহত রাখেন। ১৭৮৭ খ্রী. মার্চ মাসের শেষ দিকে মুশার বাহিনী রাজশাহী জেলায় প্রবেশ করে। ২৪ মার্চ রাণী ভবানীর বরকন্দাজ-বাহিনীর সঙ্গে মুশার দলের যুদ্ধে বরকন্দাজ-বাহিনী পরাজিত হয়। সরকারী বিবরণে জানা যায়, গ্রাম-বাসী কৃষকেরা বিদ্রোহীদের নানাভাবে সাহায্য করত। ২৮.৫.১৭৮৭ খ্রী. লে. ক্লিস্টি আকস্মিক আক্রমণের দ্বারা মুশা শাহকে পলায়ন করতে বাধ্য করেন, কিন্তু ইংরেজ সৈন্য পশ্চাদ্ধাবন করেও তাঁকে বন্দী করতে পারে নি। পরে রাজশাহী জেলায় মুশা ও ফেরাগুল শাহের মধ্যে নেতৃত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। দ্বন্দ্বের ফলে ফেরাগুলের হাতে মুশা নিহত হন। [৫৬]

মুর্শিদকুলি খাঁ (?-১৭২৭)। শোনা যায়, প্রথমে তিনি হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং কোন কারণে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হন। প্রথমে দিল্লীর সম্রাট শাহ্‌জাহানের অধীনে দাক্ষিণাত্যের কর্ম-চারী ছিলেন এবং সেখানকার সুবাদার ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে রাজস্ববিভাগের সুবন্দোবস্ত করেন। ঔরঙ্গজেব বাদশাহ্ হয়ে প্রথমে তাঁকে সুবে বাঙলার দেওয়ান করে ঢাকায় পাঠান। তিনি বাঙলাদেশে রাজস্ব আদায়ের ও জমি বিলির সুব্যবস্থা করেন। পরে সুবাদার আজিম উসমানের সঙ্গে মনো-মালিন্যের ফলে তিনি ১৭০১ খ্রী. তাঁর দপ্তর মুখসুদাবাদে স্থানান্তরিত করেন। ১৭১৩ খ্রী. তিনি বাঙলা, বিহার ও ওড়িশার সুবেদার নিযুক্ত হলে মুখসুদাবাদের নাম পরিবর্তিত হয়ে তাঁর নামানুসারে মুর্শিদাবাদ হয় এবং ঢাকা থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়ে এখানে আসে। তিনি মুর্শিদাবাদে বহু প্রাসাদ, কেল্লা ও দরবারগৃহ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ১০০ গম্বুজ-বিশিষ্ট কাটরার মসজিদের সোপানতলে তাঁর মর-দেহ সমাহিত রয়েছে। [৩,২৬]

মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত (২৭.১০.১৯১৫ - ৩.৯.১৯৩৩) পাহাড়ীপাড়া—মেদিনীপুর। বেণীমাধব। ছাত্রাবস্থায় গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দেন। পেডী ও ডগলাস নিহত হওয়ার পর বার্জ নামে এক ইংরেজ মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আসেন। সরকার তাঁর নিরাপত্তার জন্য বহু পুলিস নিয়োগ করে। কিন্তু বিপ্লবীদের অবাধ গতিরোধ করা সম্ভব হয় না। দুইবার সতর্ক প্রহরার জন্য ব্যর্থ হলেও তৃতীয়বার ২.৯.১৯৩৩ খ্রী. মৃগেন্দ্রনাথ ও সঙ্গী অনাথবন্ধু কর্তৃক বার্জ নিহত হয়। কিন্তু পুলিসের গুলিতে অনাথবন্ধু ঘটনাস্থলেই এবং মৃগেন্দ্রনাথ পরদিন মারা যান। [১০,৪২,৪৩]

মৃগেন্দ্রনাথ মিত্র, ডা. (২৭.৫.১৮৬৭ - ৬.১০. ১৯৩৪) বর্ধমান। পাঞ্জাবে অগ্রজের কাছে থাকতেন। ১৮৯১ খ্রী. লাহোর থেকে ডাক্তারী পাশ করে মধ্যপ্রদেশে চাকরি নেন। ১৮৯৫ খ্রী. সরকারী চাকরি নিয়ে বাঙলায় আসেন। ১৯০০ খ্রী. ক্যাম্বেল স্কুলে অস্ত্রচিকিৎসার শিক্ষক নিযুক্ত হন। কারমাইকেল কলেজেও অধ্যাপনা করেছেন। অস্থিচিকিৎসায় অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। ১৯০৫ খ্রী. এডিনবরা, ব্রাসেল্‌স ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ থেকে উপাধি পান। অস্ত্রচিকিৎসার উপকরণ প্রস্তুত করবার জন্য 'লিস্টার অ্যান্টিসেপ্‌টিক অ্যান্ড ড্রেসিং কোম্পানী' প্রতিষ্ঠা করেন। অস্ত্রচিকিৎসা-বিষয়ে বাংলা ভাষায় তাঁর রচিত পুস্তক আছে। [৫]

মৃণালকান্তি ঘোষ (১২৬৭ - ২৪.৬.১৩৫৪ ব.)। যৌবনের প্রারম্ভেই অমৃতবাজার পত্রিকায় যোগদান করেন। দীর্ঘ ২০ বছর ঐ পত্রিকার ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯২২ খ্রী. আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের সূচনা থেকেই তার অংশীদার ও ডিরেক্টর হন। কিন্তু ১৯৩৭ খ্রী. সম্পর্ক ত্যাগ করেন। তাঁর রচিত 'পরলোকের কথা' গ্রন্থটি হিন্দী ও ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে। সম্পাদিত গ্রন্থ : 'শ্রীশ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী'। [৫]

মৃণালকান্তি বসু (১৮৮৬ - ১৯৫৭) ফতেপুর —যশোহর। নিবারণচন্দ্র। যশোহর সম্মিলনী স্কুল থেকে পাশ করে কলিকাতায় আসেন। ১৯০৯ খ্রী. বি.এল. এবং ১৯১২ খ্রী. এম.এ. পাশ করেন। ১৯০৫ খ্রী. বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সময়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বিভিন্ন সময়ে তাঁর শিক্ষক ছিলেন। স্বদেশী দ্রব্য প্রচারের জন্য 'যশোহর সমিতি' স্থাপন করেন। ১৯০৬ - ০৭ খ্রী. বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সদস্য ও ১৯২৩ খ্রী. স্বরাজ্য দলের সদস্য হন। ১৯২৫ খ্রী. কংগ্রেস ত্যাগ করেন। ১৯০৬ খ্রী. থেকে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখতে শুরু করেন। ১৯১৮ খ্রী. ঐ পত্রিকার সহ-সম্পাদক এবং ১৯২২ খ্রী. সম্পাদক হন। ১৯২৩ - ২৪ খ্রী. অধুনালুপ্ত 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার সম্পাদক ও ১৯২৫ খ্রী. সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। ভারতীয় বার্তাজীবী-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ও ১৯২৬ খ্রী. তার সহ-সভাপতি হন। বাঙলায় কৃষক সমিতির তিনি অন্যতম স্থাপয়িতা। ১৯২৯ খ্রী. পর্যন্ত ঐ সমিতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। এরপর শ্রমিক আন্দোলনে মনোনিবেশ করেন। যশোহর-খুলনা যুব সংগঠনের (১৯২৭ - ২৯) সভাপতিরূপে পূর্ববঙ্গে সমাজসেবা করেন। প্রেস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের দীর্ঘকালের সভাপতি ছিলেন (১৯২২ - ৪৮)। এছাড়া All India Trade Union Federation (১৯২০), Bengal Provincial Trade Union Congress (১৯৩২), National Trade Union Federation (১৯৩৩ - ৪০) এবং All India Trade Union Congress (১৯৪৬)-এর সভাপতি ছিলেন। ১৯৪০ খ্রী. কলিকাতা কর্পোরেশনের ঝাড়ুদার ধর্মঘট সম্পর্কে গ্রেপ্তার হন। সরকারী আদেশে ১৯৪১ খ্রী. তাঁর 'মে-দিবসে'র বক্তৃতা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯৪২ - ৪৬ খ্রী. পর্যন্ত ভারতের সকল ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে নেতৃত্ব করেন। সাংবাদিক, স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁকে দেখা গেলেও, তিনি প্রধানত ট্রেড ইউনিয়ন নেতারূপেই পরিচিত ছিলেন। [১২৪]

মৃণালকান্তি রায়চৌধুরী (? - ৬.৬.১৯৩২)। জাতীয়তাবাদী ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করে গ্রেপ্তার হন এবং রাজস্থানের দেউলী বন্দীশিবিরে আটক থাকেন। সেখানে তাঁর ওপর অকথ্য শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চলে। ফলে তিনি আত্মহত্যা করেন। [৪২]

মৃণালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১২৮২ - ১৮.৯.১৩৫৩ ব.) দক্ষিণেশ্বর—চব্বিশ পরগনা। কবিতা, সঙ্গীত ও নাটক রচনায় সুদক্ষ ছিলেন। তাঁর রচিত 'মানে-মানে', 'শ্যামসুন্দর', 'ভোজবাজি', 'খোসখবর', 'চালবেচাল' প্রভৃতি নাটক কলিকাতার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। প্রধানত তাঁরই চেষ্টায় খড়দহে শ্রীশ্যামসুন্দরের মন্দির, দোলমন্দির, কুঞ্জবাটী প্রভৃতির সংস্কার সাধিত হয়। [৫]

মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায় (১২৯০ ? - ৩১.১. ১৩৭৫ ব.) হায়দরাবাদ। অঘোরনাথ। সরোজিনী নাইডুর কনিষ্ঠা ভগিনী মৃণালিনী কেম্ব্রিজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে দর্শনশাস্ত্রে 'ট্রাইপস্‌' লাভ করেন। ভারতের মুক্তি আন্দোলনে জার্মানীতে তিনি তাঁর

অগ্রজ প্রখ্যাতনামা বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে নানাভাবে সহযোগিতা করেন। [৪]

মৃণালিনী সেন (১৮৭৯ - ৭.৩.১৯৭২) ভাগলপুর—বিহার। লাড্‌লিমোহন ঘোষ। ১৩ বছর বয়সে পাইকপাড়ার রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। দুই বছরের মধ্যে বিধবা হন। এই সময় থেকে তিনি কবিতা লেখা আরম্ভ করেন। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : 'প্রতিদ্বন্দ্বী' (১৮৯৫), 'নির্ঝরিণী' (১৮৯৬), 'কল্লোলিনী' ও 'মনোবীণা' (১৯০০)। ১৯০৫ খ্রী. ২৬ বছর বয়সে কেশবচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র নির্মলচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পুনর্বিবাহ হয়। ১৯০৯ খ্রী. স্বামীর সঙ্গে লন্ডনে গিয়ে অল্পকাল থাকেন। ১৯১৩ খ্রী. পুনর্বার লন্ডনে গিয়ে একাদিক্রমে ১৬ বছর থাকেন এবং ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে সাহিত্যচর্চা করেন। এখানে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং গান্ধীজী তাঁর নিকট বাংলা ভাষা শেখেন। তাঁর রচিত ইংরেজী প্রবন্ধাবলী এবং বক্তৃতাদি ভারতে ও ইংল্যান্ডে মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি মহিলাদের ভোটাধিকার নিয়ে ভারতে ও ইংল্যান্ডে আন্দোলন করেন। ক্যাথারিন মেয়ো রচিত 'মাদার ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের প্রতিবাদে তিনি বহু প্রবন্ধ লেখেন। ১৯৫০ খ্রী. তাঁর ইংরেজী রচনা-সংগ্রহ 'Knocking at the Door' প্রকাশিত হয়। ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম মনোপ্লেন-এ ভ্রমণ করেন। ১৯৫৫ খ্রী. 'Indian Institute of Aeronautics and Electronics' সংস্থার অনারারি সদস্যা হয়েছিলেন। [১৬,৪৪]

মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় (২৪.৪.১৮৯২ - ১১.১১. ১৯৩০)। পিতা রাখালদাস চট্টোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. ও আইন পাশ করে তিনি হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে অল্পদিনেই সুপ্রতিষ্ঠিত হন। রাজনৈতিক মামলায় আসামী পক্ষের সমর্থনে মামলা পরিচালনার কৃতিত্ব তাঁর কর্মজীবনের প্রধান কীর্তি। ১৯২৪ খ্রী. দক্ষিণেশ্বর বোমা মামলার ও ১৯৩০ খ্রী. বিখ্যাত মেছুয়াবাজার বোমা মামলার আসামীপক্ষের সওয়ালে অদ্ভুত দক্ষতার পরিচয় দেন। তাছাড়া 'দেশবন্ধু পল্লীসংস্কার সমিতি'র প্রচারকর্মী সুবক্তা জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতাদান ও রচনাদি প্রকাশের জন্য রাজরোষে পতিত হলে এবং শরৎচন্দ্র বসু ও সুভাষচন্দ্র বসু পরিচালিত দৈনিক 'ফরওয়ার্ড', 'নিউ ফরওয়ার্ড' ও 'লিবার্টি' পত্রিকা সরকার-বিরোধী রচনা প্রকাশের জন্য অভিযুক্ত হলে আসামী পক্ষ সমর্থনে প্রতিবারই তিনি সরকার-বিরোধী ভূমিকায় দাঁড়ান ও অদ্ভুত আইনজ্ঞানের পরিচয় দেন। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় বিখ্যাত সরকারী ব্যারিস্টার স্যার ল্যাংফোর্ড জেম্‌স তাঁকে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে সরকারপক্ষে সহযোগিতা করার প্রস্তাব করলে তিনি তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মামলায় অভিযুক্ত আসামীর বিপন্ন পরিবারবর্গকে তিনি অর্থসাহায্যও করতেন। হুগলী বিদ্যামন্দিরের দুর্গাদাস তাঁরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা। [১৪৯]

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (আনু. ১৭৬২ - ১৮১৯) মেদিনীপুর। মার্শম্যান, স্মিথ প্রভৃতি কয়েকজন পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়কে ওড়িশাদেশীয় ব'লে উল্লেখ করেছেন। মেদিনীপুর তখন ওড়িশার অন্তর্ভুক্ত ছিল ব'লেই হয়ত এই ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি। আসলে তিনি বাঙালী। তাঁর পদবী চট্টোপাধ্যায়। নাটোরে তাঁর শিক্ষারম্ভ হয়। যৌবনে কলিকাতাবাসী হন। ১৮০৫ খ্রী. কেরীর সুপারিশে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পণ্ডিতের পদ লাভ করেন। এখানে সংস্কৃত অধ্যাপনা করতে হত। এর আগেই কেরীর অধীনে বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। বাংলা পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূর করার জন্য তিনি 'বত্রিশ সিংহাসন' রচনা করেন (১৮০২)। দীর্ঘ দিন এই কাজে বিশেষ উন্নতি না হওয়ায় ৯.৭.১৮১৬ খ্রী. পদত্যাগ করে সুপ্রীম কোর্টের জজ-পণ্ডিতের কাজ নেন। হিন্দু কলেজ স্থাপনের জন্য ২১.৫.১৮১৬ খ্রী. এক সভায় তিনি কলেজ-সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রণয়ন কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। স্কুল বুক সোসাইটির পরিচালক সমিতির সদস্য ছিলেন। ১৮১৮ খ্রী. তীর্থভ্রমণে গিয়ে ফেরার পথে মুর্শিদাবাদে মারা যান। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'হিতোপদেশ', 'রাজাবলি', 'বেদান্তচন্দ্রিকা' ও 'প্রবোধচন্দ্রিকা'। তিনি বাংলা ভাষায় ছাপা পুস্তকের প্রথম লেখকদের অন্যতম ছিলেন। [২,৩,২৫,২৬,২৮]

মেখলা। একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুণী। ধর্মপাল-প্রতিষ্ঠিত দিনাজপুর জেলার বানগড়ের অদূরবর্তী দেবীকোট-বিহারে বাস করতেন। আচার্য অন্বয়বজ্র ও উধিলিপা এই বিহারে থাকতেন। [৬৭]

মেঘনাদ সাহা, ড. (৬.১০.১৮৯৩ - ১৬.২. ১৯৫৬) সেওড়াতলী—ঢাকা। জগন্নাথ। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ্ ও দেশসেবক। দরিদ্র পিতার সন্তান। কষ্টে পড়াশুনা করেন। ১৯০৫ খ্রী. ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রতিবাদ-সভায় যোগ দেওয়ার জন্য স্কুল থেকে বিতাড়িত হয়ে জুবিলী স্কুলে আসেন এবং এখানে বিনা ব্যয়ে পড়ার সুযোগ পান। একটি খ্রীষ্টান মিশনের পরীক্ষায় বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্রদের পরাজিত

করে ১০০ টাকা পুরস্কার লাভ করেন। ১৯০৯ খ্রী. পূর্ববঙ্গের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম এবং অঙ্ক-সমেত চার বিষয়ে সকল পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে এন্ট্রান্স পাশ করেন। ঢাকা কলেজ থেকে আই.এস-সি.তে তৃতীয়, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৯১৩ খ্রী. গণিতে অনার্সসহ বি.এস-সি.তে দ্বিতীয় এবং ১৯১৫ খ্রী. এম.এস-সি. পরীক্ষায় ফলিত গণিতে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় হন। এ বছরের ছাত্রদলের মধ্যে সত্যেন বসু, জ্ঞান ঘোষ, জে. এন. মুখার্জী, নিখিল সেন প্রমুখ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকবৃন্দ ছিলেন। এই সময় বাঘা যতীন, পুলিন দাস প্রভৃতি বিপ্লবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার অপরাধে তিনি ফিনান্স পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতিলাভে বঞ্চিত হন। কয়েক বছর অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকার পর ১৯১৮ খ্রী. নবগঠিত বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনার কাজ পান। এখানে গবেষণা করে পর পর দুই বছরে ডি.এস-সি. ও পি.আর.এস. হন। গবেষণার বিষয় ছিল রিলেটিভিটি, প্রেসার অফ লাইট ও অ্যাস্ট্রোফিজিক্স। এরপর ১৯২০ খ্রী. 'থিওরি অফ থার্মল আয়নিজেশন' বিষয়ে গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও পরিচিতি পান। গবেষণা দ্বারা তিনি যে তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন সেটি বীক্ষণাগারে ব্যবহারিক প্রয়োগ প্রদর্শনের আমন্ত্রণ পেলেন লন্ডন ও বার্লিন থেকে। দুই বছর পর ভারতে ফিরে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'খয়রা অধ্যাপক' নিযুক্ত হন। ১৯২৩ খ্রী. এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং সেখানে ১৫ বছর কাজ করে 'স্কুল অফ ফিজিক্স' নাম দিয়ে পদার্থবিদ্যার শিক্ষাকেন্দ্র ও গবেষণাগার গড়ে তোলেন। শিক্ষক হিসাবে তিনি পৃথিবী-জোড়া খ্যাতি পেয়েছেন। তাঁর সম্পর্কে আইনস্টাইন বলেন, 'Dr. M. N. Saha has won an honoured name...'। ১৯৩৮ খ্রী. ড. মেঘনাদ কলিকাতায় এসে বিজ্ঞান কলেজের পালিত অধ্যাপক হন ও পরে গড়ে তোলেন 'ইন্স্টিটিউট অফ নিউ-ক্লিয়ার ফিজিক্স'। ১৯৩৪ খ্রী. বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে তিনি সর্বপ্রথম ভারতের সার্বিক উন্নতিতে বিজ্ঞান প্রয়োগের কথা বলেন। বক্তৃতায় সীমাবদ্ধ না রেখে 'ন্যাশনাল ইন্স্টিটিউট অফ সায়েন্স' প্রতিষ্ঠা করেন এবং পণ্ডিত জওহরলালকে 'শিল্প প্রসার ও জাতীয় পরিকল্পনার কথা' জানান। 'সায়েন্স অ্যান্ড কালচার' পত্রিকা মারফত দামোদর উপত্যকা সংস্কার, ওড়িশার উন্নয়ন, খাদ্য ও দুর্ভিক্ষ, ভারতের জাতীয় গবেষণা সমিতি, নদী-উপত্যকা উন্নয়ন ইত্যাদি ভারতের বিভিন্ন সমস্যা বিষয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের প্রথম সূত্র এমনি একটি প্রবন্ধ এবং এই রকম আর একটি প্রবন্ধের জন্যই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্র (১৯৩৮) নেহেরুকে সভাপতি করে একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করেন। ড. মেঘনাদ ছাত্রজীবনে ১৯১৪ খ্রী. বন্যাত্রাণের স্বেচ্ছাসেবক এবং ১৯২৩ খ্রী. বেঙ্গল রিলিফ কমিটিতে আচার্য রায়ের সহযোগী ছিলেন। ১৯৫০ খ্রী. উদ্বাস্তুদের জন্য ঈস্ট বেঙ্গল রিলিফ কমিটি গঠন করেন। লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটি, ফ্রেঞ্চ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি, বোস্টন অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স প্রভৃতির ফেলো, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন, ভারতীয় বিজ্ঞানোৎকর্ষিণী সমিতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেট প্রভৃতির সদস্য এবং ১৯৪৫ খ্রী. বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত রাধাকৃষ্ণ কমিশনের সদস্য ছিলেন। তিনি নিউটন-ত্রিশততম বার্ষিকীতে ১৯৪৭ খ্রী. লন্ডন রয়্যাল সোসাইটির আমন্ত্রণে লন্ডনে যান। এর আগে ১৯৪৪ খ্রী. ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক শুভেচ্ছা কমিশনের সদস্যরূপে ইউরোপ, আমেরিকা এবং ১৯৪৫ খ্রী. সোভিয়েট সরকারের আমন্ত্রণে রাশিয়া সফর করেন। আলেকজান্দ্রা ভোল্টার শতবার্ষিকীতে ইতালী সরকারের অতিথি ছিলেন। ড. সাহার চেষ্টায় ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্-টিভেশন অফ সায়েন্স (ভারতীয় বিজ্ঞানোৎকর্ষিণী সভা) ও গ্লাস সেরামিক রিসার্চ ইন্স্টিটিউট ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সারাজীবনে অসংখ্য নিবন্ধ লিখেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'The Principle of Relativity', 'Treatise on Heat', 'Treatise on Modern Physics', 'Junior Textbook of Heat with Meteorology' প্রভৃতি। দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবনে পরিকল্পনা কমিশনের সভায় যাবার পথে মৃত্যু। মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইন্স্টিটিউট-এর নামকরণ হয় 'সাহা ইন্-স্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স'। [৩,৭,১০ ২৪,২৬,৩৩]

মেরি কার্পেন্টার (৩.৪.১৮০৭ - ১৪.৬.১৮৭৭) এক্সিটার—ইংল্যান্ড। পিতা প্রসিদ্ধ একেশ্বরবাদী ধর্মযাজক ল্যান্ট কার্পেন্টার। পিতার কাছ থেকেই ধর্মবিশ্বাস ও মানবসেবার আদর্শে দীক্ষালাভ করে ইংল্যান্ডে নিরাশ্রয় অনাথ বালকদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের কাজ শুরু করেন। ব্রিস্টল ওয়ার্কিং অ্যান্ড ভিজিটিং সোসাইটি স্থাপনে (১৮৩৫) তাঁর উৎসাহ ছিল ও ২০ বছরের বেশী সময় তিনি তার সম্পাদক ছিলেন। অনাথ ও নিরাশ্রয় বালক-বালিকা-দের এবং অপরাধ-প্রবণ শিশুদের সংশোধনের জন্য

তিনি অনেকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। 'ইউথ-ফুল অফেন্ডার্স অ্যাক্ট' (১৮৫৪) তাঁরই চেষ্টায় বিধিবদ্ধ হয়। তাঁর রচিত 'আওয়ার কন্‌ভিক্ট্‌স্‌' (১৮৬৪) নামক পুস্তক প্রকাশিত হলে কারা-সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয়। পিতৃবন্ধু রাম-মোহনের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে ভারত সম্পর্কে শ্রদ্ধান্বিত হন। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি, রিফর্মেটরী স্কুল স্থাপন ও কারা-সংস্কারের উদ্দেশ্যে মোট ৪ বার ভারতে আসেন। স্থানীয় ইংরেজ রাজপুরুষ ও বিশিষ্ট ভারতীয়দের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগা-যোগ স্থাপিত হয় এবং বিদ্যালয় ও কারাগার পরিদর্শনে ভারতে তিনি ব্যাপক ভ্রমণ করেন। প্রধানত তাঁর চেষ্টায় ১৮৬৭ খ্রী. 'বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভা' (বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স অ্যাসো-সিয়েশন) এবং কেশবচন্দ্রের দ্বিতীয়বার বিলাত-ভ্রমণের সময়ে ১৮৭০ খ্রী. ব্রিস্টলে ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা : 'লাস্ট ডেজ ইন্ ইংল্যান্ড অফ দি রাজা রামমোহন রায়', 'সিক্স মান্থস্ ইন্ ইন্ডিয়া' (২ খণ্ড)। [৩]

মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী (১২৭৯?-২৩.৪. ১৩৩৮ ব.)। কাশীধামে বেদ অধ্যয়ন করে 'সামা-ধ্যায়ী' উপাধি পান। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। সুবক্তা ছিলেন। পরে রাজনীতি থেকে সরে এসে ত্রিবেণীতে সমাজ-সংস্কারের কাজে ব্রতী হন। সাপ্তাহিক 'ভাস্কর' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। [৫]

মোক্ষদায়িনী দেবী (আনু. ১৮৪৮-?) কলি-কাতা। গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাব্‌লিউ. সি. ব্যানার্জীর সহোদরা। স্বামী শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। তিনি এপ্রিল ১৮৭০ খ্রী. প্রথম মহিলা পাক্ষিক পত্র 'বাংলা মহিলা' সম্পাদনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'বন-প্রসুন', 'সফল স্বপ্ন', 'কল্যাণ প্রদীপ' প্রভৃতি। প্রথমোক্ত গ্রন্থে 'বাঙ্গালীর বাবু' কবিতাটি কবি হেমচন্দ্রের 'বাঙ্গালীর মেয়ে' শীর্ষক-বিদ্রুপাত্মক কবিতার পাল্টা জবাব। [৪৪,৪৬]

মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৬) শান্তিপুর —নদীয়া। খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ্। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'হজরত মোহাম্মদ', 'অপূর্ব দর্শন', 'ইসলাম সঙ্গীত', 'মহর্ষি মনসুর', 'তাপস কাহিনী', 'শাহনামা', 'টিপু সুলতান', 'হাতেমতাই', 'দরাফখান গাজী', 'ফেরদৌসী চরিত' প্রভৃতি। তিনি 'শান্তিপুর' নামে মাসিকপত্র এবং 'লহরী' ও 'মোসলেম ভারত' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। শেষোক্ত পত্রিকাতেই কবি নজরুলের প্রথম জীবনের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি প্রকাশিত হয়। [৩]

মোতালিব। 'কেকায়তোল-মোছল্লিন' (ইসলাম হিতকথা) গ্রন্থের রচয়িতা। গ্রন্থটি কেকায়তোল মোসলেমিন্ নামক ফারসী গ্রন্থের অনুবাদ। হিন্দুর মনুসংহিতার মত এটি একটি মুসলমানী সংহিতা। [২]

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (২২.৬.১৯২৬-ডিসেম্বর ১৯৭১) খালিশপুর—নোয়াখালী। বাংলা ভাষায় শতকরা ৮৩ নম্বর পেয়ে ১৯৪২ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। বি.এ. (অনার্স) পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'আশুতোষ প্রাইজ' এবং 'সুরেন্দ্রনলিনী স্বর্ণপদক' দিয়েছিল। ১৯৫৩ খ্রী. প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বাংলায় এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন ধ্বনি-তত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। ঢাকা জগন্নাথ কলেজে ও পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৭১ খ্রী. রীডার পদে উন্নীত হন। বাঙলাদেশে রবীন্দ্র-সাহিত্যের পণ্ডিতদের মধ্যে তাঁর এক বিশিষ্ট স্থান ছিল। শিক্ষাবিদ্ ও সাহিত্যিক হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'বাংলা বানান ও লিপি সংস্কার', 'রবি পরিক্রমা', 'সাহিত্যে নব রূপায়ণ', 'ভাষা ও সংস্কৃতি-সমীক্ষা', 'কলোকয়েল বেঙ্গলী', 'রঙ্গিন আখর' প্রভৃতি। পূর্ব-পাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধকালে পাক ফৌজের নিয়োজিত আল-বদর বাহিনী কর্তৃক তিনি ধৃত হয়ে নিখোঁজ হন। [১৫২]

মোবারক গাজী, পীর। ১৭শ শতাব্দীর শেষ-ভাগ থেকে ১৮শ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত সমগ্র বঙ্গে ঐশীশক্তিসম্পন্ন ফকির ও মানবপ্রেমিক ব'লে খ্যাত ছিলেন। তিনি অন্যতম বড় খাঁ (শ্রেষ্ঠ) গাজী ব'লেও পরিগণিত হতেন। হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁর কৃপায় চব্বিশ পরগনা অঞ্চলের মেদনমল্ল পর-গনার ভূস্বামী মদন রায় তৎকালীন বঙ্গের শাসন-কর্তা শায়েস্তা খাঁর (মতান্তরে মুর্শিদকুলি খাঁর) দণ্ড থেকে মুক্তি পেয়ে পীরের উদ্দেশে ক্যানিং থানার ঘুটিয়ারী পল্লীতে দরগাহ, মসজিদ প্রভৃতি নির্মাণ করে দেন। এই স্থানে পীর মোবারকের কবরও আছে। চব্বিশ পরগনার এই ঘুটিয়ারী-শরিফে এখনও প্রতি বছর ৭ই আষাঢ় তারিখে পীর মোবারকের মৃত্যুদিনে বিরাট ধর্মোৎসব (ফাতেহা) ও মেলা হয়। ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের এটি একটি তীর্থক্ষেত্র। [৩]

মোয়াজ্জেম হোসেন (১৯২২-২৮.১০.১৯৭১)। বাঙলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী

বাগেরহাট প্রফুল্লচন্দ্র কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক মোয়াজ্জেম হোসেন গুপ্ত আততায়ীর হাতে নিহত হন। [৪]

মোহনচাঁদ বসু (১৯শ শতাব্দী) বাগবাজার—কলিকাতা। রামনিধি গুপ্তের প্রিয়তম শিষ্য মোহনচাঁদই প্রথম 'হাফ আখড়াই' গানের প্রবর্তন করেন। গুরুর অনুমতি না নিয়ে এই গানের প্রচলন করলে নিধুবাবু প্রথমে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন; কিন্তু পরে তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হন। [২,২৫,২৬]

মোহনদাস বৈরাগী (১৯শ শতাব্দী) গোপালনগর—যশোহর। ঢপ কীর্তনে 'ছুট' সঙ্গীতের প্রবর্তক। তিনি মোহন সরকার নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর ছুট সঙ্গীত অনুপ্রাস, রাগ, সুর ইত্যাদির জন্য প্রসিদ্ধ। মোহনদাসের পূর্বে রূপোদাস, অঘোরদাস, দ্বারিকাদাস, শ্যামা বাউল ইত্যাদির নাম পাওয়া যায়। ঢপের সুবিখ্যাত গায়ক ছিলেন মধুসূদন কিন্নর। [২,৩,২৫,২৬]

মোহনপ্রসাদ ঠাকুর (১৮শ - ১৯শ শতাব্দী)। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহ-গ্রন্থাগারিক। রচিত গ্রন্থ : 'A Vocabulary, Bengali and English', 'Oriya and English Vocabulary', 'A Choice Selection of the Most Amusing Tales from the Persian, with the Rules of Life, Compiled from Gladwins Persian Classic'। [২৮]

মোহন মাহাতো (১৯১৪ - ১৯৩১) সরম্বা—পুরুলিয়া। বিনোদ। আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। সত্যমেলায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করায় পুলিসের গুলিতে নিহত হন। [৪২]

মোহনলাল। দ্বিতীয় চোয়াড় বিদ্রোহের (১৭৯৮ - ৯৯) অন্যতম নায়ক। তাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা মেদিনীপুরের বৃহত্তম গ্রাম আনন্দপুরের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। [৫৬]

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯০৯ - ১৪.১. ১৯৬৯) কলিকাতা। মণিলাল। মাতামহ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অল্প বয়স থেকেই গল্প লিখতে শুরু করেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত 'সোনার ঝরণা' শিশুদের উপযোগী গ্রন্থ। হেয়ার স্কুল, প্রেসিডেন্সী কলেজ ও লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্‌স্‌-এ পড়াশুনা করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পরিসংখ্যানবিদ্‌ হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর চেক স্ত্রী মিলাডা দেবী বাঙলাদেশের পাঁচালী ও মেয়েদের ব্রতকথা চেকভাষায় অনুবাদ করেন। মোহনলাল রচিত 'বোর্ডিং ইস্কুল', 'বাবুইয়ের অ্যাডভেঞ্চার', 'লাফা যাত্রী', 'চরণিক', 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রণ্ট' (অনুবাদ) বাঙলার কিশোর সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'অসমাপ্ত চট্টাব্দ', 'দক্ষিণের বারান্দা', 'পুনর্দর্শনায় চ' প্রভৃতি। [১৭]

মোহিতচন্দ্র সেন (১১.১২.১৮৭০ - ৯.৬. ১৯০৬)। জয়কৃষ্ণ। হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা ও মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে এফ.এ. পাশ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৮৮৮ খ্রী. ইংরেজী ও দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ বি.এ. পাশ করেন। ১৮৮৯ খ্রী. এম.এ. পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় হন। তারপর মাত্র ১৮/১৯ বছর বয়স থেকে বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। শেষ-জীবনে কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন। তিনি পৈতৃক সূত্রে কেশবচন্দ্র ও নববিধান সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সমাজের বক্তারূপে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। আত্মীয় ও নববিধান সমাজের অন্যতম প্রধান প্রমথলাল সেনের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হন। মোহিতচন্দ্রের ধর্মব্যাখায় মুগ্ধ হয়ে ভগিনী নিবেদিতা জাতীয়তার মন্ত্র-প্রচারে তাঁর সহযোগিতা কামনা করেন। ইংরেজী সাহিত্যের ব্যাখ্যাতা হিসাবে পরিচয় রচিত গ্রন্থেও রেখে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শে আকৃষ্ট হয়ে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে যোগদানের পর কবির অর্থ-কৃচ্ছ্রতার সময় এক হাজার টাকা দান করেন এবং নিজেও কঠিন দারিদ্র্যবরণ করেন। ১৯০৫ খ্রী. স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন এবং কার্লাইল সার্কুলারের প্রতিবাদে বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা করেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা শ্রেণীবদ্ধ করে প্রথম কাব্য-গ্রন্থ সম্পাদনা তাঁর জীবনের অন্যতম প্রধান কীর্তি। সম্পাদিত রবীন্দ্রকাব্য সঙ্কলনে মোহিতচন্দ্রের ভূমিকা রবীন্দ্রকাব্য-জিজ্ঞাসুদের কাছে বিশেষ মূল্যবান। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'The Elements of Moral Philosophy' এবং ইংরেজী ছন্দে অনূদিত 'The Mundak Opanisad'। [৩,১৭]

মোহিতমোহন মৈত্র (? - ২৮.৫.১৯৩৩) কলিকাতা। হেমচন্দ্র। ব্রিটিশরাজ-বিরোধী ক্রিয়াকলাপের অভিযোগে ফেব্রুয়ারী ১৯৩২ খ্রী. পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর বাড়ি থেকে রিভলবার ও গোলাবারুদ পাওয়ায় তাঁকে ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে আন্দামানের সেলুলার জেলে পাঠান হয়। সেই বন্দীশিবিরে অনশন ধর্মঘট করে যে কয়জন বিপ্লবী প্রাণ উৎসর্গ করেন মোহিতমোহন তাঁদের অন্যতম। মোহনকিশোর এবং মহাবীর সিং নামে অপর দুজন বন্দীও এই অনশনে প্রাণ দেন। [৪২,৭০,১৪৯]

মোহিতলাল মজুমদার (২৬.১০.১৮৮৮ - ২৬.৭.১৯৫২) কাঁচড়াপাড়া—চব্বিশ পরগনা। পৈতৃক নিবাস বলাগড়—হুগলী। নন্দলাল। ১৯০৪ খ্রী. এন্ট্রান্স এবং ১৯০৮ খ্রী. বি.এ. পাশ করেন। দীর্ঘদিন স্কুলে শিক্ষকতা করার পর ১৯২৮ - ৪৪ খ্রী. পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত ছিলেন। কবি, সাহিত্য-সমালোচক ও প্রবন্ধকাররূপে তিনি বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই তাঁর কাব্য আপন বৈশিষ্ট্যে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। বঙ্গসাহিত্য প্রসঙ্গে তিনি সৃজনধর্মী আলোচনা করে গিয়েছেন। অনেক মাসিক পত্রিকায়, বিশেষ করে ভারতীতে কবিতা লিখতেন। বঙ্কিমচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা তৃতীয় পর্যায়ে প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। মাঝে মাঝে 'কৃত্তিবাস ওঝা' ও 'সত্যসুন্দর দাস' ছদ্মনামে লিখতেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ : 'বিস্মরণী', 'স্বপন পসারী', 'দেবেন্দ্র-মঙ্গল', 'হেমন্ত গোধূলি', 'কাব্য মঞ্জুষা', 'স্মরগরল' ; সনেট সঙ্কলন : 'ছন্দ চতুর্দশী' ; প্রবন্ধ গ্রন্থ : 'সাহিত্য বিতান', 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য', 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র', 'বঙ্কিম বরণ', 'সাহিত্য বিচার', 'রবি-প্রদক্ষিণ', 'বাংলার নবযুগ', 'কবি শ্রীমধুসূদন', 'বাংলা কবিতার ছন্দ' প্রভৃতি। [৩,৭,১৮,২৬]

মোহিনী দেবী (১৮৬৩ - ২৫.৩.১৯৫৫) বেউথা—ঢাকা। রামশঙ্কর সেন। ১২ বছর বয়সে তারকচন্দ্র দাশগুপ্তের সঙ্গে বিবাহ হয়। ভিক্টোরিয়া স্কুলের প্রথম হিন্দু ছাত্রী। রামতনু লাহিড়ী, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির কাছে শিক্ষালাভ করেন। পরে ইউনাইটেড মিশনের শিক্ষিকাদের কাছে ইংরেজী শেখেন। সমাজকল্যাণমূলক কাজ ও স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। ১৯২১ - ২২ খ্রী. গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে ও ১৯৩০ - ৩১ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনে সরকার-বিরোধী কাজে নেতৃত্ব করে কারাবরণ করেন। 'নিখিল-ভারত মহিলা সম্মিলনী'র সভানেত্রী হিসাবে তাঁর ভাষণ উচ্চ প্রশংসিত হয়। গান্ধীজীর আদর্শে অবিচলিত নিষ্ঠা ছিল। ১৯৪৬ খ্রী. কলিকাতায় দাঙ্গার সময় দাঙ্গা-অধ্যুষিত মুসলমান-প্রধান অঞ্চল এণ্টালি-বাগানে নিজের বাড়িতে থেকে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের বাণী প্রচার করেন। [৩,১০,২৯]

মোহিনী মণ্ডল (? - ১৯৪২) মেদিনীপুর। মেদিনীপুর জেলা কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। রাজনৈতিক কারণে আত্মগোপন করে থাকার সময় মারা যান। [৭৬]

মোহিনীমোহন চক্রবর্তী (১৮৩৯ - ১৯২২) এলাঙ্গি—নদীয়া। সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম হন। ২২ বছর বয়সের সময় পিতার মৃত্যু হওয়ায় কুষ্টিয়ায় কেরানীর কাজ নেন। পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটশিপ পাশ করে বিচারক হন। ১৯০৫/০৬ খ্রী. নিজের সামান্য মূলধন নিয়ে বাড়ির উঠানে মাত্র ৮ খানা তাঁত নিয়ে 'চক্রবর্তী ব্রাদার্স' নামে কাপড়ের মিল প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ মিলই ক্রমে বড় হয়ে ১৯০৮ খ্রী. 'মোহিনী মিল্স্ লিমিটেড' নামে খ্যাত হয়। [১৬]

মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় (১৮৫৮ - ১৯৩৬)। প্রখ্যাত অ্যাটর্নি, জনসেবক ও সাহিত্যিক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ.,বি.এল. ও পরে অ্যাটর্নিশিপ পাশ করেন। থিওসফি আন্দোলনের উৎসাহী কর্মিরূপে ঐ আন্দোলনের নেত্রী মাদাম ব্লাভাট্স্কির একান্ত-সচিব হয়ে তিনি ১৮৮৩ খ্রী. ইউরোপ যান। ১৮৮৯ খ্রী. দেশে ফিরে এসে অ্যাটর্নির ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কর্মজীবনে সামাজিক ও জনসেবামূলক বহুবিধ কাজেও তাঁর সক্রিয় উদ্যম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর শিষ্য ছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'ইণ্ডিয়ান স্পিরিচুয়ালিটি', 'হিস্টরি অ্যাজ এ সায়েন্স', 'ভিক্ষার ঝুলি', 'জীবন-প্রবাহ' (কবিতা), 'পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত' প্রভৃতি। [৩]

মোহিনীমোহন মিশ্র। ভারতীয় সঙ্গীতে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী প্রখ্যাত শিল্পী। 'মুরারি সম্মেলন', 'নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন' প্রভৃতি আসরে তিনি ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি শুনিয়ে শ্রোতাদের প্রশংসা অর্জন করেছেন। শুধু কণ্ঠসঙ্গীতে নয় যন্ত্রসঙ্গীতেও তাঁর পারদর্শিতা ছিল। বহু অনুষ্ঠানে তিনি বীণা, সুররঞ্জন, সুরচয়ন ও সুরায়ন বাজিয়েছেন। ভাল সঙ্গতকারও ছিলেন। কলিকাতা বেতার-কেন্দ্রের নিয়মিত শিল্পী ছিলেন। বেতারে স্বরচিত বাংলা গানও গাইতেন। [১৮]

মোহিনীমোহন রায় (? - ১৯.২.১৯৩১) ধর্মনগর—ত্রিপুরা। অশ্বিনীকুমার। কুমিল্লা অভয় আশ্রমের সভ্য ছিলেন। আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বারাসত সাব-জেলে বন্দী থাকা কালে মারা যান। [৪২]

মোহিনী রায় (? - ১৯.২.১৯৩১) বাগু-রাজারহাট—চব্বিশ পরগনা। ১৬/১৭ বছরের এই যুবক আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। নিজগ্রামে অকথ্য পুলিসী অত্যাচার সত্ত্বেও জাতীয় পতাকা উড্ডীন রাখেন। পুলিস কর্তৃক প্রচণ্ড প্রহারের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়। [৯৭]

মোহিনীশঙ্কর রায় (২৩.২.১২৮৫ - ২৫.৩.১৩৪৯ ব.)। ময়মনসিংহের বিপ্লবী সংস্থা সাধনা সমাজের বিশিষ্ট কর্মী এবং হেমেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরীর বৈপ্লবিক কাজের অন্যতম প্রধান সহ-কর্মী ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ-রোধ ও স্বদেশী আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেন। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের আগে দীর্ঘদিন অন্তরীণ ছিলেন। মুক্তির পর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। [১০]

ম্যাক, জন (১২.৩.১৭৯৭ - ৩০.৪.১৮৪৫) এডিনবরা—স্কটল্যান্ড। শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যাপনার কাজে ১৮২১ খ্রী. বাঙলায় আসেন। রসায়নবিদ্যার অনুশীলনের জন্য উক্ত কলেজে গবেষণাগার স্থাপন করেন। ম্যাকের তত্ত্বাবধানে শ্রীরামপুর মিশন প্রায় এক হাজার নদনদী ও শহর নির্দিষ্ট করে একখানি ভারতবর্ষের মানচিত্র রচনা করে। 'Friend of India' পত্রিকা সম্পাদনা তাঁর অন্যতম কাজ ছিল। তাঁর বাংলা রচনা 'কিমিয়া বিদ্যার সার বা রসায়নের মূলকথা' ১৮৩৪ খ্রী. প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি এই বিষয়ে বাংলা ভাষায় প্রথম রচনা। [৩,২৮,১২২]

যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৯ - ১৯২৫) বেলে-শিখরা—হুগলী। বি.এ. পর্যন্ত পড়েন। ১২ বছর বয়সে 'সমর শেখর' নামে সুবৃহৎ উপন্যাস রচনা করে 'আর্যদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ১৮৭৯ খ্রী. বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁকে ময়মনসিংহের সেরপুর থেকে প্রকাশিত 'চারুবার্তা' পত্রিকার সম্পাদক করে পাঠান। ১৮৮৪ খ্রী. কর্নেল টডের লেখা রাজস্থানের অনুবাদ প্রকাশ করেন। 'হিত-বাদী' পত্রিকার সূচনা থেকে তিন বছর এবং কিছু-দিন মুর্শিদাবাদ থেকে প্রকাশিত 'উপাসনা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর রচিত 'বীরমালা' বঙ্গ-সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ ছাড়াও নাটক, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনা এবং অনেকগুলি ডাক্তারী গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ : 'কাশীকান্ত', 'মহাভারত', 'নারদীয় পুরাণ', 'শ্রীমদ্ভাগবত' ও 'বরাহপুরাণের' বঙ্গানুবাদ, 'রক্তদন্তা বা আমাদনগর পতন', 'জয়াবতী' প্রভৃতি। [২৫,২৬]

যতীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৯৫ - ৬.১০.১৯৬৭) আলগী—ফরিদপুর। পার্বতীচরণ। ১৯০৫ খ্রী. বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হন। ১৯১৫ - ১৯১৯ খ্রী. সমুদ্রতীরের হাতিয়া অঞ্চলে অন্তরীণ থাকেন। ১৯২৪ খ্রী. গ্রেপ্তার হয়ে ১৯২৮ খ্রী. মুক্তি পান। ফরোয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠিত হলে সুভাষচন্দ্রের সহযোগী হন। ১৯৪২ খ্রী. পুনর্বার গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৪৬ খ্রী. মুক্তি পান। [১৬]

যতীন্দ্রনাথ দাস। (২৭.১০.১৯০৪ - ১৩.৯.১৯২৯) কলিকাতা। বঙ্কিমবিহারী। ১৯২০ খ্রী. ভবানীপুর মিত্র ইন্‌স্টিটিউশন থেকে প্রবেশিকা পাশ করে কংগ্রেসের সদস্য হয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২১ খ্রী. পশ্চিমবঙ্গের বন্যার্ত-দের যথাসাধ্য সাহায্য করেন। ১৯২৩ খ্রী. বিপ্লবী শচীন সান্যাল কলিকাতার ভবানীপুরে ঘাঁটী করলে তিনি এই দলে যোগ দেন। পরে দক্ষিণেশ্বরের বিপ্লবী দলের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ হয়। ১৯২৪ খ্রী. দক্ষিণ কলিকাতায় 'তরুণ সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই সময় গ্রেপ্তার হয়ে ঢাকা জেলে প্রেরিত হন। জেল কর্তৃপক্ষের আচরণের প্রতিবাদে ২৩ দিন অনশন করেন। ১৪ জুন ১৯২৯ খ্রী. লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী হিসাবে লাহোর জেলে প্রেরিত হন। এখানে রাজবন্দীদের ওপর জেলকর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের জন্য অনশন শুরু করেন। এই সময় তাঁকে বহুবার জোর করে খাওয়াবার চেষ্টা করা হয়। ৬৩ দিন অনশনের পর তিনি মারা যান। এইভাবে মৃত্যুবরণ করার ফলে রাজবন্দীদের ওপর অত্যাচার প্রশমিত হয়েছিল। এই বীর শহীদের মৃতদেহ কলিকাতায় আনা হলে এক বিরাট মিছিল শোকযাত্রায় অনুগমন করে। দক্ষিণ কলিকাতার একটা পার্ক ও রাস্তা তাঁর নামে উৎসর্গীকৃত হয়েছে। [৩,৭,১০,২৫,২৬,৪২,৪৩]

যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা নিরালম্ব স্বামী (১৯.১১.১৮৭৭ - ৫.৯.১৯৩০) চান্না—বর্ধমান। কালিদাস। সরকারী চাকুরে পিতার সন্তান। যতীন্দ্র-নাথ বাল্যকালে দুরন্ত প্রকৃতির ছিলেন এবং পড়া-শুনায় মন ছিল না। তাঁকে সুশীল-সুবোধ করবার জন্য এক সাধুর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সাধুটি নিজেকে 'অ-বন্দুকবিদ্ধ' প্রচার করায় বালক যতীন্দ্র-নাথ লুকিয়ে পিতার পিস্তল নিয়ে গুলি করে সাধুকে পরখ করতে চান। এইভাবেই সারাজীবন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সব জিনিস বুঝতে চেয়েছেন। এফ.এ. পর্যন্ত পড়েন। হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। স্ত্রীও পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করে চিন্ময়ী দেবী নামে পরিচিতা হন। অসীম বলশালী যতীন্দ্র-নাথ সৈনিক হবার আশায় ঘরছাড়া হয়ে এলাহাবাদে কায়স্থ পাঠশালায় 'প্রবাসী'র সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে হিন্দী শেখেন এবং সৈন্যদলে ঢোকার জন্য দেশীয় রাজ্যের দরজায় দরজায় ঘুরতে থাকেন। বরোদারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী অরবিন্দ ঘোষের সাহায্যে ভোল বদল করে 'যতীন্দর উপাধ্যায়' নাম নিয়ে ১৮৯৭ খ্রী. বরোদার সৈন্যদলে যোগ দিয়ে ঘোড়সওয়ার সৈন্য থেকে মহারাজের দেহরক্ষী

হন। পরে অরবিন্দ তাঁকে বৈপ্লবিক কাজে উদ্বুদ্ধ করে বাঙলায় পাঠান। ১৯০২ খ্রী. যতীন্দ্রনাথ অরবিন্দের কাছ থেকে একটি পরিচয়পত্র সহ সরলা দেবীর কাছে যান। ক্রমে পি. মিত্রের সঙ্গে পরিচিত হন এবং অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। পুলিসকে ফাঁকি দেবার জন্য কলিকাতার সার্কুলার রোডে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে সস্ত্রীক বাস করতে থাকেন। এখানে একটি সমিতি স্থাপিত হয়। এটি প্রকৃতপক্ষে ছিল বিপ্লবীদের আড্ডাস্থল। এখানে বিপ্লবকর্মে প্রয়োজনীয় সব কিছু শেখানো হত। বিপ্লবী ভাবে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বক্তৃতা ও পাঠচক্রেরও ব্যবস্থা ছিল। ভগিনী নিবেদিতা এতে যুক্ত ছিলেন এবং তিনি রাজনীতি শেখানোর জন্য যতীন্দ্রনাথকে কয়েকটি বই দিয়েছিলেন। পরবর্তী কালের বিখ্যাত বিপ্লবী-নায়কগণের প্রায় সকলেই এখানে পাঠ নিতেন। সখারাম গণেশ পড়াতেন অর্থনীতি, পি. মিত্র ইতিহাস এবং যতীন্দ্রনাথ রণনীতি। 'ভারতী' পত্রিকায় তিনি ইটালীর বিপ্লব বিষয়ে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখতেন। ১৯০৩ খ্রী. যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ হয়। বিদ্যাভূষণের বাড়িতেই তাঁরা ললিতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বাঘা যতীনের সঙ্গে পরিচিত হন। বারীন ঘোষ এই সময় সার্কুলার রোডের আড্ডায় যোগ দেন। বঙ্গের সর্বত্র এবং বিহার ও ওড়িশায় দলের শাখা বিস্তার লাভ করে। ১৯০৬ খ্রী. তিনি দেশ-পর্যটনে বেরিয়ে পাঞ্জাবে যান। এখানে একটি দেশপ্রেমিক অনুরক্ত দল পেয়েছিলেন। তাঁরা হলেন বিপ্লবী অজিত সিং, সর্দার কিষণ সিং (ভগৎ সিংয়ের পিতা), লালা হরদয়াল, লালা অমরদাস, ওবেদুল্লা সিন্ধি, পেশোয়ারের ডা. চারু ঘোষ, আম্বালার ডা. হরিচরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। এই বছরই তিনি সোহহং স্বামীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করে নাম নেন 'নিরালম্ব স্বামী'। ১৯০৭ খ্রী. 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব মারা গেলে তিনি কলিকাতায় কাগজের ভার নিয়ে 'মরি নাই—আমি আসিয়াছি' নামে এক জোরালো প্রবন্ধ লেখেন। 'সন্ধ্যা'র পরিচালকগণ এই গরম রাজনীতি পছন্দ করেন নি। মতান্তরের জন্য তিনি অন্নদা কবিরাজের বাড়িতে ওঠেন। সেখান থেকে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার নিখিল রায় মৌলিক, কার্তিক দত্ত, কিরণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে সাময়িক যোগাযোগ ঘটে। এরপর মায়ের ডাকে স্বগ্রামে ফিরে গ্রাম্য শ্মশানের ধারে আশ্রম করে বাস করতে থাকেন। তিনি ছিলেন জ্ঞানমার্গী সাধু। ১৯০৮ খ্রী. মজঃফরপুর বোমার ঘটনায় তিনি ধৃত হন। কিন্তু প্রমাণাভাবে মুক্তি পান। বাঘা যতীন বিপ্লবী কাজে তাঁর পরামর্শ নিতেন। যতীন্দ্রনাথকে বাঙলার বিপ্লবীদের ব্রহ্মা বলা হয়। বরাহনগরে এক সহকর্মীর গৃহে তাঁর মৃত্যু হয়। [৩,২৯,৭০,৮২, ৯২,৯৮]

যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (২৮.১১.১৩০১ - ৮.১. ১৩৭৪ ব.) শিবপুর—ময়মনসিংহ। খ্যাতনামা সাংবাদিক। দরিদ্র পরিবারে জন্ম। ৬ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ হয়। ময়মনসিংহ শহরে মাতুলের চেষ্টায় বিনা বেতনে ছাত্রবৃত্তি স্কুলে ভর্তি হন। ১২ বছর বয়সে ছাত্রবৃত্তি পাশ করে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ লাভ করেন। ১৯১৯ খ্রী. ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. ক্লাশে ভর্তি হন। ১৯২১ খ্রী. অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হলে পাঠ্যজীবনের অবসান ঘটে। ১৯৩১ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনেও কারাবরণ করেন। যৌবনে তিনি বিনোদ চক্রবর্তী, ত্রৈলোক্য মহারাজ প্রভৃতি বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। পরবর্তী জীবনে গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। 'বঙ্গবাসী' ও 'হিতবাদী' পত্রিকায় তাঁর সাংবাদিক জীবনের শুরু। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সঙ্গে ঐ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসাবে যোগ দেন ও ক্রমে বাণিজ্য-সম্পাদক পদে উন্নীত হন। আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৮ বছর কাজ করার পর যুগান্তর পত্রিকায় প্রথম সম্পাদক হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি আর্থনীতিক সাপ্তাহিক পত্র 'আর্থিক জগৎ' প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি ১৩/১৪ বছর চলেছিল। ১৯৫৩ খ্রী. তিনি পুনরায় আনন্দবাজার পত্রিকার বাণিজ্য-সম্পাদক হিসাবে কাজে যোগ দেন। ১৯২৯ খ্রী. ভূপতিমোহন সেন প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা 'জীবন-বীমা'রও তিনি সম্পাদক ছিলেন। অর্থনীতি বিষয়ে বাংলা ভাষায় বিচারবুদ্ধি-সম্মত রচনার জন্য তিনি বিশেষ পরিচিত। কোম্পানী আইন, হিসাব-নিকাশ প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকায় তিনি বহু ব্যাঙ্ক ও জয়েন্ট কোম্পানীর প্রমোটার, ডাইরেক্টর এবং উপদেষ্টারূপে কাজ করেছেন। [১৪১]

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বাঘা যতীন (৮.১২. ১৮৮০ - ১০.৯.১৯১৫) কয়াগ্রাম—নদীয়া। উমেশচন্দ্র। ১৮৯৮ খ্রী. কৃষ্ণনগর এ. ভি. স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করেন। কলিকাতা সেণ্ট্রাল কলেজে এফ.এ. পড়া ছেড়ে শর্টহ্যাণ্ড ও টাইপরাইটিং শেখেন। কর্মজীবনের সূচনায় Amhuty Co.-তে ও পরে মজঃফরপুরে কেনেডি সাহেবের স্টেনো-

গ্রাফার হন। তারপর বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে কাজ নিয়ে কলিকাতায় আসেন। বাঙলা সরকারের দুই সেক্রেটারী হুইলার এবং ওমালীর স্টেনো ছিলেন। এই কাজ করবার সময় ১৯০৭ খ্রী. কুষ্টিয়ায় একবার ছোরা হাতে একটি বাঘ মারেন বলে 'বাঘা যতীন' নামে পরিচিত হন। ১৯০৩ খ্রী. অরবিন্দ ঘোষ ও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে এসে বৈপ্লবিক কাজে উদ্বুদ্ধ হন। ১৯০৬ খ্রী. কলিকাতা কংগ্রেসের সময় যখন নিখিলবঙ্গ বৈপ্লবিক সম্মেলন হয়েছিল, তখন তিনি তার প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। বীর বিপ্লবী কানাইলাল দত্তের ফাঁসির পর বারীন্দ্রকুমার প্রমুখ বিপ্লবী আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াতে চাইলে অবশিস্ট বিপ্লবীদের সংগঠিত করে যতীন্দ্রনাথ নেতৃত্ব দিতে থাকেন। ১৯১০ খ্রী. হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় কারারুদ্ধ হয়ে বিচারে খালাস পান (১৯১১)। পরে ঠিকাদারীর কাজ নিয়ে যশোহর, ঝিনাইদহ প্রভৃতি অঞ্চলে ঘুরতে থাকেন। ১৯১৪ খ্রী. বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার সময় থেকে তাঁর ওপর যুগান্তর সমিতির প্রধান দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। এরপর থেকেই তিনি সর্বভারতীয় বৈপ্লবিক দলগুলির যোগাযোগে জাপান ও জার্মানি থেকে অস্ত্র আমদানী করে সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা করেন। স্থির হয় যতীন্দ্রনাথ জার্মান জাহাজ 'মেভারিক' থেকে অস্ত্র নিয়ে বালেশ্বর রেললাইন অধিকার করে ইংরেজ সৈন্যদের কলিকাতা যাবার পথ বন্ধ করবেন। কিন্তু পুলিস সমস্ত পরিকল্পনা জানতে পেরে ৯.৯. ১৯১৫ খ্রী. বিরাট বাহিনী নিয়ে যতীন্দ্রনাথ এবং তাঁর চারজন অনুচরকে ঘেরাও করে ফেলে। এইসময় যতীন্দ্রনাথ অনুচরদের সঙ্গে পরামর্শ করে ট্রেঞ্চের মধ্যে থেকে বীর-বিক্রমে সম্মুখ-যুদ্ধ আরম্ভ করেন। ট্রেঞ্চ খুঁড়ে বাঙালীর এই প্রথম যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ঘটনাস্থলেই তিনজন নিহত হন এবং যতীন্দ্রনাথ নিজে গুরুতরভাবে আহত হয়ে পরদিন বালেশ্বর হাসপাতালে মারা যান। অপর অনুচর পুলিসের অত্যাচারে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। বুড়িবালামের তীরের এই যুদ্ধটি ইতিহাসে এখনও 'কোপাতিপোদার যুদ্ধ' নামে বিখ্যাত। এই বিপ্লবীর মৃত্যুর সময় কলিকাতার দুর্ধর্ষ পুলিস কমিশনার চার্লস্ টেগার্ট অবনত মস্তকে তাঁকে সম্মান জানিয়েছিলেন। একটি সর্বভারতীয় বিপ্লব সংগঠনের নেতৃত্ব দেবার মত আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব যতীন্দ্রনাথের ছিল। এই বিপ্লব-প্রচেষ্টায় তাঁর অন্যতম সহকর্মী ছিলেন উত্তর ভারতের ভারপ্রাপ্ত মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু। [৩,৭,১০,২৫,২৬,৪২,৪৩]

যতীন্দ্রনাথ মৈত্র (৭.১২.১৮৮০ - ১৯৩৫) সুখদেবপুর—ফরিদপুর। পঞ্চানন। মাতুলালয় নদীয়ায় জন্ম। ১৮৯৬ খ্রী. নাটোর মহারাজা হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করেন। এরপর আত্মীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র বাড়িতে থেকে রাজশাহী কলেজে ভর্তি হন। অক্ষয়কুমারের প্রভাবে তাঁর মনে জাতীয় ভাবের উন্মেষ হয়। এফ.এ. পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন এবং এম.বি. পাশ করে ৪ বছর কলিকাতার কয়েকটি হাসপাতালে কাজ করেন। এইসময়ে কলিকাতার প্রধান চক্ষুরোগ-চিকিৎসকরূপে খ্যাতিমান হন। মন্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারে নূতন ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হলে ফরিদপুর থেকে সভার সদস্য নির্বাচিত হন। বাঙলার স্বাস্থ্যোন্নতি, ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারের অর্থসাহায্য প্রদান, পুলিস খাতে ব্যয়হ্রাস এবং স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার প্রভৃতি প্রস্তাবের জন্য প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। এইসময় ফরিদপুর জেলে অসহযোগ আন্দোলনে বন্দী বন্ধুদের সঙ্গে কারারক্ষীদের বিবাদ উপস্থিত হলে তিনি বিবৃতি প্রচার করে জেল-ব্যবস্থা বহুলাংশে পরিবর্তন করতে সক্ষম হন। ১৯২৭ খ্রী. থেকে আমৃত্যু কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কাউন্সিলর, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের পর 'সেনগুপ্ত দলে'র সভাপতি, ১৯২৮ খ্রী. ফরিদপুর জেলা সম্মেলনের সভাপতি এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্য ও ফরিদপুর সেবা-সমিতির প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সভাপতি হিসাবে কাজ করে গেছেন। [৫]

যতীন্দ্রনাথ রায় (১২৯৭ - ২৮.৫.১৩৬৯ ব.)। বাঙলার ক্রীড়াজগতের যতীন্দ্রনাথ রায় ওরফে কানু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পাশ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. ক্লাশে ভর্তি হন। বাল্যকাল থেকেই খেলাধুলায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ১৯০৫ খ্রী. কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের চেষ্টায় মোহনবাগান দলে যোগ দেন। ১৯১১ খ্রী. আই.এফ.এ. শীল্ড-বিজয়ী মোহনবাগান দলের তিনি অন্যতম খেলোয়াড়। ১৯১৭ খ্রী. পুলিস-বিভাগে যোগদান করেন এবং ১৯৪৭ খ্রী. এস.পি. হন। [৫]

যতীন্দ্রনাথ রায়, ফেগু রায় (১৮৮৯ - ১৭.১১. ১৯৭২) কুশঙ্গল—বরিশাল। পার্বতীচরণ। ছাত্রাবস্থায় ১৯০৬ খ্রী. বরিশালে অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার সভ্য হিসাবে বিপ্লবী কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল দেবেন্দ্রনাথ, কিন্তু যতীন্দ্রনাথ এই ছদ্মনামেই তিনি বিশেষ পরিচিত। ময়মনসিংহে

গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলতে, সেখানকার স্থানীয় সার্ভে স্কুলে ভর্তি হন। সমিতির কাজের প্রয়োজনে কিছুদিন কলিকাতার বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট-এর ছাত্র হিসাবে কাটিয়েছেন। ১৯১০ খ্রী. ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় বিপ্লবী নেতা পুলিন দাস গ্রেপ্তার হলে তিনি সমিতির প্রধান কেন্দ্র ঢাকায় প্রেরিত হন। বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায়, বীরাঙ্গল, লঙ্গলবাঁধ প্রভৃতি ডাকাতি মামলায় অভিযুক্ত হয়ে এবং অন্যান্য বিপ্লবী কাজে যুক্ত থাকার অপরাধে তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়। শেষবার ১৯৪০-৪৬ খ্রী. পর্যন্ত কারারুদ্ধ থাকেন। দেশ স্বাধীন হবার পর তিনি রাজনীতি থেকে অবসর-গ্রহণ করে শান্ত জীবন যাপন করেন। তাঁর রচিত 'আত্মজীবনী' এখনও অপ্রকাশিত রয়েছে। [১২৪]

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪) হরিপুর—নদীয়া। বর্ধমান জেলার পাতিলপাড়া গ্রামে জন্ম। পিতা—দ্বারকানাথ। ১৯১২ খ্রী. শিবপুর কলেজ থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে নদীয়া জেলা বোর্ড ও পরে কাশিমবাজার রাজ এস্টেটে কাজ করেন। গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনাতেই দক্ষতা ছিল। তাঁর বিশিষ্ট কাব্যধারা বাংলা সাহিত্যে নিজস্ব স্থান করে নিয়েছিল। রচিত গ্রন্থ : 'অনুপূর্বা', 'মরুমায়া', 'সায়ম্‌', 'ত্রিযামা', 'কাব্যপরিমিতি', 'মরীচিকা', 'মরুশিখা' প্রভৃতি। শেষবয়সে 'ম্যাকবেথ', 'হ্যামলেট', 'ওথেলো', 'শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা', 'কুমারসম্ভব' ইত্যাদির অনুবাদ-কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। [৩,৫]

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাজা বাহাদুর (১৬.৫.১৮৩১-১০.১.১৯০৮) কলিকাতা। হরকুমার। পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত জমিদার বংশে জন্ম। তিনি পিতৃব্য প্রসন্নকুমারের বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হন। হিন্দু কলেজের পড়া শেষ করে স্বগৃহে ইংরেজ শিক্ষকের কাছে ইংরেজী ও পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত শেখেন। অল্প বয়স থেকেই নাটক রচনা করতেন। তাঁরই চেষ্টায় ও উৎসাহে এদেশে থিয়েটার এবং ঐকতানবাদনের সূত্রপাত হয়। মেয়ো হাসপাতাল, দাতব্য সভা প্রভৃতিতে এবং বিধবাদের দুঃখ দূর করবার জন্য তিনি বহু অর্থ দান করেন। তাঁর উৎসাহে 'Settled Estates Act' এদেশে প্রচলিত হয়। তাঁর অনুপ্রেরণায় কবি মধুসূদন 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' রচনা করলে তিনি তা নিজব্যয়ে মুদ্রিত করেন। তাঁর একটি গ্রন্থসংগ্রহ ছিল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ও সভাপতি এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা, বড়লাটের শাসন-পরিষদ্‌, শিক্ষা কমিশন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদুঘর প্রভৃতির সদস্য ছিলেন। তিনি ইংরেজী, সংস্কৃত ও বাংলায় বহু প্রবন্ধ ও সঙ্গীত রচনা করেছেন। অল্পবয়সে লিখিত কাব্য ও গল্প-সঙ্কলন 'ফ্লাইট্‌স্‌ অফ ফ্যান্সি', 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক এবং স্তব ও সঙ্গীতের সঙ্কলন 'গীতিমালা' তাঁর সাহিত্যকীর্তির পরিচায়ক। [৩,৭,২৫,২৬,১২৪]

যতীন্দ্রমোহন বাগচী (২৭.১১.১৮৭৮-১.২.১৯৪৮)। পৈতৃক নিবাস বলাগড়—হুগলী। জমশেরপুর—নদীয়ায় জন্ম। হরিমোহন। ডাফ কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রের প্রাইভেট সেক্রেটারীরূপে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে কলিকাতা কর্পোরেশনে, নাটোর মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী ও জমিদারীর সুপারিন্টেণ্ডেন্ট পদে এবং কর কোম্পানী ও এফ. এন. গুপ্ত কোম্পানীতে কাজ করেন। অল্প বয়স থেকেই কবিতা লিখতেন। 'ভারতী', 'সাহিত্য' প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশ করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। রবীন্দ্রোত্তর যুগের এই শক্তিমান কবি কিছুদিন 'মানসী' ও 'যমুনা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পরবর্তী কালে 'পূর্বাচল' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারীও হয়েছিলেন। রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : 'লেখা', 'রেখা', 'অপরাজিতা', 'মহাভারতী', 'কাব্যমালঞ্চ', 'নাগকেশর', 'বন্ধুর দান', 'জাগরণী', 'নীহারিকা', 'পাঞ্চজন্য', 'পথের সাথী' প্রভৃতি। মৃত্যুর পর তাঁর কবিতা-সঙ্কলন 'কাব্যমালঞ্চ' প্রকাশিত হয়। [৩,৫,৭,২৬]

যতীন্দ্রমোহন মুখার্জী (১৯০৯-২.৫.১৯৬৬) বিক্রমপুর—ঢাকা। ১৯১৯ খ্রী. বি.এ. ও ১৯২১ খ্রী. আইন পাশ করে কিছুদিন ওকালতি করেন। সাংবাদিকতার প্রতি আকর্ষণে তিনি আইন ব্যবসায় ছেড়ে ১৯২৪ খ্রী. দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকায় যোগ দেন। ১৯২৬ খ্রী. ফ্রী প্রেস অফ ইণ্ডিয়ার সংবাদদাতা হিসাবে দিল্লী যান। ১৯২৯-১৯৩৩ খ্রী. পর্যন্ত কলিকাতার 'লিবার্টি' পত্রিকার চীফ রিপোর্টার ছিলেন। তারপর ৪ বছর তিনি অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস রয়টার নামে নিউজ এজেন্সীতে কাজ করেন। ১৯৩৭ খ্রী. অমৃতবাজার পত্রিকার চীফ রিপোর্টার হয়ে আসেন এবং ১৯৬৪ খ্রী. থেকে মৃত্যুর ২ দিন পূর্ব পর্যন্ত এই পত্রিকার সহকারী সম্পাদক পদে নিযুক্ত থাকেন। এককালে তিনি ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক রিপোর্টার হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানী ও জাপান ভ্রমণ করেছেন। ভারত-পাকিস্তান সঙ্ঘর্ষের সময় রণক্ষেত্রও সফর করেন। তিনি কলিকাতা প্রেস ক্লাবের সভাপতি ছিলেন। [১৬]

যতীন্দ্রমোহন রায় (১৮৮২?-২৮.১.১৯৫১) গোয়ালন্দ—ফরিদপুর। হরিমোহন। রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করার জন্য রাজশাহী কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হন। পরে ঐ কলেজ থেকে ১৯০৭ খ্রী. বি.এ. পাশ করেন। পূর্ববঙ্গের বগুড়ায় শিক্ষকতা করবার সময় 'গণমণ্ডল' নামে সংগঠনের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শিক্ষার সম্প্রসারণে আত্মনিয়োগ করেন। বগুড়ায় ২টি হাই স্কুলও স্থাপন করেছিলেন। এইসময় তিনি বাঘা যতীনের সংস্পর্শে এসে বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতায় যোগ দেন। বালেশ্বর যুদ্ধের পর অন্তরীণাবদ্ধ হন। অসহযোগ আন্দোলন ও লবণ সত্যাগ্রহের জন্য দেড় বছর এবং 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে দুই বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। পরে দরিদ্র অনুন্নত জনের হিতকার্যে ব্রতী হন। বঙ্গীয় যুব সম্মেলন ও বিষ্ণুপুর বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। ফরিদপুর প্রাদেশিক কংগ্রেসেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। [১০]

যতীন্দ্রমোহন সিংহ (?-১৩৪৪ ব.) ফরিদপুর (পূর্ববঙ্গ)। বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'উড়িষ্যার চিত্র', 'সাকার ও নিরাকার তত্ত্ববিচার', 'অনুপমা', 'তপস্যা', 'গল্পমাল্য', 'তোড়া', 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা', 'সন্ধি' প্রভৃতি। [৩]

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (১৮৮৫-১৯৩৩) বরমা—চট্টগ্রাম। পিতা যাত্রামোহন চট্টগ্রামের বিশিষ্ট আইনজীবী ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য ছিলেন। যতীন্দ্রমোহন ১৯০২ খ্রী. প্রবেশিকা পাশ করে ১৯০৪ খ্রী. বিলাত যান। ১৯০৮ খ্রী. কেম্ব্রিজ থেকে বি.এ. পাশ করেন এবং ১৯০৯ খ্রী. ব্যারিস্টার হন। ঐ বছরই নেলী গ্রে নামে একজন ইংরেজ মহিলাকে বিবাহ করেন। ১৯১০ খ্রী. কলিকাতা হাইকোর্টে যোগ দিয়ে ক্রমে বিখ্যাত আইনজীবিরূপে পরিগণিত হন। ১৯১২ খ্রী. এবং ১৯২২ খ্রী. চট্টগ্রামে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। ১৯২১ খ্রী. অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে ব্যারিস্টারী ত্যাগ করেন। এই বছরই বর্মা অয়েল কোম্পানী (চট্টগ্রাম) ও আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্মঘট পরিচালনা করে সস্ত্রীক কারাদণ্ড ভোগ করেন। এই ঐতিহাসিক শ্রমিক ধর্মঘটই শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম পথপ্রদর্শক। ধর্মঘটীদের পরিবার প্রতিপালনের জন্য তিনি ৪০ হাজার টাকা ঋণ করে দেশবাসীর কাছ থেকে 'দেশপ্রিয়' উপাধি পান। ১৯৩০ খ্রী. ভারতবর্ষ থেকে ব্রহ্মদেশকে বিচ্ছিন্ন করার প্রতিবাদে রেঙ্গুনে বক্তৃতা দেবার জন্য পুনরায় গ্রেপ্তার হন। ১৯২২-২৩ খ্রী. কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। এরপর দেশবন্ধুর 'স্বরাজ্য পার্টি'তে যোগ দেন। ১৯২৩ খ্রী. চট্টগ্রাম থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে নির্বাচিত হন। পাঁচবার কলিকাতার মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর ১৯২৯ খ্রী. পর্যন্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি ছিলেন। ১৯২৮ খ্রী. কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে জওহরলাল নেহেরু, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ ব্যক্তিদের উত্থাপিত পূর্ণস্বাধীনতা প্রস্তাবের পাশাপাশি গান্ধীজী, মতিলাল নেহরু প্রভৃতির ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব রাখা হলে যতীন্দ্রমোহনের প্রচেষ্টায় দ্বিতীয় প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। ২৬.১.১৯৩০ খ্রী. কলিকাতা কর্পোরেশন বিল্ডিং-এ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। ১৯৩১ খ্রী. উত্তরবঙ্গের বন্যায়, ১৯২৬ খ্রী. কলিকাতায় ও ১৯৩১ খ্রী. চট্টগ্রামের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় তিনি সর্বত্র ত্রাণকার্যের পুরোভাগে ছিলেন। চিত্তরঞ্জন পরিচালিত 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। নিজেও 'অ্যাডভান্স' নামে একটি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। জালিয়ানওয়ালাবাগে আপত্তিকর বক্তৃতার জন্য কারারুদ্ধ হন। কারামুক্তির পর গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য বিলাত যান। ফেরবার পথে ১৯৩২ খ্রী. জাহাজে গ্রেপ্তার হন। প্রথমে যারবেদা জেলে ও পরে দার্জিলিং ও রাঁচিতে তাঁকে বন্দী করে রাখা হয়। রাঁচিতেই মারা যান। [৩,৭,১০,২৫,২৬,১২৪]

যতীন্দ্রলোচন মিত্র (১১.৪.১৮৯৫-২০.৬.১৯৬৮) কলিকাতা। অতি অল্পবয়সে তিনি বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন এবং পি. মিত্র ও সতীশচন্দ্র বসুর প্রভাবে অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। তিনি ও লাডলীমোহন মিত্র ছাত্রাবস্থায় বে-আইনী 'যুগান্তর' (বিপ্লবীদের মুখপত্র) পুনর্মুদ্রিত করে প্রকাশ করতে থাকেন। বাঘা যতীনের নেতৃত্বে ভারত-জার্মান পরিকল্পনায় (১৯১৫) তিনি অংশগ্রহণ করেন। ১৯১৩ খ্রী. বিপ্লবীরা 'স্বাধীন ভারতে'র যে প্রতীক তৈরী করেন তিনি সেই প্রতীকের পরিকল্পক ও উদ্ভাবক। বিপ্লবীদের অস্ত্রাগার ও অস্ত্র মেরামতির কারখানা তিনিই পরিচালনা করতেন। বিপ্লবীদের কাছে এটি 'লোচন মিস্ত্রীর কারখানা' নামে পরিচিত ছিল। ১৯১৫ খ্রী. বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে (শিবপুর) পড়ার সময় রডা কোম্পানীর অপহৃত (১৯১৪) দুটি পিস্তল সহ তিনি ধরা পড়ে কারারুদ্ধ হন। মেদিনীপুর জেলে কারারুদ্ধ অবস্থায়

কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে ঐতিহাসিক অনশন ধর্মঘটে তিনি অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। ১৯২০ খ্রী. কারামুক্তির পর বিভিন্ন সময়ে তাঁকে বহু বছর অন্তরীণ অবস্থায় কাটাতে হয়। পরে তিনি গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। বন্ধু ও অনুরাগী মহলে তিনি 'লোচন' নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। ব্যবহারিক জীবনে প্রখ্যাতনামা, লব্ধ-প্রতিষ্ঠ কন্‌সাল্টিং ইঞ্জিনীয়ার এবং আর্কিটেক্ট ছিলেন। [১৪৯]

যতীশ গুহ (১৯০৫?-১৯৪৬?) ঢাকা। ঢাকায় শিক্ষালাভের পর কলিকাতায় এসে ১৯৩০ খ্রী. এম.এ. ও ১৯৩১ খ্রী. বি.এল. পাশ করে ছোট আদালতে ওকালতি শুরু করেন। গুপ্ত বিপ্লবী দলের কর্মিরূপে এবং পরে ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কলিকাতায় অন্তরীণ সুভাষচন্দ্র বসুর দেশত্যাগের ব্যাপারে সাহায্য করেন। ১৯৪২ খ্রী. গ্রেপ্তার হন এবং দিল্লী লালকেল্লায় বন্দী থাকেন। বন্দীদশায় নির্মম অত্যাচারের ফলে মারা যান। [৫,১০,৪২]

যদুনন্দন ১। শান্তিপুর। তাঁর উপাধি ছিল 'তর্কচূড়ামণি'। পূর্বে তার্কিক ছিলেন। হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে আলোচনা করে তর্কের পথ ছেড়ে তিনি ভক্তির পথে আসেন এবং অদ্বৈত মহাপ্রভুর কাছে দীক্ষা নেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি'। [২]

যদুনন্দন ২। 'বারেন্দ্র-ঢাকুর' নামক প্রাচীন কুলজি গ্রন্থের রচয়িতা। গ্রন্থটি আনুমানিক তিন শ বছর আগের লেখা। এই গ্রন্থে বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজের সিদ্ধ ও সাধ্য ঘরের অনেকটা ইতিহাস পাওয়া যায়। [২]

যদুনন্দন দাস। (১৫৩৭?-১৬০৮)। মালি-হাটী-নিবাসী বৈদ্যকুলোদ্ভব প্রসিদ্ধ পদকর্তা। বৈষ্ণবসমাজে 'যদুনন্দন দাস ঠাকুর' নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন। তিনি 'কর্ণানন্দ' নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থ এবং 'গোবিন্দলীলামৃত' ও 'বিদগ্ধমাধবে'র বাংলা পদ্যানুবাদ করেন এবং অধিকাংশ কবিতার ভণিতায় 'যদুনাথ দাস' বলে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। [২,২৬]

যদুনাথ দাস। বুরুঙ্গা—শ্রীহট্ট। রত্নগর্ভ। নিত্যানন্দের পার্ষদ। একমাত্র পদাবলী ছাড়া তাঁর কাব্য-নাটকাদি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। কথিত আছে, তিনি স্বচক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা দর্শন করে পদাবলীতে তা বর্ণনা করেছেন। নিত্যানন্দ প্রভুর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন ব'লে কেউ কেউ অনুমান করেন। মহাপ্রভু তাঁকে 'কবিচন্দ্র' উপাধি দেন। বৃন্দাবন দাস ও কবিরাজ গোস্বামী নিজ নিজ গ্রন্থে তাঁকে 'কবিচন্দ্র' বলে সম্মান দেখিয়েছেন। [২]

যদুনাথ পাল (১৮৮২-১৯৪৭)। আইনজ্ঞ ছিলেন। আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করে তিনি বঙ্গ-ভঙ্গ-রোধ আন্দোলনে এবং বিদেশী পণ্য বর্জনে আত্মনিয়োগ করেন। ফরিদপুরের বিখ্যাত নেতা অম্বিকা মজুমদারের অনুগামী ছিলেন। বহুবার কারাবরণ করেন। জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। তিনি একটি ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা। [১০]

যদুনাথ ভট্টাচার্য বা যদুভট্ট (১৮৪০-১৮৮৩) বিষ্ণুপুর—বাঁকুড়া। মধুসূদন। পিতা ছিলেন ঐ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ও সেতার, সুরবাহার প্রভৃতি যন্ত্রবাদক শিল্পী। পিতার কাছে প্রথমে সেতার, সুরবাহার ও পাখোয়াজ শেখেন। যদুর জন্মকালে রামশঙ্কর ৮০ বছরের বৃদ্ধ। যদুর সুমধুর কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে বৃদ্ধ আচার্য রাম-শঙ্কর তাঁকে গান শেখাতে থাকেন। পড়াশুনায় আগ্রহ ছিল না। রামশঙ্করের মৃত্যুর সময় যদুর বয়স ১৩ বছর। আচার্যের মৃত্যুর দুই বছর পর গান শেখার জন্য গৃহত্যাগ করে কলিকাতায় আসেন। শুধু গান শেখা নয়, জীবনধারণের জন্য পাচকের কাজ পর্যন্ত করে তৎকালীন বিখ্যাত শিল্পী গঙ্গা-নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হন। গুরু গঙ্গানারায়ণ তাঁকে গান শেখানো ছাড়াও বাড়িতে আশ্রয় দেন। তাঁর শিক্ষাধীনে তিনি খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদ শিখতে থাকেন। কয়েকবছর এখানে থেকে পশ্চিমাঞ্চলে চলে যান। নানা গুণীর কাছে শিখে নানা সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এইভাবে নানা ঘরানার কলা আয়ত্ত করে কলিকাতায় ফেরেন। তাঁর গানে যেমন ছিল বৈচিত্র্য, তেমনই ছিল সৌন্দর্য। পশ্চিমী চালে ধ্রুপদ যেমন গাইতেন, তেমনই গাইতেন স্বরচিত বাংলা ধ্রুপদ। বাংলায় নানা দরবারে থেকেছেন, গান গেয়েছেন ও শিখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন তাঁর কাছে মার্গ সঙ্গীত শিখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর সঙ্গীত-শিষ্য হয়েছিলেন এবং তিনিই বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের প্রথম সুর-সংযোজক। ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরেও গান গেয়েছেন। ত্রিপুরার মহারাজার দরবারের গায়ক ছিলেন। তাঁর বহু শিষ্য পরবর্তী জীবনে বিখ্যাত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'তাঁর রচিত গানের মধ্যে যে বিশিষ্টতা ছিল তা অন্য কোন হিন্দুস্থানী গানে পাওয়া যায় না। যদুভট্টের মত সঙ্গীত-ভাবুক আধুনিক ভারতে আর কেউ জন্মেছেন কিনা সন্দেহ'। যদুভট্ট অসাধারণ শ্রুতি-

ধর ছিলেন। তাঁর জীবনের ঘটনা এখন কিংবদন্তীতে পরিণত। তাঁর রচিত বাংলা ও হিন্দী গানগ্‌লি 'সংগীত মঞ্জরী' গ্রন্থে এবং কয়েকটি গানের পরিচয় রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিষ্ণ্‌প্‌র' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। [৩,৫৩,১০৬]

যদ্‌নাথ মজ্‌মদার, রায়বাহাদ্‌র (৭.৭.১২৬৬ ব.-?)। পৈতৃক বাসস্থান লোহাগড়া—যশোহর। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এম.এ. পাশ করেন। কিছ্‌দিন শিক্ষকতা করেন এবং যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণির সঙ্গে 'ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া' নামে একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ ও সম্পাদনা করতে থাকেন। এরপর 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদক হয়ে লাহোরে যান। সেখান থেকে নেপাল রাজদরবার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ নিয়ে নেপাল যান। কিন্তু নেপালের রাজনীতিক বিভ্রাটের জন্য নেপাল ছেড়ে তিনি কাশ্মীরের রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারীর চাকরি নেন। এই সময় প্রথম বিভাগে বি.এল. পাশ করে যশোহর জেলায় ওকালতী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। যশোহরের সর্বপ্রধান উকিল ছিলেন। ১৮৮৯-৯০ খ্ৰী. যশোহরে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার শ্‌র্‌ হলে তিনি নিপীড়িত নীলচাষীদের পক্ষাবলম্বন করে মাগ্‌রা ও ঝিনাইদহ মহকুমা থেকে নীলের চাষ বন্ধ করতে সমর্থ হন। হিন্দ্‌ধর্ম ও হিন্দ্‌শাস্ত্রালোচনার জন্য 'হিন্দ্‌-পত্রিকা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী, উর্দ্‌, গ্‌র্খা, গ্‌র্ম্‌খী, ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় অসাধারণ দখল ছিল। বন্ধ্‌ অক্ষয়কুমার মিত্রের সঙ্গে একযোগে 'সম্মিলনী ইন্‌স্টিটিউশন' নামে একটি এনট্রান্স স্কুল, যশোহরে 'ব্রহ্মচারী আশ্রম' এবং একটি ম্‌দ্রাযন্ত্র ও বৃহৎ প্‌স্তকালয় প্রতিষ্ঠা করেন। যশোহর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগ্‌লির মধ্যে 'আমিত্বের প্রসার' এবং 'শ্রেয় ও প্রেয়' উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে তাঁর রচিত 'শাণ্ডিল্য স্‌ত্রের' ইংরেজী টীকাগ্রন্থ পাশ্চাত্য পণ্ডিত-সমাজে সমাদর লাভ করে। [২০,২৫,২৬,৫৬]

যদ্‌নাথ ম্‌খোপাধ্যায়, ডা. (২৭.৫.১২৪৬-১২.১২.১৩০০ ব.) গরিবপ্‌র—নদীয়া। কালিদাস। শান্তিপ্‌রে জন্ম। গ্রামের পাঠশালা ও মোক্তাবীর কুঠিয়ালদের স্কুলে শিক্ষা শেষ করে তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে পড়তে যান। তখন ঐ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন উমেশচন্দ্র দত্ত এবং শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন রামতন্‌ লাহিড়ী। জ্‌নিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন এবং ১৮৬৬ খ্ৰী. প্রত্যেক বিভাগেই প্রথম হয়ে সেখানকার পড়া শেষ করেন। ধাত্রীবিদ্যায় বিশেষ অধিকার ছিল। তাঁর প্রথম কর্মক্ষেত্র রানাঘাট। এখানে থাকা কালে 'ধাত্রী শিক্ষা' গ্রন্থ রচনা করে প্রকাশ শ্‌র্‌ করেন। ১২৭৬ ব. চুঁচুড়া যান। সেখানে ভূদেব ম্‌খোপাধ্যায় মারফত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বঙ্কিমচন্দ্র, রামগতি ন্যায়রত্ন প্রম্‌খ মনীষীদের সঙ্গে পরিচিত হন। নিয়মিত সংস্কৃতের চর্চা করতেন। চুঁচুড়া নর্ম্যাল স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য 'উদ্ভিদ বিচার' গ্রন্থ রচনা করেন। 'শরীর পালন' তাঁর আর একটি গ্রন্থ। রানাঘাট থেকে কিছ্‌কাল চিকিৎসা-বিষয়ক প্রথম মাসিক পত্রিকা 'চিকিৎসা দর্পণ' ও কলিকাতায় এসে 'ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার' ইংরেজী সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। 'চিকিৎসা কল্পদ্রুম' নামে একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনার চেষ্টা করেছিলেন। অল্পশিক্ষিত চিকিৎসকদের জন্য তিন খণ্ডে 'সরল জ্বর চিকিৎসা' গ্রন্থ রচনা করেন। বালকদের স্বাস্থ্য-চর্চায় উৎসাহিত করবার জন্য প্রতি বছর ৫ শত টাকা দিতেন। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'পল্লীগ্রাম', 'মেয়েদের নীতিশিক্ষা', 'সরল রোগ নির্ণয়' ও 'সরল ভেষজ প্রকাশ'। শেষোক্ত গ্রন্থ দ্‌'টি শেষ করে যেতে পারেন নি। [২০,২৫,২৬]

যদ্‌নাথ সরকার, স্যার (১০.১২.১৮৭০-১৯৫৮) করচমারিয়া—রাজশাহী। রাজকুমার। জমিদার পরিবারে জন্ম। ১৮৯১ খ্ৰী. প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইংরেজী ও ইতিহাসে অনার্সসহ বি.এ. এবং ১৮৯২ খ্ৰী. ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম.এ. পাশ করেন। ১৮৯৭ খ্ৰী. প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পান। ১৮৯৮ খ্ৰী. প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা শ্‌র্‌ করেন। ১৮৯৯ খ্ৰী. পাটনা কলেজে বদলী হয়ে ১৯২৬ খ্ৰী. পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। মধ্যে কিছ্‌কাল ১৯১৭-১৯ খ্ৰী. কাশী হিন্দ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে অধ্যাপনা করেন। অধ্যাপক জীবনের বেশীর ভাগ সময় কাটে পাটনা ও কটকে। ১৯১৯-২৩ খ্ৰী. কটক কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ৪ আগস্ট ১৯২৬ খ্ৰী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই প্রথম অধ্যাপক ভাইস-চ্যান্সেলর। ইংরেজী সাহিত্যে এম.এ. পাশ করলেও ইতিহাসে অসাধারণ জ্ঞান ছিল। ১৯শ শতাব্দীর স্‌চনায় তাঁকে ইতিহাস-চর্চায় অন্‌প্রেরণা জ্‌গিয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনি ঐতিহাসিক গবেষণা-গ্রন্থ রচনার জন্য বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত ছাড়া উর্দ্‌, ফারসী, মারাঠী ও আরও কয়েকটি ভাষা শিখেছিলেন। ১৯০১ খ্ৰী. তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'ইণ্ডিয়া অফ ঔরঙ্গজেব' প্রকাশিত হলে নিবেদিতা প্রশংসা করেন। পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত 'হিস্ট্রি অফ ঔরঙ্গজেব' তাঁর স্মরণীয় গ্রন্থ। ঐতিহাসিক গবেষণা

ছাড়াও যদুনাথ সাহিত্যক্ষেত্রে একজন বিশিষ্ট সমালোচক এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যের একজন সমঝদার পাঠক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাবার আগেই যদুনাথ কবির রচনার ইংরেজী অনুবাদ করে পাশ্চাত্য জগতের কাছে তাঁর পরিচয় তুলে ধরেন। ১৯২৩ খ্রী. রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মানিত সদস্য হন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ২৫। সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা ১২। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'দি ফল অফ দি মুঘল এম্পায়ার', 'শিবাজী' (বাংলা), 'মিলিটারী হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া', 'দি রানী অফ ঝান্সী', 'ফেমাস ব্যাটেল্স্ অফ ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি', 'ক্রোনোলজী অফ ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি'। মৃত্যুর আগে সংগৃহীত দলিল ও দুষ্প্রাপ্য পুথিগুলির সম্পাদনা করবার চেষ্টা করেছিলেন। ভারতবর্ষে ইতিহাস রচনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণার তিনিই পথিকৃৎ। এই কারণে দেশবাসী তাঁকে 'আচার্য' হিসাবে বরণ করেছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁর সংগৃহীত গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি জাতীয় গ্রন্থাগারে দান করা হয়। [৩,৭,১৬,২৫,২৬,১২৪]

যদুনাথ সার্বভৌম, মহামহোপাধ্যায় (১২৪৮ - ১৩১৯ ব.) সাতগাছিয়া—হুগলী। রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। নবদ্বীপে মাতুলালয়ে জন্ম এবং সেখানেই প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কারশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করে পাকাটোলের অধ্যাপক বিখ্যাত নৈয়ায়িক প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্নের নিকট সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ও 'সার্বভৌম' উপাধি পান। তারপর স্বগৃহে টোল খুলে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। নবদ্বীপের জন্য নির্দিষ্ট তিনটি রাজকীয় অধ্যাপকবৃত্তির প্রধানটি (মাসিক ১০০ টাকা) তিনি প্রাপ্ত হন। নবদ্বীপের প্রধান অধ্যাপক রামকৃষ্ণ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যুর পর কিছুদিনের জন্য তিনি ঐ পদেও নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে সতীশচন্দ্র আচার্য, মিথিলাবাসী চন্দ্রশেখর ঝাঁ এবং বৃন্দাবনবাসী দামোদরলাল শাস্ত্রী গোস্বামীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আত্মতত্ত্ববিবেকের 'আত্মতত্ত্ববিবেকবিবৃতি' নামে টিপ্পনী এবং চিন্তামণি গ্রন্থের টিপ্পনী তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। ১৯০৭ খ্রী. তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। নবদ্বীপধামে মৃত্যু। [১৩০]

যদুভট্ট। দ্র. **যদুনাথ ভট্টাচার্য।**

যদুলাল মল্লিক (২৯.৪.১৮৪৪ - ৫.২.১৮৯৪) পাথুরিয়াঘাটা—কলিকাতা। মতিলাল। প্রথমে ওরিয়েন্টাল সেমিনারী ও পরে ১৮৬১ খ্রী. হিন্দু স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এন্ট্রান্স পাশ করে প্রেসিডেন্সী কলেজে বি.এ. পর্যন্ত পড়েন। কিছুদিন আইন পড়েছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হিসাবে, অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটরূপে এবং ১৮৭৩ - ৮৫ খ্রী. পর্যন্ত কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার প্রভৃতি পদে থাকা কালে উচ্চপদে আসীন সরকারী কর্মচারীদের কঠোর সমালোচনার জন্য কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান স্যার হেনরি হ্যারিসন তাঁকে 'দি ফাইটিং কক্' নাম দিয়েছিলেন। এইসময় তিনি বিবাহের সম্মতিদানের আইন, জুরীর বিচার প্রভৃতি বিষয়ে তুমুল আন্দোলন করেন। ১৮৭৯ খ্রী. সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত পণপ্রথা রহিত করার চেষ্টা করেন। দানশীল এবং শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। আর্থিক বিপর্যয়ের ফলে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী উঠে যাবার উপক্রম হলে প্রচুর অর্থ দান করেন এবং দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্যার্থে একটি অবৈতনিক বিভাগ প্রবর্তন করে ১৫০টি ছাত্রের বিনা ব্যয়ে পড়বার উপযোগী অর্থের সংস্থান করে দেন। এছাড়াও হিন্দু স্কুল, ডাফ সাহেবের স্কুল প্রভৃতিতে একাধিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন। তিনি নিয়মিতভাবে দরিদ্র ছাত্রদের জন্য অর্থসাহায্য করতেন। [৫,৮]

যশোরাজ খান (১৫শ শতাব্দী)। অনুমিত হয় তিনি বাঙলার সুলতান হুসেন শাহের দরবারে চাকরি করতেন। অনেকের মতে তিনিই সর্বপ্রথম ব্রজবুলিতে রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদ রচনা করেন। তাঁর রচিত কীর্তন ভক্তসমাজে সমাদৃত। [৩,২৬]

যাত্রামোহন সেন (১৮৫০ - ২.১১.১৯১৯) বরমা—চট্টগ্রাম। ত্রাহিরাম। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন তাঁর পুত্র। ১২ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ হলে গৃহ-শিক্ষকতা করে নিজের পড়াশুনা চালান। পরে কলিকাতায় এসে কলেজে ভর্তি হন এবং এফ.এ., বি.এ. ও বি.এল. পাশ করে চট্টগ্রামে গিয়ে ওকালতি শুরু করেন। ওকালতির মাধ্যমে রাজনীতিক্ষেত্রে আসেন। বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে সভা-সমিতিতে যোগদান করে সুবক্তারূপে পরিচিত হন। রাউলাট বিলের বিরুদ্ধে তিনি জনমত গঠন করেন। ১৯১৯ খ্রী. ময়মনসিংহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অভিভাষণেও তাঁর চরমপন্থী রাজনৈতিক অভিমতের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৯৮ খ্রী. তিনি বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য হন। বাংলা সাহিত্যের প্রতিও অনুরাগী ছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মেলন চট্টগ্রামে আহূত হয়। সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ সাহিত্যিকগণ যোগদান করেছিলেন। যাত্রামোহন চট্টগ্রাম অ্যাসোসিয়েশন-এর অন্যতম কর্ণধার ছিলেন। তাঁর প্রদত্ত জমিতে প্রতিষ্ঠানের যে ভবন নির্মিত হয়, ১৯২০ খ্রী. তার নামকরণ হয় 'যাত্রামোহন সেন

হল'। তিনি চট্টগ্রাম শহরে একটি এবং নিজ গ্রামে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। গ্রামে একটি মধ্য-ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয় এবং দাতব্য চিকিৎসালয়ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাছাড়া তিনি গ্রামের রাস্তাঘাট সংস্কারের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। [১০,২৫]

যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা (১৮৮৫ - ১৯৬১) বর্ধমান। আইন ব্যবসায় করতেন। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সর্বস্ব ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং দেশের কাজে বহুবার কারাবরণ করেন। দীর্ঘ ২০ বছর বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। অবিভক্ত বাঙলার আইন পরিষদেরও তিনি সদস্য ছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর রাজ্য মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। মৃত্যুকালে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি-পদে আসীন ছিলেন। [১০]

যাদবেশ্বর তর্করত্ন, মহামহোপাধ্যায় (২২.১২. ১২৫৬ - ৭.৫.১৩৩১ ব.) ইটাকুমারী—রংপুর। আনন্দেশ্বর ভট্টাচার্য। কাশীতে কৈলাসচন্দ্র শিরোমণির কাছে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন অধ্যয়ন করে 'তর্করত্ন' উপাধি লাভ করেন। পরে বিশুদ্ধানন্দ স্বামীর কাছে যোগ ও বেদান্ত দর্শন অধ্যয়ন করেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা-সূত্রে অধ্যাপক গ্রিফিথ্স্ সাহেবের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। তিনি প্রাচ্য ভাষাতত্ত্ববিদ্ গ্রীয়ারসনকে 'লিঙ্গুয়িস্টিক সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থ রচনায় সাহায্য করেন। রংপুর হাই স্কুলের পণ্ডিত এবং পরে কলেজ স্থাপিত হলে ঐ কলেজের অধ্যাপক হন। কিন্তু কলেজটি উঠে গেলে শ্রীঅরবিন্দের পিতা কৃষ্ণধন ঘোষের উদ্যোগে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা শুরু করেন। সর্বশাস্ত্রে সমান পারদর্শী ছিলেন ব'লে নবদ্বীপের বিবুধজননী সভা তাঁকে 'পণ্ডিতরাজ', বারাণসীধামের পণ্ডিতমণ্ডলী 'কবিসম্রাট', কাশী ভারতধর্মমহামণ্ডল 'পণ্ডিত-কেশরী' এবং সরকার 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি দেন (১৯০৫)। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগদান করে প্রকাশ্য সভায় তিনি প্রতিবাদ করেন। এইজন্য রাজপুরুষেরা তাঁকে 'পলিটিক্যাল পণ্ডিত' আখ্যা দেন। তাঁর মতে সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়। বাল্যবিবাহ ও গান্ধর্ব-বিবাহ বিষয়েও তাঁর মত উদার ছিল। তাঁর উদ্যোগে রংপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটি শাখা স্থাপিত হয় এবং তিনি তার সভাপতি ছিলেন। বগুড়া শহরে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতি এবং প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে দর্শনশাখার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। বাংলা মাসিক পত্রাদিতে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখতেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : সংস্কৃত ভাষায় —'সুভদ্রাহরণম্', 'চন্দ্রদূতম্', 'প্রশান্তকুসুমম্', 'শিবস্তোত্রম্', 'রত্নকোষকাব্যম্', 'অশ্রুবিসর্জনম্', 'রাজ্যাভিষেককাব্যম্' ইত্যাদি ; বাংলা ভাষায়—'দ্রৌপদীকাব্য', 'অশোক' (উপন্যাস), 'বিলাতী বিচার' ও 'আমি একটি অবতার' (নকশা) ইত্যাদি। [২৫,২৬,১৩০]

যাদুমণি। ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪ খ্রী. গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার 'সতী কি কলঙ্কিনী' নাটকটি অভিনয় করার আগে যাদুমণিসহ কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি, হরিদাসী, রাজকুমারী নামে পাঁচজন অভিনেত্রী সংগ্রহ করে। তার আগে পুরুষরাই স্ত্রীলোকের পার্ট করত। উক্ত অভিনেত্রীদের মধ্যে যাদুমণিই অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তাঁর 'ভারত-সঙ্গীত' গানটি খুবই প্রশংসিত হয়েছিল। [৪০]

যামিনীকান্ত কামিলা (১৯২০ - ২২.৯.১৯৪২) তাজপুর—মেদিনীপুর। দুর্গাপ্রসাদ। ১৯৩২ খ্রী. 'নো-ট্যাক্স' বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেন। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে তিনি সরিষাবেড়িয়াতে পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে মারা যান। [৪২]

যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (৪.১.১৮৬৯ - ২২. ১২.১৯২১) কেওটখালি—ঢাকা। কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষক। এফ.এ. পাশ করে ভাগ্যের অন্বেষণে কলিকাতায় আসেন। এখানে গিরীন্দ্রনাথ ভোঁসের অর্থানুকূল্যে মূক-বধিরদের জন্য বিশেষ ট্রেনিং নিতে বোম্বাই ও পরে বিলাত যান। আমেরিকার গেলোডেট কলেজ থেকেও তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। দেশে ফিরে শিক্ষাবিদ্ উমেশ-চন্দ্র দত্ত ও শ্রীনাথ সিংহ প্রতিষ্ঠিত (১৮৯৩) মূক-বধির বিদ্যালয়টিকে তিনি তাঁর সাংগঠনিক শক্তি ও শিক্ষকতার গুণে ভারতের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ প্রতি-ষ্ঠানে পরিণত করেন। এদেশে বধির-শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি 'ওরাল মেথড'-এর প্রবর্তক। মূক-বধির ছাত্র-দের ছবির সাহায্যে শিক্ষাদানের গুরুত্ব উপলব্ধি করে শিল্পী মোহিনীমোহন মজুমদারকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত করেছিলেন। [৬,১০৬]

যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৭৬ - ১৯৫৩) বড়বাজার—কলিকাতা। জ্যোতিঃপ্রকাশ। কলিকাতা আর্ট স্কুলের ছাত্র যামিনীপ্রকাশ তৈলচিত্র-শিল্পী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। পাশ্চাত্য চিত্রকলার আদর্শে ও রীতিতে অঙ্কিত তাঁর চিত্রগুলি ভারতের বিভিন্ন স্থানে পুরস্কৃত হয়েছে। চিত্র-সমালোচক হিসাবেও খ্যাত ছিলেন। [৩,২৬]

যামিনীভূষণ রায় (১৮৭৯ - ১১.৮.১৯২৬) পয়োগ্রাম—খুলনা। পঞ্চানন রায় কবিচিন্তামণি। ১৪ বছর বয়সে ভবানীপুর সাউথ সুবার্বন স্কুল থেকে প্রবেশিকা ও সংস্কৃত কলেজ থেকে বি.এ.

পাশ করে একই সঙ্গে এম.এ. এবং কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারী পড়তে থাকেন। এইসময় তিনি পিতার কাছে আয়ুর্বেদও পড়তেন। যথা-সময়ে এম.এ. (মেডেল সহ) এবং এম.বি. পাশ করেন। কিন্তু ডাক্তারী চিকিৎসায় প্রবৃত্ত না হয়ে কলিকাতার বিখ্যাত কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় বিজয়-রত্ন সেনের কাছে আয়ুর্বেদ শিক্ষা শেষ করে বগলা মারোয়াড়ী হাসপাতালের কবিরাজ হন। অল্পদিনেই কবিরাজী চিকিৎসার নৈপুণ্যে প্রচুর যশ ও অর্থ উপার্জন করেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেবার জন্য মনোমোহন পাঁড়ের দান-করা জমিতে একটি আয়ুর্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি গৃহনির্মাণে ব্রতী হন। কিন্তু আরব্ধ কাজের শেষ দেখে যেতে পারেন নি। মৃত্যুর একদিন আগে উক্ত কলেজের জন্য ২ লক্ষ টাকা দান করেন। বর্তমানে এই কলেজের নাম 'যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় ও আয়ুর্বেদীয় আরোগ্যশালা'। [৫, ২৫,২৬]

যামিনী রায় (১০.৪.১৮৮৭/৮৮ - ২৪.৪. ১৯৭২) বেলিয়াতোড়—বাঁকুড়া। রামতারণ। বাল্যে বেশীর ভাগ সময় নিজ গ্রামাঞ্চলের মাটির মূর্তি-শিল্পীদের সঙ্গে কাটাতেন। এইভাবেই তাঁর শিল্পী জীবনের সূত্রপাত। ১৯০৩ খ্রী. কলিকাতার আর্ট স্কুলে (বর্তমানে কলেজ) ভর্তি হন। ১৯১৮/১৯ খ্রী. থেকে ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ আর্টের পত্রিকায় তাঁর ছবি প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৩৪ খ্রী. তাঁর ছবি সর্বভারতীয় প্রদর্শনীতে ভাইসরয়ের স্বর্ণপদক লাভ করে। ভারতীয় চিত্রকলায় তাঁর স্বকীয়তা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। বিদেশী সমালোচকদের মতে তাঁর সৃষ্টি প্রকৃত 'ভারতীয়ত্বের' গুণ-সংবলিত। ১৯৫৫ খ্রী. তিনি 'পদ্মভূষণ' উপাধি-ভূষিত হন। বহুবার বিদেশ ভ্রমণের আমন্ত্রণ পেয়েও দেশ ছেড়ে কোথাও যান নি। তিনি আর্ট স্কুলে গিলার্ডী সাহেবের কাছে পাশ্চাত্য রীতির অঙ্কন-পদ্ধতি ও তেলরং-এ আঁকায় অভ্যস্ত হলেও পরবর্তী জীবনে জলরং-এ নিজস্ব স্টাইল সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। কলেজ থেকে বেরোবার পর তাঁকে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের কাজ করতে হয়। ততদিনে তাঁর শিল্পখ্যাতি ছড়াতে শুরু করে। কালীঘাটের পটুয়াদের অঙ্কিত ছবির শৈলীর দ্বারা তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। এইসঙ্গে ফরাসী চিত্রধারার বিশেষ গোষ্ঠী যাঁরা সরলরেখার বদলে 'কার্ভ' ব্যবহারের পক্ষপাতী, তাঁদের চিত্রকল্প তাঁর মনে রেখাপাত করে। ৩৪ বছর বয়সে পাশ্চাত্য রীতি ত্যাগ করে নিজের চিন্তাধারা অনুসারে পথ তৈরী করতে থাকেন। বাঁধা-ধরা পথ ছেড়ে এই নিঃসঙ্গ যাত্রাই তাঁকে পূর্ণতায় পেঁাছে দেয়। সমতল কাগজ ছেড়ে অসমতল বুনটের প্যাটার্ন সংবলিত ক্যান্‌ভাস্ তিনি ব্যবহার করতে থাকেন। তাঁর তুলিতে রাধাকৃষ্ণ ও যীশুর মতই সরলতায় ফুটে উঠত গ্রাম্য চাষী, কামার, কুমোর, সাঁওতাল, ফকির, বৈষ্ণব প্রভৃতি প্রতিটি ছবি। [১৬]

যামিনী সেন, ডা. (১৮৭১ - ১৯৩২) বাসণ্ডা —বরিশাল। চণ্ডীচরণ। আই.এম.এস. উপাধিপ্রাপ্তা এই মহিলা ডাক্তার বিলাতের 'সোসাইটি অফ সার্জন্‌স্ অ্যাণ্ড ফিজিসিয়ান্স'-এর ফেলো ছিলেন। কবি কামিনী রায় তাঁর ভগিনী। [১৭]

যুধিষ্ঠির জানা (? - ২৯.৯.১৯৪২) সিমুলিয়া —মেদিনীপুর। ইন্দ্র। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে ভগবানপুর পুলিস স্টেশন আক্রমণকালে পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

যোগানন্দ, স্বামী (? - ৭.৩.১৯৫২) কলি-কাতা। ভগবতীচরণ ঘোষ। ১৯২০ খ্রী. বি.এ. পাশ করে আমেরিকা যান এবং বোস্টন শহরে 'যোগদা' কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে ১৯২৫ খ্রী. লস্ এঞ্জেলস্ শহরে তার প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৯৪৯ খ্রী. তাঁর উদ্যোগে আমেরিকায় গান্ধীস্মৃতি-মন্দির স্থাপিত হয়। একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশ করে আমেরিকায় তিনি সর্বধর্ম-সমন্বয়ের বাণী প্রচার করেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে যোগদা-মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। লস্ এঞ্জেলেস্ শহরে বিনয়রঞ্জন সেনের সংবর্ধনা সভায় বক্তৃতা করতে উঠে বক্তৃতা-মঞ্চেই মারা যান। খ্যাত-নামা ব্যায়ামবিদ্ বিষ্ণুচরণ ঘোষ তাঁর সহোদর। [৫]

যোগীন্দ্রনাথ বসু (১৮৫৭ - ১৯২৭) নিতাড়া —চব্বিশ পরগনা। বাংলা সাহিত্যে খ্যাতিমান জীবনচরিতকার। যোগীন্দ্রনাথ দেওঘর স্কুলের প্রধানশিক্ষক থাকা কালে তাঁর ছাত্র ছিলেন সখারাম গণেশ দেউস্কর। বঙ্গভাষার এই প্রতিষ্ঠাবান লেখককে স্যার আশুতোষ, স্যার গুরুদাস প্রমুখ মনীষিগণ প্রকাশ্য সভায় 'কবিভূষণ' উপাধি প্রদান করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'অমরকীর্তি অথবা ফাদার দামিয়েনের জীবন-চরিত', 'অহল্যা-বাঈ', 'শিবাজী', 'পৃথ্বীরাজ', 'দেববালা', 'তুকারাম-চরিত', 'পতিব্রতা', 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত'। শেষোক্ত গ্রন্থটি বর্তমান কাল পর্যন্ত গবেষণামূলক প্রামাণ্য গ্রন্থ ব'লে স্বীকৃত। 'ভারতের মানচিত্র'-শীর্ষক প্রসিদ্ধ কবিতাটি তাঁরই রচনা। সাপ্তাহিক 'সুরভি' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। [৩,৭,২৫,২৬]

যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার (২০.৭.১৮৮৩ - ১৮. ১১.১৯২৮) কচুবাড়িয়া (স্বর্ণগ্রাম)—যশোহর।

বিপিনবিহারী। কলিকাতা বঙ্গবাসী ও প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা শেষ করে টাঙ্গাইল কলেজে ইংরেজী ও ইতিহাসের অধ্যাপক হন। এরপর অর্থনীতি ও ইতিহাসের অধ্যাপক হয়ে হাজারিবাগের সেন্ট কলম্বাস কলেজে যান। এখানে থাকা কালে অর্থ-নীতি-বিষয়ে প্রথম বাংলা গ্রন্থ রচনা করেন। হাজারিবাগ থেকে তিনি পাটনা গভর্নমেণ্ট কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। এখানে কিছুকালের মধ্যেই ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য 'প্রত্নতত্ত্ববারিধি' ও 'প্রত্নতত্ত্ববাগীশ' উপাধি পান। রয়্যাল হিস্টরিক্যাল সোসাইটি, রয়্যাল ইকনমিক সোসাইটি, রয়্যাল সোসাইটি অফ আর্টস প্রভৃতির প্রথম বাঙ্গালী সভ্য, হিস্টরিক্যাল সোসাইটির কাউন্সিলের ও ইন্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রেকর্ডস্ কমিশনের সদস্য এবং পাটনা ও বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন। তিনিই পাটনা মিউজিয়মের স্থাপনকার্যের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা এবং প্রথম সম্পাদক ও কিউরেটর। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'সমসাময়িক ভারত' (৯ খণ্ড), 'সাহিত্য পঞ্জিকা', 'Glories of Magadha', 'Economic Condition of Ancient India', 'Economic History of Bihar', 'চতুর্বেদ', 'পঞ্চবাণ', 'দেশভক্তি' প্রভৃতি। এছাড়া তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ : 'Sir Ashutosh Memorial Volume', 'Seir-ul-Mutaqherin'। [৭,২৫,২৬]

যোগীন্দ্রনাথ সরকার (১২.৭.১২৭৩ - ১২.৩. ১৩৪৪ ব.) ন্যাতড়া—চব্বিশ পরগনা। নন্দলাল। প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক। ছোটদের অক্ষর পরিচয় থেকে সাহিত্য-রস পরিবেশনের এক আকর্ষণীয় ও অভিনব কৌশল অবলম্বন করে তিনি বাংলা শিশুসাহিত্য-রচনায় পথিকৃতের সম্মান লাভ করেছেন। ছোটদের জন্য লেখার সঙ্গে তাদের মনোহরণের অপূর্ব সহযোগিতা করে তাঁর বইয়ের ছবিগুলি। বহুদিন পর্যন্ত তাঁর রচিত ছড়া—'অজগর আসছে তেড়ে/আমটি আমি খাব পেড়ে' দিয়ে এদেশে শিশুশিক্ষা শুরু হয়েছে। দেওঘর স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশের পর যোগীন্দ্রনাথ কিছুদিন কলিকাতা সিটি কলেজে পড়েন। নানা কারণে পড়া শেষ করতে পারেন নি। সিটি কলেজিয়েট স্কুলে ১৫ টাকা বেতনের শিক্ষকতা করার সময় থেকেই শিশুসাহিত্য রচনা শুরু করেন। আজগুবী ছড়া-রচনায় অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তাঁর সঙ্কলিত সচিত্র 'হাসি ও খেলা' (১৮৯১) গ্রন্থটি বাংলায় শিশুদের জন্য রচিত সর্বপ্রথম বই। শিশু-সাহিত্যের প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি 'সখা', 'সখী', 'মুকুল', 'বালকবন্ধু', 'বালক' প্রভৃতি শিশুদের পত্রিকাতে লিখতেন। 'সন্দেশ' পত্রিকায়ও বহু ছড়া লিখেছেন। নিজের রচনা ছাড়াও সম্পাদনার কাজ করতেন। শিশুদের জন্য লেখা বিলাতী উদ্ভট ছন্দ ও ছড়ার অনুকরণে ও অনুসরণে 'হাসি রাশি' নামে একখানি সচিত্র পুস্তক তিনি প্রকাশ করেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সংগৃহীত 'খুকুমণির ছড়া' প্রকাশিত হয়ে (১৮৯৯) শিশুরাজ্যে তাঁকে সু-প্রতিষ্ঠিত করে। তবে তাঁর রচিত 'হাসিখুসি' (১৮৯৭) বইখানিই তাঁকে অমরত্ব দান করেছে। ১৮৯৬ খ্রী. তিনি 'সিটি বুক সোসাইটি' নামে প্রকাশন-সংস্থা স্থাপন করেন। ব্রাহ্ম-ধর্মাবলম্বী ছিলেন। প্রখ্যাত ডাক্তার স্যার নীলরতন তাঁর সহোদর। তাঁর রচিত ও সঙ্কলিত ৩০ খানি শিশু গল্প ও ছড়া গ্রন্থের মধ্যে 'ছড়া ও ছবি', 'রাঙা-ছবি', 'হাসির গল্প', 'পশুপক্ষী', 'বনে জঙ্গলে', 'গল্পসঞ্চয়', 'শিশু চয়নিকা', 'হিজিবিজি' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিশুদের উপযোগী ২১ খানি পৌরাণিক গ্রন্থ এবং 'জ্ঞানমুকুল', 'সাহিত্য', 'চারু-পাঠ', শিক্ষাসঞ্চয়' প্রভৃতি ১৩/১৪ খানি স্কুল-পাঠ্য গ্রন্থও তিনি রচনা করেন। ৫.৯.১৯০৫ খ্রী. 'বন্দেমাতরম্' নামে একখানি জাতীয় সঙ্গীত-সংগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। ১৯২৩ খ্রী. পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়েও তিনি রচনা ও প্রকাশনার কাজ করে গিয়েছেন। [৩,৭,২৫,২৬,৮২]

যোগীন্দ্রনাথ সেন (১৮৮৩ - ২২.৫.১৯১৬) চন্দননগর—হুগলী। শিবপুর কলেজে পড়বার সময় ১৯১০ খ্রী. বিলাত যান। লিড্স্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এস-সি. পাশ করেন। ইঞ্জিনীয়ার হয়ে তিনি পূর্ত বিভাগে কার্য গ্রহণ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সমর বিভাগের অফিসারের কাজের জন্য আবেদন না-মঞ্জুর হওয়ায় আল্পস্ ব্যাটেলিয়নে সামান্য সৈনিকের পদে কাজ করেন। এই ব্যাটেলিয়ন পরে ওয়েস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্টের সঙ্গে যুক্ত হলে তাঁকে শিক্ষার জন্য মিশরে পাঠানো হয় এবং সেখান থেকে ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হলে কর্মদক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য ৩টি পদক পান। ফ্রান্সে যুদ্ধক্ষেত্রেই বিপক্ষদলের গুলিতে মারা যান। ফ্ল্যান্ডার্সে (এলবার্ট নগরে) তাঁর নাম এবং রেজিমেণ্টের নাম লিখিত ও ক্রুশ-চিহ্নিত একটি সমাধি আছে। [৫]

যোগীন্দ্রমোহিনী বিশ্বাস, যোগীন মা (১৬.১. ১৮৫১ - ৪.৬.১৯২৪) বাগবাজার—কলিকাতা। ডা. প্রসন্নকুমার মিত্র। স্বামী—খড়দহের ধনী জমিদার অম্বিকাচরণ। স্বামী নানাভাবে অর্থব্যয় করে সর্বস্বান্ত হলে যোগীন্দ্রমোহিনী কন্যাকে নিয়ে পিত্রালয়ে আসেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও সারদামণির

সঙ্গে পরিচিতা হয়ে সাধিকা হন। রামকৃষ্ণদেবের শিষ্যাদের তিনি অন্যতমা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে 'যোগীন মা' নামে পরিচিতা। [৯]

যোগেন্দ্রচন্দ্র কর (১৩.৯.১৩১২ - ২৯.২.১৩৮০ ব.) কাকসার—কুমিল্লা (পূর্ববঙ্গ)। অশ্বিনীকুমার। প্রসিদ্ধ মশলা-ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী। পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কিশোর বয়সেই ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন ও একক প্রচেষ্টায় সুপ্রতিষ্ঠিত হন। অসহযোগ আন্দোলনের যুগে তিনি ছিলেন ড. মেঘনাদ সাহার রাজনৈতিক জীবনের সহকর্মী এবং ১৯৪৬ খ্রী. গান্ধীজীর নোয়াখালী শান্তি পদযাত্রায় অন্যতম সহযাত্রী। ত্রিপুরা সেবা সমিতি, ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা, হিন্দুসৎকার সমিতি প্রভৃতি সমাজসংস্থার সঙ্গে তাঁর সক্রিয় যোগ ছিল। উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের বন্যায় প্রতি বছরই তিনি দুর্গতদের নানাভাবে সাহায্য করতেন। ব্যবসায়ক্ষেত্রে তিনি বেঙ্গল স্পাইস ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। জনসাধারণের সাহায্যকল্পে কলিকাতা বড়বাজারের 'ওয়েল-ফেয়ার ফেডারেশন' তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। দুঃস্থ রোগীদের সেবায় মেয়ো হাসপাতালে তাঁর অর্থ-দান উল্লেখযোগ্য। [১৬]

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (৩০.১২.১৮৫৪ - ১৮.৮. ১৯০৫) ইলসবা—বর্ধমান। মাধবচন্দ্র। পৈতৃক নিবাস বেড়ুগ্রাম। এফ.এ. পরীক্ষার পর কলেজ ত্যাগ করে কিছুদিন জনাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন। এরপর ম্যালেরিয়া-রোগাক্রান্ত হলে আরোগ্যলাভের জন্য এলাহাবাদ যান। এখান থেকে ল' পাশ করলেও ওকালতি করেন নি। আরোগ্যলাভের পর চুঁচুড়ায় 'সাধারণী' পত্রিকার সহ-সম্পাদক হন এবং ১৮৮১ খ্রী. কলিকাতায় 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। 'বঙ্গবাসী' পরিচালনাকালে রাজ-নীতিতে ব্রিটিশ-বিরোধী রচনার জন্য খ্যাতনামা হন। ১৮৯১ খ্রী. বিবাহে সম্মতিদান বিলের প্রতি-বাদে বহু বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে আন্দোলনে যোগ দেন। এই সূত্রে 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদক ও মুদ্রাকরের বিরুদ্ধে সরকার মামলা দায়ের করলে মালিকপক্ষ বিনাশর্তে ক্ষমা প্রার্থনা করে রেহাই পান। তিনি কংগ্রেস রাজনীতিতে ভিক্ষা-চাওয়া নীতির সমা-লোচনা করতেন। কংগ্রেস যাতে জনগণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় তা তিনি চাইতেন। রক্ষণশীল হিন্দু ছিলেন। তিনি হিন্দী 'বঙ্গবাসী' ও ইংরেজী 'টেলিগ্রাফ' পত্রিকাও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাঙলার প্রাচীন সাহিত্য, বঙ্গানুবাদ সহ বহু শাস্ত্রগ্রন্থ ও কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য ইংরেজী গ্রন্থের সংস্করণ প্রকাশ ও সুলভমূল্যে প্রচার-ব্যবস্থা তাঁর অক্ষয়-কীর্তি। তাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য : 'কালাচাঁদ', 'কৌতুককণা', 'চিনিবাস চরিতা-মৃত', 'নেড়া হরিদাস', 'বাঙ্গালী চরিত' (৩ ভাগ), 'মডেল ভগিনী' (৪ ভাগ), 'মহীরাবণের আত্মকথা', 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী' প্রভৃতি। বঙ্গবাসী কলেজ-প্রতিষ্ঠাতা গিরীশচন্দ্র বসু তাঁর জ্ঞাতি-ভ্রাতা। [৩,৭,৮,২৫,২৬]

যোগেন্দ্র জানা (১৯১০ - ১৯৪২) সুবাদি—মেদিনীপুর। চণ্ডী। আইন অমান্য আন্দোলন ও 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দেন। নিজগ্রামে পুলিসের খানাতল্লাশীর সময় পুলিস কর্তৃক প্রহৃত হয়ে কয়েকদিন পরই মারা যান। [৪২]

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৮২ - ১৯৬৫) মূলচর—ঢাকা। প্রখ্যাত সাহিত্যসেবী। অল্পবয়সেই সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। তিনি 'বিক্রমপুরের ইতিহাস', 'কেদার রায়', 'ধ্রুব', 'প্রহ্লাদ', 'ভীম-সেন', 'বঙ্গের মহিলা কবি', প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। 'শিশুভারতী' নামক বিখ্যাত কোষগ্রন্থের সম্পা-দনা তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি। 'কৈশোরক' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ইতিহাস ও সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে তাঁর গবেষণামূলক অবদান স্মরণীয়। [৭,২৫]

যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রামচন্দর (? - ২৭.৩. ১৯১৩) মৌলভীবাজার—শ্রীহট্ট। বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন। শ্রীহট্টের একটি আশ্রমের অধিবাসী স্ত্রী-পুরুষের ওপর পুলিসী অত্যাচারের প্রতি-শোধ গ্রহণের জন্য এস.ডি.ও. গর্ডন সাহেবকে হত্যার উদ্দেশ্যে বোমা নিয়ে সাহেবের বাংলোয় যান। দুর্ভাগ্যক্রমে হাতেই বোমাটি ফেটে যাওয়ায় তিনি মারা যান। [৪২,৪৩]

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৩.৪.১৮৫৮ - ২৯. ১.১৯০৯) বাঘাণ্ডা—হুগলী। গিরিশচন্দ্র। মাতুলা-লয়ে জন্ম। ১৮৭৬ খ্রী. প্রবেশিকা পাশ করে জেনারেল অ্যাসেম্ব্লি কলেজে এফ.এ. পর্যন্ত পড়েন। ছাত্রাবস্থায়ই সাহিত্যচর্চার প্রতি অনুরাগ জন্মায়। ১৮৭৭ খ্রী. 'সুধাকর' মাসিক পত্রিকা এবং তৎকালীন অন্যান্য পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশ করতে থাকেন। ১৮৭৮ খ্রী. 'কল্পনা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ঐ পত্রিকাতেই স্বরচিত প্রথম উপন্যাস 'কনে বৌ' প্রকাশিত হয়। তিনি গার্হস্থ্য উপন্যাস রচনায় সুদক্ষ ছিলেন। রচিত উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থের সংখ্যা ২৪। দুর্গা-দাস লাহিড়ী সম্পাদিত 'অনুসন্ধান' পত্রিকায় 'বিমাতা', 'বড়ভাই', 'আমাদের ঝি' প্রভৃতি তাঁর কয়েকটি উপন্যাস ও গল্প প্রথম প্রকাশিত হয়। 'সাহিত্য সম্মিলনে'র সম্পাদক ছিলেন। [২৫,২৬]

যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, মহা-মহোপাধ্যায় (১৮৮৭ - ১৯৬০) সুসঙ্গ দুর্গাপুর—ময়মনসিংহ। জগৎচন্দ্র বাগচী। বঙ্গদেশের বিভিন্ন খ্যাতনামা অধ্যাপকের নিকট কলাপ ব্যাকরণ, নব্য-ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তারপর বহরম-পুরের জুবিলী টোলের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্য-য়ন করে 'তর্কতীর্থ' উপাধি লাভ করেন। এই সময়ে তিনি মীমাংসা ও অলঙ্কারশাস্ত্রেও পারদর্শী হন। পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহো-পাধ্যায় লক্ষ্মণচন্দ্র শাস্ত্রীর নিকট সাংখ্য ও বেদান্ত-শাস্ত্র অধ্যয়ন করে 'সাংখ্যতীর্থ' ও 'বেদান্ততীর্থ' উপাধি পান। ১৯১০ - ১৯১৪ খ্রী. তিনি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যাপক এবং ১৯১৪ - ১৯২০ খ্রী. গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদান্তের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯২১ খ্রী. তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হন। ১৯৪২ খ্রী. অবসর-গ্রহণের পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদান্তের অধ্যাপক এবং ১৯৫০ খ্রী. পুনরায় সংস্কৃত কলেজের গবেষণা বিভাগের অন্তর্গত দর্শন বিভাগে প্রধান অধ্যাপকরূপে কর্মরত ছিলেন। সারাজীবন অসংখ্য জ্ঞানীর কাছে যেমন শিখেছেন, তেমনই অসংখ্য গুণী ছাত্রকে পড়িয়েছেন। ড. রাধাকুমুদ, বৈদ্য ধরণীধর গুপ্ত, অধ্যাপক বিনয় সরকার প্রমুখ তাঁর বন্ধু ছিলেন। ১৯৩২ খ্রী. 'মহামহোপাধ্যায়' এবং ১৯৫৭ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক 'ডি.লিট.' উপাধি পান। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'বিল্বমঙ্গলম্', 'প্রাচীন ভারতের দণ্ড-নীতি', 'জন্মানুসারে বর্ণব্যবস্থা', 'মহামতি বিদুর', 'ভারতীয় দর্শনের সমন্বয় ও ভারতীয় দর্শনের বিচারনীতি'; সম্পাদিত ও অনূদিত গ্রন্থ : 'অদ্বৈত সিদ্ধি'র টীকা ও বঙ্গানুবাদ, 'শুক্রনীতি' ও 'ন্যায়ামৃত' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস 'রাজতরঙ্গিণী' সম্বন্ধে তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ 'প্রতিভা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি 'উদ্বোধন', 'উজ্জীবন', 'আওয়ার হেরিটেজ' প্রভৃতি পত্রিকায়ও প্রবন্ধাদি লিখতেন। [৭,৩৩,১৩০]

যোগেন্দ্রনাথ দর্শনশাস্ত্রী (১২৮৯? - ১৫.১১.১৩৭৫ ব.)। ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদ-চিকিৎসক। কবিরাজ শিরোমণি শ্যামাদাস তর্ক-বাচস্পতির ছাত্র। 'তর্কতীর্থ', 'ব্যাকরণতীর্থ' ও 'ষড়দর্শনতীর্থ' উপাধি প্রাপ্ত ছিলেন। [৪]

যোগেন্দ্রনাথ দাস (১৯০৭ - ২৯.৯.১৯৪২) সুন্দ্রা—মেদিনীপুর। কৈলাসচন্দ্র। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে মহিষাদল পুলিস স্টেশন আক্রমণকালে পুলিসের গুলিতে মারা যান। [৪২]

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (১২.৭.১৮৪৫ - ১২.৬.১৯০৪)। শিমহাট—নদীয়া। উমেশচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়। ১৮৭২ খ্রী. এম.এ. পাশ করে কিছুকাল স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পরে ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজের অধ্যাপক এবং ১৮৮০ খ্রী. ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। পাশ্চাত্য রাজনৈতিক ইতিহাস ও দর্শনে গভীর জ্ঞান ছিল। সমাজ-সংস্কারে বিদ্যা-সাগরের সহায়ক ছিলেন। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বিধবা কন্যাকে বিবাহ করেন এবং এজন্য আত্মীয়স্বজন দ্বারা উৎপীড়িত হয়েছিলেন। রাজনীতিতে দূর-দর্শী ছিলেন। জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য হিন্দু-মেলার নাম পরিবর্তন করে 'ভারতমেলা' করার প্রস্তাব করেন। তিনি জাতীয় ভাষার প্রশ্নটিও ভেবেছিলেন। তাঁর মত ছিল—হিন্দী ভারতের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার উপযুক্ত। এই মত খুব সম্ভবত ১৮৭৮ খ্রী. প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষার প্রতি আন্তরিক আগ্রহ ছিল এবং প্রবন্ধাদি বাংলাতেই লিখতেন। সেই সময় শিক্ষিতমহলে ইংরেজীতে লেখারই প্রচলন ছিল। 'আর্যদর্শন' পত্রিকার সম্পা-দক এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি ছিলেন। গ্যারিবল্ডী, ম্যাটসিনি, জন স্টুয়ার্ট মিল, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতির জীবনী রচনা করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য অন্যান্য গ্রন্থ : 'কীর্তিমন্দির', 'প্রাণোচ্ছ্বাস', 'আত্মোৎসর্গ', 'সমা-লোচনমালা' প্রভৃতি। বাঙলায় গুপ্ত বিপ্লবী দল গঠনের সময়ে বিদ্যাভূষণ মহাশয় রচিত প্রথম দু'টি জীবনী গ্রন্থ সদস্যদের অবশ্য-পাঠ্য ছিল। [৩,৭,৮,২৫,২৬,৯৮]

যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল (১৩০৭? - ১৮.৬.১৩৭৫ ব.) পূর্ববঙ্গ। তফসিলী সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নেতা। তিনি অবিভক্ত বাঙলার এবং পাকিস্তান সৃষ্টির প্রাক্কালে অন্তবর্তী সরকারের মন্ত্রিসভার অন্যতম সভ্য ছিলেন। পাকিস্তানের হিন্দুনীতির প্রতিবাদে তিনি পাকিস্তান ত্যাগ করে ভারতে এসে বসবাস শুরু করেন। [৪]

যোগেন্দ্রনাথ মিত্র। পেশায় ইঞ্জিনীয়ার ও নেশায় নাট্যরসিক ছিলেন। সরকারী চাকরি করতেন। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে মঞ্চসজ্জায় কলকব্জার সাহায্যে যাদু সৃষ্টি করেন। অমৃতলাল বসুর প্রথম নাটক 'হীরকচূর্ণ' নাটকাভিনয়ে ২৫.১১.১৮৭৫ খ্রী. মঞ্চে রেলগাড়ী দেখান। এটি প্রকৃত রেলগাড়ীর মতই বাঁশী বাজাতে, ধোঁয়া ছাড়তে ও চলতে পারত। 'বৃত্র-সংহার' নাটকে নিকবন্ধ দৈত্য উড়ে এসে শচী-দেবীকে কেশাকর্ষণ করে শূন্যে নিয়ে যেত। নিজে ছোটখাটো ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করতেন।

যোগেন্দ্রনাথকে বাঙলা তথা ভারতের প্রথম মঞ্চ-মায়াকর বলা যেতে পারে। [৬৫]

যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র (১২৬৮? - ২৮.৯.১৩৩৮ ব.) গোঁড়াপাড়া—নদীয়া। পিতা রামপ্রসন্ন নীল-কুঠীর দেওয়ান ছিলেন। বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করে হুগলী কলেজে ও পরে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে এফ.এ. পর্যন্ত পড়েন। এই সময় পিতার মৃত্যু হওয়ায় তিনি শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। এরপর কটকের সেট্‌ল্‌মেণ্ট অফিসার লায়ান্‌স্‌ সাহেবের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সেট্‌ল্‌মেণ্ট অফিসের হেড ক্লার্ক ও ক্রমে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেট্‌ল্‌মেণ্ট অফিসার, ডেপুটি কালেক্টর, রেভিনিউ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট এবং পরে বেঙ্গল গভর্নমেন্টের রাজস্ব-বিভাগের আণ্ডার-সেক্রেটারী হন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের আগে শিক্ষকতা করবার সময় রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি গান ও কবিতা সঙ্কলন করে 'রবিচ্ছায়া' নামে নিজব্যয়ে প্রকাশ করেন। এইসূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ২৩ বছর বয়সে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় 'কেন অস্ত্র পাব না' শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করে 'অস্ত্র আইন'-এর প্রতিবাদ করেন। বাঙলা সরকারের আণ্ডার-সেক্রেটারী পদে থাকার সময় সুভাষচন্দ্রের পাশপোর্ট পাওয়ার জন্য জামিন হন (১৯১৬)। কৃষ্ণনগরে অভিযুক্ত ছাত্রদের মামলায় ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের সওয়াল ও বিবরণ তিনি ইংরেজীতে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। [৫,৩৩,৮৭]

যোগেশচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৬ - ১৫.১১.১৯৭২)। পিতা শরৎচন্দ্র। কংগ্রেসের অন্যতম নেতা ও কলিকাতা হাইকোর্টের নাম-করা ব্যারিস্টার জে. সি. গুপ্ত বহু ঐতিহাসিক রাজনৈতিক মামলায় আসামী পক্ষে সওয়াল করে খ্যাতি অর্জন করেন। এগুলির মধ্যে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা, মেছুয়া-বাজার বোমার মামলা, বার্জ হত্যা মামলা, আন্তঃ-প্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ঐ সময় বিপ্লবী কর্মীদের সাহায্যার্থ তিনি যেভাবে এগিয়ে এসেছিলেন তা স্মরণীয়। অবিভক্ত বাঙলার ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যরূপে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও দৈনিক সংবাদপত্র 'অ্যাডভান্স'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বিভিন্ন ব্যবসায়-বাণিজ্যের সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য, দলের চীফ হুইপ ও এক সময় কংগ্রেস পরিষদীয় সদস্য ছিলেন। [১৬,১৪৬]

যোগেশচন্দ্র ঘোষ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী। জলছত্র—ফরিদপুর। পূর্ণচন্দ্র। তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে রসায়নশাস্ত্রে এম.এ. পাশ করার পর লণ্ডন থেকে এফ.সি.এস. এবং আমেরিকা থেকে এম.সি.এস. ডিগ্রী লাভ করেন। বিহারের ভাগলপুর কলেজের রসায়ন বিজ্ঞানে অধ্যাপনা করতেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ছাত্র ছিলেন। পরে বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধিৎসা নিয়ে তিনি আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং 'সাধনা ঔষধালয়' নামে ঢাকায় এক প্রতিষ্ঠান গঠন করে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা দ্বারা রোগ নিরাময়ের পথ প্রদর্শনে অগ্রণী ভূমিকা নেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ছিলেন। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের শাখা পৃথিবীর বহু দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। সুশিক্ষক ছিলেন। শিক্ষক-জীবনে তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'Simple Geography', 'Simple Arithmetic', 'Text Book of Inorganic Chemistry' প্রভৃতি। তিন খণ্ডে রচিত তাঁর 'আমরা কোন পথে' বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। [১৪৯]

যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৫ - ?) গাও-দিয়া—ঢাকা। বিপিনচন্দ্র। গ্রাম্য পরিবেশে শিশু-কালেই সাঁতার, নৌকাচালনা এবং যৌবনে লাঠি-খেলা শেখেন। ১৯০৭ খ্রী. পিতার ব্যবসায়স্থল বরিশালের দৌলতখান-এ ছিলেন। সেই সময় 'হিত-বাদী' ও 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার মাধ্যমে বিপ্লবী দলের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবগত হন। শিক্ষার অসুবিধার জন্য পিতার সঙ্গে কুমিল্লায় যান। ক্রমে অনুশীলন দলের ঢাকা সমিতির সংগঠক পুলিন দাসের সহকারী পূর্ণ চক্রবর্তীর প্রভাবে এই গুপ্ত বিপ্লবী দলের সদস্য হন। ১৯১৩ খ্রী. কুমিল্লায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনে স্বেচ্ছা-সেবকরূপে সরকারী আদেশ অমান্য করেন। ১৯১৪ খ্রী. বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় ভারতে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের একটি অংশরূপে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও ত্রিপুরা অঞ্চলে বিদ্রোহ ঘটানোর চেষ্টায় অংশ নেন। ৯.১০.১৯১৬ খ্রী. তিনি কলিকাতায় গ্রেপ্তার হন। ইতিমধ্যে ঢাকা ভিক্টোরিয়া স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করে ইণ্টারমিডিয়েট পড়ছিলেন। গ্রেপ্তার হয়ে দালান্দা হাউস সমেত পুলিসের বিভিন্ন ঘাঁটিতে অকথ্য অত্যাচার সহ্য করেন। ১৯২০ খ্রী. মুক্ত হয়ে কংগ্রেসের কলি-কাতা সম্মেলনে যোগ দেন। ১৯২২ খ্রী. কয়েকজন বিপ্লবী বন্ধুর সঙ্গে একটি 'শ্রমিক আবাস' গঠন করেন এবং একটি রোটারী দেশলাই প্রস্তুত কল নির্মাণ করে দেশলাই ও কল বিক্রির চেষ্টা করেন। কুমিল্লার বিখ্যাত ব্যবসায়ী মহেশ ভট্টাচার্যের সাহায্যে ক্রমে এটি একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে। ১৯২৩ খ্রী. দলের নির্দেশে প্রথমে আসাম ও পরে উত্তর প্রদেশে গিয়ে সংগঠন দৃঢ় করে তিনি মাদ্রাজে

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের দূতের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কলিকাতায় ফিরতেই ১৮.১০.১৯২৪ খ্রী. গ্রেপ্তার হন। উত্তরপ্রদেশে তাঁর দলভুক্ত হয়েছিলেন ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত ও অজয় ঘোষ। ১৯২৫ খ্রী. কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা চলা কালে লক্ষ্ণৌ জেলে স্থানান্তরিত হন। দেড় বছর মামলা চলার সময় জেলে খাদ্য-ব্যবস্থার প্রতিবাদে অনশন শুরু করেন এবং রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা পাবার পর অনশন ত্যাগ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন' পরে 'হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি' নামে উত্তর ভারতে দুঃসাহসিক কার্যাবলীর জন্য বিখ্যাত হয়। ৬.৪.১৯২৭ খ্রী. কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় যোগেশচন্দ্রের দ্বীপান্তর হয়। মামলার রায়-দানের দিন থেকে তিনি এবং অপর ৪ জন ৪২ দিন অনশন করেছিলেন। ১১.৭.১৯৩৪ খ্রী. থেকে ২৯.১১.১৯৩৪ খ্রী. জীবনের দীর্ঘতম অনশন করেন আগ্রা জেলে। এই অনশনের ফলে সরকার দাবি মানার অঙ্গীকার করেও ইচ্ছাকৃতভাবে পালন না করায় রাজবন্দীদের বিভিন্ন দাবির ভিত্তিতে ১.১০.১৯৩৫ খ্রী. থেকে ১১১ দিন অনশন করে তিনি ২৪.৮.১৯৩৭ খ্রী. মুক্তি পান। ১৩ বছর জেলে থাকার ফলে তিনি দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। এরপর ২.১২.১৯৩৭ খ্রী. চীফ কমিশনারের দিল্লীত্যাগের আদেশ অমান্য করায় গ্রেপ্তার হন। এইসময়ে বাঙলার মুসলিম লীগ সরকারও তাঁকে বাঙলা থেকে বহিষ্কারের আদেশ জারী করে। মানভূমের নেতা রাঘবাচারিয়ার সহায়তায় ১৯৪০ খ্রী. মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাসী বিপ্লবী দল গঠন করে পার্টির গঠনতন্ত্র প্রস্তুতি কমিটির কনভেনর হন। দলের নাম হয় 'রিভলিউশনারী সোশ্যালিস্ট পার্টি' (R.S.P.)। বিপ্লবী কার্যকলাপে তাঁর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ঐ বছরই পুনরায় গ্রেপ্তার হন ও অনশন করে ৬.১১.১৯৪১ খ্রী. মুক্তি পান। তিনি লক্ষ্ণৌতে টাকা ধার করে জীবনধারণের জন্য লন্ড্রী খোলেন। ১৯৪৩ খ্রী. এক সাব্-ইন্‌স্পেক্টর হত্যা-প্রচেষ্টার মামলায় তাঁকে প্রধান আসামী করা হয় এবং তিনি ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। অবশেষে ১৬.১.১৯৪৬ - ৬.২.১৯৪৬ খ্রী. পর্যন্ত চূড়ান্ত পর্যায়ে অনশন ধর্মঘট করেন এবং নেহেরুর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ও সমর্থনসূচক বিবৃতিদানের ফলে ধর্মঘট তুলে নেন। ১.৪.১৯৪৬ খ্রী. মুক্তি পেয়ে আর.এস.পি. দলের সংগঠনের কাজে হাত দেন। ১৯৩৮/৩৯ খ্রী. কংগ্রেস সোশ্যালিস্টরূপে কৃষক-শ্রমিক সংগঠনের চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৩৯ খ্রী. তিনি উত্তরপ্রদেশ কিষাণসভার সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৩ খ্রী. আর.এস.পি.-র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হন। যোগেশচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক তৎপরতা—১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৮ খ্রী. দলমত-নির্বিশেষে পুরানো বিপ্লবীদের সর্বভারতীয় সম্মেলন আহ্বান। এই সম্মেলনে ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সভাপতি এবং যোগেশচন্দ্র আহ্বায়ক ছিলেন। এখানে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—বারীন ঘোষ, বাবা সোহন সিং ভাকনা, ড. খানখোজে, ড. ভগবান সিং, ড. ডি. ডি. অঠল্যে প্রভৃতি। আর.এস.পি. ত্যাগের পর ১৯৫৫ খ্রী. পুনরায় কংগ্রেসে যোগ দিয়ে পরে সরে দাঁড়ান। বিপ্লবী জীবনের ঘটনাবলী নিয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'In Search of Freedom'। [৩,১০৪,১২৮]

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী [১] (১২৯৩ - ১৩৪৮ ব.) গোবরডাঙ্গা—চব্বিশ পরগনা। প্রখ্যাত নাট্যকার ও অভিনেতা। প্রথম জীবনে গোবরডাঙ্গা স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। বাল্যকাল থেকেই অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ ছিল। ১৩৩১ ব. শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় শুরু করেন। ১৯৩১ খ্রী. শিশিরবাবুর সম্প্রদায়ের সঙ্গে অভিনয় করতে আমেরিকা যান। শিশিরকুমারের প্রেরণায় তিনি 'সীতা' নাটক রচনা করেন এবং এই নাটক নিয়েই শিশিরকুমার 'মনোমোহন নাট্যমন্দির' থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। বহু পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটকের রচয়িতা। তাঁর রচিত 'দিগ্বিজয়ী', 'বিষ্ণুপ্রিয়া', 'নন্দরানীর সংসার', 'পরিণীতা', 'মহামায়ার চর' প্রভৃতি নাটক সমারোহের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। নট ও নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চলচ্চিত্রেও বহু ভূমিকা অভিনয় করেন। [৩,৫]

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী [২] (২৮.৬.১৮৬৪ - ৯.২.১৯৫১) হরিপুর—পাবনা। দুর্গাদাস। জমিদার বংশে জন্ম। প্রথমে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল ও পরে কলিকাতা সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়াশুনা করেন। ১৮৮৬ খ্রী. প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এম.এ. পাশ করে মেট্রোপলিটান কলেজের রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক হন। এরপর বিলাতে গিয়ে অক্সফোর্ডের নিউ কলেজে প্রিলিমিনারী বিজ্ঞান পরীক্ষা ও শেষে আইন পরীক্ষা পাশ করে ইনার টেম্পলে কিছুদিন ব্যারিস্টারি করার পর স্বদেশে ফেরেন। ১৮ মার্চ ১৮৯৫ খ্রী. কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি শুরু করে খ্যাতিমান হন। তিনি দেশবাসীকে স্বাবলম্বী দেখতে চাইতেন। ১৮৯৬ খ্রী. দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর সঙ্গে কলিকাতা কংগ্রেসে স্বদেশী দ্রব্যের প্রদর্শনী করেন। ১৯০০ খ্রী. লাহোর কংগ্রেসে শিল্প-সম্পর্কিত

কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। আইন-বিষয়ক 'Calcutta Weekly Notes' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক এবং ভারতের জাতীয় মহাসমিতির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ও পরামর্শদাতা ছিলেন। [৮,২৫]

যোগেশচন্দ্র দত্ত (২৯.১.১৮৪৭ - ?) কলিকাতা। দুর্গাচরণ। মেট্রোপলিটান ও প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। অগ্রজের মৃত্যুর জন্য শিক্ষা শেষ করতে পারেন নি। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে সম্পাদক করে 'রেইস ও রায়ত' পত্রিকা প্রকাশ করেন। ৮.৪.১৮৭৬ খৃ. শম্ভুচন্দ্র মুখার্জি, ব্যারিস্টার মন্মথনাথ মল্লিক প্রমুখ অপর নয়জনের সঙ্গে যোগেশচন্দ্র লর্ড নর্থব্রুককে টাউন হলের সভায় উত্থাপিত ধন্যবাদ প্রদানের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে তৎকালীন রাজনীতিতে 'অমর দশ' জনের একজনরূপে পরিচিত হন। ১৮৮৩ খৃ. বিখ্যাত মামলায় আনন্দমোহন বসুর সঙ্গে তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামীনদার ছিলেন। সাহিত্য ও আইনসংক্রান্ত বিষয়ে গভীর জ্ঞান ছিল। কলিকাতা পৌরসভার একজন কমিশনার ও অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। [৮]

যোগেশচন্দ্র বাগল (২৭.৫.১৯০৩ - ৭.১.১৯৭২) কুমীরমারা—বরিশাল। জগবন্ধু। তিনি বরিশাল ও কলিকাতায় শিক্ষালাভ করে ১৯২৬ খৃ. সিটি কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হন। ১৯২৯ খৃ. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেন। এখানে সহকর্মী ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, নীরদ চৌধুরী প্রমুখ গবেষক ও সাহিত্যিকবৃন্দ। ব্রজেন্দ্রনাথ ও রামানন্দবাবুর প্রেরণায় যোগেশচন্দ্র গবেষণা কার্যে মনোনিবেশ করেন। ১৯৪০ খৃ. তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থ 'ভারতের মুক্তিসন্ধানী' প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সুপরিচিত হন। ১৯৩৫ খৃ. 'দেশ' পত্রিকায় যোগ দেন এবং এখানে আন্তর্জাতিক বিষয়ে লিখতেন। ১৯৪১ খৃ. 'প্রবাসী'তে ফিরে যান এবং ১৯৬১ খৃ. দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলার পূর্ব পর্যন্ত নিয়মিত কাজ করেছেন। অন্ধ অবস্থাতেও তাঁর গবেষণার বিরাম ছিল না। এই সময়ে ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ সম্পাদনা, নিজের 'হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থ পরিমার্জনা এবং ভারতকোষ ও সাহিত্য সাধক চরিতমালার কাজ করেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে ১৯৩১ খৃ. থেকে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রেকর্ড্‌স্‌ কমিশন, রিজিওন্যাল রেকর্ড্‌স্‌ কমিশন (পশ্চিমবঙ্গ)-এর সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তিনি সাহিত্য সংসদ কর্তৃক তিন খণ্ডে প্রকাশিত বঙ্কিম রচনাবলী (সমগ্র উপন্যাস, সাহিত্য অংশ ও সমগ্র ইংরেজী রচনা সহ) এবং রমেশ রচনাবলীরও সম্পাদনা করেছেন। বাংলা সাহিত্য বিষয়ে ও গবেষণায় তাঁর কাজের স্বীকৃতিতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ তাঁকে 'রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কার' দেন (১৯৫৬)। এছাড়া তিনি 'সরোজিনী বোস স্মৃতি স্বর্ণপদক' (১৯৬২) ও 'শিশিরকুমার পুরস্কার' (১৯৬৬) লাভ করেন। ১৯৫৮ খৃ. বিদ্যাসাগর স্মৃতি বক্তৃতা এবং ১৯৬৮ খৃ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি বক্তৃতা দেন। শেষোক্ত বক্তৃতাটি 'এক্ষণ' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর লেখা 'Women's Education in Eastern India' এবং 'স্ত্রীশিক্ষার কথা' বই দু'খানি বিশেষ তথ্যবহুল। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা বাংলায় ২১ এবং ইংরেজীতে ৪। [১৬,১৭]

যোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি (২০.১০.১৮৫৯ - ৩০.৭.১৯৫৬) দিগড়া—হুগলী। প্রথমে সাবজজ পিতার কর্মস্থল বাঁকুড়া জেলা স্কুলে ভর্তি হন এবং পিতার মৃত্যু হলে স্বগ্রামে ফেরেন। ১৮৭৮ খৃ. বর্ধমান রাজস্কুল থেকে এন্ট্রান্স, ১৮৭৯ খৃ. বৃত্তিসহ এফ.এ., ১৮৮২ খৃ. হুগলী কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে বি.এ. এবং ১৮৮৩ খৃ. বছরের একমাত্র ছাত্র হিসাবে বটানীতে ২য় বিভাগে এম.এ. পাশ করে কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজের লেক্‌চারার হন। মাঝে কিছুদিন কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজে কাজ করে কটকে যান এবং একটানা ৩০ বছর অধ্যাপনার পর ১৯১৯ খৃ. অবসর গ্রহণ করেন। এরপর ১৯২০ খৃ. বাঁকুড়ায় ফিরে আমৃত্যু সেখানে বাস করেন। ৩৬ বছরের অধ্যাপনা জীবনেও তিনি ১২ বছর বাংলা ভাষা-চর্চায়, ১২ বছর জ্যোতির্বিদ্যা-চর্চায় এবং ১২ বছর দেশীয় কলা-চর্চায় ব্যাপৃত ছিলেন। 'প্রবাসী', 'সাহিত্য', 'বঙ্গদর্শন' ও 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধাদি লিখতেন। ওড়িশার জঙ্গলরাজ্য খণ্ডপাড়ার জ্যোতির্বিদ্ চন্দ্রশেখর বা পঠানী সামন্তর ইংরেজী জীবনচরিত রচনা করে তাঁকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পণ্ডিত-সমাজে পরিচিত করার জন্য পুরীর পণ্ডিতসভা কর্তৃক 'বিদ্যানিধি' উপাধি-ভূষিত হন। 'সিদ্ধান্তদর্শন' গ্রন্থ সম্পাদনা ও 'বাশুলী চণ্ডীদাস' নামে পুথি আবিষ্কার করেন। তিনি বাংলা বানানে দ্বিত্ব বর্জন রীতির প্রচলনকারী। 'Ancient Indian Life' গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার, 'পূজাপার্বণ' গ্রন্থের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কার, বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী স্বর্ণপদক ও সরোজিনী পদক পান। উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারি

ডক্টরেট ছিলেন। ১৭.৪.১৯৫৬ খ্রী. বাঁকুড়ায় অনুষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে তাঁকে ডক্টরেট উপাধি দ্বারা সম্মানিত করা হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সভ্য, কয়েক বছর সহ-সভাপতি ও এক বছর সভাপতি ছিলেন। বিজ্ঞান পরিষদ্, উদ্ভিদ বিদ্যা পরিষদ্ ও উৎকল সাহিত্য সমাজের সভ্য ছিলেন। তাঁর রচিত বিজ্ঞান ও সাহিত্য-বিষয়ক উল্লেখযোগ্য পাঠ্য-পুস্তক : 'পত্রালি' (২ খণ্ড), 'আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ', 'রত্নপরীক্ষা', 'শঙ্কুনির্মাণ', 'বাংলা ভাষা' 'বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল', 'চণ্ডীদাস-চরিত'। [৩,৭,২৫,৩৩]

রউফ। ভাটপাড়া—শ্রীহট্ট। পূর্ণনাম—আবদুল রউফ চৌধুরী। পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি 'বিচ্ছেদ সঙ্গীত' কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন (১৩১৯ ব.)। ঐ গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কয়েকটি পদ আছে ; তার মধ্যে একটি—'বন্ধুরে দেখিতে আমি যাব গো নদীয়া'। [৭৭]

রক্ষণ বেরা (? - ১৯৩০) সিতিরিন্দা—মেদিনীপুর। ১৯৩০ খ্রী. চৌকিদারী ট্যাক্সের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করে পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার (১৭শ শতাব্দী)। কাশী-বাসী এই নৈয়ায়িকের রচিত গ্রন্থাবলী বাঙলার বাইরে সুপ্রাপ্য। রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে 'নিরুক্তি-প্রকাশ' সর্বশ্রেষ্ঠ। যশোবিজয়ের 'অষ্টসহস্রী বিবরণে' রঘুদেবের নাম আছে এবং ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের নির্ণয়পত্রে তিনিও স্বাক্ষর করেন। গুপ্তিপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য তাঁর ছাত্র ছিলেন। [৯০]

রঘুনন্দন (১৬শ শতাব্দী) শ্রীখণ্ড। মুকুন্দ। বৈষ্ণব-সমাজের অন্যতম বিশিষ্ট ভক্ত এবং 'গৌর-নামামৃতস্তোত্র' গ্রন্থের রচয়িতা। চৈতন্যদেব তাঁকে পুত্র ব'লে সম্বোধন করে গলায় ফুলের মালা পরিয়েছিলেন। বৈষ্ণবরা তাঁকে মহাপ্রভুর মানসপুত্র বলতেন। [২,২৭]

রঘুনন্দন দাস গোস্বামী (১৭৮৬ - ?) মাড়গ্রাম —বর্ধমান। কিশোরীমোহন। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বংশধর রঘুনন্দন বাল্যে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন শেষ করে ১৮ বছর বয়সে কবিতা রচনা শুরু করেন। তিনি বহু পদ রচনা করে 'গীতমালা'য় সন্নিবন্ধ করেন। তাঁর রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ 'গৌরাঙ্গচম্পু'তে চৈতন্যদেবের নব-দ্বীপলীলা মাত্র বর্ণিত হয়েছে। তিনি ৪৫ বছর বয়সে বাংলায় নিজ বংশবৃত্তান্ত 'রামরসায়ন কাব্য' লেখেন। তাঁর রচিত অপর গ্রন্থ : 'রাধামাধবোদয়', 'দেশিকনির্ণয়', 'বৈষ্ণবব্রতনির্ণয়' প্রভৃতি। তিনি স্মৃতি-বিষয়ক দুইখানি গ্রন্থ লিখেছিলেন। [২,৩,২৫,২৬]

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য (১৬শ শতাব্দী) নবদ্বীপ। হরিহর। প্রখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিত। রঘুনন্দন পিতার কাছে স্মৃতি এবং নবদ্বীপের তৎকালীন সুবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীনাথ তর্কচূড়ামণির কাছে স্মৃতি ও মীমাংসা অধ্যয়ন করে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এই সময় নবাব হোসেন শাহের শাসনকালে বিপর্যস্ত হিন্দুসমাজকে বিপর্যয় থেকে রক্ষার জন্য নানাবিধ সংহিতা, পুরাণ, কল্পসূত্র, দর্শন প্রভৃতি অধ্যয়ন করে তিনি 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্বস্মৃতি-গ্রন্থ' রচনা করেন। এছাড়া তীর্থযাত্রাবিধি প্রভৃতি প্রয়োগগ্রন্থ, দায়তত্ত্ব এবং জীমূতবাহনের (১২শ শতাব্দী) রচিত বিখ্যাত 'দায়ভাগ' গ্রন্থের টীকা লেখেন। স্মৃতিশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্য 'স্মার্ত ভট্টাচার্য' আখ্যায় তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। সামাজিক ও ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর নির্দেশিত মত হিন্দু সমাজে এখনও প্রাধান্য পেয়ে আসছে। [২,৩,২৫,২৬]

— **রঘুনাথ বা রঘু ডাকাত**। বাঙলার একজন নাম-করা দস্যু। তাঁর শৌর্যবীর্যের বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। কলিকাতার উত্তরে কাশীপুর থানার উত্তর-গায়ে যে দ্বাদশ শিবমন্দির আছে তা তাঁর প্রতি-ষ্ঠিত বলে প্রবাদ। শোনা যায় তিনি লুণ্ঠিত সম্পদের বেশীর ভাগ দীন-দরিদ্রের দুঃখমোচনের জন্য ব্যয় করতেন। [২,২৬]

রঘুনাথ দাস (আনু. ১৭২৫ - ১৭৯০)। দাঁড়া-কবির প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা এবং বিখ্যাত কবিয়াল রাসু নৃসিংহের শিক্ষক-গুরু। তাঁর নিবাস কারও মতে কলিকাতা, কারও মতে সালিখা, আবার কেউ কেউ বলেন, গুপ্তিপাড়া। [২০]

রঘুনাথ দাস গোস্বামী (১৪৯৫/৯৬ - ১৫৮২) কৃষ্ণপুর—হুগলী। বৃন্দাবনের ষড়্গোস্বামীর অন্য-তম। পিতা গোবর্ধন সপ্তগ্রাম তালুকের জমিদার ছিলেন। ধর্মানুরাগী পুত্র রঘুনাথকে সংসারী করবার জন্য ১৭ বছর বয়সে বিবাহ দেন কিন্তু রঘুনাথ সাংসারিক ভোগবিলাস ত্যাগ করে চৈতন্য-দেবের সঙ্গে মিলিত হন। বলরাম আচার্যের শিষ্য ছিলেন। ১৬ বছর নীলাচলে মহাপ্রভুর সেবা করেন। মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর বৃন্দাবনে গিয়ে রূপ ও সনাতনের সাহচর্য পান। বৃন্দাবনে তাঁর প্রধান কীর্তি রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড উদ্ধার। তিনি 'উপদেশামৃত', 'মনঃশিক্ষা', 'শ্রীচৈতন্যস্তব কল্প-বৃক্ষ', 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি', 'স্তবমালা', 'চৈতন্যাষ্টক', 'মুক্তাচরিত', 'দানকেলিচিন্তামণি' প্রভৃতি গ্রন্থ

রচনা করেন। স্বরূপ দামোদর-কৃত চৈতন্যজীবনীমূলক কড়চারও বৃত্তিকার ছিলেন। [২,৩,২৫,২৬]

রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, ভট্ট রঘুনাথ (১৫০৫-১৫৭৯) বারাণসী। তপন মিশ্র। রঘুনাথ নীলাচলে এসে ৮ মাস থেকে বৈষ্ণবধর্মে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। রন্ধন-কার্যে সুদক্ষ ছিলেন এবং তিনি নীলাচলে রান্না করে মহাপ্রভুকে খাওয়াতেন। তাঁর রন্ধন-পারিপাট্যের কথা বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে বিবৃত আছে। মহাপ্রভুর আদেশে কৌমার্য-ব্রত অবলম্বন করে কাশীক্ষেত্রে বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পিতামাতার মৃত্যুর পর বৃন্দাবনে যান। সেখানে শ্রীরূপের সভায় তিনি ভাগবত পাঠ করতেন। তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পাঠক ছিলেন। মহাপ্রভুর পরিবারের ষড়্‌গোস্বামীর তিনি অন্যতম। [২,৩]

রঘুনাথ ভাগবতাচার্য। ১৫১৩ খ্রী. চৈতন্যদেব বরাহনগরে কবি রঘুনাথের ঘরে আতিথ্যগ্রহণ করেন এবং তাঁর মুখে ভাগবত পাঠ শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'ভাগবতাচার্য' আখ্যা দেন। রঘুনাথ শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে 'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে প্রায় ২০ হাজার শ্লোক আছে। ১৫৭৬ খ্রী. রচিত 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে। [২]

রঘুনাথ শিরোমণি (১৪৫৫/৬০-?) নবদ্বীপ। বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত। ১৪শ শতাব্দীর মধ্যভাগে গঙ্গেশ উপাধ্যায় কর্তৃক 'তত্ত্বচিন্তামণি' গ্রন্থ রচনার পর অগণিত নব্যন্যায়ের গ্রন্থ-রচয়িতার মধ্যে মহানৈয়ায়িক মিথিলার পক্ষধর মিশ্র ও নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণিই কেবলমাত্র নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। রঘুনাথ অল্পবয়সে পাঠ সমাপ্ত করে অধ্যাপনা শুরু করেন এবং বিচারার্থ মিথিলায় গিয়ে পক্ষধর মিশ্রকে পরাজিত করেন (প্রায় ১৪৮০-৮৫ খ্রী.)। তার ফলে নব্যন্যায়ে মিথিলার প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়ে নবদ্বীপই নব্যন্যায়-চর্চার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। প্রবাদ যে তিনি বাসুদেব সার্বভৌমের কাছে নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেন। চৈতন্যদেব তাঁর সহপাঠী ছিলেন। রঘুনাথের প্রধান গ্রন্থ 'অনুমানদীধিতি' আজও পর্যন্ত ভারতের সর্বত্র দর্শনের দুরূহতম আকরগ্রন্থরূপে স্বীকৃত। এটি প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে তাঁর সময়েই বাঙলাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফলে পূর্বতন ও সমকালীন যে সকল মণিটীকা রচিত হয়েছিল, দীধিতির প্রচারকালে তাদের পঠন-পাঠন নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে যায়। নবদ্বীপে ১৬শ শতাব্দীর প্রথম পাদেই দীধিত্যনুযায়ী সম্প্রদায় সমস্ত শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত-সমাজকে আত্মপক্ষপাতী ও অভিভূত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ঠিক এই সময়ই মহাপ্রভুর সহচর নিত্যানন্দের হরিনামকীর্তন নবদ্বীপকে প্রকম্পিত করে তুলেছিল। এই দুই প্রবল আন্দোলনের ফলে মীমাংসানুগত যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান খুবই কমে যায়। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'প্রত্যক্ষমণিদীধিতি', 'শব্দমণিদীধিতি', 'আখ্যাতবাদ', 'নঞ্‌বাদ', 'পদার্থখণ্ডন', 'দ্রব্যকিরণাবলীপ্রকাশদীধিতি', 'গুণকিরণাবলীপ্রকাশদীধিতি', 'আত্মতত্ত্ববিবেকদীধিতি', 'ন্যায়লীলাবতীপ্রকাশদীধিতি' প্রভৃতি। বিখ্যাত স্মৃতিশাস্ত্রবিৎ শূলপাণি মহামহোপাধ্যায় তাঁর মাতামহ। [৯০]

রঘুনাথ সার্বভৌম ভট্টাচার্য। জনৈক বিখ্যাত স্মৃতি ও জ্যোতিঃশাস্ত্রবিৎ। তিনি ১৬৬২ খ্রী. রাজা রাঘবের আদেশে 'স্মার্তব্যবস্থার্ণব' ও রাজা কামদেবের অনুমতি অনুসারে 'ষট্‌কৃত্য-মুক্তাবলী' নামক জ্যোতিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এছাড়া তাঁর রচিত দায়ভাগসম্বন্ধীয় 'স্বত্বব্যবস্থার্ণবসেতুবন্ধ' ও 'সিদ্ধান্তার্ণব' নামে বেদান্ত গ্রন্থ পাওয়া যায়। [২]

রঘুনাথ সিংহ (আনু. ৬৯৫-?)। বিষ্ণুপুরের প্রথম মল্লরাজা রঘুনাথ উত্তর ভারতের জগনগরের রাজপুত্র। প্রচলিত কাহিনী অনুসারে ঐ রাজা পুরীর জগন্নাথদেব দর্শনের উদ্দেশ্যে সস্ত্রীক রওনা দিলে পথে লাউগ্রামে যে সন্তানের জন্ম হয় সেই সন্তানই পরবর্তী কালে স্থানীয় আদিবাসী বাগদীদের যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়ে রণকুশল করে তুলেছিলেন। তাদেরই পরাক্রমে একদিন সমগ্র বিষ্ণুপুর রাজ্য মল্লভূমি নামে অভিহিত হয়। এখন সেই বিস্তৃত রাজ্য বর্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়ার অন্তর্ভুক্ত। রঘুনাথ ৩৪ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে প্রজারা তাঁকে 'আদিমল্ল' ব'লে স্বীকার করে। লাউগ্রামে তাঁর রাজধানী ছিল। তিনি পুটেশ্বরী দেবীমূর্তি স্থাপন করে একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকাল থেকেই বিষ্ণুপুর রাজবংশের খ্যাতি ও সৌভাগ্য বাড়তে থাকে। রঘুনাথের পুত্র জয়মল্ল রাজা হয়ে রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত করেন এবং বিষ্ণুপুরে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। এই বংশ প্রায় নয় শ বছর রাজত্ব করে। [২,১৮]

রঘুনাথ সিংহ, দ্বিতীয় (?-১৭১২) বিষ্ণুপুর। দ্বিতীয় দুর্জয় সিংহ। মল্লরাজবংশের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তাঁর আমলে রাজ্যের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। ১৭০২ খ্রী. রাজা হয়ে মল্লদের সামরিক গৌরব ফিরিয়ে আনেন। তাঁর রাজত্বের সময় চেতা-বরদার (মেদিনীপুর) ভূস্বামী শোভা সিংহ স্বাধীনতা ঘোষণা করলে রঘুনাথ সম্রাট আওরঙ্গজেবের পক্ষে মোগলদের হয়ে শোভা সিংহের বিপক্ষে যুদ্ধ করে চেতা-বরদা অধিকার করতে

সমর্থ হন। কথিত আছে, তিনি শোভা সিংহের প্রাসাদ থেকে লালবাঈ নামে এক অতুলনীয়া সুন্দরী গায়িকাকে নিয়ে আসেন এবং তাঁর প্রেমমুগ্ধ হয়ে রাজকার্যে অবহেলা করতে থাকেন। পরে লালবাঈয়ের প্ররোচনায় ইসলামধর্ম গ্রহণে উদ্যোগী হলে রঘুনাথ নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গোপাল সিংহ রাজা হয়েছিলেন। রঘুনাথ সিংহের আমন্ত্রণে সেনী ঘরানার বাহাদুর খাঁ ও পীরবক্স বিষ্ণুপুরের দরবারে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং সেই সময় থেকে বাঙলাদেশে ধ্রুপদ সঙ্গীতের চর্চা শুরু হয়। [৫২]

রঘুমণি বিদ্যাভূষণ (?-১৮১১)। পিতা—রামানন্দ বিদ্যালঙ্কার। পণ্ডিত রঘুমণি চিতপুর-নবাব দেলওয়ার জঙ্গের অনুমতিক্রমে চিতপুর মোকামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করেছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'দত্তকচন্দ্রিকা', 'আগমসার', 'শব্দমুক্তামহার্ণব', (অভিধান) ও 'প্রাণকৃষ্ণীয় শব্দাব্ধি'। [৬৪]

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৩.৫.১৮৮৭) কাকুলিয়া—বর্ধমান। রামনারায়ণ। গ্রামস্থ পাঠশালায় ও মিশনারী স্কুলে পড়ে হুগলী মহসীন কলেজে ভর্তি হন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য ১৮৪৩ খ্রী. কলেজ ত্যাগ করেন। ইংরেজী, সংস্কৃত ও প্রাচীন ওড়িয়া কাব্য-সাহিত্যে তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। ঈশ্বর গুপ্তের সাহচর্যে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় তিনি সাহিত্য রচনা শুরু করেন। ১৮৫৫ খ্রী. প্রকাশিত 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। ঐ সময়কার এডুকেশন গেজেটে তাঁর গদ্য ও পদ্য উভয় রচনাই প্রকাশিত হত। ১৮৬০ খ্রী. কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ৬ মাস অধ্যাপনার পর আয়কর অ্যাসেসর ও ডেপুটি কালেক্টর হন। ক্রমে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে সুনামের সঙ্গে চাকরি করে ১১.৪.১৮৮২ খ্রী. অবসর নেন। একজন স্বদেশপ্রেমিক কবিরূপে ইতিহাসে স্বাক্ষর রেখে গেছেন। বাঙলার বুদ্ধিজীবী মহলে দেশপ্রেমের চেতনা জাগানোর জন্য রঙ্গলালের কাব্য অনস্বীকার্য অবদান রেখে গেছে। রচিত কাব্য-গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'পদ্মিনী উপাখ্যান', 'কর্মদেবী' এবং 'শূরসুন্দরী'। টডের অ্যানাল্স্ অফ রাজস্থান থেকে উপাখ্যান অংশ নিয়ে 'পদ্মিনী উপাখ্যান' রচনা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর স্বদেশী যুগের বিপ্লবীগণ পদ্মিনী উপাখ্যানের অংশ 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায়/দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায়' শীর্ষক পংক্তিগুলি মন্ত্ররূপে উচ্চারণ করতেন। তিনি সংস্কৃত কুমারসম্ভবের পদ্যানুবাদ করেছিলেন। 'নীতিকুসুমাঞ্জলি' তাঁর অপর পুস্তিকা। তাঁর 'কাঞ্চী-কাবেরী' (১৮৭৯) কাব্য-গ্রন্থ প্রাচীন ওড়িয়া কাব্যের অনুসরণে লিখিত। তিনি 'উৎকল দর্পণ' নামে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করেন। ওড়িশার পুরাতত্ত্ব ও ওড়িয়া ভাষা সম্বন্ধে বহু নিবন্ধ তিনি লিখেছেন। ইংরেজী-প্রভাবিত বাংলা সাহিত্যের তিনি অন্যতম পথপ্রদর্শক। [৩, ৭,৮,২৫,২৬]

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় (১৪.৩.১২৫০ ব.-?)। রাহুতা—চব্বিশ পরগনা। বিশ্বম্ভর। সুকবি রঙ্গলালের মধ্যম ভ্রাতা ত্রৈলোক্যনাথ ইংরেজী ও বাংলা ভাষার একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। রঙ্গলালকে প্রথম বয়সেই সংসার চালানোর জন্য ব্যস্ত থাকতে হওয়ায় কোনও প্রসিদ্ধ কলেজাদিতে বিদ্যাশিক্ষা করতে পারেন নি। কিন্তু নিজের চেষ্টায় ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত ও গণিতশাস্ত্র শিখেছিলেন। তিনি চাকরি জীবনের অধিকাংশ সময়ই শিক্ষকতা করেছেন। বীরভূমের ভাণ্ডিরার স্কুলের প্রধান শিক্ষক থাকা কালে তদানীন্তন স্কুল পরিদর্শক ভূদেব-মুখোপাধ্যায় ১৮৭০ খ্রী. ঐ স্কুল পরিদর্শনে গিয়ে তাঁর কবিতাপুস্তক প্রতিভার পরিচয়ে আনন্দিত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহের মত প্রচলিত করলে তিনি হাস্যোদ্দীপক গান রচনা করেন —'বে'চে গেলুম অ'লো দিদি একাদশীর দায়ে/ বিদ্যাসাগর দেবে নাকি বিধবা রমণীর বিয়ে'...। 'সোমপ্রকাশ', 'জন্মভূমি', 'কল্পদ্রুম', 'আর্যদর্শন' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ১২৯০ ব. কলিকাতায় একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে, পরে সেটি নিজগ্রামে নিয়ে যান এবং প্রসিদ্ধ 'বিশ্বকোষ' অভিধান প্রকাশ শুরু করেন। এই অভিধানের প্রথম ভাগ থেকে দ্বিতীয় ভাগের কিছু অংশ তাঁর সম্পাদিত। রচিত গ্রন্থ: 'শরৎশশী', 'বিজ্ঞানদর্শক', 'চিত্তচৈতন্যোদয়', 'বৈরাগ্যবিপিন-বিহার' প্রভৃতি। [২০,২৫,২৬]

রজতকুমার সেন (১৯১০-৬.৫.১৯৩০) চট্টগ্রাম। রজনলাল। গুপ্ত বিপ্লবী দল 'ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মি'র সভ্য ছিলেন। ১৮.৪.১৯৩০ খ্রী. চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে এবং ২২.৪.১৯৩০ খ্রী. জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। চট্টগ্রামের ইউরোপীয়দের আবাস-স্থল আক্রমণকালে প্রহরীদের সঙ্গে এক সংঘর্ষে তাঁর মৃত্যু ঘটে। [১০,৪২]

রজনীকান্ত গুপ্ত (১৩.৯.১৮৪৯-১৩.৬.১৯০০) তেওতা—ঢাকা। কমলাকান্ত। স্থানীয় বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে এন্ট্রান্স শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য পড়াশুনায় আর অগ্রসর হতে পারেন নি। পিতার কবিরাজি বা সরকারী চাকরি

কোনটাই পছন্দ না করে লেখকের জীবিকা গ্রহণ করেন। নিজ অধ্যবসায়বলে বাংলা রচনায় এতদূর পারদর্শী হন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এফ.এ. ও বি.এ. পরীক্ষায় বাংলা রচনার পরীক্ষক নিযুক্ত করেন। সামান্য পারিশ্রমিকে 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখতেন এবং ১২৮৮ ব. 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা প্রকাশিত হলে তার লেখকশ্রেণীভুক্ত হন। ১৯.৪.১৮৯৪ খ্রী. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম অধিবেশনের দিন থেকেই তিনি তার সদস্য ও কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য এবং পরিষদের মুখপত্র 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'র প্রথম সম্পাদক ছিলেন। তিনি 'জয়দেবচরিত' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখে শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কাছে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। 'চরিতমালা', 'নবচরিত', 'প্রতিভার পরিচয়', 'বীর মহিলা', 'ভীষ্মচরিত', 'আর্যকীর্তি' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' (৫ খণ্ড) বাংলায় ঐতিহাসিক সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় তাঁর ২০ বছর সময় লেগেছিল। সরকারের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ নূতন উপাদানে তিনি এই ইতিহাস রচনা করেন। এই গ্রন্থের ৩য় খণ্ড প্রকাশ করতে বাঙালী প্রকাশকগণ ভয় পেয়েছিলেন। তাঁর রচিত 'দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ক প্রস্তাব' পুস্তিকায় ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাস পাওয়া যায়। সাহিত্য পরিষদ্ তাঁরই প্রস্তাবমত ভূগোল, অঙ্ক, বিজ্ঞান ইত্যাদি পড়ানোর জন্য পরিভাষা সমিতি গঠন করে। রবীন্দ্রনাথ এই সমিতির একজন সভ্য ছিলেন। [৩,৬,৭,৮,২৫, ২৬,২৮]

রজনীকান্ত গুহ (১৯.১০.১৮৬৭ - ১৩.১২. ১৯৪৫) জামুরিয়া—ময়মনসিংহ। উমাকান্ত। ১৮৮১ খ্রী. ছাত্রবৃত্তি পাশ করেন। ১৮৮৮ খ্রী. ময়মনসিংহ ইন্‌স্টিটিউশন থেকে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা, ১৮৯০ খ্রী. ঢাকা কলেজ থেকে এফ.এ. ও ১৮৯২ খ্রী. ইংরেজীতে (২য়) অনার্সসহ বি.এ. পাশ করে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক হন। এই বছরই বিবাহ হয়। ১৮৯৩ খ্রী. প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে এম.এ. পাশ করেন। ১৮৯৪ খ্রী. ভবানীপুর এল.এম.এস. কলেজে শিক্ষকতা করেন। ১৮৯৪ - ৯৬ খ্রী. কলিকাতা সিটি কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। পরে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বাঁকীপুরে 'রামমোহন রায় সেমিনারী' নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে ১৮৯৭ - ১৯০১ খ্রী. যৎসামান্য বেতনে শিক্ষকতা করেন। ২১.৬.১৯০১ - ৩০.৬. ১৯১১ খ্রী. পর্যন্ত বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে প্রথমে অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ পদে কাজ করেন। এই সময় স্বদেশী দলের সঙ্গে যোগাযোগ থাকায় পদচ্যুত হন। ১.৭.১৯১১ - ৩০.৬.১৯১৩ খ্রী. ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১.৭.১৯১৩ - ৩০.৬.১৯১৪ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। সরকারী আদেশে পুনরায় পদচ্যুত হন। এরপর সিটি কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন ও ১৯৩৬ খ্রী. তার অধ্যক্ষ হন। আদর্শ শিক্ষক ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত, গ্রীক, ফরাসী, ল্যাটিন জানতেন। মূল গ্রীক থেকে 'সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস', 'অ্যান্টোনিয়াসের আত্মচিন্তা' এবং 'মেগাস্থিনিসের ভারত বিবরণ' অনুবাদ করেন। রচিত গ্রন্থ : 'সক্রেটিস' (২য় খণ্ড)। [৩,৮২]

রজনীকান্ত ঘোষ (? - ২৭.৯.১৯৪২) সোনাকানিয়া—মেদিনীপুর। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে বেলবনিতে শোভাযাত্রাকালে পুলিসের আক্রমণে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৪ - ২৪.১১. ১৯৩৬) ঝালকাঠি—বরিশাল। সুরেন্দ্রনাথ ও অশ্বিনীকুমারের অনুগামিরূপে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। বরিশালের সকল আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে বহুবার কারাবরণ করেন। ঝালকাঠি পৌরসভা এবং ১৯২১ খ্রী. থেকে ১১ বছর জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। ঝালকাঠিতে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। [১০]

রজনীকান্ত মাইতি (? - ২৯.৯.১৯৪২) খাজুরারি—মেদিনীপুর। শ্রীরাম। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে ভগবানপুর পুলিস স্টেশন আক্রমণকালে তিনি পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

রজনীকান্ত সেন ১ (২৬.৭.১৮৬৫ - ১৩.৯. ১৯১০) ভাঙ্গাবাড়ী—পাবনা। পিতা 'পদচিন্তামণি' নামক কীর্তনগ্রন্থ ও 'অভয়াবিহার' গীতিকাব্যের রচয়িতা গুরুপ্রসাদ। রজনীকান্ত রাজশাহীতে প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে ১৮৮৩ খ্রী. কুচবিহার জেনকিন্স্ স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, রাজশাহী কলেজ থেকে এফ.এ., সিটি কলেজ থেকে বি.এ. এবং ১৮৯১ খ্রী. বি.এল. পাশ করে রাজশাহী কোর্টে ওকালতি শুরু করেন। কিছুদিন নাটোর ও নওগাঁর অস্থায়ী মুন্সেফ ছিলেন। ১৫ বছর বয়সে কালীসঙ্গীত রচনার মাধ্যমে তাঁর কবিত্বশক্তির প্রকাশ ঘটে। রাজশাহীতে অবস্থানকালে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের সঙ্গে পরিচিত হন। অক্ষয়কুমারের ভবনে গানের আসরে তিনি স্বরচিত গান গাইতেন এবং

এইখানেই কবি দ্বিজেন্দ্রলালের কণ্ঠে হাসির গান শুনে হাসির গান রচনা শুরু করেন। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে গান রচনা করতে পারতেন। রাজশাহী থেকে প্রচারিত 'উৎসাহ' মাসিক পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হত। তাঁর কবিতা ও গানের বিষয়বস্তু মুখ্যত দেশপ্রীতি ও ভক্তি। হাস্যরসপ্রধান গানের সংখ্যাও কম নয়। দীনেশচন্দ্র সেনের মতে 'রজনীকান্তর মত মিষ্ট ও আকর্ষণীয় গান আর কখনও শুনি নি, দুঃখ ও হতাশার মধ্যে তাঁর গানই আমার সান্ত্বনা'। রচিত বিখ্যাত দেশাত্মবোধক গান—'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই...'। রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৮ ; তার মধ্যে 'বাণী', 'অমৃত', 'কল্যাণী', 'অভয়া', 'আনন্দময়ী', 'সদ্ভাবকুসুম', 'শেষদান' ও 'বিশ্রাম'—প্রত্যেকটি গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। [৩,৭,১০,২৫,২৬,১১৬,১২৪]

রজনীকান্ত সেন ২। বরমা—চট্টগ্রাম। ১৯৩০ খ্রী. চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলে যোগ দেন। পুলিস ইন্‌স্পেক্টর আসানুল্লা হত্যার ব্যাপারে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিসের নির্মম অত্যাচারের ফলে হাসপাতালে মারা যান। [৪২]

রজনীনাথ রায় (১৫.১২.১৮৪৯ - ১৫.৪. ১৯০২) গাওদিয়া—ঢাকা। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। এফ.এ. ও বি.এ. পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। সরকারী অর্থ-বিভাগের উচ্চপদে কাজ করতেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী নেতা রজনীনাথ বিধবা ও অসবর্ণ বিবাহে উৎসাহী ছিলেন। নিজে একটি কুলীন কন্যাকে বহুপত্নীক বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহের দুর্গতি থেকে বাঁচানোর জন্য সিভিল ম্যারেজ আইনে বিবাহ করেন। রক্ষণশীল হিন্দুগণ এই বিবাহ উপলক্ষে বিপর্যস্ত হয়ে কুৎসা প্রচারের জন্য পুস্তিকা বিতরণ করে। নারীশিক্ষার প্রসারকল্পে ১৮৭৬ খ্রী. বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে তিনি দুর্গামোহন দাসকে সাহায্য করেছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে সহশিক্ষা চালু করার জন্য সংগ্রাম করেন। সরকারী কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও ১৯০২ খ্রী. কার্জনের নীতির সমালোচনা করতে ভীত হন নি। [৮]

রজনীপাম দত্ত (১৮৯৬? - ২০.১২.১৯৭৪) ইংল্যাণ্ডের কেম্ব্রিজে জন্ম। পিতা উপেন্দ্রকৃষ্ণ ১৮৭৮ খ্রী. ডাক্তারী পড়ার জন্য কলিকাতা থেকে লণ্ডনে যান এবং কেম্ব্রিজে স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেন। সেখানে তিনি ৬ পেনীর ডাক্তার অর্থাৎ গরীবের ডাক্তার হিসাবে পরিচিত ছিলেন। রজনীপাম ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা-সভ্য। কেম্ব্রিজ স্কুল থেকে বৃত্তিসহ সসম্মানে পাশ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালে ১৯১৫ খ্রী. সৈন্যবিভাগে যোগ দিতে বাধ্য হন। যুদ্ধ-বিরোধী মতামত ঘোষণা করায় কিছুদিন তিনি কারারুদ্ধ থাকেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি 'সোশ্যালিস্ট সোসাইটি' নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। এই সংস্থা ১৯১৭ খ্রী. রুশ বিপ্লবকে সংবর্ধনা জানানর চেষ্টা করলে তিনি অক্সফোর্ড থেকে বিতাড়িত হন। পরের বছর কেবলমাত্র পরীক্ষার সময়টুকু অক্সফোর্ডে অবস্থানের অনুমতি লাভ করেন। এই পরীক্ষায় তিনি ৮টি বিষয়েই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ৩১.৭.১৯২০ খ্রী. অনুষ্ঠিত 'কমিউনিস্ট ইউনিটি কনভেনশন'-এর তিনি প্রতিষ্ঠাতা-সভ্য এবং ১৯২২ খ্রী. পার্টি পুনর্গঠন কমিশনের সভাপতি ছিলেন। ঐ বছরই ফিনল্যাণ্ডের পার্টি-সভ্যা Salme Murik-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯২১ খ্রী. তিনি 'লেবার মান্থলি' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯২৪ খ্রী. থেকে ১৯৩৬ খ্রী. পর্যন্ত তিনি বেলজিয়াম ও পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে কখনও আত্মগোপন করে কখনও প্রকাশ্যে বাস করতে থাকেন। এই সময় কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের পশ্চিম-ইউরোপীয় শাখার অন্যতম নেতা হিসাবে কাজ করেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জন্য 'দত্ত ব্রাডলে থিসিস' ১৯৩৬ খ্রী. ব্রাসেল্‌স্‌ শহরে লিখিত হয়। কমিণ্টার্নের সপ্তম কংগ্রেসে যোগদানের পর ১৯৩৭ খ্রী. লণ্ডনে ফেরেন। তখন তিনি গ্রেট ব্রিটেনে কমিউনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরোর সভ্য, পার্টির মুখপত্র 'ডেইলী ওয়ার্কার' এবং 'লেবার মান্থলি' পত্রিকার সম্পাদক ও সিক্সম্যান পপুলার ফ্রণ্ট কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৩৯ খ্রী. থেকে ১৯৪১ খ্রী. পর্যন্ত তিনি পার্টির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। ১৯৪৬ খ্রী. তিনি ডেইলী ওয়ার্কার-এর পক্ষ থেকে 'কেবিনেট মিশন' সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য ভারতবর্ষে আসেন। অসুস্থতার কারণে ১৯৬৭ খ্রী. পার্টির নেতৃস্থান থেকে অবসর-গ্রহণ করেন। রচিত গ্রন্থাবলী : 'Socialism and the Living Wage', 'Two Internationals', 'Life of Lenin', 'World Politics', 'Fascism and the Social Revolution', 'India Today', 'Britain in the World Front', 'Crisis of Britain and the British Empire', 'The Internationale' প্রভৃতি। ক্লেমেন্স দত্ত তাঁর সহোদর। [১৬]

রজবউদ্দিন। কাছাড়। রচিত 'মুর্শিদি ভাটিয়ালী ও কটন জালুয়ানী গীত' গ্রন্থে তাঁর রচিত রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কয়েকটি পদ আছে। একটি পদের

নমুনা : '...আমার নয়নের বালি বনমালি পায় যদি গো চন্দ্রাবলী'। [৭৭]

রঞ্জন শেখ। বীরভূম জেলার রঞ্জন শেখ ১৮৫৭ খ্রী. সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেন। [৫৬]

রঞ্জিত রায়। আরবী, ফারসী প্রভৃতি তৎকালীন রাজকীয় ভাষা এবং সংস্কৃত, হিন্দী, বাংলা, পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর অধীনে 'আমিন' বা 'ক্রোক সাঁজোয়াল' রূপে কর্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত দোঁহাবলী 'চিচতান কেতাব'। [২]

রণদা উকিল (১৮৮৮ - ৯.৮.১৯৭০)। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্থাপিত ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্টকে কেন্দ্র করে যে কয়জন শিল্পী পরে শিল্পজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, রণদা উকিল ছিলেন সেই গোষ্ঠীরই একজন। ভারতীয় রীতিতে ছবি এঁকে সুনাম অর্জন করেন। পুরানো পত্রপত্রিকায় এককালে তাঁর বহু শিল্পনিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার লণ্ডন শহরের ইণ্ডিয়া হাউসের প্রাচীন চিত্র আঁকার জন্য যে তিন জন শিল্পী নির্বাচন করেন তাঁদের মধ্যে তিনিও ছিলেন একজন। শিল্পজগতে সুপরিচিত সারদা উকিল তাঁর অগ্রজ এবং বরদা উকিল তাঁর অনুজ ছিলেন। [১৭]

রণদাপ্রসাদ গুপ্ত (? - ১৯২৭)। প্রসিদ্ধ শিল্পী। আর্ট স্কুলের ছাত্র থাকা কালে তদানীন্তন অধ্যক্ষ ই. বি. হ্যাভেলের (১৮৯৬ - ১৯০৬) পরিকল্পনা অনুযায়ী ঐতিহ্যানুসারী চিত্রকলার যথাযোগ্য চর্চার জন্য তাকে সর্বপ্রধান স্থান দিয়ে ইণ্ডিয়ান পেইন্টিং ডিপার্টমেন্ট নামে নূতন বিভাগ খোলা হয় এবং যেখানে বাস্তবধর্মী ছবি আঁকা শেখান হত সেই ফাইন আর্ট্‌স্ ডিপার্টমেণ্টকে নিম্নমানের বিবেচিত করা হয়। এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা একযোগে যে ধর্মঘট করে রণদাপ্রসাদ তার কর্ণধার ছিলেন এবং এই কাজের ফলে তিনি কলেজ থেকে বিতাড়িত হন। বাস্তবধর্মী চিত্রপদ্ধতিতে অনুপ্রাণিত রণদাপ্রসাদ শিল্পী শশী হেশের কাছে প্রয়োগবিধি আয়ত্ত করলেও (১৯০০ - ০৫) কোনও পাশ্চাত্য শিল্পীর কাছে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করেন নি। কলেজ থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি গড়ের মাঠেই একটি আর্ট স্কুল খুলে বসেন (১৮৯৭)। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে তার নাম দেওয়া হয় 'জুবিলী আর্ট অ্যাকাডেমি'। এই বিদ্যালয়টি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে বিনামূল্যে জমি, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর কাছ থেকে অর্থসাহায্য ও কলারসিকদের নানা আনুকূল্য লাভ করেছিল। ব্রিটিশ ভারতে এই বিদ্রোহী ছাত্র আমৃত্যু দীর্ঘ ৩০ বছর বিদ্যালয়টি চালিয়েছিলেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে হেমেন মজুমদার, বসন্ত গাঙ্গুলী, প্রহ্লাদ কর্মকার, ভাস্কর প্রমথ মল্লিক প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। [১৮]

রতনমণি চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৩ - ২৫.৯.১৯৭৩) বালি—হাওড়া। বিশ্বনাথ। প্রখ্যাত গান্ধীবাদী নেতা ও বাংলা 'হরিজন' পত্রিকার সম্পাদক। ফিলসফিতে অনার্স নিয়ে বি.এ. পাশ করেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি বিপ্লববাদী শিক্ষক সতীশ সেনগুপ্ত এবং বিপ্লব-সংগঠক আশুতোষ দাসের সঙ্গে মিলিত হয়ে বালিতে অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২০ খ্রী. তিনি মাহাত্মা গান্ধীর অহিংসার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন ও ১৯২১ খ্রী. অসহযোগ আন্দোলনে কারাবরণ করেন। পরবর্তী কালে আরও কয়েকবার তাঁকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। ১৯৩৩ খ্রী. কয়েকমাস তিনি বঙ্গীয় আইন অমান্য পরিষদের ডিক্টেটর এবং ১৯৪০ - ৪১ খ্রী. হুগলী জেলায় ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনকালে তিনি কারারুদ্ধ হন। মুক্তিলাভের পর ১৯৪৩ - ৪৪ খ্রী. দুর্ভিক্ষ দূরীকরণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৫২ খ্রী. তিনি একবার পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন। গান্ধীবাদের একনিষ্ঠ প্রবক্তারূপে বাংলা 'হরিজন' পত্রিকার সম্পাদনায় ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মননশীল প্রবন্ধাদি লিখে সর্বসাধারণের নিকট সমাদৃত হন ও গান্ধী সাহিত্যে যোগ্যতম আসন লাভ করেন। তিনি আশুতোষ চক্ষু চিকিৎসা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ছিলেন। দেশীয় খেলা, বিশেষ করে কপাটি খেলা জনপ্রিয় করার জন্য বালিতে 'চন্দ্রশেখর কপাটি কাপ প্রতিযোগিতা' প্রচলন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় 'বালি সাধারণ গ্রন্থাগারে'র যথেষ্ট উন্নতি হয় এবং বালিতে 'বহুমুখী সমবায় সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। [১৬,১৪৯]

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২৭.১১.১৮৮৮ - ৩.৬.১৯৬১) জোড়াসাঁকো—কলিকাতা। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। প্রথমে শান্তিনিকেতনে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে আমেরিকা যান ও ১৯০৯ খ্রী. কৃষিবিজ্ঞানে বি.এস. হন। রবীন্দ্রনাথের আদর্শে পল্লীর কৃষি ও শিল্পের উন্নতিবিধানে সচেষ্ট ছিলেন। ১৯১০ খ্রী. শেষেন্দ্রভূষণ ও বিনয়িনী দেবীর বিধবা কন্যা প্রতিমা দেবীকে বিবাহ করেন। শান্তিনিকেতনের সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'প্রাণতত্ত্ব', 'অভিব্যক্তি', 'On

the Edges of Time' প্রভৃতি। বিবিধ কারু-শিল্পে, চিত্রাঙ্কনে, উদ্যান-রচনায় ও উদ্ভিদের উৎকর্ষবিধানে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়রূপে পরিগণিত বিশ্বভারতীর তিনি প্রথম উপাচার্য (১৯৫১)। [৩,৪]

রফিকউদ্দিন (?-২১.৫.১৯৫২?)। পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনের অন্যতম শহীদ। পুলিসের গুলিতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের সামনে মৃত্যু। [১৮]

রফিকুল ইসলাম (?-জুলাই ১৯৭১) পটুয়া-খালি-শ্রীরামপুর—বরিশাল। গিয়াসউদ্দিন আহমদ। কুষ্টিয়ায় দর্শনা কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাবান কবি। ম্যাট্রিক পাশ করে তিনি ঢাকা টেক্‌নিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটে ভর্তি হন। এসময়ে পূর্ব-পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। পরে তিনি বরিশাল বি.এম. কলেজে ভর্তি হন। প্রগতিশীল কর্মী হিসাবে ছাত্র-সংসদ গঠনের উদ্যোক্তাদের অন্যতম ছিলেন। বরি-শালের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এবং বরিশাল 'শিল্পী সংসদ' সংগঠনে তাঁর সক্রিয় সহযোগ ছিল। 'সমাজ-সেবা পরিষদ্‌', 'জাগৃহি খেলাঘর', 'মুকুল-ফৌজ', 'লেখক সঙ্ঘ', 'সাহিত্য পরিষদ্‌', 'প্রান্তিক' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি যুব লীগের একজন সক্রিয় সদস্য, 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা, বরিশাল প্রেস ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং বরিশাল জেলা সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। পল্লী সাহিত্য সংগ্রহের কাজেও তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল। ১৯৬৭ খ্রী. তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ. পাশ করে দর্শনা কলেজের অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। ২৯ জুলাই ১৯৭১ খ্রী. পাক-সামরিক বাহিনী অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের মত তাঁকেও গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। তারপর তাঁর আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। তাঁর রচিত বহু কবিতা 'নূতন সাহিত্য', 'চতুরঙ্গ' ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। [১৫২]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৭.৫.১৮৬১-৭.৮.১৯৪১) জোড়াসাঁকো—কলিকাতা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভারতীয় মনীষী এবং বিশ্ববিখ্যাত কবি। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী, নর্ম্যাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমী, সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে বিদ্যাশিক্ষার জন্য তাঁকে পাঠান হলেও তিনি স্কুলের পাঠ শেষ করতে পারেন নি। এজন্য পরিণত বয়সে বিভিন্ন রচনায় তিনি কখনও শিক্ষক, কখনও প্রতি-ষ্ঠান, কখনও পাঠ্যপুস্তককে দায়ী করেছেন। স্কুলের প্রথাগত শিক্ষা তাঁর না হলেও বাড়িতে গৃহশিক্ষকের কাছে জ্ঞানার্জনের কোন ত্রুটি ঘটে নি। শিক্ষায় সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ ঠাকুর বাড়ির পরিবেশে তিনি বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত ও অঙ্কন বিষয়েও পারদর্শী হয়ে ওঠেন। কাব্য-সাধনার ক্ষেত্রে প্রথম জীবনে অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং তাঁর পত্নী কাদম্বরী দেবী বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেন। ১৭ বছর বয়সে একবার ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য তাঁকে বিলাত পাঠান হয়। কিন্তু দেড় বছর পর পিতার আদেশে তিনি দেশে ফিরে আসেন। ছাপার অক্ষরে স্বনামে তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'হিন্দু মেলার উপহার' (৩০.১০.১২৮১ ব.)। ১৮ বছর বয়সের মধ্যে তিনি 'বনফুল', 'কবিকাহিনী', 'ভানু-সিংহের পদাবলী', 'শৈশব সংগীত' ও 'রুদ্রচণ্ড' রচনা করেন। 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ভুবন-মোহিনী প্রতিভা' তাঁর প্রথম গদ্য প্রবন্ধ। জোড়া-সাঁকো ঠাকুর বাড়ি থেকে প্রকাশিত 'ভারতী' (১৮৭৭) ও 'বালক' (১৮৮৫) পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন। 'ভারতী'র প্রথম সংখ্যায় তাঁর প্রথম ছোটগল্প 'ভিখারিণী' এবং প্রথম উপন্যাস 'করুণা' প্রকাশিত হয়। বিলাতবাস কালে তাঁর রচনা 'ভগ্নতরী'। বিলাত থেকে ফিরে তিনি জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ-রচিত 'মানময়ী'তে মদনের ভূমিকায় প্রথম অভিনয় করেন। এক বছর পর স্বরচিত 'বাল্মিকী প্রতিভা' নাটকে নাম-ভূমিকায় অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৮২ খ্রী. 'সারস্বত সম্মেলন'-এর সম্পাদক হন এবং এই সময়ে তিনি 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি রচনা করেন। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১৮৮২) প্রকাশ হবার পর সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিম-চন্দ্রের কাছে জয়মাল্য লাভ করেন। কবির কম বয়সের রচনা নিয়ে সমালোচনার ঝড় তেমন ওঠে নি কিন্তু পরিণত রচনা 'কড়ি ও কোমল', 'চিত্রাঙ্গদা', 'চোখের বালি' প্রভৃতি প্রকাশিত হওয়ার পর ধীরে ধীরে বাঙলার সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্র-বিরোধী একটি সমালোচক দলের সৃষ্টি হয়। এই দলে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এবং দ্বিজেন্দ্র-লাল রায়ের মত বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও ছিলেন। কম বয়সে কবি নিজেও চন্দ্রনাথ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতিকে আক্রমণ করতে দ্বিধা করেন নি। ২২ বছর বয়সে নিজেদের জমিদারী সেরেস্তার এক কর্মচারীর একাদশবর্ষীয়া কন্যা ভবতারিণীর (পরি-বর্তিত নাম মৃণালিনী) সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় (৯.১২.১৮৮৩)। ১৮৮৪ খ্রী. থেকে পিতার আদেশে তিনি বিষয়কর্ম পরিদর্শনে নিযুক্ত হন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারী দেখতে গিয়ে প্রকৃতির সুন্দর পরিবেশ তাঁকে অনেক রচনার

প্রেরণা জুগিয়েছে। এই সূত্রে শিলাইদহ, সাহাজাদপুর কুঠিবাড়ির নাম বাঙালী পাঠকের কাছে পরিচিত হয়েছে। পুত্র রথীন্দ্রনাথের শিক্ষা-সমস্যা থেকেই কবির বোলপুর ব্রহ্মচর্য আশ্রমের সৃষ্টি হয় (২২.১২.১৯০১)। সেই প্রতিষ্ঠানই আজ 'বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে' রূপান্তরিত হয়েছে। ১৯০৫ খ্রী. বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব থেকে দেশের মধ্যে যে রাজনৈতিক ঝড় উঠেছিল তাতে তিনিও শেষ পর্যন্ত জড়িয়ে পড়েন। এই উপলক্ষে তিনি 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গীতটি রচনা করেন। ১৬.১০.১৯০৫ খ্রী. বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে একটি শোভাযাত্রা পরিচালনা ও রাখী উৎসব প্রচলন করেন। পরে অবশ্য তিনি সক্রিয় ভূমিকা থেকে সরে দাঁড়ান। কিন্তু তাঁর জীবনে যখনই ব্রিটিশ শাসনযন্ত্র তার আক্রোশ নির্মমতার সঙ্গে প্রকাশ করেছে তখনই তিনি শক্তিমানের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের (১৩.৪.১৯১৯) প্রতিবাদে তিনি তাঁর সরকার-প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন (২৯.৪.১৯১৯)। ১৯১২ খ্রী. তিনি বিলাত যান। এই সময় বিখ্যাত ইংরেজ শিল্পী রোদেনস্টাইন কবির 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করে মুগ্ধ হন এবং য়ে সিনক্লেয়ার, এজরা পাউন্ড, ইয়েটস প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সঙ্গে এই কাব্য ও কবির পরিচয় করিয়ে দেন। নভেম্বর ১৯১২ খ্রী. গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদ বা 'Song Offerings' প্রকাশিত হয়। এরপর তিনি আমেরিকা ভ্রমণে গিয়ে বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা করেন। সেপ্টেম্বর ১৯১৩ খ্রী. দেশে ফেরেন। অক্টোবর ১৯১৩ খ্রী. প্রথম ভারতবাসী রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেট (১৯১৪) এবং সরকার স্যার (১৯১৫) উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯১৬ খ্রী. দেশভ্রমণে বেরিয়ে তিনি জাপান, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে যান। চীন নূতন প্রজাতন্ত্রী সরকারের আমন্ত্রণে ২১.৩.১৯২৪ খ্রী. চীনে গিয়েছিলেন। মুসোলিনীর আমন্ত্রণে ১৯২৬ খ্রী. ইটালীতে গিয়ে শিল্পতত্ত্ববিদ্ বেনেদেত্তো ক্রোচে ও ফরাসী মনীষী রোমাঁ রলাঁর সঙ্গে পরিচিত হন। সারা ইউরোপ ভ্রমণ ও বক্তৃতা করে ফেরার পথে কায়রো হয়ে আসেন। ১৯২৭ খ্রী. ওলন্দাজ অধ্যাপক বাকের নিমন্ত্রণে দূরপ্রাচ্য সফর করেন। শিক্ষা-বিশেষজ্ঞদের সম্মেলনে যোগদানের জন্য ১৯২৯ খ্রী. কানাডা যান। ১৯৩০ খ্রী. ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া ও পরে পারস্য ভ্রমণ করেন। প্যারিসে শ্রীমতী ওকাম্পোর অর্থানুকূল্যে এবং কঁতেস দ্য নোয়াই-এর সাহায্যে কবির ছবির প্রদর্শনী হয়। বার্লিনেও তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয়। সেখানে তিনি বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের সঙ্গে আলোচনা করেন। রাশিয়া ভ্রমণকালে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার সমাজ, বিশেষ করে তার শিক্ষা-ব্যবস্থা কবিকে মুগ্ধ করেছিল। ১৯৩৪ খ্রী. কবি শেষবার সিংহল ভ্রমণ করেন। দেশে ও বিদেশে বক্তৃতা দিয়ে তিনি যে অর্থ পেতেন তার সাহায্যে তিনি শান্তিনিকেতনের খরচ মেটাতেন। বৃদ্ধ বয়সে শান্তিনিকেতনের অর্থাভাব মেটাতে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সারা ভারতে নৃত্যনাট্য দেখিয়ে অর্থসংগ্রহ করেছেন। কবির স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে গান্ধীজী ১৯৩৬ খ্রী. তাঁকে ৬০ হাজার টাকা সাহায্য করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেট উপাধি দেবার জন্য ৭.৮.১৯৪০ খ্রী. শান্তিনিকেতনে সমাবর্তন উৎসব করে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রচনা-রীতিতে পরিবর্তন দেখা যায়। শেষ-বয়সের রচনা 'পুনশ্চ', 'শেষ সপ্তক', 'শ্যামলী' প্রভৃতি গদ্যছন্দে লেখা। ১৯৪১ খ্রী. তাঁর জন্মদিনে তিনি তাঁর বিখ্যাত রচনা 'সভ্যতার সঙ্কট' পাঠ করেন। রবীন্দ্রনাথের একক চেষ্টায় বাংলাভাষা সকল দিকে যৌবনপ্রাপ্ত হয়ে বিশ্বের দরবারে সগৌরবে নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করেছে। কাব্য, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, গান প্রত্যেক বিভাগেই তাঁর অবদান অজস্র এবং অপূর্ব। তিনি একাধারে কবি, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ্, সুরকার, নাট্যপ্রযোজক এবং স্বদেশপ্রেমিক। বিজ্ঞানে তাঁর অপরিসীম আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থে। বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনায় তিনি প্রয়োজনে সাহায্য করতেন। তাঁর চিত্রাবলীর কয়েকটি অনুলিপির সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রচলিত আছে। রচিত দুই হাজারের উপর গানের স্বরলিপি আজও প্রকাশিত হচ্ছে। দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের (ভারত ও বাঙলাদেশ) জাতীয় সংগীত-রচয়িতারূপে একমাত্র রবীন্দ্রনাথেরই নাম পাওয়া যায়। [৩,৭,৮,১০,২৫,২৬,৮৭,১১৯,১২০,১২১]

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র (১৩০৩ - ১৩৩৯ ব.) নাদুরিয়া —ফরিদপুর। প্রিয়নাথ। পিতার কর্মক্ষেত্র রংপুরে জন্ম। ছোট গল্প রচনায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। দিবাকর শর্মা ছদ্মনামে বহু রচনা প্রকাশ করেছেন। তাঁর রচিত 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল' নাটক ও তার চিত্ররূপ এক সময়ে বাঙলায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা : 'উদাসীর মাঠ', 'থার্ড ক্লাস', 'দিবাকরী', 'বাস্তবিকা', 'ত্রিলোচন কবিরাজ' (ব্যঙ্গগল্প), 'মেবার কাহিনী' (গল্প), 'মায়ার জাল' (উপন্যাস), 'সিন্ধুসরিৎ' (কবিতা) প্রভৃতি। [৩,৪]

রবীন্দ্রমোহন সেন (৮.৪.১৮৯২ - ৮.৬.১৯৭২) বজ্রযোগিনী—ঢাকা। প্রসন্নকুমার। পিতার কর্মক্ষেত্র জামালপুরে—ময়মনসিংহে জন্ম। ১৯০৮ খ্রী. ঢাকা অনুশীলন সমিতির সভ্য হন। জ্ঞানচন্দ্র মজুমদার, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, রমেশ আচার্য, প্রতুল গাঙ্গুলী প্রমুখের সঙ্গে কাজ করেছেন। ১৯১০ খ্রী. বৃত্তি-সহ এন্ট্রান্স পাশ করেন। ১৯১১ খ্রী. প্রথম গ্রেপ্তার হয়ে ১৯১২ খ্রী. মুক্তি পান। এরপর প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তাঁকে গ্রেপ্তার করে ১৯১৯ খ্রী. মুক্তি দেওয়া হয়। ১৯২৪ খ্রী. ৩নং রেগু-লেশনে গ্রেপ্তার হন। ১৯২৮ খ্রী. মুক্তি পেয়ে কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবকদের জি.ও.সি. সুভাষচন্দ্রের অন্যতম সহকারিরূপে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯২৯ খ্রী. পুনরায় ৩ আইনে গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৩৮ খ্রী. মুক্তি পান। মুক্তির পর বাঙলায় কংগ্রেস এবং সুভাষচন্দ্রের সাংগঠনিক কাজে নিযুক্ত থাকেন। ১৯৪০ খ্রী. রামগড়ে আপসবিরোধী কংগ্রেস সম্মেলনের অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। আর.এস.পি. প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি একজন। ১৯৪০ খ্রী. ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৪৬ খ্রী. মুক্তি পান। মুক্তিলাভের পর গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। চব্বিশ পরগনার দক্ষিণ চত্তরে 'সংগঠনী' নামে একটি সেবা-মূলক পল্লী-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। [১৬, ৮২,১২৪]

রবীন্দ্রলাল রায় (১৯০৪ ? - ১৭.৫.১৯৬৯) কৃষ্ণনগর—নদীয়া। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্রের পৌত্র এবং কবি দ্বিজেন্দ্রলালের ভ্রাতুষ্পুত্র। পণ্ডিত বিষ্ণু-নারায়ণ ভাতখণ্ডের প্রথম যুগের শিষ্য ছিলেন এবং পরে লক্ষ্ণৌ ম্যারিস কলেজ থেকে 'সঙ্গীত-বিশারদ' উপাধি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সঙ্গীত বিষয়ে তাঁর বহু রচনা আছে। বহু কাজে পণ্ডিত ভাতখণ্ড ও পণ্ডিত রতনঝংকারকে সহায়তা করেন। মৃত্যু-কালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'রাগ নির্ণয়'। খ্যাতনাম্নী গায়িকা শ্রীমতী মালবিকা কানন তাঁর কন্যা। [১৬]

রমাকান্ত রায় (১৮৭৩ - ৩.৫.১৯০৬) জল-শুকা—শ্রীহট্ট। কালীকিশোর। ১৮৯৪ খ্রী. এণ্ট্রান্স পাশ করে কলিকাতা সিটি কলেজে কিছুকাল পড়াশুনা করেন। ছাত্রাবস্থায় ব্রাহ্ম হন। ১৮৯৮ খ্রী. খনিবিদ্যা শিক্ষার জন্য জাপান যান এবং কৃতকার্য হয়ে ১৯০৩ খ্রী. কলিকাতায় ফেরেন। এরপর কাশ্মীরে খনি ইঞ্জিনীয়ারের পদ পান। কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলনে সহানুভূতিশীল রমাকান্ত বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা সহজ হবে এই কারণে কাশ্মীরের উচ্চপদ ত্যাগ করে রানীগঞ্জে কম মাহিনার চাকরিতে চলে আসেন। 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠিতে তিনি ভারতের জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তিমূলে স্থাপনে ভারতীয়দের শিল্প-ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগে উৎসাহিত করে বলেন—'ভিক্টো-রিয়া স্মৃতিসৌধ নির্মাণে বাঙ্গালীরা যদি এক কোটি টাকা চাঁদা দিতে পারে—তবে চল্লিশ লক্ষ টাকা চাঁদা তুলে একটি ভাণ্ডার সৃষ্টি করে তার থেকে প্রতি বছর একশত ছাত্রকে বিদেশ থেকে কারিগরী শিক্ষা দিয়ে দেশের শিল্প-প্রচেষ্টায় উন্নতি-সহায়ক করা সম্ভব'। এই উপলক্ষে নিজ সৃষ্ট অর্থ-ভাণ্ডারের সাহায্যে চারজন ছাত্রকে বিদেশে পাঠিয়ে প্রতি মাসে মোট দুই শ টাকা পাঠাতেন। অথচ রানীগঞ্জে তাঁর মাহিনা ছিল মাত্র আড়াই শ টাকা। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বেই স্বদেশী ব্যবহারের প্রচার করেন। শ্রমের মর্যাদায় বিশ্বাস করতেন ব'লে দেশী বস্ত্রের বাণ্ডিল কাঁধে করে ফেরী করতে লজ্জা পান নি। বার্ন কোম্পানীর কেরানীগণ সাহেব ওপরওয়ালার অপমানের প্রতি-বাদে ১৯০৪ খ্রী. ধর্মঘট করলে তিনি তাঁদের সাহায্যার্থে অর্থসংগ্রহ করেন। মাত্র ৩২ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। [৮]

রমানাথ ঠাকুর বিদ্যারত্ন, ভট্টাচার্য (? - ১৬.৭. ১২৩৫ ব.) পাথুরিয়াঘাটা—কলিকাতা। রামহরি। সংস্কৃতশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য 'বিদ্যারত্ন' উপাধি পান। চতুষ্পাঠী স্থাপন করে ছাত্রদের বেদান্ত-দর্শন পড়াতেন এবং দরিদ্র ছাত্রদের গ্রাসা-চ্ছাদনের ব্যবস্থাও করতেন। তিনি ছিলেন বিষয়ী লোকের কাছে বাবু, সভায় বসলে গোষ্ঠীপতি এবং পণ্ডিতদের সন্নিধানে বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য। [৬৪]

রমানাথ ঠাকুর, মহারাজ (১৮০১ - ১০.৬.১৮৭৭) কলিকাতা। নীলমণি। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ১৮২৯ খ্রী. ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের দেওয়ান হন এবং ব্যাঙ্ক উঠে না যাওয়া পর্যন্ত সেখানে কাজ করেন। বাল্যে তিনি রাজা রাম-মোহনের ধর্মমতের পোষকতা এবং ব্রাহ্মসমাজের কাজের সহায়তা করতেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসো-সিয়েশন স্থাপনে বিশেষ উদ্যোগী এবং জীবনের শেষ ১০ বছর তার সভাপতি ছিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সহযোগিতায় 'ইণ্ডিয়ান রিফর্মার' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। 'হরকরা' ও 'ইংলিশ-ম্যান' পত্রিকায় 'হিন্দু' ছদ্মনামে বহু প্রবন্ধ লিখে-ছেন। ১৮৬৬ খ্রী. বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হয়ে সেখানে প্রজাদের স্বত্বসংরক্ষণের চেষ্টা করতেন। এইজন্য তাঁকে 'রায়তের বন্ধু' বলা হত। হিন্দু কলেজ ও সরকারী শিক্ষা-পরিষদের উৎসাহী পরি-

চালক-সদস্য ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। তৎকালীন প্রখ্যাতনামা অনেক নেতার মত তিনিও জুরীর বিচার দাবি করেন। ১৮৭০ খ্রী. বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন এবং ঐ বছরই 'রাজা' উপাধি পান। ১৮৭৫ খ্রী. 'সি.এস.আই.' এবং ১৮৭৭ খ্রী. 'মহারাজা' উপাধি লাভ করেন। [৭,৮,২৫,২৬]

রমানাথ মাইতি (? - মার্চ ১৯৩৩) কিশোরপুর—মেদিনীপুর। মধুসূদন। আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে আগস্ট ১৯৩২ খ্রী. পুলিসের গুলিতে গুরুতরভাবে আহত হয়ে মারা যান। [৪২]

রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় (? - ২১.৫.১২৭৯ ব.) চন্দ্রকোনা—মেদিনীপুর। গায়ক গঙ্গাবিষ্ণু। ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গায়ক ও সংগীত-রচয়িতা হিসাবে তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। প্রথমে পিতার নিকট ও পরে বিষ্ণুপুরের রামশংকর, পশ্চিমী কলাবত মহম্মদ বক্স্ ও আসমৎউল্লা এবং বৈদ্যনাথ দুবের কাছে সংগীত শিক্ষা করেন। দীর্ঘকাল বর্ধমানরাজ মহাতাপচাঁদের দরবারে সভা-গায়ক ছিলেন। কলিকাতায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জোড়াসাঁকোর বাড়িতেও কিছুকাল গায়করূপে অবস্থান করেন। সংগীতচর্চার ইতিহাসে রমাপতির বিশেষ কীর্তি 'মূল সংগীতাদর্শ' গ্রন্থ রচনা। এই গ্রন্থে তিনি তানসেন প্রভৃতি ধ্রুপদ সংগীত-রচয়িতাদের হিন্দীতে রচিত ধ্রুপদ গানের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন (১৮৬২)। বাংলায় এই বিষয়ে এটিই প্রথম গ্রন্থ। রমাপতি ও তাঁর স্ত্রী করুণাময়ীর রচিত কিছু গানও এই গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। প্রথম জীবনে বাংলা, সংস্কৃত ও ফারসী ভাষা শিখে নিমকমহালে চাকরি গ্রহণ করেন এবং কর্মোপলক্ষে কাঁথিতে কিছুকাল বাস করেন। বাংলার ন্যায় হিন্দী, সংস্কৃত ও ওড়িয়া ভাষায়ও কয়েকটি সংগীত রচনা করেছিলেন। সংগীতরচনা-নৈপুণ্যের জন্য বর্ধমানরাজ মহাতাবচাঁদ কর্তৃক তিনি 'কবীন্দ্র' উপাধিতে ভূষিত হন। [৪,৫২,১০৬]

রমাপ্রসাদ চন্দ, রায়বাহাদুর (১৫.৮.১৮৭৩ - ২৮.৫.১৯৪২) শ্রীধরখোলা—ঢাকা। কালীপ্রসাদ। ভারতে বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসচর্চার অন্যতম পথিকৃৎ এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নৃতত্ত্ববিদ্ ও প্রত্নতাত্ত্বিক। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স (১৮৯১), ঢাকা কলেজ থেকে এফ.এ. ও কলিকাতা ডাফ কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে গৃহ-শিক্ষকতা কাজের অবসরে নৃতত্ত্ব ও ইতিহাস অধ্যয়নে আত্মমগ্ন থাকতেন। ছাত্রজীবনে সাধক ভোলা গিরির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। পরে তাঁর মানসিকতার পরিবর্তন হয়। তিনি ধর্মের জগৎ ত্যাগ করে যুক্তিবাদ ও কর্মকে জীবনের মন্ত্ররূপে গ্রহণ করেন। গৃহ-শিক্ষকতার কাজে কিছুদিন উত্তরপ্রদেশে কাটিয়েছেন। কলিকাতা হিন্দু স্কুলে শিক্ষকতা করার সময় প্রধান শিক্ষক রসময় মিত্র তাঁর জ্ঞান-সাধনার কথা অবগত হয়ে তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। ১৯০৫ খ্রী. তিনি রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে স্থানান্তরিত হন। এখানকার কর্মজীবনে তিনি ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক, পুরাতত্ত্ববিদ্ ও বঙ্গ-সাহিত্যসেবী হিসাবে বিদ্বৎসমাজে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শরৎচন্দ্র রায় ও তাঁর চেষ্টায় রাজশাহীতে প্রতিষ্ঠিত 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি'র (১৯১০) তিনি প্রথম সাধারণ সম্পাদক। এই সমিতিই ভারতবর্ষে বেসরকারী উদ্যোগে গঠিত ঐতিহাসিক সংগ্রহশালা এবং গবেষণার প্রথম প্রতিষ্ঠান। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত তাঁর 'বাঙ্গালীতত্ত্ব', 'জাতিতত্ত্ব' ও অন্যান্য প্রবন্ধাবলী বিশেষ প্রশংসিত হয়। 'অনুসন্ধান সমিতি'র সম্পাদক ও কিউরেটররূপে তিনি তার অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। এই সমিতি থেকে ১৯১২ খ্রী. তাঁর লেখা 'গৌড়রাজমালা' (গৌড় বিবরণের ১ম খণ্ড) প্রকাশিত হয়। তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ 'Indo-Aryan Races' ১৯১৬ খ্রী. এই সমিতি প্রকাশ করে। ১৯১৭ খ্রী. তিনি রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষকতা ছেড়ে ইণ্ডিয়ান আর্কিওলজি বিভাগে চাকরি নেন। এখানে দু'বছর গবেষক শিক্ষানবীশ হিসাবে কাজ করার সময় তিনি তক্ষশীলা, সাঁচী, সারনাথ, মথুরা প্রভৃতি ইতিহাসসমৃদ্ধ ধ্বংসাবশেষগুলিতে অনুসন্ধান ও খননের কাজ চালিয়ে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেন তার বিবরণ পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করে প্রাচীন ও অজ্ঞাত ইতিহাস সম্পর্কে আলোকপাত করে গেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি' বিভাগ খোলা হলে (১৯১৯) তিনি তার লেক্‌চারার নিযুক্ত হন। তাঁর আগ্রহাতিশয্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রবর্তন হয় এবং তিনি তার প্রথম প্রধান অধ্যাপক হন। ১৯২১ খ্রী. তিনি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে যোগদান করেন এবং ১৯৩২ খ্রী. সরকারী চাকরি থেকে অবসর নেন। ১৯৩৪ খ্রী. লণ্ডনে অনুষ্ঠিত ফার্স্ট ইণ্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অফ সায়েন্সেস, অ্যানথ্রোপলজি অ্যাণ্ড এথ্‌নোলজি অধিবেশনে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং 'রেসেস অ্যাণ্ড কাল্ট ইন ইণ্ডিয়া' শীর্ষক নিবন্ধ পাঠ করেন। এই সময় ব্রিটিশ মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষ ভারতীয় প্রত্নসামগ্রীসমূহ যথাযথ সংস্থাপনের জন্য

তাঁর সাহায্য নিয়েছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তাঁর সুগভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি বহুভাষাবিদ্ ছিলেন। এলাহাবাদে বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার বাসভবনে তিনি মারা যান। [১৪]

রমাপ্রসাদ রায় (জুলাই ১৮১৭ - ১.৮.১৮৬২)। পৈতৃক নিবাস রাধানগর—হুগলী। কলিকাতায় জন্ম। পিতা রাজা রামমোহন। অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল, প্যারেণ্ট্ল্ অ্যাকাডেমী ও হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। পিতার মতই সংস্কৃত ও ফারসীতে জ্ঞান ছিল। ১৮৩৮ খ্রী. ডেপুটি কালেক্টরের চাকরি পান এবং ১৮৪৫ খ্রী. সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি করার জন্য পদত্যাগ করেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর অবসর-গ্রহণ করলে তাঁর স্থলে ১৮৫০ খ্রী. রমাপ্রসাদ সরকারী উকিল হন। ১৮৬১ খ্রী. লিগ্যাল রিমেম্ব্রেন্সার ও ১৮৬২ খ্রী. বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার মনোনীত সদস্য হন এবং ঐ বছরই হাইকোর্টে প্রথম ভারতীয় বিচারকের পদ লাভ করেন। কিন্তু কর্মভার গ্রহণের আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি সর্বতত্ত্বদীপিকা সভার সভাপতি এবং তত্ত্ববোধিনী সভার সক্রিয় সদস্যরূপে বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্নবান ছিলেন। নারীশিক্ষায় অগ্রণী হিসাবে বেথুন সোসাইটির দেশীয় স্ত্রীশিক্ষা-শাখার সভাপতি হন। বিধবা-বিবাহ এবং বহুবিবাহ-বিরোধী আন্দোলনে তিনি বিদ্যাসাগরের পূর্ণ-সমর্থক ছিলেন। তাছাড়া ১৮৫৭ খ্রী. তিনি বহু-বিবাহপ্রথার বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকারের নিকট আবেদনপত্র পেশ করেছিলেন। তিনি হিন্দু দাতব্য প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং 'সম্বাদকৌমুদী' ও 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। [৩,৮]

রমাবাঈ, পণ্ডিতা (১৮৫৮ - ৫.৪.১৯২২) মাঙ্গালোর। অনন্ত শাস্ত্রী। পিতামাতার মৃত্যুর পর রমাবাঈ ভ্রাতার সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে ১৮৭৮ খ্রী. কলিকাতায় আসেন। কলিকাতার পণ্ডিতগণ তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'সরস্বতী' ও 'পণ্ডিতা' উপাধি দিয়েছিলেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষত বাঙলা ও আসামের গ্রামে গ্রামে তিনি উচ্চশ্রেণীর হিন্দু মহিলাদের শিক্ষাদান-ব্যবস্থার সপক্ষে অভিমত প্রচার করেন। ১৮৮০ খ্রী. তিনি শ্রীহট্টের লাতু গ্রামের অধিবাসী বিপিনবিহারী দাসকে বিবাহ করেন। কিন্তু দুই বছর পর বিধবা হন। এরপর তিনি কিছুদিন নারী-মুক্তির সপক্ষে মত প্রচারের উদ্দেশ্যে গুজরাটের বিভিন্ন অঞ্চলে বক্তৃতা করেন। এজন্য সেখানকার রক্ষণশীল হিন্দুগণ কর্তৃক তিনি নানাভাবে উৎপীড়িত হয়েছিলেন। ১৮৮১ খ্রী. পুনায় 'আর্য মহিলা সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন এবং খ্রীষ্ট-ধর্মে দীক্ষিতা হন। ১৮৮৩ খ্রী. তিনি পুনা থেকে ইংল্যান্ড যান এবং সেখানে ইংরেজী শিখে চেল্টেন-হ্যামের মহিলা কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপনা করতে থাকেন। ১৮৮৬ খ্রী. তিনি আমেরিকা যান। সেখানে ১৮৮৭ খ্রী. 'রমাবাঈ অ্যাসোসিয়েশন' স্থাপিত হয়। এরপর ভারতে ফিরে ১৮৮৯ খ্রী. বোম্বাইয়ে 'সারদাসদন' স্থাপন করে হিন্দু বিধবাদের শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করেন। ইংরেজী ও মারাঠী ভাষায় তাঁর লেখা কয়েকটি পুস্তক আছে। [৩,৭,২৫,২৬]

রমেশ আচার্য (১৮৮৭ - ১৯৬৫) বানারি—ঢাকা। কালীপ্রসন্ন। ময়মনসিংহ থেকে প্রবেশিকা ও আই.এ. পাশ করেন। ছাত্রজীবনে শিক্ষক ও পিতা-মাতার প্রেরণায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সংগঠন করেন। বি.এ. ক্লাশে ভর্তি হওয়ার জন্য সংগৃহীত সব অর্থ তিনি ঢাকা সোনারং জাতীয় বিদ্যালয়ে দান করেন। পুলিন দাসের প্রেরণায় ১৯০৭ খ্রী. বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ১৯১০ খ্রী. বিপ্লবী দলের ময়মনসিংহ জেলা সংগঠকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯১০ - ১১ খ্রী. সোনারং জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষক ছিলেন। ১৯১১ খ্রী. একবার গ্রেপ্তার ও দণ্ডিত হন। মুক্তি পেয়ে বিপ্লব সংগঠন ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের কাজ আরম্ভ করেন। তাঁর গুপ্ত সংগঠন গড়ার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় (১৯১৩) গ্রেপ্তার হয়ে ১২ বছরের জন্য কারাদণ্ডিত হন। ১৯২০ খ্রী. বিপ্লবীদের সঙ্গে সরকারের সন্ধি হওয়ায় অন্যান্যদের সঙ্গে তিনিও মুক্তি পান। কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে যোগ দিলেও অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন নি। শাঁখারিটোলা ডাকাতির (১৯২৩) ব্যাপারে পুলিস তাঁর খোঁজ-খবর আরম্ভ করায় তিনি আত্মগোপন করেন। ১৯২৪ খ্রী. ধরা পড়েন ও ১৯২৮ খ্রী. মুক্তি পান। ১৯৩০ খ্রী. চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের ঘটনায় তাঁকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে ৮ বছর আটক রাখা হয়। মুক্তিলাভের পর গুপ্ত ঘাঁটি গড়ে তোলার চেষ্টায় দক্ষিণ ভারত পর্যটনে বের হন। মাদ্রাজ সরকার তাদের এলাকা থেকে তাঁর বহিষ্কারের আদেশ দেন। ১৯৪০ খ্রী. রামগড় কংগ্রেসে যোগ দেন। ঘাটশিলায় যুব কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণের জন্য পুনরায় গ্রেপ্তার হন। ১৯৪৬ খ্রী. মুক্তি পান। দেশ স্বাধীন হবার পর সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নেন। এই অকৃতদার বিপ্লবী নারীমুক্তি ও বিধবাবিবাহে উৎসাহী এবং সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন। টুর্গেনিভ ও টলস্টয়ের রচনা এবং মার্ক্সবাদ নিয়ে পড়াশুনা করেছিলেন। [৫৪,১২৪]

রমেশচন্দ্র তর্কতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় (১৯.১২.১২৮৮-২৫.৭.১৩৬৭ ব.) সুহিলপুর—ত্রিপুরা। চন্দ্রকুমার তর্করত্ন। পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও খ্যাতিমান পণ্ডিত। পিতার নিকট কলাপ ব্যাকরণ ও কাব্যশাস্ত্র, মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকিশোর তর্করত্ন ও প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক কৈলাসচন্দ্র তর্কতীর্থের নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেন। শেষে চব্বিশ পরগনার মুলাজোড় সংস্কৃত কলেজে মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্বভৌমের নিকট নব্যন্যায় পাঠ সমাপ্ত করে উপাধি পরীক্ষায় প্রথম হন। সেখানে তিনি সাংখ্য, বেদান্ত ও মীমাংসা শাস্ত্রের পরীক্ষাতেও অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন। তিনি কাশীধামে বামাচরণ ন্যায়রত্নের নিকট থেকে সাংখ্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে লক্ষ্মণচন্দ্র শাস্ত্রীর নিকট থেকে বেদান্ত ও মীমাংসার উপাধি-পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। বরাবরই তিনি বৃত্তি এবং কোথাও বৃত্তি ও পুরস্কার উভয়ই পেয়েছেন। পরে তিনি স্মৃতিশাস্ত্রও অধ্যয়ন করেন। কর্মজীবনে প্রথমে তিনি পিতার স্থাপিত টোলে দুই বছর, পরে খুলনা দৌলতপুর কলেজে ও ঢাকা শক্তি আশ্রম চতুষ্পাঠীতে ন্যায় ও বেদান্তের অধ্যাপনা করেন। তারপর ১৯২১ খ্রী. রাজশাহী হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজে ও শেষে নবদ্বীপের পাকা টোলের অধ্যাপকের পদে কাজ করে ১৯৫৬ খ্রী. অবসর নেন। অসাধারণ বিদ্যাবত্তার জন্য বঙ্গদেশের ও বঙ্গদেশের বাইরের বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান তাঁকে 'ন্যায়রত্ন', 'সিদ্ধান্তবাগীশ', 'সিদ্ধান্তশাস্ত্রী', 'বেদান্তবাগীশ' প্রভৃতি উপাধি দান করে। ১৯৪৪ খ্রী. তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি দ্বারা সম্মানিত হন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'ন্যায়-শাস্ত্রের মনোবিজ্ঞান', 'বেদান্তসিদ্ধান্ত', 'গূঢ়ার্থ-তত্ত্বালোক', 'ন্যায়শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ', 'ঈশ্বরসিদ্ধান্ত', 'মুক্তিসিদ্ধান্ত' প্রভৃতি। তা ছাড়া তিনি বহু গ্রন্থের সম্পাদনাও করেছেন। [১৩০]

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৩.৮.১৮৪৮-৩০.১১.১৯০৯) রামবাগান—কলিকাতা। ঈশানচন্দ্র। বিখ্যাত সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও সিভিলিয়ান। ১৮৬৪ খ্রী. কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, ১৮৬৬ খ্রী. প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে যথাক্রমে জুনিয়র ও সিনিয়র স্কলারশিপ নিয়ে এফ.এ. পাশ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজেই ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীতে উঠবার পর ৩ মার্চ ১৮৬৮ খ্রী. বিলাত যান। ১৮৭১ খ্রী. সাফল্যের সঙ্গে আই.সি.এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও পরে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরেন। একই সঙ্গে বিহারীলাল গুপ্ত ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও আই.সি.এস. হয়েছিলেন। বিভিন্ন উচ্চপদে চাকরি করে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৮৩ খ্রী. প্রথম ভারতীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হন। ১৮৯৪-৯৭ খ্রী. প্রথম ভারতীয় অস্থায়ী বিভাগীয় কমিশনার ছিলেন। ভারতীয় ব'লেই উচ্চপদে স্থায়ী হতে পারছেন না অনুভব করে ১৮৯৭ খ্রী. পদত্যাগ করেন। তার দুই বছর আগে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হয়েছিলেন। অবসর নিয়ে বিলাত প্রবাসকালে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস অধ্যাপনা এবং এই সঙ্গে ভারতীয় ইতিহাস ও অর্থ-নীতি সম্বন্ধে গবেষণা করেন। এই সমস্ত কাজের জন্য ইম্পিরিয়্যাল ইন্‌স্টিটিউট, রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি এবং যুক্তরাজ্যের রাজকীয় সাহিত্য সমিতির সদস্যপদ পান। ১৯০৪ খ্রী. বরোদা রাজ্যের অর্থমন্ত্রিরূপে ভারতে ফেরেন এবং অল্প দিনেই দেওয়ান হন। আই.সি.এস. রূপে যখন যেখানে ছিলেন, সেখানকার প্রজাদের মঙ্গলসাধনে সচেষ্ট ছিলেন। ১৮৭৩-৭৪ খ্রী. পাবনায় প্রজা-বিদ্রোহ শুরু হলে ভূমিতে প্রজার স্বত্ব নিরূপণের জন্য 'ARCYDAE' ছদ্মনামে 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' পত্রিকায় বহু ইংরেজী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। বিদ্যোৎ-সাহী প্রশাসক হিসাবেও খ্যাতি ছিল। দাদাভাই নৌরজী ও উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ১৮৯৮ খ্রী. রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন। পরের বছর লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। ১৯০৫ খ্রী. কংগ্রেস অধিবেশনের সঙ্গে স্বদেশী শিল্পের পুনরুজ্জীবন, উন্নতিসাধন এবং স্বদেশজাত দ্রব্যের ব্যবহার বিষয়ে একটি শিল্প-সম্মেলন হয়। ৩১ ডিসেম্বর ১৯০৫ খ্রী. এই সম্মেলনের অধিবেশনে রমেশচন্দ্র সভাপতিত্ব করেন। ১৯০৭ খ্রী. সুরাটে অনুষ্ঠিত ভারতীয় শিল্প-সম্মেলনেও সভাপতি ছিলেন। কারেন্সী কমিটিতে সাক্ষ্যদান করেন। ডি-সেণ্ট্রালাইজেশন কমিশনের সদস্য (১৯০৭), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সভাপতি ও পরে আজীবন সদস্য ছিলেন। ১৮৯২ খ্রী. সি.আই.ই. উপাধি পান। এই সাহিত্যসাধক প্রথমে ইংরেজীতে রচনা শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্রের পরামর্শে বাংলায় লেখেন। তাঁর রচিত গবেষণামূলক ইতিহাসগ্রন্থ : 'England and India—A Record of Progress during Hundred Years 1785-1885'। 'The Peasantry of Bengal' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে কৃষক অভ্যুত্থানের কারণ নির্ণয় এবং 'Famines and Land Assessments in India' গ্রন্থে সরকার কর্তৃক ভূমিরাজস্বের অপব্যবহারের সমালোচনা করেন। 'Economic History of British India' গ্রন্থে ব্রিটিশ সরকারের ভারত-শোষণ-পদ্ধতি উদ্ঘাটিত করে দেখান। এই বই সম্বন্ধে মন্তব্য : 'A

book like this does more work than cart-loads of Congress resolutions'। তাঁর মোট ইংরেজী রচনার সংখ্যা ১০। এর মধ্যে সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি ও রাজনীতি বিষয়ে রচনা আছে। উল্লেখযোগ্য বাংলা গ্রন্থ : 'বঙ্গবিজেতা', 'মাধবীকঙ্কণ', 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত', 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা', 'সংসার', 'সমাজ' প্রভৃতি। এ সকল গ্রন্থ ছাড়াও তিনি স্কুলের উপযোগী করে বাঙলা-দেশ ও ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখেছিলেন। এন্‌-সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতেও (১৯০২) তাঁর লেখা কয়েকটি প্রবন্ধ আছে। তিনি বিধবা ও অসবর্ণ বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। বরোদায় মৃত্যু। [৩,৪, ৭,৮,২৫,২৬,১১৭]

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৫? - ১৪.১. ১৯৬৯) বিষ্ণুপুর—বাঁকুড়া। পিতা খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ গোপেশ্বর। পিতার কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পারদর্শী হলেও বাঙলার সঙ্গীত, রবীন্দ্র সঙ্গীত ও অতুলপ্রসাদের গানও তাঁর প্রিয় ছিল। অতুলপ্রসাদের কিছু গানের স্বর-লিপিও করেছেন। তাঁর বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বিষ্ণুপুর সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। পশ্চিম জার্মানী পরি-ভ্রমণ করে সেখানকার সঙ্গীতধারায় বিশেষ প্রভাবিত হন। মৃত্যুকালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত-বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। [১৬]

রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৮২ - ১৯২৯)। শ্রীহট্ট জাতীয় বিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক রমেশচন্দ্র ১৯১০ খ্রী. শ্রীহট্টের জলসুখা জাতীয় সম্মেলনের অধি-বেশনে বঙ্গাক্ষরে তারের সংবাদ পাঠাবার প্রথম গৌরব অর্জন করেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তাঁর বিজ্ঞান সাধনা শুরু হয়। শ্রীঅরবিন্দ প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল কলেজের বিজ্ঞানী জগদানন্দ রায়ের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। আগে থেকেই তিনি 'মোর্স কোড' নিয়ে চর্চা করতেন। শিক্ষক-জীবনে নিজস্ব পদ্ধতিতে 'মোর্স কোড'কে বাংলা হরফের উপযোগী করে তারবার্তা প্রেরণের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর পদ্ধতি অনুযায়ী প্রেরিত প্রথম বাংলা তারবার্তার বয়ান—'এখানে প্রচণ্ড প্রাকৃতিক বিপর্যয়। ভয়ংকর ঝড়ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়া সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে'। এই সাফল্যের জন্য তিনি ২টি পদক পান। পরবর্তী জীবনে বিজ্ঞান-শিক্ষকরূপে শিলচর নর্ম্যাল স্কুলে যোগ দেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মৌলিক গবেষণায় যুক্ত ছিলেন। [১৬]

রমেশচন্দ্র মিত্র, স্যার, কে.সি.আই.ই. (১৮৪০ - ১৩.৭.১৮৯৯) রাজারহাট-বিষ্ণুপুর—চব্বিশ পর-গনা। রামচন্দ্র। হেয়ার স্কুল ও কলিকাতা প্রেসি-ডেন্সী কলেজের ছাত্র ছিলেন। বি.এ. ও বি.এল. পাশ করে ২১ বছর বয়সে সদর দেওয়ানী আদালতে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর ১৮৭১ - ৯০ খ্রী. পর্যন্ত কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারক ছিলেন। বাঙালী বিচারকদের মধ্যে তিনিই প্রথম দুই বার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হন। পাবলিক সার্ভিস কমিশন (১৮৮৭), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। আদালত অব-মাননার দায়ে ১৮৮৩ খ্রী. স্যার সুরেন্দ্রনাথের বিচার ব্যাপারে চারজন ইংরেজ বিচারকের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে তিনি জনপ্রিয় হন। রিপন কলেজের উন্নতির বিষয়ে মনোযোগী ছিলেন। ১৮৯০ খ্রী. কলেজের অবলুপ্তি বাঁচানোর ব্যাপারে তাঁর সাহায্য স্মরণীয়। তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগ-দান করেন এবং ১৮৯৬ খ্রী. কলিকাতায় অনু-ষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি 'Age of Consent Bill (1891)'-এর বিরোধী ছিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপনার জন্য কলিকাতার ভবানী-পুরে চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। [২,৭,৮,২৫,২৬]

রমেশচন্দ্র সেন (৭.৫.১৩০১ - ১৮.২.১৩৬৯ ব.) পিঞ্জরী-কোটালিপাড়া—ফরিদপুর। ক্ষীরোদ-চন্দ্র। প্রগতিবাদী লেখক ও প্রতিষ্ঠাবান কবিরাজ রমেশচন্দ্রের জন্মস্থান ও কর্মক্ষেত্র ছিল কলিকাতা। প্রথম জীবনে তিনি পিতার কাছে ও পরে হাতি-বাগানস্থ পণ্ডিত সীতানাথ সাংখ্যতীর্থের চতু-ষ্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। এই সময়ই তিনি প্রাইভেট ছাত্র হিসাবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। ১৯১৭ খ্রী. তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করে ইংরেজীতে অনার্স সহ বি.এ. পাশ করেন। পিতৃবিয়োগের ফলে এম.এ. ক্লাশের পড়া বন্ধ করে তিনি পৈতৃক আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাতে আত্মনিয়োগ করেন। ১২ আষাঢ় ১৩১৮ ব. তিনি 'সাহিত্য সেবক সমিতি' নামে একটি সাহিত্য-চক্রের প্রতিষ্ঠা করেন। বহু প্রথিতযশা সাহিত্যিক এই সমিতির সঙ্গে সংশিলষ্ট হয়েছিলেন। এই সমিতির সভায় অন্যান্য সভ্যদের সঙ্গে রমেশ-চন্দ্রও তাঁর লিখিত গল্প ও রচনা নিয়মিত পড়তেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'শতাব্দী' (১৩৫২ ব.) বিশেষ প্রশংসিত হয়েছিল। পরিণত জীবনে রচিত 'কুরপালা' ও 'গৌরীগ্রাম' তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'মালঙ্গীর কথা', 'চক্রবাক', 'কাজল', 'পূব থেকে পশ্চিম', 'সাগ্নিক' প্রভৃতি। ছোটগল্প রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর

'মৃত ও অমৃত', 'তারা তিন জন', 'সাদা ঘোড়া', 'রাজার জন্মদিন' প্রভৃতি ছোটগল্প উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে কোনও কোনও গল্প ইংরেজী, চেকোশ্লোভাক, হিন্দী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। তিনি ১৯১৮-১৯ খ্রী. মাদ্রাজে নিখিল ভারত আয়ুর্বেদ সম্মেলনে যোগ দেন। ঐ সম্মেলনে সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে তিনি 'বিদ্যানিধি' উপাধিতে ভূষিত হন। রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। [৪,১৭]

রসময় দত্ত (১৭৭৯ - ১৪.৫.১৮৫৪) কলিকাতা। পিতা নীলমণি কলিকাতার রামবাগান দত্ত-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। বহুভাষাবিদ্ রসময়ের সর্বাধিক দখল ছিল ইংরেজীতে। প্রথম জীবনে একটি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের কেরানী ও পরে ছোট আদালতের বিচারক হন। এই আদালতের তিনিই প্রথম বাঙালী জজ। ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের অন্যতম পুরোধা ও হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন। বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য ১৮৩৯ খ্রী. হিন্দু কলেজ পাঠশালা স্থাপনে সহযোগিতা করেন। কাউন্সিল অফ এডুকেশন এবং সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক ছিলেন। পরে কলেজের সহকারী সম্পাদক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ঘটায় তিনি বিদ্যাসাগরকে কার্যভার বুঝিয়ে দিতে বাধ্য হন। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ও কলিকাতা স্কুল সোসাইটির ব্যবস্থাপক সমিতির সদস্য হিসাবে দুঃস্থদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। রাজনীতিতে উৎসাহী ছিলেন না। মূলত তাঁরই বাধায় ১৮২৩ খ্রী. 'গৌড়ীয় সমাজে' রাজনীতির চর্চা বন্ধ হয়। স্ট্যাম্প ডিউটি এবং কলিকাতার মধ্যে ইউরোপীয়ানদের উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে আন্দোলনে তিনি অংশ নেন এবং জুরী দ্বারা বিচার-ব্যবস্থার দাবি ও সংবাদপত্র-দলনের বিরোধিতা করেন। বিখ্যাত মহিলা কবি তরু দত্ত তাঁর পৌত্রী ছিলেন। [৩,৮]

রসময় মিত্র, রায়বাহাদুর (১৮৫৯ - ১০.৪.১৯৩১) চাণক—বর্ধমান। নবদ্বীপচন্দ্র। খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্। দরিদ্র পরিবারে জন্ম। শৈশবে পিতৃবিয়োগ হয়। আত্মীয়ের সহায়তায় স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। সিউড়ির বাঙালী বিদ্যালয় থেকে বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সিউড়ির সরকারী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় বর্ধমান বিভাগে প্রথম হয়ে মাসিক ১৫ টাকা বৃত্তি পান। হুগলী কলেজ থেকে ২০ টাকা বৃত্তি সহ এফ.এ., ২৫ টাকার দুর্গাচরণ লাহা বৃত্তি সহ বি.এ. এবং ইংরেজীতে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মেদিনীপুরের এক স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। বিভিন্ন স্কুলে কয়েক বছর কাজ করার পর তিনি হেয়ার স্কুলে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে আসেন। ৫ বছরে তিনি স্কুলের প্রভূত উন্নতিসাধন করেন। এরপর দুর্দশাগ্রস্ত হিন্দু স্কুলের ভার সরকার তাঁর উপর অর্পণ করেন। তাঁর নিঃস্বার্থ কর্মনিষ্ঠা, সুনিপুণ পরিচালনা ও মহান্ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে হিন্দু স্কুলের পূর্ণ জাগরণ ঘটে। এই কৃতিত্বের স্বীকৃতি-স্বরূপ সরকার তাঁকে 'রায়বাহাদুর' উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। ১৬ বছর এই স্কুলে কাজ করার পর ১৯১৬ খ্রী. তিনি সরকারী শিক্ষা-বিভাগ থেকে অবসর-গ্রহণ করেন। তাঁর বিদায়-সংবর্ধনা-সভায় কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন এবং সভাশেষে ঘোড়ার বদলে তাঁর ছাত্ররা জুড়িগাড়ী টেনে তাঁকে চোরবাগানে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিল। সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী রসময় কীর্তন গানের মাধ্যমে অধ্যাত্ম-সাধনা করে গেছেন। অল্প বয়স থেকেই স্বরচিত কীর্তন গানে লোককে মুগ্ধ করেছেন। 'কৃপাদৃষ্টি', 'রাসরসকণিকা' ইত্যাদি ক্ষুদ্র গ্রন্থের মধ্যে তাঁর ভক্তজীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। [১৪১]

রস, রোনাল্ড (১৮৫৭ - ১৯৩২)। জন্মস্থান—আলমোড়া (ভারত)। চিকিৎসাবিদ্, গবেষক ও ম্যালেরিয়ার রোগ-জীবাণু আবিষ্কারক। লণ্ডনের সেণ্ট বার্থলোমিউ হাসপাতালে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা শেষ করে ১৮৮১ খ্রী. ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসে চাকরি নিয়ে ভারতে আসেন। কলিকাতার একটি হাসপাতালের (বর্তমান শেঠ সুখলাল কারনানী হাসপাতাল) গবেষণাগারে কর্তব্যরত অবস্থায় মানুষের শরীরে ম্যালেরিয়ার জীবাণু-সংক্রমণ এনোফিলিস-জাতীয় মশকের দংশনের ফলে ঘটে—এই তথ্য আবিষ্কার করেন (১৮৯৭)। ১৯০২ খ্রী. তিনি চিকিৎসাবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'প্রিভেনশন অফ ম্যালেরিয়া' (১৯১০), 'ফিলসফিস্' (১৯১০), 'সাইকলজিস্' (১৯১০), 'মেময়র্স্' (১৯২৩) প্রভৃতি। [৩]

রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০ - ৮.১.১৮৫৮) সিন্দুরিয়াপটি—কলিকাতা। নবকিশোর। হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র এবং ইয়ং ক্যালকাটা ও 'ফাইভ ফ্লাওয়ার্স অফ হিন্দু কলেজ'-এর অন্যতম রসিককৃষ্ণ ডিরোজিওর দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। ১৮৩০ খ্রী. পাঠ-সমাপ্তির পর পটলডাঙ্গায় ডেভিড হেয়ারের স্কুলে শিক্ষকতা এবং রাজা দক্ষিণারঞ্জনের 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। ১৮৩৭ খ্রী.

ডেপুটি কালেক্টর হন। রাজা রামমোহন রায়ের ভক্ত ছিলেন। ডিরোজিওর শিষ্যরূপে ইয়ং বেঙ্গলের অন্যতম নেতা হয়ে হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরোধিতা করে স্কুলের চাকরি হারান এবং পিতৃগৃহ থেকে নির্বাসিত হন। কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রবর্তিত 'সুহৃদ সমিতি'র মাধ্যমে সমাজ-সংস্কারের কাজ করেন। ১৮৩১ খ্রী. ফ্রী হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষাপ্রচারে সক্রিয় হন। সরকারী অর্থ ভারতীয় জনসাধারণের শিক্ষাপ্রসারে ব্যয় না করে ঐ অর্থে পাদরী নিয়োগের সরকারী নীতির তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। রসময় দত্তের সহযোগে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীর মাধ্যমে তিনি শিক্ষাপ্রসারে সাহায্য করেছিলেন। আদালতে ফারসীর বদলে বাংলা ভাষা প্রবর্তনের আন্দোলনে সাফল্যলাভ করেন। সংবাদপত্র দলন আইন, ১৮৩৩ খ্রী. চার্টার আইন ইত্যাদির সমালোচক ছিলেন। শাসনব্যবস্থায় দুর্নীতি ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনা করেন। তিনি ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত ও সম্পাদিত প্রথম ইংরেজী সাপ্তাহিক 'পার্থেনন' (১৮৩০) পত্রিকার অন্যতম উদ্যোক্তা, 'জ্ঞানসিন্ধু-তরঙ্গ' পত্রিকার সম্পাদক এবং ইংরেজী ও মাতৃভাষা শিক্ষার গুরুত্বদানকারীদের অন্যতম ছিলেন। [৩,৮,২৫,৩৬]

রসিকচন্দ্র রায় (১২২৭ - ১৩০০ ব.) বড়াগ্রাম—শ্রীরামপুর। রামকমল। প্রসিদ্ধ দাশু রায়ের পর তিনিই শ্রেষ্ঠ পাঁচালীকার। কবিয়াল, যাত্রাওয়ালা, কীর্তনওয়ালা, তর্জাওয়ালা, বাউল প্রভৃতি বিবিধ সম্প্রদায়ের জন্য তিনি বহু সরস সুন্দর সঙ্গীত রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'হরিভক্তি-চন্দ্রিকা', 'কৃষ্ণপ্রেমাঙ্কুর', 'বর্ধমানচন্দ্রোদয়', 'পদাঙ্কদূত', 'শকুন্তলাবিহার' 'দশমহাবিদ্যাসাধন', 'বৈষ্ণব-মনোরঞ্জন', 'কুলীনকুলাচার', 'শ্যামাসঙ্গীত', 'পদসূত্র' (২ খণ্ড) প্রভৃতি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে তাঁর কোন কোন কবিতা-গ্রন্থ পাঠ্য-পুস্তকের উপযোগী করে গৃহীত হয়েছিল। দাশরথি রায় বহুবার বড়াগ্রামে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেছেন। [২০,২৫,২৬]

রসিকচাঁদ গোস্বামী (১৯শ শতাব্দী) বাগবাজার—কলিকাতা। আখড়াই গানে একজন খ্যাতনামা ঢোলবাদক ছিলেন। ঐ সময়ে রাধানাথ সরকারের নাম বেহালাবাদক হিসাবে এবং কন্ডাকটার হিসাবে এক বৈষ্ণবদাসের নাম পাওয়া যায়। [১৭]

রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়। ঢাকা। জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এই জ্যোতির্বিদ্ বহু গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : বাংলায়—'সিদ্ধান্ত শিরোমণি', 'বিদগ্ধতোষিণী' প্রভৃতি প্রায় ১০টি ; সম্পাদিত গ্রন্থ : সংস্কৃতে—'জাতকপদ্ধতি', 'জ্যোতিষকল্পদ্রুম', 'সর্বার্থচিন্তামণি' প্রভৃতি ১৩টি এবং ইংরেজীতে 'Extracts from Works on Astrology' (২ খণ্ড)। [৪]

রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ (১২৪৫ - ৯.৮.১৩৫৪ ব.) একচক্রা—বীরভূম। গৌরমোহন। দীর্ঘজীবী এই ব্রাহ্মণ একাধারে অনন্যসাধারণ পণ্ডিত এবং শাস্ত্রবিদ্ হয়েও সাংবাদিকতা ও কাব্যচর্চা করে গেছেন। মূল ও টীকা সমেত তাঁর রচিত মোট ২১টি গ্রন্থ আছে। তার মধ্যে 'জগন্নাথবল্লভ' নাটকের বঙ্গানুবাদ, 'অদ্বৈতবাদ' নামে দর্শনগ্রন্থ, 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' নামে গবেষণাগ্রন্থ প্রভৃতি বিখ্যাত। বহু বৈষ্ণব-জীবনী ও সাপ্তাহিক 'প্রেমপুষ্প' পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। [৪,৫]

রসিকলাল চক্রবর্তী (পৌষ ১২৬৩ - ১২.১. ১৩১৩ ব.) রায়গ্রাম—যশোহর। রামরতন। ভক্ত কবি রসিকলাল প্রথমে কয়েকটি যাত্রাদলে যোগ দেন। পরে নিজেই 'বালক সঙ্গীত' নামে দল গঠন করে (১২৯৫ ব.) স্বরচিত পালা 'জীবোদ্ধার' অভিনয় করান। তিনিই 'বালক সঙ্গীতে'র প্রবর্তক। বালক সঙ্গীত প্রথমে কয়েকটি সঙ্গীতের সমষ্টি ছিল, পরে তিনি তার সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনকথা কবিতাকারে সংশ্লিষ্ট করেন। রচিত সঙ্গীতের জন্য নবদ্বীপের সুধীমণ্ডলী তাঁকে 'গুণাকর' উপাধি ও রতনপুর গ্রামের পণ্ডিত সম্মেলন তাঁকে 'গীতরত্নাকর' উপাধি দেন। ১৩১১ ব. তিনি সাধকসঙ্গীতের দল গঠন করেন। তাঁর রচিত গীতাভিনয় : 'সীতার পাতাল প্রবেশ', 'চণ্ডে পাগল', 'মাধবের মধুরলীলা' প্রভৃতি। [৪,১৯]

রসিকলাল দত্ত (১৮৪৪ - ৪.৪.১৯২৪) আটপুর—হুগলী। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে তিন বছর পড়ে ডিপ্লোমা লাভ করেন এবং আরও দু'বছর পড়ে শেষ পরীক্ষা না দিয়েই হাওড়া অঞ্চলে ডাক্তারী পেশা শুরু করেন। কিছুদিন পর কুলি জাহাজের ডাক্তার হয়ে ত্রিনিদাদে যান। এখানে একজন ইংরেজের পরামর্শে বিলাতের এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.বি. ডিগ্রী নেন। দেশে ফেরার পর ১৮৭১ খ্রী. পুনরায় বিলাত যান এবং আই.এম.এস. হয়ে স্বদেশে সরকারী পদে নিয়োজিত হন। ১৮৯৩ খ্রী. পুনরায় বিলাত যান এবং আই.এম.এস. হয়ে ডাক্তারী পেশায় প্রভূত খ্যাতি ও অর্থ উপার্জন করেন। রাসায়নিক আবিষ্কারের জন্য তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডি.এস-সি। 'ক্লোরোপিক্রিন' নামক যৌগিক প্রস্তুত করার এক নূতন প্রক্রিয়া তিনি উদ্ভাবন করেন। শেষ-জীবনে নববিধান ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত হলেও সুবর্ণবণিক

সমাজকে বরাবর সাহায্য করেছেন। লে. কর্নেল উপাধিধারী ছিলেন। [৩১]

রসিকলাল দাস[১] (১২৪৮ - ১০.১২.১৩২০ ব.) দক্ষিণখণ্ড—বর্ধমান। অনুরাগী দাস। প্রখ্যাত কীর্তনীয়ার সন্তান হলেও পিতার কাছে প্রত্যক্ষভাবে কীর্তন শিক্ষা পান নি। যখন পিতা অন্যান্য ভ্রাতাদের কীর্তন শেখাতেন তখন তিনি আড়াল থেকে শুনে সে-সব শিখতেন। এইভাবেই তাঁর কীর্তন-শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। পরে তিনি একজন প্রসিদ্ধ মনোহরসাহী কীর্তনীয়া হন। কতকগুলি অভিনব তাল, সুর ও চালের সৃষ্টি করে তিনি মনোহরসাহী কীর্তনকে শ্রুতিমধুর করেন। প্রসিদ্ধ কীর্তন-গায়ক গণেশ দাস তাঁর ছাত্র ছিলেন। [২৬,২৭]

রসিকলাল দাস[২] (১৮৯৯ - ৩.৮.১৯৬৭) ফরমাইশখানা-সেনহাটি—খুলনা। রামচন্দ্র। বারুজীবী সাধারণ শিক্ষিত দরিদ্র পিতার সন্তান। স্কুলের ছাত্রাবস্থায় গুপ্ত বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে এসে সেবাকার্যে ব্রতী হন। বিবেকানন্দের বাণী, গীতা, বিপ্লবের ইতিহাস ও সাহিত্যের মনোযোগী পাঠক ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বাঘা যতীনের মৃত্যু ও অন্যান্যদের গ্রেপ্তারের পর বিপ্লবের প্রস্তুতি ও সংগঠনের কাজ করেন। 'প্রবুদ্ধ সমিতি' স্থাপনের মাধ্যমে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের পাঠাগার স্থাপন ও সমাজসেবার দ্বারা কর্মী গঠনের চেষ্টা করেন। ১৯১৮ খ্রী. প্রবেশিকা এবং ১৯২০ খ্রী. আই.এ. পাশ করে বি.এ. পাঠরত অবস্থায় অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে কলেজ ত্যাগ করে পুরানো বিপ্লবীদের সঙ্গে দৌলতপুর সত্যাশ্রমে যোগ দেন। দলের নির্দেশে আদলপুর শাখা আশ্রমে গিয়ে ৫ বছর সংগঠনের কাজ করেন। এই সময় নেতাদের গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিসের তৎপরতা শুরু হলে তাঁকে গুপ্ত বিপ্লবাত্মক ঘাঁটি তৈরীর জন্য কলিকাতা এবং বাঙলার অন্যান্য অঞ্চলে নজর দিতে হয়। নেতারা মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি দলের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের পর আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের আশ্রয় দেন। এইসময় টেগার্ট হত্যা-চেষ্টায় দীনেশচন্দ্র মজুমদার ধরা পড়েন। এই প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ১৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। হাইকোর্টের বিচারে মুক্তি পান। গুপ্ত বিপ্লবপন্থায় বিশেষ দক্ষতার জন্য পুলিস প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহে অপারগ হয়। আদালতের বিচারে মুক্তি পেলেও সরকার তাঁকে পেশোয়ার, বেরিলি ও হিজলি জেলে ৮ বছর আটক রাখে। মুক্তি পাবার পর কংগ্রেসের সহ-সম্পাদকরূপে কাজ করবার সময় ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের পূর্বে গ্রেপ্তার হয়ে ৫ বছর আটক থাকেন। ১৯৪৬ খ্রী. মুক্ত হন। ১৯৪৯ খ্রী. শরণার্থীদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করে সম্পাদক হিসাবে ১৯৬৩ খ্রী. অন্ধ না হওয়া পর্যন্ত কাজ করেন। খ্যাতি ও প্রাপ্তির আশা না রেখে যে-সব বিপ্লবী আত্মত্যাগের মহৎ দৃষ্টান্ত রেখেছেন তিনি তাঁদের একজন। [৩৮,৮০]

রসিকলাল দেবগোস্বামী (১৫৯০ - ১৬৫২) রোহিণী—মেদিনীপুর। রাজা অচ্যুতানন্দ। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য শ্যামানন্দের শিষ্য এই ধর্মপ্রচারক বহু বৈষ্ণব পদ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'শাখাবর্ণন' ও 'রতিবিলাস'। [৪]

রসিকানন্দ দাস (১০.৭.১৫১২ শ. - ?) নীলাচল। রাজা অচ্যুতানন্দ। তাঁর ভ্রাতা মুরারিও কবি ব'লে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ওড়িশায় গৌরাঙ্গ ধর্ম-প্রচারে তাঁর যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল। বল্লভপুর-নিবাসী শ্যামানন্দ তাঁর দীক্ষাগুরু। তিনি খেতুরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ : 'রসিকমঙ্গল'। [২০]

রহিমউল্লা। সুন্দরবনের বারুইখালির কৃষক-মোড়ল ও বিখ্যাত লাঠিয়াল। ইংরেজ মরেল জমিদারদের ম্যানেজার ডেনিস হেলির উৎপীড়ন ও অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি কৃষক সম্প্রদায়কে নিয়ে জমিদার-বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন (১৮৬১)। সে অঞ্চলের অন্যান্য বাড়ির মত তাঁর বাড়ির চারদিকে গড় কাটা ছিল। সদর দরজায় ভিজে কাঁথা টাঙিয়ে তার আড়াল থেকে তিনি সারা রাত গুলি চালান। গুলি ফুরিয়ে গেলে বাড়ির মেয়েদের রুপোর গয়না ভেঙ্গে তার টুকরোগুলি দিয়ে গুলির কাজ চালান। শেষে ঢাল ও রামদা নিয়ে লড়াই করতে থাকেন। এই সময়ে হেলির গুলিতে তাঁর মৃত্যু হয়। [৫৬]

রহিমুদ্দীন ফকির। বালীগঞ্জ—শ্রীহট্ট। 'রাগ মারিফত' গ্রন্থে তাঁর রচিত দুইটি পদ সন্নিবিষ্ট আছে। তার মধ্যে একটি : '...বাঁশীর নামে যাদুর ফাঁসী আমার নিল গো পরাণী'। [৭৭]

রাখালচন্দ্র সামন্ত (১৯১৪ - ২৯.৯.১৯৪২) ঘাগড়া—মেদিনীপুর। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে মহিষাদল পুলিস স্টেশন আক্রমণকালে পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

রাখালদাস ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায় (২৮.৫.১২৩৬ - ২.৮.১৩২১ ব.) ভট্টপল্লী—চব্বিশ পরগনা। সীতানাথ বিদ্যাভূষণ। প্রথমে সুপদ্ম ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কারশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করে ভট্টপল্লীর সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক হলধর তর্কচূড়ামণি ও যদুরাম সার্বভৌমের নিকট ন্যায়শাস্ত্র

অধ্যয়ন করেন। প্রসিন্ধ গ্রন্থকার ও পত্রিকাকার ছিলেন। নব্যন্যায়ে তাঁর উদ্ভাবিত নূতন কৌশল ভট্টপল্লীতে এখনও আলোচিত হয়। ন্যায়শাস্ত্রে তাঁর রচিত 'তত্ত্বসার', 'অদ্বৈতবাদখণ্ডন', 'দীধিতি-কৃন্ন্যূনতাবাদ', 'গদাধরন্যূনতাবাদ', 'শক্তিবাদ-রহস্য' প্রভৃতি মুদ্রিত হয়েছিল। তাঁর বহু ক্রোড়পত্র ও বাদ-গ্রন্থ অমুদ্রিত রয়েছে। ১৮৮৭ খ্রী. 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি দ্বারা সম্মানিত প্রথম আটজনের তিনি অন্যতম। মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্বভৌম তাঁর ছাত্র। [২৫,২৬,৯০,১৩০]

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৫-১৯৩০) বহরমপুর—মুর্শিদাবাদ। মতিলাল। প্রখ্যাত প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্। ১৯০০ খ্রী. বৃত্তিসহ এন্ট্রান্স ও ১৯০৩ খ্রী. এফ.এ. পাশ করে পিতামাতার মৃত্যুর পর পড়া বন্ধ রাখেন। এরপর ১৯০৭ খ্রী. বি.এ. এবং ১৯১০ খ্রী. এম.এ. পাশ করেন। ছাত্রাবস্থায় সংগীত-সমাজের মঞ্চে অভিনয় করতেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এইসময়ে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ১৯১০ খ্রী. ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের কর্মে প্রবেশ করে সহকারী থেকে সুপারি-ন্টেন্ডেন্ট হন এবং শেষে অধ্যক্ষরূপে ১৯২৬ খ্রী. অবসর নেন। ১৯২৮ খ্রী. থেকে তিনি কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। মহেঞ্জোদাড়োর সুপ্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার তাঁর অবিনশ্বর কীর্তি। কণিষ্ক সম্বন্ধে তিনি যে-সব তথ্য আবিষ্কার করেছেন সেগুলি প্রামাণ্য ব'লে স্বীকৃত হয়েছে। বাঙলার পালরাজগণ সম্বন্ধেও বহু প্রামাণ্য তথ্য আবিষ্কার করেছেন। পাহাড়পুরের খনন-কার্যেরও পরিচালক ছিলেন। মুদ্রাতত্ত্বে সুপণ্ডিত ছিলেন। মুদ্রাসম্বন্ধীয় বিষয়ে তিনিই প্রথম বাংলায় গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর 'প্রাচীনমুদ্রা' গ্রন্থটি ১৩২২ ব. প্রকাশিত হয়। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'বাংলার ইতিহাস' (২ খণ্ড), 'পাষাণের কথা', 'ত্রিপুরীর হৈহয় জাতির ইতিহাস', 'উড়িষ্যার ইতিহাস', 'ভূমারার শৈবমন্দির', 'বাঙ্গালীর ভাস্কর্য', 'শশাঙ্ক', 'ধর্মপাল', 'করুণা', 'ব্যতিক্রম', 'অসীম', 'পক্ষান্তর', 'অনুক্রম', 'The Origin of Bengali Script', 'Palas of Bengal', 'Eastern Indian School of Medieval Sculpture' ইত্যাদি। এছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। [৩,৪,৫,৭,২৫,২৬]

রাখালদাস মজুমদার (২১.১২.১৮৩২-১৮৮৭) চন্দননগর—হুগলী। প্রথম জীবনে পিতার কর্ম-স্থল বালেশ্বরে শিক্ষা শুরু করে পরে চুঁচুড়া ও হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে ১৩ বছর বয়স পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রেরণায় ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। সিপাহী বিদ্রোহের বছর (১৮৫৭) কটকে ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর্‌স্ অফ স্কুলস-এ চাকরি করতেন। ১১.৪.১৮৬১ খ্রী. বিলাত যান। সেখানে লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে সংস্কৃত ও বাংলার অধ্যাপকরূপে কাজ করেন। বাঙালীদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই গৌরবের অধি-কারী। ১৮৬২ খ্রী. লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পরীক্ষা পাশ করে দেশে ফেরেন। ১৮৫০ খ্রী. 'দূরবীক্ষণবাদ' নামে সাময়িকপত্র সম্পাদনা করেন। তিনি 'শ্রীরামচরিত' (১৮৫৪) ও 'Precepts of Jesus' গ্রন্থের রচয়িতা। শেষোক্তটি রাজা রাম-মোহন-রচিত গ্রন্থের অনুবাদ। [২,৪]

রাখালমণি গুপ্তা। এই মহিলা কবির 'কবিতা-মালা' কাব্যগ্রন্থ ১৮৬৫ খ্রী. প্রকাশিত হয়। [৪]

রাজকুমার সর্বাধিকারী, রায়বাহাদুর (১৮৩৯-৯.৭.১৯১১) খানাকুল-কৃষ্ণনগর—হুগলী। যদুনাথ। বি.এ. ও বি.এল. পাশ করে লক্ষ্মৌ গিয়ে দক্ষিণা-রঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা'র এবং 'সমাচার হিন্দুস্থানী' পত্রিকার সহ-সম্পাদকের পদ পান। পরে লক্ষ্মৌ কলেজের সংস্কৃত ও আইনের অধ্যাপকরূপে ১৮৬৪-৮৪ খ্রী. পর্যন্ত কাজ করেন। কিছুদিন দক্ষিণারঞ্জন প্রতি-ষ্ঠিত 'Lucknow Times' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কৃষ্ণদাস পালের মৃত্যুর পর 'হিন্দু প্যাট্রি-য়ট' পত্রিকার সম্পাদক হন। বর্তমান কালেও তিনি সংবাদপত্র জগতে শীর্ষস্থানীয়রূপে গণ্য। তাঁর চেষ্টায় 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' ১৬.৩.১৮৯২ খ্রী. থেকে দৈনিক পত্রে রূপান্তরিত হয়। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ও প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের সভা-পতি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর আইন অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'ঠাকুর আইন সংক্রান্ত উপদেশমালা' ও 'ব্যাকরণ প্রবেশিকা'। [৪,৭,১৯,২৫,২৬]

রাজকুমারী বা রাজু। ৬.১০.১৮৩৬ খ্রী. কলি-কাতা শ্যামবাজারে নবীন বসুর উদ্যোগে বাংলা নাটক 'বিদ্যাসুন্দরে'র যে অভিনয় হয় তাতে তিনি বিদ্যার সখীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। [৪০]

রাজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায় (আনু. ১৮৫২-১৮৭৫)। স্বামী বিখ্যাত দেশকর্মী শশিপদ। স্বামীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ১২/১৩ বছর বয়স থেকে স্বামীর কাছে শিক্ষালাভ করেন এবং নিজেও পরিবারের ছোট ছোট মেয়েদের শিক্ষা দিতে থাকেন। ব্রাহ্মধর্মগ্রহণের জন্য সমাজ ও গৃহচ্যুত হয়ে নারীশিক্ষায় ব্রতী হন। এইসময় মেরী কার্পেণ্টার বরাহনগরে এলে রাজকুমারী তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা করে তাঁদের গৃহে আনেন। তাঁরা উভয়ে বিভিন্ন

অঞ্চলে নারীশিক্ষার কাজে ব্রতী হন এবং মেরী কার্পেণ্টারের অনুরোধে ১৮৭১ খ্রী. তিনি ইংল্যাণ্ড যান। ইংল্যাণ্ডে ৮ মাস থাকার পর দেশে ফিরে পুনরায় নারীশিক্ষামূলক বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত হন। তিনি স্বামীর সহযোগিতায় নিজেদের বাসগৃহে উদ্ধারপ্রাপ্তা নারীদের আশ্রয় দান ও শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। [৬]

রাজকৃষ্ণ কর্মকার (১৮২৮-?) দফরপুর—হাওড়া। মাধবচন্দ্র। বিদ্যালয়ের শিক্ষা না পেলেও বুদ্ধি ও অধ্যবসায়-বলে কল-কারখানার কাজে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। কাশীপুর ও দমদম গান ফ্যাক্টরীতে কামান-বন্দুকের কাজ শিখে হেডমিস্ত্রী হন। ১২৭৬ ব. টাঁকশালের চাকরি নিয়ে নেপালে যান। তিনিই প্রথমে সেখানে যন্ত্রসাহায্যে মুদ্রা প্রস্তুত করেন। সেখানে আধুনিক যন্ত্র আনিয়ে বন্দুকের কারখানাও স্থাপন করেন। নেপালরাজের মৃত্যুর পর কাবুলের আমীর আবদার রহমানের আহ্বানে ১২ জন কারিগরসহ কাবুল যান। সেখানেও নূতন ধরনের যন্ত্র আনিয়ে কামান-বন্দুকের কারখানা স্থাপন করেন এবং বহু পুরস্কার পান। ১২৯১ ব. পুনর্বার নেপালে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত কারখানার উন্নতিসাধন করেন। সেখানে তিনিই প্রথম বৈদ্যুতিক আলো চালু করেন। তাছাড়া কাঠের কারখানা, উন্নতমানের কামান, কামানের গাড়ি, মেসিনগান প্রভৃতি তৈরী করে কৃতিত্ব দেখান। মহারাজার কাছ থেকে 'কাপ্তেন' উপাধি ও ১২৯৩ ব. বহুমূল্য পাগড়ী উপহার পান। [২৫,২৬,৩১]

রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন, মহামহোপাধ্যায় (২৯.৯.১২৪০-৯.১.১৩২১ ব.?) নবদ্বীপ। সূর্যকান্ত বিদ্যালঙ্কার। রাঢ়ীশ্রেণীয় বন্দ্যোপাধ্যায় পদবীধারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। আদি বাসস্থান শান্তিপুরের নিকট গয়ঘর গ্রাম। প্রথমে পিতার নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, অভিধান, কাব্য এবং অলঙ্কারশাস্ত্র পড়েন। তারপর পিতামহ গোপীনাথ ন্যায়পঞ্চাননের চতুষ্পাঠীতে ও পরে পণ্ডিত মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্তের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করে 'তর্কপঞ্চানন' উপাধি লাভ করেন। ১২৭১ ব. তিনি গুরুদেব মাধবচন্দ্রের ঝড়ে বিধ্বস্ত চতুষ্পাঠীর জিনিসপত্র নিয়ে নিজে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। ১৩০০ ব. নদীয়ার মহারাজা তাঁকে নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক-পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯১২ খ্রী. তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি পান। 'কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থের 'রামভদ্রী টীকা'র রচয়িতা রামভদ্র তর্কসিদ্ধান্ত তাঁর প্রপিতামহ। [১৩০]

রাজকৃষ্ণ দে (?-আগস্ট ১৮৪০)। ১৮৩৩ থেকে ১৮৩৭ খ্রী. পর্যন্ত হিন্দু কলেজে পড়েন। ১৮৩৮ খ্রী. কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডিগ্রীপ্রাপ্ত হন। তিনি পাশ্চাত্য মতে শিক্ষিত চিকিৎসকদের প্রথম দলের অন্যতম ছিলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে চাকরি নিয়ে দিল্লী ঔষধালয়ের ভারপ্রাপ্ত হন। কিন্তু ১ বছরের মধ্যে মারা যান। চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য তিনিই সর্বপ্রথম শবব্যবচ্ছেদ করেন। এর আগে বৈদ্য মধুসূদন গুপ্ত ১৮৩৬ খ্রী. শবব্যবচ্ছেদ করেন কিন্তু তিনি ডাক্তারী বা চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন না। [৪১]

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (৩১.১০.১৮৪৫-১০.১০.১৮৮৬) গোস্বামী-দুর্গাপুর—নদীয়া। আনন্দচন্দ্র। কৃষ্ণনগর ও প্রেসিডেন্সী কলেজের কৃতী ছাত্র হিসাবে ১৮৬৬ খ্রী. বি.এ., ১৮৬৭ খ্রী. দর্শনশাস্ত্রে এম.এ. ও পরের বছর বি.এল. পাশ করেন। প্রথমে কিছুদিন ওকালতি করার পর কলিকাতার জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লিজ, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কটক ল কলেজ ও বহরমপুর কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৮৭৯-৮৬ খ্রী. পর্যন্ত গভর্নমেণ্টের বাংলা অনুবাদকের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ফারসী, উর্দু, ওড়িয়া, সংস্কৃত, জার্মান, ফরাসী, ল্যাটিন ও পালি ভাষা জানতেন। বাঙলার রেনেসাঁর ঐতিহাসিকরূপে বাংলায় ক্ষুদ্রকায় 'বাঙলার ইতিহাস' রচনা করে খ্যাত হন। এই গ্রন্থ বঙ্কিমচন্দ্রের সুখ্যাতি অর্জন করে এবং বাঙলার জাতীয় চেতনার সূচনায় সাহায্য করে। ভারতবর্ষীয়-বিজ্ঞান-সভার পরিচালক-সমিতির প্রথমাবধি অন্যতম সভ্য ছিলেন এবং এর সংগঠনে আর্থিক সাহায্য করেন। ১৮৮২ খ্রী. পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন সমিতির সদস্য হন। বাংলা গদ্য ও পদ্য রচনায় তাঁর সমান দক্ষতা ছিল। তবে তাঁর রচনার পরিধি কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ এবং কয়েকটি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কবিতা মাত্র। তিনিই সর্বপ্রথম 'বঙ্গদর্শনে' গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে বাঙলাদেশে বিদ্যাপতির যথার্থ পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা : 'রাজবালা', 'যৌবনোদ্যান', 'মিত্রবিলাপ ও অন্যান্য কবিতাবলী' 'কাব্যকলাপ', 'মেঘদূত', 'কবিতামালা', 'প্রথম-শিক্ষা বীজগণিত', 'প্রথম-শিক্ষা বাংলার ইতিহাস', 'প্রথম-শিক্ষা বাংলা ব্যাকরণ', 'Hints to the Study of Bengali Language' প্রভৃতি। তাঁর 'ভারতমাতা' কবিতা, 'ভারতমহিমা' প্রবন্ধ প্রভৃতিতে তাঁর জাতীয়তাবোধের পরিচয় পরিস্ফুট। [৩,৪,৭,৮,২৫,২৬,২৮]

রাজকৃষ্ণ রায় (২১.১০.১৮৪৯-১১.৩.১৮৯৪) রামচন্দ্রপুর—বর্ধমান। বিশিষ্ট নাট্যকার ও উপন্যাসলেখক। আট বছর বয়সে পিতৃহীন হয়ে চাকরির আশায় নিউ বেঙ্গল প্রেসে যোগ দেন এবং নিজ চেষ্টায় পড়াশুনার কাজও চালিয়ে যান। কিছু

অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর অ্যালবার্ট প্রেসের ম্যানেজার হন। এখান থেকেই ১২৮৫ ব. 'বীণা' মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় তাঁর কবিতা, নাটক প্রভৃতি নিয়মিত প্রকাশিত হত। ১২৮৭ ব. 'বীণা-যন্ত্র' প্রেস স্থাপন করেন। কিন্তু লোকসান শুরু হওয়ায় প্রেস বিক্রি করে ১২৯৪ ব. ঠনঠনিয়ায় 'বীণা-রঙ্গভূমি' প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে স্বরচিত পৌরাণিক নাটক 'চন্দ্রহাস' এবং অন্যান্যদের নাটক ও প্রহসন অভিনয় করতে থাকেন। ১২৯৭ ব. ঋণের দায়ে রঙ্গভূমি হস্তান্তরিত হলে ১২৯৮ ব. ষ্টার থিয়েটারের বেতনভোগী নাট্যকার হন। তিনি অক্লান্ত লেখক ছিলেন এবং বিদ্রূপাত্মক কবিতার সাহায্যে জাতির চেতনা সঞ্চারে সাহায্য করেছেন। 'ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি' কবিতা তার প্রমাণ। বক্তৃতায় ও সভায় সময়ের অপব্যয়ের জন্য 'শারদীয় জ্বালাখণ্ড' কবিতায় বিদ্রূপ করেন। 'রাজা' ও 'রায়বাহাদুর' খেতাবের জন্য বিদেশী সরকারের খেয়ালে চাঁদা দিয়ে বিদেশী কর্তৃক দেশকে লুণ্ঠনের সমর্থন করার জন্য এই জ্বালা। 'ভারতগান' কবিতামালার প্রত্যেকটিতে দেশপ্রেমের কথা বলেছেন, আবার অলস, ভীরু, স্বার্থপর জাতি সম্বন্ধে ক্ষোভপ্রকাশও করেছেন। রচিত গ্রন্থ : 'পতিব্রতা', 'নাট্যসম্ভব', 'তরণীসেন-বধ', 'লয়লা-মজনু', 'দ্বাদশ গোপাল', 'বামনভিক্ষা', 'হিরণ্ময়ী', 'কিরণ্ময়ী', 'আগমনী', 'নিভৃত-নিবাস' প্রভৃতি। 'অবসর-সরোজিনী' তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। এছাড়াও রামায়ণ ও মহাভারতের পদ্যানুবাদ করেন। সম্ভবত তিনিই প্রথম বাঙালী যিনি সাহিত্যকে পেশারূপে গ্রহণ করেছিলেন। 'হরধনুভঙ্গ' নাটকে (১৮৮১) সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করেন। তাঁর 'বর্ষার মেঘ' কবিতায় ও 'রাজা বিক্রমাদিত্য' (১৮৮৪) নাটকে গদ্য-কবিতা রচনার প্রয়াস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। [৪,৭,২০,২৫, ২৬,২৮]

রাজনারায়ণ বসু (৭.৯.১৮২৬ - ১৮.৯.১৮৯৯) বোড়াল—চব্বিশ পরগনা। নন্দকিশোর। হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজের (১৮৪০ - ৪৩) খ্যাতনামা ছাত্র। অস্বাস্থ্যের জন্য কলেজ ত্যাগ করে উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদকরূপে তত্ত্ববোধিনী সভায় ১৮৪৬ - ৪৯ খ্রী. কাজ করেন। ১৮৪৯ খ্রী. সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী শিক্ষক এবং ১৮৫১ খ্রী. মেদিনীপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। ১৮৬৮ খ্রী. সরকারী কর্ম থেকে অবসর নেন। অন্যত্র পদোন্নতির সম্ভাবনা সত্ত্বেও প্রিয় কর্মকেন্দ্র মেদিনীপুর ত্যাগ করেন নি। এডুকেশন কাউন্সিল স্বীকার করেন, রাজনারায়ণের প্রভাবেই মেদিনীপুরের ছাত্রগণের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। এখানে বিতর্কসভা প্রতিষ্ঠা করে ছাত্রদের মানসিক সৌকুমার্য সাধনের চেষ্টা করেন। পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও জ্ঞানার্জনের জন্য বাইরের বই পড়বার অভ্যাস করান। এই উদ্দেশ্যে একটি পাঠাগারও স্থাপিত হয়। শ্রমিক-কৃষকদের শিক্ষার জন্য একটি রাত্রিকালীন বিদ্যালয় এবং স্ত্রীশিক্ষার জন্য একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল—শিক্ষা ব্যতীত নারী-মুক্তি সম্ভব নয়। একজন দেশপ্রেমিক হিসাবে তিনি মনে করতেন, দেশীয় ভাষার চর্চা দ্বারাই দেশীয় সাহিত্যের উন্নতি সম্ভব। ধর্মমতে তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন। জাতিবর্ণভেদ বিশ্বাস না করলেও সমাজে গভীর পরিবর্তনের বিরোধী ছিলেন। বিলাত-ফেরতদের আত্মগরিমা সহ্য না করলেও বিলাত-যাত্রার বিরোধী ছিলেন না। ১৮৬৬ খ্রী. একটি প্রবন্ধে দেশী প্রথায় ব্যায়াম, দেশী ঔষধ ও সঙ্গীতের প্রচার চান। তিনি বিশ্বাস করতেন, সংস্কৃত ও বাংলা শেখানোর পর ছাত্রদের ইংরেজী শেখানো উচিত। সমাজের যে-কোন পরিবর্তনই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা মেনে করা উচিত। রাজনারায়ণের কল্পনায় উদ্দীপিত হয়ে নবগোপাল হিন্দু মেলা সৃষ্টি করেন। ১৮৭৫ খ্রী. এই মেলার উদ্বোধক ছিলেন রাজনারায়ণ। হিন্দু মেলার পরে ন্যাশনাল সোসাইটি স্থাপিত হলে রাজনারায়ণ এখানে তিনটি নিবন্ধ পাঠ করেন। এই ন্যাশনাল সোসাইটির তত্ত্বাবধানে ন্যাশনাল স্কুল স্থাপিত হয় এবং সেখানে সার্ভে, ইঞ্জিনীয়ারিং, রসায়ন এবং সঙ্গীতের সঙ্গে ব্যায়াম, অশ্বারোহণ ও বন্দুক-চালনা শেখানো হত। বাঙালীরা যদি শিক্ষক, উকিল ও চাকুরের জাতিতে পরিণত হয় এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য ত্যাগ করে—তবে জাতি দরিদ্রতর হবে—এ ছিল তাঁর বিশ্বাস। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হলে রাজনারায়ণ তার সভ্য হন এবং ১৮৭৮ খ্রী. লিটনের দেশীয় ভাষা সংক্রান্ত আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগ দেন। 'সঞ্জীবনী সভা' নামে গুপ্ত রাজনৈতিক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি তার সভাপতি হন। রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই সভাকে অনেকে বাঙলার বিপ্লবী সংগঠনের ও ব্রিটিশের অধীনতামুক্ত জাতীয় চেতনা প্রসারের অগ্রদূত বলে মনে করেন। ঋষি আখ্যায় অভিহিত বঙ্গ সংস্কৃতির একজন প্রধান পুরোধা রাজনারায়ণ এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষকতাও করেছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'আত্মচরিত', 'সেকাল আর একাল', 'হিন্দু বা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত' প্রভৃতি। তাঁর ইংরেজী

রচনা : 'সায়েন্স অফ রিলিজিয়ন', 'রিলিজিয়ন অফ লাভ' ও উপনিষদের অনুবাদ। তিনি ইংরেজীতে ব্রাহ্মধর্ম এবং আদি ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কেও গ্রন্থ রচনা করেছেন। শেষ-জীবনে দেওঘরে বাস করতেন। [২, ৪,৭,৮,২০,২২,২৫,২৬,৫৪]

রাজবল্লভ সেন, মহারাজ (১৬৯৮ - ১৭৬৩)। দুর্লভরাম। রাজবল্লভ বলদারণীয়া-ঢাকার জমিদার ছিলেন। সিরাজের সিংহাসন লাভের পূর্বে তিনি প্রথমে সুবাদারের 'বক্‌সি' ও পরে সিরাজ নবাব হলে খালসার মুদ্রাধিকারী হন। বিষয়কর্ম উপলক্ষে তিনি মুর্শিদাবাদে এলে সিরাজদ্দৌলা এক সময় সরকারী রাজস্ব আত্মসাৎ করার অভিযোগে তাঁকে আটক করেন। ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম রাজস্ব বন্দোবস্তের সময় তিনি লর্ড ক্লাইভকে সাহায্য করেছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের পর রাজবল্লভ কলিকাতার সুতানুটীর অন্তর্গত বাগবাজারে এসে বাস করেন। তাঁর বসতবাটীর ঐ অঞ্চল এখন 'রাজবল্লভ-পাড়া' নামে খ্যাত। মীরজাফর বাঙলার নবাব হলে তিনি সুবে বাঙলার দেওয়ানী পদ লাভ করেছিলেন। মীরকাশিমের রাজত্বকালেও কিছুদিন তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে তিনি বিহারের শাসন-কর্তা হন। কিন্তু মনোমালিন্য ঘটায় মীরকাশিম তাঁকে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে মারেন। তাঁর সময়ে তিনি পদ-মর্যাদায় বিশিষ্ট ব্যক্তি বলে গণ্য ছিলেন। [২,৩, ২৫,২৬,৩১]

রাজলক্ষ্মী দেবী১ (১৯০২ ? - ২৬.৫.১৯৭২)। প্রখ্যাত অভিনেত্রী। ১৯৩০ খ্রী. তাঁর অভিনয়-জীবন শুরু হয়। স্টার থিয়েটারে অভিনীত রবীন্দ্রনাথের 'গৃহপ্রবেশ' নাটকে ভিখারিণীর ভূমিকায় অভিনয়ে ও গানে দর্শকসমাজকে মুগ্ধ করেন। পরবর্তী কালে নাট্য-নিকেতনে (অধুনা বিশ্বরূপা) 'গোরা' নাটকে আনন্দময়ীর চরিত্রে অভিনয় করে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা পান। পরে আরও বিভিন্ন ভূমিকায় সুঅভিনয় করেছেন। শিশিরকুমার ভাদুড়ী তাঁর অন্যতম নাট্যগুরু ছিলেন। চলচ্চিত্রের অভিনেত্রীরূপেই তাঁর বিশেষ পরিচিতি। বাংলা, হিন্দী এবং অসমীয়া সমেত দ্বিশতাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন। [১৬]

রাজলক্ষ্মী দেবী২। সুলেখিকা ছিলেন। তাঁর রচিত ৬টি গ্রন্থের মধ্যে 'কেদারবদরী ভ্রমণ' ও 'ব্রাহ্মসমাজের আদি চিত্র' উল্লেখযোগ্য। [৪]

রাজশেখর বসু (১৬.৩.১৮৮০ - ২৭.৪.১৯৬০) বীরনগর (উলা)—নদীয়া। মাতুলালয় বামুনপাড়া —বর্ধমানে জন্ম। পিতা দ্বারভাঙ্গা রাজ-এস্টেটের ম্যানেজার চন্দ্রশেখর। ১৮৯৫ খ্রী. তিনি দ্বারভাঙ্গার রাজস্কুল থেকে এন্ট্রান্স, ১৮৯৭ খ্রী. পাটনা কলেজ থেকে এফ.এ. এবং ১৮৯৯ খ্রী. কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানে অনার্সসহ বি.এ. পাশ করেন। তখনও এম.এস-সি. কোর্স চালু না হওয়ায় রসায়নে এম.এ. পরীক্ষা দেন ও প্রথম হন (১৯০০)। দুই বছর পরে আইন পরীক্ষা পাশ করেন। ১৯০৩ খ্রী. বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্ক্‌সে সামান্য বেতনে নিযুক্ত হয়ে স্বীয় দক্ষতায় অল্প-দিনেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও তৎকালীন ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডা. কার্তিক বসুর প্রিয়পাত্র হন। কাল-ক্রমে উক্ত কোম্পানীর পরিচালক হন। ১৯৩২ খ্রী. অবসর নিলেও উপদেষ্টা ও ডিরেক্টররূপে আমৃত্যু এই কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নিয়মানু-বর্তিতা ও সুশৃঙ্খল অভ্যাসের জন্য তাঁর জীবন-যাপন-পদ্ধতি কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে 'পরশুরাম' ছদ্মনামে রসরচনার জন্য রাজ-শেখর চিরস্মরণীয়। তুলনায় বেশী বয়সে সাহিত্য-জীবন শুরু হলেও 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী' ও 'হনু-মানের স্বপ্ন' গ্রন্থ বাঙলার রসিক-মহলকে আলোড়িত করেছিল। রসরচনা ছাড়া 'চলন্তিকা' নামে বিখ্যাত অভিধান এবং 'লঘুগুরু', 'বিচিন্তা', 'ভারতের খনিজ', 'কুটির শিল্প' নামে প্রবন্ধ-গ্রন্থাদিও বিখ্যাত। অনুবাদ-গ্রন্থ : 'বাল্মীকি রামায়ণ', 'মহাভারত', 'মেঘদূত', 'হিতোপদেশের গল্প' প্রভৃতি। মোট রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ২১টি। সংখ্যা অপেক্ষা রচনার কারণে ও গুরুত্বে রাজশেখর স্মরণীয় পুরুষ। তিনি 'রবীন্দ্র পুরস্কার' ও 'আকাদেমী পুরস্কার'-প্রাপ্ত এবং 'পদ্মভূষণ' উপাধি-ভূষিত ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিযুক্ত বানান-সংস্কার সমিতি এবং ১৯৪৮ খ্রী. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিভাষা সংসদের সভাপতি হন। ১৯৫৭ - ৫৮ খ্রী. যথা-ক্রমে কলিকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডক্টরেট' উপাধি-ভূষিত করেন। [৩,৭,২৬,৫৯]

রাজসিংহ (আনু. ১৭৫০ - ১৮২১)। ময়মন-সিংহ জেলার সুসঙ্গ দুর্গাপুরের ব্রাহ্মণ রাজা রাজসিংহ 'রাজমালা' নামে একটি ঐতিহাসিক কাব্য রচনা করেন। এছাড়া তাঁর রচিত 'মনসার পাঁচালী' ও 'ভারতীমঙ্গল' নামে দু'টি খণ্ডকাব্য পাওয়া যায়। তাঁর সঙ্গে ইংরেজ সরকারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়েছিল। [২]

রাজা বসু (আনু. ১৮৮৬ - ২২.৩.১৯৪৮)। পিতৃদত্ত নাম রিপেন্দ্র। তিনি মাত্র ১৮ বছর বয়সে চামড়ার কাজ শিখতে বিলাত যান। সেখানে জাদুখেলা দেখানোর ব্যাপারে আগ্রহান্বিত হয়ে জাদুবিদ্যা শিখতে শুরু করেন এবং অপেশাদার জাদুকররূপে খ্যাতিমান হন। ১৯০৯ খ্রী. বিলাতে

প্রথম পেশাদারী খেলার জন্য পিতৃদত্ত নামের বদলে 'রাজা বোস' নাম গ্রহণ করেন। ইংল্যাণ্ডের পেশাদারী মঞ্চে জাদুকররূপে অসামান্য প্রতিষ্ঠা ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম অর্জন করেন। তিনি তাঁর সুযোগ্যা সহকারিণী মিস হাইডীকে বিবাহ করেন। দেশে ফিরেও বিভিন্ন স্থানে জাদু প্রদর্শন করে জনপ্রিয় হন। তাঁর বিখ্যাত খেলা—Return of She (সুন্দরীর প্রত্যাবর্তন) এবং ভালুক ও শিকারীর খেলা। এছাড়া তাঁর নানারকম মুক্তির (escape) খেলাও প্রসিদ্ধ ছিল। ১৯২৮ খ্রী. ষ্টার থিয়েটার কর্তৃপক্ষ তাঁকে মঞ্চ-উপদেষ্টারূপে গ্রহণ করে 'ফুল্লরা', 'বিদ্রোহিণী' প্রভৃতি কয়েকটি নাটকের দৃশ্যে তাঁর জাদু-প্রতিভার সুযোগ নেন। স্বাস্থ্যভঙ্গ ও ব্যক্তিগত কারণে মৃত্যুর বহু আগেই পেশাদারী মঞ্চ থেকে অবসর নেন। ১৯৩১ খ্রী. নিখিল ভারত জাদু সম্মিলনীতে সর্বশ্রেষ্ঠ জাদুকর ব'লে স্বীকৃত হন। গণপতি প্রতিযোগিতায় অংশ না নিলেও খেলা দেখিয়েছিলেন। [১০২]

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে উইলিয়ম কেরীর সহকারী লেখকদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। তাঁর লেখা 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রাজস্য চরিত্রং' নামে বাংলা-গদ্যে লিখিত গ্রন্থটি ১৮০৫ খ্রী. শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির একটি সংস্করণ ১৮১১ খ্রী. লণ্ডনে মুদ্রিত হয়েছিল। [২,৩,৪,২০]

রাজু সরকার। ১৮৭২-৭৩ খ্রী. সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক। [৫৬]

রাজেন সেন। ১৯১১ খ্রী. আই.এফ.এ. শীল্ড-বিজেতা মোহনবাগান দলের অমর ১১ জন খেলোয়াড়ের অন্যতম। সেণ্টার ফরোয়ার্ডে খেলতেন। তিনি অনুশীলন দলের সভ্য ছিলেন। জেলে লাঠিচার্জের সময় একজন জমাদারের লাঠি কেড়ে নিয়ে তাঁকে প্রহার করেন। ফলে সিপাহী জমাদার তাঁকে সেলাম করত। [৯২]

রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, রায়বাহাদুর (১৮৫৯-এপ্রিল ১৯১৯) নারায়ণপুর—চব্বিশ পরগনা। নসীরাম বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৭০ খ্রী. আহিরীটোলা বাংলা পাঠশালা থেকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। প্রত্যেক পরীক্ষাতেই প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি এবং বি.এ. ও এম.এ. পরীক্ষায় সুবর্ণপদক পান। এরপর সংস্কৃত কলেজের অন্যতম সংস্কৃত অধ্যাপক হন। ১৮৮৫ খ্রী. প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ পরীক্ষা পাশ করে ১০ হাজার টাকা মূল্যের পারিতোষিক লাভ করেন। ১৮৮৬ খ্রী. বাঙলা সরকারের অনুবাদ কার্যালয়ের দ্বিতীয় সহকারী এবং পরে ১৮৯৫ খ্রী. সরকারের পুস্তকালয়াধ্যক্ষ হন। ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায় দক্ষ এবং দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। কলিকাতা 'সাহিত্য-সভা'র সম্পাদকরূপে ঐ সভার বিশেষ উন্নতি করেছেন। রচিত প্রবন্ধ : বাংলায়—'কবি ও কাব্য', 'লোকবৃত্ত ও সমাজস্থিতি' এবং ইংরেজীতে 'প্রাচীন ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রণালী' ও 'মুসলমান রাজত্বে কৃষির অবস্থা' প্রভৃতি ঐসময়ে যথেষ্ট আদৃত হয়েছিল। শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের উদ্যোগে তিনি ন্যায়দর্শনের 'ভাষাপরিচ্ছেদ' নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। [২০,২৫,২৬]

রাজেন্দ্র দত্ত (অক্টো. ১৮১৮-৫.৬.১৮৮৯) বহুবাজার—কলিকাতা। পার্বতীচরণ। ভারতবর্ষে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রথম প্রচারক। হিন্দু কলেজের ছাত্র হিসাবে রামতনু লাহিড়ীর সহপাঠী ছিলেন। ডিরোজিওর প্রভাবাধীনে মূর্তিপূজার বিরোধী হয়ে ওঠেন। ১৮৩৯ খ্রী. তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে কিছুদিন অধ্যয়নের পর ডা. দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহায়তায় নিজের বাড়িতে দাতব্য অ্যালোপ্যাথিক ডিস্পেন্সারী খোলেন। পরে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শুরু করে খ্যাতিমান হন। কথিত আছে, তাঁরই উপদেশে প্রসিদ্ধ ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা ছেড়ে হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা শুরু করেন। বহু হোমিও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অর্জিত অর্থের অধিকাংশ দরিদ্রের সেবায়, শিক্ষাবিস্তারে ও নিজের একটি প্রথম শ্রেণীর লাইব্রেরী গঠনে ব্যয় করেন। ১৮৫৩ খ্রী. মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপনে রাধাকান্ত দেব, দেবেন্দ্রনাথ, আশুতোষ দেব প্রভৃতির সহযোগী এবং দেশীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠায় বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা। [৫,৮,২৫,৪১]

রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, ড. (?-২৫.৯.১৯৫১)। ডক্টর সি. ভি. রমণের প্রিয় ছাত্র রাজেন্দ্রনাথ ১৯২১ খ্রী. ডি.এস-সি. উপাধি পান। ভারতীয়দের মধ্যে একমাত্র তিনিই আমেরিকার অ্যাকুইস্টিক্যাল সোসাইটির ফেলো ছিলেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকুইস্টিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৯ খ্রী. পুনার বিজ্ঞান কংগ্রেসে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি ছিলেন। তিনি বিজ্ঞান-বিষয়ক বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত ছিলেন। [৪]

রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (১৮৭৩ - ১৯৩৫)। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি সুলেখক ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'কালিদাস ও ভবভূতি', 'কালিদাস', 'তপোবন' প্রভৃতি। তিনি কালিদাসের কয়েকখানি কাব্য বাংলায় অনুবাদও করেছিলেন। [৩]

রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, স্যার (২৩.৬.১৮৫৪ - ১৫.৫.১৯৩৬) ভাবলা—চব্বিশ পরগনা। ভারতের যশস্বী বাঙালী শিল্পপতি। ৬ বছর বয়সে পিতৃহীন হয়ে মাতার তত্ত্বাবধানে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে তিন বছর পড়ে স্বাধীন ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে একজন অংশীদার নিয়ে ঠিকাদারী শুরু করেন। ক্রমে একজন সুদক্ষ ইঞ্জিনীয়ার ও ঠিকাদার হয়ে ওঠেন। পরবর্তী কালে বিরাট ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান মার্টিন কোম্পানীর অংশীদার হন। পলতা ওয়াটার ওয়ার্ক্‌স্‌, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল প্রভৃতি তাঁরই তত্ত্বাবধানে নির্মিত। মার্টিন কোম্পানীর রেলপথ স্থাপনের কৃতিত্ব তাঁরই। পরে তিনি বার্ন কোম্পানীর প্রধান অংশীদার হন। জনহিতকর কাজে এবং জন্মভূমি বসিরহাটের উন্নতিকল্পে তিনি বহু অর্থ দান করেছেন। ১৯০১ খ্রী. প্রথমবার এবং পরে ব্যবসায়ের প্রয়োজনে কয়েকবার বিলাত যান। ১৯১১ খ্রী. কলিকাতার শেরিফ হন। ১৯৩১ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সাম্মানিক ডি.এস-সি. (ইঞ্জিনীয়ারিং) উপাধিতে ভূষিত করেন। [৩,৫,৭,২৫,২৬]

রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী (১৯০১ - ১৭.১২.১৯২৭) মোহনপুর—পাবনা। পিতা ক্ষিতীশমোহন বঙ্গভঙ্গের সময় থেকেই পুলিসের নজরে ছিলেন। পিতার কাছেই রাজেন্দ্রনাথ স্বদেশপ্রেমে দীক্ষিত হন। উচ্চশিক্ষার জন্য বেনারস হিন্দু বিদ্যালয়ে আসেন। বারাণসীর ক্লাব, জিমন্যাশিয়ম ও সাহিত্যবিষয়ক সকল কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক হন। ইতিহাস ও অর্থনীতিসহ বি.এ. পাশ করে ইতিহাসে এম.এ. পড়বার সময় বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসেন। এইসময় আধুনিক বোমা নির্মাণপদ্ধতি শেখবার জন্য কলিকাতায় যান। ৯.৮.১৯২৫ খ্রী. লক্ষ্মৌ থেকে ১৪ মাইল দূরে কাকোরী ও আলমনগর স্টেশনের মধ্যে একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনকে চেন টেনে থামিয়ে টাকাসুদ্ধ সিন্দুক সরানো হয়। এ ব্যাপারে যে ১৬ জন অংশ নেন তিনি তাঁদের অন্যতম। কাকোরী ট্রেন ডাকাতির সূত্র ধরে দক্ষিণেশ্বর বোমা নির্মাণকেন্দ্র খানাতল্লাশী হয় এবং ৯.১.১৯২৬ খ্রী. রাজেন্দ্রনাথ ও অনন্তহরি মিত্র গ্রেপ্তার হয়ে ১০ বছরের দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। তাছাড়া ১.৫.১৯২৬ খ্রী. তাঁকে কাকোরী ষড়যন্ত্র ও অন্যান্য আরও ৩টি মামলার আসামী করে বিচার শুরু হয়। বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ডাদেশ হয়। ১৭ ডিসেম্বর ১৯২৭ খ্রী. উত্তরপ্রদেশের গোণ্ডা জেলে তাঁর ফাঁসি হয়। ফাঁসির সময় তাঁর মুখের সদাহাস্যময় অভিব্যক্তি মৃত্যুর পরও বজায় ছিল। ফাঁসির হুকুম রদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন নি। [১০,৪২,৪৩,১০৪]

রাজেন্দ্রনাথ সেন (১৮৭৮ - ১৯৩৬)। পিতা—মধুসূদন। ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী লিমিটেডের তিনজন প্রতিষ্ঠাতার অন্যতম। ১৮৯৮ খ্রী. প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রিতে প্রথম হয়ে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং কিছুদিন উত্তরপাড়া কলেজ ও ঢাকা জগন্নাথ কলেজে শিক্ষকতা করেন। ১৯০৭ খ্রী. ঘোষ স্কলারশিপ নিয়ে বিলাত যান এবং লীড্‌স্‌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এস-সি. পাশ করে ১৯১০ খ্রী. ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিসে মনোনীত হন। দেশে ফিরে এসে তিনি শিবপুর বি.ই. কলেজের কেমিস্ট্রি বিভাগে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯১৮ খ্রী. থেকে ১৯৩২ খ্রী. পর্যন্ত প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনার পর কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ হন। ১৯১৬ খ্রী. তিনি বন্ধু বীরেন্দ্রনাথ মৈত্র ও খগেন্দ্রচন্দ্র দাশের সহযোগে ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং প্রাইভেট লিমিটেড স্থাপনে সহায়ক ছিলেন। [১৭]

রাজেন্দ্রনারায়ণ গুহঠাকুরতা (১৮৯২ - ২১.৭.১৯৪৫) বানারিপাড়া—বরিশাল। বসন্তকুমার। প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীর। বরিশাল বি.এম. স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়বার সময় সার্কাসের দলে যোগ দেন এবং বিভিন্ন রকম ব্যায়াম শিখে নিজেই সার্কাসের দল গঠন করেন। তিনি বুকের উপর হাতী, গরুর গাড়ী ও রোলার তুলতে এবং চলন্ত মোটর থামাতে পারতেন। বাঙালীদের মধ্যে শরীরচর্চা প্রচলনের জন্য 'All Bengal Physical Culture' নামে সমিতি স্থাপন করেন। তিনি কলিকাতা সিটি কলেজ ও ল কলেজের ব্যায়াম-শিক্ষক ছিলেন। তাঁর ব্যায়াম-শিক্ষক ছিলেন সূর্যকান্ত গুহ। ১৯১৭ খ্রী. প্রথম কলিকাতায় আসেন ও 'কার্লেকার সার্কাসে' ৪ টন বা ১১০ মণ রোলার বুকে তুলে দর্শকদের বিমোহিত করেন। মূলত তাঁরই চেষ্টায় বাঙালী যুবকদের মধ্যে শক্তির পরিচায়ক ক্রীড়াকৌশল দেখানর রেওয়াজ চালু হয়। প্রফেসর রামমূর্তি তাঁকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। [২৬,১০৩]

রাজেন্দ্র মল্লিক (২৪.৬.১৮১৯ - ?) কলিকাতা। নীলমণি মল্লিকের দত্তকপুত্র। ইংরেজী, সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। রাজেন্দ্রের তিন বছর বয়সের সময় নীলমণির মৃত্যু হয়। তিনি সাবালক হয়ে সম্পত্তির ভারপ্রাপ্ত হন। ১৮৬৬ খ্রী. ওড়িশার দুর্ভিক্ষের সময় কলিকাতায় আগত দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের জন্য অন্নসত্র খুলে সাহায্য করেন। এই কারণে ১৮৬৭ খ্রী. 'রায়বাহাদুর' ও পরে ১৮৭৮ খ্রী. 'রাজাবাহাদুর' উপাধি পান। তিনি কলিকাতার চিড়িয়াখানায় বহু পশু-পাখি প্রদান করেন। চিড়িয়াখানায় 'মল্লিক হাউস' নামক গৃহে তাদের রাখা হয়। নিজের বাড়িতেও তিনি একটি চিড়িয়াখানা করেছিলেন। তাঁর কলিকাতা চোরবাগানের প্রাসাদ মর্মরপ্রস্তরে নির্মিত এবং বহুসংখ্যক প্রস্তরমূর্তি ও তৈলচিত্রে অলংকৃত। এই মর্মর-প্রাসাদটি কলিকাতার দর্শনীয় বস্তুসমূহের অন্যতম। [২৫,২৬]

রাজেন্দ্রলাল আচার্য। বি.এ. পাশ করে সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। শিশু-সাহিত্যে তাঁর বিপুল অবদান আছে। প্রধানত ফরাসী শিশু-সাহিত্যিক জুল ভার্নের গ্রন্থের অনুবাদক হিসাবেই তিনি সুপরিচিত। তাঁর অনূদিত গ্রন্থ : '৮০ দিনে ভূপ্রদক্ষিণ', 'বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ' প্রভৃতি। তাছাড়া তাঁর মৌলিক রচনাও আছে। রচিত মোট গ্রন্থের সংখ্যা ৭। [৪]

রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৬.২.১৮২২ - ২৬.৭. ১৮৯১) শুঁড়া—চব্বিশ পরগনা। জনমেজয়। বিজ্ঞান-সম্মত ইতিহাসচর্চার অন্যতম পথিকৃৎ, পুরাতত্ত্ববিৎ, সমালোচক ও প্রাবন্ধিক। গোবিন্দচন্দ্র বসাকের হিন্দু ফ্রী স্কুলে শিক্ষালাভের পর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন (১৮৩৭)। এখানে মেধা ও প্রতিভার পরিচয় দিলেও কয়েকজন ইংরেজের সঙ্গে বিবাদের ফলে ১৮৪১ খ্রী. কলেজ ত্যাগ করেন। এরপর আইন ও ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন এবং হিন্দী, ফারসী, সংস্কৃত ও উর্দু ভাষায় প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জন করেন। ১৮৪৬ খ্রী. এশিয়াটিক সোসাইটির সহ-কারী সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। কখনও সহ-সভাপতি, কখনও সম্পাদক এবং সবশেষে প্রথম ভারতীয় সভাপতিরূপে (১৮৮৫) তিনি আমৃত্যু এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত থেকে কাজ করেছেন। ১৮৫৬ খ্রী. সরকার কর্তৃক ওয়ার্ড ইন্স্টিটিউশনের ডিরেক্টর নিযুক্ত হওয়ায় তিনি সহ-সম্পাদকের সবেতন পদ ত্যাগ করেন। ম্যাক্স-মুলারের মতে রাজেন্দ্রলাল তাঁর জীবিতাবস্থায় ভারততত্ত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর গবে-ষণার বিষয় ছিল বহুবিধ। এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রবেশ করে বহু প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতের সংস্পর্শে আসেন। সোসাইটি গ্রন্থাগারের বিপুল গ্রন্থরাজি তাঁর জ্ঞানার্জন ও অনুশীলনের সহায়ক হয়। ১০ বছর এখানকার কার্যকালে তাঁর বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ সোসাইটির জার্নালে প্রকা-শিত হয়েছিল। প্রথম প্রবন্ধ জানুয়ারী ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের সংখ্যায় 'Inscription from the Vijaya Mandir, Udaypur, etc.' নামে ছাপা হয়। সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদন ও প্রকাশ তাঁর অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সোসাইটির 'Bibliotheca Indica' নামে গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত করে এগুলি প্রকাশ করেন। প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর সংখ্যা ১৩। উল্লেখযোগ্য যে, বেতনভুক্ কর্মচারী হিসাবে পদ-ত্যাগ করার পরই তাঁকে সোসাইটির সভ্যপদ দেওয়া হয় (৬.২.১৮৫৬) এবং জুন মাসেই তিনি সোসা-ইটি কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হয়ে-ছিলেন। তাঁর সম্পাদিত সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর প্রথমটির নাম 'কামন্দক-কৃত নীতিসার'। গ্রন্থগুলির নাম-তালিকা পাঠ করলেই বস্তু-বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৬.৮.১৮৪৩ খ্রী. 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। সে-সময়ে এ পত্রিকাটি উচ্চমানের প্রবন্ধ ও আলোচনা প্রকাশ করে বাংলাভাষীদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করে। রাজেন্দ্রলাল তৎকালীন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীদের মধ্যে একজন ছিলেন এবং এই পত্রিকার প্রবন্ধ-নির্বাচনী কর্মিটির সভ্য ও গ্রন্থা-গারিক নিযুক্ত হন। ১৮৫১ খ্রী. ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হলে খ্যাতনামা বহু পণ্ডিতের সঙ্গে রাজেন্দ্রলাল তার সভ্য হন এবং সোসাইটির অর্থসাহায্যে নিজ সম্পাদনায় 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' নামে সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় পুরাবৃত্তের আলোচনা, প্রসিদ্ধ মহাত্মাদিগের উপাখ্যান, প্রাচীন তীর্থাদির বৃত্তান্ত, স্বভাব-সিদ্ধ রহস্য ব্যাপার ও জীবসংস্থার বিবরণ, খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন, বাণিজ্য দ্রব্যের উৎপাদন, নীতিগর্ভ উপন্যাস, রহস্যব্যঞ্জক আখ্যান, নূতন গ্রন্থের সমালোচনা প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলো-চনা থাকত। বিবিধার্থ-সংগ্রহের প্রথম ৬ পর্ব রাজেন্দ্রলাল এবং ৭ম ও শেষ পর্বটি কালীপ্রসন্ন সিংহের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১৮৬২ খ্রী. স্কুল বুক সোসাইটি ও ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি মিশে যায়। এই যুক্ত সমিতির পক্ষ থেকে রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় ১৮৬৩ খ্রী. 'রহস্য সন্দর্ভ' নামে আর একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১০ বছর পর শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি পত্রিকাটি চালাতে অক্ষম হন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'সারস্বত সমাজ'-এর

(১৮৮২) তিনি সভাপতি ও রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক ছিলেন। ১৮৫৪ খ্রী. আর্ট স্কুল স্থাপনে Hodgson Pratt-কে সাহায্য করেন এবং প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকরূপে দেশীয় যুবকগণ যাতে অঙ্কনশিল্প, স্থাপত্য এবং কারিগরিকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করে তার জন্য উৎসাহ দেন। তিনি দীর্ঘকাল মিউনিসিপ্যালিটি ও বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটের সদস্য ছিলেন। ১৮৫৪ খ্রী. তাঁর চেষ্টায় শিল্পবিদ্যোৎ-সাহিনী সভার পক্ষ থেকে চিৎপুরে পক্ষকালব্যাপী একটি প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। ২.১.১৮৫৬ খ্রী. 'ফোটোগ্রাফিক সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় থেকেই তিনি তার কোষাধ্যক্ষ ও সম্পা-দক ছিলেন। ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে বিচার-বৈষম্য দূর করার জন্য আইন প্রণয়নের চেষ্টা হলে, এদেশীয় ইংরেজদের মধ্যে প্রতিবাদ আরম্ভ হয়। একটি সভায় রাজেন্দ্রলাল এই প্রসঙ্গে বলেন, 'এদেশে যে-সব ইংরেজ আসে, তার প্রধান অংশ বিলাতী সমাজের আবর্জনা'। এই উক্তির জন্য তাঁকে ফোটোগ্রাফিক সোসাইটির সদস্যপদ হারাতে হয়। তাঁর রচিত ৯টি বাংলা ও ২১টি ইংরেজী গ্রন্থের নাম-তালিকা থেকে তাঁর বহু-বিচিত্র মনীষার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যায়। ১৮৫০ - ৫৮ খ্রী. মধ্যে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির সহায়তায় সম্ভবত তিনিই প্রথম বঙ্গাক্ষরে মানচিত্র প্রকাশ করেন। তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধাবলী যেমন কলি-কাতা এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, তেমনই বিলাতী পত্রিকা ও এদেশীয় ইংরেজী দৈনিকে এবং মাসিকেও বেরিয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সর্বপ্রথম সম্মান-সূচক 'ডক্টর অফ ল' উপাধি প্রদান করে (১৮৭৬)। বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশ কর্তৃক তিনি মোট ১০টি সম্মানে ভূষিত হন। সরকার তাঁকে রায়বাহাদুর, সি.আই.ই. ও রাজা (১৮৮৫) উপাধি দেয়। তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লেখেন '...রাজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন।...তিনি একাই একটা সভা। তিনি কেবল মননশীল লেখকই ছিলেন না...তাঁহার মূর্তিতে মনুষ্যত্ব প্রত্যক্ষ হইত। অথচ যোদ্ধৃবেশে তাঁর রুদ্রমূর্তি বিপজ্জনক ছিল। মিউনিসিপ্যাল, সেনেটের সভায় সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত।... রাজেন্দ্রলাল ছিলেন বীর্যবান—কখনো পরাভূত হইতে জানিতেন না'। [২,৩,৭,২৬,২৮]

রাজেশ্বর দাশগুপ্ত (২৬.৯.১৮৭৮ - ২২.১১. ১৯২৬) বিক্রমপুর—ঢাকা। কাশীশ্বর। বরিশাল থেকে প্রবেশিকা, ঢাকা থেকে এফ.এ. এবং শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে কৃষিবিজ্ঞান পাশ করে ইন্ডিয়ান অ্যাগ্রিকালচারাল সার্ভিসে যোগ দেন। বাঙলার মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ঐ বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর হন। রাজকীয় কৃষি কমিশনে 'লিয়াজ' অফিসারে'র কাজ করেন (১৯২৬)। এদেশে তিনিই বৈজ্ঞানিক কৃষি-পদ্ধতির প্রবর্তক। ডেমনস্ট্রেটরের পদ সৃষ্টি করে চাষীদের হাতে-কলমে বৈজ্ঞানিক কৃষি-পদ্ধতি শেখাবার ব্যবস্থা করার কৃতিত্ব তাঁরই। 'রাজেশ্বর প্লাউ' নামে হালকা ধরনের লাঙ্গলের তিনি উদ্ভাবক। উৎকৃষ্ট বীজভান্ডার স্থাপন, কৃষি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, চুঁচুড়ায় কৃষি-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও ঢাকায় কৃষিক্ষেত্রের পত্তন করেন। 'কৃষিকথা' নামে বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের প্রথম মাসিক পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন। তিনি গো-মহিষাদি গণনা ও পাটের হিসাব (১৯২২) এবং এবিষয়ে বঙ্গীয় বাৎসরিক বিবরণী প্রস্তুত করেন। রচিত গ্রন্থ : 'কৃষি বিজ্ঞান' (৩ খন্ড), 'Cattle Wealth of Bengal' প্রভৃতি। [৪,৫]

রাধাকমল মুখোপাধ্যায় (১৮৯০ - ১৯৬৮?) বহরমপুর—মুর্শিদাবাদ। গোপালচন্দ্র। এম.এ. পাশ করার পর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। কর্মজীবনে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে ও কলি-কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পর লক্ষ্ণৌ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। ভারতের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্‌রূপে আমন্ত্রিত হয়ে ভারতে ও ইউরোপ এবং আমেরিকার বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা দেন। রচিত গ্রন্থ : 'বর্তমান বাংলা সাহিত্য', 'মনোময় ভারত', 'তরুণের ভারত', 'দরিদ্রের ক্রন্দন', 'শাশ্বত ভিখারী', 'শিক্ষাসেবক', 'পল্লীপ্রচারক', 'বিশ্বভারত' (২ খন্ড) প্রভৃতি। 'উপাসনা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। [৪]

রাধাকান্ত দেব (১০.৩.১৭৮৩ - ১৯.৪.১৮৬৭) কলিকাতা। গোপীমোহন। পিতামহ মুন্সী নবকৃষ্ণ (রাজা) শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। রাধা-কান্তের প্রাথমিক শিক্ষা কামিংসের ক্যালকাটা অ্যাকা-ডেমিতে। তিনি পন্ডিতদের কাছে সংস্কৃত ও ফারসী শেখেন। বহু বিদগ্ধ লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে জ্ঞানবৃদ্ধি করেন। ১৮১৮ খ্রী. পিতার স্থলে হিন্দু কলেজ পরিচালন কমিটির সদস্য হন। এই কলেজের সঙ্গে ৩২ বছর যুক্ত থেকে আইন-কানুন নির্ধারণে অংশ নেন। ২৫.৪.১৮৩১ খ্রী. ডিরো-জিওর বিতাড়ন ব্যাপারে তাঁর হাত ছিল। ৪.৭.১৮১৭ খ্রী. স্কুল বুক সোসাইটির পত্তনের সূচনা থেকেই ভারতীয় সম্পাদক হিসাবে তিনি বাংলা গ্রন্থ নির্বা-চনে সাহায্য করেন এবং চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য হিন্দু ছাত্রগণের শবব্যবচ্ছেদ এবং উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাতযাত্রা সমর্থন ও এ ব্যাপারে অর্থসাহায্য করেন। চব্বিশ পরগনায় কৃষিকার্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক

নিবন্ধ রচনা করেন। ১৮৩২ খ্রী. ফারসী ভাষায় হর্টিকালচারাল নিবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ ব্রিটেনের রয়্যাল হর্টিকালচারাল সোসাইটিতে পাঠিয়ে খ্যাতিমান হন। ১৮৩৫/৩৭ খ্রী. নাগাদ তিনি শিক্ষা সম্বন্ধে অভিমতে মাতৃভাষার মাধ্যমে কৃষি ও শিল্প-বিষয়ক বিদ্যালয় খোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। তাঁর মতে যে-শিক্ষাপদ্ধতি 'হাল, কুড়াল ও তাঁত' থেকে যুবশক্তিকে সরিয়ে কেবল কেরানী সৃষ্টি করে তা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। ১৮২২ খ্রী. পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' পুস্তিকাটি প্রণয়ন ও প্রচারে তিনি সাহায্য করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রভাব মুক্ত করার প্রচেষ্টায় 'হিন্দু চ্যারিট্যাবল্ ইন্স্টিটিউশনে'র একজন প্রধান কর্মকর্তা ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা প্রকাশের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। হিন্দু কলেজ পরিচালনা-সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে মতভেদের জন্য তিনি ১৮৫০ খ্রী. পরিচালন-কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করেন। এরপর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মতিলাল শীল, রাজেন্দ্রলাল দত্ত প্রমুখের সঙ্গে ২.৫.১৮৫৩ খ্রী. হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপন করেন। এটিই প্রথম জাতীয় কলেজ। দুর্ভাগ্যবশত ১৮৫৮ খ্রী. অর্থাভাবে এই প্রতিষ্ঠানটি স্কুলে পরিণত হয়। ৪০ বছরের পরিশ্রমে প্রস্তুত ৮ খণ্ডে সম্পূর্ণ 'শব্দকল্পদ্রুম' তাঁর সংস্কৃতে জ্ঞান, অধ্যবসায় ও শ্রমশক্তির পরিচায়ক এবং তাঁর জীবনের অবিস্মরণীয় কীর্তি। রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি ও ইউরোপের অন্যান্য রাজগণ এই কাজের জন্য তাঁকে সম্মানিত করার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। মূলত সংস্কৃতচর্চায় প্রধান উৎসাহী ব'লেই সরকার তাঁকে 'কে.সি.এস.আই.' ও 'রাজাবাহাদুর' প্রভৃতি উপাধি প্রদান করেন। রাজনীতিক্ষেত্রে ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটির সভ্যরূপে রাধাকান্ত জমির আইন-সংক্রান্ত দুই-একটি আন্দোলনে অংশ নেন। ১৮৬১ খ্রী. পাদরী লঙ সাহেবের বিচারের পর নীলকর আন্দোলনে তাঁর অবদান স্বীকার করে অভিনন্দনপত্র প্রদানের তিনি প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি সতীদাহরোধ আইনের বিরোধী এবং রেভা: কৃষ্ণমোহনের মতে যুগের তুলনায় অনেক প্রগতিবাদী ছিলেন। বৃন্দাবনে মৃত্যু। [২,৭,৮,২৫,২৬]

রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় (২৫.১.১৮৮১ - ১৯৬৩)। জন্মস্থান সম্ভবত বহরমপুর—মুর্শিদাবাদ। গোপালচন্দ্র। কৃতী পিতার সন্তান। ছাত্রজীবনে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর সরকারী বৃত্তি পান। ১৯০১ খ্রী. দুইটি বিষয়ে অনার্সসহ বি.এ. এবং ঐ বছরেই ইতিহাসে এম.এ. ও ইংরেজীতে 'কবডেন' পদক লাভ করেন। এটি একটি রেকর্ড। ১৯০২ খ্রী. ইংরেজীতে এম.এ. পাশ করেন, ১৯০৫ খ্রী. প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পান ও ১৯০৫ খ্রী. পি-এইচ.ডি. হন। প্রথমে ১৯০৩ খ্রী. রিপন কলেজে ইংরেজী সাহিত্যে অধ্যাপনা শুরু করেন। পরে বিশপ কলেজ, ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন, বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ প্রভৃতিতে পড়ান। ক্রমে বাঙলার বাইরেও অধ্যাপনার আহ্বান আসে। কাশী, মহীশূর ও লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পর জীবনের শেষাবধি লক্ষ্ণৌতেই ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসাবে কাজ করেন। জাতীয় আন্দোলনেও যথাসম্ভব সহযোগিতা করেছেন। ১৯০৬ - ১৫ খ্রী. জাতীয় শিক্ষা-প্রচারকের কাজে বিভিন্ন জেলা ভ্রমণ করেন। জাতীয় কংগ্রেসের মনোনয়নে বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে বিরোধী পক্ষের নেতা, বাঙলা সরকারের ফ্লাউড কমিশনের সদস্য, ওয়াশিংটনের FAO Preparatory Commission-এর ভারতীয় প্রতিনিধি এবং কাউন্সিল অফ স্টেটের রাষ্ট্রপতির মনোনীত সদস্য ছিলেন। ঐতিহাসিক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের আসল পরিচয় জাতীয় ইতিহাস-গবেষক ও গ্রন্থকাররূপে। বরোদা সরকার তাঁকে 'ইতিহাস শিরোমণি' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেছিলেন। ১৯৪২ খ্রী. ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের প্রস্তাবমত সর্বভারতীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আবেদনক্রমে ৭৫ হাজার টাকা সংগ্রহ করে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতা বিষয়ে এক লেক্চারারশিপ সৃষ্টি এবং 'ভারত কৌমুদী' নামে দেশী-বিদেশী সুধী লিখিত সুবৃহৎ গ্রন্থ উপহার দেওয়া রাধাকুমুদের মনীষার পরিচায়ক। ইংরেজীতে রচিত ১৭টি ইতিহাস-গ্রন্থের সবকটিই সমান মূল্যবান। ১৯৫৭ খ্রী. 'পদ্মভূষণ' উপাধিভূষিত হন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচিত গ্রন্থ : 'অখণ্ড ভারত', 'A History of Indian Shipping', 'Local Government in Ancient India', 'Nationalism in Hindu Culture', 'Chandragupta Maurya & His Times', 'The University of Nalanda' প্রভৃতি। [৪,৭,২৬]

রাধাকৃষ্ণ দাস (১২/১৩শ শতাব্দী) দোপুখুরিয়া-বাজার—মুর্শিদাবাদ। প্রথম যৌবনে তিনি খ্যাতনামা কীর্তনীয়া শচীনন্দন দাসের কাছে বাজনা শিখে কিছুদিনের মধ্যেই ডাহিনের বাদক হন। প্রায় ৪০ বছর এই দলের মূল বায়েন ছিলেন। পরে রসিক দাস, অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়, গণেশ দাস প্রভৃতি কীর্তনীয়াদের দলে খোলবাদক হিসাবে খ্যাতিমান

হন। তিনি শুধু মৃদঙ্গবাদনেই পারদর্শী ছিলেন না, কীর্তন-গায়ক হিসাবেও খ্যাতিমান ছিলেন। [৫,২৭]

রাধাগোবিন্দ কর, ডা. (১৮৫০ - ?) সাঁতরাগাছি—হাওড়া। ডা. দুর্গাদাস। চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠ করে ১৮৮৩ খ্রী. ইউরোপ যান। ১৮৮৭ খ্রী. এডিনবরার চিকিৎসাশাস্ত্রে ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি কর প্রেস ও কারমাইকেল কলেজ নামে প্রথম বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই মেডিক্যাল কলেজটি বর্তমানে তাঁর (R. G. Kar) নামাঙ্কিত। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'ধাত্রীসহায়' (ড. সুরথ বসু সহ), 'ভীষক্ সুহৃদ', 'অ্যানাটমি', 'কর-সংহিতা', 'সংক্ষিপ্ত ভৈষজ্যতত্ত্ব', 'সংক্ষিপ্ত শিশু ও বালক চিকিৎসা', 'রোগী পরিচর্যা', 'নূতন ভৈষজ্যতত্ত্ব', 'প্লেগ', 'স্ত্রীরোগচিকিৎসা' এবং 'গাইনিকল্যাজি'। [৪]

রাধাগোবিন্দ নাথ, ড., বিদ্যাবাচস্পতি (১৮৭৬ ? - ৩.১২.১৯৭০)। গণিতের কৃতী ছাত্র ছিলেন এবং গণিতের অধ্যাপনাতেই শিক্ষক-জীবন অতিবাহিত করেন। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। শেষ-জীবনে বৈষ্ণবশাস্ত্র ও বৈষ্ণব সাহিত্যের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', 'শ্রীশ্রী-চৈতন্যভাগবত', 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন' প্রভৃতি তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ। বৈষ্ণব সাহিত্যের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহু উপাধি ও 'রবীন্দ্র পুরস্কার' পেয়েছিলেন। [১৬]

রাধাচরণ চক্রবর্তী (১৩০০ - ৩২.৪.১৩৪৫ ব.) চৌকিপাড়া—রাজশাহী। হরিচরণ। ছাত্রাবস্থায় তাঁর সাহিত্য-সাধনার শুরু। নাটোরে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠা করে 'কেয়া' ও 'প্রদীপ' নামে দুইটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'বঙ্গলক্ষ্মী' নামক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক এবং 'অত্রি' ও ছোটদের 'জলছবি' নামে মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ৬টি উপন্যাস, ৩টি গল্পগ্রন্থ ও ৪টি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। 'মৃগয়া', 'বুকের ভাষা', 'চক্রপাক', 'আলেয়া', 'দীপা' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য। [৪]

রাধাচরণ দাস (২০.১২.১৩০১ ব. - ?) শালগাড়িয়া—পাবনা। তরুণ বয়স থেকেই রাধাচরণ বিভিন্ন সাময়িক পত্রাদিতে রচনাবলী প্রকাশ করতেন। কাব্যসমালোচনার জন্য পাবনা সাহাজাদপুর বাণী সম্মিলনী কর্তৃক রৌপ্যপদক এবং ১৯৪১ খ্রী. 'সাহিত্যরত্ন' উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৩৩৬ ব. 'ভারতপ্রেস' মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। 'আরতি' দ্বৈমাসিক পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক এবং পাবনা থেকে প্রকাশিত 'সুরাজ' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'কবির স্বপ্ন' (১৩৩০ ব.)। [৪]

রাধাচরণ পাল (১৮৯২ - ১৯১৪) ভোজেশ্বর—ফরিদপুর। বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন। শিয়ালদা রাজনৈতিক ডাকাতি সম্পর্কিত ব্যাপারে গ্রেপ্তার হন। আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে মৃত্যু। [৪২]

রাধাচরণ প্রামাণিক (১৮৮৫ - ফেব্রু. ১৯১৭) মাদারীপুর—ফরিদপুর। ১৯১১ খ্রী. ছাত্রাবস্থায় পূর্ণ দাসের প্রভাবে বিপ্লবী দলে আসেন ও তাঁর নির্দেশে বাঘা যতীনের দলে যোগ দেন। ১২.২. ১৯১৫ খ্রী. পুলিস একটি পিস্তল ও কয়েক রাউন্ড গুলিসহ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। আদালতে একাধিক মামলার সঙ্গে গার্ডেনরীচ ডাকাতির ব্যাপারেও আসামীরূপে অভিযুক্ত হন। এই ডাকাতির আসল আসামী নরেন ভট্টাচার্য (মানবেন্দ্রনাথ রায়), পরীক্ষিৎ মুখোপাধ্যায়, হীরালাল দাস ও সরোজ-ভূষণ দাস ধরা পড়েছিলেন। তাঁদের বাঁচাবার জন্য দলনেতা বাঘা যতীন ও পূর্ণ দাসের গোপন নির্দেশে রাধাচরণ আদালতে স্বীকারোক্তি করেন। ফলে আসল আসামীগণ মুক্তি পান এবং রাধাচরণের ৭ বছর জেল হয়। এ ঘটনা পূর্ণ দাস ও বাঘা যতীন ছাড়া আর কেউ জানতেন না, তাই সহকর্মীদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ তাঁর ওপর পড়ে। কিন্তু তিনি নির্বিকারচিত্তে জেলে যান। জেলের মধ্যে চক্ষু-রোগের চিকিৎসা করাতে গেলে জেল সুপারের অপমানসূচক কথা শুনে প্রতিজ্ঞা করেন, কোন অবস্থাতেই জেলের মধ্যে চিকিৎসার জন্য প্রার্থনা করবেন না। কিছুদিন পরে আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যান। [৪২,৪৩,৭০]

রাধাচরণ রায়। চুক্তি-বিষয়ক 'ভারতবর্ষীয় আইন' গ্রন্থের রচয়িতা। গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৮৭২ খ্রী.। [৪]

রাধানাথ বসাক। 'শরীরতত্ত্বসার' নামক গ্রন্থের রচয়িতা। রচনাকাল ১৮৭২ খ্রী.। [৪]

রাধানাথ বসু মল্লিক (? - ১৮৪৪) কলিকাতা। রামকুমার। ইংরেজী শিখে বিলাত থেকে আগত জাহাজের মুৎসুদ্দীর কাজ করতে থাকেন। পরে বেকম কোম্পানীর মুৎসুদ্দী হন। ১৮৪২ খ্রী. জনৈক সাহেবের সঙ্গে মিলিত হয়ে হাওড়ায় একটি ডক নির্মাণ করে ঐ ডকের আয়ে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। পরে ঐ সাহেব বিলাত চলে যাওয়ার আগে তাঁকে হুগলী ডকেরও একমাত্র অধিকারী করে যান। ইংরেজদের সঙ্গে থাকলেও তিনি মনেপ্রাণে ও পোশাকে একজন খাঁটি বাঙালী ছিলেন। [২৫]

রাধানাথ মিত্র (২৬.৫.১২৩২ - ২৩.২.১৩২৮ ব.) জেজুর—হুগলী। কলিকাতা শীল্স্ ফ্রী কলেজের প্রধান শিক্ষক ও কবি ছিলেন। কবি-

জীবনে তিনি ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য ছিলেন। ১৬টি কাব্য, উপন্যাস, গল্প ও রহস্য কাহিনীর প্রণেতা। 'বাঙ্গালী' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থ : 'গোরাচাঁদ', 'ঘরের ছবি', 'লালকুঠি', 'প্রণয়প্রসঙ্গ', 'জোড়া ডিটেকটিভ' প্রভৃতি। [৪]

রাধানাথ শিকদার (১৮১৩ - ১৭.৫.১৮৭০) জোড়াসাঁকো—কলিকাতা। তিতুরাম। গণিতশাস্ত্রজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক এবং হিমালয় এভারেস্ট শৃঙ্গের আবিষ্কারক। কমল বসুর স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর হিন্দু স্কুলে প্রবেশ করেন। সেখানে বিখ্যাত শিক্ষক ডিরোজিওর ভাবধারায় তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ড. টাইটলারের প্রিয় ছাত্ররূপে রাধানাথ উচ্চগণিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ১৮৩২ খ্রী. ত্রিকোণমিতিভিত্তিক জরিপ বিভাগে কম্পিউটর হিসাবে যোগ দেন। এই কাজে তিনিই প্রথম ভারতীয়। কর্নেল জর্জ এভারেস্টের অধীনে কাজ করতেন। জরিপের কাজে এভারেস্ট আবিষ্কৃত 'এক্স-রে সিস্টেম'-এর তিনিই প্রথম প্রযোক্তা ছিলেন। ১৮৫২ খ্রী. তিনি হিমালয় পর্বতে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখর আবিষ্কার করেন। কিন্তু তৎকালীন সার্ভে-অধিকর্তা এভারেস্ট সাহেবের নামানুসারে এই শিখরের নাম 'মাউন্ট এভারেস্ট' রাখা হয়। এই বছরই তিনি চীপ কম্পিউটর পদের সঙ্গে কলিকাতার সরকারী আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ অফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট হন। ৩০ বছর চাকরির পর ১৮৬২ খ্রী. অবসর নেন। তাঁর রচিত 'Auxiliary Table' (১৮৫১) এবং 'The Manual of Surveying' নিবন্ধ ভারতীয় সার্ভের অপরিহার্য দলিল। এছাড়া ব্যাভেরিয়ার প্রাকৃতিক ঐতিহাসিক সোসাইটির লেখক ও সদস্য ছিলেন। প্রকৃত ডিরোজিয়ান রূপে প্যারীচাঁদ মিত্রের অবৈতনিক স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পরবর্তী জীবনে জেনারেল অ্যাসেমব্লীজ ইন্‌স্টিটিউশনের অঙ্কের অধ্যাপক হন। শিল্প প্রশিক্ষণে উৎসাহী রাধানাথ ১৮৫৪ খ্রী. কলিকাতা আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফ্‌ট্ সোসাইটি স্থাপনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। এই বছরই বাংলা ভাষায় মহিলাদের জন্য প্যারীচাঁদ মিত্রের সহযোগিতায় 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশ করেন। স্বল্পস্থায়ী এই পত্রিকাটিতেই প্যারীচাঁদের বিখ্যাত 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হয়। গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষাজ্ঞানের সাহায্যে রাধানাথ এই পত্রিকায় প্লুটার্ক, জেনোফোন ইত্যাদির রচনা থেকে উদ্ধৃতির সাহায্যে উচ্চাঙ্গের নিবন্ধ লিখতেন। সামাজিক ব্যাপারে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিরোধী এবং বিধবা-বিবাহে উৎসাহী ছিলেন। একজন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ভারতীয় কুলীকে বেগার খাটানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় তিনি ১৫.৫.১৮৪৩ খ্রী. আদালত কর্তৃক অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই ঘটনা কিছুদিন পরে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। [২,৩,৪,৭,৮,২৫,২৬]

রাধানাথ সেন (?-১১.৮.১৯৪২) ঢাকা। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে ঢাকায় পুলিসের গুলিতে মারা যান। [৪২]

রাধাবল্লভ দাস। বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি। পিতা—সুধাকর মণ্ডল। তিনি শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য ও কিঙ্কর ছিলেন। 'কর্ণানন্দ' গ্রন্থে তাঁর সম্বন্ধে আছে—'হরি নাম বিনা যাঁর নাহি আর কৃত্য'। বাংলা ও ব্রজবুলি রচনায় দক্ষ ছিলেন। তিনি রঘুনাথ দাসের 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি', সনাতন গোস্বামীর 'সূচক' এবং 'সহজতত্ত্ব' সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদক। [২,৪,২০,২৬]

রাধাবিনোদ পাল (১৮৯৬ - ১০.১.১৯৬৭) সলিমপুর—নদীয়া। ১৯২০ খ্রী. এম.এল. এবং ১৯২৫ খ্রী. ডি.এল. পাশ করেন। ১৯১১ - ২০ খ্রী. আনন্দমোহন কলেজের অধ্যাপক, ১৯২৫ খ্রী., ১৯৩০ খ্রী. এবং ১৯৩৮ খ্রী. ঠাকুর আইন অধ্যাপক এবং ১৯৪১ - ৪৩ খ্রী. কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারক ছিলেন। ১৯৪৩ - ৪৪ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হন। আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতের অন্যতম বিচারক ছিলেন (টোকিও ১৯৪৬ - ১৯৪৮)। আইন-সংক্রান্ত বহু গ্রন্থের রচয়িতা। জাপানের আন্তর্জাতিক আদালতে তিনিই একমাত্র বিচারক যিনি যুদ্ধকালীন জাপান সরকারকে যুদ্ধাপরাধী সাব্যস্ত করেন নি। [৪]

রাধামণি বা মণি। ৬.১০.১৮৩৫ খ্রী. কলিকাতা শ্যামবাজারের নবীন বসুর উদ্যোগে বাংলা নাটক 'বিদ্যাসুন্দরে'র যে অভিনয় হয় তাতে ১৬ বছর বয়স্কা রাধামণি বিদ্যার অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। এতে জয়দুর্গা নামে একজন প্রৌঢ়া রাণীর ও মালিনীর ভূমিকায় এবং রাজকুমারী বা রাজু নামে একজন বিদ্যার সখীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। বাঙালীর উদ্যোগে বাংলা নাটকের এটিই প্রথম অভিনয়। [৪০]

রাধামাধব কর (১৮৫৩ - ?) সাঁতরাগাছি—হাওড়া। ডা. দুর্গাদাস। তৎকালীন বিখ্যাত অভিনেতা। শিশুকাল থেকেই সঙ্গীতে অনুরাগী ছিলেন। প্রথম জীবনে বাঁশী বাজাতেন; পরে ব্যায়াম-ক্রীড়া-প্রদর্শন ও সখের কনসার্টের দল গঠন করে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মদাস সুর, অর্ধেন্দু মুস্তাফী প্রমুখের সঙ্গে পরিচিত হন। ১৮৬৮

খ্রী. প্রথম মঞ্চাভিনয় করেন 'সধবার একাদশী' নাটকে। এই নাটকে নিমচাঁদের ভূমিকায় অভিনয় করেন গিরিশচন্দ্র এবং কাঞ্চনের ভূমিকায় রাধামাধব। পরে বহু অভিনয়ে স্ত্রীভূমিকায় শিক্ষাদান করেছেন। গিরিশচন্দ্রের মতে 'শ্রীযুত বাবু রাধামাধব কর থিয়েটারের শিক্ষকতার দাবী রাখেন।' আদি ন্যাশনাল থিয়েটার বিভক্ত হলে রামামাধব গিরিশচন্দ্রের বিরোধী এমারেল্ড থিয়েটারে যোগ দেন। ১৮৭৯ খ্রী. গদ্য ও পদ্যে 'বসন্তকুমারী' নাটক রচনা করেন। ভারত সংগীত সমাজ থেকে একমাত্র তিনিই 'নাট্যাচার্য' উপাধি-ভূষিত হয়েছিলেন। বিখ্যাত ডাক্তার রাধাগোবিন্দ তাঁর অগ্রজ। [১৯,৪৫]

রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭ ? - ২৫.১২. ১৮৫২)। পিতা ফকিরচাঁদ ছিলেন পাটনা আফিম এজেন্সীর দেওয়ান। ব্যবসায়ী ও ধনী পরিবারে জন্ম। রামদুলাল দে, রসময় দত্ত, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতির সংগে একযোগে তিনি গংগাসাগর দ্বীপের জংগল পরিষ্কার করে সেখানে তুলা চাষের ব্যবস্থা করার জন্য ১৮১৮ খ্রী. একটি সমিতি স্থাপন করেন। এই উদ্যম সম্পূর্ণ কার্যকর না হলেও তিনি নিরুৎসাহ হন নি। দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিকল্পে যেসব ধনবান জমিদার অগ্রণী হয়েছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম। ১৮২৯ খ্রী. প্রতিষ্ঠিত জেনারেল ব্যাংক ও ইউনিয়ন ব্যাংকের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ১৮৩৩ খ্রী. ইউরোপ ও ভারতের মধ্যে বাষ্পীয় পোত চলাচলের ব্যবসায় করবার উদ্দেশ্যে বহু ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের সংগে যোগাযোগ করেছিলেন। এই পরিকল্পনা সফল না হলেও দেশীয় লোকের কাছে তাঁর উদ্যম যথেষ্ট আশার সঞ্চার করেছিল। হিন্দু কলেজের ব্যবস্থাপক কমিটির সভ্য হিসাবে ছাত্রদের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। ১৮৩৯ খ্রী. প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজ পাঠশালার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৮২৩ খ্রী. প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় সমাজের সভ্য ছিলেন। ১৮৩৫ খ্রী. অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট হন। মার্চ ১৮৪৬ খ্রী. হিন্দু দাতব্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সাহায্য করেন। 'ধর্মসভা'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সভ্য ছিলেন। [৮]

রাধামাধব হালদার। 'এই কলিকাল' গ্রন্থের রচয়িতা। 'হুতোম', 'কুসুম', 'যুবরাজের ভ্রমণ বিবরণ' এবং 'সর্বচিকিৎসা বিজ্ঞান' নামে ৪টি পত্রিকা ১২৮২ থেকে ১৩০৫ বংগাব্দের বিভিন্ন সময়ে সম্পাদনা করেন। [৪]

রাধামোহন ঠাকুর (১৬৯৮ ? - ১৭৬৮ ?) মালিহাটি—মুর্শিদাবাদ। গতিগোবিন্দ। তাঁর দীক্ষাগুরু ছিলেন শ্যামানন্দ পুরী। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে তাঁর যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। মহারাজ নন্দকুমার তাঁর শিষ্য ছিলেন। 'পদামৃত সমুদ্র' গ্রন্থের সংগ্রহকর্তা। নিজেও ব্রজবুলি ও সংস্কৃত ভাষায় বহু পদ রচনা করেছেন। 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে তাঁর ১৮২টি পদ ধৃত হয়েছে। তাঁর অধিকাংশ পদ ব্রজবুলিতে লেখা। তবে বাংলা পদ-রচনাতেও পারদর্শী ছিলেন। তিনি বাংলা পদাবলীর টীকা সংস্কৃত ভাষায় লেখেন। ১৭১৯ খ্রী. এক বিচার-সভায় উপস্থিত পণ্ডিতদের পরাস্ত করে তিনি পরকীয়াবাদ স্থাপন করেন। [২,৩,৪, ২০,২৬]

রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি গোস্বামী (১৭৩০/ ৪০ - ?) শান্তিপুরের বিদ্বৎসমাজের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। অদ্বৈতাচার্যের অধস্তন সপ্তন পুরুষ। ৮০ বছরের বেশি জীবিত ছিলেন। স্মৃতি-ন্যায়াদি নানা শাস্ত্রে তাঁর রচিত টীকা ও নিবন্ধ বাঙলার সর্বত্র ও তাঁর নব্যন্যায়ের পত্রিকাসমূহ একসময়ে বাঙলার বাইরেও প্রচারলাভ করেছিল। তাঁর প্রণীত গ্রন্থসমূহ তিনভাগে বিভক্ত—বৈষ্ণবশাস্ত্র, নব্যস্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্র। নবদ্বীপের বাইরে নব্যন্যায়ের পত্রিকা রচনা করে যাঁরা যশস্বী হয়েছিলেন, রাধামোহন তাঁদের অন্যতম। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে তাঁর যথেষ্ট অবদান আছে। [৯০]

রাধামোহন সেন (১৯শ শতাব্দী) কলিকাতা। সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে জন্ম। তাঁর বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ১৮১৮ খ্রী. থেকে ১৮৩৯ খ্রী. মধ্যে তিনি 'সংগীততরংগ', 'বিদ্বোন্মাদ তরঙ্গিণী', 'অন্নপূর্ণা মংগল', 'রসসার সংগীত' গ্রন্থগুলি রচনা করেন। [৪,২৫,২৮]

রাধারমণ দত্ত। শ্রীহট্ট। সুপ্রসিদ্ধ সাধক-কবি। তিনি সহস্রাধিক প্রাণমাতানো বাউল সংগীত রচনা করেছেন। এ ছাড়া তাঁর রচিত বহু ধামাইল, গোপিনী-কীর্তন ও বৈষ্ণবীয় ভাটিয়ালী সংগীত আছে। তাঁর ভণিতাযুক্ত সংগীতের সংখ্যা বেশী নয়। [১৮]

রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী (১৮৬৩ - ১৯২৪) বিষ্ণুপুর। পিতা জগৎচাঁদ একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পাখোয়াজবাদক ছিলেন। পিতৃবন্ধু সুবিখ্যাত যদুভট্ট ও বিষ্ণুপুরের স্বনামধন্য সংগীতজ্ঞ অনন্তলাল তাঁর সংগীত-শিক্ষার গুরু। ১৫/১৬ বছর বয়সে কলিকাতায় এসে বেতিয়া ঘরানার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ধ্রুপদী শিবনারায়ণ মিশ্র ও গুরুপ্রসাদ মিশ্রের কাছে প্রায় ১৫ বছর সংগীত শিক্ষা করেন। এসময় গুরুপ্রসাদের কাছে কিছু খেয়াল গানও শেখেন। আদি ব্রাহ্মসমাজে সংগীতের মাধ্যমে সমষ্টিগতভাবে প্রার্থনার ভিত গড়ে তোলার কাজে মহর্ষি দেবেন্দ্র-

নাথ তাঁকে ঐ প্রতিষ্ঠানে সঙ্গীতাচার্যপদে আহ্বান করেন। এখানে তাঁর অবদান এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথও তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁকে দিয়ে বহু গানে সুরযোজনা করিয়েছেন। উত্তর ভারতের সঙ্গীতমহলেও সমাদৃত ছিলেন। গায়ক হলেও তাঁর সংগ্রহও প্রচুর ছিল। কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর আহ্বানে কয়েক বছর বহরমপুরে বাস করেন। সেখানে মহারাজা স্থাপিত সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-পৃষ্ঠপোষক ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষের বাসভবনে কয়েক বছর কাটান এবং এখানে তিনি নিজে একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপন করেন। [৩,৫,২৬,৫৩]

রামকমল ন্যায়রত্ন (১৫.৯.১২১২ - ১২৬৮ ব.) নৈহাটি—চব্বিশ পরগনা। শ্রীনাথ তর্কালঙ্কার। নৈহাটির শেষ প্রথিতনামা নৈয়ায়িক। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে খানাকুল-কৃষ্ণনগরের বারাণসী বিদ্যালঙ্কার ও ক্ষীরপাই-এর শ্রীরাম শিরোমণির নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর নব্যন্যায়ের পত্রিকা ছিল। [৯০]

রামকমল ভট্টাচার্য (১৮৩৪ - ১১.৬.১৮৬০) কলিকাতা। রামজয় তর্কালঙ্কার। পিতার নিকট ১২ বছর বয়সেই সমগ্র ব্যাকরণ, অমরকোষ অভিধান, ভট্টিকাব্য, শ্রীমদ্ভাগবত ও পুরাণের কিয়দংশ পাঠ করেন। পিতৃবিয়োগের পর সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন এবং সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম হন। এখানে সাহিত্য, অলঙ্কার, দর্শন, ইংরেজী সাহিত্য, গণিত ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। বিদ্যাবত্তার জন্য তৎকালীন সমস্ত খ্যাতনামা ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হন। অতিরিক্ত পড়াশুনা ও রাত্রিজাগরণের জন্য মস্তিষ্ক ও চোখের রোগ দেখা দেয়। এ অবস্থায়ও সংসার চালানোর জন্য ১৮৫৭ খ্রী. নর্ম্যাল স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। পড়াশুনা অসম্ভব হলেও, যা কিছু রচনা তা তিনি এই সময়েই করেন। ইউক্লিডের পদ্ধতি প্রাচীন এবং বোঝার পক্ষে কালক্ষয়ী মনে হওয়ায় জ্যামিতি-বিষয়ক নূতন গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। নর্ম্যাল স্কুলের ছাত্রদের জন্য বেকনের কয়েকটি বাছাই সন্দর্ভ রচনা তাঁর দ্বিতীয় প্রচেষ্টা। তাছাড়া আরও কয়েকটি অপ্রকাশিত গ্রন্থ আছে। খুব সম্ভব নর্ম্যাল স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য, তাছাড়া শারীরিক অসুস্থতা ইত্যাদি কারণে তিনি আত্মহত্যা করেন। [৪,২৮,৪৫]

রামকমল সিংহ (১৮৮০ - ১৯৫০) কান্দী—মুর্শিদাবাদ। এফ.এ. পাশ করে কলিকাতা মিউজিয়মে কেরানীর কাজ করতেন। ১৯০৫ খ্রী. বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে কর্মত্যাগ করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে যোগ দেন। দীর্ঘ ৪৫ বছর পরিষদের ভারপ্রাপ্ত হয়ে তার উন্নতিবিধান করেন। [৪,৫৯]

রামকমল সেন (১৫.৩.১৭৮৩ - ২.৮.১৮৪৪) গরিফা—চব্বিশ পরগনা। গোকুলচন্দ্র। গ্রামে এক পাদ্রীর স্কুলে ও কলিকাতার রামজয় দত্তের স্কুলে ইংরেজী এবং বাড়িতে সংস্কৃত শেখেন। ১৮০০ খ্রী. কলিকাতার চীফ ম্যাজিস্ট্রেট মি. নেমীর অধীনে এবং ১৮০৩ খ্রী. গভর্নমেন্টের সিভিল আর্কিটেক্টের অধীনে শিক্ষানবিশী করেন। ১৮০৪ খ্রী. ডা. উইলিয়ম হান্টারের হিন্দুস্থানী প্রিন্টিং প্রেসে কম্পোজিটর ও পরে তত্ত্বাবধায়ক হন। ১৮১৭ খ্রী. এশিয়াটিক সোসাইটির সভার কেরানীর কাজে নিযুক্ত হয়ে কার্যকুশলতার জন্য ক্রমে ঐ সভার সম্পাদকের পদ লাভ করেন। ১৮২৮ খ্রী. ডা. উইলসনের অধীনে টাঁকশালের দেওয়ান হন। ১৪.১১.১৮৩২ খ্রী. বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান নির্বাচিত হয়ে আমৃত্যু ঐ পদে ছিলেন। জানুয়ারী ১৮২৩ খ্রী. হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ, জুন ১৮৩৫ খ্রী. থেকে ১.১.১৮৩৯ খ্রী. পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, সুপারিশ কমিটির সভ্য, ১৮৩৩ খ্রী. সরকারী বীমা কোম্পানীর সাব-কমিটির একমাত্র বাঙালী সভ্য, সেভিংস্ ব্যাঙ্ক কমিটির সভ্য, ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিট্যাব্‌ল্ সোসাইটির সভ্য, সোসাইটির হাসপাতালের অধ্যক্ষ এবং জমিদার-সভার প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়মাবলী-রচয়িতা ছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন সময় সভাসমিতিতে বক্তৃতা ও সভাপতিত্ব করেন। স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর প্রকৃত উন্নতিসাধনই তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। পাদরী কেরীর সহযোগিতায় ১৮৩৯ খ্রী. তিনি অ্যাগ্রিকালচারাল অ্যান্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৮৪৭ খ্রী. তার সহকারী সভাপতি হন। ডা. ওয়ালিচ নামে জনৈক দিনেমার উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ্ রামকমলের সহায়তায় কলিকাতা যাদুঘরের সূচনা করেন। তাঁর চেষ্টায় মুমূর্ষু ব্যক্তিদের গঙ্গায় ডুবিয়ে মারা, চড়কে শূলে বিদ্ধ হওয়া ইত্যাদি কুপ্রথা নিবারিত হয়েছিল। তিনি ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্র 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের বিরোধী ছিলেন। ডিরোজিও অপসারণে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। তাঁর সঙ্কলিত 'ইংরেজী-বাংলা অভিধান' দেশীয় লোকের সম্পাদিত প্রথম অভিধান। ১৮১৭ খ্রী. এর সঙ্কলন কাজ শুরু হয়। এই কাজে তিনি কিছুদিন ফেলিক্স কেরীর সহায়তা পেয়েছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'ঔষধসার-সংগ্রহ', 'নীতিকথা',

'হিতোপদেশ' প্রভৃতি। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তাঁর পৌত্র। [২,৪,৭,৮,২৫,২৬,২৮,৬৪]

রামকানাই দত্ত (১৮৫২ - ?) সুলতানপুর—ত্রিপুরা। উমানাথ। ৮ বছর বয়সে পিতৃহীন হয়ে অভাব অনটনের মধ্যেও অধ্যবসায়ের সঙ্গে পড়াশুনা করেন এবং ওকালতি পাশ করে ১৮৭৩ খ্রী. ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ওকালতি শুরু করেন। পরে সরকারী উকিল হন। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ও ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯০১ খ্রী. এডওয়ার্ডের নামে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, ১৯০৮ খ্রী. 'উপাসনা সমাজ' এবং বিপন্ন-সেবার জন্য 'সেবক সেনা' নামে দেবার্থী দল গঠন করেন। 'দানবনন্দিনী', 'মণিপুর বিভ্রাট', 'বিল্বমঙ্গল' প্রভৃতি নাট্যগ্রন্থ এবং 'ক্ষেপারাম', 'নবব্রহ্মোপাসনা', 'হাসান-হোসেন', 'ভারত জুবিলী', 'অভিষেকোচ্ছ্বাস' প্রভৃতি বহু গ্রন্থের রচয়িতা। ১৩০০ ব. ত্রিপুরার প্রথম মাসিক পত্রিকা 'ঊষা' প্রকাশ করেন। [২৫]

রামকান্ত মুন্সী (১৭৪১ - ১৮০১) টাকী—চব্বিশ পরগনা। রামসন্তোষ। যশোহর-সমাজভুক্ত গুহবংশীয় একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। ওয়ারেন হেস্টিংসের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের কাছে ১৬ বছর বয়সে রেভিনিউ বোর্ডে সামান্য চাকরি পান। তিনি সংস্কৃত, ফারসী ও বাংলা ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কার্যকুশলতার জন্য হেস্টিংসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মুন্সী (ফরেন সেক্রেটারী) পদ পান। হেস্টিংস্, কর্নওয়ালিস ও স্যার জন শো'র শাসনকালে সরকারী উচ্চপদে আসীন ছিলেন। দেবীসিংহের অত্যাচারে উত্তরবঙ্গবাসিগণ প্রপীড়িত হলে তিনি ঐ অঞ্চলের বন্দোবস্তের জন্য ভারপ্রাপ্ত হয়ে শান্তিস্থাপন করেন। এই কাজে হেস্টিংস্ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে নদীয়া জেলার দু'টি পরগনা ও বহু মণিমুক্তা উপহার দেন। কর্নওয়ালিসের সময় কাশীরাজের রাজ্যভুক্ত গোরক্ষপুর জেলায় অশান্তি দমন করে দ্বিতীয়বার রাজদ্বারে যশস্বী হন। স্যার জন শোরের সময় নাগপুরাধিপতির সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের কাজে রামকান্ত ইংরেজ রাজদূতের সঙ্গে যান এবং কর্মকুশলতার জন্য তিনি সম্মানিত হন। তাঁর উন্নতিতে বহু বাঙালী কর্মচারী সন্দিগ্ধ হয়ে স্যার শোরের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে নানারকম দোষারোপ করলে তদন্তে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন। এই ঘটনার পর তিনি পদত্যাগ করেন। টাকীর রায়চৌধুরীরা তাঁর বংশধর। [২,২৬]

রামকিশোর তর্কচূড়ামণি (? - ১৮১৯)। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের পণ্ডিত। 'হিতোপদেশ' গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেন। [২৮]

রামকুমার নন্দী (১৮৩৩ - ?) বেজুরা—শ্রীহট্ট। ১৪ বছর বয়সে 'দাতাকর্ণ' নামে একটি যাত্রাপালা রচনা করেন। অর্থোপার্জনের জন্য শিলচর যান। এখানে থাকা কালে ইংরেজী শেখেন, সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতচর্চাও করেন। তিনি 'নিমাই সন্ন্যাস', 'উমার আগমন', 'ভগবতীর জন্ম ও বিবাহ' প্রভৃতি ১১টি যাত্রা-পালা, 'কলঙ্কভঞ্জন', 'লক্ষ্মীসরস্বতীর দ্বন্দ্ব' ও 'বোধন' নামে ৩টি পাঁচালী রচনা করেন। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য', 'ঊষোদ্বাহ কাব্য', 'নবপত্রিকা কাব্য', 'মালিনীর উপাখ্যান' (উপন্যাস), 'গণিততত্ত্ব', 'কীর্তন মানসী' প্রভৃতি। [২৫,২৬]

রামকুমার বিদ্যারত্ন (১৮৩৬ - ১৬.১২.১৯০১) সামন্তসার-ইদিলপুর—ফরিদপুর। পিতা রামগতি ভট্টাচার্য শোভাবাজার রাজবাটীর পুরোহিত ছিলেন। রামকুমার সংস্কৃত অধ্যয়ন করে 'বিদ্যারত্ন' উপাধি লাভ করেন। যৌবনকালে তিনি আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্মে আস্থা হারিয়ে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সংস্কৃতজ্ঞ ও ধর্মপ্রাণ রামকুমারকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখতেন। নানাস্থানে ভ্রমণকালে তিনি মহর্ষির ভ্রমণ-সঙ্গী ছিলেন। ব্রাহ্ম-নেতৃবৃন্দের আগ্রহে ও চেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক নিযুক্ত হয়ে বাঙলা, আসাম ও ওড়িশার নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। আসামে প্রচারকার্যে রত থাকা কালে আসামের চা-বাগিচায় নিযুক্ত শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে তিনি বিশেষ ব্যথিত হন ও ধারাবাহিকভাবে সঞ্জীবনী পত্রিকায় 'কুলী-কাহিনী' নিবন্ধ প্রকাশ করেন। এই নিবন্ধগুলি দেশবাসীর, এমন কি শাসকবর্গেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর ফলে 'কুলী'-দিগের দুঃখ-দুর্দশা দূরীকরণের জন্য শাসকশ্রেণী কতকগুলি আইন বিধিবদ্ধ করতে বাধ্য হয়। ১৮৮৫ খ্রী. বীরভূমের রামপুরহাট অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের সময় রামকুমার দুর্ভিক্ষ-কবলিত নরনারীর সেবা করে সর্বসাধারণ কর্তৃক প্রশংসিত হন। এরপর ১৮৮৮ খ্রী. স্ত্রী ও একটি শিশুপুত্রের অকালমৃত্যুর পর তিনি নর্মদানদীতীরবাসী এক মহাপুরুষের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করে 'স্বামী রামানন্দ ভারতী' নামে পরিচিত হন। সন্ন্যাসগ্রহণের পর তিনি ব্রাহ্মসমাজের পদ ত্যাগ করেন এবং অধিকাংশ সময় হিমালয় অঞ্চলেই অতিবাহিত করেন। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক জলধর সেন লিখিত 'হিমালয়' ও 'পথিক' গ্রন্থদ্বয়ে যে স্বামীজীর চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে তিনিই পূর্বাশ্রমের রামকুমার বিদ্যারত্ন। তিনি হিমালয় ত্যাগ করে কাশী, হাজারীবাগ ও কলিকাতায় এলে বহু মুমুক্ষু নরনারী তাঁকে দর্শন করতে যেতেন এবং

তাঁর নিকট আধ্যাত্মিক উপদেশ গ্রহণ করতেন। ধর্মপ্রচারক ও তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় রামকুমার বিদ্যারত্ন রচিত বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'উদাসীন সত্যবাবার আসাম ভ্রমণ', 'চিরযাত্রী', 'চারুদত্তের গুপ্তধন আবিষ্কার', 'অলর্কচরিত', 'সাধন-পঞ্চক', 'যাজ্ঞবল্ক্যচরিত', 'হিমারণ্য' প্রভৃতি। কাশীধামে মৃত্যু। [১৪৯]

রামকৃষ্ণ ১। ১৭শ শতাব্দীর প্রথমাংশে এই কবি 'শিবায়ন' রচনা করেছিলেন। 'শিবায়নের' বিশিষ্ট কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁর ১০০ বছর পরে কাব্য রচনা করেন। [১৪৯]

রামকৃষ্ণ ২। তিনি ল্যাটিন, সংস্কৃত ও বাংলা শব্দ সহযোগে ১৮২৯ খ্রী. একটি বাংলা কোষগ্রন্থ সঙ্কলন করেন। [২]

রামকৃষ্ণ গোঁসাই। জগন্মোহিনী নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। বাঙলার মুসলমান অধিকার কালে বর্তমান ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা নির্গুণ উপাসক। গুরুকেই তাঁরা সাক্ষাৎ পরমেশ্বর ব'লে স্বীকার করেন। ধর্মসংগীতই তাঁদের একমাত্র অবলম্বন। রামকৃষ্ণ-রচিত কিছু নির্বাণ সংগীত আছে। [২]

রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী (?-১৯৩৬) ধলঘাট—চট্টগ্রাম। নবীন। বিপ্লবী দলের সক্রিয় কর্মী। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের নেতা সূর্য সেন ও তাঁর তিনজন সংগীকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে পুলিস জুন ১৯৩২ খ্রী. তাঁকে গ্রেপ্তার করে। সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে যক্ষ্মারোগে মৃত্যু। মৃত্যুর পরেও তাঁর পায়ে লোহার বেড়ী ছিল। তাঁর বিধবা মা সাবিত্রী দেবী একই অপরাধে দণ্ডিত হয়ে একই জেলের মহিলা বিভাগে ছিলেন। [৪২,৪৩]

রামকৃষ্ণ তর্কতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় (শ্রাবণ, ১২৮৩-১১.৮.১৩৫৮ ব.) কৃষ্ণপুরা—ঢাকা। দীননাথ ভট্টাচার্য। নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর ১৬ বছর বয়সে নবদ্বীপে গিয়ে নব্যন্যায় অধ্যয়ন শেষ করেন ও উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে স্বর্ণকেয়ূর ও পুরস্কার পান। ১৩০৪ ব. কাশীতে সংস্কৃত কলেজে কয়েক বছর অধ্যয়ন করেন। তারপর নিজ গ্রামে এসে চতুষ্পাঠী খুলে ১৩২৬ ব. পর্যন্ত কাব্য, ব্যাকরণ ও নব্যন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনায় বৃত থাকেন। ১৯১০-১৯২০ খ্রী. পর্যন্ত তিনি পূর্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের অন্তর্ভুক্ত চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপকরূপে কাজ করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় কয়েক বছর কুটিরশিল্পের উন্নতির জন্য নিজ হাতে সুতা কাটা, নিজ তত্ত্বাবধানে বস্ত্র বয়ন, লিখবার কালি, পারাশূন্য সিন্দুর, কাপড়-কাচা সাবান ইত্যাদি প্রস্তুতকর্মে ও প্রচারে ব্যাপৃত ছিলেন। ১৩২৭ ব. থেকে তিনি রাজশাহীর হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজে ৭ বছর ও তারপর বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের চতুষ্পাঠীতে নব্যন্যায় অধ্যাপনার কাজ করেন। স্বামী ওঙ্কারানন্দ তাঁর শিষ্য ছিলেন। এই সময়ে তিনি অস্পৃশ্যতা আন্দোলনে যুক্ত হন। সবশেষে ত্রিপুরার মহারাজার দ্বারপণ্ডিতের পদ লাভ করেন। রচিত গ্রন্থ : 'কুসুমাঞ্জলিসৌরভম্', শনির পাঁচালীর সংস্কৃত অনুবাদ ও 'নরনারায়ণ' (বাংলা)। ১৯৩২ খ্রী. তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। [১৩০]

রামকৃষ্ণ দাস (১৯০৮-১৫.৭.১৯৩০) বাগমারি—মেদিনীপুর। হারাধন। ১৯৩০ খ্রী. লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করে খারিকায় পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, শ্রীশ্রী (১৮.২.১৮৩৬-১৬.৮.১৮৮৬) কামারপুকুর—হুগলী। ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল গদাধর। বিদ্যালয়ের শিক্ষা তেমন হয় নি, কিন্তু বাল্যকাল থেকেই ধর্মভাবাপন্ন ছিলেন। যৌবনে রাণী রাসমণি-প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির পুরোহিত নিযুক্ত হন (১৮৫৫)। এখানে কালীসাধনায় তাঁর সিদ্ধিলাভ ঘটে। ১৯ বছরের স্ত্রী সারদামণি দক্ষিণেশ্বরে এলে তিনি তাঁকে সাক্ষাৎ জগদম্বা-জ্ঞানে পূজা করেন। মান-অপমান, কামিনী-কাঞ্চন প্রভৃতি ত্যাগ করে তিনি 'পরমহংসদেব' নামে অভিহিত হন। সর্বধর্মের মূল জানবার জন্য সর্বধর্মীয় মতে উপাসনা করেছেন। অতি সরলভাষায় দৃষ্টান্তসহকারে তিনি ধর্মের কঠিন তত্ত্ব বুঝিয়ে দিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর প্রিয় শিষ্য। তাঁর লীলাভূমি হিসাবে দক্ষিণেশ্বর তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। শিবনাথ শাস্ত্রী, কেশবচন্দ্র সেন, ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁর সংস্পর্শে আসেন। রামকৃষ্ণের সাধনায় একজন ভৈরবী ও তোতাপুরী নামে এক যোগী সহায়তা করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন বঙ্গীয় যুবকগণ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে সাহেবীয়ানার অনুকরণ করাকে জীবনের প্রধান কাজ বলে মনে করতেন, তখন হিন্দুধর্মের অনুরাগীদের তিনি সংস্কার ও আড়ম্বরমুক্ত এক সরল ধর্মজীবন যাপনের উপদেশ দেন। তাঁর মতে জীব শিব—অর্থাৎ সার্থকভাবে জীবনধারণ বা সমাজের মঙ্গল ও সেবার মধ্যে বাঁচার আদর্শই ঈশ্বরলাভের প্রকৃষ্ট পথ। 'সত্য একটাই—ঋষিরাই

বলেন বহু'। তিনি প্রচার করলেন : 'সব ধর্মই সত্য : যত মত তত পথ'। তাঁর কথিত 'শক্তি' উপাসনাই ভবিষ্যতে বিপ্লবীদের অস্ত্রধারণ করার মনোবল যোগায়। স্বামী বিবেকানন্দের সংগে আলোচনার ফলে ফরাসী মনীষী রম্যাঁ রলাঁ রামকৃষ্ণদেবের একটি বৃহৎ জীবনী রচনা করেন। তাতে তিনি রামকৃষ্ণকে 'ত্রিশ কোটি মানুষের দু'হাজার বছরের আধ্যাত্মিক জীবনের সার' ব'লে বর্ণনা করেছেন। [৩,৭,৮,২৫,২৬]

রামকৃষ্ণ বিশ্বাস (?-৪.৮.১৯৩১) সারোয়াতলী—চট্টগ্রাম। দুর্গাকৃপা। গুপ্ত বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন। ১৯২৮ খ্রী. নিজ জেলার মধ্যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। 'মাস্টারদা'র (সূর্য সেন) দলের সভ্য হিসাবে ফেব্রুয়ারী ১৯৩০ খ্রী. বোমাপ্রস্তুত করবার সময় সাংঘাতিকভাবে আহত হন। মাস্টারদার নির্দেশে ১.১২.১৯৩০ খ্রী. তিনি এবং অপর একজন চাঁদপুর স্টেশনে ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল ক্রেগকে হত্যা করতে গিয়ে ভুল করে পুলিস অফিসার তারিণী মুখার্জীকে হত্যা করেন। ২২ মাইল দূরে গিয়ে ধরা পড়েন। ফাঁসিতে মৃত্যু। [১০,১২,৪৩]

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী, জগদ্‌গুরু (১৬শ শতাব্দী)। রঘুনাথ শিরোমণির সাক্ষাৎ শিষ্য কাশীনিবাসী এই মহানৈয়ায়িকের নাম বাঙলাদেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাঁর কোন টীকা-গ্রন্থের প্রতিলিপি নবদ্বীপাদি স্থানে আবিষ্কৃত হয় নি। রচিত গ্রন্থ : 'প্রত্যক্ষদীধিতিটীকা', 'অনুমানদীধিতিটীকা', 'আখ্যাতবাদটীকা', 'নঞ্‌বাদটীকা', 'গুণদীধিতিপ্রকাশ', 'লীলাবতীদীধিতিটীকা' প্রভৃতি। রামকৃষ্ণ-রচিত 'ন্যায়দীপিকা' গ্রন্থে গ্রন্থকারের উপাধি ছিল তর্কাবতংস। আইনী-আকবরী গ্রন্থে তার্কিকদের যে নাম পাওয়া যায় তার মধ্যে রামকৃষ্ণের নাম পঞ্চম। এই তর্কাবতংস ও ভট্টাচার্য-চক্রবর্তী অভিন্ন বলে মনে করা হয়। [৯০]

রামকৃষ্ণ রায় (৯.১.১৯১২-২৫.১০.১৯৩৪) চিরিমাতসাই—মেদিনীপুর। কেনারাম। গুপ্ত বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন। ২.৯.১৯৩৩ খ্রী. মেদিনীপুরের জেলাশাসক বার্জকে হত্যা করার ব্যাপারে অংশগ্রহণ করেন। ধরা পড়ে হত্যার অভিযোগে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। মেদিনীপুর জেলে তাঁর ফাঁসি হয়। [১০,৪২,১২৭]

রামকৃষ্ণ সিংহবাহাদুর। বিষ্ণুপুর। মহারাজ গোপাল সিংহ। সংগীতজ্ঞ অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্য। তিনিই প্রথম ভারতবর্ষে সংগীত বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়টি এখনও বর্তমান আছে। [৫৩]

রামকেশব ভট্টাচার্য (১৮০৮-১৮৫০) বিষ্ণুপুর। রামশংকর। সংগীতজ্ঞ পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী। ধ্রুপদীয়া-রূপে কুচবিহার রাজ-দরবার ও কলিকাতায় সাতুবাবুর (আশুতোষ দেব) সংগীত-দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বিষ্ণুপুরে এস্রাজ-বাদন চালু করেন। পশ্চিমাঞ্চলে তাউস বা ময়ূর-মুখী এস্রাজ-ধরনের যন্ত্র বাজানো হত ; তাঁর সময়ে বাঙলার অন্য কোথাও এ যন্ত্র বাজানো হত ব'লে জানা নেই। পিতার জীবদ্দশায় মৃত্যু। কলিকাতায় সাতুবাবুর গৃহে অবস্থানকালে শহরের সংগীত-পিপাসু মহলে বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদ ও এস্রাজ শোনাতেন। তাঁর রচিত এস্রাজ বাজনার কয়েকটি গৎ রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'এসরাজ তরংগ' গ্রন্থে পাওয়া যায়। [৫২,১০৬]

রামক্ষয় চট্টোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর (১৮২৯-১৯১৪) শাকনাড়া—বর্ধমান। স্বগ্রামে বাংলা এবং ১৪ বছর বয়সে কলিকাতায় এসে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলংকার, স্মৃতি ও দর্শনশাস্ত্রে পারদর্শিতার ফলে ৫ বছরের জন্য সিনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৫৭ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে সেই বছরই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দেড় বছর প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ে তিনি প্রথমে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অধীনে ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর অফ স্কুলস্‌ হিসাবে কাজ করেন। পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে বাঙলা, বিহার ও ওড়িশার নানা জেলায় কাজ করেন। ১৮৬৬-৬৭ খ্রী. ওড়িশায় ও ১৮৭৪ খ্রী. বিহারে দুর্ভিক্ষের সময় ত্রাণকার্য করে সুনাম অর্জন করেন। দক্ষতার জন্য সরকার তাঁর কার্যকাল দু'বছর বৃদ্ধি করেন। ১৮৯২ খ্রী. তিনি অবসরগ্রহণ করেন। তিনি নিজগ্রামে দীঘি নির্মাণ, মাইনর স্কুল স্থাপন প্রভৃতি জনহিতকর কার্য করেন। তাঁর রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ : 'আত্ম-চিন্তন' ও 'আচার চিন্তন' ; বাংলা গ্রন্থ : 'পুলিশ ও লোকরক্ষা'। এছাড়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রেমচন্দ্রের জীবনী ও কবিতা-গ্রন্থ প্রকাশ করেন। [৪,৮১]

রামগতি ন্যায়রত্ন (৪.৭.১৮৩১-৯.১০.১৮৯৪) ইলছোবা—হুগলী। হলধর চূড়ামণি। তিনি ১৮৫৪ খ্রী. সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং সেখানে সাহিত্য, অলংকার, জ্যোতিষ, স্মৃতি, সাংখ্য প্রভৃতিতে বুৎপত্তি অর্জন করে ১৮৫৬ খ্রী. নাগাদ হুগলী নর্ম্যাল স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক হন। এই সময়েই সংস্কৃত কলেজ থেকে 'ন্যায়রত্ন' উপাধি পান। ১৮৬২ খ্রী. বর্ধমান গুরু ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং ১৮৬৫ খ্রী. বহরমপুর কলেজের অধ্যাপক হন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-

সাগর এবং ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি নিজগ্রামে বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় ও ডাকঘর স্থাপন করেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'বাংলাভাষা ও বাংলা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব' (১ম ভাগ, ১৮৭২)। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস' (অনুবাদ), 'বস্তুবিচার', 'বাঙ্গালা ইতিহাস', 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ', 'ঋজুব্যাখ্যা', 'দময়ন্তী', 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ', 'ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং গোষ্ঠীকথা' প্রভৃতি। 'রোমাবতী' (১৮৬২) ও 'ইলছোবা' (১৮৮৮) তাঁর লেখা দু'খানি মৌলিক আখ্যায়িকা-গ্রন্থ। [২,৪,২০, ২৫,২৬]

রামগতি সেন (১৮শ শতাব্দী) জপ্সা-বিক্রমপুর—ঢাকা. সাধারণের কাছে তিনি সাধু রামগতি বা লালা রামগতি নামে সমধিক পরিচিত। বিক্রমপুরে তিনি কবি হিসাবে খ্যাত ছিলেন। ৫০ বছর বয়সে ধর্মসাধনার উদ্দেশ্যে কাশী যান। ৯০ বছর বয়সে কাশীতে তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর স্ত্রী কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাটে সহমরণে যান। তিনি 'মায়াতিমিরচন্দ্রিকা', 'প্রবোধচন্দ্রোদয়', 'যোগকল্পলতা' প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেন। তাঁর কন্যা বিদুষী আনন্দময়ী পিতার কবিত্বশক্তির উত্তরাধিকারিণী ছিলেন। [১,২]

রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫ - ২৫.১.১৮৬৮) বাঘাটি—হুগলী। গোবিন্দচন্দ্র। শেরবোর্ন স্কুল ও হিন্দু কলেজের ছাত্র। হিন্দু কলেজে বিখ্যাত ডিরোজিওর সংস্পর্শে আসেন। বাঙলার নবজাগরণ আন্দোলনের পুরোধা ও ডিরোজিওর শিষ্যদলের অন্যতমরূপে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের আলোচনায় তিনি অসাধারণ বাগ্মিরূপে পরিচিত হন। কলেজের পাঠ সমাপ্ত না করে জনৈক ইংরেজ ব্যবসায়ীর সহকারী হয়ে পরে বেনিয়ান হন। এরপর কেলসাল, ঘোষ অ্যান্ড কোং-এর অংশীদার হয়েছিলেন। ১৮৪৮ খ্রী. নিজে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তিনি শিক্ষা-প্রসারের মাধ্যমে দেশের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূরীকরণে প্রয়াসী ছিলেন। ডেভিড হেয়ারকে স্কুল স্থাপনে, নিজ পল্লীতে একটি স্কুল ও পাঠাগার এবং বেনিভোলেণ্ট সোসাইটির সম্পাদকরূপে হিন্দু চ্যারিট্যাব্‌ল্ ইন্‌স্টিটিউশন স্থাপনে সাহায্য করেন। এডুকেশন কাউন্সিলের সভ্যরূপে বিদ্যালয় স্থাপনের বেসরকারী প্রচেষ্টায় সরকারী সাহায্যদানের রীতি তাঁরই চেষ্টায় প্রবর্তিত হয়। ১৮৪৯ খ্রী. বেথুন সাহেবকে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে সক্রিয় সাহায্য দান করেন এবং চিকিৎসাবিদ্যায় উচ্চশিক্ষালাভার্থে ৪ জন ছাত্রকে বিলাত প্রেরণের জন্য দ্বারকানাথের পরিকল্পনাকে পূর্ণ সমর্থন জানান। ২৯.৩.১৮৫৪ খ্রী. তিনিই প্রথম ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন। নব্যবাঙলার মুখপত্ররূপে 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর' পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তৎকালীন রাজনীতি অর্থাৎ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটির বক্তৃতায় তিনি প্রধান অংশ নিতেন। ২৯.৭.১৮৫৩ খ্রী. সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ভারতীয়দের সুযোগ দেবার জোরালো দাবি তোলেন। ভারতীয়দের আইন ও আদালতে সমানাধিকারের ভিত্তিতে আইনের খসড়ার সপক্ষে তাঁর রচিত 'A few remarks on certain Draft Acts, commonly called Black Act' পুস্তিকা উল্লেখযোগ্য। এ পুস্তিকায় নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের নিন্দার জন্য অ্যাগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটির সহ-সভাপতির পদ থেকে তিনি অপসারিত হন। 'নীলদর্পণ' মোকদ্দমা-প্রসঙ্গে একজন ইংরেজ বিচারকের ভারতীয়দের সম্পর্কে কুৎসিত মন্তব্যের প্রতিবাদে ২৬.৮.১৮৬১ খ্রী. অনুষ্ঠিত সভায় অংশ নেন। ধর্মীয় কুসংস্কারের ঘোর বিরোধী এবং স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবা-বিবাহের সমর্থক ছিলেন। বাগ্মী ও সমাজ-সংস্কারক রামগোপাল ঘোষকে 'ইণ্ডিয়ান ডিমস্থিনিস্' বলা হত। [২,৩,৭,৮, ২০,২৫,২৬]

রামগোপাল সিদ্ধান্তপঞ্চানন (১৭শ শতাব্দী)। 'অনুমানদীধিতি'র টীকা রচনা করে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর রচিত বাদ-গ্রন্থ : 'বিবাহতত্ত্ব', 'বাক্যতত্ত্ব', 'নির্ধারণতত্ত্ব', 'কারকতত্ত্ব' প্রভৃতি। [৯০]

রামচন্দ্র কবিভারতী (১৩শ শতাব্দী)। রেবতীগ্রাম—বরেন্দ্রভূমি। গণপতি। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম। ধর্ম, পুরাণ, ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। ১২৪৫ খ্রী. লঙ্কায় যান। সিংহলের প্রধান পণ্ডিত শ্রীরাহুল সঙ্ঘরাজের কাছে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। সিংহলরাজ প্রক্রমবাহু কর্তৃক 'বুদ্ধাগমচক্রবর্তী' উপাধি দ্বারা সম্মানিত এবং সিংহলের সমস্ত বৌদ্ধ মঠের অধ্যক্ষ ও ধর্মোপদেশক হন। সিংহলবাসিগণ তাঁকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করতেন। তিনি সিংহলের তোটগমপুরাণ বিহারে বাস করতেন। রচিত গ্রন্থ : 'বৃত্তরত্নাকর পঞ্জিকা', 'বৃত্তমালা', 'বৃত্তরত্নাকর' (টীকা), 'ভক্তিশতক' প্রভৃতি। [৪]

রামচন্দ্র কবিরাজ (১৫০৬ ? - ১৬১২) শ্রীখণ্ড—বর্ধমান। চিরঞ্জীব সেন। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর কবিত্ব দেখে তাঁকে 'কবিরাজ' উপাধি দিয়েছিলেন। তিনি 'অষ্ট কবিরাজের' অন্য-

তম। 'পদকল্পলতিকা'য় তাঁর রচিত বাংলা পদ পাওয়া যায়। রচিত গ্রন্থ : 'স্মরণদর্পণ', 'বঙ্গজয়', 'সাধনচন্দ্রিকা', 'শ্রীনিবাস আচার্যের জীবনচরিত' প্রভৃতি। [২,২৬]

রামচন্দ্র গোস্বামী। সিঙ্গুর—হুগলী। বিরু-পাক্ষ। সত্যনারায়ণ পাঁচালী রচয়িতা একজন প্রাচীন কবি। [২]

রামচন্দ্র ঘোষ। কুমারটুলীর মজুমদার বংশের আদিপুরুষ। বিভিন্ন সৎকাজের জন্য নবাবের কাছ থেকে 'মজুমদার' উপাধি পান। এই মজুমদার পরিবার কাশীতে শিবস্থাপনা, মাহেশে দ্বাদশ মন্দির এবং কুমারটুলীতে একটি ঘাট প্রতিষ্ঠা করে খ্যাতিলাভ করেন। [৩১]

রামচন্দ্র চক্রবর্তী (১৮০৩ - ১৮৬১) কলিকাতা। ধনী পরিবারে জন্ম। শৌখিন বাদকরূপে বহু অর্থব্যয়ে ও পরিশ্রম সহকারে উত্তরভারতের প্রসিদ্ধ পাখোয়াজী লালা কেবলকিষণের কাছে পাখোয়াজ শেখেন। তাঁর দুই অনুজ নিমাই এবং নিতাইও পাখোয়াজী ছিলেন। কেবলকিষণ ঘরানার অন্যতম বৈশিষ্ট্য দম্‌দম্‌যুক্ত বোল। তাঁর ও নিতাইয়ের দুই শিষ্য কেশব মিশ্র ও মুরারি গুপ্ত। বাঙলার মৃদঙ্গবাদন তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যের মাধ্যমেই টিকে আছে। সেই হিসাবে তিনিই বাঙলার আদি মৃদঙ্গা-চার্য। কোন কোন গ্রন্থে গোলাম আব্বাসকে বাঙলায় মৃদঙ্গচর্চার প্রবর্তক বলা হয়েছে। গোলাম আব্বাস তাঁর সময়ে কলিকাতায় থেকে রাজা রামমোহনের বাড়িতে সংগত করতেন, একথা সত্য হলেও তাঁর কোন শিষ্য বা ঘরানার উত্তরাধিকারী নেই ব'লেই মনে হয়। উত্তরভারতের শ্রেষ্ঠ পেশাদার পাখো-য়াজীদের সঙ্গে এই ধনী শৌখিন শিল্পী রাম-চন্দ্রের সমকক্ষতার দাবি ছিল। [১০৬]

রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৬৩৪ - ১৬৮৩) কুলিয়া-পাহাড়—নবদ্বীপ। চৈতন্যদাস। নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবী দেবীর শিষ্য রামচন্দ্র একজন প্রসিদ্ধ পদ-কর্তা ছিলেন। বধুরির কাছে রাধানগরে ও বাঘ-পাড়ায় তাঁর বাস ছিল। তিনি বহু তীর্থ ভ্রমণ করে বৃন্দাবন যান এবং সেখান থেকে রামকৃষ্ণ মূর্তি নিয়ে স্বদেশে ফেরেন। জঙ্গল পরিষ্কার করে বাগনাপাড়া গ্রামের পত্তন করে রামকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। [২]

রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার (১২০০ - ১২৫২ ব.) হরিনাভি—চব্বিশ পরগনা। রামধন মুখোপাধ্যায়। এই কবি নিজ ভণিতায় 'দ্বিজ রামচন্দ্র' কথাটি ব্যবহার করেন। 'কবিকেশরী' ও 'কবিশেখর' উপাধি-প্রাপ্ত ছিলেন। রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ১২। ১২৩১ ব. রচনা শুরু করেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : কৌতুকসর্বস্বনাটক', 'আনন্দলহরী', 'নলদময়ন্তী', 'হরপার্বতী-মঙ্গল' প্রভৃতি। [২,৪]

রামচন্দ্র দত্ত (১৮৫১ - ১৮৯৮) কলিকাতা। নৃসিংহপ্রসাদ। প্রথমে সুঁড়া স্কুলে ও পরে জেনা-রেল অ্যাসেম্‌ব্লিতে এণ্ট্রান্স পর্যন্ত পড়েন। ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল থেকে প্রশংসার সঙ্গে শেষ পরীক্ষা পাশ করার পর প্রতাপনগরে ডাক্তার নিযুক্ত হন। সি. এফ. উডের কাছে রসায়নশাস্ত্র শেখেন। ১৮৭৫ খ্রী. মেডিক্যাল কলেজে রসায়ন গবেষণাগারে কুই-নাইন রিসার্চ প্রফেসরের সহকারী এবং শেষে মেডি-ক্যাল কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক হন। এইসময় কৃমি ও জ্বরের প্রতিকারে কুটজ বা কুড়চি থেকে 'কুড়চিসীন' আবিষ্কার করেন। ডা. মহেন্দ্র-লাল সরকারের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানশালায়ও রসায়ন-শাস্ত্রের উপদেশ দিতেন। প্রথমে তিনি কেশবচন্দ্রের ধর্মমতে আকৃষ্ট হলেও পরে রামকৃষ্ণদেবের শিষ্য হন। 'তত্ত্বমঞ্জরী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ : 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' ও 'রসায়নবিজ্ঞান'। তাঁর বাংলা বক্তৃতাবলীও প্রকাশিত হয়েছে। রাম-কৃষ্ণদেবের দেহাবশেষ-বিভূতি তাঁর কাঁকুড়গাছি বাগানে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। ঐ স্থান 'যোগো-দ্যান' নামে পরিচিত। তিনি রামকৃষ্ণদেবের তিরোভাব দিবসে প্রতি বছর সেখানে মহোৎসব করতেন। [৪, ২০,২৫,২৬]

রামচন্দ্র দাশগুপ্ত (১২৮৫ - ১৩২৬ ব.) মাহি-লারা—বরিশাল। গোবিন্দচন্দ্র। বি. এম. স্কুলের ছাত্র ; ব্রজমোহন কলেজে এফ.এ. পর্যন্ত শিক্ষালাভ করে বি. এম. স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তিনি স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন ও বহু স্বদেশী গান রচনা করেন। মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের বিশেষ অনুরাগী ও অসাধারণ বক্তা ছিলেন। তাঁর রচিত পুস্তক : 'জাগরণ', 'দীক্ষা' ও 'দৈববাণী'। [১৪৯]

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (১৭৮৬ - ২.৩.১৮৪৫) পালপাড়া—হুগলী। লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কভূষণ। প্রখ্যাত আভিধানিক ও স্মার্তপণ্ডিত। তাঁর জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী রামমোহন রায়ের সন্ন্যাসী-বন্ধু ছিলেন। রামচন্দ্র স্মৃতিশাস্ত্র, উপ-নিষদ্‌ এবং বেদান্ত ও সংস্কৃতে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করে কিছুদিন রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত বেদান্ত কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৪.৫.১৮২৭ খ্রী. সরকার কর্তৃক সংস্কৃত কলেজের স্মৃতি-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে ১৮৩৭ খ্রী. পদচ্যুত হন। ১৮৪২ খ্রী. সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক পদ পান। কলিকাতায় রামমোহনের কাজের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। আত্মীয়সভার অধি-বেশনে তিনি ঈশ্বরের একত্ববাদের উপর জ্ঞানগর্ভ

মতামত জানান। ১৮২৮ খ্রী. প্রতিষ্ঠিত 'ব্রাহ্ম-সমাজে'র প্রথম সচিব নিযুক্ত হয়ে ১৮৪৩ খ্রী. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ২১ জন যুবককে ব্রাহ্ম-ধর্মে দীক্ষিত করেন। এইভাবে ধর্ম হিসাবে ব্রাহ্ম-মত প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩০ খ্রী. সতীদাহ-নিবারণ আন্দোলনে তিনি রামমোহনের বিপক্ষে যোগ দিলেও, পরবর্তী কালে বিদ্যাসাগরের আগে হিন্দু বিধবা-বিবাহ প্রস্তাব সমর্থন এবং বহুবিবাহের বিরুদ্ধে নিজমত 'নীতিদর্শন' বক্তৃতামালায় অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ করেন। ১৮২৯ খ্রী. রাজা রামমোহন বিলাত গেলে দীর্ঘ ১০ বছর তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিষ্ণু চক্রবর্তীর সঙ্গীতের জন্যই ব্রাহ্মসমাজের অস্তিত্ব বজায় ছিল। 'তত্ত্ববোধিনীসভা'র (নামটি তাঁরই দেওয়া) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে সভার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের উন্নতির চেষ্টা করেন। বাঙালীর শিক্ষা বাংলা ভাষায় মাধ্যমে সঠিকভাবে হবে ব'লে বিশ্বাস করতেন। আদালতে ফারসী ভাষার পরি-বর্তে বাংলা প্রচলনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানে ৬ মাস প্রধান পণ্ডিতের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এই কাজে তিনি ডেভিড হেয়ার, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তির সমর্থন পান। ১৮১৮ খ্রী. বাংলা ভাষার প্রথম অভিধান সংকলন করেন। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ : 'জ্যোতিষ সংগ্রহসার', বাচস্পতি মিশ্রের 'বিবাদ-চিন্তামণিঃ', 'শিশুসেবধি', 'বর্ণমালা', 'নীতিদর্শন', 'পরমেশ্বরের উপাসনা-বিষয়ে প্রথম ব্যাখ্যান' প্রভৃতি। মৃত্যুকালে রামচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজকে ৫ হাজার টাকা দান করেন। [৩,৪,৮,৬৪]

রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, কবিরাজ (১৮৬২-১৯০২) কুমারখালি—নদীয়া। প্রবেশিকা, এফ.এ. এবং সংস্কৃত ও আয়ুর্বেদশাস্ত্রের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রেও তাঁর দক্ষতা ও রোগনির্ণয়ে অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। কলিকাতায় আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা শুরু করেন। সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি ছিল। চাণক্য শ্লোকের বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ করে খ্যাতি অর্জন করেন। 'ঋষি' মাসিক পত্রিকার সম্পা-দক ছিলেন। 'হিতকথা', 'প্রকৃতির শিক্ষা', 'নীতি-স্তবক', 'দ্রব্যগুণ-বারিধি', 'আয়ুর্বেদ চিকিৎসা' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। [২৫,২৬]

রামচন্দ্র মিত্র (১৮১৪-১৮৭৪)। কৃতী ছাত্র ছিলেন। হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন এবং উক্ত কলেজেই অধ্যাপনা শুরু করেন। বিটন সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন। ১৮৬৪ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফেলো এবং জাস্টিস অফ দি পীস্ নির্বাচিত হন। তাঁর রচিত পুস্তক : 'মনোরম পাঠ্য', 'পাঠামৃত', 'ইংরেজীর প্রাথমিক গ্রামার' প্রভৃতি। এ ছাড়া তিনি পক্ষিতত্ত্ব-বিষয়ে 'পক্ষীর বিবরণ' নামে একটি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। বঙ্গাক্ষরে ইউ-রোপের মানচিত্র প্রকাশ করেন। তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব 'পশ্বাবলী' মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ও পরিচালনা (২য় পর্যায়)। কিছুদিন 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার পরিচালক ও 'জ্ঞানোদয়' মাসিক পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন। তিনি রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের 'হিন্দু কলেজের পাঠারম্ভ কালে বক্তৃতা'র ইংরেজী অনু-বাদ করেন। [২৮,৬৪]

রামচন্দ্র মুন্সী। হুগলী শহরের নিকটবর্তী দেবানন্দপুর নিবাসী বিখ্যাত মুন্সীবংশের একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। অনুমান ১৭২৬ খ্রী. কবি ভারত-চন্দ্র রায় গৃহত্যাগ করে তাঁর শরণাপন্ন হন। তিনি ভারতচন্দ্রকে ফারসী ভাষা শেখান। তাঁর বাড়িতে বসে ১৫ বছরের ভারতচন্দ্র 'সত্যপীরের কথা' রচনা করেন। [২]

রামচন্দ্র রায় বীরবর (১৮৪৪-১৯২১) দাঁতন—মেদিনীপুর। কিশোরীচন্দ্র। যাত্রাপালা রচনা করে খ্যাত হন। রচিত গ্রন্থ : 'রামচন্দ্র গীতাবলী'। [৪]

রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়[১]। জোড়াসাঁকো—কলি-কাতা। তিনি সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী কয়েকজন ভদ্রসন্তান নিয়ে 'নন্দবিদায়' নামে একটি নূতন ধরনের যাত্রাপালার অভিনয় শুরু করেন (মার্চ ১৮৪৯)। গতানুগতিক যাত্রা থেকে এর স্বাতন্ত্র্য ছিল—তাতে মেয়েদের ভূমিকায় মেয়েরাই অভিনয় করত। তিনি প্রথম অবস্থা থেকে জোড়াসাঁকোর হাফ-আখড়াই দলের সম্পাদকতা করেন। নিজে সুরসিক কবি ও সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। 'নন্দবিদায়' যাত্রার গীত ও সুর তিনিই প্রস্তুত করেছিলেন। [৪০]

রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়[২] (১৯শ শতাব্দী) হরি-নাভি—চব্বিশ পরগনা। রামধন। তাঁর রচিত 'দুর্গা-মঙ্গল' গ্রন্থ প্রধানত মহাভারতোক্ত নলদময়ন্তীর উপাখ্যান নিয়ে লেখা। তাঁর প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থ-গুলির মধ্যে 'গৌরীবিলাস' ও 'মাধব-মালতী' প্রধান। তাঁর কোন জমিদার-শিষ্যের অর্থসাহায্যে এই গ্রন্থগুলি যাত্রাকারে গীত হত। [২০]

রামচাঁদ সামন্ত (১৮৮৮-১৯৩২) পাঞ্চারি—মেদিনীপুর। আইন-অমান্য আন্দোলনে 'নো-ট্যাক্স' বিক্ষোভে অংশগ্রহণকালে মসুরিয়ায় পুলিসের গুলিতে মারা যান। [৪২]

রামজয় তর্কালঙ্কার (?-৩.১২.১৮৫৭) মেদিনীপুর। পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার। তিনি ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ১৯১৬-১৯ খ্রী. পর্যন্ত কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে

বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ও ১৮১৯ - ৫৭ খ্রী. পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্টের জজ্-পণ্ডিত ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'সাংখ্যভাষ্য সংগ্রহ', 'দায়কৌমুদী', 'দত্তকৌমুদী', 'ব্যবস্থা সংগ্রহ' এবং 'বেদান্তচন্দ্রিকা'র ইংরেজী অনুবাদ। [৪,৬৪]

রামজীবন বিদ্যাভূষণ (১৭শ শতাব্দী) পূর্ব-বঙ্গ। খ্যাতনামা পাঁচালীকার। 'আদিত্যচরিত বা সূর্যের পাঁচালী' (১৬৮৯) এবং 'মনসামঙ্গল' (১৭০৩) গ্রন্থের রচয়িতা। [৪]

রামজীবন রায়। রাজশাহী। নাটোর রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ১৭০৪ খ্রী. 'রাজা' উপাধি পান। ১৭০৯ খ্রী. দিল্লীশ্বর বাহাদুর শাহ্ তাঁর 'রাজাবাহাদুর' উপাধি মঞ্জুর করে খিলাত প্রদান করেন। 'পদাঙ্গদূত' গ্রন্থের রচয়িতা কৃষ্ণ সার্বভৌম ১৭২৪ খ্রী. তাঁর সভায় বিদ্যমান ছিলেন। [২]

রামঠাকুর (মাঘ ১২৬৬ - ১৮.১.১৩৫৬ ব.) ডিঙ্গামানিক—ফরিদপুর। রাধামাধব চক্রবর্তী। অল্পবয়সে সংসার ত্যাগ করে পদব্রজে দীর্ঘপথ অতি-ক্রম করে কামাখ্যাধামে যান। সেখানে 'অনঙ্গদেবে'র কাছে দীক্ষা নিয়ে হিমালয়ে ধর্ম-সাধনায় কাটান এবং গুরুর নির্দেশে ১২ বছর পর স্বগৃহে ফিরলেও তিনি গৃহী হলেন না। কিছুদিন নোয়াখালী শহরে থাকেন ও পরে ফেণীতে আসেন। এখানেই কবি নবীনচন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। কবি তাঁর আত্মজীবনীতে রামঠাকুরের আধ্যা-ত্মিক শক্তির কথা প্রথম প্রচার করেন। এরপর তাঁর জীবনের বহু বছরের কোনও বৃত্তান্ত জানা যায় না। আনুমানিক ১৯০৭/৮ খ্রী. তিনি লোকা-লয়ে ফেরেন। কিছুদিন কলিকাতা ও উত্তরপাড়ায় ছিলেন। এই সময় থেকে তিনি নাম-ধর্ম প্রচার করতে থাকেন। জীবনের শেষ কয়েক বছর তিনি নোয়াখালী জেলার চৌমুহনীর উপেন্দ্রকুমার সাহার বাংলোতে কাটিয়েছেন। [১৪৬]

রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩ - ১৮.৮.১৮৯৮) বারুইহুদা—নদীয়া। রামকৃষ্ণ। লাহিড়ী বংশের অনেকে নদীয়া রাজসরকারে দেওয়ান বা উচ্চপদে কাজ করেন। কৃষ্ণনগরে তাঁদের বাসভূমি। রামতনু প্রচলিত প্রথানুযায়ী আরবী, ফারসী ও সামান্য ইংরেজী শিখেছিলেন। ১৮২৬ খ্রী. কলিকাতায় আসেন এবং বিনা বেতনে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্তি হন (বর্তমান হেয়ার স্কুল)। দু'বছর পর বৃত্তিসমেত হিন্দু কলেজের চতুর্থ শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। ১৮৩২ খ্রী. এই কলেজে বৃত্তিলাভ করেন। ১৮৩৩ খ্রী. তাঁর কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত হয়। কলেজ-জীবনে ডিরোজিওর সংস্পর্শে আসেন এবং ডিরোজিও-শিষ্যমণ্ডলীর 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের অন্যতমরূপে পরিচিত হন। কর্মজীবনে সরকারী শিক্ষা-বিভাগে প্রবেশ করে প্রথমে হিন্দু কলেজ, পরে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল, বর্ধমান স্কুল, উত্তর-পাড়া স্কুল, বারাসত স্কুল এবং বরিশাল জেলা স্কুলে শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। কৃষ্ণনগর কলেজে শিক্ষকতা কালে ১৮৬৫ খ্রী. সরকারী চাকরি থেকে অবসর নেন এবং পরে কিছু-দিন গোবরডাঙ্গা মুখোপাধ্যায় জমিদার পরিবারে সরকার-নির্দিষ্ট অভিভাবকের কাজ করেন। ধর্ম-জীবনে কেশব সেনের প্রভাব থাকলেও কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি তাঁর আস্থা ছিল না। নারীমুক্তি আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে নিজ দ্বিতীয় কন্যাকে বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ে ভর্তি করেন। তাঁর ভগিনী রাধারানী লাহিড়ী প্রথম যুগের শিক্ষিকা। ১৮৫০ খ্রী. রামতনু বিধবা-বিবাহের পক্ষে মত প্রকাশ করেন এবং তার ফলে তাঁকে সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়। তিনি কুসংস্কার ও জাতিভেদের প্রবল বিরোধী ছিলেন। ১৮৫১ খ্রী. তিনি উপবীত ত্যাগ করেন (ব্রাহ্মগণ উপবীত ত্যাগ করেন ১৮৬১ খ্রী.)। ফলে সমাজে তুমুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং আত্মীয়গণ কর্তৃক 'একঘরে' হন। 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর' প্রকাশের তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা এবং 'জ্ঞানান্বেষণ' সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতাদের (১৮৩৮) অন্যতম ও সম্পাদক ছিলেন। তিনি জ্ঞানান্বেষণে সারাজীবন ব্যয় করেছেন এবং ছাত্রদেরও সেই আদর্শে অনু-প্রাণিত করার চেষ্টা করেছেন। একজন কৃতকর্মা প্রধান শিক্ষক হতে পেরেছিলেন ব'লেই তাঁকে **'Arnold of Bengal'** বলা হত। কলিকাতায় অনু-ষ্ঠিত ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্সের প্রথম সভায় (২৮.১২.১৮৮৩) তিনি সভাপতিত্ব করেন। [৩,৮,২৫,২৬,৪৮]

রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর (১৮৫১ - ১.৪.১৯৪৬?)। ১৮৯০ - ১৯৩৩ খ্রী. পর্যন্ত কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর হিসাবে তাঁর কাজ স্মরণীয়। 'সাবাস্ আটাশে'র একজন হিসাবে ম্যাকেঞ্জী আইনের প্রতিবাদে পদত্যাগ করে পরে আবার নির্বাচিত হন। ওকালতি করতেন। ১৯১৫ খ্রী. বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। [৫]

রামতারণ সান্যাল। বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য ও মঞ্চাভিনেতা। বিভিন্ন গীতিনাট্যের সুর ও তাল শিক্ষা দিতেন। নাট্যজগতে প্রথম সুরারোপ করেন 'আদর্শসতী' নাটকে। এই নাটকে সত্যবানের ভূমিকায় এবং 'কামিনীকুঞ্জ' নাটকে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় অভি-নয় করতেন। তাঁর নৈপুণ্যে ন্যাশনাল থিয়েটারে

বহু গীতিনাট্য সুঅভিনীত হয়েছে। মঞ্চে অভিনয়ের চেয়ে সংগীতের তাল মাত্রা প্রভৃতিতে বেশি মনোযোগ দিতেন। বহু অভিনেত্রীর সংগীত-শিক্ষক ছিলেন। [৬৫]

রামদয়াল মজুমদার (১৮৫৮ - ১৯৩৮)। পিতা—ঈশানচন্দ্র। ১৮৮৬ খ্রী. এম.এ. পাশ করে সিটি কলেজ ও আর্য মিশন ইন্‌স্টিটিউশনে অধ্যাপনা করেন। পরে টাঙ্গাইল কলেজের অধ্যাপক হন। ১৩১৩ - ৪৫ ব. পর্যন্ত 'উৎসব' মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। রচিত গ্রন্থ : 'শ্রীগীতা', 'গীতা-পরিচয়', 'ভারত-সমর', 'ভদ্রা', 'বিচারচন্দ্রোদয়', 'নিত্যসংগী ও মনোবৃত্তি', 'সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ত্ব', 'অযোধ্যাকাণ্ডে কৈকেয়ী' প্রভৃতি। [৪]

রামদাস বাবাজী। বর্তমান শতাব্দীর নাম-সংকীর্তনযজ্ঞের নব-উদ্গাতা। সাধক অপেক্ষা গায়ক হিসাবেই তাঁর প্রসিদ্ধি বেশী ছিল। ভারতের, বিশেষ করে বাঙলার সংস্কৃতিবাহী লুপ্ত তীর্থগুলির পুনরুদ্ধার ও প্রাচীন মৃতপ্রায় সেবাপ্রতিষ্ঠানগুলির পুনঃসংস্কার তাঁর সাধক-জীবনের উল্লেখযোগ্য কীর্তি। বরাহনগর মালিপাড়ায় অবস্থিত গৌর-পদাঙ্কিত ভূমি ভাগবত আচার্যের পাটবাড়িকে তিনি নবজীবন দান করেছিলেন। [১৮]

রামদাস সেন (১০.১২.১৮৪৫ - ১৯.৮.১৮৮৭) মুর্শিদাবাদ। লালমোহন। প্রধানত বাড়িতে ও কিছুদিন বহরমপুর কলেজে শিক্ষালাভ করেন। সংস্কৃত জানতেন। ১৮৬৪ খ্রী. স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি 'বিলাপতরঙ্গ' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বহরমপুরে অবস্থানকালে তাঁর সঙ্গে রামদাসের বন্ধুত্ব হয়। এপ্রিল ১৮৭২ খ্রী. বহরমপুর থেকে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশিত হলে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরোধে তিনি পুরাতত্ত্ব বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন। 'বঙ্গদর্শন' ছাড়াও 'নবজীবন', 'নব্যভারত', 'চারুবার্তা', 'এণ্টিকোয়ারি' প্রভৃতি পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। ১৮৮৫ খ্রী. ইউরোপ ভ্রমণে যান। পুরাতত্ত্ব বিষয়ের একনিষ্ঠ সেবক ও বাংলা-সাহিত্যপ্রেমী রামদাসকে পুরাতত্ত্ব-বিষয়ক গবেষণার জন্য ইটালীর ফ্লোরেন-টিনো অ্যাকাডেমি 'ডক্টর' উপাধি দেয়। এশিয়াটিক সোসাইটি, অ্যাগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া, সংস্কৃত টেক্সট্‌ সোসাইটি অফ লণ্ডন, ওরিয়েণ্টাল কংগ্রেস ও ফ্লোরেন্সের অ্যাকাডেমিয়া ওরিয়েণ্টাল প্রভৃতির সভ্য ছিলেন। তিনি 'তত্ত্ব-সংগীতলহরী', 'বিলাপতরঙ্গ', 'চতুর্দশপদী কবিতা-মালা', 'বুদ্ধদেব', 'ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচনা', 'মহাকবি কালিদাস' প্রভৃতি ১২টি গ্রন্থের রচয়িতা। বহরমপুর কলেজের অন্যতম ট্রাস্টী ছিলেন। মৃত্যুর পর বহরমপুর কলেজ-সংলগ্ন স্থানে জনসাধারণ কর্তৃক তাঁর একটি মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। [২,২০,২৫,২৬]

রামদুলাল নন্দী (১১৯২ - ২২.৮.১২৫৮ ব.) কালীকচ্ছ—ত্রিপুরা। বাল্যকালে তিনি বাংলা, সংস্কৃত এবং ফারসী ভালভাবে শেখেন। ত্রিপুরার কালেক্টরী অফিসে, নোয়াখালির কলেক্টরের অধীনে এবং পরে শ্রীহট্ট জজ আদালতে সেরেস্তাদারের কাজ করেন। শেষ চাকরি—ত্রিপুরা মহারাজের জমি-দারী চাকলে রোসনাবাদের দেওয়ানী। তিনি বহু দেহতত্ত্ব-বিষয়ক সংগীত রচনা করেন। [২,২০]

রামদুলাল সরকার (১৭৫২ - ১.৪.১৮২৫) রেক্‌জানি (দমদমের নিকটবর্তী)—চব্বিশ পরগনা। বলরাম। খ্যাতনামা ব্যবসায়ী। বর্গীর হাঙ্গামার সময় পথের মধ্যে তাঁর জন্ম। বাল্যকালে পিতা-মাতার মৃত্যু হলে মাতামহীর সঙ্গে কলিকাতায় মদনমোহন দত্ত নামে জনৈক ধনীর গৃহে থাকেন এবং পরে মদনমোহনের সরকার হন। মনিবের হয়ে ডুবন্ত জাহাজ কেনার ব্যবসায় করতে গিয়ে একবার বিনা মূলধনে ১ লক্ষ টাকা পান এবং সে টাকা নিজে না রেখে মনিবের হাতে দেন। এই সততায় মনিব মুগ্ধ হয়ে তাঁকে এই লক্ষ টাকা দান করেন। পরে সেই অর্থে ব্যবসায় করে প্রভূত ধনশালী হয়ে ওঠেন। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ৩০ হাজার টাকা ও মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষ নিবারণকল্পে কলিকাতা টাউনহলের সভায় লক্ষ টাকা দান করেন। কলি-কাতায় নিজ বাসভবনে ও বেলগাছিয়ায় অতিথি-শালা স্থাপন করেছিলেন। প্রায় দু' লক্ষ টাকা ব্যয়ে বারাণসীতে ১৩টি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা তাঁর অপর কীর্তি। অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে প্রধানত তাঁরই মাধ্যমে বাঙলাদেশের সঙ্গে আমেরিকার বহি-র্বাণিজ্যের যোগাযোগ ঘটে। চীন থেকে ইংল্যাণ্ড-আমেরিকা পর্যন্ত বণিকমহলে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। [২,৩,২৫,২৬]

রামধন তর্কপঞ্চানন (? - ১২৯১ ব.) কোঁড়কদি—ফরিদপুর। তিনি তাঁর গ্রামের সর্বজনবিদিত শেষ মহাপণ্ডিত। নবদ্বীপের মাধব তর্কসিদ্ধান্তের ছাত্র। তাঁর বিচারমূলক 'বিধবাবেদনানিষেধক' গ্রন্থ ১২৭৪ ব. প্রকাশিত হয়। তাঁর বহু ছাত্রের মধ্যে কোঁড়ক-দির জানকীনাথ তর্করত্ন বেদান্তবাগীশ ও নকুলেশ্বর ন্যায়বাগীশ এবং নবদ্বীপের মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ তর্কভূষণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। [৯০]

রামনরসিংহ ঘোষ। তিনি স্কুল বুক সোসাইটির একজন কর্মচারী ছিলেন। 'সন্দেশাবলী' গ্রন্থের রচয়িতা। এতে অকারাদি বর্ণমালাক্রমে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ঘটনা বিবৃত হয়েছে। [২]

রামনাথ তর্করত্ন (১৮৪৭ - ১৯১০) শান্তিপুর —নদীয়া। কালিদাস বিদ্যাবাগীশ। প্রাচীন পুথি-সংগ্রাহক ও সংস্কৃত কাব্য, নাটক, বেদান্ত, ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্র-বিষয়ক বিবিধ গ্রন্থের রচয়িতা। শান্তিপুর চতুষ্পাঠীতে পড়ার সময় দেশে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাবে মানুষের দুরবস্থায় বিচলিত হয়ে ২০ বছর বয়সে 'কমলাকরুণাবিলাসঃ' নামক নাটক রচনা করেন। ১৮৭৩ খ্রী. এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে প্রাচীন পুথি অনুসন্ধান ও সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত করে। ২০ বছর ধরে এই কাজ করে তিনি ৪ হাজারেরও বেশী প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য পুস্তক উদ্ধার ও সংগ্রহ করেন। তাঁরই প্রস্তুত তালিকাকে ভিত্তি করে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায়—'Notices of Sanskrit Manuscripts' নামে একটি পুস্তিকা এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৮৯১ খ্রী. 'Age of Consent Bill' আনীত হলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সহ বহু পণ্ডিত সহবাস-সম্মতির বয়স ১০ থেকে বাড়িয়ে ১২ বছর করার বিরোধিতা করেন। রামনাথ তখন তাঁদের যুক্তি খণ্ডন করে 'Opinion on the Garbhadhana Ceremony according to the Hindu Shastras delivered to the Government' (১৮৯১) —এই ইংরেজী আখ্যায় সরল ও সহজবোধ্য বাঙলা গদ্যে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তাঁর রচিত মহাকাব্য 'বাসুদেববিজয়ম্' (১৮৮৩) পণ্ডিত ম্যাক্সমুলারের প্রশংসা লাভ করে। তাছাড়া খণ্ডকাব্য 'বিলাপ লহরী', প্রণয় কবিতার কোষকাব্য 'আর্যা-লহরী', স্মৃতিশাস্ত্রীয় নিবন্ধ 'দেবীবিসর্জন-ব্যবস্থা' ও সর্বশেষ প্রকাশিত নাটক 'প্রভাতস্বপনম্' (১৯০৫) প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে সর্ববিষয়ে তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। [৩]

রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত (১৮শ শতাব্দী)। অভয়-রাম তর্কভূষণ। ধাত্রী গ্রামের গুরু ভট্টাচার্য-বংশীয় ছিলেন। নবদ্বীপে অধ্যাপনা করেন। 'বুনো রাম-নাথ' নামে প্রসিদ্ধ। শিক্ষাদান তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। আর্থিক দুরবস্থার জন্য ছাত্রদের প্রতিপালন করে শিক্ষাদানে অসমর্থ একথা তিনি প্রকাশ কর-তেন। কিন্তু ছাত্ররা তাঁর শিক্ষাকৌশলে মুগ্ধ হয়ে নিজেরা কোনরকমে ভরণপোষণ চালিয়ে তাঁর টোলে অধ্যয়ন করতে আসতেন। ঐ সময়ে প্রধান প্রধান অধ্যাপক মাত্রেই রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে বার্ষিক বৃত্তি পেতেন। রামনাথ নিজে কখনও সে বৃত্তির জন্য অবেদন করেন নি, বরং রাজা স্বয়ং বৃত্তি দিতে চাইলেও তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। রাজা কৃষ্ণ-চন্দ্র এবং শিবচন্দ্র ছাড়াও বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দান তিনি অগ্রাহ্য করেছেন। আজও ভারতে 'বুনো রামনাথ'কে শিক্ষকের আদর্শ বলা হয়। [২,২৫, ২৬,৯০]

রামনাথ বিদ্যারত্ন, মহামহোপাধ্যায় (১৮৪২ - ১.৪.১৯২১) খাসা—শ্রীহট্ট। রমানাথ তর্কসিদ্ধান্ত। রাঢ়ীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ। শিক্ষারম্ভ পিতার চতু-ষ্পাঠীতে। পিতার মৃত্যুর পর উক্ত জেলার বিখ্যাত পণ্ডিত রাজগোবিন্দ সার্বভৌমের চতুষ্পাঠীতে গিয়ে ভর্তি হন ও বহু বৎসর সেখানে থেকে নব্যস্মৃতি, নব্যন্যায়, কলাপ ব্যাকরণ ও প্রাচীন-স্মৃতি অধ্যয়ন করে 'বিদ্যারত্ন' উপাধি লাভ করেন। তারপর তিনি নিজ বাড়িতে 'পঞ্চখণ্ড-খাসা টোল' নাম দিয়ে একটি চতুষ্পাঠী খুলে অধ্যাপনায় বৃত হন। শাস্ত্র অধ্যাপনা ছাড়াও সঙ্গীত-রচনায়, কীর্তনগানে, মৃদঙ্গবাদনে ও দেবমূর্তি-নির্মাণে দক্ষতা ছিল। তখনকার দিনে প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রের কোন সহজলভ্য গ্রন্থ ছিল না। এই অভাব পূরণের জন্য তিনি ৯ বৎসর কঠোর পরিশ্রম করে বঙ্গানু-বাদ সহ 'স্মৃতি সন্দর্ভ' নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থের দুইটি খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'বিধবা বিবাহের চরম প্রতিবাদ', 'মণিপুরেশচন্দ্রিকা', 'অভিনন্দন-মালা', 'ছাত্রশিক্ষকব্যবহার', 'ভগবত্যা বিপন্নাশন ও শক্তিশতকস্তোত্রম্', 'ত্রিবেদীয় তর্পণাবিধি' প্রভৃতি। তিনি কলিকাতা সংস্কৃত অ্যাসোসিয়েশন, আসাম সুরমা উপত্যকা সংস্কৃত বোর্ড ও ঢাকা সারস্বত সমাজের সদস্য ছিলেন। ১৯১৬ খ্রী. তিনি 'মহা-মহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। [১৩০]

রামনাথ বিশ্বাস (১৮৮৫ - ?) বানিয়াচঙ্গ—শ্রীহট্ট। বিরজানাথ। বানিয়াচঙ্গ হাই স্কুলে কিছু লেখাপড়া শিখে কৈশোরেই বিপ্লবী অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯১৮ খ্রী. সৈন্যবিভাগে যোগ দিয়ে যুদ্ধশেষে প্রায় ১০ বছর সিঙ্গাপুর সামরিক দপ্তরে করণিকের কাজ করেন। ১৯২৭/২৮ খ্রী. চাকরি ছেড়ে ৭.৭. ১৯৩১ খ্রী. ভূপর্যটন শুরু করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে পর্যটন বন্ধ রাখতে বাধ্য হন। পূর্ব ভূখণ্ডের ব্রহ্মদেশ থেকে পর্যটন শুরু করে জাপান, পশ্চিম এশিয়ার আফগানিস্থান থেকে আরব এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, নবীন তুরস্ক ও আমেরিকা পর্যটন করেন। তাঁর রচিত উল্লেখ-যোগ্য গ্রন্থ : 'আজকের আমেরিকা', 'বেদুইনের দেশে', 'প্রশান্ত মহাসাগরে অশান্তি', 'দ্বিচক্রে কোরিয়া ভ্রমণ', 'লালচীন' প্রভৃতি। [৪,৫১]

রামনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন, মহামহোপাধ্যায় (১২৩৬ - ১৩১২ ব.) পশ্চিমপাড় কোটালিপাড়া—

ফরিদপুর। রামকুমার ভট্টাচার্য। 'আনন্দলতিকা' নামক চম্পূকাব্য রচয়িতা (পত্নী জয়ন্তী দেবী সহযোগে)। কৃষ্ণনাথ সার্বভৌম তাঁর পূর্বপুরুষ। রামনাথ স্বগ্রামে ব্যাকরণ ও সাহিত্যপাঠ শেষ করে নবদ্বীপে নৈয়ায়িক শ্রীরাম শিরোমণির নিকট নব্য-ন্যায় অধ্যয়ন করেন। তাঁর অদ্ভুত মেধা ও স্মরণ-শক্তি ছিল। অধিকাংশ গ্রন্থই তাঁর কণ্ঠস্থ থাকত। সেজন্য অধ্যাপক ও অন্যান্য ছাত্ররা তাঁকে 'পুঁথি' ব'লে সম্বোধন করতেন। ১০ বছর অধ্যয়ন করে তিনি 'সিদ্ধান্তপঞ্চানন' উপাধি-ভূষিত হন। শিক্ষা-শেষে তিনি নিজ গ্রামে এসে টোল খোলেন এবং বরাবর কয়েকজন ছাত্রকে আহার ও বাসস্থান দিয়ে অধ্যাপনায় ব্যাপৃত থাকেন। সংসারে অভাব-অনটন থাকা সত্ত্বেও তিনি কখনও বিচলিত হতেন না। একবার নবদ্বীপের 'পাকা টোলে' অধ্যাপকের পদ শূন্য হলে তিনি পদপ্রার্থী হয়ে তৎকালীন শিক্ষা-অধিকর্তা ক্রাফ্ট্ সাহেবের কাছে যান। কিন্তু ঐ পদ গ্রহণ করলে মাসিক বেতনও গ্রহণ করতে হবে, একথা শুনে বিদ্যাবিক্রয়ে আপত্তি জানিয়ে গৃহে ফিরে আসেন। বিবিধ শাস্ত্রের অধ্যাপনায় তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর সময়ে নবদ্বীপ, বিক্রমপুর ও ভট্টপল্লীর মতই কোটালিপাড়া প্রসিদ্ধ বিদ্যাপীঠ হয়ে উঠেছিল। তাঁর কৃতবিদ্য ছাত্রদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় পার্বতীচরণ তর্কতীর্থ, মুলা-জোড় কলেজের অধ্যক্ষ নিশিকান্ত তর্কতীর্থ, সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৭ খ্রী. তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। কোটালিপাড়া ঊনশিয়া গ্রামস্থ আর্যবিদ্যালয়ের তিনি প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং পশ্চিমপাড়স্থ 'হরি-হর বিদ্যালয়' ও 'শুভসাধিনী সভা'র স্থায়ী সভা-পতি ছিলেন। কলিকাতায় মৃত্যু। [১৩০,১৪৯]

রামনারায়ণ (? - আগস্ট ১৭৬৩)। পিতা রাজা জানকীরাম নবাব আলীবর্দীর নায়েব-নাজিম ছিলেন (পাটনায়)। ১৭৫৩ খ্রী. পিতার মৃত্যুর পর রামনারায়ণ পিতার পদে নিযুক্ত হন। মীর-জাফরের রাজত্বকালে তিনি ডেপুটি নবাবপদে স্থায়ী হন এবং নবাবের কাছ থেকে বহুমূল্য খেলাত পান। ১৭৫৯ - ৬০ খ্রী. শাহজাদা আলম বাঙলা আক্রমণ করলে রামনারায়ণ স্বীয় সৈন্যদল নিয়ে যুদ্ধ করেন। বাদশাহ্-সেনার কাছে পরাস্ত হয়ে তিনি সন্ধির প্রস্তাব পাঠান। পরে সমবেত বঙ্গীয় সেনাদলের সঙ্গে যুদ্ধে বাদশাহী সেনাদল পরাভূত হয়। মীরকাশিম বাঙলার মসনদে বসে তাঁকে সমগ্র বিহার প্রদেশের হিসাবপত্র দাখিল করবার আদেশ দিলে দুইজন ইংরেজ সেনাপতির সহায়তায় তিনি নবাবের উৎপীড়ন থেকে সাময়িক রক্ষা পান। পরে মীরকাশিমের নির্দেশে তাঁকে গঙ্গায় ডুবিয়ে মারা হয়। ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচিত ফারসী ও উর্দু কবিতা পাওয়া যায়। কবিত্ব শক্তির পরিচয়স্বরূপ তিনি 'মৌজুন্' উপাধি পান। [২]

রামনারায়ণ তর্করত্ন (২৬.১২.১৮২২ - ১৮৮৬) হরিনাভি—চব্বিশ পরগনা। রামধন শিরোমণি। রামনারায়ণ বাঙলা ভাষায় প্রথম বিধিবদ্ধভাবে নাটক রচনা করে 'নাটুকে রামনারায়ণ' নামে খ্যাত হন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পাঠ শেষ করে তিনি হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। দুই বৎসর পর সংস্কৃত কলেজে যোগ-দান করেন। ২৭ বছর কাজ করার পর অবসর-গ্রহণ করে নিজ গ্রাম হরিনাভিতে একটি চতুষ্পাঠী খুলে অধ্যাপনা শুরু করেন। নাটক-রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং এজন্য দি বেঙ্গল ফিল্‌হার্মোনি আকাদেমি কর্তৃক 'কাব্যোপাধ্যায়' উপাধি-ভূষিত হন। 'পতিব্রতোপাখ্যান' ও বাংলা নাটক 'কুলীনকুল-সর্বস্ব' (১৮৫৪) রচনা করে পুরস্কৃত হন। রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নাটক : 'রত্নাবলী', 'বেণী-সংহার', 'অভিজ্ঞানশকুন্তল', 'রুক্মিণীহরণ', 'কংস-বধ', 'নবনাটক' প্রভৃতি। তাছাড়া 'যেমন কর্ম তেমনি ফল', 'উভয় সঙ্কট', 'চক্ষুদান' প্রভৃতি প্রহসনও রচনা করেন। সেকালের কলিকাতার ধনী ব্যক্তিদের নিজস্ব রঙ্গমঞ্চে তাঁর নাটক ও প্রহসনাদি অভিনীত হত। [৩]

রামনিধি গুপ্ত। দ্র. **নিধুবাবু**।

রাম পাড়ুই (? - ১৯৩০) জ্যোতশ্যাম—মেদিনী-পুর। আইন অমান্য আন্দোলনকালে লবণ সত্যা-গ্রহে যোগদান করে পুলিসের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন। [৪২]

রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (২৯.৩.১২৭৮ - ১৭.১. ১৩৩৬ ব.) বিষ্ণুপুর। সঙ্গীতজ্ঞ অনন্তলাল। তাঁর প্রথম সঙ্গীতশিক্ষা পিতার কাছে এবং পরে গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে টপ্পা, নীলমাধব চক্রবর্তীর কাছে সেতার ও সুরবাহারে যন্ত্রসঙ্গীত শেখেন। এছাড়া তৎকালীন বহু বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ-দের কাছ থেকে তিনি তাঁদের সাঙ্গীতিক জ্ঞান আত্মস্থ করতে সচেষ্ট ছিলেন। বহুমুখী সঙ্গীত-প্রতিভাসম্পন্ন রামপ্রসন্ন ছিলেন একাধারে ধ্রুপদী এবং সেতার, সুরবাহার, এস্রাজ প্রভৃতি যন্ত্রের বাদক। কর্মজীবনে তিনি প্রথমে বিষ্ণুপুর রাজ-বংশের এক শাখা কুচিয়াকোলের সভাগায়ক ছিলেন ; পরে নাড়াজোল রাজসভায় সঙ্গীতাচার্যরূপে যোগ দেন। নাড়াজোলের মহারাজার মৃত্যুর পর তিনি বিষ্ণুপুরের পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত বিদ্যালয়টিকে

'অনন্ত সঙ্গীত বিদ্যালয়' নামাঙ্কিত করে সম্পূর্ণ নূতনভাবে তার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বাংলা ভাষায় রাগ-সঙ্গীতের সুর-সংগ্রহের বিখ্যাত গ্রন্থ 'সঙ্গীত মঞ্জরী' প্রণয়ন। বৈশাখ ১৩১৪ ব. গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'মৃদঙ্গ দর্পণ', 'তবলা তরঙ্গ' ও 'এসরাজ তরঙ্গ'। 'সঙ্গীত প্রকাশিকা' পত্রিকায় তাঁর লিখিত বিভিন্ন গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়। তিনি প্রাচীন হিন্দী গীতগুলি সংগ্রহ করে তার যথাসাধ্য নির্ভুল স্বরলিপি রচনা করেন। হিন্দী (ব্রজভাষা) ও বাংলায় কয়েকটি গানও তিনি লেখেন। প্রখ্যাত সঙ্গীতবিদ্ গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোকুলচন্দ্র নাগ, গৌরহরি কবিরাজ প্রভৃতি অনেকেই তাঁর কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। তাঁর পুত্রদের (পরেশচন্দ্র, ভূপেশচন্দ্র, যোগেশচন্দ্র ও অশেষচন্দ্র) সঙ্গীতশিক্ষার গুরুও তিনি ছিলেন। [৪,১৭,৫২]

রামপ্রসাদ জানা (?-২২.৯.১৯৪২) ঘোল—মেদিনীপুর। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে সরিষাবারিয়ায় পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

রামপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন (১৭০৯-১৮১৪) ইলছোবা—হুগলী। ভট্টাচার্যবংশীয় বাঁশবেড়িয়া বিদ্যাসমাজের একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক। কাশীবাসী হয়েছিলেন। ১৭৯১ খ্রী. কাশীতে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে ৮২ বছর বয়স্ক রামপ্রসাদ সেখানে ন্যায়ের প্রথম অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ২২ বছর অধ্যাপনা করে এপ্রিল ১৮১৩ খ্রী. মাসিক ৫০ টাকা পেনসন ও একটি পরোয়ানা পেয়ে তিনি ১০৩ বছর বয়সে অবসর-গ্রহণ করেন। তখন তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ, কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্য ও কর্তব্যনিষ্ঠা অটুট ছিল। ইলছোবায় এবং বাঁশবেড়িয়ার চৌবাটিতে তাঁর স্থাপিত শিবমন্দির বিদ্যমান আছে। [৯০]

রামপ্রসাদ সেন (আনু. ১৭২০-১৭৮১) হালিশহর—চব্বিশ পরগনা। রামরাম। খ্যাতনামা শক্তি-সাধক, কবি ও গায়ক। বাল্যকালেই বাংলা, সংস্কৃত, ফারসী ও হিন্দী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হন। পিতার মৃত্যুর পর সংসার চালানোর জন্য ১৭/১৮ বছর বয়সে কলিকাতায় মুহুরির চাকরি নেন। অতি অল্পবয়সেই তাঁর মধ্যে কবিত্বশক্তি ও ঈশ্বরভক্তি বিকশিত হয়। অবসর পেলেই শ্যামাবিষয়ক গীত রচনা করে হিসাবের খাতায় লিখে রাখতেন। তাঁর মনিব সেই গীতের সন্ধান পেয়ে ৩০ টাকা মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করলে তিনি সংসারচিন্তা থেকে মুক্ত হন ও ভগবৎসাধনায় মনোনিবেশ করেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদের ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীত শুনে তাঁকে ১০০ বিঘা জমি দান করেন। অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ছিলেন। তিনি নিজলেখার ভণিতায় পালক-রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বা অন্য কোনও ধনাঢ্যের নাম করেন নি। তাঁর রচিত সঙ্গীত 'রামপ্রসাদী সঙ্গীত' নামে পরিচিত। রামপ্রসাদী সুর বা গীতি-ভঙ্গী বাঙলার জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত। তিনিও 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করেছিলেন। 'কালী কীর্তন' তাঁর একটি ক্ষুদ্র রচনা। 'কবিরঞ্জন' উপাধি-প্রাপ্ত ছিলেন। [২,৩,৭,২০,২৫,২৬]

রামপ্রাণ গুপ্ত (১৮৬৯-১৯২৭) কেদারপুর—ময়মনসিংহ। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক। ছাত্রাবস্থাতেই কুচবিহার থেকে প্রকাশিত 'সুকথা' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতেন। বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে সাহিত্য-চর্চায় ব্রতী হন এবং 'সাহিত্য', 'ভারতী', 'প্রবাসী', 'আরতি', 'নবনুর' প্রভৃতি পত্রিকায় বহু ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'প্রাচীন ভারত', 'মোগলবংশ', 'রিয়াজউসসালাতিন', 'পাঠান রাজবৃত্ত', 'ইসলাম কাহিনী', 'হজরত মহম্মদ', 'রত্নমালা' প্রভৃতি। [২৫,২৬]

রাম বসু (১৭৮৬-১৮২৮) শালকিয়া—হাওড়া। রবিলোচন। অল্পবয়স থেকেই তিনি কবিতা রচনা করতেন। প্রথমে তিনি ভবানী বেনে, নীলু ঠাকুর প্রমুখ কবিয়ালদের দলে গান করতেন। পরে নিজেই দল গঠন করেন। কৃষ্ণ-বিষয়ক ও শ্যামা-বিষয়ক গান রচনা করে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। অনেকের মতে বিরহের সর্বাঙ্গীন সুপরিপাটি ভাববর্ণনায় তিনি অদ্বিতীয় এবং লহরা রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। [২,৩,২০,২৫,২৬,৩১]

রামব্রহ্ম তর্কতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় (১২৬২-১৩৪৪ ব.) ঘুড়িষা—বীরভূম। রামনাথ বিদ্যারত্ন। রাঢ়ী শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ। বাল্যকালে অভাবের জন্য পড়াশুনার সুযোগ পান নি। ১৬/১৭ বছর বয়সে শ্বশুরালয় বর্ধমান জেলার কুমারডিহিতে গিয়ে ভগবানচন্দ্র ন্যায়রত্নের নিকট সংস্কৃত পাঠ আরম্ভ করেন। সেখান থেকে ঐ জেলার বিজয় চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক আদ্যাচরণ ন্যায়রত্নের নিকট কিছুকাল নব্যন্যায় অধ্যয়ন করে কাশীধামে যান। সেখানে বিখ্যাত পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের নিকট নব্যন্যায় পাঠ সম্পূর্ণ করে উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও 'তর্কতীর্থ' উপাধি লাভ করেন। তিনি সুবক্তা ছিলেন। কাশীতে থাকা কালে নিজ ব্যয় নির্বাহের জন্য কাশিমবাজারের মহারাণী হরসুন্দরী দেবীকে নিত্য ভাগবত পাঠ করে শোনাতেন। উপাধি লাভের পর ১২৮৪ ব. নিজ বাড়িতে টোল স্থাপন করে ১৩৪২ ব. পর্যন্ত অধ্যাপনায় রত থাকেন। ১৯২৮ খ্রী. তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি পান।

এই উপাধি লাভের পর তাঁর চতুষ্পাঠীর নামকরণ হয় 'মহামহোপাধ্যায় চতুষ্পাঠী'। তিনি স্বগ্রামে বিষ্ণুমন্দির, শিবমন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা এবং চার বার গায়ত্রী পুরশ্চরণ করেছেন। 'হরিনাম প্রচারিণী সভা'র (কেন্দুবিল্বস্থ) বহুকাল সভাপতি ছিলেন। কাশীধামে মৃত্যু। [১৩০]

রামব্রহ্ম সান্যাল (১৮৫০-১৩.১০.১৯০৮) মহুলা—মুর্শিদাবাদ। বৈদ্যনাথ। মাতুলালয় লাল-গোলায় জন্ম। বহরমপুর কলেজ থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। তিন বছর পড়ার পর প্রধানত আর্থিক কারণে ডাক্তার হতে পারেন নি। কিন্তু এখানে পড়ার সময়ে উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান পাঠে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের পথ নির্ধারিত হয়। পশুপাখিদের জীবন তাঁর অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে ওঠে। ছুটিতে গিয়ে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন। ক্রমে বিখ্যাত উদ্ভিদ-বিদ্‌ স্যার জর্জ বেনেটের সঙ্গে পরিচিত হন। ১৮৭৫ খ্রী. কলিকাতায় চিড়িয়াখানা নির্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হলে রামব্রহ্মকে পরিদর্শক পদে নিযুক্ত করে তাঁর ওপর পরিকল্পনা ও নির্মাণভার দেওয়া হয়। ১৮৯০ খ্রী. চিড়িয়াখানার নির্মাণ-কাজ শেষ হয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অধীত বিদ্যার সাহায্যে রামব্রহ্ম একক প্রচেষ্টায় এই পশু-শালা গড়ে তোলেন। ক্রমে পৃথিবীর জীববিজ্ঞানী মহলে তাঁর নাম পরিচিত হয়। ১৮৯৮ খ্রী. ইউ-রোপে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক জীববিজ্ঞানী সম্মেলনে তিনি ভারতের প্রতিনিধিরূপে যোগ দেন। তাঁর খ্যাতির সঙ্গে পদোন্নতিও ঘটে। তিনিই কলি-কাতা পশুশালার প্রথম তত্ত্বাবধায়ক। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'Management of Wild Animals in Captivity in Lower Bengal (1892)', 'Nature' প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকায় বিশেষ সমাদর লাভ করে। 'Hours with Nature (1896) সাধারণের জন্য লিখিত (শিব-পুর উদ্ভিদ্‌ উদ্যান, আলীপুর পশুশালা, পশু-কক্ষ, ভারতীয় যাদুঘরসহ) বাঙলার প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীবজগৎ সম্পর্কিত একখানি তথ্যপূর্ণ পুস্তক। তাছাড়া 'বিজ্ঞানপাঠ' নামে একটি পাঠ্য-পুস্তকও রচনা করেছিলেন। [১৮,১৪৬]

রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার (১৭শ শতাব্দী) কুশদহ—চব্বিশ পরগনা। বিখ্যাত নৈয়ায়িক। কুশদহ বা কুশ-দ্বীপ পরগনায় তিনটি প্রধান পণ্ডিত-স্থান ছিল—মাটিকুমড়া, গৈপুর ও খাঁটুরা। তিনি মাটিকুমড়ার পুতিতুণ্ড-বংশীয় ছিলেন। খাঁটুরার পণ্ডিতদের মধ্যে রামরুদ্র ন্যায়বাচস্পতি ও গৌরমণি ন্যায়া-লঙ্কারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রামভদ্র নদীয়ার নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্যের সমকালীন ছিলেন। তখন তাঁদের নামে জনশ্রুতি ছিল 'নদের গদা, কুশদহের ভদা'। [৯০]

রামভদ্র সার্বভৌম (১৬শ শতাব্দী) নবদ্বীপ। তাঁর অভ্যুদয়কাল ১৫২৫-৭৫ খ্রী. মধ্যে নির্ণয় করা যায়। বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত এই মহানৈয়ায়িকের রচিত 'কুসুমাঞ্জলিকারিকা-ব্যাখ্যা' বাঙলাদেশের ন্যায়চতুষ্পাঠীসমূহে অধীত হয়েছে। নবদ্বীপের কোন নৈয়ায়িকই তাঁর মত ছাত্রসম্পদ লাভ করেন নি। তাঁর চারজন প্রধান ছাত্র—মথুরা-নাথ তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কালঙ্কার, গৌরীকান্ত সার্বভৌম ও কাশীনিবাসী 'জগদ্‌গুরু' জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের চারিটি স্তম্ভ-স্বরূপ ছিলেন। মথুরানাথের পিতা জগদ্‌গুরু শ্রীরাম তর্কালঙ্কার এবং গদাধর-গুরু জগদ্‌গুরু হরি-রাম তর্কবাগীশও সম্ভবত রামভদ্রের ছাত্র ছিলেন। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'ন্যায়রহস্য' (সর্বশ্রেষ্ঠ), 'গুণ-রহস্য', 'সিদ্ধান্তসার', 'সময়রহস্য', 'সমাসবাদ', 'শব্দনিত্যতাবাদ', 'সুবর্ণতৈজসত্ববাদ', 'পদার্থতত্ত্ব-বিবেচনপ্রকাশ', 'সিদ্ধান্তরহস্য' 'নঞ্‌বাদটীকা' প্রভৃতি। [৯০]

রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার (?-২৬.৩.১৮৪৬) কলসকাঠি—বরিশাল। শঙ্কর তর্কবাগীশের ছাত্র। তাঁর সতীর্থ বাক্‌লার কৃষ্ণানন্দ সার্বভৌমের সাফল্যে দেশত্যাগী হয়ে রামমাণিক্য কাশীপুরের রতন রায়ের আশ্রয়ে ও কলিকাতায় এসে যশস্বী হয়েছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সহ-কারী সম্পাদক ছিলেন। শোনা যায়, কৃষ্ণানন্দ উত্তর-বাদিরূপে এবং রামমাণিক্য পূর্বপক্ষবাদিরূপে সেকালে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। [৯০]

রামমোহন কবিরাজ। বহরমপুর—মুর্শিদাবাদ। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-ব্যবসায়ী। 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধিপ্রাপ্ত ছিলেন। 'প্রত্যক্ষফলদায়িকা', 'স্ত্রীরোগ চিকিৎসা', 'শিশুচিকিৎসা' (১৮৭৩) প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। [৪]

রামমোহন চক্রবর্তী। বিষ্ণুপুর-নিবাসী রাম-মোহন মৃদঙ্গবাদ্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করে যশস্বী হন। তিনি বিষ্ণুপুর রাজসভার সঙ্গীত-অধ্যাপক ওস্তাদ পীরবক্সের শিষ্য ছিলেন। [৫৩]

রামমোহন ন্যায়বাগীশ। কোম্পানীর আমলে বাংলা গদ্যসাহিত্যের ক্রমোন্নতির যুগে তিনি শঙ্করা-চার্যের 'মোহমুদ্গরে'র গদ্যানুবাদ এবং শিহ্লন মিশ্রের 'শান্তি শতকে'র পদ্যানুবাদ করেছেন। পদ্য রচনায় সুদক্ষ ও সুপণ্ডিত ছিলেন। [২]

রামমোহন রায় (১৭৭২-২৭.৯.১৮৩৩) রাধা-নগর—হুগলী। রামকান্ত। প্রপিতামহ কৃষ্ণকান্ত

বন্দ্যোপাধ্যায় ফর্‌রুখশিয়ারের আমলে বাঙলার সুবেদারের আমিন ছিলেন। সেই সূত্রে তাঁদের 'রায়' পদবীর ব্যবহার। রামমোহন পাটনায় আরবী এবং কাশীতে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। জীবনের প্রথম ১৪ বছর রাধানগরেই কাটান। স্বগ্রামের নিকটবর্তী পালপাড়া গ্রামের নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার বা হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী কৈশোরেই রামমোহনের মনে আধ্যাত্মিক চিন্তার বীজ রোপণ করেন। ১৫ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে কয়েক বছর, তাঁর নিজের ভাষায় 'পৃথিবীর সুদূর প্রদেশগুলিতে, পার্বত্য ও সমতলভূমিতে' পর্যটন করেন। ১৭৯১ খ্রী. তাঁর পিতা লাঙ্গুলপাড়া গ্রামে এসে বাস করতে থাকেন। এই সময়ে রামমোহন ও তাঁর ভ্রাতারা পিতার বিস্তৃত জমিদারী দেখাশুনা করতেন। ১৭৯৬ খ্রী. তিনি পৈতৃক ও অন্যান্য সূত্রে কিছু জমি, বাগান ও কলিকাতাস্থ জোড়াসাঁকোর বাড়ির মালিকানা লাভ করেন। বৈষয়িক কাজে তিনি কলিকাতা, বর্ধমান ও লাঙ্গুলপাড়ায় বিভিন্ন সময়ে অবস্থান করতেন। ১২.৭.১৭৯৯ খ্রী. তিনি দুইটি বড় তালুক কেনেন। পরের বছর ভাগ্যবিপর্যয়ে তাঁর পিতা হুগলীর দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ হন। কিছু পরে জ্যেষ্ঠভ্রাতা জগমোহন অনুরূপ কারণে মেদিনীপুর জেলে আটক থাকেন। একমাত্র রামমোহনই এই বিপর্যয় এড়াতে পেরেছিলেন। ১৮০১ খ্রী. কলিকাতায় সিভিলিয়ান জন ডিগ্‌বীর সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। সম্ভবত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও সদর দেওয়ানী আদালতের সঙ্গেও তিনি কোনভাবে জড়িত ছিলেন। এসময়ে তাঁর কোম্পানীর কাগজ কেনাবেচার ব্যবসায় ছিল। ৭.৩.১৮০৩ খ্রী. থেকে দুই মাস কালেক্টর উড্‌ফোর্ডের দেওয়ানরূপে যশোহরে কাজ করেন। এই সময়ে পিতার মৃত্যু হয় ও শ্রাদ্ধাদি নিয়ে গোলযোগের ফলে অনুষ্ঠিত তিনটি শ্রাদ্ধের একটি রামমোহন কলিকাতায় করেন। পরিবারের অন্যান্যদের দুর্গতি হলেও রামমোহন সম্পন্ন ছিলেন ও তালুক কেনেন (১৮০৩)। কিছুদিন পর মুর্শিদাবাদ যান এবং এখানেই তাঁর একেশ্বরবাদ-বিষয়ে প্রথম রচনা আরবী ও ফারসী ভাষায় 'তুহ্‌ফাৎ উল মুবাহ্‌হিদ্দীন' প্রকাশিত হয় (আনু. ১৮০৩/৪)। সিভিলিয়ান ডিগ্‌বীর দেওয়ান বা খাস কর্মচারিরূপে কাজ করার সময়ে (১৮০৫ - ১৪) বিষয়কর্মে যথেষ্ট উন্নতি করেন। ইংরেজের অধীনে চাকরি করলেও আত্মসম্মান বজায় রাখার জন্য স্যার ফ্রেডারিক হ্যামিল্‌টনের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে লর্ড মিন্টোর কাছে অভিযোগ করেন (১২.৪.১৮০৯)। এই অভিযোগপত্রটিই তাঁর প্রথম ইংরেজী রচনা বলা যায়। ১৮১৪ খ্রী. থেকে কলিকাতায় বসবাস শুরু করেন এবং চৌরঙ্গী ও মানিকতলায় গৃহ ক্রয় করেন। মানিকতলার বাড়িতে রামমোহন বিশিষ্ট ধনী লোকের মতই থাকতেন। সেকালের ধনীদের প্রথামত জোব্বা ও চাপকান তাঁর পোশাক ছিল। পান, ভোজন ও বন্ধু ইত্যাদির কারণে গোঁড়া হিন্দুরা তাঁকে যবন সন্দেহ করতেন ; অবশ্য রামমোহন ভ্রূক্ষেপ করতেন না। তাঁর গৃহে দেশী-বিদেশী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যাতায়াত ছিল। সম্ভবত বৈষয়িক কারণে মাতা তারিণীদেবীর সঙ্গে রামমোহনের সম্পর্ক ক্লিষ্ট হয়। সংসারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তারিণীদেবী পুরী চলে যান এবং দুই বছর দরিদ্র রমণীর মত জগন্নাথ মন্দির ঝাঁট দিয়ে বৈষ্ণবের বাঞ্ছিত মৃত্যুবরণ করেন (২১.৪.১৮২২)। তাঁর প্রথম জীবনের শিক্ষক হরিহরানন্দের কাছে (১৮১২) রামমোহন গভীরভাবে হিন্দুশাস্ত্র ও দর্শনের পাঠ গ্রহণ করেন। কেউ কেউ অনুমান করেন, সমসাময়িক সঙ্গীতশিল্পী কালী মির্জার সঙ্গে কোনক্রমে পরিচিত হয়ে একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে তিনি প্রভাবিত হন। কলিকাতায় স্থায়ী বাসিন্দা হয়েই তাঁর জ্ঞান ও বিশ্বাসমত ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিবিধানে সচেষ্ট হন। তাঁর একেশ্বরবাদী ধর্মমতপ্রচারে প্রথম কাজ হল, অনুবাদ ও ভাষ্যসহ বেদান্তসূত্র ও তৎসমর্থক উপনিষদ্‌গুলি প্রকাশ করা (১৮১৫ - ১৯)। বাংলা ভাষায় বেদান্তের তিনিই প্রথম ভাষ্যকার। এই সঙ্গে একেশ্বর উপাসনার পথ দেখাতে 'আত্মীয় সভা' প্রতিষ্ঠা করেন (১৮১৫)। এই সভাকেই পরে তিনি 'ব্রাহ্মসমাজ' নাম ও রূপ দেন (১৮২৮)। তিনি নিজ অনূদিত গ্রন্থ নিজ ব্যয়ে প্রকাশ করে বিতরণ করেন। বক্তব্য ছিল, 'হিন্দুধর্মে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাই প্রকৃষ্ট'। অল্প দিনেই তাঁকে কেন্দ্র করে বিশিষ্ট ও বিদ্বান্ শহরবাসিগণ সমবেত হন। রক্ষণশীল হিন্দুগণ তাঁর প্রবল শত্রু হয়ে ওঠেন। মূল বাইবেলের পুরাতন অংশ পাঠ করার জন্য তিনি হিব্রু ভাষা শিখেছিলেন। রামমোহন বাইবেলের শিক্ষা সম্বন্ধে বলেন—খ্রীষ্ট-জীবনের অলৌকিক কাহিনী নয়, অবতারবাদ নয়, তাঁর উপদেশই বাইবেলের প্রকৃত শিক্ষা। ফলে পাদ্‌রীগণও তাঁর বিরোধিতা আরম্ভ করেন। এই বাদানুবাদের ফলে বিপুল-কলেবর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। উইলিয়ম অ্যাডাম নামে একজন পাদ্‌রী রামমোহনের দলভুক্ত হন। পত্রিকা প্রকাশ করলেন তিনটি—ইংরেজী-বাংলায় দ্বিভাষিক 'ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন ব্রাহ্মণ সেবধি' (১৮২১) বাংলায় 'সম্বাদ কৌমুদী' (১৮২১) ও ফারসী ভাষায় 'মীরাৎ-উল-আখ্‌বার' (১৮২২)। সংবাদপত্রের

স্বাধীনতাহরণের প্রতিবাদে ১৮২৩ খ্রী. ফারসী পত্রিকা বন্ধ করে দেন। আত্মীয়সভায় বেদাদি শাস্ত্র পাঠ, ব্যাখ্যা ও ব্রহ্মসংগীত হত। ১৮২১ খ্রী. ইউনিটারিয়ান কমিটি নামে আর একটি ধর্মসভা স্থাপন করেন। ২০.৮.১৮২৮ খ্রী. দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহযোগিতায় 'ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করেন। ২৩.১.১৮৩০ খ্রী. সমাজের নবনির্মিত ভবনে উপাসনা হয়। প্রথম আচার্য ছিলেন হরিহরানন্দের অনুজ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। রামমোহনের নির্দেশ ছিল এই গৃহে জাতি, ধর্ম ও সামাজিক পদ নির্বিশেষে সকলের প্রার্থনার অধিকার থাকবে। তাঁর সময়ে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদী—সব সম্প্রদায়ের লোক এখানে উপাসনা করতেন। রামমোহন সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে আইনের জন্য চেষ্টা করেন। হিন্দু শাস্ত্রের প্রমাণ দাখিল করে দেখান যে শাস্ত্রে সহমরণের নির্দেশ নেই। ৪.১২.১৮২৯ খ্রী. লর্ড বেন্টিংক সতীদাহ বিধি-বহির্ভূত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার বিরুদ্ধে রক্ষণশীল হিন্দুরা নিজেদের সংগঠিত করার জন্য ধর্মসভা (১৭.১.১৮৩০) প্রতিষ্ঠা করেন। সংস্কৃত, ফারসী ও ইংরেজী শিক্ষার মধ্যে তিনি ইংরেজীকেই উপযুক্ত মনে করেন। অবশ্য তাঁর মতে গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও শারীরবিদ্যা শেখার জন্য ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন। এই মত প্রকাশের আগে অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল নিজ ব্যয়ে স্থাপন করেন (১১.১২.১৮২৩)। রাজনৈতিক মতে তিনি আন্তর্জাতিকতাবাদী ছিলেন। ইউরোপ ও আমেরিকার রাজনীতির খবর রাখতেন। অস্ট্রীয় সৈন্য কর্তৃক নেপল্‌স্‌ পুনর্দখলের সংবাদে লেখেন '...I consider the cause of Neapolitans as my own, and their enemies as ours. Enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be, ultimately successful'। স্পেনের শোষণ থেকে দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশগুলির মুক্তির সংবাদে তিনি স্বগৃহ আলোক-সজ্জিত করেন ও বহু বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে আপ্যায়িত করেন (সেপ্টেম্বর ১৮২৩)। এখানে প্রশ্নের উত্তরে বলেন, '...Ought I to be insensible to the suffering of my fellow creatures wherever they are, or however unconnected by interest, religion or language?' ফ্রান্সে ১৮৩০ খ্রী. জুলাই বিপ্লবের সংবাদে উৎফুল্ল হন। এদেশে জুরী প্রথা প্রবর্তনে ও উত্তরাধিকার আইন-সংক্রান্ত আন্দোলনগুলিতে সক্রিয় ছিলেন। তিনি রাজা উপাধি সহ দিল্লীর বাদশাহের দূত হিসাবে ইংল্যাণ্ডের রাজার নিকট প্রেরিত হন। বিলাতযাত্রায় সংগী হন পালিত পুত্র রাজারাম, রামরত্ন মুখোপাধ্যায়, রামহরি দাস ও ভৃত্য শেখ্‌ বক্‌স্‌। ৮.৪.১৮৩১ খ্রী. লিভারপুল বন্দরে অবতরণ করা মাত্রই বিপুলভাবে সংবর্ধিত হন এবং পার্লামেণ্টে বৈদেশিক দূতগণের আসনে বসবার অধিকার পান। মোগল সম্রাটের নির্দিষ্ট কাজ সফল করেন। স্বদেশে ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থার উন্নতির চেষ্টায় কিছুটা সাফল্য লাভ করেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে তিনি প্যারিস যান এবং ফরাসী সম্রাট লুই ফিলিপ কর্তৃক সংবর্ধিত হন। ইংল্যাণ্ডে ফিরে ব্রিস্টল শহরে বাস করেন। সেখানে আট দিনের জ্বরে তাঁর মৃত্যু হয়। হিন্দু ব্রাহ্মণের উপবীত আমৃত্যু তাঁর অংগে ছিল। খ্রীষ্টান সমাধিস্থলে তাঁর দেহ যাতে সমাহিত না করা হয় তার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। ফলে প্রথমে তাঁকে একটি নির্জন স্থানে সমাহিত করা হয়। ১০ বছর পর দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাত গিয়ে 'আরনস্‌ ভেল' নামক জায়গায় তাঁকে সমাধি দিয়ে একটি মন্দির নির্মাণ করে দেন। রাজা রামমোহনের পাণ্ডিত্য এবং দৈহিক শক্তি ও সৌন্দর্য অসাধারণ ছিল। তাঁর পূর্বে বাংলা ভাষায় কবিতা ও গদ্য রচিত হলেও, প্রকৃত অর্থে রামমোহনকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়। প্রায় ৩০টি বাংলা গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। তাঁর রচিত 'ব্রহ্মসংগীত', 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' প্রভৃতি বিখ্যাত। ৩৯টি ইংরেজী রচনার মধ্যে একটি আত্মজীবনীমূলক পুস্তিকা আছে। অন্যান্যগুলির বেশীর ভাগই শাস্ত্রের অনুবাদ। এগুলির কিছু লণ্ডনে ও অন্যগুলি কলিকাতা থেকে প্রকাশিত। সংগীতজ্ঞ কালী মীর্জার কাছে সংগীত বিষয়ে জ্ঞানলাভ করার পর বাংলায় ধ্রুপদ রচনা ও কলিকাতা সমাজে এই গানের প্রচলনে সাহায্য তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব। [৩,৭,৮,২৫,২৬,২৮,১০৬]

রামরঞ্জন চৌধুরী (? - ১১.১১.১৯৭০) মুর্শিদাবাদ। জেলার সমস্ত শ্রেণীর মানুষের তিনি প্রিয় ছিলেন। ১৯৪৭ খ্রী. দেশবিভাগের পর হাজার হাজার বাস্তুহারার ভূমিসংস্থান করে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেন এবং শেষজীবনে ভূদানযজ্ঞে অংশ নেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কলোনী এখন 'বলরামপুর বাস্তুহারা কলোনী' নামে খ্যাত। বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানের সংগে যুক্ত ছিলেন। [১৬]

রামরত্ন মুখোপাধ্যায়, (শম্ভুচন্দ্র) রায়বাহাদুর। তিনি রাজা রামমোহনের সংগে বিলাত যান (১৯.১১.১৮৩০)। নিজেকে রামমোহনের 'ইণ্ডিয়ান প্রাইভেট সেক্রেটারী' বলতেন। বড়লাট বেণ্টিংক তাঁকে কৃপার চক্ষে দেখতেন। ১৮৩৫ খ্রী. মুর্শিদা-

বাদের ডেপুটি কালেক্টর হন। হুদা ঈশানপুর খাস-মহল তাঁর তত্ত্বাবধানে ছিল। ১৮৪৪ খ্রী. অলস ও কর্তব্যকর্মে অজ্ঞ এই অপরাধে চাকরি যায়। 'রায়-বাহাদুর' উপাধিপ্রাপ্ত ছিলেন। [৬৪]

রামরাম বসু (১৭৫৭ - ৭.৮.১৮১৩) চুঁচুড়া—হুগলী। বাংলা গদ্যের এই আদি লেখক সম্ভবত চব্বিশ পরগনার নিমতায় লেখাপড়া শেখেন। পরে মিশনারীদের মুনশীর কাজ ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পণ্ডিতের কাজ করেন। মিশনারী জন টমাসের কাছে প্রথম তাঁর সম্বন্ধে জানা যায়। ৮.৩.১৭৮৭ খ্রী. তিনি মিশনারীদের বাংলা শেখানোর কাজ নেন। ১৭৯৩ খ্রী. উইলিয়ম কেরী কলিকাতায় এলে রামরাম এবার কেরীর মুনশী নিযুক্ত হন। এর আগেই তিনি 'খ্রীষ্টস্তব' রচনা করেন। ১৫.৬.১৭৯৫ খ্রী. কেরী মালদহ মদনা-বাটী নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হলে তিনিও সংগে যান। ১৮০০ খ্রী. শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশন মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন ও বাংলা বিদ্যালয় খোলার উদ্যোগে এই বছরেরই জুন মাসে তাঁকে নিয়োগ করা হয়। 'গস্‌পেল মেসেঞ্জার' গ্রন্থটি তিনি বাংলায় 'হরকরা' নামে কবিতায় অনুবাদ করেন। পরে এটি ইংরেজী, ওড়িয়া ও হিন্দীতেও অনূদিত হয়। এরপর 'জ্ঞানোদয়' কবিতাগ্রন্থ লেখেন। ১৮০২ খ্রী. দুইটি খ্রীষ্টসংগীত অনুবাদ ও ১৮০৩ খ্রী. 'খৃষ্টবিবরণামৃতং' নামে কবিতায় খ্রীষ্টচরিত রচনা করেন। ১৮০১ খ্রী. ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সহকারী পণ্ডিতের চাকরি নেন। এখানেই 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮০১ খ্রী. জুলাই মাসে এটি মুদ্রিত হয়। বাংলা অক্ষরে বাঙালী রচিত এটিই প্রথম মুদ্রিত মৌলিক গ্রন্থ। ১৮০২ খ্রী. 'লিপিমালা' গ্রন্থ রচনা করেন। বাংলা ও ফারসীতে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল এবং কাজ চলার মত ইংরেজী জানতেন। কেরীর বাংলা বাই-বেলের পরিমার্জনা করেছিলেন। রামরাম বসু ও রাজা রামমোহনের মধ্যে পরিচয় ছিল। [২,৩,১৬, ২৫,২৬,২৮]

রামরূপ ঠাকুর। ১৯শ শতাব্দীর পূর্ববঙ্গবাসী একজন খ্যাতনামা কবিয়াল। [২]

রামলোচন ঘোষ (১৭৯০ - মার্চ ১৮৬৬) বৈরাগাদি—ঢাকা। ইংরেজী শিক্ষা করে পাটনা জজ-কোর্টের সেরেস্তাদার নিযুক্ত হন ও পরে কলিকাতা সদর বোর্ড অফ রেভিনিউর সেরেস্তাদারের পদ পান। ১৮৪১ খ্রী. সরকার কর্তৃক কৃষ্ণনগরের প্রধান সদর আমীনের পদে নিযুক্ত হন। দেশে ইংরেজী শিক্ষা-বিস্তারে তাঁর অনলস চেষ্টা ও আর্থিক দান উল্লেখ-যোগ্য। ১৮৪১ খ্রী. ঢাকা কলেজ ও ১৮৪৫ খ্রী. কৃষ্ণনগর কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা ছিল। গভর্নর কর্তৃক কৃষ্ণনগর লোক্যাল কমিটির সভ্য নির্বাচিত হন। নদীয়ায় স্ত্রীশিক্ষা-প্রসারে অগ্রণী ছিলেন। শিক্ষাবিস্তারকল্পে কৃষ্ণনগরে 'পাবলিক লাইব্রেরী' স্থাপন করেন। বাংলা ভাষার মাধ্যমে সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। ঢাকায় দেশীয় ভাষার পাঠশালা প্রতিষ্ঠার জন্য ১ হাজার টাকা দান করতে চাইলেও কাউন্সিল অফ এডুকেশনের সম্মতি পান নি। ১৮৩৬ খ্রী. স্থাপিত বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভার অন্যতম প্রতি-ষ্ঠাতা-সভ্য ছিলেন। তাঁরই উৎসাহে এই সভা প্রথম রাজনৈতিক আলোচনা-স্থল হয়ে ওঠে। স্বনামধন্য মনোমোহন ও লালমোহন তাঁর দুই পুত্র। [৮,৬৪]

রামলোচন দাস (পৌষ ১১৯৮ - ৪.১০.১২৭৪ ব.) তেরখি—ময়মনসিংহ। কৃষ্ণকান্ত। বাংলা, সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। এছাড়া প্রতিমাগঠন, চিত্রবিদ্যা ও তারপাশা শিল্পও তিনি শিক্ষা করেছিলেন। বরাকপুরের মুনশী ও দিনাজপুর আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন। 'প্রেম-লহরী', 'সংগীতরসোত্তর', 'সংগীতামৃতসিন্ধু', 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' (পদ্যানুবাদ), 'কল্কিপুরাণ' (পদ্যানুবাদ) প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। সংগীত-রচনা, বিদ্যানুরাগ ও পাণ্ডিত্যের জন্য দিনাজপুরে সুপরিচিত ছিলেন। [৪]

রামশংকর তর্কপঞ্চানন (১২০৫ - ১২৭৪ ব.)। চন্দ্রনারায়ণের ছাত্র রামশংকর কাশীর একজন প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। সোনারপুরায় তাঁর চতুষ্পাঠী ছিল। নেপালের রাজকুমার 'মুহিলা সাহেব' (উপেন্দ্রনারায়ণ বিক্রমসাহ) তাঁর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও ছাত্র আনন্দচন্দ্র বিদ্যারত্ন একজন 'দলপতি' ছিলেন। [৯০]

রামশংকর ভট্টাচার্য (আনু. ১৭৬১ - ১৮৫৩) বিষ্ণুপুর। গদাধর। তাঁর সাধনার ফলেই বিষ্ণুপুর তথা বাঙলার ধ্রুপদ গানের চর্চা শুরু হয়। তাঁর নেতৃত্বে ও শিষ্যধারায় অনুষ্ঠিত এই স্বতন্ত্র ধারার ধ্রুপদ 'বিষ্ণুপুরী চালের ধ্রুপদ' নামে পরিচিত। তিনিই প্রথম বাংলায় ধ্রুপদ গান রচনা করেন। কোন কোন মহলের মতে বাংলা ধ্রুপদ গানের প্রথম রচয়িতা রাজা রামমোহন। কিন্তু ১৩/১৪ বছরের বয়ঃকনিষ্ঠ রাজা রামমোহনের পক্ষে রামশংকরের আগে গীত রচনা বোধ হয় সম্ভব ছিল না। রাম-শংকর আমৃত্যু বিষ্ণুপুরেই কাটান। তাঁর জীবদ্দশায় কোন গান মুদ্রিত হয় নি। বর্তমানে রমেশ বন্দ্যো-পাধ্যায় 'বিষ্ণুপুর' গ্রন্থে কয়েকটি গান সঙ্কলন করেন। পুত্রদ্বয় রামকেশব ও রমাপতি এবং দীন-বন্ধু গোস্বামী, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্র-

মোহন গোস্বামী প্রমুখ তাঁর শিষ্য ছিলেন। তাঁর বাংলা ধ্রুপদ গান রচনার ফলেই এদেশে বাংলার মাধ্যমে মার্গসংগীতের পরিচয় সহজতর হয়। তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যগণও ধ্রুপদ গান রচনায় গুরুর আদর্শ অনুসরণ করে প্রসিদ্ধ হন। স্বল্পকালের জন্য যদু-ভট্ট তাঁর সঙ্গলাভ করেছিলেন। শোনা যায়, তিনি কিশোর বয়সে সংস্কৃত চর্চা করতেন। কোন পশ্চিমী গুরুর গান শুনে তিনি পড়া ছেড়ে সংগীতচর্চা শুরু করেন এবং বিষ্ণুপুররাজের সাহায্যে উক্ত গুরুর শিক্ষায় সংগীতে পারদর্শী হন। বিষ্ণুপুর সংগীত ঘরানা তানসেনের উত্তরপুরুষ-সৃষ্ট বলা হত, কিন্তু বর্তমানে কোন কোন পণ্ডিত রাম-শঙ্করকেই এই ঘরানার আদি বলেন। তিনি বিষ্ণু-পুররাজ চৈতন্যসিংহের সভাগায়ক হিসাবে ভূমি লাভ করেন। ৯২ বছরের জীবনে একে একে পাঁচ পুত্রের মৃত্যুশোক পেয়েও সংগীতসাধনা করেছেন। মৃত্যুকালেও মৃদুস্বরে স্বরচিত গান গেয়েছেন। রাজসভায় ও স্বগৃহে সংগীতানুষ্ঠান ছাড়াও একটি বাৎসরিক অনুষ্ঠান করতেন। এই অনুষ্ঠান বর্ত-মানেও চালু আছে। এইটিই বোধ হয় বার্ষিক সংগীতানুষ্ঠানের সর্বপ্রাচীন সংস্থা। [১০৬]

রামশরণ পাল (১৮শ শতাব্দী)। কর্তাভজা-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আউলচাঁদ পূর্ণচন্দ্রের শিষ্য। গুরুর মৃত্যুর পর (১৭৬৯ - ৭০) সম্প্রদায়ের ভাঙন শুরু হলে প্রধান দলের তিনি কর্তা হন। তাঁর পরে বংশানুক্রমে রামদুলাল ও ঈশ্বরচন্দ্র কর্তা হন। আউলচাঁদকে তাঁরা আদিগুরু ব'লে পূজা করেন। নদীয়া জেলার ঘোষপাড়া গ্রামে তাঁদের পীঠ আছে। স্থানটি নিত্যধাম নামেও পরিচিত। কর্তাভজা-সম্প্র-দায়ে সাধনা ও উপাসনার ক্ষেত্রে জাতিবিচার নেই, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নেই। বাউলের মত অধ্যাত্ম সংগীত তাঁদের সাধনার বিশিষ্ট অঙ্গ। [৩,২৫,২৬]

রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণ। মেট্রোপলিটান ইন্-স্টিটিউশনের অধ্যাপক ও পটলডাঙ্গা ট্রেনিং স্কুলের পণ্ডিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষক। 'কল্প-লতিকা' (পাক্ষিক, ১২৭৫ ব.) ও 'প্রতিবিম্ব' (মাসিক, ১২৮২ ব.) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 'আশমানের নক্সা' (১৮৬৮) গ্রন্থের রচয়িতা। [৪]

রামাই পণ্ডিত। তিনি একটি 'শূন্যপুরাণ' গ্রন্থ রচনা করেন। এটি বৌদ্ধপ্রভাব কালের পদ্যগদ্যময় বাংলা গ্রন্থ। তাঁর পূর্বে কোন বাঙালী লেখক গদ্য রচনার প্রয়াস করেছিলেন কিনা জানা যায় না। গ্রন্থটি হাজার বছরেরও আগে রচিত ব'লে অনুমান করা হয়। [২]

রামানন্দ গোঁসাই। কুচবিহার 'সন্ন্যাসী-বিদ্রোহে'র নায়ক। ১৭৬৬ খ্রী. দিনহাটা নামক স্থানে তাঁর নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী বাহিনীর সঙ্গে লে. মরিসনের বাহিনীর এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। বিদ্রোহীদের সৈন্য-সংখ্যা ইংরেজবাহিনীর তুলনায় অল্প ও তাদের অস্ত্রশস্ত্রও নিকৃষ্ট ছিল। তাই সম্মুখ যুদ্ধে প্রবল শত্রুকে পরাজিত করা অসম্ভব বুঝে রামানন্দ গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করেন। এই যুদ্ধে মরিসনের বাহিনী সম্পূর্ণ পরাজিত ও ছত্র-ভঙ্গ হয়। [৫৬]

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (২৯.৫.১৮৬৫ - ৩০.৯.১৯৪৩) পাঠকপাড়া—বাঁকুড়া। শ্রীনাথ। খ্যাতনামা সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ্। বাঁকুড়া স্কুল থেকে ১৮৮৩ খ্রী. এণ্ট্রান্স, ১৮৮৫ খ্রী. সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে এফ.এ., ১৮৮৮ খ্রী. সিটি কলেজ থেকে বি.এ. এবং ১৮৯০ খ্রী. ইংরেজীতে অনার্স সহ এম.এ. পাশ করেন। প্রতি পরীক্ষাতেই বিশেষ কৃতিত্ব দেখান ও বৃত্তিলাভ করেন। বাঁকুড়া স্কুলেই তিনি ব্রাহ্ম শিক্ষকদের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। ১৮৮৯ খ্রী. ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি ১৮৯৩ - ৯৫ খ্রী. সিটি কলেজ, ১৮৯৫ - ১৯০৫ খ্রী. এলাহাবাদ কায়স্থ পাঠশালা, ১৯২৪ - ২৫ খ্রী. বিশ্বভারতী প্রভৃতির অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ ছিলেন। এম.এ. পরীক্ষার পর তিনি 'ধর্মসিন্ধু' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। ১৮৯২ খ্রী. 'দাসী' পত্রিকা প্রকাশিত হলে তিনি সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং ঐ সময়েই নিজস্ব ব্রেইল প্রথার উদ্ভাবন করেন। ১৮৯৫ খ্রী. জগদীশচন্দ্র বসুর সাহায্যে শিশু পত্রিকা 'মুকুল' প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হন। শিবনাথ শাস্ত্রী ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৯৭ খ্রী. তিনি 'প্রদীপ' পত্রিকার সম্পাদক হন। এলাহাবাদ প্রবাস-কালে ১৯০১ খ্রী. বিখ্যাত মাসিক 'প্রবাসী' পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। ১৯০৭ খ্রী. প্রকাশ করেন ইংরেজী মাসিক পত্রিকা 'মডার্ন রিভিউ'। ১৯১০ খ্রী. ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯২২ খ্রী. সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি হন। ১৯২৬ খ্রী. লীগ অফ নেশন্স্ কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে ইউরোপ যান। ১৯২৭ খ্রী. 'বিশাল ভারত' হিন্দী পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯২৩ খ্রী. ও ১৯৩১ খ্রী. এলাহাবাদে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি, এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফেলো এবং সেকেণ্ডারী এডুকেশন রিফর্ম কমিটির সদস্য ছিলেন। সাংবাদিক হিসাবে নির্ভীক, নিরপেক্ষ এবং দৃঢ়চেতা ছিলেন। সাংবা-দিকতার এই গুণের জন্য সরকারের কাছে তাঁকে বহুবার জরিমানা দিতে হয়েছে। সমসাময়িক রাজ-নৈতিক নেতাগণ এবং রবীন্দ্রনাথ, আচার্য যদুনাথ সরকার প্রমুখ প্রায়ই নিজেদের করণীয় সম্পর্কে

তাঁর পরামর্শ নিতেন। প্রতি ইংরেজী বা বাংলা মাসের ১লা তারিখ পত্রিকা প্রকাশের পদ্ধতি এবং ভারতীয় পদ্ধতি অনুসারে অঙ্কিত চিত্রকলার প্রকাশ তিনিই প্রথম প্রচলন করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তিনি ১৮৯১ খ্রী. একটি গ্রন্থ রচনা করেন। [৩,৪,৫,৭,১৭,২৫,২৬]

রামানন্দ নন্দী (১১৮০ ব.-?) রাহুতা—চব্বিশ পরগনা। আনন্দচন্দ্র। প্রথমে নিতাই দাসের কবি-দলের গীতরচয়িতা হন। ৪/৫ বছর নিতাইয়ের দলে থাকবার পর নীলু ঠাকুর, ভবানী বেনে প্রভৃতির দলে যান এবং শেষে নিজেই দল গঠন করেন। [২৫]

রামানন্দ ন্যায়বাগীশ। জপ্সা—ফরিদপুর। কথকতা করতেন। 'গরুড়ের দর্পচূর্ণ' ও 'সত্যভামা' গ্রন্থের রচয়িতা। [৪]

রামানন্দ বসু (?-১৫৩৪)। পিতা—ভবানন্দ। উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রধান কর্মচারী ও বিদ্যানগরের শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁর ভক্তিমত্তার পরিচয় পেয়ে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 'জগন্নাথবল্লভ' নাটক ও 'পদ্যাবলী' গ্রন্থের রচয়িতা। 'রায় রামানন্দ' নামেও তিনি পরিচিত। [৪]

রামানন্দ ভারতী, স্বামী। দ্র. **রামকুমার বিদ্যারত্ন**।

রামু খাঁ। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম চাক্মা-বিদ্রোহের (১৭৭৬-৭৭) নায়ক। চাক্মা-দলপতি 'রাজা' সের দৌলত খাঁর নেতৃত্বে তিনি চাক্মা জাতিকে একত্রিত করে প্রথমে কার্পাস-কর দেওয়া বন্ধ করেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ইজারাদারদের বড় বড় ঘাঁটি ধ্বংস করে দেন। ইংরেজ বাহিনী কৌশলে এই বিদ্রোহ দমন করে। [৫৬]

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (২০.৮.১৮৬৪-৬.৬.১৯১৯) জেমোকান্দি—মুর্শিদাবাদ। গোবিন্দসুন্দর। কান্দি ইংরেজী স্কুল থেকে ১৮৮১ খ্রী. এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে বৃত্তি পান। ১৮৮৬ খ্রী. প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ. পরীক্ষায় বিজ্ঞানে অনার্সসহ প্রথম স্থান, ১৮৮৭ খ্রী. এম.এ. পরীক্ষায় বিজ্ঞানশাস্ত্রে সুবর্ণপদক ও পুরস্কারসহ প্রথম স্থান এবং ১৮৮৮ খ্রী. পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। পরবর্তী দুই বছর প্রেসিডেন্সী কলেজ লেবরেটরীতে বিনা বেতনে বিদ্যাচর্চা করে শেষে আইন ক্লাশে যোগ দেন, কিন্তু ভাল না লাগায় শিক্ষা অসমাপ্ত রাখেন। ১৮৯২ খ্রী. রিপন কলেজে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ও ৪.৬.১৯০৩ খ্রী. ৬ মাসের জন্য অস্থায়ী অধ্যক্ষ এবং শেষে স্থায়ী অধ্যক্ষ হন। শৈশব থেকেই বাংলা সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ ছিল। ১২৯১ ব. 'নবজীবন' পত্রিকায় 'মহাশক্তি' নামে প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। পরবর্তী কালে 'সাধনা', 'ভারতী' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায়ও লিখতেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ ছিল তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র। বিভিন্ন সময়ে পরিষদের বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত থেকে পরিষদের উন্নতিসাধন করেন। ১৩২০ ব. কলিকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে'র সপ্তম অধিবেশনে বিজ্ঞান শাখার সভাপতি হন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপদেশকরূপে বাংলায় প্রবন্ধ পাঠ করতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয় অনুমতি না দেওয়ায় প্রবন্ধ-পাঠ প্রত্যাখ্যান করেন। শেষে ভাইস-চ্যান্সেলর স্যার দেবপ্রসাদ তাঁকে বাংলায় প্রবন্ধ পাঠের অনুমতি দেন। জাতিভেদপ্রথা-বিরোধী এবং উগ্র স্বদেশ-প্রেমী ছিলেন। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের উদ্দেশ্যে 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থেরই একটি কবিতায় আছে—'বাংলার মাটি বাংলার জল/বাংলার হাওয়া বাংলার ফল...'। তাঁর রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৪টির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'প্রকৃতি', 'জিজ্ঞাসা', 'কর্ম-কথা', 'বিচিত্র-প্রসঙ্গ', 'নানাকথা' ও 'জগৎ-কথা'। তাঁর বেদ-চর্চার ফল ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ এবং 'যজ্ঞকথা' গ্রন্থ। এছাড়াও কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। তার মধ্যে 'Aids to Natural Philosophy' বিখ্যাত। অপ্রকাশিত রচনাবলীর সংখ্যাও প্রচুর। তাঁর সম্বন্ধে ড. শিশিরকুমার মৈত্রের উক্তি—'...মেটেরলিঙ্ককে বাদ দিয়া আধুনিক রোম্যাণ্টিক সাহিত্য যেরূপ হয়, গেরার্ড হাউপ্টমানকে ছাড়িয়া Realistic drama যেরূপ দাঁড়ায়, বাংলা সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিভাগে এবং কতক পরিমাণে ইতিহাস-বিভাগে, রামেন্দ্রবাবুকে বাদ দিলেও ঠিক সেইরূপ হয়...'। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বলেন—'রামেন্দ্রসুন্দর বাংলা দেশের অপেক্ষাকৃত নির্জন কর্মক্ষেত্র বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যকে বাছিয়া লইয়াছিলেন...'। রবীন্দ্রনাথের উক্তি 'সর্ব-জনপ্রিয় তুমি, ...তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিনন্দন করিতেছি।' বাংলা সাহিত্যজগতে 'সাহিত্য পরিষদে'র গুরুত্ব, মূলত রামেন্দ্রসুন্দরের আত্মত্যাগের জন্যই প্রতিষ্ঠিত। ১৯০৫ খ্রী. বঙ্গ-ভঙ্গ উপলক্ষে তাঁর প্রস্তাবে বাঙলাদেশে অরন্ধন পালিত হয়। [৩,৭,২০,২৫,২৬,২৮]

রামেশ্বর চক্রবর্তী, ভট্টাচার্য (আনু. ১৬৬৭-১৭৪৮) যদুপুর—মেদিনীপুর। লক্ষ্মণ। 'বেণী-সংহার' নাটক রচয়িতা বিখ্যাত ভট্টনারায়ণের বংশধর এবং শিবকীর্তন 'শিবায়নে'র কবি। তাঁর প্রথম

রচনা 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী' (সত্যপীরের পাঁচালী?) বাঙালীর অতি প্রিয় ধর্মপুস্তক। যৌবনে তিনি কর্ণগড়ের রাজা রামসিংহের সভাসদ ও পুরাণ-পাঠক ছিলেন। পরে রাজা রামসিংহের পুত্র রাজা হলে তিনি সভাকবির সম্মান লাভ করেন। এই সময়ে তাঁর 'শিবায়ন' গ্রন্থরচনা শেষ হয় (১৭১১)। তাছাড়া তাঁর রচিত মহাভারতের শান্তিপর্বের এক-খানি পুঁথি সম্প্রতি পাওয়া গিয়েছে। তিনি রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠিত মহামায়া ও অভয়ার মন্দিরের পূজারী তান্ত্রিক ব্রাহ্মণের নিকট দীক্ষা নিয়ে সিদ্ধ-লাভ করেন। এজন্য 'সাধক-কবি' নামেও তিনি আখ্যাত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুদিবস বৈশাখী পূর্ণিমায় আজও যদুপুর গ্রামের প্রান্তদেশে একটি বটগাছের তলায় অষ্টপ্রহরব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন হয়। [৩]

রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (৮.২.১৯২৫ - ২১.১১.১৯৪৫) বাঘড়া—ঢাকা। শৈলেন্দ্রমোহন। ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ ছাত্রসমাজ আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মুক্তির দাবিতে কলিকাতায় যে শোভাযাত্রা বার করে তাতে অংশগ্রহণ কালে রামেশ্বর পুলিসের গুলিতে মারা যান। [১০,৪২]

রামেশ্বর বেরা (১৮৯৭ - ২৯.৯.১৯৪২) কিয়া-খালি—মেদিনীপুর। ক্ষেত্রমোহন। রামেশ্বর 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগদান করেন এবং শঙ্করারা ব্রীজ পুলিস স্টেশন আক্রমণ কালে সামরিক প্রহরীর গুলিতে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

রায়দুর্লভ বা **মহারাজ দুর্লভরাম সোম** (? - ১৭৭০?)। পিতা—মহারাজ জানকীরাম। আলি-বর্দী খাঁর প্রধান বিশ্বস্ত কর্মচারী ও প্রিয় মন্ত্রী ছিলেন। রায়দুর্লভ উপযুক্ত পিতার তত্ত্বাবধানে অল্প বয়সেই তৎকালীন রাজনৈতিক ব্যাপারে অভিজ্ঞ হয়েছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি খালসা ও দেওয়ান-ই-তনের কাজে স্থায়িভাবে সর্বোচ্চ পদে নিয়োজিত হন। বাঙলার মসনদ ভাঙাগড়ার কাজে তাঁর অনেকখানি ক্ষমতা ছিল। মহারাজ নন্দ-কুমার প্রথমে তাঁর সহকারী বা খালসার পেশ্‌কার ছিলেন। ১৭৬৫ খ্রী. নবাব নজম্‌উদ্দৌলা বার্ষিক বৃত্তি নিয়ে কোম্পানীর প্রস্তাবানুসারে মহম্মদ রেজা খাঁ, রায়দুর্লভ ও জগৎশেঠের উপর সম্পূর্ণ রাজ্যভার ছেড়ে দেন। ইংরেজ পক্ষও তাঁদের শাসনে সন্তুষ্ট ছিলেন। ১৭৬৮ খ্রী. তাঁদের বার্ষিক বেতন নির্ধারিত হলে তিনি বার্ষিক ২ লক্ষ টাকা পান। ১৭৭০ খ্রী. পর্যন্ত নায়েব-নাজিম ছিলেন। অজ্ঞাত ও অখ্যাত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। [২,৩]

রায়শেখর। পড়ান—বর্ধমান। তিনি শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন গোস্বামীর শিষ্য ও নরহরি সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তাঁর প্রকৃত নাম শশিশেখর, কেউ বলেন—চন্দ্রশেখর। তিনি প্রসিদ্ধ পদকর্তা গোবিন্দদাসের পরবর্তী একজন কবি। 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে শেখরযুক্ত সব রকম ভণিতায় ১৭৯টি পদ আছে। তিনি অষ্টকালীয় নিত্যলীলার পদ রচনা করেছেন। বৈষ্ণব সমাজে তাঁর দণ্ডাত্মিকা পদগুলি জনপ্রিয় হয়েছিল। সুকুমার সেন মনে করেন, 'গোপালবিজয়' কাব্যের রচয়িতা দৈবকীনন্দন সিংহ ও রায়শেখর একই ব্যক্তি। [২,৩,২০]

রাসবিহারী ঘোষ, স্যার (২৩.১২.১৮৪৫ - ২৮.২.১৯২১) তোরকোনা—বর্ধমান। জগদ্বন্ধু। বাঁকুড়া হাই স্কুল থেকে ১৮৬০ খ্রী. এন্ট্রান্স, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৮৬৫ খ্রী. বি.এ., ১৮৬৬ খ্রী. প্রথম ভারতীয় হিসাবে ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ এম.এ. এবং ১৮৬৭ খ্রী. স্বর্ণপদকসহ আইন পাশ করে বহরমপুর কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। ১৮৭২ খ্রী. কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন এবং অল্পদিনে খ্যাতনামা ব্যবহারজীবিরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৭১ খ্রী. Honours in Law পরীক্ষা পাশ করেন। স্যার আশুতোষ এবং ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর সহ-কারী হিসাবে কাজ করেছেন। ১৮৭৫ খ্রী. কলি-কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর আইন অধ্যাপক হয়ে Law of Mortgage in India সম্বন্ধে যেসব মূল্যবান্ বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেগুলি একত্রে মুদ্রিত হয়ে Mortgage আইন সম্বন্ধে প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে স্বীকৃত হয়েছে। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেছেন। ১৮৮৪ খ্রী. 'ডি.এল.', ১৮৯৬ খ্রী. 'সি.আই.ই.', ২৫.৬.১৯০৯ খ্রী. 'সি.এস.আই.', এবং ৩.৬.১৯১৫ খ্রী. 'নাইট' উপাধি পান। দেশীয় শিল্পের উন্নতিকল্পে কলি-কাতার কাছে একটি ম্যাচ ফ্যাক্টরী স্থাপন করেন। যাদবপুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতি-ষ্ঠাতা এবং প্রতিষ্ঠার সময় থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৯০৬ - ২১) তার সভাপতি ছিলেন। ঐ প্রতি-ষ্ঠানের কারিগরী বিদ্যা সম্প্রসারণের জন্য এক-কালীন ১২ লক্ষ টাকা দান করেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়েও বহু লক্ষ টাকা এবং দেশ ও সমাজ-হিতকর কাজে মুক্তহস্তে দান করেছেন। তিনি ১৮৯১ খ্রী. বড়লাটের শাসন পরিষদের সভাপতি এবং ১৯০৭ খ্রী. সুরাটে ও ১৯০৮ খ্রী. মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি হয়েছিলেন। দেওয়ানী কার্যবিধি আইন প্রণয়নে (১৯০৮) বিশেষ সাহায্য করেন। বঙ্গভঙ্গের বিরোধী ছিলেন। [৩,৭,২৫,২৬]

রাসবিহারী বসু (২৫.৫.১৮৮৫ - জানুয়ারী ১৯৪৫) সুবলদহ—বর্ধমান। বিনোদবিহারী। পিতা চন্দননগরে বাস করতেন। মর্টন স্কুলে ও ডুপ্লে কলেজে কিছুদিন পড়াশুনা করেন। চন্দননগরে অধ্যাপক চারু রায়ের প্রভাবে কানাই দত্ত, শ্রীশ ঘোষ, মতি রায় প্রমুখ যে বিশিষ্ট দল গড়ে তোলেন তার সংগে এবং মুরারিপুকুর বাগানে বারীন ঘোষের নেতৃত্বে গড়ে-তোলা সংগঠিত গুপ্ত দলের সংগে তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯০৮ খ্রী. আলীপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলার ব্যাপারে তল্লাশী চালাবার সময় তাঁর লেখা দুইটি চিঠি পুলিসের হাতে পড়ায় তিনি গ্রেপ্তার হন কিন্তু পরে মুক্তি পান। পুলিসের নজর এড়াতে দেরাদুনে যান এবং সেখানে ফরেস্ট রিসার্চ ইন্স্টিটিউটে হেডক্লার্কের কাজে যোগ দেন। ক্রমে তিনি দেশবিদেশে বিপ্লবীদের সংগে পরিচিত হয়ে গোপনে গোপনে বাঙলায়, যুক্তপ্রদেশে ও পাঞ্জাবে বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে থাকেন। এই কাজের সংগীদের মধ্যে আমীরচাঁদ, দীননাথ চট্টোপাধ্যায়, অবোধবিহারী ও বালমুকুন্দের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯১৫ খ্রী. মহাযুদ্ধের সুযোগে তিনি সভায় সভায় বক্তৃতা দিয়ে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। অন্যদিকে এইসময়েই তাঁর সংগীরা সৈন্যদের মধ্যেও বিপ্লব প্রচার করেন। এরপর নানা ষড়যন্ত্রের সংগে লিপ্ত সন্দেহে সরকার তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য বহু টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। ১৯১৪ খ্রী. কাশীতে শচীন্দ্রনাথ সান্যালের সংগে মিলিত হয়ে বেনারস সমিতি পুনর্গঠিত করে যুক্তপ্রদেশে বৈপ্লবিক সংগঠনের বিস্তার ও উত্তর ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থান পরিচালনার জন্য লাহোর যান। গ্রেপ্তার এড়াতে লাহোর থেকে কাশী এবং কাশী থেকে কলিকাতা আসেন। কিন্তু লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় নাম প্রকাশ হওয়ায় তিনি রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় পরিচয়ে পি. আর. ঠাকুর ছদ্মনামে জাপানে পালিয়ে গিয়ে সেখানে 'টোকিও-ইণ্ডিয়ান-লীগ' প্রতিষ্ঠা করেন। জাপান থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যান। ১৯৪১ খ্রী. ডিসেম্বর মাসে জাপান মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে তিনি ব্রহ্ম, মালয় প্রভৃতি স্থানের ভারতীয়দের নিয়ে 'আজাদ হিন্দ্ সংঘ' বা 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ অফ ঈস্ট এশিয়া' গঠন করেন। পরে সুভাষচন্দ্র বসু জাপানে গেলে তিনি সুভাষচন্দ্রের হাতে আজাদ হিন্দ্ সংঘের নেতৃত্ব তুলে দেন। মহাবিপ্লবী রাসবিহারীর মৃত্যু হয় জাপানে। [৭,১০,৫৪,৯২]

রাসবিহারী মিত্র ঠাকুর (২৪.৮.১২৭৫ - ৬.১১. ১৩৫৪ ব.) ময়নাডাল—বীরভূম। অটলবিহারী। বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তন-গায়ক। তাঁর কীর্তন শিক্ষার আদিগুরু ছিলেন সুধাকৃষ্ণ মিত্র ঠাকুর। পরে তিনি বৈষ্ণবচরণ ব্রজবাসীর কাছে ও কয়েকবার বৃন্দাবনে গিয়ে পণ্ডিত বাবাজী প্রভৃতির কাছে সংগীতশিক্ষা করে দক্ষতা লাভ করেন। [২৭]

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় (১৮২৫ - ১৮৯৪) তারপাশা—বিক্রমপুর। অল্প বয়সে পিতামাতার মৃত্যু হলে জনৈক নিকট-আত্মীয়ের কাছে প্রতিপালিত হতে থাকেন। তিনি কুলীনবংশসম্ভূত ছিলেন। এই সুযোগ নিয়ে আত্মীয়টি অর্থের জন্য রাসবিহারীকে আট বার বিবাহ দেন। এই ব্যাপারে রাসবিহারীর মনে ভয়ানক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তিনি কয়েকবছর ময়মনসিংহের জমিদারের তহশীলদারের কাজ করেন। পণপ্রথা, বহুবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা প্রভৃতি বিষয়ের কুফল আলোচনা করে 'বল্লাল-সংশোধনী' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। লর্ড নর্থব্রুক ঢাকায় এলে তিনি এইসবের বিরুদ্ধে তাঁর অনুমোদন লাভে সমর্থ হন। পূর্ববংগে এই আন্দোলন পরিচালনার জন্য তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রেভা. জেম্স্ লঙ্-এর সমর্থন পান। নিজ পুত্র-কন্যাকে তিনি অকুলীনস্থ সমাজে বিবাহ দিয়েছিলেন। [৮]

রাসবিহারী সেন, আদুবাবু (১৮৯০ - ৩০.৫. ১৯৬৮) দিল্লী। ডা. হেমচন্দ্র। দিল্লীর বাঙালী সমাজে আদুবাবু নামে পরিচিত ছিলেন। চাঁদনীচকের খ্যাতনামা ঔষধ-ব্যবসায়ী। কাশ্মীরী গেটের স্কুল স্থাপন, অলিম্পিক কমিটি, খেলাধুলা প্রভৃতির উৎসাহী উদ্যোক্তা। তাঁর চেষ্টাতেই মূক-বধিরদের বিদ্যালয় লেডি নয়েস্ স্কুল স্থাপিত হয়। রাজনীতিতে অ্যানি বেশান্তের অনুগামী ছিলেন এবং কংগ্রেসের সংগে যুক্ত ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের চেষ্টায় ১৯২৩ খ্রী. অমৃতসর কংগ্রেসে বেংগল ক্যাম্পের তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জন, লালা লাজপত প্রভৃতির সংগেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। ১৯২৫ খ্রী. রাজনীতি ত্যাগের পর থেকে বহু বছর প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ও অন্যান্য ধরনের সাহিত্য চর্চায় অংশগ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভক্ত ছিলেন। দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান আছে। [১৭]

রাসমণি (? - ৩১.১.১৯৪৬) বাহেরাতলি—ময়মনসিংহ। হাজং এলাকায় কৃষক-বিদ্রোহ দমনকারী মিলিটারীদের হাত থেকে কৃষকবধূ সরস্বতীকে বাঁচাতে গিয়ে তিনি দায়ের আঘাতে একজন সৈন্যের দেহ মাথা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন। পরে অন্য এক সৈন্যের গুলিতে বৃদ্ধা রাসমণি নিহত হন। [১২৮]

রাসমণি, রাণী (১৭৯৩ - ১৯.২.১৮৬১) কোনা—চব্বিশ পরগনা। হরেকৃষ্ণ দাস। দরিদ্র কৃষিজীবী কৈবর্ত-পরিবারে জন্ম। অসামান্য রূপবতী ছিলেন। ১৮০৪ খ্রী. কলিকাতার বিরাট ধনী প্রীতিরাম মাড়ের পুত্র রাজচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৮৩৬ খ্রী. রাজচন্দ্রের মৃত্যু হলে বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হয়ে ধর্মকর্মে অর্থব্যয় করেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা। শূদ্রজাতীয়া ছিলেন বলে সেকালের পণ্ডিতেরা তাঁকে মন্দির প্রতিষ্ঠায় বাধা দিয়েছিলেন। ৩১.৫.১৮৫৫ খ্রী. ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করে রামকুমার চট্টোপাধ্যায়কে ঐ মন্দিরের পুরোহিত করেন। পরে রামকুমারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর (শ্রীরামকৃষ্ণ) পুরোহিত হন। তিনি অত্যন্ত তেজস্বিনী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্না ছিলেন। ইংরেজ সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি বহুবার সক্রিয়ভাবে প্রতিবাদ করেন। স্বামীর কাছে সামান্য লেখাপড়া শিখেছিলেন। গঙ্গায় মাছ ধরার অধিকার দরিদ্র জেলেদের তিনিই দিয়ে গেছেন। এর জন্য অনেক টাকা জমা দিয়ে গঙ্গায় বিদেশী বণিকদের স্টীমার চলাচল বন্ধ করেন। বিষয়বুদ্ধি ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার জন্য সিপাহী বিদ্রোহের সময় কোম্পানীর কাগজের কেনা-বেচায় তিনি ধনশালিনী হয়েছিলেন। [৩,৭,২৫,২৬,৪৪]

রাসমোহন সার্বভৌম, মহামহোপাধ্যায় (১২৫১ - ১৩০৬ ব.) রুজদি—ঢাকা। ভৈরবচন্দ্র বাচস্পতি। রাঢ়ী শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ। বিখ্যাত পণ্ডিত গোলোকচন্দ্র ন্যায়পঞ্চাননের নিকট তিনি সংস্কৃত পাঠ আরম্ভ করেন। পরে মিথিলায় যান ও সেখানে প্রায় ৮ বছর ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করে 'সার্বভৌম' উপাধি লাভ করেন। তিনি বারাণসীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা করতে থাকেন। একবার সেখানে এক পণ্ডিতসভায় ন্যায়শাস্ত্রের বিচারে তিনি জয়লাভ করলে কাশ্মীরের মহারাজা অতিশয় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে নিজ সভায় রাজপণ্ডিত পদে নিযুক্ত করেন। সেখানে তিনি প্রায় ৮ বছর কার্য করেন। কিন্তু আমিষভোজী ছিলেন ব'লে সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন হওয়ায় তিনি নিজ গৃহে ফিরে এসে চতুষ্পাঠী খুলে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯০১ খ্রী. 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিভূষিত হন। সংস্কৃত কলেজের নৈয়ায়িক যামিনীকান্ত তর্কবাগীশ ও মহামহোপাধ্যায় কুঞ্জবিহারী তর্কসিদ্ধান্ত তাঁর ছাত্র ছিলেন। এই বিচারমল্ল ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক রাসমোহন কোন গ্রন্থ রচনা করে যান নি। [১৩০]

রাসসুন্দরী। ১৮৭৬ খ্রী. 'আমার জীবন' গ্রন্থ রচনা করেন। বাঙালী মহিলার আত্মজীবনীমূলক রচনা হিসাবে এই গ্রন্থটি প্রথম এবং উল্লেখযোগ্য। কিশোরীলাল সরকার তাঁর পুত্র। [৪]

রাসু নৃসিংহ (১৭২৮ ? - ১৮০০ ?) গোন্দলপাড়া—হুগলী। আনন্দীনাথ রায়। চুঁচুড়ায় মাতুলালয়ে থেকে মিশনারীদের স্কুলে সামান্য লেখাপড়া শেখেন। একজন খ্যাতনামা কবিয়াল। সখীসংবাদ ও বিরহ-গীত রচনায় বিশেষ খ্যাত ছিলেন। কারও মতে রাসু ও নৃসিংহ দুই সহোদর। যাঁরা এঁদের দুই সহোদর বলেন, তাঁদের মতে রাসু ১৮০০ খ্রী. ৭২ বছর বয়সে মারা যান, নৃসিংহ আরো কয়েক বছর জীবিত ছিলেন। [২,২৫,২৬]

রিয়াসৎ আলি। ১৮৫৭ খ্রী. মহাবিদ্রোহের সময় ফরিদপুরের ফরাজী আন্দোলনের নায়ক রিয়াসৎ আলি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে 'রাজদ্রোহাত্মক ক্রিয়াকলাপে' আত্মনিয়োগ করেছিলেন। [৫৬]

রুদ্রদেব তর্কবাগীশ (১৭শ শতাব্দী) ত্রিবেণী—হুগলী। হরিহর তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য। তাঁর রচিত 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটকের 'রৌদ্রী' টীকা এক সময়ে বাঙলাদেশে প্রচলিত হয়েছিল। তিনি জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের পিতা। [৯০]

রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি, ভট্টাচার্য (১৬শ শতাব্দী) নবদ্বীপ। শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়বাগীশ। পিতামহ—ভবানন্দ পণ্ডিত। বাঙলার এই বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত সাধারণ্যে ন্যায়বাচস্পতি বা বাচস্পতি নামে পরিচিত ছিলেন। বহু টীকা-গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ : 'অনুমানদীধিতি রৌদ্রী'। সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর রৌদ্রী টীকাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রচিত অপর টীকা-গ্রন্থ : 'ভ্রমরদূত' (খণ্ড কাব্য), 'ভাবপ্রকাশিকা', 'কুসুমাঞ্জলির ব্যাখ্যা' প্রভৃতি। [২,৪,৯০]

রূপ গোস্বামী (আনু. ১৪৮৯ - ১৫৬৪) বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ—বরিশাল। কুমারদেব। তিনি চৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে বৈষ্ণবধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করেন। পিতৃদত্ত নাম সন্তোষ, শ্রীচৈতন্য-প্রদত্ত 'রূপ' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ হন। গৌড়েশ্বর হোসেন শাহের উজির ও পরে প্রধান অমাত্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৫১৩ খ্রী. রামকেলী গ্রামে চৈতন্যদেব এলে গৌড়ের রাজমন্ত্রী সাকর মল্লিক সনাতন ও তাঁর ভ্রাতা দবিরখাস রূপ চৈতন্যদেবের পদধূলি নেন এবং রাজকার্য পরিত্যাগ করে বৃন্দাবনে চলে আসেন। সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। ৪৩ বছর বয়সে রূপ চৈতন্যদেবের আদেশে বৈষ্ণবগ্রন্থ রচনা শুরু করেন। রচিত গ্রন্থ : 'হংসদূত', 'উদ্ধবসন্দেশ', 'দানকেলি কৌমুদী', 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'উজ্জ্বলনীলমণি', 'লঘু গণোদ্দেশদীপিকা', 'গঙ্গাষ্টক',

'বিদগ্ধ মাধব', 'ললিত মাধব' প্রভৃতি। মহাপ্রভুর নির্দেশে রূপ রসশাস্ত্র নিরূপণ, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও কৃষ্ণভক্তিপ্রচারে জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি এবং তাঁর অগ্রজ সনাতন, ভ্রাতুষ্পুত্র জীব, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস—বৃন্দাবনের এই ছয়জন গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সিদ্ধান্ত নির্ণয় করেছিলেন। তিনি গৌড়ীয় 'বৈষ্ণবরসতত্ত্ব' ও মঞ্জরী-ভাবের উপাসনা-রীতির প্রবর্তক। [২,৩, ৪,২৫,২৬]

রূপচাঁদ অধিকারী। বেলডাঙ্গা—মুর্শিদাবাদ। প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ঢপ-কীর্তন প্রবর্তনে সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি প্রথমে শ্রীমদ্ভাগবতের কথকতা করতেন ও পরে ঢপ কীর্তন শুরু করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তাঁর কীর্তনে মুগ্ধ হয়ে বেলডাঙ্গার জমিদার জগৎশেঠ তাঁকে কয়েক বিঘা নিষ্কর জমি ও বসবাসের জন্য একটি বাড়ি তৈরী করে দেন। এখনও বেলডাঙ্গা অঞ্চলের লোকে বলে থাকে, 'বাজলো রূপ অধিকারীর খোল/মাগীরা সব চরকা তোল।' [২০]

রূপচাঁদ পক্ষী (মাঘ ১২২১ ব.-?)। পিতা—গৌরহরি দাস মহাপাত্র। আদি নিবাস ওড়িশা। তিনি পিতার কর্মস্থল কলিকাতায় বসবাস করতেন। সঙ্গীত-রচয়িতা রূপচাঁদের শাস্ত্ররসাত্মক সঙ্গীত এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক সঙ্গীত সমান মনোহর ছিল। রচিত সমস্ত সঙ্গীতই 'পক্ষী' বা 'খগরাজ' প্রভৃতি ভণিতাযুক্ত। সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে তিনি অনেক গান বেঁধেছিলেন। আগমনী, বিজয়াগান, বাউল, দেহতত্ত্ব গান এবং টপ্পা গান রচনাতেও তিনি সমান দক্ষ ছিলেন। কলিকাতায় নাচ-গানের আসরে সুকণ্ঠ গায়ক হিসাবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তাঁর অনেক গান বাংলা ও ইংরেজী শব্দে মিশ্রিত। তাঁর কবির দলের সঙ্গীরা নানা প্রকার পাখীর স্বর অনুকরণে নিজ নিজ নাম গ্রহণ করেন। এজন্য তাঁর দলকে 'পক্ষীর দল' বলা হত। বাগবাজারের ধনী শিবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই দলের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ফলে এই দলের সদস্যগণ নিষ্কর্মা গঞ্জিকাসেবীতে পরিণত হয়। [৩,২০,৪৫]

রূপমঞ্জরী (১৭৭৫?-১৮৭৫?) কলাইঝুটি—বর্ধমান। নারায়ণ দাস। ব্যাকরণ, সাহিত্য ও চিকিৎসাশাস্ত্রে পণ্ডিত রূপমঞ্জরীর প্রথম শিক্ষাগুরু ছিলেন তাঁর পরম বৈষ্ণব পিতা। কন্যার অসাধারণ বুদ্ধি ও মেধার কথা বিবেচনা করে পিতা নিকটবর্তী এক বৈয়াকরণের গৃহে কন্যাকে রেখে ছেলেদের সঙ্গে একই টোলে ব্যাকরণ পড়ার ব্যবস্থা করেন। পিতার মৃত্যুতে গৃহে ফিরে শ্রাদ্ধাদি সমাপন করে তিনি আবার গুরুগৃহে ফিরে যান। ব্যাকরণ পাঠ শেষ করে তিনি সরগ্রাম-নিবাসী আচার্য গোকুলানন্দ তর্কালঙ্কারের কাছে সাহিত্য ও পরে চরক, সুশ্রুত ইত্যাদি জটিল চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর নৈপুণ্যের জন্য বহু চিকিৎসক তাঁর কাছে চিকিৎসা-বিষয়ে উপদেশ নিতে আসতেন। ব্যাকরণ, নিদান, চরক ইত্যাদি অধ্যয়নের জন্য তাঁর কাছে বহু ছাত্রের সমাবেশ হত। তিনি পুরুষের মত মস্তক মুণ্ডন, শিখা ধারণ ও উত্তরীয় পরিধান করতেন। আজীবন অবিবাহিতা থেকে জ্ঞানের ও চিকিৎসা বিদ্যার সাধনা করে গেছেন। হটু বিদ্যালঙ্কার নামে তিনি সুপরিচিতা ছিলেন। [৩,১৬,২৬]

রূপসউদ্দিন, মুন্সী (১৯০১-১৯৭৩) যশোহর—(পূর্ববঙ্গ)। খ্যাতনামা ধ্রুপদী শিল্পী। ওস্তাদ গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী তাঁর শিক্ষাগুরু। তিনি নারায়ণগঞ্জ সঙ্গীত আকাদমির প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ ছিলেন। পরে বুলবুল আকাদমির অধ্যক্ষ হন। সঙ্গীত প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি পাকিস্তান প্রেসিডেণ্ট পদক লাভ করেছিলেন। [১৬]

রেজা খাঁ। জাফর আলী খাঁর মৃত্যুর পর ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনুমতিতে ১৭৬৫ খ্রী. তিনি বাঙলার নায়েব দেওয়ান হন। তাঁর শাসনকালেই বাঙলায় ভয়াবহ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয় (১১৭৬ ব.)। রাজস্বের একটা বড় অংশ আত্মসাৎ করার অভিযোগে অভিযুক্ত হলেও পরে পুনরায় ঐ পদ লাভ করেছিলেন। [৩,২৬]

রেণু সেন, বসু (১৯০৯-২.৭.১৯৪১) মুন্সীগঞ্জ—ঢাকা। আদি নিবাস সোনারং—ঢাকা। বিনোদবিহারী সেন। ১৪/১৫ বছর বয়সে মুন্সীগঞ্জ স্কুল থেকে ঢাকায় লীলা নাগের দীপালী স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৩০ খ্রী. বি.এ. ও পরে জেলে গিয়ে এম.এ. পাশ করেন। ১৯৩০ খ্রী. লীলা নাগের পরিকল্পনা অনুসারে কলিকাতায় 'ছাত্রীভবন' ও 'দীপালী ছাত্রী সঙ্ঘে'র একটি কেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৯৩০ খ্রী. লীলা নাগের সম্পাদনায় 'জয়শ্রী' পত্রিকা প্রকাশে তাঁর উদ্যোগ ও সংগঠন-ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য। ১৯৩০ খ্রী. ডালহৌসী বোমার মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৩১ খ্রী. অন্তরীণ হন। ১৯৩৭ খ্রী. মুন্সীগঞ্জে অন্তরীণ থাকার সময় অন্তরীণ বন্দীদের ভাতা অথবা উপার্জনের সুযোগের দাবি সরকারকে জানালে তার কোনও উত্তর না পেয়ে অন্তরীণ আইন ভঙ্গ করেন। এই মামলায় সরকারের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট তাঁর দাবির যৌক্তিকতা নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছিল। ১৯৪০ খ্রী. বিপ্লবী ড. অতীন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। [২৯]

রেবতীচরণ নাগ (?-১৯১৭) উপালতা—ত্রিপুরা। কুমিল্লা জেলা স্কুল থেকে ১৯১৫ খ্রী. প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। দরিদ্র পিতার ইচ্ছা ছিল পুত্র চাকরি করে, কিন্তু তিনি উচ্চ-শিক্ষার আশায় ভাগলপুর কলেজে ভর্তি হন। এই সময় গৃহশিক্ষকতা করে ও কাশিমবাজার রাজার বৃত্তি নিয়ে পড়া চালাতেন। ঢাকা অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। ১৯১৬ খ্রী. ভাগলপুরকে কেন্দ্র করে বিহারে বৈপ্লবিক কাজের উদ্দেশ্যে স্কুল-কলেজের কিছু ছাত্র নিয়ে তিনি সমিতি স্থাপন করেন। ক্রমে অন্যান্য শহরেও সমিতির শাখা স্থাপিত হয়। বাঙলা দেশের পলাতক বিপ্লবীদের জন্য একটি গোপন আশ্রয়স্থলও সংগ্রহ করেন। ১৮.১০.১৯১৬ খ্রী. গ্রেপ্তার এড়াতে পালিয়ে যান। তার পরের খবর বিশেষ জানা যায় না। কিছু-দিন পরে অজ্ঞাত কারণে মারা যান। [৪৩,৫৪]

রেবতীমোহন বর্মণ (১৯০৫-৬.৫.১৯৫২) ময়মনসিংহ। স্কুলে পড়ার সময় পড়া ছেড়ে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বসে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। ছাত্রাবস্থায় ঢাকার শ্রীসঙ্ঘের সভ্য হিসাবে কলিকাতা, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় সঙ্ঘের কাজ চালিয়ে যান। বৈপ্লবিক কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে এম.এ. পাশ করেন। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় একজন সুলেখক ছিলেন। কিছুদিন 'বেণু' মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৯২১ খ্রী. তাঁর রচিত 'তরুণ রুশ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বাঙলার হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মীদের মত তিনিও বিনা বিচারে বন্দী হন। ১৯৩৮ খ্রী. পর্যন্ত বিভিন্ন বন্দীশিবিরে বাসকালে মার্ক্সবাদের মূল সাহিত্য পাঠের মাধ্যমে তিনি কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেন। ১৯৩৮ খ্রী. হুগলী জেলার বড়ায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার দ্বিতীয় সম্মেলনে সভাপতি পরিষদের পক্ষ থেকে পঠিত প্রবন্ধটির রচয়িতা ছিলেন রেবতীমোহন। এই প্রবন্ধটি পরে 'ভারতে কৃষকের সংগ্রাম ও আন্দোলন' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। মার্ক্সবাদী সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 'গণসাহিত্য-চক্র' নামে ঢাকায় একটি প্রকাশন-ভবন স্থাপন করেন। মুজফ্ফর আহমেদের তথ্যে প্রকাশ যে 'ন্যাশনাল বুক এজেন্সী' স্থাপনের পিছনেও 'কম-রেড বর্মণের অনেকখানি প্রেরণা ছিল'। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৬ খ্রী. মধ্যে রচিত তাঁর গ্রন্থ : 'সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি', 'মার্ক্স প্রবেশিকা', 'কৃষক ও জমিদার', 'সাম্রাজ্যবাদের সঙ্কট', 'হেগেল ও মার্ক্স', 'ক্যাপিটাল' (সংক্ষিপ্তসার), 'লেনিন ও বল-শেভিক পার্টি', 'সমাজের বিকাশ', 'সোভিয়েট ইউনিয়ন', 'শান্তিকামী সোভিয়েট', 'অর্থনীতির গোড়ার কথা', 'Society and Its Development', 'Marxist View of Capital'। কয়েকটি মার্ক্সীয় গ্রন্থ অনুবাদও করেছিলেন। বন্দীশিবিরে বাসকালে দুরারোগ্য কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে শেষ দিন পর্যন্ত কষ্ট ভোগ করেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে মৃত্যু। [১৪৬]

রেবতীমোহন সেন (১৮.৭.১২৭০-৫.৮.১৩৩৭ ব.) মুলার—বিক্রমপুর। রামকুমার। ঢাকা পগোজ স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পাশ করে কিছুদিন খুলনা জেলা নলধা স্কুলে শিক্ষকতার পর বরিশাল সেটেলমেণ্ট অফিসে চাকরি নেন। এরপর ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে তিনি বরিশালে মূক বধির বিদ্যালয়ে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। ১২৯৬ ব. বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে যোগদীক্ষা নিয়ে ব্রাহ্মধর্ম ত্যাগ করে নামকীর্তনে ব্রতী হন। 'ঠাকুর হরিদাস', 'দাক্ষিণাত্যে শ্রীচৈতন্য', 'বালক শ্রীকৃষ্ণ', 'হাসান হোসেন', 'বালক নারায়ণ', 'কীর্তনমঙ্গল', 'নল-দময়ন্তী', 'সাবিত্রী' প্রভৃতি গ্রন্থ ও বহু স্বদেশী গ্রন্থের রচয়িতা। [৪]

রেয়াজ-অল্-দিন আহ্মদ মাশাহাদি (ছদ্মনাম—ফকির আবদুল্লা)। চারাণ—ময়মনসিংহ। দিল-দুয়ার জমিদার বাড়িতে থাকতেন। 'প্রবন্ধকৌমুদী', 'অগ্নিকুক্কুট', 'সমাজ ও সংস্কারক' (১২৯৬ ব.), 'সিদ্ধান্তপঞ্জিকা' (১৩০৮ ব.) প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। [৪]

রেয়াজউদ্দীন আহ্মদ মুন্সী। ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যরচনা শুরু করেন। 'ইসলাম প্রচারক' (মাসিক), ও 'সোলতান' পত্রিকার সম্পাদক ও 'সুধাকর' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'গ্রীসতুরস্ক যুদ্ধ' (২ খণ্ড), 'আমীরজানের ঘরকন্না', 'বিলাতি মুসলমান' ও 'উপদেশ রত্নাবলী'। [৪]

রেয়াজউদ্দীন আহ্মদ মৌলবী, শেখ। তুষ্কা-ন্তার—রংপুর। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'সচিত্র আরব-জাতির ইতিহাস' (৩ খণ্ড), 'ইসলাম প্রচারের ইতিহাস' (অনুবাদ), 'জীবহত্যা ও গো-কোর্বানী' প্রভৃতি। তিনি স্যার সৈয়দের সুবৃহৎ জীবনীও রচনা করেছিলেন। [৪]

রোকেয়া, বেগম (১৮৮০-৯.১২.১৯৩২) পায়রাবন্দ—রংপুর। জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী সাবের। জ্যেষ্ঠভ্রাতার কাছে ইংরেজী ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর কাছে বাংলা শেখেন। ১৮ বছর বয়সে সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে বিবাহ হয়।

১০ বছর পর স্বামীর মৃত্যু হলে কলিকাতায় এসে মহিলাদের শিক্ষাবিস্তারে ব্রতী হন। ১৫.৩.১৯১১ খ্রী. কলিকাতায় 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যালয়টি বাঙলার শ্রেষ্ঠ বালিকা বিদ্যালয়গুলির অন্যতম। সারাজীবন কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মহিলাদের শিক্ষিত ও প্রগতিশীল করার কাজে ব্রতী ছিলেন। ১৯১৬ খ্রী. 'আঞ্জুমান খাওয়াতীন' নামে মহিলা-সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। রচিত গ্রন্থ : 'মতিচুর', 'পদ্মরাগ', 'অবরোধবাসিনী' ও 'সুলতানার স্বপ্ন'। [২৩,২৯,৪৪]

রোটেনস্টাইন, উইলিয়াম (১৮৭২ - ১৯৪৫) ব্র্যাডফোর্ড, ইয়র্কশায়ার। বিখ্যাত ইংরেজ চিত্রশিল্পী। 'রয়্যাল কলেজ অফ আর্টস'-এর অধ্যক্ষ ছিলেন (১৯২০ - ৩৫)। ১৯৩১ খ্রী. তিনি নাইট উপাধি-ভূষিত হন। ভারতীয় শিল্পের আকর্ষণে তিনি ১৯১১ খ্রী. ভারতে আসেন এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হন। পর বৎসর রবীন্দ্রনাথ ইংল্যান্ডে যান ও সেখানে তাঁরই গৃহে গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদ পাঠের সূচনা হয়। ইংরেজীতে গীতাঞ্জলি প্রকাশের বিষয়েও তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। বিভিন্ন আঙ্গিকে অঙ্কিত 'সিক্স্ পোর্ট্রেট্স অফ রবীন্দ্রনাথ' (১৯১৫) তাঁর অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। [৩]

রোহিণীকুমার কর (? - ১৯২১) হরিশপুর—চট্টগ্রাম। অসহযোগ আন্দোলনের সময় পুলিসের প্রহারে মারা যান। [৪২]

রোহিণী বড়ুয়া (১৯১৫ ? - ১৮.১২.১৯৩৫) রাওজান থানা—চট্টগ্রাম। বিপ্লবী সন্দেহে ১৯৩২ খ্রী. তাঁকে গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করা হয়। ফরিদপুরের দৌলতপুর গ্রামে অন্তরীণ থাকা কালে দারোগা সৈয়দ এরসাদের নিয়ত দুর্ব্যবহারে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করায় তিনি দা-এর আঘাতে দারোগার মস্তক ছেদন করেন। দারোগার মৃত্যু সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হয়ে তিনি থানায় এসে নিজেই ধরা দেন। ফরিদপুর জেলে তাঁর ফাঁসি হয়। তাঁর এই আত্মাহুতির ফলে সব থানার ডেটিনিউরা দারোগাদের কাছ থেকে সভ্য ব্যবহার পেতে থাকেন। রোহিণীর দুঃসাহসিক কাণ্ড অত্যাচারী দারোগাদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। [৪২,৪৩,১৩৯]

লক্ষ্মণ কোচ (? - ১৮৬১)। আসামের নওরঙ্গ জেলার ফুলগুলি অঞ্চলে ১৮৬১ খ্রী. সংঘটিত বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক। ব্রিটিশ সৈন্যের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। সঙ্গী নরসিং লালুং, সম্বর লালুং ও সুরেন কোচ প্রভৃতিরও প্রাণদণ্ড হয়। [৫৬]

লক্ষ্মণচন্দ্র ন্যায়তীর্থ (১২৭৪ - ১০.১১.১৩০৮ ব.) বারইখালি—যশোহর। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ 'তর্কতীর্থ' উপাধিধারী এবং বাঙলার বাইরে নব্যন্যায়ের চর্চায় যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের অন্যতম। মাঘ ১৩০২ ব. তিনি কাশ্মীরের রাজপণ্ডিতের পদে বৃত হয়ে জম্মুতে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু অল্পকাল পরেই তাঁর অকালমৃত্যু ঘটে। [৯০]

লক্ষ্মণ সেন (১১১৯ ? - ১২০৫ ?) গৌড়। পিতা বাঙলার সেনবংশের রাজা বল্লাল সেন। লক্ষ্মণ সেন ১১৭৮/৭৯ খ্রী. সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি 'অরি-রাজ-মণ্ডল-শঙ্কর' ও 'গৌড়েশ্বর' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। পূর্ববর্তী সেনরাজগণ শিবের উপাসক হলেও তিনি ছিলেন বৈষ্ণব-ধর্মানুরাগী। বিদ্বান্ এবং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। পিতার আরব্ধ 'দানসাগর' গ্রন্থ তিনি সম্পূর্ণ করেন। প্রসিদ্ধ কবি জয়দেব, ধোয়ী, শরণ, উমাপতি ধর প্রভৃতি তাঁর রাজসভায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর হলায়ুধ ছিলেন তাঁর প্রধান বিচারপতি। গাহড়বালরাজ জয়চন্দ্রকে পরাজিত করে তিনি মগধ অধিকার করেন। ১২শ শতাব্দীর শেষভাগে কুতুবদ্দিনের সেনাপতি ইখ্তিয়ার-উদ্দিন মহম্মদ-বিন-বখতিয়ার খলজী এক আকস্মিক আক্রমণে লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করতে সমর্থ হন। লক্ষ্মণ সেন নদীয়া ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে আশ্রয় নেন। সেখানে তিনি এবং পরবর্তী কালে তাঁর বংশধরগণ দীর্ঘকাল মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁরই সভায় থেকে কবি জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' রচনা করেন। তাঁর নামানুসারে এবং সম্ভবত তাঁর জন্ম-সাল থেকে মিথিলায় 'লক্ষ্মণসংবৎ' নামে একটি অব্দ প্রচলিত আছে। [৩,১৬,২৫,২৬]

লক্ষ্মীকান্ত ১। নকুধর নামে সমধিক পরিচিত। তিনি রবার্ট ক্লাইভ ও অন্যান্য গভর্নরদের বানিয়া হিসাবে বহু অর্থ উপার্জন করেন। ১১.১২.১৮৪৯ খ্রী. 'সম্বাদভাস্কর' পত্রিকা তাঁর সম্বন্ধে লেখে '...নকুধর টাকা দিয়া, সন্ধান বলিয়া, পরিশ্রম করিয়া এতদ্দেশে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে স্থাপিত করেন...'। তিনি কলিকাতা পোস্তা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। [৬৪]

লক্ষ্মীকান্ত ২। সাবর্ণ চৌধুরী নামে অভিহিত ব্রাহ্মণ জমিদার বংশের আদিপুরুষ। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল হুগলী জেলার গোহাট্য গোপালপুর। তিনি বাঙলার সুবেদার মানসিংহের সুপারিশে দিল্লীর বাদশাহ জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে জায়গীর হিসাবে কালীক্ষেত্র বা কলিকাতা পরগনা (দক্ষিণে

বেহালা বড়িশা ও উত্তরে দক্ষিণেশ্বর) লাভ করেন এবং মজুমদার উপাধিতে ভূষিত হন। এই সাবর্ণ চৌধুরীরাই কালীঘাটে কালী মন্দির নির্মাণ করেন। লালদীঘির (বর্তমান বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ) পশ্চিম পাড়ে তাঁদের কাছারি-বাড়ি ছিল। এই বংশের বিদ্যাধর রায়চৌধুরীর কাছ থেকে জব চার্নক ১৬৯৮ খ্রী. মাত্র ১৩ শত টাকায় সুতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রাম তিনটি ক্রয় করেন। [৩]

লক্ষ্মীকান্ত বসু, সত্যরাজ খাঁ। কুলীনগ্রাম—বর্ধমান। পিতা শ্রীকৃষ্ণবিজয়-রচয়িতা মালাধর। লক্ষ্মীকান্তের পুত্র রামানন্দ প্রসিদ্ধ পদকর্তা ছিলেন। লক্ষ্মীকান্ত ও রামানন্দের প্রতি মহাপ্রভুর আদেশ ছিল—জগন্নাথকে রথে তোলবার পট্টডোরী কুলীনগ্রাম থেকে তাঁরা তৈরী করে আনবেন। এই কারণে তাঁরা পট্টডোরীর যজমান হলেন। গৌড়-দরবারের সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধ ছিল। [১৭]

লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র (১৮৯৩ - ২৫.৭.১৯৫৩) শান্তিপুর—নদীয়া। রজনীকান্ত। লক্ষ্মীকান্ত এম.এ. ও বি.এল. এবং কাব্য-সাংখ্যতীর্থ উপাধি-প্রাপ্ত ছিলেন। কৃষ্ণনগরে ওকালতি করে যশস্বী হন। ১৯৩৪ খ্রী. প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হিসাবে কংগ্রেস জাতীয় দলের নেতা ছিলেন। জুলাই ১৯৪৭ খ্রী. গণপরিষদের সদস্য হয়ে নূতন সংবিধান প্রণয়নে যথেষ্ট সাহায্য করেন। পার্লামেণ্টে বক্তা হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। [৪,৫]

লক্ষ্মীঙ্করা—সম্ভবত অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। উড্ডীয়ান বা ওদ্যানের রাজা ইন্দ্রভূতির ভগিনী বা কন্যা ছিলেন। বাঙলা দেশে বজ্রযোগিনী সাধন পদ্ধতির অন্যতম প্রবর্তক। কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে 'অদ্বয়-সিদ্ধি' মূল সংস্কৃতে পাওয়া গিয়েছে। [৬৭]

লক্ষ্মীনারায়ণ দাস (১৯৩০ - ২৯.৯.১৯৪২) মথুরি—মেদিনীপুর। ১২ বছর বয়সে 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে তমলুক পুলিস স্টেশন আক্রমণকালে পুলিসের গুলিতে মারা যান। [৪২]

লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার। পিতা—গদাধর তর্কবাগীশ। ১১.১.১৮২৪ - ১৮৩১ খ্রী. পর্যন্ত কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে পুস্তকালয়াধ্যক্ষ ছিলেন। পরে পূর্ণিয়া জেলা আদালতের জজ-পণ্ডিত হন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'দায়াধিকারক্রমদত্ত-কৌমুদী' (বঙ্গানুবাদ, ১৮২২), 'ব্যবহারতত্ত্ব', 'হিতোপদেশ', 'ব্যবহারবিচারশব্দাভিধান' প্রভৃতি। জুন ১৮৩০ খ্রী. থেকে প্রকাশিত 'শাস্ত্র-প্রকাশ' সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন। [২,৪,৬৪]

লজ্জাবতী বসু (১৮৭৪? - ২১.৮.১৯৪২)। পৈতৃক নিবাস বোড়াল—চব্বিশ পরগনা। পিতা রাজনারায়ণ। আজীবন কুমারী ছিলেন। তাঁর রচিত কবিতা এক সময়ে 'প্রদীপ', 'সাহিত্য', 'প্রবাসী', 'নব্যভারত' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হত। তাঁর কোন কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। [৪৪]

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯.৭.১২৭৫ - ১৩.৮.১৩৩৬ ব.) কাচকুলি—নদীয়া। নবীনচন্দ্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৮৮ খ্রী. ইংরেজী সাহিত্যে এম.এ. পাশ করে বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যে অসাধারণ জ্ঞান ছিল। হাস্যরসাত্মক রচনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'প্রেমের কথা', 'সাহারা', 'পাগলা ঝোরা', 'ফোয়ারা', 'কপালকুণ্ডলাতত্ত্ব', 'ককারের অহঙ্কার', 'সাধু-ভাষা বনাম চলতি ভাষা', 'অনুপ্রাস', 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা' এবং শিশুপাঠ্য 'ছড়া ও গল্প', 'আহ্লাদে আটখানা' প্রভৃতি। 'আমোদর শর্মা' ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। 'শেক্সপীরিয়ান স্কলার' হিসাবেও তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। ১৩২২ ব. 'বিদ্যারত্ন' উপাধি লাভ করেন। [৩,৪,৫,২৬]

ললিতচাঁদ চৌধুরী (? - সেপ্টেম্বর ১৯১৭) বাগবারি—কুমিল্লা। শশিভূষণ। ১৯০৯ খ্রী. বিপ্লবী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় তিনি ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। মণ্টগোমারী জেলে (পাঞ্জাব) মারা যান। [৪২]

ললিতমোহন দাস (৬.২.১৮৬৮ - ২৭.১২. ১৯৩২) গৈলা—বরিশাল। ১৮৮৪ খ্রী. প্রতিষ্ঠিত বরিশালের ব্রজমোহন স্কুলের প্রথম দলের ছাত্র। ঐ স্কুল থেকে ১৮৮৮ খ্রী. ১৫ টাকা বৃত্তি নিয়ে এন্ট্রান্স পাশ করেন। কলিকাতা মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে ১৮৯২ খ্রী. বি.এ. এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৮৯৩ খ্রী. দর্শন শাস্ত্রে এম.এ. পাশ করে কিছুদিন যশোহর জেলার নলদা গ্রামে ও পরে কলিকাতায় এসে সিটি স্কুল ও কলেজে শিক্ষকতা করেন। অশ্বিনীকুমার দত্তের 'সত্য-প্রেম-পবিত্রতা'র আদর্শে উদ্বুদ্ধ ললিতমোহন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র-নাথের শিষ্য হিসাবে কংগ্রেসে যোগ দেন। বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। Risley Circular দ্বারা সরকার শিক্ষকদের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ-দান করা চলবে না বলে ঘোষণা করলে তিনি সিটি কলেজের অধ্যাপকের পদ ছেড়ে জীবিকার্জনের জন্য আজীবন গৃহশিক্ষকতা করেছেন। ১৯২৪ খ্রী. বরিশালের পিরোজপুরে জেলা কনফারেন্সে তিনি সভাপতিত্ব করেন এবং ১৯৩০ খ্রী. আইন অমান্য

আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করায় কারারুদ্ধ হন। ১৯০৯ খ্রী. উষাহরণ গুপ্ত, অনন্তকুমার সেনগুপ্ত প্রভৃতি কয়েকজন যুবক ছাত্র মিলে কলিকাতায় 'বরিশাল সেবা সমিতি' নামে যে প্রতিষ্ঠান গঠন করেন তিনি তার প্রথম সভাপতি এবং আমরণ এই সমিতির কর্ণধার ও প্রাণস্বরূপ ছিলেন। ৮২/১ হ্যারিসন রোডে ছাত্রদের নিয়ে মেস করে থাকতেন। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী দ্বারা ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'ধর্ম-সাধন' (১৯০০), 'নিবেদন' (পূর্বার্ধ), 'নিবেদন' (উত্তরার্ধ)। 'করুণার লীলা' নামে তাঁর রচিত জীবন-কাহিনী অপ্রকাশিত। [১৪৯]

ললিতমোহন বর্মন (১৮৯৯ - ১৯৬১) কুমিল্লা। প্রথম জীবনে যুগান্তর দলের কর্মী হিসাবে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করেন। চা-বাগান শ্রমিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্মঘট আন্দোলন পরিচালনাকালে কারারুদ্ধ হন। পরে ত্রিপুরার অসহযোগ আন্দোলনের জন্য তাঁর কারাদণ্ড হয়। কুমিল্লার 'কল্যাণসঙ্ঘ'-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ, কৃষক আন্দোলন প্রভৃতির নেতা ছিলেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর স্বরাজ্য দলে যোগ দিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে পুনরায় কারারুদ্ধ হন। পরবর্তী কালে সমাজতান্ত্রিক ও মার্ক্সীয় মতবাদে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। শেষ-জীবনে সমবায় আন্দোলন ও সাংবাদিকতায় যুক্ত ছিলেন। [১০]

ললিতমোহন সিংহ (১১.১০.১২৮৯ - ১৩.৫.১৩৬২ ব.)। অনুশীলন সমিতির বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। বঙ্গ-ভঙ্গ-রোধ আন্দোলনের সময় প্রমথ মিত্র, সতীশচন্দ্র বসু প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যুক্ত হন। পুরানো বইয়ের দোকান খুলে তার মাধ্যমে গোপন কার্যকলাপ চালাতেন। ১৯২০ খ্রী. অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে দেশবন্ধুর অনুগামী হন। তমলুকে লবণ সত্যাগ্রহ পরিচালনার জন্য ২ বছর কারারুদ্ধ থাকেন। মুক্তির পর তমলুকেই কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন। ফরোয়ার্ড ব্লকে যোগ দিলেও, ঐ দল কংগ্রেস ত্যাগ করলে তিনি কংগ্রেসেই থাকেন। ২৬.১.১৯৪২ খ্রী. পতাকা উত্তোলনের জন্য ওয়েলিংটন স্কোয়ারে প্রহৃত ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। [১০]

লাবণ্যপ্রভা দত্ত (১৮৮৮ - ৬.৬.১৯৭১) বহরমপুর—মুর্শিদাবাদ। হেমচন্দ্র রায়। ৯ বছর বয়সে খুলনার যতীন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে বিবাহ হয়। অগ্রজ সুরেন্দ্রনাথ রায়ের কাছে রাজনৈতিক কর্মে অনুপ্রেরণা পান। ১৯০৬ খ্রী. স্বদেশী যুগে তিনি স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করতেন এবং স্বদেশী ছেলেদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেন। ২৩ বছর বয়সে বিধবা হয়ে বহুদিন পুরী ও নবদ্বীপে কাটান। ১৯২৯ খ্রী. লাহোর জেলে যতীন দাসের মৃত্যুর ঘটনায় আবার তিনি দেশসেবার কাজে এগিয়ে আসেন। ১৯৩০ খ্রী. তিনি ও তাঁর কন্যা শোভারানী দেশসেবা ও জনসেবার আদর্শ নিয়ে 'আনন্দমঠ' নামে এক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এই বছরই আইন অমান্য আন্দোলনে গ্রেপ্তার হন। ১৯৩২ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনে তাঁর ১৮ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। প্রেসিডেন্সী জেলের ভিতর ফিমেল ওয়ার্ডে বিধবাদের নিজেদের রান্না করে খাবার অধিকার পাবার জন্য ঐ জেলে ১৪ দিন অনশন করে সফল হন। দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেসের সেক্রেটারী, চব্বিশ পরগনা কংগ্রেস কমিটির ভাইস-প্রেসিডেণ্ট, বি.পি.সি.সি.'র মহিলা সাব-কমিটির সেক্রেটারী (১৯৩৯), বি.পি.সি.সি.'র সভানেত্রী (১৯৪০ - ১৯৪৫) ছিলেন। পুরীতে মৃত্যু। [১৬, ২৯,১৪৯]

লাবণ্যপ্রভা বসু, সরকার (? - ১৯১৯) রাঢ়ীখাল —ঢাকা। ভগবানচন্দ্র। স্বামী—হেমচন্দ্র সরকার। আচার্য জগদীশচন্দ্রের ভগিনী। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'আনন্দমোহন বসুর দৈনিক জীবনী' (২ খণ্ড), 'নীতিকথা', 'গৃহের কথা', 'পরিণয়', 'কবি ও কাব্যের কথা', 'পৌরাণিক কাহিনী' (২ খণ্ড), 'শ্রদ্ধায় স্মরণ' (১৩১৯ ব.), 'মাতা ও পুত্র' প্রভৃতি। কিছুদিন 'মুকুল' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। [৪]

লাবণ্যলতা চন্দ (১৮৯১ - ?) ময়মনসিংহ। শ্রীনাথ চন্দ। বি.এ. পাশ করে কুমিল্লা ফৈজন্নেসা গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা ও পরে প্রধান শিক্ষিকা হন। ১৯৩০ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনের সময় 'অভয় আশ্রমে'র সংস্পর্শে এসে সরকারী বিদ্যালয় ছাড়েন এবং অভয় আশ্রমের তত্ত্বাবধানে কন্যা-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সেখান থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়ে কয়েকবার কারাবরণ করেন। ১৯৩৪ - ৪০ খ্রী. পর্যন্ত তিনি কলিকাতায় থেকে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র খুলে গঠনমূলক কাজের প্রেরণা দেন। ১৯৪০ খ্রী. কুমিল্লায় ফিরে যান এবং বয়স্ক-শিক্ষা কেন্দ্র সেখানে স্থানান্তরিত করেন। ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় ঐ শিক্ষাকেন্দ্র বে-আইনী ঘোষিত হয় ও তিনি অন্যান্যদের সঙ্গে গ্রেপ্তার হন। ১৯৪৩ খ্রী. মুক্তি পেয়ে বিভিন্ন জেলার রাজনৈতিক বন্দীদের দুর্দশাগ্রস্ত শিশুদের প্রতিপালনের জন্য মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামে, ঢাকার তাজপুরে ও ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে

তিনটি শিশুসদন খোলেন। পরে ১৯৪৫ খ্রী. বলরামপুরে জমি কিনে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে তাজপুর ও ঝাড়গ্রামের শিশুদের সেখানে নিয়ে আসেন এবং বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ শিবির ও বুনিয়াদী বিদ্যালয় খোলেন। তিনি কস্তুরবা-ট্রাস্টের বাঙলাদেশের প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষা প্রচার ও প্রসারে তিনি অগ্রগামী ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে 'ভূদান-যজ্ঞে'র কাজেও তিনি আত্মনিয়োগ করেন। [২৯]

লালচাঁদ বড়াল (১৮৭০ - ১৯০৭) বহুবাজার—কলিকাতা। পিতা নবীনচাঁদ কৃতী অ্যাটর্নি ও 'হিতবাদী' সংস্থার অন্যতম পরিচালক ছিলেন। লালচাঁদ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের 'সান্ধ্য সম্মিলনী'তে প্রথম পিয়ানো শিক্ষা শুরু করেন। পরে মুরারি গুপ্তের কাছে মৃদঙ্গ, বিশ্বনাথ রাও, জগকরণ রাও ও কাশীনাথ মিশ্রের কাছে ধ্রুপদ এবং নান্দে খাঁ ও গুরুপ্রসাদ মিশ্রের কাছে খেয়াল গান শেখেন। জলতরঙ্গও বাজাতে পারতেন। ১৮৯৫ খ্রী. কাস্টম্‌স্ হাউসের কোষাধ্যক্ষ হন। সেকালে তাঁর গাওয়া বহু বাংলা সঙ্গীত রেকর্ড করা হয়। গানগুলি জনপ্রিয় হয়েছিল। প্রখ্যাত সঙ্গীত-পরিচালক রাইচাঁদ বড়াল তাঁর পুত্র। তাঁর অপর দুই পুত্র বিষণচাঁদ ও কিষণচাঁদও সঙ্গীত-জগতে সুপরিচিত। [৩,২৬]

লালদাস বাবাজী। পদ্যে রচিত 'ভক্তমাল' তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। কবি নাভাজীর হিন্দীভাষায় রচিত ভক্তমাল গ্রন্থ অবলম্বনে তিনি বাংলায় ভক্তবৃন্দের জীবনী-সংবলিত ঐ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। [২০]

লালন ফকির (১৭.১০.১৭৭২ - ১৭.১০.১৮৮৮) ভাঁড়ারা—কুষ্টিয়া। অনেকে বলেন, তিনি নিরক্ষর এবং হিন্দু ছিলেন। প্রবাদ আছে—কোন একসময় তিনি বাউল দাসের সঙ্গী হয়ে গঙ্গা-স্নানে যান। সেখানে বসন্ত রোগাক্রান্ত হলে সঙ্গীরা তাঁকে মৃত ভেবে নদীর তীরে ফেলে যান। এই সময় এক মুসলমান রমণী তাঁকে শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে তুললে তিনি তাঁর কাছে পুত্ররূপে পালিত হয়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। ধর্মবিষয়ে উদার ছিলেন। দীর্ঘদিন নবদ্বীপে থেকে শাস্ত্রচর্চা করেন। তিনি সহজ সরল গানের মাধ্যমে জীবনের আদর্শের কথা প্রচার করতেন। মুখে মুখে গান রচনা করেছেন। উদাত্ত কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গান সংগ্রহ করে প্রথম প্রকাশ করেন। তিনি নিয়মিত তাঁর আখড়ায় যেতেন। একটি গানের নমুনা—'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে/লালন কয় জাতের কি রূপ দেখলাম না এ নজরে।' প্রাপ্ত বাউল গানগুলির রচয়িতাদের মধ্যে তাঁর নামই প্রথম করতে হয়। তাঁর পূর্ববর্তী কোনও বাউল গানের নিদর্শন সংকলিত হয় নি। অন্যান্য বাউল কবিদের মধ্যে পদ্মলোচন গোঁসাই, যাদুবিন্দু, ফকির পাঞ্জুশাহ, হাউড়ে গোঁসাই, গোঁসাই গোপাল, এরফান-শাহ, পাগলা কানাই প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। [৩,৪,১৮,৫৩]

লালবিহারী দে, রেভারেণ্ড (১৮.১২.১৮২৪ - ২৮.১০.১৮৯৪) সোনা-পলাশী—বর্ধমান। সুবর্ণ-বণিক পরিবারে জন্ম। পিতা গোঁড়া বৈষ্ণব হলেও বাস্তব-বুদ্ধিবশত পুত্রকে ৯ বৎসর বয়সে শিক্ষার জন্য কলিকাতায় আনেন। ১৮৩৪ খ্রী. জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লীজ ইন্‌স্টিটিউশনে প্রবেশ করে পরিশ্রমী ছাত্ররূপে প্রশংসা পান। ছাত্রাবস্থায় ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ১৮৪৩ খ্রী. রেভারেণ্ড ডাফ্ কর্তৃক খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। ১৮৪৬ খ্রী. আরও দুই জনের সঙ্গে ধর্মীয় অনুসন্ধানের ছাত্র, ১৮৫১ খ্রী. প্রচারক ও ১৮৫৫ খ্রী. রেভারেণ্ড হন। ১৮৬৭ খ্রী. থেকে সরকারী শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৮৭৭ - ৮৯ খ্রী. পর্যন্ত হুগলী কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক হিসাবে কাজ করে অবসর নেন। সরকারী চাকরিতে তাঁর পদোন্নতির ব্যাপারে বর্ণবৈষম্য-নীতি অনুসৃত হওয়ায় তিনি হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ পদ লাভ করেন নি। এই কলেজে থাকা কালে 'বেঙ্গলী ম্যাগাজিন' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ভারতে ইংরেজী-সাহিত্যচর্চার জন্য ১৮৭৭ খ্রী. বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ফেলো নির্বাচিত হন। ১৮৬০ খ্রী. তিনি সুরাটের পার্শী খ্রীষ্টান হরমদজি পেস্টনজীর কন্যাকে বিবাহ করেন। লালবিহারী বেথুন সোসাইটির অন্যতম সক্রিয় সদস্যরূপে কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করেন—Primary Education of Bengal (১০.১২.১৮৫৮), Vernacular Education in Bengal (১৮৫৯), English Education in Bengal (১৮৫৯), Teaching of English Literature in the Colleges of Bengal (১৮৭৪) প্রভৃতি এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ 'Compulsory Education in Bengal' (৯.১.১৮৬৯)। এগুলি শিক্ষা-জগতের উল্লেখযোগ্য অবদান। এইসব প্রবন্ধে শিক্ষা-বিস্তারের গুরুত্ব সম্বন্ধে সরকার অবহিত হন এবং তাঁকে এ বিষয়ে পরিকল্পনা রচনার ভার দেন। সরকার জমির উপর কর বসিয়ে জনশিক্ষার খরচ তুলতে চাইলে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভায় তিনি বিরোধিতা করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন—সমাজের প্রতিটি মানুষেরই শিক্ষার অধিকার আছে এবং শিক্ষাদান সরকারেরই কর্তব্য। তিনি হিন্দু

জাতিভেদ-প্রথার, ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে বৈষম্যের এবং জমিদারদের রায়ত শোষণের তীব্র সমালোচক ছিলেন। 'গোবিন্দ সামন্ত বা The History of a Bengal Raiyat' তাঁর একটি অতি বিখ্যাত উপন্যাস। বৈজ্ঞানিক চার্লস ডারউইন এই গ্রন্থের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। এই উপন্যাসে শুধু জমিদারী শোষণের তীব্র প্রতিবাদই ছিল না, হিন্দু বিধবাদের অবমাননা ও সামাজিক অত্যাচারেরও বিশদ চিত্র ছিল। লালবিহারী অবশ্য সাহিত্যক্ষেত্রে অধিকতর পরিচিত 'Folk Tales of Bengal' গ্রন্থের জন্য। তাঁর 'Recollections of Alexander Duff' (১৮৭৯) নামক গ্রন্থটি লণ্ডন থেকে প্রকাশিত। তাঁর ইংরেজী রচনার খ্যাতি ছিল। [৩,৭,৮,১৩,২৫,২৬]

লালবিহারী সামা (১৮৬২ - ১৮৯২)। বাংলা ব্রেইল-পদ্ধতির প্রবর্তক। মিশনারী স্কুল থেকে বি.এ. পাশ করে পাদরী হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। কিছুদিন শিক্ষকতাও করেছিলেন। কলিকাতার বেহালায় অন্ধ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। [২৬]

লাল মাহমুদ। বাগুইডহর—ময়মনসিংহ। প্রথম জীবনে গাজীর কীর্তন করতেন, পরে কবির দলে যোগ দেন। এই সময়ে হিন্দু ও বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ পড়ে বৈষ্ণব আচার গ্রহণ করেন। বটবৃক্ষমূলে তুলসীমঞ্চ স্থাপন করে রীতিমত পূজা করতেন ও স্বপাক নিরামিষ খেতেন। তাছাড়া স্থাপিত তুলসীমঞ্চে নিয়মিত কীর্তনাদি হত। তাঁর রচিত একটি পদ—'...কেহ তোমায় বলে কালী, কেহ বলে বনমালী/কেহ খোদা আল্লা বলি ডাকে সারাৎসার।' [৭৭]

লালমোহন ঘোষ (১৮৪৯ - ১৮.১০.১৯০৯) কৃষ্ণনগর—নদীয়া। রামলোচন। ১৮৭৩ খ্রী. ব্যারিস্টার হয়ে হাইকোর্টে যোগ দেন। তিনিই প্রথম উদারপন্থী ভারতীয় যিনি হাউস্ অফ কমন্স-এর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন (১৮৮৩)। নির্বাচনে পরাজিত হলেও তাঁর আদর্শ পরবর্তী কালে দাদাভাই নৌরজীকে ইংল্যাণ্ডে অনুরূপ প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। ১৮৭৭/৭৮ খ্রী. সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা-সংক্রান্ত আন্দোলনে যোগ দিয়ে রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। এই উপলক্ষে ১৮৭৯ খ্রী. স্যার সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বিলাত যান। প্রেস অ্যাক্ট, আর্মস্ অ্যাক্ট, ইলবার্ট বিল, জুরী নিয়োগ ইত্যাদি ব্যাপারে বিলাত ও ভারতে বিভিন্ন আন্দোলনে প্রধান বক্তা ছিলেন। ১৮৯৩ খ্রী. বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। ১৯০৩ খ্রী. মাদ্রাজ কংগ্রেসের সভাপতিরূপে শেষ বক্তৃতা করেন। বিশ্ববিদ্যালয় বিল, অফিসিয়াল সিক্রেট্স্ বিল, মাদ্রাজ মিউনিসিপ্যাল বিল ইত্যাদির প্রতিবাদ করেন এবং ভারতীয় ব্যবসায়-বাণিজ্যে ব্রিটিশ শোষণ-নীতির ফলে দেশীয় শিল্পের শোচনীয় পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। বর্ষীয়ান রাজনীতিকদের মধ্যে যাঁরা মধ্যপন্থা থেকে সরে যাচ্ছিলেন, এই বক্তৃতায় তাঁরাও সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ২০.১২.১৮৯২ খ্রী. টাউন হলে তাঁর প্রদত্ত জুরির বিচার লোপ করার বিরুদ্ধে বক্তৃতার ফলেই সরকার ১৮৯৩ খ্রী. জুরিপ্রথা পুনঃপ্রবর্তিত করতে বাধ্য হয়। স্বনামধন্য মনোমোহন ঘোষ তাঁর অগ্রজ। তিনি প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তায় গুরুত্ব দিতেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ—'Thesis on Terminalia Arjune' (১৯০৯)। [৪,৮,২৫,২৬]

লালমোহন বিদ্যানিধি (১৮৪৫ - ২৮.৯.১৯১৬) মহেশপুর—নদীয়া। রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। সংস্কৃত কলেজ থেকে কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, ন্যায় প্রভৃতি অধ্যয়ন করে ১৮৬৮ খ্রী. 'বিদ্যানিধি' উপাধি পান। এই বছরই কটক কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক ও পরে স্কুলসমূহের জেলা ডেপুটি ইন্স্পেক্টর হন। ১৮৭২ - ৮৮ খ্রী. পর্যন্ত নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় কখনও স্কুলসমূহের তত্ত্বাবধায়ক, আবার কখনও ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এই সময় গ্রন্থাদি রচনা করেন। ১৮৮৮ - ১৯০১ খ্রী. পর্যন্ত হুগলী নর্ম্যাল স্কুলের হেডপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী : 'কাব্যনির্ণয়', 'সম্বন্ধ-নির্ণয়', 'ভারতীয় আর্যজাতির আদিম অবস্থা', 'মেঘদূতম্' প্রভৃতি। 'কবিকল্পদ্রুম', 'পত্র প্রবন্ধ', 'শিক্ষা-সোপান' ও 'চারু-প্রবন্ধ' তাঁর রচিত ৪ খানি স্কুলপাঠ্য পুস্তক। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় তাঁর নিবন্ধাদি প্রকাশিত হত। [৩,২৫,২৬,২৮]

লালমোহন সেন (? - অক্টো. ১৯৪৬) সন্দীপ—চট্টগ্রাম। ব্যবসায়ী পরিবারে জন্ম। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে যোগ দিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৬ বছর আন্দামান ও অন্যান্য বন্দী-নিবাসে কাটিয়ে আগস্ট ১৯৪৬ খ্রী. মুক্ত হন। কিছুদিন পর স্বগ্রামে ফিরে যান। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধ করতে গিয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে। [৭৬,৯৬]

লালসিংহ। চোয়াড়-সর্দার লালসিংহের নেতৃত্বে ৩ হাজার বিদ্রোহী ১৭৯৯ খ্রী. বীরভূমের সীমান্ত অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে জমিদার ও মহাজনদের গৃহ লুঠ করে তাদের বিক্ষোভ জানায়। [৫৬]

লালাবাবু। দ্র. **কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ**।

লালু নন্দলাল (১৮শ শতাব্দী)। খ্যাতনামা কবিয়াল। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকার মতে তাঁর জন্মস্থান সম্ভবত

চুঁচুড়া—হুগলী। গোঁজলা গুইয়ের তিনি অন্যতম সংগীত-শিষ্য এবং বিখ্যাত কবিয়াল রাসু নৃসিংহের সমকালীন ছিলেন। 'সখীসংবাদ', 'কৃষ্ণকালী', 'আগমনী' প্রভৃতি গানের রচয়িতা। তাঁর রচিত বহু লহর ও খেউড় গানও আছে। গানগুলি এখন দুষ্প্রাপ্য। একটিমাত্র পাওয়া গেছে—'হল এ সুখ-লাভ পীরিতে চিরদিন গেল কাঁদিতে।' [২০, ২৫,২৬]

লিয়াকৎ হোসেন, মৌলভী। জাতীয়তাবাদী নেতা। স্বদেশীযুগে যুবকদের নিয়ে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিয়ে শোভাযাত্রা করতেন। পুলিসের সামনে যাবার আগে সাবধান করে বলতেন 'যাদের ভয় আছে তারা সরে পড়ো। চলে যাও। এরপরে যে বা যারা ভাগবে সে বা তারা মানুষ নয়, কুকুর বেড়াল'। কারাবরণটা তাঁর কাছে ছিল 'জল-ভাত'। সাধারণ সভা সরকার আইন করে বন্ধ করলে তিনি বার বার সে আইন ভংগ করে কারারুদ্ধ হন। এই কারণেই সাধারণের মনে পুলিসের ভয় ভেঙে যায়। নিজে দণ্ডভোগ করে লোকের মনে আইন-ভাংগার ভাব জাগিয়েছিলেন। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি ও সমন্বয় সাধনে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। [১০,৯২]

লীলা দেবী (১৮৯৬ - ৩.৩.১৯৪৩) জোড়া-সাঁকো—কলিকাতা। রণেন্দ্রমোহন ঠাকুর। স্বামী—আর্যকুমার চৌধুরী। বাল্যে বিশেষ অনুরাগের সংগে সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য পাঠ করেন। তাঁর বাল্যকালের কয়েকটি কবিতা পড়ে রবীন্দ্রনাথ লিখে-ছিলেন, 'লীলার কল্পনা-লীলা এবং রচনা-লীলা আমার ভাল লেগেছে'। তাঁর একমাত্র কবিতাগ্রন্থ 'কিশলয়' ১৩২৮ ব. প্রকাশিত হয়। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'নবঘন', 'ঝরার ঝর্ণা', 'রূপহীনার রূপ' (উপন্যাস), 'সিঞ্চন' ও 'ধ্রুবা'। [৪,৫,৪৪]

লীলাবজ্র (আনু. ৮ম শতাব্দী)। পিতা মহা-চার্য ইন্দ্রভূতি। বিক্রমপুরী-বিহারের একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুণী। অবধূতাচার্য কুমারচন্দ্র যে বৌদ্ধ তান্ত্রিক টীকা-গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, লীলাবজ্র ও তিব্বতীয় শ্রমণ পুণ্যধ্বজ ঐ টীকা তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন। [৬৭]

লীলাবতী, করালী (১৯২৩ ? - ১৫.৭.১৯৭০)। ১৯৩১ খ্রী. মাত্র ৮ বছর বয়সে ষ্টার থিয়েটারে 'পরশুরাম' নাটকে তাঁর অভিনয়-জীবন শুরু। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর শ্রীরংগম রংগমঞ্চে 'দুঃখীর ইমান' নাটকে 'বিলাতী'র চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় তাঁকে বিখ্যাত করে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি রংগমঞ্চে অজস্র নাটকে ও প্রায় শতাধিক চিত্রে অভিনয় করেন। নাচ-গানেও তাঁর দক্ষতা ছিল। তাঁর শেষ মঞ্চাভিনয় বিশ্বরূপা রংগমঞ্চে 'বেগম মেরী বিশ্বাস' নাটকে। [১৭]

লীলা রায় (২.১০.১৯০০ - ১১.৬.১৯৭০) গোয়ালপাড়া—আসাম। গিরিশচন্দ্র নাগ। ১৯২১ খ্রী. মহিলাদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে পদ্মাবতী স্বর্ণপদকসহ কলিকাতা বেথুন কলেজ থেকে বি.এ. এবং ১৯২৩ খ্রী. ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করেন। ১৯২১ খ্রী. নারী ভোটাধিকার সমিতি ও ১৯২২ খ্রী. ঢাকায় উত্তরবংগ বন্যাত্রাণ কমিটির সহ-সম্পাদিকা নিযুক্ত হন। ডিসেম্বর ১৯২৩ খ্রী. মহিলাদের কল্যাণের জন্য ১২ জন সহকর্মী নিয়ে 'দীপালী সংঘ' গঠন করেন। তারপর দীপালী সংঘের উদ্যোগে পরিকল্পনা মত আরও কতকগুলি উচ্চ ও প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৬ খ্রী. 'দীপালী ছাত্রী সংঘ' নামে ছাত্রী সংগঠন (ভারতে প্রথম) এবং ১৯৩০ খ্রী. মহিলাদের আবাস 'ছাত্রীভবন' প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর অনিল রায়ের সংস্পর্শে বিপ্লবী দল 'শ্রীসংঘে' যোগ দেন। ১৩.৫.১৯৩৯ খ্রী. অনিল রায়ের সংগে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯২৮ খ্রী. কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনের সময় তাঁর উপর নারী আন্দোলনের ইতিহাস রচনার দায়িত্ব অর্পিত হয়। ১৯৩১ খ্রী. 'জয়শ্রী' নামে মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ২০.১২.১৯৩১ খ্রী. পুলিস তাঁকে বেংগল অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার করে ১৯৩৮ খ্রী. পর্যন্ত আটক রাখে। মুক্ত হয়ে নেতাজীর জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির মহিলা সাব-কমিটির সদস্যা হন। ১৯৪১ খ্রী. নেতাজীর অন্তর্ধানের পর অনিল রায় এবং তিনি উত্তর ভারতে ফরোয়ার্ড ব্লক সংগঠনের দায়িত্ব নেন। মার্চ ১৯৪২ খ্রী. পুনর্বার গ্রেপ্তার হন। দেশবিভাগের বিরোধিতা করে তিনি এবং অনিল রায় ঢাকাতেই থাকেন, কিন্তু দলের সংগঠনের দায়িত্ব পড়ায় ভারতে এসে উদ্বাস্তুদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বাঙলার অন্যতম প্রতিনিধিরূপে ভারতীয় গণ-পরিষদের সদস্যা ছিলেন। মৃত্যুর আগে ২৯ মাস সংজ্ঞাহীন হয়ে হাসপাতালে ছিলেন। [১৬]

লেবেডেফ, হেরাসিম (১৭৪৯ - ১৮১৮)। ইউ-ক্রেনের (রাশিয়া) এক চাষী পরিবারের ছেলে। সংগীত-প্রতিভা ছিল সহজাত। সংগীতে দক্ষতার জন্য তিনি যৌবনে এক রাজপুরুষের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর সংগে ইটালীতে যান। ক্রমে ঘুরতে ঘুরতে প্যারিস হয়ে লণ্ডনে পৌঁছান। সেখানে তিনি ভারতীয় পণ্যসম্ভারে পূর্ণ দোকান

দেখেন। এখান থেকে যাত্রীবাহী জাহাজে ১৫.৮. ১৮৭৫ খ্রী. মাদ্রাজ পেঁছান। এখানকার মেয়র কর্তৃক তিনি সংবর্ধিত হন এবং কয়েকটি আসরে সংগীত পরিবেশন করে কিছু অর্থ সংগ্রহ করেন। কিন্তু এখানে রক্ষণশীল সমাজে প্রবেশাধিকার না পেয়ে কলিকাতায় আসেন। এ শহরের একমাত্র রুশ চিকিৎসকের সাহায্যে স্থানীয় সমাজে সংগীতজ্ঞ-রূপে প্রতিষ্ঠা পান। তাঁর আসরের টিকিট মূল্য ছিল ১২ টাকা। তিনিই প্রথম পাশ্চাত্য যন্ত্রে ভারতীয় সুর বাজিয়ে শোনান। একজন রাজদ্রোহী ভারতীয়কে আশ্রয় দিয়ে দেশীয় লোকের বিশ্বাস-ভাজন এবং ইংরেজদের বিরাগভাজন হন। গোলোক দাস নামে একজন স্কুল শিক্ষক তাঁর কাছে পাশ্চাত্য সংগীত শিখতে ও বিনিময়ে বাংলা ভাষা শেখাতে থাকেন। লেবেডেফ বাংলা শিখে এই ভাষায় একটি ব্যাকরণ রচনা করেন। এটি ১৮০১ খ্রী. বিলাতে ছাপা হয়। তিনি ক্রমে 'বাংলা অভিধান', 'কথোপ-কথন গ্রন্থ', 'বীজগণিত', 'বাংলা পঞ্জিকার অংশ', 'ভারতচন্দ্রের কাব্য', নাটকের অনুবাদ ও একটি আত্মজীবনী রচনা করেন। ভারতচন্দ্রের রচনা রুশ-দেশে প্রচারের জন্য লণ্ডনস্থ রুশ রাষ্ট্রদূতকে পত্র লেখেন। মলিয়ের একটি নাটক ও ইংরেজী থেকে জড্রেলের নাটক 'দি ডিস্‌গাইজ' বাংলায় অনুবাদ করেন। কলিকাতা শহরের ডোমতলায় (এজরা স্ট্রীট) একটি রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং বাঙালী অভিনেতা ও অভিনেত্রী নিয়ে ২৭.১১. ১৭৯৫ খ্রী. ভারতে প্রথম দেশী থিয়েটারের অনুষ্ঠান করেন। এই সময় বিশিষ্ট ইংরেজদের জন্য মূল্য-বান আসনের দুইটি থিয়েটার ছিল। লেবেডেফের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত ইংরেজগণ প্রত্যক্ষভাবে জোসেফ ব্যাটেল নামে সীন পেণ্টার ও মিঃ হে নামে এক রাজকর্মচারীর সাহায্যে লেবেডেফের থিয়েটার আগুন লাগিয়ে নষ্ট করে দেয়। একজন ইংরেজ মহিলার সঙ্গে প্রণয় ও ব্যর্থতা লেবেডেফের জীবনের অন্য-তম বিপর্যয়। ঋণের দায়ে তাঁকে আদালতে যেতে হয়। সবশেষে ব্রিটিশ কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তাঁকে কলিকাতা ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। শেষ-জীবনে স্বদেশে ফিরে পররাষ্ট্র দপ্তরে কাজ করেন। লেবেডেফ রুশদেশে ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির প্রচারের জন্য সম্রাটকে পত্র দিয়েছিলেন। [৩,১৭]

লোকনাথ ন্যায়পঞ্চানন (১৯শ শতাব্দী) নলচিড়া —বাখরগঞ্জ। শংকর তর্কবাগীশের ছাত্র সুকবি লোকনাথ পূর্ববঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ছিলেন। বাকলার জগন্নাথ পঞ্চাননের সময় নলচিড়া 'নিম-নবদ্বীপ' নামে বিখ্যাত হয়েছিল। লোকনাথ ন্যায়পঞ্চাননের ছাত্রদের মধ্যে বাকলা উজিরপুরের 'দেবাংশু' পণ্ডিত গৌরীনাথ তর্কবাগীশ, নড়াইলের রতনরায়ের সভাপণ্ডিত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, স্মার্তপ্রবর পার্বতীনাথ তর্কসিদ্ধান্তের নাম উল্লেখযোগ্য। [৯০]

লোকনাথ বল (১৯০৭ ? - ১৯৬৪) কানুনগো-পাড়া—চট্টগ্রাম। প্রাণকৃষ্ণ। সুন্দর স্বাস্থ্যের অধি-কারী এই বিপ্লবী সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ১৮.৪.১৯৩০ খ্রী. তাঁর নেতৃত্বে একটি দল চট্টগ্রাম এ.এফ.আই. অস্ত্রাগার দখল করে। কয়েকজন বিচ্ছিন্ন হবার পর এই বিপ্লবী বাহিনী ২২.৪.১৯৩০ খ্রী. জালালাবাদ পাহাড়ে লোকনাথের সর্বাধিনায়কত্বে ব্রিটিশ সৈন্য ও পুলিসের এক বিপুল বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী হয়। এই যুদ্ধে তাঁর অনুজ দলের সর্বকনিষ্ঠ টেগরা (হরিগোপাল) আরও ১০ জনের সঙ্গে শহীদ হন। তিনি আত্মগোপনের জন্য কলিকাতায় এসে চন্দননগরে আশ্রয় পান। ১.৯.১৯৩০ খ্রী. এই আস্তানা টেগার্টের নেতৃত্বে এক পুলিস বাহিনী কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়। তিনি ও ৩ জন সংগী মধ্যরাত্রে গুলি চালিয়ে বেষ্টনী ভেদ করার চেষ্টায় জীবন (মাখন) ঘোষাল নিহত ও লোকনাথ সহ অপর ২ জন গ্রেপ্তার হন। ১.৩.১৯৩২ খ্রী. অন্যান্য সহযোদ্ধাদের সঙ্গে তিনি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড পান। ১৯৪৬ খ্রী. মুক্তির পর কিছুদিন মানবেন্দ্রনাথের র‍্যাডিকেল পার্টিতে ও শেষে কংগ্রেসে যোগ দেন। পরে রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। কলিকাতা কর্পোরেশনে দুর্নীতি দমন অফিসার হয়ে কাজে যোগ দেন। ডেপুটি কমিশনার পদে থাকার সময় বাড়ি ফেরার পথে গাড়ীতেই অকস্মাৎ মারা যান। [৪,৯৬]

লোকনাথ ব্রহ্মচারী (১৭৩১ - ১৮৯০)। জন্ম-স্থান সম্পর্কে চব্বিশ পরগনার ৩টি গ্রামের নাম পাওয়া যায়, যথা—কচুয়া, চৌরাম্বী-কলা ও চাকলা। পিতা—রামনারায়ণ ঘোষাল। ১২ বছর বয়সে উপ-নয়ন দীক্ষার পর কালীঘাট নিবাসী সাধক পণ্ডিত ভগবান গাঙ্গুলীর কাছে শিক্ষা শুরু করেন। এই পণ্ডিত শিষ্য লোকনাথ সহ লোকালয় ত্যাগ করে হিমালয়ের উদ্দেশে রওনা হন। ভ্রমণকালে হিতলাল মিশ্র নামে এক উচ্চস্তরের সাধকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এই সময় ভগবান গাঙ্গুলীর মৃত্যু হলে হিতলাল মিশ্রের সঙ্গে তিনি হিমালয় ও সম্ভবত তিব্বত অঞ্চলে ভ্রমণ ও যোগাভ্যাস করেন। ঢাকায় বারদীর আশ্রমে আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। শোনা যায়, এই যোগী ব্যাঘ্র ইত্যাদি হিংস্র প্রাণী, পাখী, মক্ষিকা, পিঁপড়াদের ভালবাসায় বশ করতেন। বারদীর আশ্রম

দরিদ্রের আশ্রম হিসাবে পরিচিত। এখানে ধনী দরিদ্রের সমান ব্যবহার ছিল। একাদিক্রমে ২৭ বছর এই আশ্রমে বাস করেছেন। 'বারদীর ব্রহ্মচারী' নামে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তাঁর আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে বিভিন্ন পুস্তকে বিভিন্ন সময় উল্লিখিত আছে। [২৫,২৬,৩৯]

লোচনানন্দ দাস (১৬শ শতাব্দী) কোগ্রাম—বর্ধমান। কমলাকর। বিখ্যাত চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি শ্রীখণ্ড বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতা নরহরি সরকারের শিষ্য ছিলেন। গীতিকার হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। লোচনানন্দ দাস বিরচিত গৌরলীলা বিষয়ক 'ধামালি'র পদগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ। [৩]

শঙ্কর তর্কবাগীশ (১৭২৩ ? - ১৮১৬ ?)। পারিবারিক প্রবাদ অনুসারে তাঁর পিতা যদুরাম সার্বভৌম মুর্শিদাবাদ অঞ্চল থেকে অনুমান ১৭০০ খ্রী. নবদ্বীপ আসেন। ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত তিনি কর্কশ তর্কশাস্ত্রে প্রতিভার মুখ্য অবতার ছিলেন। ১৭৯১ খ্রী. তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর সম্বন্ধে লিখিত বিবরণ—'Shunkur Pundit is the head of the college of Nuddea, and allowed to be the first philosopher and scholar in the whole University ; his name inspired the youth with the love of virtue, the *pundit* with the love of learning, and the greatest Rajahs, with its own veneration'। পিতার কাছে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক পদে সুদীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বাঙালী প্রতিভার মূর্ত প্রতীকরূপে ভারতের সর্বত্র অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করেন। নানা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্যই তাঁর চতুষ্পাঠীতে ছাত্রসংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল। ছাত্রদের মধ্যে বিদেশীও ছিল। তাঁর ৪ জন নবদ্বীপবাসী শ্রেষ্ঠ ছাত্র 'নাথচতুষ্টয়' নামে পরিচিত ছিলেন। শিবনাথ বাচস্পতি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র। অনেকের মতে তিনি রঘুনাথ শিরোমণির বংশধর। তিনি নবদ্বীপরাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও বর্ধমানরাজ তিলকচাঁদের দানভাজন ছিলেন। [৯০]

শঙ্করনাথ রায় (১৯১১ - ?) নবগ্রাম—ঢাকা। যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। প্রকৃত নাম প্রমথনাথ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম.এ. পাশ করে কলিকাতায় কর্মজীবন শুরু করেন। 'নবযুগ' পত্রিকার সহ-সম্পাদক কালীপদ গুহরায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্রে তিনি বৃহত্তর সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচিত হন। প্রথম দিকে ইংরেজীতে প্রবন্ধ লেখায় আগ্রহী ছিলেন। পরে শঙ্করনাথ নামে তিনি ভারতের সিদ্ধসাধকদের জীবন-কাহিনী বাংলায় লিখে 'হিমাদ্রি' পত্রিকায় প্রকাশ করতে থাকেন। তাঁর রচিত দ্বাদশ খণ্ড 'ভারতের সাধক', দুই খণ্ড 'ভারতের সাধিকা' এবং 'সাধুসন্তের মহাসংগমে' এই ১৫টি গ্রন্থকে ভারতের অধ্যাত্ম-সাধকদের জীবনের মহাকাব্য বলা যায়। এই গ্রন্থগুলিতে যোগী, তান্ত্রিক, বৈদান্তিক, বৈষ্ণব, মরমিয়া প্রভৃতি সব শ্রেণীর সাধকদের জীবন-আলেখ্য তিনি উপস্থিত করেছেন। ১৯৬৪ খ্রী. তাঁকে রবীন্দ্র পুরস্কার দেওয়া হয়। [১৫৫]

শঙ্করানন্দ ব্রহ্মচারী। চন্দননগর—হুগলী। পূর্বনাম—উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ', 'জীবের সাধ্য ও সাধনা', 'চণ্ডীদাসের জন্মস্থান', 'মানুষ ও গ্রামের প্রাচীনত্ব ও পুরাতত্ত্বের আবিষ্কার', 'আমাদের জাতীয় ইতিহাসের দিগ্‌দর্শন', 'A Brief History of the Bengal Brahmin', 'The Grandeur of the Vedas' প্রভৃতি। [৪]

শচীদুলাল দাশগুপ্ত (১৯১২ - ৭.৪.১৯৬৬)। ১৯৩৬ খ্রী. কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে ট্রাইপস্ এবং ১৯৪৩ খ্রী. মাদ্রাজ থেকে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা লাভ করেন। ১৯৪৬ খ্রী. তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। এখানে তিনি গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৬০ খ্রী. ১৪শ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে মূল সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। বহুদিন অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। [১৪৯]

শচীন বসু (? - ২৮.১০.১৩৪৭ ব.)। স্বদেশী আন্দোলন-কালের প্রভাবশালী ছাত্রনেতা। রিপন কলেজের ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শচীন বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৯০৮ খ্রী. তিনি ৩নং রেগুলেশন আইনে রাওয়ালপিণ্ডি জেলে আটক হন। অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি স্থাপন-কালে কৃষ্ণকুমার মিত্র তার সভাপতি এবং তিনি তার সম্পাদক ছিলেন। 'ব্যবসা ও বাণিজ্য' পত্রিকার সম্পাদক থাকা কালে তাঁর মৃত্যু হয়। [৫,৯২]

শচীনন্দন দাস (১৮৫৬ ? - ১৯২৬ ?) মাণিক্যহার—মুর্শিদাবাদ। পিতা—মৃদঙ্গবাদক বনমালী। তিনি পিতার কাছে মৃদঙ্গ ও মাণিক্যহারের কৃষ্ণসুন্দর ঠাকুরের কাছে কীর্তন শেখেন। পরে পিতার সহায়তায় সম্প্রদায় গঠন করেন। 'বাঙ্গালার বিখ্যাত কীর্তন গায়কগণের মধ্যে শচীনন্দন অন্যতম। অনেকেই তাহাকে বড় মূলগায়ক রসিক দাসের পরেই স্থান দিতেন'। [২৭]

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (৬.৯.১৯২০ - ?) কলিকাতা। সতীশচন্দ্র। ১৯৪২ খ্রী. বি.এ. পাশ করেন। কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে সাহিত্যিক জীবনের আরম্ভ। ক্রমে গল্প, উপন্যাস ও নাটক রচনা করেন। ১৯৪১ খ্রী. তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক 'উত্তরাধিকার' প্রমথেশ বড়ুয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় ওয়াই.এম.সি.এ. হলে মঞ্চস্থ হয়। ১৯৪৫ খ্রী. সর্বভারতীয় বেতার নাট্য প্রতিযোগিতায় নাটক রচনার জন্য পুরস্কৃত হন। সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি-স্বরূপ ১৯৬৬ খ্রী. 'অমৃত পুরস্কার' লাভ করেন। সাহিত্যের ভৌগোলিক সীমা সম্প্রসারণ, বিশেষত সমুদ্র ও দ্বীপ-দ্বীপান্তর নিয়ে সার্থক ও মৌলিক রচনায় তাঁর কৃতিত্ব আছে। তাঁর রচিত প্রায় ৪০ খানা গ্রন্থের মধ্যে শিশুদের উপযোগী বইও কিছু আছে। কয়েকখানি গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'দ্বিতীয় অন্তর', 'সাগরিকা', 'সীমান্ত শিবির', 'দেবকন্যা', 'সিন্ধুর টিপ', 'জনপদবধূ', 'কর্ণাটরাগ', 'পদমঞ্জরী' প্রভৃতি। [১৪৯]

শচীন্দ্রনাথ বারিক (? - ৮.১২.১৯৪৫) বড় সুবর্ণপুর—মেদিনীপুর। বন্দী ভারতীয় জাতীয় সৈন্যদের (I.N.A.) মুক্তির দাবিতে সংগঠিত বিক্ষোভ-মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। মিছিলের ওপর পুলিসের যে গুলি চলে তাতে আহত হয়ে তিনি ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

শচীন্দ্রনাথ মিত্র (৩১.১২.১৯০৯ - ৩.৯.১৯৪৭)। ১৯২৮ খ্রী. সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করার জন্য তাঁকে কলেজ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। গান্ধীবাদী শচীন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধের জন্য শান্তি মিছিল বের করবার সময় গুন্ডার ছুরিকাঘাতে মারা যান। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের প্রধান উদ্যোক্তা ও সম্পাদক ছিলেন। সঙ্ঘের প্রযোজনায় 'অভ্যুদয়' নৃত্যনাট্য ১৯৪৫/৪৬ খ্রীষ্টাব্দে জনপ্রিয় হয়েছিল। [১০]

শচীন্দ্রনাথ সান্যাল (১৮৯৩ - জানু. ১৯৪৫) বারাণসী—উত্তরপ্রদেশ। হরিনাথ। বারাণসীতে বাঙালীটোলা স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ১৯০৭ খ্রী. কলিকাতায় গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে ১৯০৯ খ্রী. বারাণসীতে 'ইয়ং ম্যান্‌স্ অ্যাসোসিয়েশন' নামে এক বিপ্লবী দল গঠন করেন। পরে প্রতুল গাঙ্গুলী, রাসবিহারী বসু প্রমুখদের সঙ্গে পরিচিত হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যুক্তপ্রদেশের বিপ্লবী কর্মী নগেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে গিরিজাবাবুর মতই রাসবিহারী বসুর সহকারী হয়ে ভারতীয় সৈন্য-দলের, বিশেষ করে ৭ম রাজপুত রেজিমেণ্টের সাহায্যে ব্রিটিশ সরকার উচ্ছেদের পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করেন। লাহোর ও বেনারস ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়ে ১৯১৫ খ্রী. যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। আন্দামান থেকে ১৯২০ খ্রী. মুক্তি পাবার পর পুনরায় বিপ্লবী সংগঠনে উদ্যোগী হন। তিনি উত্তরপ্রদেশ অঞ্চলে 'হিন্দুস্থান রিপাব্লিকান অ্যাসোসিয়েশনে'র অন্যতম প্রতি-ষ্ঠাতা। ২৫.২.১৯২৫ খ্রী. বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানী করে দেশকে মুক্ত করার চেষ্টায় গ্রেপ্তার হয়ে ২ বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। এইসময়েই কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে তাঁকে ৬.৪.১৯২৭ খ্রী. পুনরায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হয়। ১৯৩৭ খ্রী. মুক্তি পেলেও জাপানের সাহায্যে ভারতকে মুক্ত করবার ষড়যন্ত্রকারী সন্দেহে ১৯৪১ খ্রী. পুনর্বার গ্রেপ্তার হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জেলের মধ্যে যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হলে সরকার তাঁকে মুক্তি দেয়। গোরখপুরে অন্তরীণ থাকা কালে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি বহু প্রবন্ধ ও পুস্তিকাদি রচনা করেন। তাঁর রচিত 'বন্দীজীবন' গ্রন্থ এক সময় বিপ্লবীদের যথেষ্ট প্রেরণা দিয়েছে। কিছুদিন তিনি 'অগ্রগামী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। [৪২,৪৩,৫৪,১০৪,১২৪]

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৯২ - ?) সেনহাটি—খুলনা। রংপুরে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ১৯০৫ খ্রী. স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। জাতীয় বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পাশ করে বি.এ. পর্যন্ত পড়েন। জাতীয় কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। সাপ্তাহিক 'হিতবাদী', 'বিজলী', 'আত্ম-শক্তি' প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। দৈনিক 'কৃষক' ও 'ভারত' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক : 'সিরাজদ্দৌলা', 'গৈরিক পতাকা', 'রক্তকমল' প্রভৃতি। শচীন্দ্রনাথের পরিচয় প্রধানত নাট্যকাররূপেই। তাঁর রচিত বিভিন্ন নাটকে জাতীয়তাবোধের উদ্দীপনা ছিল। তাঁর কয়েকটি সামাজিক নাটকও মঞ্চে সাফল্যলাভ করে। [৪]

শচীন্দ্রলাল করগুপ্ত (ফেব্রু. ১৯০৬ - ১১.৫.১৯৭৫) নলচিড়া—বরিশাল। রাসবিহারী। ছাত্র-জীবনেই তিনি বরিশালে প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর প্রতিষ্ঠিত শঙ্কর মঠের সংস্পর্শে এসে বিপ্লবী ধারায় অনুপ্রাণিত হন। ১৯২২ খ্রী. তিনি নিজ গ্রামে 'বিবেক আশ্রম' গড়ে তুলে যুব-ছাত্রদের নৈতিক ও চারিত্রিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। ১৯২৮ খ্রী. কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধি-বেশনে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগ দেন। ১৯২৯ খ্রী. শেষের দিকে মেছুয়াবাজার বোমা মামলায় তিনি প্রথম কারারুদ্ধ হন। ৮.২.১৯৩১ খ্রী. দীনেশ মজুমদার ও সুশীল দাশগুপ্তের সঙ্গে

তিনি মেদিনীপুর জেল ভেঙে পালিয়ে আসেন। পলাতক অবস্থায় বাঙলার বিভিন্ন জেলায় বিপ্লবী আন্দোলন সংগঠিত করার সময় ধরা পড়ে দ্বীপান্তরিত হন। আন্দামানের সেলুলার জেলে বন্দীদের প্রতি অত্যাচারের প্রতিবাদে যে অনশন ধর্মঘট হয়েছিল তিনি তাতে অংশ নেন। ৫ বছর পর আলীপুর জেলে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়। এখানে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন। ১৯৪৫ খ্রী. তিনি কারামুক্ত হন এবং ১৯৪৬ খ্রী. এক বিবৃতি দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সংস্রব ত্যাগ করেন। ১৯৪৭-৪৯ খ্রী. পর্যন্ত তিনি দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন—তখন তিনি এ.আই.সি.সি.-র সদস্য। ১৯৪৯ খ্রী. তিনি উদ্বাস্তুদের মধ্যে সেবাকাজ করার উদ্দেশ্যে হরিপুরে (কল্যাণগড়) আসেন। এই বছরের শেষে কুচবিহারে ভুখা মিছিলে পুলিসের গুলি বর্ষণের ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি রাজনীতির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেন। ডিসেম্বর ১৯৪৯ খ্রী. হাবড়ার নিকটবর্তী হাটথুবা অঞ্চলে স্থানীয় হাজী এলাহি বক্স সাহেবের প্রদত্ত ৭৫ শতক জমিতে 'গ্রাম সেবা সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করে আমৃত্যু সঙ্ঘের কাজ করে গেছেন। তাছাড়া হাবড়ার প্রতিটি শিক্ষা এবং সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। [১৪৯]

শতদলবাসিনী বিশ্বাস (১৮৮৩-১৯১১) ফরিদপুর। 'বেহুলা', 'বাংলার ব্রতকথা', 'সন্তানপালন' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িত্রী। [২৫,২৬]

শফিকুর রহমান (?-২২.২.১৯৫২) পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনের শহীদ। ২১ ফেব্রুয়ারী ভাষা আন্দোলনে পুলিসের গুলিতে নিহত শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ঢাকার রাজপথে যে বিরাট শোভাযাত্রা বার হয় তার ওপর পুলিসের গুলি চললে তিনি নিহত হন। [১৭]

শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি (?-১৮৪২) উজীরপুর—বরিশাল। ১৮২৬ খ্রী. কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের বেদান্তের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। টালার বাগানে তাঁর চতুষ্পাঠী ছিল। সদানন্দকৃত 'বেদান্তসার' সংশোধন করে ১৮২৯ খ্রী. প্রকাশ করেছিলেন। [৪,৬৪]

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (৮.৫.১৮৩৯-৭.২.১৮৯৪) বরাহনগর—চব্বিশ পরগনা। মথুরামোহন। কলিকাতার ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী ও হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে ইংরেজীতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কলেজে থাকা কালে বন্ধু কৃষ্ণদাস পালের সহযোগিতায় 'ক্যালকাটা মান্থলি ম্যাগাজিন' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এরপর 'দি মর্নিং ক্রনিক্‌ল' এবং 'দি হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কলেজের ছাত্রাবস্থায় ১৮৫৭ খ্রী. সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে তাঁর রচনা ঐ বছরেই প্রথমে লণ্ডনে এবং পরে কলিকাতায় প্রকাশিত হয়। মাত্র ১৮ বছর বয়সে রচিত এই পুস্তিকা 'The Mutinies and the People' তাঁর রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচায়ক। ১৮৫৮ খ্রী. 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার প্রথমে সহকারী ও পরে সম্পাদক হন। ফেব্রুয়ারী ১৮৬১ খ্রী. 'মুখার্জীস্ ম্যাগাজিন' নামে বিখ্যাত পত্রিকা প্রকাশ করে সংবাদ জগতে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় আইনে অসাধারণ দক্ষতার জন্য বহুবার তাঁকে প্রিয় সাংবাদিকতা ছেড়ে দেশীয় ভূম্যধিকারীদের মন্ত্রণাদাতার কাজ করতে হয়েছে। ১৮৬৪ খ্রী. মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিমের দেওয়ান, ১৮৬৮ খ্রী. কাশীপুরের রাজার সেক্রেটারী এবং ১৮৬৯ খ্রী. রামপুরের নবাবের সেক্রেটারী নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৭৭ খ্রী. ত্রিপুরা মহারাজের মন্ত্রী হন। ১৮৮২ খ্রী. 'Reis and Rayyet' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করে আমরণ পরিচালনা করেন। লক্ষ্ণৌয়ের 'তালুকদারস্ অ্যাসোসিয়েশনে'র সেক্রেটারী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং একজন প্রথম শ্রেণীর অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ১৮৭৫ খ্রী. বিশিষ্ট নেতৃবর্গের উদ্যোগে 'ইণ্ডিয়ান লীগ' প্রতিষ্ঠিত হলে শম্ভুচন্দ্রকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অ্যালান অক্টাভিয়স হিউম তাঁর রাজনৈতিক জ্ঞানের জন্য তাঁকে 'গুরুজী' বলে সম্বোধন করতেন। তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁর আন্তরিক যোগ ছিল। জীবনের শেষভাগে ব্রিটিশ ন্যায়বিচারে শ্রদ্ধা হারিয়েছিলেন ব'লে স্টুয়ার্ট বেইলী নামে বাঙলার লাট কর্তৃক সরকারী উপাধি দানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনিই একমাত্র হিন্দু নেতা যিনি অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের জন্য ১৮৭৭ খ্রী. রুশ-তুর্কী যুদ্ধকালে মুসলমান নেতাদের সঙ্গে নবাব আব্দুল লতিফ বাহাদুরের সভাপতিত্বে প্রকাশ্য সভা করেন। তাঁর মৃত্যুতে মৌলভী সৈয়দ খাঁন বলেন, 'আমাদের সম্প্রদায়ের দুর্ভাগ্য...'। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'a de facto Doctor of Literature and a profound observer and judge of men'। তিনি আমেরিকান ইউনিভার্সিটি থেকে হোমিওপ্যাথিতে 'এম.ডি.' উপাধি পেয়েছিলেন। বঙ্গীয় সিভিলিয়ান স্কীন সাহেব 'An Indian Journalist' নামে শম্ভুচন্দ্রের একটি জীবনচরিত রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'On the Causes of the Mutiny', 'Mr. Wilson, Lord Canning and the Income Tax', 'The Career of an

Indian Princess', 'The Prince in India and to India' প্রভৃতি। [৭,৮,২৫,২৬]

শম্ভুচন্দ্র শেঠ (?-১৮৮৩?) চন্দননগর—হুগলী। রাধামোহন। প্রকৃত উপাধি নন্দী, নবাব-প্রদত্ত উপাধি শেঠ। সামান্য লেখাপড়া শেখেন। ১ হাজার টাকা মূলধন নিয়ে বড়বাজারে লোহার দোকান খোলেন। এ দোকানই পরে 'শেঠ অ্যান্ড সন্স' নামে পরিচিত হয় এবং লোহা ও ইস্পাতের ব্যবসায়ে শীর্ষস্থান অধিকার করে। ভারতের বাইরে বেলজিয়ম, জার্মানী, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশের সঙ্গেও এই প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। তিনিই পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে লোহা এবং ইস্পাত আমদানী ব্যবসায় স্থাপন করে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের পথ প্রদর্শন করেন। [৩১]

শম্ভুনাথ পণ্ডিত (১৮২০-৬.৬.১৮৬৭) ভবানীপুর—কলিকাতা। সদাশিব পণ্ডিত। কাশ্মীরী পণ্ডিত বংশের সন্তান। শম্ভুনাথ খুল্লতাতের কাছে পালিত হন এবং তাঁরই ইচ্ছায় লক্ষ্ণৌ থেকে উর্দু ও ফারসী শেখেন। ১৪ বছর বয়সে কলিকাতায় ফিরে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে ভর্তি হন। ১৮৪১ খ্রী. স্কুল ত্যাগ করে সদর দেওয়ানী কোর্টের সহকারী রেকর্ড-কিপার নিযুক্ত হন। এখানে আইন বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ১৮৪৫ খ্রী. রবার্ট বার্লোর অধীনে ডিক্রীজারির মুহরীর পদ পান। এই সময়ে ডিক্রীজারির আইন সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ রচনা করে আইনের দোষগুলির সমালোচনা করেন। ফলে তিনি সরকারের নিকট পরিচিত হন এবং তাঁরই নির্দেশমত দোষগুলি সংশোধিত হয়। ১৮৪৮ খ্রী. আইন পরীক্ষা পাশ করে অল্পদিনেই ফৌজদারী উকিলরূপে খ্যাত হন। মার্চ ১৮৫৩ খ্রী. জুনিয়র সরকারী উকিল, ১৮৫৫ খ্রী. কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন অধ্যাপক এবং ১৮৬১ খ্রী. সিনিয়র সরকারী উকিল হন। ১৮৬২ খ্রী. হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হলে এদেশীয় প্রথম বিচারপতিরূপে আমৃত্যু কাজ করেন। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় আইন বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করতেন। ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি এবং ৩১.১০.১৮৫১ খ্রী. প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ছিলেন। প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন শম্ভুনাথ ১৮৪৯ খ্রী. বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিজ কন্যাকে ঐ স্কুলে প্রেরণ করেন। লাখেরাজ জমি সম্বন্ধে তাঁর মতামত এ সম্পর্কে বিচার-ব্যবস্থা সহজ করেছে। রেগুলেশন ল সম্পর্কে তাঁর রচনা এবং পিয়ার্সনের 'বাক্যাবলী' গ্রন্থে তাঁর আইন সম্পর্কে বঙ্গীকরণ উল্লেখযোগ্য। আদি ব্রাহ্মসমাজে তাঁর ঈশ্বর সম্পর্কে পুস্তিকা 'On the being of God' একটি বিখ্যাত রচনা। [৩,৭,৮,২৫,২৬]

শরচ্চন্দ্র দাশ, রায়বাহাদুর (১৮.৭.১৮৪৯-৫.১.১৯১৭) আলমপুর—চট্টগ্রাম। দীনদয়াল ওরফে মাগনদাস। প্রখ্যাত পরিব্রাজক ও আবিষ্কারক। চট্টগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৭৪ খ্রী. দার্জিলিং ভুটিয়া বোর্ডিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন এবং এখানেই তিব্বতী ভাষা শেখেন। ১৮৭৯ খ্রী. এবং ১৮৮১ খ্রী. তিব্বতের রাজধানী লাসায় যান। প্রথমবার যখন তিব্বতে যান সে সময়ে তিব্বতে বিদেশী লোকের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল। তাই সেখানকার প্রাচীন পুথিপত্র এবং ধর্ম ও পৌরাণিক তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য অতি সন্তর্পণে বিপজ্জনক পথে তাঁকে যেতে হয়েছিল। দ্বিতীয়বার লাসায় তিনি ত্রয়োদশ দালাই লামার দর্শনলাভে সমর্থ হন। তিব্বতী ভাষা ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে লামারা তাঁকে 'পুণ্ডিবলা' অর্থাৎ পণ্ডিত মশাই বলে সম্বোধন করতেন। তিব্বত ভ্রমণকালে তিনি হিমালয় গিরিশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘার ও তিব্বতের বহু অজানা ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ করেন এবং বহু পুথিপত্র নিয়ে দেশে ফেরেন। ১৮৮৪ খ্রী. বাঙলা সরকারের অন্যতম সেক্রেটারী মেকলে সাহেবের সঙ্গে সিকিম, ১৮৮৫ খ্রী. চীনের পিকিং ও ১৯১৫ খ্রী. জাপান ভ্রমণে যান। চীনে বেশীর ভাগ সময় চীনা লামাদের পোশাকে লামাদের বৌদ্ধমঠেই কাটিয়েছেন। সেজন্য লামারা তাঁকে 'কাচেন-লামা' বা 'কাশ্মীরী-লামা' অর্থাৎ কাশ্মীর হইতে আগত লামা আখ্যা দিয়েছিল। ১৮৮৭ খ্রী. বৌদ্ধধর্ম অধ্যয়নের জন্য তিনি শ্যাম দেশে যান এবং সেখানকার রাজা তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'তুষিতমত' পদক উপহার দেন। ১৮৮১-১৯০০ খ্রী. পর্যন্ত বাঙলা সরকারের তিব্বতী ভাষার অনুবাদক ছিলেন। ১৮৯২ খ্রী. 'Buddhist Text Society' স্থাপন করেন। ১৯০২ খ্রী. 'Tibetan-English Dictionary' গ্রন্থ রচনা শেষ করেন। ১৮৯৯ খ্রী. লণ্ডনের 'রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি' তাঁর রচিত 'তিব্বত ভ্রমণ বৃত্তান্ত' গ্রন্থ প্রকাশ করেন ও ঐ সোসাইটি কর্তৃক তিনি পুরস্কৃত হন। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'Journey to Lhasa and Central Tibet', 'Indian Pandits in the Land of Snow', 'বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা' প্রভৃতি। [৩,১৭,২৫,২৬,৩০]

শরচ্চন্দ্র দেব (১৬.১০.১৮৫৮-?) হরিনাভি—চব্বিশ পরগনা। নন্দলাল। হরিনাভি ইংরেজী

বিদ্যালয়, মেট্রোপলিটান কলেজ ও সংস্কৃত কলেজে কিছুদিন পড়ে তারানাথ তর্কবাচস্পতির কাছে সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ শেখেন। কালিদাস পালের কাছে ড্রয়িং শিক্ষা শুরু করে ১২৯৪ ব. গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলে ভর্তি হয়ে ৭ বছর শিক্ষালাভ করেন। ১৩০১ ব. ঢাকার নীলকান্ত ভট্টাচার্যের কাছে জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করে 'জ্যোতির্বিশারদ' এবং ১৩০২ ব. ঢাকার মহেন্দ্র নারায়ণ ভাবসাগরের কাছে কবিরাজী শিক্ষা করে 'কবিরত্ন' উপাধি পান। ফোটোগ্রাফিও জানতেন। নিজ গ্রাম হরিনাভিতে তিনি সাহিত্য উৎসাহিনী সভা ও একটি পুস্তকালয় এবং ব্যায়ামশালা প্রতিষ্ঠা করেন। রাজকৃষ্ণ রায়ের যত্নে ও সহায়তায় 'ভারতকোষ' পত্রিকা প্রকাশ করেন (১২৯৯ ব.)। স্বরচিত অনেকগুলি নাটক ও প্রহসনের অভিনয় কাজের জন্য তিনি রাজকৃষ্ণ রায়ের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। ঢাকা কলেজের ড্রয়িং শিক্ষক ও পরে কলিকাতার গভর্নমেন্ট নর্ম্যাল স্কুলের ড্রয়িং শিক্ষক ছিলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর রচিত 'কনকলতা' (উপন্যাস), 'কলিকাতার ইতিহাস', 'রামচরিত', 'পাণ্ডবচরিত', 'চিত্রবিদ্যা' ও বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি গুরু-দত্ত উপদেশসকল সঙ্কলনপূর্বক পারাশরীয় 'জ্যোতিষকল্পতরু' গ্রন্থ রচনা করেন এবং 'জ্যোতির্বিদ' পত্রে 'জ্যোতিষতত্ত্ব' লিখতেন। [২০]

শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী (১৮৬২ - ১৯১৫ ?) নবদ্বীপ। পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ। কৈলাসচন্দ্র তর্করত্নের ও কৃষ্ণকান্ত শিরোরত্নের চতুষ্পাঠীতে, বেনারস কলেজের সংস্কৃত বিভাগে এবং যদুনাথ বিদ্যারত্নের চতুষ্পাঠীতে শিক্ষালাভ করেন। তারপর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য রাজশাহীতে এক ইংরেজী বিদ্যালয়ে পণ্ডিতের কাজ করেন। এই সময়ও তিনি অধ্যয়নে ব্যাপৃত থাকতেন। পরে কলিকাতা সিটি কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন। দার্জিলিং হাই স্কুল, ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় ও কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষকতা করেন। সংস্কৃত ও বাংলা কবিতা রচনায় পারদর্শী ছিলেন এবং বহু পত্র-পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে। রচিত বাংলা গ্রন্থ : 'দক্ষিণাপথ ভ্রমণ' ও 'শঙ্করাচার্য চরিত'। তিনি গভর্নমেণ্টের উদ্যোগে তিব্বতী-সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান প্রণয়নের সময় রায়বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাশের সহকারিরূপে চন্দ্রকীর্তির বৃত্তির সঙ্গে নাগার্জুনকৃত মাধ্যমিক সূত্র ও করুণা পুণ্ডরীককৃত কতিপয় গ্রন্থের সম্পাদনা-কার্য প্রশংসার সঙ্গে সমাপ্ত করেন। কলিকাতার অ্যাটর্নি গণেশচন্দ্র চন্দ্র, ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শেলি ব্যানার্জী প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁর কাছে সংস্কৃত পড়েছেন। [১৮,২০,২৫]

শরৎকুমার মল্লিক (১২৭৭ - ১৩৩১ ব.)। একজন প্রতিষ্ঠাবান চিকিৎসক ছিলেন। দেশহিতকর কার্যেও তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনিই প্রথম বেঙ্গল রেজিমেণ্টের বাঙালী পল্টন গঠনে ও বেঙ্গল টেরিটোরিয়াল ফোর্স সম্বন্ধে উদ্যোগী ছিলেন। [৫]

শরৎকুমার রায়, কুমার (১৮৭৮ - ২.৬.১৯৩৫) তারপাশা—বরিশাল। হরকুমার। জমিদারবংশে জন্ম। এম.এ. পাশ করে শান্তিনিকেতনে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা। 'হিতবাদী', 'সন্ধ্যা', 'নবশক্তি' প্রভৃতি পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৯টি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'বুদ্ধের জীবন ও বাণী', 'শিবাজী ও মারাঠাজাতি', 'শিখগুরু ও শিখজাতি', 'মহাত্মা অশ্বিনীকুমার', 'মোহনলাল' প্রভৃতি। [৪, ৫,২৬]

শরৎকুমারী চৌধুরাণী (১৫.৭.১৮৬১ - ১১.৪. ১৯২০)। মাতুলালয় চাণক (ব্যারাকপুর)—চব্বিশ পরগনায় জন্ম। শশিভূষণ বসু। লাহোরে পিতার কাছে গিয়ে ৩ বছর বয়সে স্থানীয় বঙ্গবিদ্যালয়ে এবং ৬ বছর বয়সে লাহোর ইউরোপীয়ান স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ১২.৩.১৮৭১ খ্রী. অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। 'ভারতী'র সম্পাদকীয় চক্রে উভয়েই উৎসাহী সভ্য এবং মাতৃভাষার পরম অনুরাগী ছিলেন। 'ভারতী', 'ভারতী ও বালক', 'সাধনা', 'ভাণ্ডার', 'বঙ্গদর্শন', 'মানসী', 'ধ্রুব', 'সবুজপত্র', 'মানসী ও মর্মবাণী', 'বিশ্বভারতী' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর স্বাক্ষরহীন বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে। একমাত্র 'শুভবিবাহ' ছাড়া কোন রচনাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি। এই রচনাটি সম্পর্কে 'বঙ্গদর্শনে' রবীন্দ্রনাথ একটি বিস্তৃত সমালোচনা করে বলেন—'...রোমাণ্টিক উপন্যাস বাংলা-সাহিত্যে আছে, কিন্তু বাস্তব চিত্রের অত্যন্ত অভাব, এজন্যও এই গ্রন্থকে আমরা সাহিত্যের একটি বিশেষ লাভ বলিয়া গণ্য করিলাম।' ১৮৯৮ খ্রী. স্বামীর মৃত্যুর পরও তাঁর সাহিত্য-চর্চা অব্যাহত ছিল। [২৬,২৮]

শরৎচন্দ্র গুহ (৯.৫.১৮৭২ - ১৯৫৩ ?) জাগুয়া—বরিশাল। মণিচন্দ্র। অশ্বিনীকুমার-প্রতিষ্ঠিত ব্রজমোহন স্কুলের প্রথম বছরের ছাত্র। ১৮৯৪ খ্রী. কলিকাতা ডাফ কলেজ থেকে ইংরেজীতে অনার্স-সহ বি.এ. এবং ১৮৯৫ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ব-

বিদ্যালয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করে ইংরেজীতে এম.এ. পাশ করেন। ১৮৯৭ খ্রী. রিপন কলেজ থেকে বি.এল. পাশ করে বরিশালে ওকালতি শুরু করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই অন্যতম প্রধান উকিল হয়ে ওঠেন। বরিশালের বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল এবং নেতা অশ্বিনী-কুমারের বহু কাজের সঙ্গী ছিলেন। রাজনীতিতে কোন দলভুক্ত ছিলেন না। ১৯৪৩ খ্রী. থেকে হিন্দু মহাসভায় যোগ দেন। শিক্ষাবিস্তারের জন্য বহু পরিশ্রম করেন। ১৯২৯-৫৩ খ্রী. বরিশাল সদর স্কুলের সম্পাদক ছিলেন। ভারতীয়দের উচ্চ কারিগরী বিদ্যা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বিদেশে প্রেরণের জন্য যে প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় তিনি তার বরিশাল শাখার সম্পাদক হয়ে ১৯০৪ খ্রী. যতীন্দ্র-নাথ দাশগুপ্ত ও গোপালচন্দ্র সেনগুপ্তকে বিলাত প্রেরণ করেন। ১৯১৭-৪২ খ্রী. বি.এম. কলেজ কাউন্সিলে অভিভাবক-প্রতিনিধি ছিলেন। নিজ-গ্রামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন ; ১৯৩৭ খ্রী. সেটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ঐ সঙ্গে একটি বালিকা বিদ্যালয় এবং সরকারী সাহায্যে একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন। ১৯৫০ খ্রী. বরিশাল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-দুর্গতদের সাহায্যে অগ্রণী ছিলেন। [১১৪]

শরৎচন্দ্র ঘোষ১। বেঙ্গল থিয়েটারের ম্যানেজার ও অভিনেতা। তিনি প্রসিদ্ধ অশ্বারোহী ছিলেন এবং বাঙলার রঙ্গমঞ্চে তিনিই প্রথম ঘোড়া ব্যবহার করেন। দুর্গেশনন্দিনী নাটকে 'জগৎসিংহে'র রূপ-সজ্জায় ঘোড়ায় চড়ে মঞ্চে আসতেন। নটগুরু গিরিশচন্দ্রও ন্যাশনাল থিয়েটারে 'জগৎসিংহে'র ভূমিকায় অভিনয় করতেন। তিনি এই চরিত্রের রূপায়ণে শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছেন। [৬৫,১৪১]

শরৎচন্দ্র ঘোষ ২(১৮৮২-১৯৫৭)। বরিশালের বিশিষ্ট জননেতা। রাজনীতিতে যোগদান করে বরিশালে স্বরাজ সেবক সংঘ গঠন করেন। গান্ধী-পন্থী ছিলেন। ১৯২১ খ্রী. রাজদ্রোহিতার জন্য কারারুদ্ধ হন। পরে অধ্যাত্ম-চিন্তায় আত্মনিয়োগ করে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন। কলিকাতার উপকণ্ঠে বাগুইআটিতে 'নরনারায়ণ আশ্রম' তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। তিনি 'অবধূত ভাষ্য' নামে বেদান্তদর্শনের মূল্যবান-গ্রন্থের রচয়িতা। [১০]

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৫.৯.১৮৭৬-১৬.১. ১৯৩৮) দেবানন্দপুর—হুগলী। মতিলাল। তাঁর কৈশোর ও প্রথম যৌবন প্রধানত ভাগলপুরে মাতুলা-লয়ে কাটে। এখানে ১৮৯৪ খ্রী. প্রবেশিকা পাশ করেন। নিজের সম্বন্ধে তিনি লেখেন, 'আমার শৈশব ও যৌবন ঘোর দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে অতি-বাহিত হয়েছে। অর্থের অভাবেই আমার শিক্ষা-লাভের সৌভাগ্য ঘটে নি। পিতার নিকট হতে অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকারসূত্রে আর কিছুই পাই নি। পিতৃদত্ত প্রথম গুণটি আমাকে ঘরছাড়া করেছিল—আমি অল্পবয়সেই সারা ভারত ঘুরে এলাম। আর পিতার দ্বিতীয় গুণের ফলে জীবনভরে আমি কেবল স্বপ্ন দেখেই গেলাম। আমার পিতার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা—এক কথায় সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি হাত দিয়েছিলেন কিন্তু কোনটাই শেষ করতে পারেন নি'। শরৎচন্দ্র ১৭ বছর বয়সে গল্প লিখতে শুরু করেন। পিতার মৃত্যুর পর ভাগ্যান্বেষণে ১৯০৩ খ্রী. ব্রহ্মদেশ যাত্রা করার আগে অর্থোপার্জনের জন্য কিছুদিন চাকরি করলেও বেশির ভাগ সময়ই বেকার থাকেন। সাংসারিক ব্যাপারে নির্লিপ্ত ছিলেন। ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ উকিল শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র সতীশচন্দ্রের সঙ্গে এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'আদমপুর ক্লাবে'র সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এই ক্লাবে অনুষ্ঠিত নাটকে অভিনয় করে যথেষ্ট সুনাম পান এবং এখানেই প্রথম জীবনের অধিকাংশ গ্রন্থ রচনা করেন। রেঙ্গুনে অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের অফিসে কাজ করতেন। ১২/১৩ বছর প্রবাসে থাকা কালে আত্মীয়-বন্ধুর আগ্রহাতিশয্যে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ১৩১৯-২০ ব. ফণী পালের 'যমুনা' পত্রিকায় নূতন রচনা 'রামের সুমতি', 'পথ-নির্দেশ' ও 'বিন্দুর ছেলে' প্রকাশিত হলে চারিদিকে সাড়া পড়ে যায়। এরপর ১৩২০-২২ ব. 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'বিরাজ বৌ', 'পণ্ডিত মশাই', 'পল্লী সমাজ' প্রভৃতি প্রকাশিত হলে বাংলা-সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর আসন সুনির্দিষ্ট হয়। রেঙ্গুনে স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় ১৯১৬ খ্রী. কলি-কাতায় আসেন। প্রথমে বাজে-শিবপুর অঞ্চলে থাকতেন। পরে ১৯১৯ খ্রী. হাওড়া জেলার পানি-ত্রাস গ্রামে বাড়ি করে বহুদিন কাটান। শেষ-জীবনে কলিকাতার অশ্বিনী দত্ত রোডে বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর পরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল। সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথকে গুরু বলে স্বীকার করতেন। তাঁর প্রথম মুদ্রিত রচনা 'মন্দির' নামে গল্পটি ১৩০৯ ব. 'কুন্তলীন পুরস্কার' লাভ করে। তিনি বড়দিদি অনিলা দেবীর ছদ্মনামে কয়েকটি প্রবন্ধ—'নারীর লেখা', 'নারীর মূল্য', 'কানকাটা', ও 'গুরু-শিষ্য সংবাদ' ১৩১৯-২০ ব. 'যমুনা' পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর জীবিতকালে

মুদ্রিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'বড়দিদি'ই (১৯১৩) সর্বপ্রথম। শুধু কথাশিল্পিরূপে নয়, প্রবন্ধকাররূপেও তিনি বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট আসন দাবি করতে পারেন। রাজনীতি বিষয়ে তাঁর বহু প্রবন্ধ সাময়িক পত্রিকায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রয়েছে। তিনি বাঙলার বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। হাওড়া জেলা-কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হিসাবে কিছুদিন কাজ করার পর তথাকথিত রাজনৈতিক আন্দোলনের উপর বিরূপ হয়ে পদত্যাগ করেন। 'স্বদেশ ও সাহিত্যে'র স্বদেশ বিভাগে তাঁর মাত্র কয়েকটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'তরুণের বিদ্রোহ' উল্লেখযোগ্য। ১৯২৩ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিণী সুবর্ণপদক' এবং ১৯৩৬ খ্রী. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডি.লিট.' বা 'সাহিত্যাচার্য' উপাধি পান। ১৯৩৪ খ্রী. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য হন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে জয়মাল্য দিয়েছিলেন। রেঙ্গুনে বাসকালে চিত্রাঙ্কন করতেন। তাঁর অঙ্কিত 'মহাশ্বেতা' অয়েল পেণ্টিং বিখ্যাত। রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'শ্রীকান্ত', 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ', 'দত্তা', 'দেবদাস', 'শেষ প্রশ্ন', 'নববিধান', 'পথের দাবী' প্রভৃতি। বাঙলার বিপ্লববাদীদের সমর্থক ব'লে 'পথের দাবী' গ্রন্থটি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। শরৎচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাস ও গল্প নাটক ও চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। তাঁর ৪ পর্বে সম্পূর্ণ উপন্যাস 'শ্রীকান্ত' আজও সাহিত্য-পিপাসুদের কাছে অত্যধিক সমাদৃত। [৩,৭,২৫,২৬,২৮]

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (১৩.১.১২৮৭ - ১৩.১.১৩৭৫ ব.)। হীরালাল। পৈত্রিক নিবাস দফরপুর—মুর্শিদাবাদ। মাতুলালয় সিমলান্দি—বীরভূমে জন্ম। মফঃস্বল বাঙলার বলিষ্ঠ সাংবাদিকতার একটি বিশিষ্ট ধারার স্রষ্টা। 'দাদাঠাকুর' নামে তিনি বাঙলার মানুষের কাছে সুপরিচিত। এণ্ট্রান্স পাশ করে বর্ধমান রাজ কলেজে এফ.এ. ক্লাশে ভর্তি হলেও পড়া শেষ করতে পারেন নি। দরিদ্র এই মানুষটি সামান্য সম্বল নিয়ে একটি হস্তচালিত মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন এবং সেখান থেকে 'জঙ্গীপুর সংবাদ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে দেশের অন্যায়কারীদের আঘাত করেন। তাঁর 'বিদূষক' পত্রিকাটিও দেশের রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কলিকাতায় গিয়ে তিনি নিজে রাস্তায় রাস্তায় কাগজ বিক্রি করতেন। চারিত্রিক তেজে তিনি আধুনিক কালের বিদ্যাসাগর ছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর জীবনের কাহিনী নিয়ে গঠিত একটি বাংলা চলচ্চিত্রের নাম-ভূমিকায় শিল্পী ছবি বিশ্বাস রাষ্ট্রপতির পুরস্কার পান। কিন্তু 'দাদাঠাকুর' পুরস্কৃত হন নি—যদিও চলচ্চিত্রটি তাঁর জীবিতকালেই তৈরী হয়েছিল। বিদ্রূপাত্মক ছড়া রচনায় তাঁর বিশেষ ক্ষমতা ছিল। দরিদ্র বেশ ও তেজস্বী স্বভাব সত্ত্বেও কলিকাতার ধনী-দরিদ্র বিদগ্ধ মানুষ মাত্রেই তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতেন। 'বিদূষক' পত্রিকা পরিচালনায় তাঁর সহকারী প্রসিদ্ধ হাসির গানের গায়ক ও লেখক নলিনীকান্ত সরকার তাঁর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করেছেন। [১৭,২২,১৪৫]

শরৎচন্দ্র বসু (৭.৯.১৮৮৯ - ২০.২.১৯৫০) কলিকাতা। পৈতৃক গ্রাম কোদালিয়া—চব্বিশ পরগনা। জানকীনাথ। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর অনুজ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. ও আইন পাশ করে প্রথমে কলিকাতা হাইকোর্টে উকিল হিসাবে ভর্তি হলেও কার্যত ১৯১১ খ্রী. কটকেই আইন-ব্যবসায় শুরু করেন। ১৯১৮ খ্রী. বিলাত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে আসেন। ১৯২২ খ্রী. দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দল গঠনের সময় থেকে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। ১৯৩০ খ্রী. চট্টগ্রাম বিদ্রোহের পর আসামীদের বিচার শুরু হলে তিনি আসামী পক্ষ সমর্থন করেন। চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের পক্ষ অবলম্বন করলেও তিনি জানতেন যে, বিপ্লবীগণ বিচারে পরাজিত হবেন। তাই তাঁদের জেল ভেঙ্গে বেরিয়ে আসবার উপদেশ দেন এবং নিজে একটি সুটকেসে মারাত্মক ধরনের বোমা পেঁছে দিয়েছিলেন। রাজনৈতিক কারণে বহুবার কারারুদ্ধ হন। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার কার্যকরী সমিতির সদস্য, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি, বঙ্গীয় কংগ্রেস পার্লামেণ্টারি পার্টির নেতা, কেন্দ্রীয় আইন সভায় বিরোধী দলের নেতা এবং কিছুদিন স্বাধীন ভারত মন্ত্রিসভার মন্ত্রী ছিলেন। ১৯২৪ খ্রী. কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ - ৩৯ খ্রী. কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে শহীদ সোহ্‌রাবর্দীর সঙ্গে যুক্ত বঙ্গকে একটি বিশেষ শ্রেণীর রাষ্ট্রে পরিণত করতে চান, কিন্তু সক্ষম হন নি। মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনার বিরোধী ছিলেন। 'সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক্যান পার্টি'র প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৪৮ খ্রী. 'নেশান' নামে একটি ইংরেজী দৈনিক প্রতিষ্ঠা করেন। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার সম্পর্কে মোহভঙ্গের পর উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় যোগ দেবার আগের দিন মৃত্যু হয়। [৭,১০,২৫,২৬,৯৬,১২৪]

শরৎচন্দ্র রায়, রায়বাহাদুর (৪.১১.১৮৭১ - ৩০.৪.১৯৪২) করাপাতা—খুলনা। পূর্ণচন্দ্র। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্। এদেশে নৃবিজ্ঞানের গুরুরূপে আজও তিনি সম্মানিত। কলিকাতা কলেজিয়েট স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স (১৮৮৮) ও কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে এম.এ. ও বি.এল. পাশ করে ১৮৯৫ খ্রী. ময়মনসিংহের ধলা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। শিক্ষকতা ছেড়ে রাঁচিতে আইন ব্যবসায়ী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। এই সময় বিহার ও ওড়িশার আদিবাসীদের প্রতি যে অত্যাচার চলত তিনি আইন-সম্মত পন্থায় তা বন্ধ করার চেষ্টা করেন এবং সেই সূত্রে নৃতত্ত্ববিদ্যায় আত্মনিয়োগ করেন। নৃতত্ত্বের ওপর বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করে প্রথম এ বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯২১ খ্রী. 'ম্যান ইন ইণ্ডিয়া' পত্রিকা প্রকাশনার মাধ্যমে এই ক্ষেত্রকে আরও বিস্তৃত করেন। তিনি বিহার ও ওড়িশার আইনসভার সদস্য ছিলেন এবং পরে সাইমন কমিশন এবং লোথিয়ান কমিটিতে সাক্ষ্যদানের জন্য নির্বাচিত হন। ইণ্ডিয়ান ফ্র্যান-চাইজ্ কমিটিতে (১৯৩২) তিনি পৃথক্ আদিবাসী প্রদেশ গঠনের সুপারিশ করেছিলেন, যদিও জাতীয় সংহতির কথা বিবেচনা করে সংখ্যালঘিষ্ঠদের পৃথক্ নির্বাচক-মণ্ডলী গঠনের বিরোধী ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী : 'The Birhors', 'The Mundas and their Country', 'The Oraons of Chotanagpur', 'Oraon Religion & Customs', 'Principles & Methods of Physical Anthropology', 'The Hill Bhuiyas of Orissa' প্রভৃতি। রাঁচি শহরে মৃত্যু। [৩,৪, ৫,১২৪]

শরৎচন্দ্র শ্রীমাণী (১৯০৭ ? - ২৭.৫.১৯৭২)। খ্যাতনামা যক্ষ্মারোগ-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। কলিকাতার আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ থেকে চিকিৎসাবিদ্যায় স্নাতক হন। ব্রিটিশ শক্তিকে এদেশ থেকে নির্মূল করার জন্য দীর্ঘদিন গুপ্ত বিপ্লবী 'যুগান্তর' দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ডালহৌসী বোমার মামলা এবং আরও বিভিন্ন বৈপ্লবিক কারণে বহুবার কারাবরণ করেন। [১৬]

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (৩০.৩.১৮৯৯ - ২২.৯. ১৯৭০)। পিতার কর্মস্থল পূর্ণিয়া—বিহারে জন্ম। তারাভূষণ। আদি নিবাস কলিকাতার উত্তরে বরাহ-নগর। মুঙ্গের জেলা স্কুল থেকে ১৯১৫ খ্রী. ম্যাট্রিক পাশ করে কলিকাতায় বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হন। এখানে শিশির ভাদুড়ীর কাছে ইংরেজী পড়েন। ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলায় উৎসাহী ছিলেন। ১৯১৯ খ্রী. বি.এ. এবং ১৯২৬ খ্রী. পাটনা থেকে আইন পাশ করেন। ১৯২৯ খ্রী. ওকালতি ছেড়ে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। ১৯৩৮ খ্রী. বোম্বাই থেকে হিমাংশু রায়ের আহ্বানে সিনারিও লেখার কাজে সেখানে যান। ১৯৪১ খ্রী. আচারিয়া আর্ট প্রডাক্শনে দেড় বছর কাজ করেন। এরপর সিনারিও রচনা করে বিক্রয় করতেন। ১৯৫২ খ্রী. সিনেমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে পুণায় স্থায়িভাবে বাসের জন্য যান এবং সাহিত্যকর্মে মনোনিবেশ করেন। তাঁর ছোটগল্প, বড়গল্প, উপন্যাস ছাড়াও ডিটেক্টিভ গল্প এবং রহস্য গল্পও বিশেষভাবে সমাদৃত। তাঁর 'ব্যোমকেশ' এবং 'বরদা' অপূর্ব সৃষ্টি। ইতিহাসের গল্পাশ্রিত 'গৌড়মল্লার' ও 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য গ্রন্থ। অন্যান্য রচনা : 'জাতিস্মর' (বড়-গল্প), 'বিষের ধোঁয়া' (উপন্যাস)। সাহিত্যের সব-কটি বিভাগে কিছু না কিছু নিদর্শন রেখে গেছেন। রচনার সংখ্যা অল্প কিন্তু স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। শিশু-সাহিত্যে তাঁর তিনটি গ্রন্থের নায়ক 'সদা-শিব'। শেষ-জীবনের অনেক সময় বোম্বাই অঞ্চলে বাস করার ফলে পশ্চিমঘাট পর্বত ও তার অধি-বাসীরা তাঁর অনেক রচনায় স্থান পেয়েছে। মহা-রাষ্ট্রবীর শিবাজী-চরিত্র অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে তাঁর কিশোরদের জন্য রচিত গ্রন্থে চিত্রিত। বড়দের জন্য 'শরদিন্দুর অমনিবাস' উল্লেখ্য। তাঁর নাটক-গুলি পেশাদার রঙ্গমঞ্চে খ্যাতি না পেলেও অপেশা-দার মহলে জনপ্রিয়। [১৬,১৭]

শরিয়তুল্লা (১৭৮২ ? - ?)। 'ফরাজী' ধর্ম-মতের প্রবর্তক শরিয়তুল্লা সম্ভবত ফরিদপুর জেলার বন্দরখোলা পরগনার কোন এক জোলার সন্তান। ১৮ বছর বয়সে মক্কায় গিয়ে ওয়াহাবী মতে দীক্ষিত হন। ২০ বছর পরে ১৮২০ খ্রী. ভারতে ফেরেন। আরবী ভাষায় তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর প্রবর্তিত ধর্মমতে তিনি মোল্লা-মৌলভীদের দ্বারা উৎপীড়িত মুসলমান জনসাধারণের স্বার্থকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছিলেন। প্রচলিত মুসলমান ধর্মের বহু উৎপীড়নমূলক ধর্মীয় নিয়ম রদ করে তিনি তাঁর শিষ্যদের মোল্লা-মৌলভীদের উৎপীড়ন থেকে রক্ষার চেষ্টা করেন। ধর্ম-সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে জমিদার ও নীলকরের শোষণ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাতেন। ফলে রক্ষণশীল ধনী মুসলমান ও জমিদারদের দ্বারা তিনি ঢাকা জেলা থেকে বিতাড়িত হন। ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার অসংখ্য কৃষক তাঁর উৎসাহী শিষ্য ছিলেন। 'ফরাজী' আন্দোলনের নায়ক দুদুমিঞা তাঁর সুযোগ্য পুত্র। [৫৬]

শশধর তর্কচূড়ামণি (১৮১৫-১৯২৮) মুগ-ডোবাগ্রাম—ফরিদপুর। হলধর বিদ্যামণি। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, বাগ্মী এবং হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক। কাশিমবাজারের জমিদারের সভাপণ্ডিত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সান্নিধ্য লাভ করেন। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে ধর্ম-বিষয়ে বহুবার তর্কালোচনা করেছেন। 'সহবাস-সম্মতি আইন' প্রণয়নের বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন পরিচালনা করেন। হাঁচি, টিক্‌টিকির বাধা-নিষেধ প্রভৃতি সংস্কারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে গত শতাব্দীর শেষভাগে রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজের নেতৃত্ব করতেন। প্রথম দিকে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। মুখ্যত তাঁর প্রেরণায় পত্রিকাটি হিন্দুধর্মের মুখপত্র হয়ে দাঁড়ায়। 'বেদব্যাস' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন (১২৯৩ ব.)। রচিত গ্রন্থ : 'ধর্মব্যাখ্যা', 'ভবৌষধ', 'দুর্গোৎসব-পঞ্চক' (ভক্তিসুধালহরী), 'সাধন-প্রদীপ', 'চূড়ামণি দর্শন' প্রভৃতি। বহরমপুর টোলের অধ্যক্ষ ছিলেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। [৩,৪,৫,৭,৮৭]

শশধর দত্ত (?-১৯৫২) হরাদিত্য—হুগলী। রচিত গ্রন্থ : 'ঘি ও আগুন', 'স্বর্গাদপি গরীয়সী', 'আগুন ও মেয়ে', 'শ্রীকান্তের শেষপর্ব', 'শেষ উত্তর' ইত্যাদি। 'মোহন সিরিজ' আখ্যায় তিনি 'মোহন' নামে এক দুঃসাহসী, উদার দস্যুর রোমাঞ্চকর ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে শতাধিক উপন্যাস লিখে বহু অর্থ ও কিছু পরিচিতি লাভ করেন। [৪]

শশাঙ্ক (৭ম শতাব্দী)। গৌড় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি সম্ভবত গুপ্তবংশের শেষ রাজা মহাসেনগুপ্তের সেনাপতি বা মহাসামন্ত ছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম পাদে তিনি গৌড়ের সিংহা-সনে আরোহণ করেন। তাঁর আগে থেকেই বাঙলার বিভিন্ন সামন্ত রাজাদের মধ্যে ঐক্য-প্রচেষ্টা ছিল। লিপি, ভাষা, ভৌগোলিক সত্তা ও রাষ্ট্রীয় আদর্শকে কেন্দ্র করে যে রাষ্ট্র গড়ে ওঠে শশাঙ্ক ছিলেন সেই স্বাধীন রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রতীক। তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করে মহারাজাধিরাজ উপাধিসহ পরাক্রান্ত নৃপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। সম্রাট হর্ষবর্ধনের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কনৌজের মৌখরী রাজবংশের সাম্রাজ্যস্পৃহা থেকে নিজ রাজ্য রক্ষা করা তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল। শশাঙ্কের জীবদ্দশায় হর্ষবর্ধন বা কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা তাঁর কোন ক্ষতিসাধন করতে পারেন নি। ৬১৯ খ্রী. পর্যন্ত গৌড়, উৎকল, মগধ ও কম্বোজ তাঁর অধীন ছিল বলে জানা যায়। তিনি কর্ণসুবর্ণে বর্তমান মুর্শিদাবাদের রাঙ্গামাটির নিকট রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। সমসাময়িক শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল এই রাজধানী কর্ণসুবর্ণ নগর। এর কিছু দূরে রক্তমৃত্তিকায় একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল। বাঙলার নানা জায়গায় তাঁর নামাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রায় মহাদেব ও নন্দীভৃঙ্গীর প্রতিকৃতি দেখতে পাওয়া যায়। মহারাজ শশাঙ্ক শৈব ব্রাহ্মণ ছিলেন ; সম্ভবত বৌদ্ধদের তিনি পছন্দ করতেন না। কুলজী গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী মহারাজ শশাঙ্ক একবার উৎকট ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে রোগমুক্তির আশায় সরযূ-তীর থেকে ১২ জন ব্রাহ্মণ আনিয়েছিলেন। তাঁদের বংশধরগণ শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ ব'লে পরিচিত হন। [৩,৬৭]

শশাঙ্কবিমল দত্ত (?-২২.৪.১৯৩০) দক্ষিণ-ভূর্শী—চট্টগ্রাম। দুর্গাদাস। ১৮.৪.১৯৩০ খ্রী. চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে অংশগ্রহণ করেন। চার দিন পর জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয়ী বাহিনীর অন্যতম সৈনিক ছিলেন। সম্মুখ যুদ্ধে তিনি ও আর ১০ জন সঙ্গী প্রাণ দেন। [৪২]

শশাঙ্কমোহন সেন (১৮৭২-১৯২৮) ধলঘাট—চট্টগ্রাম। ১৮৯৪ খ্রী. প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্স সহ বি.এ. পাশ করেন। বি.এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চট্টগ্রামে আইন ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন। পরে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ের অধ্যাপক হিসাবে কাজে যোগ দেন। সুসাহিত্যিক ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : কাব্য—'সিন্ধুসঙ্গীত', 'শৈলসঙ্গীত', 'স্বর্গে ও মর্ত্যে' এবং 'বিমানিকা' ; সমালোচনা গ্রন্থ—'মধুসূদন—অন্তর্জীবন ও প্রতিভা' এবং 'বাণী-মন্দির' ; নাটক—'সাবিত্রী'। [৩]

শশাঙ্কশেখর দত্ত (১৯১২?-২২.৪.১৯৩০) ডেঙ্গাপাড়া—চট্টগ্রাম। নবীনচন্দ্র। ১৮.৪.১৯৩০ খ্রী. চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে যোগ দেন। চার দিন পর জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে শহীদ হন। এইদিন বিপ্লবী বাহিনীর ১০ জনের মৃত্যু হলেও সংখ্যায় বিপুল ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী পরাস্ত হয়ে পলায়ন করে। [৪২]

শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০০?-৮.১২.১৯৬৯) তেলেনীপাড়া—হুগলী। মনোময়। বিদ্যা-সাগর কলেজের ছাত্র থাকা কালে পিতার সঙ্গে চিত্রপ্রযোজনার কাজ করতেন। ত্রিশ দশকের প্রথম ভাগে বাঙলাদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ট্যুরিং সিনেমা প্রদর্শনের ব্যাপারেও অগ্রণী ছিলেন। 'গ্র্যাফিক আর্টস্' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করে 'বঙ্গবালা', 'বিগ্রহ', 'অভিষেক' প্রভৃতি ছবি পরি-বেশনার দায়িত্ব নেন। পূর্ণ থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী ছিলেন। [১৬]

শশাঙ্কশেখর হাজরা (১৮৮৬ - ১.১.১৯৬৩) শ্রীনগর—ঢাকা। আসল নাম অমৃতলাল। কালীচরণ। বঙ্গভঙ্গের সময় অনুশীলন দলে যোগ দেন। পুলিন দাসের কাছে লাঠি, ছোরা ও তলোয়ার খেলা শেখেন। বিপ্লবী দলের সর্বক্ষণের কর্মিরূপে ঘর ছেড়ে ঢাকা শহরে আসেন। এখানে একটি কামারশালা খুলে তার আড়ালে ভাঙ্গা অকেজো রিভলভার পিস্তল মেরামতের কাজ করতেন এবং এ বিষয়ে দক্ষ হয়ে ওঠেন। জুন ১৯০৮ খ্রী. দলের নির্দেশে বাহ্রা গ্রামে ডাকাতির নেতৃত্ব করেন। তাঁর দলীয় গুপ্ত নাম ছিল শশাঙ্ক। ঢাকা অনুশীলন সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হলে তিনি ও মাখন সেন কলিকাতায় আসেন। তাঁর চেষ্টায় অনুশীলন দল ও আচার্য মতিলাল রায়ের চন্দননগর দলের সংযোগ হয়। এছাড়াও বেনারসের শচীন সান্যাল, উত্তর ভারতের রাসবিহারী বসু, শ্রীশ ঘোষ প্রভৃতির সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপিত হয়। রাজাবাজার, বাদুড়বাগান ও কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের কেন্দ্রগুলিতে বিভিন্ন সময়ে এইসব নেতৃবৃন্দ মন্ত্রণা করেছেন। গর্ডন হত্যা প্রচেষ্টা ও মৌলভীবাজার বোমার ঘটনায় ৩ জন সঙ্গী সহ রাজাবাজারের এক গৃহে তাঁকে ১৯১৩ খ্রী. গ্রেপ্তার করা হয়। এই সময় বোমা তৈরীর বহু মালমশলা পুলিসের হাতে আসে। রাজাবাজার বোমা মামলার প্রধান আসামী ব'লে ঘোষণা করে বিচারে তাঁকে ১৫ বছরের দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হয়। মুক্তিলাভের পর নারায়ণগঞ্জের একটি কারখানায় চাকরি নেন। হাজরা ক্লাব নামে সংগঠন গঠন করে যুবকদের লাঠি, ছোরা ও তলোয়ার খেলা শেখাতেন। দেশবিভাগের পরও তিনি নিজ জেলা ত্যাগ করেন নি। [৫৪,৮২]

শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় (১৮৪০ - ১৯২৬) কোন্নগর—হুগলী। সংস্কৃত কলেজ থেকে 'বিদ্যাবাচস্পতি' উপাধি প্রাপ্ত হয়ে মিথিলায় জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ও ইন্‌স্পেক্টরদের অনুরোধে বাংলা ভাষায় 'ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণ' নামে একটি ভূগোল লেখেন। এই গ্রন্থটি এক সময় বাঙলা, বিহার, আসাম ও ওড়িশার স্কুল ও পাঠশালার একমাত্র পাঠ্যপুস্তক ছিল। এরপর তিনি বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া, কানাড়ি, ইংরেজী, উর্দু ইত্যাদি ভাষায় মানচিত্র প্রস্তুত এবং 'সহবর' নামে মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। রচিত 'রামের রাজ্যাভিষেক' গ্রন্থে তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। [৫]

শশিভূষণ দাশগুপ্ত (১৯১১ - ২১.৭.১৯৬৪) চন্দ্রহার—বরিশাল। কালীপ্রসন্ন। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে আই.এ. এবং স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে বি.এ. পাশ করেন। ১৯৩৫ খ্রী. বাংলা সাহিত্যে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। ১৯৩৭ খ্রী. প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি ও ১৯৩৯ খ্রী. পি-এইচ.ডি. উপাধি পান। ১৯৩৫ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক, ১৯৩৮ খ্রী. বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক এবং ১৯৫৫ খ্রী. বাংলা ভাষার রামতনু অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বিভিন্ন সংবাদপত্রের লেখক ছিলেন। গবেষণাসংক্রান্ত রচনা, প্রবন্ধ, উপন্যাস ও শিশু-সাহিত্যের গ্রন্থকার হিসাবে বাংলা সাহিত্যে তিনি স্মরণীয়। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'বাংলা সাহিত্যের নবযুগ', 'বাংলা সাহিত্যের এক দিক' ; কবিতা—'এপারে ওপারে', 'সীতা' ; কথিকা—'নিশাঠাকুরের কড়চা', 'ছুটির দিনে মেঘের গল্প' ; নাটক—'রাজকন্যার ঝাঁপি', 'দিনান্তের আগুন' ; উপন্যাস—'বিদ্রোহিণী', 'জঙ্গলা মাঠের ফসল' ; ধর্মসংক্রান্ত—'Obscure Religious Cults as Background of Bengali Literature', 'An Introduction to Tantric Buddhism' প্রভৃতি। 'ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' গ্রন্থের জন্য তিনি ১৯৬১ খ্রী. সাহিত্য আকাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ : দর্শনে ও সাহিত্যে' তাঁর অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। শিশু সাহিত্য সংসদের পরিচালক-মণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। [৪,১৭]

শশিভূষণ নন্দী (১৮৪২ - ১৮৯২) রসুলপুর—চব্বিশ পরগনা। জগন্নাথ। ভবানীপুর ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করে আলীপুর মুন্সেফ কোর্টের নাজিরের পদ পান। পরে ১২৯১ - ৯৪ ব. লালা দ্বারকাপ্রসাদ রায়ের এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। ফরিদপুর আর্য কায়স্থ সমিতি, খিদিরপুর কায়স্থ সমিতি এবং 'ধর্মনিগম' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা। রচিত গ্রন্থ : 'কায়স্থ পুরাণ' (২ খণ্ড), 'মিশ্রকারিকার বঙ্গানুবাদ' প্রভৃতি। [৪]

শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার, চক্রবর্তী (১৮৬১ - ১৯৪৭) বিদ্যাকূট—ত্রিপুরা। কলিকাতা 'কেশব একাডেমী' স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। পরে রেঙ্গুনে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। সেখানে 'রেঙ্গুন বেঙ্গল একাডেমী' বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা-শিক্ষক ছিলেন। শেষ-জীবনে কলিকাতায় ফিরে আসেন। যৌবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী সদস্য ছিলেন। একক প্রচেষ্টায় সঙ্কলিত সুবৃহৎ 'জীবনী কোষ' গ্রন্থের জন্য তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। গ্রন্থটির পৌরাণিক অংশ ২ খণ্ডে (সম্পূর্ণ) এবং ঐতিহাসিক অংশ ৭ খণ্ডে (অসম্পূর্ণ) সঙ্কলিত। 'বাল্যসখা' ও

'স্বাবলম্বী' নামে দুইখানি সাময়িকপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। [৩,৪,৫]

শশিভূষণ মান্না (১৯২৪ - ৮.৯.১৯৪২) বড় অমৃতবেড়িয়া—মেদিনীপুর। গদাধর। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দেন। মহিষাদল থানা আক্রমণের দিন পুলিসের গুলিতে মারা যান। [৪২]

শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৫৪ ? - ১৯.৩. ১৯১৪) চন্দননগর—হুগলী। কর্মস্থল ছিল এলাহাবাদে। 'বিশ্বদূত', 'প্রয়াগদূত' (এলাহাবাদ), দৈনিক 'প্রভাতী', সাপ্তাহিক 'Bearer' (ফরাস-ডাঙ্গা), 'National Guardian' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক ও পরিচালক ছিলেন। [৪]

শশিভূষণ রায়। পিতা—রাধানাথ রায়। ওড়িশা-প্রবাসী বাঙালী। ওড়িয়া সাহিত্যের প্রসিদ্ধ গদ্য-লেখক এবং উৎকল সাহিত্য সমাজের সম্পাদক ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'উৎকল ঋতুচিত্র'। [৪]

শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন, মহামহোপাধ্যায়। বজ্র-যোগিনী—ঢাকা। আনন্দচন্দ্র চক্রবর্তী বিদ্যালঙ্কার। বিখ্যাত স্মার্তপণ্ডিত। বাড়িতে চতুষ্পাঠী ছিল। তাঁর প্রচেষ্টায় পূর্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। বহুদিন তিনি তার সভাপতি ছিলেন। ১৯১৯ খ্রী. তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। ৭৫ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। [১৩০]

শশীকুমার রায়চৌধুরী (? - ১৯২৫/২৬)। তেঘরিয়ার 'শশীদা' নামে বিখ্যাত। অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। তাঁর প্রধান কৃতিত্ব কৃষক ও শ্রমজীবীদের মধ্যে বিদ্যামন্দির স্থাপন ও শিক্ষার প্রসার। [১০৮]

শশীকুমার হেশ (১৮৬৯ - ?) সাজিউড়া—ময়মনসিংহ। প্রতিভাবান তৈলচিত্রশিল্পী। তাঁর বাল্যজীবন চরম অভাব-অনটনের মধ্যে কাটে। বাংলা ছাত্রবৃত্তি পাশ করে নিজ গ্রামের পাঠশালায় পণ্ডিতি করতেন এবং সেই সঙ্গে ছবি আঁকতেন। কলিকাতা আর্ট স্কুলে পড়বার জন্য বহু চেষ্টায় ময়মনসিংহ জেলা বোর্ডের স্কলারশিপ সংগ্রহ করেন। আর্ট স্কুল থেকেও অপর একটি বৃত্তি লাভ করে এখানকার অধ্যক্ষ হেনরি জরিন্স এবং তাঁর সহকর্মী সেভ্যা-লিয়র ও গিলার্ডির প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। গিলার্ডি তাঁকে ইটালীতে গিয়ে অঙ্কনবিদ্যা শিক্ষার জন্য উৎসাহ দেন। ময়মনসিংহের এক জমিদার-গৃহিণী জাহ্নবী দেবী চৌধুরাণীর পরিবারের প্রতিকৃতি এঁকে তিনি ৬০০ টাকা সংগ্রহ করেন এবং ১৮৯৪ খ্রী. ইটালী যান। ৩ মাসে ইটালীয় ভাষা শিখে রয়্যাল অ্যাকাডেমিতে প্রবেশ করেন। এখানে ৩ বছর পেন্টিং শিখে জার্মানীর মিউনিখ শহরে রয়্যাল অ্যাকাডেমির স্পেশাল পেন্টিং-এ ৬ মাস ক্লাস করেন। এরপর স্বাধীনভাবে জীবিকার উদ্দেশ্যে প্যারিসে যান। ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার জমিদার সূর্যকান্ত আচার্য তাঁর শিক্ষাকালের এই সাড়ে তিন বছরের অধিকাংশ ব্যয় বহন করেন। পাঁচ বছর পর লন্ডনে গেলে সেখানে বিখ্যাত ভারতীয় নেতা ডাবলিউ. সি. বোনার্জী, দাদাভাই নৌরজী, বিপিনচন্দ্র পাল এবং রমেশচন্দ্র দত্তের চেষ্টায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে শিল্পীর সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। কলিকাতায় ফিরে তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্রের অতিথি হন। কর্মজীবন আরম্ভ হওয়ার আগেই ৬.১২.১৯০০ খ্রী. ফরাসী বিদুষী মহিলা আতালি ফ্রামার সঙ্গে ব্রাহ্মমতে তাঁর বিবাহ হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এই বিবাহে পৌরো-হিত্য করেন। পোট্রেট পেন্টাররূপে শশীকুমার এদেশের বহু গুণী ও জ্ঞানীর প্রতিকৃতি অঙ্কন করে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই শিল্পীর ছবি এঁকেছিলেন। এদেশে বহু ও বিপুল চিত্রসম্ভারের স্রষ্টা শশীকুমার একসময়ে হঠাৎ সপরিবারে দেশত্যাগ করে ফ্রান্সে যান। সম্ভবত সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। এবিষয়ে নিশ্চিত খবর পাওয়া যান নি। [৩,১৭]

শশীচন্দ্র দত্ত (১৮২৪ - ৩০.১২.১৮৮৫) রাম-বাগান—কলিকাতা। পীতাম্বর। হিন্দু কলেজে শিক্ষা। চাকরি জীবনে সরকারী ট্রেজারীতে সামান্য কেরানীরূপে প্রবেশ করেন এবং অ্যাকাউন্ট্স্ বিভাগের হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে উন্নীত হন। কিন্তু ইংরেজ গভর্নর জর্জ ক্যাম্পবেল তাঁর অ্যাসি-স্ট্যান্ট সেক্রেটারীর পদলাভের অন্তরায় হলে প্রতি-বাদে স্বেচ্ছায় অবসর-গ্রহণ করেন। 'মুখার্জীস ম্যাগা-জিন'-এ প্রকাশিত 'রেমিনিসেন্স অফ এ কেরানীজ লাইফ' প্রবন্ধে শশীচন্দ্র সরকারী পদলাভের ঘৃণিত পদ্ধতিকে উন্মোচন করেন। সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা বিশদভাবে বর্ণনা করেন 'শঙ্কর—এ টেল অফ দি ইন্ডিয়ান মিউটিনী' গ্রন্থে। তিনি বলেন, শুধুমাত্র ব্রিটিশ সৈন্য ও তাদের সঙ্গীদের লুঠপাটের ও অর্থলালসার কারণে বিদ্রোহী নাম দিয়ে বহু নিরপরাধ নারী-পুরুষকে হত্যা করা হয়। প্রমাণস্বরূপ তিনি কোন দরিদ্র রমণীর নাক থেকে ছিঁড়ে নেওয়া গহনা নীলামের সরকারী বিজ্ঞপ্তির উল্লেখ করেন। সারা-জীবন ব্রিটিশ রাজশক্তিকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে দেখে-ছিলেন বলেই 'ব্রিটিশের ন্যায়বিচার' প্রভৃতি প্রচারের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে পেরেছিলেন। মনের গভীরে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেন তাই ভারতবাসীর যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষার পক্ষে বলেন '...Some day a

coalition might force England to leave India...তখন আধুনিক সমরবিদ্যায় শিক্ষিত ভারতীয়ের অতীব প্রয়োজন দেখা দেবে'। সেকালের প্রসিদ্ধ ইংরেজী ভাষার লেখক শশীচন্দ্র তাঁর অকপট রচনার জন্য অ্যাশলী ইডেন, এরস্কাইন প্যারী প্রভৃতি রাজপুরুষ ও সরকারের ক্রোধ উৎপাদন করেন। তাঁর রচিত অন্য গ্রন্থ : 'Vision of Sumerie'। সরকার তাঁকে 'রায়বাহাদুর' উপাধি দিয়েছিলেন। [৮,২৮]

শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪০ - ১৫.১২. ১৯২৫) বরাহনগর—চব্বিশ পরগনা। রাজকুমার। পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য স্কুলে প্রবেশ করে সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। সে-যুগের তুলনায় একটু বেশী বয়সে (২০ বছর) বিনা পণে বিবাহ করেন। বিবাহের পর স্ত্রীর শিক্ষার জন্য সচেষ্ট হন। এজন্য প্রথমে পারিবারিক বাধা এসেছিল। ১০ বছর পর বিলাত যাবার আগেই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের জন্য তাঁকে পৈতৃক নিবাস ত্যাগ করতে হয়। স্বগ্রামে সামাজিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য সংগঠন গড়ে তোলেন। সরকারী ডাকবিভাগে তিনি উচ্চপদ পান। নিজ গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কায় পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ পেয়েও তিনি তা গ্রহণ করেন নি। গ্রামের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ১৮৮১ খ্রী. সরকারী কর্ম ত্যাগ করেন। নিজ পরিবারের মহিলাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে ১৮৬৫ খ্রী. বরাহনগরে একটি মহিলা বিদ্যালয় খোলেন। ১৮৮৬ খ্রী. ঐ বিদ্যালয় আবাসিক ও ট্রেনিং বিভাগে বর্ধিত হয়। ভারতে মহিলাদের কর্ম-সংস্থান-উপযোগী শিক্ষণ ও আবাসিক কেন্দ্র এটিই প্রথম। স্ত্রীশিক্ষা ছাড়াও প্রসূতি ও শিশুমৃত্যু রোধের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি অনুন্নত শ্রেণীর জন্যও যথেষ্ট পরিশ্রম করতেন। ১৮৭১ খ্রী. মেরী কার্পেন্টারের আহ্বানে সস্ত্রীক বিলাত যান। এখানে তাঁরা ইংরেজ-সমাজের বিভিন্ন স্তরে (লর্ড থেকে শ্রমিক) আলোচনা ও অভিজ্ঞতা আদান-প্রদান করেন। তিনি প্রধানত মদ্যপান-বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতাদি দেন। বিভিন্ন সংবাদপত্রের রিপোর্টে দেখা যায়—এই সময় শশীপদ নানাভাবে প্রশংসা-ভাজন হন। তাঁর স্ত্রীই প্রথম ভারতীয় কুলীন ব্রাহ্মণ মহিলা যিনি সাগর পার হয়ে স্বেচ্ছায় বিলাত যান। বিলাতেই তাঁদের চতুর্থ সন্তান অ্যালবিয়ানের জন্ম হয়। ১৮৭২ খ্রী. দেশে ফিরে লব্ধ অভিজ্ঞতা স্ত্রীশিক্ষার কাজে নিয়োজিত করেন। ১৮৭৬ খ্রী. স্ত্রী রাজকুমারীর মৃত্যুর পর একজন হিন্দু বিধবাকে বিবাহ করেন। বরাহনগরে শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা ছাড়াও তিনি সমাজোন্নতি সমিতি, সাধারণ পাঠাগার, মহিলা পাঠাগার, শ্রমিক শিক্ষার নৈশ বিদ্যালয়, মুসলমান শিশুদের শিক্ষাকেন্দ্র, সেভিংস ব্যাঙ্ক, কিন্ডারগার্টেন-পদ্ধতির শিশু-বিদ্যালয় প্রভৃতি বহু সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। শ্রমিক শিক্ষণ-কেন্দ্র 'শ্রমজীবী সমিতি' প্রতিষ্ঠা (১৮৭০) ও 'ভারত শ্রমজীবী' পত্রিকা প্রকাশ করেন (১৮৭৪)। অনুন্নত হিন্দু সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা ও সক্রিয় প্রচেষ্টাও প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে ভারতে প্রথম শুরু হয়। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য নিজে তাদের খাদ্যগ্রহণ ও স্বগৃহে তাদের নিমন্ত্রণ করে পথ নির্দেশ করেন। শ্রমিক-শিশুদের বাধ্যতামূলক শিক্ষার জন্যও তিনি মালিক পক্ষকে প্রথম উদ্বুদ্ধ করেন। ১৮৭৩ খ্রী. 'অন্তঃপুর' নামে মহিলা পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। পত্রিকাটিতে দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষের চরিত্রোদ্ঘাটনের জন্য তাঁর ৩ মাস কারাদণ্ড হয়। তাঁর গৃহ হিন্দু-বিধবাদের আশ্রয়স্থল ছিল। তিনি ৩৫ জন বিধবার বিবাহ দেন। নিজের স্বল্প বিত্ত থেকে তাদের ভরণপোষণ ও শিক্ষার ব্যয় বহন করতেন। ১৮৭৩ খ্রী. (১৮৯৩ খ্রী. শিকাগো ধর্মসভার ২০ বছর আগে) তিনি সাধারণ ধর্মসভা নামে এক সম্মেলন করেন। জাতীয় উন্নতি ও ধর্মভিত্তিক শিক্ষার প্রসারের জন্য ১৯০৮ খ্রী. খ্রীষ্টান, হিন্দু, মুসলমান ও অন্য সম্প্রদায়কে তাঁদের সকলের ধর্ম-বিষয়ক সৎশিক্ষার জন্য 'দেবালয়' স্থাপন করেন। সারাজীবন অর্থকৃচ্ছ্রতা ভোগ করেছেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ কর্তৃক তিনি 'সেবাব্রত' উপাধি-ভূষিত হয়েছিলেন। [৭১]

শশীবালা দাসী। তোরিয়া—মেদিনীপুর। আগস্ট ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের সময় কেশপুর থানা দখলকালে শোভাযাত্রায় অংশ-গ্রহণ করেন এবং পুলিসের গুলির আঘাতে মারা যান। [২৯]

শহীদ সাবের (? - ১৯৭১) চট্টগ্রাম। গল্প-কার হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল। কবিতাও লিখতেন। ১৯৪৯ খ্রী. জেলখানায় বসে লেখা তাঁর কারা-জীবনের কাহিনী 'আরেক দুনিয়া থেকে' বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। স্বাতন্ত্র্যপ্রয়াসী নিঃসঙ্গ মানুষ শহীদ সাবের বামপন্থী লেখক বলে চিহ্নিত ছিলেন। পেশা ছিল সাংবাদিকতা। ১৯৫৯ খ্রী. থেকে তিনি প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। তবু সাংবাদিক জীবনের অভ্যাস-বশে 'দৈনিক সংবাদ'-এর কার্যালয়ে নিয়মিত যেতেন। পাক-সৈন্যেরা ঐ কার্যালয়ে আগুন লাগিয়ে দিলে তিনি মারা যান। ঢাকার বাংলা একাডেমী ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ খ্রী. তাঁকে কবি-

সাহিত্যিক হিসাবে মরণোত্তর পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করে। [১৮]

শহীদুল্লাহ্‌ কায়সার (? - ডিসেম্বর ১৯৭১) মজুপুর—নোয়াখালী। মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্‌। বিশিষ্ট সাহিত্যিক, 'সংবাদ' পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক, তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক এবং পাক-ফৌজের হাতে নিহত বুদ্ধিজীবী শহীদবর্গের অন্যতম। অল্প বয়সে ব্রিটিশ আমল থেকেই রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ছিলেন। পূর্ব-পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ থাকায় দেশবিভাগের পর অনেকদিন নানাস্থানে আত্মগোপন করে থাকেন। ১৯৫৮ খ্রী. পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের সামরিক শাসনকালে তিনি গ্রেপ্তার হন। জেলে বসে তিনি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'সারেং বৌ' রচনা করেন। কয়েক বছর পর ছাড়া পান এবং পূর্ব-বঙ্গের ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। বহু সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে তিনি সংযুক্ত ছিলেন। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'সংশপ্তক', 'তিমির বলয়', 'রাজবন্দীর রোজনামচা' এবং 'পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ'। 'সারেং বৌ' উপন্যাসটি ১৯৬৩ খ্রী. আদমজী পুরস্কার পায়। ১৯৭০ খ্রী. তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুজিবনগর থেকে 'সংশপ্তক' উপন্যাসকে 'জয়বাংলা পুরস্কার' দেবার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রী. বুদ্ধিজীবী হিসাবে পাক-ফৌজের অনুচরদের হাতে পড়ে তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। সম্ভবত ঐ দিনই তিনি নিহত হন। পূর্ববাঙলার প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার ও 'জীবন থেকে নেওয়া' চিত্রের প্রযোজক জহির রায়হান তাঁর অনুজ ছিলেন। [১৫২]

শহীদুল্লাহ্‌, মহম্মদ, ড. (১০.৭.১৮৮৫ - ১৩.৭.১৯৬৯) পেয়ারা—চব্বিশ পরগনা। বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ্‌। কলিকাতা সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে বি.এ. (১৯১০) এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম.এ. পাশ করেন (১৯২১)। মাঝে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯১৫ খ্রী. বসিরহাট কোর্টে ওকালতি করেন। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষকরূপে কাজ করেন এবং ১৯২১ খ্রী. হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আমন্ত্রণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ও সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এখানে ৩০ বছর অধ্যাপনার পর তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় বিভাগীয় প্রধানরূপে যোগ দেন। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদাবলী-বিষয়ে গবেষণার জন্য প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট হন। চর্যাপদ যে সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় রচিত তা তিনিই প্রথম প্রমাণিত করেন এবং তার ধর্মতত্ত্ব নিয়ে তিনিই প্রথম আলোচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও চণ্ডী-দাস সমস্যা সম্পর্কে তাঁর মতামত পণ্ডিতজনগ্রাহ্য। বাংলা লোকসাহিত্যের প্রতি বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। বহু ছোট গল্প ও কবিতা রচনা করেন। তাঁর ছোট গল্পের সঙ্কলন : 'রকমারী'। সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা', 'বঙ্গভূমি' ও 'Peace'। প্রকৃতপক্ষে যে ভাষা আন্দোলনের জন্য স্বাধীন 'বাঙলাদেশে'র জন্ম তার প্রথম ও প্রধান উদ্গাতা ছিলেন ডক্টর মহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌। বাংলা ভাষাকে বহু গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তি বিভিন্নরূপে সেবা করেছেন, কিন্তু এই ভাষার সম্মান রক্ষার জন্য এমন মরণপণ সংগ্রামের কথা আর কেউ ভেবে-ছিলেন কিনা জানা নেই। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'বাংলা সাহিত্যের কথা', 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ', 'শেষ নবীর সন্ধানে', 'ইকবাল', 'ওমর খৈয়াম' প্রভৃতি। 'বিদ্যাপতি-শতক' তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ। [৩,১৭]

শান্ত রক্ষিত। অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিব্বতের রাজা Thi-Srong-dentsan যে দুই জন বাঙালী পণ্ডিতকে তাঁর রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য নিয়ে যান, শান্ত রক্ষিত তাঁদের অন্যতর। তিনি নালন্দা মহাবিহারের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিব্বতীয়েরা তাঁকে আচার্য 'বোধিসত্ত্ব' নামে সম্বোধন করতেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম-সম্প্রদায়ের নৈতিক চরিত্র সংশোধনের জন্য ও তাঁদের জীবনে সংযম শিক্ষা দেবার জন্য নিয়মাদি প্রণয়ন করেন। শান্ত রক্ষিত মাধ্যমিক মতবাদী বৌদ্ধ আচার্য গৌড়পাদের (শুকের শিষ্য ও আচার্য শঙ্করের পরমগুরু) গ্রন্থ থেকে একাধিক শ্লোক উদ্ধার করে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিব্বতী একটি গ্রন্থে বাঙালী শান্ত রক্ষিতের পরিচয়—তিনি সাহোর রাজপরিবারের সন্তান। ঐতিহাসিকগণ সাহোরকে বাঙলার কোন একটি রাজ্য মনে করেন। শান্ত রক্ষিত প্রথমে নেপালে এবং সেখান থেকে তিব্বতে যান। তিনি এবং তাঁর সহকর্মী পদ্মসম্ভব দুই জনে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সম্মানার্থে তিব্বতের রাজা লাসায় একটি বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করেছিলেন। 'মধ্যমকালঙ্কার-কারিকা' ও তার বৃত্তি এবং 'সত্যদ্বয়বিভঙ্গপঞ্জিকা' নামে মহা-যানী গ্রন্থদ্বয়ের তিনি রচয়িতা। [১৯,৬৭]

শান্তশীলা পালিত (২১.৫.১২৮৯ - ৮.৫. ১৩৫৮ ব.)। স্বামীর মৃত্যুর পর অসহযোগ আন্দোলনে ও 'অভয় আশ্রমে' সংগঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কর্মের মাধ্যমে কুমিল্লায় জন-

নেত্রীরূপে পরিচিত হন। সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করে কারারুদ্ধ থাকেন। মুক্তির পরেও দেশসেবায় অবিচল থাকায় সরকার তাঁর বাড়ি দখল করে। এই সময় তিনি পুত্রদের নিয়ে বাঁকুড়ায় চলে যান। তাঁর পুত্র পঞ্চানন কারাগারে অমানুষিক অত্যাচারে মারা যান। [১০]

শান্তি গুপ্তা। বংগরংগমঞ্চ ও চলচ্চিত্রের বিখ্যাত অভিনেত্রী। নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্রের ছাত্রী শান্তি গুপ্তা ১৯৩০ খ্রী. থেকে ১৯৬০ খ্রী. পর্যন্ত বহু নাটকে ও চলচ্চিত্রে অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেন। অশোক নাটকে 'তিষ্যরক্ষিতা'র ভূমিকায় তাঁর অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ নাটকেই তিনি নায়িকা হিসাবে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগে কাজ করেছেন। নির্বাক ছায়াছবির যুগে তিনি চলচ্চিত্র জগতে আসেন এবং নির্বাক ও সবাক মিলিয়ে বহু ছবিতে যোগ্যতার সংগে অভিনয় করেন। ৬৯ বছর বয়সে মৃত্যু। [১৬]

শান্তিপদ চক্রবর্তী (? - ১৯৪৩) কাট্টলী—চট্টগ্রাম। পূরণচন্দ্র। স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় ১৯৩০ খ্রী. পিকেটিং করে গোরা সার্জেন্ট কর্তৃক বেত্রাহত হন। পরে চট্টগ্রাম যুব বিপ্লবী দলে যোগ দেন। প্রীতিলতার নেতৃত্বে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে অংশগ্রহণ করেন। মাস্টারদার গ্রেপ্তারের সময় বুকের ডানদিকে গুলি লাগা সত্ত্বেও বাঁ হাতে গুলি চালিয়ে বেষ্টনী ভেদ করেন। কয়েকমাস পরে ১৯৩৪ খ্রী. তিনি ধরা পড়েন। অস্ত্র আইনে ৮ বছর আন্দামানে দ্বীপান্তর দণ্ড ভোগ করেন। মুক্তির পর ভগ্ন স্বাস্থ্য হেতু চট্টগ্রাম হাসপাতালে ভর্তি হন এবং সেখানেই মারা যান।। [৪২,৯৬]

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২০ - ১২.৭.১৯৭২) বগুড়া। আদি নিবাস ঢাকা। ১৯৪০ খ্রী. কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। এরপর কিছুদিন লিভার ব্রাদার্সে কাজ করবার পর 'সওগাত' পত্রিকায় সাংবাদিকরূপে কাজ করেন। মুসলমান সমাজে প্রগতিশীল ভাবলোক রচনায় পত্রিকাটির দান অপরিসীম। পরে 'স্বরাজ', 'পশ্চিমবংগ' এবং 'সত্যযুগ' পত্রিকায় সহ-সম্পাদকরূপে কাজ করেন। ১৯৫৪ খ্রী. 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় যোগ দেন এবং আমৃত্যু সহ-সম্পাদক ছিলেন। কবিতা রচনা দিয়ে সাহিত্য-সাধনা শুরু করলেও তিনি গল্প ও উপন্যাস-লেখক হিসাবেই পাঠক-মহলে সুপরিচিত হন। কয়েকটি বিদেশী গ্রন্থেরও বংগানুবাদ করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'প্রেম-ভালোবাসা ইত্যাদি', 'রাম ও রহিম', 'তিমিরাভিসার', 'সুসমাচার', 'নিকষিত হেম', 'মিশ্ররাগিণী', 'আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য', 'করুণা করো না', 'প্রিয়তমাসু', 'গোধূলির গান', 'অন্তর্জ্বালা', 'রাজসূয়', 'সেই আশ্চর্য রাত' প্রভৃতি। একসময় তিনি 'অভিবাদন' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। [১৬,১৭]

শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ। রাজত্বকাল—১৩৪৫ - ৫৭ খ্রী.। তুঘলক সম্রাটদের অক্ষমতার সুযোগে হাজী ইলিয়াস ১৩৪৫ খ্রী. সমগ্র বাঙলাদেশ নিজ অধিকারে এনে 'শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ' উপাধি ধারণ করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন এবং দেশে শান্তি বজায় রাখেন। তিনি নিজ অধিকার বিস্তৃত করে ওড়িশা ও তিরহুত থেকে কর আদায় করতেন। তাঁর আমলে শিল্প ও সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি ঘটেছিল। [৬৩]

শামসুদ্দীন, ডা. (? - ৯.৪.১৯৭১)। তিনি পূর্ব-পাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধকালে শ্রীহট্টের মেডিক্যাল কলেজে কর্তব্যরত অবস্থায় পাক-বাহিনীর হাতে নিহত হন। এই সেবাব্রতী ডাক্তার ১৯৪৬ খ্রী. হিন্দু-মুসলমানের রক্তক্ষয়ী দাংগার মধ্যেও কলিকাতা ও বিহারে আহতদের সেবা করেছেন। ঢাকাতে রেসিডেণ্ট সার্জেন থাকা কালে তাঁর উদ্যোগে 'পাকিস্তান অ্যাম্বুলেন্স কোর' গঠিত হয়। ১৯৫৮ খ্রী. গুটি বসন্তের প্রকোপে যখন ৬০ হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটে তিনি তখন ডাক্তার ও মেডিক্যাল ছাত্রদের নিয়ে মহামারীর প্রতিরোধে অভিযান চালান। পূর্ব-পাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধের সময় হাসপাতালে তিনি মুক্তিবাহিনীর গেরিলা ইউনিটকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছেন। পাক সেনাবাহিনী হাসপাতাল এলাকা ঘিরে ফেলে ডাক্তার শামসুদ্দীন সহ আরও কয়েকজন কর্মচারীকে গুলি করে হত্যা করে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক ফজলে রাব্বি, ডা. আলীম চৌধুরী, ডা. জিকরুল হক এবং আরও অনেক ডাক্তার ও বুদ্ধিজীবী পাক বাহিনীর হাতে এই সময় নিহত হন। [১৫২]

শামসুল হুদা (১৮৯৮ - ২৭.৫.১৯৭৫) নোয়াখালী। মালবাহী জাহাজের ডেকের খালাসী হয়ে সানফ্রান্সিস্‌কো যাবার পথে অল্পদিনের জন্য সাংহাই থাকা কালে সেখানে গদর পার্টির সংস্পর্শে আসেন। পুলিসের তাড়া খেয়ে তিনি নিউ ইয়র্ক পালিয়ে যান। ১৯২৫ খ্রী. শিকাগোতে গিয়ে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। পরে সোভিয়েট ইউনিয়নে যান এবং সেখানে প্রাচ্য শ্রমজীবী বিশ্ববিদ্যালয়ে (University for the Toilers of the East) ভর্তি হন। ১৯২৮ খ্রী. ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার

হয়ে ৫ বছর কারারুদ্ধ থাকেন। ১৯৩৪ খ্রী. মুক্তি পাবার পর থেকে পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে আমৃত্যু কাজ করে যান। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সঙ্গে বহুদিন যুক্ত ছিলেন। দুই বার কর্পোরেশনের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। [১৬]

শামসুল হুদা, নবাব (১৮৬২-১৯২২) গোকর্ণ—ত্রিপুরা। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এম.এ. ও বি.এল. পাশ করে কিছুদিন কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজে অধ্যাপনার পর হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। এরপর বঙ্গীয় এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যরূপে কাজ করেন। কিছুদিন হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। ১৯২০ খ্রী. মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ডের সংস্কারবিধি প্রবর্তিত হলে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের প্রথম সভাপতি হন। কিছুকাল ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। ১৯১৩ খ্রী. 'নবাব' ও ১৯১৬ খ্রী. 'কে.সি.আই.ই.' উপাধি পান। [২৫,২৬]

শাহ্‌নূর সৈয়দ। সৈয়দপুর—শ্রীহট্ট। এই কবির রচিত 'নূর নাছিহত' নামক একটি সঙ্গীতগ্রন্থ আছে। পল্লীসঙ্গীত ছাড়াও তিনি বহু সারি গান রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত একটি বিখ্যাত গানের শেষাংশ—'সৈয়দ শাহনূরে বলে,/আমি মনের লাগাল পাই/নিরলে বসিয়া রূপ/নয়ান ভরে চাই গো।' [৭৭]

শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৪-?) পাণ্ডিতগোল-বসিরহাট—চব্বিশ পরগনা। কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক ছিলেন। রচিত গ্রন্থসমূহ : 'মৃদঙ্গ', 'চিত্রকূট', 'কল্পলেখা', 'রূপছন্দা' (কাব্য), 'পথের দেখা', 'রিক্তা' (উপন্যাস) ; 'সরফরাজ খাঁ', 'আনারকলি' (নাটক) প্রভৃতি। [৪]

শাহেদ সোহ্‌রাবর্দী (২৪.১০.১৮৯০-৩.৩. ১৯৬৫) মেদিনীপুর। পিতা জাহেদ সোহ্‌রাবর্দী কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যবহারজীবী ও পরে বিচারপতি ছিলেন। শাহেদ সোহরাবর্দী ১৯১২ খ্রী. অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকত্ব লাভ করে রাশিয়ায় যান এবং ১৯১৭ খ্রী. মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি মস্কোর সুবিখ্যাত আর্ট থিয়েটারের অন্যতম শিল্প-নির্দেশক ছিলেন। ১৯২০ খ্রী. ইউরোপ ও আমেরিকার নানা দেশ ভ্রমণ করে প্যারিসে এসে ১৯৩১ খ্রী. পর্যন্ত সেখানে বাস করেন। প্যারিসে অবস্থিত জাতিসঙ্ঘ (লীগ অব নেশনস্‌) পরিচালিত আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি বিনিময় কেন্দ্রের ললিতকলা শাখার উপদেষ্টার পদে কিছুদিন কর্মরত ছিলেন। দেশে ফিরে ১৯৩২ খ্রী. থেকে ১৯৪৩ খ্রী. পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পকলা-বিষয়ক বাগীশ্বরী অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেন। এই সময়ের মধ্যে কিছুদিন তিনি ইসলামীয় সংস্কৃতির অধ্যাপকরূপে বিশ্বভারতীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯৪৩ খ্রী. থেকে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগ পর্যন্ত অবিভক্ত বাঙলার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯৪৮ খ্রী. নবসৃষ্ট পাকিস্তানের রাজধানী করাচিতে চলে যান এবং সেখানের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হন। পরে এই সংস্থার সভাপতি-পদ লাভ করেন। ১৯৫২ খ্রী. তিনি আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যদেশীয় শিল্পকলার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। দুই বৎসর পর স্পেনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতের পদ লাভ করেন। স্পেন, মরক্কো, টুনিসিয়া প্রভৃতি দেশে রাষ্ট্রদূতের পদে নিযুক্ত থেকে ১৯৫৯ খ্রী. তিনি দেশে ফিরে করাচীতে অবসর-জীবন যাপন করেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বহু ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল। ইংরেজী ভাষায় কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। প্রাচ্যদেশীয় শিল্পকলা ও সংস্কৃতি বিষয়ে বিশ্বের অন্যতম বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরিচিত ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'Mussalman Culture', 'Mussalman Art in Spain' প্রভৃতি। অকৃতদার ছিলেন। স্বাধীনতা লাভের প্রাক্‌কালে অবিভক্ত বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহ্‌রাবর্দী তাঁর অনুজ। [১৪৯]

শিবকালী মণ্ডল (১৯০৫-১৯৩০) কলিকাতা। আশুতোষ। ১৯২১ খ্রী. অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। পরে কুষ্টিয়ায় একটি যুব সংগঠন ও পাঠাগার গড়ে তোলেন। ১৯৩০ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার হন ও কারাদণ্ড ভোগ করেন। কৃষ্ণনগর জেলে তাঁর মৃত্যু হয়। [৪২]

শিবচন্দ্র দেব (২০.৭.১৮১১-১২.১১.১৮৯০) কোন্নগর—হুগলী। ব্রজকিশোর। ১৮২৫ খ্রী. হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। ডিরোজিওর শিষ্যদলের অন্যতম। উচ্চতর গণিতশাস্ত্রে জ্ঞান ছিল। সার্ভে বিভাগের কম্পিউটার হিসাবে কর্মজীবন শুরু করে ১৮৩৮ খ্রী. ডেপুটি কালেক্টররূপে সাবঅর্ডিনেট এক্‌জিকিউটিভ সার্ভিসে যোগ দেন এবং ১৮৬৩ খ্রী. অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৪৩ খ্রী. ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়ে ১৮৫০ খ্রী. নেতৃস্থানীয় হয়ে ওঠেন। ১৮৭৮ খ্রী. সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতা নির্বাচিত হন। স্ত্রী-শিক্ষা ব্যতীত সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয় ভেবে তিনি নিজ কন্যাদের বেথুন স্কুলে ভর্তি করান। ১৮৬০ খ্রী. নিজ বাড়িতেই বালিকা

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কোন্নগর ইংরেজী ও ভার্নাকুলার বিদ্যালয়ের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'শিশুপালন' ও 'অধ্যাত্মবিজ্ঞান'। ১৮৪৫ খ্রী. বাঙলার যে-সব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি 'হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার অর্থের জন্য আবেদন করেন, শিবচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। তিনি কমিটির কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। নিজ অঞ্চলের উন্নতির জন্য 'কোন্নগর হিতসাধিনী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর উদ্যোগে রেল স্টেশন স্থাপিত হয়। ১৮৫৮ খ্রী. একটি সাধারণ পাঠাগার এবং ১৮৬৮ খ্রী. একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টার ফল। শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ছিলেন (১৮৬৫-১৮৭৮)। 'জ্ঞানান্বেষণ সমিতির' উৎসাহী সদস্য শিবচন্দ্র সারাজীবন সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সমাজ-উন্নতিমূলক কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। [৩,৮]

শিবচন্দ্র নন্দী, রায়বাহাদুর (জন্ম ১৮২৪ - ৯.৪.১৯০৩) কলিকাতা। উচ্চশিক্ষা না পেলেও ইংরেজী শিখে টাঁকশালে কেরানীর চাকরিতে প্রবেশ করেন। ২৬ বছর বয়সে ভারতবর্ষে টেলিগ্রাফ যন্ত্র-প্রতিষ্ঠার ভারপ্রাপ্ত ওসেউনেসীর সহকারী নিযুক্ত হন। টেলিগ্রাফের কাজে অনভিজ্ঞ হয়েও বিভিন্ন গ্রন্থাদি পাঠ করে টেলিগ্রাফের কাজে দক্ষতা অর্জন করেন। ১৮৫২ খ্রী. কলিকাতা থেকে ডায়মণ্ড-হারবার পর্যন্ত পরীক্ষামূলক প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন প্রতিষ্ঠার ভারপ্রাপ্ত হয়ে সফলকাম হন এবং এই সময় বড়লাট লর্ড ডালহৌসী স্বয়ং সাঙ্কেতিক ধ্বনি দ্বারা তাঁকে অভিনন্দিত করেন। এরপর শিবচন্দ্র টেলিগ্রাফ বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর-ইন-চার্জ এবং কিছুদিন সর্বময় কর্তা ছিলেন। ঢাকা পর্যন্ত টেলিগ্রাফ লাইন বিস্তারের উদ্দেশ্যে জীবন বিপন্ন করে জেলে ডিঙি নিয়ে পদ্মায় ৭ মাইল কেব্‌ল্‌ বসাবার দায়িত্ব নেন এবং মাটির নীচ থেকে লাইন তোলবার জন্য তালগাছের খুঁটি ব্যবহারের নক্‌শা দিয়েছিলেন। ১৮৫২-৫৬ খ্রী. কলিকাতা থেকে বরাকর, এলাহাবাদ, বারাণসী ও বারাণসী থেকে মীরজাপুর পর্যন্ত টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপন করেন। ১৮৮৪ খ্রী. অবসর-গ্রহণ করেন। [৪]

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব (১৮৬০ - ২৫.৩.১৯১৩) কুমারখালি—নবদ্বীপ। প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক পণ্ডিত। স্বগ্রামের কৃষ্ণনাথ শিরোমণির কাছে বিদ্যাশিক্ষা করেন। এই নিষ্ঠাবান তান্ত্রিক তন্ত্রের প্রকৃত মর্মোদ্ঘাটনের জন্য নিয়োজিত ছিলেন। তন্ত্র-মহিমায় কাশীবাসীদের মুগ্ধ করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত রচনা : 'চণ্ডীতত্ত্ব'। অপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'রাসলীলা' (বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনা), 'গীতাঞ্জলি' (স্বরচিত শাক্তসঙ্গীতের সঙ্কলন), 'গণেশ' (নাটক), 'তন্ত্রতত্ত্ব', 'কর্তা ও মন', 'স্বভাব ও অভাব', 'মা', 'দুর্গোৎসব' প্রভৃতি। তিনি 'শৈবী' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কলিকাতা হাই-কোর্টের বিচারপতি স্যর জন উড্‌রফ তাঁর শিষ্যদের অন্যতম ছিলেন। উড্‌রফ তাঁর লেখা 'তন্ত্রতত্ত্ব' গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ করে 'প্রিন্সিপ্‌ল্‌স অফ তন্ত্র' নামে প্রচার করেন। [৩,৪,২৫,২৬]

শিবচন্দ্র সার্বভৌম, মহামহোপাধ্যায় (ফাল্গুন ১২৫৪ - ১৩২৬ ব.) ভাটপাড়া—চব্বিশ পরগনা। রঘুমণি বিদ্যাভূষণ। পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। প্রাথমিক শিক্ষা-সমাপ্তির পর তিনি খুল্লতাত জয়-রাম ন্যায়ভূষণের নিকট সংস্কৃত ব্যাকরণ ও পিতার নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেন। পরে মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্নের নিকট নব্যন্যায় সমাপ্ত করে 'সার্বভৌম' উপাধি পান। ১৬ বছর বয়সে তিনি 'পাণ্ডবচরিত্রম্‌' নামে একখানি সংস্কৃত নাটক রচনা করে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। উপাধি-প্রাপ্তির পর তিনি নিজ গৃহে ন্যায়শাস্ত্রের চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনায় ব্রতী হন। অল্প-কালের মধ্যেই তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয়। বহু ছাত্রকে গৃহে আহার ও বাসস্থান দিয়ে তিনি শিক্ষা দান করেছেন। কয়েক বৎসর পর মূলাজোড় কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁকে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ পদ প্রদান করেন। তিনি আমৃত্যু ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। উত্তরকালে তিনি শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক-রূপে পরিগণিত হন। তাঁর বহু ছাত্র উত্তরকালে অতুলনীয় পাণ্ডিত্য-গৌরবে ঘোরতর প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বঙ্গদেশের সর্বত্র নব্যন্যায়ের চর্চা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। শিবচন্দ্র 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি'র নূতন সংস্কৃত টীকা রচনা করেন। তার কিয়দংশ 'বিদ্যোদয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯০৩ খ্রী. তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। [৯০,১৩০]

শিবচন্দ্র সিদ্ধান্ত (১৭৯৭ ? - ১৮৭১ ?) বৈদ্য-বেলঘরিয়া—রাজশাহী। রামকিশোর তর্কালঙ্কার। অল্প বয়সে পাণিনি, স্মৃতি, কাব্য, অলঙ্কার ও পুরাণাদিতে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করে ১৭ বছর বয়সে নিজ গ্রামে চতুষ্পাঠী খুলে অধ্যাপনা শুরু করেন। পাণ্ডিত্যের জন্য বহু দূর থেকে ছাত্ররা পড়তে আসত। অত্যধিক জ্ঞানস্পৃহা থাকায় অধ্যা-পনা ছেড়ে বারাণসীতে গিয়ে তৎকালের সর্বপ্রধান পণ্ডিত কাকারাম শাস্ত্রীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, বেদান্ত ও জ্যোতিষাদি শাস্ত্র স্বহস্তে লিখে অধ্যয়ন করতে থাকেন। পাঠ শেষ করে স্বগ্রামে পুনরায় চতুষ্পাঠী খোলেন।

তিনি অর্জিত সমস্ত অর্থই ছাত্রদের জন্য ব্যয় করতেন। কথিত আছে, একসময় রাজা রাধাকান্তদেব কোনও বিষয়ে প্রমাণ সংগ্রহার্থে বাঙলার পণ্ডিত-মণ্ডলীর শরণাপন্ন হন, কিন্তু শিবচন্দ্র ছাড়া আর কেউই প্রমাণ সংগ্রহ করে দিতে পারেন নি। তাঁর রচিত বহু সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। তার মধ্যে ১৭টি মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্য এবং ১৭টি দর্শনাদি-বিষয়ক। [২,৪]

শিবদাস ভাদ্বড়ী (১৮৮৫-১৯৩২)। বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়। ১৯১১ খ্রী. মোহনবাগান ক্লাব তাঁর অধিনায়কত্বে ঈস্ট ইয়র্ক দলকে ২-১ গোলে পরাজিত করে প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে আই.এফ.এ. শীল্ড পায় ও ফুটবলের ইতিহাসে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করে। এছাড়া তাঁর অধিনায়কত্বে মিলিটারী মেডিক্যাল, ওয়াই.এম.সি.এ., চৌরঙ্গী মেজারার্স্ প্রভৃতি দল পরাজিত হয়। সাধারণত লেফ্ট লাইনে খেলতেন। তিনি পশুচিকিৎসক হিসাবে ভেটারিনারি কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [৩,৭]

শিবদাস সেন। একজন আয়ুর্বেদবিদ্ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। পঞ্চকোট বা শিখরভূমের রাজসভাসদ্ সাঙ্গ সেনের প্রপৌত্রপুত্র অনন্ত সেনের পুত্র। তিনি চক্রপাণিদত্ত-রচিত 'চিকিৎসাসংগ্রহ' ও 'দ্রব্যগুণ-সংগ্রহে'র এক উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করেন। [২]

শিবনাথ ঘোষ। ১৮৪০ খ্রী. খুলনার নীলকর রেনীর বিরুদ্ধে নীলচাষী ও স্থানীয় জমিদার এবং তালুকদারদের মিলিত সংগ্রামে তিনি নেতৃত্ব দান করেন। [৫৬]

শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-২০.৬.১৯৭২) গঙ্গাটিকুরী—বর্ধমান। অতীন্দ্রনাথ। রসসাহিত্যিক ও বর্ধমানের প্রখ্যাত আইনবিদ্ ইন্দ্রনাথ তাঁর পিতামহ। ১৯২৭ খ্রী. শিবনাথ বি.এল. পাশ করে কিছুদিন কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করেন। পরে তিনি পল্লী বাঙলার উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে ওকালতি ছেড়ে স্বগ্রামে এসে বসবাস করতে থাকেন। তিনি ৩২ বছর কাটোয়ার প্রথম শ্রেণীর অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। জেলার বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। ১৯৪৩ খ্রী. দারুণ দুর্ভিক্ষের সময় গঙ্গাটিকুরীতে লঙ্গরখানা খুলে আর্ত দরিদ্রের সেবা করেন। ১৯৬১ খ্রী. তাঁর আহ্বানে গঙ্গাটিকুরী গ্রামে 'ইন্দ্রালয় প্রাঙ্গণে' বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে পিতার নামে তিনি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। [১৪৯]

শিবনাথ শাস্ত্রী (৩১.১.১৮৪৭-৩০.৯.১৯১৯) মজিলপুর—চব্বিশ পরগনা। হরানন্দ ভট্টাচার্য। চাংড়িপোতা গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম। সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল ও সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা। ১৮৭২ খ্রী. সংস্কৃতে এম.এ. পাশ করে শাস্ত্রী উপাধি পান। ছাত্রাবস্থায় সামাজিক সংস্কারমূলক আন্দোলন ও ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য তাঁর পাঠ্যজীবন বাধাপ্রাপ্ত হয়। অবশ্য পিতার বিরাগভাজন হলেও মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। ১৮৭৩-৭৪ খ্রী. দ্বারকানাথের বিখ্যাত 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা সম্পাদনা করতেন এবং হরিনাভির স্কুলটিও তিনিই দেখতেন। এসময়ে স্বাস্থ্যের কারণে দ্বারকানাথ কাশীতে বাস করতেন। ১৮৭৪ খ্রী. শিবনাথ ভবানীপুরের সাউথ সুবার্বন স্কুলে হেডমাস্টার পদে যোগ দেন। ১৮৭৬ খ্রী. হেয়ার স্কুলে সংস্কৃত শিক্ষকরূপে আসেন, কিন্তু সরকারী চাকরির প্রতি বিরাগবশত ও ব্রাহ্মসমাজের কাজের জন্য, ১৮৭৮ খ্রী. পদত্যাগ করেন। তাঁর প্রধান পরিচয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা-নেতারূপে। গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হলেও, হিন্দুদের মধ্যে সেকালে প্রচলিত কুসংস্কার ও অর্থহীন আচার-আচরণের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা জন্মায়। ১৮৬৫ খ্রী. থেকেই ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে যাতায়াত করতেন এবং সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে এবং বিধবাবিবাহের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তাঁর 'আত্মচরিত' পুস্তকে ১৮৬৮ খ্রী. তাঁরই উৎসাহে সম্পাদিত বিপত্নীক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ও বিধবা মহালক্ষ্মীর বিবাহের বিষয় বর্ণিত আছে। এই বিবাহের প্রায় সব খরচ বিদ্যাসাগর মহাশয় বহন করেন। এই উপলক্ষে পিতার ক্রোধ সত্ত্বেও সমাজে নবদম্পতিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি বহু দুর্যোগ মাথা পেতে নেন এবং উপেন দাসের সঙ্গে নবকৃষ্ণ বসুর বিধবা কন্যার বিবাহেও সাহায্য করেন। ২২.৮.১৮৬৯ খ্রী. আনন্দমোহন বসু প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশ করেন। তখন কেশব সেন ছিলেন তাঁদের নেতা। উপবীত ও মূর্তিপূজার সঙ্গে এখানেই তাঁর ইতি ঘটে। ফলে পিতা কর্তৃক বিতাড়িত হন। কেশব সেনের নেতৃত্বে 'Indian Reforms Association'-এ যোগ দেন। এ সভার বহুবিধ কর্মতালিকা ছিল, যথা : মদ্যপান নিবারণ এবং শিক্ষা, সুলভ সাহিত্য ও কারিগরী বিদ্যার প্রচার। শিবনাথ 'মদ না গরল' নামে মাসিক পত্রিকা প্রচার করেন। নারী-মুক্তি আন্দোলনেও তিনি কেশবচন্দ্রের সহযোগী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের বলিষ্ঠ আন্দোলনের ফলেই ১৮৭২ খ্রী. আইনে মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স-সীমা চোদ্দ বছর

নির্ধারিত হয়। ক্রমে মহিলাদের উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যে আন্দোলন শুরু করেন তাতেই কেশবচন্দ্রের বিরোধিতার জন্য তাঁদের মধ্যে দ্বিমত শুরু হয়। শিবনাথ প্রমুখেরা কেশবচন্দ্রকে অগ্রাহ্য করে হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় বা বঙ্গ-মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং শিবনাথ স্বীয় কন্যা হেমলতাকে এখানে ভর্তি করান। এরপর অন্নদাচরণ খাস্তগীর, দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রজনীনাথ রায় প্রভৃতির চাপে কেশবচন্দ্র তাঁদের স্ত্রীদের ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে প্রকাশ্যভাবে বসার অধিকার স্বীকার করেন এবং শিবনাথ এই মতের সমর্থন জানান। দুই বছর হরিনাভিতে বাস করলেও শিবনাথ ব্রাহ্মসমাজের নূতন দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। ১৮৭৭ খ্রী. তিনি ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন তরুণকে নিয়ে একটি বৈপ্লবিক সমিতি গঠন করেন। সমিতির কার্যসূচীতে জাতীয়তামূলক ও সমাজ-সংস্কারমূলক শিক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পরিকল্পনা ছিল। তাঁর গুপ্ত সমিতিতে আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর রচিত 'যুগান্তর' নামে সামাজিক উপন্যাস থেকে 'যুগান্তর' পত্রিকার (১৯০৭) নামকরণ হয়। তাঁদের অন্যান্য অঙ্গীকার ছিল—জাতিভেদ অস্বীকার, সরকারী চাকরি অস্বীকার, সমাজে নারী-পুরুষের সমানাধিকার স্বীকার ইত্যাদি। অশ্বারোহণ ও বন্দুক-চালনা শিক্ষা তাঁদের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই কর্মসূচীর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি হেয়ার স্কুলের শিক্ষকতা ত্যাগ করেন। ১৮৭৮ খ্রী. কেশবচন্দ্রের অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজে ভাঙ্গন ধরে এবং শিবনাথের নেতৃত্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন থেকে তিনি সমাজ-সংস্কারে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। তিনি ধর্মপ্রচার ছাড়াও সারা ভারতে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংহতি এবং সাম্যের কথাও প্রচার করেন। মাদ্রাজ ভ্রমণের সময়ে সেদেশের জাতিভেদ ও ছুঁৎমার্গকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। শিক্ষাপ্রসারের জন্য আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একযোগে সিটি স্কুল (১৮৭৯) স্থাপন করেন। এই বছরেই 'স্টুডেণ্টস্ সোসাইটি' নামে একটি গণতান্ত্রিক ছাত্র প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন একটি জমিদার-কবলিত প্রতিষ্ঠান ব'লে ২৬.৭.১৮৭৬ খ্রী. ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন নামে মুখ্যত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠায় তিনি উদ্যোগী ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে 'সখা' নামে কিশোরদের জন্য ভারতের প্রথম মাসিক পত্রিকা তাঁর উৎসাহে প্রকাশিত হয় (১৮৮৩)। ১৮৮৮ খ্রী. তিনি ছয় মাসের জন্য বিলাত ভ্রমণে যান। ইংরেজ চরিত্রের নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ লক্ষ্য করে স্বপ্রতিষ্ঠিত 'সাধনাশ্রমে' সেই নিয়ম প্রবর্তন করেন। কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকরূপে শিবনাথ শাস্ত্রীর রচনার সংখ্যা অনেক। 'আত্মচরিত' এবং 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' আজও গবেষকদের কাছে অতি মূল্যবান তথ্যমূলক পুস্তক। বাংলা প্রবন্ধকাররূপে তাঁর খ্যাতি সর্বাধিক। রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'নির্বাসিতের বিলাপ', 'নয়নতারা', 'বিধবার ছেলে', 'মেজ বৌ' (উপন্যাস), 'রামমোহন রায়', 'হিমাদ্রিকুসুম' (কাব্য), 'ধর্মজীবন', 'History of the Brahmo Samaj', 'Men I have seen' প্রভৃতি। [৩,৭,৮,২৫,২৬,২৮,৫৪]

শিবনাথ সাহা। জানিপুর—নদীয়া। এককালে মনোহরশাহী কীর্তন গানে তিনি ঐ অঞ্চল মাতিয়ে তুলেছিলেন। জানিপুরে গেলেই রবীন্দ্রনাথ শিবু সাহাকে ডেকে এনে কীর্তন শুনতেন। রবীন্দ্রনাথ শিবু সাহাকে সদলবলে কলিকাতা ঠাকুর ভবনে এনেছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও জগদীশ বসুর গৃহে এবং নাটোর ও পাইকপাড়া রাজবাড়িতে কীর্তন গেয়ে তিনি কলিকাতাবাসী অভিজাতবর্গকে মুগ্ধ করেন। [৩০]

শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৫৯ - ১৯২০) উত্তরপাড়া—হুগলী। জমিদারবংশে জন্ম। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'Early Poems' (১৮৯৫), 'Joykissen Mukherjee, An Appreciation' (১৯১৮)। [৪]

শিবপ্রসাদ ভুঁইয়া (? - ২৮.৫.১৯৪৩) কালাপুঞ্জা—মেদিনীপুর। রাধাকৃষ্ণ। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় গ্রেপ্তার হয়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে মৃত্যু। [৪২]

শিবপ্রিয়া। এই শৈব রাজকুমারী বৌদ্ধ ধনদত্তের পত্নী ছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম জানা যায় নি। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে তাঁর যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। তাঁর পুত্র পরম সৌগত কান্তিদেব একজন সম্ভ্রান্ত বৌদ্ধ রাজা ছিলেন। [৬৭]

শিবরতন মিত্র (১.১২.১২৭৮ - ২০.৯.১৩৪৫ ব.) বড়রা—বীরভূম। ঈশ্বরচন্দ্র। জেনারেল অ্যাসেম্ব্লীজ ও কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে বি.এ. পর্যন্ত পড়ে ১৮৯৭ খ্রী. সরকারী কর্মে প্রবেশ করেন। কলেজের ছাত্ররূপে বহু সাময়িক পত্রিকায় প্রবন্ধ রচনা করতেন। রতন লাইব্রেরী ও বীরভূম

সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা এবং বহু প্রাচীন পুঁথির সংগ্রহকর্তা। 'মানসী' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। জীবনী, ইতিহাস এবং শিশুপাঠ্য ও স্কুলপাঠ্য বিবিধ বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'দূর্বা', 'তপোবন', 'চিন্ময়ী', 'বঙ্গসাহিত্য', 'বীরভূমের ইতিবৃত্ত', 'সাঁওতালী উপকথা', 'Types of Early Bengali Prose', 'Easy Poems' প্রভৃতি। তা ছাড়া তিনি 'উজ্জ্বলচন্দ্রিকা', 'চণ্ডীদাস', 'বিদ্যাপতি', 'শকুন্তলা' প্রভৃতি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছিলেন। [৪,২৫,২৬]

শিবরাম বাচস্পতি (১৮শ শতাব্দী) নবদ্বীপ। গদাধর-রচিত মুক্তিবাদের ওপর তাঁর রচিত টীকা পাওয়া যায়। 'গৌতমসূত্রবৃত্তি' তাঁর অপর গ্রন্থ। অনুমানখণ্ডের চর্চা যখন চরমে ওঠে সেইসময় তিনি অনাদৃত প্রাচীন ন্যায়ের গ্রন্থ পুনরালোচনা করেন। কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের 'ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত'-এ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালীন প্রধান পণ্ডিতদের মধ্যে 'ষড়্‌দর্শনবিৎ' শিবরাম বাচস্পতির নাম আছে। তাঁর পুত্র হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত শঙ্করের পূর্বে নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। রাজবল্লভের সভায় তিনি নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। [৪,৯০]

শিবরাম মাঝি (?-৪.১.১৯৪৭) চিরিরবন্দর —দিনাজপুর। বাজিতপুর গ্রামের ক্ষেতমজুর সমিরুদ্দীন পুলিসের গুলিতে নিহত হলে সাঁওতাল যুবক শিবরাম তীরধনুকের সাহায্যে ঐ পুলিসকে হত্যা করেন। পরে তিনিও অন্য এক পুলিসের গুলিতে নিহত হন। ২০ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭ খ্রী. চিরিরবন্দর ও দিনাজপুরের খাঁপুর গ্রামে যশোদারাণী সরকার, কৌশল্যা কামারনীসহ ৩০ জন ঐ কৃষক আন্দোলনের সামিল হয়ে পুলিসের গুলিতে মারা যান। এই সময়ে দিনাজপুর ছাড়াও জলপাইগুড়ি, রংপুর, মালদহ, ময়মনসিংহ, চব্বিশ পরগনা, খুলনা ও হাওড়া জেলার অনেক কৃষক তেভাগা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে শহীদ হন। [১২৮]

শিবসুন্দরী দেবী (১৮০৬-১৮৯৩)। পিতা —ঈশানচন্দ্র মুস্তফী। স্বামী—হরকুমার ঠাকুর। সম্ভবত প্রথম বাঙালী মহিলা লেখিকা। রচিত নাটক : 'তারাবতী'। [৪]

শিবানন্দ সেন (১৬শ শতাব্দী) কাঁচরাপাড়া— চব্বিশ পরগনা। তাঁর তিন পুত্র চৈতন্যদাস, রামদাস ও পরমানন্দ (কবিকর্ণপুর) কবি হিসাবে খ্যাত। নিজেও একজন বিখ্যাত কবি। তিনি প্রতি বছর রাসের সময় এদেশ থেকে মহাপ্রভুর ভক্তদের নিয়ে নীলাচলে যেতেন। 'শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য', 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়', 'অলঙ্কারকৌস্তুভ', 'আনন্দবৃন্দাবনচম্পূকাব্য' ও 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' এবং 'চৈতন্যশতকগুণাবলী' তাঁর রচিত। [২]

শিবানন্দ, স্বামী (১৮৫৩-১৯৩৩)। পিতা— রামকানাই ঘোষাল। পূর্বনাম তারকনাথ। পিতা রাণী রাসমণির সম্পত্তির উকিল ছিলেন। সেই সূত্রেই দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। তিনি প্রথম যৌবনে কেশবচন্দ্রের উপদেশে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন ও পরে শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সংসারত্যাগী হন। শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর বরাহনগরে প্রতিষ্ঠিত মঠে যোগ দেন। ১৮৯৩ খ্রী. স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা গেলে তিনি ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ করেন। এইসময় আলমোড়ায় থিয়সফিস্ট স্টার্ডির আলোচনার ফলে তিনি বিলাতে যান ও স্বামী বিবেকানন্দকে সেখানে যাবার আমন্ত্রণ জানান। ১৯১৪ খ্রী. তাঁর চেষ্টায় আলমোড়ায় মঠ প্রতিষ্ঠার কাজ আরম্ভ হয়। দক্ষিণ ভারতে প্রচারকাজ পরিচালনা করে ১৮৯৭ খ্রী. সিংহল যান। কাশীতে অদ্বৈতাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার হিন্দী অনুবাদ প্রচার করেন। প্রথম থেকেই বেলুড় মঠের অন্যতম ট্রাস্টী ছিলেন এবং পরে মঠের কার্যভার গ্রহণ করেন। ১৯২২ খ্রী. স্বামী ব্রহ্মানন্দের মৃত্যুর পর রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি নিযুক্ত হন। [৫]

শিবেন্দ্রমোহন রায় (?-৯.১২.১৯৪৯) কমিউনিস্ট কর্মী। পাকিস্তানে জননিরাপত্তা আইনে বন্দী হন। কুষ্টিয়ার সাব-জেলে অনশনরত অবস্থায় তাঁকে জোর করে খাওয়ানর সময় ফুসফুস ফুটো হয়ে যাওয়ায় মারা যান। [৭৯]

শিরোমণি, রাণী। মেদিনীপুরের নাড়াজোল, ঝাড়গ্রাম, কর্ণগড় প্রভৃতি অঞ্চলের বৃহত্তম জমিদারীর মালিক রাণী শিরোমণি ১৭৯৮/৯৯ খ্রী. চোয়াড় ও পাইক বিদ্রোহীদের সহায়তা করেছিলেন। [৫৬]

শিশিরকুমার গুহ। ২৩.১২.১৯০৭ খ্রী. ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অ্যালনকে হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হলে শিশিরকুমার কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকেন। প্রায় ৭ বছর পর অপর এক রাজনৈতিক কারণে গ্রেপ্তার হন এবং এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। পরে গ্রামে অন্তরীণ থাকা কালে তাঁর মৃত্যু হয়। [৪৩]

শিশিরকুমার ঘোষ (১৮৪০-১০.১.১৯১১) পলুয়ামাগুরা—যশোহর। হরিনারায়ণ। কলিকাতা কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল (বর্তমান হেয়ার স্কুল) থেকে ১৮৫৭ খ্রী. প্রবেশিকা পাশ করেন। কিছুদিন কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ে স্বগ্রামে ফেরেন।

'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার সংবাদদাতারূপে কাজ করে সাংবাদিকতায় আগ্রহী হন। ১৮৬২ খ্রী. কলিকাতায় মুদ্রণের কাজ শিখে একটি কাঠের মুদ্রাযন্ত্র কিনে নিজগ্রামে স্থাপন করেন। ১৮৬২-৬৩ খ্রী. 'অমৃত প্রবাহিণী' পাক্ষিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু পিতার মৃত্যুতে প্রেস বন্ধ করে শিক্ষকতা বৃত্তি নেন। ক্রমে ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর অফ স্কুল্‌স্‌ হন। কিন্তু কিছুকাল পরেই সাংবাদিকতায় ফিরে আসেন। ২০.২.১৮৬৮ খ্রী. 'অমৃতবাজার পত্রিকা' নামে বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরের বছর এটি ইংরেজী-বাংলা দ্বিভাষিক হয়। ১৮৭১ খ্রী. সপরিবারে কলিকাতায় এসে এখান থেকেই পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। ২২.৫.১৮৭৪ খ্রী. এই পত্রিকায় নীলবিদ্রোহকে বাঙলাদেশের প্রথম বিপ্লব ব'লে উল্লেখ করেন। ২১.৩.১৮৭৮ খ্রী. ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট চালু হলে এক সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকাটিকে পুরোপুরি ইংরেজী সাপ্তাহিকে পরিণত করেন। তাঁর অবসর-গ্রহণের বহু পরে ১৮৯১ খ্রী. পত্রিকাটি দৈনিকে পরিণত হয়। প্রথম যৌবনে শিশিরকুমার ব্রাহ্ম-মতাবলম্বী হলেও ১৮৬৯ খ্রী. তিনি এই সংস্রব ত্যাগ করেন। এরপর বোম্বাই শহরে মাদাম ব্ল্যাভাট্‌স্কী প্রতিষ্ঠিত থিওসফিক্যাল সোসাইটির সমর্থক হন। সবশেষে তিনি বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার সংবাদদাতারূপে ১৮৫৯-৬০ খ্রী. নীলকর-বিরোধী সংবাদ সরবরাহ করেন। এসময় তিনি অত্যন্ত নির্ভীকভাবে নীলকর সাহেবদের শোষণ ও পাশবিক অত্যাচারের সংবাদাদি প্রকাশ করতেন। সাংবাদিকতার মাধ্যমে দেশসেবার আন্তরিক চেষ্টা ছিল। ফলে তাঁর পত্রিকা শীঘ্রই রাজরোষে পড়ে। ১৮৬৮ খ্রী. তাঁর ও আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়। মনোমোহন ঘোষ তাঁদের পক্ষে সওয়াল করেন। বিচারে তিনি মুক্তি পান কিন্তু চন্দ্রনাথ ঘোষ ও রাজকৃষ্ণ মিত্র দণ্ডিত হন। অমৃতবাজার পত্রিকাটি শীঘ্রই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মুখপত্র হয়ে ওঠে এবং তিনি সানুজ রাজনীতিতে অংশ নিতে শুরু করেন। পৌরসভার পরিচালনায় ভোটাধিকার প্রয়োগের কথা তিনিই প্রথম বলেন। ১৮৭০ খ্রী. পার্লামেণ্টারী শাসনের দাবি জানান। ড্রামাটিক পারফরম্যান্স অ্যাক্ট, প্রেস অ্যাক্ট, আর্ম্‌স্‌ অ্যাক্ট প্রভৃতি দমনমূলক আইনের বিরোধিতা করেন। ভারতীয়দের শিল্প-বাণিজ্যে উৎসাহ দেন। শিক্ষাবিস্তারে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর রচিত ৬ খণ্ড 'অমিয়-নিমাই-চরিত' এবং ইংরেজীতে 'Lord Gouranga or Salvation for All' গ্রন্থ দুইটি নব্য বৈষ্ণবতন্ত্রের প্রচারে বিশেষ সাহায্য করে। ৭.১২.১৮৭২ খ্রী. ন্যাশনাল থিয়েটার খোলায় উৎসাহী ছিলেন এবং পরের বছর তার পরিচালক নিযুক্ত হন। ১৮৭৮ খ্রী. পত্রিকা ও রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে গ্রন্থ-রচনায় মন দেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত নাটক : 'নয়শো রুপেয়া'। অন্যান্য গ্রন্থ : 'শ্রীনরোত্তম চরিত', 'শ্রীকালাচাঁদ গীতা' (কাব্য), 'শ্রীনিমাই সন্ন্যাস' (নাটক), 'সর্পাঘাতের চিকিৎসা', 'বাজারের লড়াই' (প্রহসন), প্রভৃতি। বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের জন্য তিনি 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা', 'শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা', 'হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিন' প্রভৃতি পরিচালনা করতেন। [৩,৭,৮,১০,১৬,২৫,২৬,৫৪]

শিশিরকুমার বসু (১৮৯৬-?)। সাপ্তাহিক 'শিশির' এবং সাপ্তাহিক ও দৈনিক 'ভগ্নদূত' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকা দুইটি কার্টুন ও হাল্কা রসিকতার জন্য জনপ্রিয় ছিল। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'দাম্পত্যকলহেচৈব'। সম্পাদিত গ্রন্থ : 'গান্ধীহত্যাকাহিনী'। [৪]

শিশিরকুমার ভাদুড়ী, নাট্যাচার্য (২.১০.১৮৮৯-৩০.৬.১৯৫৯)। মেদিনীপুরে জন্ম। পৈতৃক নিবাস রামরাজাতলা—হাওড়া। হরিদাস। খ্যাতনামা অভিনেতা ও নাট্যাচার্য। ১৯০৫ খ্রী. বঙ্গবাসী স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স, ১৯১০ খ্রী. স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি.এ. ও ১৯১৩ খ্রী. এম.এ. পাশ করেন। সারা জীবন প্রচুর পড়াশুনা করেছেন। ল ক্লাশে ভর্তি হন—কিন্তু পরীক্ষা দেন নি। সংসারের দায়িত্ব আসায় মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশনের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন। সুবেশ ও সুকণ্ঠ অধ্যাপক শিশিরকুমার শিক্ষাদানের নিষ্ঠায় ছাত্রমহলে বিশেষ প্রিয় ছিলেন। এই সময়ে একটি দুই বছরের সন্তান রেখে তাঁর স্ত্রী আত্মহত্যা করেন। শৌখিন অভিনেতারূপে ছাত্র ও অধ্যাপক জীবনে ইংরেজী ও বাংলা বহু নাটকে অংশগ্রহণ করেছেন। সাধারণত ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট মঞ্চে অভিনয় করতেন। ১৯১২ খ্রী. এখানে রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটকে কেদারের ভূমিকায় তাঁকে দেখে কবি বলেন, 'কেদার আমার ঈর্ষার পাত্র। একদা ঐ পার্টে আমার যশ ছিল'। ১৯২১ খ্রী. শৌখীন অভিনেতারূপে শেষ অভিনয় করেন। তাঁর খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে ম্যাডান কোম্পানী তাঁকে অভিনয়বৃত্তিকে পেশারূপে গ্রহণ করতে রাজী করান। ১০.১২.১৯২১ খ্রী. আলমগীর নাটকে নাম-ভূমিকায় সাধারণ রঙ্গালয়ে আবির্ভূত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি জনচিত্ত অধিকার করেন। ক্রমে 'চাণক্য' ও 'রঘুবীর' চরিত্রে অভিনয় করে অনন্যসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। মতের অমিল

হওয়ায় ম্যাডান কোম্পানী ত্যাগ করেন। শিক্ষিত সংস্কৃতিবান শিশিরকুমারের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন তরুণ প্রতিভাধর নট মঞ্চে আসেন। পরের যুগে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চকে তাঁরাই পূর্ণতা দিয়েছিলেন। ১৯২৩ খ্রী. ইডেন গার্ডেন একজিবিশনে শিশিরকুমার একটি নাট্যগোষ্ঠী গড়ে তুলে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' নাটক মঞ্চস্থ করেন এবং তিনি রামচন্দ্রের ভূমিকায় অভিনয় করে নাট্যজগতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। 'সীতা' জনপ্রিয় হওয়ায় অ্যালফ্রেড থিয়েটার (বর্তমান গ্রেস সিনেমা) ভাড়া নিয়ে অভিনয়ের আয়োজন করলেও কোন কারণে সম্ভব না হওয়ায় 'বসন্তলীলা' গীতিমালা অভিনয় করেন। এতে পুরানো গানের সঙ্গে হেমেন্দ্রকুমার রায় ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়-রচিত কয়েকটি গান মণিলাল ও প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর গ্রন্থনায় কৃষ্ণচন্দ্র দে'র নেতৃত্বে গাওয়া হয়। নৃত্যে ছিলেন নৃপেন্দ্রচন্দ্র। মনোমোহন থিয়েটার ইজারা নিয়ে যোগেশ চৌধুরী রচিত 'সীতা' নাটক অভিনয়ের প্রথম রাত্রি ৬.৮.১৯২৪ খ্রী.। থিয়েটারের নাম নাট্যমন্দির। এটি ঐতিহাসিক প্রযোজনা। এই রাত্রে রসরাজ অমৃতলাল মঞ্চে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন, 'শিশিরকুমারই থিয়েটারে নবযুগের প্রবর্তক'। 'সীতা'র সর্বত্র নতুনত্ব। বিলাতী ভাবধারা সম্পূর্ণ বর্জন করে—কনসার্টের বদলে রোশনচৌকি, আসনব্যবস্থায় বাংলা অক্ষর, প্রবেশ-পথে আলপনা ও পূর্ণকলস, প্রেক্ষাগৃহে চন্দন-অগরু-ধূপের গন্ধ। আর ছিল পাদপ্রদীপের বদলে আলোক-সম্পাত। সীনের পরিবর্তে বক্‌স্ সেট। 'সীতা'র সঙ্গীতাচার্য ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। গীতরচনা, নৃত্য, দৃশ্যপট ও সাজসজ্জা পরিকল্পনায় ছিলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র রায়। ইতিহাস অভিজ্ঞতায় সাহায্য করেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। 'সীতা'য় প্রথম জনতার দৃশ্যে ১০০ জন অভিনেতা ও অভিনেত্রী অংশগ্রহণ করেন। 'সীতা' দেখে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'শিশির ভাদুড়ীর প্রয়োগ-নৈপুণ্যে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে'। এই নাটকে সীতার ভূমিকায় প্রভা ও রামের ভূমিকায় শিশিরকুমার কিংবদন্তীতে পরিণত হন। ১৯২৫ খ্রী. থেকে তাঁর বিপরীত ভূমিকায় তারাসুন্দরী অভিনয় করেন। নাটক—'জনা', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'পুণ্ডরীক', 'আলমগীর'। সে সময় নাট্যমন্দির সাফল্যের চূড়ায়। মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ডিরেক্টর তুলসীচরণ গোস্বামী, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র ও শিশিরকুমার। নূতন কোম্পানী মঞ্চ বেছে নিলেন কর্নওয়ালিস থিয়েটার (বর্তমান শ্রী সিনেমা)। 'সীতা' নাটক দিয়ে উদ্বোধন হলেও পরবর্তী অভিনয় 'বিসর্জন' নাটক (২৬.৬. ১৯২৬)। এতে তিনি 'রঘুপতি'র ভূমিকায় ও পরে দশম অভিনয়ে 'জয়সিংহে'র ভূমিকায় অভিনয় করেন। ১৯২৭ খ্রী. মাঝামাঝি 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশের ভূমিকায় তাঁর প্রথম সামাজিক নাটকে অভিনয়। ৬.৮.১৯২৭ খ্রী. 'ষোড়শী'তে জীবানন্দ। বোধহয় এই নাটকেই কঙ্কাবতী প্রথম অভিনয় করেন। রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' নাটক অভিনয়ের তারিখ ৭.৯.১৯২৭ খ্রী.। এই নাটকে তিনি প্রযোজনাক্ষেত্রে 'মেইয়ার হোল্ড' ও 'রাইনহার্টে'র পদ্ধতিতে দর্শকদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বর্ধনের চেষ্টায় দর্শক ও অভিনেতার দূরত্ব ঘুচিয়ে শেষ দৃশ্যে সবাইকে মিশিয়ে দেন। ১৯২৮ খ্রী. নূতন ভূমিকা 'দিগ্বিজয়ী'তে নাদির শাহ ও 'সধবার একাদশী'তে নিমচাঁদ। ১৯২৯ খ্রী. 'চিরকুমার সভা'—ভূমিকা চন্দ্রবাবু। ১৯৩০ খ্রী. উল্লেখ্য অভিনয় 'তপতী' নাটকে। এ বছর শিশিরকুমার অর্থাভাবে নিজস্ব মঞ্চ নাট্যমন্দির ছেড়ে দিতে বাধ্য হন এবং সদলে অভাবনীয়ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী আর্ট থিয়েটারে অর্থাৎ ষ্টার-এ যোগ দেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা—সদলবলে আমেরিকা যাত্রা। আমেরিকায় অভিনয়ের ব্যাপারে পরস্পর-বিরুদ্ধ নানা খবর পাওয়া যায়। বহু বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করে ২৩ জন অভিনেতা-অভিনেত্রীসহ দল নিয়ে দুই ভাগে যাত্রা করেন। ড্রেস রিহার্সাল দেখে প্রযোজক মিস্ মার্বারী অর্থবিনিয়োগে ভয় পান। এসময় কলিকাতা থিয়েটারের বিখ্যাত আলোকশিল্পী সতু সেনের সাহায্যে আমেরিকার ভ্যাণ্ডারবিল্ট থিয়েটারে 'সীতা' প্রযোজিত হয় (১২.১.১৯৩১)। প্রশংসা পেলেও অর্থলাভ হয় নি। আড়াই হাজার টাকা লোকসান হয়। সতু সেন এ ঋণভার গ্রহণ করেন। এরপর দীর্ঘকাল অভিনয় করলেও একটানা প্রশংসার বদলে তাঁকে মাঝে মাঝে তীব্র সমালোচনারও সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা নরেন্দ্র দেব রচিত ছোটদের নাটক 'ফুলের আয়না'। এটি বাঙলার প্রথম কিশোর নাটক। প্রথম অভিনয় ১৯.১.১৯৩৪ খ্রী.। 'রীতিমত নাটক'-এর প্রথম অভিনয় ১১.১২.১৯৩৫. খ্রী.। রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাসের নাট্যাভিনয় ২৪.১২.১৯৩৬ খ্রী.। মোট ৭টি রবীন্দ্র-নাটক তিনি প্রযোজনা করেন। সর্বশেষ অভিনয় শ্রীরঙ্গমে। এখানে কয়েকটি নূতন নাটক অভিনয় করেন। এরমধ্যে 'মাইকেল' নাটকে নাম-ভূমিকায় তাঁর অভিনয় অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা : 'বিপ্রদাস', 'তখ্‌ৎ-এ-তাউস', 'বিন্দুর ছেলে' ও 'দুঃখীর ইমান'। ১৪ বছর পর ১৯৫৬ খ্রী. অর্থাভাবে শ্রীরঙ্গম

বন্ধ হয়ে যায়। এটিই বর্তমান বিশ্বরূপা থিয়েটার। এরপর নাট্যাচার্য আর স্থায়ী মঞ্চ পান নি। 'পোষ্যপুত্র', 'টকী অফ টকীজ' প্রভৃতি নামে কয়েকটি চলচ্চিত্রে অবতীর্ণ হলেও বিশেষ কোন ছাপ রাখতে পারেন নি। ১৯৫৯ খ্রী. ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি দিতে চাইলে—সবিনয়ে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। আক্ষেপ ছিল—খেতাবের বদলে একটি জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হলে শেষজীবনে শান্তি পেতেন। মঞ্চ ও অভিনয় থেকে অনেকদূরে প্রায় অবজ্ঞাত অবস্থায় জীবিতকালেই কিংবদন্তী হয়ে ওঠার দুর্লভ গৌরবের অধিকারী হয়েছিলেন। [৩,৭,২৬,৬৫]

শিশিরকুমার মিত্র (১৮৯১-১৩.৮.১৯৬৩)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। ভারতবর্ষে বেতার-সম্পর্কিত গবেষণার অগ্রদূত। ১৯৪৪ খ্রী. ভারতীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধি দলের অন্যতম হিসাবে ইংল্যান্ড ও আমেরিকা যান। ১৯৫৮ খ্রী. ইংল্যান্ডের রয়্যাল সোসাইটির সদস্য (F.R.S.) এবং ১৯৬২ খ্রী. 'জাতীয় অধ্যাপক' নির্বাচিত হন। ১৯৪২ খ্রী. রোটারি ক্লাবের কলিকাতা শাখার, ১৯৫১-৫৩ খ্রী. এশিয়াটিক সোসাইটির ও ১৯৫৪-৫৫ খ্রী. ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। [৭]

শিশির মণ্ডল (?-১০.১২.১৯৪৭)। স্বাধীন ভারতে ১৯৪৭ খ্রী. নিরাপত্তা আইন পাশ করা হয়। এই বিলের আলোচনা কালে বিলের বিরুদ্ধে বিধানসভার কাছে প্রতিবাদকারী জনতার উপর পুলিসের যে হামলা ও গুলি চলে তাতে তিনি নিহত হন। [১২৮]

শিশুরাম অধিকারী। ১৮৫৯ খ্রী. রাজেন্দ্রলাল মিত্র লেখেন—'শিশুরাম অধিকারী নামা এক ব্যক্তি কেঁদেলী-গ্রাম-নিবাসী ব্রাহ্মণ তাহার (যাত্রার) গৌরব সম্পাদন করে। তৎপূর্ব হইতে বহুকালাবধি নাটকের জঘন্য অপভ্রংশস্বরূপ একপ্রকার যাত্রা এতদ্দেশে বিহিত আছে। সংকীর্তন ও পরে কবির প্রচারের মধ্যে তাহার প্রায় লোপ হইয়াছিল। শিশুরাম হইতে তাহার পুনর্বিকাশ হয়। শিশুরামের পর শ্রীদাম, সুবল ও তৎপরে পরমানন্দ প্রভৃতি অনেকে যাত্রার পরিবর্ধনে নিযুক্ত হইয়া অনেকাংশে কৃতকার্য হইয়াছে'। [৪০]

শীতলাং শাহ। ডুংগার—শ্রীহট্ট। এই সংসারত্যাগী কবির রচিত প্রায় তিন শত আধ্যাত্মিক-ভাবপূর্ণ গান আছে। অধিকাংশ গানই শ্রীহট্ট অঞ্চলে পরিচিত। রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক একটির উল্লেখ করা হল—'...যার গলে পীরিতের ফাঁসি/ সে হয় সকলের দাসী/লোকের নিন্দা পুষ্প চন্দন অলঙ্কার পরাইছে গায়'। [৭৭]

শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় (১৮৫৬-১৮৯৭) পশ্চিমপাড়া—বিক্রমপুর। কাশীকান্ত। ঢাকা থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে শারীরিক অসুস্থতার জন্য কলেজের পড়া বন্ধ রাখতে বাধ্য হন। ১৮৮৪ খ্রী. এলাহাবাদ থেকে আইন পাশ করে মীরাট বারে ওকালতি শুরু করেন। সাংবাদিক হিসাবেও খ্যাতনামা ছিলেন। ঢাকার 'ঈস্ট' এবং লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সংগে সাংবাদিক হিসাবে যুক্ত ছিলেন। প্রথম যৌবনে পূর্ববাঙলার রাজনৈতিক আন্দোলনের সংগে যুক্ত এবং ঢাকা ইন্স্টিটিউটের সদস্য ও ঢাকা পিপল্স্ অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারী ছিলেন। ময়মনসিংহ, শেরপুর ও আসাম অঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার মনোভাব জাগ্রত করার জন্য ভারত-সভার পক্ষ থেকে বক্তৃতা দেন। 'ট্রিবিউন' পত্রিকায় পুলিসী নিপীড়নের নির্ভীক সমালোচনার জন্য সরকার কর্তৃক আদালতে একাধিকবার অভিযুক্ত হন এবং 'The Terror of Punjab' আখ্যা লাভ করেন। তাঁর সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'তাঁর নির্ভীকতা, বিষয়-বস্তুর গভীরে প্রবেশ করার ক্ষমতা, সর্বোপরি তাঁর চূড়ান্ত সততা তাঁকে স্বদেশের স্বার্থে যাঁরা কলম ধরেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে পরিগণিত করে'। [৮]

শুকদেব সিংহ। কুলাচার্য। তাঁর রচিত 'শুকদেবী', 'শুকদেবের কক্ষানির্ণয়', 'শুকদেবী গ্রাম-নির্ণয়' এবং 'শুকদেবের ঢাকুরী' কুলগ্রন্থের মধ্যে অতি প্রাচীন এবং প্রধান। [২]

শুক্রেশ্বর। ত্রিপুরার মহারাজ ধর্মমাণিক্যের সময় (১৪০৭-১৪৩৯) থেকে 'রাজমালা' কাব্য লিখিত হতে থাকে। শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর নামক দুই জন ব্রাহ্মণ এটির রচয়িতা। এই গ্রন্থটি বাংলা পদ্যে লিখিত একটি প্রাচীন ইতিহাস। [২]

শুদ্ধানন্দ, স্বামী (১৮৮৭-?) কলিকাতা। আশুতোষ চক্রবর্তী। পূর্বনাম সুধীর। বৃত্তিসমেত প্রবেশিকা পাশ করে বি.এ. পড়বার সময় স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে দীক্ষাগ্রহণ করে সংসারত্যাগী হন এবং নানা তীর্থ পর্যটন করেন। কলিকাতা ফিরে লোকহিতে ও স্বদেশসেবায় ব্রতী হন। প্রায় ১০ বছর 'উদ্বোধন' পত্রিকা সম্পাদনা ও স্বামীজীর ইংরেজী গ্রন্থাবলীর বঙ্গানুবাদ করেন। [৪,২৫,২৬]

শুভঙ্কর। বর্ধমান। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম ভৃগুরাম দাস। 'শুভঙ্কর' উপাধি। তিনি গণিতের বহু জটিল

নিয়ম শিশুদের জন্য সরল আর্যায় লিপিবদ্ধ করেছেন। ঐগুলি 'শুভঙ্করী আর্যা' নামে পরিচিত। বিষ্ণুপুরের ইতিহাসে বড়জোড়া থানায় এক 'শুভঙ্করের দাঁড়া'র (খাল) উল্লেখ পাওয়া যায়। মল্লরাজ গোপাল সিংহের শাসনকালে (১৭২০-৫৭) ঐ এলাকার মানুষদের জলকষ্ট দূর করতে রাজার সভাসদ্ গণিতজ্ঞ শুভঙ্কর দাসের পরিকল্পনায় রাজ্যে এই খালটি কাটা হয়েছিল। ১৮৯৭ খ্রী. দুর্ভিক্ষ ও জলকষ্টের সময় খালটির একবার সংস্কার হয়। [৩,১৪,২৫,২৬]

শুভঙ্কর দাস। তিনি নবাবী আমলের রাজকীয় বিভাগের পরিচয় দেবার জন্য 'ছত্রিশকারখানা' রচনা করেন। প্রায় আড়াই শ বছর আগে মুসলমান নবাব সরকারের বিভিন্ন বিভাগে কিরূপ বন্দোবস্ত ছিল ও কি নিয়মে বিভাগগুলি পরিচালিত হত প্রায় ২০০০ শ্লোকে তিনি তার পরিচয় দিয়েছেন। পুস্তকটিতে বহু ফারসী শব্দ আছে। [২]

শূলপাণি মহামহোপাধ্যায়। নবদ্বীপ। আনুমানিক ১৩৭৫-৮০ খ্রী. মধ্যে জন্ম। নব্যস্মৃতির প্রবর্তক শূলপাণি 'গভীরতন্ত্রার্ণবপারদৃশ্বনা' পদে মীমাংসাদর্শনে তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য সূচিত করেছেন। বিভিন্ন উদ্ধৃতি দেখে বোঝা যায়, তিনি উদয়নাচার্যের ন্যায় গোতমসূত্রের শুধু পঞ্চমাধ্যায়ের উপর টীকা রচনা করেছিলেন। তিনি ন্যায়দর্শনেও কৃতবিদ্য ছিলেন। তাঁর গ্রন্থ-রচনাকাল ১৪০৫-১০ খ্রী. থেকে প্রায় ১৪৫৫-৬০ খ্রী. পর্যন্ত নির্ণয় করা হয়। গৌড়মৈথিল পণ্ডিতগোষ্ঠীতে শূলপাণির নাম অদ্বিতীয়। সুতরাং পৃথক্ একজন নৈয়ায়িক শূলপাণি প্রায় একই সময়ে বাঙলাদেশে বিদ্যমান ছিলেন একথা বিনা প্রমাণে স্বীকার করা যায় না। মহানৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি তাঁর দৌহিত্র। [৯০]

শেখ আলাউদ্দীন (১৯১২-৩০.৯.১৯৪২) মহম্মদপুর—মেদিনীপুর। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দেন এবং নন্দীপুর থানা দখল অভিযানে নেতৃত্ব করেন। পুলিসের গুলিতে থানার সামনেই মারা যান। [৪২]

শের দৌলত। চাক্মা-দলপতি 'রাজা' শের দৌলত ১৭৭৬ খ্রী. প্রথম চাক্মা বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন। [৫৬]

শেরুর আহ্মদ (?-১৯৩০) বলাগড়—হুগলী। লবণ আইন সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড ভোগ করেন। জেলে মৃত্যু। [৪২]

শৈলকুমার মুখার্জি (১৮৯৮-৩১.৩.১৯৭৩) হাওড়া। আশুতোষ। প্রখ্যাত কংগ্রেস-নেতা। ১৯৫২ খ্রী. তিনি রাজ্য বিধান সভার স্পীকার নির্বাচিত হন। ডা. বিধানচন্দ্র রায় ও প্রফুল্ল সেনের মন্ত্রিত্বকালে তিনি যথাক্রমে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন মন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী ছিলেন। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। [১৬]

শৈলবালা ঘোষজায়া (১৮৯৩?-১৯৭৩)। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক। মহিলা লেখকদের মধ্যে এক সময় তাঁর যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল। প্রায় ৫২ খানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'শেখ আন্দু', 'নমিতা', 'জন্ম-অপরাধী' প্রভৃতি। [১৬]

শৈলেন গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৭?-নভেম্বর ১৯৬৮)। বাংলা ছায়াচিত্রের খ্যাতনামা রূপসজ্জাকর। ১৯৩৪ খ্রী. রাধা ফিল্মস্ সংস্থায় রূপসজ্জাকর হিসাবে যোগ দেন। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপসজ্জা-বিষয়ে অধ্যাপনা করতেন। চলচ্চিত্রে ও মঞ্চে বিশেষ ধরনের চরিত্রাভিনয়ে খ্যাতি ছিল। [১৬]

শৈলেন রায় (১৯১০?-৭.৭.১৯৬৩) পাবনা। গোবিন্দ। কুচবিহারে বাস করতেন। অল্পবয়স থেকেই কাব্যচর্চা আরম্ভ করেন। কলিকাতা সিটি কলেজে বি.এ. পড়তে আসেন এবং এখানে সম্ভবত কাজী নজরুলের আনুকূল্যে রেকর্ডের জন্য গান লিখবার সুযোগ পান। তাঁর প্রথম রচনা 'স্মরণ পারের ওগো প্রিয়, তোমার মাঝে আপনহারা' রেকর্ড করলেন (১৯২৭?) কুচবিহারের আর একজন গায়ক আব্বাসউদ্দীন। পরবর্তী কালে বহু স্বনামধন্য শিল্পীর কণ্ঠে তাঁর গান গীত হয়েছে। তাঁর রচিত অজস্র গানের মধ্যে ১৪০০ গান সংগৃহীত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গান—'রাতের ময়ূর ছড়ালো যে পাখা', 'প্রেমের সমাধি তীরে নেমে এল শুভ্র মেঘের দল', 'নবারুণ রাগে তুমি সাথী গো', 'তব লাগি ব্যথা ওঠে গো কুসুমি', 'জনম মরণ জীবনের দুটি দ্বার—' প্রভৃতি। কাব্যগীতির এক রোমাণ্টিক যুগের বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন এই গীতিকার চিত্র জগতের সঙ্গেও গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। [১৭]

শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ (১৮৯১?-১৮.১২.১৯৪৯?)। ১৯১৫ খ্রী. এম.এস-সি. পরীক্ষা পাশ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন, কিন্তু বিপ্লব আন্দোলনে যোগ দিয়ে ১৯১৭ খ্রী. বাঙলাদেশ থেকে পালিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে 'বার্লিন কমিটির' নেতৃত্বে বৈপ্লবিক কাজে যোগ দেন। তারকনাথ দাসের সহযোগিতায় তিনি যুক্তরাষ্ট্রে 'ভারতের অস্থায়ী শাসন পরিষদ' (India's Provisional

Government) গঠন করে তার নামে বিভিন্ন সরকারের কাছে ভারতের স্বাধীনতার জন্য আবেদন-পত্র পাঠান। তাঁদের বিরুদ্ধে মার্কিন সরকার মামলা আরম্ভ করার আগেই তিনি মেক্সিকোতে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। কিন্তু মেক্সিকো শহরে মানবেন্দ্র-নাথের (নরেন ভট্টাচার্য) সহকারিরূপে কিছুদিন আশ্রয় পেলেও শেষ পর্যন্ত মানবেন্দ্রনাথ তাঁকে বিতাড়িত করেন। ফলে বিশাল নদী সাঁতার কেটে পার হয়ে আমেরিকায় প্রবেশ করেন এবং গ্রেপ্তার হয়ে চার বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। দেশে ফিরে আসার পর তিনি প্রথমে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের ও পরে ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ এবং বিলাতে ভারতীয় হাই কমিশনারের ডেপুটি সেক্রেটারী ছিলেন। শেষ-জীবনে কলিকাতা কর্পো-রেশনের এডুকেশন অফিসারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। [৫,৫৪]

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস (১২.৯.১৯১৮ - ৬.১০. ১৯৭২) ইলুহার—বরিশাল। কলিকাতায় জন্ম। দেবেন্দ্রলাল। ১৩ বছর বয়সে ম্যাট্রিক ও ১৫ বছর বয়সে আই.এ. পাশ করে স্বদেশী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে পড়া বন্ধ রাখেন। পরে ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বি.এ. এবং এম.এ. পাশ করেন। তার আগে ১৯৩৬ খ্রী. রৌপ্যপদক সহ 'কাব্যবিনোদ' উপাধি পান। রাজনীতিতে ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কয়েকবার কারাবরণও করেন। ১৯৪১ খ্রী. ভারতীয় সৈন্যবিভাগে স্থলবাহিনীতে যোগ দেন এবং ক্রমে লেফ্‌টেন্যান্ট কর্নেল পদে উন্নীত হন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে তিনি শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন। দেশবিভাগের পর তিনি কয়েকবছর পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার ভুঁইয়াপুর কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি সাহিত্য-চর্চা শুরু করেন। তাঁর রচিত 'কালি ও কলম' গ্রন্থটি ১৩৫৩ ব. প্রকাশিত হয়। 'পুরাতনী' তাঁর অপর গ্রন্থ। এ. টি. দেব-এর পুস্তক প্রকাশনীতে কিছুদিন কাজ করার পর তিনি শিশুসাহিত্য সংসদের সঙ্গে যুক্ত হন। সেখান থেকে তাঁর সম্পা-দনায় 'সংসদ বাঙ্গালা অভিধান', 'সংসদ ইংলিশ-বেঙ্গলী ডিক্‌শনারী', 'সংসদ বেঙ্গলী-ইংলিশ ডিক্‌শনারী' প্রকাশিত হয়। ছোটদের জন্য কয়েক-খানি বইও তিনি লেখেন। [১০৬]

শৈলেন্দ্রমোহন আঢ্য (১৮৯৮ - ১২.১২. ১৯৭১)। খ্যাতিমান মৃদঙ্গবাদক। ভারতের বিভিন্ন স্থানে মৃদঙ্গবাদনে ছন্দ-বৈচিত্র্যের জন্য প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। [১৬]

শৈলেন্দ্র সেন, ডা. (? - ১৯৭২)। প্রখ্যাত শল্য-চিকিৎসক। মেডিক্যাল কলেজ থেকে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা নগরীকেই কর্মক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। মানুষ হিসাবে তিনি অতি সামাজিক ও সহৃদয় ছিলেন এবং সকল সম্প্রদায়ের বিশেষ শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। জনহিতকর নানা অনুষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগ ছিল। পূর্ব-পাকিস্তানে মুক্তিযুদ্ধকালে অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে পাক-সেনাদের হাতে তিনিও নৃশংসভাবে নিহত হন। [৪]

শৈলেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ফেব্রু. ১৯১৪ - ১৭. ১০.১৯৩৩) গান্ডদিয়া-বিক্রমপুর—ঢাকা। বিশ্বে-শ্বর। এই বংশের একাধিক ব্যক্তি বিপ্লবী দলের সভ্য হয়ে রাজরোষে পড়েছেন। তিনি বাল্যকাল থেকেই গুপ্ত বিপ্লবী কার্যকলাপে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ১৭ বছর বয়সে আই.এস-সি. পড়ার সময় আটক-বন্দী হন। প্রথমে হিজলী বন্দীনিবাসে থাকেন। এখান থেকে বি.এ. পরীক্ষা দিয়ে ডিস্টিং-শনসহ পাশ করেন। পরে তাঁকে রাজস্থানের দেউলী বন্দীশিবিরে পাঠানো হয়। এখানে জ্বর হলে ডা. খান সাহেব নামে জনৈক ডাক্তার চিকিৎসার নামে তাঁকে হত্যা করে। বিপ্লবী যোগেশ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট-আত্মীয় ছিলেন। [১০,৪২,৭০,১০৪]

শৈলেশ্বর চক্রবর্তী। দেওয়ানপুর—চট্টগ্রাম। রত্নেশ্বর। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ ও জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। গ্রেপ্তার এড়িয়ে বিপ্লবী কাজকর্ম চালিয়ে যান। ২৪.৯.১৯৩২ খ্রী. ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের দায়িত্ব পালনে ঘটনা-চক্রে অকৃতকার্য হওয়ার নিদারুণ আক্ষেপে আত্ম-হত্যা করেন। [৪২]

শৈলেশ্বর বসু (১৮৮৬ - ১১.৬.১৯২৮) মাহী-নগর—চব্বিশ পরগনা। কেদারনাথ। ছাত্রাবস্থায় বিদ্যালয়ে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য হরিনাভি বিদ্যালয় থেকে নরেন ভট্টাচার্যসহ কয়েকজনের সঙ্গে বহিষ্কৃত হন। পরে অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করে যতীন মুখার্জীর (বাঘা যতীন) সহকারিরূপে বৈপ্লবিক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়ামের অন্য-তম পরিচালক ছিলেন। জার্মানী থেকে আগ্নেয়াস্ত্র আমদানীর ব্যাপারে ও বালেশ্বর মামলায় কারা-রুদ্ধ হন। কারাগারে অনশন করায় তাঁর স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হয়। মুক্তি পাবার পর অসহযোগ আন্দোলনে পুনরায় কারাবরণ করেন। মানবেন্দ্রনাথ ও সুভাষ-চন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী এবং চব্বিশ পরগনা জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আধ্যাত্মিক প্রবন্ধ প্রকাশ করতেন। বিপ্লবী দল-গুলির মধ্যে চাংড়িপোতা (চব্বিশ পরগনা) দলের অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। [১০,১৪৬]

শোভারাণী দত্ত (১৯০৬ - ৯.১১.১৯৫০) কলিকাতা। যতীন্দ্রনাথ। পৈতৃক নিবাস খ্লনা। মাতা—বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভানেত্রী লাবণ্যপ্রভা দত্ত। ১৬/১৭ বছর বয়সে ব্রাহ্ম গার্লস স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং বৃন্দাবনে বিপ্লবী বীর রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ প্রতিষ্ঠিত 'প্রেম মহাবিদ্যালয়ে' শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে পাঞ্জাবের নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপত রায়ের সঙ্গে পরিচয়ের মাধ্যমে বিপ্লবে প্রেরণা পান। ১৯৩০ খ্রী. মাতার সঙ্গে কলিকাতায় 'আনন্দমঠ' প্রতিষ্ঠা করেন। নারী সত্যাগ্রহ সমিতির কর্মিরূপে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় দিতেন ও নানাভাবে সাহায্য করতেন। ৮.৫.১৯৩৪ খ্রী. দার্জিলিং-এ লেবং মাঠে গভর্নর অ্যান্ডারসনের উপর বিপ্লবী আক্রমণ হবার পর উজ্জ্বলা মজুমদার কলিকাতায় তাঁর বাড়িতে আশ্রয় নেন। ১৮ মে উভয়ে গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৭ খ্রী. তিনি মুক্তি পান। [২৯]

শোভারাম বসাক (১৮শ শতাব্দী) সপ্তগ্রাম—মেদিনীপুর। পলাশী যুদ্ধের সময়ের একজন ধনী ব্যবসায়ী। তাঁর নামে কলিকাতার কলুটোলায় ও বড়বাজারে রাস্তা আছে। ইংরেজ বণিকগণ কর্তৃক কলিকাতা শহর পত্তনকালে দেশী ব্যবসায়ীদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। এই সমস্ত বণিকের সহায়তায় কলিকাতা বন্দর ও শহর গড়ে ওঠে। [৩১]

শোভা সিংহ (১৭শ শতাব্দী)। পিতা—রঘুনাথ। শোভা সিংহ বাঙলার দক্ষিণ রাঢ়ের বরোদা ও চিতুয়ার ভূম্যধিকারী ছিলেন। তাঁর সময় মোগল শাসনের বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল তিনি তাকে বিদ্রোহের রূপ দিয়েছিলেন। অন্যান্য কয়েকজন রাজা ও পাঠান-দলপতি রহিম খাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি ১৬৯৬ খ্রী. বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামকে নিহত করে হুগলী অধিকার করেন এবং গঙ্গাতীরবর্তী স্থান থেকে নৌবাণিজ্যের চুঙ্গি, শুল্ক ও রাজস্ব আদায় করতে থাকেন। কিন্তু ওলন্দাজ ও ইংরেজ সৈন্যের সহায়তায় মোগল-প্রতিনিধি ইব্রাহিম খাঁ তাঁকে ঐ বছরই পরাজিত করেন। অনেকের মতে বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের কন্যাকে অঙ্কশায়িনী করার চেষ্টায় বলপ্রয়োগ করলে কন্যা ছুরিকাঘাতে তাঁকে হত্যা করেছিলেন। [২,৩,২৫,২৬]

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৪০ - ৫.৬.১৯১৪) পাথুরিয়াঘাটা—কলিকাতা। হরকুমার। হিন্দু কলেজে পড়বার সময় বাংলা ও ইংরেজী সঙ্গীতশিক্ষা করেন। লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্র ও ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী তাঁর সঙ্গীতগুরু ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই সাহিত্যরচনায় অনুরাগ ছিল। ১৪ বছর বয়সে 'ভূগোল ও ইতিহাসঘটিত বৃত্তান্ত' নামে গ্রন্থ লেখেন ও পরে 'মালবিকাগ্নিমিত্র'র একটি বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। হিন্দু সঙ্গীতের পুনরুদ্ধার ও বহুল প্রচারের জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। ইংরেজী সঙ্গীত এবং আর্যসঙ্গীত-বিষয়ক বহু মূল্যবান গ্রন্থ ও হস্তলিপি সংগ্রহ করে হিন্দু সঙ্গীতশিক্ষার উপযোগী বহু গ্রন্থ প্রচার করেছেন। ১৮৭১ খ্রী. হিন্দুমেলা উৎসবে তিনি সঙ্গীত-বিষয়ে প্রথম বক্তৃতা দেন। প্রকাশ্য সভায় বাংলায় সঙ্গীত আলোচনার তিনিই পথপ্রদর্শক। আগস্ট ১৮৭১ খ্রী. বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয় এবং আগস্ট ১৮৮১ খ্রী. 'Bengal Academy of Music' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৫ খ্রী. ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও ১৮৯৬ খ্রী. অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টর অফ মিউজিক' হন। ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই সম্মানজনক উপাধি পান। পারস্যের শাহ্ তাঁকে 'নবাব শাহজাদা' উপাধি এবং ইউরোপের বহু রাষ্ট্র তাঁকে রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদান করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য এবং জাস্টিস্ অফ দি পীস্ ছিলেন। ১৮৮০ খ্রী. 'সি.আই.ই.' ও পরে 'রাজা' এবং ১৮৮৪ খ্রী. বাঙালীদের মধ্যে সর্বপ্রথম 'Knight Bachelor of the United Kingdom' উপাধি পান। নাট্য-রচনায়ও দক্ষ ছিলেন। তাঁর রচিত 'রসাবিষ্কার' নাটক ১২.২. ১৮৮১ খ্রী. পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ির নাট্যশালায় অভিনীত হয়। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'মুক্তাবলী' (নাটক), 'সঙ্গীতসার-সংগ্রহ', 'জাতীয় সঙ্গীতবিষয়ক প্রস্তাব', 'যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা', 'মৃদঙ্গ মঞ্জরী', 'একতান', 'যন্ত্রকোষ' প্রভৃতি ; সঙ্কলন গ্রন্থ : 'মণিমালা'। দাতা হিসাবে খ্যাতি ছিল। সংস্কৃত কলেজে বৃত্তি ও মাসিক সাহায্যদান, বরিশালে বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য ভূমিদান এবং লেডি ডাফরিন হাসপাতাল ও অ্যালবার্ট ভিক্টর কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচুর অর্থ দান করেছিলেন। গঙ্গাসাগর দ্বীপে পিতার নামে পুষ্করিণী ও বরাহনগরে রাস্তা তৈরী করেন। [৩,৭,২০,২৫,২৬,৩১,৫৩]

শৌরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৮৮৮ ? - ২৫.৮. ১৯৫৯) কাশিমবাজার—মুর্শিদাবাদ। পিতা—কাশিমবাজার-রাজের সভাপণ্ডিত রমাপতি তর্কভূষণ। বাল্যকাল থেকেই তিনি কবিতা রচনা করতেন। ১৩১০ ব. থেকে বিভিন্ন মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে। এভাবে তাঁর কবিখ্যাতি বিস্তৃত হয়। স্বদেশী সঙ্গীতও তিনি রচনা করেন। তাছাড়া নিজে দক্ষ চিত্রকর

ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'ছন্দা', 'মন্দাকিনী', 'নির্মাল্য', 'পদ্মরাগ' 'বাংলার বাঁশী' প্রভৃতি। বৃদ্ধ বয়সে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ভারত সরকারের নিকট থেকে সাহিত্যবৃত্তি লাভ করেন। [১৫৬]

শ্যামকুমার নন্দী (?-২৭.১১.১৯৩২) চট্টগ্রাম। বিপ্লবী দলের সদস্য। ১৮.৪.১৯৩০ খ্রী. চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের বীরগণ আত্মগোপন করে আছেন, এই সংবাদ পুলিসের কাছে পেঁছিলে পুলিস চট্টগ্রামের পটিয়ার নিকটবর্তী জঙ্গলখাঁই নামক স্থানে একটি পরিত্যক্ত বাড়ি ঘেরাও করে। শ্যামকুমার পুলিস বেষ্টনী ভেদ করার চেষ্টায় নিহত হন। বাড়িটি অনুসন্ধান করে একজন অগ্নিদগ্ধ অসুস্থ যুবক ও একজন ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করা হয়। [৪৩,৭০]

শ্যামদাস [১]। অদ্বৈতমঙ্গল-রচয়িতা একজন বৈষ্ণব কবি। বাল্যকালে কাশীতে বিদ্যাশিক্ষা করেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হয়ে 'কবিচূড়ামণি' উপাধি পান। তিনি নানা স্থানের পণ্ডিতদের পরাস্ত করে শান্তিপুরে শ্রীমদদ্বৈতাচার্য প্রভুর কাছে পরাজিত হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অদ্বৈত প্রভুর কাছে শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনপ্রণালী ও শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষা শেষ করে দেশে ফেরেন। অদ্বৈতপ্রভু তাঁকে 'ভাগবতাচার্য' উপাধি দিয়েছিলেন। [২]

শ্যামদাস [২]। চারশ্রেণী কায়স্থের কুলগ্রন্থের মধ্যে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের প্রাচীন কুলগ্রন্থ 'শ্যামদাসী ডাক' উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'ডাকে'র ভাষা দেখে মনে হয় এগুলি চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত। এতে অল্প কথায় সঙ্কেতে কুলপরিচয় দেওয়া আছে। তাঁর রচিত উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকাও পাওয়া গেছে। [২]

শ্যামল চক্রবর্তী (১৮.১.১৯২০ - ২৮.৬.১৯৭৫) কলিকাতা। উরুক্রমদাস। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ছিলেন। ১৯৪১ খ্রী. পলিটিক্যাল ইকনমিতে এম.এ. পাশ করেন। রাজনীতিতে কমিউনিস্ট মতাবলম্বী ছিলেন। ১৯৪০ খ্রী. পার্টির সদস্য পদ লাভ করেন। প্রথম জীবনে সরকারী চাকরি করেন। ১৯৫৫ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে সংগঠিত সামাজিক-অর্থনৈতিক সমীক্ষায় যোগ দেন। ১৯৫৮ খ্রী. বিদ্যাসাগর কলেজে পলিটিক্যাল সায়েন্স বিভাগে অধ্যাপনা শুরু করে ক্রমে ঐ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ-শিক্ষক সমিতির সদস্য এবং পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'হাউসিং কণ্ডিশনস্ ইন ক্যালকাটা', 'টোয়েণ্টি ফাইভ ইয়ার্স অব এডুকেশন', 'বিদ্যাসাগর' প্রভৃতি। এছাড়া তিনটি পাঠ্য-পুস্তক এবং বহু শিক্ষা-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রদৌহিত্র ছিলেন। পূর্ব বার্লিনে শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিদর্শনরত অবস্থায় তাঁর আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। [১৬,১৪৬]

শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়। যাত্রাওয়ালা। গোপাল উড়ে, কৈলাস বারুইর মত তিনিও 'বিদ্যাসুন্দর' প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে উপাদান নিয়ে পালাগান রচনা করেন। [২]

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী (১২.৭.১৮৬৯ - ৭.৯.১৯৩২) বারেন্দ্র—পাবনা। হরসুন্দর। বিশিষ্ট সাংবাদিক, দেশপ্রেমিক ও বক্তা। প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন। পিতৃবিয়োগের ফলে বি.এ. পড়া ছেড়ে পাবনা স্কুলে শিক্ষকের কাজ নেন (১৮৮৯-৯০)। পরে কলিকাতায় এসে অ্যাংলো-ভেদিক্ স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং 'প্রতিবেশী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাই পরে 'পিপ্‌ল্ অ্যাণ্ড প্রতিবেশী' নামে দ্বিভাষিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। সাংবাদিকতার সূত্রে তিনি স্বদেশী আন্দোলনে অংশ নিতে আরম্ভ করেন এবং ক্রমে অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সমপর্যায়ের নেতারূপে গণ্য হন। তাঁর নিজের পত্রিকা উঠে গেলে তিনি বিখ্যাত বিপ্লবী পত্রিকা 'বন্দে-মাতরম্' সম্পাদনা শুরু করেন। ১৯০৮ খ্রী. সহকর্মী ও স্বদেশী দলের আটজনের সঙ্গে শ্যামসুন্দর মান্দালয়ে নির্বাসিত হন। ১৯১০ খ্রী. মুক্তিলাভের পর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় সহকারী সম্পাদকের কাজ করতে থাকেন। ১৯১৭ খ্রী. সরকার তাঁকে পুনরায় অন্তরীণাবদ্ধ করেন। ১৯২০ খ্রী. মুক্তির পর নিজ সম্পাদনায় বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিক 'সার্ভেন্ট' পত্রিকা প্রকাশ করেন। শ্যামসুন্দর প্রথম জীবনে বিপ্লবী অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কংগ্রেসের নেতৃত্ব গান্ধীজীর হাতে গেলে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন ও ১৯২২ খ্রী. ৬ মাসের কারাদণ্ড ভোগ করেন। এসময়ে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। রচিত গ্রন্থ : 'Through Solitude and Sorrow', 'My Mother's Face' (মিস্ মেয়োর 'মাদার ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের প্রতিবাদ) প্রভৃতি। শ্যামসুন্দর জাতিভেদ প্রথার সমর্থক এবং পর্দা আইনের বিরোধী ছিলেন। শেষ-জীবনে তিনি ভারতীয় দর্শন ও বৈষ্ণব সাহিত্যের চর্চায় মনোযোগী হন। [৩,৭,১০,২৫,২৬,৫৪]

শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সোহহং স্বামী (১৮৫৮ - ৬.১২.১৯১৮) আড়িয়ল - বিক্রমপুর—ঢাকা। শশিভূষণ। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে পড়ার কালে অধিকাংশ সময় কলেজের জিম্‌নেশিয়মে ব্যায়ামচর্চায় কাটাতেন। এইসময় ঢাকা লক্ষ্মীবাজারের বিখ্যাত পালোয়ান অধর ঘোষের তত্ত্বাবধানে কুস্তিতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। ১৮ - ২২ বছরের মধ্যে পাঞ্জাবের ভুট্টা সিং, কাদের পালোয়ান, যুক্ত প্রদেশের জয়মল সিং ইত্যাদি বহু পালোয়ানকে পরাস্ত করে খ্যাতিমান হন। এরপর ত্রিপুরার মহারাজের পার্শ্বচররূপে দুই বছর থাকবার পর বরিশাল গভর্নমেন্ট স্কুলের ব্যায়ামশিক্ষক নিযুক্ত হন। ত্রিপুরায় থাকা কালে শিকারে গিয়ে ব্যাঘ্রের কবলে পড়েন এবং ঐ ব্যাঘ্রটিকে মল্লযুদ্ধে পরাস্ত করে ছোরার সাহায্যে হত্যা করেন। এই ঘটনার পরেই ব্যাঘ্র-ক্রীড়া প্রদর্শনীর প্রেরণা পান। ১২৯৪ ব. ফ্রেডকুকের ইংলিশ সার্কাসে হিংস্র জন্তুর খেলা দেখাবার জন্য নিযুক্ত হন। ১২৯৫ ব. নাগাদ একটি বিরাট সার্কাস দল গঠন করেন। এই দলটি ভূমিকম্পে নষ্ট হলে 'গ্র্যান্ড শো অফ ওয়াইল্ড অ্যানিমেল্‌স্' নাম দিয়ে আর একটি সার্কাস দল গঠন করেন। তিনি ব্যাঘ্রের মুখের মধ্যে মাথা এবং দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রবেশ করিয়ে খেলা দেখাতেন। বুকের উপর ১২/১৪ মণ ওজনের পাথর ভাঙাতেন। তরুণ সমাজের মধ্যে ব্যায়ামচর্চা, আত্মনির্ভরশীলতা, দেশপ্রেম জাগ্রত করা এবং দেশকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। ৪২ বছর বয়সে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ত্যাগ করে সন্ন্যাস-ধর্মে দীক্ষিত এবং 'তিব্বতী বাবা' নামক জনৈক সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিয়ে 'সোহহং স্বামী' নামে পরিচিত হন। এই সময়ে বহু গ্রন্থ লেখেন ও নৈনিতালের ৭ মাইল দূরে ভাওয়ালী নামক স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। রচিত গ্রন্থ : 'সোহহং তত্ত্ব', 'সোহহং সংহিতা', 'সোহহং গীতা', 'বিবেক গাথা', 'Truth' এবং ভগবদ্গীতার সমালোচনা। হিমালয়ে মৃত্যু। [১০,২৫,২৬,১০৩]

শ্যামাচরণ দাস (? - ৫.১০.১৯৪২) বাহাদুরপুর—মেদিনীপুর। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে ভগবানপুর থানা আক্রমণের সময় পুলিসের গুলিতে মারা যান। [৪২]

শ্যামাচরণ দেব (২১.১১.১৮৭০ - ১৯৬১) বানিয়াচঙ্গ—শ্রীহট্ট। হরিশচন্দ্র। হবিগঞ্জ হাই স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স (১৮৮৯) এবং ১৮৯১ খ্রী. ঢাকা কলেজ থেকে এফ.এ. পাশ করে হবিগঞ্জ স্কুলে ও করিমগঞ্জ রতনমণি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পরে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন এবং একটি ন্যাশনাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করে সেখানে নাম-মাত্র বেতনে প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। ১৯১৭ খ্রী. সরকারের সঙ্গে বিতণ্ডার ফলে এই স্কুল ছেড়ে শিলচরে ক্রীশ্চান মিশন বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯২৩ খ্রী. শিলচরে তিনি 'দীননাথ নবকিশোর বালিকা বিদ্যালয়' স্থাপন করে সস্ত্রীক সামান্য বেতনে কর্মরত থাকেন। স্কুলটি স্বদেশী স্কুল-রূপে সুপরিচিত। ১৯১৭ খ্রী. থেকে তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য, অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে কাছাড় জেলা কংগ্রেসের যুগ্ম-সম্পাদক ও পরে সভাপতি হন। বহুবার কারাদণ্ড ভোগ করেন। বিধবা-বিবাহে উৎসাহী এবং হিন্দু জাতিভেদপ্রথা ও পর্দাপ্রথার বিরোধী ছিলেন। [১২৪]

শ্যামাচরণ বল্লভ (১৮৪৩ ? - ১৮৯৮ ?) শ্বেতপুর-বারাসত—চব্বিশ পরগনা। কালাচাঁদ। বাল্যকালে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় মাতুলালয় ধান্যকুড়িয়ায় প্রতিপালিত হন এবং প্রাথমিক শিক্ষার পর মাতুলের ব্যবসায়ে যোগ দেন। মাতুল ও শ্বশুরের সঙ্গে যোগ দিয়ে পাতিপুকুরে পাটের আড়ত ও কারখানা স্থাপন করেন। এই ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারী কিনতে থাকেন। ১৮৯৬ - ৯৭ খ্রী. চব্বিশ পরগনার দুর্ভিক্ষে ধান্যকুড়িয়ায় অন্নসত্র স্থাপন করে প্রতিদিন প্রায় দুই হাজার লোকের খাওয়া ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। ধান্যকুড়িয়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও সংস্কৃত টোল স্থাপনে তিনি উপেন্দ্রনাথ সাউ বাহাদুরকে সাহায্য করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত একটি অতিথিশালা আছে। 'জুট লর্ড' নামে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। [২৫]

শ্যামাচরণ মাইতি (? - ১৯৪২) বাহাদুরপুর—মেদিনীপুর। দ্বারিকনাথ। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে ২৯.৯.১৯৪২ খ্রী. ভগবানপুর থানা আক্রমণের সময় পুলিসের গুলিতে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে কয়েকমাস পরে মারা যান। [৪২]

শ্যামাচরণ লাহা (১৮২৫ - ১৮৯১)। হিন্দু কলেজের বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র। ১৮৬৯ খ্রী. ব্যবসায়ে উন্নতির জন্য বিলাত যান। দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলের ডিরেক্টর, ঈস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানীর পরামর্শ-সভার সভ্য, অনারারি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সদস্য ছিলেন। চক্ষু-চিকিৎসা ভবনের জন্য তিনি ৬০ হাজার টাকা দান করেছিলেন। [৩১]

শ্যামাচরণ লাহিড়ী (১৮২৮ - ২৬.৯.১৮৯৫) নদীয়া। তাঁর ধর্মনিষ্ঠ পিতা গৌরমোহন প্রতিষ্ঠিত স্বগ্রামের শিব মন্দিরের স্থানটি ঘূর্ণির শিবতলা

বলে প্রসিদ্ধ। শৈশবে মাতৃবিয়োগ ঘটে এবং পিতা স্থায়িভাবে কাশীবাসী হন। বাল্যে শ্যামাচরণ কাশীতে নাগভট্ট নামে এক বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের কাছে বেদ-শিক্ষার্থিরূপে থাকেন। উর্দু ভাষাও শেখেন। তারাচাঁদ, রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের স্কুলে এবং সরকারী সংস্কৃত কলেজে পড়ে বাংলা, সংস্কৃত, ফারসী ও ইংরেজী আয়ত্ত করেন। ১৮ বছর বয়সে বিবাহ হয় ও ২৩ বছর বয়সে সরকারী পূর্ত বিভাগে সাধারণ কর্মচারী হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। উত্তরকালে অসামান্য যোগ-বিভূতির অধিকারী হয়েও তিনি সংসারাশ্রমের অনেক কিছু দায়িত্ব পালন করেন। কর্মোপলক্ষে উত্তর ভারতের নানা-স্থানে ঘুরতে ঘুরতে তিনি দানাপুরে বদলী হন। সেখান থেকে কোন কারণে রানীক্ষেতে গেলে আকস্মিকভাবে সাধুপুরুষ 'ত্র্যম্বক বাবা' বা 'শিব বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে এবং তিনি তাঁর নিকট দীক্ষা লাভ করেন। দীক্ষান্তে যোগ-সাধনায় নিযুক্ত থাকলেও গুরুর নির্দেশে সংসারাশ্রম ত্যাগ করেন নি। এই গৃহী সন্ন্যাসী ত্রৈলঙ্গস্বামী ও অন্যান্য অনেক যোগী সন্ন্যাসীর শ্রদ্ধা লাভ করেছিলেন। ১৮৮৫ খ্রী. চাকরি থেকে অবসর-গ্রহণের পর থেকে তিনি কাশীতে সিদ্ধযোগীর আচার্য-জীবনের ভূমিকা পালন শুরু করেন। গৃহী ভক্ত ও শিষ্য ছাড়া তাঁর সর্বত্যাগী ব্রহ্মচারী এবং দণ্ডী সন্ন্যাসী শিষ্যও ছিল। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের ধনী-দরিদ্র বহু মানুষ তাঁর কৃপালাভ করেছে। কাশীতে লোক-কল্যাণকর শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনে তিনি তৎপর ছিলেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে প্রণবানন্দজী, স্বামী কেশবানন্দজী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তিনি সর্বসাধারণের মধ্যে 'কাশীর বাবা' বা 'যোগরাজ' রূপে পরিচিত ছিলেন। [১৫৭]

শ্যামাচরণ সরকার (২০.৩.১৮১৪ - ১৪.৭.১৮৮২) মামজোয়ান—নদীয়া। জন্মস্থান পূর্ণিয়া—বিহার। পিতা হরনারায়ণ পূর্ণিয়ার রাণী ইন্দ্রবতীর দেওয়ান ছিলেন। গ্রামের পাঠশালায় কিছুদিন পড়াশুনো করে কৃষ্ণনগরে শ্রীনাথ লাহিড়ীর নিকট ৬ বছর ফারসী ভাষা শেখেন। ১৮৩৭ খ্রী. কলিকাতায় আসেন এবং রামতনু লাহিড়ীর বাড়িতে থেকে ৫ বছর সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ল্যাটিন, গ্রীক, ফরাসী, ইংরেজী ও ইতালীয় ভাষা শিক্ষা করেন। কলিকাতা মাদ্রাসায় কিছুকাল বাংলা ভাষার শিক্ষক ছিলেন। এই সময়ে উর্দু ও আরবী ভাষা শেখেন। ১৮৪২ খ্রী. সংস্কৃত কলেজে ইংরেজীর শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৪৫ খ্রী. ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৪৮ খ্রী. সদর দেওয়ানী আদালতে পেস্কারের চাকরি নেন। ১৮৫৭ খ্রী. সুপ্রীম কোর্টের চীফ ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই প্রথম বাঙালী 'ঠাগোর ল লেকচারার' (১৮৭৩)। ২৬.৭.১৮৭৬ খ্রী. প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের' তিনি প্রথম নির্বাচিত সভাপতি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন। ১৮৫৮ খ্রী. স্বগ্রামে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সদস্য হয়েও তাঁর সময়ের সমস্ত প্রগতিবাদী নেতার সঙ্গে একযোগে কাজ করেছেন। নিজে উচ্চশিক্ষিত হয়েও তৎকালীন ইংরেজী শিক্ষিতদের ধর্মবিরোধী আচরণের সমালোচনা করতেন। তাঁর রচিত দুইটি আইন গ্রন্থ 'হিন্দু আইন' ও 'মুসলমান আইন' তাঁর প্রকৃত আইনজ্ঞানের পরিচায়ক। তিনি ইংরেজী, বাংলা ও উর্দু—তিন ভাষায় একখানি অভিধান সঙ্কলন করেন। কয়েকখানি উর্দু গ্রন্থও ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'Introduction to Bengali Language Adapted to Students Who Know English', 'The Muhammadan Law', 'Vyavastha Chandrika', 'বাংলা ব্যাকরণ', 'ব্যবস্থা দর্পণ', 'পদ্যসার', 'নীতিদর্শন' প্রভৃতি। 'বিদ্যাভূষণ' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। [৮,২৫,১২৪]

শ্যামাদাস বাচস্পতি (১৮৬৪ - ৩.৭.১৯৩৪) চুপী—বর্ধমান। অন্নদাপ্রসাদ। ১৮ বছর বয়সে টোলে পড়া শুরু করেন এবং তখন থেকেই সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্তা ও বক্তৃতা দেবার চেষ্টা করতেন। ১২৯০ ব. নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্র ও ১২৯৪ ব. কাশীতে আয়ুর্বেদ পাঠ শেষ করে কলিকাতায় ফিরে কবিরাজি শুরু করেন এবং বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্রদের নিয়ে টোল খোলেন। দেশবন্ধুর ডাকে নিজের টোল ভেঙ্গে দিয়ে 'বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ' প্রতিষ্ঠা করে ২ লক্ষ টাকা দান করেন ও শিক্ষকতা করতে থাকেন। রচিত গ্রন্থ : 'চা-পানের দোষ', 'ব্রহ্মার কথা', 'শিবের কথা', 'ইন্দ্রের কথা' প্রভৃতি। [২৫,২৬]

শ্যামানন্দ (১৭শ শতাব্দী) দণ্ডেশ্বর—ওড়িশা। শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল। আদি নিবাস—গৌড়। চৈতন্যদেবের পরবর্তী কালে ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীনিবাস আচার্য ও তিনি বৈষ্ণবধর্ম-প্রবাহকে সংরক্ষণ করেন। বাল্যে তিনি 'দুখী কৃষ্ণদাস' নামে অভিহিত হতেন। বিবাহ করেও গৃহী হন নি। হৃদয়ানন্দের কাছে দীক্ষা নেন। [২]

শ্যামাপদ গোস্বামী (১৯০৫ - ২০.৩.১৯৭৩)। প্রখ্যাত সাঁতারু। ১৯৩৪ খ্রী. পাতিয়ালার সাঁতার প্রতিযোগিতায় তিনি বাঙলার প্রতিনিধিত্ব করেন। ঐ সময়ে দূর পাল্লা ও স্বল্প পাল্লার সাঁতারে

রাজ্য চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। ১৯৫১ খ্রী. প্রথম এশিয়ান গেম্‌স-এ ভারতীয় ওয়াটার পোলো দলের তিনি কোচ ছিলেন। ভারত সেবার সোনা জিতেছিল। বহুবার সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের সদস্য থেকে বহু ছেলেমেয়েকে তিনি সাঁতার শিখিয়েছেন। [১৩]

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (৬.৭.১৯০১ - ২৩.৬.১৯৫৩) ভবানীপুর—কলিকাতা। স্যার আশুতোষ। মিত্র ইন্‌স্টিটিউশন থেকে প্রবেশিকা পাশ করে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। ১৯২১ খ্রী. বি.এ., ১৯২৩ খ্রী. প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম.এ. ও পরের বছর বি.এল. পাশ করে বিলাত যান। বিলাত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে এলেও আইন ব্যবসায়ে মনোযোগী হন নি। পিতার সহযোগী হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে মনোনিবেশ করেন। মাত্র ২৪ বছর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। এরপর অল্পদিনেই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর প্রভাব বিস্তারিত হয়। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি.লিট. এবং বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক এল-এল.ডি. উপাধি পান। ১৯৩৪ খ্রী. বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কর্মতালিকা—(১) কৃষি-শিক্ষার ব্যবস্থা, (২) বিহারীলাল মিত্রের অর্থে সোশ্যাল সায়েন্স বিভাগ প্রবর্তন, (৩) আশুতোষ মিউজিয়ম ও পাঠাগার স্থাপন এবং (৪) বাংলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রবর্তনের চেষ্টা। শ্যামাপ্রসাদ রাজনীতি ক্ষেত্রেই অধিক পরিচিত। হিন্দুমহাসভার নেতারূপে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ১৯৪১ খ্রী. ফজলুল হক মন্ত্রিসভায় অর্থমন্ত্রীরূপে যোগদান করেন। ১৯৪২ খ্রী. কংগ্রেসের আহ্বানে 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দেন। মেদিনীপুর জেলা সরকারী নির্যাতনের শিকার হলে ১৬.১২.১৯৪২ খ্রী. লুণ্ঠন, নারীধর্ষণ ইত্যাদি পৈশাচিক ঘটনার প্রতিবাদে মন্ত্রিসভা থেকে তিনি পদত্যাগ করেন। পরের বছর ব্রিটিশ সরকার-সৃষ্ট ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে বাঙলাদেশের লক্ষাধিক লোক প্রাণ হারায়। এসময়ে তিনি উল্লেখযোগ্য সেবা কাজ করেন। ১৯৪৭ খ্রী. দেশবিভাগের পর হিন্দু-মহাসভাকে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার পরামর্শ দিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। কয়েক বছর পর নীতিসংক্রান্ত ব্যাপারে বিরোধের জন্য পদত্যাগ করে 'জনসঙ্ঘ' নামে নূতন রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় থেকে ভারতীয় পার্লামেন্টে বিরোধী নেতারূপে অসাধারণ বাগ্মিতার পরিচয় দিয়ে সারা ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাঙলা তথা ভারতের নানা সমস্যায় নানাভাবে জড়িত ছিলেন। মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ্, মহাবোধি সোসাইটি, বঙ্গভাষাপ্রচার সমিতি, ব্রাহ্মণী-ভুবন অর্থাৎ আয়ুর্বেদ ভবন, আশাসাম ও ইং-লালকা হাসপাতাল, রামনারায়ণ বসু স্মৃতিমন্দির, শান্তিদেবী আর্টিস্ট আশ্রম আন্তর্জাতিক বিশ্ব-বিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর কর্মময় জীবনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ভারত সরকারের কাশ্মীর নীতির প্রতিবাদে কাশ্মীরে প্রবেশ করে সেখানকার সরকারের হাতে বন্দী হন। বন্দী অবস্থায় তিনি মারা যান। শ্যামাপ্রসাদ-সৃষ্ট 'জনসঙ্ঘ' আজ উত্তর ভারতের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল। [৩,৪,৭,২৫,২৬]

শ্রীকর নন্দী (১৬শ শতাব্দী?)। এই কবিকে দিয়ে পরাগলের পুত্র ছুটি খাঁ পিতার দৃষ্টান্ত অনুসারে মহাভারতের 'অশ্বমেধপর্ব' অনুবাদ করান। [২]

শ্রীকান্তকুমার দাস (? - ২২.৯.১৯৪২) বেল-ডাঙ্গা—মেদিনীপুর। হরনারায়ণ। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে পুলিসের গুলিতে মারা যান। [৪২]

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (২৩.৩.১৮৯২ - ২৮.২.১৯৭০) হাতিয়াগ্রাম—বীরভূম। মধুসূদন। প্রখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক। স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ইংরেজীতে ঊশান স্কলার হয়ে বি.এ. পাশ করেন। ১৯১২ খ্রী. এম.এ. পরীক্ষাতেও ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। ১৯২৭ খ্রী. পি-এইচ.ডি. হন। পি-এইচ.ডি.-র থিসিস ছিল, 'রোমান্টিক থিওরি—ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ অ্যান্ড কোল্‌রিজ'। রিপন কলেজ, প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীতে অধ্যাপনা ও রাজশাহী কলেজে উপাধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করার পর পুনরায় কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ফিরে আসেন। এরপর সরকারী চাকরি ত্যাগ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৫৫ খ্রী. পর্যন্ত ঐ পদে ছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর কংগ্রেস দলের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। কিছুদিন পশ্চিম বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', 'বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা', 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে' প্রভৃতি। [৩,১৬]

শ্রীকৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ। নবদ্বীপ। নবদ্বীপ-বাসী রামনারায়ণ তর্কপঞ্চাননের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করে সুবিখ্যাত পণ্ডিত বলে পরিচিত হন। তিনি অত্যন্ত আত্মাভিমানী ছিলেন। মৃত্যুকালে বলেছিলেন—'আমি গেলে নবদ্বীপের পনের আনা যাইবে'। রচিত জীমূতবাহনকৃত দায়ভাগের টীকা গ্রন্থ তাঁর স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞানের পরিচায়ক। এছাড়াও

তিনি 'গোপাললীলামৃত', 'চৈতন্যচিন্তামৃত' ও 'কামিনীকামকৌতুক' নামে ৩টি ক্ষুদ্র কাব্য ও ৪টি ন্যায়শাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। [২]

শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর (১৮শ শতাব্দী)। জন্ম—মেদিনীপুর ও হাওড়ার সীমান্তবর্তী ক্ষেপুতের নিকটবর্তী হাড়োয়াচক। পিতা—কানামণি(?)। পাঁচালীগান-রচয়িতা। জাতিতে অব্রাহ্মণ। শান্তিরাম আগমবাগীশ নামে জনৈক মঙ্গলগান-রচয়িতার সংস্পর্শে এসে তিনি সর্বপ্রথম মনসামঙ্গলের একখানি পালা রচনা করেন। তৎকালীন সমাজপতি ব্রাহ্মণরা অব্রাহ্মণ কিঙ্করের সঙ্গে শান্তিরামের বন্ধুত্ব স্বীকার করে না নেওয়ায় তিনি গ্রাম ছেড়ে চলে যান এবং বর্ধমানরাজ তিলকচন্দ্র-প্রদত্ত ভূমি গ্রহণ করে ক্ষেপুত গ্রামের নিকটবর্তী 'কিষ্টবাটী' নামক এক গ্রামে এসে বসবাস করতে থাকেন। অনেকে মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করের নামানুসারেই কৃষ্ণবাটী বা 'কিষ্টবাটী' নামে ক্ষুদ্র গ্রামটির সৃষ্টি হয়। এখানে বাসকালে তিনি 'লঙ্কাপুজা', 'বরুণপুজা', 'ইন্দ্রপুজা', 'রাবণপুজা' (শীতলামঙ্গলের ৪খানি পালা), 'পঞ্চানন মঙ্গল', 'দেবী লক্ষ্মীর গীত', 'সত্যনারায়ণের সাত ভাই দুখীর পালা', 'শীতলার জন্ম পালা', 'শীতলার জাগরণ পালা' প্রভৃতি রচনা করেন। চেতুয়াখণ্ডের বৃহৎ অংশে এখনও তাঁর রচিত শীতলামঙ্গল গায়েন কর্তৃক গীত হয়। তাঁর কাব্যের পুথিগুলি আজও হাওড়া ও মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। [১৫৫]

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার। নবদ্বীপ। আদিনিবাস—মালদহ। ১৭/১৮ শতাব্দীর মধ্যে বর্তমান ছিলেন। স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য নবদ্বীপে আসেন এবং পাঠ সমাপ্তির পর সংসারী হন ও চতুষ্পাঠী স্থাপন করে সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। তিনি জীমূতবাহনের দায়ভাগটীকা ও 'দায়ক্রমসংগ্রহ' নামে দায়ভাগ-সম্বন্ধীয় দুইটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সর্বশ্রেষ্ঠ টীকাগ্রন্থ হিসাবে এ দুইটি আজও নবদ্বীপে পড়ানো হয়। কোলব্রুক সাহেব 'দায়ক্রমসংগ্রহে'র ইংরেজী অনুবাদ করেন। ধর্মাধিকরণে দায়ভাগ সম্বন্ধে তাঁর মত সাদরে গৃহীত হত। তাঁর রচিত অপর গ্রন্থ : 'সাহিত্যবিচার'। [২,২৬]

শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম (১৮শ শতাব্দী)। তাঁর কুলপরিচয় সম্বন্ধে কেউ বলেন, তিনি মুর্শিদাবাদের নৈয়ায়িকশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননের পিতামহ, কেউ বলেন, তিনি শান্তিপুর-নিবাসী চৈতল চট্টবংশীয়, আবার কারও মতে নবদ্বীপে প্রাপ্ত বারেন্দ্রকুলপঞ্জীতে সান্যাল-বংশীয় ব'লে এঁরই নাম উল্লিখিত হয়েছে। ১৭০৩ খ্রী. নবদ্বীপাধিপতি রামকৃষ্ণ রায় তাঁকে ভূমি দান করেন। এই স্মার্ত পণ্ডিত রাজা রামজীবনের সভাপণ্ডিত ছিলেন। 'শ্রীকৃষ্ণ শর্মা' নামেও তাঁর পরিচয় ছিল। ১৭২২ খ্রী. তাঁর রচিত 'কৃষ্ণপদামৃত' এবং ১৭২৩ খ্রী. 'পদাঙ্কদূত' নবদ্বীপে প্রচারিত হয়। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'মুকুন্দপদমাধুরী' ও 'সিদ্ধান্তচিন্তামণি'। [২,২৫,২৬,৯০]

শ্রীগোপাল বসুমল্লিক (১৮৫০ - ১৮৯৯) পটলডাঙ্গা—কলিকাতা। রাধানাথ। বেদান্ত শিক্ষার প্রসারের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অর্থ দান করেন। ঐ অর্থ থেকে 'শ্রীগোপাল মল্লিক ফেলোশিপ' নামে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা হয়। তাঁর উইলে তিনি একজন অধ্যাপকের বেতন এবং উক্ত অধ্যাপকের বেদান্ত বক্তৃতার উপর রচিত গ্রন্থের ৪০০ খণ্ড কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ১০০ খণ্ড জনসাধারণের মধ্যে যাতে বিলি করা হয় তার নির্দেশ দিয়েছেন। [২৫,২৬,১৪৯]

শ্রীদাম দাস। ১৯শ শতাব্দীর একজন খ্যাতনামা আখড়াই গানের গায়ক। তাঁর সময়ে রামপ্রসাদ ঠাকুর ও নসীরাম সেকরাও আখড়াই গানে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। [৫২]

শ্রীধর আচার্য (১০ম শতাব্দী) ভুরশুট—হুগলী। বলদেব। দক্ষিণ রাঢ়ের অধিপতি পাণ্ডুভূমি-বিহারের প্রতিষ্ঠাতা পাণ্ডুদাস শ্রীধরের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শ্রীধর অধ্যাত্মচিন্তা ও দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করে সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেন। 'অদ্বয়সিদ্ধি', 'তত্ত্বপ্রবোধ', 'তত্ত্বসংবাদিনী' সংগ্রহটীকা প্রভৃতি তাঁর রচিত বেদান্ত ও মীমাংসা-বিষয়ক বহু টীকা গ্রন্থের নাম শোনা যায় ; কিন্তু এগুলির অস্তিত্বের সন্ধান আজও পাওয়া যায় নি। 'ন্যায়কন্দলী' নামক একটি মাত্র মহামূল্য গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এটি প্রশস্তপাদ-রচিত 'পদার্থধর্মসংগ্রহ' নামক বৈশেষিক ভাষ্যের টীকা। শ্রীধর ভট্টই সর্বপ্রথম বৈশেষিক মতের আস্তিক্য ব্যাখ্যা দেন। রচনাকাল আনুমানিক ৯৯১ খ্রীষ্টাব্দ। 'ত্রিশতিকা' গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীধর এবং 'ন্যায়কন্দলী' গ্রন্থের রচয়িতা একই ব্যক্তি কিনা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। 'ত্রিশতিকা' আর্যাছন্দে রচিত ৩০০ শ্লোকে সম্পূর্ণ একটি পাটীগণিতের গ্রন্থ। 'শ্রীধর-পদ্ধতি' নামে একটি জাতকখণ্ডের গ্রন্থও পাওয়া যায়। [২,৩,২৫,৬৭]

শ্রীধর কথক, ভট্টাচার্য (১৮১৬ - ?) বাঁশবেড়িয়া—হুগলী। রতনকৃষ্ণ শিরোমণি। বাল্যকালেই তাঁর সঙ্গীত এবং কবিত্ব-প্রতিভার বিকাশ ঘটে। হুগলীর গোস্বামী-মালিপাড়া গ্রামের রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে ভাগবত শিক্ষা করেন। যৌবনে সঙ্গীদের সঙ্গে পাঁচালী ও কবিগান গাইতেন। বহরমপুরের

কালীচরণ ভট্টাচার্যের কাছে কথকতা শিখে আত্ম-সাধনায় উৎকর্ষ লাভ করেন। সুকথক হিসাবে খ্যাত হলেও তাঁর রচিত ভাবময় ও রসময় টপ্পা এবং কৃষ্ণ-বিষয়ক ও শ্যামা-বিষয়ক সঙ্গীতও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। তাঁর বহু টপ্পা গান নিধুবাবুর টপ্পা নামে চলে। তিনি বাংলা, হিন্দী, আরবী ও ফারসী ভাষায় টপ্পা রচনা করেছেন। তাঁর রচিত ১৬৯টি সংগৃহীত গানের মধ্যে প্রেম-বিষয়ক গানের সংখ্যাই বেশী। এছাড়া বহু পদাবলীও আছে। 'ভালবাসিবে বল্যে ভালবাসিনে' তাঁর প্রসিদ্ধ গানগুলির অন্যতম। তিনি নিধুবাবুর সমসাময়িক ছিলেন। খ্যাতনামা কথক লালচাঁদ বিদ্যাভূষণ তাঁর পিতামহ। [৩,১৮ ২০,২৫,২৬,৫৩]

শ্রীধর দাস। পিতা—বটুক দাস। মহারাজ লক্ষ্মণ সেন শ্রীধরের ও তাঁর পিতার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১২০৬ খ্রী. তিনি 'সদুক্তিকর্ণামৃত' নামে বৃহৎ গ্রন্থে ৪৮৫ জন লেখকের প্রায় আড়াই হাজার শ্লোক সঙ্কলন করেন। এই গ্রন্থে ৫টি ভাগ, যথা—দেব, শৃঙ্গার, কেতু, অপদেশ ও উক্করুক (Uccarca)। এই সঙ্কলনে কেবল বাঙলার কবিদেরই নয়, অন্য-প্রদেশীয় কবিদেরও কিছু শ্লোক আছে। শ্রীধর দাস-সংগৃহীত 'বৈষ্ণব পদাবলী' পরবর্তী কালে রূপ গোস্বামীও ব্যবহার করেছেন। [২,৭৮]

শ্রীধর ভট্ট। দ্র. **শ্রীধর আচার্য**।

শ্রীনাথ ঘোষ (১৮২৬ - ২৯.৯.১৮৮৬) কলিকাতা। ওরিয়েন্টাল সেমিনারী থেকে শিক্ষা শেষ করে অনুজ গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে 'বেঙ্গল রেকর্ডার' পত্রিকায় কাজ করেন। এই পত্রিকায় লিখিত একটি প্রবন্ধের জন্য ১৮৫৪ খ্রী. ডেপুটি কালেক্টর হন। পরে কিছুদিন প্রেসিডেন্সী ডিভিশনের কমিশনারের পি.এ. ছিলেন। ১৮৭৫ খ্রী. জুলাই মাসে মাসিক ১ হাজার টাকা বেতনে কলিকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হন। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকা প্রবর্তিত হবার পর তিনি গিরিশচন্দ্রকে সম্পাদনায় সাহায্য করতেন। [২৫]

শ্রীনাথচন্দ্র প্রধান (? - ২৯.৮.১৯৪২) কুল-বেড়িয়া—মেদিনীপুর। রমানাথ। ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দেন। ভগবানপুর পুলিস স্টেশন আক্রমণকালে পুলিসের গুলিতে মারা যান। [৪২]

শ্রীনিবাস আচার্য (১৫১৯ - ?) চাকন্দী—নদীয়া। গঙ্গাদাস ভট্টাচার্য, নামান্তর চৈতন্যদাস। চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর বৈষ্ণবধর্মপ্রবাহ সংরক্ষকগণের মধ্যে শ্রীনিবাস আচার্য একজন প্রধান নেতা। অল্প বয়সেই তিনি নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হন। পণ্ডিত ধনঞ্জয় বিদ্যাবাচস্পতির ছাত্র ছিলেন। দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে অবস্থান করে তিনি শ্রীজীব গোস্বামীর কাছে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করে 'আচার্য' পদবী পান। গোপালভট্ট গোস্বামীর নিকট তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলী, নদীয়া, যশোহর ও রাজশাহীতে শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের চেষ্টায় ভক্তিধর্মের বিজয়ধ্বজা উড্ডীন হয়েছিল। খেতুরিতে তিনি নরোত্তম দাসঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন মূর্তির অভিষেক করেন। বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বির তাঁর শিষ্য ছিলেন। তাঁর রচিত 'ষড়্গোস্বাম্যষ্টকম্' ও 'নরহরিঠক্কুরাষ্টকম্' থেকে অনেক তথ্য জানা যায়। তিনি কয়েকটি পদও রচনা করেছিলেন। তাঁর পুত্র গতিগোবিন্দও কবি ছিলেন। শ্রীনিবাসের কন্যা হেমলতা ঠাকুরানী কবি যদুনন্দন দাসের দীক্ষাগুরু ছিলেন। [২,৩,২৫,২৬]

শ্রীমন্ত মাইতি (? - ১৯৩০) দন্দিশরা—মেদিনীপুর। আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। খিরাই গ্রামে চৌকিদারী ট্যাক্সের বিরুদ্ধে শোভাযাত্রা করার সময় পুলিসের গুলিতে নিহত হন। [৪২]

শ্রীমা (২১.২.১৮৭৮ - ১৭.১১.১৯৭৩) প্যারিস—ফ্রান্স। পূর্বাশ্রমের নাম মীরা রিশার। তিনি ও তাঁর স্বামী পল রিশার পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের কাছে দীক্ষা নিয়ে (১৯১৪) সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। এই দম্পতির চেষ্টায় শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিবসে 'আর্য' মাসিক পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় (১৫.৮.১৯১৪)। এই পত্রিকার ফরাসী সংস্করণের ভার ছিল তাঁদের উপর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে স্বামীর সঙ্গে তাঁকেও পণ্ডিচেরী ছাড়তে হয়। যুদ্ধশেষে ২০.৪.১৯২০ খ্রী. পণ্ডিচেরীতে ফিরে আসেন এবং পোশাক-পরিচ্ছদে ও ভাবধারায় সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় হয়ে দিব্যজীবনের সাধনায় নিমগ্ন হন। ২৪.১১.১৯২৬ খ্রী. থেকে শ্রীঅরবিন্দ লোকচক্ষুর অন্তরালে গিয়ে সাধনাময় জীবন শুরু করলে তিনি পণ্ডিচেরী আশ্রমের পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এই সময় আশ্রমের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তিনি শিষ্যদের নিকট 'মা' ব'লে পরিচিতা হন এবং সকলের সাধক ও বাহ্যিক জীবন পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। [১৬]

শ্রীরাম তর্কালঙ্কার (১৬শ শতাব্দী) নবদ্বীপ। 'জগদ্গুরু' শ্রীরাম একজন শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ছিলেন। অনুমান তিনি কৃষ্ণদাস সার্বভৌম বা রামভদ্র সার্বভৌমের শিষ্য ছিলেন এবং তাঁর গ্রন্থ-রচনাকাল ১৫৪০ - ৬০ খ্রী. মধ্যে। রচিত গ্রন্থ : 'অনুমান-দীধিতিটীকা' ও 'আত্মতত্ত্ববিবেকদীধিতিটিপ্পনী'। মথুরানাথ তর্কবাগীশ তাঁর পুত্র। নবদ্বীপে অনেক পরবর্তী অপর এক প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীরাম তর্কালঙ্কারের নাম পাওয়া যায়। [৯০]

শ্রীরাম শিরোমণি, মহামহোপাধ্যায় (১২৩০-১৩১০ ব.) বহরমপুর—মুর্শিদাবাদ। বারেন্দ্র কুলীন-প্রধান উদয়নাচার্য ভাদুড়ীর বংশে জন্ম। নবদ্বীপের তৎকালীন অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক পণ্ডিত মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্তের শিষ্য ছিলেন। শিক্ষা-সমাপ্তির পর তিনি কাশিমবাজারের রাজমাতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বহরমপুর জুবিলী টোলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং অল্পকালের মধ্যেই অধ্যাপনার জন্য প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও চারিত্রিক গুণে তিনি সমগ্র বঙ্গদেশের পণ্ডিত-সমাজের একজন আদর্শ পুরুষ ছিলেন। ১৮৮৭ খ্রী. তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি-ভূষিত হন। তিনি কোন গ্রন্থ রচনা করেন নি। [১৩০]

শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১১.৯.১৮৭৩-১৯৬৬) চুরাইন—ঢাকা। নবীনচন্দ্র। নারায়ণগঞ্জ স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৮৯৩), ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে এফ.এ. (১৮৯৫), ঢাকা কলেজ থেকে বি.এ. (১৮৯৭), ও বি.এল. (১৯০৪) পাশ করেন। ১৮৯৭-১৯০৫ খ্রী. পর্যন্ত তিনি নারায়ণগঞ্জ স্কুলে ইতিহাস ও গণিতের শিক্ষক ছিলেন। তারপর থেকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সক্রিয় হন। কলেজ জীবনে বিপ্লবী অনুশীলন দলের ব্যায়াম সমিতিতে যোগ দিয়েছিলেন। ঢাকা ষড়যন্ত্র, বরিশাল ষড়যন্ত্র ও গৌহাটি গুলিবর্ষণ মামলায় উকিলরূপে আসামীপক্ষ সমর্থন করেন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে আইন ব্যবসায় ছেড়ে দেন। দেশবন্ধুকে স্বরাজ্য দল গঠনে সাহায্য করেন। ১৯২৬ খ্রী. একটি বক্তৃতার জন্য তাঁর কারাদণ্ড হয়। ১৯২৮ খ্রী. কলিকাতা কংগ্রেসে গান্ধীজীর ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দাবি প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। ডুর্নো গুলিবর্ষণ মামলায় (১৯৩২) তাঁর আবার কারাদণ্ড হয়। ১৯৩৫ খ্রী. ঢাকা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হন। ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দেন। ভারতবিভাগ প্রস্তাবের ঘোরতর বিরোধিতা করেন এবং ১৯৪৭ খ্রী. দেশবিভাগের পর পাকিস্তানে থেকে যান। ১৯৪৮-৫৫ খ্রী. পর্যন্ত পাকিস্তান গণ-পরিষদের সদস্য ছিলেন। পাকিস্তানের প্রতিনিধিরূপে বিভিন্ন বৈদেশিক সম্মেলনে যোগ দেন। ১৯৬২ খ্রী. সে দেশ পরিত্যাগ করে ভারতে আসেন। হিন্দু জাতিভেদ প্রথা ও ছুঁৎমার্গের ঘোর বিরোধী ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে বন্যা, দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীতে সেবাকাজ করেন। প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার তথা গান্ধীজীর পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষা-প্রসারে তিনি উৎসাহী ছিলেন। [১২৪]

শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী (১৮৫০-১৯৩১) আমাদপুর—বর্ধমান। ১৮৭১ খ্রী. ইংরেজীতে এম.এ. পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। আইন পাশ করে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন এবং সুপ্রসিদ্ধ উকিল রূপে পরিগণিত হন। ১৯০৫ খ্রী. 'স্বদেশী ও বয়কট' আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। জনহিতকর বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকে জনসাধারণের সেবা করেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ফ্যাকাল্টি অফ ল-এর মেম্বার, সিনেটের সভ্য ও আজীবন অনারারি ফেলো ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক তিনি ব্রাহ্ম সমাজের আচার্যপদে মনোনীত হন। তিনি একজন সাহিত্যিকও ছিলেন। [১৪৯]

শ্রীশচন্দ্র দত্ত (১০.২.১৮৮৩-১৯৬১) সাজান—শ্রীহট্ট। প্রকাশচন্দ্র। শ্রীহট্টের মুরারিচাঁদ কলেজ থেকে এফ.এ. (১৯০১) ও কলিকাতা মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সূত্রে জাতীয় কংগ্রেসে আসেন এবং ১৯৪৭ খ্রী. পর্যন্ত কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। ১৯০৬ খ্রী. শ্রীহট্টে একটি ন্যাশনাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করে ১৯১২ খ্রী. পর্যন্ত সেখানে শিক্ষকতা করেন। এরপর করিমগঞ্জে আসেন এবং জীবনের অবশিষ্টাংশ এখানেই অতিবাহিত করেন। ইউরোপীয় সাহেবদের একচেটিয়া কারবার ভাঙ্গার জন্য কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে চা-বাগান কেনেন। এই চা-বাগান বিপ্লবীদের আত্মগোপনের কাজেও ব্যবহৃত হত। তিনি অসহযোগ আন্দোলনে, আইন অমান্য এবং 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের সময়ে করিমগঞ্জে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। একবার কারাবরণ করেন। চা-বাগানের শ্রমিক ধর্মঘট এবং আসাম-বেঙ্গল রেল ধর্মঘটের সময়ে রেলওয়ে শ্রমিকদের সাহায্য করেন। ১৯২৭ খ্রী. সুরমা উপত্যকার প্রতিনিধি-রূপে কেন্দ্রীয় আইন সভায় নির্বাচিত হন। করিমগঞ্জে বহু জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। করিমগঞ্জে পাব্লিক স্কুল ও মদনমোহন-মাধবচরণ বালিকা বিদ্যালয়ের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। [১২৪]

শ্রীশচন্দ্র নন্দী (১৮৯৬?-১৯৫১?) কাশিমবাজার—মুর্শিদাবাদ। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র। এম.এ. পাশ করে কর্মজীবনের সূচনায় ৫ বছর মন্ত্রিত্ব করেন। কলিকাতার শেরীফ ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন। বিভিন্ন জনহিতকর কার্যে দান করতেন। [৫]

শ্রীশচন্দ্র পাল (আনু. ১৮৮৭-১৩.৪.১৯৩৯) মূলবর্গ—ঢাকা। শরৎচন্দ্র। বাঙলার প্রথম যুগের

বিপ্লবীদের অন্যতম। ১৯০৫ খ্রী. গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দেন। নন্দলাল হত্যা, মুরারি হত্যা, ওয়্যায়েন হত্যাপ্রচেষ্টা, রডা অস্ত্র অপহরণ-ষড়যন্ত্র প্রভৃতিতে তাঁর সক্রিয় প্রধান ভূমিকা ছিল। বহুদিন পলাতক জীবন কাটানোর পর ১৯১৬ খ্রী. গ্রেপ্তার হন। ১৯১৯ খ্রী. অসুস্থ অবস্থায় মুক্তি পান। এরপর পুলিসের চোখে নিরীহ অসুস্থ সেজে থাকলেও বাঙলার গুপ্ত বিপ্লবী দল বি.ভি.-এর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের একনিষ্ঠ অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। ঢাকা মিডফোর্ড হাসপাতালে পাথুরি রোগে অস্ত্রোপচারের সময় তিনি মারা যান। [৯৭]

শ্রীশচন্দ্র বসু, বিদ্যার্ণব (২১.৩.১৮৬১ - ২৩.৬. ১৯১৮) পৈতৃক নিবাস—টেংরা-ভবানীপুর—খুলনা। পিতার কর্মক্ষেত্র পাঞ্জাবের লাহোরে জন্ম। পিতা শ্যামাচরণ পাঞ্জাবের শিক্ষা-অধিকর্তার প্রধান কর্মচারিরূপে সেখানে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে প্রভূত সাহায্য করেন। ছ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ ঘটলে মাতা ভুবনেশ্বরীর যত্নে শ্রীশচন্দ্র পড়াশুনা করেন। লাহোরে পাঠরত থেকে ১৮৭৬ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। লাহোরের সরকারী কলেজে ভর্তি হয়ে ১৮৮১ খ্রী. বি.এ. পাশ করেন। ১৮৮২ খ্রী. পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে ১৮৮৩ খ্রী. তিনি সেখান থেকে শিক্ষক-শিক্ষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ করেন। লাহোর মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক থাকা কালে তিনি উর্দু ভাষায় প্রাকৃতিক ভূগোল-বিষয়ে একখানি পুস্তক লেখেন। এই সময়ে 'স্টুডেণ্টস্ ফ্রেণ্ড' নামে ইংরেজী পত্রের পরিচালনা ও সম্পাদনা করেন। ১৮৮৬ খ্রী. এলাহাবাদ হাইকোর্ট-পরিচালিত আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি আইন ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন এবং অল্পদিনেই এলাহাবাদ হাইকোর্টে দক্ষ আইনজীবিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইতিমধ্যে তিনি পিট্‌ম্যান উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে আশুলিখন (Shorthand) শিক্ষা করে বিচারপতিদের 'রায়'গুলির আশুলিখনের ভার গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি সরকারী বিচার বিভাগে যোগ দেন। বহুভাষাবিদ্ ছিলেন। হিন্দু আইন উত্তমরূপে আয়ত্ত করার উদ্দেশ্যে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। বাইবেল গ্রন্থের যথাযথ মর্মগ্রহণের জন্য হিব্রু ও গ্রীক ভাষা শিখেছিলেন। আরবী ও ফারসী ভাষা শিখে ইসলাম ধর্মের মর্ম গ্রহণ করেন। ল্যাটিন, ফরাসী ও জার্মান ভাষায়ও তাঁর দক্ষতা ছিল। পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ীর ইংরেজী অনুবাদ (১৮৯১) তাঁর প্রধানতম কীর্তি। পাণিনি-রচিত অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণের একমাত্র জার্মান অনুবাদ ছিল, তিনি সেই অনুবাদ পাঠ করে মূল ও ব্যাখ্যা সহ ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর অন্যান্য অনূদিত গ্রন্থ : ভট্টোজী দীক্ষিত প্রণীত ব্যাকরণ গ্রন্থ 'সিদ্ধান্ত কৌমুদী', 'শিবসংহিতা', শাঙ্কর-ভাষ্যসহ 'ঈশোপনিষদ্' এবং প্রধান প্রধান উপনিষদ্‌সমূহ, মধ্বাচার্যকৃত ভাষ্যসহ 'ছান্দোগ্য উপনিষদ্', বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্যসহ 'বেদান্তসূত্র', বিজ্ঞানেশ্বর-রচিত 'মিতাক্ষরা ভাষ্য', বলমভট্ট-রচিত টীকাসহ 'যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি', ফারসী ভাষায় লিখিত দারা শিকোহ্‌র 'ইবন শাজাহান' প্রভৃতি। এছাড়া যাবতীয় হিন্দুধর্মশাস্ত্রের সার সঙ্কলন করে প্রশ্নোত্তরে ইংরেজীতে একটি গ্রন্থ, হিন্দী ভাষায় একটি বর্ণপরিচয় এবং হিন্দী ভাষায় আশুলিখন প্রণালী বিষয়ে পুস্তক রচনা করে প্রকাশ করেন। 'সেখ চিল্লী' ছদ্মনামে তিনি উত্তর ভারতে প্রচলিত কতকগুলি উপকথা সংগ্রহ করে ইংরেজীতে লিপিবদ্ধ করেন। এই গ্রন্থটি শান্তা দেবী ও সীতা দেবী কর্তৃক 'হিন্দুস্থানী উপকথা' নামে বাংলায় অনূদিত হয়। ১৯০১ খ্রী. এলাহাবাদের নিজ বাড়িতে (বাহাদুরগঞ্জস্থ ভুবনেশ্বরী আশ্রমে) তিনি প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র প্রচারের উদ্দেশ্যে 'পাণিনি কার্যালয়' স্থাপন করেন। এখান থেকে দুর্লভ বা অপ্রকাশিত হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থ-সমূহ 'সেক্রেড্ বুক্‌স্ অফ দি হিণ্ডুজ্' নামক সিরিজে প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। অনুজ বামনদাস তার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। ১৯০৯ খ্রী. এই গ্রন্থমালা প্রবর্তিত হয়। ১৮৮৮ খ্রী. এলাহাবাদে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়টি ঐ স্থানে দেশীয়দের দ্বারা পরিচালিত প্রথম বালিকা বিদ্যালয়। ১৯১১ খ্রী. সরকার কর্তৃক 'রায়বাহাদুর' এবং বিদ্যাবত্তার জন্য কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক 'বিদ্যার্ণব' উপাধি দ্বারা সম্মানিত হন। [১৫৫]

শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। খাঁটুরা—চব্বিশ পরগনা। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯ জুলাই ১৮৫৬ খ্রী. পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় বিধবা-বিবাহ আইন সরকারী অনুমোদন লাভ করলে শ্রীশচন্দ্র প্রচলিত সামাজিক প্রথা ও সংস্কার অগ্রাহ্য করে সর্বপ্রথম বিধবা-বিবাহ করতে অগ্রণী হন। ৭.১২.১৮৫৬ খ্রী. কলিকাতায় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িতে বিদ্যাসাগর, রমাপ্রসাদ রায়, প্রখ্যাত দানবীর ও সাহিত্যসেবী কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে বালবিধবা কালীমতীকে তিনি বিবাহ করেন। রক্ষণশীল হিন্দুদের পক্ষ থেকে এই বিবাহ পণ্ড করার চেষ্টা

হলেও পুলিস-প্রহরা থাকায় কোন বিঘ্ন ঘটে নি। বিবাহের অধিকাংশ ব্যয়ভার বিদ্যাসাগর মহাশয় বহন করেছিলেন। (৮,২০)

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (১৮৬০-১৯০৮)। পিতা প্রসন্নকুমার ছিলেন পুঠিয়া স্টেটের দেওয়ান। শ্রীশচন্দ্র পুঠিয়ার মহারাণী শরৎকুমারীর উৎসাহে সাহিত্যসেবায় মনোযোগী হন। 'বর্তমান বঙ্গসমাজ ও চারিজন সংস্কারক' (১২৮৬ ব.) তাঁর প্রথম রচনা। তিনি কিছুকাল বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' (১৮৮৩) পরিচালনা করেছিলেন। তারপর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বৈষ্ণব পদের সঙ্কলন 'পদরত্নাবলী' (১৮৮৫) সম্পাদনা করেন। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'ফুলজানি', 'শক্তিকানন', 'কৃতজ্ঞতা', 'বিশ্বনাথ', 'রাজতপস্বিনী' প্রভৃতি। কর্মজীবনে তিনি সাব-ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। [৩]

শ্রীশচন্দ্র মিত্র (?-১৯১৫?) রসপুর—হাওড়া। বিখ্যাত রডা কোম্পানীর কর্মচারী ছিলেন। ২৬.৮.১৯১৪ খ্রী. রডা কোম্পানী থেকে মশার পিস্তলের বাক্স অপহরণে তাঁর প্রত্যক্ষ সহায়তা সব থেকে বেশী ছিল। দলের নির্দেশে রংপুর জেলার নাগেশ্বরী থানার কুড়িগ্রামে আত্মগোপন করে থাকেন। পরে পুলিসের হাত এড়িয়ে চীনদেশে প্রবেশের সময় সম্ভবত সীমান্ত রক্ষিবাহিনীর গুলিতে মারা যান। তিনি হাবু মিত্র নামে পরিচিত ছিলেন। [৪৩,৯৭]

শ্রীশচন্দ্র রায় (আনু. ১৮২০-১৮৫৮)। নদীয়ার রাজা গিরিশচন্দ্রের দত্তকপুত্র। ২২ বছর বয়সে সম্পত্তির অধিকারী হয়ে তিনি দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের সহযোগিতায় সুশৃঙ্খলভাবে বিষয় রক্ষা করেন। ধর্মসংস্কার ও শিক্ষা-প্রসারের কাজে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা। কৃষ্ণনগর কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ভূমি দান করেছিলেন। আগে রাজপরিবারের ছেলেদের জন্য পৃথক্ শিক্ষাব্যবস্থা ছিল, কিন্তু শ্রীশচন্দ্র শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বশ্রেণীর সমতারক্ষার জন্য ঐ নিয়ম উঠিয়ে দেন ও নিজপুত্র সতীশচন্দ্রকে সাধারণের সঙ্গে একই কলেজে পড়ান। মহারাজা শিবচন্দ্রের পর তিনিই ইংরেজ সরকার কর্তৃক 'মহারাজা' উপাধিতে ভূষিত হন। [৩]

শ্রীশচন্দ্র সর্বাধিকারী, রায়বাহাদুর (১৮৫৮-১১.৭.১৯১২)। ইংরেজী সাহিত্যে অসাধারণ জ্ঞান ছিল। নগেন্দ্রনাথ ঘোষের মৃত্যুর পর তাঁর 'নেশান' পত্রিকা পরিচালনা করেন। তিনি 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন। [২৫,২৬]

শ্রীশ মণ্ডল (?-১৯৫৮)। সুন্দরবন কৃষক আন্দোলনের প্রথম সাংগঠনিক নেতা। মেদিনীপুরের লবণ আন্দোলনের অন্যতম কর্মী হিসাবে কারাবরণ করেন। ১৯৩৩ খ্রী. তাঁর নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই কৃষক আন্দোলনই ক্রমে খাস জমি দখলের লড়াইয়ে পর্যবসিত হয় 'উঠিদলার'। পরবর্তী অধ্যায়ে ১৯৪৩/৪৪ খ্রী. তেভাগা আন্দোলন ও জলক (মেছোঘেরীর বিরুদ্ধে) আন্দোলন সংগঠন করেন। ১৯৫৮ খ্রী. ঘোরোড়িয়ার মেছোঘেরী দখলের আন্দোলন শুরু হয়। এইসময়ে রোগাক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। [১৬]

শ্রীহরিচরণ দাস (১৯১০-২৯.৯.১৯৪২) বক্সিচক—মেদিনীপুর। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দেন। মহিষাদল থানা আক্রমণের দিন পুলিসের গুলিতে মারা যান। [৪২]

শ্রীহর্ষ (১১শ শতাব্দী)। বঙ্গদেশীয় রাঢ়ী ব্রাহ্মণগণের এক শাখার আদিপুরুষ—এরূপ অনুমান করা হয়। পিতার নাম—মেধাতিথি বা তিথিমেধা। শ্রীহর্ষ কবি ছিলেন। তাঁর রচনায় অত্যুক্তিদোষ পাওয়া যায়। 'নৈষধচরিত' তাঁর রচিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই গ্রন্থটিকে প্রাচীন ভারতের ৫টি মহাকাব্যের অন্যতম বলা হয়। গ্রন্থটি থেকে তৎকালীন বাঙ্গালীর সামাজিক আচার-বিষয়ে বহু তথ্য জানা যায়। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'নবসাহসাংক-চরিত', 'স্থৈর্যবিচার-প্রকরণ', 'অর্ণব-বর্ণনা', 'শিবশক্তি-সিদ্ধ', 'ছিন্দ-প্রশস্তি', 'শ্রীবিজয়-প্রশস্তি' প্রভৃতি। এছাড়াও তিনি দর্শনের উপর 'খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য' নামে গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই গ্রন্থখানি পূর্বভারতে নৈয়ায়িক মহলে দীর্ঘকাল অবশ্যপাঠ্যরূপে প্রচারিত ছিল। তাঁর বাঙালীত্ব সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। [২,৬৭,৯০]

ষষ্ঠীদাস মজুমদার, কবিরাজ। চট্টগ্রাম। ষষ্ঠীদাস 'সীতারামসম্মিলন', 'ভদ্রী বিদ্যানিধির সঙ', (প্রহসন), 'সখীদাস বৈষ্ণবের সঙ' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি কাশ্মীর রাজসরকারে কর্মরত থাকা কালে সম্ভবত এইসব গ্রন্থ রচনা করেন। [২]

ষষ্ঠীবর সেন (১৭শ শতাব্দী) দীনারদ্বীপ (পূর্ববঙ্গ)। একজন স্বভাবকবি। তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় ও সুললিত ছন্দে সমগ্র মহাভারত, রামায়ণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি রচনা করেছেন। [২৫,২৬]

সংসারচন্দ্র সেন, রাও বাহাদুর (১২.৪.১৮৪৬-১২.৫.১৯০৯)। আদি নিবাস—নাটাগড়—চব্বিশ পরগনা। নীলাম্বর। পিতার কর্মস্থল আগ্রায় জন্ম। ১৮৬৩ খ্রী. আগ্রার সেন্ট জন্স কলেজ থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে কলিকাতায় পড়াশুনা করেন। ১৮৬৬ খ্রী. জয়পুরে নোবলস্ কলেজের প্রধান শিক্ষক হন। পরে জয়পুর মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী ও শেষে প্রধানমন্ত্রীর পদ পান। ১৯০১ খ্রী.

জয়পুররাজ তাঁকে কাউন্সিলের সদস্য-পদে নিযুক্ত করেন। ১৯০২ খ্রী. জয়পুররাজের সঙ্গে ইংল্যান্ড গিয়ে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে 'করোনেশন মেডেল' পান। তাঁর কর্ম-দক্ষতায় সন্তুষ্ট হয়ে জয়পুররাজ তাঁকে বংশানুক্রমে 'সরদার' উপাধি প্রদান করেন। ১৯০৫ খ্রী. তিনি যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েলস্ কর্তৃক 'এম.ভি.ও.' উপাধি-ভূষিত হন। এই বছরই জয়পুররাজের কাছ থেকে তিনি রাজ্যের 'তাজিমি সর্দার' নামক সম্মান-জনক ও দুর্লভ উপাধি লাভ করেন। [৩,২৫,২৬]

সংঘমিত্রা, সন্ন্যাসিনী (১৯১৪ - ৯.১০.১৯৭২) বাগবাজার—কলিকাতা। পিতা বিখ্যাত পার্লামেন্টারিয়ান ও ইণ্ডিয়ান প্র্যাকটিশনার্স ইন এক্‌জামোটোরিজং-এর জনক অনাথনাথ মুখার্জি'। পূর্বাশ্রমের নাম শান্তি-প্রিয়া। শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী রামকৃষ্ণ মঠ ও সারদা সংঘের প্রতিষ্ঠাত্রী। শিশু বয়স থেকেই তিনি শ্রীমা সারদামণির বিশেষ প্রিয়পাত্রী ছিলেন। অবিবাহিতা শান্তিপ্রিয়া ১১ বছর বয়সে স্বামী সারদানন্দজীর কাছে দীক্ষা লাভ করেন এবং ১৬ বছর বয়সে রামকৃষ্ণ মঠের স্বামী কৈবল্যানন্দজীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করে আজীবন মানব-সেবায় রত থাকেন। তিনি 'শ্রীমা সারদা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা পরিচালনা করতেন। [১৬]

সজনীকান্ত দাস (২৫.৮.১৯০০ - ১৯৬২) বেতালবন—বর্ধমান। হরেন্দ্রলাল। পৈতৃক নিবাস রায়পুর—বীরভূম। ১৯১৮ খ্রী. দিনাজপুর জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করে কলিকাতা প্রেসি-ডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। এখানে রাজনৈতিক কারণে পড়তে না পেরে তিনি বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান মিশনারী কলেজ থেকে আই.এস-সি. ও ১৯২২ খ্রী. কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি.এস-সি. পাশ করেন। এম.এস-সি. পড়ার সময় 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় যোগ দেন এবং 'ভাবকুমার প্রধান' ছদ্মনামে লিখতে থাকেন। পত্রিকাটির ১১শ সংখ্যা থেকে তিনি তার সম্পাদক ও পরিচালক হন। এরপর 'প্রবাসী' পত্রিকায় যোগ দেন। 'বঙ্গশ্রী' ও 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন। কবি, সমালোচক, প্রবন্ধকার, সঙ্গীতরচয়িতা ও প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের গবেষকরূপে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যকার ও সংলাপ-রচয়িতা হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি এবং নিখিলবঙ্গ সাময়িকপত্র সঙ্ঘ, সাহিত্যসেবক সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি, পরিভাষা সংসদ, অ্যাডাল্ট্ এডুকেশন কমিটি, ফিল্ম সেন্সর বোর্ড প্রভৃতির সদস্য, সহ-সভাপতি বা সভাপতি ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'মনোদর্পণ', 'পথ চলতে ঘাসের ফুল', 'অজয়', 'ভাব ও ছন্দ', 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', 'পঁচিশে বৈশাখ', 'কেড্‌স্ ও স্যান্ডাল', 'উইলিয়ম কেরী', 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য' প্রভৃতি। তিনি 'শনিরঞ্জন প্রেস' ও 'রঞ্জন পাবলিশিং হাউস' স্থাপন করেছিলেন। [৩,৪,৭,১৭,২৬]

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪ - ১৮৮৯) কাঁঠালপাড়া—চব্বিশ পরগনা। যাদবচন্দ্র। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ। মেদিনীপুরে স্কুল ও হুগলী কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। নানা কারণে জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দেওয়া হয় নি। নিজ চেষ্টায় ইংরেজী সাহিত্যে, বিজ্ঞানে ও ইতিহাসে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। সরকারী চাকরি উপলক্ষে বাঙলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ও বিহারের পালামৌতে কাটান। কৃষ্ণনগরে থাকা কালে দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। বাল্যকাল থেকেই বাংলা রচনায় অনুরাগ ছিল। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী : প্রবন্ধ—'যাত্রা সমালোচনা', 'সংকলন', 'বাল্যবিবাহ', 'জাল প্রতাপচাঁদ'; উপন্যাস—'রামেশ্বরের অদৃষ্ট', 'কণ্ঠমালা', 'মাধবীলতা', 'দামিনী' এবং ভ্রমণবৃত্তান্ত—'পালামৌ'। তাঁর রচনায় সর্বত্র একটি সহজ রসের পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া তাঁর রচিত ইংরেজী গ্রন্থ 'Bengal Ryots : Their Rights and Liabilities' একসময় বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কাঁঠালপাড়ার বাড়িতে তাঁর স্থাপিত বঙ্গদর্শন প্রেস থেকে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা বহুদিন ছাপা হয়ে প্রকাশিত হয়। কিছুদিন 'ভ্রমর' নামে মাসিক পত্রিকার প্রকাশ ও ১২৮৪ - ১২৮৯ ব. 'বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদনা করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্য-প্রতিভা সম্বন্ধে লিখে-ছেন : 'সঞ্জীবচন্দ্র সহজ স্বাভাবিক ও সর্বজন-পরিচিত বিষয়ের মধ্য হইতে রসবস্তু সন্ধান করিয়া সকলের দৃষ্টিগোচর করিয়া তুলিতে পারিতেন'। [৩,৭,২৫,২৬,২৮]

সঞ্জীবচন্দ্র রায় (আশ্বিন ১২৯৫ - ভাদ্র ১৩২৩ ব.) কিশোরগঞ্জ—ময়মনসিংহ। অল্প বয়সে গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দেন। এপ্রিল ১৯১৬ খ্রী. অন্তরীণ থাকা কালে পুলিস তাঁকে স্বগৃহে না পেয়ে অনুসন্ধান চালায় এবং শহর থেকে দূরে রিভলবার ও গুলিসহ গ্রেপ্তার করে। ১৩.৭.১৯১৬ খ্রী. বিচারে ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। কারাগারে প্রচণ্ড নির্যাতনের ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটে। কিন্তু পুলিসী রিপোর্টে তাঁর মৃত্যুর কারণ জানান হয় আমাশয় রোগ। বহু আবেদন সত্ত্বেও তাঁর শবদেহ সংকারের জন্য আত্মীয়দের দেওয়া হয় নি। [১০,৪৩]

সতীনাথ ভাদ্ড়ী (২৭.৯.১৯০৬-১৯৬৫) পূর্ণিয়া—বিহার। ইন্দুভূষণ। ১৯২৪ খ্রী. পূর্ণিয়া জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৩০ খ্রী. পাটনা কলেজ থেকে এম.এ. ও ১৯৩১ খ্রী. আইন পাশ করে ১৯৩২-৩৯ খ্রী. পূর্ণিয়ায় ওকালতি করেন। পরে ওকালতি ত্যাগ করে সাধারণ কর্মি-রূপে কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯৪২ খ্রী. পূর্ণিয়া জেলার বিভিন্ন গ্রামে গঠনমূলক কাজে রত থাকেন। ১৯৪০-৪১ খ্রী. ও ১৯৪২-৪৪ খ্রী. রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে ভাগলপুর জেলে আটক ছিলেন। এইসময় রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিতে তিনি 'জাগরী' উপন্যাস রচনা করে খ্যাত হন। ১৯৪৮ খ্রী. কংগ্রেস ত্যাগ করে সমাজতন্ত্রী দলে যোগ দেন। ১৯৪৯ খ্রী. প্যারিসে যান কিন্তু ছাড়পত্রের অভাবে স্পেন ও রাশিয়ায় যেতে পারেন নি। ১৯৫০ খ্রী. দেশে ফেরেন। তাঁর 'সত্যি ভ্রমণ-কাহিনী' গ্রন্থটি এইসময় রচিত হয়। নানা ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'চিত্রগুপ্তের ফাইল', 'ঢোড়াইচরিত মানস' (২ খণ্ড), 'পত্রলেখার বাবা', 'অচিন রাগিণী', 'সংকট', 'আলোক দৃষ্টি', 'অপরিচিতা', 'গণনায়ক' প্রভৃতি। ১৯৫০ খ্রী. 'জাগরী' গ্রন্থটি রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করে। [৩,৪,১৭,২৬]

সতীন্দ্রনাথ মজুমদার (?-২৪.৮.১৯৪৪) চট্টগ্রাম। ব্রিটিশ শাসন-বিরোধী ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করেন। 'শত্রুশক্তি'র সঙ্গে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করে দিল্লী সেন্ট্রাল জেলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। [৪২]

সতীন্দ্রনাথ সেন (১৮৯৪-২৫.৩.১৯৫৫) কোটালিপাড়া—ফরিদপুর। নবীনচন্দ্র। পিতা পটুয়াখালির (বরিশাল) মোক্তার ছিলেন। এখানে জুবিলী হাই স্কুলে সতীন্দ্রনাথের শিক্ষারম্ভ হয়। এসময়ে চারণ-কবি মুকুন্দদাসের স্বদেশী গান শুনে তিনি গৃহত্যাগ করে পথনির্দেশের জন্য মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের কাছে হাজির হন। অশ্বিনীকুমার ১০ বছরের এই বালককে বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। তখন সহাধ্যায়ী সুধীরকুমার দাশগুপ্তের প্রভাবে বিপ্লবী-জীবনের নিষ্ঠা পালন ও অভ্যাস করতে থাকেন। পরে বরিশালে শঙ্করমঠে প্রজ্ঞানানন্দের সংস্পর্শে এসে যুগান্তর বৈপ্লবিক দলের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯১২ খ্রী. পটুয়াখালি জুবিলী স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে কিছুদিন হাজারীবাগ কলেজে ও পরে কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজে পড়েন। বিপ্লবী কাজের জন্য চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী থেকে পড়া ছেড়ে দেন। ১৯১৫ খ্রী. তিনি কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী শিবপুরে নরেন ঘোষ চৌধুরীর নেতৃত্বে রাজনৈতিক ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করেন। এই ডাকাতি মামলায় ৪ বছর কারারুদ্ধ থাকেন। এরপর তিনি অহিংস সংগঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পটুয়াখালি অঞ্চল তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে (১৯২০) তিনি এখানে একটি যুববাহিনী গড়ে তোলেন এবং বিদেশী দ্রব্যবর্জন আন্দোলনে অংশ নেন; ফলে গ্রেপ্তার হয়ে তাঁকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। বরিশাল জেলে অপমানজনক ব্যবহারের প্রতিবাদে তিনি ৬১ দিন অনশন করেন। ১৯২৩ খ্রী. কারামুক্তির পর পটুয়াখালিতে নামমাত্র মূল্যে একখণ্ড জমি কিনে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নিজের এবং সহকর্মীদের কায়িক শ্রমদানে বিদ্যালয়-গৃহটি নির্মিত হয়েছিল। এখানে তিনি শিক্ষকতাও করেন। ১৯২৪ খ্রী. পিরোজপুর সম্মেলনে বরিশাল জেলা কংগ্রেসের ভার তাঁকে দেওয়া হয়। বরিশালে সরকারী চেষ্টায় ও প্ররোচনায় যে সাম্প্রদায়িক কলহের সূত্রপাত হয়, তিনি পদব্রজে সারা জেলা পর্যটন করে এই বিরূপ পরিবেশের মোকাবিলা করতে চেষ্টা করেন। ইউনিয়ন বোর্ড করবন্ধ আন্দোলন এবং পটুয়াখালি সত্যাগ্রহ আন্দোলন (১৯২৬) তাঁরই নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এই সকল অহিংস সংগ্রামে তিনি জয়ী হন। ১৯২৯ খ্রী. তিনি পুনরায় গ্রেপ্তার হন। এই সময় লাহোর জেলে বিপ্লবী যতীন দাস অনশন করছিলেন। কারারুদ্ধ হয়ে তিনিও অনশন-সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন। ১০৮ দিন পর সুভাষচন্দ্রের অনুরোধে অনশন ভঙ্গ করেন। নেতৃবৃন্দের চেষ্টায় এবং স্বতস্ফূর্ত-ভাবে বরিশালের যুবকগণ দলে দলে সতীন্দ্রনাথের মুক্তির জন্য কারাবরণ আরম্ভ করে। তিন বছর সদ্‌ভাবে থাকার জামিনে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। বরিশাল কংগ্রেস সংগঠনের ওপর অপরিসীম প্রভাব থাকায় এসময়ে তিনি সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। কলিকাতায় আইন অমান্য আন্দোলনে ছাত্রদের নেতৃত্ব করে পুনরায় গ্রেপ্তার হন। মার্চ ১৯৩১ খ্রী. মুক্তিলাভ করেন কিন্তু বরিশাল থেকে তাঁর বহিষ্কারের আদেশ হয়। ১৯৩২ খ্রী. দ্বিতীয় বারের আইন অমান্য আন্দোলনের পূর্বেই তিনি গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৩৭ খ্রী. পর্যন্ত বন্দীজীবনে দেউলী বন্দী শিবিরে অব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। মুক্তিলাভের পর তিনি কিছুদিন কলিকাতার দৈনিকপত্র 'কেশরী' পরিচালনা করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভোলা মহকুমায় ত্রাণকার্যে যান। কিন্তু জেলায় যুদ্ধের জন্য চাঁদা আদায় যখন সরকারী জবরদস্তিতে পরিণত হয় তখন সতীন্দ্রনাথ তাতে বাধা দেন এবং বেশ

কিছু আদায়-করা অর্থ ফিরিয়ে দিতে সরকারকে বাধ্য করেন। ফলে ভারতরক্ষা বিধানে তাঁর তিন মাসের কারাদণ্ড হয়। ১৩ আগস্ট ১৯৪২ খ্রী. আবার কলিকাতায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৪৫ খ্রী. মুক্তি পান। ১৯৪৬ খ্রী. যুক্ত নির্বাচন কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটাধিক্যে যুক্তবঙ্গের বিধান সভায় নির্বাচিত হন। সতীন্দ্রনাথ দেশবিভাগের ঘোর বিরোধী ছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পরেও তিনি নিজ জেলায় থেকে যান এবং পাকিস্তান ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫০ খ্রী. পূর্ববঙ্গে বিধ্বংসী দাঙ্গার সময় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে ডেকে জেলায় শান্তি বজায় আছে, এই মর্মে এক বিবৃতিতে সহি করতে বলেন। তাতে অস্বীকার করায় গ্রেপ্তার হয়ে আলোবাতাসহীন জেল কুঠরীতে আবদ্ধ থাকেন। পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলনে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও তিনি গ্রেপ্তার হন এবং এক বৎসর পর মুক্তি পান। পাকিস্তানের রাজনীতিতে নাটকীয় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ১.৭.১৯৫৪ খ্রী. পুনরায় গ্রেপ্তার হন। জেলেই রহস্যজনক ভাবে তাঁর মৃত্যু ঘটে। [১২৪, ১২৬]

সতীমা (১৮শ শতাব্দী)। প্রকৃত নাম সরস্বতী দেবী। স্বামী রামশরণ কর্তাভজা দলের নেতা ছিলেন। আদি গুরু আউলচাঁদের মৃত্যুর পর রামশরণ দলের কর্তা হলে সরস্বতী দেবীও সাধন-ভজনে স্বামীর সঙ্গে থাকেন। ভক্তরা তাঁকে 'সতীমা' আখ্যা দেন। নদীয়া জেলার ঘোষপাড়া পল্লীতে সতীমার সিদ্ধপীঠ ও সমাধি-মন্দির অছে। দোল পূর্ণিমা তিথিতে সেখানে এখনও সাতদিন-ব্যাপী মেলা বসে। [৩]

সতীশচন্দ্র আচার্য বিদ্যাভূষণ, মহামহোপাধ্যায় (৩০.৭.১৮৭০ - ২৫.৪.১৯২০) নবদ্বীপ। পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ। ফরিদপুর জেলার বাঁধুলী খালকুলা গ্রামে জন্ম। মাইনর পরীক্ষায় নদীয়া বিভাগে বৃত্তিসহ সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন ও নবদ্বীপ হিন্দু স্কুলে ভর্তি হন। এখান থেকে বৃত্তিসমেত এন্ট্রান্স এবং কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে বি.এ. পরীক্ষায় বাঙলাদেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হন। ১৮৯৩ খ্রী. সংস্কৃত কলেজ থেকে সংস্কৃতে এম.এ. পাশ করেন। এরপর ব্যাকরণ, দর্শন, স্মৃতি ও বেদাদি পড়েন। এছাড়াও 'নবদ্বীপ বিদগ্ধ জননী সভা'র পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করে (১৮৯৩) 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি পান এবং কৃষ্ণনগর কলেজে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক হন। বাংলা, ইংরেজী ও সংস্কৃতে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। পালি ভাষার চর্চা এবং বৌদ্ধশাস্ত্রও অধ্যয়ন করেন। সরকার কর্তৃক 'Buddhist Text Society'র সহযোগী সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই পদে ২২ বছর অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং এই সময় পালি ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৯৭ খ্রী. সরকার কর্তৃক সহকারী তিব্বতীয় অনুবাদকের পদে নিযুক্ত হয়ে রায়বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাসের সঙ্গে তিব্বতীয় বৌদ্ধ ও সংস্কৃত অভিধান প্রণয়নের ভার নেন। ১৯০০ খ্রী. কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯০১ খ্রী. ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম পালি ভাষায় এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯০২ খ্রী. মার্চ মাসে বদলী হয়ে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক হন। এইসময়ে ফরাসী ও জার্মান ভাষা শেখেন। ১৯০৬ খ্রী. 'মহামহোপাধ্যায়' ও ১৯০৯ খ্রী. 'Middle Age School of Indian Logic' নামে প্রবন্ধ লিখে 'পি-এইচ.ডি.', ১৯১৩ খ্রী. 'সিদ্ধান্ত মহাবোধি' এবং বৌদ্ধ-সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের জন্য 'ত্রিপিটক বাগীশ্বর' উপাধি পান। তিনিই কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রথম ডক্টরেট। কলিকাতা বুদ্ধিষ্ট টেক্সট্ সোসাইটির সহ-সম্পাদক, সংস্কৃত বোর্ডের সম্পাদক, মহাবোধি সোসাইটির কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য, লণ্ডন রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি, বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতির সদস্য এবং আরও বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'আত্মতত্ত্বপ্রকাশ', 'পালি ব্যাকরণ', ন্যায়দর্শনের ইংরেজী অনুবাদ, 'বুদ্ধদেব', 'এ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়ান লজিক' প্রভৃতি। [৫,২০,২৫,২৬,১৩০]

সতীশচন্দ্র গুহঠাকুরতা (১৮৮৮ - জুলাই ১৯৬০) বরিশাল। সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানী। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। স্বদেশসেবী ও জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনে উৎসাহী নেতৃবর্গের আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনকালে শিক্ষকতা বৃত্তি ত্যাগ করে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। কিছুকাল দ্বারভাঙ্গার স্টেট লাইব্রেরীর গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন। বিহার বিদ্যাপীঠ এবং কাশী বিদ্যাপীঠের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ছিল। সংস্কৃত, বাংলা ও হিন্দী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। শান্তিনিকেতনের কলা-ভবনের সংগ্রহ-সচিবরূপে কিছুকাল কাজ করেন। বিদ্যাচর্চা এবং গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের অনুশীলন তাঁর জীবনের ব্রতস্বরূপ ছিল। তাঁর মতে ডিউইর দশমিক শ্রেণী বিভাগ (Decimal Classification) পদ্ধতি আমাদের ভারতীয় সাহিত্য ও শাস্ত্রগ্রন্থ-গুলির পক্ষে উপযুক্ত নয়। ডিসেম্বর ১৯২৮ খ্রী.

কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত গ্রন্থাগার পরিষদের সম্মেলনে প্রাচ্য দেশগুলির উপযোগী বর্গীকরণ-পদ্ধতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে যে বিশেষ সমিতি গঠন করা হয় তাতে ড. রঙ্গনাথন, প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে তিনিও সদস্য নির্বাচিত হন। ড. রঙ্গনাথন এবং তিনি ব্যক্তিগত-ভাবে নিজ নিজ গবেষণা পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। তাঁর রচিত 'প্রাচ্য বর্গীকরণ পদ্ধতি' ১৯৩২ খ্রী. এবং রঙ্গনাথনের লেখা 'কোলন ক্লাসিফিকেশন' ১৯৩৩ খ্রী. প্রকাশিত হয়। 'পুস্তকের জাত বিচার' তাঁর লেখা একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ। [১৪৯]

সতীশচন্দ্র ঘোষ (১৮৮০ ? - ২৫.১০.১৯২৯) চট্টগ্রাম। বহু পরিশ্রম, অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে তিনি 'চাকমাজাতি' গ্রন্থ রচনা করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থটি প্রকাশ করে তাঁকে পরিষদের সহায়ক সদস্যের পদ প্রদান করে। মৌলিক গবেষণার জন্য এই গ্রন্থটি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ গ্রেট বৃটেন অ্যাণ্ড আয়ার্ল্যাণ্ডের মুখপত্রে বিস্তৃতভাবে সমালোচিত হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক অভিধান সঙ্কলনের জন্য তিনি বাঙলার বিভিন্ন স্থানের প্রায় ৬ হাজার আঞ্চলিক শব্দ সংগ্রহ করেছিলেন। কলিকাতার পণ্ডিতসভা তাঁকে 'প্রত্নতত্ত্ববারিধি' উপাধি দেন। রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি, আমেরিকান সোসাইটি অফ আর্টস ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈদেশিক সহায়ক সদস্য ছিলেন। রচিত অপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'চট্টগ্রামের বিবরণী'। এছাড়া কয়েকটি স্কুলপাঠ্য পুস্তকও তিনি রচনা করেছিলেন। [৫]

সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী (১৮৯১ - ১৪.১০.১৯৬৮) রাড়ুলি—খুলনা। ছত্রনাথ। ১৯১০ খ্রী. গ্রামের স্কুল থেকে প্রবেশিকা, দৌলতপুর কলেজ থেকে আই.এ. (১৯১২) ও বি.এ. পাশ করে ১৯১৪ খ্রী. কলিকাতায় এম.এ. পড়তে আসেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিপ্লবী অভ্যুত্থানের সঙ্গে যুক্ত হন এবং কখনও মেদিনীপুর, কখনও বাঁকুড়ায় সংগঠনের কাজ করেন। ৯.৯.১৯১৫ খ্রী. বালেশ্বরের যুদ্ধে বাঘা যতীনের মৃত্যুর পর ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্রের যে কয়জন বিপ্লবী নেতা আত্ম-গোপন করেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। এসময়ে একবার পুলিস-বেষ্টনী ভেদ করতে অপারগ হয়ে তিনি আত্মসমর্পণ না করে পটাসিয়াম সায়নাইড খান। মৃত্যু না হলেও তাতে তাঁর বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করে কাটান। ১৯২৪ খ্রী. ৩ আইনে বন্দী হন এবং ১৯২৮ খ্রী. ব্রহ্মের জেল থেকে মুক্তি পান। পরে কংগ্রেস সংগঠনে উদ্যোগী হন এবং সুভাষচন্দ্রকে নেতৃপদে বসাতে সহায়তা করেন। ১৯৩০ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনের আগেই তিনি সারা ভারতে একটি গুপ্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরী করেছিলেন। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় জাতীয় কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষিত হলেও এই ব্যবস্থায় নেতাদের নির্দেশ-প্রেরণ সম্ভব হয়েছিল। ১৯৪৭ খ্রী. দেশবিভাগের পর তিনি পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। দরিদ্র উদ্বাস্তুরূপে অজ্ঞাত অবস্থায় এই বিপ্লবীর মৃত্যু হয়। [১৬]

সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৬.৩.১৮৭৩ - ২২.৬. ১৯৩৮) বাহেরক—ঢাকা। স্বগ্রামের বিদ্যালয় থেকে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পাশ করে কলিকাতা ডাফ্ কলেজে ভর্তি হন। এখান থেকে অনার্স সহ বি.এ. এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে গণিতে এম.এ. পাশ করে ডাফ্ কলেজে ও টাঙ্গাইল কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯০১ খ্রী. ব্রজমোহন কলেজে (বরিশাল) যোগ দেন। এখানে মহাত্মা অশ্বিনী-কুমারের সংস্পর্শে এসে মানবসেবায় উদ্বুদ্ধ হন। অশ্বিনীকুমার-প্রতিষ্ঠিত 'বরিশাল স্বদেশ বান্ধব সমিতি'র সম্পাদকরূপে তাকে একটি বিরাট প্রতি-ষ্ঠানে পরিণত করেন। সারা জেলায় এর ১৫৯টি শাখা বিস্তৃত হয়। ১৯০৬ খ্রী. বরিশালে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সংগঠনে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। এবছর বরিশালে দুর্ভিক্ষের সময় এই প্রতিষ্ঠান অভূতপূর্ব সেবাকাজ করে যে বিপুল খ্যাতি অর্জন করে তার মূলে ছিল অশ্বিনীকুমারের প্রেরণা ও সতীশচন্দ্রের সংগঠন-প্রতিভা। অশ্বিনী-কুমার তাঁর দুই সহকারী সতীশচন্দ্র ও ছোট সতীশকে নিয়ে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনে বরিশালে এক বিপুল আলোড়ন তুলেছিলেন। পরবর্তী জীবনে ছোট সতীশ (স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী) বিপ্লবী নেতারূপে খ্যাতিমান হন। ১৯০৮ খ্রী. ব্রিটিশ সরকার জাতীয় আন্দোলন-রোধে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩নং রেগুলেশন-আইনে সর্বপ্রথম বিনা-বিচারে যে ৯ জনকে বন্দী করে, সতীশচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। ফেব্রুয়ারী ১৯১০ খ্রী. মুক্তিলাভের পর ব্রজমোহন কলেজে যোগ দিলেও সরকারী চাপে তাঁকে অপর ৬ জনের সঙ্গে এ প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করতে হয়। তারপর কলিকাতায় সুরেন্দ্রনাথের আহ্বানে প্রথমে রিপন কলেজে ও পরে সিটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯২৪ খ্রী. ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষরূপে ফিরে আসেন এবং আমৃত্যু এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯১১ খ্রী. তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। পরে বৈষ্ণব দর্শনে বিশ্বাসী হন। প্রধানত শিক্ষাব্রতী হলেও জাতীয় আন্দোলনে প্রয়োজন হলেই যোগ দিয়েছেন। স্বাস্থ্য-

ভঙ্গের কারণে তিনি রাঁচিতে যান। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। [৫,১২৪]

সতীশচন্দ্র চৌধুরী। সাকপুরা—চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের ফেরারী আসামী দীপ্তিমেধাকে আশ্রয় দেবার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। অন্তরীণ থাকা কালে আত্মহত্যা করেন। [৪২]

সতীশচন্দ্র দে (১৮৯৪?-১৩.৭.১৯৭২)। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে অধ্যাপক ওটেনকে প্রহারের ব্যাপারে জড়িত থাকায় কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হন। গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থা 'আত্মোন্নতি সমিতি'র সদস্যরূপে রডা পিস্তল মামলার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বৈপ্লবিক কার্যকলাপের জন্য দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করেন। বেঙ্গল ইলেক্‌ট্রিক ল্যাম্প ওয়ার্ক্‌স্‌, বেঙ্গল বোল্টিং ওয়ার্ক্‌স্‌ এবং সূর্য ইঞ্জিনীয়ারিং লিঃ-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ইলেক্‌ট্রিক্যাল কন্‌ট্রাক্টর্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম ভারতীয় প্রেসিডেন্ট ও বেঙ্গল ন্যাশনাল ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রভৃতির সদস্য ছিলেন। [১৬]

সতীশচন্দ্র দেব (১৮৬৪-১৯৪১) লাউটা—শ্রীহট্ট। সুবিদ্‌কিশোর। ১৮৯৭ খ্রী. বি.এল. পাশ করে করিমগঞ্জ আদালতে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। অল্পকালের মধ্যেই সরকারী উকিল হন এবং 'রায়সাহেব' উপাধি পান। সংস্কৃতজ্ঞ সতীশচন্দ্রের বিধবা-বিবাহ, জাতিভেদ প্রথা এবং জল-অচল তফশিলী হিন্দুদের সম্বন্ধে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। প্রথমে পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষপাতী থাকলেও অসহযোগ আন্দোলনের পর তিনি সরকারী চাকরি ও উপাধি ত্যাগ করে স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থক হন। ১৯২০-৩০ খ্রী. করিমগঞ্জের অতিশয় জনপ্রিয় নেতা ও ১৯২১-৪১ খ্রী. পর্যন্ত কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। তিনি সুরমা উপত্যকার নেতৃস্থানীয়রূপে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দান করেন। ১৯২৩ খ্রী. শ্রীহট্ট জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হন। করিমগঞ্জ লোক্যাল বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান ও হাইস্কুলের সভাপতি ছিলেন। 'জনশক্তি' সাপ্তাহিক পত্রিকার অন্যতম প্রবর্তক এবং কিছুদিন তার সম্পাদক ছিলেন। করিমগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে জমি দান করেছিলেন। [১২৪]

সতীশচন্দ্র পাকড়াশী (১৮৯৩-৩০.১২.১৯৭৩) মাধবদি—ঢাকা। জগদীশচন্দ্র। ঢাকার সাটিরপাড়া হাই স্কুল থেকে ১৯১১ খ্রী. ম্যাট্রিক পাশ করেন। ছাত্রাবস্থায় ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর সংস্পর্শে এসে ১৯০৮ খ্রী. মাত্র ১৪ বছর বয়সে গুপ্ত বিপ্লবীদল অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। ১৯১১ খ্রী. অস্ত্র আইনে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯১৭ খ্রী. ঢাকায় পুলিসী দমন-নীতি প্রবল হলে নলিনী বাগচী ও কয়েকজন সহকর্মী সহ তিনি গৌহাটিতে সমিতির কেন্দ্রে পালিয়ে যান এবং সেখান থেকেই তাঁরা সারা বাঙলাদেশে সংগঠন পরিচালনা করতে থাকেন। ঐ সময়ে একবার পুলিস তাঁদের গোপন আস্তানা ঘিরে ফেললে তাঁরা ৭ জন নিকটবর্তী পাহাড়ে পালিয়ে যান এবং রিভলবার ও পিস্তল নিয়ে পুলিসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এ যুদ্ধে ৫ জন বিপ্লবী ধরা পড়েন। তিনি ও নলিনী বাগচী সকলের অলক্ষ্যে সরে পড়েন এবং হেঁটে কলিকাতায় আসেন। ১৯২৯ খ্রী. মেছুয়াবাজার বোমা মামলায় গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৩ খ্রী. থেকে ৬ বছর আন্দামান জেলে আটক থাকেন। এই সময়ে তিনি কমিউনিস্ট দর্শনে বিশ্বাসী হন এবং কারামুক্তির পর ১৯৩৮ খ্রী. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৬৪ খ্রী. কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হলে তিনি মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট দলের সঙ্গে থাকেন এবং পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর সংগ্রামী জীবনের মধ্যে ৩২ বছর কারাবাসে কেটেছে। ১১ বছর আত্মগোপন করে ছিলেন। তাঁর লেখা 'অগ্নিযুগের কথা' গ্রন্থটি বিশেষ সমাদৃত হয়েছে। তাছাড়া 'স্বাধীনতা' এবং 'অনুশীলন' পত্রিকায় তাঁর বহু রচনা ছড়িয়ে আছে। 'বাঙলাদেশ শহীদ প্রীতি সমিতি'র সভাপতি ছিলেন। [১৬,৫৪,১২৪]

সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য (২০.৮.১৮৯৪-২৭.২.১৯৭৪) রাজপুর—চব্বিশ পরগনা। উপেন্দ্রনাথ। বিশিষ্ট ইঞ্জিনীয়ার ও শিক্ষাবিদ্‌। ১৯১১ খ্রী. রিপন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ১৯১৩ খ্রী. আই.এস-সি., ১৯১৫ খ্রী. অঙ্কে অনার্স সহ বি.এস-সি. এবং ১৯১৯ খ্রী. মিশ্র গণিতে এম.এস-সি. পাশ করে বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট-এ ভর্তি হন। সেখানে মেকানিক্যাল ও ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর শেষ পরীক্ষায় উভয় বিষয়েই প্রথম স্থান অধিকার করেন। সিটি অ্যাণ্ড গিল্‌ডস অব লণ্ডন ইন্‌স্টিটিউট-পরিচালিত ১ম গ্রেড মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষাতেও প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরে বার্লিন ইঞ্জিনীয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে ১৯২৬ খ্রী. স্নাতক হন ও ১৯২৮ খ্রী. মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। ১৯২৮ খ্রী. দেশে ফিরে ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন-এ অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯৩৮-১৯৫৮ খ্রী. পর্যন্ত তিনি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের অধ্যক্ষ এবং পরে দি ফ্যাকাল্টি অফ ইঞ্জিনীয়ারিং অ্যাণ্ড টেক্‌ন-

লজির ডীন হয়েছিলেন। ১৯৬৭ খ্রী. অল্প কিছু-দিনের জন্য তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এমিরিটাস প্রফেসরের সম্মান দেয়। [১০৬]

সতীশচন্দ্র মাইতি (? - ১১.১১.১৯৪২) কোটা —পুরুলিয়া। কেদারনাথ। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে পুরুলিয়ায় পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (৫.৬.১৮৬৫ - ১৮.৪. ১৯৪৮) বাণীপুর—হুগলী। কৃষ্ণনাথ। সাউথ সুবারবন স্কুল থেকে ১৮৭৯ খ্রী. এন্ট্রান্স এবং ১৮৮৬ খ্রী. ইংরেজীতে এম.এ. পাশ করে শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে আইন পাশ করে কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল হন। ১৮৯৫ খ্রী. তিনি 'ভাগবত চতুষ্পাঠী' প্রতিষ্ঠা করেন—তবে তা বেশী দিন চালাতে পারেন নি। ১৮৯৭ খ্রী. 'ডন' পত্রিকার সম্পাদকরূপে তিনি ১৯১৩ খ্রী. পর্যন্ত যুবক ও ছাত্রদের মধ্যে জাতীয়তা-বাদ প্রচার করেন। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্টের প্রতিবাদে গঠিত ডন সোসা-ইটির (১৯০২) তিনি সম্পাদক ছিলেন। 'বন্দে-মাতরম্' দৈনিক পত্রিকার সঙ্গেও তার যোগ ছিল। ১৯০৬ খ্রী. জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ গঠিত হলে তিনি তার প্রথম তত্ত্বাবধায়ক হন। তাঁর পরি-চালনাধীনে বাঙলাদেশে অসংখ্য জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, 'the man who really organised the National College at Calcutta and has given his life to that work'। শ্রীঅরবিন্দের পর তিনি কলেজের অধ্যক্ষ হন (১৯০৭ - ০৮)। ১৯১৪ খ্রী. থেকে শেষ-জীবন তিনি কাশীতে কাটান। ১৯২২ খ্রী. অহিংস আন্দোলন পরি-চালনায় গান্ধীজী গ্রেপ্তার হলে তিনি সবরমতীতে গিয়ে কিছুদিন 'Young India' পত্রিকা প্রকাশনে সাহায্য করেছিলেন। অহিংস সংগ্রামের মাধ্যমে স্বরাজ আসবে—এ তিনি বিশ্বাস করতেন। কাশীতে মৃত্যু। [৩,৫,১২৪]

সতীশচন্দ্র রায়[১] (১.৭.১২৭৩ - ৫.২.১৩৩৮ ব.) ধামগড়—ঢাকা। জমিদারবংশে জন্ম। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. পাশ করবার পর ঢাকা জগন্নাথ কলেজে অধ্যাপনা করেন। পরে অধ্যাপনা ত্যাগ করে সাহিত্য-সাধনায় ব্রতী হন। ১০টি গ্রন্থ ও প্রায় ৪০টি গবেষণামূলক প্রবন্ধের তিনি রচয়িতা। এরমধ্যে ৬/৭টি প্রবন্ধ হিন্দীতে রচিত। তাঁর সম্পাদিত 'পদকল্পতরু' গ্রন্থ তাঁকে অমর করে রাখবে। তাঁর 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী' গ্রন্থটিও প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধে তিনি ভবানন্দ-রচিত 'হরিবংশ' নামক প্রাচীন কাব্য সম্পাদনা করেন। সম্পাদিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'নায়িকা রত্নমালা' ও 'গোপালচরিতম্'। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি ছিলেন। সঙ্গীতশাস্ত্রেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। মৃদঙ্গ ও তবলা-বাদক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। [৩, ৫,২৬]

সতীশচন্দ্র রায়[২] (১৮৮২ - ১৯০৪)। আদি নিবাস উজিরপুর—বরিশাল। বি.এ. পড়ার সময় রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভ করেন এবং পড়া শেষ হবার আগেই শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে অধ্যা-পনার কাজে যোগদান করেন। সাহিত্য-রসিক সতীশ-চন্দ্র গদ্য ও পদ্য রচনায় তাঁর অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন প্রয়াণ'-এর এবং কবিগুরুর 'ক্ষণিকা'র ওপর তিনি যে নিবন্ধ লিখেছিলেন সমালোচনা-সাহিত্যে তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি : 'সতীশ বঙ্গসাহিত্যে যে প্রদীপটি জ্বালাইয়া যাইতে পারিল না তাহা জ্বলিলে নিভিত না'। তাঁর মৃত্যুর পর অজিতকুমার চক্রবর্তীর সম্পাদনায় তাঁর রচিত গদ্য ও পদ্য সংগ্রহ ১৯১২ খ্রী. 'সতীশচন্দ্রের রচনা-বলী' নামে প্রকাশিত হয়। [৩]

সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী (৯.৮.১৮৮১ - ৫.৮. ১৯৫১) ফরিদপুর। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হন। জেলার সকল সংগঠনমূলক কাজের সঙ্গে বরাবর যুক্ত ছিলেন। [১০]

সতীশচন্দ্র সর্দার (১৯০২ - ১৯.৬.১৯৩২) চন্দরঘাট—নদীয়া। ব্রজরাজ। আইন অমান্য আন্দো-লনে তেহাট্টা পুলিস স্টেশনে তেরঙ্গা পতাকা উত্তোলন-কালে পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

সতীশচন্দ্র সাঁতরা (? - এপ্রিল ১৯৩৩) জাকুরী —হুগলী। আইন অমান্য আন্দোলন-কালে পুলিসের নির্মম প্রহারে মারা যান। [৪২]

সতীশচন্দ্র সিংহ (১৮৯৪ ? - ১৯৬৫)। ব্যঙ্গ-চিত্রের মাধ্যমে এক সময়ে তিনি দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের সচিব এবং ভারতীয় শিল্প-মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর অঙ্কিত ছবিগুলি 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হত। প্রদেশ কংগ্রেস-কর্তৃক তিনি সংবর্ধিত হন। [৪]

সত্যকিঙ্কর গোস্বামী (১৮৯১ - ১৯.২.১৯৬০) কোন্দাগোবিন্দপুর—বর্ধমান। দোলগোবিন্দ। সন্ন্যাস-

জীবনের নাম স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী। তাঁর ঊর্ধ্বতন ১০ম পুরুষ ঘনশ্যাম গোস্বামী বৈষ্ণব ও শাক্ত সাধনার সমন্বয় সাধন করেন। তাই ঘনশ্যামের শ্রীপাট সম্বন্ধে প্রচলিত ছিল—'নাড়াও নারে পাঁঠাও কাটে, দেখে এলাম কোন্দার পাটে'। সত্যকিঙ্কর পিতার নিকট ব্যাকরণ ও উখরায় কুঞ্জবিহারী চতুষ্পাঠীতে পণ্ডিত আশুতোষ স্মৃতিতীর্থের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। ১৯১১ খ্রী. মুলাজোড় সংস্কৃত কলেজ থেকে কাব্যতীর্থ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে দীর্ঘদিন বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সংস্কৃতের প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজ করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি বিলাতী দ্রব্য ও মাদক দ্রব্য বর্জনের এবং সুতা কাটা ও জাতীয় শিক্ষা-প্রচারে উৎসাহী ছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের সংস্কৃতানুবাদ। সমগ্র গ্রন্থখানি মুদ্রিত করে ইউরোপ ও আমেরিকায় যেখানে যেখানে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা আছে সে-সব স্থানে বিতরণ করেন। 'তরণী বিদায়' তাঁর রচিত সংস্কৃত গীতি-কাব্য। পরিণত বয়সে তিনি মাতাজী সন্ন্যাসিনী শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর নিকট যোগ দীক্ষা এবং সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীভাস্করানন্দ সরস্বতীর জীবনী নামে তিনি বাংলা ভাষায় একটি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। [১৪৯]

সত্যকিঙ্কর সাহানা, বিদ্যাবিনোদ, রায়বাহাদুর (৫.৫.১৮৭৪ - ৭.১০.১৯৬০) শুড়িপুষ্করিণী—বাঁকুড়া। ১৮৯১ খ্রী. বর্ধমান থেকে এণ্ট্রান্স, ও ১৮৯৪ খ্রী. এফ.এ. পাশ করে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। পরে ১৮৯৮ খ্রী. জেনারেল অ্যাসেম্ব্লীজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। বাল্যকাল থেকেই সাহিত্যপাঠে অনুরাগ ছিল। বাংলা ও সংস্কৃত কাব্যাদি অধ্যয়ন করে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। অশ্বারোহণ এবং শিকারেও উৎসাহ ছিল। পিতা ও পিতৃব্যের ৩০ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুর ফলে আত্মীয় কর্মচারীদের দ্বারা বহু মামলায় তিনি জড়িত হয়ে পড়েন। মামলার তদ্বিরে তাঁর ৫ বছর কাটে। রেললাইন ইত্যাদির সুবিধা হওয়ায় ১৯১৭ খ্রী. তিনি বাঁকুড়ায় বাস করতে থাকেন। নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। সমাজসেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাঙগালীদের মধ্যে প্রথম চাউলের কল—'শ্রীধর রাইস মিল' প্রতিষ্ঠা করেন। বাঁকুড়া শহরে নিজ গৃহসংলগ্ন ৮০/৯০ বিঘা অনুর্বর কাঁকরময় ভূমিতে কূপ ও পুষ্করিণী খনন করে নানাজাতীয় ফুল ও সবজি বাগান করেন এবং বাঁকুড়া-রাণীগঞ্জ রাস্তার ধারে কয়েক শত বিঘা জঙ্গল ক্রয় করে সেখানে একটি আদর্শ কৃষিশালা খোলেন। বাঁকুড়া ওয়েশলিয়ান কলেজ, মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলা স্কুলের গভর্নিং বডির সদস্য, কো-অপারেটিভ ইউনিয়নের ডিরেক্টর, সাব-জেলের পরিদর্শক, অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিষ্ণুপুর থেকে নির্বাচিত বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ছিলেন। 'হিতবাদী', 'সঞ্জীবনী', 'সাহিত্য', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' ও 'বসুমতী' পত্রিকায় তাঁর বহু কবিতা প্রকাশিত হয়। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'চণ্ডীদাস প্রসঙ্গ', 'শকুন্তলা প্রসঙ্গ', 'মহাভারতে অনুশীলনতত্ত্ব' প্রভৃতি। [৮২]

সত্য গুপ্ত (? - ৯.৮.১৯৬৯)। কথা-সাহিত্যিক ও বাংলা ভাষার খ্যাতনামা পরিশ্রমী অনুবাদক। তিনি এককালে 'পরিচয়' পত্রিকার কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। কিছুকাল 'নন্দন' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ন্যাশনাল বুক এজেন্সীর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকালের সম্পর্ক ছিল। [৩২]

সত্য গুপ্ত, মেজর (১৮.৭.১৯০২ - ১৯.১.১৯৬৬) বেজগাঁও—ঢাকা। প্যারীমোহন। ১৯১৯ খ্রী. ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পাশ করেন। অশ্বিনী দত্তের নির্দেশে ১৯২১ খ্রী. আই.এ. পরীক্ষা দেন নি। এর আগেই তিনি হেমচন্দ্র ঘোষের গুপ্ত সমিতির সভ্য ছিলেন। ১৯২৬ খ্রী. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করেন। ১৯২৭ খ্রী. গুপ্ত বিপ্লবী দলের নির্দেশে কর্মকেন্দ্র কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়। এখানেই সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। ১৯২৮ খ্রী. কলিকাতা কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার বাহিনীর সংগঠনে তিনি সুভাষচন্দ্রের প্রধান সহকারী ছিলেন। এখান থেকে শুরু হয় বাঙলার বিখ্যাত 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' বা B.V. বিপ্লবী দলের সূচনা। তিনি দলের মেজর নির্বাচিত হন। ১৯৩০ খ্রী. গ্রেপ্তার হয়ে পরে মুক্তি পান। ৮.১২.১৯৩০ খ্রী. রাইটার্স বিল্ডিংস্ আক্রমণের পর রাজবন্দী হন। ১৯৩১ - ৩৮ খ্রী. পর্যন্ত স্টেট প্রিজনার-রূপে আলীপুর, বক্সা, মিনওয়ালী (পাঞ্জাব) ও যারবেদা (পুনা) জেলে থাকেন। হিজলী জেল থেকে মুক্তির পর নেতাজীর একনিষ্ঠ সহকারিরূপে তাঁর সমস্ত কাজের সঙ্গী হন। ১৯৪১ - ৪৬ খ্রী. পুনরায় রাজবন্দী হন। মুক্তির পর চব্বিশ পরগনার বাগু গ্রামে সমাজসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। [৪,৯৭]

সত্যচরণ শাস্ত্রী (১৮৬৬ - ১৯৩৫) দক্ষিণেশ্বর—চব্বিশ পরগনা। স্বগ্রামে কিছুদিন বাংলা ও ইংরেজী অধ্যয়ন করে ১৫ বছর বয়সে কাশীর বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর কাছে শিক্ষালাভ করেন এবং 'শাস্ত্রী' উপাধি পান। ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের

জন্য তিনি মহারাষ্ট্র, শ্যাম, জাভা, বলিদ্বীপ প্রভৃতি বহু স্থান পরিভ্রমণ করেন। তাঁর রচিত ইতিহাসে প্রচলিত বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থের ভ্রম-প্রমাদ দেখানো হয়েছে। রচিত গ্রন্থ : 'ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর জীবনচরিত', 'বঙ্গের শেষ স্বাধীন হিন্দু মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত', 'মহারাজ নন্দকুমার চরিত', 'ক্লাইভ চরিত', 'ভারতে অলিকসন্দর' প্রভৃতি। তিনি বহুভাষাবিদ্ ছিলেন। বাংলা ও হিন্দী উভয় ভাষাতেই বক্তৃতা দিতে পারতেন। [৫,২৫,২৬]

সত্যচরণ সেন (?-১৯৩২?) হরিপুর—নদীয়া। তিনি আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাক্ষেত্রে এবং বঙ্গীয় সাহিত্যমহলে সমান পরিচিত ছিলেন। কবিরাজ যামিনীভূষণ রায়ের অনুরোধে তিনি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনায় প্রভূত সহায়তা করেছেন। পরে শ্যামাদাস বাচস্পতির বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টরূপে কাজ করে ঐ প্রতিষ্ঠানের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করেন। শান্তিপুর, রানাঘাট ও কলিকাতায় চিকিৎসা ব্যবসায় করতেন। তিনি কয়েকটি আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-গ্রন্থ, নাটক ও শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। [৫]

সত্যব্রত সামশ্রমী (২৮.৫.১৮৪৬ - ১.৬.১৯১১) কালনা-ধাত্রীগ্রাম—বর্ধমান। পিতা রামদাস চট্টোপাধ্যায়ের কর্মস্থান পাটনায় জন্ম। প্রসিদ্ধ বৈদিক পণ্ডিত ও বেদ-প্রচারক। তিনি আট বছর বয়সে প্রাচীন কালের আদর্শে গুরু গৌড়স্বামীর অধীনে কাশীর সরস্বতী মঠে থেকে বেদ অধ্যয়ন শুরু করেন। ১৮৬৬ খ্রী. পাঠ শেষ হলে কয়েকজন ছাত্র সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণে বের হন। কাশ্মীরসহ সমগ্র উত্তর-ভারত ভ্রমণকালে তিনি বহু পণ্ডিতমণ্ডলীর সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করেন। এই সময়ে বুন্দীরাজ তাঁর বেদ-পারঙ্গমতায় চমৎকৃত হয়ে তাঁকে 'সামশ্রমী' উপাধি দেন। তখন থেকে এই নামেই তিনি পরিচিত হন ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কাশীতে পিতৃগৃহে ফিরে এসে তিনি বিনা পারিশ্রমিকে ছাত্র পড়াতেন। ১৮৬৮ খ্রী. নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ স্মার্ত পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের পৌত্রীকে বিবাহ করেন। বৈদিক সাহিত্যের প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি ৮ বছর কাল (১৮৬৭ - ১৮৭৪) কাশী থেকে 'প্রত্নকম্রনন্দিনী' নামে সংস্কৃত ভাষায় একটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অনুরোধে তিনি 'বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা' গ্রন্থমালার জন্য সামবেদ-সংহিতা সম্পাদনা করেছিলেন। ভারতবর্ষে সামবেদ প্রথম প্রকাশের কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য। এছাড়া ঐ গ্রন্থমালায় সায়ণভাষ্যসহ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৪ খণ্ড), সায়ণভাষ্যসহ শতপথ ব্রাহ্মণ (২ খণ্ড) ও যাস্কের নিরুক্ত (৪ খণ্ড) সম্পাদনা করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের পর তিনি সপরিবারে কলিকাতায় এসে বাস করতে থাকেন। এখানে বেদপ্রচারের উদ্দেশ্যে একটি মুদ্রাযন্ত্র কেনেন। 'বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা' গ্রন্থমালায় সম্পাদিত গ্রন্থগুলি ছাড়া তাঁর সম্পাদিত ও অনূদিত সমস্ত গ্রন্থই নিজের তত্ত্বাবধানে এই মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হয়ে প্রচারিত হয়। তিনি নিজ গৃহে অনেক ছাত্রকে অন্নদান করে বেদশিক্ষা দিতেন। ১৮৮৯ - ১৯০৫ খ্রী. পর্যন্ত তিনি 'প্রত্নকম্রনন্দিনী'র অনুরূপ 'ঊষা' নামে একটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। একটি প্রবন্ধে তিনি প্রমাণ করেন—বৈদিক মতে বাল্যবিবাহ গর্হিত। অপর এক প্রবন্ধে তিনি স্ত্রীজাতির বেদপাঠের অধিকার সমর্থন করেন। তিনি বাংলা অক্ষরে সভাষ্য সামবেদ, যজুর্বেদ, ব্রাহ্মণ ও অঙ্গগ্রন্থাদি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। বৈদিক গ্রন্থ ছাড়া তিনি 'কারণ্ডব্যূহ' নামে সংস্কৃত ভাষায় রচিত একটি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ বঙ্গানুবাদসহ এবং সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন-সংক্রান্ত বহু গ্রন্থ—অধিকাংশই বাংলা অক্ষরে ও অনেক স্থলে বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশ করেন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির অ্যাসোসিয়েট মেম্বর ও অনারারি ফেলো এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। [৩,৩০]

সত্যসুন্দর দেব (১৮৮০? - ১৩.১২.১৯৭১) কর্ণপুর—চব্বিশ পরগনা। পিতা ত্রৈলোক্যনাথ ছিলেন ভারতবর্ষের কাঠখোদাই ব্লকের একজন প্রাচীনতম শিল্পী। সত্যসুন্দর ভারতীয় পর্সিলিন শিল্পের পথিকৃৎ। ১৯০৩ খ্রী. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়ে তিনি টোকিও শিল্প বিদ্যালয় ও কিয়োটো সেরামিক গবেষণাগারে শিক্ষালাভের জন্য জাপানে যান। জাপানে তিনি প্রথম ভারতীয় ছাত্রদলের অন্যতম। বর্তমানে ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাঙলাদেশে যে কটি উল্লেখযোগ্য পটারি আছে তার অনেকগুলিই তাঁর স্পর্শধন্য। তিনি 'বেঙ্গল পটারিজ লি.'-এর প্রতিষ্ঠাতা। ১৯০৬ খ্রী. তিনি মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর উদ্যোগে স্থাপিত ভারতের প্রথম পটারি 'ক্যালকাটা পটারি ওয়ার্কস্'-এর বিশেষজ্ঞ ও জেনারেল ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯০৬ - ৬৬ খ্রী. পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পটারি স্থাপনে এবং তত্ত্বাবধানে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। [১৭]

সত্যানন্দ গিরি, স্বামী (১৮৯৬? - ১৯৭১) মালখানগর—ঢাকা। তাঁর পূর্বনাম—মনোমোহন। পিতা কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মোহিনীমোহন মজুমদার। ১৯১৯ খ্রী. স্বামী যোগানন্দ গিরি মহারাজের কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ

করেন। এরপর রাঁচি ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের আচার্য ও অধ্যক্ষ হন। ঝাড়গ্রাম সেবায়তনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সংলগ্ন মিশনের আচার্য ছিলেন। [১৬]

সত্যানন্দ পরিব্রাজক (?-২৭.১.১৯৭০) বলরামপুর—যশোহর। পূর্বনাম—ভবভূষণ মিত্র। বিখ্যাত আলীপুর বোমার মামলায় তিনি শ্রীঅরবিন্দ, বারীন ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখদের সঙ্গে অভিযুক্ত হয়ে কিছুকাল আত্মগোপন করেন। পরে বোম্বাই বন্দরে গ্রেপ্তার হন। একটি অতিরিক্ত মামলার বিচারে তাঁকে দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হয়। পরবর্তী জীবনে মূলত সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করলেও কোন বিশেষ দলের সঙ্গে যুক্ত না থেকে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি অধ্যায়েই প্রেরণা জুগিয়েছেন। অকৃতদার ছিলেন। [১৬]

সত্যানন্দ পুরী, স্বামী (১৯০২-১১.৩.১৯৪২) ফরিদপুর। পূর্বনাম—প্রফুল্ল সেন। বাল্যকালে ফরিদপুরের অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। পরে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত হন। কাশীর গোধুলিয়ায় 'কল্যাণ আশ্রম' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। কাশী থেকে তিনি রাঁচি যান। 'বৃহত্তর ভারত সমিতি'র প্রচারকার্যে ব্যাংকক গিয়ে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং এখানে 'ডক্টরেট' উপাধি পান। পরবর্তী জীবনে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সঙ্গে যোগ দিয়ে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি' গঠনে সাহায্য করেন। সেবাকর্মের জন্য শ্যামদেশে সম্মানিত ছিলেন এবং শ্যামের রাজা তাঁকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতেন। রাসবিহারী বসু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সায়গনে এসে তাঁর সঙ্গে বাস করেছিলেন। সর্দার প্রীতম সিং ও তিনি বিমানযোগে জাপানে এক সভায় যোগ দিতে যাবার পথে প্লেন দুর্ঘটনায় মারা যান। [১০,১০৪]

সত্যানন্দ ভট্টাচার্য (?-২২.১.১৯৭৩)। ছাত্রাবস্থায় ১৯৪২ খ্রী. আগস্ট আন্দোলনে যোগ দেন। বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। পরে সাংবাদিক ও রাজনীতিক হিসাবে খ্যাত হন। ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু। ক্রমে তিনি এম. এন. রায় প্রতিষ্ঠিত র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি, মজদুর প্রজা পার্টি এবং পি.এস.পি. পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৫২ খ্রী. থেকে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ছিলেন। নকশাল আন্দোলনের সমর্থক হয়ে ১৯৬৭ খ্রী. সেই পদে ইস্তফা দেন। তিনি 'কো-অর্ডিনেশন কমিটি অফ রিভলিউশনারি কমিউনিস্ট'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৬৯ খ্রী. চারু মজুমদার পরিচালিত CPI(ML) দলের সভ্য হন। পরে মতবিরোধ হওয়ায় ঐ দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন। বহু পত্র-পত্রিকায় তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন। মৃত্যুকালে বসুমতী পত্রিকার সাব-এডিটর ছিলেন। লোকসেবক পত্রিকার প্রাক্তন এডিটর ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতা পঞ্চানন ভট্টাচার্য তাঁর অগ্রজ। [১৬]

সত্যেন বর্ধন (?-১০.৯.১৯৪৩) বিটঘর—ত্রিপুরা (পূর্ববঙ্গ)। দীনেশচন্দ্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সুদূর প্রাচ্যের ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ ভারতের অভ্যন্তরে যুদ্ধের সুযোগে বিপ্লব সংঘটনের জন্য ১৪ জন ভারতবাসীকে ৪টি দলে গোপনে প্রেরণ করেন। প্রথম দল কালিকটের উপকূলে অবতীর্ণ হয়। দ্বিতীয় দলের ৫ জনের অন্যতম ছিলেন সত্যেন। সাবমেরিনযোগে তাঁরা কাথিয়াওয়ার উপকূলে পৌঁছান। তীরে পৌঁছে নিরাপদ আবাসে আশ্রয় নেবার পূর্বেই ট্রানস্মিটার যন্ত্রসহ তিনি গ্রেপ্তার হন। দলের বাকী কয়েকজন স্থলপথে চট্টগ্রামের দিক দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। ভারতের পূর্ব-পশ্চিমে এই অনুপ্রবেশকারী স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাগণের অনেকেই গ্রেপ্তার হয়ে মাদ্রাজ দুর্গে বন্দী হন। সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্রকারিরূপে ৮.৩.১৯৪৩ খ্রী. বিচার শুরু হয় এবং আরও ৪ জনের সঙ্গে সত্যেন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। যতদূর জানা যায়—সত্যেন মালয়ে ডাক ও তার বিভাগের কর্মী ছিলেন। জাপানী অভিযানের পর কর্মচ্যুত অবস্থায় পড়েন ও প্রথম সুযোগেই 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ'-এ যোগ দেন। পেনাং-এ যুদ্ধবিদ্যা শেখেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হলে তাতে যোগ দিয়ে বেতারে সংবাদপ্রেরণ বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। মৃত্যুর পূর্বে শেষপত্রে জানান, 'আমার বলার বা লেখার কিছু নেই। মাতৃভূমির বেদিকায় প্রাণ বিসর্জন করতে পেরে গর্বিত। যদি কোন সুযোগ আসে—প্রতিশোধ নেওয়া হবে, এই আশা করি। বাঙালী হিসাবে দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়াই স্বাভাবিক।' [৪২,৪৩]

সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র (২৩.১২.১৮৮৮-২৭.১০.১৯৪২) রাধাপুর—নোয়াখালী। উদয়চন্দ্র। নোয়াখালী জেলা স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স (১৯০৫), কলিকাতা সিটি কলেজ থেকে বি.এ. (১৯১০) এবং এম.এ. ও আইন পাশ করেন। কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি দিয়ে কর্মজীবন শুরু। গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থা 'যুগান্তর' দলের অন্যতম নেতা ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে ও দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দলে যোগ দেন। সুভাষচন্দ্রের একজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন। তিনি বহুবার কারাবাসের মধ্যে একবার প্রতিবাদস্বরূপ দীর্ঘদিন অনশন করেন। অবিভক্ত বাঙলার প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য হয়ে

সভাপতি নির্বাচিত হন। বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। বঙ্গীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল। [১০]

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১.৬.১৮৪২ - ৯.১.১৯২৩) জোড়াসাঁকো—কলিকাতা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ। স্বগৃহে সংস্কৃত ও ইংরেজী শেখেন। মেধাবী ছাত্র হিসাবে হিন্দু স্কুল থেকে ১৮৫৭ খ্রী. এন্ট্রান্স পাশ করে (এই বছরই প্রথম এন্ট্রান্স পরীক্ষা প্রবর্তিত হয়) প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। ১৮৫৯ খ্রী. জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। কলেজে পড়ার সময় ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসেন। ১৮৬১ খ্রী. কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মনোমোহন ঘোষের বাড়িতে ছিলেন। ২৭.৯.১৮৫৯ খ্রী. পিতার সঙ্গে সিংহল ভ্রমণে যান। কলিকাতায় ফিরে ব্রাহ্মসমাজের নূতন কর্মকর্তা নিযুক্ত হন (২৫.১২.১৮৫৯) ও 'তত্ত্ব-বোধিনী' পত্রিকার সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেন। ২৩.৩.১৮৬২ খ্রী. লন্ডন যান এবং ১৮৬৪ খ্রী. আই.সি.এস. হয়ে স্বদেশে ফেরেন। চাকরির জন্য সস্ত্রীক বোম্বাই যান এবং এপ্রিল ১৮৬৫ খ্রী. আমেদাবাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট হন। ১৮৯৭ খ্রী. অবসর নিয়ে কলিকাতায় ফেরেন। ১২৭৩ ব. চৈত্র-সংক্রান্তির দিন (১২.৪.১৮৬৭) দেশের লোককে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য কলিকাতার বেলগাছিয়ায় 'হিন্দুমেলা'র প্রবর্তন করেন। এই মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে জাতীয় ভাব-ধারায় 'মিলে সবে ভারতসন্তান' গানটি রচনা করেন। স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি পত্নী জ্ঞানদানন্দিনীকে বিলাতে নিয়ে পাশ্চাত্য মহিলাদের আদর্শে গড়ে উঠতে উৎসাহিত করেন। জ্ঞানদানন্দিনী গৃহে পর্দাপ্রথা ভাঙতে সক্ষম হয়েছিলেন। গভর্নমেণ্ট হাউসে বড়লাটের আমন্ত্রণে তিনিই প্রথম ভারতীয় মহিলা উপস্থিত ছিলেন। ১৮৯৭ খ্রী. নাটোরের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের ১০ম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ১৩০৭ ও ১৩০৮ ব. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি, ১৯০৬ খ্রী. ব্রাহ্মসমাজের আচার্য ও ১৯০৭ খ্রী. জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে আচার্য ও সভাপতি নির্বাচিত হন। ৯টি বাংলা ও ৩টি ইংরেজী গ্রন্থ ছাড়াও তিনি বহু ব্রহ্মসঙ্গীতের রচয়িতা। 'স্ত্রী-স্বাধীনতা', 'ভারতবর্ষীয় ইংরাজ', 'Raja Rammohan Roy', 'The Autobiography of Maharshi Debendranath Tagore', 'সুশীলা ও বীরসিংহ' (নাটক), 'বোম্বাই চিত্র', 'বাল্যকথা', মেঘদূতের অনুবাদ, তিলকের ভগবদ্গীতার অনুবাদ ও তুকারামের অভঙ্গের অনুবাদ তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সুরেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী তাঁর দুই কৃতী সন্তান। [৩,৭,৮,২৫,২৬,২৮]

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১১.২.১৮৮২ - ২৫.৬.১৯২২) চুপী—বর্ধমান। রজনীনাথ। নিমতা—চব্বিশ পরগনায় মাতুলালয়ে জন্ম। সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র। ১৮৯৯ খ্রী. সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা ও ১৯০১ খ্রী. জেনারেল অ্যাসেম্ব্রীজ ইন্স্টিটিউশন থেকে এফ.এ. পাশ করে বি.এ. পর্যন্ত পড়ে মাতুলের আগ্রহে কিছুদিন ব্যবসায় করেন। পরে ব্যবসায় ছেড়ে সাহিত্য-সেবায় ব্রতী হন। তিনি রবীন্দ্রনাথের শিষ্য হয়েও তাঁর শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। নানাবিধ ছন্দ-রচনায় ও ছন্দ-উদ্ভাবনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। বাঙলা-দেশের নিজস্ব বাগ্ধারা ও এই ভাষার ধ্বনি নিয়ে নূতন ছন্দবিজ্ঞান সৃষ্টি তাঁর কবি-প্রতিভার মৌলিক কীর্তি। স্বদেশের প্রতি অসীম প্রীতি তাঁর বহু কবিতায় পরিস্ফুট। তাঁর সম্বন্ধে চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি : 'তিনি তাঁহার ছন্দ-সরস্বতীকে মানবের বাস্তব ইতিহাসের সর্বাঙ্গীন প্রগতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বন্দনা করিয়াছেন।' অপর দিকে তিনি বিদেশী ভাষার কবিতা অনুবাদে অপরিসীম কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সমসাময়িক মানুষ এবং ঘটনা সম্বন্ধেও বহু কবিতা রচনা করেছেন। রচিত উল্লেখযোগ্য রচনা : কাব্যগ্রন্থ—'সবিতা', 'বেণু ও বীণা', 'তীর্থরেণু', 'কুহু ও কেকা', 'তুলির লিখন', 'হসন্তিকা' ; উপন্যাস—'জন্মদুঃখী', 'বারোয়ারি' ; অনুবাদ-নাট্যসংগ্রহ—'রঙ্গমল্লী' ; অনুবাদ-নিবন্ধ—'চীনের ধূপ'। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত গ্রন্থ : 'বেলা শেষের গান', 'বিদায় আরতি', 'ধূপের ধোঁয়ায়' ; কাব্যসংগ্রহ—'শিশু কবিতা', 'কাব্য-সঞ্চয়ন' প্রভৃতি। এছাড়াও তাঁর বহু রচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। [৩,৭, ২৫,২৬,২৮]

সত্যেন্দ্রনাথ বসু (৩০.৭.১৮৮২ - ২১.১১. ১৯০৮) মেদিনীপুর। অভয়চরণ। পৈতৃক নিবাস—বোড়াল—চব্বিশ পরগনা। বিখ্যাত রাজনারায়ণ বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র। ১৮৯৭ খ্রী. মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স ও মেদিনীপুর কলেজ থেকে ১৮৯৯ খ্রী. এফ.এ. পাশ করেন। কলিকাতা সিটি কলেজে বি.এ. পড়বার জন্য ভর্তি হয়েও দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য পরীক্ষা দিতে পারেন নি। জ্যেষ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ও জ্যেষ্ঠতাত রাজনারায়ণের প্রভাবে মেদিনীপুরে একটি গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠেছিল (১৯০২) ; নেতা হেমচন্দ্র দাস কানুনগো এবং সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর সহকারী। ১৯০৫ খ্রী.

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় মেদিনীপুরে তিনি 'ছাত্রভাণ্ডার' গড়ে তোলেন। এখানে তাঁত, ব্যায়াম-চর্চা ইত্যাদি কর্মের অন্তরালে বিপ্লবীদের ঘাঁটি তৈরী হয়। বীর ক্ষুদিরাম তাঁর সাহায্যে বিপ্লবী দলভুক্ত হয়ে এখানে আশ্রয় পান। ১৯০৬ খ্রী. মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত কৃষি-শিল্প-প্রদর্শনীর তিনি সহ-সম্পাদক ছিলেন। এখানে ক্ষুদিরাম তাঁরই নির্দেশে 'সোনার বাংলা' শীর্ষক বিপ্লবাত্মক ইস্তাহার বিলি করে গ্রেপ্তার হন। তিনি ক্ষুদিরামকে মিথ্যা অছিলায় মুক্ত করার জন্য সরকারী চাকরি থেকে বরখাস্ত হন। হেমচন্দ্র ১৯০৬ খ্রী. বোমা প্রস্তুত শিক্ষার জন্য প্যারিস গেলে তিনি তাঁর স্থলে জেলা সংগঠক হন। ১৯০৭ খ্রী. মেদিনীপুর রাজনৈতিক সম্মেলনে বঙ্গবিভাগ-বিরোধী আন্দোলনের নরমপন্থী নেতাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান। ফলে সম্মেলন ভেঙ্গে যায়। একইভাবে এই বছরে সুরাটের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনও পণ্ড হয়। এখানে তিনি বাল গঙ্গাধর তিলকের পক্ষে ছিলেন। ১৯০৮ খ্রী. বাঙলার প্রথম বিপ্লবাত্মক কর্মকাণ্ড কিংস্‌ফোর্ড হত্যা প্রচেষ্টার আগেই তিনি বন্দুক রাখার অপরাধে মেদিনীপুর জেলে বিচারাধীন বন্দী ছিলেন। পরে বিখ্যাত আলীপুর বোমা মামলার আসামী করে তাঁকে নিয়ে আসা হয়। বিচার চলাকালে দলের নরেন গোঁসাই রাজসাক্ষী হলে হেমচন্দ্র ও তিনি জেলে বসেই এই বিশ্বাসঘাতককে নিশ্চিহ্ন করার সিদ্ধান্ত নেন। দুইটি রিভলভারও জেলের মধ্যে সংগ্রহ করেন। কানাইলাল দত্ত একথা জানতে পেরে এই কাজে অংশ নিতে চান। সত্যেন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে সেখানে থেকে তিনিও রাজসাক্ষী হতে চান এই মর্মে পরামর্শের জন্য নরেনকে চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠান। ৩০.৮.১৯০৮ খ্রী. কানাইলাল অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। পরদিন সকালবেলা নরেন একটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জেন্টের প্রহরায় তাঁদের কাছে আসা মাত্র সত্যেন্দ্রনাথ গুলি করেন। আহত নরেন পলায়নের সময় কানাইলালের গুলিতে নিহত হয়। এই অপরাধে তাঁদের ফাঁসির আদেশ হয়। তাঁর মাতা দেখা করতে এলে কারারক্ষীদের সামনে অশ্রুপাত না করার প্রতিশ্রুতি দিলে তিনি মাতার সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর মৃতদেহ আত্মীয়দের হাতে দেওয়া হয় নি। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর মৃত্যুর আগে জেল-প্রাঙ্গণে গিয়ে প্রার্থনা করেন। [৭, ১০,২৫,৪২,৪৩,১২৪]

সত্যেন্দ্রনাথ বসু, বিজ্ঞানাচার্য (১.১.১৮৯৪ - ৪.২.১৯৭৪) কলিকাতা। সুরেন্দ্রনাথ। বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানসাধক, কোয়ান্টাম স্ট্যাটিস্‌টিক্সের উদ্ভাবক, পদার্থতত্ত্ববিদ্‌ ও মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার অন্যতম প্রবক্তা। ১৯০৯ খ্রী. এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পঞ্চম ও ১৯১১ খ্রী. আই.এস-সি.তে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হন। ১৯১৩ খ্রী. গণিতে অনার্স নিয়ে বি.এস-সি. এবং ১৯১৫ খ্রী. এম.এস-সি. পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবগঠিত বিজ্ঞান কলেজে মিশ্রগণিতে ও পদার্থবিদ্যায় পঠন-পাঠন ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সময়ে তিনি ড. মেঘনাদ সাহার সাহচর্য লাভ করেন। ১৯২১ খ্রী. নবপ্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার রীডার হিসাবে যোগ দেন। এখানে তিনি ২৪ বছর একনিষ্ঠভাবে পদার্থবিদ্যার গবেষণায় নিযুক্ত থাকেন। তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার মূল্যবান গবেষণা ও এক্সরে কৃস্টালোগ্রাফি সম্পর্কে যে গবেষণা করে বিজ্ঞানজগতে তিনি সমাদরণীয় হন, তার সূচনা ও উন্মেষ হয় ঢাকাতেই। ১৯২৪ খ্রী. তাঁর 'প্লাঙ্কসূত্র ও কোয়ান্টাম প্রকল্প' নামে গবেষণামূলক একটি প্রবন্ধ পাঠ করে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন চমৎকৃত হন এবং আইনস্টাইন নিজে জার্মান ভাষায় সেটি অনুবাদ করে বিখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পরেই বিজ্ঞানজগতে আলোড়ন পড়ে যায় এবং এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি 'বোস-আইনস্টাইন সংজ্ঞা' নামে সারা বিশ্বে সমাদৃত হয়। জার্মানীতে রবীন্দ্র-আইনস্টাইন সাক্ষাৎকালে আইনস্টাইন সত্যেন্দ্রনাথের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ১৯২৯ খ্রী. সত্যেন্দ্রনাথ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে পদার্থবিদ্যা শাখার সভাপতি ও ১৯৪৪ খ্রী. মূল সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৫ খ্রী. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৯৫৬ খ্রী. পর্যন্ত খয়রা অধ্যাপক পদে এবং কয়েক বছর স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান বিভাগের ডীন পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। অবসর-গ্রহণের পর ১৯৫৮ খ্রী. বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'এমিরিটাস' প্রফেসরের পদে নির্বাচিত করেন। দুই বছর তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্য ছিলেন। ১৯৫৯ খ্রী. ভারত সরকার কর্তৃক জাতীয় অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। বিশ্বভারতী তাঁকে 'দেশিকোত্তম' এবং ভারত সরকার 'পদ্মবিভূষণ' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। ১৯৫৮ খ্রী. তিনি লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। এছাড়া ১৯৫২ খ্রী. থেকে কিছুকাল রাজ্যসভার মনোনীত সদস্য ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ মূলত বিজ্ঞানী হিসাবে পরিচিত হলেও তাঁর ব্যক্তি-মানসে সাহিত্যের ধারা, সঙ্গীতের ধারা এবং বিশেষভাবে মানবিকতার ধারা বর্তমান ছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে আধুনিক যুগে

দেশের উন্নতির জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটানো দরকার এবং এই কাজটি মাতৃভাষার মাধ্যমেই সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে তিনি কলিকাতায় 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ্' প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার মুখপত্ররূপে মাসিক 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' প্রকাশ করেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি এই প্রতিষ্ঠানের মূল ধারক ও বাহক ছিলেন। মনে প্রাণে তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালী ও দেশপ্রেমিক। সাহিত্য, সংগীত এবং ললিতকলা বিষয়েও তাঁর আকর্ষণ সমভাবে ছিল। 'সবুজপত্র' ও 'পরিচয়' সাহিত্য-গোষ্ঠীর অন্যতম ছিলেন। বেহালা ও এসরাজ ভাল বাজাতে পারতেন। দেশের মুক্তিকামী বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তিনি নানাভাবে তাঁদের সাহায্যও করতেন। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানী ও শিক্ষাব্রতী হিসাবে ছিলেন যেমন বড়, মানুষ হিসাবেও ছিলেন তেমনই শ্রদ্ধার্হ। [১৬,১৪৯]

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৯১ - ১৭.১০.১৯৫৪) টাঙ্গাইল—ময়মনসিংহ। মহিমচন্দ্র। জলপাইগুড়ির বোদাচাকলায় জন্ম। যৌবনে তিনি আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সাহচর্য পান। কলিকাতায় এসে কিছুদিন বেলুড় মঠে যাতায়াত করে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে দীক্ষালাভ করেন। এই সময় স্বামী সারদানন্দের ইচ্ছায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবনচরিত লেখেন। মহাত্মাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে দেশবন্ধুর সান্নিধ্য লাভ করেন। দেশবন্ধু সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকার মাধ্যমে সাংবাদিকতায় ব্রতী হন। পরে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে সুরেশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ১৯২২ খ্রী. 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রকাশিত হলে সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেন। ১৯২৬ খ্রী. থেকে ৭.১.১৯৪১ খ্রী. পর্যন্ত 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন। এই সময় তিনি নির্ভীক ও তেজস্বী লেখনীর দ্বারা সংবাদপত্র-জগতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। ১৯৩৯ খ্রী. দুই মাসের জন্য সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সমগ্র উত্তর ভারত পরিভ্রমণে যান। স্বাদেশিকতার মূল্যস্বরূপ তিনবার কারাবরণ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁর রচিত সম্পাদকীয়, বিশেষ করে রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি সম্পর্কে, জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের পর 'স্বরাজ', 'সত্যযুগ', 'অরণি' প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। মহাযুদ্ধের সময় গ্রেট ব্রিটেনের গ্লোব সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান শাখা অফিস খুললে তিনি তার প্রধান সম্পাদক হন। ১৯৫১ খ্রী. রাশিয়া ও ইউরোপ ভ্রমণে যান। 'নন্দীভৃঙ্গী' ছদ্মনামে তিনি শ্লেষাত্মক ও রসাত্মক রচনাবলী লিখতেন। এই নামে 'রঙবেরঙ' রম্যরচনা আনন্দবাজারে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হত। 'বিবেকানন্দ চরিত', 'স্ট্যালিনের জীবনী', 'আমার দেখা রাশিয়া', 'স্বৈরিণী' (উপন্যাস), 'জওহরলালের আত্মচরিত' (অনুবাদ) প্রভৃতি তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। [৩,৫,১৬,৩১]

সত্যেন্দ্রনাথ সেন [১]। ১৯১৪ খ্রী. তিনি আমেরিকায় যান। সেখানে গদর পার্টির তিনিই একমাত্র বাঙালী সভ্য ছিলেন। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনায় তিনি জার্মান সাহায্যের সংবাদ নিয়ে আমেরিকা থেকে কলিকাতায় এসে বাঘা যতীনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। [৫৪]

সত্যেন্দ্রনাথ সেন [২] (৪.৬.১৯০২ - ৭.৮.১৯৭১) বরিশাল। উপেন্দ্রনাথ। সতু সেন নামে সুপরিচিত ছিলেন। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে ১৯২৫ খ্রী. বিদেশে যাত্রা করেন। পথে প্যারিসে হাসান শহিদ সোহ্‌রাবর্দির সঙ্গে সাক্ষাতে ও আলোচনায় তিনি নাটক সম্পর্কে উৎসাহিত হন এবং ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের বদলে থিয়েটারী বিদ্যা শেখার জন্য নিউইয়র্কের 'ল্যাবরেটরী থিয়েটারে' প্রয়োগবিদ্যার শিক্ষার্থী হিসাবে ভর্তি হন। রাতে ডিস ধোওয়া ইত্যাদি কাজ করে দিন চলতো। ৮ মাস পরে থিয়েটারে জুনিয়র অ্যাপ্রেন্টিসের কাজ পান ও নর্ম্যান বেলগেডেসের সহকারী মঞ্চসজ্জাকর নিযুক্ত হন। এইসময় থেকে তাঁকে মাতার স্নেহে আশ্রয় দেন ল্যাবরেটরী পরিচালক মিরিয়ম স্টকটন। নিজ কর্মদক্ষতায় ক্রমশ উন্নতি করে সহকারী টেক্‌নিক্যাল ডিরেক্টর হন। 'সিকাডো' নামক মঞ্চ-সফল নাটক চলচ্চিত্রে রূপায়ণে সহযোগী পরিচালক হয়ে হলিউড জগতেও মেরি পিক্‌ফোর্ড, চার্লি চ্যাপলিন, ডগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্ক্‌স্ প্রমুখদের সঙ্গে পরিচিত হন। ১৯২৮ খ্রী. টেক্‌নিক্যাল ডিরেক্টর হন ও ইন্‌স্টিটিউটে শিক্ষকতা করেন। তাঁর প্রযোজিত নাটক ৭টি। এরপর ব্রডওয়ে নাট্যজগতে তিনি পরিচিত হন। ক্রমে ক্রিশ্চিয়ান হেগেন নামে বন্ধুর সহযোগিতায় নিজেই 'Wood Stock Play House' নামে এক মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুদিন পরে ইউরোপে এসে বার্লিনে ম্যাক্‌স্ রাইনহার্ট, ফ্রান্সে জাক কোপো, বিলাতে গর্ডন ক্রেগ, রাশিয়ায় মেয়ারহোল্ডের সঙ্গে ও তাঁদের কাজের সঙ্গে পরিচিত হন। আবার নিউইয়র্কে ফিরে ল্যাবরেটরী থিয়েটারে কয়েকটি বিখ্যাত নাটকের প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। এসময়ে যশ ও অর্থলাভের শীর্ষে পেঁছান। 'নিউ ইয়র্ক টাইম্‌সে'র দুঁদে নাট্যসমালোচক লেখেন—'Hind heads a Theatre

Workshop...As staged by...with lighting and sets by Satu Sen...They are so delightful in their naivete that Broadway couldn't bear them'। এরপর এলিজাবেথ মারবারি ও এরিক ইলিয়টের সঙ্গে এক বন্দোবস্তে সদলবলে শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে নিউ ইয়র্কে আনেন। এই প্রচেষ্টায় নানা বিপত্তির ফলে সতু সেন সর্বস্বান্ত ও ঋণগ্রস্ত হন। এরপর তিনি বন্ধু ক্রিশ্চিয়ান হেগেনের সাহায্যে ৬.৬.১৯০১ খ্রী. কোনক্রমে দেশে ফেরেন। এদেশে তাঁর প্রথম মঞ্চনির্দেশনা 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নাটকে—শিশিরকুমারের অধীনে। পরে তিনি নাট্যনিকেতনে পরিচালক ও শিল্পনির্দেশক হয়ে 'ঝড়ের পরে' নাটক মঞ্চস্থ করেন। এখানেই মুড লাইটিং ও বিদ্যুৎ ঝড়-জল ব্যবহৃত হয়। পরের গীতিনাট্য নজরুল ইসলামের 'আলেয়া'। ১৯৩৩ খ্রী. রঙ্‌মহলে যোগ দিয়ে তিনি ঘূর্ণায়মান মঞ্চের প্রবর্তন করেন এবং এই ধরনের মঞ্চের নির্মাতারূপে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে আমন্ত্রণ পান। ভারতে ঘূর্ণায়মান মঞ্চে প্রথম অভিনয় হয় 'মহানিশা' নাটক। ক্রমে মঞ্চ ও আলোর যাদুকররূপে তিনি বহু নাটকে তাঁর ভূমিকা পালন করেন। রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' নাট্যাভিনয়েও তিনি মঞ্চনির্দেশ দেন। শেষ-নির্দেশনা মিনার্ভায় (১৯৫৮)। তিনি ৭টি চলচ্চিত্রেও কাজ করেন। পশ্চিম বাঙলায় সঙ্গীত নাটক আকাদেমি প্রতিষ্ঠিত হলে অধ্যাপক পদে আমৃত্যু কাজ করেন। তার আগে দিল্লীতে ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা ও এশিয়ান থিয়েটারের ডিরেক্টর ছিলেন। এখানে আকাদেমির নাট্যপুরস্কারের বিচারক-পদে বৃত হন। মঞ্চের কলাকৌশল শেখানোর জন্য কয়েকটি বিভিন্ন ধরনের রঙ্গমঞ্চের অতিকায় মডেল নির্মাণ করেন। ১৯৬৪ খ্রী. সারা বাঙলা নাট্য সম্মেলনে তাঁকে গুণিজন-সম্বর্ধনা জানানো হয়। [১৬,৮২]

সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, লর্ড (২৪.৩.১৮৬৩ - ৪.৩.১৯২৮) রায়পুর—বীরভূম। সিতিকণ্ঠ। জমিদার বংশে জন্ম। ১৮৭৭ খ্রী. বীরভূম জেলা স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স ও ১৮৭৯ খ্রী. কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ.এ. পাশ করেন। ১৮৮১ খ্রী. বিলাত যান ও Lincoln's Inn নামক আইন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এখানে তিনি অনেকগুলি পুরস্কার ও বৃত্তি পান। ১৮৮৬ খ্রী. ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরেন। এই বছরই তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি এবং সিটি কলেজে আইন-শ্রেণীতে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৮৯৪ খ্রী. একজন ইউরোপীয়ের সঙ্গে অত্যন্ত দক্ষতায় মামলা পরিচালনা করে জানুয়ারী ১৯০৪ খ্রী. সরকারের স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল নিযুক্ত হন। ১৯০৬ খ্রী. অস্থায়ী অ্যাডভোকেট জেনারেল হয়ে ১৯০৮ খ্রী. ঐ পদে স্থায়ী হন। ভারতবাসীদের মধ্যে প্রথম বড়লাটের Executive Council-এর ব্যবস্থা-সচিবের পদ পান। একবছর পর এই পদ ত্যাগ করে পুনরায় হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি শুরু করেন। ১৯১৬ খ্রী. পুনর্বার অ্যাডভোকেট জেনারেল হন। ১৯১৪ - ১৮ খ্রী. বিশ্বযুদ্ধের সময় War Conference-এর সদস্য নির্বাচিত হয়ে বিলাত যান। স্বদেশে ফিরে সরকারের শাসন পরিষদের অন্যতম সদস্যরূপে কাজ করেন। বিশ্বযুদ্ধ শেষে Peace Conference-এ ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে ইউরোপে যান। এইসময় 'লর্ড' উপাধি-ভূষিত হয়ে সহকারী ভারতসচিবরূপে পার্লামেন্ট মহাসভায় আসন লাভ করেন। ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথম এবং একমাত্র উক্ত গৌরবের অধিকারী। ১৯২০ খ্রী. বিহার ও ওড়িশার প্রথম ভারতীয় গভর্নর হন। ১.১.১৯১৫ খ্রী. 'নাইট' উপাধি পান। ডিসেম্বর ১৯১৫ খ্রী. তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন। ১৯২৫ - ২৬ খ্রী. তিনি 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম ছিলেন। [৩,৫,৭,২৫,২৬,১২৪]

সনৎকুমার রায়চৌধুরী (১৯১১? - ১৪.১০.১৯৭০)। ছাত্রাবস্থায় 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে ৫ বছর কারারুদ্ধ থাকেন এবং মুক্তির পর আর.সি.পি.আই.-এর সভ্যপদ গ্রহণ করেন। এরপর অধ্যাপনায় ব্রতী হন। পরবর্তী কালে 'স্টাডিজ ইন ফ্রিডম' বিষয়ে থিসিস রচনা করে ডি.ফিল. হন এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক পদ পান। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'ইন ডিফেন্স অফ ফ্রিডম' ও 'স্বামী বিবেকানন্দ—দি ম্যান অ্যান্ড হিজ মিশন'। এছাড়াও তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৪০ খ্রী. নিখিল ভারত ছাত্র কংগ্রেসের যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। [১৬]

সনৎ চট্টোপাধ্যায় (১৯১০? - ১১.৯.১৯৭০)। ছাত্রাবস্থা থেকেই বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯২৬ খ্রী. বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী প্রমুখ নেতাদের সংস্পর্শে আসেন। পরবর্তী কালে সুভাষচন্দ্রের অনুগামী হিসাবে কাজ করেন। ১৯৩০ খ্রী. সুকিয়া স্ট্রীট ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯৩০ খ্রী. ডালহৌসী বোমার মামলা, ১৯৩৩ খ্রী. গার্লিক হত্যা মামলা প্রভৃতিতে অভিযুক্ত হয়ে দীর্ঘদিন কারারুদ্ধ ছিলেন। শেষবার ১৯৩৯ খ্রী. বন্দী হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে মুক্তি পান। এরপর ফরোয়ার্ড ব্লক দলে যোগ দেন। মৃত্যুকালে কংগ্রেস দলের সদস্য ছিলেন। [১৬]

সনাতন গোস্বামী (১৪৮০/৮৮-১৫৫৮) ফতেয়াবাদ—ফরিদপুর। পিতা—কর্ণাটরাজ অনিরুদ্ধদেবের বংশধর কুমারদেব। কুমারদেবের পিতা জ্ঞাতিকলহে পৈতৃক নিবাস নবহট্ট (বর্তমান নৈহাটি) ত্যাগ করে ফরিদপুরের অন্তর্গত ফতেয়াবাদে এসে বাস করেন। এখানে সনাতন ও তাঁর ভ্রাতা রূপ আর্যশাস্ত্রাদিতে ব্যুৎপন্ন হয়ে গৌড়রাজ হুসেন শাহের মন্ত্রী হন। হুসেন শাহ্ সনাতনকে 'সাকর-মল্লিক' উপাধি দিয়েছিলেন। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। আরবী এবং ফারসী ভাষায়ও তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। রাজকার্যেও সুদক্ষ ছিলেন। মহাপ্রভুর প্রভাবে তাঁর মনে বৈরাগ্য জাগে। রাজকার্য অবহেলা করে ধর্মালোচনায় মগ্ন হলে হুসেন শাহ্ তাঁকে রাজকার্যে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি সব বাধা অতিক্রম করে বৃন্দাবনে যান এবং বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি গৌরাঙ্গদেবের প্রধানতম পার্ষদ এবং বৃন্দাবনের ষড়্গোস্বামীর অন্যতম ছিলেন। সনাতন ও রূপ গৌরাঙ্গদেবের দেওয়া নাম। তাঁদের পিতৃদত্ত নাম যথাক্রমে অমর ও সন্তোষ। মালদহের অন্তর্গত প্রাচীন রামকেলির ধ্বংসাবশেষে এখনও সনাতন ও রূপের বহু স্মৃতিচিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। তিনি ব্রজধামের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার এবং বৈষ্ণব শাস্ত্রগ্রন্থাদি রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা : 'বৃহদ্ভাগবতামৃত', 'হরিভক্তিবিলাস ও দিগ্দর্শনী টীকা', 'লীলাস্তব বা দশম চরিত', 'বৈষ্ণবতোষণী বা দশমটিপ্পনী'। [২,৩,২৫,২৬]

সন্তদাস বাবাজী (১০.৬.১৮৫৯-১৯৩৫) বামৈ—শ্রীহট্ট। হরকিশোর চৌধুরী। পূর্ব নাম—তারাকিশোর। এন্ট্রান্স পাশ করার পর কলিকাতায় এসে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। এম.এ. পাশ করে সিটি কলেজের অধ্যাপক হন। ওকালতি পাশ করে শ্রীহট্ট ও কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় করেন। কাঠিয়াবাবার কাছে দীক্ষা নিয়ে ১৮৯৩ খ্রী. বৃন্দাবনে গুরুর আশ্রম নির্মাণ করেন। ১৯১৫ খ্রী. সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস নেন। তখন তাঁর নামকরণ হয় সন্তদাস। তিনিই বৃন্দাবনে প্রথম ব্রজবিদেহী বাঙালী মহান্ত। ১৯২০ খ্রী. তিনি নিম্বার্ক আশ্রমের মহান্ত হন। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ : 'ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা', 'দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা', 'ভেদাভেদ দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত', 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকা', 'রামদাস কাঠিয়াবাবার জীবনী' প্রভৃতি। [৩,৩৯]

সন্তোষকুমার মিত্র (১৫.১০.১৯০০-১৬.৯. ১৯৩১) কলিকাতা। দুর্গাচরণ। ছাত্রাবস্থায় রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। ১৯২১ খ্রী. অসহযোগ আন্দোলনে তাঁর কারাদণ্ড হয়। মুক্তির পর কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি শ্রমিক আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন। ১৯২৩ খ্রী. গুপ্ত বিপ্লবী দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সভায় বিপ্লবী কর্মপন্থা গ্রহণের উপর জোর দেন। অন্য সবাই মেনে না নিলে নিজেই এই পথ গ্রহণ করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় কলিকাতায় জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে সোশ্যালিস্ট কন্ফারেন্স হয়। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ব্যাপারে গ্রেপ্তার হয়ে হিজলী জেলে প্রেরিত হন। এখানে রাজবন্দীদের উপর পুলিসের গুলিবর্ষণকালে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। মধ্য কলিকাতার একটি পার্ক তাঁর নামাঙ্কিত। [১০,৪২]

সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় (১৩০০ ব.-?) কলিকাতা। পালিভাষাভিজ্ঞ, কবি, গল্পলেখক ও দার্শনিক। ১৩২২ ব. 'বাঁশরী' মাসিকপত্রের সম্পাদক ছিলেন। পরে শিশিরকুমার ঘোষ প্রতিষ্ঠিত 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক হন। এছাড়াও 'ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল জার্নাল' নামে ইংরেজী মাসিক ও বাংলা 'পুষ্পপাত্র' (মাসিক) পত্রিকার পরিচালনভার গ্রহণ করেছিলেন। [২৫]

সন্তোষকুমারী গুপ্তা। অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দীতে বক্তৃতা দিতেন। ১৯২৩ খ্রী. তারকেশ্বর সত্যাগ্রহেও তিনি সাহস ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। এই সময়কার শ্রমিক আন্দোলনকে কংগ্রেস-আদর্শানুগ করে তুলতে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। শ্রমিকদের কথা বলার জন্য তিনি 'শ্রমিক' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। [৪৬]

সন্তোষচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (? - ১৭.১০.১৯৩৬)। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবী কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করায় বিনা বিচারে রাজস্থানের দেউলী ক্যাম্পে তাঁকে আটক রাখা হয়। সেখানকার নির্মম ব্যবহারে তিনি আত্মহত্যা করেন। [৪২]

সন্তোষচন্দ্র বেরা (? - ১৮.৭.১৯৩৪) মেদিনীপুর। অখিলচন্দ্র। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় জুলাই ১৯৩৪ খ্রী. পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করে। মেদিনীপুর জেলে পুলিসের নির্মম অত্যাচারের ফলে মারা যান। [৪২]

সন্তোষ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক (? - ২৪.১২. ১৯৭১)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। পরে অধ্যক্ষ হন। পূর্ব বাঙলার মুক্তি-যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের পূর্বে বহু বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে তিনিও পাক হানাদারদের হাতে নিহত হন। [১৪৩,১৫৩]

সন্ধ্যাকর নন্দী। পুণ্ড্রবর্ধনপুর। প্রজাপতি। ১২শ/১৩শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন করণকুলের শ্রেষ্ঠ ও পালরাষ্ট্রের সন্ধি-বিগ্রহিক। সন্ধ্যাকর পালবংশের রাজত্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর রচিত 'রামচরিত' কাব্যের নায়ক রাজা রামপাল—যিনি কৈবর্তরাজ ভীমকে পরাজিত ও নিহত করে উত্তরবঙ্গ পুনরুদ্ধার এবং বিজয়ের স্মৃতিস্বরূপ 'রামাবতী' নামে নতুন রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। 'রামচরিত' কাব্যে একপক্ষে দশরথপুত্র রামচন্দ্রের ও অন্যপক্ষে পালরাজ রামপাল ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের চরিতকথা ও ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে। কৈবর্ত বিদ্রোহ এবং দ্বিতীয় মহীপালের হত্যা থেকে মদনপালের রাজত্ব পর্যন্ত সমস্ত ইতি-হাসের বর্ণনা দেখে অনুমান করা যায়, মদনপালের রাজত্বকালের মধ্যেই এই গ্রন্থ-রচনা সমাপ্ত হয়। কুশলী ভাষাবিদ্ সন্ধ্যাকরের অবিনশ্বর কীর্তি এই গ্রন্থটি সুপ্রসিদ্ধ রাঘব-পাণ্ডবীয়-কাব্যের ধারার অনুকরণে রচিত এবং শ্লেষচাতুর্যপূর্ণ ২২০টি আর্যাশ্লোকে সম্পূর্ণ। [৩,৬৭]

সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৮৬?-১৯৬৩?) মোতিহারি—বিহার। নগেন্দ্রনাথ। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের অন্যতম ছাত্র হিসাবে চিত্রশিল্পে অভিনবত্বের পরিচয় দিয়ে তিনি প্রথম-শ্রেণীর শিল্পী হিসাবে প্রসিদ্ধ হন। চিত্রশিল্পে কয়েকটি বিশেষ রীতির উদ্ভাবক। পার্বত্য ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাদি চিত্রাঙ্কনে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। লাহোরের স্কুল অফ আর্টস্ অ্যান্ড ক্র্যাফ্ট্স্-এর প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ। [৪]

সমশের গাজী (?-১৭৬৮)। ১৭৬৭ খ্রী. ত্রিপুরা জেলার রোশনাবাদ পরগনার কৃষক বিদ্রোহের নায়ক সমশের গাজী প্রথম জীবনে এক জমিদারের ক্রীতদাস ছিলেন। অসমসাহসী ও বলিষ্ঠ যুবক সমশের বিদ্রোহী কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ করে ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর দখল করেন এবং সেখানে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে বিনামূল্যে সমস্ত কৃষকদের মধ্যে জমিবণ্টন ও কর-মকুফ, জলাশয় খনন প্রভৃতি জনহিতকর কাজ করেছিলেন। বাঙলার নবাব মীরকাশিম ইংরেজ সৈন্যের সহায়তায় সমশেরের বাহিনীকে পরাজিত করেন। সমশের ধৃত হয়ে মুর্শিদাবাদের কারাগারে আবদ্ধ হন। পরে নবাবের হুকুমে তাঁকে তোপের মুখে বেঁধে হত্যা করা হয়। [৫৬]

সমীর বিশ্বাস (১৯২৯-৯.১০.১৯৭৪) খাঁটুরা —নদীয়া। প্রখ্যাত চক্ষুরোগ-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। কলিকাতায় সেণ্ট জেভিয়ার্স এবং মেডিকেল কলেজে শিক্ষা শেষ করে উচ্চশিক্ষার্থে ব্রিটেন যান। তিনি এডিনবরা এবং ইংল্যাণ্ডের এফ.আর.সি.এস.। কলি-কাতায় ফিরে তিনি চক্ষু-চিকিৎসায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন। নীলরতন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চক্ষুরোগ বিভাগের প্রধান ছিলেন। অন্ধদের দৃষ্টিদানের জন্য মণি বসানোর অস্ত্রোপচার এবং 'রেটিন্যাল ডিট্যাচমেণ্ট'-এর ক্ষেত্রে প্রথিতযশা। 'অতুলবল্লভ আই ব্যাঙ্ক' প্রধানত তাঁরই প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়। পর্বত অভিযাত্রী সঙ্ঘের তিনি কল্যাণ-কামী ছিলেন। নিজেও কয়েকবার হিমালয়ে ঘুরে এসেছেন। [১৬]

সরফরাজ খাঁ (?-১৭৪০) মুর্শিদাবাদ(?)। সুজাউদ্দৌলা বা সুজাউদ্দীন। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর দৌহিত্র। প্রকৃত নাম—আলাউদ্দৌলা। মুর্শিদ-কুলি খাঁর মৃত্যুর সময় সরফরাজের পিতা সুজা ওড়িশার শাসক ছিলেন। সরফরাজ মাতামহের সম্পত্তির অধিকারী হিসাবে রাজসিংহাসনে বসেন। কিন্তু পিতা সুজা যখন ঐ রাজ্য অধিকারের জন্য মুর্শিদাবাদে আসেন তখন যে কারণেই হোক তিনি পিতাকে সে অধিকার ছেড়ে দেন। ১৭৩৯ খ্রী. পিতার মৃত্যুর পর তিনি 'সরফরাজ খাঁ' নামে রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। অত্যন্ত অলস, অকর্মণ্য ও দুশ্চরিত্র হওয়ায় রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ দিল্লী-শ্বরের কাছ থেকে বিহারের শাসনকর্তা আলীবর্দী খাঁর নামে সুবাদারী সনন্দ আনেন। সনন্দ পেয়ে আলীবর্দী সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। সরফরাজ আলীবর্দীর গতিরোধ করলে ঘরিয়ায় উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে তিনি প্রাণ হারান। [২,২৫,২৬]

সরমা গুপ্তা (১৮৮২-১৯৫০) ঢাকা। গিরীশ-চন্দ্র সেন। অল্প বয়সে বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে ফেরেন। ১৯২১ খ্রী. গান্ধীজীর ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হন। ১৯২৪ খ্রী. তিনি আশালতা সেনের সঙ্গে ঢাকায় 'গেণ্ডারিয়া মহিলা সমিতি' এবং গেণ্ডারিয়ার দুই মাইল দূরে একটি নিরক্ষর ও নমশূদ্রপ্রধান গ্রামে 'জুড়ান শিক্ষামন্দির' (১৯২৯) স্থাপন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর নামে বিদ্যালয়টির নামকরণ হয়। 'সত্যাগ্রহী সেবিকা-দল'-এর কর্মিরূপে তিনি নোয়াখালী, ঢাকা প্রভৃতি জেলায় লবণ আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৯৩২ খ্রী. আন্দো-লন পরিচালনা করে তিনি কারারুদ্ধ হন। মুক্তি লাভের পর কারারুদ্ধ মহিলাদের খোঁজখবর নেওয়া, মুক্তিপ্রাপ্তদের নিজ নিজ কর্মকেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া ও বিভিন্ন বে-আইনী প্রচারপত্র সাইক্লোস্টাইল করে মহিলাদের দ্বারা বিলি করার দায়িত্ব ছিল তাঁর। তিনি ঢাকা ও ঢাকার বাইরে বহু দেশসেবকেরই 'বড়দি' ছিলেন। [২৯]

সরযূ গুপ্তা (১৮৮৮ - ১৯৪৫) কলিকাতা। পৈতৃক নিবাস সোনারং—ঢাকা। দেবেন্দ্রমোহন সেন। ১৯২৪ খ্রী. প্রতিষ্ঠিত ঢাকার 'গেণ্ডারিয়া মহিলা সমিতি'র সঙ্গে প্রথম থেকেই যুক্ত ছিলেন। হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসা এবং ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শী হওয়ায় তিনি সমিতির স্বাস্থ্য-বিভাগের দায়িত্ব নেন। ১৯২৮ খ্রী. কলিকাতা কংগ্রেসে ঢাকা জেলার প্রতিনিধিরূপে যোগ দেন। ১৯৩০ খ্রী. নারায়ণ-গঞ্জে বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করে কারা-রুদ্ধ হন। এই সময় ঢাকা জেলে বিধবাদের নিজ-হস্তে রান্না করে খাবার দাবি কর্তৃপক্ষকে মানতে বাধ্য করেন। ১৯৩২ খ্রী. আন্দোলনে ঢাকা জেলা কংগ্রেস কমিটির ডিক্টেটর নির্বাচিত হন ও কয়েক-জন স্বেচ্ছাসেবকসহ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে কারা-দণ্ড ভোগ করেন। [২৯]

সরযূবালা সেন [১] (১৮৮৯ - ১৯৪৯)। পিতা—সুবিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। পিতার শিক্ষা ও আদর্শে তাঁর জীবন গড়ে ওঠে। ১৯০৫ খ্রী. এণ্ট্রান্স এবং ১৯০৯ খ্রী. এফ.এ. পাশ করেন। বিলাতে গিয়ে Froebel Institution থেকে শিশুদের শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করে (১৯১২ - ১৩) দেশে ফেরেন। ১৯১৫ খ্রী. দেশ-বন্ধুর ভ্রাতা বসন্তরঞ্জনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর দেশবন্ধুর ভগ্নীপতি বিপত্নীক শরৎচন্দ্র সেনকে বিবাহ করেন। সাহিত্যানুরাগিণী ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'বসন্ত-প্রয়াণ', 'দেবোত্তর', 'ত্রিবেণী-সঙ্গম', 'অন্নপূর্ণা' (একাঙ্ক-নাটিকা), 'বিশ্বনাথ' প্রভৃতি। [৪৪]

সরযূবালা সেন [২] (১৮৮৯ - ?) মুলচর—ঢাকা। শ্যামাচরণ। ১৯২১ খ্রী. অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ হন। খদ্দর প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি ঢাকা 'গেণ্ডারিয়া শিল্পাশ্রম'-এ বয়নকার্য শেখেন। ১৯৩০ ও ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কারাবরণ করেন। বিক্রম-পুরে 'নশঙ্কর মহিলা শিবির' থেকে তাঁর পরিচালনায় আন্দোলন ও কোর্ট পিকেটিং-এর ফলে কিছু-দিনের জন্য কয়েকটি কোর্ট ও মদ-গাঁজার দোকান বন্ধ থাকে। ১৯৩২ খ্রী. তাঁর ও তাঁর সহকর্মী মহিলাদের বিশেষ চেষ্টায় পুলিসের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে 'বিক্রমপুর রাষ্ট্রীয় মহিলা সম্মেলনে'র প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৩ খ্রী. কলি-কাতায় নেলী সেনগুপ্তার সভানেতৃত্বে অনুষ্ঠিত বে-আইনী কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি ঢাকা কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার হন। মুক্তির পর পুনরায় আইন অমান্য করে বহরমপুর জেলে বন্দী থাকেন। মুক্তিলাভের পর 'ঢাকা কল্যাণ কুটিরে' গঠনমূলক বিবিধ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। [২৯]

সরযূবালা সেনগুপ্তা (১৮৯৩ - ৩০.৩.১৯৬৮) পূর্বশিমুলিয়া—ঢাকা। চন্দ্রকান্ত গুপ্ত। স্বামী চুনীলাল। বাল্যে বিবাহ হওয়ায় বিদ্যালয়ে সামান্য শিক্ষালাভের সুযোগ পান। পরে স্বগৃহে পড়া-শুনা করে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। কর্মোপলক্ষে শ্বশুর-পরিবার বরিশাল জেলার ভোলা শহরে বাস করতেন। পরে ভোলাই হয় তাঁদের স্থায়ী বাসস্থান। ১৯১৮ খ্রী. থেকে তিনি বহুদিন মহকুমা 'সরোজ-নলিনী নারীমঙ্গল সমিতি'র সম্পাদিকা থেকে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সেবাকার্য চালান। ১৯২১ খ্রী. অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩০ খ্রী. স্বামী মহকুমা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলে তিনি স্বামীকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। 'বীণা-পাণি বিদ্যালয়' ও 'কর্মকুটির' নামে শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং দূরাগত ছাত্রদের জন্য স্বল্পব্যয়ের ছাত্রাবাস স্থাপন তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের আন্দোলনে তিনি স্বগৃহে অন্তরীণ থাকেন। ১৯৪৩ খ্রী. মন্বন্তরে স্বামী-স্ত্রী মিলে ৩৫/৩৬টি নারী ও ১৪৩টি শিশুকে 'কর্মকুটিরে' তুলে নিয়ে সেবা-কার্য চালান। একাজে ঘরের অর্থ ও জনসাধারণের চাঁদাই তাঁদের সম্বল ছিল। হাসপাতাল, শিশুসদন ও শিশুদের জন্য বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন করে-ছিলেন। দেশ-বিভাগের পর একান্ত অসহায় নারীদের নিয়ে তিনি মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামে এসে সেখান-কার রাজ-এস্টেটের তৎকালীন ম্যানেজার দেবেন্দ্র-মোহন ভট্টাচার্যের সহায়তায় জমি ও অর্থ-সংগ্রহ করে আবার 'কর্মকুটির' স্থাপন করেন। তাঁর পরি-চালনায় সেখানে শিল্প-বিদ্যালয়, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, খাদিকেন্দ্র, প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রভৃতি চলতে থাকে। ঝাড়গ্রামে মৃত্যু। [২৯,১৪৬]

সরলাদেবী চৌধুরাণী (৯.৯.১৮৭২ - ১৮.৮. ১৯৪৫) জোড়াসাঁকো—কলিকাতা। জানকীনাথ ঘোষাল। মাতা স্বর্ণকুমারী দেবী ছিলেন রবীন্দ্র-নাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী এবং প্রখ্যাত লেখিকা। পিতা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। পিতার বিলাত প্রবাসকালে জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়িতে তাঁর শৈশব কাটে। বেথুন স্কুলে ভর্তি হয়ে কবি কামিনী রায় (সেন), লেডী অবলা বসু (দাস) প্রমুখের সাথী হন। ১৮৮৬ খ্রী. এণ্ট্রান্স ও ১৮৯০ খ্রী. ইংরেজীতে অনার্সসহ বি.এ. পাশ করেন। ফারসী ও সংস্কৃত ছাড়া তিনি ফরাসী ভাষা জানতেন। তৎকালীন প্রচলিত প্রথানুযায়ী অল্প বয়সে বিবাহ হয় নি। সঙ্গীতজ্ঞা হিসাবে প্রথম জীবনে খ্যাতি অর্জন করেন। ভারতীয় জাতীয়

কংগ্রেসের সম্মেলনে বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত 'বন্দে-মাতরম্' সঙ্গীতটি 'সপ্তকোটি'র পরিবর্তে 'ত্রিংশ-কোটি' শব্দ যোগ করে গেয়েছিলেন। প্রথম দিকে বালিকাদের জাতীয় সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। স্বভাব-সুলভ দুঃসাহসিকতার সঙ্গে সুদূর মহীশূরে গিয়ে মহারাণী স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৯০৩ খ্রী. কলিকাতায় 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' এবং শক্তির আরা-ধনায় 'বীরাষ্টমী ব্রত'-উৎসব পালন করেন। এইসব কাজের মাধ্যমে সর্বসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করতেন। নিরালম্ব স্বামী বা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাঙলার প্রথম গুপ্ত বিপ্লবী দল গঠনে সাহায্য করেন। স্বদেশী দ্রব্য সাধারণের মধ্যে চালু করার জন্য তিনি 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' স্থাপন করেছিলেন (১৯০৪)। স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক বহু সঙ্গীতেরও তিনি রচয়িতা। তিনিই ভারতীয় নারীদের মধ্যে প্রথম মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাবকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছিলেন। ১৯০৫ খ্রী. উর্দু পত্রিকা 'হিন্দুস্থান' (লাহোর)-এর সম্পাদক ও ব্যবহারজীবী রামভূজ দত্তচৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ব্রিটিশ রাজরোষে স্বামী গ্রেপ্তার হলে সরলা দেবী পত্রিকার সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেন এবং এর একটি ইংরেজী সংস্করণও প্রকাশ করেন। এছাড়া পাঞ্জাবের গ্রামে গ্রামে পর্দানশীন মহিলাদের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের কাজেও উদ্যোগী হন। ১৯১০ খ্রী. এলাহাবাদ কংগ্রেসে এবিষয়ে তিনি নিজ পরিকল্পনা পেশ করেন। তাঁর চেষ্টার ফলে 'ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল' প্রতিষ্ঠিত হয় ও সারা ভারতে তার শাখা বিস্তারলাভ করে। ৬.৮.১৯২৩ খ্রী. স্বামীর মৃত্যু হয়। ১৯৩০ খ্রী. তিনি কলি-কাতায় 'ভারত-স্ত্রী-শিক্ষাসদন' স্থাপন করেন। ১৯৩৫ খ্রী. শিক্ষাজগৎ থেকে অবসর নেন এবং ধর্মীয় জীবনে ফিরে যান। প্রথম জীবনে থিওসফি-ক্যাল সোসাইটি ও পরে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হলেও শেষ-জীবনে তিনি বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্মাকে গুরুপদে বরণ করেন। ধনীর গৃহে জন্ম ও ঐ পরিবেশে প্রতিপালিত হলেও খাদি প্রচার ও 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' গঠনে কায়িক পরিশ্রম করেন। রাজনৈতিক জীবনে লালা লাজপৎ রায়, গোখলে, তিলক ও গান্ধীজীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। উত্তরাধিকারসূত্রে সাহিত্যপ্রতিভাও ছিল। কিছুদিন 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তাঁর রচিত ১০০টি জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্কলন 'শতগান' নামে প্রকাশিত হয়। বীরভূম ও লক্ষ্মৌ শহরে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন। মহিলাদের মধ্যে তলোয়ার ও লাঠিখেলার প্রচলন করেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেত্রীরূপে বাঙালীদের মধ্যে তিনি এক অবিস্মরণীয় চরিত্র। তাঁর অন্যান্য রচিত গ্রন্থ : 'নববর্ষের স্বপ্ন', 'জীবনের ঝরাপাতা', 'শিবরাত্রি পূজা' প্রভৃতি। [৩,২৩,২৫,২৬,১২৪]

সরলাবালা দাসী (আনু. ১৮৭২ - ১৯৩৯) বহুবাজার—কলিকাতা। উপেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রখ্যাত অক্রূর দত্তের বংশধর। স্বামী—হেমেন্দ্রনাথ মিত্র। তিনি লোকান্তরিতা কন্যার স্মৃতির উদ্দেশে ১৩১৮ ব. 'মিরণ' নামে একটি শ্লোক-কাব্য প্রকাশ করেন। এই কাব্যগ্রন্থে প্রায় ১০০টি খণ্ড-কবিতা আছে। [৪৪]

সরলাবালা দেব (১৮৯২ - ?) শ্রীহট্ট। জগৎ চৌধুরী। আসামের শিলচরে জন্ম। ১৭ বছর বয়সে বিধবা হন। শ্রীহট্টের মহিলা আন্দোলন ও নারী-জাগরণে তিনি প্রাণসঞ্চার করেছিলেন। ১৯২৬ খ্রী. শ্রীহট্টে প্রতিষ্ঠিত নারী-শিল্পভবনে যোগ-দান করেন। ১৯৩০ খ্রী. শ্রীহট্ট শহরে 'মহিলা সঙ্ঘ'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩২ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলন কালে ও ১৯৪১ খ্রী. ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে যোগদান করে কারারুদ্ধ হন। ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে তিনি শ্রীহট্ট জেলা কংগ্রেসের ডিক্টেটর নির্বাচিত হয়েছিলেন। [২৯]

সরলাবালা সরকার (৯/১০.১২.১৮৭৫ - ১.১২. ১৯৬১) কাঁঠালপোতা—নদীয়া। কিশোরীলাল সরকার। স্বামী শরৎচন্দ্র সরকার। অল্পবয়স থেকেই তিনি সাহিত্যচর্চা করতেন। তাঁর রচিত প্রথম কবিতা ১২৯৭ ব. 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৩০৫ ব. স্বামীর মৃত্যুর পর সাহিত্যচর্চায় অধিক মনো-নিবেশ করেন। 'সাহিত্য', 'প্রদীপ', 'উৎসাহ', 'জাহ্নবী', 'উদ্বোধন', 'অন্তঃপুর', 'সুপ্রভাত', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত কবিতা, প্রবন্ধ ও গল্প লিখতেন। তাঁর পিতামহী রাসসুন্দরী দেবী অতি বৃদ্ধ বয়সে আত্মজীবনী রচনা করেন। সম্ভবত তাঁরই নিকট থেকে তিনি লেখবার অনুপ্রেরণা পান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৫৩ খ্রী. তিনি 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ লেক্-চারার' নিযুক্ত হন। ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে এই সম্মান তিনিই প্রথম লাভ করেন। স্বদেশী আন্দো-লনের সময় তিনি কর্মীদের অন্যতম নেপথ্য-প্রেরণা-দাত্রী ছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'অর্ঘ্য', 'নিবেদিতা', 'মনুষ্যত্বের সাধনা', 'চিত্রপট' প্রভৃতি। [৪,১৬,৩৩,৪৪]

সরলা রায় (১৮৫৯ ? - ২৯.৬.১৯৪৫ ?) পৈতৃক নিবাস তেলিরবাগ—ঢাকা। দুর্গামোহন দাশ। স্বামী —পি. কে. রায়। তিনি স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে সারা জীবন প্রচারকার্য চালান। ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের

প্রথম মহিলা সেক্রেটারী, গোখেল মেমোরিয়াল স্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের সদস্যা এবং নিখিল ভারত মহিলা সম্মিলনের সভা-নেত্রী ছিলেন। গত শতাব্দীর শেষভাগে তাঁর প্রেরণায় কলিকাতার অভিজাত মহিলাগণ গীতাভিনয় করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুরোধে 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্য লেখেন এবং স্বয়ং রিহার্সেল পরিচালনা করেন। [৫]

সরসীবালা দাস (? - ২.১১.১৯৪২) শ্রীমানপুর—বর্ধমান। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। পুলিসের নির্মম প্রহারে গর্ভপাত হয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে। [৪২]

সরোজ আচার্য (১৯০৫ - ১৮.১০.১৯৬৮) কুষ্টিয়া। দক্ষিণারঞ্জন। ১৯৩২ খ্রী. কুষ্টিয়া হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে সেণ্ট পল্‌স্‌ এবং কৃষ্ণনগর কলেজে পড়াশুনা করেন। ইংরেজীতে অনার্স-সহ বি.এ. পাশ করে লিভিংস্টোন মেমোরিয়াল ও মোহিনীমোহন পুরস্কার পান। তরুণ বয়স থেকেই রাজনীতিতে আকৃষ্ট হন এবং রুশ বিপ্লবের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা জাগে। ১৯৩০ খ্রী. চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের পর ব্রিটিশ সরকার তাঁকে দুইটি বিভিন্ন ধারায় গ্রেপ্তার করে বক্‌সা ও দেউলি শিবিরে রাখে। বন্দী জীবনেই তিনি ইংরেজী ভাষায় এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। ১৯৪৩ খ্রী. সহ-সম্পাদকরূপে 'Hindusthan Standard' পত্রিকায় যোগ দেন ও পরে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র যুগ্ম-সম্পাদক হন। মূলত প্রাবন্ধিক ছিলেন। ইংরেজী ও বাংলা দুই ভাষাতেই তাঁর অসামান্য দখল ছিল, বিশেষ করে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রবন্ধ রচনায়। মার্ক্সীয় দর্শনেও অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। 'দেশ' পত্রিকার 'বৈদেশিকী' বিভাগের রচনা তিনিই লিখতেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক নেতা ছিলেন। তাঁর রচিত কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ আছে। [১৭]

সরোজআভা দাসচৌধুরী, নাগ (? - ১৯.৮. ১৯৫১) বরিশাল। পৈতৃক নিবাস জামির্তা-বিক্রমপুর—ঢাকা। রোহিণীকুমার। স্বামী—বিপ্লবী কর্মী ধীরেন্দ্রনাথ নাগ। ১৯৩৪ খ্রী. বরিশাল থেকে বি.এ. পাশ করেন। ১৯৩৮ খ্রী. বিবাহ হয়। ১৯২৯ খ্রী. বিপ্লবী সংস্থা 'অনুশীলন সমিতি'র ভাবধারায় দীক্ষিত হন। তিনি স্থানীয় অনুশীলন দলের মহিলা-সংগঠনের প্রতিষ্ঠাত্রী। টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের তিনি ও তাঁর সহকর্মী মেয়েরা অর্থ ও আশ্রয় দিয়ে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। ১৯৩৫ - ৩৭ খ্রী. ডেটিনিউ ছিলেন। ১৯৩৮ খ্রী. স্বামীর সঙ্গে কলিকাতায় 'মহামানব শিক্ষাকেন্দ্র' নামে বিদ্যালয় স্থাপন করে বস্তিবাসী ও দরিদ্রদের মধ্যে সমাজসেবার কাজ করেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের আন্দোলনে বহু কর্মীকে তিনি নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে আন্দোলন পরিচালনায় সাহায্য করেছেন। [২৯]

সরোজকুমার রায়চৌধুরী (১৯০৩ - ২৯.৩. ১৯৭২) মালিহাটি—মুর্শিদাবাদ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করে সাহিত্যসেবা ও সাংবাদিকের জীবন গ্রহণ করেন। অধুনালুপ্ত 'কৃষক' ও 'নবশক্তি' দৈনিক পত্রিকায় কাজ করার পর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় যোগ দেন এবং ১০ বছর পর অবসর নেন। এই সময়ে 'বর্তমান' নামে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে 'অনুক্ত' নামে একটি ত্রৈমাসিকে আত্মজীবনী প্রকাশ শুরু করেছিলেন। সাংবাদিকতা বা গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ রচনায় সিদ্ধহস্ত হলেও বাঙালী পাঠক সমাজে তিনি ঔপন্যাসিকরূপেই পরিচিত ও শ্রদ্ধেয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস : 'নতুন ফসল', 'কালো ঘোড়া', 'শতাব্দীর অভিশাপ', 'অনুষ্টুপ ছন্দ', 'গৃহকপোতী', 'হংসবলাকা' প্রভৃতি। তাঁর কয়েকটি উপন্যাস চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। [১৬]

সরোজকুমারী দেবী (১৮৭৫ - ১৯২৬)। পিতা—মথুরানাথ গুপ্ত। জ্যেষ্ঠভ্রাতা 'ট্রিবিউন', 'প্রভাত' প্রভৃতি পত্রের ভূতপূর্ব সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ১৮৮৬ খ্রী. কলিকাতা কলুটোলার যোগেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। সাহিত্যানুরাগিণী ছিলেন। ১২৯৫ ব. থেকে তিনি 'ভারতী' ও ১২৯৭ ব. থেকে 'সাহিত্য' পত্রিকায় লিখতে আরম্ভ করেন। রচিত কাব্যগ্রন্থ : 'হাসি ও অশ্রু', 'শতদল', 'অশোকা' ; গল্পগ্রন্থ : 'কাহিনী', 'অদৃষ্টলিপি', 'ফুলদানি' প্রভৃতি। [৪৪]

সরোজনলিনী দত্ত (৯.১০.১৮৮৭ - ১৯.১. ১৯২৪) ব্যাণ্ডেল—হুগলী। ব্রজেন্দ্রনাথ দেব। স্বামী—গুরুসদয়। তিনি স্বগৃহে গৃহশিক্ষকের কাছে লেখাপড়া শিখে সুশিক্ষিতা হন। খেলাধুলা, অশ্বারোহণ ও সঙ্গীতেও পারদর্শিনী ছিলেন। ১৯০৬ খ্রী. বিবাহ হয়। ভারতবর্ষে 'ব্রতচারী সমিতি' প্রতিষ্ঠায় তিনি স্বামীকে সাহায্য করেন। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও জনকল্যাণকর কাজের জন্য সম্রাট পঞ্চম জর্জ ১৯১৮ খ্রী. তাঁকে এম.বি.ই. উপাধি দেন। 'সরোজনলিনী মহিলা সমিতি ও শিক্ষামন্দির' তাঁরই নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠান। [৫,৩৩]

সরোজভূষণ দাস (? - ২.৩.১৯১৫)। শিক্ষক সরোজভূষণ জাতীয়তাবাদী ক্রিয়াকলাপে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। গার্ডেনরীচ ডাকাতি মামলায়

অভিযুক্ত হয়ে বন্দী হন। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় জামিনে খালাস পেয়ে অল্পদিনের মধ্যেই মারা যান। [৪২,৪৩]

সরোজিনী দেবী (১২৮৮ - ১৩৬৭ ব.) উজির-পুর—বরিশাল। ষষ্ঠীচরণ মুখোপাধ্যায়। বাল্যে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ হয় নি। কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের নিকট তিনি বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজী অধ্যয়ন করে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। বালবিধবা ছিলেন। ১৯১৯ খ্রী. সন্ন্যাসগ্রহণের পর তাঁর নাম হয় 'ত্রিপুরাতীর্থ' ; কিন্তু 'মাতাজী' নামেই বিখ্যাত হয়েছিলেন। ১৯০৫ খ্রী. তিনি জাতীয় আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর রচিত বহু স্বদেশাত্মক গান আছে। চারণ-কবি মুকুন্দদাস প্রথম জীবনে তাঁর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। [১৫৬]

সরোজিনী নাইডু (১৩.২.১৮৭৯ - ১/২.৩. ১৯৪৯)। ডা. অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। পিতার কর্মক্ষেত্র হায়দ্রাবাদে জন্ম। আদি নিবাস ব্রাহ্মণগাঁ—ঢাকা। ১২ বছর বয়সে প্রবেশিকা পাশ করেন। এইসময় ইংরেজীতে ২ হাজার লাইনের একটি নাটিকা রচনা করে নিজাম বাহাদুরের কাছ থেকে বিদেশে শিক্ষার জন্য বার্ষিক ৩০০ পাউণ্ড বৃত্তি পান। ১৮৯৫ খ্রী. ইংল্যাণ্ডে গিয়ে কিংস্ কলেজ ও পরে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গার্টন কলেজে পড়াশুনা করেন। সেপ্টেম্বর ১৮৯৮ খ্রী. স্বাস্থ্যের কারণে হায়দ্রাবাদে ফিরে আসেন এবং তিন মাস পরে ডা. মোতিয়ালা গোবিন্দ রাজুলু নাইডুকে বিবাহ করেন। অল্প বয়স থেকেই কবিতা রচনা করতেন। লণ্ডনে থাকা কালে Edmund Gosse এবং Asthar Symons এই দুই জন বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচকের উৎসাহে তাঁর প্রতিভার বিশেষ স্ফুরণ ঘটে। ইংরেজী কবিতা রচনার জন্য 'প্রাচ্যের নাইটিঙ্গেল' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর রচিত বিবাহের গান, ঘুমপাড়ানি গান, পাল্কিবেয়ারা ও ভিস্তিওয়ালার গান প্রভৃতি বিবিধ-বিষয়ক কবিতা-বলী জনপ্রিয় ছিল। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, রাজনীতিক ও বাগ্মী। ১৯১৫ খ্রী. সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগ দেন। ১৯১৯ খ্রী. ভারতীয় নারীর অধিকার সাব্যস্ত করবার জন্য ইংল্যাণ্ডে যান। ১৯২৫ খ্রী. কানপুরে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভানেত্রী ছিলেন। ১৯২৮ খ্রী. আমেরিকার জনসাধারণকে ভারতের স্বাধীনতার তাৎপর্য বোঝাবার জন্য আমেরিকা যান। ১৯৩০ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার হন। পরে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দেন। ১৯৩১ খ্রী. গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। ১৯৪৭ খ্রী. উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল হন এবং আমৃত্যু ঐ পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতাগ্রন্থ : 'Bird of Time', 'The Broken Wing', 'The Songs of India' প্রভৃতি। [৩,৭,২৫,২৬,৩৩]

সর্ফতোল্লা। ওশাখাইল—চট্টগ্রাম। আলিরাজা বা কানু ফকির তাঁর পিতা। পিতার মতই কবিখ্যাতি ছিল। 'সাহিত্য সংহিতা' পত্রিকায় তাঁর একটি পদ প্রকাশিত হয়েছে। যথা—'...শুনিতে মুরলী/ছাড়ি গৃহবাড়ি। স্থির নহে নারীর চিত...'। [৭৭]

সর্বানন্দ (১২শ শতাব্দী) বন্দ্যঘটী—রাঢ়। আর্তিহর। সর্বানন্দ-রচিত 'টীকাসর্বস্ব' (অমর-কোষের টীকা) সর্বভারতীয় প্রসিদ্ধি লাভ করলেও বাঙলাদেশে তার কোনও পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি। এই টীকায় তিন শতাধিক প্রাচীনতম বাংলা শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। [৩]

সর্বেশ্বর জানা (? - ৫.১০.১৯৪২) মহিষা-গোটে—মেদিনীপুর। মহীন্দ্রনাথ। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে। [৪২]

সর্বেশ্বর প্রামাণিক (? - ২২.৯.১৯৪২) দক্ষিণ-শীতলা—মেদিনীপুর। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। সরিষাবেড়িয়ায় পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

সর্বেশ্বর সাঁতরা (? - ১৯৪৩) অমরপুর—মেদিনীপুর। ১৯৩০ খ্রী. লবণ সত্যাগ্রহে এবং 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বন্দী অবস্থায় মেদিনীপুর জেলে মারা যান। [৪২]

সর্বেশ্বর সার্বভৌম (১৮৬৬ - ১৯০০) নব-দ্বীপ। হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত। পিতামহ গোলক-নাথ ন্যায়রত্নের প্রতিভা ও বাগ্মিতার অধিকারী সর্বেশ্বর পিতার গ্রন্থমুদ্রণ, 'নবদ্বীপ বিদগ্ধজননী সভা'র সম্পাদকতা, সারমঞ্জরী গ্রন্থের সংস্করণ প্রভৃতি পণ্ডিতজনোচিত কাজে প্রভূত তৎপর ও উৎসাহী ছিলেন। তাঁর মৃত্যু বাঙলাদেশে নব্যন্যায়-চর্চার ইতিহাসে সমাপ্তি এনেছে বলা যায়। [৯০]

সহদেব চক্রবর্তী। রাধানগর—হুগলী। ১৭৪০ খ্রী. তাঁর রচিত 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যগ্রন্থে হিন্দু-দেবীর সঙ্গে বৌদ্ধ উপাখ্যানগুলিও সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তাঁর ধর্মপুরাণ (বা অনিলপুরাণ বা ধর্ম-মঙ্গল) গ্রন্থে লাউসেনের কাহিনী নেই। [২,৩]

সহদেব মাহাতো (১৯১৪ - ১৯৩১) সরম্বা—পুরুলিয়া। গোবর্ধন। আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। সত্যমেলায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার কালে পুলিসের গুলিতে মারা যান। [৪২]

সহায়রাম বসু (১৫.২.১৮৮৮ - ৬.১২.১৯৭০) নাগবোল—হুগলী। বেণীমাধব। হুগলী কলেজিয়েট

স্কুল থেকে প্রবেশিকা, ১৯০৭ খ্রী. কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ., ১৯০৮ খ্রী. এম.এ. ও ১৯১০ খ্রী. বি.এল. পাশ করে ছয় বছর ওকালতি করেন। শিক্ষাবিদ্ অধ্যক্ষ গিরিশ বসুর ইচ্ছায় বঙ্গবাসী কলেজে উদ্ভিদ্‌বিদ্যার অধ্যাপক হন। ১৯১৬ খ্রী. কারমাইকেল কলেজে উদ্ভিদ্‌-বিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে বিখ্যাত অধ্যাপক একেন্দ্রনাথের প্রেরণায় বাঙলা ও নিকটবর্তী অঞ্চলের 'পলিপোরস্'-এর গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। প্রাথমিক ফলাফল (Observations on the Taxonomy of Polypores) প্রকাশিত হলে ১৯১৮ খ্রী. বিশেষজ্ঞের নির্দেশে সিংহল যান। এখানে টম পেচের অধীনে কাজ করে Bracket fungi (বিশেষ শ্রেণীর ছত্রাক) নিজের গবেষণার বিষয় নির্বাচন করেন। দেশে ফিরে ব্যাপক গবেষণার ফলে ডক্টরেট উপাধি পান। সম্ভবত উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উচ্চতম ডিগ্রী তাঁর। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভ্রমণ বৃত্তিতে বার্লিন, সরবোন ইত্যাদি ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেন। পরে লণ্ডনের 'কিউ গার্ডেনে' এবং প্যারিসের 'ন্যাচারাল হিস্টরী মিউজিয়মে' গবেষণা করেছেন। দেশে ফিরে আচার্য জগদীশচন্দ্রের সহকারী হিসাবে ১৯২৫-২৬ খ্রী. কাজ করেন। ফটোপ্রিণ্ট সমেত 'Polyporacae of Bengal in Parts I-XI' (143 Supp) প্রকাশ করেন। গবেষণার সময় ১৯১৮-৪৭ খ্রী.। 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত Golgi bodies in fungi-র ওপর তাঁর নিবন্ধ বিতর্ক সৃষ্টি করে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর মতই নির্ভুল ব'লে প্রমাণিত হয়। 'সায়েন্স' ও 'নেচার' পত্রিকায় গমের ছত্রাক রোগ (Wheat Rust) বিষয়ে নিবন্ধ লেখেন। চিল্কা হ্রদের উইটিবির ছত্রাক নিয়েও গবেষণা করেছেন। উদ্ভিদ্‌বিদ্যার অন্যান্য বিষয়েও কিছু গবেষণা করেন। খাদ্যের উপযোগী ভারতের বিভিন্ন প্রকার ব্যাঙের ছাতা নিয়ে গবেষণা করে ভারত সরকারের কৃষি-বিভাগকে তা চাষ করার জন্য অবহিত করেন। বাঙলা ও ব্রহ্মের আলোক-বিকিরণ-কারী fungi-র ওপর কিছু কিছু গবেষণা করেন। পেনিসিলিন আবিষ্কার ও নূতন দিগন্তের উন্মোচনে তিনি উপলব্ধি করেন—তাঁর সারাজীবনের কাজ বিশেষ ধরনের Polypores-এ নূতন Chemotherapeutic Agent পাওয়া যাবে। চিকিৎসক ছাত্রদের সহায়তায় Polyporin নামে অ্যান্টিবায়োটিকের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। পরবর্তী গবেষণায় Campestrin নামে আরেকটি অ্যান্টিবায়োটিকের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়। আজও এ দুইটি গবেষণার সাহায্যে ক্রিয়াশীল যৌগিক (active compound) পদার্থকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা চলছে। ৪৪ বছরের গবেষক জীবনে ১৯৬৩ খ্রী. পর্যন্ত ১১৭টি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। নিবন্ধগুলি ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। তিনবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রিফিথ পুরস্কার, বিহার সরকারের উডহাউস স্মৃতি পুরস্কার, এশিয়াটিক সোসাইটির ২টি পদক ও ৩ বার লণ্ডন রয়্যাল সোসাইটির গবেষক বৃত্তি পান। তিনি জাতীয় বিজ্ঞান ইন্‌স্টিটিউট, ভারতীয় Phytopathological সোসাইটি এবং বোটানি-ক্যাল সোসাইটি অফ বেঙ্গলের ফেলো, এডিনবরার রয়্যাল সোসাইটি ও ইটালীর আন্তর্জাতিক বোটানি-ক্যাল কংগ্রেসের (স্টকহোম ১৯৫০) মাইকলজী শাখার সহ-সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৭-৫৯ খ্রী. ফরাসী সরকারী শিক্ষা-দপ্তরের আমন্ত্রণে ঐ দেশের Director of Research in C.N.S.R. হন। দেশে ফিরে স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এ মাইকলজীর এবং আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজে বোটানীর এমিরিটাস অধ্যাপকরূপে কাজ করেন। [১৬,৮২]

সহায়সম্পৎ চৌধুরী (? - ১৯৩১) সুচাক্রদানি—চট্টগ্রাম। অম্বিকাচরণ। চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন। ১৯৩০ খ্রী. কারারুদ্ধ হয়ে জেলেই মারা যান। [৪২]

সাগরলাল দত্ত (১৮২১ ? - ১৮৮৬ ?) চুঁচুড়া—হুগলী। মোহনচাঁদ। স্বগ্রামে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে কলি-কাতায় ১৬/১৭ বছর বয়সে পিতার ব্যবসায়ে সহ-কারী হন। বেশীদিন পিতার ব্যবসায়ে না থেকে 'কারলাইন নেফিউ' নামে সাহেব কোম্পানীর অফিসে মুৎসুদ্দির কাজ করে পরে নীলের ব্যবসায় শুরু করেন। দুই বছর নীলের ব্যবসায় করে পরে অগ্রজের সঙ্গে পাটের কারবারে যোগ দেন। তাঁদের পাটব্যবসায়ই তখন সর্বশ্রেষ্ঠ ব'লে বিবেচিত হয়। অত্যন্ত বাবু-প্রকৃতির লোক হয়েও তিনি সাহেবী পোশাক কখনও পরতেন না। তিনি স্বগ্রামে ঠাকুর-বাড়ি ও অতিথিশালা, কামারহাটিতে হাসপাতাল ও উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঐ সব প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মৃত্যুকালে তের লক্ষাধিক টাকা মূল্যের সম্পত্তি দান করে যান। গঙ্গার নিকটে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে অবস্থিত কামার-হাটি হাসপাতাল এখন তাঁরই নামাঙ্কিত। [৫]

সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭.১০.১৮৮৯ - ৬.২.১৯৩৭) বেহালা—চব্বিশ পরগনা। মন্মথনাথ। পৈতৃক নিবাস মাহীনগর। বাল্যকালে গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দেন। হরিনাভি স্কুলের ছাত্রাবস্থায় ১৯০৫ খ্রী. স্যার সুরেন্দ্রনাথের সংবর্ধনায় শোভাযাত্রা

করার ফলে নরেন ভট্টাচার্য (মানবেন্দ্রনাথ রায়) প্রমুখ যে ৬ জন ছাত্র স্কুল থেকে বিতাড়িত হন, তিনি তাঁদের অন্যতম। তিনি ক্রমে যুগান্তর দলের সংগঠকরূপে দেশের নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। ১৯১৪ খ্রী. বজবজে 'কোমাগাতামারু' জাহাজের গদর বিপ্লবী দলকে সাহায্য করেন। মহাযুদ্ধের সময় গেরিলা যুদ্ধের প্রয়োজনে তিনি নানাপ্রকার ম্যাপ এবং নকশাও সংগ্রহ করেছিলেন। ১৯১৫ খ্রী. জার্মান অস্ত্রবাহী জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য বাঘা যতীন কর্তৃক হ্যালিডে দ্বীপে প্রেরিত হন। তাঁর ওপর অস্ত্র খালাসের দায়িত্ব ছিল। এই বছরই আগস্ট মাসে বাঘা যতীনের ব্যক্তিগত দূতরূপে নিরালম্ব স্বামীর কাছে পরামর্শের জন্য প্রেরিত হন এবং সেপ্টেম্বর মাসে তিনি যুগান্তর দলের বৈদেশিক বিভাগের ভারগ্রহণ করেন। এই ষড়যন্ত্র শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয় নি। ৪.৩. ১৯১৬ খ্রী. তিনি ধরা পড়েন। প্রথমে আলীপুর জেলে ছিলেন, পরে উত্তরপ্রদেশের নৈনী জেলে প্রেরিত হন। এখানে রাজবন্দীদের ওপর দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে ৬৭ দিন অনশন করেন। ১৩.১.১৯২০ খ্রী. মুক্তি পেয়ে সংগঠনের কাজে মন দেন। পুনরায় ১৯২৪ - ২৭ খ্রী. কারারুদ্ধ ছিলেন। ১৯৩০ খ্রী. টেগার্ট হত্যা ব্যাপারে তিনি দলীয় কর্মীদের পরিকল্পনা দেন। এই বছরই তৃতীয়বার গ্রেপ্তার হয়ে স্বগৃহে অন্তরীণ থাকেন। ১৯৩২ খ্রী. তাঁকে দেউলী বন্দীশিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়। অর্শরোগাক্রান্ত হয়ে সেখানেই মারা যান। গার্লিক-নিধনকারী প্রখ্যাত কানাই ভট্টাচার্য তাঁর সুযোগ্য অনুগত শিষ্য ছিলেন। [৪২,৪৩,৯২,১২৪]

সাধনা বসু (২০.৪.১৯১৪ - ৩.১০.১৯৭৩) কলিকাতা। সরল সেন। স্বামী মধু বসু। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তাঁর পিতামহ। ত্রিশ এবং চল্লিশ দশকের উজ্জ্বল 'তারকা', নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রী। এম্পায়ার থিয়েটারে (বর্তমান রক্সি) ১৯২৮ খ্রী. মধু বসু প্রযোজিত একটি অনুষ্ঠানে তিনি প্রথম নৃত্য প্রদর্শন করেন। প্রথম অভিনয় নিউ এম্পায়ারে ১৯৩০ খ্রী. রবীন্দ্রনাথের দালিয়া গল্পের 'তিন্নি'র ভূমিকায়। আলিবাবা নাটকে (১৯৩৪) 'মর্জিনা'র ভূমিকায় নাচে-গানে এবং অভিনয়-নৈপুণ্যে তিনি সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেন। এই নাটকে আবদাল্লার ভূমিকায় ছিলেন মধু বসু। এই খ্যাতি আরও বিস্তৃত হয়েছিল মধু বসু কৃত 'আলিবাবা' চলচ্চিত্রের (১৯৩৭) মাধ্যমে। মর্জিনার সেই 'ছি ছি এত্তা জঞ্জাল' গানটি দীর্ঘদিন লোকের মুখে মুখে ফিরেছে। তাঁর অভিনীত অন্যান্য নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'বিদ্যুৎপর্ণা', 'রাজনটী', 'সাবিত্রী', 'রূপকথা' ও 'মন্দির'। এই সব কটি নাটক ক্যালকাটা অ্যামেচার প্লেয়ার্স (সি.এ.পি.) সংস্থা প্রযোজনা করেন; পরিচালনা করেন মধু বসু। তাঁর দুই বোন বিনীতা ও নিলীনাও কলাবিদ্যায় নিপুণা ছিলেন। নামের আদ্য অক্ষর দিয়ে তাঁরা তিন জনে 'বি-সা-নি' আখ্যায় পরিচিত ছিলেন। আলিবাবা ছাড়া তিনি বহু বাংলা ও হিন্দী চিত্রেও অভিনয় করেছেন। 'রাজনর্তকী'র ইংরেজী চিত্ররূপ 'দি কোর্ট ড্যানসার' ছবিতেও তিনি মুখ্য ভূমিকায় রূপ দেন। শিল্প ও সংস্কৃতির প্রসারে ঐ বিষয়ে আগ্রহী অভিজাত পরিবারের মেয়েদের তিনি অনুপ্রাণিত করেছেন। [১৬]

সান্ত্বনা গুহ (৪.১২.১৯১০ - ১৯.১২.১৯৩৪) ধুপগুড়ি—আসাম। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এই যুবকের মধ্যে ছাত্রাবস্থা থেকে সাহিত্য-প্রতিভার উন্মেষ দেখা যায়। রাজনীতিতেও সমান উৎসাহ ছিল। তাঁর রচিত রাজনীতি, অর্থনীতি ও জীবনী-বিষয়ক রচনাসমূহ ঐ সময়ের বিখ্যাত দৈনিকপত্র ও সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হত। তাঁর বেশীর ভাগ গ্রন্থ সরকার চরম রাজনীতির পক্ষপাতমূলক ব'লে বাজেয়াপ্ত করে। ১৯৩১ খ্রী. এপ্রিল মাসে তিনি কলিকাতায় গ্রেপ্তার হন। ১৯৩২ খ্রী. হিজলী বন্দী শিবিরে থাকা কালে ২১ দিন অনশন করেন। এই সময় তাঁকে রাজশাহী জেলে সরিয়ে আনা হয়। জেলের মধ্যে অত্যাচারের ফলে তিনি মারা যান। [৪২,৪৩]

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৪ - ২৩.৩. ১৯৬৫) লোকনাথপুর—নদীয়া। ছাত্রাবস্থা থেকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এম.এ. পড়ার সময় অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানকারী প্রথম ছাত্রদলের অন্যতম ছিলেন এবং রাজনৈতিক কারণে কয়েকবার কারাবরণ করেন। প্রচার-বিশেষজ্ঞরূপে খ্যাতিমান ছিলেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে 'বিজলী', 'উপাসনা' ও 'অভ্যুদয়' পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। স্বদেশপ্রেমিক কবি হিসাবেও সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'আহিতাগ্নি', 'অতসী', 'মধুমালতী', 'রক্তরেখা', 'মনোমুকুর', 'বন্দনা', 'অনুরাধা', 'চিত্তরঞ্জন', 'মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র' প্রভৃতি। পরবর্তী কালে তিনি কলিকাতার জাতীয় মহাবিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার অধ্যাপক হন ও শিক্ষাপ্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। [৩,৪,১৭]

সামন্ত সেন (১১শ শতাব্দী)। পিতা—বীরসেন। বাঙলাদেশে সেনরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট অঞ্চল থেকে ১১শ শতাব্দীতে তিনি বাঙলাদেশে আসেন। প্রথমে তিনি পালরাজগণের সামন্তরাজ হিসাবে রাঢ় অঞ্চলের (বর্তমান বর্ধমান)

কোনও স্থানে রাজত্ব করতে থাকেন। তাঁর পৌত্র বিজয় সেনের আমল থেকেই প্রকৃতপক্ষে সেনবংশের স্বাধীন অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ব্রহ্মবাদী ছিলেন। শেষ-জীবনে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন। কারও মতে সেনরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তাঁর পিতা। [২৫,৬৩,৬৭]

সাম্‌ ও জিতু ছোটকা (? - ১৪.১২.১৯৩২)। সামু ও জিতুর নেতৃত্বে দিনাজপুরের কয়েক শ সাঁওতাল বিদ্রোহী হয়ে আদিনা মসজিদ দখল করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তাদের দমন করার জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিস সুপারের অধীনে বিরাট পুলিসবাহিনী তাদের আক্রমণ করে। তীরধনুক ও বন্দুকের অসমযুদ্ধে চারজন বিদ্রোহী ও একজন পুলিস প্রাণ হারায়। দুইদিন পর আরও দুইজন বিদ্রোহী মৃত্যুবরণ করে। [৪৩]

সায়েস্তা খাঁ (? - ১৬৬৪)। বাঙলার মোগল শাসনকর্তা। তাঁর রাজত্বকালেই বাঙলার তৎকালীন রাজধানী ঢাকায় ইংরেজগণ কুঠী স্থাপন করে বাণিজ্য প্রসারিত করে (১৬৬৮)। ঔরংগজেবের নির্দেশে সায়েস্তা খাঁ মহারাষ্ট্রবীর শিবাজীকে দমন করতে যান। প্রথমে জয়ী হলেও শিবাজীর এক অতর্কিত আক্রমণে পালিয়ে আসতে বাধ্য হন। ঢাকার ছোট কাটারা ও সপ্তগম্বুজ মসজিদের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। [২৬]

সারথি (১৯২৪ - ১১.৫.১৯৪৫) ময়মনসিংহ। হাজং কৃষক-কন্যা। স্ব-প্রচেষ্টায় তিনি শিক্ষালাভ করেন। তিনি হাজংদের মধ্যে বিবাহাদির বহু কুসংস্কার দূর করতে সমর্থ হন। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যা ছিলেন। [৭৬]

সারদাকান্ত চক্রবর্তী (১৮৫৭ - ১৩.১১.১৯১৮) নলডাংগা—রংপুর। কাশীধাম-প্রবাসী। জাতীয়তাবাদী ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করেন। অল্পবয়স্ক বিপ্লবীদের তিনি অর্থসাহায্য করতেন। ১৯১৭ খ্রী. গ্রেপ্তার হন এবং যশোহরের আলফাডাংগায় অন্তরীণ থাকা কালে মারা যান। [৪২]

সারদাচরণ উকীল (১৮৯০ ? - ১৯৪০ ?)। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের শিল্পাদর্শে প্রথম জীবনে আকৃষ্ট হলেও সেই সঙ্গে তিনি একটি নিজস্ব-পদ্ধতির সন্ধান পান। এই স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়ে এদেশীয় ও বিদেশীয় অসংখ্য শিল্প-রসিকের প্রশংসা লাভ করেন। তিনি এবং তাঁর দুই অনুজ বরদা ও রণদা একযোগে দিল্লীতে এক শিল্পকেন্দ্র গড়ে তোলেন। [৫]

সারদাচরণ মিত্র (১৭.১২.১৮৪৮ - ১৯১৭) সেহালা—হুগলী। প্রসিদ্ধ আইনজীবী, গ্রন্থকার ও বিদ্যানুরাগী। তিনি এন্ট্রান্স, এফ.এ. ও বি.এ.—প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রথম ও এম.এ. পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৭১ খ্রী. প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান। এন্ট্রান্সে উত্তীর্ণ হয়ে ৫ বছরের মধ্যে তিনিই প্রথম এই পরীক্ষা পাশ করেন। ১৮৭৩ খ্রী. ওকালতি পাশ করে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে ব্রতী হন। ১৯০২ - ০৩ খ্রী. প্রথমে অস্থায়ী বিচারপতি ও পরে ১৯০৪ খ্রী. স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অবসর-গ্রহণ করলে স্থায়িভাবে ঐ পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯০৮ খ্রী. ঐ পদ ত্যাগ করে বাংলা সাহিত্যের সেবায় মনোনিবেশ করেন। বিদ্যাপতির পদাবলীর সটীক সংস্করণ প্রকাশ তাঁর অন্যতম কীর্তি। অপরদিকে কায়স্থকারিকা সঙ্কলন করেও সামাজিক সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করেছেন। তিনি বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের উন্নতিকল্পে কায়স্থ পরিষদ্‌ এবং ভারতে একলিপি বিস্তারকল্পে 'একলিপি প্রচার সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। কয়েকবার সাহিত্য-সভার ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা : 'উৎকলে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য', 'ভারতরত্নমালা', 'কায়স্থকারিকা', 'টেগোর ল লেক্‌চারস্‌', 'ল্যান্ড ল অফ বেঙ্গল' প্রভৃতি। তিনি কলিকাতায় আর্যবিদ্যালয় বা সারদাচরণ এরিয়ান ইন্‌স্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৮৪)। 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা'র (১৮৯০) কাজে তিনি মহেশ ন্যায়রত্নের সংগে সহযোগিতা করেন। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার (১৮৭৮ - ৮০), টেক্সট বুক সোসাইটির সভ্য (১৮৮৪ - ৯০), বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো (১৮৮৫) ও ভারতধর্ম মহামণ্ডলের প্রধান সচিব ছিলেন। [৩,৭,২৫,২৬]

সারদাপ্রসাদ চক্রবর্তী। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ও লিপিতত্ত্ববিশারদ জেম্‌স্‌ প্রিন্সেপের অন্যতম সাহায্যকারী। তাঁর সম্বন্ধে ১৮৩৭ খ্রী. প্রিন্সেপ্‌ বলেন—'For the translation, instead of adopting Wilkin's words, I present if anything a more literal rendering by Saroda Prosad Chakravarti, a boy of Sanskrit College, who had studied in the English class lately abolished...The same boy assisted Captain Troyer in the translation of many Sanskrit class books'। [১৪৯]

সারদামণি, শ্রীশ্রীমা (২২.১২.১৮৫৩ - ২১.৭.১৯২০) জয়রামবাটী—বাঁকুড়া। রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পত্নী। বাল্যকাল থেকেই ধর্মভাবাপন্না ছিলেন। বৈশাখ ১২৬৬ ব. তাঁর বিবাহ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর

গভীর সাধনায় মনোনিবেশ করেন। সবাইকেই তিনি পুত্র-কন্যার মত দেখতেন। তাঁর কিছু মন্ত্রশিষ্য ছিল। [৯,২৩]

সারদারঞ্জন মহারাজ, স্বামী (?-১৮.৮.১৯২৭)। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম প্রধান শিষ্য। ১৮৮৬ খ্রী. সংসার ত্যাগ করেন। ১৮৯৬ খ্রী. স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে লণ্ডনে গিয়ে বেদান্ত প্রচার করেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও বেদান্ত প্রচারের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে বেলুড় মঠ ও শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করেন। আমৃত্যু এখানকার সম্পাদক ছিলেন। নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধনে তৎপর ছিলেন। তিনি মিশনের মুখপত্র 'উদ্বোধন' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা প্রসঙ্গ'। [৫]

সারদারঞ্জন রায় (১২.২.১২৬৫-১৫.৭.১৩৩২ ব.) মসুয়া—ময়মনসিংহ। কালীনাথ (শ্যামসুন্দর মুন্সী নামে সমধিক পরিচিত)। ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পাশ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি ক্রিকেট খেলা ও ব্যায়ামচর্চা করতেন। ঢাকা কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে এম.এ. পড়তে থাকেন। কিন্তু গণিতে অসাধারণ দক্ষতার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজের গণিতের অধ্যাপক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী রেজিস্ট্রার মি. ন্যাস তাঁকে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্ররূপে এম.এ. পরীক্ষা দিতে বাধ্য করেন। আলিগড় এম.এ.ও. কলেজে গণিত-অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে বহরমপুর, ঢাকা ও অন্য কয়েকটি কলেজে অধ্যাপনার পর ১৯০৯ খ্রী. কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়ে আমৃত্যু ঐ পদে ছিলেন। 'অ্যালজাব্রা', 'জিওমেট্রি', 'ট্রিগোনমেট্রি' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। এছাড়াও রঘু, ভট্টি, কুমার, শকুন্তলা, উত্তরচরিত, কিরাত, মুদ্রারাক্ষস, রত্নাবলী প্রভৃতি বহু প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যাখ্যা রচনা করেন। তাঁর রচিত পাণিনি ব্যাকরণের সম্পূর্ণ ইংরেজী সংস্করণ তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন—শুধু পড়ার ক্লাশে মানুষ তৈরী হয় না, মানুষ তৈরির কাজ খেলার মাঠেও চলে। সাধারণের কাছে তিনি বাঙলার ক্রিকেটের জনকরূপে পরিচিত ছিলেন। তাঁর নিজস্ব খেলার সরঞ্জাম ও বইয়ের দোকান ছিল। [২৫, ২৬,৮৪]

সালবেগ। ওড়িশাবাসী এই কবির জীবনী অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী 'ভক্তের জয়' গ্রন্থে সঙ্কলন করেন। এই গ্রন্থ থেকে জানা যায়, জনৈক পাঠান সৈন্যাধ্যক্ষ এক হিন্দু বিধবাকে বলপূর্বক গ্রহণ করে। এই রমণীর গর্ভে তাঁর জন্ম। পরবর্তী জীবনে তিনি একজন প্রসিদ্ধ ভক্ত বলে পরিগণিত হন। এই ওড়িয়া কবির বৈষ্ণবপদ 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে সঙ্কলিত আছে এবং পদগুলি বাঙালী বৈষ্ণবদের মধ্যে বহুল-প্রচারিত। [৭৭]

সিংহবাহু। খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ-৫ম শতাব্দীতে বঙ্গরাজ সিংহবাহু লাড়দেশে সীহপুর নামে এক নগরের পত্তন করেছিলেন ব'লে জানা যায়। এই লাড়দেশ সম্ভবত প্রাচীন লাঢ় বা রাঢ় জনপদ এবং সীহপুর বর্তমান হুগলী জেলার সিঙ্গুর। তাঁর পুত্র বিজয়সিংহ কোন কারণে পিতা কর্তৃক রাজ্য থেকে নির্বাসিত হয়ে সাত শত অনুচর সহ সমুদ্রপথে তম্বপন্নি দেশের (তাম্রপর্ণী বা বর্তমান শ্রীলঙ্কা) লঙ্কা নামক স্থানে গিয়ে এক রাজ্য ও রাজবংশ স্থাপন করেন। বিজয়সিংহ বাঙালী কাষ্ঠ-শিল্পীর নির্মিত পালতোলা জাহাজে চড়ে তাম্রপর্ণী দ্বীপে উপস্থিত হয়েছিলেন। [৬৭]

সিকন্দরশাহ পুরবী। পিতা—ইলিয়াস শাহ। বাঙলার একজন পাঠান নরপতি। রাজত্বকাল ১৩৫৭-৯৩ খ্রী.। তিনি বাঙলাদেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। শিল্পের প্রতি তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত আদিনা মসজিদ তাঁরই আমলে নির্মিত হয়েছিল। [৬৩]

সিতিকণ্ঠ বাচস্পতি, মহামহোপাধ্যায় (১৮৬৭-১৯২৩)। আন্দুলিয়াপাড়া—নবদ্বীপ। ক্ষেত্রনাথ চূড়ামণি। ১২৯২ ব. নবদ্বীপের 'বঙ্গবিবুধজননী সভা' কর্তৃক 'বাচস্পতি' উপাধি লাভ করেন। কর্ম-জীবনে প্রথমে টোলে ও পরে বর্ধমানরাজের বিজয় চতুষ্পাঠীতে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যাপনা করেন। ১৯১১ খ্রী. কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের টোল বিভাগে স্মৃতির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অবসর-গ্রহণের পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক্চারার ছিলেন। সংস্কৃত-বিষয়ে তিনি এম.এ. পরীক্ষার পরীক্ষক, কলিকাতা সংস্কৃত অ্যাসোসিয়েশনের স্মৃতির উপাধি পরীক্ষার প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক এবং নবদ্বীপ 'বঙ্গবিবুধজননী সভা'র সম্পাদক ছিলেন। ১৯২৮ খ্রী. সরকার কর্তৃক 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি-ভূষিত হন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'অলঙ্কারদর্পণ', 'ভারতের দণ্ডনীতি' প্রভৃতি। [৪,৫,১৩০]

সিদু মাঝি (?-১৮৫৬) ভাগ্নাদিহি—সাঁওতাল পরগনা। সাঁওতাল বিদ্রোহের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা। কিছু লোকের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তিনি গ্রেপ্তার হন। পরে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়। [৫৬]

সিন্ধুমালা মাইতি (১৯২০-১৯৪২) চণ্ডীপুর—মেদিনীপুর। স্বামী—অধরচন্দ্র। 'ভারত-ছাড়'

আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। পুলিসের নির্মম অত্যাচারের ফলে মারা যান। [৪২]

সিরাজদ্দৌলা, নবাব (১৭৩০ - ১৭৫৮) মুর্শিদাবাদ। জইনউদ্দীন। নবাব আলীবর্দী খাঁর দৌহিত্র। ১৭৫৬ খ্রী. আলীবর্দী অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে সিরাজ মুর্শিদাবাদের মসনদে অধিষ্ঠিত হন। বর্গীর হাঙ্গামার পর থেকে দিল্লীর সম্রাট ক্ষমতাশূন্য হওয়ায় আলীবর্দী দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরণ রহিত করেন। এইসময় বাঙলা প্রায় স্বাধীন হয়ে ওঠে। মসনদে বসার পর থেকে সিরাজ ইংরেজদের নানা কার্যকলাপে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। প্রথমেই তিনি ইংরেজদের কাশিমবাজার কুঠি দখল করে ২০ জুন ১৭৫৬ খ্রী. কলিকাতা অধিকার করেন। পরে জানুয়ারী ১৭৫৭ খ্রী. লর্ড ক্লাইভ কলিকাতা দুর্গ পুনরুদ্ধার করে। অতঃপর নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের সন্ধি হয় যে, তারা বিনাশুল্কে বাণিজ্য করতে পারবে এবং নবাব তাদের কিছু ক্ষতিপূরণ দেবেন। সন্ধি হলেও নবাব ফরাসীদের সঙ্গে চুক্তি করে ইংরেজদের তাড়াবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। ক্লাইভ এই ব্যাপার জানতে পেরে চন্দননগর অধিকার করে। এদিকে বিভিন্ন কারণে জগৎশেঠ, মীরজাফর, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রমুখ রাজপুরুষগণ নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করবার জন্য ক্লাইভের সঙ্গে চক্রান্তে যোগ দিলেন। অতঃপর ২৩.৬.১৭৫৭ খ্রী. পলাশী নামক গ্রামে উভয় পক্ষে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মীরজাফর প্রভৃতির চক্রান্তে নবাব সিরাজদ্দৌলা পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। পরে মীরজাফরের অনুচরদের সাহায্যে ধৃত হয়ে মীরজাফর-পুত্র মীরণের আদেশে মহম্মদী বেগ নামক জনৈক ঘাতকের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হন। ভাগীরথীর অপর তীরে খোসবাগে তাঁর সমাধি আছে। সিরাজদ্দৌলা প্রকৃত অর্থে বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব। [২, ৩,২৫,২৬]

সিরাজুদ্দীন হোসেন (? - ১০.১২.১৯৭১) শর্শুনা—যশোহর। পূর্ব-পাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধকালে পাক-বাহিনীর হাতে নিহত সাংবাদিক। ১৯৪৫ খ্রী. কলিকাতায় ইসলামিয়া কলেজে পড়া কালে জীবিকার্জনের জন্য 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকায় ৪০ টাকা বেতনে প্রুফ-রীডারের কাজ করতেন। ১৯৪৭ খ্রী. দেশ-বিভাগের পর পত্রিকাটি ঢাকায় স্থানান্তরিত হলে তিনি সেখানে সহকারী বার্তা-সম্পাদক হিসাবে যোগ দেন। ১৯৫৪ খ্রী. থেকে 'ইত্তেফাক' পত্রিকায় সাংবাদিকতার কাজ গ্রহণ করেন। ২৬.৩.১৯৭১ খ্রী. পাক-বাহিনীর গোলাবর্ষণে 'ইত্তেফাক ভবন' অগ্নিদগ্ধ হয়। 'দৈনিক ইত্তেফাক' ও 'দৈনিক সংবাদ'-এর নিজস্ব সংবাদদাতা ও জামালপুরের সংগ্রামী ন্যাপনেতা আহসান আলীও আল-বদর বাহিনীর হাতে নৃশংসভাবে নিহত হন। [১৫২]

সিরাজুল হক খান, ড. (১৯২৪ - ১৪.১২. ১৯৭১) সাতকুচিয়া—নোয়াখালী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইন্‌স্টিটিউটের অধ্যাপক এবং পূর্ব-পাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধ-কালে পাক ফৌজের নিয়োজিত আল-বদর দস্যুদের দ্বারা নিহত বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম। তিনি ১৯৪৩ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিস্টিংসন সহ বি.এ. পাশ করে ২ বছর সরকারী কাজ করার পর ফুলগাজী হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে যোগ দেন। ১৯৪৯ খ্রী. বি.টি. পাশ করে বিভিন্ন সরকারী স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৯৬৬ খ্রী. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এড. এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলেরেডো স্টেট কলেজ থেকে 'ডক্টর অফ এডুকেশন' ডিগ্রী লাভ করেন। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইন্‌স্টিটিউটের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। তিনি আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ছিলেন। তাঁর লিখিত ইংরেজী, বাংলা ও ইতিহাসের অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তক আছে। শিক্ষা ও গবেষণা ইন্‌স্টিটিউটের অধ্যাপক ডক্টর মো. সাদত আলী ও শিক্ষক মোহাম্মদ সাদেকও ঐ সময়ে পাক-বাহিনীর হাতে নিহত হন। [১৫২]

সীতা দেবী ১ (১৫শ শতাব্দী) ফুলিয়া—নদীয়া(?)। নৃসিংহ ভাদুড়ী। স্বামী বৈষ্ণবপ্রবর অদ্বৈত আচার্য। তাঁর ভগিনী শ্রীদেবী অদ্বৈত আচার্যের অপর স্ত্রী। সীতাদেবী চৈতন্য-জননী শচীমাতার গুরুপত্নী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি বহু সাধু-বৈষ্ণবকে দীক্ষা দান করেন। লোকনাথ দাস রচিত 'সীতাচরিত্র' কাব্যে তাঁর জীবনকথা ও মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। [৩]

সীতা দেবী ২ (১০.৪.১৮৯৫ - ২০.১২.১৯৭৪) কলিকাতা। প্রখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। আদি নিবাস বাঁকুড়া। সীতা দেবী ও তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনী শান্তা দেবীর রচনা এককালে বাঙলাদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল। প্রথম তের বছর পিতার কর্মস্থল এলাহাবাদে কাটে। এলাহাবাদে মেয়েদের ভাল স্কুল না থাকায় গৃহশিক্ষকের কাছে দুই বোনের শিক্ষা শুরু হয়। সাংবাদিক পিতাকে ঘিরে যে সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় তার মধ্যে তাঁরা বড় হয়ে ওঠেন। ১৯০৮ খ্রী. এলাহাবাদের বাস উঠিয়ে পিতা কলিকাতায় ফিরলে তিনি বেথুন স্কুলে ভর্তি হন। ১৯১২ খ্রী. ম্যাট্রিক ও ১৯১৬ খ্রী. ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বি.এ. পাশ করেন। এর আগেই দুই বোনে মিলে হিন্দুস্থানী উপকথার অনুবাদ করেন।

১৯১৭ খ্রী. থেকে প্রায় দুই বছর পিতার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে থাকা কালে রবীন্দ্রনাথের ও ঠাকুর পরিবারের নিকট-সংস্পর্শে আসেন। ২৮.৯.১৯২৩ খ্রী. 'কল্লোল' ও 'প্রবাসী' যুগের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক সুধীরকুমার চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের পর স্বামীর সঙ্গে প্রায় ৬ বছর রেঙ্গুনে থাকেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর সাহিত্য-জীবনের সূত্রপাত। প্রবাসীতে গল্প লিখতেন। দুই বোনে মিলে সংযুক্তা দেবী নাম দিয়ে 'উদ্যানলতা' নামে প্রথম উপন্যাস রচনা করেন। এরপর শিশু-পাঠ্য অনেক বই লেখেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপ-ন্যাস : 'মাটির বাসা', 'পরভৃতিকা', 'মহামায়া', 'ক্ষণিকের অতিথি', 'বন্যা', 'জন্মস্বত্ব', 'মাতৃঋণ' প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে তাঁর স্মৃতিচারণা 'পুণ্যস্মৃতি' শেষ-বয়সের রচনা। তিনি নিজের ও শান্তা দেবীর অনেক গল্প ইংরেজীতে অনুবাদ করে-ছেন। সেই গল্পগুলি 'টেলস্ অফ বেঙ্গল' নামে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৬০ খ্রী. কলিকাতায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মহিলা দিবসের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবে তিনি সভানেত্রী ছিলেন। [১৭,১৮]

সীতারাম ন্যায়াচার্য-শিরোমণি, মহামহোপাধ্যায় (১৮৬৪ - ৫.৬.১৯২৮) কাইগ্রাম—বর্ধমান। নবীন-চন্দ্র তর্কালঙ্কার। রাঢ়ীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ। পিতার নিকট সংস্কৃত কাব্য ও ব্যাকরণ পাঠ করেন। তারপর নবদ্বীপে ভুবনমোহন বিদ্যারত্নের কাছে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করে 'বঙ্গবিবুধজননী সভা'র ন্যায়ের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও 'তর্করত্ন' উপাধি লাভ করেন। ১৮৯৬ খ্রী. ঐ সভা তাঁকে সর্বোচ্চ উপাধি 'ন্যায়াচার্য-শিরোমণি' দান করে সম্মানিত করে। এর আগেই কলিকাতা অ্যাসোসিয়েশনের ন্যায়শাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 'তর্কতীর্থ' উপাধি পেয়েছিলেন। তারপর তিনি কাশীতে যান এবং সেখানে স্বামী বলরাম ও স্বামী বিশুদ্ধানন্দের নিকট অনেকদিন বেদান্ত অধ্যয়ন করে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। কর্মজীবন আরম্ভ হয় মুর্শিদাবাদে 'মুর্শিদাবাদ মঠ' নামে (১৩০২ ব.) তাঁরই প্রতি-ষ্ঠিত চতুষ্পাঠীতে। সেখানে ১৪ বছর অধ্যাপনা করে ১৩১৬ ব. তিনি নবদ্বীপে আসেন ও দেয়ারা-পাড়ার বনে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা শুরু করেন। এই চতুষ্পাঠী পরে 'আরণ্যচতুষ্পাঠী' নামে পরিচিত ও বিখ্যাত হয়েছিল। এখানে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে কাশীবাসী মহামহোপাধ্যায় বামাচরণ ন্যায়াচার্য অন্যতম। ১৯১৩ খ্রী. তিনি বর্ধমানরাজ কর্তৃক 'বিদ্বৎশোভিনী সভা'র সভ্য মনোনীত হন। ১৯২১ খ্রী. বাঙলা সরকার তাঁকে সংস্কৃত শিক্ষা-বিভাগের কার্যনির্বাহক সভার সদস্য করেন এবং ঐ বছরই তিনি 'বঙ্গীয় বেদসভা'র সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯২২ খ্রী. থেকে আমৃত্যু কুচবিহার রাজ-পরিবারের সর্ববিধ মাঙ্গলিক কার্যের জন্য উপ-দেষ্টার পদে বৃত ছিলেন। তাঁর রচিত সংস্কৃত গ্রন্থাদির সংখ্যা প্রায় শতাধিক। তার মধ্যে রবীন্দ্র-নাথের গীতাঞ্জলির অনুবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই অনুবাদ পণ্ডিত-সমাজে বিশেষ সমাদৃত হয়ে-ছিল। বাংলা ভাষায় তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম— 'হরিবাসরসঙ্গীত'। ১৯২০ খ্রী. তিনি 'মহা-মহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। [১৩০]

সীতারাম রায় (১৭৫৭/৫৮ - ?) ভূষণা— যশোহর। উদয়নারায়ণ। সীতারাম ঢাকায় আরবী ও ফরাসী ভাষা এবং সামরিক বিদ্যা শেখেন। মহম্মদ আলী নামক জনৈক ফকির তাঁর শিক্ষাগুরু ছিলেন। পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত জমিদারীর সাহায্যে সৈন্যসংখ্যা বর্ধিত করে স্বয়ং 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করে বাঙলার সুবাদার মুর্শিদকুলি খাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকেন। মুর্শিদকুলি কয়েকবার তাঁকে দমনের চেষ্টা করেও অপারগ হন। ফলে তিনি সর্ববিষয়েই স্বাধীন রাজার মত চলতে থাকেন। কিন্তু পরে তিনি ঐশ্বর্যমদে মত্ত হয়ে ওঠেন। ফলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। সেই সুযোগে নবাব সৈন্য তাঁর বাসগ্রাম মহম্মদপুর আক্রমণ করে তাঁকে পরাজিত ও বন্দী করে। তাঁর মৃত্যু-বিষয়ে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কারও মতে তাঁকে শূলে দেওয়া হয় ও কারও মতে তিনি আত্মহত্যা করেন। তিনি অনেক মন্দির নির্মাণ ও জলাশয় খনন করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' উপ-ন্যাসের তিনি নায়ক। [২,৩,২৫,২৬]

সুকান্ত ভট্টাচার্য (৩০.৪.১৩৩৩ - ২৯.১. ১৩৫৪ ব.) কলিকাতা। নিবারণচন্দ্র। আদি নিবাস কোটালিপাড়া—ফরিদপুর। বেলেঘাটা দেশবন্ধু হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন (১৩৫২ ব.)। মাত্র ২১ বছর বয়সে এই প্রতিভাধর কবির দেহান্ত হলেও সামান্য কয়েক বছরের মধ্যে অত্যাশ্চর্য কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়ে অশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। পারিবারিক পরিবেশ মানসিক বিকাশের অনুকূল ছিল না, তার উপর ছিল নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের অভাব-অনটন। তাঁর কবি-জীবনের মধ্যে ঘটেছে বাঙলাদেশে দুর্ভিক্ষ আর যুদ্ধজনিত হাহা-কার। দারিদ্র্য আর ব্যর্থতার হতাশা বুকে নিয়ে অক্ষম দেহে তিনি অক্লান্ত ভঙ্গিতে লিখে গেছেন। কমিউনিস্ট পার্টির কাজ করেছেন আর ব্যাধির আক্রমণে দিন-দিন ক্ষয়গ্রস্ত হয়েছেন। তবুও প্রচণ্ড প্রাণশক্তি নিয়ে অপূর্ব এবং আশ্চর্য কবিতা রচনা

করে গেছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—'আমাদের মধ্যে জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে মুখর করে তোলার তপস্যায় সুকান্ত তাঁর বাঙ্ময় জীবনকে আহুতি দিয়েছেন'। অধুনালুপ্ত দৈনিক পত্রিকা 'স্বাধীনতা'র কিশোরসভা অংশের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ 'ছাড়পত্র', 'ঘুম নেই' ও 'পূর্বাভাস' বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য অবদান। তাঁর অন্যান্য রচনা : 'মিঠেকরা', 'অভিযান', 'হরতাল' ও 'গীতিগুচ্ছ'। ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পিসঙ্ঘের পক্ষে তিনি 'আকাল' কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেন। [৩,৭,২৬]

সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়[১] (১৯১৩ - ১৫.১১.১৯৩৮) কুষ্টিয়া—নদীয়া। ছাত্রাবস্থায় আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। পরে দামোদর ক্যানাল ট্যাক্স-বিরোধী আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ক্রমে কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগদান করেন এবং আসানসোল কলিয়ারী মজদুর ইউনিয়নের সহযোগী সম্পাদক হন। বার্নপুর ইস্পাত কারখানার শ্রমিক ধর্মঘটে অপরিসীম পরিশ্রম করেন। রানীগঞ্জ পেপার মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সংগঠক ছিলেন। এখানে ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিনে পিকেটিংরত অবস্থায় পুলিসের লরীর ধাক্কায় তিনি মারা যান। [৭৬]

সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়[২] (১৯১১ ? - ১৯৫৮)। চিত্রপরিবেশক ও এইচ.এন.সি. প্রডাকশন্সের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। আইন অমান্য আন্দোলনের প্রাক্কালে ছাত্রাবস্থায় কারাবরণ করেন। সাংবাদিক হিসাবে কর্মজীবন শুরু। 'খেয়ালী' ও 'ভ্যারাইটিজ' নামে তদানীন্তন বিখ্যাত দুইটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। কিছুদিন ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সিনেমা টাইম্‌স্'-এর পরিচালক ছিলেন। এরপর চিত্রব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করে চিত্রপরিবেশনায় ও চিত্রনির্মাণক্ষেত্রে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর প্রযোজিত ছবিগুলির মধ্যে 'মন্ত্রশক্তি', 'কঙ্কাবতীর ঘাট', 'একটি রাত' ও 'পৃথিবী আমারে চায়' উল্লেখযোগ্য। তিনি বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট্‌স্ অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহক সমিতির একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। [১৬]

সুকুমার মিত্র (১৮৮৫ - ১৯.৬.১৯৭৩)। পিতা কৃষ্ণকুমার মিত্র বঙ্গ-ভঙ্গ-রোধ আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন। সুকুমার অল্প বয়সেই শ্রীঅরবিন্দের বার্তাবাহক হিসাবে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। তিনি Anti-Circular-Society ও তদানীন্তন অন্যান্য বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। বাঙলার অরবিন্দ যুগের ঘটনাবলীর তিনি ছিলেন অন্যতম ভাণ্ডারী। 'বিপ্লবী নিকেতনে'র প্রতিষ্ঠা থেকে (১৯৬৮) এই অকৃতদার বিপ্লবী আমৃত্যু সেখানে বাস করেন। [১৪৯]

সুকুমার রায় (১৮৮৭ - ১৯২৩) কলিকাতা। সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বাঙলার এক বিশিষ্ট ও খ্যাতনামা পরিবারে জন্ম। পিতা শিশু-সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী। মাতা বিধুমুখী ছিলেন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মনেতা দ্বারকানাথ ও ভারতের প্রথম মহিলা চিকিৎসক কাদম্বিনী গাঙ্গুলির কন্যা। ভ্রাতা ও ভগিনীরাও বহুখ্যাত। সুখলতা রাও, পুণ্যলতা চক্রবর্তী ও লীলা মজুমদারের নামের সঙ্গে বাঙলার শিশুমাত্রই পরিচিত। জ্যেষ্ঠতাত সারদারঞ্জন বাঙলার ক্রিকেট খেলার জনক বলে পরিচিত। সব মিলিয়ে একটি বিশিষ্ট ও শিক্ষিত উদার পরিবারের আবহাওয়ায় সুকুমার রায় বড় হয়েছেন। ছুটিতে এই পরিবার দেশের বাড়িতে যেতেন। মসুয়ার (ময়মনসিংহ) বাড়ির পাশে ছিল নদী। বৃহৎ পরিবারটি বায়ু পরিবর্তনের জন্য গিরিডি, মধুপুর, চুনার, পচম্বা, দার্জিলিংয়ে গেলেই শিল্পী পিতা ছবি আঁকতে বসতেন। সেই থেকে বালক সুকুমারও ছবি আঁকা শেখেন। ক্রমে মুখে মুখে মজার ছড়া বানানো আর ছবি আঁকার সঙ্গে সঙ্গে ফোটোগ্রাফীর চর্চাও শুরু হয়। পিতা উপেন্দ্রকিশোর ও পিসেমশাই 'কুন্তলীন'-খ্যাত এইচ্. বোস বা হেমেন্দ্রমোহন ফোটোগ্রাফীর চর্চা ও বৈজ্ঞানিক অনুশীলন করতেন। সিটি স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করেন। রসায়নে অনার্সসহ প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। তখন থেকে নাটক অভিনয় ও ছোটদের হাসির নাটক লেখায় উৎসাহ আসে। এসময়ে সৃষ্ট হয় তাঁর 'নন্‌সেন্স ক্লাব'। ক্লাবের মুখপত্র ছিল 'সাড়ে-বত্রিশ-ভাজা'। ক্রমে বি.এস-সি. পাশ করেন। ১৯১১ খ্রী. ফোটোগ্রাফী ও প্রিন্টিং টেক্‌নোলজিতে উচ্চশিক্ষার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গুরুপ্রসন্ন ঘোষ স্কলারশিপ' লাভ করে বিলাত যান। বিলাত যাবার কিছু আগে শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের সহ-অভিনেতারূপে 'গোড়ায় গলদ' নাটকে অভিনয় করেছিলেন। এসময় স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব তাঁর ওপর পড়ে। স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার সম্পর্কে স্বভাবসিদ্ধ হাসির গান লেখেন—'আমরা দিশী পাগলার দল...দেখতে খারাপ, টিকবে কম, দামটা একটু বেশী/তা হোক্ না, তাতে দেশেরই মঙ্গল'। লণ্ডন পৌঁছে স্কুল অফ ফোটো এনগ্রেভিং অ্যাণ্ড লিথোগ্রাফিতে ভর্তি হন। পরের বছর ম্যাঞ্চেস্টার স্কুল অফ টেক্‌নোলজির বিশেষ ছাত্ররূপে ভর্তি হয়ে এখানে পিতার উদ্ভাবিত হাফটোন পদ্ধতি প্রদর্শন করে তার কার্যকারিতা প্রমাণ করেন। প্রবাসে তাঁর যা-কিছু দেখার বা শেখার

ছিল, সবই তিনি করেন। East and West Society-র ডাকে প্রবন্ধ পাঠ করেন—'The Spirit of Rabindranath'। প্রবন্ধটি 'Quest' পত্রিকায় ছাপা হলে বক্তৃতার জন্য নানা সভায় নিমন্ত্রণ পান। বিলাত বাসকালে তিনি সাপ্রোজেট আন্দোলন প্রত্যক্ষ করেন। বিলাত থেকে প্রায় প্রত্যেক সংখ্যায় গল্প, কবিতা ও আঁকা ছবি 'সন্দেশ' পত্রিকায় পাঠাতেন। ১৯১৩ খ্রী. F.R.P.S. উপাধিসহ দেশে ফেরেন। তাঁর আগে আর কোন ভারতীয় এই উপাধি পান নি। দেশে ফিরে পিতার ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান 'ইউ. রায়. অ্যাণ্ড সন্স'-এ যোগ দেন। এইসময় বিবাহ হয়। ১৯১৫ খ্রী. পিতার মৃত্যুর পর অনুজ সহ ব্যবসায় পরিচালনা করেন। এই সময় গুণিমণ্ডলী ঘিরে সৃষ্টি হয় তাঁর 'মানডে ক্লাব'। লোকে ঠাট্টা করে বলত 'মণ্ডা ক্লাব'। আলোচনা ও পাঠের সঙ্গে প্রচুর ভূরিভোজের বন্দোবস্ত থাকতো বলেই এই নাম। সভ্যদের মধ্যে ছিলেন—কালিদাস নাগ, অতুলপ্রসাদ সেন, নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। স্বল্পকালীন জীবনে তিনি বিভিন্ন রকম লেখা ও রেখায় বাঙলা দেশের শিশুচিত্ত জয় করে নিয়েছিলেন। তাঁর রচনাবলীকে এই কয়েকটি বিভাগে ভাগ করা যায়—কাব্য, নাটক, গল্প ও প্রবন্ধ। কাব্যগ্রন্থ—'আবোল তাবোল', 'খাই খাই'; প্রবন্ধ—'অতীতের ছবি', 'বর্ণমালাতত্ত্ব'; ৭টি নাটক—'অবাক জলপান', 'ঝালাপালা', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'হিংসুটি', 'ভাবুকসভা', 'চলচ্চিত্তচঞ্চরি' ও 'শব্দকল্পদ্রুম'। 'হ-য-ব-র-ল', 'পাগলা দাশু', 'বহুরূপী' তাঁর গল্পসংগ্রহ। এছাড়া ইংরেজী ও বাংলায় রচিত কিছু গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ আছে। ডাইরীর আকারে একটি অপ্রকাশিত রসরচনা : 'হেসোরামের ডাইরী'। তাঁর প্রখর কল্পনাশক্তি ও রসিক মনের অপরূপ ভাষায় লেখা রচনার সঙ্গে তাঁর আঁকা ছবিগুলিও অতুলনীয়। উল্লিখিত রচনাগুলি ছাড়াও বহু ছবি, কবিতা ও প্রবন্ধ নানা পত্রপত্রিকায় ও নানাভাবে ছড়িয়ে আছে। সুগায়ক ও সুঅভিনেতা হিসাবেও তিনি খ্যাতিমান ছিলেন। [৩,৮৪]

সুকুমার সেন (২.১.১৮৯৮ - ১৯৬৩)। ১৯২১ খ্রী. আই.সি.এস. পরীক্ষা পাশ করেন। ১৯২২ খ্রী. থেকে ১৯৪৭ খ্রী. পর্যন্ত শাসন-বিভাগীয় নানা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যসচিব, স্বাধীন ভারতের প্রথম নির্বাচন কমিশনার, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য, দণ্ডকারণ্য সংস্থার চেয়ারম্যান প্রভৃতি দায়িত্বশীল পদে কাজ করেছেন। আন্তর্জাতিক ইলেক্শান কমিশনের সভাপতিরূপে ১৯৫৩ খ্রী. সুদানে সাধারণ নির্বাচন পরিচালনা করে অভূতপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তারই স্বীকৃতিস্বরূপ সুদানের একটি প্রধান রাজপথ তাঁর নামাঙ্কিত করা হয়। ১৯৫৪ খ্রী. তিনিই প্রথম ভারতীয় নাগরিকরূপে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধি পান। যন্ত্র ও রবীন্দ্রসঙ্গীতেও পারদর্শী ছিলেন। নির্বাচন পরিচালন সম্পর্কে তাঁর রচিত গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। [৫]

সুকৃতি সেন (? - ৯.৪.১৯৭২)। দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের গায়ক ও সুরকার। কলিকাতায় বহু অনুষ্ঠানে অভ্যুদয় গীতিনাট্যে গান করতেন। এই গীতিনাট্যের সুর তিনিই দিয়েছিলেন। দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের প্রচারকল্পে এক সময় তিনি পার্কে পার্কে গান গেয়ে বেড়িয়েছেন। গ্রামোফোন রেকর্ড এবং সিনেমাতেও তিনি বহু সঙ্গীতের সুরারোপ করেন। [১৭]

সুখময় রায়, মহারাজা (? - ১১.১.১৮১১)। ধনকুবের সুখময় ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গলের প্রথম বাঙালী ডিরেক্টর। জনহিতকর কাজে প্রচুর দান করতেন। উলুবেড়িয়া থেকে পুরীর সিংহদ্বার পর্যন্ত সুবিস্তৃত পথ তাঁর অর্থ-সাহায্যে নির্মিত হয়েছিল। কলিকাতা পোস্তার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নকুধর তাঁর মাতামহ ছিলেন। তিনি স্যার ইলাইজা ইম্পের দেওয়ানী করে মাতামহের ত্যক্ত সম্পত্তি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করেছিলেন। দিল্লীর বাদ্শাহের কাছ থেকে 'মহারাজা' উপাধি লাভ করেন ও পালকি ব্যবহারের অনুমতি পান। [৩১,৬৪]

সুখরঞ্জন রায় (১২৯৬ - ১৩৭০ ব.)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও রবীন্দ্র সাহিত্য-সমালোচনার অন্যতম পথিকৃৎ। মূলত তিনি কবি ছিলেন। ১৯১৩ খ্রী. 'কবি দেবেন্দ্রনাথের কাব্য' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অগ্রণী সমালোচক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯১৮ খ্রী. তাঁর লিখিত 'কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক বিখ্যাত প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে 'প্রতিভা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'প্রবাসী', 'নব্য-ভারত', 'বিচিত্রা', 'সাহিত্য' প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। 'জ্যোতিঃপিপাসু' ছদ্মনামে তিনি প্রবাসীতে বিভিন্ন পুস্তকের সমালোচনা লিখতেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'শুক্লা' (১৩১৭ ব.), 'মায়াচিত্র' (১৩১৮ ব.), 'আকাশপ্রদীপ' (আখ্যায়িকা-মূলক কাব্য), 'হিমানী' (গল্প) প্রভৃতি। [৬]

সুখরঞ্জন সমাদ্দার, অধ্যাপক (জানু. ১৯০৮ - এপ্রিল ১৯৭১) বানারিপাড়া—বরিশাল। কার্তিকচন্দ্র। বাইশহারী স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, বরিশাল বি.এম. কলেজ থেকে আই.এ. এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে বি.এ. পাশ

করেন। ঢাকার জগন্নাথ কলেজে আট বছর অধ্যাপনা করেন। পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পূর্ব-বাংলার মুক্তিযুদ্ধকালে পাক সামরিক বিভাগের নিয়োজিত আল-বদর বাহিনীর হাতে অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের মত তিনিও নির্মমভাবে নিহত হন। [১৬৪]

সুখলতা রাও (১৮৮৬ - ৯.৭.১৯৬৯) কলিকাতা। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। কলিকাতা ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় ও বেথুন কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ১৯০৭ খ্রী. কটকের ডা. জয়ন্ত রাও-এর সঙ্গে বিবাহ হয়। বিবাহের পর স্বামীর সঙ্গে সমাজসেবায় ব্রতী হয়ে 'কাইজার-ই-হিন্দ' পদক পান। বাংলা ও ইংরেজীতে প্রায় ২০টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'আলিবুলির দেশে', 'গল্পের আলো', 'আজব দেশের রূপকথা', 'নতুন ছড়া', 'নিজে পড়', 'নিজে শেখ', 'খেলার পড়া', 'New Steps', 'ঈশপের গল্প', 'হিতোপদেশের গল্প' প্রভৃতি। শিশু সাহিত্য সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত ও তাঁর রচিত 'নিজে পড়' গ্রন্থটির জন্য ১৯৫৬ খ্রী. লেখিকা, প্রকাশক ও মুদ্রাকর ভারত সরকারের প্রথম পুরস্কার পান। এছাড়াও তাঁর রচিত আরও কয়েকটি গ্রন্থ পুরস্কৃত হয়েছে। ইংরেজীতেও কবিতা এবং ছড়া লিখতেন। তাঁর রচিত ইংরেজী কবিতা-গ্রন্থ : 'ফিলিং সাইটস্'। ইংরেজী গ্রন্থগুলোতে তাঁর অঙ্কিত ছবি আছে। তাঁর অনুজা পুণ্যলতা চক্রবর্তী (১৮৯০ - ১৯৭৪) সুসাহিত্যিকা ছিলেন। পুণ্যলতার রচিত 'ছেলেবেলার দিনগুলি' বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। [৩,১৭]

সুখেন ভট্টাচার্য (? - ২৪.৪.১৯৫০) পূর্ব-বাংলা। রাজশাহী জেলে বন্দী ছিলেন। ২৪.৪.১৯৫০ খ্রী. জেলের মধ্যে পুলিশ গুলি চালনায় তিনি নিহত হন। ঐ দিন নিহত শহীদদের মধ্যে ছিলেন আনোয়ার হোসেন, কম্পরাম সিংহ, দেলোয়ার হোসেন, বিজন সেন, সুধীন ধর, হানিফ শেখ প্রভৃতি। ঐ বছরই খুলনা জেলে রাজবন্দী ফণী শূরের মৃত্যু হয় এবং বিষ্ণু বৈরাগীকে জেলের মধ্যে পিটিয়ে মারা হয়। [৭১]

সুখেন্দুবিকাশ দত্ত[১] (১৯১৪? - ২৭.১০.১৯২৯) শ্রীপুর—চট্টগ্রাম। ম্যাট্রিক ক্লাশের প্রতিভাবান ছাত্র এবং চট্টগ্রাম কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। ২১.৯.১৯২৯ খ্রী. চট্টগ্রাম কংগ্রেস কমিটির সাধারণ অধিবেশনের পর অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে বাড়ি ফেরবার সময় ছুরিকাহত হয়ে পরে মারা যান। তিনি সূর্য সেনের বিপ্লবী চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের সদস্য ছিলেন। তাঁহার বিপ্লবী প্রফুল্লবিকাশ দত্ত তাঁর অগ্রজ। [৬]

সুখেন্দুবিকাশ দত্ত[২] (? - ৬.১১.১৯৫৮) ছনহরা—চট্টগ্রাম। সেগুনবাগান ডাকাতির 'চার্জ' কারাবাসের পর বিনা বিচারে চট্টগ্রাম জেলে বন্দী ছিলেন। চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের নেতা মাস্টারদা (সূর্য সেন)-কে গোপনে আশ্রয় দেন। এই অপরাধে ধরা পড়ে তাঁকে বহরমপুর জেলে বন্দী করা হয়। মুক্তির পর প্রকাশ্য রাজনীতিতে যোগ দেন। [১৬]

সুচারু দেবী, মহারানী (১৮৭৪ - ?) কলিকাতা। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র। স্বামী—ময়ূরভঞ্জের মহারাজা রামচন্দ্র ভঞ্জদেও। কাব্য, সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। তাঁর অঙ্কিত বহু চিত্রে অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। 'বিচিত্রিকা' পত্রিকা পরিচালনা করেন। সমাজকল্যাণমূলক কাজেও তিনি লিপ্ত ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'ভক্তি-অর্ঘ্য' ও 'সুগীত'। [৬৬]

সুচেতা কৃপালনী (১৯০৮ - ১.১২.১৯৭৪) অম্বালা। পিতা এস. এন. মজুমদার ছিলেন পাঞ্জাব-প্রবাসী বাঙালী ডাক্তার। পাঞ্জাবের লাহোর শহরে শিক্ষালাভ। ১৯২৯ খ্রী. দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম.এ. পাশ করেন। ১৯২৯ - ৩৯ খ্রী. পর্যন্ত কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকেন। ১৯৩৬ খ্রী. কংগ্রেসের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আচার্য কৃপালনীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় এবং তখন থেকেই রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নিতে থাকেন। ১৯৩৯ খ্রী. তিনি কংগ্রেসের বৈদেশিক-বিষয়ক সম্পাদক-রূপে নিযুক্ত হন। ১৯৪১ খ্রী. নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির মহিলা দপ্তরে সম্পাদক হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজে বিশেষ নৈপুণ্যের জন্য এবং সবরকম কঠিন ও কঠোর কাজের জন্য তিনি প্রশংসিত হন। এ সময় থেকে পারিবারিক জীবন মুক্ত করে তিনি ঘন ঘন কারা-জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। ১৯৪৪ খ্রী. তিনি 'কস্তুরবা মেমোরিয়াল ট্রাস্ট'-এর সাধারণ-সম্পাদক ও উত্তরপ্রদেশ থেকে ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ খ্রী. সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিধ্বস্ত নোয়াখালিতে তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে গিয়ে সেবাকার্য চালান। তাঁর সম্বন্ধে গান্ধীজী লিখেছিলেন, 'a person of rare courage and character who brought credit to Indian womanhood'। দেশ স্বাধীন হবার পর উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে তাঁর প্রশংসনীয় ভূমিকা ছিল। ১৯৪৭ - ৫১ খ্রী. পর্যন্ত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির

সুধীন্দ্র বসু (? - ২৬.৫.১৯৪৫)। তিনি আমেরিকায় ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিচালকগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন এবং প্রায় ৩০ বছর অধ্যাপনা করেন। [৫]

সুধীরকুমার ঘোষ (১৯০৫ ? - ২৪.৪.১৯৭০) আমড়াডাঙ্গা—চব্বিশ পরগনা। যাদবপুর কলেজ থেকে ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে ইলেক্‌ট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টর হিসাবে ব্যবসায়ী মহলে প্রচুর সুনাম অর্জন করেন। তিনি ভারতবর্ষে প্রেক্ষণ-বিষয়ক যন্ত্রাদি (optical instruments) নির্মাণের পথিকৃৎ। [১৬]

সুধীরকুমার চ্যাটার্জি, রেভারেন্ড (? - ১২.৪.১৯৬৬)। সুধীরকুমার ১৯১১ খ্রী. আই.এফ.এ. শীল্ড বিজয়ী খেলোয়াড়দের অন্যতম। এই খেলায় মোহনবাগান দলে লেফ্‌ট্‌-ব্যাকে খেলার সময় তিনিই একমাত্র বুট-পরা খেলোয়াড় ছিলেন। মোহনবাগানের আগে তিনি ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশনে খেলতেন। নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়ের নির্দেশে তিনি শুধু পায়ে ফুটবল খেলা ছেড়ে বুট ধরেন। হাঁটুতে আঘাত পাওয়ায় ১৯১৩ খ্রী. ফুটবল থেকে তিনি অবসর নেন। কলিকাতা বিশপস্‌ কলেজে ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। মোহনবাগান দলে যখন খেলতেন তখন লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি কলেজে ইংরেজী ও ইতিহাসের সুপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক ছিলেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শিক্ষা করে কিছুদিন ট্রিনিটি কলেজে লেক্‌চারার-এর কাজ করেন। দেশে ফিরে ডায়মণ্ডহারবার রোডে বিষ্ণুপুরে আবাসিক বিদ্যালয় 'শিক্ষা-সদন' প্রতিষ্ঠা করেন এবং দীর্ঘকাল তার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ভারতবর্ষীয় চার্চ অফ ইংল্যাণ্ডে তাঁর পদ বিশেষ উচ্চে ছিল। রেভারেণ্ড এবং রাইট রেভারেণ্ডের ধাপ পেরিয়ে শেষ-জীবনে তিনি ছিলেন দি ভেরি রেভারেণ্ড ডক্টর (ডক্টর অফ ডিভিনিটি)। বেঙ্গল ক্রিশ্চিয়ান কাউন্সিলের সম্পাদক এবং পরে সভাপতি এবং ইউনাইটেড চার্চ অফ নর্দার্ন ইণ্ডিয়ার মডারেটার ছিলেন। আন্তর্জাতিক মিশনারী সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। [১৫৬]

সুধীরকুমার সেন (১৮৮৮ - ২৮.৮.১৯৫৯) বাসণ্ডা—বরিশাল। চণ্ডীচরণ। ডা. নীলরতন সরকারের জামাতা। তিনি ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বি.এ. পাশ করেন। ভারতবর্ষে সাইকেলের ব্যবসায়ে এবং সাইকেল নির্মাণ ও বিকাশে তাঁর যথেষ্ট অবদান আছে। সুধীরকুমারের প্রচেষ্টায় ও রামচন্দ্র পণ্ডিতের সহায়তায় ১৯০৯ খ্রী. প্রতিষ্ঠিত 'সেন অ্যাণ্ড পাণ্ডিত কোং' অল্পদিন পরেই সুধীরকুমারের মালিকানায় চলে আসে। সাইকেলের প্রচলন বৃদ্ধির জন্য তিনি ১৯১৭ খ্রী. 'ইণ্ডিয়ান সাইকেল অ্যাণ্ড মোটর জার্নাল' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। মার্কেটিং ও সেল্‌স্‌ম্যানশিপের রাজা সুধীরকুমারের প্রকৃত ব্যবসায়ী-জীবনের সূচনা হয়েছিল ১৯১২ খ্রী. বিলিতী সাইকেল-শিল্পপতিদের আয়োজিত বাণিজ্যিক সম্মেলন উপলক্ষে তাঁর প্রথম ইংল্যাণ্ড সফরের সঙ্গে সঙ্গে। উত্তরকালে প্রতি-বছর ইংল্যাণ্ড, জার্মানী ও আমেরিকায় সওদা করতে বেরোতেন। বাণিজ্যব্যপদেশে জার্মানীতে যান এবং সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। আসানসোলের সংলগ্ন কন্যাপুরে ১৯৫২ খ্রী. সেন-র‍্যালে ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা তাঁর অক্ষয় কীর্তি। ১৯৪১ খ্রী. শ্বশুরের অনুরোধে তিনি ন্যাশনাল ট্যানারির কর্মভার হাতে নিয়ে তার উন্নতিবিধানে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন। [৪,১৭]

সুধীরচন্দ্র দে। ফুলতলার আলকা—খুলনা। তিনি যশোহর-খুলনার প্রথম যুগের বৈপ্লবিক সংগঠনের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। কলিকাতা অনুশীলন সমিতির সদস্যপদ পেয়ে খুলনায় স্বগ্রামে দলের শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। পরে যুগান্তর সমিতিতে যোগ দেন। তাঁর নেতৃত্বে ক্রমশ পার্শ্ববর্তী যশোহর জেলায়ও দলের শাখা বিস্তৃত হয়। প্রথমে ডাকাতির অভিযোগে তিনি গ্রেপ্তার হন; পরে যশোহর ষড়যন্ত্র মামলায় ১৯১০ খ্রী. তাঁর পাঁচ বছরের দ্বীপান্তর কারাদণ্ড হয়। ১৯৩১ খ্রী. ফরিদপুরে বোমা ও পটকা সহ ধরা পড়ে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। [১৩৯]

সুধীরচন্দ্র সরকার (১৮৯৪ - ১৯৬৮) বহরমপুর—মুর্শিদাবাদ। মহিমচন্দ্র। বিচার বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী পিতার সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে বাল্য-জীবন কাটে। ১৯০৭ খ্রী. এণ্ট্রান্স ও পরে আইন পাশ করেন। সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় 'ভারতী' পত্রিকায়। ক্রমে 'সুপ্রভাত', 'যমুনা', 'জাহ্নবী', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি বিখ্যাত পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। 'যমুনা' পত্রিকার সূত্রে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং আজীবন তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ ছিল। সুকিয়া স্ট্রীটে সাহিত্যিক গোষ্ঠীর আড্ডায় তিনি বাঙলার খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচিত হন। এই আড্ডায় বসে শিশু মাসিক 'মৌচাক' পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করেন। ১৩২৪ ব. 'মৌচাক' প্রকাশিত হয়। পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত পুস্তক প্রকাশনা ব্যবসায়ে যোগ দিয়ে বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এখান থেকেই 'নাচঘর' পত্রিকার সূচনা হয়। 'হিন্দুস্থান ইয়ার

বুক' সঙ্কলন ও প্রকাশ তাঁরই কর্মতৎপরতার পরিচয়। ১৯৫২ খ্রী. প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে শিশুসাহিত্য বিভাগের তিনি সভাপতি হয়েছিলেন। [৪,১৭]

সুধীরচাঁদ হাজরা (১৯১৫ - ২৯.৯.১৯৪২) করক—মেদিনীপুর। গোষ্ঠবিহারী। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে মহিষাদল পুলিস স্টেশন আক্রমণকালে পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

সুধীররঞ্জন খাস্তগীর (২৪.৯.১৯০৭ - ২৭.৫. ১৯৭৪) চট্টগ্রাম। সত্যরঞ্জন। কলিকাতায় জন্ম। পিতার আবাসস্থল গিরিডি থেকে প্রবেশিকা পাশ করে (১৯২৫) শান্তিনিকেতনে আই.এ. পড়তে আসেন। কিন্তু আই.এ. পরীক্ষা না দিয়ে সেখানকার কলাভবনে (নন্দলাল বসুর অধ্যক্ষতা কালে) কয়েক বছর চিত্রাঙ্কনের সঙ্গে ভাস্কর্য শিক্ষা করেন। কলাভবনের পাঠক্রম সমাপ্ত হবার আগেই তিনি ভারত পর্যটনে বেরিয়ে গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া স্কুলে (১৯৩৪) এবং ডেরাডুনের ডুন স্কুলে (১৯৩৬) শিক্ষকতা করেন। এই ডুন স্কুলেই তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় কাটে। মাঝে ১৯৩৭ খ্রী. এক বছরের জন্য ইউরোপ ভ্রমণে যান এবং লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটি অফ আর্টসের ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ খ্রী. লক্ষ্ণৌ-এর সরকারী আর্ট কলেজের অধ্যক্ষের পদে যোগদান করে ১৯৬২ খ্রী. অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর ভাস্কর্য রচনা প্রধানত ব্রোঞ্জ, প্ল্যাস্টার ও কংক্রিটের মাধ্যমেই। বহু মনঃকল্পিত ভাস্কর্যের সঙ্গে বহু বিশিষ্ট বিদেশী ও ভারতীয়ের মুখাকৃতি তিনি রচনা করেন। ভারতের অনেক মিউজিয়মে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর চিত্র ও ভাস্কর্য সংগৃহীত আছে। 'ডান্সেস ইন লিনোকাট', 'পেন্টিংস', 'স্কাল্‌প্‌চারস্‌', 'মাইসেলফ' এবং 'পেন্টিংস অ্যান্ড ড্রইংস' তাঁর চিত্র ও ভাস্কর্য-বিষয়ক সঙ্কলন গ্রন্থ। ১৯৫৮ খ্রী. তিনি 'পদ্মশ্রী' উপাধি দ্বারা সম্মানিত হন। [১৭]

সুধীশ ঘটক (১৯০৫ ? - ২১.১০.১৯৬৬)। লন্ডনে সিনেমাটোগ্রাফিতে ২ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স শেষ করে সেখানেই ১৯৩৪ - ৩৬ খ্রী. অল্প দৈর্ঘ্যের কিছু ছবি তোলেন। তারপর দেশে ফিরে তিনি নিউ থিয়েটার্সে যোগ দেন। ক্যামেরাম্যানরূপে তাঁর প্রচুর খ্যাতি ছিল। পরবর্তী কালে 'ইন্ডিয়ান নিউজ প্যারেড'-এর প্রধান ক্যামেরাম্যান হন। কিছুদিনের জন্য 'ফিল্মস্‌ ডিভিসন'-এর ক্যামেরাম্যান ছিলেন। শেষ-জীবনে বিমল রায় প্রডাক্‌শন্সের তত্ত্বাবধায়ক হন। ফোটোগ্রাফিবিষয়ে তাঁর গবেষণার কথা সুবিদিত। 'রাধারাণী' ও 'পঞ্চায়েত' নামক চিত্রের পরিচালক ও 'প্রেস ফোটোগ্রাফার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর সভাপতি ছিলেন। বিখ্যাত পরিচালক ঋত্বিক ঘটক ও সাহিত্যিক মনীশ ঘটক তাঁরই দুই সহোদর। [১৬]

সুনয়নী দেবী (১৮.৬.১৮৭৫ - ১৯৬২) কলিকাতা। গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা ভগিনী। স্বামী—রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়। সুনয়নী ড্রইং না শিখেও ছবি এঁকে চিত্রাঙ্কন-শিল্পী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। তাঁর কোন ছবিতেই পেন্সিলের দাগ নেই—শুধু রং আর তুলির কাজ। ১২ বছর বয়সে বিবাহ হয়। ৩০ বছর বয়সে ছবি আঁকা শুরু করেন। ছোড়দা অবনীন্দ্রনাথের কাছে দুইটি প্রাথমিক বিষয় শেখেন—মাপজোখ ও কাগজ ভিজিয়ে নিয়ে আঁকা। বিষয়বস্তু দেবদেবীর চিত্র-রূপায়ণ। ১৯২১ খ্রী. স্টেলা ক্রামরিশ এই প্রতিভা আবিষ্কার করেন। ওরিয়েন্টাল সোসাইটির একাধিবেশনে কয়েকবার তাঁর ছবি প্রদর্শিত হয়। ১৯২৬ খ্রী. তাঁর পুত্র বিলাত যাবার সময় মাতার অঙ্কিত কয়েকটি ছবি নিয়ে ইংল্যান্ডে প্রদর্শনী করেন। 'ভগবতী' নামে চিত্রটি বিক্রীত হয়। মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর ও লক্ষ্ণৌ আর্ট গ্যালারীতে সুনয়নীর অঙ্কিত কয়েকটি ছবি আছে। 'অর্ধনারীশ্বর', 'দান' ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত ছবি। পটশিল্পের ক্ষেত্রে কল্পনা ও বাস্তবতার সমন্বয়-সাধন তাঁর শিল্পী জীবনের মহান কীর্তি। [৩, ৪,৩৩]

সুনির্মল বসু (২০.৭.১৯০২ - ২৫.২.১৯৫৭) মালখানগর—ঢাকা। পশুপতি। পিতার কর্মস্থল বিহারের গিরিডিতে জন্ম। বিখ্যাত বিপ্লবী ও সাহিত্যিক মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা তাঁর মাতামহ। ছোটবেলা সাঁওতাল পরগনার মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ তাঁর মনে কবিতা-রচনায় অনুপ্রেরণা জাগায়। রচিত প্রথম কবিতা 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রধানত সরস শিশু-সাহিত্য রচনাকেই সাহিত্যের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। কবিতা রচনা ছাড়াও কিশোর বয়স থেকে চিত্রাঙ্কনেও দক্ষ ছিলেন। ১৯২০ খ্রী. পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কলিকাতার সেন্ট পল্‌স্‌ কলেজে ভর্তি হন। কিছুদিন পর গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে কলেজ ত্যাগ করেন। এরপর অবনীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত আর্ট কলেজে ভর্তি হন। ছড়া, কবিতা, গল্প, কাহিনী, উপন্যাস, ভ্রমণ-কাহিনী, রূপকথা, কৌতুকনাট্য প্রভৃতি শিশু ও কিশোরদের উপযোগী বিভিন্ন-বিষয়ক রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা-গ্রন্থের নাম 'হাওয়ার দোলা'। তদানীন্তন একমাত্র কিশোর

পাক্ষিক পত্রিকা 'কিশোর এশিয়া'র তিনি পরিচালক ছিলেন। দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের শিশু-সাহিত্য শাখার সভাপতিত্ব করেন। ১৩৬৩ ব. 'ভুবনেশ্বরী পদক' পান। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'ছানাবড়া', 'বেড়ে মজা', 'হৈ চৈ', 'হুলুস্থূল', 'কথা শেখা', 'পাততাড়ি', 'মরণের ডাক', 'ছন্দের টুংটাং', 'আনন্দ নাড়ু', 'শহুরে মামা', 'কিপ্টে ঠাকুর্দা', 'বীর শিকারী', 'কবিতা শেখা', 'ছন্দের গোপন কথা', 'আমার ছড়া' প্রভৃতি। সম্পাদিত গ্রন্থ : 'ছোটদের চয়নিকা' ও 'ছোটদের গল্প সঞ্চয়ন'। রচিত আত্মজীবনী 'জীবন খাতার কয়েক পাতা'র প্রথম খন্ড প্রকাশিত এবং অন্যান্যগুলি অসমাপ্ত। [৬০,৬১,৬২,১৪৬]

সুনীতি দেবী (১৮৬৪-১৯৩২) কলিকাতা। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র। স্বামী—কুচবিহাররাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ। কেশবচন্দ্র সেন এই কন্যার বিবাহে, তাঁরই চেষ্টায় প্রবর্তিত ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের বিবাহ আইন ভঙ্গ করে, ১৩ বছরের কন্যাকে নাবালক পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দেন এবং বিবাহও ব্রাহ্মমতে না হয়ে হিন্দুমতে হয়। এই বিবাহ উপলক্ষ করে কেশবচন্দ্রের ভক্তগণ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করে ১৮৭৮ খ্রী. সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিবাহ সেদিন বাঙলাদেশে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। সুনীতি দেবী স্বামীর সঙ্গে ইউরোপ ভ্রমণকালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্নেহলাভ করেন। তিনিই ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা যিনি 'সি.আই.ই.' উপাধি পান। 'অমৃতবিন্দু' (২ খন্ড), 'কথকতার গান' ও 'সতী' (গীতিনাট্য) তাঁর রচিত গ্রন্থ। [২২,৪৪]

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯১৪?-১৯৬৮)। একজন সুরকার। আধুনিক কবি হিসাবেও তিনি পাঠকসমাজে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'আকাশমাটির গান' ও 'একটি নির্জন তারার নাম' উল্লেখযোগ্য। [৪]

সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯২১-২৭.৯.১৯৪৩)। সেনাবাহিনীর কর্মী ছিলেন। জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করেন। ৪র্থ মাদ্রাজ কোস্টাল ব্যাটারী ধ্বংসসাধন ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৮.৪.১৯৪৩ খ্রী. গ্রেপ্তার হন। মাদ্রাজ Penitentiary-তে কোর্ট মার্শাল অনুসারে তাঁর ফাঁসি হয়। [৪২]

সুনীল চক্রবর্তী। বরিশাল। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিয়ে রাজশাহী জেলে মারা যান। [৪২]

সুন্দরীমোহন দাস (২২.১২.১৮৫৭-৪.৪.১৯৫০) ডিগালী—শ্রীহট্ট। স্বরূপচন্দ্র। ১৮৭৩ খ্রী. শ্রীহট্ট সরকারী স্কুল থেকে প্রবেশিকা, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ.এ. এবং ১৮৮২ খ্রী. মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম.বি. পাশ করেন। হবিগঞ্জে জেলাবোর্ডে চিকিৎসক নিযুক্ত হন। তারপর স্বাধীনভাবে প্রথমে শ্রীহট্টে ও পরে কলিকাতায় চিকিৎসাকার্যে ব্রতী হন। ১৮৯০ খ্রী. কলিকাতা কর্পোরেশনের চিকিৎসা-বিভাগে যোগ দেন। ১৯২৪ খ্রী. কর্পোরেশন কাউন্সিলর ও হেল্থ্ কমিটির চেয়ারম্যান পদ পান। ১৮৭৬ খ্রী. শিবনাথ শাস্ত্রীর দলে যোগ দিয়ে দেশসেবার প্রতিজ্ঞা নেন। ১৮৯০ খ্রী. নবগোপাল মিত্রের ব্যায়ামাগারে যোগ দেন। স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইন্স্টিটিউট ও চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রথমাবধি এই প্রতিষ্ঠানের সেবক, সংগঠক ও অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯২৪ খ্রী. দেশবন্ধুর ঘনিষ্ঠতা লাভ করেন ও স্বরাজ্যদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন। প্রথম জীবনে তিনি ব্রাহ্মধর্মে অনুপ্রাণিত হলেও শেষ-জীবনে বৈষ্ণবধর্মে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার বিরোধী, নারীমুক্তি ও বিধবা-বিবাহে উৎসাহী ছিলেন। তিনি জয়পুরের মন্ত্রী সংসারচন্দ্র সেনের বিধবা ভাগিনেয়ী হেমাঙ্গিনী দেবীকে বিবাহ করেন। শ্রীহট্ট সম্মিলনীর অন্যতম স্থাপয়িতা এবং আমরণ তার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সাহিত্যচর্চায়ও অন্যদের যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। নিজেও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং মেডিক্যাল জার্নালে লিখতেন। 'বৃদ্ধা ধাত্রীর রোজনামচা' তাঁর একটি স্মরণীয় রচনা। তাঁর রচিত পালাকীর্তন 'নৌকাবিলাস' রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে ঠাকুরবাড়িতে গীত হয়। তিনি দুই শতাধিক কীর্তন গান রচনা করেছিলেন। [৩,৫,১০,২৬,১২৪]

সুপ্রভা মুখোপাধ্যায় (১৯০১-২০.৬.১৯৫৬)। মণীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। স্বামী—নিরঞ্জন। সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ ছিলেন। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২৭ খ্রী. কলিকাতা আর্ট প্লেয়ার্সের দলে যোগ দিয়ে 'আলিবাবা' নাটকে অভিনয় শুরু করেন। ৪০ দশকের প্রায় চলচ্চিত্রেই অভিনয় করেছেন। অভিনীত বিখ্যাত চলচ্চিত্র 'চোখের বালি', 'শুভরাত্রি' প্রভৃতি। একটি আমেরিকান চিত্রে অভিনয় করে পাশ্চাত্য দেশেও খ্যাতি অর্জন করেন। 'অভিনেতৃ সঙ্ঘে'র সহ-সভানেত্রী ছিলেন। [৫]

সুবলচন্দ্র মিত্র (জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯-১৪.১.১৩২০ ব.) কলিকাতা। গোপালচন্দ্র। শ্যামবাজার বঙ্গ বিদ্যালয়ে শিক্ষা শুরু করে প্রথমে কিছুদিন অবলাকান্ত সেনের প্রেসে কাজ শিখেন। পরে 'নিউ বেঙ্গল

প্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে প্রধানত অর্থপুস্তক লিখে তার ছাপা দিয়ে প্রেসের কাজ আরম্ভ হয়। ক্রমে 'Constant Companion' নামক Phrase-Book, ইংরেজীতে বিদ্যাসাগরের জীবনী, ১৯০৬ খ্রী. 'সরল বাংলা অভিধান', সটীক সানুবাদ 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ', 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাছাড়া 'Anglo-Bengali Dictionary', 'বাংলা-ইংরেজী অভিধান', 'ছাত্রবোধ অভিধান', 'পকেট ইংরেজী-বাংলা অভিধান', 'বিগিনার্স বাংলা-ইংরেজী অভিধান', 'Vernacular Manual', 'রচনা শিক্ষা' প্রভৃতি গ্রন্থেরও তিনি প্রকাশক। তিনি সাহিত্য-সভার একজন বিশিষ্ট সভ্য ও উক্ত সভা কর্তৃক প্রকাশিত 'সাহিত্য-সংহিতা'র সম্পাদক এবং আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন। [২৫]

সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিক, রাজা (৯.২.১৮৭৯-১৪.১১.১৯২০) পটলডাঙ্গা—কলিকাতা। প্রবোধচন্দ্র। সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ছিলেন। ১৯০০ খ্রী. এফ.এ. পাশ করে আইন পড়বার জন্য কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু পারিবারিক কারণে পড়া বন্ধ রেখে ১৯০১ খ্রী. দেশে ফেরেন। এরপর থেকেই পূর্ণোদ্যমে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন এবং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে তাঁর বাড়িটি আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের উদ্দেশ্যে ১৯০৬ খ্রী. অনুষ্ঠিত এক বিশাল সভায় সভাপতিরূপে তিনি ১ লক্ষ টাকা দানের কথা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় দেশবাসী উল্লসিত হয়ে তাঁকে 'রাজা' উপাধি দিয়েছিলেন। এই দানেরই ফল—বর্তমান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯০৭ খ্রী. বিখ্যাত সুরাট কংগ্রেসে বাঙলাদেশের প্রতিনিধিবৃন্দের যোগদানের সমস্ত ব্যয়ভার তিনি বহন করেন। এই বছরই বরিশাল কন্‌ফারেন্সে যোগ দেন এবং সমগ্র পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণ করেন। শ্রীঅরবিন্দকে দীর্ঘদিন নিজ বাড়িতে রেখেছিলেন। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা প্রতিষ্ঠার জন্য নিজ বাড়ি দান করেন। ১৯০৮-১০ খ্রী. তাঁকে বিনাবিচারে আটক রাখা হয়। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩নং রেগুলেশনে যে ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় তিনি তাঁদের অন্যতম। ১৯০৬ খ্রী. থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ট্রাস্টী ছিলেন। লাইট অফ এশিয়া ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। বাঙলার গুপ্ত বিপ্লবী দলের একজন নেতৃস্থানীয় ছিলেন। দেশের জন্য নিঃস্ব হয়ে দান তাঁকে বাঙালীর কাছে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। [৩,৪, ৭,১০]

সুবোধচন্দ্র ব্যানার্জী (২৫.১২.১৯১৮-১৬.৯.১৯৭৪) রাজপুর—চব্বিশ পরগনা। রাজ্যের শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের অন্যতম সংগ্রামী নায়ক, এস.ইউ.সি. নেতা, দক্ষ পার্লামেণ্টারিয়ান ও সুবক্তা। সুন্দরবন এলাকায় ক্ষেতমজুর সংগঠনের কর্মী হিসাবে রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, পরে শ্রমিক নেতা হিসাবেও পরিচিত হন। আকালের সময় কলিকাতার রাজপথে বহু বিক্ষোভ মিছিল তিনি পরিচালিত করেছেন। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার এবং শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণের কাজে তিনি যুক্তফ্রণ্ট আমলে শ্রমমন্ত্রী হিসাবে শ্রমিকদের হাতে অভিনব এবং বিতর্কিত যে হাতিয়ার তুলে দিয়েছিলেন তার নাম 'ঘেরাও'। খাদ্য আন্দোলনে ও ট্রামভাড়া আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি বহুবার কারাবরণ করেছেন। ১৯৫২ খ্রী. থেকে বিধান সভায় বরাবর (১৯৬২ ও ১৯৭২ ছাড়া) নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ কৃষক ও ক্ষেতমজুর ফেডারেশন-এর সভাপতি, অল ইণ্ডিয়া ইউ.টি.ইউ.সি. (লেনিন সরণী)-র ভাইস-প্রেসিডেণ্ট, এস.ইউ.সি.-র পলিট ব্যুরো এবং কেন্দ্রীয় কমিটির বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। [১৬]

সুবোধচন্দ্র মজুমদার (? - ৬.১.১৯২৯)। খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীশচন্দ্র ও শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের ভ্রাতা। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার একজন বিশিষ্ট লেখক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বোলপুরে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করলে তিনি সেখানে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিছুদিন রবীন্দ্রনাথের জমিদারীর অ্যাসিস্টাণ্ট ম্যানেজার ছিলেন। পরে জয়পুর স্টেট কাউন্সিলের সেক্রেটারী হন। [৫]

সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ (৪.৩.১৮৬৭-৩১.৭.১৯৫৩) কলিকাতা। গুরুচরণ। আদি নিবাস—পঞ্চসীর গ্রাম—ঢাকা। কলিকাতা সিটি কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৮৮৩ খ্রী. দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। জেনারেল অ্যাসেমব্লীজ ইন্‌স্টিটিউশনে এফ.এ. পড়বার সময় কয়েকটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তৈরী করেন। এখানেই তাঁর ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানী-জীবনের উন্মেষ ঘটে। এখানের শিক্ষা সম্পূর্ণ না হতেই তিনি চিকিৎসাবিদ্যা শিখবার জন্য মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। কয়েক বছর অধ্যয়নের পর ১৮৯১ খ্রী. উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। এডিনবরায় কিছুকাল চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার পর শারীরবিদ্যায় বিস্তারিত পড়াশুনা করে বি.এস-সি. পাশ করেন। এই পরীক্ষায় প্রাক্‌টিক্যাল কেমিস্ট্রি ও প্রাক্‌টিক্যাল মেটেরিয়া মেডিকায় প্রথম শ্রেণীর অনার্স ও শেষোক্ত বিষয়ে পদক পান এবং প্রাক্‌টিক্যাল বোটানির চিত্রাঙ্কনের জন্য প্রথম

পুরস্কার ও অণুবীক্ষণ স্লাইডের জন্য পুরস্কার লাভ করেন। ১৮৯৬-৯৭ খ্রী. তিনি এডিনবরার রয়্যাল কলেজ অফ ফিজিসিয়ান্স্-এ শারীরবিদ্যার গবেষণায় নিযুক্ত হন। তাঁর মৌলিক গবেষণায় 'স্যামন মাছের কলাস্থান ও জীবনবৃত্তান্ত' সম্বন্ধে অনুসন্ধান উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী জীবনে নোয়েল প্যাটন প্রমুখ বিখ্যাত সাতজন ইংরেজের সঙ্গে এই গবেষণার কাজ করেন এবং নোয়েল প্যাটনের সম্পাদনায় 'The Life History of the Salmon' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই গবেষণার স্বীকৃতি-স্বরূপ ১৮৯৮ খ্রী. এডিনবরার রয়্যাল সোসাইটির এবং লন্ডনের রয়্যাল মাইক্রোস্কোপিক সোসাইটির ফেলো নিযুক্ত হন। অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকা কালে দুইটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। প্রথমটির নাম 'মায়োগ্রাফ'। এটি প্রচলিত এই ধরনের যন্ত্রের উন্নত সংস্করণ। এর সাহায্যে পেশীর আইসোমেট্রিক ও আইসোটোনিক সংকোচনের রেখালিপি গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়। ৯.১২.১৮৯৯ খ্রী. এডিনবরা রয়্যাল সোসাইটিতে প্রথমটির বর্ণনা দেন। দ্বিতীয় যন্ত্রটির নাম 'ডাব্‌ল্ কমিউটেটর'। এটিও তৎকালীন প্রচলিত যন্ত্রের উন্নত সংস্করণ। পরীক্ষামূলক শারীরবিদ্যা অনুশীলনে এই যন্ত্রটি বিশেষ উপযোগী প্রমাণিত হয়। ১০.৩.১৯০০ খ্রী. 'ফিজিওলজিক্যাল সোসাইটি অফ লন্ডনের সভায় তিনি এই যন্ত্রটির বিবরণ দেন। এছাড়া শারীরবিদ্যা অনুশীলনের জন্য তিনি একটি বিশেষ ধরনের বৈদ্যুতিক চাবি উদ্ভাবন করেন (An Electrical Key for Physiological Experiments—Communicated to the Physiological Section of the British Medical Association, Belfast 1898)। তাঁর এইসব গবেষণার ৭টি নিবন্ধের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৮৯৩-৯৪ খ্রী. এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা বিভাগে ডেমন্‌স্ট্রেটর, ১৮৯৬ খ্রী. শারীরবিদ্যার সহ-লেক্‌চারার, ১৮৯৭ খ্রী. কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেমন্‌স্ট্রেটর-কাম অ্যাসিস্ট্যান্ট লেক্‌চারার এবং এখানেই ১ বছরের জন্য ১৮৯৮ খ্রী. Interim Professor এবং Head of the Physiology Department হন। কর্তব্যরত অবস্থায় জুলাই ১৮৯৯ খ্রী. ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীরবিদ্যার অধ্যাপক পদে নিয়োগপত্র পান, কিন্তু ঐ পদে যোগ না দিয়ে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি দেশে ফেরেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি ওয়েল্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ে এডওয়ার্ড শার্পে শেফারের সঙ্গে শারীরবিদ্যায় ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের বি.এস-সি. পরীক্ষার যুগ্ম-পরীক্ষক নিযুক্ত হন। এইসময়ে ভারতে মেডিক্যাল কলেজগুলি ছাড়া শারীরবিদ্যার অনুশীলন হতো না। তিনি ১৯০০ খ্রী. প্রেসিডেন্সী কলেজে বায়লজি বিভাগ স্থাপন করে ঐ বিভাগের প্রধান হন। শারীরবিদ্যা ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যাও এই বিভাগেই শেখানো হত। ১৯০০ খ্রী. থেকে ১৯১৪ খ্রী. পর্যন্ত তিনি এই যৌথ বিভাগের জীববিদ্যার প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। ক্রমে তিনি গড়ে তোলেন একটি পূর্ণাঙ্গ বিভাগ এবং তৎসহ হিস্টলজী ল্যাবরেটরী, এক্সপেরিমেন্টাল ফিজিওলজী ও বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগ। ১৯১০-১২ খ্রী. নির্মিত হয় ঐতিহাসিক বেকার ল্যাবরেটরী। এখানে শারীরবিদ্যা ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যার প্রয়োগশালাগুলির বিন্যাস ও সজ্জার পরিকল্পনা অনেকাংশে কার্ডিফ় বিশ্ববিদ্যালয়ের মত তিনিই পরিকল্পনা করেন। ১৯১৪ খ্রী. থেকে ১৯২৭ খ্রী. শারীরবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। ১৯২০ খ্রী. ইম্পিরিয়্যাল এডুকেশন সার্ভিসের সিনিয়র প্রফেসর হন। ১৯১৬-১৯ খ্রী. প্রেসিডেন্সী কলেজের ডীন ছিলেন। স্নাতকোত্তর শারীরবিদ্যা বিভাগটি প্রেসিডেন্সী থেকে ১৯৩৮ খ্রী. বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত হয়ে তাঁর পরিকল্পনা ও পরিচালনায় পূর্ণতা লাভ করে। অবসর-গ্রহণের পর তিনি কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে শারীরবিদ্যার প্রধান অধ্যাপকরূপে ১৯২৭-৪২ খ্রী. পর্যন্ত কাজ করেন ও পরে এমিরিটাস্ অধ্যাপক হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে ১৯০৯ খ্রী. কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডারউইন শতবার্ষিকী উৎসবে যোগ দেন এবং ইউরোপের শারীরবিদ্যার নানা গবেষণার পরিদর্শন করেন। ১৯২১ খ্রী. সরকারী ডেপুটেশনে তিন মাসের জন্য ব্রিটেনে যান। ১৯০৪-৪৬ খ্রী. পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটের ফেলো, ১৯০৬-২৮ খ্রী. সিন্ডিকেটের সদস্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-ফ্যাকাল্টি, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা উচ্চশিক্ষা পরিষদ্, প্রাণিবিদ্যা উচ্চশিক্ষা পরিষদ্, বিজ্ঞান-বিষয়ক নিয়োগ পরিষদ্ প্রভৃতির সদস্য অথবা সভাপতি ছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা মণিকা দেবীকে তিনি বিবাহ করেন। [৩,৪,৮২]

সুবোধচন্দ্র সরকার (১৮৯১-১৯৪৪)। ফরিদপুর জেলার বিপ্লবী জননেতা এবং উক্ত অঞ্চলের অনুশীলন দলের সংগঠক। চিকিৎসকরূপে বিনা ফিতে দরিদ্রদের চিকিৎসা করতেন। বৈপ্লবিক কার্যকলাপের জন্য তিনি বহুবার আটক-বন্দী ছিলেন। [১০]

সুবোধ দে (১৯১৩-১৫.৪.১৯৩১) চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেলে আটক থাকা কালে মারা যান। [৪২]

সুবোধ নন্দী (১৯২৭ - ২৭.১১.১৯৭০) বিষ্ণুপুর। শিশুকাল থেকেই সংগীতশিক্ষা শুরু করে সহজাত প্রতিভায় সংগীতসমাজে নিজ স্থান করে নেন। ১৯৫৫ খ্রী. সংগীত নৃত্যনাট্য আকাডেমি ও পরে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন। গীতবিতানের সংগেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'তবলার কথা' (২ খণ্ড) এবং 'ভারতীয় সংগীতে তাল ও ছন্দ' যথেষ্ট সমাদৃত হয়। পাখোয়াজ, তবলা ও শ্রীখোল বাদনে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। [১৬]

সুবোধ মজুমদার (১৩.১০.১৯০৭ - ৩১.৭.১৯৩৯) বিক্রমপুর—ঢাকা। উক্ত অঞ্চলের বিশিষ্ট ছাত্রনেতা ছিলেন। ছাত্রজীবনে পাঠাগার, ব্যায়ামাগার, ছাত্র-সমিতি প্রভৃতি গঠন করেন। কলেজের শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে গান্ধীজীর আহবানে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩২ খ্রী. দুই বছরের জন্য কারারুদ্ধ হয়ে বিভিন্ন বন্দীনিবাসে কাটান। মুক্তির পর অচিরেই ঢাকা সূত্রাপুর রাজনৈতিক ডাকাতি ও অন্যান্য কয়েকটি মামলায় পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩৭ খ্রী. মুক্তির পর বিক্রমপুর নয়নগ্রামের কংগ্রেসকর্মী স্নেহলতা দেবীর সংগে তাঁর বিবাহ হয়। চন্দননগরের 'সুবোধ পল্লী' তাঁরই নামাংকিত অঞ্চল। [১০]

সুবোধ মুখোপাধ্যায় (? - ১৯৫৯/৬০)। ব্রহ্মদেশের কমিউনিস্ট বিপ্লবী। চোরাগোপ্তা অভিযানে মারা যান। [৬৬]

সুব্রত সরকার, পাপু (২১.৩.১৯৬০ - ৩.১.১৯৬৯)। পিতা—সাহিত্যিক নিখিল সরকার (শ্রীপান্থ)। সুব্রত মাত্র সাড়ে পাঁচ কি ছ বছর বয়স থেকে ছবি আঁকা শুরু করে। সাধারণত স্কেচ্ করতো—কখনও পেনসিল দিয়ে কখনও কালি দিয়ে। অপর দিকে ঐ বয়সেই অভাবনীয় সব কবিতা রচনা করেছিল। অংকিত বিভিন্ন ধরনের ছবিগুলির মধ্যে শ্রমিকদের মিছিলের প্রতিচ্ছবি ও শিক্ষাক্ষেত্রে অশান্তির ছবিও সে এ'কেছে। এক দুর্ঘটনার ফলে অত্যন্ত অল্প বয়সে এই প্রতিভার অপমৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তাঁর অংকিত ছবি ও কবিতা-সংগ্রহ 'পাপুর বই' নামে প্রকাশিত হয়েছে। [১৬]

সুভাষচন্দ্র বসু (২৩.১.১৮৯৭ - ১৮.৮.১৯৪৫ ?) চাংড়িপোতা—চব্বিশ পরগনা। পিতার কর্মক্ষেত্র কটক শহরে জন্ম। জানকীনাথ। সুভাষচন্দ্র বাঙলা তথা ভারতের অতি জনপ্রিয় এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্বনামধন্য নেতা। র‍্যাভেন শ কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাস তাঁর জীবনে সব থেকে বেশী প্রভাব বিস্তার করেন। ১৯১১ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। এখানে ইংরেজ অধ্যাপক ওটেন ভারত-বিদ্বেষ প্রচারের জন্য কয়েকটি ছাত্র কর্তৃক প্রহৃত হন। এই ব্যাপারে নেতৃত্বদানের জন্য সুভাষচন্দ্রকে কলেজ থেকে অপসারিত করা হয়। এরপর স্যার আশুতোষের সাহায্যে স্কটিশ চার্চ কলেজে প্রবেশ করে দর্শনে প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এসময়ে ইউনিভার্সিটি অফিসার্স ট্রেনিং কোরে যোগ দিয়ে সমরবিদ্যার প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন। সম্ভবত ১৯১৯ খ্রী. অভিভাবকগণ তাঁকে আই.সি.এস. পড়বার জন্য বিলাত পাঠান। ১৯২০ খ্রী. মাত্র ৬ মাস পড়েই তিনি এই পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। মর‍্যাল সায়েন্সে কেম্ব্রিজ ট্রাইপস্ পান। ইতিমধ্যে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড (১৯১৯) ঘটে এবং গান্ধীজী কর্তৃক ভারতের রাজনীতিতে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু হয়। সুভাষচন্দ্র ১৯২১ খ্রী. লোভনীয় আই.সি.এস.-এর চাকরি প্রত্যাখ্যান করেন। ১৬.৭.১৯২১ খ্রী. বোম্বাই পৌছে সোজা গান্ধীজীর সংগে দেখা করেন। গান্ধীজী তাঁকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কাছে পাঠান। এই সময়ে চিত্তরঞ্জনই ছিলেন তাঁর রাজনৈতিক গুরু। এই বছরেই যুবরাজের ভারত-ভ্রমণ বয়কট আন্দোলনে সুভাষচন্দ্র তাঁর সাংগঠনিক প্রতিভা দেখান। বাঙলার বিপ্লবীগণ তাঁকে নিজেদের নেতারূপে কংগ্রেসে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হন। কংগ্রেসের অহিংস নেতৃত্ব ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিপ্লবীদের কোন সমর্থন ছিল না। সুভাষচন্দ্রের মধ্যেই তাঁরা নিজেদের সার্থকতা অন্বেষণের চেষ্টা করেন। ফলে ১৯২৪ খ্রী. অন্যান্য বিপ্লবীদের সংগে তিনিও গ্রেপ্তার হয়ে সুদূর মান্দালয় জেলে প্রেরিত হন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩নং রেগুলেশনে তিনি বন্দী ছিলেন। অসুস্থতার কারণে ১৯২৭ খ্রী. মুক্তি পেয়েই সক্রিয় রাজনীতিতে নামেন এবং বংগীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। তখন থেকে বাঙলার কংগ্রেস মোটামুটি দুইটি দলে বিভক্ত হয় (সেনগুপ্ত দল ও সুভাষ দল)। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত অপর দলের নেতা ছিলেন। সুভাষচন্দ্র যুব সংগঠন ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে সক্রিয় হন। ১৯২৮ খ্রী. কলিকাতা কংগ্রেসে তিনি সামরিক কায়দায় সজ্জিত একটি সুশৃংখল স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী দ্বারা কংগ্রেস মণ্ডপ নিয়ন্ত্রিত করেন। এই অধিবেশনে মতিলাল নেহরু যখন ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস্ লাভের প্রস্তাব রাখেন, সুভাষচন্দ্র তখন জওহরলালের সংগে যুক্তভাবে পূর্ণ-

স্বাধীনতার দাবির সংশোধনী আনেন। সে বছর এ প্রস্তাবে তিনি হেরে গেলেও দুই বছর পর গান্ধীজী এই প্রস্তাব উত্থাপন করে কংগ্রেসকে দিয়ে মানিয়ে নেন। ১৯২৯ খ্রী. বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন। ১৯৩০ খ্রী. গান্ধীজীর লবণ আইন আন্দোলনে যোগ দিয়ে সুভাষচন্দ্র কারাবরণ করেন। গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর ১৯৩১ খ্রী. কারামুক্ত হয়ে তিনি এই চুক্তির প্রতিবাদ করেন। প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বিপ্লবী ভগৎ সিংয়ের প্রাণ এই চুক্তি সত্ত্বেও রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। সুভাষচন্দ্রের যুক্তি ছিল প্রত্যক্ষ আন্দোলনে লিপ্ত হয়েও বিনা কারণে এই আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয়েছে। এর আগে ১৯২৯ খ্রী. সুভাষচন্দ্র A.I.T.U.C.-এর সভাপতি ও ১৯৩০ খ্রী. কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন। এ সময়ে তিনি তৃতীয়বার বেঙ্গল রেগুলেশনে বন্দী হন। জেলে এক বছরের মধ্যেই তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। চিকিৎসার জন্য ইউরোপে পাঠানো হবে—সরকার এই সর্তে তাঁকে মক্তি দেয়। এই সুযোগে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন রাজধানীতে যোগাযোগ স্থাপন করেন। তাঁর দেশে ফেরার নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও ১৯৩৬ খ্রী. দেশে ফেরেন এবং গ্রেপ্তার হয়ে এক বছর কারারুদ্ধ থাকেন। ১৯৩৭ খ্রী. মুক্তি পান। এবছর বিভিন্ন প্রদেশে নির্বাচনের মাধ্যমে কংগ্রেস ক্ষমতালাভ করে। ১৯৩৮ খ্রী. হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হন। সুভাষচন্দ্রের নির্দেশে এই প্রথম একটি পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হয় এবং জওহরলাল নেহরু কমিটির চেয়ারম্যান হন। ১৯৩৯ খ্রী. ত্রিপুরী কংগ্রেসে গান্ধীজীর সমর্থিত দক্ষিণপন্থী জোটের প্রার্থী পট্টভি সীতারামিয়াকে পরাজিত করে সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হন। তিনি ব্রিটিশ সরকারকে ৬ মাসের চরমপত্র দিয়ে পূর্ণ স্বরাজের দাবিতে আন্দোলন শুরু করার কর্মসূচি কংগ্রেসকে গ্রহণ করতে বলেন। কিন্তু দক্ষিণপন্থী জোট কর্তৃক সৃষ্ট প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তিনি এপ্রিল ১৯৩৯ খ্রী. পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এই ঘটনার পর সুভাষচন্দ্র মহাজাতি সদন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করেন। এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে এসে অসুস্থ বৃদ্ধ কবি রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে দেশের নেতৃপদে বরণ করে 'দেশগৌরব' উপাধি দেন। মে মাসে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের মধ্যেই 'ফরোয়ার্ড ব্লক' গঠন করে সারা দেশে, বিশেষ করে বাঙলার বিপ্লবী সংগঠনগুলিকে সংহত করার চেষ্টা করেন। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ তখন সুভাষচন্দ্রকে ৩ বছরের জন্য বহিষ্কার করেন। মার্চ ১৯৪০ খ্রী. সুভাষচন্দ্র ফরোয়ার্ড ব্লক ও সারা ভারত কিষাণ সভার যুক্ত উদ্যোগে বিহারের রামগড় নামক স্থানে 'সমঝোতা বিরোধী' সম্মেলন আহ্বান করেন। জুন ১৯৪০ খ্রী. নাগপুরে সম্মেলনে একটি অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠনের দাবি জানানো হয়। তারপর কলিকাতায় এসে সুভাষচন্দ্র হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের দাবিতে সত্যাগ্রহ শুরু করেন ও জুলাই ১৯৪০ খ্রী. পুনর্বার গ্রেপ্তার হন। কারাগারে অনশন করে এই বছরই ডিসেম্বর মাসে মুক্তি পান। গৃহে অন্তরীণ থাকা কালে ২৬.১.১৯৪১ খ্রী. তিনি পুলিসের চোখকে ফাঁকি দিয়ে দেশ ছাড়তে সক্ষম হন। অত্যন্ত বিশ্বস্ত কর্মীর সাহায্যে অনেক বিপদ ও ঝুঁকি মাথায় নিয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের মধ্য দিয়ে কাবুল হয়ে রাশিয়ায় প্রবেশ করেন। নভেম্বর ১৯৪১ খ্রী. পৃথিবীর লোক (সুভাষের নিজের কথায়) প্রথম জানতে পারে 'স্বদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনে শক্তি যোগানোর জন্য দেশের বাইরে' এসেছেন। রাশিয়ার রাজধানী মস্কোয় ১৫ দিন অপেক্ষা করেও মার্শাল স্ট্যালিনের দেখা না পেয়ে 'শত্রুর শত্রু' জার্মানীর রাজধানীর উদ্দেশ্যে রওনা হন। জার্মানীতে এসে একটি অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার গঠন করে শক্তিশালী বেতারকেন্দ্র থেকে তিনি ভারতের উদ্দেশে প্রচারকার্য চালাতে থাকেন। ওদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে জাপানে অপেক্ষমান মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একটি অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার গড়ে তুলেছিলেন। বয়সের ভারে দুর্বল, বিপ্লবী রাসবিহারী অপেক্ষাকৃত তরুণ সুভাষচন্দ্রকে তাঁর আরব্ধ কাজের ভার নিতে আহ্বান করলেন। ইউরোপ থেকে সমুদ্রপথে সাবমেরিনযোগে আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগর পার হয়ে ২.৭.১৯৪৩ খ্রী. সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে পেঁছান। জাপানের হাতে ধৃত ভারতীয় সৈন্য ও যুদ্ধবন্দীগণ এই নেতার আবির্ভাবে আশান্বিত হয়ে ওঠে। ৪.৭.১৯৪৩ খ্রী. আনুষ্ঠানিকভাবে রাসবিহারী বসু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বময় কর্তৃত্ব সুভাষচন্দ্রের হাতে সমর্পণ করেন। তখন থেকে সুভাষচন্দ্র 'নেতাজী' আখ্যায় সংবর্ধিত হন। ভারতের প্রথম স্বাধীন সেনাবাহিনী 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' নেতাজীর সাংগঠনিক শক্তি ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে একটা শ্রেষ্ঠ সৈন্যদলে পরিণত হয়। ২১.১০.১৯৪৩ খ্রী. আজাদ হিন্দ সরকার তার অস্তিত্ব ঘোষণা করে ও সামরিক তৎপরতা চালায়। এই ফৌজ জাপ যুদ্ধজাহাজের সাহায্য নিয়ে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ দখল করে ও যথাক্রমে দ্বীপ দুইটির নামকরণ হয় 'শহীদ দ্বীপ' ও 'স্বরাজ দ্বীপ'। নেতাজী তাঁর সরকারে

সকল ধর্মমত ও ভাষাভাষীকে একত্রিত করতে পেরেছিলেন। রোমান হরফে হিন্দুস্থানী ছিল তাঁদের সকলের ভাষা। জানুয়ারী ১৯৪৪ খ্রী. রেঙ্গুনে আজাদ হিন্দ সরকারের হেডকোয়ার্টার্স স্থাপিত হয়। নেতাজীর নির্দেশে সেখান থেকে অভিযান চালিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ উন্নত ধরনের অস্ত্র-সজ্জিত ব্রিটিশ বাহিনীকে পরাস্ত করে ইম্ফল ও কোহিমার পথে ১৮.৩.১৯৪৪ খ্রী. দুইটি ঘাঁটি দখল করে। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান আত্ম-সমর্পণ করলে (১৯৪৫) নেতাজী তাঁর বাহিনীকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হন। কোহিমায় নিহত আজাদ হিন্দ ফৌজের স্মৃতিস্তম্ভে লেখা আছে—'হে স্বদেশবাসী পথিক, স্মরণ করো এখানে শায়িত বীরদের, কারণ তোমাদের ভবিষ্যৎ সুখের জন্য আজ তারা নিজেদের বিসর্জন দিল'। নেতাজীর মৃত্যু ফরমোসার তাইহোকু বিমান বন্দরে একটি বিমান দুর্ঘটনায় হয়েছে ব'লে প্রচারিত। তাঁর রচিত বাংলা গ্রন্থ : 'তরুণের স্বপ্ন' এবং একটি ইংরেজীতে অসমাপ্ত আত্মজীবনী—'An Indian Pilgrim'। [৩,৭, ১০,২৫,২৬,৪২,৪৩,১২৪]

সুরবালা ঘোষ (১৮৬৭ ? - ১৯৩৩)। পিতা—নীলমণি দে। স্বামী—অতুলচন্দ্র। শ্বশুর—প্রখ্যাত সাংবাদিক গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তিনি একজন বিদুষী, কবি ও চারুশিল্প-নিপুণা ছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁর রচিত বিভিন্ন কবিতা সাহিত্যিক পুত্র মন্মথনাথ সংগ্রহ করে 'মথুরা' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। [৫,৪৪]

সুরবালা সেনগুপ্ত (১৮৮১ - ১১.৯.১৯৭৩) দিনাজপুর—পূর্ববঙ্গ। বিপ্লবী যুগের বিশিষ্ট নেত্রী। ১৯৩০ খ্রী. ও ১৯৩২ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তিনি যথেষ্ট নির্যাতন সহ্য করেন এবং একাধিকবার কারাদণ্ডিত হন। দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁ মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সভানেত্রী এবং ঠাকুরগাঁ মহিলা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভানেত্রী ছিলেন। কলিকাতায় মৃত্যু। [১৬]

সুরমা মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪ - ১৬.১১.১৯৮৬) কলিকাতা। সত্যহরি চট্টোপাধ্যায়। স্বামী—গুণেন্দ্রনাথ। ১৯২১ খ্রী. অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকেই চরকা কাটতেন ও খদ্দর ব্যবহার করতেন। পরে 'কাটোয়া মহকুমা মহিলা রাষ্ট্রীয় সমিতি'র সম্পাদিকা হন। ১৯৩০ ও ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের আন্দোলনে পূর্ণ উৎসাহে যোগ দেন এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে দুইবার কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩৮ - ৪১ খ্রী. কাটোয়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ছিলেন। কাটোয়া মহকুমার নারী জাগরণে তাঁর অবদান অনেকখানি। [২৯]

সুরমাসুন্দরী ঘোষ (১৮৭৩ - ১৯৪০ ?) মালখানগর—ঢাকা। উমেশচন্দ্র বসু। স্বামী—নিশিকান্ত। গ্রামের উচ্চ প্রাইমারী পরীক্ষা পাশ করে বৃত্তি পান। কবিতা লিখতে পারতেন। ১৮৮৯ খ্রী. স্বামীর রচিত 'অশ্রু' কবিতাগ্রন্থে তাঁর কয়েকটি কবিতা মুদ্রিত হয়েছিল। এই সময়ে স্বামীর যত্ন ও আগ্রহে তিনি কলিকাতার 'পূর্ববঙ্গ স্ত্রীশিক্ষা কমিটি'র তত্ত্বাবধানে বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ পরীক্ষা দিয়ে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক পান। তাঁর রচিত কবিতাগ্রন্থ 'সঙ্গিনী' (১৩০৮ ব.) ও 'রঞ্জিনী' (১৩০৯ ব.) কুন্তলীন থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। [৫,৪৪]

সুরেন্দ্র ধাড়া (? - ডিসে. ১৯৪৩)। কল্যাণপুর—মেদিনীপুর। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হয়ে কন্টাই জেলে মারা যান। [৪২]

সুরেন্দ্রনাথ কর [১] (২২.৩.১৮৮৯ - ১১.১১.১৯২৩)। উচ্চশিক্ষালাভের নামে আমেরিকায় গিয়ে পাঞ্জাবী কৃষক অধ্যুষিত গদর পার্টির অন্যতম নেতা হন। প্রধানত প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে তিনিই কৃষক সংগঠনের কাজ করতেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মানী থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানীর পরিকল্পনা করায় যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তৃক কারারুদ্ধ হন। ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য ছাড়া পেয়ে পুনরায় বৈপ্লবিক কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। 'স্বাধীন হিন্দুস্থান' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বিশ্বযুদ্ধ-শেষে বার্লিনে এসে ভারতীয় কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগ দেন। ক্ষয়রোগে মারা যান। [১০,৫৪,৭০,১০৮]

সুরেন্দ্রনাথ কর [২] (১৮৯৪ - ২.৮.১৯৭০)। বিহারের মুঙ্গের জেলায় জন্ম। অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত ভারতীয় চিত্রকলা ধারার একজন শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট শিল্পী। ১৯১৯ খ্রী. রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে কলাভবন স্থাপিত করলে অসিত হালদার, নন্দলাল বসু এবং সুরেন্দ্রনাথ কবিকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। পরে তিনি কলাভবনের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। স্থপতিবিদ্রূপেও খ্যাতি ছিল। শান্তিনিকেতনের 'উদয়ন' তাঁরই পরিকল্পনায় প্রতিষ্ঠিত। কবির স্নেহধন্য সুরেন্দ্রনাথ কবির সঙ্গে বিদেশেও গিয়েছিলেন। তাঁর বহু শিল্প-রচনা পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হত। 'পদ্মশ্রী' উপাধি-প্রাপ্ত ছিলেন। ১৯৭১ খ্রী. তাঁকে মরণোত্তর 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে সম্মানিত করা হয়। [৩,১৬]

সুরেন্দ্রনাথ কর [৩] (১৯১৪ - ৮.৯.১৯৪২) বার-অমৃতবেরিয়া—মেদিনীপুর। দীননাথ। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে মহিষাদল পুলিস স্টেশন আক্রমণকালে পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী (১৯০৯ ? - ৩০.৩.১৯৪৫) কলিকাতা। বঙ্গবাসী কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ, বেথুন ও সংস্কৃত কলেজে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রে অধ্যাপনা করেন। মার্ক্সবাদী দার্শনিক ও ছাত্রনেতা হিসাবে এবং সুলেখক ও সুবক্তারূপে খ্যাতি ছিল। 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘে'র বাঙলার প্রথম সম্পাদক ও ১৯৩৯ খ্রী. কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। [৫,৭৬]

সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, দানীবাবু (১১.১২.১৮৬৮ - ২৮.১১.১৯৩২) কলিকাতা। নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র। 'দানীবাবু' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিছুদিন স্কুলে লেখাপড়ার পর থিয়েটারের নেশায় সব কিছু ছাড়েন। কাকার শক্ত শাসনে অবশ্য অল্প বয়সে থিয়েটারে যাবার সুযোগ হত না। ক্রমশ পাড়ার বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মিশে অল্প বয়সেই থিয়েটারের দল খোলেন। ১০ বছর বয়সে থিয়েটারে ঢোলক বাজাতেন। পড়াশুনা আর হয় নি। ছবি আঁকায় আগ্রহ দেখে গিরিশচন্দ্র তাঁকে আর্ট স্কুলে ভর্তি করান। সে-সব ছেড়ে ব্ল্যাকউডের অফিসে শিক্ষানবীশিতে প্রবেশ করেন। ছোটখাট অপেশাদার থিয়েটারে ক্রমে খ্যাতি অর্জন করেন। অভিনয়-জীবন পেশা হিসাবে গ্রহণ করায় পিতার আপত্তি ছিল। হঠাৎ একটি তরুণী বিধবাকে বিবাহ করেন। অবশেষে অর্থাভাবে উচ্ছৃঙ্খলতা শুরু করলে পিতৃষ্বসার অনুরোধে বিখ্যাত অভিনেতা অমৃত মিত্র তাঁকে ষ্টারে নিয়ে আসেন ও পিতার অজ্ঞাতে অভিনয় শিক্ষা দিতে থাকেন। এই সময় গিরিশচন্দ্র 'চন্ড' নাটকে মহলা দিচ্ছিলেন। ড্রেস রিহার্স্যালে অমৃত মিত্র সুরেন্দ্রনাথকে রঘুদেবের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের সামনে উপস্থিত করেন। সেই থেকে খ্যাতি শুরু। বিভিন্ন থিয়েটারে বহু চরিত্র অভিনয় করে খ্যাতির তুঙ্গে ওঠেন। সে যুগের কলিকাতার সব মঞ্চেই অভিনয় করেছেন। বাঙলার রঙ্গমঞ্চে তখন গিরিশ-যুগ শেষ। শিশিরকুমারের যুগেও সুখ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করেছেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় সিরাজের ভূমিকায় তাঁর প্রাণমাতানো অভিনয়ে দর্শকসমাজ মোহিত হন। ১৯১৮ খ্রী. নাগাদ দেশবন্ধুর ইচ্ছায় বন্যার্তদের সাহায্যকল্পে 'দুর্গেশনন্দিনী' অভিনীত হয়। এই নাটকের অভিনয়ে দানীবাবু 'ওসমান'-রূপে ও তারাসুন্দরী 'আয়েষা'র ভূমিকায় অভিনয় করেন। চাণক্যের ভূমিকায় অভিনয় দেখে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল বলেন—'দানী, তুমি প্রকৃত ব্রাহ্মণ'। বিভিন্ন রসের ভূমিকাতে সমান দক্ষতা ছিল। মনোমোহন থিয়েটারে ম্যানেজার ও অংশীদার হয়ে লক্ষাধিক টাকা উপার্জন করেন। ২.১০.১৯২৮ খ্রী. নাট্যমন্দিরে গিরিশ স্মৃতি সমিতির উদ্যোগে 'প্রফুল্ল' নাটকে দানীবাবু 'যোগেশ' ও শিশিরকুমার 'রমেশে'র ভূমিকায় অভিনয় করেন। রঙ্গমঞ্চে এটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এরপরে দুই বিখ্যাত অভিনেতা কয়েকবার একই নাটকে অংশ নেন। আর্ট থিয়েটারে পোষ্যপুত্র নাটকে 'শ্যামকান্ত'র ভূমিকায় শেষ অভিনয় করেন। [৩,৫,৭,২৫,২৬,৬৫]

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (২৬.৭.১৮৭২ - ৩.৫.১৯৪০) জোড়াসাঁকো—কলিকাতা। পিতা প্রথম ভারতীয় আই.সি.এস. সত্যেন্দ্রনাথ এবং মাতা—সুসাহিত্যিকা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। পিতার কর্মস্থল পুনায় জন্ম। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে ১৮৯৩ খ্রী. বি.এ. পাশ করেন। জীবনবীমা ব্যবসায় শিক্ষার জন্য ১৯০৮ - ০৯ খ্রী. ইংল্যাণ্ডে যান। তার আগেও তিনি কয়েকবার বিলেত গিয়েছিলেন। ওকাকুরা ও নিবেদিতার শিষ্যস্থানীয় সুরেন্দ্রনাথ এদেশে বৈপ্লবিক চেতনার সূচনা থেকেই এর সংস্পর্শে আসেন। ১৯০২ খ্রী. ব্যারিস্টার পি. মিত্রের সভাপতিত্বে বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির যে সংগঠন গড়ে ওঠে তিনি ছিলেন তার সক্রিয় সদস্য ও কোষাধ্যক্ষ। এই সংগঠনই পরবর্তী কালে 'অনুশীলন সমিতি' নামে পরিচিত হয়। শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্নই কৈশোরে তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল সুদূর বোম্বাইয়ের ধর্মঘটী রেল শ্রমিকদের পাশে। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত না থেকে পরে তিনি গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁরই উদ্যোগে সমবায় বীমা আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের প্রচারের উদ্দেশ্যে সারা উত্তর ভারত ঘুরেছেন। অম্বিকা উকীলের সহযোগিতায় 'হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স কোং' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শিলাইদহে 'কো-অপারেটিভ সোসাইটি' স্থাপন করে দরিদ্র ক্ষেতমজুরদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করেছিলেন। সাহিত্য রচনাতেও পারদর্শী ছিলেন। 'সবুজপত্র' ও 'সাধনা' পত্রিকায় তাঁর অনেক রচনা প্রকাশিত হয়। তিনি ত্রৈমাসিক 'বিশ্বভারতী' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন। তাঁর লেখা 'একটি সদ্য প্রস্ফুটিত সাকুরা পুষ্প' জাপানী গল্পের অনুবাদ। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা দেবীকে লিখেছিলেন, "সুরি বেচারা একজামিন পাশ করবার জন্য সৃষ্ট হয় নি। ওর উচিত ছিল আমার মত পাশ-কাটানো 'লিটারেরি' হওয়া।" তাঁর সঙ্কলিত ও সংক্ষেপিত মহাভারতই পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'কুরুপাণ্ডব' নামে প্রকাশিত হয়। মৃত্যুর পূর্বে সোভিয়েট বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে 'বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ' গ্রন্থ রচনা করেন। রবীন্দ্র-

সাহিত্যের ইংরেজী অনুবাদকরূপে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১৮৯৫ খ্রী. রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ও বলেন্দ্রনাথকে পাট, ভুষিমাল ও আখমাড়াই কলের ব্যবসায়ে নামিয়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন কালে গগনেন্দ্রনাথ ও তাঁর সহায়তায় রবীন্দ্রনাথ কুষ্টিয়াতে বয়ন বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সুরেন্দ্রনাথই সমবায়, বীমা ও ব্যাঙ্কিং আন্দোলনের পথিকৃৎ। [৩,১২৪,১৫৫]

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (১৮৮৫/৮৭ - ১৮.২২. ১৯৫২) গৈলা—বরিশাল। নদীয়া জেলার কুষ্টিয়ায় জন্ম। পিতা কালীপ্রসন্নের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। ২/৩ বছর বয়সে অক্ষর-পরিচয়ের পূর্বেই রামায়ণ মুখে মুখে আবৃত্তি করার অস্বাভাবিক ক্ষমতা তাঁর মধ্যে দেখা যায়। পিতা ডায়মণ্ডহারবারে বদলী হলে ৯/১০ বছর বয়সে তিনি 'বৃত্রসংহারে'র অনুকরণে এই কাব্যের ৪টি সর্গ রচনা করেন। পিতা কৃষ্ণনগরে বদলী হলে স্কুলে ভর্তি হয়ে প্রথম বিভাগে এণ্ট্রান্স পাশ করেন ও গৈলায় গিয়ে টোলে ভর্তি হন। সেখানে পঞ্জী ও টীকাসহ দুরূহ কলাপ ব্যাকরণ নিজে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদেরও পড়ান। কৃষ্ণনগরে ফিরে এফ.এ. পাশ করেন। এই সময় 'তিলোত্তমা কাব্য' সংস্কৃতে রচনা করেন। ১ বছর বি.এ. ফেল করে পরের বছর সংস্কৃতে অনার্স ও নিস্তারিণী পদক সহ বি.এ. পাশ করেন। ১৯০৮ খ্রী. সংস্কৃত কলেজ থেকে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারী শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করেন। ১৯১০ খ্রী. দর্শনে এম.এ. পাশ করে রাজশাহী কলেজে ও চট্টগ্রাম কলেজে কাজ করেন। ১৯২০ - ২২ খ্রী. কেম্ব্রিজে লেক্‌চারার থাকা কালে দর্শনে 'ডি.ফিল.' হন। চট্টগ্রাম কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল ছিলেন। এডুকেশন সার্ভিসে যোগ দিয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজী দর্শনে প্রধান অধ্যাপক ও সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল এবং ১০ বছর পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিবিজ্ঞানের অধ্যাপক হন। ১৯৪৫ খ্রী. অবসর নিয়ে বিদেশ যান। ১৯৫০ খ্রী. থেকে লক্ষ্ণৌয়ে বসবাস করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ.ডি. (১৯২০), কেম্ব্রিজের ডি.ফিল. (১৯২২) ও রোম ইউনিভার্সিটির ডি.লিট. (১৯৩৯) ছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা : 'এ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়ান ফিলসফি' (৫ খণ্ড)। এছাড়া বহু বিচিত্র বিষয়ে ইংরেজী ও বাংলায় রচিত গ্রন্থসংখ্যা ২২। তার মধ্যে ৫টি মৌলিক কাব্যগ্রন্থ ও ১টি উপন্যাস। চিত্রকলা, অলঙ্কারশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়েও প্রবন্ধাদি রচনা করেছেন। ১৯৩৬ খ্রী. লণ্ডনে আন্তর্জাতিক ধর্ম-সম্মেলনে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা : 'এ স্টাডি অফ পতঞ্জলি', 'যোগ ফিলসফি ইন্ রিলেশন টু আদার সিস্টেম্‌স্ অফ ইণ্ডিয়ান থট', 'এ হিস্ট্রি অফ স্যান্সক্রিট লিটারেচার', 'রবীন্দ্রনাথ, দি পোয়েট অ্যাণ্ড ফিলসফার', 'কাব্যবিচার', 'সৌন্দর্যতত্ত্ব', 'রবি দীপিকা' প্রভৃতি। [৩,২৬,১৪৯]

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার (১০.১১. ১৮৪৮ - ৬.৮.১৯২৫) তালতলা—কলিকাতা। পিতা খ্যাতনামা ডাক্তার দুর্গাচরণ। ডভটন কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে বিলাত যাত্রা করেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন বিহারীলাল গুপ্ত ও রমেশচন্দ্র দত্ত। তাঁরা তিনজনেই আই.সি.এস. পরীক্ষায় (১৮৬৯) পাশ করেন। কিন্তু প্রকৃত বয়স নিয়ে গোলযোগ দেখা দেওয়ায় সুরেন্দ্রনাথকে আটকে দেওয়া হয়। তিনি আদালতের আশ্রয় নেন এবং আদালতের নির্দেশে পরীক্ষোত্তীর্ণ ব'লে তালিকাভুক্ত হন। ১৮৭১ খ্রী. তিনি আই.সি.এস. হয়ে দেশে ফেরেন এবং শ্রীহট্টের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট হন। কিন্তু একজন আসামীকে ফেরারী তালিকাভুক্ত করায় ত্রুটি দেখিয়ে তাঁকে ১৮৭৩ খ্রী. পদচ্যুত করা হয়। সম্ভবত এই পদচ্যুতি কৃষ্ণাঙ্গ ব'লেই ঘটেছিল। ১৮৭৬ খ্রী. বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁকে মেট্রোপলিটান কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপকের পদে নিয়োগ করেন। এখান থেকে সিটি কলেজ ও ফ্রী চার্চ কলেজে অধ্যাপনা করার পর ১৮৮২ খ্রী. তিনি নিজ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। এই বিদ্যালয়টি পরে রিপন কলেজ (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) নামে খ্যাত হয়। সুরেন্দ্রনাথ বাঙলায় নিয়মতান্ত্রিক ও আবেদন-নিবেদনমূলক রাজনীতির একজন প্রধান পুরোধা। ১৮৭৬ - ৯৯ খ্রী. পর্যন্ত কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য, ১৮৮৫ খ্রী. থেকে উত্তর ব্যারাকপুর মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান এবং পর পর ৮ বছর (১৮৯৩ - ১৯০১) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ১৯১৩ খ্রী. কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদের সদস্য হন। ১৯২৩ খ্রী. মডারেট রাজনীতিক সুরেন্দ্রনাথ স্বরাজ্য দলের প্রার্থীর (ডা. বিধানচন্দ্র রায়) কাছে নির্বাচনে পরাজিত হন ও রাজনীতি থেকে অবসর নেন। ১৮৭৬ খ্রী. আনন্দমোহন বসু প্রতিষ্ঠিত স্টুডেণ্ট্‌স্ অ্যাসোসিয়েশনে তিনি বক্তৃতা করতেন। 'The Life of Mazzini', 'The Rise of the Sikh Power in the Punjab', 'Indian Unity', 'Study of History', 'High English Education' ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর সে-সময়ের বক্তৃতা উল্লেখযোগ্য। 'ম্যাৎসিনী'র জীবনী ব্যাখ্যার সময়ে তিনি বৈপ্লবিক পন্থার পরিবর্তে নিয়মতান্ত্রিক পন্থা গ্রহণের জন্য বলতেন। তিনি বক্তৃতায় শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন। রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁর প্রথম আন্দোলন—সিভিল

সার্ভিস পরীক্ষায় ছাত্রদের বয়ঃসীমা বাড়ানো। লর্ড লিটনের সংবাদপত্র-সংক্রান্ত আইনের বিরুদ্ধেও তিনি আন্দোলন করেন। সাংবাদিকরূপে প্রথমে 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার সংবাদদাতার কাজ করেন। ১৮৭৯ খ্রী. 'বেঙ্গলী' পত্রিকার মালিকানা নিয়ে সম্পাদনা শুরু করেন। এই পত্রিকায় ১৮৮৩ খ্রী. এক প্রবন্ধে আদালত অবমাননার জন্য তাঁর কারাদণ্ড হয়। এই ঘটনাই নির্যাতিত দেশপ্রেমিকরূপে তাঁকে বিখ্যাত করে। ব্রিটিশ সরকারী আদালতে সুরেন্দ্রনাথই প্রথম রাজনৈতিক কারাদণ্ড ভোগ করেন। বার্ষিক ১২ হাজার টাকা খরচ কমানোর ফলে কলেজ বন্ধ করতে হয়, অথচ সেখানে ছয় লক্ষ টাকা দিল্লী দরবারে খরচ করা হয়—এই ধরনের সরকারী নীতির তিনি প্রতিবাদ করেন। ১৮৮৫ খ্রী. ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোগী সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের পুনা অধিবেশনে (১৮৯৫) এবং আমেদাবাদ অধিবেশনে (১৯০২) সভাপতিত্ব করেন। ১৮৭৬ খ্রী. আনন্দমোহন বসুর সঙ্গে 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানই কংগ্রেসের পূর্বসূরী। একটি ভারতীয় প্রতিনিধিমূলক সরকার গঠনের জন্য ১৮৯০ খ্রী. জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিলাতে প্রতিনিধি দল প্রেরিত হয়। এই দলে সুরেন্দ্রনাথ অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন। ইংরেজী ভাষার একজন প্রসিদ্ধ বক্তারূপে তিনি সেখানে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৯৭ খ্রী. ওয়েম্বলী কমিশনে সাক্ষ্য দিতে বিলাত যান। বঙ্গভঙ্গ রোধের জন্য তাঁরই নেতৃত্বে তুমুল আন্দোলন সৃষ্ট হয় (১৯০৫) এবং দেশবরেণ্য নেতারূপে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। এই উপলক্ষে তাঁর নামের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁকে 'সারেণ্ডার-নট' সুরেন্দ্রনাথ' বলা হত। ১৯০৬ খ্রী. বরিশালে রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে যোগ দিয়ে শোভাযাত্রা পরিচালনার অভিযোগে সুরেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯০৯ খ্রী. পুনরায় সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরূপে ইংল্যাণ্ডে প্রেস সম্মেলনে যোগ দেন। ১৯১২ খ্রী. বঙ্গভঙ্গ রোধ হওয়ায় (অবশ্য বঙ্গের কিছু অংশ আসাম ও বিহারে যুক্ত হয়) তিনি Settled Fact-কে Unsettled করার কৃতিত্ব অর্জন করেন। তিনি বরাবরই নিয়মাধীন আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর পঞ্চাশ বছরের রাজনৈতিক জীবনে ব্রিটিশ ন্যায়বিচারে আস্থা কখনও শিথিল হয় নি। তাই লর্ড কার্জনের সঙ্গে বিরোধ করলেও নিজ প্রতিষ্ঠিত কলেজের নাম পরবর্তী এক লাট সাহেব রিপনের নামেই রাখেন। তিনি মডারেট রাজনীতি ত্যাগ করে যুগের সঙ্গে অগ্রসর হতে পারেন নি বলেই শেষ পর্যন্ত তাঁকে স্বরাজ্য দলের তরুণ সদস্যের কাছে পরাজিত হতে হয়েছিল। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের পথে কংগ্রেস যখন অগ্রসর হয় তখন তিনি ইংরেজ-প্রবর্তিত শাসন-সংস্কার সমর্থন এবং মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে (১৯২১) অনেকের নিন্দাভাজন হন। ইংরেজ সরকারের 'স্যার' উপাধি তিনি গ্রহণ করেন। ভারত ও ইংল্যাণ্ডের আর্থিক সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য আহূত কমিশনে তিনি আমন্ত্রিত প্রতিনিধিরূপে যোগ দিয়েছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার অনেক আগেই কর্পোরেশন বা স্বায়ত্তশাসন বিভাগে কিছুটা জাতীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তিনিই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন (১৯২১)। সুরেন্দ্রনাথের প্রভাবেই বাঙলায় জাতীয় অবমাননার বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। তাঁর রচিত 'A Nation in Making' গ্রন্থটি ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসের একটি বিশেষ মূল্যবান দলিল। [৩,৭,৮,১০,২৫,২৬]

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতরত্নাকর (১৮৮৬?-২৩.২.১৯৭২) বিষ্ণুপুর। সঙ্গীতজ্ঞ অনন্তলাল। বাল্যকালে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় দুই অগ্রজ রামপ্রসন্ন ও গোপেশ্বরের কাছে সঙ্গীতশিক্ষা করেন। বিভিন্ন সময়ে বর্ধমান রাজদরবারে, মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গীতসভায়, আদি ব্রাহ্মসমাজে ও প্রমোদা দেবী চৌধুরাণীর 'সঙ্গীত সম্মিলনী'তে গায়করূপে নিযুক্ত ছিলেন। সেতার ও এস্রাজ বাজনাতেও দক্ষতা ছিল। তিনি রবীন্দ্রনাথের বহু গানের স্বরলিপি প্রস্তুত করেছেন। রচিত গ্রন্থ : 'বিষ্ণুপুর'। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে 'পদ্মশ্রী' উপাধি পান। [১৬,৫২]

সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (?-১৯৪২/৪৩)। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা থেকেই অধ্যাপক হিসাবে যুক্ত ছিলেন। অধ্যাপনায় তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতে অনুরাগী ছিলেন। [৫]

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮-১৮৭৮) জগন্নাথপুর—যশোহর। প্রসন্ননাথ। কবি ও সাহিত্যিক। হেয়ার স্কুল, ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী এবং ফ্রী চার্চ ইন্‌স্টিটিউশনের ছাত্র ছিলেন। সংস্কৃত, ফারসী ও ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। দর্শন ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ তাঁর রচিত কবিতায় সুস্পষ্ট। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'ষড়্‌ঋতুবর্ণন', 'বর্ষবর্তন', 'মহিলা' (কাব্য), 'বিশ্বরহস্য' (গদ্য), 'সবিতা সুদর্শন' (আখ্যায়িকা কাব্য), 'হামির' (নাটক) প্রভৃতি। 'রাজস্থানের ইতিবৃত্ত' নামে তিনি ৫ খণ্ডে টডের গ্রন্থের অনুবাদ করেন (১৮৭২-৭৩)। ১২৭৬ ব. চৈত্রমেলা উপলক্ষে তিনি 'ভারতের ব্রিটিশ শাসন পরিদর্শন'

রচনা করেছিলেন। 'বিবিধার্থসংগ্রহ' ও 'নলিনী' পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন। [৩]

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বাহাদুর (১৮৬৫-১৯৩১) পাকুড়িয়া—পাবনা। ১৮৮৬ খ্রী. সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে ১৮৮৮ খ্রী. প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রথম হয়ে ডেপুটি কালেক্টর ও পরে ইন্‌কাম ট্যাক্স বিভাগের ডেপুটি কমিশনারের পদ পান। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আজীবন একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। খেয়াল-টপ্‌-খেয়াল অঙ্গর সঙ্গীতেই বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। বৈষ্ণব কবিদের কীর্তনাঙ্গ সঙ্গীতেও দক্ষতা ছিল। একবার রবীন্দ্রনাথ তাঁর হিন্দী গানের বিশিষ্ট ঢঙের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পরিণত বয়সে হাস্যরসাত্মক ছোট গল্প রচনায় ব্রতী হন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্রে যথেষ্ট দক্ষতা থাকায় শেষ-জীবনে ঐ বিষয়ে পুস্তিকা রচনা করেন। চাকরি থেকে অবসর-গ্রহণের পর কৃষিশিল্পবিজ্ঞানের উন্নতির জন্য পরিশ্রম করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'ছোট ছোট গল্প', 'কর্মযোগের টীকা', 'আনন্দ পর্যটন', 'পূজার আসর' প্রভৃতি। এছাড়াও জটিল আইনসমূহের এক সরল ব্যাখ্যা-গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। [৫]

সুরেন্দ্রনাথ মাইতি [১] (১৯১৫-২৯.৯.১৯৪২) নইগোপালপুর—মেদিনীপুর। জগন্নাথ। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে মহিষাদল পুলিস স্টেশন আক্রমণ-কালে পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

সুরেন্দ্রনাথ মাইতি [২] (?-২৯.৯.১৯৪২) সুন্দ্রা—মেদিনীপুর। বিপিনবিহারী। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দেন। মহিষাদল পুলিস স্টেশন আক্রমণকালে পুলিসের গুলিতে মারা যান। [৪২]

সুরেন্দ্রনাথ রায় (১৮৬২?-১৯২৯) বেহালা—চব্বিশ পরগনা(?)। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের অনুগতরূপে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেন। ২৯ বছর বেহালা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান থাকা কালে ঐ অঞ্চলের প্রভূত উন্নতি করেন। ১৬ বছর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য এবং দ্বৈতশাসন প্রবর্তিত হবার পর ১৯২১ খ্রী. উক্ত সভার সহকারী সভা-পতি ছিলেন। মিউনিসিপ্যালিটি-শাসিত বঙ্গে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারকল্পে তিনি একটি আইনের পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপন করলে তা বিধিবদ্ধ হয়। [৫]

সুরেন্দ্রনাথ সেন (?-১০.১.১৯৪৯) গাজিপুর—উত্তরপ্রদেশ। লক্ষ্মীনারায়ণ। আদি নিবাস বলাগড়—হুগলী। খ্যাতনামা কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন তাঁর সহোদর। তিনি পাঠ্যাবস্থায় পরীক্ষায় কখনও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন নি। এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। সাহিত্যচর্চাও করতেন। 'হিন্দোল', 'তুষার', 'বৈকালী', 'নিদাঘ' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর কবিত্বশক্তি ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। [৫]

সুরেন্দ্রনাথ সেন, ড. (২৯.৭.১৮৯০-১৯৬২) মাহিলাড়া—বরিশাল। মথুরানাথ। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক। বাটাজোড় হাই স্কুল থেকে এন্ট্রান্স ও তৃতীয় বিভাগে এফ.এ. পাশ করেন। অন্য কোনও উন্নতির আশা না দেখে ব্রজমোহন স্কুলে শিক্ষকতায় ব্রতী হন। ৩ বছর পরে পুনরায় পড়া শুরু করে অনার্সসহ বি.এ. এবং ২ বছর পর প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় হয়ে এম.এ. পাশ করেন। বছরখানেক জমিদারের গৃহশিক্ষক ছিলেন। এক বছর পর জব্বলপুর কলেজে ইংরেজী ও ইতিহাসের অধ্যাপক, পরের বছর (১৯১৭) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক্‌-চারার ও ১৪ বছর পর 'আশুতোষ অধ্যাপক' হন। ১৯৩৯-৪৯ খ্রী. দিল্লীতে ন্যাশনাল আর্কাইড্‌স্‌-এ ছিলেন। অবসর নিয়ে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও পরের বছর ভাইস-চ্যান্সেলর হন। তিন বছর পর অবসর নিয়ে বাঙলায় আসেন। মারাঠী ভাষা শিখে মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাসের গবেষণায় তিনি ১৯১৭ খ্রী. পি.আর.এস. বৃত্তি এবং ১৯২২ খ্রী. মহারাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার গবেষণায় পি-এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। পুণা ভারত ইতিহাস সংশোধক মণ্ডল, ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস, হিস্‌টরিক্যাল রেকর্ডস্‌ কমিশন ও অ্যাক্‌লুইড সোসাইটির সদস্য এবং বিদেশী ইংল্যাণ্ডীয় হিস্‌টরিক্যাল সোসাইটি, ফ্রান্সের Ecole Francaise D. Extreme Orient ও Historique et Heraldique-এর করেস্‌পণ্ডিং মেম্বার ছিলেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনারারি ডক্টরেট উপাধি পান। তাঁর রচিত গ্রন্থ বাংলায় ৭টি ও ইংরেজীতে ১১টি। তার মধ্যে 'অশোক', 'পেশোয়াদিগের রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি', 'Shiva Chatrapati', 'Studies in Indian History', 'Eighteen Fifty-Seven' প্রসিদ্ধ। পর্তুগালের এভোরা নগরে রক্ষিত বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ'-এর মূল পাণ্ডুলিপিখানি নকল করে আনা তাঁর অপর প্রশংসনীয় কাজ। এটি 'উপাসনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (কার্তিক ১৩৩৯ ব.)। [৩,১০,৩৩]

সুরেন্দ্রমোহন বসু (১৮৮২-১৯৪৮) বামন-তিতা—ঢাকা। মোহিনীমোহন। 'ডাকব্যাক' মার্কা ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস'-এর প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্দ্রমোহন স্বদেশী যুগের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত ছিলেন। গয়া জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা এবং ভাগলপুর

টি. এন. জুবিলী কলেজ থেকে এফ.এ. পাশ করে ঢাকা কলেজে বি.এস-সি. ক্লাশে ভর্তি হন। এই সময় বিদেশ থেকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণ করে স্বদেশসেবায় তা নিয়োজিত করাও ছিল অন্যতম বৈপ্লবিক কার্যক্রম। এই উদ্দেশ্যে ১৯০৫ খ্রী. যোগীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ স্কলারশিপ পাওয়া মাত্র জাপান যাত্রা করেন। সেখানে দেড় বছর হাতে কলমে রঞ্জন শিল্প ও কাপড় ছাপাই-এর কাজ শেখেন। পরে আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি'তে বি.এ. ও ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এস-সি. পাশ করেন। আমেরিকায় পড়ার সময় ১৯১৩ খ্রী. প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দুস্থান স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন'-এর তিনি প্রথম প্রেসিডেন্ট হন। ভারতের স্বাধীনতা-বিষয়ে সেখানে তখন বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন ; ফলে তিনি ইংরেজ সরকারের কোপদৃষ্টিতে পতিত হন। দেশে ফিরে আসার পর বিপ্লবী হিসাবে তাঁকে অনেক বছর সরকারী নির্যাতন সহ্য করতে হয়। করদ রাজ্য রেওয়া স্টেটের শিল্পোন্নয়নের কাজে নিযুক্ত থাকা কালে ভারত সরকারের ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্টে গ্রেপ্তার হয়ে যুক্তপ্রদেশের হামীরপুরে অন্তরীণ অবস্থায় নিজের চেষ্টায় সেখানে ছোট ল্যাবরেটরির সরঞ্জাম যোগাড় করে ওয়াটারপ্রুফ কাপড় ও ক্যানভাস তৈরীর গবেষণায় আত্মমগ্ন হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষের কিছু পরে মুক্তি পেয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং ১৯২০ খ্রী. তিন ভাইয়ের সাহচর্যে প্রথমে তাঁদের কলিকাতার বাসা-বাড়িতেই 'বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস' স্থাপনা করেন। এদেশে প্রথম ওয়াটারপ্রুফ তৈরীর কৃতিত্ব এই প্রতিষ্ঠানেরই। [১৪৪]

সুরেশচন্দ্র ঘোষ (? - অক্টোবর ১৯৪২) লাবা—বীরভূম। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় কারারুদ্ধ হন। সিউড়ী জেলে মৃত্যু। [৪২]

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী [১] (১৯০১ - ১৪.৫.১৯৭৩)। কাশী-প্রবাসী খ্যাতনামা সাংবাদিক ও সাহিত্যসেবী। অতি অল্প বয়স থেকেই পত্রিকা সম্পাদনায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৩৩০ ব. তিনি কাশীতে 'অলকা' মাসিক পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। তবে তাঁর প্রসিদ্ধি 'উত্তরা' পত্রিকার জন্যই। ১৩৩২ ব. প্রকাশিত এই পত্রিকার সম্পাদকদ্বয় অতুলপ্রসাদ সেন ও রাধাকমল মুখার্জির সহযোগী হিসাবে কাজ আরম্ভ করলেও প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন তার সর্বাধিনায়ক। তাঁরই চেষ্টায় পত্রিকাটি 'কল্লোল' ও 'কালিকলম'-এর সমগোত্রীয় হয়ে উঠেছিল। লক্ষ্ণৌতে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনের মুখপত্র হিসাবে 'উত্তরা' প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে পত্রিকাটি তাঁর সম্পাদনায় বারাণসী থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে 'উত্তরা' দীর্ঘকাল উত্তর ভারত ও বাঙলার মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করেছে। দীর্ঘ ৪০ বছর তিনি প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে এই পত্রিকাটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর এই পত্রিকায় অতি-আধুনিক লেখকদেরও স্থান ছিল। নিদারুণ সাংসারিক সংকট সত্ত্বেও কলিকাতা থেকে আগত প্রাচীন, তরুণ বা আধুনিক—সব রকম সাহিত্যিকই তাঁর ভেলুপুরার বাড়িতে সাদরে আমন্ত্রিত হতেন। এ ছিল তাঁর অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। নিজে বেশী কিছু না লিখলেও তিনি সাহিত্যের জহুরী ছিলেন। এইজন্য বাংলা সাহিত্যে তাঁর একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা রচিত হয়েছে। 'রহমান খাঁর দুর্গোৎসব', 'মানসী', 'মধুপ' প্রভৃতি তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'অতুলপ্রসাদ সেন' নামে গ্রন্থটি তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। [৩,১৬]

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী [২] (১৮৯৪ ? - ১৯৬৫)। পেশায় আইনজীবী হলেও সংগীতকেই জীবনের সাধনারূপে গ্রহণ করেন। যৌবনে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে কয়েকবার কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন। দেশবিভাগের পর আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্রের সংগীত-প্রযোজক হন। সংগীতের বিভিন্ন ঘরানার নানা দিকে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। সংগীত-বিষয়ে তাঁর অতুলনীয় গবেষণা সর্বজন-স্বীকৃত। এ বিষয়ে তাঁর রচিত কয়েকটি তথ্যবহুল প্রবন্ধ ও মূল্যবান গ্রন্থ আছে। [৪]

সুরেশচন্দ্র দত্ত (১৮৫০ - ?)। কলিকাতা হাটখোলা দত্তবংশে জন্ম। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম প্রিয়শিষ্য ছিলেন। 'পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি', 'সাধক সহচর', 'নারদসূত্র বা ভক্তিজিজ্ঞাসা', 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত', 'কাজের লোক' প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। [২৫]

সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত (১৮৮১ - ১৯৬০)। বগুড়ার জননেতা। গান্ধীজীর আহ্বানে আইন ব্যবসায় ত্যাগ করে ১৯২০ খ্রী. অসহযোগ ও ১৯৩০ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে বহুবার কারাবরণ করেন। ভারত-বিভাগের পর তিনি পূর্ব-পাকিস্তানেই জীবন কাটান। [১০]

সুরেশচন্দ্র বণিক (? - ৪.১.১৯৪৪) মহাদেবপুর—চট্টগ্রাম। শরৎচন্দ্র। ১৯৩০ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনে ও ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে বন্দী থাকা কালে তাঁর মৃত্যু হয়। [৪২]

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯.১১.১৮৮৭ - ১২.১০.১৯৬১) নড়িয়া—ফরিদপুর। রজনীকান্ত। ১৯০৪ খ্রী. চাঁদপুর স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, ১৯০৮

খ্রী. কুচবিহার কলেজ থেকে ইংরেজীতে অনার্স সহ বি.এ. এবং ১৯১৪ খ্রী. কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম.বি. পাশ করেন। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সুরেশচন্দ্র ১৯০৫-০৬ খ্রী. বঙ্গ-ভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেন এবং ১৯০৭-০৮ খ্রী. কুচবিহার অনুশীলন সমিতির শাখার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। এরপর হোমরুল আন্দোলনে জড়িত হয়ে ফরিদপুরে হোমরুল লীগের শাখা খোলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে চিকিৎসক হিসাবে সৈন্য-বাহিনীর কাজে যোগ দেন। যুদ্ধ-শেষে ফরিদপুরে সামাজিক আন্দোলন সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। গান্ধীজীর ভক্তরূপে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়-ভাবে যোগ দেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে গ্রেপ্তার হন। গান্ধী-সমর্থক হয়ে দেশবন্ধুর কাউন্সিল প্রবেশের বিরুদ্ধতা করেন। ১৯২২-২৩ খ্রী. ঢাকা হালিয়াকান্দিতে অভয় আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন ও পরে এ প্রতিষ্ঠান কুমিল্লায় সরিয়ে আনেন। মূলত প্রতিষ্ঠানটি সামাজিক আন্দোলনে জড়িত থাকলেও সরকার ১৯৩২ খ্রী. এটিকে বেআইনী ঘোষণা করে। অবশ্য গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় ঐ আদেশ প্রত্যাহৃত হয়। আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি বিভিন্ন জেলায় সত্যাগ্রহ পরিচালনা করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৩৩ খ্রী. শ্রমিক সংগঠন ও আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩৫ খ্রী. বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি হন। ১৯৩৭ খ্রী. দিল্লীতে ও ১৯৩৮ খ্রী. নাগপুরে নিখিল ভারত ট্রেড ইউ-নিয়ন কংগ্রেস সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে পুনরায় বন্দী হন (১৯৪২-৪৬)। ১৯৪৭-৪৮ খ্রী. পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভায় মন্ত্রিত্ব করেন। ১৯৫১ খ্রী. কংগ্রেস ত্যাগ করে কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি গঠন করেন। অল্পদিনের জন্য গ্রেপ্তার হন। ১৯৫৭ খ্রী. পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে আমৃত্যু সদস্য ছিলেন। [১০,১২৪]

সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস, কর্নেল (১৮৬১-২২.৯.১৯০৫) নাথপুর—নদীয়া। গিরিশচন্দ্র। কলিকাতা লণ্ডন মিশনারী স্কুলে পড়বার সময় তাঁকে পড়াশুনা অপেক্ষা গোঁয়ারতুমি ও দলের নেতৃত্ব করতেই বেশী দেখা যেতো। পিতার সঙ্গে বিবাদ করে তিনি খ্রীষ্ট-ধর্ম নিয়ে গৃহত্যাগ করে অধ্যক্ষ অ্যাশ্টন সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারপর স্পেন্সার হোটেলে সামান্য চাকরি নিয়ে রেঙ্গুনে চলে যান। সেখানে মগ ডাকাতের হাত থেকে এক মহিলাকে রক্ষা করেন। চাকরির অন্বেষণে পরে কলিকাতায় ফেরেন। ১৭ বছর বয়সে এক ক্যাপ্টেনের সাহায্যে ইংল্যাণ্ড যান। ১৮৭৮ খ্রী. লণ্ডন পেঁছে জীবিকার্জনের জন্য নানা পেশা গ্রহণ করেন। এসময়ে রসায়ন, অঙ্ক ও জ্যোতির্বিদ্যায় কিছু জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। ম্যাজিকও শেখেন। হঠাৎ সাপ্তাহিক বেতনে একটি সার্কাস দলে কাজ নেন। একাজে পশুর খেলা দেখানোয় দক্ষ হয়ে ওঠেন। ১৮৮২ খ্রী. হিংস্র-জন্তুর খেলায় একজন দক্ষ শিল্পী ব'লে খ্যাত হন। লণ্ডন থেকে হামবুর্গ যান। এখানে গাজেনবাক, জোগ কার্ল প্রভৃতি বিখ্যাত দলে খেলা দেখান। জার্মান সার্কাসের মহিলা-ঘটিত এক ব্যাপারে তাঁকে জার্মানী ত্যাগ করতে হয়। এরপর আমেরিকায় মি. উইল্স্-এর সার্কাসে খেলা দেখান। পরে ব্রেজিল চিড়িয়াখানার রক্ষক নিযুক্ত হন। কার্যকারণে তিনি পর্তুগীজ, জার্মান, ড্যানিশ ও ইটালিয় ভাষা ভালভাবে শেখেন। চিকিৎসাশাস্ত্র শিখে একটি ব্রেজিলীয় চিকিৎসকের কন্যাকে বিবাহ করেন। ১৮৮৭ খ্রী. ব্রেজিল সৈন্যদলে যোগ দিয়ে এক বছরের মধ্যেই উন্নতি করেন। সান্টাক্রুজ থেকে রিও-ডি-জেনিরোতে সামরিক হাসপাতালের ভার-প্রাপ্ত হন। এ সময়ে শল্যচিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেন। ১৮৮৯ খ্রী. অশ্বারোহী বাহিনী ছেড়ে পদাতিক দলে যোগ দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 'ফার্স্ট সার্জেণ্ট' হন। ১৮৯৩ খ্রী. নীথরয় শহরে ব্রেজিল নৌ-বাহিনী বিদ্রোহ করলে তিনি মাত্র ৫০ জন সৈন্য নিয়ে বিদ্রোহীদের আক্রমণ করে জয়লাভ করেন এবং কর্নেল পদে উন্নীত হন। তিনি প্রথাগত শিক্ষা না পেলেও প্লেটো, হোরেস, শীলার, শেক্সপীয়র, গ্যেটের রচনাদি ভালভাবে পড়েন। কর্নেল সুরেশ বিশ্বাসের দুঃসাহসিক জীবন-কাহিনী এক সময়ে ভারতের স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাদের প্রেরণা যুগিয়ে-ছিল। রিও-ডি-জেনিরো নগরে মৃত্যু। [৩,৭,২৫, ২৬,৩১,১২৪]

সুরেশচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৮-১২.৮.১৯৫৪) কৃষ্ণনগর—নদীয়া। মহেন্দ্রনাথ। জেলা স্কুলের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র থাকা কালে বাঘা যতীনের প্রেরণায় বিপ্লব-কর্মে যুক্ত হয়ে পিতৃবন্ধুর জামাতা পূর্ণ-চন্দ্র মৌলিকের রিভলভার অপহরণ করে বাঘা যতীনকে দেন। কিছুকাল পরে হাইকোর্টের কর্ম-চারী শামসুল আলমকে এই রিভলবার দ্বারা হত্যা করা হলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তিনি ১৬ মাস কারাদণ্ডিত হন। কারাগারে থাকা কালে পিতৃবিয়োগ ঘটে। পরে বহু কষ্টে এন্ট্রান্স পাশ করে উপার্জনের আশায় কলিকাতায় আসেন এবং শিক্ষানবীশ কম্পোজিটররূপে জোন্স কোম্পানীতে যোগ দেন। ক্রমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর সামান্য মূলধন নিয়ে 'শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস' নামে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। জাতীয়তাবাদী পত্রিকা প্রকাশের

উদ্দেশ্যে তিনি ১৩.৩.১৯২২ খ্রী. আবাল্য বন্ধু প্রফুল্লকুমার সরকারের সাহায্যে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রকাশ করেন। তাঁর জীবনের অক্ষয় কীর্তি বাংলা লাইনো টাইপ প্রবর্তন। ১৯৩৩ খ্রী. 'দেশ' সাপ্তাহিক ও ১৯৩৭ খ্রী. 'Hindusthan Standard' দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ক্রমশ পত্রিকাগুলি সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠলে বহু বিপ্লবী কর্মী 'আনন্দবাজারে' চাকরি পান। তিনি নিজে গোপনে বিপ্লবীদের সাহায্য করতেন। তিরিশের দশকে তিনি নেতাজীর অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন। ১৯৪১ খ্রী. নেতাজীর ভারতত্যাগের ব্যবস্থায় তাঁর যোগাযোগ ছিল। ১৯৪২ খ্রী. তিনি পুনরায় গ্রেপ্তার হন। জাতীয়তাবাদে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র অবদান অসীম। ১৯২৭ - ৩৭ খ্রী. তিনি উত্তর কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এবং ১৯৩৭ - ৫২ খ্রী. কলিকাতা মুদ্রক সমিতির সভাপতি ছিলেন। ১৯৪৫ খ্রী. রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষা কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হয়ে কমিটির মাধ্যমে 'রবীন্দ্র ভারতী'র সৃষ্টি করেন। ১৯৪৭ খ্রী. কংগ্রেসপ্রার্থিরূপে গণ-পরিষদে নির্বাচিত ও ১৯৫২ খ্রী. রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হন। স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনায় তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। অকৃতদার ছিলেন। [৩,৫, ৭,১০,১১]

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (১৮৭০ - ১.১.১৯২১) কলিকাতা। গোপালচন্দ্র ঘোষাল সমাজপতি। মাতামহ—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। পৈতৃক নিবাস—আঁশমালী—নদীয়া। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হলে তিনি ও তাঁর ভাই মাতামহের গৃহে প্রতিপালিত হন। শৈশবে মাতামহের কাছে বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ১৫/১৬ বছর বয়সেই তাঁর সাহিত্যচর্চা শুরু হয়। 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে সাহিত্য-জগতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৯০ খ্রী. থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকায় তদানীন্তন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রায় সকলের রচনাই স্থান পেয়েছিল। 'সমাজপতি সত্যই সাহিত্যসমাজের সমাজপতি ছিলেন'। তাঁর দ্বারা সমালোচনা-সাহিত্য বহুল পরিমাণে পুষ্ট হয়েছে। এছাড়া তিনি সাহিত্যিক সৃষ্টির কাজেও যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন। এই কারণে তিনি শুধু একজন সাহিত্যিক গণ্য না হয়ে যুগ-হিসাবে গণ্য হয়ে থাকেন। 'কল্পদ্রুম', 'বসুমতী', 'সন্ধ্যা', 'নায়ক', 'বাঙালী' প্রভৃতি পত্রিকাও তিনি সম্পাদনা করেছিলেন। দীর্ঘদিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম পরিচালক ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাগ্মী হিসাবেও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। বক্তৃতায় তিনি ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করতেন না। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'কল্কিপুরাণ', 'সাজি', 'রণভেরী', 'ইউরোপের মহাসমর', 'ছিন্নহস্ত' এবং সম্পাদিত গ্রন্থ : 'আগমনী' ও 'বঙ্কিমপ্রসঙ্গ'। এছাড়াও তাঁর বহু রচনা বিভিন্ন মাসিক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। [৩,৫,৭, ২৫,২৬,২৮]

সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী, সি.আই.ই. (৩০.১২. ১২৭২ - ২৬.১১.১৩২৭ ব.) বামুনপাড়া—হুগলী। ডা. সূর্যকুমার। বৌবাজার স্কুল, হেয়ার স্কুল, প্রেসিডেন্সী কলেজ ও সেন্ট্রাল কলেজের শিক্ষা শেষ করে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন এবং প্রথম স্থান অধিকার করে এম.ডি. পাশ করেন। ম্যাক্‌লিওড্ নামে জনৈক অধ্যাপক তাঁকে আই.এম.এস. পড়বার জন্য নিজ ব্যয়ে বিলাত পাঠাতে চান, কিন্তু মায়ের অসম্মতি থাকায় তা সম্ভব হয় না। এরপর মেয়ো হাসপাতালে কিছুদিন অধ্যাপনার পর তিনি স্বাধীনভাবে চিকিৎসাবিদ্যা শুরু করেন। নিজে ফিজিশিয়ান হবার আশা রাখলেও মাতার ইচ্ছায় অস্ত্রচিকিৎসক হন। একবার তাঁর চিকিৎসাবিদ্যার গুরু ডা. জুবার্ট জনৈকা দুরারোগ্য রোগগ্রস্তা মহিলাকে অপারেশন করতে অসম্মত হলে তিনি অপারেশন করে সাফল্যলাভ করেন। ডা. জুবার্ট তা জানতে পেরে আশ্চর্যান্বিত হন এবং বিলাতের একটি সংবাদপত্রে নিজের ত্রুটি ও শিষ্যের সাফল্য ঘোষণা করেন। মেডিক্যাল কলেজে যথেষ্ট ছাত্রের স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় সুরেশপ্রসাদ, নীলরতন সরকার, কালীকৃষ্ণ বাগচী, অমূল্যচরণ বসু প্রমুখ চিকিৎসকগণ 'College of Surgeons and Physicians of Bengal' নামে চিকিৎসা-বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। পরে এটি বেলগাছিয়া অ্যালবার্ট ভিক্টর হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত হয়। ইউরোপীয় যুদ্ধের সময় আহতদের শুশ্রূষার জন্য 'Bengal Ambulance Corps' গঠন করেছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং সিণ্ডিকেটের সদস্য ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তিনি মেডিক্যাল কলেজের অবৈতনিক ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত হন। [৫,২৫,২৬]

সুরেশ্বর (দ্বাদশ শতাব্দী)। অন্য নাম সুরপাল। প্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদজ্ঞ পণ্ডিত। তাঁর পিতা ভদ্রেশ্বর ছিলেন পালরাজা রামপালের চিকিৎসক। তিনিও ভীমপাল নামে এক রাজার চিকিৎসক ছিলেন। ভেষজ গাছগাছড়ার তালিকা ও গুণবিচার সংবলিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'বৃক্ষায়ুর্বেদ', 'শব্দপ্রদীপ' এবং লৌহের ভেষজ ব্যবহার ও লৌহঘটিত ঔষধাদি-বিষয়ক গ্রন্থ 'লৌহপদ্ধতি' তাঁরই রচিত। [৬৭]

সুরেশ্বর সর্বাধিকারী। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি ওড়িশার দেওয়ান ছিলেন। তাঁর কাজের

দক্ষতায় সন্তুষ্ট হয়ে দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ শাহ্ তাঁকে বংশানুক্রমিক 'সর্বাধিকারী' (সমাজের শীর্ষ এবং ধন-মান, বিদ্যা-বুদ্ধি—সর্ব বিষয়ের অধিকারী এই অর্থে) উপাধি এবং বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা আয়ের রঘুনাথপুরের জমিদারী দান করেন। তাঁরই আমলে জগদ্বিখ্যাত জগন্নাথদেবের মন্দিরের চার-পাশ প্রাচীর-বেষ্টিত হয় এবং পূজা ও অন্যান্য বিষয়ে সুবন্দোবস্ত হয়। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানেশ্বর ১৫০৯ খ্রী. দিল্লীশ্বরের উজীরপদে থেকে ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনা করেন। [৮১]

সুলতা কর (১৯০৭-১৯৬৪) কলিকাতা। যতীন্দ্রনাথ মিত্র। পৈতৃক নিবাস চন্দননগর—হুগলী। ১৯২৬ খ্রী. বেথুন কলেজ থেকে আই.এস-সি. পাশ করার পর প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক কুলেশচন্দ্র করের সংগে তাঁর বিবাহ হয়। পরে বি.এ. পাশ করেন। বাল্যবন্ধু শোভারাণী দত্ত ও কল্যাণী দাসের প্রেরণায় ১৯৩২ খ্রী. অহিংস আন্দোলনে যোগ দেন। এই সময় তিনি বিদেশী বস্ত্রের দোকানের সামনে পিকেটিং-এ নিষিদ্ধ রাজনৈতিক সভায় অংশগ্রহণ করে ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। মুক্তি পেয়ে কল্যাণী দাসের সংগে একযোগে বিপ্লবের পথ বেছে নেন। দীনেশ মজুম-দারের নেতৃত্বে ১৯৩৩ খ্রী. থেকে কাজ করতে থাকেন। তখন থেকেই গুপ্ত বিপ্লবীদের বিভিন্ন কাজে সহায়তা করেন এবং একবার বধূবেশে দীনেশ মজুমদারকে চন্দননগরে পেঁাছে দিয়েছিলেন। গ্রীণ্ডলে ব্যাঙ্ক ডাকাতির পর তাঁকে ১৯৩৪ খ্রী. ভবানীপুর থানায় নির্জন কক্ষে এবং সেখান থেকে ১ মাস প্রেসিডেন্সী জেলে রাখা হয়। প্রমাণাভাবে মুক্তি পান, কিন্তু তাঁকে বাঙলাদেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়। এসময় এম.এ. পাশ করে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন এবং শিশু-সাহিত্যিক রূপে সুপরিচিতা হন। ছোটদের জন্য তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'ছোটদের বিদেশী গল্প সঞ্চয়ন', 'এণ্ডারসনের গল্প', 'অস্কার ওয়াইল্ডের গল্প', 'বিদেশী শিশু-নাটিকা', 'কাঠের পুতুল ক্ষুদিরাম' প্রভৃতি। [৪,২৯]

সুশীতল রায়চৌধুরী (৪.২.১৯১৩-১৩.৩. ১৯৭১) আদি নিবাস—ঘলঘলিয়া, টাকি—খুলনা। নিরুপম। লক্ষ্ণৌ-এ জন্ম। কলিকাতার ন্যাশনাল বিদ্যালয় থেকে ১৯২৭ খ্রী. ম্যাট্রিক পাশ করে যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্তি হন। ১৯২৮ খ্রী. বোলপুর শ্রীনিকেতনে পড়তে যান। এক বছর পর তাঁকে সেখান থেকে চলে আসতে হয়। ১৯৩০ খ্রী. আরামবাগে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় কিছুদিন কারাভোগ করেন। ১৯৩০ খ্রী. থেকে ২ বছর সর্বক্ষণের বিপ্লবী কর্মী হিসাবে হুগলী জেলার গ্রামে গ্রামে কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৩২ খ্রী. স্টেট্‌স্-ম্যান পত্রিকার সম্পাদক ওয়াটসনের হত্যা-প্রচেষ্টার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কারাবাসকালে তিনি অর্থনীতিতে অনার্স-সহ বি.এ. পাশ করেন এবং মার্ক্সীয় দর্শন অধ্যয়ন করে জেলের অভ্যন্তরস্থ কমিউনিস্ট দলে যোগ দেন। ১৯৩৮ খ্রী. কারামুক্ত হয়ে হুগলী জেলার কমিউনিস্ট পার্টিতে আসেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে আত্মগোপন করে জেলার কৃষক আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৯৪২ খ্রী. পার্টি আইনী ঘোষিত হলে জেলা কমিটির সদস্য হিসাবে বিভিন্ন সংগঠনের সংগে যুক্ত থাকেন। এই সময় বিশেষ করে সুতাকল শ্রমিকদের মধ্যে তিনি ব্যাপকভাবে কাজ করেন। ২৬.৩.১৯৪৮ খ্রী. পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হওয়ার সংগে সংগে তিনি সিকিউ-রিটি আইনে কারারুদ্ধ হন। ১৯৫২ খ্রী. মুক্তি লাভ করার পর হুগলী জেলার পার্টি-সম্পাদক-রূপে রাজনৈতিক কার্য পরিচালনা করতে থাকেন। ১৯৫৬ খ্রী. পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির 'দৈনিক স্বাধীনতা' পত্রিকা পরিচালনার কাজে সহ-কারী সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত হন। এসময় তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মার্ক্সীয় তত্ত্ব আলোচনা করে বহু প্রবন্ধ লেখেন। 'শ্রমিক আন্দোলনের রূপরেখা' নামে একখানি পুস্তকও রচনা করে প্রকাশ করেন। ১৯৬২ খ্রী. ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষের সময় তিনি আবার কারারুদ্ধ হন। ঐ বছরই কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধা-বিভক্ত হলে তিনি মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট দলের সংগে যুক্ত থাকেন। ১৯৬৩ খ্রী. জেল থেকে বেরিয়ে 'দেশহিতৈষী' সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক-মণ্ডলীর অন্যতম সভ্য হিসাবে ঐ পত্রিকার পরিচালনা কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। পার্টির সপ্তম কংগ্রেসে তিনি সংসদীয় রাজনীতি পরি-ত্যাগ করে বিপ্লবী সংগ্রামের পথ গ্রহণের যে প্রস্তাব রাখেন তা অগ্রাহ্য হয়। ১৯৬৪ খ্রী. আবার ১ বছরের জন্য কারারুদ্ধ থাকেন। ১৯৬৭ খ্রী. নক্‌শালবাড়ীর কৃষক সংগ্রামকে স্বাগত জানিয়ে তিনি তাঁর দলের নেতৃত্বের সংগে সংস্রব ত্যাগ করেন এবং 'দেশব্রতী' পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করে নক্‌শালবাড়ীর কৃষক সংগ্রাম ও তার ঐতিহাসিক তাৎ-পর্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। কমিউনিস্ট বিপ্লবী-দের নিয়ে গঠিত সারা ভারত কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক, ২২.৪.১৯৬৯ খ্রী. প্রতিষ্ঠিত 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী)'-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা এবং

'দেশব্রতী লিবারেশন'-এর সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন। [১০৬]

সুশীলকুমার ঘোষ (ফেব্রু. ১৮৯৪ - ৮.৪. ১৯৬৪)। কলিকাতার বিডন স্ট্রীটের সুপরিচিত বাসিন্দা কাশীনাথ ঘোষের বংশে জন্ম। ১৯০৯ খ্রী. এন্ট্রান্স, ১৯১৪ খ্রী. বি.এ. এবং ১৯১৭ খ্রী. আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। ১৯২১ খ্রী. গান্ধীজী-প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনে এবং জাতীয় কংগ্রেসের কাজে যুক্ত হন। ১৯২৫ খ্রী. 'বঙ্গবাণী' নামে বিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষকতা-বৃত্তি গ্রহণ করেন। সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। বৌবাজারের অক্রূর দত্তের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত সাবিত্রী লাইব্রেরীতে সমাগত বিদ্বজ্জনের প্রভাব বাল্যকাল থেকেই তাঁর ওপর পড়েছিল। শ্বশুর ললিতচন্দ্র মিত্রের (নাট্যকার দীনবন্ধুর পুত্র) পরিচালিত 'পূর্ণিমা মিলন' নামে সাহিত্য সভায় তিনি স্বরচিত কবিতা ও প্রবন্ধাদি পাঠ করতেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'অল বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন' নামে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা (১৯২৫)। বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে গড়ে-ওঠা গ্রন্থাগারগুলিকে সংঘবদ্ধ করার প্রয়াসে তিনি একনিষ্ঠ চেষ্টায় এবং দেশের কিছু শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তির সহায়তায় এই অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন এবং আমৃত্যু তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। [১৪৯]

সুশীলকুমার দে ১ (২৯.১.১৮৯০ - ১৯৬৮) কলিকাতা। সতীশচন্দ্র। ডাক্তার পিতার কর্মক্ষেত্র কটকের র‍্যাভেন শ কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৯০৯ খ্রী. ইংরেজীতে অনার্স ও বৃত্তিসহ বি.এ., ১৯১১ খ্রী. ইংরেজীতে এম.এ. ও পরের বছর বি.এল. পাশ করেন। ১৯১২ খ্রী. প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক হন। ১৯১৩ - ২৩ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী, ভারতীয় ভাষা এবং সংস্কৃতের লেক্‌চারার ছিলেন। ১৯১৫ খ্রী. গ্রিফিথ পুরস্কার ও ১৯১৭ খ্রী. পি.আর.এস. উপাধি পান। এরপর ১৯২৩ খ্রী. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর রীডার ও ক্রমে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক হন। ১৯৪৭ খ্রী. অবসর নেন। এর মধ্যেই ইউরোপে গিয়ে লণ্ডন স্কুল অফ ওরিয়েণ্টাল স্টাডিজে সংস্কৃত অলঙ্কার সাহিত্যের ইতিহাসের থিসিসের জন্য 'ডি.লিট্' উপাধি পান। বন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব আলোচনা ও পুস্তক-সম্পাদনার পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। ঢাকায় গিয়ে শিক্ষকতা ছাড়া পুঁথি সংগ্রহ করা তাঁর অন্য কাজ ছিল। সরকারের সাহায্যে মাত্র ১০ হাজার টাকায় তিনি ২০ হাজার পুঁথি সংগ্রহ করেন। এই সংগ্রহ ২৫ হাজারে উঠেছিল। সংগৃহীত ৯ হাজারের বেশী বাংলা প্রবাদ অর্থসহ সঙ্কলন করেছিলেন। পুনার ভাণ্ডারকর রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটের উদ্যোগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষিগণের সহায়তায় যে বিরাট মহাভারতের সংস্করণ প্রকাশিত হয়, সুশীলকুমার তার 'উদ্যোগ-পর্বে'র সম্পাদন ও 'দ্রোণপর্বে'র কাজ করেছেন। সারাজীবন গবেষণা ও অধ্যাপনা করেন। বাঙলা সরকারের প্রধান গবেষক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান, পুনার ডেকান রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটের ইতিহাসভিত্তিক সংস্কৃত অভিধান রচনায় সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং লেক্‌চারার ছিলেন। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি বহু সম্মান পেয়েছেন। বিভিন্ন ভাষায় রচিত তাঁর শতাধিক প্রবন্ধ আছে। রচিত বাংলা ৯টি গ্রন্থের মধ্যে ৬টি কাব্যগ্রন্থ। ৫টি ইংরেজী মূল রচনা ও সম্পাদিত গ্রন্থ ৮টি। [৩,৩৩]

সুশীলকুমার দে ২ (১৯০৮ - ১৩.৫.১৯৭১)। মেধাবী ছাত্ররূপে অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণীতে এম.এ. পাশ করে বিলাত যান এবং ১৯৩০ খ্রী. আই.সি.এস. হয়ে দেশে ফেরেন। সারাজীবন ব্রিটিশ সরকার ও জাতীয় সরকারের বিভিন্ন উচ্চপদে কাজ করেন। ১৯৫৫ খ্রী. পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উন্নয়ন কমিশনার ছিলেন। পরে সেই পদ ত্যাগ করে রাষ্ট্রপুঞ্জের কাজে যোগ দেন এবং নিউ ইয়র্ক ও রোমে ১৪ বছর কাটান। অবসর-গ্রহণ করে শান্তিনিকেতনে স্থায়ী বসতি নেন। তিনি এদেশে প্রথম কৃষি সমবায় গঠনের কাজে মনোনিবেশ করেন। সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ছিল। তিনি দেশীয় ও বিদেশীয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখতেন। [১৬]

সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৮৫ ? - ১৩.২. ১৯৪০) তেলিনীপাড়া—হুগলী। তিনি অক্সফোর্ডের ডি.ও., লণ্ডনের ডি.ও.এম.এস., এডিনবরার এফ.আর.সি.এস. এবং বাঙলার এফ.এস.-এম.এফ. উপাধিধারী ছিলেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের চক্ষু-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত থেকে ১৯৩৯ খ্রী. মার্চ মাসে পদত্যাগ করেন। কারমাইকেল কলেজেরও প্রধান অধ্যাপক এবং বহু বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেট-এর সদস্য, ফাইন্যাল এম.বি. পরীক্ষার ও বেঙ্গল স্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির পরীক্ষক ছিলেন। ১৫শ আন্তর্জাতিক চক্ষু-চিকিৎসক কংগ্রেসের অধিবেশনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন ও ইউরোপ ভ্রমণ করেন। বাঙলাদেশে অন্ধতা

নিবারণ সমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন। অন্ধতা নিবারণ বিষয়ে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় তাঁর রচিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। [৫]

সুশীলকুমার সেনগুপ্ত (২৮.১২.১৮৯২ - ২.৫.১৯১৫) বানিয়াচঙ্গ—শ্রীহট্ট। কলিকাতা ন্যাশনাল স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ১৯০৭ খ্রী. শ্রীঅরবিন্দের বিচারের সময় কিংসফোর্ডের আদালতে জনৈক সার্জেন্ট উত্তেজিত জনতাকে থামাবার জন্য বেত্রাঘাত শুরু করলে তাঁর গায়ে আঘাত লাগায় তিনি সার্জেন্টকে ঘুষি মারেন। এই অপরাধে তাঁর বেত্রদণ্ড হয়। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে লেখা হয় 'সুশীলের তুড়ি লাফ, ফিরিঙ্গীকে বলায় বাপ্'। ১৯০৮ খ্রী. গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে বোমা তৈয়ারী শেখেন। ১৫.৫.১৯০৮ খ্রী. আলীপুর বোমা মামলায় ধৃত হন কিন্তু প্রমাণাভাবে ছাড়া পান। পুলিস ইন্‌স্পেক্টর সুরেশ মুখার্জীর হত্যা ও নদীয়ার প্রাগপুরের রাজনৈতিক ডাকাতিতে (৩০.৪.১৯১৫) যোগ দেন। নৌকাযোগে ফেরবার সময় পদ্মানদীতে পুলিস কর্তৃক আক্রান্ত হন এবং দুই দলের গুলিচালনা-কালে সঙ্গীদের গুলিতে তিনি মারা যান। তাঁর দুই সহোদরও বিপ্লবী আন্দোলনে নির্যাতন ভোগ করেন। [১০,৪২,৪৩]

সুশীলচন্দ্র দেব (১.৯.১৯০৩ - ১.৬.১৯৭০) হিজলী—রংপুর। হরিশচন্দ্র। স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যোগ দিয়ে ছাত্র সংগঠন ও বিপ্লবকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের পর ১.৫.১৯৩০ খ্রী. গ্রেপ্তার হন; বিনাবিচারে আটক থেকে ১৭.৮.১৯৩৮ খ্রী. মুক্তি পান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় ১৯৪১ খ্রী. পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে বকসা, দেউলি প্রভৃতি বিভিন্ন বন্দীনিবাসে আবদ্ধ থাকেন এবং ১৯৪৬ খ্রী. মুক্তি পান। দিল্লী, জলন্ধর প্রভৃতি অঞ্চলের বিপ্লবী সম্মেলনে যোগদান করেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন। [১৬]

সুশীলচন্দ্র লাহিড়ী (? - অক্টো. ১৯১৮) কাশী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের স্নাতক এই যুবককে বেনারস ষড়যন্ত্র ব্যাপারে যুক্ত সন্দেহে ২১.২.১৯১৮ খ্রী. লক্ষ্ণৌ শহরে গ্রেপ্তার করা হয়। তল্লাসীর সময় তাঁর সঙ্গে ২টি রিভলভার ও ২০০ কার্তুজ পাওয়া যায়। এই মামলায় ৫ বছর কারাদণ্ডিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে একদা বিপ্লবী দলের প্রধান বিনায়ক রাও কাপ্‌লের হত্যাকারী ব'লে আরেকটি মামলায় জুড়ে দিয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও ফাঁসির দণ্ড দেওয়া হয়। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করে তিনি হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করেন। [৪২,৪৩,৭০]

সুশীল দত্ত (? - ১৯১৬)। গুপ্ত বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন। উত্তরবঙ্গে পুলিসের সঙ্গে এক সশস্ত্র সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। [৪২]

সুশীল দাশগুপ্ত (? - ১০.৯.১৯৪৭)। গুপ্ত বিপ্লবী দলের সদস্য। মেদিনীপুর জেল থেকে পালিয়ে ১৯৩২ খ্রী. বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্তে ধরা পড়েন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ করার জন্য শান্তি-মিছিল পরিচালনাকালে ৩.৯.১৯৪৭ খ্রী. আহত হয়ে মারা যান। [১০,৭০]

সুশীলাসুন্দরী। সার্কাসের দলে প্রথম ভারতীয় মহিলা। প্রিয়নাথ বসুর সার্কাসে তিনি বাঘের খেলা দেখাতেন। তখনকার নামজাদা পত্রিকা ইংলিশম্যান তাঁর খেলার ভূয়সী প্রশংসা করেছে। তাঁর জীবনে যা কিছু নামডাক সবই ঐ বাঘের খেলা থেকে। কিন্তু 'ফরচুন' নামে এক নূতন বাঘের সঙ্গে খেলা দেখাতে গিয়ে তার থাবার আঘাতে তিনি চিরকালের মত পঙ্গু হয়ে যান। [১৬]

সুশীলাসুন্দরী সেন (? - ১৯২৮) কালিয়া—যশোহর। স্বামী—হরিহর। একমাত্র কন্যা নিয়ে অল্প বয়সে বিধবা হন। পরে কন্যাটিও মারা যায়। 'অশ্রুমালিকা' (১৩২২ ব.) তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ। এতে ব্যক্তিগত শোক-কবিতার সংখ্যাই অধিক। [৪৪]

সুষমা সেন (আনু. ১৮৮৭ - ২৪.২.১৯৭২) কলিকাতা(?)। পিতা সুপ্রসিদ্ধ ভূবিজ্ঞানী প্রমথনাথ বসু। সাহিত্যিক ও দেশপ্রেমিক রমেশচন্দ্র দত্তের দৌহিত্রী এবং বিচারপতি ড. প্রশান্তকুমার সেনের পত্নী। নারী শিক্ষার প্রসার ও সামাজিক জীবনে নারীর অধিকার রক্ষার অগ্রণী নেত্রী ছিলেন। কেশব সেনের নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবেই স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে আন্দোলন করতেন। উচ্চশিক্ষিতা এই মহিলা ১৯৫১ খ্রী. অক্সফোর্ডে অনুষ্ঠিত 'ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অফ ফেথ'-এ প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৫২ খ্রী. লোকসভার সদস্যা নির্বাচিত হন। ১৯৬৯ খ্রী. কেম্ব্রিজে অনুষ্ঠিত 'ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসে' যোগ দেন। মৃত্যুর অল্পদিন আগে প্রকাশিত 'মেমোয়ার্স অফ অ্যান অক্টোজেন্যারিয়্যান' গ্রন্থটি তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। দিল্লীতে মৃত্যু। [৪]

সুষেণ মুখোপাধ্যায় (? - ৫.৬.১৯৫৫) চব্বিশ পরগনা। হেমচন্দ্র। তথাকথিত উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ না পেলেও তিনি রামকৃষ্ণ মিশন থেকে শুরু করে নানা প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে এসে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। ১৯২২ খ্রী. রাজনৈতিক মামলায় গ্রেপ্তার হন। মুক্তি পাবার পর ১৯২৩ খ্রী. বোলপুরের নিকটস্থ বল্লভপুরে কোপাই নদীর ধারে জঙ্গলাকীর্ণ ভূখণ্ডে 'আমার কুটির' নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে কুটিরশিল্প, গ্রাম-সংগঠন

ও গ্রাম-উন্নয়নের কাজ পরিচালনা করেন। ক্রমে এই প্রতিষ্ঠানটি গৃহহারা বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। 'আমার কুটির'-এর ওপর সরকারী প্রকোপ অনেকবার পড়েছে এবং প্রতিষ্ঠানের সহকর্মীদের সঙ্গে তিনি কারারুদ্ধ থেকেছেন। স্বাধীন ভারতেও তাঁকে কারাবাস করতে হয়েছে। তাঁর নিজের কোন সংসার ছিল না, কিন্তু বহু ছেলের ও বহু পরিবারের দায়িত্ব তিনি পালন করতেন। ঐ অঞ্চলে তিনি 'দাদু' নামে পরিচিত ছিলেন। [৮২]

সুহাসিনী গঙ্গোপাধ্যায়, পুটুদি (১৯০৯ - ১৯৬৫) বাঘিয়া—ঢাকা। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। পিতার কর্মক্ষেত্র খুলনায় জন্ম। ১৯২৪ খ্রী. ঢাকা ইডেন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। আই.এ. পড়বার সময় মূক-বধির বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ পেয়ে কলিকাতায় যান। প্রাণচঞ্চল এই তরুণীর প্রতি বিপ্লবী দলের মহিলা নেত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। কল্যাণী দাস ও কমলা দাশগুপ্তের পরিচালনায় 'ছাত্রী সঙ্ঘে'র পক্ষ থেকে রাজা শ্রীশ নন্দীর বাগানে সাঁতার কাটা শেখানো হত। এই সূত্রে ১৯২৯ খ্রী. বিপ্লবী কর্মী রসিক দাসের সঙ্গে পরিচিত হন। ১৮.৪.১৯৩০ খ্রী. চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের পর মে ১৯৩০ খ্রী. শশধর আচার্য ও তিনি নেতাদের নির্দেশে স্বামী-স্ত্রী সেজে অনন্ত সিং, লোকনাথ বল, আনন্দ গুপ্ত, জীবন ঘোষাল প্রমুখদের চন্দননগর আশ্রয়কেন্দ্রে রাখেন। ১.৯.১৯৩০ খ্রী. পুলিস কোনক্রমে সন্ধান পেয়ে বাড়ি ঘিরে ফেললে অন্যান্যদের সঙ্গে তিনিও গ্রেপ্তার হন। এই মামলায় তিনি মুক্তি পান কিন্তু অন্য মামলায় ১৯৩২ - ১৯৩৮ খ্রী. পর্যন্ত হিজলী জেলে আটক-বন্দী ছিলেন। মুক্তির পর কমিউনিস্ট দলের সমর্থক হন। ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের সমর্থক না হয়েও এই আন্দোলনের কর্মী হেমন্ত তরফদারকে স্বগৃহে আশ্রয় দিয়ে ১৯৪২ - ৪৫ খ্রী. পর্যন্ত পুনরায় রাজবন্দিনী হন। ১৯৪৮ খ্রী. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হওয়ায় এক বছর বন্দী ছিলেন। সারাজীবন বিদ্যালয় ও সংগ্রামের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সামান্য এক দুর্ঘটনায় হাসপাতালে আসেন। সেখানে চিকিৎসা-বিভ্রাটে তাঁর মৃত্যু হয়। [২৯]

সুহৃৎচন্দ্র মিত্র (১৮৯৫ ? - ১৯৬২)। খ্যাতনামা মনোবিজ্ঞানী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। জার্মানীর লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'পি-এইচ.ডি' উপাধি পান। স্যার আশুতোষের আমন্ত্রণে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান শুরু করেন। স্বনামধন্য মনোবিজ্ঞানী গিরীন্দ্রশেখর বসুর সঙ্গে একযোগে এই দেশে ফলিত মনোবিদ্যা ও 'ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ' শাস্ত্রের প্রসার ও অনুশীলন করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটের ও ন্যাশনাল ইন্‌স্টিটিউটের সদস্য এবং ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মনোবিদ্যা শাখার সভাপতি ছিলেন। [৪]

সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী, মহারাজা (৭.২. ১৮৫১ - ২০.১০.১৯০৮)। মুক্তাগাছা — ময়মনসিংহের জমিদার। বঙ্গ-ভঙ্গরোধ ও স্বদেশী আন্দোলনে বিপ্লবীদের প্রত্যক্ষ সাহচর্য দেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদে আড়াই লক্ষ টাকার সম্পত্তি এবং বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল নির্মাণ প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য বহু লক্ষ টাকা দান করেন। [১০]

সূর্যকুমার গুডিব চক্রবর্তী (১৮২৪ - ১৮৭৪) কনকসার—ঢাকা। রাধামাধব। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম। শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন হন। নানা দুরবস্থার মধ্যেও বিদ্যাশিক্ষার আগ্রহে ১৩ বছর বয়সে পায়ে হেঁটে ৬০ মাইল দূরে কুমিল্লায় গিয়ে ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং শিক্ষকের বাড়িতে পাচকের কাজ করতে থাকেন। পরে কলিকাতায় এসে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে অধ্যয়ন করেন। ১৮৪৪ খ্রী. মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। ১৮৪৫ খ্রী. ভোলানাথ বসু, গোপালচন্দ্র শীল ও দ্বারকানাথ বসুর সঙ্গে বিলাত যান। ডা. হেনরী গুডিব তাঁর ব্যয়ভার বহন করেন। প্রথম বছরেই তিনি স্বর্ণপদক পান। অল্প সময়ে বিভিন্ন ভাষা শেখেন। ১৮৪৯ খ্রী. এম.ডি. উপাধি লাভ করেন। এরপর খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে তিনি এক ইংরেজ রমণীকে বিবাহ করেন। ১৮৫০ খ্রী. দেশে ফিরে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের সহকারী অধ্যাপক হন। কাভিন্যাণ্টেড মেডিক্যাল সার্ভিসে (পরবর্তী আই.এম.এস.) প্রতিযোগিতা পরীক্ষার কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা ১৮৫৫ খ্রী. বিলাত থেকে ঘোষিত হওয়ায় ঐ বছরই বিলাত যান এবং কৃষ্ণাঙ্গ হয়েও তিনি ঐ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। দেশে ফেরার পর মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। মেডিক্যাল কলেজের বাইরে চিকিৎসা করতেন না। তিনি উপদংশ রোগের প্রতিষেধক বিষয়ে সফল গবেষণা করেন, তারই ভিত্তিতে প্রতিষেধক নির্ণীত হয়। বেথুন সোসাইটি স্থাপনে ও পরিচালনায় উদ্যমী, বিদ্যোৎসাহিনী সভার উৎসাহী সদস্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ও 'জাস্টিস্ অফ দি পীস' ছিলেন। কলিকাতার জনস্বাস্থ্য এবং বাঙালী জাতির শারীরিক ও মানসিক শিক্ষা বিষয়ে তাঁর বক্তৃতাবলী 'Popular Lectures on Subject of Indian Interest' নামে ১৮৭০ খ্রী. প্রকাশিত হয়। ১৮৭৪ খ্রী. চিকিৎসার

জন্য বিলাত গিয়ে সেখানেই মারা যান। [৩,২৫, ২৬,৩৬]

সূর্যকুমার সর্বাধিকারী, রায়বাহাদুর (৩১.১২. ১৮৩২ - ১৯০৪) রাধানগর—হুগলী। পিতা—যদুনাথ (মৃত্যু ১৮৭০) 'তীর্থভ্রমণ' গ্রন্থের রচয়িতা। সূর্যকুমার হিন্দু কলেজ ও ঢাকা কলেজে পড়াশুনা করে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। ১৮৫৩ খ্রী. ঐ কলেজ থেকে জুনিয়র ডিপ্লোমা ও ১৮৫৬ খ্রী. জি.এম.সি.বি. উপাধি পান। সরকারী চাকরি নিয়ে ব্রহ্মদেশ ও অন্যান্য দূর অঞ্চল ভ্রমণ করে শেষে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে সৈন্যবিভাগের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। সিপাহী বিদ্রোহের খবর আগে থেকে জানতে পেরে তিনি ইংরেজদের জানান। এরপর তিনি ব্রিগেড সার্জনের পদে উন্নীত হন। ১৮৫৮ খ্রী. সরকারী চাকরি ছেড়ে শ্রীরামপুরে ও পরে কলিকাতায় চিকিৎসা-ব্যবসায় শুরু করেন। ফি না নিয়ে বহু দরিদ্র রোগীর চিকিৎসা করতেন। ওড়িশায় দুর্ভিক্ষের সময় প্রচুর অর্থ ব্যয় করে বহু লোকের প্রাণরক্ষা করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেটের সদস্য ছিলেন। ফ্যাকাল্টি অফ মেডিসিনের তিনিই প্রথম ভারতীয় ডীন। মেডিক্যাল সোসাইটি ও College of Surgeons and Physicians-এর সভাপতি ছিলেন। অগ্রজ প্রসন্নকুমার এবং বন্ধুবর বিদ্যাসাগর ও রামতনু লাহিড়ীর আনুকূল্যে তিনি ছাত্রহিতকর কাজে সর্বদা ব্যাপৃত থাকতেন। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্' এবং 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স'-এর প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা গঠিত হয়। ইংরেজী পত্রিকা 'ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড' এবং বাংলা সাপ্তাহিক 'সাম্য' ও 'ভারতবাসী'-র সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মধুপুরে ডা. সূর্যকুমারের চিতাভস্মের ওপর স্মৃতিস্তম্ভ ও বিশ্রামাগার তাঁর স্মৃতিরক্ষা করছে। [২৫,২৬,৩১,১২৪]

সূর্য চক্রবর্তী (১৮৯৮ - ২৯.৩.১৯৭২) কাইচাল—ঢাকা। ললিতমোহন। উকিল পিতার কর্মস্থল কুমিল্লায় তাঁর ফুটবল খেলার শুরু। ছাত্রজীবনে শান্তিনিকেতনে পড়তে গেলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 'তুই একদিন বড় খেলোয়াড় হবি' ব'লে আশীর্বাদ করেন। অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্য অসুবিধায় পড়লে বহুদিন জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে আশ্রয় পান। সেকালের বড় বড় খেলায় তিনি অংশগ্রহণ করতেন। ১৯২১ খ্রী. ও ১৯২২ খ্রী. এরিয়ান্স দলে খেলেন। এরপর মোহনবাগান ক্লাব এবং পুনর্বার এরিয়ান্স ক্লাব হয়ে ১৯২৫ খ্রী. ঈস্টবেঙ্গল ক্লাবে যোগ দেন। ৩ বার ঈস্টবেঙ্গল দল ১ পয়েন্টের জন্য প্রথম ভারতীয় দলরূপে লীগ বিজয়ের সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হয়। এই প্রায়-সাফল্যের কৃতিত্ব অনেকখানি তাঁর। এই অপেশাদার খেলোয়াড় ১৯২৮ খ্রী. ঈস্ট ইণ্ডিয়া রেলের লিলুয়া লোকো শেডে চাকরি পাওয়ায় ঈস্টবেঙ্গল দল ছাড়তে বাধ্য হন। তাঁর দলও ঐ বছর ২য় বিভাগে নেমে যায়। ১৯৩০ খ্রী. রেলের অনুমতি পেয়ে ঈস্টবেঙ্গল দলে ২য় বিভাগে খেলতে শুরু করেন। মূলত তাঁরই কৃতিত্বে ঈস্টবেঙ্গল দল পরের বছর প্রথম ডিভিশনে ওঠে। ১৯৩৪ খ্রী. বড় খেলা থেকে অবসর নিলেও ১৯৩৭ খ্রী. পরপর ৩ বার লীগ-বিজয়ী মহমেডান দলের সঙ্গে খেলায় ঈস্টবেঙ্গল দল তাঁকে নামায়। তাঁর এই শেষ খেলায় ৪ - ২ গোলে ঈস্টবেঙ্গলের জয় সূচিত হয়েছিল। মাঠে ও মাঠের বাইরে তিনি একজন আদর্শ খেলোয়াড়ের জীবন যাপন করেছেন। [১৭]

সূর্য সেন, মাস্টারদা (১৮.১০.১৮৯৩ - ১১. ১.১৯৩৪) নোয়াপাড়া — চট্টগ্রাম। রমণীরঞ্জন। 'মাস্টারদা' নামেই তাঁর সাধারণ পরিচয়। পল্লী বাঙলার এই ভাল ছেলেকে লেখাপড়ার সময়ে বা বিপ্লবী নেতারূপে দেখেও সাধারণভাবে বলা যেত না তাঁরই ভয়ে ১৯৩০ খ্রী. থেকে ব্রিটিশ শাসকরা অনিদ্রায় কাল কাটিয়েছে। শোনা যায়, বাঙলার ঘরে ঘরে পুরনারীরা তুলসীমঞ্চে প্রদীপ দিয়ে স্বামী-পুত্রের আগে মাস্টারদা এবং তাঁর সঙ্গীদের মঙ্গল কামনা করতেন। প্রথমে চট্টগ্রাম কলেজ ও পরে বহরমপুর কলেজে পড়ে ১৯১৮ খ্রী. বি.এ. পাশ করেন। শেষোক্ত কলেজেই বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসে গুপ্ত বিপ্লবী দলের সদস্য হন। স্বগ্রামে ফিরে উমাতারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা গ্রহণ করে ধীরে ধীরে সংগঠন গড়তে থাকেন। এসময়ের সঙ্গী ছিলেন অম্বিকা চক্রবর্তী, জুলু সেন ও নির্মল সেন। ১৯২০ খ্রী. গান্ধীজী বিপ্লবীদের কাছে ১ বছরে স্বরাজ এনে দেবার প্রতিশ্রুতিতে সময় চান এবং অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। বাঙলার সকল বিপ্লবী দল অহিংসায় বিশ্বাসী না হলেও শৃংখলা রক্ষা ও প্রতিশ্রুতির সম্মানে এই আন্দোলনে যোগ দেন। মাস্টারদাও এই আন্দোলনে অংশ নেন। অসহযোগ আন্দোলন বাঙলায় সবচাইতে শক্তিশালী হয় এবং বহু যুবক গান্ধীজীর কথামত স্কুল-কলেজ ত্যাগ ও আইন-ব্যবসায়িগণ আদালত বর্জন করেন। এসব ঘটনার পরেও ব্যর্থতা এলে শুরু হয় বিপ্লবী তৎপরতা। মাস্টারদা অল্প অল্প করে সংগঠন গড়ছিলেন। এসময়ে তিনি বাঙলা ও ভারতের বহু স্থানে বিপ্লবী কাজে হাতে-কলমে অংশ নেন। অস্ত্র সংগ্রহ ও অর্থের জন্য তাঁকে প্রায়ই কলিকাতা ও অন্যান্য

স্থানে অভিজ্ঞ নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হত। তিনি একটি অনন্যসাধারণ যুবকদলকে সংগঠনে আনতে পেরেছিলেন। এই দলের প্রথম অ্যাকশন্— ২৩.১২.১৯২৩ খ্রী. চট্টগ্রাম শহরের একপ্রান্তে সরকারী রেলের টাকা লুণ্ঠন। এতে প্রত্যক্ষ অংশ নেন অনন্ত সিং, দেবেন দে ও নির্মল সেন। কয়েকদিন পর চট্টগ্রাম পুলিসের এক কর্মচারী অকস্মাৎ সদলে তাঁদের গোপন কেন্দ্রে হানা দেয়। বেষ্টনী ভেদ করে যাওয়ার সময় খণ্ডযুদ্ধ হয়। পুলিস তাঁর সন্ধান পায় নি। তিনি আত্মগোপন করে আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে সংগঠন গড়েন। হঠাৎ ধরা পড়ে যান, কিন্তু মামলায় পুলিস তাঁর বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করতে পারে নি। ১৯২৪ খ্রী. টেগার্ট হত্যা প্রচেষ্টার পর গ্রেপ্তার হয়ে ১৯২৮ খ্রী. মুক্তি পান। তারপর থেকে চট্টগ্রাম শহরের দুইটি অস্ত্রাগার আক্রমণ ও দখল করে অল্পদিনের জন্য হলেও একটি এলাকা থেকে ব্রিটিশ শাসন মুছে দিতে হবে—এই পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু হয়। পরিকল্পনা দেন দলের অন্যতম সদস্য গণেশ ঘোষ। ১৮.৪.১৯৩০ খ্রী. সর্বাধিনায়ক মাস্টারদার নেতৃত্বে ৬৫ জন অসমসাহসী যুবক ২টি অস্ত্রাগার ও পুলিস লাইন এবং ডাক ও তার অফিস একযোগে আক্রমণ করে দখল করেন। সামান্য কয়েকটি রিভলভার, কয়েকটি সাধারণ বন্দুক সম্বল করে এই আক্রমণ একমাত্র সূর্য সেনের বুদ্ধিকৌশলে আংশিক সাফল্যলাভ করেছিল। অস্ত্রাগার দখলের সঙ্গে সঙ্গে দলের অন্যতম নেতা গণেশ ঘোষ দলের অস্ত্রহীন সদস্যদের অস্ত্র দিয়ে তার ব্যবহার শেখান। দলের পরিকল্পনা ছিল ব্রিটিশ শক্তিকে যথাসম্ভব কঠিন আঘাত হেনে মৃত্যুবরণ। তাঁদের সফল তৎপরতায় চট্টগ্রাম সারা ভারতের বিপ্লবতীর্থ ব'লে পরিচিত হয়। অস্ত্রাগার দখলের পর তাঁদের ৬০ জন শহর ছেড়ে পাহাড় অঞ্চলে চলে যান। ৪ দিন খাবার এবং স্নানের সুযোগ পর্যন্ত মেলে নি। ২২.৪.১৯৩০ খ্রী. গুপ্তচরের মুখে সংবাদ পেয়ে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী জালালাবাদ পাহাড়ে বিপ্লবীদের আক্রমণ করতে গেলে লোকনাথ বলের নেতৃত্বে দুই পক্ষে সারাদিন প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে মাস্টারদা সারাক্ষণ নির্দেশ দান করেন এবং মনোবল অব্যাহত রাখার জন্য নিজে বুকে হেঁটে বিপ্লবীদের বন্দুকের গুলি যুগিয়েছিলেন ও বন্দুক ব্যবহারযোগ্য করে দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত অনুগামীদের এই নির্দেশ দেন, যাদের পক্ষে সম্ভব তারা যেন আপাতত প্রাত্যহিক স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে যায় এবং যারা চিহ্নিত, তারা জেলা ছেড়ে অন্যত্র আত্মগোপন করে। নিজেও আত্মগোপন করে যোগাযোগ অক্ষুন্ন রাখেন। গুপ্তচরদের চেষ্টায় একদল যুবক ধরা পড়লেও আবার একদল মৃত্যুপ্রার্থী যুবক ও শেষে তরুণীরাও এগিয়ে আসেন। এরপর শুরু হয় পাহাড়তলী ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণ ও আসানুল্লা হত্যা অনুষ্ঠান। ইংরেজ সরকার মাস্টারদাকে গ্রেপ্তারের জন্য বহু টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করতে এসে ক্যাপ্টেন ক্যামেরুন নিহত হন। অবশেষে ১৬.২.১৯৩৩ খ্রী. এক জ্ঞাতি ভ্রাতার বিশ্বাসঘাতকতায় গৈরালা গ্রামে ধরা পড়েন। এই গ্রেপ্তারের পরও দীর্ঘদিন কেউ সহসা বিশ্বাস করে নি যে মাস্টারদা ধরা পড়তে পারেন। বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। চট্টগ্রাম জেলে ফাঁসিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর আগেই বিশ্বাসঘাতক নেত্র সেন ও গ্রেপ্তারকারী পুলিস মাখনলাল তাঁর অনুগামী বিপ্লবীদের হাতে নিহত হয়। চট্টগ্রামে মাস্টারদার দলই সর্বপ্রথম ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ইউনিফর্ম পরে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। দলের অন্যতমা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারই প্রথম মহিলা যিনি সশস্ত্র বিপ্লব-কর্মে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে নেতৃত্ব দিয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। ৪ বছর নির্মম নিষ্পেষণ চালিয়েও সারা চট্টগ্রাম জেলায় মাস্টারদার বিরোধী জনমত তৈরী করা যায় নি এবং বহু লোক গ্রেপ্তার হলেও স্বীকারোক্তির ঘটনা ঘটে নি। তাঁর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম শহর ৪৮ ঘণ্টার জন্য ইংরেজ শাসনমুক্ত ও স্বাধীন ছিল। [৩,১০,২৬,৩৫,৩৮,৪২,৪৩,৫৪,৭০,৮০,৯১,৯৬,৯৭,৯৮,১০৪,১২৪]

সেকেন্দর শাহ্। পিতা—শাম্সুদ্দিন ইলিয়াস। ১৩৬১ খ্রী. সিংহাসনে আরোহণ করে গৌড় থেকে রাজধানী পাণ্ডুয়ায় স্থানান্তরিত করেন। তাঁর রাজত্বকালে বাঙলার বহু হিন্দু মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হয় এবং বহু পীর বাঙলাদেশে আসেন। পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত 'আদিনা মসজিদ' তিনিই নির্মাণ করেছিলেন। বিদ্রোহী পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধে মারা যান। [২৫,২৬]

সৈয়দ জাফর খাঁ। বাঙালী শ্যামা সংগীতরচয়িতাদের মধ্যে তাঁর নাম উল্লেখযোগ্য। [২]

সৈয়দ শাহনুর। শ্রীহট্ট। এই সাধক কবির সংগীত-গ্রন্থের নাম 'নুর-নছিয়ত'। পল্লী-সংগীত ছাড়াও তিনি বহু শ্রুতিমধুর সারিগান (সাইড় বা নৌকা বাইচের গান) রচনা করেছিলেন। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গান—'সৈয়দ শাহনুর বলে,/আমি মনের নাগাল পাই,/নিরলে বসিয়া রূপ,/নয়ান ভরে চাই গো'। [১৮]

সৈয়দ সুলতান১। লস্করপুর—শ্রীহট্ট। বহু পরমার্থ-বিষয়ক সংগীত-রচয়িতা। তাঁর রচিত

'জ্ঞানপ্রদীপ' গ্রন্থে গভীর সাধনতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। তিনি যেখানে কোন গূঢ় বিষয়ের ভাব ব্যক্ত করতে পারেন নি বা গুরুর আজ্ঞায় করেন নি, সেইখানেই সাধারণকে প্রেমানন্দের আশ্রয় নিতে বলেছেন। রচিত অপর গ্রন্থ : 'নবীবংশ' ও 'শবে মেয়েরাজ'। শেষোক্ত গ্রন্থটির আনুমানিক রচনাকাল ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগ। [২,৭৭]

সৈয়দ সুলতান[২]। 'সৈয়দ সুলতান' নামক গ্রন্থের রচয়িতা। ঐ গ্রন্থে হজরত, ইছা, মুছা, দাউদ, সুলেমান, নুহ্ প্রভৃতি পয়গম্বরদের বিষয় এবং প্রসঙ্গক্রমে শ্রীরামচরিত ও শ্রীকৃষ্ণচরিত বর্ণিত হয়েছে। [২]

সোভান আলি। 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহে'র (১৭৬০-১৮০০) শেষ-পর্বের অন্যতম প্রধান নেতা বিহারের সোভান আলি একসময় বাঙলা, বিহার ও নেপালের সীমান্ত জুড়ে ইংরেজ সরকার ও জমিদারদের অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন। বিদ্রোহী দল নিয়ে তিনি দিনাজপুর, মালদহ ও পূর্ণিয়া জেলায় ইংরেজ বাণিজ্য-কুঠি ও জমিদার মহাজনদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার কালে তাঁর সহকারী ফকির নায়ক জহুরী শাহ ও মতিউল্লা ইংরেজদের হাতে ধরা পড়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তিনি পালিয়ে গিয়ে পরে একাকী আমুদী শাহ নামে একজন ফকির নায়কের দলে যোগ দেন। এই দলও ইংরেজদের হাতে ছত্রভঙ্গ হয়। এই পরাজয়ের পরও তিনি ৩০০ অনুচর নিয়ে ১৭৯৭-১৭৯৯ খ্রী. পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছোট ছোট আক্রমণ চালনা করেন। এরপর গভর্নর জেনারেল তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য ৪ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার পর তাঁর বিষয়ে আর কিছু জানা যায় না। [৫৬]

সোমেন চন্দ (১৯২০-৮.৩.১৯৪২) ঢাকা। ঢাকার প্রগতি লেখক সঙ্ঘের এবং সেই সঙ্গে মার্ক্স-বাদী আন্দোলনের একজন উৎসাহী কর্মী ছিলেন। ১৯৪০ খ্রী. সঙ্ঘের পক্ষ থেকে প্রকাশিত সঙ্কলন গ্রন্থ 'ক্রান্তি'-র প্রকাশনায় তাঁর নাম ছিল এবং এই সঙ্কলনে তাঁর বিখ্যাত গল্প 'বনস্পতি' স্থান পেয়েছিল। 'বন্যা' উপন্যাস লেখেন ১৭ বছর বয়সে। তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'সংকেত ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থে মোট ২০টি গল্প, ২টি নাটিকা ও ১টি কবিতা সঙ্কলিত আছে। তাঁর রচিত 'ইঁদুর' গল্পটি পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির উদ্যোগে ঢাকায় অনু-ষ্ঠিত এক ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সম্মেলনে ই. বি. রেলওয়ের শ্রমিকদের এক মিছিল পরিচালনা করে নিয়ে যাওয়ায় সময় এই তরুণ শ্রমিকনেতা পথের মধ্যে বিরোধী রাজনৈতিক দলের আক্রমণে নিহত হন। [৭৬,১৪১]

সোমেশচন্দ্র বসু (১৮৮৮-?) বজ্রযোগিনী—ঢাকা। উমেশচন্দ্র। ১৯০৬ খ্রী. ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে ১৯০৮ খ্রী. ঢাকা জগন্নাথ কলেজে এফ.এ. পর্যন্ত পড়েন। পরে অ্যাকাউন্ট্যান্টশীপ পাশ করে মানসিক গননাশক্তির চর্চা শুরু করেন। ১৯১২ খ্রী. প্রেসিডেন্সী কলেজে অদ্ভুত গণনাশক্তির পরিচয় দেন। ৩০.৫.১৯২২ খ্রী. বিলাতে এবং ঐ বছরই ২১ সেপ্টেম্বর আমে-রিকায় ও ২৮ সেপ্টেম্বর কানাডার কুইবেকে যান। এখানে তাঁকে বিপ্লবী সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়। ৪৫ দিন পরে মুক্তি পেয়ে যুক্তরাজ্যে যান। আরও কয়েকটি দেশে মানস-গণনা প্রদর্শন করে ১৯২৪ খ্রী. কলিকাতায় ফেরেন। গণিতশাস্ত্র-বিষয়ে তাঁর রচিত কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক আছে। [২৫,২৬]

সোমেশ্বরপ্রসাদ চৌধুরী (১৮৯৬?-২০.১১.১৯৪৯)। পৈতৃক নিবাস মণ্ডলগ্রাম—বর্ধমান। ডা. রাধাগোবিন্দ। পিতার স্থায়ী বাসস্থান বর্ধমানের মেমারীতে জন্ম। হাওড়া বেলিলিয়াস স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ১৯২১ খ্রী. কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ থেকে ফার্স্ট এম.বি. পাশ করে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং রাজশাহী, নদীয়া, পাবনা ও মুর্শিদা-বাদ জেলার নীলকর এলাকায় কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনা করেন। তখনও কৃষক আন্দো-লন কংগ্রেস-সমর্থন লাভ করে নি। দেশবন্ধুর সহ-যোগিতায় এই আন্দোলনে সাফল্যলাভ করলেও দীর্ঘদিন তাঁকে বিভিন্ন জেলে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। কারামুক্ত হয়ে তিনি গান্ধীজীর খদ্দর-প্রচার আন্দোলনে যোগ দিয়ে অর্থ-সংগ্রহের জন্য নিজের বিষয়-সম্পত্তি বন্ধক রাখেন। গান্ধীজীর লবণ আন্দোলনেও যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে কৃষ্ণনগর জেলে আটক থাকেন। পরবর্তী কালে ডাক্তারী পাশ করে তিনি চিকিৎসা ব্যবসায় করেন। বহু দুঃস্থ রোগীর ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করে দিতেন। তিনি অনেক ক্লাব ও সঙ্ঘের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। শক্তি সঙ্ঘ এবং নদীয়া জেলার জনকল্যাণ সঙ্ঘ ও শঙ্কর মিশন তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। নিখিল বঙ্গ মৎস্যজীবী সঙ্ঘের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। অসহায় ছাত্রকল্যাণ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করে তিনি বহু অনুন্নত সম্প্রদায়ের ছাত্রদের পড়ার সুবিধা করে দিয়েছিলেন। পল্লী অঞ্চলে নূতন নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আজীবন পরিশ্রম করে গেছেন। তাঁর রচিত 'নীলকর বিদ্রোহ' নামে আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে উত্তরবঙ্গের দরিদ্র

চাষীদের অবর্ণনীয় দুর্ভোগ ও লড়াইয়ের কাহিনী এবং এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের কার্যকলাপ ও সমাজের একটা চিত্র পাওয়া যায়। [১৫৯]

সোমেশ্বর সিং, পাঠক। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঈশা খাঁর একজন সৈনিক ছিলেন। তিনি ময়মনসিংহ জেলায় হাজং উপজাতির সহায়তায় সুসঙ্গ জমিদারির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বংশই এই অঞ্চলের প্রাচীনতম জমিদার বংশ বলে পরিচিত। [৫৬]

সৌদামিনী দেবী (?-১৮৭৪) লাখুটিয়া—বরিশাল। স্বামী—জমিদার রাখালচন্দ্র রায়চৌধুরী। ১৮৬৫ খ্রী. স্বামীর সঙ্গে আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। এই কারণে সম্পত্তিচ্যুত হন। পরে রাখালচন্দ্র মামলায় জিতে স্বগ্রামে একটি ভোজসভার আয়োজন করেন। এই সভায় ব্রাহ্ম ও শ্বেতাঙ্গ খ্রীশ্চানগণ সস্ত্রীক নিমন্ত্রিত হন। লাখুটিয়ার সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারের মহিলারা তাঁর চেষ্টায় এই ভোজসভায় যোগ দেন। ফলে বরিশাল তথা বাঙলায় প্রচণ্ড আলোড়ন হয়। কলিকাতার 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকা এই আন্দোলনে যোগ দেয়। বরিশালে বিধবা-বিবাহ দেওয়া ও স্ত্রী-শিক্ষা-প্রচারে তাঁর বিশিষ্ট স্থান ছিল। তিনি মন্দিরে উপাসনা করতেন, 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় স্বীয় ধর্মমত বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতেন এবং ইংরেজ মহিলাদের ভোজসভায় যোগ দিতেন। ঢাকা ও কলিকাতায় কখনও ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে গান করতেন। কেশব সেনের উপাসনা ও তাঁর সঙ্গীত কলিকাতা সিন্দুরিয়াপট্টীর উৎসবে উপাসকমণ্ডলকে মুগ্ধ করেছিল। অল্পবয়সে মারা যান। [১১৪]

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (অক্টোবর ১৯০১-২২.৯.১৯৭৪) জোড়াসাঁকো—কলিকাতা। সুধীন্দ্রনাথ। পিতামহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীতের অন্যতম প্রবক্তা সৌম্যেন্দ্রনাথ বিপ্লবী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ঠাকুর পরিবারে তাঁর ব্যতিক্রম অস্তিত্ব প্রকাশ করে গেছেন। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের পর আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট জগতে ভারতীয়রূপে সৌম্যেন্দ্রনাথের পরিচয়ই সর্বাধিক। ১৯১৭ খ্রী. মিত্র ইন্স্টিটিউশন থেকে ম্যাট্রিক ও ১৯২১ খ্রী. প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অথনীতিতে অনার্স সহ বি.এ. পাশ করেন। ১৯১৭ খ্রী. কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানটি গেয়ে প্রশংসা পান। পারিবারিক চিন্তা ও ঐতিহ্যকে অগ্রাহ্য করে ১৯২১ খ্রী. তিনি নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমেদাবাদে যান। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, দি সোশ্যালিস্ট ফ্যালাসিজ এবং রুশ বিপ্লব সম্পর্কিত বইগুলি পড়ে তিনি ক্রমে কমিউনিস্ট মতবাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। এই সময় 'শ্রমিক কৃষক দলে'র মুখপত্র 'লাঙল' পত্রিকার মাধ্যমে তিনি মুজফ্‌ফর আমেদ ও নজরুল ইসলামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন এবং ঐ দলে যোগ দেন। তিনি 'লাঙল' পত্রিকায় প্রথম কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। দলের সবাই তখন মানবেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর চিন্তায় প্রভাবান্বিত ছিলেন। ১৯২৭ খ্রী. 'শ্রমিক কৃষক দলে'র দ্বিতীয় কন্‌ফারেন্সে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। দেশের এই রাজনৈতিক আবহাওয়া থেকে দূরে রাখার চেষ্টায় তাঁর পিতা তাঁকে ১৯২৭ খ্রী. ইউরোপ পাঠান। সেখানে তিনি বিদেশের কমিউনিস্ট চিন্তাধারা ও বিপ্লববাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ লাভ করেন। ১৯২৮ খ্রী. ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট কংগ্রেসে ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে যোগ দিতে মস্কো যান এবং এই সময় থেকে ঐ আন্দোলনের পুরোভাগের নেতার মর্যাদা লাভ করেন। ফলে ব্রিটিশ এবং জার্মান সরকারের কারাগারে তাঁকে বেশ কিছুদিন থাকতে হয়। দেশে ফেরার পরও তিনি গ্রেপ্তার হন এবং স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত এভাবে প্রায় ৮ বছর জেলে কাটান। ১৯৩৭ খ্রী. 'দি রেভলিউশনারি কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়া' নামে নিজের দল গঠন করেন। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর দল দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যায়। তিনি রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গেই সাহিত্যচর্চা ও সঙ্গীতচর্চা করে গেছেন। 'কল্লোল' গোষ্ঠীর একজন লেখক ছিলেন। তিনি জার্মান, ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান, ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় বহু গ্রন্থ লিখে গেছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'বিপ্লবী রাশিয়া', 'ত্রয়ী', 'যাত্রী', 'রবীন্দ্রনাথের গান', 'রাশিয়ার কবিতা' (অনুবাদ), 'কম্যুনিজম্ অ্যাণ্ড ফ্যাসিজম্', 'ট্যাক্‌টিক্‌স অ্যাণ্ড স্ট্রাটেজী অফ রেভলিউশন', 'গান্ধী' (ফরাসী), 'স্টর্নি উর রেভলিউশন' (জার্মান) প্রভৃতি। ফ্যাসিবাদের ওপর লেখা তাঁর প্রবন্ধগুলি একত্রে 'হিটলারিজম্ অ্যাণ্ড দি এরিয়ান রুল ইন জার্মানী' গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে। [১৬,১৫৫]

সৌরীন মিশ্র (১৯১৩-২০.৯.১৯৭৩) মালদহ। জমিদার পরিবারে জন্ম। স্কটিশ চার্চ কলেজ ও বঙ্গবাসী কলেজে পড়ার সময় বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন। ছাত্রনেতা ছিলেন। ১৯৩১ ও ১৯৪২ খ্রী. কংগ্রেসের ডাকে আন্দোলনে যোগ দিয়ে দীর্ঘদিন কারাবরণ করেন। তিনি ডা. বিধানচন্দ্র

রায় ও প্রফুল্লচন্দ্র সেনের মন্ত্রিসভায় যথাক্রমে শিক্ষা ও পঞ্চায়েত দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ও ১৯৬৭-৬৯ খ্রী. পর্যন্ত প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। কংগ্রেস বিভক্ত হওয়ার পর ১৯৭১-৭২ খ্রী. তিনি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। [১৬]

স্নেহশীলা চৌধুরী (১৮৮৬-?) পাঁজিয়া—যশোহর। যোগেন্দ্রনাথ বসু। স্বামী—ললিতমোহন। স্বামীর প্রেরণা ও উদ্যোগে ১৯০৫ খ্রী. বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় মহিলাদের বিলাতী পণ্য বর্জন শিক্ষাদানের জন্য সভা-সমিতি ডেকে বক্তৃতা দিতেন। বন্যা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতিতে সাহায্য সংগ্রহ করে পাঠাতেন। জনসেবাই তাঁর জীবনের আদর্শ ছিল। ১৯২১ খ্রী. সভা-সমিতি করে তিনি সরকারবিরোধী প্রচার শুরু করেন। ১৯৩০ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে শোভাযাত্রার সময় পুলিসের লাঠির আঘাতে জ্ঞান হারান। যশোহর-খুলনার বিভিন্ন পল্লী অঞ্চলে আন্দোলন পরিচালনা করতেন। গান্ধীজীর আদর্শে ১৯৩১ খ্রী. একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে হরিজনদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ১৯৩২ খ্রী. খুলনা জেলা কংগ্রেসের ডিক্টেটর থাকা কালে রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা দেওয়ায় ৬ মাসের কারাদণ্ড হয়। মুক্তির পর ঐ স্কুলের জন্য অর্থসংগ্রহ করে বাড়ি নির্মাণ করেন এবং ঐ স্কুলের নাম 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সার্বজনীন বিদ্যালয়' রাখেন। দেশ-বিভাগের পরেও স্কুলটি চালু ছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। [২৯]

স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় (অক্টোবর ১৯১০-২.৯. ১৯৪৭)। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধকল্পে কলিকাতায় শান্তি মিছিল পরিচালনাকালে তিনি দাঙ্গাকারীর হাতে নিহত হন। [১০]

স্বদেশভূষণ ঘোষ (?-১৭.২.১৯৩৬) ভরাকর—ঢাকা। গিরীশচন্দ্র। যুগান্তর বিপ্লবী দলের সভ্য। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় ৩ বছর বিনা-বিচারে আটক থাকেন এবং পরে মুন্সীগঞ্জ বোমা মামলায় পুনর্বার গ্রেপ্তার হন। জেলের মধ্যেই মারা যান। [৪২]

স্বদেশরঞ্জন রায় (আনু. ১৯১০-৬.৫.১৯৩০) ঢাকা। কলেজের ছাত্র এই যুবক ১৮.৪.১৯৩০ খ্রী. চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলে সুযোগ না পেয়ে ব্যর্থমনোরথ হয়েছিলেন। পরে ২২.৪.১৯৩০ খ্রী. জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কিছুদিন পর ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ-পরিকল্পনায় যোগ দেন। কালারপোলে পুলিস ও সামরিক প্রহরীদের সঙ্গে সম্মুখ-যুদ্ধে নিহত হন। [৪২,৪৩,৯৬]

স্বপ্নেশ্বরাচার্য। নবদ্বীপ। জলেশ্বর ভট্টাচার্য। পিতামহ—সার্বভৌম ভট্টাচার্য। অভ্যুদয়কাল ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে। স্বপ্নেশ্বরাচার্য শাণ্ডিল্যসূত্রের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকাররূপে খ্যাত। তাঁর রচিত 'সাংখ্য-তত্ত্বকৌমুদীপ্রভা' কাশীতে আবিষ্কৃত হয়েছিল। শাণ্ডিল্যসূত্রভাষ্যে তিনি স্বরচিত ন্যায় ও বেদান্ত-গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। [৯০]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য (১৯০৮-২১.২.১৯৬৪) পালং—ফরিদপুর। বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে ১৯২৯ খ্রী. এম.এ. পড়বার সময় রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকায় সাংবাদিকতা শুরু করে 'আনন্দবাজার', 'যুগান্তর' এবং আরও কয়েকটি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। তিনি অনেকগুলি ছোট গল্প ও উপন্যাস রচনা করেন। 'অগ্রণী' পত্রিকার সম্পাদক এবং বহুদিন সোভিয়েত সরকারের তাস নিউজ এজেন্সীর বাংলা বিভাগের সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। রচিত উল্লেখ-যোগ্য গ্রন্থ : 'তীর ও তরঙ্গ', 'তথাপি', 'অন্ত্যেষ্টি' প্রভৃতি। [৪,১৭]

স্বর্ণকুমারী দেবী (২৮.৮.১৮৫৫-৩.৭.১৯৩২) জোড়াসাঁকো—কলিকাতা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। ঠাকুরবাড়ির প্রথমত উচ্চশিক্ষিতা হন। উত্তরজীবনে কবি, ঔপন্যাসিক ও সমাজসেবিকারূপে যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, তার মূলে ছিল ঠাকুরবাড়ির শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক পরিবেশ। ১৮৬৮ খ্রী. নদীয়ার এক জমিদার পরিবারের উচ্চশিক্ষিত দৃঢ়চেতা যুবক জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। পিরালী ব্রাহ্মণ পরিবারে বিবাহের জন্য জানকীনাথ ত্যাজ্যপুত্র হন এবং নিজ অধ্যবসায়ে ব্যবসায় ও জমিদারি প্রতিষ্ঠা করে 'রাজা' উপাধি পান। 'ভারতী' (১৮৭৭) পত্রিকা সম্পাদনা স্বর্ণকুমারীর অন্যতম কীর্তি। ১২৯১ ব. থেকে ১৩০২ ব. পর্যন্ত তিনি পত্রিকাটির সম্পাদিকা ছিলেন। এই পত্রিকাটি রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ঠাকুরবাড়ির সাহিত্যিকদের প্রতিভার স্ফুরণে সাহায্য করে। এছাড়া তিনি 'বালক' নামে আর একটি কিশোর পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জাতীয় আন্দোলনে তাঁর কন্যা সরলা দেবী নেতৃস্থানীয়া ছিলেন। স্বামী ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। স্বর্ণকুমারী ১৮৮৯ খ্রী. বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনের প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত অল্পসংখ্যক মহিলার অন্যতমা। এই সময় তিনি কংগ্রেসের কাজে নিয়মিত যোগ দিতেন। বৈশাখ ১২৯৩ ব. কলিকাতায় 'সখি সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতির উদ্যোগে বেথুন স্কুল-ভবনে তিনদিন-ব্যাপী একটি মেলা

ও প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। সে-যুগে এই ব্যাপারটি যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল—এই মেলার মাধ্যমে স্বদেশী দ্রব্যের প্রচার। তাঁর রচিত ও প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস 'দীপনির্বাণ' গ্রন্থটি জাতীয়ভাব-প্রচারে সহায়ক হয়েছিল। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : উপন্যাস—'স্নেহলতা', 'ফুলের মালা', 'কাহাকে' ; নাটক—'রাজকন্যা', 'দিব্যকমল' ; কাব্যগ্রন্থ—'গাথা', 'বসন্ত উৎসব', 'গীতিগুচ্ছ' প্রভৃতি। 'ফুলের মালা' ও 'কাহাকে' উপন্যাস দুইটি ইংরেজীতে এবং 'দিব্যকমল' নাটকটি 'প্রিন্সেস কল্যাণী' নামে জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'জগত্তারিণী স্মৃতি-পদক' উপহার দেন। তিনি নিজে বহু গান লিখেছেন। তাঁর প্রতিভার আর একটি দিক্—বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনায় উৎসাহ ও প্রবর্তনা। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনার প্রতি তাঁর ঝোঁক তাঁর জ্যেষ্ঠাগ্রজের অনুরূপ ছিল। বিজ্ঞান-বিষয়ক তাঁর প্রবন্ধগুলি 'পৃথিবী' পুস্তকে প্রকাশিত হয়। [৩,৭,৮,১৭, ২৩,২৫,২৬]

স্বর্ণপ্রভা সেন (১৮৯৬ ? - ১৯৬৮)। স্বামী—প্রিয়রঞ্জন। সাফল্যের সঙ্গে বি.টি. পাশ করে শিক্ষাদান কর্মে ব্রতী হন। বুনিয়াদী শিক্ষাসংক্রান্ত বাংলা মাসিক পত্রিকার পথিকৃৎ 'শিক্ষা' পত্রিকার সম্পাদিকা এবং একটি শিল্প-কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা ছিলেন। কিছুদিনের জন্য কলিকাতার অপরাধী শিশু বিচারালয়ের প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট হন। এছাড়াও বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [৪]

স্বর্ণময়ী, মহারাণী (১৮২৭ - ১৮৯৭) ভট্টকোল—বর্ধমান। দরিদ্র পরিবারে জন্ম। অপরূপ সুন্দরী হওয়ায় ১১ বছর বয়সে কাশিমবাজারের কুমার কৃষ্ণনাথ নন্দীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৭ বছর বয়সে তিনি বিধবা হন। তখন ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করে নেয়। স্বামীর সম্পত্তি উদ্ধারকল্পে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করে ১৫.১১. ১৮৪৭ খ্রী. সম্পত্তি ফিরে পান। এই দানশীলা রাণী বহরমপুরে জলের কলের জন্য ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, উত্তরবঙ্গের দুর্ভিক্ষে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা এবং কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রীনিবাস নির্মাণের জন্য ১ লক্ষ টাকা দেন। তাঁরই প্রদত্ত জমিতে বর্তমানে বোটানিক্যাল গার্ডেন এবং বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ (শিবপুর) গড়ে উঠেছে। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ, ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল (বর্তমান নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ) এবং ডা. মহেন্দ্রলাল সরকারের ভারতীয় বিজ্ঞান সভায় তিনি যথেষ্ট অর্থসাহায্য করেন। জনহিতকর কাজে তাঁর দানের পরিমাণ প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। ১৮৭১ খ্রী. 'মহারাণী' এবং ১৮৭৮ খ্রী. 'সি.আই.' (ক্রাউন অফ ইণ্ডিয়া) উপাধি পান। [৩,২৫,২৬,৩১]

হটী বিদ্যালঙ্কার (? - আনু. ১৮১০) সোঞাই—বর্ধমান। পিতার কাছে সংস্কৃত ব্যাকরণাদি শেখেন। বিধবা হওয়ার পর কাশী গিয়ে স্মৃতি, ব্যাকরণ ও নব্যন্যায় অধ্যয়ন করে অসাধারণ জ্ঞান অর্জন করেন এবং সেখানেই চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা করতে থাকেন। পাণ্ডিত্যের জন্য 'বিদ্যালঙ্কার' উপাধি পান। সে-যুগে তিনি প্রকাশ্য পণ্ডিতসভায় তর্কাদিতে যোগ দিতেন। শুনা যায়, চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতদের মত তিনিও দক্ষিণা নিতেন। [৩,২৬]

হটু বিদ্যালঙ্কার। দ্র. রূপমঞ্জরী।

হনুমানপ্রসাদ চৌধুরী (? - মার্চ ১৯২৩) পুরুলিয়া। সুনারায়ণ। ১৯২১ খ্রী. অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে ওড়িশার সম্বলপুরে নিজেদের দোকানে মজুত সমুদয় বিদেশী বস্ত্রে আগুন লাগিয়ে দেন। গ্রেপ্তার হয়ে আটক থাকেন। পুলিসের নির্মম অত্যাচারের ফলে মারা যান। [৪২]

হবিবুল্লা বাহার (? - এপ্রিল ১৯৬৬)। ভারত-বিভাগের পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের একজন নাম-করা রাজনীতিক ও সাহিত্যিক-সাংবাদিক ছিলেন। বাগ্মিরূপেও তাঁর খ্যাতি ছিল। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের তিনি অন্যতম সংগঠক ও ১৯৩৩ খ্রী. ঐ ক্লাবের ফুটবল টিমের অধিনায়ক ছিলেন। ১৯৩৩ খ্রী. থেকে ১৯৩৬ খ্রী. পর্যন্ত তিনি তাঁর ভগিনী বিশিষ্টা সমাজসেবিকা ও শিক্ষাবিদ্ অধ্যাপিকা সামসুন্নাহারের সঙ্গে একযোগে 'বুলবুল' নামে এক সাহিত্য-সাময়িকী সম্পাদনা ও পরিচালনা করেন। হবিবুল্লা স্বনামে ও ছদ্মনামে বিভিন্ন পত্রিকায় সাংবাদিকতা করতেন। রাজনৈতিক কর্মসূত্রে তিনি মুসলিম লীগে যোগ দিয়েছিলেন এবং পূর্ব-পাকিস্তানের প্রথম মন্ত্রিসভাতে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। ঢাকায় মৃত্যু। [১৫৬]

হরকুমার ঠাকুর (১৭৯৮ - ১৮৫৮) কলিকাতা। গোপীমোহন। পারিবারিক পরিবেশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে তিনি সংস্কৃত ও শাস্ত্রাদি সহ বেদান্ত-দর্শন অধ্যয়ন এবং হিন্দু কলেজে ইংরেজী শিক্ষালাভ করেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতসমাজে বহু-সমাদৃত 'হরতত্ত্বদীধিতি' (১৮৮১) ও 'পুনশ্চরণ বোধিনী' (১৮৯৫) তাঁরই কৃত সঙ্কলন-গ্রন্থ। তিনি অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন ও অন্যের জ্ঞানার্জনে অর্থ-সাহায্যও করতেন। 'শব্দকল্পদ্রুম' গ্রন্থ সঙ্কলনে রাজা রাধাকান্ত দেবকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। [৩]

হরকুমারী দেবী। ১৮৬১ খ্রী. তিনি 'বিদ্যা-দারিদ্র্যজননী' কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। [৪৪]

হরগোপাল বিশ্বাস, ড. (১৮৯৮?-৬.৫.১৯৭১)। বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রধান রাসায়নিক-রূপে ৩০ বছর কাজ করেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জার্মান ভাষার লেক্‌চারার ছিলেন। বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ে কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা। 'জার্মান ফর ইণ্ডিয়ান সায়েন্টিস্ট' তাঁর রচিত উল্লেখ-যোগ্য গ্রন্থ। [১৬]

হরগোবিন্দ লস্করচৌধুরী (১৮৬৪-?) বালু-চর—মুর্শিদাবাদ। হরিনারায়ণ মজুমদার। ১২৭৪ ব. ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সেরপুরের জমি-দার হরিচরণ ও তাঁর পত্নী তাঁকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ১২৯০ ব. জামালপুর হাই স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। সাংসারিক জীবনে পুত্রের মৃত্যু হলে হরগোবিন্দ সংসার ছেড়ে কাশীতে গিয়ে যোগশাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্র আলোচনায় নিমগ্ন হন। এই সময় নানা তীর্থে ভ্রমণ করেন। ২ বছর পর সংসারে ফিরে আসেন। ১৩১০ ব. তাঁর রচিত বিখ্যাত 'দশানন বধ' মহাকাব্য প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি অভিনব প্রণালীতে লিখিত। [২০]

হরগৌরীশঙ্কর জ্যোতির্বিনোদ (১৮৭২-১৯১৮) গড়বেতা—মেদিনীপুর। বি.এ. পর্যন্ত পড়েন। গণিতশাস্ত্রে বিশেষ দক্ষতার জন্য ছাত্রা-বস্থায় বহু পদক ও পুরস্কার পান। কাব্য ও জ্যোতিষে 'আদ্য', 'মধ্য' প্রভৃতি পরীক্ষায় বৃত্তিসহ প্রথম বিভাগে পাশ করেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে সরকারী পরীক্ষায় বৃত্তিসহ তিনিই প্রথম উত্তীর্ণ হন। অ্যাকাউন্ট্যান্টশীপ পরীক্ষা পাশ করে ঈস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে অফিসে কিছুদিন কাজ করেন। বিভিন্ন সময়ে গুপ্তপ্রেস, পি. এম. বাগচী, বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত ও বঙ্গবাসী পঞ্জিকার এবং হিন্দী পঞ্জিকার গণনাকার্যে বহুকাল নিযুক্ত ছিলেন। নিজ প্রতিষ্ঠিত 'জ্ঞানদা চতুষ্পাঠী'তেও তিনি জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। [২৫,২৬]

হরচন্দ্র ঘোষ[১] (২৩.৭.১৮০৮-৩.১২.১৮৬৮) শুরশুনা—চব্বিশ পরগনা। হরচন্দ্র ডিরোজিওর শিষ্যরূপে হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। লর্ড বেণ্টিঙ্ক তাঁকে গভর্নর জেনারেলের দেওয়ানের পদ দিতে চাইলে তিনি তা গ্রহণে অসম্মত হন। পরে নূতন-সৃষ্ট মুন্সেফের পদ পান। এক বছরের মধ্যে বাঁকুড়ার মুন্সেফ থেকে হুগলীর সদর আমীন হন। ১৮৪৪ খ্রী. প্রিন্সিপ্যাল সদর আমীন হয়ে চব্বিশ পরগনায় বদলী হয়ে আসেন। ১৮৫২ খ্রী. কলি-কাতা পুলিস কোর্টের জুনিয়র ম্যাজিস্ট্রেট এবং ১৮৫৪ খ্রী. কলিকাতা ছোট আদালতের জজের পদ পান। তিনি বাঁকুড়া ও শুরশুনায় দুইটি স্কুল স্থাপন করেন। বেথুন স্কুল কমিটির সভ্য ও 'রায়-বাহাদুর' উপাধি-ভূষিত ছিলেন। স্মৃতিরক্ষা কমিটি কর্তৃক স্থাপিত (১৮৭৬) তাঁর মর্মরমূর্তি ছোট আদালতের প্রাঙ্গণে বর্তমান আছে। [৩১]

হরচন্দ্র ঘোষ[২] (১৮১৭-১৮৮৪) হুগলী। হলধর। বাংলা নাটকের প্রথম পর্বের খ্যাতনামা নাট্যকার। হুগলী কলেজে পড়াশুনা করেছেন। ফারসী ও ইংরেজী ভাল জানতেন। প্রথমে এক্সাইজ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন, পরে সেট্‌লমেন্ট ডিপার্ট-মেণ্টের ডেপুটি কালেক্টর ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কাজ করেন। ১৮৭২ খ্রী. সরকারী কাজ থেকে অবসর নেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক 'ভানুমতী চিত্তবিলাস', 'চারুমুখ চিত্তহরা', 'রজত-গিরিনন্দিনী' এবং কৌরববিজয়'। প্রথম তিনটি যথাক্রমে 'মার্চেণ্ট অফ ভেনিস', 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট' ও 'দি সিলভার হিল' নাটকত্রয় অবলম্বনে রচিত। [৩,১৪৬]

হরচন্দ্র দত্ত। তিনি লর্ড মেকলের 'লর্ড ক্লাইব' নামক পুস্তিকাটি প্রাঞ্জল ভাষায় বঙ্গানুবাদ করেন। গ্রন্থটি 'ক্লাইভ চরিত্র' নামে রোজারিও কোম্পানী কর্তৃক ১৮৫৩ খ্রী. মুদ্রিত ও ভার্নাকিউলার লিটারেচার কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে মাদ্রাজ, বারাণসী, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি স্থানের ১২টি সুন্দর চিত্র আছে। [২]

হরদয়াল নাগ (১৫.৯.১৮৫৩-২০.৯.১৯৪২) কাশিমপুর—ত্রিপুরা। গুরুপ্রসাদ। কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা ও 'চাঁদপুরের গান্ধী' নামে পরিচিত। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৮৭৪ খ্রী. ১০ টাকা বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নানা কারণে কলেজের পড়া শেষ করতে পারেন নি। ছাত্রাবস্থায় 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পরে 'ভারত হিতৈষিণী' পত্রিকারও সম্পাদকতা করেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধাদি প্রকা-শিত হত। কর্মজীবনে কিছুদিন ইন্‌কাম-ট্যাক্স অ্যাসেসর-রূপে সরকারী চাকরি ও শিক্ষকতা করেন। পরে আইন পাশ করে (১৮৮৪) চাঁদপুরে আইন-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন এবং অল্পদিনেই সুনাম ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই তিনি তার সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ১৯০৫ খ্রী. বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তিনি চাঁদপুরে থেকে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯০৬ খ্রী. চাঁদ-পুরে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন তাঁর এক উল্লেখ-যোগ্য কর্মপ্রচেষ্টার ফল। যাদবপুর জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় থেকে তিনি তার সঙ্গে জড়িত এবং ১৯২২ খ্রী. থেকে আমৃত্যু তার সহ-

সভাপতি ছিলেন। গান্ধীজীর আহ্বানে ১৯২১ খ্রী. তিনি আইন ব্যবসায় ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩০ খ্রী. ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জেলায় লবণ আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৯৩১ খ্রী. বহরমপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক অধিবেশনে তিনি সভাপতি ছিলেন। আসামের চা-বাগানের শ্রমিকদের ওপর অমানুষিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম চালিয়েছেন। চাঁদপুরের ধর্মঘটকালে তিনি ঐ আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানের জন্য বহুবার তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। কংগ্রেস সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ২৮.১২.১৯৩৫ খ্রী. কলিকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অনুষ্ঠিত উৎসবে তিনি সভাপতিত্ব করেন। মহাত্মা গান্ধী তাঁকে একজন প্রবীণ দেশনেতা হিসাবে সম্মান করতেন। বৃদ্ধবয়সে সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর-গ্রহণ করলেও দেশের নানা সমস্যা নিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। আন্দোলনে যোগ দিলেও গঠনমূলক ও মানবসেবার কাজে বিশ্বাস করতেন। চাঁদপুরের একটি মসজিদের অছি বোর্ডে তিনিই একমাত্র হিন্দু সদস্য ছিলেন। ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলন কালে অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি এক জনসভায় যোগ দিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার সংকল্প ঘোষণা করেন। [৩,৭,১০,১২৪,১৪৯]

হরপ্রসাদ রায়। কাঁচড়াপাড়া—চব্বিশ পরগনা। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের অস্থায়ী পণ্ডিত ছিলেন। ১৮১৫ খ্রী. তিনি বিদ্যাপতি-রচিত 'পুরুষ-পরীক্ষা' নামক সংস্কৃত গল্পগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। [৩,২০,২৮,৬৪]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায়, ডি.লিট., সি.আই.ই. (৬.১২.১৮৫৩ - ১৭.১২.১৯৩১) নৈহাটি—চব্বিশ পরগনা। রামকমল ন্যায়রত্ন। গ্রামের স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৮৬৬ খ্রী. সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। নানারকম প্রতিবন্ধকতার মধ্যে ১৮৭১ খ্রী. এন্ট্রান্স, ১৮৭৩ খ্রী. এফ.এ. এবং ১৮৭৬ খ্রী. ৮ম স্থান অধিকার করে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। ১৮৭৭ খ্রী. সংস্কৃত কলেজ থেকে এম.এ. পরীক্ষায় একমাত্র তিনিই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে 'শাস্ত্রী' উপাধি পান। মার্চ ১৮৭৮ খ্রী. বিবাহ করেন। কর্মজীবনের সূচনায় কলিকাতা হেয়ার স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ক্রমে লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজ, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেন। পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৮৯৬ খ্রী. ঐ কলেজে এম.এ. ক্লাস প্রবর্তন করেন। বি.এ. ক্লাসের ছাত্র থাকা কালে তিনি 'ভারত মহিলা' প্রবন্ধ রচনা করে হোলকার পুরস্কার পান। 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। এরপর পুরাতন পুঁথি সংগ্রহের মাধ্যমে চর্যাপদ গবেষণা করে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনত্বকে প্রমাণিত করেন। 'গোপাল তাপনি' উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহযোগী ছিলেন। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' গ্রন্থ রচনা ও প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে প্রাপ্ত লেখ থেকে পাঠোদ্ধার এবং পুঁথি আবিষ্কার ও টীকা রচনা করে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ে বহু তথ্য দেশবাসীকে জানাতে সাহায্য করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যুর পর ১৮৯১ খ্রী. এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক সংস্কৃত পুঁথিসংগ্রহের কাজে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তখন থেকে কর্মজীবনের বেশীর ভাগ সময় পুঁথিসংগ্রহের কাজে ও পরিচিতি সংবলিত তালিকা-রচনায় ব্যয়িত হয়। দুষ্প্রাপ্য ও লুপ্তপ্রায় পুঁথিসংগ্রহের কাজে বিভিন্ন সময়ে নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি রাজ্যে পরিভ্রমণ করেন। ১৯০৭ খ্রী. নেপালে অপভ্রংশে লিখিত বাংলা ভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থ-নিদর্শন—লুইপাদ রচিত 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়', সরোহবজ্র রচিত 'দোহাকোষ' ও কাহ্নপাদ রচিত 'দোহাকোষ' ও 'ডাকার্ণব'—এই চারিটি গ্রন্থ তাঁর সম্পাদনায় 'বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে প্রকাশিত হয়। ঐতিহাসিক গবেষণা-সংক্রান্ত বেশীর ভাগ প্রবন্ধই এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে তিনি ভারতের বিভিন্ন সংস্কৃতিবান বিদগ্ধ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং লন্ডন রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির অনারারি সদস্য ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি বহু নিবন্ধ, প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন। তাঁর রচিত ৫২টি নিবন্ধের মধ্যে ঐতিহাসিক নিবন্ধের সংখ্যা বেশী হলেও সময়তত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব এবং শাসনতন্ত্র বিষয়েও কয়েকটি আলোচনা প্রকাশ করেন। তাঁর রচিত বাংলা গ্রন্থের সংখ্যা ১১। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'বাল্মীকির জয়', 'মেঘদূত ব্যাখ্যা', 'কাঞ্চনমালা' (উপন্যাস), 'বেনের মেয়ে' (উপন্যাস), 'সচিত্র রামায়ণ', 'প্রাচীন বাংলার গৌরব', 'বৌদ্ধধর্ম' প্রভৃতি। পাঠ্যগ্রন্থ : 'বাংলা প্রথম ব্যাকরণ' ও 'ভারতবর্ষের ইতিহাস'। এছাড়াও তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা বহু। ইংরেজী নিবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'Magadhan Literature', 'Sanskrit Culture in Modern India', 'Discovery of Living Buddhism in Bengal' প্রভৃতি। তাঁর পাণ্ডিত্য সম্পর্কে ড. সুশীলকুমার দে বলেন, 'তিনি কেবল প্রাচ্য-বিদ্যার সংগ্রাহক বা ভাণ্ডারী ছিলেন না, এই

বিদ্যার আহরণে ও সদ্ব্যবহারেও অসীম উৎসাহী ছিলেন।...পথিকৃৎ হিসাবে এবং প্রাচীন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কারের জন্য প্রকৃত পণ্ডিত সমাজে এই জ্ঞান-তপস্বীর মর্যাদা কোনকালে ক্ষুণ্ণ হইবার নহে'। মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা-এর উক্তি : 'He, of all people, has been the real father of Oriental Research in North India'। [৩,৭, ২৫,২৬,২৮,৩০,৮২]

হরমোহন তর্কচূড়ামণি (?-১২৮৮ ব.)। শ্রীরাম শিরোমণি। প্রখ্যাত নৈয়ায়িক এবং 'সামান্য-লক্ষণাজাগদীশী'-র টিপ্পনী-রচয়িতা। ১২৭২ ব. পণ্ডিত মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্তের মৃত্যুর পর তিনি নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক হন এবং একাদিক্রমে ১৬ বছর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত রেখে দেহত্যাগ করেন। [৯০]

হরলাল রায়। তিনি ১৫.৮.১৮৭৪ খ্রী. ভট্ট-নারায়ণের বেণীসংহার অবলম্বনে 'শত্রুসংহার' নাটক রচনা করেন। এই নাটকেই অভিনেত্রী বিনোদিনীর প্রথম মঞ্চাবতরণ। তাঁর রচিত অপর নাটক 'হেম-লতা'র প্রকাশকাল ১৫.১০.১৮৭৩ খ্রী.। [৬৯]

হরসুন্দর চক্রবর্তী (১৯০৫-২১.৫.১৯৭৩) চারপাড়া—ময়মনসিংহ। রামসুন্দর। ১৯২১ খ্রী. ছাত্রাবস্থায় তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২৪ খ্রী. অনুশীলন সমিতির সদস্য হন। নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতি (এ.বি.এস.এ.) প্রতিষ্ঠায় তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। ১৯৩০ খ্রী. মেদিনী-পুরে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে এ.বি.এস.এ. প্রেরিত স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতৃত্ব করেন। এ সময়ে তাঁর ওপর পুলিসী অত্যাচার হয় এবং তিনি কারা-রুদ্ধ থাকেন। ১৯৩৩ খ্রী. জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সাধারণ সম্পাদক হন। নেলী সেনগুপ্তা ঐ অধিবেশনের সভানেত্রী ছিলেন। কংগ্রেসের অধিবেশন ঐ সময় বেআইনী ঘোষিত হয়েছিল এবং তিনি গ্রেপ্তার হয়ে দুই বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। মুক্তিলাভের পর কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলে যোগ দেন। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে লিপ্ত থাকার অপরাধে বহুবার তিনি কারাবরণ করেন। প্রায় ৩৬ বছর আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [১৬]

হরিকুমার চক্রবর্তী (ডিসে. ১৮৮২-১২.৩. ১৯৬৩) চাংড়িপোতা—চব্বিশ পরগনা। যোগেন্দ্র-কুমার। অল্প বয়সেই তিনি স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র ও যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের লেখা পড়ে জাতীয় আন্দোলন গঠনের প্রেরণা লাভ করেন। নরেন ভট্টাচার্যের (মানবেন্দ্রনাথ রায়) সঙ্গে বিপ্লবী-দের চাংড়িপোতা দল গঠন করে পরে ১৯০৬ খ্রী. অনুশীলন দলে যোগ দেন। ১৯০৭ খ্রী. বাঘা যতীনের সংস্পর্শে আসেন। পরে চাংড়িপোতায় বাঘা যতীনের দৃঢ় সংগঠন গড়ে ওঠে। পরবর্তী কালে হরিকুমার সরকারী ভাষ্যে 'অতি পরিচিত ও বাংলায় সব থেকে ভয়ঙ্কর বিপ্লবী গোষ্ঠী'র চূড়ান্ত উচ্চ-পর্যায়ের নেতা হয়ে ওঠেন। ১৯১১ খ্রী. গোসাবা অঞ্চলে তিনি 'Youngmen's Co-operative Credit and Zamindary Society' সংগঠন করেন। সরকারী মতে এটি ছিল বিপ্লব সংগঠনের নিরাপদ আবরণ। ১৭.৮.১৯১৫ খ্রী. কলিকাতায় 'হ্যারি অ্যান্ড সন্স' নামে একটি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের আবরণে বিপ্লবী গুপ্ত ঘাঁটিতে প্রথম গ্রেপ্তার হন। বৈপ্লবিক ইতিহাসে এই প্রতিষ্ঠান অতি গুরুত্ব-পর্ণ। অর্ডার সাপ্লাই ব্যবসায়ের অন্তরালে এই প্রতিষ্ঠান বাটাভিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে জার্মান অস্ত্রের সাহায্যে বিপ্লব সংগঠন-প্রচেষ্টার (বা ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্র) জন্য তিনি গ্রেপ্তার হন। ১৯২০ খ্রী. মুক্তি পেয়ে দেশ-বন্ধু ও সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হন। ১৯২৪ খ্রী. পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে ১ বছর ব্রহ্মদেশের মান্দালয় ও ইনসিন জেলে আবদ্ধ ছিলেন। এখানে ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ খ্রী. তিনি অনশন ধর্মঘট করেন। ১৯২৮ খ্রী. কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে একজন কর্মকর্তা ও 'ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ অফ ইন্ডিয়া'র বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্পাদক এবং ১৯৩০ খ্রী. বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক হন। ১৯৪১-৪৮ খ্রী. র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্পাদক ছিলেন। ১৯২৯ খ্রী. যুগান্তর দলের মুখপত্র 'স্বাধীনতা' এবং ১৯৪২-৪৮ খ্রী. র‍্যাডিক্যাল পার্টির 'জনতা' সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৯৫০ খ্রী. পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে নির্বাচিত হয়ে আমৃত্যু তার সদস্য ছিলেন। গোঁড়া ও সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করলেও তিনি ঈশ্বর বা ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না। বিখ্যাত বিপ্লবী ড. যাদুগোপাল তাঁর সম্বন্ধে বলেন—'একটি বৃহৎ হৃদয়ের অদ্বিতীয় মানুষ। তিনি নিজে বড় ছিলেন ব'লে এ'র কাছে কেউ অকিঞ্চিৎকর ছিলেন না। দুর্ভাগ্য, দারিদ্র্য বা নিষ্পেষণ হাসিমুখে সহ্য করার তাঁর একটা বিশেষ ক্ষমতা ছিল'। [১০,১২৪]

হরিগোপাল বল, টেগরা (?-২২.৪.১৯৩০) ধোরলা—চট্টগ্রাম। প্রাণকৃষ্ণ। চট্টগ্রামের অন্যতম বীর বিপ্লবী লোকনাথ বলের অনুজ। হরিগোপাল বিপ্লবী দলের কর্মিরূপে ১৮.৪.১৯৩০ খ্রী. চট্ট-গ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ৪ দিন

পর জালালাবাদ পাহাড়ে আত্মগোপনকালে ব্রিটিশ সৈন্য তাঁদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করলে তাঁরা সম্মুখ যুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্যদের পর্যুদস্ত করেন। এই যুদ্ধে তিনি এবং আরও ৯ জন জীবন বিসর্জন দেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স অনুমান ১৩ বছর ছিল। [১০,৪২,৯৬]

হরি ঘোষ, দেওয়ান (? - ১৮০৬)। বাংলা ও ফারসী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। ইংরেজীতেও দখল ছিল। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মুঙ্গের দুর্গের দেওয়ান ছিলেন। দেওয়ানী থেকে অবসর নিয়ে কলিকাতায় বাস করতে থাকেন। বিভিন্ন সৎকার্যে প্রচুর অর্থ দান করতেন। উত্তর কলিকাতায় তাঁর আবাসে বহু দরিদ্র ছাত্র থাকা-খাওয়ার সুযোগ পেত। তাছাড়া হরি ঘোষের একটি সুপ্রশস্ত বৈঠকখানা ছিল, সেখানে খোশগল্পের আসর বসত। শত শত নিষ্কর্মা লোকও সুযোগ বুঝে সেখানে আড্ডা দিত এবং আহারাদি সেখানেই সমাধা করে যেত। তা থেকেই 'হরি ঘোষের গোয়াল'—এই প্রবাদের উৎপত্তি। কাশীতে তাঁর মৃত্যু হয়। [২৫,৩১]

হরিচরণ দাস [১] (? - জুলাই ১৯১৭) সাহালামপুর—ডায়মণ্ডহারবার। গ্রামে নিঃস্বার্থ-সেবার জন্য জনপ্রিয় ছিলেন। ভবানীপুর বৈপ্লবিক দলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ৯.৬.১৯১৭ খ্রী. তাঁকে গ্রেপ্তার করে রাজশাহী জেলার বারাইপাড়া গ্রামে অন্তরীণ রাখা হয়। সেখানে পুলিসের নির্যাতন, চিকিৎসার অভাব ও আর্থিক অনটনে অসহনীয় দুর্দশার মধ্যে তিনি আত্মহত্যা করেন। [১৩৯]

হরিচরণ দাস [২] (৩.২.১৯০২ - ২৯.৯.১৯৪২) কালিকাকুণ্ডু—মেদিনীপুর। দীননাথ। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে মহিষাদল পুলিস স্টেশন আক্রমণে অংশগ্রহণ করেন। পুলিসের গুলিতে মারা যান। [৪২]

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় [১] (২৩.৬.১৮৬৭ - ১৯৫৯) রামনারায়ণপুর—চব্বিশ পরগনা। নিবারণচন্দ্র। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' অভিধানের সঙ্কলক। মাতুলালয়ে জন্ম। চার বছর বয়সে পৈতৃক গ্রাম মশাইকাটিতে বিদ্যারম্ভ হয়। বিভিন্ন স্কুলে পড়াশুনা করে কলিকাতা মেট্রোপলিটান কলেজে ভর্তি হন। বি.এ. তৃতীয় বর্ষে স্টুডেণ্টস ফাণ্ডের টাকা বন্ধ হওয়ায় তিনি আর পড়াশুনা করতে পারেন নি। কিছুকাল দেশের স্কুলে শিক্ষকতা করার পর নাড়াজোলের কুমার দেবেন্দ্রলাল খানের গৃহশিক্ষক হন এবং কলিকাতা টাউন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে প্রধান পণ্ডিতরূপে যোগদান করেন। পরে অগ্রজের চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের জমিদারির পতিশর কাছারিতে সুপারিণ্টেন্ডেণ্টের কাজে যোগ দেন। রবীন্দ্রনাথ জমিদারি পরিদর্শনে এসে এই কর্মচারীর সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে তাঁকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন (১৩০৮)। তখন থেকে তিনি সেখানকার ব্রহ্মচর্যাশ্রমে সংস্কৃতের অধ্যাপকরূপে অতিবাহিত করে ১৯৩২ খ্রী. অবসর নেন। অধ্যাপনাকালেই তিনি কবির অভিপ্রায় অনুসারে ১৩১২ ব. 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' সঙ্কলন শুরু করেন। ১৩৫২ ব. এই কাজ সমাপ্ত হয়। একক প্রচেষ্টায় এই বিরাট গ্রন্থ সঙ্কলন ও সম্পাদন তাঁর অসাধারণ ধৈর্য, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের পরিচায়ক। অনেক আর্থিক অসুবিধার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত এই বিরাট গ্রন্থ ১৯৪৫ খ্রী. বিশ্বভারতী কর্তৃক ৫ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক ও শিশিরকুমার স্মৃতি পুরস্কারপ্রাপ্ত ছিলেন। বিশ্বভারতী তাঁকে ডি.লিট. এবং ১৯৫৭ খ্রী. 'দেশিকোত্তম' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করে। তিনি ম্যাথু আর্নল্ডের 'শোরাব রোস্তম' এবং 'বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র', 'কবিকথা মঞ্জুষা' প্রভৃতি গ্রন্থ অমিত্রাক্ষর ছন্দে অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ : 'সংস্কৃত প্রবেশ', 'পালি প্রবেশ', 'ব্যাকরণ কৌমুদী', 'Hints on Sanskrit Translation and Composition', তাছাড়া 'কবির কথা', 'রবীন্দ্রনাথের কথা' প্রভৃতি। [৩,১৬,৩৩]

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় [২] (১৮৮৬ ? - ২.১১.১৯৭০) বন্দাবিলা—যশোহর। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। বিখ্যাত বন্দাবিলা সত্যাগ্রহে তিনি অগ্রণী ভূমিকা নেন। কিংস্‌ফোর্ড হত্যার উদ্দেশ্যে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম মজঃফরপুর গেলে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হন। চিকিৎসকরূপেও যথেষ্ট খ্যাতিমান ছিলেন। কয়েকটি অ্যাণ্টি-সেপ্‌টিক এবং অ্যান্টি-ভাইরাস ঔষধ প্রস্তুত করেছিলেন। ১৯৫৬ খ্রী. তিনি যশোহরের গ্রামে দুই-মাথাযুক্ত একটি শিশু প্রসব করান। এটি এখনও রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজে রক্ষিত আছে। [১৬]

হরিচরণ বেরা (? - আগস্ট ১৯৪২) বেনাউদা—মেদিনীপুর। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের সময় ভগবানপুর পুলিস স্টেশন আক্রমণ কালে পুলিসের গুলিতে মৃত্যু হয়। [৪২]

হরিদত্ত, কানা। বাঙলার একজন প্রাচীন কবি। বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গল'-এ লিখিত আছে যে, তিনিই প্রথম 'মনসার গীত'-এর রচয়িতা। খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর লোক বলে অনুমিত হয়। [২]

হরিদয়াল চক্রবর্তী (১৫.২.১৯০২ - ১৯৩৬) মশুরা—ফরিদপুর। বিশ্বম্ভর। ১৯৩০ খ্রী. লবণ

সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেন। হিজলী ও বকসা ক্যাম্প জেলে বন্দী ছিলেন। অন্তরীণ থাকা কালে মারা যান। [৪২]

হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৭ - ১৯৪৯) সেওড়াফুলি—হুগলী। পেশায় চিকিৎসক হলেও সাহিত্য-চর্চায় অনুরাগী ছিলেন। কিছুদিন 'বন্দনা' এবং 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামে মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তাছাড়া বৈদ্যবাটীতে যুবক সমিতি প্রতিষ্ঠা করে তিনি নানাভাবে ঐ অঞ্চলের উন্নতিবিধান করেছেন। [৫]

হরিদাস গোস্বামী। 'শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া' নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ও 'শ্রীগৌরাঙ্গ মহাভারত' এবং 'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' প্রভৃতি নাটকের রচয়িতা। তিনি দ্বিজ বলরাম দাস ঠাকুরের বংশধর। [২৬]

হরিদাস ঘোষ (১৮৯২ - ২৮.১১.১৯৭১) আমলাজোড়া—বর্ধমান। হিতলাল। মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে বি.এস-সি. পাশ করে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবসায় শুরু করেন। ১৯২০ খ্রী. চিত্তরঞ্জনের প্রোচেষ্টার দলে যোগ দেন। ১৯২১ খ্রী. স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে কারাবরণ করেন। ১৯২৪ খ্রী. স্বরাজ্য দল গঠিত হলে তাতে যোগ দেন। সুভাষচন্দ্রের ফরোয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত কংগ্রেসের সঙ্গেই ছিলেন। ১৯৪০ খ্রী. ফরোয়ার্ড ব্লকে যোগ দেন। ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে ৫ বছর আটক আইনে বন্দী থাকেন। সমাজতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। সাধারণভাবে মার্ক্সের মতবাদ বিশ্বাস করতেন। বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর রাজনৈতিক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হত। আধ্যাত্মিকতায় ও পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। [১৬,১৪৬]

হরিদাস ঠাকুর [১] (১৬শ শতাব্দী)। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর একজন প্রধান পার্ষদ। মহাপ্রভুর অনুচর ও সহচরদের মধ্যে কতিপয় হরিদাসের নাম পাওয়া যায়। বড় এবং ছোট হরিদাস দু'জনেই কীর্তনীয়া ছিলেন। তার মধ্যে ছোট হরিদাস বিখ্যাত। ছোট হরিদাস নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে থেকে তাঁকে কীর্তন শোনাতেন। [২,২৫,২৬,২৭]

হরিদাস ঠাকুর [২]। কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামনিবাসী হরিদাস 'দ্বিজ হরিদাস' নামে খ্যাত। তিনি ফুলিয়ার মুখুটি, নৃসিংহের সন্তান ও গৃহস্থ বৈষ্ণব ছিলেন। মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর তিনি দেহত্যাগ করেন। পুরীতে মহাপ্রভুকে কীর্তন শোনাতেন। [২,২৫,২৬,২৭]

হরিদাস ঠাকুর [৩]। ব্রহ্ম হরিদাস নামে আখ্যাত এবং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অতি প্রিয়তম সহচর। তিনি হরিনাম যজ্ঞের প্রধানতম ঋত্বিক ও আদর্শ ভক্ত ছিলেন। যশোহরের বূঢ়ন গ্রামে তাঁর জন্ম। কেউ বলেন, তিনি মুসলমান কুলে জন্মেছিলেন। আবার কারও মতে তিনি হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু মুসলমান কর্তৃক প্রতিপালিত হন। তিনি 'যবন হরিদাস' নামে সুপ্রসিদ্ধ। হরিনামানুরক্ত ছিলেন বলেই সম্ভবত হরিদাস নাম-প্রাপ্ত হন। [২,২৫,২৬,২৭]

হরিদাস দে (১৯০২ - ২৪.৫.১৯৭৩) শান্তিপুর—নদীয়া। ১৯২১ খ্রী. অসহযোগ আন্দোলনে, ১৯৩২ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনে এবং ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ফলে কয়েকবার কারারুদ্ধ থাকেন। স্বাধীনতার পর তিনি শান্তিপুর কেন্দ্র থেকে দুইবার এম.এল.এ. নির্বাচিত হন। শান্তিপুর পৌরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন। [১৬]

হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য। রঘুনাথ শিরোমণির 'অনুমানদীধিতি'র টীকাকারদের মধ্যে হরিদাসই সম্ভবত প্রথম। তাঁর টীকার রচনাকাল অনুমান ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দেরও পূর্বে। প্রবাদ অনুসারে তিনি বাসুদেব সার্বভৌমের ছাত্র ছিলেন। কুসুমাঞ্জলির কারিকাংশের টীকাকাররূপেই তাঁর খ্যাতি। পক্ষধর মিশ্রের তিন খণ্ড 'আলোকে'র ওপর তাঁর রচিত টীকা পাওয়া যায়। তাঁর রচিত অপর পুঁথির নাম 'শব্দমণিপ্রকাশ'। [৯০]

হরিদাস বাগচী (১৮৮৮ - ১৯৬৮)। খ্যাতনামা গণিতজ্ঞ। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র হরিদাস পি.আর.এস., পি-এইচ.ডি. প্রভৃতি ডিগ্রী এবং এফ.এন.এস-সি. উপাধি লাভ করেন। 'কোর্স অফ জিওমেট্রিক্যাল অ্যানালিসিস' নামে তাঁর রচিত সুবিখ্যাত গ্রন্থ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গণিত-বিজ্ঞানীদের নিকট অতিশয় সমাদর লাভ করে। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের প্রসিদ্ধ পত্রিকায় গণিত-বিষয়ে তাঁর উচ্চাঙ্গ গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি সমাদরে প্রকাশিত হত। ১৯৫৪ খ্রী. গণিত-বিষয়ে একটি প্রবন্ধের জন্য তিনি উত্তরপ্রদেশের শিক্ষা-মন্ত্রীর সুবর্ণপদক লাভ করেন। তিনি ক্যালকাটা ম্যাথেম্যাটিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ও পরে ঐ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হন। অধ্যাপক-জীবনের শেষ তিন বৎসর তিনি গণিতের হার্ডিঞ্জ অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। [৩]

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় (২২.১০.১৮৭৬ - ২৬.১২.১৯৬১) উনশিয়া—ফরিদপুর। গঙ্গাধর বিদ্যালঙ্কার। বিখ্যাত পণ্ডিত বংশে জন্ম। ১১ বছর বয়সে পিতামহ কাশীচন্দ্র বাচস্পতির নিকট কলাপ ও ব্যাকরণাদি অধ্যয়ন করেন। ১৫

বছর বয়সে বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম হন এবং 'শব্দাচার্য' উপাধি লাভ করেন। অনর্গল সংস্কৃতে কবিতা ও গদ্য আবৃত্তি করতে পারতেন। ন্যায়শাস্ত্রও অধ্যয়ন করেন। ২২ বছর বয়সে কলিকাতায় জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের নিকট কাব্য, ফরিদপুরে আনন্দচন্দ্র বিদ্যারত্নের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র, পিতার নিকট জ্যোতিষ ও পুরাণ এবং নিজে দর্শনাদি অধ্যয়ন করেন। সব কটি উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ঢাকা সারস্বত সমাজের 'সাংখ্যরত্ন', 'পুরাণশাস্ত্রী' ও 'সিদ্ধান্তবাগীশ' উপাধি পান। এইভাবে শিক্ষা শেষ করে স্বাধীন ত্রিপুরার রাজপণ্ডিত ও কোটালিপাড়ার আর্য বিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে কর্মজীবন শুরু করেন। ক্রমে অর্থোপার্জনের চেষ্টায় কলিকাতায় এসে নষ্টকোষ্ঠী-উদ্ধার ও হস্তরেখা বিচারে ব্রতী হন। এখান থেকে পরিচয়সূত্রে মালদহ জেলার দুইটি রাজবাড়ির দ্বারপণ্ডিত ও নকীপুরে টোলের অধ্যাপক পদ পান। এভাবে অর্থসমস্যার সমাধান হওয়ায় গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। মালদহে থেকে কলিকাতায় বই ছাপাবার অসুবিধা হেতু নিজ বাড়িতেই ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। নকীপুরের জমিদার হরিচরণ চৌধুরীর মৃত্যুর পর কলিকাতায় এসে আষাঢ় ১৩৩৬ ব. 'মহাভারতে'র একটি নূতন সানুবাদ সংস্করণ রচনায় ব্রতী হন। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭ ব. রচনা শেষ হয়। অধ্যায় ও শ্লোক-সংখ্যার মিল রেখে প্রত্যেক শ্লোকের টীকা, বঙ্গানুবাদ ও পাঠান্তর-সন্নিবেশে একক প্রচেষ্টায় তিনি এই গ্রন্থ ১৫৯টি খণ্ডে সমাপ্ত করেছেন। মহাভারত ছাড়া 'রুক্মিণীহরণ মহাকাব্য', 'বঙ্গীয় প্রতাপ', 'মিবার প্রতাপ', 'বিরাজ সরোজিনী', 'জানকীবিক্রম' ইত্যাদি বহু নাটক প্রণয়ন করেন। কয়েকটি নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। ৭টি পরীক্ষালব্ধ উপাধি তাঁর ছিল। কাশীর ভারতধর্ম মহামণ্ডল কর্তৃক 'মহোপদেশক', ভারত সরকার কর্তৃক 'মহামহোপাধ্যায়', ভারতীয় পণ্ডিতমণ্ডল কর্তৃক 'মহাকবি' এবং শান্তিপুর পুরাণপরিষদ্ কর্তৃক 'ভারতাচার্য' উপাধি-ভূষিত হন। মহাভারতের চরিত্র ও ঘটনার কালনির্ণয় জ্যোতিষ বিচারের দ্বারা নিরূপণের চেষ্টায় কিঞ্চিৎ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেন। তাঁর সর্বসমেত মুদ্রিত (মহাভারত ছাড়া) মূলগ্রন্থ ৮টি এবং টীকাগ্রন্থ ১৪টি। ১৯৬০ খ্রী. 'পদ্মভূষণ' উপাধি পান। [৩,৭,২৫,২৬,৩৩,১৩০, ১৪৬,১৪৯]

হরিদাস হালদার (১৮৬৪ - ১৯৩৫) কালীঘাট —কলিকাতা। রামচন্দ্র। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারী পরীক্ষা পাশ করে চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ডা. কার্তিকচন্দ্র বসু ও ডা. গিরিশ ঘোষ তাঁর সতীর্থ ছিলেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি দেশাত্মবোধক বহু সঙ্গীতের রচয়িতা। কিছুকাল তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন-প্রতিষ্ঠিত 'নারায়ণ' পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন। তাঁর রচিত পুস্তক : 'কর্মের পথে', 'গোবর গণেশের গবেষণা', 'বক্কেশ্বরের বেয়াকুবি', 'মদনপিয়াদা' এবং 'ন্যাশনাল লাইফ অফ নন্-কোঅপারেশন'। [১৫৬]

হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত (১৮২৯ ? - ১৮৮৯) নবদ্বীপ। গোলোকনাথ ন্যায়রত্ন। তিনি পিতার কাছে অধ্যয়ন করলেও পিতার মত বিচারপটু ছিলেন না। তবে অধ্যাপক হিসাবে খ্যাতিমান ছিলেন এবং সমকালীন নৈয়ায়িকদের মধ্যে তাঁর ছাত্রসংখ্যাও বেশী ছিল। তিনি মূলাজোড়ের বিখ্যাত সংস্কৃত বিদ্যালয়ে ১২৭৯ - ৯১ ব. ন্যায়ের অধ্যাপক থাকা কালে ঐ বিদ্যালয়ের নামযশ সর্বত্র প্রচারিত হয়। গ্রন্থকার হরিনাথ সম্ভবত গৌড়ীয় নব্যন্যায় সম্প্রদায়ের নির্বাণোন্মুখ উজ্জ্বলতার শেষ স্ফূর্তি। [৯০]

হরিনাথ দে (১২.৮.১৮৭৭ - ৩০.৮.১৯১১) আড়িয়াদহ—চব্বিশ পরগনা। ভূতনাথ। বহুভাষাবিদ্ সুপণ্ডিত এবং ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম আই.ই.এস.। ১৮৯২ খ্রী. সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে এণ্ট্রান্স, ১৮৯৪ খ্রী. ইংরেজী ও ল্যাটিন ভাষায় সর্বোচ্চ নম্বর এবং ডাফ্ বৃত্তি নিয়ে এফ.এ., ১৮৯৬ খ্রী. ইংরেজী ও ল্যাটিন নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে বি.এ. এবং এম.এ. পরীক্ষায় ল্যাটিন ভাষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। ১৮৯৭ খ্রী. সরকারী বৃত্তি নিয়ে বিলাত যান। এখানে কেম্ব্রিজে অধ্যয়ন শুরু করেন। প্রথমবার আই.সি.এস. পরীক্ষায় পাশ না করলেও ঐ সময়েই গ্রীক-এ প্রথম হন। দ্বিতীয়বারে পাশ করে Colonial Service পেয়ে সিংহলের জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট হন এবং Classical Tripos-এ প্রথম শ্রেণী পান। আরবী ও হিব্রু ভাষার সর্বোচ্চ পরীক্ষায় প্রথম হন। পঠদ্দশাতেই তিনি গ্রীক, ল্যাটিন, ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় কবিতা রচনা করতে পারতেন। বিলাতে থাকা কালে তিনি ফ্রান্স, জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, স্পেন, পর্তুগাল, ইটালি প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করে উক্ত বিভিন্ন দেশের ভাষাগুলির সর্বোচ্চ পরীক্ষা পাশ করেন। সংস্কৃত ভাষাতেও ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি সর্বসমেত ১৪টি ভাষায় এম.এ. ছিলেন। এদেশীয়দের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ভারতীয় শিক্ষা-বিভাগে (Indian Education Service) প্রবেশলাভ করেন এবং মাত্র ২২ বছর বয়সে ঢাকা সরকারী কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

ঢাকায় অধ্যাপনার পর প্রেসিডেন্সী কলেজে কিছু-দিন অধ্যাপনা করেন। তারপর হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ এবং শেষে ১৯০৭ খ্রী. ইম্পিরিয়াল লাই-ব্রেরীর সর্বপ্রথম বাঙালী গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হয়ে ২০.১.১৯১১ খ্রী. পর্যন্ত কাজ করেন। গ্রন্থাগারিক থাকা কালে তিনি বৌদ্ধদর্শন সম্পাদনা করেন এবং এশিয়াটিক সোসাইটির নানা গ্রন্থ রচনার ভার নেন। চীনা ভাষা থেকে নাগার্জুনের 'মধ্যমিকাদর্শন', তিব্বতী ভাষায় রচিত ডুয়াঙের লজিক, কৃষ্ণকান্তের উইল (ফরাসীতে) এবং আরও অন্যান্য বহু গ্রন্থ ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে আরবী ভাষার ব্যাকরণ, তিব্বতী ও ফারসী ভাষায় অভিধান এবং তিনটি ভাষায় উপনিষদ্ অনুবাদ করেছিলেন। বৌদ্ধদর্শনের আদি ইতিহাসের অন্য-তম প্রামাণিক নিদর্শন হিসাবে তিনি 'নির্বাণ-ব্যাখ্যানশাস্ত্রম্' ও 'লঙ্কাবতরসূত্র' সম্পাদনা করেন। তিনি ভারতবর্ষে ভাষাতত্ত্ব শিক্ষা বিজ্ঞানের প্রথম পথিকৃৎ। ইউরোপের ২০টি এবং ভারতবর্ষের ১৪টি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শিতার জন্য স্কীট পুরস্কার পান। তাঁর প্রাপ্ত বৃত্তির পরিমাণ ছিল প্রায় ১ লক্ষ টাকা। 'Boswel's Life of Johnson' ও অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থের নোট প্রস্তুতকর্তা। কুখ্যাত লর্ড কার্জন ভারতে নাকি মাত্র আড়াই জন—অর্থাৎ দুই জন পূর্ণ ও একজন অর্ধ-মানুষ দেখেন। হরিনাথ দে এই দুই জনের একজন। শুধু পাণ্ডিত্যে নয়, বিনয় ও নিঃস্বার্থ দান-কার্যেও তিনি অতুলনীয় ছিলেন। [৩,৭,১৭,২৫,২৬]

হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৬১ - ১৯৪৫)। কাশীর প্রখ্যাত ধ্রুপদ শিল্পী। রসুল বক্স্ ঘরানার ধ্রুপদ-গুণী রামদাস গোস্বামীর শিষ্য। শুধু সুকণ্ঠ ধ্রুপদ গায়ক ছিলেন না, সঙ্গীতের তত্ত্ব বিষয়েও প্রাজ্ঞ ছিলেন। তিনি রসুল বক্সের ঘরের ধ্রুপদ-সম্পদ স্বরলিপি সহযোগে কয়েকটি গ্রন্থে প্রকাশ করেন। 'প্রাচীন ধ্রুপদ স্বরলিপি' (৪ খণ্ড), 'সঙ্গীতে পরিবর্তন', 'সঙ্গীতে গুরুপ্রসাদ' প্রভৃতি তাঁর রচিত বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। [৩,৫২]

হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ১ (১৮৭১ - ?) কল্যাণপুর —হাওড়া। প্রেমচাঁদ। যাত্রায় ঐতিহাসিক নাটক ও যাত্রাব্যালে রচনার পথিকৃৎ। সুরকার ভূতনাথ দাসের সহায়তায় তিনি যাত্রায় বিশেষ ঢঙের সুরেরও প্রবর্তন করেন। কলিকাতা ও হুগলী নর্ম্যাল স্কুলে কিছুদিন অধ্যয়নের পর সংস্কৃত কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৪ বছর বয়সে 'লবণসংহার' নাটক রচনা করেন। তাঁর রচিত 'জয়দেব' নাটক বহুদিন বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। তিনি কলিকাতায় 'শাস্ত্র-প্রকাশ-কার্যালয়' নামে পুস্তকাগার স্থাপন করেন। তাঁর রচিত অন্যান্য নাটক : 'পদ্মিনী', 'জয়মতী', 'রামনির্বাসন', 'ক্ষণাদেবী' প্রভৃতি। [২৫,২৬,১৪৯]

হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ২ (১৮৯৭ - ১১.১১. ১৯৬৭) কৃষ্ণনগর—নদীয়া। বসন্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে এম.এস-সি. পাশ করেন। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হন। পরবর্তী কালে আইন অমান্য আন্দোলন ও 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কয়েকবার কারা-বরণ করেন। কুমিল্লায় 'অভয় আশ্রম' প্রতিষ্ঠায় তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা ও নিষ্ঠাবান কর্মী ছিলেন। ১৯৩৭ খ্রী. থেকে ১৯৫১ খ্রী. পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা (পরে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভা)-র কংগ্রেস দলভুক্ত সদস্য ছিলেন। ১৯৫২ খ্রী. নির্বাচনে তিনি বিরোধী দলের পক্ষ থেকে বিধানসভার সদস্য এবং ১৯৬২ ও ১৯৬৭ খ্রী. নির্দলীয় সদস্যরূপে কৃষ্ণনগর কেন্দ্র থেকে লোক-সভায় নির্বাচিত হন। অভিজ্ঞ পার্লামেণ্টারিয়ান্ ও সুবক্তা হিসাবে খ্যাতিমান্ ছিলেন। তাঁর জীব-দ্দশায় একমাত্র পুত্র অভিজিৎ ১৯৬৫ খ্রী. পাক-ভারত যুদ্ধকালে সামরিক বাহিনীর অফিসাররূপে কাশ্মীরে বিমানযুদ্ধে নিহত হন। [১৬,১৪৯]

হরিপদ মহাজন (? - ১৯৪২)। বিপ্লবী নেতা সূর্য সেনের সহকর্মীদের অন্যতম। ১৮.৪.১৯৩০ খ্রী. চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের পর ৮ মাস আত্ম-গোপন করেন। হাঁটাপথে আকিয়াব হয়ে ব্রহ্মদেশে উপস্থিত হন। বহু দুঃখকষ্ট পেয়ে তিনি মারা যান। [৪৩]

হরিপদ মাইতি (? - ১৯৪২) পূর্বগুড়গ্রাম—মেদিনীপুর। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে ভগবানপুর পুলিস স্টেশন আক্রমণকালে পুলিসের গুলিতে মারা যান। [৪২]

হরিপদ রায় (১৮৯৫ - ১৯৭১)। অসহযোগ আন্দোলনের সময় গুরু অবনীন্দ্রনাথের পরামর্শে তিনি স্নাতকোত্তর পাঠ ছেড়ে নন্দলাল বসু ও অসিত হালদারের ছাত্ররূপে কলাভবনে প্রবেশ করেন। বহু বছর তিনি বিশ্বভারতীর শিক্ষক ও রবীন্দ্র-নাথের সচিব ছিলেন। ব্যঙ্গচিত্রকর ও কমার্শিয়াল শিল্পিরূপে তাঁর অসাধারণ খ্যাতি ছিল। [১৬]

হরিপদ শিকদার (১৯১৬ - ৩.১১.১৯৪২) মাদারিপুর—ফরিদপুর। গুপ্ত-বিপ্লবী দলের কর্মি-রূপে ১৯৩৪ খ্রী. থেকে ৫ বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩৯ খ্রী. মুক্তির পর কমিউনিস্ট কর্মী হিসাবে কৃষক আন্দোলনে যোগ দেন। [৭৬]

প্রকাশক ও সম্পাদক ছিলেন। ব্রাহ্মবিরোধী, সমাজ-সচেতন এবং সাহিত্যে অশ্লীলতাবিরোধী রুচিশীল লেখকরূপে তাঁর সুখ্যাতি ছিল। অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে মারা যান। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী : 'হাস্যরসতরঙ্গিণী', 'ম্যাও ধরবে কে?', 'ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে', 'কৌতুক শতক', 'সরল পাঠ', 'আদর্শ শ্রেণী', 'বীরবাক্যাবলী', 'জয়দ্রথবধ বৃত্তান্ত', 'কীচক-বধ-কাব্য', 'আগমনী', 'হতভাগ্য শিক্ষক', 'নির্বাসিতা সীতা', 'বঙ্গবালা' (দশপদী কবিতাবলী) 'বিধবা বঙ্গাঙ্গনা' প্রভৃতি। [৩,২৬,২৮]

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (এপ্রিল ১৮২৪ - ১৬.৬.১৮৬১) ভবানীপুর—কলিকাতা। রামধন। বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সমাজসেবক। মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন। দারিদ্র্যের জন্য ইউনিয়ন স্কুল পরিত্যাগ করে চাকরির সন্ধান করেন। প্রথমে সামান্য বেতনে একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। এরপর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা পাশ করে মিলিটারী অডিটর-জেনারেলের অফিসে কেরানীর পদ পান। ক্রমে তাঁর পদোন্নতি ঘটে। মৃত্যুর সময় একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তিনি ভবানী-পুর ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। নিজ অধ্যবসায়ে তিনি ইতিহাস, রাজনীতি, আইন ও ইংরেজীতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। 'হিন্দু ইন্টালি-জেন্সার' ও 'দি বেঙ্গল রেকর্ডার' পত্রিকায় লেখনীর মাধ্যমে সরকারের তীব্র সমালোচনা করতেন। ১৮৫৩ খ্রী. ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পুনঃসনদপ্রাপ্তির সময় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে যে আবেদন করা হয় সেটি তিনিই রচনা করেন। ১৮৫৩ খ্রী. 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার শুরু থেকেই তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ঐ পত্রিকাতেই তিনি ব্রিটিশ সরকার ও বিদ্রোহী উভয়পক্ষের তীব্র সমালোচনা করে বাঙালীর বিরুদ্ধে অপবাদ খণ্ডন করেন। সিপাহী বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে হরিশ্চন্দ্র লেখেন, '...The time is nearly come when all Indian questions must be solved by Indians. The mutinies have made patent to the English public what must be the effects of politics in which the native is allowed no voice।' ১৮৫৫ খ্রী. 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার কর্তৃত্ব ও সম্পাদনা তাঁর হাতে আসে। এসময়ে দেশের দরিদ্র চাষীদের ওপর নীলকর সাহেবদের ভয়াবহ অত্যা-চারের কাহিনী নির্ভীকভাবে লিপিবদ্ধ করে তিনি তাঁর পত্রিকা 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' মারফত জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেন। নিজ ব্যয়ে দরিদ্র চাষীদের পক্ষে বহু মামলা পরিচালনা করেন। এ সময়ে তার ভবানীপুরস্থ গৃহ নীলচাষীদের মুক্তির একমাত্র আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। ১৮৬০ খ্রী. নীল কমি-শনের সম্মুখে তাঁর সাক্ষ্যে তিনি নীলকরদের অত্যাচার সাক্ষ্য-প্রমাণসহ উপস্থাপিত করেন। তাঁর মৃত্যুর পর প্রজাদের একটি দুঃখকর গান প্রচলিত হয়েছিল—'অসময়ে হরিশ ম'ল লঙের হল কারাগার/ চাষীর এবার প্রাণ বাঁচানো ভার'। [৩,৪,৭,৮, ২৫,২৬]

হরিশ্চন্দ্র সিকদার (১৮৮১ - ১২.৮.১৯৩৭) যশোহর। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। ১৮৯৭ খ্রী. 'আত্মোন্নতি সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হলে সমিতির নেতৃস্থানীয় কর্মী হন। তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, ইন্দ্রনাথ বিশ্বাস, অনুকূল মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এই দল বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। বঙ্গভঙ্গ-রোধ আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। নেতৃত্ব-দানের জন্য তিনি বহুভাবে লাঞ্ছিত এবং কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। [১০]

হরিসাধন মুখোপাধ্যায় (১৬.৮.১৮৬২ - এপ্রিল ১৯৩৮) খিদিরপুর - ভূকৈলাস — কলিকাতা। গিরিশচন্দ্র। ১৮৮২ খ্রী. হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করে প্রথমে ডভ্‌টন ও পরে সিটি কলেজে এল.এ. পাঠরত অবস্থায় সংসারের চাপে চাকরি করতে বাধ্য হন। একাদিক্রমে ৩৫ বছর চাকরি করে ১৯১৯ খ্রী. অবসর নেন। এখনকার পাঠকসমাজে অপরিচিত হলেও একসময়ে তিনি বহুপঠিত উপন্যাসের লেখক-রূপে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। বাঙলার প্রাথমিক ঐতিহাসিক প্রবন্ধকার-রূপেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর রচিত 'কলিকাতা—সেকালের ও একালের' গ্রন্থটি বহু তথ্য ও কিংবদন্তীর সমাবেশে মূল্যবান দলিলরূপে চিহ্নিত। নাট্যকার-রূপেও তাঁর পরিচিতি ছিল। 'নব-জীবন' পত্রিকায় 'প্রাচীন কলিকাতা' প্রবন্ধটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা। 'নবজীবন' সম্পাদক অক্ষয়-চন্দ্র সরকার ও বঙ্কিমচন্দ্রের জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক এবং বঙ্কিম-চন্দ্রের তিনি প্রশংসা-ধন্য ছিলেন। প্রায় ৫০টি উপন্যাস ও সহস্রাধিক পৃষ্ঠার কলিকাতার ইতিহাস রচনা করেন। তাঁর প্রণীত ৪ খানি নাটক ন্যাশনাল, কোহিনূর, থেসপিয়ান, ইউনিক প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। ঐতিহাসিক নাটক 'বঙ্গবিক্রম' স্বদেশীযুগে বিখ্যাত হয়েছিল। বিখ্যাত সব পত্রিকাতেই তাঁর রচনা প্রকাশিত হত। 'রঙ্গমহাল', 'শীশমহল', 'নূরমহল', 'রূপের মূল্য' প্রভৃতি

ঐতিহাসিক উপন্যাস ও গল্পগুলি একসময়ে পাঠক-মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ছোট গল্প, ডিটেকটিভ উপন্যাস, ছোটদের আরব্যোপন্যাস ইত্যাদিও লিখেছিলেন। [৩,২৬,২৮]

হরিহর ভট্টাচার্য। একজন বিখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিত। ১৫৬০ খ্রী. তিনি 'সময়প্রদীপ' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। [২]

হরিহর শেঠ (১৪.১২.১৮৭৮ - ১০.৩.১৯৭২) চন্দননগর—হুগলী। নৃত্যগোপাল। একজন বিদগ্ধ সাহিত্যিক ও ইতিহাসবেত্তারূপে তৎকালীন বঙ্গ-সমাজে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। 'প্রবাসী', 'ভারত-বর্ষ', 'মাসিক বসুমতী', 'বঙ্গবাণী', 'ভারতী', 'বিচিত্রা', 'প্রদীপ' প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ করতেন। ফরাসী সরকার প্রবর্তিত স্বাধীন শহর চন্দননগরের তিনি প্রথম সভাপতি মনোনীত হন। চন্দননগরে মাতার নামে কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা মন্দির (প্রথম মহিলা উচ্চ বিদ্যালয়), নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দির, দুইটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁর ১ লক্ষ টাকা দান উল্লেখযোগ্য। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আজীবন সদস্য এবং রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে চন্দননগরে অনুষ্ঠিত ২০শ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের প্রধান সংগঠক ছিলেন। ফরাসী সরকার তাঁকে ১৯৩৪ খ্রী. 'Chevalier de l'Ordre National de la Legion d'honneur', ১৯৩৫ খ্রী. 'Officer de I'instruction publique' এবং ১৯৩৬ খ্রী. 'Officer d'Academie' উপাধি প্রদান করে। 'প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়', নামে মহানগর কলিকাতার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা তাঁর খ্যাতির বৃহত্তম উপলক্ষ্য। তাঁর রচিত 'চন্দন-নগর পরিচয়' প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'মুক্তিসংগ্রামে চন্দননগর', 'অভিশাপ', 'প্রতিভা', 'স্রোতের ঢেউ', 'অমৃতে গরল', 'পুরাতনী' প্রভৃতি। [১৬,১৪৯]

হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী (১৭৬২ - ১৭.১.১৮৩২) পালপাড়া—হুগলী। লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কভূষণ। পূর্বাশ্রমের নাম নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার। প্রথমে অধ্যাপনা করলেও পরে সংসার ত্যাগ করে 'কুলাবধূত' উপাধি গ্রহণ করেন। ন্যায়দর্শন ও তন্ত্রশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। রাজা রামমোহনের সঙ্গেও তাঁর হৃদ্যতা ছিল। মতান্তরে তাঁকে রামমোহনের তন্ত্রশিক্ষার গুরু বলা হয়। হরিহরানন্দ দেশ-পর্যটনে ঘুরে বেড়ালেও কলিকাতায় এলে রাম-মোহনের নিকট থাকতেন। কলিকাতায় রামমোহন প্রবর্তিত আত্মীয়সভায় সহমরণ-প্রথা-সংক্রান্ত আলোচনায় যোগ দিতেন। এপ্রিল ১৮১৯ খ্রী. ইংরেজী সংবাদপত্র 'ইণ্ডিয়া গেজেট'-এ তাঁর একটি রচনায় সহমরণ-বিষয়ে মতামত প্রকাশিত হয়। অনেকে সন্দেহ করেন, হরিহরানন্দের বেনামীতে এই রচনার লেখক আসলে রামমোহন রায়। হরিহরানন্দ শেষ-জীবনে কাশীতে বাস করতেন এবং সেখানেই মারা যান। তাঁর রচিত 'কুলার্ণবতন্ত্র' ও 'মহানির্বাণতন্ত্রে'র টীকা তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। গ্রন্থ দুইটি আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। তাঁর অনুজ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বাংলা ভাষার প্রথম অভিধানকার। [৩,২৮]

হরু ঠাকুর (১৭৩৮ - ১৮১৩) সিমুলিয়া—কলিকাতা। কালীচন্দ্র। পূর্ণনাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলসম্ভূত একজন খ্যাতনামা কবিয়াল। রঘুনাথ দাস নামে এক তন্তুবায়ের কাছে প্রথমে কবিতা রচনা শিখতেন। পরে শখ করে কবির দলে গান-বাঁধা শুরু করেন। পরবর্তী কালে পেশাদার হন। বর্ধমান রাজসভা, কৃষ্ণনগর রাজসভা এবং কলিকাতা শোভাবাজার রাজবাড়িতে তাঁর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। শেষ-বয়সে তিনি দল ছেড়ে শোভা-বাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের সভাকবি হন। তাঁর রচিত সখী-সংবাদ ও প্রেমের গান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। [২,৩,২০]

হরুবালা রায় (? - ৪.৫.১৯৪৪) লক্ষ্মীবুড়া—ময়মনসিংহ। নিজ অঞ্চলে হাজং, ডালু, বানাই, কোচ প্রভৃতি কৃষক নারীদের প্রিয় নেত্রী ছিলেন। কৃষক সমিতির আন্দোলনে ও মহিলা সমিতির কাজে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ১৯৪৩ খ্রী. দুর্ভিক্ষে ত্রাণকার্যে তিনি সুনাম অর্জন করেন। [৭৬]

হরেকৃষ্ণ কোঙার (১৯১৫ - ২৩.৭.১৯৭৪) মেমারি—বর্ধমান। ভারতের মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ও কিষাণ সভার বিশিষ্ট নেতা। অসহযোগ আন্দোলনের সময় মাত্র ১৪ বছর বয়সে তিনি তার সঙ্গে জড়িত হন। ১৯৩৩ খ্রী. থেকে ৬ বছর আন্দামানে নির্বাসিত থাকেন। ১৯৩৮ খ্রী. অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ও ১৯৫৪ খ্রী. থেকে আমৃত্যু নিখিল ভারত-কিষাণ সভার সদস্য ছিলেন। ১৯৫৭ খ্রী. বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সংগঠিত দুই যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলেই তিনি ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। [১৬]

হরেকৃষ্ণ জানা (? - ১৯৪৩) আদমবার—মেদিনীপুর। আইন অমান্য আন্দোলন ও 'ভারত-

ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। কাঁথি সেণ্ট্রাল জেলে আটক থাকা কালে পুলিসের প্রহারের ফলে মারা যান। [৪২]

হরেকৃষ্ণ বার (? - ১৮.১২.১৯৪২) চন্দনখালি —মেদিনীপুর। ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। নিজ গ্রামে পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে ঐ দিনই তাঁর মৃত্যু হয়। [৪২]

হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় (৩.১০.১৮৭৭ - ৭.৮.১৯৫৬) কলিকাতা। লালচাঁদ। খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্ ও পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল। সম্ভ্রান্ত ক্রীশ্চান পরিবারে জন্ম। ১৮৯৩ খ্রী. কলিকাতার রিপন কলেজিয়েট স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স, ১৮৯৫ খ্রী. রিপন কলেজ থেকে এফ.এ. এবং ১৮৯৮ খ্রী. ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম.এ. পাশ করে কিছুদিন সিটি কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পরে বরিশাল রাজচন্দ্র কলেজে অধ্যাপনা করার পর ১৮৯৯ খ্রী. কলিকাতা সিটি কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯১১ খ্রী. 'ডক্টরেট' উপাধি পান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই প্রথম 'পি-এইচ.ডি.'। ১৯১৪ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর অধ্যাপক, ১৯১৬-১৮ খ্রী. কলিকাতা পোস্ট গ্রাজুয়েট আর্টস্ বিভাগের সেক্রেটারী, ১৯১৮ - ৩৭ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজসমূহের ইন্স্পেক্টর এবং ১৯৩৭ - ৪২ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ইংরেজী সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৩৭ খ্রী. থেকে ১৯৪২ খ্রী. পর্যন্ত অবিভক্ত বাঙলার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য থাকা কালে কংগ্রেস সমর্থকরূপে পরিচিত হন। ড. রাজেন্দ্র প্রসাদের অনুপস্থিতিতে তিনিই অধিকাংশ সময় গণ-পরিষদের সভাপতিরূপে সংবিধান রচনার কাজ পরিচালনা করেন। ১৯৫১ খ্রী. পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হন। শিক্ষার উন্নতিকল্পে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা দান করেন। তিনি প্রথম জীবনে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের গৃহশিক্ষক ছিলেন। গণ-পরিষদে তিনি স্থায়ী সহ-সভাপতি ছিলেন। শিক্ষকসুলভ অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার জন্য রাজ্যপাল থাকা কালে জনসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'ইণ্ডিয়ানস্ ইন্ ব্রিটিশ ইণ্ডাস্ট্রিজ', 'কংগ্রেস অ্যাণ্ড দি ম্যাসেস', 'হি ফলোজ ক্রাইস্ট', 'হেম্প-ড্রাগ ইন্ ইণ্ডিয়া', 'ওপিয়াম অ্যাণ্ড ইটস্ প্রহিবিশন' প্রভৃতি। [৩,৫,৫১]

হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (? - ১৯৩৫) কলিকাতা। রাজকুমার। তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহে এবং লবণ সত্যাগ্রহে (১৯৩০) অংশগ্রহণ করায় দুইবার তাঁর কারাদণ্ড হয়। পুলিসের নির্মম অত্যাচারের ফলে মারা যান। [৪২]

হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী (১৯১৬ ? - ৫.৬.১৯৩৪) বাগদণ্ডী—চট্টগ্রাম। কালীকুমার। চট্টগ্রাম যুব বিপ্লবী দলের সদস্যরূপে বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ কাজের সংগে যুক্ত ছিলেন। মাস্টারদার ফাঁসির আদেশ জানবার পর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পল্টন মাঠে ইংরেজদের ক্রিকেট খেলার সময় ৭.১.১৯৩৪ খ্রী. তিনি ও অপর ৩ জন যুবক বোমা ও রিভলভারের সাহায্যে কয়েকজনকে আহত করেন। ঘটনাস্থলে ২ জন—নিত্য সেন ও হিমাংশু চক্রবর্তী —নিহত হন এবং কৃষ্ণ চৌধুরী ও তিনি গ্রেপ্তার হয়ে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেন। [৪২,৪৩,৭০,৯৬]

হরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯.৪.১৮৮৭ - ২৯.৯.১৯২৫) দিল্লী। কেদারনাথ। চিকিৎসক পিতার কর্মস্থলে জন্ম। পৈতৃক নিবাস খাদিনান—হাওড়া। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩টি বিষয়ে এম.এ. (বট্যানি, ইংরেজী ও ফিলজফি) এবং বি.এল. পাশ করে প্রথমে সিটি কলেজে ও পরে বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপনা করেন। তিনি প্রধানত উদ্ভিদ্বিদ্যার অধ্যাপনায় সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর রচিত কলেজ-পাঠ্য 'স্ট্রাক্-চারাল বট্যানি' নামক গ্রন্থটি বহুলপ্রচারিত ও খ্যাত হয়। 'ব্রিটিশ অ্যানুয়াল রেজিস্টার' নামক বাৎসরিক ঘটনাবলী ও সরকারী তথ্যের সংগ্রহ গ্রন্থ দেখে তাঁর মনে এদেশীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রেরণা জাগে। ১৯১৯ খ্রী. অনুজ নৃপেন্দ্রনাথকে প্রেসের ভার দিয়ে ও প্রকাশক করে নিজ সম্পাদনায় 'ইণ্ডিয়ান অ্যানুয়াল রেজিস্টার' প্রকাশ করেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করে গেছেন। অধুনালুপ্ত এই পত্রটি এ ধরনের প্রথম ও একমাত্র গ্রন্থ ছিল। [১৪৬]

হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডা. (১৮৯৭ ? - ৮.৫.১৯৬৯)। চলচ্চিত্রাভিনেতা। নির্বাক চলচ্চিত্রের যুগে অভিনয় শুরু করে প্রায় ৬০টি ছবিতে অভিনয় করেন। তিনি ইংরেজী ভাষায় 'সাজাহান' অনুবাদ করে নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। 'অভিনেতৃ সংঘ'র সম্পাদক ছিলেন ও পরে শিল্পী সংসদে যোগ দেন। [১৬]

হরেন্দ্রনাথ মুন্সী (? - ৩০.১.১৯৩৮)। বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে বিভিন্ন কাজে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৩৪ খ্রী. আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে প্রথমে ডায়মণ্ড-হারবারে ও পরে ঢাকা জেলে স্থানান্তরিত হন। এখানে অনশন ধর্মঘটে যোগ দিলে নাসারন্ধ্রে নল

দিয়ে জোর করে খাওয়ানোর সময় তাঁর মৃত্যু ঘটে। [৪৩]

হরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (১৮৮৯ - ১৯৬৬) বরাহ-নগর—চব্বিশ পরগনা। সুরেন্দ্রনাথ। টাকির রামকান্ত রায়চৌধুরীর বংশধর। বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ্, শিক্ষা-সংস্কারক ও সাহিত্য-সমালোচক। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ.এ., স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি.এ. এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে এম.এ. ও বি.এল. পাশ করেন। ১৯২১ খ্রী. প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। স্বাধীন ভারতে ১৯৪৮ খ্রী. এবং ১৯৫৭ খ্রী. তিনি দুইবার শিক্ষামন্ত্রীর পদ লাভ করেন। সুলেখক ও সমালোচক ছিলেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'Our Language Problem', 'The New Menace to High School Education in Bengal' (১৯৩৫ খ্রী. মুসলীম লীগ সরকারের শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতিবাদে রচিত), 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : সমালোচনা' ('শিবানন্দ' ছদ্মনামে), টীকা ও ভাষ্য সহ শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি। [৩]

হল্‌ডেন, জন বার্ডন স্যান্ডারসন (১৮৯২ - ১৯৬৪)। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও গবেষক। প্রজনন বিজ্ঞান, ক্রমবিবর্তনবাদ ও শারীরবিদ্যা—এই ছিল তাঁর গবেষণার বিষয়। তিনি প্রথমে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার ও পরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৩২ খ্রী. ইংল্যাণ্ডের রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। ভারতের কৃষ্টি ও ঐতিহ্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি স্থায়িভাবে ভারতে বসবাস করার জন্য আসেন ও ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। সেই সঙ্গে ভারতীয় পোশাক-পরিচ্ছদে ও চালচলনে সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। প্রথমে কলিকাতার ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটে গবেষণার কাজ আরম্ভ করেন (১৯৫৭ - ১৯৬১)। তারপর তিনি ভুবনেশ্বর প্রজনন বিজ্ঞান-সংক্রান্ত গবেষণাগারে যোগ দেন। তাঁর রচিত গবেষণাপত্র, গ্রন্থাদি ও বৈজ্ঞানিক রচনাদির সংখ্যা প্রায় চার শ। 'Journal of Genetics' নামে বৈজ্ঞানিক তথ্যপূর্ণ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। সারাজীবন পারমাণবিক বোমার বিরোধিতা করেছেন। [৩]

হলধর তর্কচূড়ামণি (কার্তিক ১১৯৭ - ১২৫৮ ব.) ভাটপাড়া—চব্বিশ পরগনা। প্রখ্যাত ন্যায়শাস্ত্রবিৎ। স্ববংশীয় জনার্দন বিদ্যাবাচস্পতির ছাত্র ছিলেন। তিনি নব্যন্যায়ের 'পত্রিকা' রচনা করে অসামান্য পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করেন। [৯০]

হলায়ুধ (১২শ শতাব্দী)। ধনঞ্জয়। পিতার মত হলায়ুধও রাজা লক্ষ্মণসেনের মহাধর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি সুবিখ্যাত 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব', 'মীমাংসাসর্বস্ব', 'বৈষ্ণবসর্বস্ব', 'শৈবসর্বস্ব' এবং 'পণ্ডিতসর্বস্ব' গ্রন্থের রচয়িতা। সে-যুগের স্মৃতি, ব্যবহার ও ধর্মশাস্ত্র-রচয়িতাদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন। ঐ যুগে রচিত স্মৃতি ও ব্যবহার গ্রন্থগুলিতে ব্রাহ্মণ-সমাজের সংরক্ষণী মনোবৃত্তি সুস্পষ্ট। তাঁর এক ভ্রাতা ঈশান আহ্নিক-পদ্ধতি সম্বন্ধে এবং অপর ভ্রাতা পশুপতি শ্রাদ্ধ-পদ্ধতি এবং পাকযন্ত্র সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। [৬৭]

হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন (১৮০২ - ১৮৩২) গৌহাটি—আসাম। পরশুরাম। বাংলা ভাষায় প্রথম আসামের ইতিহাস লেখার কৃতিত্ব হলিরামের (১৮২৯)। সে যুগের অনেক বাংলা পত্রিকায় তিনি স্বনামে ও বেনামীতে রচনা প্রকাশ করেছেন। আসামে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে তাঁর প্রচেষ্টা স্মরণীয়। তাঁর পুত্র আনন্দরাম সমগ্র আসামে অসমীয়া ভাষা প্রবর্তনের অগ্রদূতরূপে স্বীকৃত। [৩]

হাছন রাজা (৭.৯.১২৬১ - ২২.৮.১৩২৯ ব.) রামপাশা—শ্রীহট্ট। আলি রজা চৌধুরী। দুই পুত্র বিখ্যাত খান বাহাদুর দেওয়ান গণিউর ও খান বাহাদুর দেওয়ান একলিমুর। তাঁদের পূর্বপুরুষ দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ ছিলেন। তিনি 'হাছন উদাস' নামে একটি সঙ্গীত-সংগ্রহ প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ তাঁর মৃত্যুর পর ১৩৩৩ ব. মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্বন্ধে বলেন '...একটি গ্রাম্য কবির গানে দর্শনের একটি বড় তত্ত্ব পাই যে, ব্যক্তিস্বরূপের সহিত সম্বন্ধ-সূত্রেই বিশ্ব সত্য'। এই কবির রচিত গৌরাঙ্গলীলা-বিষয়ক একটি সঙ্গীত '...করিয়া আমার মন চুরি কোথা গেল প্রাণ হরি/ধরতে গেলে না যায় ধরা কেমনে তারে ধরি গো'। [৭৭]

হাবুল সরকার (১৮৮৫ ? - ১৯৬১)। ১৯১১ খ্রী. প্রথম আই.এফ.এ শীল্ড-বিজয়ী মোহনবাগান দলের এবং ১৯১৬ খ্রী. প্রথম হকি-বিজয়ী গ্রীয়ার ক্লাবের অন্যতম খেলোয়াড় ও ১৯১১ খ্রী. শীল্ড-বিজয়ী দলের সহ-অধিনায়ক ছিলেন। ফুটবল, হকি ছাড়া ব্যাটস্‌ম্যান্ ও লেগ স্পিনার হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। হকি খেলার শুরু গ্রীয়ার ক্লাবে। পরে মোহনবাগানে যোগ দিলে সেই বছরই মোহনবাগান প্রথম ডিভিশনে উন্নীত হয়। অনেকের মতে হকি-ব্যাক হিসাবে তাঁর মত নিপুণ খেলোয়াড় আজও বিরল। সিটি অ্যাথলেটিক ক্লাব, স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও টাউন ক্লাবে ক্রিকেট খেলতেন। [১৭]

হামিদোল্লাহ খাঁ। 'ত্রাণপথ' নামে কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থে ঈশ্বরের একত্ব এবং সুকৃতি ও কুকৃতির ফলাফল প্রতিপাদিত হয়েছে। গ্রন্থ রচনা-

কাল সম্পর্কে স্বলিখিত উক্তি : 'হাজার দু সত পাঁচআসি হিজরি/বঙ্গে পাঁচ সত্তর তৎপরে গণ করি'। [২]

হাম্বির। বিষ্ণুপুরের এই রাজার রাজত্বকাল ১৫৯১ - ১৬১৬ খ্রী.। তাঁর পিতা মল্ল রাজবংশের ৪৯তম রাজা ধর হাম্বির ১৫৮৬ খ্রী. প্রথম মোগল সম্রাটদের কর দেন। হাম্বির শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নিলে সমগ্র বিষ্ণুপুর রাজ্যে প্রেমধর্মের জোয়ার আসে। 'মদনমোহন' সারা বিষ্ণুপুরের উপাস্য দেবতা বলে পূজিত হন। হাম্বির-রচিত ২টি পদ পদকল্পতরু গ্রন্থে ধৃত আছে। ১৬০৮ খ্রী. হাম্বির ইসলাম খানের নিকট পরাজয় স্বীকার করলেও কার্যত ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দের আগে মোগলদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেন নি। তাঁর সময়ের পর থেকে বিষ্ণুপুর রাজাদের পৃষ্ঠ-পোষকতায় সমগ্র বাঁকুড়া গৌড়ীয় মন্দির-স্থাপত্যের কীর্তিনগর হয়ে ওঠে। তাঁর পুত্র রঘুনাথ সর্ব-প্রথম ক্ষত্রিয় পদবী 'সিংহ' ব্যবহার করেন। রঘু-নাথের শাসনকালে সম্ভবত ১৬৪৩ - ৫৬ খ্রী. মধ্যে শ্যামরায়, জোড়বাংলা ও কালাচাঁদের মন্দির নির্মিত হয়। রঘুনাথের পুত্র বীর সিংহ 'বিষ্ণু-পুরের দুর্গ' নির্মাণ এবং 'বাঁধ' নামে পরিচিত ৮টি বৃহৎ জলাশয় খনন করান। [৩]

হারাণচন্দ্র চক্রবর্তী (২৮.১.১৮৪৯ - ১৯৩৫) নাকুলিয়া—পাবনা। আনন্দচন্দ্র। প্রথমে সাহিত্য, অলঙ্কার ও দর্শনশাস্ত্র ও পরে মুর্শিদাবাদের গঙ্গাধর কবিরাজের কাছে আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করে চিকিৎসা-ব্যবসায় শুরু করেন এবং অল্প-দিনেই খ্যাতনামা হন। ১৯২৪ খ্রী. স্যার আশু-তোষ ও দ্বারিক চক্রবর্তীর কথায় কলিকাতায় এসে তিনিই সর্বপ্রথম আয়ুর্বেদের শল্যচিকিৎসার প্রবর্তন করেন। ক্যান্সার রোগ চিকিৎসায় তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁর মতে প্রাচীন আয়ুর্বেদ আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র অপেক্ষা অধিক-তর বিজ্ঞানসম্মত। জয়পুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং পুনা আয়ুর্বেদ মহামণ্ডলের পরীক্ষক ও প্রশ্নকর্তা ছিলেন। রাজশাহীতে আয়ুর্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ৭০ হাজার টাকা ও ৪ হাজার ২ শত টাকা আয়ের সম্পত্তি, বাড়ি এবং আসবাবাদি দান করেন। [৩,২৫,২৬]

হারাণচন্দ্র চাকলাদার (১৮৭৪ - ১৯৫৮) দক্ষিণ-পাড়া—ফরিদপুর। বহুভাষাজ্ঞানী সুপণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ্। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ.। 'ডন সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্রের সংস্পর্শে আসেন ও উক্ত প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র 'ডন' পত্রিকায় ঐতিহাসিক গবেষণামূলক নিবন্ধ লিখে সুখ্যাতি অর্জন করেন। প্রথমে ডাকবিভাগের চাকরি দিয়ে তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ হয়। বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক (১৯০৬), শিবপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং রিপন কলেজ ও বিহার ন্যাশনাল কলেজের অধ্যাপকরূপে কাজ করেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক হন। পরে নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপকরূপে কাজ করেন। ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত ও পালি ছাড়া ইতালীয় ও জার্মান ভাষাতেও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। ১৯৩৬ খ্রী. ইন্দোরে ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের নৃতত্ত্ব শাখার সভাপতি হয়েছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা : 'দি ফার্স্ট আউটলাইনস্ অফ এ সিস্টেমেটিক অ্যানথ্রোপলজি অফ এশিয়া' (ইতালীয় গ্রন্থের অনুবাদ), স্টাডিজ্ ইন দি কামসূত্র অফ বাৎসায়ন', 'সোশ্যাল লাইফ ইন এন্শেন্ট ইণ্ডিয়া', 'এরিয়ান অকুপেশন অফ ঈস্টার্ন ইণ্ডিয়া ইন্ আর্লি ভেদিক টাইম্স্', 'দি জিওগ্রাফি অফ কালিদাস' প্রভৃতি। [৩]

হারাণচন্দ্র রক্ষিত (১৮৬৪ - ১৯২৬) মজিল-পুর—চব্বিশ পরগনা। হরিদাস। 'কর্ণধার' এবং 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। শেক্স্-পীয়ারের গ্রন্থের বঙ্গানুবাদক। ১.১.১৯০৩ খ্রী. সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে 'রায়-সাহেব' উপাধি পান। তাঁর রচিত 'রাণী ভবানী', 'বঙ্গের শেষবীর', 'মন্ত্রের সাধন', 'জ্যোতির্ময়ী', 'কামিনী ও কাঞ্চন', 'প্রতিভাসুন্দরী', 'ভিক্টোরিয়া যুগে বাংলা সাহিত্য' 'সাহিত্য-সাধনা' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। [৩,৫,২৫,২৬]

হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় (১৫.১২. ১৮৮৯ - ২৭.৬.১৯৪৩) বালুভরা — রাজশাহী। প্রসন্নকুমার চক্রবর্তী। তাঁর দশ বছর বয়সের সময় বাড়িতে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ফলে এক অনুজ ভিন্ন পরিবারের সকলের মৃত্যু হয়। পিতার এক যজমান শরচ্চন্দ্র খাঁ তাঁদের আশ্রয় দেন এবং কিছু-কাল পর সংস্কৃত পড়ার জন্য তাঁকে কাশীতে মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার শাস্ত্রীর নিকট পাঠান। গুরুর আশ্রয়ে ও যত্নে তিনি 'সিদ্ধান্ত কৌমুদী' ও পাণিনি ব্যাকরণের সকল বিষয় অধ্যয়ন সমাপ্ত করে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। পরে ন্যায়, সাংখ্য, বেদান্ত ও মীমাংসাশাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়ন করে বিশেষ কৃতবিদ্য হন। সব শেষে তিনি কাশ্মীর গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজে পাণিনির উপাধি পরীক্ষা দিয়ে 'ব্যাকরণাচার্য' ও 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন। কর্মজীবনের প্রারম্ভে তিনি রাজস্থানের ভুঙ্গরপুর-মহারাজের সভাপণ্ডিত হন। এক বছর ঐ কাজ

করে চলে আসেন। তারপর তিনি খুলনা জেলার দৌলতপুর কলেজে সাহিত্য ও পাণিনির, কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্তের এবং কাশী গভর্নমেন্ট কলেজে ব্যাকরণের প্রধান অধ্যাপকরূপে কার্য করেন। ১৯৩৭ খ্রী. থেকে ১৯৪৩ খ্রী. পর্যন্ত কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের বেদান্তের অধ্যাপক পদে বৃত ছিলেন। বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত—তিন ভাষাতেই তিনি সুবক্তা ও সুপণ্ডিত ছিলেন। বহু পত্র-পত্রিকায় তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচিত প্রখ্যাত গ্রন্থ : 'কালসিদ্ধান্ত-দর্শিনী'। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ ইংরেজীতে এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন। ১৯৪৩ খ্রী. তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। [১৩০]

হাসান সুরাবর্দী (১৮৮৪ - ?) ঢাকা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলমান ভাইস-চ্যান্সেলর। ১৯৩১ খ্রী. ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় কংগ্রেসে ভারতীয় প্রতিনিধিদের নেতা নির্বাচিত হয়ে ইংল্যান্ডে যান। ১৯২৩ খ্রী. বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ডেপুটি প্রেসিডেন্ট হন। ভারতের বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। বহু গ্রন্থের রচয়িতা। [২৬]

হাসিম। শ্রীমাই—চট্টগ্রাম। এই কবির রচিত কয়েকটি পদ 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা ও অন্যান্য গ্রন্থে মুদ্রিত আছে। একটি পদের নমুনা : 'ন জানো ন চিনো কেবা যমুনার কুলে/দূরে থাকে বাজাএ বাঁশী ফুলের মালা গলে'। [৭৭]

হিকি, জেমস্ অগাস্টাস্। ২৯.১.১৭৮০ খ্রী. কলিকাতা থেকে বাঙলা তথা ভারতের প্রথম সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশ করেন। হিকির গেজেট প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারিগণ আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। কোম্পানীর কর্মচারী ও ধর্ম-প্রচারক পাদরীদের ক্রিয়া-কলাপের বিষয় এই পত্রে প্রকাশিত হত। ওয়ারেন হেস্টিংস ও তাঁর বন্ধু এলিজা ইম্পের সঙ্গে হিকির সম্পর্ক ভাল ছিল না। ফলে ১৭৮১ খ্রী. হিকি অর্থদণ্ডে ও ১৭৮২ খ্রী. ১৯ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাছাড়া তাঁর পত্রিকা ও প্রেস কোম্পানী কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। 'বেঙ্গল গেজেট'ই এদেশে প্রথম সংবাদপত্রের ইতিহাস সৃষ্টি করে এবং কোম্পানী কর্তৃক সর্বপ্রথম সংবাদপত্র দলনের নানা আইন প্রবর্তিত হয়। [৩,১২২]

হিতেন্দ্রনাথ নন্দী (১৮৯১ - ১৯.১২.১৯৭১)। পিতা—ব্রাহ্মসমাজের আচার্য মথুরানাথ। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য আশ্রমের প্রবীণতম ছাত্র হিতেন্দ্রনাথ প্রথম ভারতে প্রস্তুত ফাউন্টেন পেনের কালি 'কাজল কালি'র উদ্ভাবক ও প্রচলনকর্তা ছিলেন। [১৪৪]

হিমাংশুকুমার দত্ত (১৯০৮ - ১৯৪৪) কুমিল্লা—(পূর্ববঙ্গ)। সুগায়িকা মাতা ও পিতার উৎসাহে ছোটবেলা থেকেই গানের দিকে তাঁর অনুরাগ জন্মে। ছোটবেলায় কুমিল্লার এক ধর্মমন্দিরে ভজন গান করে সকলকে মোহিত করতেন। ১৯২৪ খ্রী. ম্যাট্রিক এবং কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। কোন জলসায় না গাইলেও ইতিমধ্যে তাঁর গানের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। সুরসাধনা ও বৈচিত্র্যের জন্য তরুণ বয়সেই ঢাকার সারস্বত সমাজ কর্তৃক তিনি 'সুরসাগর' উপাধি-ভূষিত হন। তাঁর সুরে করুণরসের প্রাধান্য ছিল। রাগ-সঙ্গীতের উপর তিনি সুর রচনা করতেন। তাঁর সাঙ্গীতিক জীবনের প্রথম থেকে তাঁর সঙ্গে গীতিকার সুবোধ পুরকায়স্থ যুক্ত ছিলেন। অজয়কুমার ভট্টাচার্য ও বিনয় মুখোপাধ্যায়ের বহু গানে সুরযোজনা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। [৩,৫৩]

হিমাংশুবিমল চক্রবর্তী, ভট্টাচার্য (? - ৭.১. ১৯৩৪) চট্টগ্রাম। নেতা সূর্য সেন গ্রেপ্তার হবার পর চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের ৪ জন প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে ৭.১.১৯৩৪ খ্রী. ইউরোপীয় ক্লাব (পল্টন) ময়দানে কয়েকজন অফিসারকে আক্রমণ করেন। হিমাংশুবিমল এবং নিত্যরঞ্জন সেন ঘটনাস্থলেই মারা যান। কৃষ্ণকুমার চৌধুরী ও হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ফাঁসি হয়। [৪২,৪৩,১৩৯]

হিমাংশুমোহন বসু (১৯০৬ - ৫.২.১৯৩৭) মুন্সীগঞ্জ—ঢাকা। দুর্গামোহন। স্কুল-জীবনে গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ১৯২১ খ্রী. অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের বীর বিপ্লবীগণ আত্মগোপন করে কলিকাতায় এসে তাঁর বাড়িতেই থাকতেন। ১৯৩০ খ্রী. টেগার্ট হত্যা প্রচেষ্টার সঙ্গে লিপ্ত সন্দেহে গ্রেপ্তার হন। পুলিস তাঁর উপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। স্বীকারোক্তি ও গোপন সংবাদ সংগ্রহের আশায় স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডি.সি. হ্যানসন তাঁর বুকে পদাঘাত করে। কোন তথ্য সংগ্রহ করতে না পেরে তাঁকে প্রেসিডেন্সী জেলে পাঠানো হয়। কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। [১০,৪২]

হিমাংশু সেন (১৯১৫ - ১.৫.১৯৩০) বড়-হাতিয়া—চট্টগ্রাম। চন্দ্রকুমার। ১৯২৮ খ্রী. গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের সময় (১৮.৪.১৯৩০) অস্ত্রাগার ভবনে আগুন লাগাতে গিয়ে নিজে গুরুতরভাবে পুড়ে যান। গ্রেপ্তার এড়াতে তাঁকে আত্মগোপন করতে হয়। চট্টগ্রামের চন্দনপুরার একটি বাড়ি থেকে পুলিস

তাঁকে গ্রেপ্তার করে। চট্টগ্রাম জেল হাসপাতালে মৃত্যু। [৪২]

হিরণকুমার রায়চৌধুরী (?-১৯২৭/২৮)। আশুতোষ কলেজে পালি ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। বৌদ্ধ সাহিত্য-বিষয়ে বহু প্রবন্ধ রচনা করে তিনি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সম্পাদক ছিলেন। [৫]

হিরণ্ময় (হেনা) গাঙ্গুলী (২৬.৮.১৯১৯-৫.৯.১৯৬৯) পানবাজার—গৌহাটি। পিতা সত্যচরণ বর্ধমান থেকে কাজের সন্ধানে গৌহাটি যান। হিরণ্ময়ের অপর নাম টিকেন্দ্রজিৎ। মেধাবী ছাত্র টিকেন্দ্রজিৎ অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে পড়াশুনা করে ১৯৪০ খ্রী. ম্যাট্রিক ও ১৯৪২ খ্রী. আই.এ. পাশ করেন। অর্থের অভাবে ডাক্তারী পড়ার ইচ্ছা পূর্ণ না হলেও যথেষ্ট পড়াশুনা করেছেন। খেলাধুলাতে পারদর্শী ছিলেন। অর্থোপার্জনের জন্য কলেজের পড়া ছেড়ে চায়ের ব্যবসায়, ঠিকাদারি কাজ ইত্যাদি করেছেন। আগস্ট বিপ্লবে যোগ দিয়ে আসামে 'বিপ্লবী সরকার' গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ১৯৪২ খ্রী. আর.সি.পি.আই. দলের সদস্য হন। ১৯৪৫-৪৮ খ্রী. পর্যন্ত তাঁর প্রধান কাজ ছিল দলের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহ করা এবং গোপন বাহিনী গড়ে তোলা। ১৯৪৮ খ্রী. দল দ্বিধা-বিভক্ত হলে তিনি পান্নালাল দাশগুপ্ত পরিচালিত গোষ্ঠীতে যোগ দেন এবং নেতার নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গে এসে 'বিপ্লবে'র ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সচেষ্ট হন। ১৯৪৯ খ্রী. দমদম-বসিরহাট বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক হেনা গাঙ্গুলীকে ১২.৮.১৯৪৯ খ্রী. একটি চটকলের ডাকাতি সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হয়। ৪.১২.১৯৪৯ খ্রী. তিনি প্রেসিডেন্সী জেল থেকে পালাতে সমর্থ হন। ১০ মাস পরে আবার ধরা পড়েন এবং ১৫.৮.১৯৬২ খ্রী. দমদম-বসিরহাট বিদ্রোহের অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে তিনিও ছাড়া পান। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে প্রথমে চায়ের ব্যবসায় ও পরে ঠিকাদারির কাজ করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করলেও নিজে অত্যন্ত সাদাসিধেভাবে থাকতেন। পরিবারের জন্যও সে-অর্থ ব্যয়িত হত না। ১৯৬৭ খ্রী. ঠিকাদারির কাজ ছেড়ে কলিকাতায় আসেন। এই সময় তিনি এক বিস্তারিত রাজনৈতিক 'থিসিস'ও লিখেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে পুলিস বিভিন্ন ডাকাতির অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। প্রমাণাভাবে মাস ছয় পর ছাড়া পান। ১.৭.১৯৬৮ খ্রী. পার্ক স্ট্রীটে এক ডাকাতি হয়। পরে সংঘটিত সদর স্ট্রীট ডাকাতি, নিউ আলিপুরের সশস্ত্র ডাকাতি এবং হাওড়া ও মেদিনীপুরের মেলভ্যান ডাকাতি সম্পর্কে পুলিস তাঁর খোঁজ করতে থাকে। হাওড়ার এক আস্তানায় তাঁকে ধরতে গিয়ে পুলিস ঘরবন্দী হয়ে পড়ে এবং তিনি পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। এই সময় অবস্থা এরূপ দাঁড়ায় যে ডাকাতির আশঙ্কায় পুলিসকে প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে ব্যাঙ্ক ও পোস্ট অফিসগুলিতে সশস্ত্র প্রহরার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। ৫.৯.১৯৬৯ খ্রী. গোয়েন্দা পুলিসের সঙ্গে মুখোমুখি গুলি বিনিময়ের ফলে ও জনতার আক্রমণে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। বিতর্কিত-ব্যক্তিত্ব হেনা গাঙ্গুলীর কার্যকলাপ নিয়ে বাঙলাদেশের রাজনীতিতে ১৯৬৯ খ্রী. যথেষ্ট আলোড়ন-গুঞ্জন উঠেছিল। প্রশ্ন জেগেছিল—তিনি মামুলী ডাকাত, না বিপ্লবী! [১৬]

হিরণ্ময় রায়চৌধুরী (১৮৮৪-১৯৬২) দক্ষিণডিহি—যশোহর। কৃষ্ণভূষণ। প্রখ্যাত ভাস্কর ও শিল্পী। কলিকাতা হিন্দু স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে কলিকাতার সরকারী আর্ট স্কুলে ভর্তি হন। সেখানকার অধ্যক্ষ বিখ্যাত চিত্রশিল্পী হ্যাভেল সাহেবের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা শেষ করে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিষ্য হন। ভাস্কর্যবিদ্যা শিক্ষার জন্য তিনি ইংল্যাণ্ডে যান ও রয়্যাল কলেজে ভর্তি হন। 'অ্যাড্‌ভেণ্ট অফ স্প্রিং' নামে একটি ব্রোঞ্জের মূর্তি নির্মাণের জন্য পুরস্কার লাভ করেন। শিক্ষা শেষ হলে তিনি উক্ত রয়্যাল কলেজের অ্যাসোসিয়েট অর্থাৎ এ.আর.সি.এ. হন। তাছাড়া লণ্ডনের অ্যালবিয়ন ওয়ার্কসে ভাস্কর্যবিদ্যার অনুশীলন করেন। ১৯১৫ খ্রী. ভারতে ফিরে এসে তিনি শ্রীনগরে ড্রয়িং স্কুলে শিক্ষকতা করতে থাকেন। ১৯২৫ খ্রী. তিনি জয়পুর আর্টস্‌ স্কুলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং পরে তিনি লক্ষ্ণৌ-এর গভর্নমেণ্ট স্কুল অফ আর্টস্‌ অ্যাণ্ড ক্র্যাফ্‌ট্‌স-এ সুপারিণ্টেণ্ডিং ক্র্যাফ্‌ট্‌স্‌ম্যানরূপে ১৪ বছর কাজ করে ১৯৪৩ খ্রী. অবসর নেন। তাঁর ভাস্কর্যে খ্যাতনামা ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি ও ব্যক্তিত্ব নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে। 'বাস্ট অফ এ লেডি', 'গান্ধী', 'রাজা স্যার রামপাল সিং', 'শ্রীবিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে' (ব্রোঞ্জ), 'অতুলপ্রসাদ সেন' (মার্বেল), প্রভৃতি মনীষীদের প্রতিকৃতি-গঠন তাঁর ভাস্কর্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। [৩]

হিরণ্ময়ী ঘোষ (১৮৯৩-৩০.১০.১৯৭৩) হবিগঞ্জ—শ্রীহট্ট। গুরুচরণ গুহ। পৈতৃক নিবাস বিক্রমপুর—ঢাকা। স্বামী মতিরঞ্জন জাতীয়তাবাদী ও সমাজসেবী ছিলেন। ১৯০৫ খ্রী. বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হিরণ্ময়ীকে অনুপ্রাণিত করে। ২৫ বছর বয়সে বিধবা হয়ে পুত্রকন্যাসহ পিত্রালয়ে আসেন এবং বিপ্লবী বীরেন্দ্রচন্দ্র সেনের সহায়তায় স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকেন। ১৯২৪-২৫

খ্রী. দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের সভাপতিত্বে আসামে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী সংগঠনে ও পরিচালনায় বিশেষ ভূমিকা নেন। ১৯২৯ খ্রী. থেকে কলিকাতায় বসবাস করতে থাকেন। এই সময় তিনি উত্তর কলিকাতা কংগ্রেস মহিলা সাব-কমিটির একজন কার্যকরী সদস্যা নির্বাচিত হন। ১৯৩০ খ্রী. অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। ছেলেদের বিপ্লবী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে শ্রমিকনেতা নেপাল ভট্টাচার্যের পরিচালনায় হিরণ্ময়ী দেবীর বাড়িতে 'মিলন সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৯ খ্রী. তিনি সুভাষচন্দ্রের 'ফরওয়ার্ড ব্লক' দলে যোগ দেন। ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশ-গ্রহণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ স্বামী শিবানন্দ তাঁর দীক্ষাগুরু ছিলেন। [১৪৯]

হিরণ্ময়ী দেবী (১৮৭০ - ?) কলিকাতা। জানকী-নাথ ঘোষাল। মাতা—খ্যাতনাম্নী ঔপন্যাসিক, কবি ও 'ভারতী'-সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী। মাতামহ—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১২ বছর বয়স থেকে ছোটদের জন্য কবিতা রচনা শুরু করেন। ছেলেদের মাসিকপত্র 'সখা'য় তাঁর রচিত কবিতা নিয়মিত প্রকাশিত হত। কিছুদিন তিনি কনিষ্ঠা ভগিনী সরলা দেবীর সঙ্গে 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। মাতার প্রতিষ্ঠিত 'সখি-সমিতি'র কর্ত্রী ছিলেন। এই সমিতি একবার লুপ্ত হবার উপক্রম হলে তিনি নিজ সঞ্চিত অর্থের উপর নির্ভর করে একটি বিধবা-আশ্রম খুলে সমিতিকে পুনর্জীবিত করেন। তিনি সাহিত্যজগতে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ না করলেও বিবিধ লোক-হিতকর কাজের জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। [৪৪]

হীরা বুলবুল। ঊনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতাস্থ একজন বিখ্যাত বাইজী। ১৮৫৩ খ্রী. তাঁর পুত্রকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করার জন্য একদল রক্ষণশীল ব্যক্তি তাঁদের ছেলেদের ঐ কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দেন এবং রাজেন্দ্রনাথ দত্তের চেষ্টা ও উদ্যোগে ২.৫. ১৮৫৩ খ্রী. হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপিত হয়। কয়েকমাসের মধ্যেই এই কলেজের ছাত্রসংখ্যা প্রায় হাজারে দাঁড়ায়। কলেজের এই উন্নতি দেখে শিক্ষা-সমাজ শঙ্কিত হয়ে হীরা বুলবুলের পুত্রকে হিন্দু কলেজ থেকে বিদায় দেয় এবং ছাত্র-সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য হিন্দু কলেজের ছাত্র-বেতনও কমিয়ে দেওয়া হয়। [৮,৩৬,৪৫,৪৮]

হীরালাল চট্টোপাধ্যায়। মনোমোহন থিয়েটারের খ্যাতনামা অভিনেতা। সিরিওকমিক চরিত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। কমেডিয়ান হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। দানীবাবুর অনুপস্থিতিতে তাঁর পার্টও তিনি সুনামের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। [১৪১]

হীরালাল দত্ত (? - ১৫.৯.১৯৪২) কাদাপাড়া —ঢাকা। কৈলাসচন্দ্র। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের সময় ঢাকায় পুলিসের গুলিতে মারা যান। [৪২]

হীরালাল দাশগুপ্ত[১] (? - ২০.৪.১৯৭১) বরি-শাল। সম্ভ্রান্ত আইন ব্যবসায়ীর পুত্র ছিলেন। খ্যাতনামা বিপ্লবী নেতা সতীন্দ্রনাথ সেনের ঘনিষ্ঠ সহকর্মিরূপে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু হয়। ১৯২১ খ্রী. থেকে ভারত-বিভাগ পর্যন্ত বিভিন্ন আন্দোলনে প্রায় ৮ বছর কারারুদ্ধ ছিলেন। দেশ-বিভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তানের দুঃস্থ জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। পাকিস্তানের কারাগারে দীর্ঘ ৮ বছর আবদ্ধ ছিলেন। ২৫ মার্চ ১৯৭১ খ্রী. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ঘোষণার পর পাকি-স্তানী ফৌজ তাঁকে গ্রেপ্তার করে পটুয়াখালি জেলে বন্দী রাখে। ২০ এপ্রিল পাকিস্তানী ফৌজের লোকেরা তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে মাটি চাপা দিয়ে দেয়। [১৬]

হীরালাল দাশগুপ্ত[২] (১৮৯০ - ৩০.১০.১৯৭১) মাহিলাড়া—বরিশাল। মধুসূদন। প্রখ্যাত বিপ্লবী ও সুলেখক। ১৯০৫ খ্রী. স্বদেশী আন্দোলনের সময় ছাত্রাবস্থায় তিনি স্বদেশসেবায় উদ্বুদ্ধ হন এবং হাটে বাজারে বিলাতী বস্ত্র ও বিলাতী লবণ বয়কটের জন্য দোকানে দোকানে পিকেটিং পরি-চালনা করেন। ১৯০৬ খ্রী. উত্তর-বাখরগঞ্জের দুর্ভিক্ষে তিনি রিলিফের কাজে যোগ দেন ও দুর্গত অঞ্চলে সেবাকার্য করেন। ১৯০৮ খ্রী. প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রাক্কালে তিনি পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য তাঁর দাদা অমৃতলাল দাশগুপ্তের সঙ্গে থেকে পড়াশুনা করবার জন্য বরিশাল অক্সফোর্ড মিশন হস্টেলে আসেন। এই সময়েই তিনি ব্রজমোহন স্কুলের শিক্ষক সতীশচন্দ্র মুখো-পাধ্যায়ের সান্নিধ্যলাভ করেন এবং তাঁরই প্রভাবে বিপ্লবী দলে যোগ দেন। মাহিলাড়া গ্রামে একটি বিপ্লবী দলও তিনি গড়ে তুলেছিলন। ১৯১১ খ্রী. কলিকাতায় কলেজ-জীবনে সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে তৎকালীন সাহিত্যিকগণের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন এবং মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার আনু-কূল্যে 'সুহৃদ' নামে একটি মাসিক পত্রিকার প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। এই কাজের সূত্রে তিনি কলি-কাতার বিপ্লবীদের সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করতেন। এপ্রিল ১৯১৬ খ্রী. বিপ্লবকর্মের জন্য কলিকাতার ওয়াই.এম.সি.এ. হস্টেল থেকে রিভলভার অপ-হরণের ষড়যন্ত্রে জড়িত—এই সন্দেহে গ্রেপ্তার হয়ে পরে বর্ধমানের কাঁকসা থানায় অন্তরীণাবদ্ধ হন।

১৯১৮ খ্রী. মুক্তি পান। এপ্রিল ১৯২১ খ্রী. বিপিনচন্দ্র পালের সভাপতিত্বে বরিশালে কংগ্রেসের যে প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, ঐ সম্মেলনে তিনি স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর সহ-সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন। ঐ বছরই ২০ মে তারিখে চাঁদপুরে আগত ধর্মঘটী চা-বাগিচার শ্রমিকদের উপর সরকারী অত্যাচারের প্রতিবাদে বরিশালে স্টীমার ধর্মঘট পরিচালনায় তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। কংগ্রেস আদর্শ প্রচারের জন্য তিনি বরিশালে 'অভ্যুদয় প্রেস' স্থাপন করেন এবং 'বরিশাল' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ এবং যুব আন্দোলনের মুখপত্র-রূপে 'তরুণ' নামে একটি মাসিক পত্রের প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। তিনি সুলেখক ছিলেন এবং একজন দক্ষ শিকারী-রূপেও সুপরিচিত হয়েছিলেন। শিকার-সম্পর্কে তাঁর রচিত দু'খানি বিখ্যাত গ্রন্থ 'বাঘের জঙ্গল' ও 'মায়ামৃগ'। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ : 'জননায়ক অশ্বিনীকুমার' ও 'স্বাধীনতা-সংগ্রামে বরিশাল'। [১১৪]

হীরালাল সেন। কলিকাতা? চন্দ্রমোহন। তিনি ও তাঁর সুযোগ্য ভ্রাতা মতিলাল কলিকাতায় প্রথম যুগের ছায়াছবি প্রদর্শনের অগ্রদূত। এফ.এ. পাঠরত অবস্থায় ছায়াছবি প্রদর্শনে উৎসাহিত হন। ১৮৯৮ খ্রী. 'রয়্যাল বায়স্কোপ' নাম দিয়ে অধুনালুপ্ত রঙ্গমঞ্চ রয়্যাল থিয়েটারে বিদেশী কোম্পানীর কাছ থেকে এক রীল বা দুই রীলের কমিক ছবির প্রিণ্ট কিনে আর্কল্যাম্পের সাহায্যে ছবি দেখাতেন। পরে ১৯০১ খ্রী. তৎকালীন জনপ্রিয় নাটক থেকে নির্বাচিত দৃশ্য তুলে ক্লাসিক থিয়েটারে নিয়মিত ছায়াছবি দেখানোর ব্যবস্থা করেন। দর্শকের উৎসাহ কমে যাওয়ায় কিছুদিন পর ছবি দেখানো বন্ধ হয়ে যায়। পরে হীরালাল বর্তমান গণেশ টকীজ-এর জমিতেই রাম দত্তের সঙ্গে অংশীদারী স্বত্বে 'শো হাউস' নামে কলিকাতায় স্থায়ী ছবিঘর নির্মাণ করেন। কলিকাতায় বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পে হীরালাল প্রমুখ বাঙালীরা প্রথম অগ্রণী হলেও কিছুকাল পর পাকা ব্যবসায়বুদ্ধি নিয়ে বোম্বাইয়ের জামসেদজী ফ্রামজী ম্যাডান নামে এক পার্শি ভদ্রলোক এই শিল্পে আত্মনিয়োগ করে যথেষ্ট উন্নতি করেন। [১৬]

হীরা সর্দার (১৮শ শতাব্দী)। খুলনা-যশোরের কৃষকবীর। 'ডাকাত' আখ্যাধারী হীরা সর্দারকে গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করা হলে অনুগত ৩০০ কৃষক সমবেত হয় এবং খুলনার জেলখানা আক্রমণ করে তাঁকে মুক্ত করার চেষ্টা করে। [৫৬]

হীরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৯ - ২২.৮. ১৯৭৪)। পিতা 'শ্রীবৈদ্য' নামে সুপরিচিত সাংবাদিক যোগেন্দ্রকুমার। চিকিৎসাবিদ্যার অধ্যাপক ও পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে স্নাতকোত্তর মেডিক্যাল শিক্ষা প্রবর্তনে অন্যতম উদ্যোক্তা। ১৯২১ খ্রী. কলিকাতা কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ থেকে ফার্স্ট এম.বি. ও ১৯২৪ খ্রী. ফাইনাল এম.বি. পাশ করে প্যারিস ও লণ্ডন থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। কারমাইকেল কলেজের (বর্তমান আর. জি. কর কলেজ) প্রথমে অ্যানাটমির অধ্যাপক ও পরে উপাধ্যক্ষ হন। তিনি ১৯৩১ ও ১৯৩৪ খ্রী. দুইবার ফরাসী-ভারত বিধানসভার সদস্য ছিলেন। ফরাসী-ভারত ফরাসী শাসনমুক্ত হবার পর ১৯৫১ খ্রী. চন্দননগরের শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির ও পার্টি বিভক্ত হলে সি.পি.আই.(এম)-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [১৬]

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৬.১.১৮৬৮ - ১৬.৯.১৯৪২) হাটখোলা—কলিকাতা। দ্বারকানাথ। বিশিষ্ট দার্শনিক পণ্ডিত। মেট্রোপলিটান স্কুলে শিক্ষা শুরু করে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ., ১৮৮৮ খ্রী. বি.এল. এবং ১৮৮৯ খ্রী. ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৩ খ্রী. প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পান এবং ১৮৯৪ খ্রী. হাইকোর্টের অ্যাটর্নিশিপ পাশ করেন। এই বছর থেকেই অ্যানি বেশান্তের সংস্পর্শে এসে ১৯২০ খ্রী. পর্যন্ত নেতারূপে বাঙলার বেশীর ভাগ আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। তৎকালীন বহু বিখ্যাত মনীষী ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে একযোগে কাজ করেছেন। পাশ্চাত্য দর্শন, ইতিহাস ও সাহিত্যে গভীর জ্ঞান ছিল। ১৮৯৪ - ১৯২০ খ্রী. কংগ্রেসের সকল সম্মেলনে যোগ দেন। রাজনীতিতে মডারেট দলভুক্ত ছিলেন। ১৯০৮ খ্রী. শ্রীঅরবিন্দের মামলায় এবং সামশুল আলম হত্যা মামলায় তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। ১৯১৫ খ্রী. হোমরুল আন্দোলনে বাঙলায় অ্যানি বেশান্তের প্রধান সহকারী ছিলেন। মদনমোহন মালব্যের সঙ্গে হিন্দু মহাসভা গঠন করে রাজনীতি থেকে অবসর নেন। অহিংস মতবাদে বিশ্বাস ছিল না ব'লে গান্ধীজী কর্তৃক কংগ্রেস দখলের পর তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন। ব্রিটিশ শোষণ বন্ধ করার জন্য স্বদেশী শিল্পপ্রসারে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল, ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ও হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স স্থাপনে সাহায্য করেন। বহু পত্রিকায় তাঁর দর্শন-সম্বন্ধীয় রচনা প্রকাশিত হত। 'পন্থা' ও 'ব্রহ্মবিদ্যা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'গীতায় ঈশ্বরবাদ', 'উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব', 'জগদ্গুরুর আবির্ভাব', 'নারীর নির্বাচন অধিকার', 'মহাদেব', 'অবতারতত্ত্ব', 'বেদান্ত পরিচয়', 'বুদ্ধদেবের নাস্তিকতা', 'যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ', 'প্রেমধর্ম', 'রাসলীলা', 'সাংখ্য

পরিচয়', 'বুদ্ধি ও বোধি', 'দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র', 'উপনিষদ্', 'জরা ও জীবতত্ত্ব', 'কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ' প্রভৃতি। তিনি মেঘদূতের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। [৩,৭,২৫,২৬,১২৪]

হুমায়ুঁজা। মুর্শিদাবাদের নবাব। তিনি ইংরেজদের বৃত্তিভোগী ছিলেন। ১৮৩৭ খ্রী. ১৭ লক্ষ টাকা খরচ করে মুর্শিদাবাদের গঙ্গাতীরে হাজারদুয়ারী প্রাসাদ নির্মাণ করেন। [২২]

হুমায়ুন কবির (২২.২.১৯০৬ - ১৮.৮.১৯৬৯) ফরিদপুর। কবিরুদ্দিন আহ্মদ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আই.এ., বি.এ. (অনার্স) এবং এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। কৃতী ছাত্ররূপে বহু পদক ও পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৩১ খ্রী. এশিয়াবাসীর মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম অক্সফোর্ডের 'মডার্ন গ্রেট্স্' (দর্শন, অর্থনীতি ও রাজনীতি) পরীক্ষায় প্রথম হন। স্বদেশে ফিরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দশর্নশাস্ত্রের অধ্যাপক হন এবং ১৯৪০ খ্রী. পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এশিয়াবাসীর মধ্যে তিনিই প্রথম অক্সফোর্ডে হারবার্ট স্পেন্সার বক্তৃতা দেন। স্বদেশ ও বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডক্টরেট' উপাধি-ভূষিত করে। প্যারিস, রোম, বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, ম্যানিলা, টোকিও, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, কলম্বো, লণ্ডন, অক্সফোর্ড, আমেরিকা এবং ভারতের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বক্তৃতা করেছেন। প্রথম এশিয়া সাহিত্য সম্মেলনে ও প্রথম এশিয়া ইতিহাস সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩০ খ্রী. অক্সফোর্ড ইণ্ডিয়ান মজলিস (ভারতীয়দের ছাত্রসভা) এবং অক্সফোর্ড ইউনিয়ন সোসাইটির (বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক ছাত্র সমিতি) সেক্রেটারী ও অক্সফোর্ডের ব্রিটিশ জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নের কার্যকরী সমিতির প্রথম ভারতীয় সভ্য ছিলেন। দেশে ফিরে অধ্যাপনা-কালে তিনি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে যোগ দেন। নিখিল ভারত ছাত্র কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। 'কৃষক প্রজা পার্টি' গঠনে তিনি ফজলুল হকের সঙ্গে সহযোগিতা করেন এবং ঐ দলের প্রতিনিধি হিসাবে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। পরে তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন। দেশ স্বাধীন হবার পর শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদের প্রধান সহকারী হন। ১৯৫২ - ৫৬ খ্রী. ভারত সরকারের শিক্ষা-উপদেষ্টা ও বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৫৭ খ্রী. ক্যানবেরায় বিশ্বের প্রথম পূর্ব-পশ্চিম দর্শন সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। পরে ভারত সরকারের শিক্ষা, অসামরিক বিমান চলাচল, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি-বিষয়ক এবং পেট্রোলিয়ম ও রসায়ন দপ্তরের মন্ত্রী হন। রাজনীতিকরূপেও খ্যাতি ছিল। ভারতের তিনটি বৃহত্তম ট্রেড ইউনিয়ন (কলিকাতা বন্দর, বেঙ্গল আসাম রেলওয়ে এবং নিখিল ভারত ডাক ও তার কর্মী)-এর সভাপতি ছিলেন। ১৯৬৬ খ্রী. কংগ্রেস ত্যাগ করে ১৯৬৭ খ্রী. লোকসভা নির্বাচনে বাংলা কংগ্রেস-প্রার্থিরূপে জয়লাভ করলেও কিছুদিন পর বাংলা কংগ্রেস ত্যাগ করে ভারতীয় ক্রান্তি দলে যোগ দেন এবং শেষে লোকদল গঠন করেন। ১৯৬৭ খ্রী. পশ্চিম বাঙলায় যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা গঠনে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যিক, সমালোচক ও দার্শনিক। ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র 'চতুরঙ্গের' সম্পাদক এবং 'কৃষক', 'নবযুগ', 'নয়াবাংলা' ও 'Now' পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : 'স্বপ্নসাধ', 'সাথী', 'অষ্টাদশী' ; সমালোচনা গ্রন্থ : 'বাংলার কাব্য' ; উপন্যাস : 'নদী ও নারী' প্রভৃতি। [৩,১৬,১৭]

হুসেন শাহ। রাজত্বকাল ১৪৯৩ - ১৫১৯ খ্রী.। তিনি বাঙলাদেশের স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। হাবসী নেতা এবং অত্যাচারী ও অযোগ্য শাসক সিদি বদরের রাজত্বকালে বাঙলাদেশে অরাজকতা দেখা দিলে তদানীন্তন অভিজাতবর্গ হুসেন শাহকে বাঙলার সুলতান পদে স্থাপন করেন। তাঁর রাজত্বকালে বিহারের একাংশ বাঙলার অধিকারে আসে এবং দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। তিনি অনেক হিন্দুকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর উজীর পুরন্দর খাঁ (গোপীনাথ বসু), দবীরখাস রূপ ও সাকর মল্লিক সনাতন গোস্বামী, চিকিৎসক মুকুন্দ দাস এবং টাঁকশালের প্রধান কর্মচারী অনুপ সকলেই হিন্দু ছিলেন। তিনি সাহিত্য ও শিল্পের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর আদেশে মালাধর বসু 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র বঙ্গানুবাদ করেন। তাঁরই রাজত্বকালে গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ নির্মিত হয়। তিনি প্রতি জেলায় মসজিদ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর আমলেই নবদ্বীপে হরিনামের প্লাবন এনেছিলেন। [৩,১৬,২৬]

হৃদয়রঞ্জন বাগ (১৮৯০ - ২৪.৮.১৯৩০) বাশুলিয়া—মেদিনীপুর। ১৯৩০ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনের সময় লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেন। শ্যামসুন্দরপুরে চৌকিদারী ট্যাক্সের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিলের উপর পুলিসের গুলিচালনার ফলে তিনি মারা যান। [৪২]

হৃদয়ানন্দ বিদ্যার্ণব (১৭শ শতাব্দী)। ভবানন্দ মজুমদারের সভাসদ হৃদয়ানন্দ গণিত ও ফলিত উভয়প্রকার জ্যোতির্বিদ্যায় অসাধারণ পণ্ডিত

ছিলেন। তিনি 'জ্যোতিঃসারসংগ্রহ' গ্রন্থের রচয়িতা। [২৫,২৬]

হৃষীকেশ লাহা ১ (৪.৫.১৮৫২ - ১৬.৫.১৯৩৫) চুঁচুড়া—হুগলী। মহারাজা দুর্গাচরণ। হিন্দু স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে ১৮৬৯ খ্রী. প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। এখানে দেড় বছর পড়বার পর মেসার্স কেলী অ্যান্ড কোম্পানীতে শিক্ষানবীশরূপে প্রবেশ করে আমদানি ও রপ্তানি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এরপর পিতার ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান মেসার্স প্রাণকৃষ্ণ লাহা অ্যান্ড কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত হন। ১৮৮০ খ্রী. কৃষ্ণদাস লাহা অ্যান্ড কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন। চব্বিশ পরগনা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের বেসরকারী চেয়ারম্যান, ২৬ বছর বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য এবং কলিকাতার শেরীফ ছিলেন। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। চুঁচুড়া ওয়াটার ওয়ার্কসে ১ লক্ষ ও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৫ হাজার টাকা দান করেন। ১৯১৩ খ্রী. 'রাজা' উপাধি পান। [২৫,২৬]

হৃষীকেশ লাহা২ (৩১.৮.১৯১৮ - ১৬.৮. ১৯৪২) ঢাকা। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ঢাকায় সামরিক প্রহরীর সঙ্গে এক সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। [১০,৪২]

হৃষীকেশ শাস্ত্রী (১৮৫০ - ৯.১২.১৯১৩) ভট্ট-পল্লী—চব্বিশ পরগনা। মধুসূদন স্মৃতিরত্ন। স্বগৃহে ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, সাংখ্য প্রভৃতি শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করে অতি অল্পবয়সেই পিতৃ-পিতামহ-পরিচালিত চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। ইংরেজী শিক্ষার উদ্দেশ্যে পিতার অসম্মতি থাকা সত্ত্বেও তিনি গোপনে লাহোরে যান এবং সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'বিশারদ' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন এবং ওরি-য়েন্টাল কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিস্ট্রার-পদ লাভ করেছিলেন। লাইট্‌নার সাহেব-প্রতিষ্ঠিত 'বিদ্যোদয়' নামে সংস্কৃত মাসিক পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে তিনি বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিতের সঙ্গে পরিচিত হন। পাণ্ডিত্যের জন্য পাঞ্জাবে তাঁর যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ছিল। পিতার অসুস্থতার কারণে তিনি বাঙলাদেশে ফিরে আসেন এবং সংস্কৃত কলেজের স্কুল বিভাগে সামান্য শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। ১৯০৫ খ্রী. অবসর নেন। তিনি সংস্কৃত পুঁথির বিশদ তালিকা প্রণয়ন করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : সংস্কৃতে—'সুপদম্ ব্যাকরণব্যাখ্যানম্', 'প্রাকৃত ব্যাকরণম্ (ইংরেজী অনুবাদ সহ), 'কবিতাবলী', 'রাজপুত্রাসমনম্', 'সংস্কৃত শ্রুতবোধ', 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়নাটকব্যাখ্যা', 'হ্যামলেটচরিতম্' ; হিন্দীতে —'ছন্দবোধ', 'অর্থসংগ্রহানুবাদ', 'তর্কামৃতানুবাদ', 'দত্তকচন্দ্রিকানুবাদ'; বাংলায়—'হিন্দী ব্যাকরণ', 'মেঘদূত', 'উদ্বাহতত্ত্বানুবাদ', 'তিথিতত্ত্বানুবাদ', 'প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বানুবাদ', 'শ্রাদ্ধতত্ত্বানুবাদ', 'মলমাস-তত্ত্বানুবাদ', 'শুদ্ধিতত্ত্বানুবাদ' প্রভৃতি। [৩]

হেনরি পিট্‌স্ ফরস্টার (? - ১০.৯.১৮১৫)। তিনি ১৭৮৩ খ্রী. ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম-চারিরূপে কলিকাতায় আসেন। ১৭৯৩ খ্রী. ত্রিপুরার কালেক্টর এবং ১৭৯৪ খ্রী. চব্বিশ পরগনার আদালতে রেজিস্ট্রার হন। দীর্ঘদিন বাঙলার বিভিন্ন জেলায় কার্যসূত্রে ভ্রমণ করে উপলব্ধি করেন—ফারসীর বদলে বাংলাই আদালতে কাজকর্মের মাধ্যম হওয়া উচিত। তিনি বাংলাকে সরকারী ভাষা করার পক্ষে যোগ দেন। বাংলা, ফারসী, সংস্কৃত, হিন্দী, ওড়িয়া ও অসমীয়া ভাষা জানতেন। প্রাচ্যভাষাবিদ্ বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর রচিত আইনের একটি অনুবাদ গ্রন্থ (১৭৯৩) এবং বাংলা-ইংরেজী ও ইংরেজী-বাংলা অভিধান (১৭৯৯) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'Grammar of the Sanskrit Language' গ্রন্থটিও বিখ্যাত। গ্রন্থটি ১৮০৪ খ্রী. রচিত এবং ১৮১০ খ্রী. প্রকাশিত হয়। বাকল্যাণ্ড সাহেব তাঁর সম্বন্ধে বলেন, 'Largely through his efforts, Bengali became the official as well as literary language of Bengal'। চাকরি-জীবনের শেষের দিকে তহবিল তছরূপ ও কর্তব্যে অবহেলার জন্য আদালতে অভিযুক্ত হয়ে দণ্ডিত হন (১৮১১)। অবশ্য তারপরেও কোম্পানীর চাকরিতে তাঁর পদোন্নতি হয়। [১২২]

হেমচন্দ্র খাসনবীশ (? - ১৭.৯.১৯৩৮) ফরিদ-পুর। ছাত্রাবস্থাতেই গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হন। এই জেলার প্রতিটি রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি বহুবার কারা-বরণ করেছেন। ক্ষয়রোগে মৃত্যু। [১০]

হেমচন্দ্র দাস কানুনগো (১৮৭১ - ৮.৪.১৯৫০) রাধানগর—মেদিনীপুর। ক্ষেত্রমোহন। মেদিনীপুর টাউন স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। মেদিনীপুর কলেজে এফ.এ. ক্লাসে পড়বার সময় অভিভাবকদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্যাম্বেল মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েও হঠাৎ ছেড়ে দেন এবং আর্ট স্কুলে ভর্তি হন। শৈশব থেকেই ছবি আঁকার অভ্যাস ছিল। কিন্তু শেষ পরীক্ষা দেবার আগেই মেদিনীপুর স্কুলে অঙ্কন শিক্ষক ও কলেজে রসায়নে ডেমন-স্ট্রেটরের চাকরি নেন। এক সময়ে এসব চাকরি ত্যাগ

করে চিত্রাঙ্কনকে পেশা-রূপে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাতে গ্রাসাচ্ছাদনের সুবিধা না হওয়ায় মেদিনীপুর জেলা বোর্ডে চাকরি নেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুর প্রেরণায় বিপ্লবী গুপ্ত সংগঠনে প্রবেশ করেন। ১৯০২ খ্রী. অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে পরিচিত হন। এই সময় থেকে হেমচন্দ্রদের মেদিনীপুর দল কলিকাতার দলের সঙ্গে যুক্ত হয়। বঙ্গভঙ্গের পূর্ব পর্যন্ত এ সংগঠনের কোন কর্মতৎপরতা তেমন কিছু ছিল না। হেমচন্দ্র মেদিনীপুরে মাতুলালয়ের প্রাসাদ-সংলগ্ন বাগানে নির্বাচিত তরুণদলকে অস্ত্রব্যবহার শিক্ষা দিতেন। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে ব্রিটিশরা নিষ্ঠুরভাবে দমননীতি শুরু করলে দলের কলিকাতাস্থ নেতৃগণ ব্রিটিশ শাসক কর্মচারীদের নিধনের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। তিনি তখন বিবাহিত হলেও স্বেচ্ছায় অ্যাকশনে সক্রিয় ভূমিকা নিতে চান। পূর্ববঙ্গের কুখ্যাত লাট ব্যাম্‌ফীল্ড ফুলারকে হত্যার চেষ্টায় পূর্ববঙ্গ ও আসামের বিভিন্ন স্থানে ঘুরেও আক্রমণের সুযোগ পান নি। বাস্তববুদ্ধিবশত তিনি দলের সাংগঠনিক দুর্বলতা উপলব্ধি করেন। অস্ত্র প্রস্তুত ও বিপ্লবী দলের কাজ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য জুলাই ১৯০৬ খ্রী. পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রির টাকায় ইউরোপ যান। প্যারিসে পৌঁছে গুপ্ত বিপ্লবী দলের সঙ্গে কিছু সংযোগ স্থাপন করেন। এই কার্যে তার অর্থ নিঃশেষ হয়ে গেলে বিদেশের ভারতীয় বিপ্লবী শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার কাছে সাহায্যের আবেদন করেন। তাঁরই আহ্বানে তিনি লন্ডনে এসে কৃষ্ণবর্মা-প্রতিষ্ঠিত 'ইন্ডিয়া হাউস' নামে ভারতীয় ছাত্রদের আবাসে কাজ করতে থাকেন। বহু চেষ্টায় এক ভারতীয় রত্ন-ব্যবসায়ীর সাহায্যে নিজ আবাসে একটি ক্ষুদ্র রসায়নাগার খুলে বোমা প্রস্তুত-বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। কিন্তু ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের নজরে পড়ায় তাঁকে প্যারিসে ফিরে যেতে হয়। এখানে আসার পর তিনি একজন স্বদেশপ্রেমিক ব্যবসায়ীর সাহায্যে বিখ্যাত প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী নেত্রী মাদাম কামা-র সঙ্গে পরিচিত হন। কামা-র সাহায্যে ফরাসী সোশ্যালিস্ট দলের গুপ্ত সংগঠনের কর্মীদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁদের কাজকর্ম শিখতে থাকেন। মাদাম কামা ও শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার কথামত তিনি প্যারিসে প্রথম জাতীয় পতাকা প্রস্তুত করেন। ফরাসী বিপ্লবীগণ তাঁকে মারাত্মক বোমা প্রস্তুতের প্রণালী শেখান। ঈপ্সিত অভিজ্ঞতা অর্জন করে তিনি ১৯০৭ খ্রী. দেশে ফেরেন। এখানকার সাংগঠনিক নেতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সঙ্গে মতদ্বৈধ থাকলেও একযোগে কাজ করেন। তাঁর প্রস্তুত প্রথম বোমাটি ফরাসী চন্দননগরের মেয়রের উপর নিক্ষেপ করা হয়, কিন্তু মেয়র বেঁচে যান। তাঁর দ্বিতীয় বিখ্যাত বোমা (পুস্তকাকৃতি এবং স্প্রিংযুক্ত) অত্যাচারী কিংসফোর্ডকে পাঠানো হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পুস্তকখানি না খোলায় কিংসফোর্ড রক্ষা পান। তৃতীয় বোমাটি ৩০.৪.১৯০৮ খ্রী. ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হয়। ২৫.৫.১৯০৮ খ্রী. কলিকাতায় মুরারিপুকুর বাগানবাড়ি খানাতল্লাসী করা হলে নেতৃস্থানীয় অন্যান্যদের সঙ্গে তিনিও গ্রেপ্তার হন। বিচারে তাঁর দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। মামলা চলাকালে তিনি এবং সত্যেন বসু বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে হত্যার পরিকল্পনা করেন ও পরে তা কার্যকরী করা হয়। ১৯২১ খ্রী. মুক্তি পেয়ে কিছুদিন ছবি এঁকে জীবিকানির্বাহের চেষ্টা করেন। পরবর্তী জীবনে ভীষণরকম 'সিনিক' হয়ে ওঠেন। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের দলের সঙ্গেও কিছুদিন কাজ করার চেষ্টা করেন। জীবনের শেষভাগে স্বগ্রামে নিবিঘ্ন শান্তিতে কাটান। এ সময় ছবি আঁকা ও ফটোগ্রাফি নিয়ে থাকতেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা'। বাঙলার প্রথম সশস্ত্র রাজনৈতিক বিপ্লব-প্রচেষ্টার ইতিহাস নিরপেক্ষ বিশ্লেষণসহ তিনি তাঁর পুস্তকে বিবৃত করেছেন। হেমচন্দ্রই আলীপুর বোমা মামলার একমাত্র আসামী যিনি বারীন ঘোষ ইত্যাদির প্ররোচনা সত্ত্বেও পুলিসের কাছে কোন বিবৃতি দেন নি। [৪,৫৪,৮২,১২৪,১৪৬]

হেমচন্দ্র নস্কর (? - ১৩.১১.১৯৬০)। ১৯১৬ খ্রী. মানিকতলা পৌরসভার কমিশনার পদের নির্বাচন-কাল থেকে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা। তিনি পরে কলিকাতা পৌরসভার কাউন্সিলার এবং ক্রমে অল্ডারম্যান ও ডেপুটি মেয়র-পদে নির্বাচিত হন। ১৯১৭ - ১৯২৯ খ্রী. বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য ছিলেন। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার সদস্যরূপে আমৃত্যু কাজ করে গেছেন। পরিষদীয় রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাঁর উদার ও ভদ্র স্বভাবের জন্য সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন এবং কোন সময়ে তাঁকে বিরোধী দলের তীব্র সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয় নি। [১০]

হেমচন্দ্র নাগ (১৮৭০ - ১৬.৪.১৯৫৩) আচুটিয়া—ময়মনসিংহ। যৌবনেই সাংবাদিকতা-বৃত্তি গ্রহণ করে স্যার সুরেন্দ্রনাথের সহকারিরূপে 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় কাজ করেন ও পরে দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠিত 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকায় যোগ দেন। ১৯৩৭ খ্রী. থেকে 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জাতীয়তাবাদী সাংবাদিকরূপে সংবাদপত্র জগতে তাঁর বিশিষ্ট আসন ছিল। [৫]

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭.৪.১৮৩৮ - ২৪.৫. ১৯০৩) গুলিটা—হুগলী। কৈলাসচন্দ্র। খ্যাতনামা কবি। ১৮৫৯ খ্রী. কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। কিছুদিন মিলিটারি অডিটার-জেনারেল অফিসে কেরানীর কাজ করেন। পরে ক্যালকাটা ট্রেনিং অ্যাকাডেমির প্রধান-শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৬১ খ্রী. এল.এল. ডিগ্রী লাভ করার পর কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন এবং ১৮৬২ খ্রী. মুন্সেফ পদ পান। কয়েক-মাস পর তিনি পুনরায় হাইকোর্টে ওকালতিতে ফিরে এসে ১৮৬৬ খ্রী. বি.এল. পাশ করেন। এপ্রিল ১৮৯০ খ্রী. সরকারী উকিল নিযুক্ত হন। হেমচন্দ্রের প্রধান পরিচয়—তিনি একজন দেশপ্রেমিক যশস্বী কবি। তাঁর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ রচনা 'বৃত্র-সংহার' কাব্য (১৮৭৫ - ৭৭, ২ খণ্ড)। এই কাব্য-গ্রন্থে তিনি পৌরাণিক কাহিনীর সাহায্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আহ্বান জানিয়েছিলেন। জুলাই ১৮৭২ খ্রী. 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় তাঁর 'ভারত সংগীত' কবিতাটি প্রকাশিত হলে তিনি সরকারের রোষানলে পড়েন এবং সম্পাদক ভূদেব মুখো-পাধ্যায়কেও সরকারের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। এই কবিতায় স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষভাবে ভারতবাসীকে অধীনতার পাশ থেকে মুক্ত হবার আহ্বান জানিয়ে-ছিলেন। 'ভারতবিলাপ', 'কালচক্র', 'বীরবাহুকাব্য', 'রিপন উৎসব', 'ভারতের নিদ্রাভংগ' প্রভৃতি রচনায়ও তিনি নির্দ্বিধায় স্বদেশপ্রেম প্রকাশ করেছেন। 'গংগা' ও 'জন্মভূমি' রচনা দুইটিও এই ভাবপ্রচারের সহায়ক ছিল। কাব্যের মাধ্যমে নারীমুক্তি, বিশেষ করে বিধবা রমণীর ওপর হিন্দুসমাজের নির্দয়তার প্রতি আঘাত হানেন। তাঁর 'কুলীন মহিলা বিলাপ' কবিতাটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহরোধ আন্দোলনের সহায়ক হয়। কবিরূপে তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয়ধর্মের মানুষের আবাসভূমিরূপে বাঙলাকে দেখেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই প্রথম জাতীয় কবি যিনি সমগ্র স্বাধীন ভারতের এক সংহতিপূর্ণ চিত্র দেখেছিলেন। জীবনের শেষপর্যায়ে এই মহান কবি অন্ধ হয়ে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বহু কষ্টে দিন কাটান। 'চিন্তাতরঙ্গিণী', 'আশাকানন', 'ছায়াময়ী', 'দশমহাবিদ্যা', 'কবিতাবলী' প্রভৃতি তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা। [২,৩,৭,৮,২৫,২৬]

হেমচন্দ্র বসু। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে হেমচন্দ্র ও বিহারের আজিজউল হক অংগুলী ছাপ বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতিসাধন করেন। উক্ত শতাব্দীর মধ্যভাগে হুগলী জেলার রাজপুরুষ রামগতি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উইলিয়ম হাচেল টিপ-সই-বিষয়ে যে তথ্য সংগ্রহ করেন তার ওপর ভিত্তি করে হাতের ছাপের বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়। ১৮৯৩ খ্রী. ভারতবর্ষে ইংরেজ এবং ভারতীয় কর্মচারীদের সাহায্যে অপরাধী নির্ণয় ও সনাক্ত করার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম 'ফিংগার-প্রিণ্ট ব্যুরো' অর্থাৎ টিপশালা স্থাপিত হয়। কলিকাতার টিপশালাকে আদর্শ করে ইংল্যাণ্ডের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ও পরে ১৯০৮ খ্রী. মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে বহু টিপশালা স্থাপিত হয়। [৩]

হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য। পূর্ববংগ। আন্তঃরাজ্য ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাজশাহী জেলে তিনি মারা যান। [৪২]

হেমচন্দ্র মল্লিক। রাজা সুবোধ মল্লিকের পিতৃব্য। তিনি বাঙলাদেশে প্রথম স্থায়ী বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপন-কার্যে পি. মিত্রকে নানাভাবে সহায়তা করেন। [৫৪]

হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় [১] (১৮৮৮ - ১৯৩১) বংগশ্রী—বরিশাল। দিনেশচন্দ্র। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে এণ্ট্রান্স পর্যন্ত পড়েন। পরে নিজের অধ্যবসায়ে বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজীতে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর কবিত্বশক্তি স্ফুরিত হয়। নৃত্য, গীত, বাদ্য, অভিনয় ও কথকতায় বিশেষ দক্ষতা ছিল। অশ্বিনীকুমার দত্তের অতিশয় প্রিয়-পাত্র ছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তাঁর বহু কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বহু দেশাত্মবোধক কবিতাও রচনা করেছেন। 'কণা', 'জোয়ার', 'প্রতিষ্ঠা' ও 'পূজা' কাব্যগ্রন্থ এবং 'উৎসব' ও 'আদর্শ বা দাদাঠাকুর' নাটক তাঁর সার্থক রচনা। হিমাইতপুর আশ্রমে মৃত্যু। [১৫৬]

হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় [২] (১৯১৯ ? - ৯.১. ১৯৭১)। ১৯৪৪ খ্রী. থেকে ১৯৫০ খ্রী. পর্যন্ত তিনি ভারতের হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। [১৬]

হেমন্তকুমার দাস (১৯২৫ - ২৭.৯.১৯৪২) কাদুয়া—মেদিনীপুর। ভজহরি। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের সময় বেলবনি ক্যাম্পে পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে ঐদিনই মারা যান। [৪২]

হেমন্তকুমার নায়েক (১৮৭৮ - ১৯৩২) মসুরিয়া —মেদিনীপুর। রাজনৈতিক কর্মিরূপে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে মারা যান। [৪২]

হেমন্তকুমার বসু (৫.১০.১৮৯৫ - ২০.২. ১৯৭১) কলিকাতা। ১৯০৫ খ্রী. ১০ বছর বয়সে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে পরের বছর 'অনু-শীলন সমিতি'র সদস্য হন। ১৯০৭ খ্রী. স্বেচ্ছা-বাহিনী নিয়ে জনসেবায় সচেষ্ট হয়ে ওঠেন।। ১৯০৮ খ্রী. 'অনুশীলন সমিতি' বে-আইনী

ঘোষিত হলে গুপ্তভাবে কাজ শুরু করেন এবং বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ১৯১৩ খ্রী. ছাত্রাবস্থায় বর্ধমানের বন্যা-দুর্গতদের ত্রাণকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯১৪ খ্রী. ভারতে ব্রিটিশ-শাসকদের ক্ষমতাচ্যুত করবার জন্য মহাবিপ্লবী রাসবিহারী ও বাঘা যতীনের নেতৃত্বে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে সক্রিয়-ভাবে যোগ দেন এবং শ্রীঅরবিন্দ, চারু রায়, ভূপেন দত্ত প্রমুখের সঙ্গে আত্মগোপন করে থাকেন। এই বছরই সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। ১৯২১ খ্রী. কলেজ ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার হন। ১৯২৪ খ্রী. দেশবন্ধুর নেতৃত্বে কাজ করেন। এই সময়ে কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে সক্রিয় অংশ নেন। এই বছর সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হলে তার প্রতিবাদে ও তাঁর মুক্তির দাবিতে তিনি সভা-পথসভা করে গ্রেপ্তার বরণ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কিছুকাল সামরিক বাহিনীতে কাজ করেছিলেন। ১৯৩০ খ্রী. মহিষবাথান লবণ আন্দোলন ও ১৯৩১ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার হন। মুক্তি পেয়ে ঐ দিনই প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করে গ্রেপ্তার হন ও তাঁর ৬ মাসের কারাদণ্ড হয়। ১৯৩২ খ্রী. জেল থেকে মুক্তির পর জেলায় জেলায় সংগঠনের কার্যে ব্রতী হন। ১৯৩৪ খ্রী. স্বাধীনতা-দিবস পালন করার জন্য কারাবরণ করেন। ১৯৩৮ খ্রী. কংগ্রেসের সঙ্গে মত-বিরোধে তিনি সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন জানান। ১৯৩৯ খ্রী. সুভাষচন্দ্রের নির্দেশে বামপন্থী দলগুলিকে সংহত করার চেষ্টা করেন এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি পুনঃপুনঃ গ্রেপ্তার হতে থাকেন। একই বছরে হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ ও গ্রেপ্তার বরণ করেন। সুভাষচন্দ্র স্বগৃহ থেকে রহস্যময়ভাবে অন্তর্ধান করলে তাঁকেই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হয়। ১৯৪২ খ্রী. থেকে শুরু হয় আপসহীন সংগ্রাম। ১৯৪৬ খ্রী. রাজ্য বিধানসভার সদস্য হন। কংগ্রেস সংসদীয় দলের সেক্রেটারী থাকা কালে ১৯৪৮ খ্রী. কংগ্রেস ত্যাগ করে বিধানসভার সদস্য পদে ইস্তফা দিলেও পুনরায় নির্বাচিত হন। এরপর প্রতিটি নির্বাচনেই তিনি ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থিরূপে জয়ী হয়েছেন। ১৯৬৭ খ্রী. যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার পূর্তমন্ত্রী ছিলেন। গোয়ামুক্তি আন্দোলন, ট্রাম আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলনসহ বিভিন্ন আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে কারাবরণ করেন। ১৯৬৯ খ্রী. শারীরিক অসুস্থতার জন্য মন্ত্রিত্বগ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের নিরলস কর্মিনেতা এবং সকলের প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় হেমন্ত বসু অজাত-শত্রু ব'লে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে একদল যুবকের হাতে অত্যন্ত নৃশংস-ভাবে নিহত হন। [১১,১৬]

হেমপ্রভা মজুমদার (১৮৮৮-৩১.১.১৯৬২) নোয়াখালী। গগনচন্দ্র চৌধুরী। স্বামী—বসন্ত-কুমার কুমিল্লা জেলায় যুগান্তর পার্টি সংগঠনে অগ্রণী এবং একনিষ্ঠ কংগ্রেসসেবী ছিলেন। স্বামীর কাছেই তিনি দেশসেবার প্রেরণা পান। ১৯২১ খ্রী. তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন। ৬.১২.১৯২১ খ্রী. অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেশবন্ধু-পুত্র চিররঞ্জনকে পুলিস মারাত্মকভাবে প্রহার করলে মৃত্যুর খবর রটে যায়। সেইসময় তিনি জেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সঠিক খবর জানবার জন্য চিররঞ্জনের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি আদায় করেন। ১৯২১ খ্রী. ঊর্মিলা দেবী প্রতিষ্ঠিত 'নারী কর্মমন্দিরে'র ভারপ্রাপ্ত হয়ে সভা-সমিতি ও আন্দোলন পরিচালনা করেন। এইসময়ে কলেজ স্কোয়ারে পুলিসের প্রহার থেকে একটি ছেলেকে রক্ষা করতে গিয়ে আহত হন। চাঁদপুর ও গোয়ালন্দ স্টীমার-ধর্মঘটে (১৯২১) তিনি সর্বরকমে স্বামীকে সহায়তাদান এবং এইসময় গোয়ালন্দে একটি স্বেচ্ছাসেবিকা দল গঠন করেন। নারায়ণগঞ্জে স্টীমার-ধর্মঘটেও সহায়তা দেন এবং মহিলাদের সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯২২ খ্রী. কলিকাতায় 'মহিলা কর্মী সংসদ' গঠন করেন। ১৯৩০ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে ১ বছরের জন্য কারারুদ্ধ হন। এইসময় একই সঙ্গে তাঁর দুই কন্যাও কারাবরণ করেন। ১৯৩৭ খ্রী. বঙ্গীয় প্রাদেশিক বিধানসভার সদস্যা হন। ১৯৩৯ খ্রী. সুভাষচন্দ্রের 'ফরোয়ার্ড ব্লকে' যোগ দেন। ১৯৪১ খ্রী. নেতাজীর অন্তর্ধানের পর তাঁর ওপর ফরোয়ার্ড ব্লকের ভার ন্যস্ত হয়। ১৯৪৪ খ্রী. তিনি কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান হয়েছিলেন। দেশবিভাগের পর তিনি পূর্ব-পাকিস্তানেই থেকে যান। [৪,২৯]

হেমলতা দেবী। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যা। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' নামক পাঠ্যপুস্তকের রচয়িত্রী। ১৩০৫ ব. জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ এই পুস্তকের বিষয়ে আলোচনা করেন। বিপিনবিহারী সরকারের সঙ্গে বিবাহের পর স্বামীর কার্যব্যপদেশে নেপালে বসবাস করতেন। এসময়ে তাঁর রচিত 'নেপালে বঙ্গনারী' প্রকাশিত হয়। তিনি অপর দুইজন ব্রাহ্ম মহিলার সাহায্যে দার্জিলিঙে 'মহারাণী স্কুল' স্থাপন করেন। কলি-কাতা কর্পোরেশনে তিনিই প্রথম মহিলা সদস্য নির্বাচিত হন। বিজ্ঞানী বিজলীবিহারী সরকার তাঁর পুত্র। [৮৭,১৪৯]

হেমলতা দেবী, ঠাকুর (১৮৭৩ - ১৯৬৭)। রামমোহন রায়ের পৌত্রীর পৌত্রী ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের পত্নী। তাঁর বিদ্যানুরাগ ও সাহিত্যপ্রীতি পিতৃগৃহে ও শ্বশুরালয়ে সমান উৎসাহ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁকে ইংরেজী শেখাবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাঁর রচিত 'জ্যোতি', 'অকল্পিতা', 'আলোর পাখী' প্রভৃতি কবিতা-সংগ্রহ গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য গ্রন্থ : গল্পের বই—'দুনিয়ার দেনা' ও 'দেহলি' ; প্রবন্ধ—'জল্পনা' ও 'মেয়েদের কথা' ; নাটিকা—'শ্রীনিবাসের ভিটা' ; এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত পুস্তক 'দু পাতা'। তিনি 'সরোজনলিনী-নারীমঙ্গল সমিতি'র সম্পাদিকা, 'বসন্তকুমারী বিধবাশ্রমে'র পরিচালিকা ও 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ে তিনি ছিলেন শিশুদের 'বড়মা'। [৫,৪৪]

হেমেন গাঙ্গুলী (১৯২৫ - ১৯.৩.১৯৭৩) রাঁচি। রায়বাহাদুর শচীন্দ্রনাথ। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. পরীক্ষায় সংস্কৃত অনার্সে প্রথম, ইংরেজীতে এম.এ. (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম) এবং প্যারিসে ফরাসী সাহিত্যের পরীক্ষায়ও প্রথম হন। ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত ও ফরাসী সাহিত্যের কৃতী ছাত্র হেমেন বিভিন্ন ভাষায় কবিতা লিখে সাহিত্যিক মহলে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন। তাঁর রাঁচির বাড়ির বিরাট লাইব্রেরীটি শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের পরিচায়ক। সুবক্তা, নামী রোটারিয়ান, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট ও সেনেটের সদস্য এবং রাঁচি উইমেন্‌স্ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কর্মজীবনে চলচ্চিত্র প্রদর্শক, পরিবেষক ও প্রযোজক হিসাবে তিনি সাফল্য লাভ করেন। রাঁচির তিনটি সিনেমা-হলের মালিক ছিলেন। হিন্দী সিনেমার সঙ্গে ব্যবসায়সূত্রে অধিকতর জড়িত থাকলেও বাংলা ছবির প্রযোজনা করে ('ক্ষুধিত পাষাণ' ও 'সাগিনা মাহাতো') রুচির পরিচয় দেন। রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' বইটির প্রযোজনার কাজ আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর মৃতদেহ তাঁর রাঁচির বাড়ির কুয়োর মধ্যে পাওয়া যায়। [১৬]

হেমেন রায় (? - ৩.৯.১৯৪২)। বিহারের মজঃফরপুর জেলার বীরুপুরবাজার গ্রামের বাসিন্দা। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগদানের জন্য স্বগ্রামে সৈন্যদলের গুলিতে নিহত হন। [৪২]

হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী (২৮.৫.১৮৮১ - জুন ১৯৩৮) মুক্তাগাছা—ময়মনসিংহ। দেবেন্দ্রকিশোর। অগ্নিযুগের বিপ্লবী। তাঁর শিক্ষা ময়মনসিংহে, ঢাকা—জয়দেবপুরে ও কলিকাতায়। ছাত্রজীবনে ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের রচিত স্বদেশী গান গেয়ে তিনি নব-ভারতের স্বপ্ন দেখতেন। তার আগেই ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডির জীবনীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। প্রথম যৌবনে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে 'কার্বোনারী' গুপ্ত সমিতি গঠন করেন। ১৯০৬ খ্রী. বিস্ফোরকের গবেষণা করতেন। সমিতির ধ্যান-ধারণাকে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে 'ডন সোসাইটী', 'অনুশীলন সমিতি' প্রভৃতি বৈপ্লবিক সংগঠনের প্রধানদের সঙ্গে তিনি পরিচিত হতে থাকেন। ময়মনসিংহে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'সাধনা সমাজ' বঙ্গভঙ্গ-রদ আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তাঁর বিপ্লবী সংগঠন তখন শ্রীহট্ট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও ত্রিপুরায় বিস্তৃতি-লাভ করে। ১৯০৮ খ্রী. বিপ্লবী হরিকুমার চক্রবর্তীর কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র পান। তাঁর নেতৃত্বে কলিকাতায় তখন তাঁর দলের ঘাঁটিটি যুগান্তর দলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করছিল। ১৯১৩ খ্রী. সম্মিলিত সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তিনি আসাম, ত্রিপুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে কেন্দ্র স্থাপন করে যুবকদের অস্ত্র-শিক্ষা দেন। জমিদার পরিবারের তাঁর বাড়িই ছিল তখন বিপ্লবীদের নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে ভারত-জার্মান সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনের যে আয়োজন হয় তাতে পূর্ব বাঙলার দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর। ১৯১৬ খ্রী. অকস্মাৎ চরম মুহূর্তে গ্রেপ্তার হয়ে খুলনায় অন্তরীণ থাকেন। বাঙলার বিপ্লবীদের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক-রূপে দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। জেলে থাকা কালে হাঁপানি রোগে আক্রান্ত হয়ে সারা জীবন কষ্ট পান। [১০,১৬]

হেমেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায় (৫.১১.১৮৮৭ - ১৭.১১.১৯৬৩) আটা—ঢাকা। পিতা গোবিন্দ-কিশোর স্বদেশীযুগে বিলাতী বর্জন করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যোগেন্দ্রকিশোর রাজনৈতিক তৎপরতার জন্য সরকারী পদ থেকে অপসারিত হন। ১৯০৫ খ্রী. যে তরুণদল সরকারী বিদ্যালয় বয়কট করেন তিনি তাঁদের অন্যতম। ১৯০৭ খ্রী. এণ্ট্রান্স পরীক্ষা না দিয়ে জাতীয় বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে পাশ করেন এবং সেনহাটী গ্রাম জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হন। এইসময় বিপ্লবী দলে যোগ দেন এবং পূর্ববঙ্গের মালদহ অঞ্চল তাঁর কর্মকেন্দ্র হয়। ২১.৭.১৯১১ খ্রী. জাতীয় বিদ্যালয়ের চেষ্টায় আমেরিকা যান। উইস্‌কন্সিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ-রত অবস্থায় ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে সংগঠন শুরু করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে নিউ ইয়র্ক কমিটির পত্তনে অংশ নেন। ১৯১৫ খ্রী. কৃতিত্বের সঙ্গে ইতিহাস ও অর্থশাস্ত্রে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

হন। ১৯১৬-১৮ খ্রী. 'হিন্দুস্থান স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন' নামে সংস্থা গঠন ও 'হিন্দুস্থানী স্টুডেন্টস্' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯১৮ খ্রী. ক্যালিফোর্নিয়া কলেজে স্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তি হয়ে ১৯১৯ খ্রী. এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২০ খ্রী. হাঙ্গেরীর মিস্ জেন কোন্ড নামে একজন চিত্রশিল্পীকে বিবাহ করেন। ১৯২০-৩২ খ্রী. মধ্যে রকফেলার ইন্স্টিটিউটের সহকারী ডিরেক্টর ও এক্সটেনশন বিভাগের প্রধান হন। ১৯৩১ খ্রী. পত্নীর মৃত্যু হয়। চীন, জাপান ও কোরিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৩৩-৩৪) 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জীবনসমস্যা কোন্ পথে' বিষয়ক বক্তৃতা করেন। ১৯৩৫-৩৬ খ্রী. ভারতে আসেন। ৩ মাসের মধ্যেই আমেরিকায় ফিরে গিয়ে 'সোগার্ন অ্যান্ড কোং' নামক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। ১৯৩৬ খ্রী. আমেরিকাস্থ ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্সের সভাপতি এবং ১৯৩৭ খ্রী. 'ইন্ডিয়া লীগ অফ আমেরিকা' প্রতিষ্ঠিত হলে তার সম্পাদক হন। ১৯৬১ খ্রী. পুনার 'ইন্ডিয়ান ফাউন্ডেশন'-এর ভারপ্রাপ্ত হয়ে দেশে ফেরেন। [৯৭]

হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮-১৮.৪.১৯৬৩) কলিকাতা। চৌদ্দ বছর বয়সে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। 'ভারতী' গোষ্ঠীর অন্যতম ছিলেন। ১৯০৩ খ্রী. বসুধা পত্রিকায় তাঁর রচিত প্রথম গল্প 'আমার কাহিনী' প্রকাশিত হয়। প্রধানত কিশোর সাহিত্য রচনায় পারদর্শী ছিলেন। উপন্যাস এবং প্রবন্ধাদি রচনায়ও হাত ছিল। সাপ্তাহিক 'নাচঘর' ও অন্যান্য কয়েকটি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ছোটদের জন্য রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৮০খানিরও বেশী। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'যকের ধন', 'দেড়শো খোকার কান্ড', 'কিংকং', 'পদ্মকাঁটা', 'ঝড়ের যাত্রী', 'যাঁদের দেখেছি', 'বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার', 'ওমর খৈয়ামের রুবায়ত', 'যাঁদের দেখ্ছি' প্রভৃতি। তিনি সার্থক গীতিকারও ছিলেন। সে যুগে বাঙলা থিয়েটার ও গ্রামোফোনে গাওয়া গানের প্রচলিত রীতি এবং রুচির মোড় তিনি ফিরিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি নজরুলের অগ্রণী। তাঁর রচিত বহু গান একসময়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। তিনি শিশিরকুমার ভাদুড়ীর 'সীতা' নাটকের নৃত্য-পরিচালক ছিলেন। [৩,৭, ১৭,২৫]

হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ (১৬.১১.১৮৯০-১২.১২. ১৯৬৫) আশীকাটী—ত্রিপুরা। গুরুচরণ। বাবুরহাট হাইস্কুলে শিক্ষা শুরু। কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আই.এস-সি. পাশ করবার পর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। এই সময় জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। মুক্তি পাবার পর ১৯১৮ খ্রী. চিকিৎসাশাস্ত্রের স্নাতক হয়ে বর্তমান আর. জি. কর. মেডিক্যাল কলেজের আবাসিক চিকিৎসক নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে যুদ্ধে যোগ দেন। ১৯২০ খ্রী. ঔষধ প্রস্তুত-বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য প্যারিসের পাস্তুর ইন্স্টিটিউটে যোগদান করেন। প্যারিসে অবস্থানকালে অর্থাভাব দেখা দিলে রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় স্যার আশুতোষ তাঁকে বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেন। বৃত্তি পেয়ে প্যারিসের শিক্ষা শেষ করে বার্লিনে ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যান। ১৯২৩ খ্রী. স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে বেঙ্গল ইমিউনিটিতে যোগ দিয়ে ভারতবর্ষে প্রথম সিরাম, ভ্যাকসীন ইত্যাদি প্রস্তুত করেন। এইসময় তিনি যাদবপুর টি. বি. হাসপাতালে আবাসিক চিকিৎসকের কাজ করতেন। ১৯৩০ খ্রী. পুনরায় ইউরোপ ও আমেরিকায় যান। ১৯৩২ খ্রী. এম.এস.পি.ই. (প্যারিস) উপাধি পান। ১৯৩৫ খ্রী. পাস্তুর রিসার্চ ইন্স্টিটিউটের ডাইরেক্টর হন। এরপর তিনি এবং তাঁর পোলিশ স্ত্রী বৈজ্ঞানিক আন্না (নিউতা) স্ট্যান্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ-এর প্রতিষ্ঠা করে ভারতবর্ষে প্রথম পেনিসিলিন্ প্রস্তুত করেন। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে কাজ করেছেন। কিছুদিন বেঙ্গল কেমিক্যালের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসকদের চিকিৎসা-বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন-এর বাংলা শাখার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স-এর সভাপতি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। [৮২]

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ড. (২৬.১২.১২৮৫-৬.১০.১৩৬৯ ব.) বিদগাঁও—ঢাকা। কৈলাসচন্দ্র। প্রখ্যাত আইনজীবী। কলেজ জীবনে ডা. বিধান রায়ের সতীর্থ এবং ব্যবহারজীবী হিসাবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহকারী ছিলেন। ১৯০০ খ্রী. ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা পরিচালনায় অশেষ সুনাম অর্জন করেন। সাহিত্যে তিনি জাতীয়তাবাদের সমর্থক, সুলেখক ও অভিনয়প্রেমিক ছিলেন। নাটক, নাট্যালয় ও নাট্যকলা বিষয়ে তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। এই সম্পর্কে তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চের ইতিহাস', 'বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত' এবং ৪ খন্ডে প্রকাশিত 'ইন্ডিয়ান স্টেজ'। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম 'গিরিশ অধ্যাপক' ছিলেন। অভিনয় পরিচালনা ও শিক্ষাদানের জন্য তিনি 'গিরিশ সংসদ' প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিভিন্ন নাটকে নাম-ভূমিকায় অভিনয় করে পরিণত বয়সেও প্রশংসিত হন। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস',

'ভারতে বিপ্লব আন্দোলন', 'গিরিশচন্দ্র', 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন', 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রভৃতি। দেশের কাজে কয়েকবার কারাদণ্ডও ভোগ করেন। তিনি বর্ধমানে অনুষ্ঠিত আইনজীবী সম্মেলনে (১৯৫৮), কৃষ্ণনগরে বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনে এবং একাধিকবার নিখিল বঙ্গ বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। মাসিক 'বঙ্গশ্রী' এবং শিশিরকুমার মিত্রের সহযোগিতায় মাসিক 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। ময়মনসিংহে মহাকালী পাঠশালা, কলিকাতায় দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয়, দেশবন্ধু শিশু বিদ্যালয় ও দেশবন্ধু মহিলা কলেজের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। [১৪৬]

হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৩০১ - ১৩৫০ ব.) গচিহাটা—ময়মনসিংহ। কলিকাতা আর্ট কলেজের ছাত্র ছিলেন। পঞ্চম জর্জের ভারত আগমন উপলক্ষে কলেজ-তোরণ সাজানর আদেশ অমান্য করে তিনি কলেজ ত্যাগ করেন। ভারতের বিভিন্ন শহরে অনুষ্ঠিত চিত্র-প্রতিযোগিতায় তিনি তাঁর প্রতিভার পরিচয় রেখেছেন। ১৩৩৯ ব. তিনি পাঞ্জাবের অন্তর্গত পাতিয়ালা রাজ্যের রাজশিল্পীর পদে অধিষ্ঠিত হন। সদ্যস্নাতা নারী-চিত্র অঙ্কনে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাঁর সুপ্রসিদ্ধ চিত্রাবলী : 'স্মৃতি', 'মানসকমল', 'পরিণাম', 'অনন্তের সুর', 'সাকী', 'কমল না কণ্টক' প্রভৃতি। 'শিল্পী', 'ইণ্ডিয়ান মাস্টার' ও 'আর্ট অফ এইচ. মজুমদার' নামক চিত্রপত্রিকাগুলির তিনি সম্পাদক ও তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। [৩]

হেমেন্দ্রনাথ সেন (১৪.৪.১৮৬৩ - ১৯২৯)। প্রসিদ্ধ উকিল হেমেন্দ্রনাথ কাঁচশিল্পে বাঙালীর অন্যতম পথপ্রদর্শক। তিনি 'নিউ ইণ্ডিয়ান গ্লাস ওয়ার্কস্ প্রাঃ লিঃ'-এর প্রতিষ্ঠাতা। [৫,১৬]

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (২৪.৯.১৮৭৬ - ১৯৬২) চৌগাছা—যশোহর। গিরীন্দ্রপ্রসাদ। ১৮৯৩ খ্রী. কলিকাতার হেয়ার স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পাশ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইংরেজীতে অনার্সসহ বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৩০০ ব. থেকেই 'সাহিত্য' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। এছাড়া 'দাসী', 'সুহৃদ', 'উৎসাহ', 'মুকুল', 'ভারতী', 'বঙ্গদর্শন' প্রভৃতি পত্রিকাবলীতে তাঁর রচিত বহু গদ্য ও পদ্য প্রকাশিত হয়েছে। তিনি 'ক্যালকাটা রিভিউ', 'ঈস্ট এণ্ড ওয়েস্ট', 'ইণ্ডিয়ান রিভিউ', 'হিন্দুস্থান রিভিউ' প্রভৃতি পত্রিকার লেখক ছিলেন। ১৯০৬ খ্রী. অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে মিলিত হয়ে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা পরিচালনা করেন। সাংবাদিকরূপে তাঁর খ্যাতি সর্বজনবিদিত। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁর সাংবাদিক জীবনের গুরু। তিনি লণ্ডনের ইন্স্টিটিউট অফ জার্নালিস্ট-এর সদস্য, 'দৈনিক বসুমতী'র সম্পাদক এবং ১৯১৭ খ্রী. মেসোপটেমিয়ায় প্রেরিত সাংবাদিক প্রতিনিধিদলের অন্যতম ছিলেন। ১৯১৮ খ্রী. ভারতীয় সংবাদপত্রসেবীদের প্রতিনিধিরূপে মহাযুদ্ধের সঠিক বিবরণ জানবার জন্য ইংল্যাণ্ড এবং মধ্যপ্রাচ্যে যান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হলে তিনি অধ্যাপক হন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'বিপত্নীক', 'অধঃপতন', 'প্রেমের জয়', 'নাগপাশ', 'মৃত্যুমিলন', 'অশ্রু', 'New Germany', 'The Newspaper in India', 'কংগ্রেস ও বাঙালী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'আষাঢ়ে গল্প' তাঁর বালক-পাঠ্য পুস্তক। এই বর্ষীয়ান সাংবাদিক বাঙালীর জাতীয় আন্দোলনে বহু নেতার পরামর্শদাতা ছিলেন। [৩,৭, ২০,২৫,২৬,৫৪]

হেমেন্দ্রমোহন বসু বা **এইচ. বোস** (? - ১৯১৬)। 'কুন্তলীন' কেশ তৈল ও 'দেলখোস' সেণ্টের স্বত্বাধিকারী। শিল্পে বাঙালীর কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত এবং অন্যান্য বহু ব্যাপারে স্বকীয় ধারার প্রবর্তক। 'কুন্তলীন' ও 'দেলখোসে'র প্রচারে সাহিত্য-পুরস্কার প্রবর্তন করেন এবং তারই ফলে বাঙলায় অনেক সাহিত্যিক নিজেদের প্রতিভা বিকাশের প্রথম সুযোগ পান। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের প্রথম গল্প 'কুন্তলীন'-পুরস্কারবিজয়ী। চিত্রপরিচালক নীতিন বসু ও ক্রিকেটার কার্তিক বসু তাঁর দুই পুত্র। [৫,১৭]

হেমেন্দ্রলাল রায় (১৮৯২ - ১৫.৭.১৯৩৫) ফুলকোচা—পাবনা। ব্রজদুলাল। স্কুলের পাঠ শেষ করে রাজশাহী গভর্নমেণ্ট কলেজে ও পরে কলিকাতা সিটি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। কলেজে অধ্যয়নকালে বন্ধু-মহলে কবিখ্যাতি ছড়িয়ে যায়। 'হিন্দুস্থান' পত্রিকার সহ-সম্পাদকরূপে প্রথম কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। দীর্ঘদিন বিভিন্ন সংবাদপত্রে কাজ করার পর সাপ্তাহিক 'বাঁশরী' পত্রের সঙ্গে যুক্ত হন। এখানেই প্রথম তাঁর সম্পাদনার খ্যাতি প্রমাণিত হয়। এরপর 'মহিলা' নামে সচিত্র সাপ্তাহিকের সম্পাদক হন। সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের 'খাদি প্রতিষ্ঠানে'র প্রচার-বিভাগে বহুকাল যুক্ত থাকার পর 'রাষ্ট্রবাণী' রাজনৈতিক পত্রিকা যুগ্ম-সম্পাদনায় প্রকাশ করেন। সাংবাদিক জীবন থেকে অবসর নিয়ে বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রচার-বিভাগে কর্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ : 'ফুলের ব্যথা', 'মায়াকাজল', 'মণিদীপা' ; শ্রেষ্ঠ উপন্যাস : 'ঝড়ের দোলা' ; গল্পগ্রন্থ : 'মায়ামৃগ' ও 'পাঁকের ফুল'। শিশুসাহিত্য রচনাতেও দক্ষতা ছিল। 'গল্পের ঝরনা', 'গল্পের আলপনা', 'মায়াপুরী', 'পাঁচ সাগরের

ঢেউ' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য শিশুসাহিত্য-গ্রন্থ। তাঁর প্রকাশিত রাজনৈতিক প্রবন্ধগ্রন্থ : 'রিক্ত ভারত' ও 'বিলাতে গান্ধীজী'। [২৫,২৬]

হেয়ার, ডেভিড (১৭.২.১৭৭৫ - ১.৬.১৮৪২) স্কট্ল্যান্ড। বাঙলায় ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের অন্যতম পথিকৃৎ। এই জনপ্রিয় স্কচ সাহেব ঘড়ি ব্যবসায়িরূপে এদেশে আসেন (১৮০০)। ১৮ বছর এই ব্যবসায়ে অর্থোপার্জন করেন। তারপর সহকারী গ্রে সাহেবকে ব্যবসায় দান করে এদেশে শিক্ষা-বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। ব্যবসায়সূত্রে সর্ব-শ্রেণীর ভারতীয়দের সঙ্গে মেলামেশার ফলে দেশের কুসংস্কারের প্রভাব দূরীকরণে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। মে ১৮১৬ খ্রী. দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের মারফত তৎ-কালীন বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইডকে উচ্চ-শিক্ষার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব দেন। ফলে ২০.১.১৮১৭ খ্রী. হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। হেয়ার সাহেব স্কুল সোসাইটির অধ্যক্ষরূপে এই প্রতিষ্ঠানের যে-সব মেধাবী ছাত্র হিন্দু কলেজে শিক্ষাগ্রহণ করত, তাদের দেখাশুনা করতেন। ১৮২৫ খ্রী. হিন্দু কলেজ ম্যানেজিং কমিটির ডাইরেক্টর পদে বৃত হন। তাছাড়া স্কুল সোসাইটির উদ্যোগে যে-সব ইংরেজী ও বাংলা স্কুল বিনাব্যয়ে চলত সেগুলির সঙ্গে তাঁর বিশেষ সংযোগ ছিল। আরপুলি ফ্রি ভার্নাকুলার স্কুল, পটলডাঙ্গা ইংলিশ স্কুল ও হিন্দু কলেজের ছাত্রদের বিদ্যায়তনে নিয়মিত হাজিরায় উৎসাহ দেবার জন্য নানা ধরনের পুরস্কার দিতেন। তিনি ১৮.১১.১৮২৪ খ্রী. এক পত্রে লেখেন—প্রথমে যে-সব ছাত্র শিক্ষার আলোক দেখবে, তাদেরই উপর সারা দেশের শিক্ষাবিস্তার নির্ভর করছে। শিক্ষা-বিস্তারে তাঁর সঞ্চয় অকৃপণভাবে ব্যয় করেন। স্কুল সোসাইটির অর্থের ন্যাসরক্ষক 'ব্যারেট্টো অ্যান্ড কোং' উঠে গেলে নিজে অর্থসাহায্য দিয়ে স্কুলগুলি বাঁচান। পরবর্তী অছি 'ম্যাকিনটোস্ অ্যান্ড কোং' উঠে যেতে (১৮৩৫) উপরিউল্লিখিত স্কুল দুইটি ছাড়া সোসাইটির অন্যান্য স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। পটল-ডাঙ্গার ইংরেজী স্কুল ও আরপুলির বাংলা স্কুল একত্রিত হয়ে ডেভিড হেয়ারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আসে। একালের বিখ্যাত হেয়ার স্কুলের উদ্ভব এইভাবে। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের বিতর্ক ও আলোচনা-সভায় কিংবা জ্ঞানান্বেষণ সভায় হেয়ার সাহেবের উপস্থিতি সবসময়ই জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্র বিস্তৃত করেছে। সে-যুগে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পদ্ধতির কলহ বা ইয়ং বেঙ্গলের বিদ্রোহের কোনটাতেই তিনি নিজেকে জড়ান নি। কিন্তু দল-মত-নিরপেক্ষে নিজের শিক্ষাবিস্তার-পরিকল্পনায় বাংলা ও ইংরেজীর মাধ্যমে সমানভাবে কাজ করে গেছেন। তবুও বাংলার উপরই তাঁর বেশী আগ্রহ ছিল। তাঁর বিশ্বাস ছিল—কেবলমাত্র মাতৃভাষায় অনুবাদের দ্বারাই পাশ্চাত্য চিন্তা ও বিজ্ঞান-প্রচার সহজতর হতে পারে। ১৪.৬.১৮৩৯ খ্রী. হিন্দু কলেজের নিকট হিন্দু কলেজ পাঠশালার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনের সময় বাংলাভাষার চর্চা ও প্রসারের ওপর জোর দিয়ে বলেন—বিচার ও রাজস্ব বিভাগে আইনের সাহায্যে ফারসীর ব্যবহার বন্ধ হওয়ায় (১৮৩৭) একমাত্র বাংলা ভাষাই জ্ঞান-বিস্তারের সহায়ক হবে। ১.৬.১৮৩৫ খ্রী. কলিকাতায় মেডি-ক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর সাহায্য ও কলেজ-সম্পাদকরূপে ছাত্রদের শবব্যবচ্ছেদে উৎসাহ দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি রোগাতুরকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করে আধুনিক চিকিৎসা বিস্তারেও সাহায্য করেন। নিজে ধার্মিক খ্রীষ্টান হলেও বিদ্যা-প্রতিষ্ঠান থেকে ধর্মান্তরকরণের জন্য ছাত্রসংগ্রহের মিশনারী প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেন। এ কারণে তিনি ধর্মান্ধ পাদরীদের দ্বারা নিগৃহীত হন। রটনা করা হয়েছিল যে তিনি বাইবেলবিদ্বেষী হিন্দু। মৃত্যুর পর খ্রীষ্টান গোরস্থানে তাঁকে কবরস্থ করা যায় নি। তাঁর প্রিয় কর্মস্থল হিন্দু কলেজ ও পটলডাঙ্গা স্কুলের সামনে কলেজ স্কোয়ারে তাঁর মরদেহ সমাহিত হয়। জীবদ্দশায় হেয়ার সাহেব তাঁর আরব্ধ কর্মের বিকাশ দেখে গেছেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই বহু যুবক ইংরেজী ও মাতৃভাষায় সুশিক্ষিত হয়ে বহু স্কুল স্থাপন দ্বারা ও পত্রিকা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জ্ঞানবিকাশের ক্ষেত্রে বিপ্লব আনয়ন করেন। সে যুগের বিখ্যাত ডিরোজিওর শিষ্যমণ্ডলী যখন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত প্রতি-কৃতি অঙ্কনের ব্যবস্থা করেন (১৮৩১), তখন স্বয়ং ডিরোজিও সেই উপলক্ষে যে কবিতা রচনা করেন তার প্রথম পংক্তির অনুবাদ—'আলো দেখাও যুবক-গণ! তোমাদের যাত্রারম্ভ ভালভাবেই হয়েছে' (Guide on, youngmen ; your course is well begun)। হেয়ার সাহেব মনেপ্রাণে এ দেশকে স্বদেশ ভাবতেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংগ্রাম জয়লাভ করলে (৫.১.১৮৩৫) টাউন হলের সভায় এই জয়কে অভিনন্দিত করেন। জুরির বিচারপ্রথার সমর্থনেও কাজ করেন। ভারতীয়দের কুলীরূপে বিদেশে চালান দেওয়ার বর্বর ব্রিটিশপ্রথার বিরুদ্ধে তিনি যে আন্দোলন চালান, তারই ফলে এর বিরুদ্ধে আইন হয় (১৮৩৯)। ছোট বড় নানারকমের দান করার ফলে শেষজীবনে তিনি নিদারুণ অর্থ-কৃচ্ছ্রতায় পড়েন ; ফলে শেষপর্যন্ত ১৮৪০ খ্রী. সরকারী চাকরি গ্রহণ করতে বাধ্য হন। জন্মসূত্রে

স্কচ হলেও হেয়ার সাহেব কর্মসূত্রে বাঙালীর আপনজন ছিলেন। [৩,৮]

হেরম্বচন্দ্র মৈত্র (১৮৫৭ - ১৬.১.১৯৩৮) যদু-বয়রা—নদীয়া। চাঁদমোহন। খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্। প্রায় ৩০ বছর কলিকাতা সিটি কলেজের অধ্যক্ষ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী এম.এ. ক্লাশের অধ্যাপক ছিলেন। ইংরেজী ভাষায় রচিত তাঁর বহু প্রবন্ধ 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এমার্সনের উপরে গবেষণাধর্মী রচনার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'গ্রিফিথ স্মৃতি পুরস্কার' লাভ করেন। বাংলা সাপ্তাহিক পত্র 'সঞ্জীবনী'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্যরূপে তাঁর প্রদত্ত বাংলা বক্তৃতা-বলী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমাজের মুখপত্র 'দি ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে প্রচারকার্যে ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করেন। স্যাডলার কমিশনে উচ্চশিক্ষা বিষয়ে তিনি নিজ মত পেশ করেছিলেন। ব্রিটিশ এম্পায়ার ইউনিভার্সিটিজ কংগ্রেসে তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সদস্য হয়ে যোগ দেন। কঠোর সদাচারী ছিলেন। তাঁর নীতি-বিষয়ক উক্তি এক সময়ে গল্প-কাহিনী হয়ে প্রচারিত ছিল। [৩,৫,১৪,৫১,১৪৬]

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাবর্দী (৮.৯.১৮৯৩ - ৫.১২.১৯৬৩) মেদিনীপুর। কলিকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষা শুরু। ১৯১৩ খ্রী. সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি.এস-সি. পাশ করে বিলাতে যান। সেখানে পাঁচ বছর পড়াশুনা করে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে এম.এ., অর্থনীতিতে বি.এস-সি. ও আইন-শাস্ত্রে অনার্সসহ বি.সি.এল. উপাধি লাভ করেন। কলিকাতায় ফিরে এসে ব্যারিস্টার হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। চিত্তরঞ্জন দাশ যখন কলিকাতা কর্পো-রেশনের মেয়র, তিনি তখন তার ডেপুটি-মেয়র ছিলেন। মুসলিম লীগের সভ্য হিসাবে ১৯২১ খ্রী. তিনি বঙ্গীয় বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন। বেঙ্গল মুসলিম পার্লামেন্টারী বোর্ডের সেক্রেটারী ছিলেন। ১৯৩৭ - ১৯৪৩ খ্রী. মধ্যে বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রিত্বপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯৪৩ - ১৯৪৫ খ্রী. তিনি খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৪৬ খ্রী. অবিভক্ত বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী হন। তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বকালে মুসলিম লীগের আহ্বানে আগস্ট ১৯৪৬ খ্রী. কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটে। তারপরই পূর্ববঙ্গের নোয়াখালীতে দাঙ্গা শুরু হয়। ১৯৪৭ খ্রী. দেশবিভাগের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পাকিস্তানে না গিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে দাঙ্গাবিরোধী আন্দোলনে শরীক হন। ১৯৪৯ খ্রী. থেকে তিনি পাকিস্তানের স্থায়ী বাসিন্দা হন এবং সেখানের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধান-মন্ত্রী লিয়াকত আলীর সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় মুসলিম লীগ ছেড়ে মৌলানা ভাসানী সহ তিনি আওয়ামী লীগ দল গঠন করেন। ১৯৫৪ খ্রী. পূর্ব-পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচনে যুক্তফ্রণ্ট গঠন-কালে তিনি তার স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। এই ফ্রণ্ট মুসলিম লীগকে পরাজিত করে। মহম্মদ আলী সরকারে তিনি ৮ মাস কেন্দ্রীয় আইন-মন্ত্রী এবং সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ খ্রী. থেকে অক্টোবর ১৯৫৭ খ্রী. পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬০ খ্রী. আয়ুব সরকার ৬ বছরের জন্য তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৬২ খ্রী. তিনি নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার হন। ৬ মাস পর মুক্তি পেয়ে তিনি অন্যান্যদের সহ-যোগিতায় জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট গঠন করেন। সুবক্তা হিসাবে তাঁর অত্যন্ত খ্যাতি ছিল। ইংরেজী, উর্দু ও বাঙলা—এই তিন ভাষাতেই তিনি বক্তৃতা দিতে পারতেন। স্বাস্থ্যান্বেষণে বিদেশে যান এবং সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। [১২৪,১৪৯]

হ্যাভেল, আর্নেস্ট বিনফিল্ড (১৮৬১ - ১৯৩৪)। প্রখ্যাত ইংরেজ শিল্পী। লণ্ডনের রয়্যাল কলেজ অফ আর্ট থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে পাশ্চাত্য-রীতিতে শিল্পশিক্ষা প্রদানের জন্য ১৮৮৬ খ্রী. মাদ্রাজ আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়ে ভারতে আসেন। ১৮৯৬ খ্রী. তিনি কলিকাতা গভর্নমেন্ট স্কুল অফ আর্টস-এর অধ্যক্ষ হন। এখানে আসার পর শিল্পী অবনীন্দ্র-নাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। অবনীন্দ্র-অঙ্কিত চিত্রাবলী তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। তিনি অবনীন্দ্রনাথকে সহকারী অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করে সর্বপ্রথম ভারতীয় শিল্পশিক্ষণের সুব্যবস্থা করেন। তখন থেকে স্কুলে পাশ্চাত্য-রীতিতে শিল্পশিক্ষার প্রচলিত ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হয়। অবনীন্দ্রনাথের সহ-যোগিতায় তিনি ক্রমে আর্ট স্কুলের সংগ্রহশালাটি এদেশীয় চিত্র দ্বারা সমৃদ্ধ করে তোলেন। পরে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের বিরাট চিত্রশালাটিও ঐ থেকেই গড়ে ওঠে। তাঁরই আগ্রহ ও চেষ্টার ফলে ১৯০৭ খ্রী. ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্ট্যল আর্টস্ গঠিত হয়। ১৯১০ খ্রী. ইংল্যাণ্ডে ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপন-ব্যাপারেও তাঁর সক্রিয় সহযোগ ছিল। তিনি 'বেনারস দি সেক্রেড সিটি' (১৯০৫), 'মনোগ্রাফ অন স্টোন কার্ভিং ইন বেঙ্গল' (১৯০৬), 'ইণ্ডিয়ান স্কাল্‌প্‌চার অ্যাণ্ড পেন্টিং' (১৯০৮), 'ইণ্ডিয়ান আর্কিটেক্‌চার, ইট্‌স্ সাইকোলজি স্ট্রাক্‌-চার অ্যাণ্ড হিস্ট্রি' (১৯১৩), ইলেভেন প্লেট্‌স্ রিপ্রেজেণ্টিং ইণ্ডিয়ান স্কাল্‌প্‌চার চীফ্‌লি ইন

ইংলিশ কালেকশন', 'এনশেন্ট অ্যান্ড মেডিঈভ্যল্ আর্কিটেক্চার ইন ইণ্ডিয়া' (১৯১৫), 'হ্যাণ্ডবুক অফ ইণ্ডিয়ান আর্ট" (১৯২০), 'দি হিমালয়াস ইন দি ইণ্ডিয়ান আর্ট'" (১৯২৪) প্রভৃতি শিল্প-বিষয়ক বহু গ্রন্থের রচয়িতা। [৩]

হ্যামিলটন, **স্যার ড্যানিয়েল** (১৮৬০-১৯৩৯) স্কটল্যাণ্ড। ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলনের পথিকৃৎ। সুন্দরবনের গোসাবা-অঞ্চলে তাঁর কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল। জীবনযাত্রায় কৃষি-ব্যবসায় বা শিল্পকাজ দ্বারা অর্থনৈতিক দুর্দশা দূরীকরণের জন্য স্বেচ্ছায় ও মিলিত চেষ্টায় উদ্যোগী করে তোলার আদর্শে তিনি দরিদ্র জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। সেজন্য তিনি সেখানে সমবায় ভাণ্ডার, স্বাস্থ্য-সমিতি, সমবায় চাউল কল, ঋণদান সমিতি, কেন্দ্রীয় ধান্যবিক্রয় সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, পঞ্চায়েত, হাসপাতাল, নৈশ বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করে ঐ অঞ্চলকে একটি আদর্শ সমবায় উপনিবেশে পরিণত করেন। তিনি নিজে ম্যাকিনন ম্যাকাজি অ্যাণ্ড কোম্পানীর অন্যতম অংশীদার ছিলেন। তাঁর অর্জিত অর্থ তিনি সমবায়ের মাধ্যমে এদেশের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য অকাতরে নিয়োগ করেছেন। দেশের দরিদ্র কৃষকগণকে মহাজনের অত্যাচার থেকে বাঁচাবার জন্য ১৯২৯ খ্রী. তিনি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কমিটিতে কৃষিঋণদানের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেন এবং তাঁর এই নীতি গৃহীত হয়। [৩]

হ্যালহেড, **নাথানিয়েল ব্রাশ** (২৫.৫.১৭৫১-১৮.২.১৮৩০) লণ্ডন। উইলিয়ম। পিতা ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ডের ডিরেক্টর ছিলেন। হ্যারো ও ক্রাইস্ট চার্চ অক্সফোর্ড থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। গায়িকা মিস্ লিন্লেকে ভালবাসতেন। নাট্যকার শেরিডন লিন্লের পাণিগ্রহণ করলে, হ্যালহেড ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরি নিয়ে সুদূর বাঙলাদেশে চলে আসেন। ১৭৭২ খ্রী. কোম্পানীর হাতে সুবা বাঙলার শাসনভার, বিশেষ করে দেওয়ানী কার্যের ভার আসে। বাংলা ভাষা জানা না থাকায় রাজস্ব আদায়ে অসুবিধা ঘটায় ইংরেজ আমলাদের বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তিনি বাংলা শিখতে শুরু করেন। এর আগে ইংল্যাণ্ডে বন্ধু নাট্যকার শেরিডনের সঙ্গে তিনি যৌথভাবে কাব্যানুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। অক্সফোর্ডে ছাত্রাবস্থায় প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ উইলিয়ম জোন্সের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। হ্যালহেডকে তিনিই প্রাচ্যভাষা আরবী ও ফারসী শিখতে উৎসাহিত করেন। ভারতে এসে বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংসের নির্দেশে ও পরামর্শে ১৭৭৬ খ্রী. তিনি হিন্দু আইনের সংক্ষিপ্তসার 'এ কোড অফ জেন্টু লস্' নামে অনুবাদ করেন। ১৭৭৮ খ্রী. 'A Grammar of the Bengal Language' নামে একখানি বিখ্যাত পুস্তকও রচনা করেন। এই ব্যাকরণই সর্বপ্রথম বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত গ্রন্থ। এই সময়ের মধ্যে তিনি বাংলা ও দেশীয় কয়েকটি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। হ্যালহেডের গ্রামারের পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ২১৬। ইংরেজী গ্রামারের আদলে রচিত হলেও সংস্কৃত ব্যাকরণের কাঠামোকে যথাসম্ভব বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি পণ্ডিত-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখান যে, সংস্কৃত, দেবনাগরী, আরবী, ফারসী, এমন কি ল্যাটিন ও গ্রীক অক্ষরের মধ্যেও সাদৃশ্য বর্তমান। ব্যাকরণটি ইংরেজীতে রচিত হলেও উদ্ধৃতিগুলি সবই কাশীদাসী মহাভারত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রভৃতি প্রচলিত বাংলা কাব্যাংশ থেকে নেওয়া। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—'বাংলা ভাষার শব্দগৌরব অসীম। বাংলা ভাষায় সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাসাদি যে-কোন বিষয় রচিত হতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালীরা এ বিষয়ে যত্নশীল নন'। ফিরিঙ্গীদের জন্য রচিত হলেও বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ শিক্ষা করার ও শিক্ষাদানের এটিই প্রাচীনতম প্রচেষ্টা। এই গ্রন্থটি হুগলীর মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হয়। হ্যালহেড সাহেব বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় পুরুষ। এস্থলে উল্লেখ্য, পর্তুগীজ পাদরী মানোএল-দা-আস্সুম্পসাও হ্যালহেডের বহুপূর্বে বাংলা ব্যাকরণ ও বাংলা-পর্তুগীজ শব্দকোষ পর্তুগীজ ভাষায় রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটি লিস্বন শহরে মুদ্রিত ও ১৭৪৩ খ্রী. প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষার ইতিহাসে এটিই আদি ব্যাকরণ। ১৭৮৫ খ্রী. হ্যালহেড নিজদেশ লণ্ডনে ফিরে যান। ১৭৯১-৯৫ খ্রী. ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। লণ্ডনে মৃত্যু। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নাথানিয়েল জন হ্যালহেড (১৭৮৭-১৮৩৬) দেওয়ানী আদালতের বিচারক হয়েছিলেন। বাংলা ভাষায় তাঁরও দখল ছিল এবং বাংলা যাত্রা-অভিনয়ে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। [৩,২৫,২৬,১২২]

পরিশিষ্ট

[মুদ্রণকার্য আরম্ভের পরবর্তী কালে সংগৃহীত জীবনীসমূহ যথাস্থানে সন্নিবেশ না হওয়ায় পরিশিষ্টে সংযোজিত হল।]

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৪ - ২৯.১.১৯৭৬) নোয়াখালীতে জন্ম। রাজকুমার। খ্যাতনামা গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পর 'কল্লোল যুগ'-এর যে-সব লেখক তুমুল আলোড়ন এনেছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম। আশ্বিন ১৩২৮ বঙ্গাব্দে 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'নীহারিকা দেবী' ছদ্মনামে তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। সে বছর তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন। গল্প ও উপন্যাস-রচয়িতা হিসাবে তাঁর খ্যাতি বিস্তৃত হলেও তিনি জীবনে বহু কবিতা লিখেছেন। এম.এ. ও বি.এল. পাশ করে মুন্সেফরূপে কর্মজীবন শুরু করেন। ক্রমে তিনি সাব-জজ ও জেলা জজ হন। চাকরির সূত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেড়িয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতার অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বেদে'। শতাধিক বই তিনি লিখে গিয়েছেন। 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' নামে জীবনী-গ্রন্থটি লিখে তিনি অসাধারণ জনপ্রিয়তা ও অর্থ উপার্জন করেন। তাঁর লিখিত 'কল্লোল যুগ' বইটি বাংলা সাহিত্যের একটি অমূল্য স্মৃতিচিত্ররূপে সমাদৃত। কবিতা, গল্প, উপন্যাস এবং জীবনী রচনায় তিনি এক বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর রচিত 'ইন্দ্রাণী', 'কাকজ্যোৎস্না', 'রূপসী রাত্রি', 'প্রচ্ছদপট', 'প্রাচীর ও প্রান্তর', 'ভাগবতী তনু', 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ', 'মন্দাক্রান্তা', 'প্রিয়া ও পৃথিবী', 'শত গল্প', 'প্রেমের গল্প' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। [১৬,১৭]

অনিলবরণ রায় (১৮৮৮ - ৩.১১.১৯৭৪) পাত্রসায়ের—বাঁকুড়া। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুইটি বিষয়ে এম.এ. পাশ করেন। দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনাকালে ১৯২১ খ্রী. স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ যখন বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি, তখন তিনি ছিলেন সম্পাদক। ১৯২৪ খ্রী. থেকে ১৯২৬ খ্রী. পর্যন্ত তিনি দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে জেলে বন্দী ছিলেন। মুক্তি পাবার পর তিনি পণ্ডিচেরীতে চলে যান। দীর্ঘ ৪০ বছর শ্রীঅরবিন্দ ও পণ্ডিচেরী আশ্রমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকেন। তিনি শ্রীঅরবিন্দ-রচিত গীতার ভাষ্যকার হিসাবে বিদেশের গুণিজনের কাছেও বিশেষভাবে সমাদৃত ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের দর্শন ও আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৯৬৬ খ্রী. কলিকাতায় আসেন। কলিকাতায় মৃত্যু। [১৬]

অবলাকান্ত কর (১৮৯১ - ২.১১.১৯৭৪) গোবিন্দপুর—বরিশাল। কৈলাসচন্দ্র। কিশোর বয়সেই তিনি বরিশালের শঙ্কর মঠের স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের সংস্পর্শে আসেন এবং বিপ্লবী 'যুগান্তর' দলের সভ্য হন। ১৯১৫ খ্রী. প্রথম ভারত-রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হন। সর্বসাকল্যে প্রায় ২৫ বছর কারা-জীবন যাপন করেন। তার মধ্যে দেশবিভাগের পর পাকিস্তানের জেলে ছিলেন ৪ বছর। পরে চব্বিশ পরগনার গোবরডাঙ্গা ইছাপুরে স্থায়ী বাস নির্মাণ করেন। সেখানে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল। দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন। [১৬]

অমর বসু (৬.২.১৮৯১(?) - ৩.৮.১৯৭৫) কলিকাতা। অতীন্দ্রনাথ। স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি কিশোর বয়সেই যুগান্তর বিপ্লবী দলের কর্মিরূপে স্বাধীনতা-সংগ্রামীর জীবন শুরু করেন। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব-প্রতিষ্ঠিত সারস্বত আশ্রমে তিনি বাল্যে শিক্ষালাভ করেন। ১৯০৫ খ্রী. বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে স্বেচ্ছাসেবকরূপে কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় 'বন্দেমাতরম্' গান গেয়ে বেড়াতেন। সেই সঙ্গে ক্রমে পিতার প্রতিষ্ঠিত 'সিমলা ব্যায়াম সমিতি'র পরিচালনায় অন্যতম প্রধান ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। ১৯১৬ খ্রী. পিতা-পুত্র একত্রে ৫ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কারামুক্তির পর কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২২ - ২৩ খ্রী. উত্তর কলিকাতায় কংগ্রেস সংগঠন স্থাপনে তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠাকালে তিনি সুভাষচন্দ্র বসুকে বিশেষ সাহায্য করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে বামপন্থী ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৫২ খ্রী. ফরওয়ার্ড

ব্লকের প্রার্থিরূপে বিধানসভার সদস্য পদ লাভ করেন। ১৯৫৫ খ্রী. মার্ক্সবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক দল গঠিত হলে ১৯৫৭ ও ১৯৬৩ খ্রী. পর পর দুইবার ঐ দলের মনোনীত প্রার্থিরূপে এম.এল.এ. হন। তিনি কয়েকটি শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। [১৬]

অমল হোম (১৮৯৪ - ২৩.৮.১৯৭৫) মজিলপুর—চব্বিশ পরগনা। গগনচন্দ্র। প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সমালোচক। ছাত্রাবস্থায়ই সাহিত্য ও সাংবাদিকতার প্রতি আকৃষ্ট হন। পিতৃবন্ধু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় শিক্ষানবীশ-হিসাবে যোগ দেন। এরপর তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গলী' পত্রিকায়, ১৯১৮ খ্রী. লাহোরের 'দি পাঞ্জাবী' নামক ইংরেজী দৈনিকপত্রে এবং কালীনাথ রায়ের 'দি ট্রিবিউন' পত্রিকায় কাজ করেন। ১৯১৯ খ্রী. 'কালা আইনে'র গোলমালে কালীনাথ রায় কারারুদ্ধ হলে তিনি ঐ পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯২০ খ্রী. এলাহাবাদে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর 'দি ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট' নামে দৈনিক পত্রিকায় বিপিনচন্দ্র পালের সহকারিরূপে যোগ দেন। ঐ সময় পণ্ডিত জওহরলালের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে তিনি কলিকাতায় ফেরেন এবং 'ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ' কাগজের সহ-সম্পাদক হন। ১৯২৪ খ্রী. পর্যন্ত তিনি এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঐ বছরের মাঝামাঝি সময়ে কর্পোরেশনের মেয়র দেশবন্ধুর পরিকল্পিত একটি মিউনিসিপ্যাল পত্রিকার দায়িত্ব তিনি ও সুভাষচন্দ্র বসু গ্রহণ করেন এবং ১৯২৫ খ্রী. থেকে ১৯৪৯ খ্রী. পর্যন্ত 'ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট'-এর সম্পাদক-রূপে নিযুক্ত থাকেন। ১৯২৭ খ্রী. পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর দৌহিত্রী ইলা দেবীকে বিবাহ করেন। 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার প্রথম অবস্থায় তিনি তার রবিবাসরীয় বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ১৯২০ খ্রী. কলিকাতায় তাঁরই উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'অল ইণ্ডিয়া সোশ্যাল সার্ভিস কন্‌ফারেন্সে' মহাত্মা গান্ধী সভাপতিত্ব করেন। তিনি ১৯৩১ খ্রী. কলিকাতায় সর্বপ্রথম 'রবীন্দ্রজয়ন্তী' উৎসবের আয়োজন করেন। ১৯৪৯ খ্রী. 'ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট' থেকে অবসর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের অনুরোধে রাজ্য সরকারের ডাইরেক্টর অফ পাব্‌লিসিটির পদে যোগ দেন। তিন বছর পরে দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের চীফ ইন্‌ফর্মেশন অফিসার নিযুক্ত হন। তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রীতিভাজন ও স্নেহধন্য ছিলেন। রবীন্দ্র-জীবনের বহু অপ্রকাশিত খুঁটিনাটি বিষয়ের তিনি একজন 'অথরিটি' এবং কবির বহু অপ্রকাশিত চিঠিপত্র ও তথ্যের সংগ্রহ তাঁর নিজস্ব সম্পদরূপে সংরক্ষিত আছে। রবীন্দ্র জন্ম-শতবর্ষে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর প্রধান-রূপে তিনি দিল্লীতে যোগ দেন। অমল হোমের সমগ্র জীবন নানা কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল। ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ তাঁকে 'উজ্জ্বল বাঙালী' বলে অভিহিত করেছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ', 'রামমোহন রায় অ্যাণ্ড হিজ ওয়ার্কস্', 'সাম অ্যাস্‌পেক্টস্ অফ মডার্ন জার্নালিজম ইন ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি। [১৬]

অমিয়কুমার বসু, ডা. (২৫.১২.১৯০০ - ১৪.১১.১৯৭৫)। প্রখ্যাত হৃদ্‌রোগ-বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসক। পিতা সত্যচরণ বনগাঁর সরকারী উকিল ছিলেন। ১৯১৭ খ্রী. তিনি বনগ্রাম উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক, ১৯২১ খ্রী. প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এস-সি. এবং ১৯২৭ খ্রী. কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম.বি. পাশ করেন। ডাক্তারী পড়ার সময় ১৯২৩ খ্রী. ফিজিওলজিতে এম.এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৮ খ্রী. বিলাতে গিয়ে L.R.C.P., M.R.C.S. এবং পরবর্তী কালে লণ্ডন থেকে M.R.C.P. পাশ করেন। শেষজীবনে F.R.C.P. হন। কর্মজীবনে তিনি কলিকাতা পি. জি. হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগের প্রধান এবং ইসলামিয়া হাসপাতালের সুপারিন্টেন্‌ডেন্ট ছিলেন। তা ছাড়া তিনি আর.সি.এস.-এর ফেলো, আর.সি.পি.-এর সদস্য, কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব অল্ডারম্যান, অল ইণ্ডিয়া কার্ডিওলজিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক, স্টুডেন্টস হেল্‌থ হোম-এর প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি এবং ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের পশ্চিমবঙ্গ শাখার অধ্যক্ষ ছিলেন। পিপল্‌স রিলিফ-সোসাইটি এবং ভারত-জার্মান গণতান্ত্রিক মৈত্রী সমিতির সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। [১৬,১৪৬]

অমূল্যচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৯০ - ২১.৫.১৯৬২) আউটসাহী-বিক্রমপুর—ঢাকা। খ্যাতনামা সাংবাদিক। আউটসাহী রাধানাথ হাই স্কুলে পড়ার সময়ই তিনি স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। বিপ্লবকর্মের সুবিধার জন্য ১৯০৮ খ্রী. ঢাকা জেলার সোনারং জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এখানে ছাত্রাবস্থায় ১৯১১ খ্রী. একটি রাজনৈতিক মামলায় কারাদণ্ড ভোগ করেন। সোনারং জাতীয় বিদ্যালয় উঠে গেলে কিছুদিন তিনি এখানে-ওখানে থেকে শেষ পর্যন্ত পুলিসের চোখ এড়িয়ে কলিকাতায় আসেন এবং

১৯১৩ খ্রী. এডওয়ার্ড ইন্‌স্টিটিউশন থেকে পরীক্ষা দিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেন। বঙ্গবাসী কলেজে বি.এ. ফাইনাল ক্লাসে পড়ার সময় কলেজ ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং পরীক্ষাও বর্জন করেন। এসময় কিছুদিনের জন্য তিনি অন্তরীণ হয়েছিলেন। এরপর তিনি সারা বাঙলার কংগ্রেসের প্রাথমিক সংগঠনের কাজে যুক্ত হন এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন-প্রতিষ্ঠিত 'সর্ববিদ্যায়তন' নামক জাতীয় বিদ্যালয় সংগঠনের কাজে বিশিষ্ট অংশ নেন। ১৯২৫ খ্রী. মাখনলাল সেন, সুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখের আমন্ত্রণে তিনি আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগ দিয়ে ১৯৩২ খ্রী. ঐ পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক হন। ১৯৩৭ খ্রী. আনন্দবাজার গোষ্ঠী ইংরেজী 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকা প্রকাশ করলে তিনি ঐ পত্রিকারও বার্তা-সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মালিক পক্ষের সঙ্গে মতভেদের জন্য ১৯৩৯ খ্রী. অপর কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে একযোগে তিনি ঐ পত্রিকা ছেড়ে চলে আসেন। এরপর ক্রমান্বয়ে বাংলা দৈনিক পত্রিকা 'ভারত', 'যুগান্তর', 'কৃষক', নবপর্যায়ের 'ভারত' ও 'লোকসেবক'-এ কাজ করেন। ১৯৫০ খ্রী. বছর তিনেকের জন্য তিনি পুনরায় আনন্দবাজারে যোগ দেন। ১৯৫৬ খ্রী. সক্রিয় সাংবাদিক জীবন থেকে তিনি অবসর-গ্রহণ করেন। বাংলা সংবাদপত্রের সংবাদ-রচনা-পদ্ধতিতে ও সংবাদপত্রের সংগঠনে তিনি একজন পথিকৃৎ। 'নিশাকর বর্মা' ছদ্মনামে তিনি দীর্ঘদিন আনন্দবাজার পত্রিকায় জনপ্রিয় 'কলম' লিখেছেন। [১৪৬]

অহীন্দ্র চৌধুরী, নটসূর্য (৬/১২.৮.১৮৯৫ - ৫.১১.১৯৭৪) কলিকাতা। চন্দ্রভূষণ। বাল্যে লণ্ডন মিশনারী স্কুলে পড়াশুনা করেন। কিশোর বয়সে থিয়েটার ও যাত্রাভিনয়ের আকর্ষণে পড়া ছাড়েন। ১৯২৩ খ্রী. 'কর্ণার্জুন' নাটকে 'অর্জুনে'র ভূমিকায় তাঁর প্রথম মঞ্চাবতরণ। অভিনয়কে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে অল্পকালের মধ্যেই তিনি খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মঞ্চে স্মরণীয় অভিনয়—'কর্ণার্জুন', 'অশোক', 'মিশরকুমারী', 'সাজাহান', 'চাঁদসদাগর', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'বিজয়া', 'সিরাজদ্দৌলা', 'প্রফুল্ল', 'তটিনীর বিচার', 'চিরকুমার সভা' প্রভৃতি নাটকে। প্রায় শতাধিক চলচ্চিত্রেও তিনি অভিনয় করেছেন এবং 'প্রিয়তমা', 'চিরকুমার সভা', 'তটিনীর বিচার', 'রাজনর্তকী', 'সোনার সংসার', 'ডাক্তার', 'শেষ উত্তর', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'কঙ্কাবতীর ঘাট' প্রভৃতিতে তাঁর অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯২২ খ্রী. নিজস্ব পরিচালনায় চলচ্চিত্রে প্রথম আত্মপ্রকাশ 'সোল অফ এ স্লেভ' চিত্রে। সবাক্ যুগে ১৯৩১ খ্রী. ম্যাডানের নির্বাচিত কয়েকটি নাট্যদৃশ্যে তিনি প্রথম অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫৪ খ্রী. পর্যন্ত বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন। মিনার্ভা মঞ্চে ১৯৫৭ খ্রী. 'সাজাহান' নাটকে নাম-ভূমিকায় তাঁর শেষ নাট্যাভিনয়। ১৯৫৪ খ্রী. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গীত নাটক আকাদেমির অধ্যক্ষ ছিলেন ও পরে ডীন পদে অভিষিক্ত হন। ১৯৫৮ খ্রী. কেন্দ্রীয় সঙ্গীত-নাটক আকাদেমি তাঁকে পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করে। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গিরিশ অধ্যাপকরূপে বক্তৃতা দেন। ১৯৬৭ খ্রী. রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি-লিট উপাধিভূষিত হন। ১৯৭২ খ্রী. নাট্যশতবার্ষিকীতে তিনি স্টার থিয়েটার প্রদত্ত পদক লাভ করেন। [১৬]

আবদুল সামাদ (১৮৯১ - ৩.২.১৯৬৫)। পৈতৃক নিবাস—বর্ধমান। পূর্ণিয়ায় জন্ম। প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়। খালিপায়ে খেলতেন। তাঁকে ফুটবলের যাদুকর বলা হত। এরিয়ান্স-এর দুঃখীরাম মজুমদারের কাছে তিনি তরুণ বয়সে শিক্ষালাভ করে ফুটবল খেলায় দক্ষ হয়ে ওঠেন। এরিয়ান্স থেকে তাজহাট ক্লাবে ও পরে ই. বি. রেল ক্লাবে যোগ দিয়ে অনেক দিন ঐ দলে খেলেন। ইউরোপীয়দের সঙ্গে খেলায় তাঁর দল হেরে গেলেও বহুবার তিনি বেস্ট প্লেয়ার হিসাবে পুরস্কার পেয়েছেন। মোহনবাগান দলে এবং পরবর্তী কালে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবেও খেলেছেন। দেশবিভাগের পর পূর্ববঙ্গে (পূর্ব-পাকিস্তান) চলে যান। ১৯৫৭ খ্রী. রেলের চাকরি থেকে অবসর নেন। তিনি পূর্ব-পাকিস্তানে (বাংলাদেশ) ফুটবলের কোচ ছিলেন এবং অনবদ্য খেলার স্বীকৃতি-স্বরূপ প্রেসিডেন্ট-পদক লাভ করেন। দিনাজপুরের পার্বতীপুরে তাঁর নিজের বাড়িতে মৃত্যু। [১৫৮]

আবদুল হালিম (১৯০৪ - ২৯.৪.১৯৬৬) কীর্ণাহার—বীরভূম। আবুল হোসেন। 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। দরিদ্র পরিবারে জন্ম। প্রথম জীবনে তাঁর কর্মোদ্যোগ ছিল শ্রমিক আন্দোলনে। ঠেলাগাড়িওয়ালাদের ধর্মঘটব্যাপারে তিনি সর্বপ্রথম জেল খাটেন। জেলে বসেই ১৯৩০ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনে দণ্ডিত বন্দীদের মধ্যে তিনি সাম্যবাদের আদর্শ প্রচার করেন। কিছুকাল আগে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অনেক কমিউনিস্ট নেতা ধরা পড়লেও তিনি গ্রেপ্তার এড়াতে পেরেছিলেন। পরবর্তী কালে বহুবার কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কন্ট্রোল কমিশনের একজন সদস্য ছিলেন। ১৯৬২ খ্রী. পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হলে তিনি মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কন্ট্রোল কমিশন তথা সেণ্ট্রাল

কমিটির সদস্য হন। একাদিক্রমে ১০ বছর বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন। [১৫৮]

আশুতোষ লাহিড়ী (১৮৯২ - জানু. ১৯৭৬) গাড়ুদাহ—পাবনা। অগ্নিযুগের প্রখ্যাত বিপ্লবী। পাঠ্যজীবনে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায় ও বাঘা যতীনের সংস্পর্শে এসে তিনি বিপ্লবী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। ফলে বহুবার তাঁকে কারাবাসে কাটাতে হয়। তাছাড়া দশ বছর দ্বীপান্তর দণ্ডও ভোগ করেন। আন্দামানে বন্দীনিবাসে বিপ্লবী মহানায়ক বীর সাভারকরের সংস্পর্শে আসেন ও তাঁর ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পরে হিন্দু মহাসভায় যোগ দেন। ১৯৪০ খ্রী. দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং পার্লামেন্টারি বক্তারূপে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। দৈনিক 'সার্ভেন্ট' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ছিলেন এবং কিছুকাল সাপ্তাহিক 'হিন্দুস্থান' ও 'কেশরী' পত্রিকাও সম্পাদনা করেছিলেন। [১৬]

ইন্দুমতী ঘোষ (আষাঢ় ১২৭৬ - আষাঢ় ১৩৩৪) পাঁচথুপী—মুর্শিদাবাদ। কৃষ্ণদয়াল সিংহ। স্বামী মধুসূদন ঘোষ পাঁচথুপীর বিশিষ্ট জমিদার ছিলেন। স্থানীয় নিঃ প্রাঃ বালিকা বিদ্যালয় থেকে পরীক্ষা দিয়ে মানপত্র ও পুরস্কার প্রাপ্ত হন। বিদ্যানুরাগিণী ও অধ্যয়নশীলা ইন্দুমতীর রচিত 'বঙ্গনারীর ব্রতকথা' পুস্তকে রাঢ় অঞ্চলের বিশেষত মুর্শিদাবাদের ফতে সিংহ প্রচলিত ব্রতকথাবলী সংগৃহীত আছে। মঙ্গলচণ্ডী, লক্ষ্মী, ষষ্ঠী ও সাধারণ কথা, এই চার স্তবকে ব্রতকথা গ্রন্থটি সম্পূর্ণ। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র বিভূতিভূষণের প্রচেষ্টায় ১৩৩৩ ব. এই ব্রতকথা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তার ভূমিকা লিখেন। রাঢ় মুর্শিদাবাদের প্রতিটি গৃহস্থ-বাড়িতে, তাছাড়া পশ্চিম বাঙলার গ্রামাঞ্চলেও এই ব্রতকথা ভিত্তি করে মহিলারা নিত্য-নৈমিত্তিক পাল-পার্বণ করে থাকেন। [১৫৮]

ইলা পাল চৌধুরী (১৯০৮ - ৯.৩.১৯৭৫) কলিকাতা। স্বামী—নদীয়ার জমিদার অমিয় পাল চৌধুরী। অল্পবয়সেই তিনি কংগ্রেসের কাজে যোগ দেন। দেশের কাজে সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ১৯৫৪ খ্রী. নদীয়া থেকে এক উপ-নির্বাচনে তিনি সর্বপ্রথম লোকসভার সদস্যরূপে নির্বাচিত হন এবং পরপর তিনবার সেখান থেকে জয়ী হয়ে লোকসভায় প্রতিনিধিত্ব করেন। প্রদেশ কংগ্রেসের মহিলা শাখার একজন সক্রিয় নেত্রী ছিলেন। উন্নয়নমূলক নানা সেবা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ছিল। সুলেখিকা ছিলেন। [১৬]

ঋত্বিক ঘটক (১৯২৭ - ৬.২.১৯৭৬) ঢাকা। বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার। রাজশাহী কলেজ থেকে ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বি.এ. পাশ করেন। ছাত্রাবস্থায় লেখক হিসাবে তাঁর পরিচিতি ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. ক্লাশে ভর্তি হলেও পড়া শেষ করেন নি। বিমল রায়ের সহযোগী হিসাবে চলচ্চিত্র জগতে তাঁর প্রবেশ। ১৯৫২ খ্রী. তাঁর প্রথম পরিচালিত ছবি 'নাগরিক' আর্থিক কারণে মুক্তি পায় নি। ১৯৫৭ খ্রী. 'অযান্ত্রিক' ছবিটি মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সফল চলচ্চিত্রকার-রূপে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর পরিচালিত উল্লেখযোগ্য ছবি 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' (১৯৫৮), 'মেঘে ঢাকা তারা' (১৯৫৯), 'কোমল গান্ধার' (১৯৬০) ও 'সুবর্ণরেখা' (১৯৬২)। স্বরচিত কাহিনী অবলম্বনে তাঁর শেষ ছবি 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' এখনও মুক্তি পায় নি। বাংলাদেশে তাঁর তৈরী ছবি 'তিতাস একটি নদীর নাম'। সমসাময়িক যে-সব চলচ্চিত্র পরিচালকের ছবি নিয়ে অনুরাগী মহলে বহু আলোচনা, বহু বিতর্ক চলে তাঁদের মধ্যে ঋত্বিক ঘটক অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি খুব বেশী ছবি পরিচালনা করেন নি কিন্তু তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি ছবি শিল্পনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। শেষ-জীবনে 'জ্বালা' নামে একটি নাটক রচনায় হাত দিয়েছিলেন। বোম্বাই-এর হিন্দী ছবিতে চিত্রনাট্য রচনার কাজও তিনি করেছেন। কিছুদিন তিনি পুনা ফিল্ম্ ইন্স্টিটিউটের অধ্যক্ষ ছিলেন। সরকার তাঁকে 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত করেন। [১৬]

কমল দাশগুপ্ত (? - ২০.৭.১৯৭৪) ঢাকা। প্রসিদ্ধ সুরকার। ত্রিশ এবং চল্লিশ দশকে গ্রামোফোন ডিস্কে তাঁর সুরে গাওয়া বহু গান অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। সেগুলির কথা ছিল প্রণব রায়ের এবং শিল্পী ছিলেন যূথিকা রায়। 'সাঁঝের তারকা আমি', 'আমি ভোরের যূথিকা' প্রভৃতি গান আজও সমাদৃত। রাগসংগীতে তাঁর তালিম ছিল। তাঁর কয়েকটি রাগাশ্রিত, কীর্তনাঙ্গ এবং ছন্দ-প্রধান গানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নজরুলের বহু জনপ্রিয় গানে তিনি সুর দিয়েছেন। গ্রামোফোন কোম্পানীর সংগীত-পরিচালক ছিলেন। বাংলা চলচ্চিত্রের সুরকার হিসাবেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। 'তুফান মেল', 'শ্যামলের প্রেম', 'এই কি গো শেষ দান'—চলচ্চিত্রের এই গানগুলি এককালে বিপুল সাড়া তুলেছিল। 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ছবিতে তাঁর সুরসৃষ্টি অবিস্মরণীয়। অনেক হিন্দী চিত্রেও তিনি সংগীত পরিচালনা করেছেন। সংগীত-পরিচালক হিসাবে

তাঁর শেষ ছবি 'বধূবরণ'। এরপর প্রায় ১০ বছর তিনি পূর্ব-পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) কাটান। ১৯৭২ খ্রী. কলিকাতায় বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্মেলন-মঞ্চে তাঁর ছাত্রী এবং সহধর্মিণী ফিরোজা বেগম মুখ্যশিল্পী ছিলেন। উভয়ের দ্বৈতসঙ্গীত শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। ঢাকায় মৃত্যু। ক্রীড়াজগতের স্বনামধন্য পঙ্কজ গুপ্ত তাঁর মাতুল। [১৬]

কাফি খাঁ (১৯০০-২৭.১০.১৯৭৫) ঢাকা। 'কাফি খাঁ' ও 'পিসিয়েল' নামে বিখ্যাত ব্যঙ্গচিত্র-শিল্পীর প্রকৃত নাম প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী। শিক্ষা-দীক্ষা শুরু হয় ঢাকাতেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি-বিষয়ে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে এম.এ. পাশ করেন। কিছুকাল অধ্যাপক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অধীনে গবেষণাকার্যও করেন। পরে পূর্ববঙ্গের ফেণী কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। চিত্রাঙ্কনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। পাঁচ বছর অধ্যাপনার পর তিনি কলিকাতায় আসেন এবং অধুনালুপ্ত 'দৈনিক এডভান্স' পত্রিকায় রাজনৈতিক কার্টুনিস্টরূপে ব্যঙ্গচিত্র এঁকে অল্পদিনেই সুপরিচিত হন। ১৯৩৫ খ্রী. থেকে 'অমৃতবাজার পত্রিকায় 'পিসিয়েল' ছদ্মনামে তাঁর পরিকল্পিত ও অঙ্কিত ব্যঙ্গচিত্র 'খুড়ো' ৩০ বছরেরও অধিককাল অগণিত পাঠকচিত্তে আনন্দ দান করেছে। 'যুগান্তর' পত্রিকায়ও 'কাফি খাঁ' ছদ্মনামে অনুরূপ অঙ্কিত 'শেয়ালপণ্ডিত' সিরিজ প্রবর্তন করে শিশু ও কিশোরদের মধ্যে প্রচুর বিমল আনন্দ পরিবেষণ করেছেন। ছোটদের মনোরঞ্জক 'কাফিস্কোপ' নামে তাঁর কার্টুন ছবির বই কয়খানিও অপূর্ব। ব্যবসায়ী মহলেও সার্থক প্রচারশিল্পী (কমার্শিয়াল আর্টিস্ট) হিসাবে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। [১৬]

কামিনীকুমার ঘোষ (১৮৮৯-৩১.১০.১৯৭৪) বিনয়কাঠি—বরিশাল। রামচরণ। খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্। দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে তাঁর ছাত্রজীবন কাটে। গৈলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা, বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে বি.এ. (১৯১৫) এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করে ১৯২০ খ্রী. জোড়াসাঁকো হাই স্কুলের প্রধানশিক্ষকরূপে কর্মজীবন শুরু করেন। দীর্ঘদিন রিপন স্কুলের প্রধানশিক্ষক ছিলেন। ১৯৫৬ খ্রী. শিক্ষকতার কাজ থেকে অবসর-গ্রহণ করেন। তিনি নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি ও পশ্চিমবঙ্গ প্রধানশিক্ষক সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার এবং বিধান পরিষদ্ ও পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সদস্য ছিলেন। এছাড়া বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। স্কুলপাঠ্য গ্রন্থের প্রণেতা ও প্রকাশকরূপেও তাঁর নাম সুপরিচিত। বরিশাল সেবা সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতিরূপে তিনি দীর্ঘকাল উক্ত সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। [১৬]

কামিনীকুমার ভট্টাচার্য (মার্চ ১৮৮৯-মার্চ ১৯৪৪) শ্রীকাইল—ত্রিপুরা (পূর্ববঙ্গ)। তারানাথ। ব্রাহ্মণবাড়িয়া অন্নদা হাই স্কুল থেকে ১৮৯৭ খ্রী. এন্ট্রান্স, ১৮৯৯ খ্রী. এফ.এ., ১৯০২ খ্রী. ঢাকা কলেজ থেকে বি.এ., কলিকাতা স্কটিশ সহ্চার্চ কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে এম.এ. এবং রিপন কলেজ থেকে ১৯০৬ খ্রী. বি.এল. পাশ করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া কোর্টে ওকালতি করেন। অভিনেতা এবং তবলাবাদক হিসাবে খ্যাতি ছিল। ঢাকার হরি ওস্তাদ, উপেন্দ্র বসাক এবং মুরারি গুপ্ত তাঁর তবলা-শিক্ষক ও সঙ্গীতগুরু ছিলেন। তিনি বহু স্বদেশী গান এবং কয়েকখানি দেশাত্মবোধক পুস্তকও রচনা করেছিলেন। কিন্তু পুলিসী অত্যাচারে মুদ্রণের পূর্বেই সেগুলি বিনষ্ট হয়ে যায়। 'শাসনসংযত-কণ্ঠ জননি! গাহিতে পারি না গান', 'অবনত ভারত চাহে তোমারে, এসো সুদর্শনধারী মুরারি' প্রভৃতি তাঁর রচিত বিখ্যাত গান। [১৩৩]

কালিদাস রায়, কবিশেখর (জুলাই ১৮৮৯-২৫.১০.১৯৭৫) কড়ুই—বর্ধমান। শীর্ষস্থানীয় কবি, বিশিষ্ট নিবন্ধকার ও আদর্শ শিক্ষাবিদ্। পিতা যোগেন্দ্রনারায়ণ কাশিমবাজার রাজ এস্টেটের পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। কালিদাস বহরমপুরে কলেজ থেকে ১৯১০ খ্রী. সম্মানের সঙ্গে বি.এ. পাশ করে কিছুদিন কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শনে এম.এ. পড়েন। কর্মজীবনের শুরু রংপুর জেলার উলিপুর মহারাণী স্বর্ণময়ী স্কুলের প্রধান-শিক্ষকরূপে। সেখান থেকে রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন তাঁকে কলিকাতায় নিয়ে এসে ভবানীপুরে মিত্র ইন্‌স্টিটিউশনের সহকারী প্রধানশিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। অবসর-গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত (১৯৫২) তিনি ঐ পদেই কর্মরত ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই কাব্য রচনা করতেন। ১৮ বছর বয়সে প্রকাশিত 'কুন্দ' তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়ও তিনি নিয়মিত লিখতেন। এভাবে অল্পদিনেই তাঁর কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। 'পর্ণপুট', 'ঋতুকুঁড়া', 'লাজাঞ্জলি', 'হৈমন্তী', 'বৈকালী', 'ব্রজবেণু', 'সন্ধ্যামণি', 'ঋতুমঙ্গল', 'চিত্তচিতা', 'রসকদম্ব', 'বল্লরী', 'পূর্ণাহুতি' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। চৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা লোচনদাসের বংশধর কালিদাস রায়ের মাতৃকুলও বৈষ্ণবসমাজে সুপরিচিত। ফলে বৈষ্ণবোচিত ভাবধারা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে। তাঁর কাব্যের মধ্যে সহজ, সরল ও আন্তরিকতার সুর পাওয়া যায়। তাঁর রচিত প্রবন্ধ

পুস্তক 'প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়', 'প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য', 'পদাবলী-সাহিত্য', 'শরৎ-সাহিত্য ও সাহিত্য প্রসঙ্গ' প্রভৃতিও বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। সংস্কৃত সাহিত্য-বিষয়েও তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি বহু প্রবন্ধ নানা পত্র-পত্রিকায় লিখে গেছেন। 'বেতালভট্ট' ছদ্ম-নামে প্রকাশিত তাঁর রস-রচনাগুলিও বহুজন-সমাদৃত। সাহিত্য-কৃতির জন্য তিনি ১৯৬৩ খ্রী. 'আনন্দ-পুরস্কার' এবং ১৯৬৮ খ্রী. 'পূর্ণাহুতি' কাব্যগ্রন্থের জন্য 'রবীন্দ্র-পুরস্কার' পান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' ও 'সরোজিনী স্বর্ণপদক' প্রদান করে। বিশ্বভারতী কর্তৃক 'দেশিকোত্তম' উপাধি ও ১৯৭২ খ্রী. রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ডি-লিট' উপাধি দ্বারা তিনি সম্মানিত হন। কেবল সুকবি ও সুরসিক প্রবন্ধকারই নন, তিনি ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষাবিদ্। শিক্ষক হিসাবে ছিলেন কঠোর নিয়মনিষ্ঠ, একান্ত সহৃদয় এবং শিক্ষাদানের সঙ্গে ছাত্রদের চিত্তগঠনে তৎপর; কোন সমস্যার উদ্ভব হলে ঘনিষ্ঠ আলোচনায় তিনি ছাত্রদের সুযোগ দিতেন। ছাত্রদের উপযোগী কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য পুস্তকও তিনি রচনা করেছিলেন। শেষ-জীবনে 'শরৎ সান্নিধ্যে' নামে একখানি গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু তা শেষ করে যেতে পারেন নি। [১৬]

কালীকুমার দত্ত (আনু. ১৮২০-১৮৬৭) কুকুটিয়া-বিক্রমপুর—ঢাকা। রামলোচন। পূর্ববঙ্গে 'দাতা-কালীকুমার' নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। বাল্যকালে নিজের চেষ্টায় ও যত্নে বাংলা ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। ফারসী ভাষায় পারদর্শিতার জন্য মুন্সী উপাধি পান। প্রথম জীবনে ঢাকায় সামান্য বেতনে চাকরি করেন। পরে ওকালতি পাশ করে উকিল হন। তাঁর কর্মজীবনের প্রধান অংশ অতিবাহিত হয় ময়মনসিংহে। সেখানে জজ আদা-লতে ওকালতি করে তিনি প্রচুর অর্থ ও যশ লাভ করেন। কিন্তু তাঁর সর্বপ্রধান খ্যাতি অতিথিসেবা ও দানশীলতার জন্য। তাঁর গৃহে অতিথিবর্গ এবং তিনি ও তাঁর পরিবারের সকলে সমান আহার ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে লোকে বলত, 'কলিতে কালীকুমার'। তিনি নিজে বলতেন —'আত্মীয় কুটুম্ব ও দেশস্থ দশজনের সাহায্য করাই সর্বোৎকৃষ্ট জীবনবীমা'। তাঁর কন্যা মনোরমা (মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার স্ত্রী) সম্বন্ধে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলেছিলেন, 'একটি কুলবধূ সংসারধর্ম পালন করিয়া নানাপ্রকার ঝঞ্ঝাট ও অভাবের মধ্যে কেমন করিয়া ধর্মলাভ করিতে পারে, মনোরমা তাহারই দৃষ্টান্ত দেখাইতে আসিয়াছিলেন। পৃথিবীতে কোটিতে কদাচিৎ এইরূপ একটি জন্মে। মনোরমার জীবনদ্বারা লক্ষ লোকের উপকার হইবে'। [১৬১]

কুসুমকুমারী রায়চৌধুরী। উত্তর প্রদেশের মৈন-পুরীতে জন্ম। স্বামী লাখুটিয়া—বরিশালের জমি-দার রাখালচন্দ্র রায়চৌধুরী। একজন খ্যাতনামা লেখিকা। তাঁর রচিত 'স্নেহলতা' গ্রন্থটি বঙ্গের সর্বপ্রথম মহিলা-বিরচিত উপন্যাস। অন্যান্য উপ-ন্যাস : 'প্রেমলতা', 'শান্তিলতা' ও 'লুৎফ্উন্নিসা'। এছাড়া 'প্রসূনাঞ্জলি' নামে ধর্মসন্দর্ভমূলক একখানি গ্রন্থও তিনি রচনা করেছিলেন। সাহিত্যিক দেব-কুমার (১৮৮৪-১৯২৯) তাঁর পুত্র। [১৬০]

কৃষ্ণগোবিন্দ বসু (১৯২১-১১.১২.১৯৭৪) বেলেঘাটা—কলিকাতা। পিতা 'কবিরত্ন' জয়গোপাল মানিকতলা এথেনিয়ান স্কুলের সহকারী প্রধান-শিক্ষক ছিলেন। রাজনৈতিক জীবনে কৃষ্ণগোবিন্দ কে. জি. বসু নামে সুপরিচিত হয়েছিলেন। ১৯৩৯ খ্রী. ম্যাট্রিক পাশ করে বেলেঘাটার একটি ফ্যানের কারখানায় মজদুরের চাকরি নেন। পরে সিটি কলেজের নৈশ বিভাগ থেকে বি.কম. পাশ করেন। ১৯৪১ খ্রী. তিনি ডাক ও তার বিভাগে চাকরি নিয়ে ১৯৪৬ খ্রী. ঐতিহাসিক ডাক-তার কর্মীদের ধর্মঘটের নেতৃত্ব দেন। ১৯৪৯ ও ১৯৫০ খ্রী. যথাক্রমে ৪ মাস ও ১ বছর জেলে আটক থাকেন এবং চাকরি থেকে বরখাস্ত হন। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ১৯৬০ ও ১৯৬৮ খ্রী. ধর্মঘটেরও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের শ্রমিক কর্মচারী এবং আধা-সরকারী ও বেসরকারী শ্রমিক-কর্মচারী আন্দোলনের অনতম সংগঠক ও নেতা, ১২ই জুলাই কমিটির প্রতিষ্ঠাতা-নেতা এবং কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি ছিলেন। ১৯৬৯ খ্রী. কাশী-পুর কেন্দ্র থেকে বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ক্যান্সার রোগাক্রান্ত হয়ে তিনি চিকিৎসার জন্য লণ্ডনে যান। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। [১৬]

কৃষ্ণদয়াল বসু (২৭.১.১৮৯৭-?) চক-মীরপুর —ঢাকা। মাতুলালয় নিকলা—ময়মনসিংহে জন্ম। হরিদয়াল। প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্যসেবী। পিতার কর্মক্ষেত্র রংপুরের উলিগ্রামে তাঁর শিক্ষারম্ভ। সেখানের মহারাণী স্বর্ণময়ী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯১২ খ্রী. ম্যাট্রিক, ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ থেকে আই.এ. এবং কলিকাতা রিপন কলেজ (অধুনা সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) থেকে ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ বি.এ. পাশ করেন (১৯১৬)। কর্মজীবন শুরু হয় স্কুলের শিক্ষক

হিসাবে। ১৯২৮ খ্রী. ময়মনসিংহের চন্দ্রকোনা হাই স্কুলের প্রধানশিক্ষকের পদ ছেড়ে তিনি কলিকাতার মিত্র ইন্‌স্টিটিউশনের শিক্ষক হয়ে আসেন এবং অবসর-গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এখানেই সুখ্যাতির সংগে ইংরেজী ও বাংলার শিক্ষকতা করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর সাহিত্যিক জীবনের শুরু হয়। তখনকার প্রকাশিত 'খোকাখুকু', 'শিশুসাথী', 'পাঠশালা', 'কৈশোরিকা' প্রভৃতি শিশু ও কিশোর মাসিক পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন। 'খোকাখুকু' পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাগুলি পরে 'রুনুঝুনু' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তাঁর অপর কবিতার বই 'ছড়া ও ছন্দ' (১৯৫৭)। ছোটদের জন্য রচিত তাঁর গদ্যগ্রন্থ : 'ডেভিড লিভিংস্টোন', 'অ্যান্‌ডারসনের গল্প' (অনুবাদ), 'পড়ার পরেও ভাবতে হয়', 'কথা নিয়ে খেলা' প্রভৃতি। অন্যান্য রচনা : 'অন্তরের অন্তরালে' (ইবসনের নাটকের অনুবাদ), 'ভার্জিন সয়েল' (অনুবাদ), 'মেঘদূত' (অনুবাদ) ও 'মোহানা' (কাব্যগ্রন্থ)। তাঁর সর্বশেষ রচনা ছোটদের পত্রিকা 'সবুজপাতা'র শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয় (১৯৭১)। তা ছাড়া তাঁর রচিত স্কুলপাঠ্য পুস্তক 'বর্ণশ্রী' (বানান শিক্ষা-সম্পর্কিত) এবং 'Essential Book of Bengali Grammar & Composition' একসময়ে খুবই সমাদৃত ছিল। [১৪৯]

ক্ষীরোদ নট্ট (১৮৬৮ - ১২.৩.১৯৭৫) মাছরঙ-গাভা—বরিশাল। রূপচাঁদ। পাঁচ বছর বয়সে পিতার মৃত্যু হলে অনটনে পিতার ঢোলটিও বিক্রী হয়ে যায়। যজ্ঞেশ্বর নট্ট তাঁকে ঢোল শেখান। গুরুর সংগে তিনি ৪০ বছর আসরে বাজিয়েছেন। মৃত্যুর আগে গুরু যজ্ঞেশ্বর শিষ্যের হাতে তাঁর ঢোল তুলে দেন। ত্রিপুরা, দ্বারভাংগা প্রভৃতি রাজবাড়িতে ঢোল বাজিয়ে তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পান। বরিশালে এক কংগ্রেস অধিবেশনে অশ্বিনীকুমার দত্ত তিনটি জিনিস উপহার দেন—মুকুন্দ দাসের গান, ক্ষীরোদ নট্টের ঢোল আর বালাম চাল। ক্ষীরোদ নট্টের বাজনা শুনে গান্ধীজী তাঁকে খদ্দরের চাদর এবং সুভাষচন্দ্র খদ্দরের রুমাল উপহার দিয়েছিলেন। নবদ্বীপের বঙ্গবাণী সংগীত কলেজে তিনি ১২ বছর শিক্ষকতা করেন। বহু বিশিষ্ট চিত্র-পরিচালক ছায়াছবিতে তাঁর ঢোল-বাজনা ব্যবহার করেছেন। দেশ-বিভাগের পর ১৯৫০ খ্রী. পশ্চিমবংগে এসে প্রথমে ধুবুলিয়া ক্যাম্পে ওঠেন। পরে হাবড়ার কাছাকাছি কয়াডাংগা গ্রামে আসেন। সেখানকার জমিদারের আনুকূল্যে ঐ গ্রামে নট্ট কলোনী গড়ে ওঠে। কয়েক বছর আগে বংগ সংস্কৃতি সম্মেলন তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানায়। পশ্চিমবংগ সরকার থেকে তিনি বৃত্তি পেতেন। [১৬,১৭]

গোপিকাবিলাস সেন (১৯০০ - ২৪.৮.১৯৬৯) সিউড়ী—বীরভূম। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। ১৯২২ খ্রী. অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। বীরভূমে কংগ্রেস সংগঠন তৈরী করে তার সম্পাদক হন। খাজনা বন্ধ আন্দোলনে ৮০টি গ্রাম সংগঠিত করেছিলেন। এই কারণে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। তিনি 'স্বরাজ আশ্রম'-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের একান্ত-সচিব ছিলেন। ১৯৩৪ খ্রী. অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ঐ সম্মেলন সরকার কর্তৃক বে-আইনী ঘোষিত ছিল। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন নেলী সেনগুপ্তা। ১৯৫২ খ্রী. তিনি বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রিসভায় রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। [১৫৮]

চারুশীলা দেবী (১৮৮৩ - ?) মেদিনীপুর। রাখালচন্দ্র অধিকারী। স্বামী বীরেন্দ্রকুমার গোস্বামী। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রথম ছাত্রী। ১২ বছর বয়সে বিবাহ হয়। বিপ্লবী ক্ষুদিরাম তাঁকে রক্ততিলক পরিয়ে স্বদেশ-মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯০৮ খ্রী. কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে যাবার আগে তাঁরই বাড়িতে ক্ষুদিরাম আত্মগোপন করেছিলেন। বিধবা হবার পর ১৯২১ খ্রী. মেদিনীপুরে মহিলা সমিতি গঠন করেন। ১৯২২ খ্রী. কলিকাতায় ট্রেনিং স্কুলে পড়াশুনা করে স্বগ্রামে গঠনমূলক কাজে ব্রতী হন। ১৯৩০ খ্রী. লবণ আইন ভংগ আন্দোলনে যুক্ত হন এবং জনসাধারণকে আন্দোলনে যোগদানের আহ্বান জানিয়ে সভা-সমিতি করতে থাকেন। চন্দ্রাকরে সভা করবার সময় গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরোলে খড়্গপুরে চলে আসেন এবং সত্যাগ্রহীদের সাহায্যার্থ অর্থসংগ্রহের জন্য শ্রমিক-সভার আয়োজন করেন। এভাবে নানা বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও সংগৃহীত অর্থ ও গহনাদি নেতা অন্নদা চৌধুরীর হাতে পৌঁছিয়ে দেন। বে-আইনী শোভাযাত্রা পরিচালনার জন্য তাঁর ৬ মাসের কারাদণ্ড হয়। জেলে বিধবাদের স্বহস্তে রান্নার অধিকার অর্জনের জন্য অনশন করে সরকারকে তা মানতে বাধ্য করেন। এরপর আরও কয়েকবার বিভিন্ন কারণে কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন। ১৯৩৩ খ্রী. মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ নিহত হলে তিনি আট বছরের জন্য মেদিনীপুর থেকে বহিষ্কৃত হন। তিনি পুরী চলে যান। পরে ১৯৩৮ খ্রী. কলিকাতায় এসে কর্পোরেশন স্কুলে শিক্ষিকার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। [২৯]

চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত (১৮৯৮?-২০.১২.১৯৭৪) কলিকাতা। সৌরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বামী নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত এক সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। জনপ্রিয়তা অর্জনের আগে অল্প যে কয়জন রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন চিত্রলেখা (ঝুনু) তাঁদের একজন। স্বয়ং কবিগুরুর কাছে তাঁর সংগীতশিক্ষা। উদাত্ত কণ্ঠের অধিকারিণী ছিলেন। ১৯১১ খ্রী. কলিকাতা কংগ্রেসে তিনি বিনা মাইকে 'বন্দেমাতরম্' গেয়েছিলেন—রবীন্দ্রনাথের সুরে প্রকাশ্য সভায় সেই প্রথম এই গান গাওয়া হয়। ১৯১৮ খ্রী. বি.এ. পাশ করেন। ১৯৩৫ খ্রী. রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে লক্ষ্ণৌতে 'শাপমোচন' অভিনয়কালে তিনি সেখানেও রবীন্দ্রসংগীতে তালিম দিয়েছিলেন। লক্ষ্ণৌতে অতুলপ্রসাদ সেনের সান্নিধ্যে এসে অতুলপ্রসাদের গানেও দক্ষতা অর্জন করেন। পাশ্চাত্য সংগীতেও তাঁর গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল। কিন্তু 'তুমি কি কেবল ছবি' গানটি ছাড়া আর কোন রেকর্ড তিনি করেন নি। কলিকাতায় মিনিবাসের ধাক্কায় তাঁর মৃত্যু হয়। [১৬]

জগদানন্দ বাজপেয়ী (১৮৮৮-১৯.১২.১৯৭৪) জিয়াগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ। মাতুলালয় মেদিনীপুরের গড়বেতায় জন্ম। প্রবীণ সাংবাদিক, কবি ও সাহিত্যসেবী। তিনি দীর্ঘদিন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সহকারী সম্পাদক ছিলেন। কিছুদিন সহকারী সম্পাদক হিসাবে 'দৈনিক জনসেবক' পত্রিকাতেও কাজ করেন। অনুশীলন দলের সঙ্গে তিনি নানা আন্দোলনে জড়িত থেকে কয়েকবার কারাবরণ করেছেন। দেশ স্বাধীন হবার পর সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে আসেন। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থের রচয়িতা। বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'প্রতিধ্বনি' (কাব্য), 'বিংশ শতাব্দীর বিশ্ব' (প্রবন্ধ গ্রন্থ), 'জন ও জনতা', 'চলার পথে' (স্মৃতিচারণ) প্রভৃতি। [১৬]

জহির রায়হান (৫.৮.১৯৩৩-জানুয়ারী ১৯৭২?) মজুপুর—নোয়াখালী। মোহম্মদ হাবিবুল্লাহ্। সাহিত্যিক ও চলচ্চিত্র-প্রযোজক। রক্ষণশীল পরিবারে জন্ম। প্রকৃত নাম মোহম্মদ জহিরুল্লাহ্। জহির রায়হান তাঁর সাহিত্যিক নাম। তিনি প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক কর্মী শহীদুল্লাহ্ কায়সারের অনুজ। প্রথমে কলিকাতা মিত্র ইন্‌স্টিটিউশনে ও পরে আলিয়া মাদ্রাসার অ্যাংলো-পার্শিয়ান বিভাগে পড়াশুনা করেন। ১৯৪৭ খ্রী. দেশ-বিভাগের পর গ্রামের বাড়িতে চলে যান ও সেখানকার আমিরাবাদ হাই স্কুল থেকে ১৯৫০ খ্রী. কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক এবং ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে ১৯৫৩ খ্রী. আই.এস-সি. ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় অনার্স নিয়ে বি.এ. পাশ করেন। ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে এবং ১৯৪৫ খ্রী. ভিয়েতনাম আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন। ১৯৫১-১৯৫৭ খ্রী. পর্যন্ত বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫২ খ্রী. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় তিনি কিছুদিনের জন্য কারারুদ্ধ হন। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধে তিনি চলচ্চিত্রের সংস্পর্শে আসেন এবং প্রথমে উর্দু ছবির পরিচালক লাহোরের কারদারের সঙ্গে ও পরে চিত্রপরিচালক সালাউদ্দিন ও এহতেশামের সহকারিরূপে যথাক্রমে 'যে-নদী মরুপথে' ও 'এ দেশ তোমার আমার' ছবিতে কাজ করেন। ১৯৫৬ খ্রী. 'ফিল্ম ডেভেলপ্‌মেণ্ট কর্পোরেশন' প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি নিজে ছবি করার সুযোগ লাভ করেন। তাঁর নিজের পরিচালিত প্রথম ছবি 'কখনো আসেনি' ১৯৬১ খ্রী. মুক্তিলাভ করে। তারপর থেকে বাংলা, উর্দু ও ইংরেজী ছবি করেন। কয়েকটি ছবির প্রযোজনাও তিনি করেছিলেন। ১৯৭১ খ্রী. তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। একটানা নয় মাস ধরে পাক-ফৌজের তাণ্ডবে শেষ পর্যন্ত গণহত্যা ও বুদ্ধিজীবী নিধন চলতে থাকে। তিনি তখন বাংলা দেশের নবগঠিত অস্থায়ী সরকারের কেন্দ্র মুজিবনগরে চলে আসেন এবং 'Stop Genocide' নামে একটি প্রামাণ্য চিত্র তৈরী করেন। তারপর বাবুল চৌধুরীর 'Innocent Million' ও আলমগীর কবীরের 'Liberation Fighters' চিত্র-মুক্তি তাঁরই তত্ত্বধানে সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশের প্রথম ইংরেজী ছবির নির্মাতা তিনি। তৎকালীন সমগ্র পাকিস্তানে তিনিই 'সঙ্গম' নামে প্রথম রঙ্গীন ছবি তৈরী করেছিলেন। তাছাড়া প্রথম সিনেমাস্কোপ ছবি-সৃষ্টিতেও তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত ছবি : 'জীবন থেকে নেওয়া', 'বেহুলা', 'সোনার কাজল', 'কাঁচের দেয়াল', 'আনোয়ারা', 'বাহানা', 'জ্বলতে সুরজ কে নীচে', 'লেট দেয়ার বি লাইট' (অসমাপ্ত) ইত্যাদি। প্রায় ছবিরই তিনি নিজে কাহিনীকার ও ফটোগ্রাফার ছিলেন। তাঁর 'কাঁচের দেয়াল' ছবিটি একাধিক পুরস্কার লাভ করে। তাছাড়া সাহিত্যিক হিসাবেও তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ছোটবেলায় কবিতা লিখতেন। পরে গল্প উপন্যাসই বেশী লিখেছেন। প্রথম ছোটগল্প 'হারানো বলয়' ঢাকার 'যাত্রিক' পত্রিকায় ১৯৫১ খ্রী. প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধাদিও কিছু রচনা করেন। রচিত ও প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ : 'সূর্যগ্রহণ' এবং উপন্যাস : 'শেষ বিকালের মেয়ে'

(১৩৬৭ ব.), 'হাজার বছর ধরে' (১৩৭১ ব.), 'আরেক ফাল্গ্ন' (১৩৭৫ ব.), 'বরফ-গলা নদী' (১৩৭৬ ব.) এবং 'আর কতদিন' (১৩৭৭ ব.)। শেষোক্ত উপন্যাসটিই ছিল তাঁর অসমাপ্ত 'লেট দেয়ার বি লাইট' ছবির ম্ল কাহিনী। উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্য তাঁকে ১৯৬৪ খ্রী. আদমজী সাহিত্য প্রস্কার ও ১৯৭২ খ্রী. বাংলা একাডেমীর 'একুশে ফেব্রুয়ারী সাহিত্য প্রস্কার' (মরণোত্তর) দেওয়া হয়। প্র্বেবঙ্গ স্বাধীন হবার পর তিনি ম্জিবনগর থেকে ঢাকা ফিরে এসে জানলেন—তাঁর অগ্রজ শহীদ্লাহ্ কায়সার ও আরও অনেক ব্দ্ধিজীবী পাক-ফৌজের অন্চর আল-বদর বাহিনীর হাতে শহীদ বা নিখোঁজ হয়েছেন। তখনও নিখোঁজ ব্দ্ধিজীবীদের কেউ কেউ জীবিত আছেন এইর্প অন্মান করে অবিলম্বে 'ব্দ্ধিজীবী হত্যা তদন্ত কমিটি' গঠন করে তিনি নিজেই তদন্তের কাজে অগ্রসর হন। এই কাজে ৩০ জান্য়ারী ১৯৭২ খ্রী. ঢাকায় মীরপ্রে নিখোঁজ অগ্রজের সন্ধান করতে গিয়ে আর ফিরে আসেন নি। খ্ব সম্ভব শত্র্র কবলে তিনিও নিহত হয়েছেন। [১৫২]

জহির্ল ইসলাম (? - ২.৪.১৯৭১)। পাক আমলের প্র্বেবঙ্গের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম প্রোধা এবং 'উন্মেষ সাহিত্য-সংস্কৃতি সংসদ'-এর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি শাসক-শক্তির নির্যাতন এবং অনেক বাধা-বিপত্তির মধ্যেও গণ-অভ্যুত্থানের পটভূমিকায় রচিত নাটকের অভিনয়, সঙ্গীত ও সাহিত্যের অন্ষ্ঠান করেছেন। 'অগ্নিসাক্ষী' এই আন্দোলনের পটভূমিকায় তাঁর রচিত একখানি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। ম্ক্তিয্দ্ধকালে পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও সমরসচিব টিক্কা খানের পৈশাচিক চরিত্র নিয়ে তাঁর রচিত একটি নাটিকা ২৩.৩. ১৯৭১ খ্রী. উন্মেষ-গোষ্ঠীর অন্য দ্ইটি নাটকের সঙ্গে পল্টন ময়দানে অভিনীত হয়। সরকারী কোপদ্ষ্টিতে পড়েন এবং পাক ফৌজের অতর্কিত আক্রমণে হাজার হাজার নিরীহ নরনারীর সঙ্গে তিনিও নিহত হন। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'অজগাঁয়ের বেগম', 'ব্রীজের তলায় থাকি', 'মেয়েরা পর্দানশীন', 'অন্য নায়ক', 'ক্ষেতমজ্র' প্রভৃতি। [১৫২]

জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী (১৮৮৭ - ৭.৩.১৯৭৫)। ভারতবর্ষে বেল্টিং শিল্পের প্রবর্তক। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এস-সি. পাশ করেন। ১৯১১ খ্রী. গদর পার্টির সদস্য হিসাবে প্রথমে আমেরিকা ও পরে জার্মানী যান। বার্লিনে ভারতের অস্ত্রসংগ্রহের লিয়াজোঁ অফিসার হিসাবে কাজ করেন এবং ম্যাভেরি জাহাজে ভারতের বিপ্লবীদের জন্য অস্ত্র পাঠান। কিন্তু তাঁর এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। শ্রীরামপ্রের পৌরসভার সদস্য ও সহ-পৌরপ্রধান হিসাবে কাজ করেন। ১৯৫২ খ্রী. কংগ্রেসপ্রার্থির্পে বিধানসভার এবং ১৯৫৭ খ্রী. লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। [১৬]

জোসেফ নস্কর (১৯১০ - ১৪.৯.১৯৭৫)। বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী এবং পাশ্চাত্য ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের শিক্ষক ছিলেন। শৈশবকাল থেকেই গীতবাদ্যে তাঁর সহজাত প্রতিভা ছিল। ডা. সান্দ্রের তত্ত্বাবধানে তাঁর শিক্ষা পরিপ্র্ণতা লাভ করে। ১৯৩৩ খ্রী. লন্ডনের রয়্যাল কলেজ অফ মিউজিক থেকে লাইসেন্সিয়েট মিউজিক পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। এরপর ক্যালকাটা সিমফ্যানি অর্কেস্ট্রায় তিনি প্রথমে দ্বিতীয় বেহালাবাদক ও পরে প্রথম বেহালাবাদক হিসাবে নিয়মিত বাজাতেন। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষদিকে নিউ থিয়েটার স্ট্ডিওতে কাজ করেছেন। ১৯৪২ খ্রী. ও ১৯৪৯ খ্রী. তিনি সাদার্ন স্কুল অফ মিউজিক প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা সিমফ্যানি অর্কেস্ট্রা পরিচালনা করেন। বেহালা ছাড়া অন্য অনেক রকম বাদ্যযন্ত্রও তিনি ভাল বাজাতেন এবং ছাত্রদেরও শিক্ষা দিতেন। কম্পোজার হিসাবেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। [১৬]

জ্যোতিষচন্দ্র রায় (এপ্রিল ১৮৯৯ - ২৪.১১. ১৯৭৫) বরিশাল। বরদাকান্ত। খ্যাতনামা প্রাণ-রসায়নবিদ্। শান্তিনিকেতন, কলিকাতা, হেইডেলবার্গ, বার্লিন এবং লন্ডনে শিক্ষাগ্রহণ করেন। ১৯২৪ - ২৬ খ্রী. তিনি প্রফেসর মার্টিন হ্যানের তত্ত্বাবধানে গবেষণা-কার্য চালান। তাঁর গবেষণার বিষয় 'কলেরার মৌখিক টীকা'র (Oral Cholera Vaccine) ওপর কাজ শেষ করে ১৯২৬ খ্রী. তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীর অনার্স ডক্টরেট উপাধি পান। 'Leishmaniasis'-এর ওপর তাঁর গবেষণা প্রোটোলজিতে এক মৌলিক অবদান বলে গণ্য। তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বর্প ১৯৩১ খ্রী. কালাজ্বরের ওপর গঠিত অল্ডার কমিশনের সদস্যপদের জন্য তিনি আমন্ত্রিত হলেও যেতে পারেন নি। তিনি ভারতবর্ষের সেন্ট্রাল রিসার্স ইন্স্টিটিউট-এর প্রোটোলজিক্যাল সার্ভের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক নিয্ক্ত হন। ১৯৩৪ খ্রী. এই কাজ ছেড়ে আপন প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত ভারতের প্রথম মেডিক্যাল রিসার্চ ইন্স্টিটিউট গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৫৪ খ্রী. এই সংস্থার নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় 'ইন্ডিয়ান ইন্স্টিটিউট ফর

বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্টাল মেডিসিন' এবং ১৯৬৪ খ্রী. পর্যন্ত তিনি তার ডিরেক্টর ছিলেন। 'অ্যানেল্‌স্‌ অফ বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্টাল মেডিসিন' নামে একটি পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৬৯ খ্রী. ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে সম্মানিত করেন। [১৬]

তারাপদ চক্রবর্তী (? - ১.৯.১৯৭৫) কোটালি-পাড়া—ফরিদপুর। পণ্ডিত ধ্রুবচন্দ্র। প্রখ্যাত কণ্ঠ-শিল্পী ও সংগীতাচার্য। অভিজাত সংগীতজ্ঞ পরিবারে জন্ম। পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ সকলেই সংগীতে পারদর্শী ছিলেন। প্রথমে পিতার নিকট সংগীত-চর্চা শুরু করেন। পরে সাতকড়ি মালাকার এবং সংগীতাচার্য গিরিজাশংকর চক্রবর্তীর নিকট শিক্ষাগ্রহণ করেন। ১৭ বছর বয়সে তিনি কলিকাতায় আসেন ও কিছুকাল নিরাশ্রয় অবস্থায় দিন কাটান। এই অবস্থায়ও তিনি সংগীতচর্চা অব্যাহত রাখেন। তবলাবাদনেও তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। রাইচাঁদ বড়ালের সাহায্যে তিনি বেতারে চাকরি গ্রহণ করেন। এখানে বিভিন্ন সময়ে শিল্পী এনায়েৎ খাঁ, হাফিজআলী খাঁ, আলাউদ্দিন খাঁ প্রমুখের সঙ্গে কৃতিত্বের সঙ্গে সংগত করেছেন। ক্রমে তিনি কণ্ঠশিল্পিরূপে ছায়াহিন্দোল, নবমালিকা, নবশ্রী প্রভৃতি রাগ-রাগিণীতে, বিশেষ করে বাংলা খেয়ালে (স্থায়ী ও অন্তরায়) ভারতের সর্বত্র অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেন। বাংলা ভাষায় তিনি খেয়াল ও ঠুংরি গানের প্রথম প্রবর্তক। বহু উপাধিপ্রাপ্ত ছিলেন। উল্লেখযোগ্য উপাধি : ভাটপাড়া পণ্ডিত-সমাজ কর্তৃক 'সংগীতাচার্য', বিদ্বৎ সম্মিলনী থেকে 'সংগীত রত্নাকর' ও কুমিল্লা সংগীত পরিষদ্‌ থেকে 'সংগীতার্ণব'। ১৯৭২ খ্রী. তিনি সংগীত-নাটক আকাডেমির সদস্য নির্বাচিত হন এবং রাজ্য সরকারের আকাডেমি-পুরস্কার পান। ভারত সরকার ১৯৭৩ খ্রী. তাঁকে 'পদ্মশ্রী' উপাধি-ভূষিত করলে জীবন-সায়াহ্নে তিনি ঐ উপাধি গ্রহণে অসম্মতি জানান। বিশ্বভারতীর নির্বাচন-বোর্ডের তিনি সদস্য ছিলেন এবং নিজেও কয়েকটি নূতন রাগের সৃষ্টি করেন। তিনি 'সুরতীর্থ' নামক সংগীত-গ্রন্থের রচয়িতা। [১৬]

তোফাজ্জল হোসেন (১৯১১ - ৩১.৫.১৯৬৯) ভাণ্ডারিয়া—বরিশাল। প্রখ্যাত সাংবাদিক। মানিক মিয়া নামেও পরিচিত ছিলেন। প্রথম জীবনে বরিশালের পিরোজপুর সিভিল কোর্টের কর্মচারী ছিলেন। অল্পকাল পরেই চাকরি ছেড়ে রাজনৈতিক কর্মে যোগ দেন। মুসলিম লীগের কর্মী হিসাবে কাজ করার কালে তাঁর সাংবাদিক জীবনের সূত্রপাত হয়। কলিকাতার 'দৈনিক ইত্তেহাদ' পত্রিকায় বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেন। দেশ-বিভাগের এক বছর পর পত্রিকাটি উঠে গেলে তিনি কলিকাতা ছেড়ে ঢাকায় চলে যান এবং সেখানে ১৯৪৯ খ্রী. প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক ইত্তেফাক' পত্রিকা পরিচালনায় মৌলানা ভাসানীকে সাহায্য করেন। ১৪.৮. ১৯৫১ খ্রী. থেকে ঐ পত্রিকার দায়িত্বভার তাঁর হাতে আসে। ২৪.১২.১৯৫৩ খ্রী. থেকে আমৃত্যু তিনি ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। রাজনৈতিক মঞ্চ শিরোনামায় 'মুসাফির' ছদ্মনামে রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোচনা ও বিশ্লেষণ করতেন। রাজনৈতিক কারণে বহুবার কারাবরণ করেন। আয়ুব সরকার একবার তাঁর নিউ নেশন প্রেসটিও বাজেয়াপ্ত করেছিল। এই নির্ভীক সাংবাদিক সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার ব্যাপারে এবং দেশের জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে একজন নিষ্ঠাবান যোদ্ধা ছিলেন। [১৫৮]

দুর্গাপ্রসন্ন পরমহংসদেব, শ্রীশ্রী (? - ১৬.৮. ১৯৭৫) রাজাপুর—বরিশাল। পিতা উমাচরণ চক্রবর্তী কালী-সাধক ও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। পরিব্রাজকাচার্য ও শ্রীগুরু সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বাল্যকাল থেকেই সংসারবিরাগী ছিলেন। শ্রীনিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেব তাঁর সন্ন্যাস-গুরু। গুরুর নির্দেশিত পথে তিনি স্বগ্রামে সাধনায় রত থেকে সিদ্ধিলাভ করেন। গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন। পরিব্রজনকালে তিনি ভারতবর্ষ ও বাহিরের সমস্ত তীর্থস্থান পর্যটন করে বাণী প্রচার করেন। তিনি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলকে দীক্ষা দিতেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে সন্ন্যাসী ও গৃহী উভয়ই আছেন। তাঁর উপদেশ-বাণী : 'সত্য, সেবা, নীতি, ধর্ম—জীবনের চারি কর্ম'। শ্রীগুরু সংঘ এই বাণীর ধারক ও বাহক। শিষ্যগণের প্রদত্ত অর্থে তিনি মানব-কল্যাণে ভারতবর্ষের নানা স্থানে সঙ্ঘের নামে আশ্রম, বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, গ্রন্থাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। [১৬]

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী (১৮৯৮ ? - ১৪.১০. ১৯৭৫) ভবানীপুর—কলিকাতা। উমাপ্রসাদ। খ্যাতনামা ভাস্কর্যশিল্পী। ব্রোঞ্জ মূর্তি নির্মাণের ক্ষেত্রে তাঁর যথেষ্ট অবদান আছে। সম্পদশালী পরিবারে জন্ম। বাড়িতে পড়াশুনা শেষ করে ভাস্কর্যশিল্পে আত্মনিয়োগ করেন। হিরণ্ময় রায়চৌধুরী ও একজন ইটালিয়ান সাহেবই ছিলেন তাঁর শিক্ষাগুরু। তাঁর ছবি আঁকার হাতেখড়ি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে হলেও তিনি শিল্পগুরুর প্রবর্তিত বেঙ্গল স্কুলের প্রভাব ছিন্ন করে পাশ্চাত্যের বাস্তবধর্মী শিল্পকর্মকে গ্রহণ করেন। তাঁর ভাস্কর্যেও 'রিয়ালিজম্‌'-

এর শিল্পরূপ প্রাধান্য পেয়েছে। মাদ্রাজ আর্ট কলেজে দীর্ঘ ২৮ বছর অধ্যক্ষ-পদে এবং ললিত-কলা আকাদামির চেয়ারম্যান-পদে ৭ বছর অতি-বাহিত করার পর তিনি কলিকাতায় ফিরে আসেন। ১৯৫৫ খ্রী. টোকিওতে শিল্পসংক্রান্ত আলোচনা-চক্রে তিনি ছিলেন সভাপতি ও ডাইরেক্টর। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জাতীয় আধুনিক ভাস্কর্যশিল্প প্রদর্শনীতে তিনি প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৫৮ খ্রী. ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মভূষণ' উপাধি-ভূষিত হন। উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্য-শিল্প : পাটনায় 'শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ', মাদ্রাজে 'ট্রাই-অ্যাম্ফ্ অব লেবার' বা 'শ্রমের জয়যাত্রা', ত্রিবান্দ্রমে 'টেম্পল এন্ট্রি প্রোক্লামেশন', কলিকাতায় 'মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি', 'স্যার আশুতোষ মুখাজীর মূর্তি' প্রভৃতি। শিল্পীর অসংখ্য কাজের মধ্যে তাঁর শেষ-কাজ ভারতের বিভিন্ন জাতি এবং বিভিন্ন ধর্মের প্রতীক বিরাট বিরাট একাদশ মূর্তি। এই শিল্পকর্ম দিল্লীর জনপথে স্থান পাবে। তাঁর আঁকা 'সুমাত্রা দ্বীপের পাখী' ছবিখানি সম্রাট পঞ্চম জর্জের পত্নী রানী মেরী বহু টাকার বিনিময়ে কিনেছিলেন। লেখক হিসাবেও দেবীপ্রসাদের পরিচিতি ছিল। তাঁর লেখাগুলির মধ্যে 'জিনিয়াস', 'বল্লভপুরের মাঠ', 'পিচাশ', 'রিক্সাওয়ালা' এবং 'পোড়োবাড়ি' উল্লেখযোগ্য। দেবীপ্রসাদ ভাল বাঁশি বাজাতে পার-তেন। কুস্তিতেও চৌকস ছিলেন। নৃত্যশিল্পী ভাস্কর তাঁর পুত্র। [১৬]

দেবেন্দ্রমোহন বসু (২৬.১১.১৮৮৫ - ২.৬. ১৯৭৫) কলিকাতা। পৈতৃক নিবাস জোসিডি—ময়মনসিংহ। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-প্রশাসক। পিতা মোহিনীমোহন প্রথম ভারতীয় যিনি যুক্ত-রাষ্ট্রে গিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। অল্পবয়সে পিতৃ-বিয়োগ হলে দেবেন্দ্রমোহন মাতুল আচার্য জগদীশ-চন্দ্র বসুর সান্নিধ্যে এসে বাস করতে থাকেন। প্রথম শিক্ষা ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে। পরে সিটি কলেজিয়েট স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পাশ করেন। পদার্থ-বিজ্ঞানে এম.ডি. ডিগ্রী লাভ করে কিছুদিন আচার্য জগদীশচন্দ্রের অধীনে গবেষণা করেন। ১৯০৭ খ্রী. উচ্চশিক্ষার জন্য লণ্ডন যান। ১৯১২ খ্রী. লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়্যাল কলেজ অফ সায়েন্স থেকে পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স বি.এস.ডি. ডিগ্রী ও ১৯১৯ খ্রী. বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ.-ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। আচার্য জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিত অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করে (১৯৩৮) বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অধ্যক্ষ হন। তিনিই প্রথম বিজ্ঞানী যিনি এদেশে উইল্সন ক্লাউড চেম্বার নিয়ে প্রথম পরমাণু বিজ্ঞান-সম্পর্কে গবেষণায় ব্রতী হন। বিজ্ঞানের সমস্ত ক্ষেত্রই যে পারস্পরিক যুক্ত এবং সম্পূরক, এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি এদেশে গবেষণার সূচনা করেন। আনন্দমোহন বসু তাঁর খুল্লতাত এবং স্যার নীলরতন সরকার তাঁর শ্বশুর। [১৬,১৭]

ধরানাথ ভট্টাচার্য (১৮৮২ - ১২.১২.১৯৬৮) খুলনা। উমাচরণ। গুরু পরিবারের ছেলে ধরানাথ মাইনর পাশ করে পরিবারের সংস্কার ভেঙ্গে বরি-শালে গিয়ে ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে অবস্থানকালে অশ্বিনী দত্তের সান্নিধ্য লাভ করেন। পরে পিতার সঙ্গে কলিকাতায় আসেন। বিপিন গাঙ্গুলীর সহায়তায় বিপ্লবী দলের সভ্য হন। মুরারিপুকুর মামলায় তিনিও যুক্ত ছিলেন। কিছু-দিন আত্মগোপনের জন্য একটি মাত্র পিস্তল সম্বল করে দুঃসাহসিকতার সঙ্গে পায়ে হেঁটে বর্মায় চলে যান। সেখানে দু-তিন বছরের মধ্যে কয়েকটি বিপ্লবী ঘাঁটি তৈরী করেন। দেশে ফিরে দেওঘর ষড়যন্ত্রে যোগ দেন। কারাজীবনে বহুবার বিভিন্ন দাবিতে অনশন ধর্মঘট করেছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর তিনি গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। হুগলী জেলার হরিপাল তাঁর সর্বশেষ কর্মস্থল ছিল। তাঁর চেষ্টায় ও পরিশ্রমে হরিপালে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, অনেকগুলি স্কুল ও একটি ডিগ্রী কলেজ স্থাপিত হয়। [১৫৮]

ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত (জুন ১৮৯৬ - ২৪.১১. ১৯৭৪) সিংরৈল—ময়মনসিংহ। রামসুন্দর। খ্যাত-নামা দার্শনিক। ময়মনসিংহ, গৌহাটি ও কলি-কাতায় পড়াশুনা করেন। ১৯২১ খ্রী. সংস্কৃত ভাষা ও দর্শন বিষয়ে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. পাশ করেন। ১৯২৭ খ্রী. প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান এবং ১৯৩০ খ্রী. পি-এইচ.ডি. হন। কিছুদিন যাদবপুরের ন্যাশনাল ইন্স্টিটিউট অফ এডুকেশনে অধ্যাপনা করার পর ১৯২৮ খ্রী. পাটনা কলেজে দর্শন বিভাগে যোগ দেন এবং ক্রমে ঐ বিভাগের প্রধান হন। ১৯৫৩ খ্রী. সরকারী চাকরি থেকে অবসর নিয়ে শান্তিনিকেতনে বসবাস শুরু করেন। ইতিমধ্যে ১৯৪৮ খ্রী. হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দর্শন মহাসভায় যোগ দেন। ১৯৫২ খ্রী. ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬০ খ্রী. বিশ্বভারতী তাঁকে 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত করেন। দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস রচনার জন্য তিনি ১৯৫২ - ৫৩ খ্রী. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উইস্-কন্সিন ও মিনেসোটা বিশ্ববিদালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'সিক্স ওয়েজ অফ নোয়িং', 'অ্যান ইন্ট্রোডাক্শন টু ইণ্ডিয়ান ফিল-

সফি', 'দি চিফ কারেণ্টস্ অব কন্টেম্পোরারি ফিলসফি', 'গান্ধী ফিলসফি', 'ফিলসফিক্যাল পারস্পেক্টিভ', 'ধর্ম সমীক্ষা' প্রভৃতি। [১৬,১৪৬]

নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম (১৮৯০? - ২৬.৬.১৯৬৪) বাসুদেবপুর—শ্রীহট্ট। নবীনচন্দ্র। শিলচরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী, খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। ১৯১০ খ্রী. এণ্ট্রান্স, শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজ থেকে আই.এ. এবং কলিকাতা সিটি কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। অর্থনীতিতে এম.এ. পড়া আরম্ভ করেও পারিবারিক কারণে পড়া শেষ করতে পারেন নি। বি.এল. পাশ করে প্রথমে মৌলবীবাজারে এবং ১৯২২ খ্রী. থেকে শিলচরে প্রায় ৪২ বছর আইন-ব্যবসায় করে প্রভূত খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কিছুদিন সরকারী উকিলও ছিলেন। 'সবুজপত্র' গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল। শিলচরে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'ভবিষ্যৎ' পত্রিকার মাধ্যমে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। খ্যাতনামা সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়, অশোকবিজয় রাহা প্রমুখরা তরুণ-বয়সে এই পত্রিকার লেখক ছিলেন। এ ছাড়া 'প্রাচ্যবার্তা', 'সুরমা' ও 'বর্তমান' পত্রিকার সঙ্গেও দীর্ঘদিন সম্পাদক হিসাবে যুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত 'রূপ ও রস' নামক রবীন্দ্রসাহিত্যের সমালোচনামূলক গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচনাবলীকে প্রধানত সমাজতত্ত্ব, আধুনিক সাহিত্য সমালোচনা, যুগসমস্যা ও সংস্কৃতি, রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনা, সমসাময়িক ঘটনাবলীর ওপর সম্পাদকীয় নিবন্ধ, রসরচনা, বড় গল্প ও কবিতা, এই আটটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। সুরমা উপত্যকা অঞ্চলের সমস্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাঁর আসন ছিল সর্বাগ্রে। এই শতকের তিরিশের দশকে যখন প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে ঐ অঞ্চলের মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের নৃত্যানুষ্ঠান বিরূপ সমালোচনার বিষয় ছিল, তখনও বিপুল উৎসাহ ও নিজস্ব পরিকল্পনায় তিনি স্ত্রী মালতী দেবী, নিজের ভগ্নী, কন্যা এবং বন্ধুকন্যা ও ছেলেদের নিয়ে A.I.W.C.-র শাখা নারী কল্যাণ সমিতির পক্ষে নৃত্য-অভিনয়ের অনুষ্ঠান করেছেন। নগেন্দ্রনাথ শিলচরে 'বাণী পরিষদে'র প্রতিষ্ঠাতা। তিনি আসাম রাজ্য পাব্লিকেশন বোর্ডের সদস্য, স্থানীয় গুরুচরণ কলেজের গভর্নিং বডি ও গান্ধী স্মারকনিধির সভাপতি এবং শিলচর ল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ ছিলেন। এ ছাড়া সঙ্গীত বিদ্যালয়, সুরলোক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ এবং বিভিন্ন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তাঁর নিবিড় যোগ ছিল। [১৬,১৪৬]

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক। রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রথম সময়ের অনুবাদক। এককালে তিনি করাচী থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত ইংরেজী সাপ্তাহিক 'ফিনিক্স' এবং লাহোর থেকে প্রকাশিত 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। বাংলাতে কয়েকটি উপন্যাস ও প্রায় শ'-খানেক ছোট গল্প লেখেন। [১৭]

নরেন্দ্রনাথ মিত্র (৩০.১.১৯১৭ - ১৪.৯.১৯৭৫) সদরদি—ফরিদপুর। মহেন্দ্রনাথ। প্রখ্যাত কথাশিল্পী। স্থানীয় ভাঙ্গা হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আই.এ. এবং কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। গৃহ-শিক্ষকতাই তখন তাঁর রোজগারের প্রধান অবলম্বন ছিল। ৬৬, শোভাবাজার স্ট্রীটের মেসবাড়িতে সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং ধীরেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে এক ঘরে থাকতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-কালে তিনি অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীতে চেকারের কাজে কিছুদিন নিযুক্ত থেকে পরে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসাবে বেছে নেন। 'দৈনিক কৃষক', 'সত্যযুগ' প্রভৃতি কাগজে কাজ করে ১৯৫০ খ্রী. থেকে আমৃত্যু আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক। তাঁর প্রথম লেখা 'মূক' কবিতা প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ খ্রী. দেশ পত্রিকায়। ২-৩ বছরের মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের সঙ্গে একত্রে 'জোনাকি' কবিতাগ্রন্থ প্রকাশ করেন। 'নিরিবিলি' তাঁর একমাত্র কবিতা গ্রন্থ। প্রথম বয়সের ছোট গল্প রয়েছে 'অসমতল' ও 'হলদে বাড়ী' পুস্তকদ্বয়ে। উল্লেখযোগ্য ছোট ও বড় গল্প : 'সন্ধান', 'চোর', 'এক পোয়া দুধ', 'একটি প্রেমের গল্প', 'রস', 'দ্বিবচন', 'বিবাহবাসর', 'পালঙ্ক', 'রত্নাবাই', 'চাঁদমিয়া', 'শ্বেতময়ূর', 'সংসার', 'দ্বৈরথ' প্রভৃতি। প্রথম উপন্যাস 'দ্বীপপুঞ্জ' ১৯৪৭ খ্রী. দেশ পত্রিকায় 'হরিবংশ' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাস : 'চেনামহল', 'সহৃদয়া', 'তিন দিন তিন রাত্রি', 'সূর্যসাক্ষী', 'গোধূলি', 'শুক্লপক্ষ', 'ছাত্রী', 'দেবযান', 'দূরভাষিণী', 'বিলম্বিত লয়' প্রভৃতি। 'শিল্পীর স্বাধীনতা', 'সাহিত্য প্রসঙ্গ', 'আত্মকথা', 'ফিরে দেখা', 'গল্প লেখার গল্প' ইত্যাদি তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থ। তাঁর রচিত গল্প 'হেডমাষ্টার' ও 'মহানগর' চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। গল্প দুইটির প্রথমটি ফরাসী ভাষায় এবং দ্বিতীয়টি কানাড়ি ও মারাঠি ভাষায়ও অনূদিত হয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যেমন তিনি প্রচুর লিখেছেন, তেমনই সিনেমা ও থিয়েটারে তাঁর লেখা অনেক বই নাট্যাকারে অভিনীত হয়েছে। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি

দিয়ে পরম মমতায় চরিত্র ফুটিয়ে তোলার তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। [১৬,১৪৬]

নলিনীকান্ত ঘোষ (অক্টোবর ১৮৯২ - ২২.৪. ১৯৭৫) আড়াই হাজারী জাওগড়া—ঢাকা। জয়চাঁদ। গ্রামের বিদ্যালয়ে পড়ার সময় হেডপণ্ডিত সতীশ-চন্দ্র কাব্যতীর্থের প্রেরণায় অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। ১৯১০ খ্রী. এণ্ট্রান্স পাশ করে ঢাকা মিডফোর্ড মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হন। ১৯১৩ খ্রী. বৈপ্লবিক কাজের জন্য দলের নির্দেশে তিনি পড়া ছেড়ে চট্টগ্রাম যান। কিছুদিন পর সিরাজগঞ্জে এসে উত্তরবঙ্গে বৈপ্লবিক কর্মে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। 'রাজেনবাবু' ছদ্মনামে তিনি বাঙলার সংগঠনের সঙ্গে সর্বভারতীয় সংগঠনের সংযোগ রক্ষা করতেন। আত্মগোপন-কালে একবার তিনি গ্রেপ্তার হয়ে কলি-কাতা দালান্দা হাউসে আটক থাকেন। ২৩.১২. ১৯১৬ খ্রী. তিনি সেখান থেকে পালিয়ে যান এবং গৌহাটির গোপন কেন্দ্রে আসেন। সেখানে ৯.১. ১৯১৭ খ্রী. পুলিস তাঁদের আস্তানা বেষ্টন করলে তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা পুলিসের সঙ্গে গুলি-বিনিময় করে বেষ্টনী পার হয়ে পালিয়ে যান। দুইদিন পরে তিনি গ্রেপ্তার হন। ১৯২৪ খ্রী. মুক্তিলাভের পর জাতীয় কংগ্রেসের মাধ্যমে দেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। কিছুদিন ঢাকা জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। [১৪৯]

নলিনী ভদ্র (১৯০৫ ? - ৪.৮.১৯৭৫)। একজন সুলেখক ছিলেন। উত্তর-পূর্ব ভারতের আদি-বাসীদের ওপর লিখিত তাঁর গ্রন্থগুলি উল্লেখ-যোগ্য। রচিত গ্রন্থ : 'বিচিত্র মণিপুর', 'আমাদের অপরিচিত প্রতিবেশী', 'বনমল্লিকা' প্রভৃতি। কর্ম-জীবনে বহুদিন 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩০ খ্রী. অসহ-যোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। [১৬]

নিত্যকৃষ্ণ বসু (১৮৬৫ - ১৯০০)। সুকবি। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ.। কোন্নগর ইংরেজী স্কুলে হেডমাস্টার-পদে নিয়োজিত ছিলেন। 'সাহিত্য' পত্রিকায় 'সাহিত্য-সেবকের ডায়েরী' লিখে বাঙলার সুধীসমাজে সুপরিচিত হন। তাঁর রচিত ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'মায়াবিনী' (কাব্য), 'প্রেমের পরীক্ষা' (নাটক) ও 'ভবানী' (গল্প)। [১৩৩]

নেপাল নাহা (১৯১৫ - ৩.১২.১৯৬৭)। ত্রিপুরার বিশিষ্ট নাহা পরিবারে জন্ম। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি অনুশীলন সমিতির সংস্পর্শে আসেন। পূর্ব-পাকিস্তানের অন্যতম শ্রমিকনেতা ছিলেন। তিনি ১৯৩২ - ৩৮ খ্রী. এবং ১৯৪০ - ৪৫ খ্রী. রাজ-বন্দী হিসাবে কারাগারে আটক থাকেন। দেশ-বিভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তানে থেকে যান এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য বিভিন্ন অভিযোগে প্রায় আট বছর কারারুদ্ধ থাকেন। এই অকৃতদার নেতা সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। [১৫৮]

পঞ্চু সেন (১৯১৪ ? - ১২.২.১৯৭২)। প্রসিদ্ধ যাত্রানট। কুড়ি বছর বয়সে তিনি যাত্রাভিনয়ের আসরে প্রথম প্রবেশ করেন গণেশ অপেরার 'প্রবীরার্জুন' পালায়। তাঁর ৩৮ বছরের অভিনয়-জীবনে বহু পালায় নাট্যনৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। তাঁর সৃষ্ট স্মরণীয় চরিত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য : ঈশা খাঁ (চাঁদের মেয়ে), জয়দেব (জয়দেব), কাল-কেতু (চণ্ডীমঙ্গল), দায়ুদ খাঁ (বাঙালী), গর্গ (ভাগ্যের বলি), রহমত (রাইফেল), হরিদাস (বিনয়-বাদল-দীনেশ), ভাসানী (সংগ্রামী মুজিব) প্রভৃতি। [১৬]

পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ (১৬শ শতাব্দী)। বিখ্যাত পাঁচালী কবিদের অন্যতম। প্রথমে তিনি গৌড়ের রাজসভায় ছিলেন। পরে কুচবিহার রাজ-দরবারে আসেন এবং মহারাজা নরনারায়ণের (১৫৩৫ - ৮৭) আদেশে ভাগবতের দশম স্কন্ধ অনুবাদ করে মর্যাদা লাভ করেন। তিনি 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ'-নামে একখানি কাব্যও লিখেছিলেন। তাঁর অপর গ্রন্থ : 'নল-দময়ন্তী কাহিনী'। [১৩৩]

প্যারীলাল রায়। (১৯শ শতাব্দী) লাখুটিয়া—বরিশাল। রাজচন্দ্র। জমিদারবংশে জন্ম। খ্যাতনামা ব্যারিস্টার। ব্যারিস্টার পি. এল. রায় নামে পরিচিত ছিলেন। আইন-ব্যবসায়ে সফলতার জন্য সরকার তাঁকে বাঙলাদেশের 'Legal Remembrancer' পদে নির্বাচিত করেন। এই পদে তিনিই প্রথম ভারতবাসী। মধ্যম ভ্রাতা বিহারীলালের মত তিনিও দেশে শিক্ষাবিস্তারে উৎসাহী ছিলেন। অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারকল্পে প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে 'বাখরগঞ্জ হিতৈষিণী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। [১৬০]

প্রণব রায় (১৯১১ ? - ৮.৮.১৯৭৫)। কলি-কাতার সাবর্ণ চৌধুরীদের বংশধর। প্রখ্যাত গীতি-কার। কলেজ জীবনে স্বদেশী আন্দোলনে অংশ-গ্রহণ করে কারারুদ্ধ হন। জেল থেকে বেরিয়ে গান লিখতে আরম্ভ করেন। তাঁর রচিত চারটি গান কাজী নজরুলের অনুমোদনে ১৯৩৪ খ্রী. শারদীয়া পূজা উপলক্ষে হিজ মাষ্টারর্স ভয়েস রেকর্ডে প্রথম প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে কমলা ঝরিয়ার কণ্ঠে তুলসীদাস লাহিড়ীর সুরে দুইটি ভাটিয়ালী গান—'ও বিদেশী বন্ধু' এবং 'যেথায় গেলে গাঙের চরে'—অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করে। তারপরে দীর্ঘ চল্লিশ বছরে তিনি দুই হাজারেরও বেশী গান লিখেছেন। সহজ কথায় হালকা ছন্দে

যে-কোনও ভাব বা অনুভূতিকে প্রকাশ করার তাঁর বিশেষ ক্ষমতা ছিল। তাঁর রচিত 'চিঠি', 'সাতটি বছর আগে', 'আমার সোনা, চাঁদের কণা' প্রভৃতি কাহিনী-সংগীতে নবতর সংযোজন। চলচ্চিত্রের জন্য তিনি প্রথম সঙ্গীত রচনা করেন 'পণ্ডিত মশাই' কথাচিত্রে (১৯৩৬)। এ ছবির তিনি অন্যতম গীতিকার ছিলেন। পরে এককভাবে বা অন্য গীতিকারের সঙ্গে তিনি বহু কথাচিত্রের জন্য গান লিখেছেন। কয়েকটি কথাচিত্রের কাহিনী, সংলাপ ও চিত্রনাট্যও তিনি রচনা করেছিলেন। পরিচালক হিসাবে তাঁর প্রথম ছবি—'রাঙামাটি' (১৯৪৯)। তাঁর রচিত কিছু গোয়েন্দা-কাহিনীও আছে। [১৭]

প্রফুল্লচন্দ্র রায়। কলিকাতার জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদের উত্তরপুরুষ প্রফুল্লচন্দ্র গৌহাটির কটন কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৪৪ খ্রী. অধ্যাপনা থেকে অবসর নেন। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইংরেজী অধ্যাপক রূপে স্বীকৃতি পান। পাণ্ডিত্য ছাড়াও সঙ্গীত, নাটক, সমাজসেবা ও খেলাধুলায় তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। আসামের লন টেনিস খেলার তিনিই প্রকৃত জনক। [১৪৯]

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী (১৮৭২-১৯৪৯) টাঙ্গাইল—ময়মনসিংহ। কবি ও নাট্যকার। সন্তোষের জমিদার ছিলেন। গৃহশিক্ষকের নিকট যথেষ্ট শিক্ষালাভ করে সাহিত্যের প্রেরণালাভ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : কাব্য—'গৈরিক', 'গৌরবগীতিকা', 'পদ্মা', 'যমুনা', 'লীলা', 'স্মরণ' প্রভৃতি এবং নাটক —'জয়পরাজয়', 'ভাগ্যচক্র', 'চিতোরোদ্ধার' ও 'দিল্লী অধিকার'। তাঁর বিভিন্ন রচনা সাহিত্যিক জলধর সেনের সম্পাদনায় 'প্রমথনাথের গ্রন্থাবলী' নামে কয়েকখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল (১৯১৫-১৬)। [১৩৩]

ফয়যুন্নেসা চৌধুরী, নওয়াব (১৮৪৭/৪৮-১৯০৫)। নোয়াখালি জেলার পশ্চিম গাঁ-এর জমিদার। জনহিতকর বিভিন্ন কাজে তিনি প্রভূত অর্থ দান করেন। ইংল্যাণ্ডের রানী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক 'নওয়াব' উপাধিতে ভূষিত হন। ভারতবর্ষের আর কোন মহিলা এরূপ সম্মানিত উপাধি পান নি। আরবী ও ফারসী ভাষায় এবং সংস্কৃতেও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। সুললিত গদ্য ও পদ্য ছন্দে রচিত প্রায় পাঁচশত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'রূপজালাল' ১৮৭৬ খ্রী. ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। বিড়ম্বিত দাম্পত্য-জীবনের এক করুণ রূপক কাহিনী এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। [১৩৩]

বংশীবদন (১৪৯৪-?) পাটুলী। মতান্তরে কুলিয়াপাহাড়—নদীয়া। ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়। একজন বিখ্যাত বৈষ্ণব-পদকর্তা। তিনি শ্রীচৈতন্যের আদেশে পিতৃভূমি পরিত্যাগ করে নবদ্বীপে এসে বসবাস করেন। পদাবলী ব্যতীত 'দীপান্বিতা' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ভগবৎপ্রেম ও ভক্তিভাবের সমন্বয় তাঁর রচনায় বিধৃত আছে। বিল্বগ্রামের শ্রীগৌরাঙ্গ-মূর্তি ও নবদ্বীপের 'প্রাণবল্লভ' বিগ্রহের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। [১,২৫,১৩৩]

বরদা পাইন (? - ৭.৯.১৯৭৫) হাওড়া। বিখ্যাত আইনজীবী। জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। ডা. বিধানচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র বসু, তুলসীচরণ গোস্বামী, নলিনীরঞ্জন সরকার প্রমুখ রাজনীতিবিদ্‌দের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ১৯৪৩ খ্রী. ফজলুল হক মন্ত্রিসভার অপসারণের পর এপ্রিল মাসে স্যার নাজিমুদ্দিনের গঠিত মন্ত্রিসভায় তিনি যোগ দেন। পূর্ত ও যোগাযোগ দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। সেই সময় একজন সুদক্ষ প্রশাসক হিসাবে তাঁর খ্যাতি বিস্তৃত হয়। ১৯৪৫ খ্রী. ঐ মন্ত্রিসভার পতন ঘটলে তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে কার্যত অবসর নেন এবং আইন-ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী হিসাবে মৃত্যুর এক বছর আগেও তিনি বিভিন্ন জটিল মামলায় পরামর্শ দিয়েছেন। প্রায় ১২ বছর হাওড়া পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৬৭ খ্রী. বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থী হিসাবে তিনি সদস্য নির্বাচিত হন। ঐ সময়ে যে-সমস্ত সুদক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান ছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ৯৪ বছর বয়সে মৃত্যু। [১৬]

বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য (১৮৯৫-১৭.৯.১৯৭৫) হাওড়া। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ও সমাজসেবী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র বিজয়কৃষ্ণ অধ্যাপনা-কাজে ব্রতী ছিলেন। গান্ধীবাদী রাজনীতিবিদ্ হিসাবে ১৯২০ খ্রী. থেকেই তিনি অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন ও লবণ সত্যাগ্রহের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে আসেন। ১৯৩২ খ্রী. তিনি সারা বাঙলার পঞ্চম ডিক্টেটর নির্বাচিত হন। তিন বছর অবিভক্ত বাঙলার প্রদেশ কংগ্রেসের সহ-সভাপতি এবং দীর্ঘকাল সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির (এ.আই.সি.সি.) সদস্য ছিলেন। একবার হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক ও ১৯২৮ খ্রী. হাওড়া পৌরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য তাঁকে কয়েকবার কারাবরণ করতে হয়। রাজরোষে পড়ে সেণ্ট পল্‌স্ কলেজ থেকে কর্মচ্যুত হলেও রাজনীতি ও শিক্ষাজগৎ তিনি ত্যাগ করেন নি। ১৯৬২ ও ১৯৬৭ খ্রী. তিনি রাজ্য বিধানসভায় নির্বাচিত হন। হাওড়া গার্লস কলেজ, শিবপুর দীনবন্ধু

কলেজ, রামকৃষ্ণ শিক্ষালয়, প্রসন্নকুমারী বালিকা বিদ্যালয়, চ্যাটার্জী হাই বয়েজ অ্যান্ড গার্লস স্কুল প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। [১৬]

বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত (১৫.১.১৯০৪ - ১৫.৪. ১৯৭৫) গাউপাড়া—ঢাকা। মাতুলালয় ঢাকার সোনারং-এ জন্ম। পিতা—পুরুলিয়ার বিখ্যাত নেতা ও 'লোকসেবক সঙ্ঘে'র প্রতিষ্ঠাতা ঋষি নিবারণ-চন্দ্র। বিভূতিভূষণ পুরুলিয়া জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করে কলিকাতার কলেজে পড়তে আসেন। এই সময় (১৯২১) গান্ধীজীর আহ্বানে তিনি কলেজ ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯২৪ খ্রী. তারকেশ্বরের মহান্তের দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে দেশ-বন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আহ্বানে যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয় তাতে মানভূম জেলার সত্যাগ্রহীদের নেতৃত্ব করে তিনি সদলে কারাবরণ করেন। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে অল্পবয়স থেকেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সব রকমের আন্দোলনে তিনি সংগ্রামিরূপে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রাজনৈতিক আদর্শের দিক্ দিয়ে গান্ধীবাদী হলেও বিগত-দিনের সহিংস বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট আত্মিক যোগ ছিল। তাঁর রচিত 'সেই মহাবরষার রাঙা জল' গ্রন্থটিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজনৈতিক বন্দীরূপে বহুবার তিনি আটক ও অন্তরীণ থাকেন। ১৯৪৮ খ্রী. কংগ্রেস ত্যাগ করে 'লোক-সেবক সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠায় তিনি বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন এবং সঙ্ঘের প্রধান সচিব হন (১৪.৬. ১৯৪৮)। বিহার-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বাঙালী-প্রধান পুরুলিয়ার পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির আন্দোলনে বিভূতিভূষণ অন্যতম পুরোধা ছিলেন। এই আন্দোলনের ফলেই পুরুলিয়া পশ্চিম-বঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়। পুরুলিয়ার প্রতিনিধিরূপে লোকসেবক সঙ্ঘের প্রার্থী হিসাবে তিনি ১৯৫৭ খ্রী. ভারতের লোকসভায় সদস্যরূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৬১ খ্রী. পুরুলিয়া নির্বাচনকেন্দ্র থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য হন। ১৯৬৭ খ্রী. ও ১৯৬৯ খ্রী. যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে তিনি যথাক্রমে পঞ্চায়েত তথা সমাজ কল্যাণ দপ্তরের ও পঞ্চায়েত দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। পুরুলিয়া জেলাই তাঁর প্রধান কর্মস্থল ছিল। পুরুলিয়া থেকে প্রকাশিত পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক 'মুক্তি' পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন। পশ্চিম বাঙলার, বিশেষত পুরুলিয়ার বহু গঠনমূলক কাজের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। অকৃতদার বিভূতিভূষণ পশ্চিম-বঙ্গের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও হানাহানি অবসানের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করে গেছেন। [১৬,১৪৯, ১৫৮]

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (? - ৩.৭.১৯৭৫) গৌরীপুর—ময়মনসিংহ। পিতা ব্রজেন্দ্রকিশোর গৌরীপুর রাজপরিবারের বিখ্যাত ব্যক্তি। সংগীত-শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ও বিশিষ্ট যন্ত্রসংগীত-শিল্পী বীরেন্দ্রকিশোর তানসেন-বংশীয় মহম্মদ আলি খাঁ সাহেবের কাছে ধ্রুপদ সংগীত ও সুরশৃঙ্গার-বাদন শিক্ষা করেন। সুরশৃঙ্গার, রবাব ও বীণ-বাদনে তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। আলাপ-বাদনে, বিশেষত জোড়ের কাজে অদ্বিতীয় ছিলেন। সংগীত-জগতের বহু রকমের সংস্থার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তিনি কেন্দ্রীয় সংগীত-নাটক-নৃত্য আকাডেমির সদস্য ছিলেন। আকাশ-বাণীর কেন্দ্রীয় অডিশন কমিটির সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। ধর্মজীবনে ঋষি অরবিন্দের শিষ্য ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'হিন্দুস্থানী সংগীতে তানসেনের স্থান' ও 'রাগ সংগীত'। তিনি এবং প্রফুল্লকুমার রায় 'হিন্দুস্থানী সংগীতের ইতিহাস' গ্রন্থটি রচনা করেন। [১৬]

মহীউদ্দীন চৌধুরী (১৯০৬ - ১৯৭৫) খৈড়া খালপার—ঢাকা। মনীরউদ্দীন চৌধুরী। কবি মহী-উদ্দীনের পুরো নাম রব্বে আলা মহীউদ্দীন, ডাক-নাম রঙ মিয়া। ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম যুগে যে অল্প কয়েকজন বুদ্ধিজীবী কমিউ-নিস্ট মতাদর্শে প্রভাবিত হয়েছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম। ১৯২৩ খ্রী. থেকে খিলাফত আন্দোলন ও কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনে স্বেচ্ছাসেবক-রূপে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। ১৯২৫ খ্রী. থেকে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হন। ১৯৩৭ খ্রী. থেকে ১৯৪৫ খ্রী পর্যন্ত কলিকাতায় 'ইণ্ডিয়ান কোয়ার্টারমাস্টারস্ ইউনিয়ন'-এর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। কিছুদিন 'ইণ্ডিয়ান সেলার্স ইউনিয়ন' এবং 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস'-এর সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-কালে বহু ফেরারী রাজনৈতিক নেতা তাঁর কাছে আশ্রয় পেয়েছেন ; অনেকের নিরাপত্তার ব্যবস্থাও তিনি করেছেন। নানা কারণে ১৯৪৯ খ্রী. তাঁকে কলিকাতা ছেড়ে ঢাকায় গিয়ে বাস করতে হয়। ফতুল্লায় তাঁর বাড়ির নাম রেখেছিলেন 'সাহিত্য শিবির'। ১৯৫৪ খ্রী. থেকে দুই বছর 'ঈস্ট পাকিস্তান ফেডারেশন অব লেবার' সংস্থার রিসার্চ অফিসার ছিলেন। 'আড়ীয়ান বিল কৃষক সভা' সংগঠনের পুরোধা হিসাবে যথেষ্ট কাজ করেছেন। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল অনাবাদী জমিকে আবাদযোগ্য করে তুলে দেশের খাদ্য-ঘাটতি

পূরণ করা। ১৯৫৮ খ্রী. মিলিটারী শাসনের চাপে তাঁর রাজনৈতিক কর্মধারা বাধাপ্রাপ্ত হলে তিনি পুরোপুরি সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। গীতিকাব্য, কবিতা, নাট্যকাব্য, গদ্যরচনা, নাটক, উপন্যাস ও ছোটগল্পের সংগ্রহ এবং অনুবাদ-সাহিত্য নিয়ে তাঁর রচনার সংখ্যা ৮২। তার মধ্যে ৩৬ খানা প্রকাশিত হয়েছে। অনূদিত গ্রন্থ 'জরথুস্ত্র বললেন', 'অনুধ্যান', 'তিনজন মুসলিম মনীষী', 'ফাউস্ট (২ খণ্ড) ও 'প্রাচীন বিজ্ঞানের ইতিহাস' বাংলা একাডেমী প্রকাশ করেছে। তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : কাব্য—'পথের গান', 'স্বপ্নসংঘাত যুদ্ধবিপ্লব', 'গরীবের পাঁচালী', 'অন্ন চাই, আলো চাই', 'জনসাধারণ', 'নবভারত', 'শিকারে চলেছে প্রভু বাস্যা কলন্দর', 'গান্ধীজী নিহত হয়েছেন', 'দিগন্তের পথে একা', 'অন্ধকারে ষড়যন্ত্র', 'এলো বিপ্লব'; উপন্যাস—'মহামানবের মহাজাগরণ', 'দুর্ভিক্ষ', 'আলোর পিপাসা', 'শাদি মোবারক', 'নতুন সূর্য', 'নির্যাতিত মানবের নামে', 'বশির', 'শিল্পির স্বপ্ন', 'কঙ্কাবতীর তীরে', 'কামিনী-কাঞ্চন'; নাটক—'রক্তাক্ত পৃথিবী'; ছোটগল্পের সংগ্রহ—'নিরুদ্দেশের যাত্রী'। 'গান্ধীজী নিহত হয়েছেন' (১৩৫৬ ব.) কবিতায় তিনি লেখেন '...অঙ্গহীন স্কন্ধকাটা রক্তাক্ত ভারত/ছুটিয়াছে অন্ধকারে নাহি জানে পথ/পূবের সমুদ্রতীর পূর্ব পাকিস্তান/মাঠে মাঠে কাঁদে চাষী দুঃস্থ মোসল-মান/গান্ধীজী নিহত হয়েছেন'। ১৯৫৬ খ্রী. এক স্টাডি কনফারেন্সে যোগ দিতে তিনি ইংল্যান্ড যান। সেখানকার অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে রচিত হয় 'The Poem of Padma and the Prose of Thames' (১৯৫৭)। অন্যান্য ইংরেজী রচনা : 'Under the Shadow of an Anarckic World' (১৯৪৩), 'New Order of Society' (১৯৪৭) ও 'The Word' (১৯৭০)। [১৪৬,১৫৮]

মহেন্দ্রনাথ দত্ত (১.৮.১৮৬৯ - ১৯৫৬) কলিকাতা। বিশ্বনাথ। স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত যুবক মহেন্দ্র-নাথ ১৮৯৬ খ্রী. আইনশিক্ষার উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডে যান। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও অগ্রজের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আইনশিক্ষা ছেড়ে ইতিহাস, দর্শন ও বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। তিনি দেশ-বিদেশের বহু স্থান পদব্রজে পরিভ্রমণ করেন ও ১৯০২ খ্রী. কলিকাতায় ফিরে আসেন। তাঁর লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থে, বিশেষত মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত 'ন্যাশনাল ওয়েল্থ', 'ফেডারেটেড এশিয়া', 'প্রাচীন ভারতের সংশ্লিষ্ট কাহিনী' প্রভৃতি পুস্তকে প্রক্ষিপ্ত আভাসে তাঁর পরিক্রমার বিবরণী পাওয়া যায়। সম্ভবত জাতীয় আন্দোলন-কালে তাঁর লিখিত পাণ্ডুলিপি স্থান থেকে স্থানান্তরে অপসারণের জন্য বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় নি। তাঁর অনুগামীদের পুলিসী জুলুমের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বহু পাণ্ডুলিপি তিনি নষ্ট করেও ফেলেছেন। দর্শন, ইতিহাস, কাব্য, ধর্ম, স্থাপত্য, শিল্প, সমাজদর্শন, জীববিদ্যা এবং বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত তাপ, আলোক, শব্দ, স্পন্দন ও মহাজাগতিক ক্রমবিবর্তন বিষয়ে গবেষণামূলক প্রায় ৯০খানি পুস্তকের তিনি রচয়িতা। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী' (৩ খণ্ড), 'লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ' (৩ খণ্ড), 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান', 'গিরিশচন্দ্রের মন ও শিল্প', 'পশুজাতির মনোবৃত্তি', 'পাশুপত অস্ত্রলাভ' (কাব্য), 'শিল্প প্রসঙ্গ', 'নৃত্য-কলা', 'প্রাচীন জাতির দেবতা ও বাহনবাদ', 'ডিসার্টেশন অন পেণ্টিং', 'প্রিন্সিপলস্ অফ আর্কিটেক্চার', 'মাইণ্ড', 'রাইট্স্ অফ ম্যান-কাইণ্ড' প্রভৃতি। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে মহেন্দ্র-নাথের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। গৈরিক বস্ত্র ধারণ না করলেও তিনি সন্ন্যাসজীবন যাপন করতেন। [১৩৩,১৪৯]

মুজিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধু (১৭.৩.১৯২০ - ১৪/১৫.৮.১৯৭৫) টুঙ্গীপাড়া—ফরিদপুর। শেখ লুৎফর রহমান। স্বাধীন বাঙলাদেশের জনক ও তার প্রথম প্রধানমন্ত্রী। নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরে জন্ম, অত্যন্ত কঠিন ও দুর্গম পথ দিয়ে অতি কষ্টে জীবন বিপন্ন করে পদে পদে অগ্রসর হতে হয়েছে তাঁকে। ছাত্রা-বস্থাতেই রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করেন। ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ থেকে ১৯৪২ খ্রী ম্যাট্রিক পাশ করে কলিকাতার ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন ও ১৯৪৭ খ্রী. বি.এ. পাশ করেন। এ সময়ে 'নিখিল ভারত মুসলিম স্টুডেণ্টস্ লীগে'র অন্যতম সদস্য ছিলেন। কলিকাতায় তাঁর প্রধান সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরী, কাজী আহমেদ কামাল, মহিরুদ্দিন প্রভৃতি সেদিনের ছাত্রনেতারা। ১৯৪৩ খ্রী. তিনি অবিভক্ত বাঙলাদেশের মুসলিম লীগের কাউন্সিলার নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ খ্রী. সাধারণ নির্বাচনে ফরিদপুর জেলায় মুসলিম লীগের নির্বাচনী কাজে বিশেষ দক্ষতা দেখান। সেপ্টেম্বর ১৯৫২ খ্রী. পিকিং-এ অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি সম্মেলনে তিনি পাকিস্তানের অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন। পূর্ব-বাঙলার ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করায় প্রায় আড়াই বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। অর্থোপার্জনের জন্য তিনি দীর্ঘদিন ঢাকায় আল্ফা

ইন্সিওরেন্স কোং ও গ্রেট ঈস্টার্ন ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে কাজ করেছেন। ১৯৫৪ খ্রী. পূর্ব-বঙ্গের ঐতিহাসিক সাধারণ নির্বাচনে তিনি তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতার পরিচয় দেন এবং ফজলুল হক যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় (১৫.৫.১৯৫৪) বাণিজ্য, শিল্প ও দুর্নীতি-নিবারণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ৩১.৫.১৯৫৪ খ্রী. ৯২/এ ধারা প্রয়োগের ফলে পূর্ব-পাকিস্তানের এই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে যায় এবং বহু রাজনৈতিক কর্মীর সংগে তিনিও গ্রেপ্তার হন। আওয়ামী নেতা আতাউর রহমান পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হলে (৬.৯. ১৯৫৬) মুজিবুর ঐ মন্ত্রিসভার বাণিজ্য ও শিল্প দপ্তরের ভার গ্রহণ করেন। ২৭.১০.১৯৫৮ খ্রী. এই মন্ত্রিসভা বাতিল করে প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খান পাকিস্তানের সর্বেসর্বা হয়ে বসেন। এই সময় থেকে বহুবার তাঁকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। আওয়ামী লীগের সূত্রপাত থেকেই তিনি তার সংগে জড়িত ছিলেন এবং শহীদ সোহরাবর্দীর মৃত্যুর পর (৫.১২. ১৯৬৩) তিনিই ঐ দলের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা বলে বিবেচিত হন। ১৯৬৪ খ্রী. খুলনা ও ঢাকায় যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল, তিনি ঐ দাঙ্গা প্রতিরোধে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। ১৯৬৬ খ্রী. পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে তিনি দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। তার আগে দশ বছর তিনি দলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। এই সময় তাঁর 'ছয় দফা' ঘোষণা পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালীকে নব-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। এই 'ছয় দফা'কে তিনি 'বাঙলাদেশে'র সাড়ে সাত কোটি শোষিত, নিপীড়িত, নিষ্পেষিত বাঙালীর মুক্তির 'জাতীয় সনদ' বলে অভিহিত করেন। ১৯৬৮ খ্রী. আগরতলা ষড়যন্ত্রের মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খান তাঁকে কুর্মিটোলায় মিলিটারী জেলে বন্দী করে রাখে। ১৯৬৯ খ্রী. ছাড়া পেয়ে কিছুদিনের জন্য লণ্ডন যান। ঐ বছরই গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে রাওয়ালপিণ্ডি উপস্থিত থাকেন। ১৯৬৯ খ্রী. গণ-আন্দোলনের মুখে আয়ুব খানের পতন ঘটলে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় আসেন এবং ১৯৭০ খ্রী. পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে (৭.১২.১৯৭০) আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে জয়লাভ করে—মুজিবুর ছিলেন এই বিজয়ী দলের নেতা। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হলেও শাসনতন্ত্র রচনার অধিকার তাঁকে দেওয়া হয় নি। এই কারণে মুজিবুরের নেতৃত্বে ১ মার্চ থেকে ৬ মার্চ ১৯৭১ খ্রী. পূর্ব-পাকিস্তানে ব্যাপক গণ-বিক্ষোভ চলে। ৭ মার্চ এক জনসভায় তিনি দাবি জানান, 'সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে', 'সৈন্যবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে', 'গণহত্যার তদন্ত করতে হবে' এবং 'জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে'। বহুদিন থেকেই তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ছিল—পূর্ব-বাঙলার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার—পূর্ব-বাঙলার অটোনমি। তিনি ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম—এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। ১৫. ৩.১৯৭১ খ্রী. জঙ্গীশাহীর হুমকির জবাবে তিনি একটি ঘোষণার দ্বারা পূর্ব-পাকিস্তানের পূর্ণ-প্রশাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করেন। উদ্দেশ্য, 'বাঙলাদেশের জনগণের মুক্তি'। পরদিন থেকেই নির্মম জঙ্গী নিষ্পেষণ শুরু হয়। ২৫ মার্চ মুজিবুরকে বন্দী করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে আটক করে রাখা হয়। তবে ঐ তারিখেই, বলা যায়, জন্ম নিয়েছিল নূতন এক জাতি। বহু অত্যাচার, অসংখ্য হত্যার পরও মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ব-পাকিস্তানের স্বাধীনতা-সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং 'বাঙলাদেশ' সার্বভৌম রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় (১৬. ১২.১৯৭১)। ১০ জানুয়ারী ১৯৭২ খ্রী. মুক্ত হয়ে মুজিবুর দেশে ফেরেন এবং প্রধানমন্ত্রিপদে আসীন হয়ে জাতিগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। ২৫.১.১৯৭৫ খ্রী. দেশে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার চালু হলে তিনি রাষ্ট্রপতি হন। সংশোধিত শাসনতন্ত্র-অনুসারে গঠিত একমাত্র রাজনৈতিক দল 'বাঙলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ' (সংক্ষেপে 'বাকশাল')-এর তিনি সভাপতি ছিলেন। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ খ্রী. এক আকস্মিক অভ্যুত্থানে ভোর পাঁচটায় সামরিক বাহিনীর লোকের হাতে তিনি ঢাকায় তাঁর ৩২নং ধানমণ্ডীর বাড়িতে সপরিবারে নিহত হন। পরক্ষণেই ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষিত হয়, 'আমি মেজর ডালিম বলছি—শেখ মুজিবের স্বৈর সরকারের পতন হয়েছে। শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে।' [১০৬, ১৪৯,১৬২]

মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৩? - ২১.৯. ১৯৭৩)। বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পের বিশিষ্ট ব্যক্তি। প্রমথেশ বড়ুয়ার সংগে তিনি এম.পি. প্রডাক্শন গঠন করেন। 'উজ্জ্বলা' সিনেমা হল স্থাপন এবং 'শ্রী', 'উত্তরা' ও 'ওরিয়েণ্ট' চিত্রগৃহ গঠনেও তাঁর ভূমিকা ছিল। বেঙ্গল মোশন পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশনের তিনি সভাপতি এবং চিত্রজগতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংগে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। [১৬]

যতীন্দ্রনাথ ঘোষাল (১৮৯৫ - ২৫.৪.১৯৬৮) বরাহনগর—চব্বিশ পরগনা। রাধিকাপদ। বিপ্লবী ও প্রখ্যাত চিকিৎসক। তিনি বাঘা যতীন, ডা. যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, হরিকুমার চক্রবর্তী প্রমুখের

সংস্পর্শে আসেন ও বসিরহাট অঞ্চলে বিপ্লবী কর্ম-ধারা বিস্তার করেন। চিকিৎসক হিসাবে তাঁর কর্ম-কেন্দ্র ছিল বসিরহাট। তিনি যুবকদের মধ্যে লাঠি-খেলা ও শরীরচর্চামূলক বিভিন্ন খেলাধুলার প্রবর্তন করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জাভা থেকে যে জাহাজে অস্ত্র আসছিল, সেই জাহাজের একটি গন্তব্যস্থল ছিল বালেশ্বর। বিকল্প গন্তব্যস্থল ছিল সুন্দরবন। সুন্দরবন অঞ্চলে তিনি ও তাঁর সহ-কর্মীরা সাতদিন আলোকসঙ্কেত করে অপেক্ষা করেছিলেন। পরে পুলিসের চোখ এড়াতে নেপাল সরকারের চাকুরি নিয়ে চলে যান। বসিরহাটের কংগ্রেস সংগঠনের তিনি প্রথম সম্পাদক ও বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। আজীবন রাম-কৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরিণত বয়সে তাঁর রচিত 'প্র্যাক্‌টিস অফ মেডিসিন' (২ খণ্ড), 'অ্যানাটমি ও ফিজিওলজি', 'মেটিরিয়া মেডিকা', 'শিশু ও স্ত্রী চিকিৎসা', 'ইন্‌জেকশন চিকিৎসা' এবং 'কম্পাউন্ডারী শিক্ষা' নামে বাংলা ভাষায় অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থগুলি খুবই সমাদৃত হয়েছিল। [১৫৮]

যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯০ - ২৩.১০. ১৯৭৫)। বিষ্ণুপুর ঘরানার খ্যাতনামা ধ্রুপদ-গায়ক। মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট শাস্ত্রীয় সংগীত-শিক্ষা শুরু করেন। পরবর্তী কালে রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী ও গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর কাছে তালিম নেন। এ ছাড়া কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্তচিন্তামণি ও আহিরীটোলার গৌরহরি মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বা-বধানে দীর্ঘকাল সঙ্গীতশাস্ত্র অধ্যয়ন ও গবেষণা করেন। সঙ্গীতের প্রচার ও প্রসারে উদ্যমী যোগেন্দ্র-নাথ 'মন্মথনাথ মল্লিক স্মৃতিমন্দিরে'র অধ্যক্ষ ও 'গিরিজাশঙ্কর সঙ্গীত সঙ্ঘে'র সভাপতি ছিলেন। ১৯৬৯ খ্রী. 'সুরেশ সঙ্গীত সংসদ' তাঁকে বাঙলার শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞরূপে স্বীকৃতি দিয়ে স্বর্ণপদক দ্বারা সম্মানিত করে। [১৬]

রমেশ শীল (১৮৭৭ - ৬.৪.১৯৬৭) গোমদান্ডী —চট্টগ্রাম। খ্যাতনামা লোককবি। সুদীর্ঘ জীবনে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু করে দেশের সকল প্রকার প্রগতিশীল আন্দোলনে তাঁর প্রতিভাকে নিয়োজিত করেছিলেন। শেষ-জীবনে তাঁর রচিত অধিকাংশ গানই রাজনীতি-বিষয়ক ছিল। ১৯৫৪ খ্রী. পূর্ব-পাকিস্তানে গভর্নর শাসনের আমলে তিনি নিরাপত্তা আইনে বৎসরাধিককাল আটক থাকেন। অত্যন্ত দারিদ্র্য-দুর্দশার মধ্যে গ্রামের বাড়িতে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। তাঁকে অনেকে লালন ফকিরের উত্তরসাধক বলে অভিহিত করলেও তিনি বাঙলাদেশের লোককবিদের অনুসৃত ঐতিহ্য থেকে স্পষ্ট এবং অতি উজ্জ্বল এক ব্যতিক্রম। [১৫৮]

রাখাল চিত্রকর (১৯শ/২০শ শতাব্দী) সরধা—বীরভূম। মহতাব। নাম-করা পট-শিল্পী। প্রপিতামহ মানিক চিত্রকর, পিতামহ কৈলাস এবং তাঁর পিতাও বীরভূমের বিখ্যাত যম-পট অঙ্কনে পারদর্শী ছিলেন। তিনি মনে করতেন, 'হাত হাতি ঘোড়া/তিন টিপন্যার গোড়া'—অর্থাৎ যে হাত হাতি ও ঘোড়া আঁকতে পারে সে জগৎসংসারের যাবতীয় বিষয়ই আঁকতে পারে। তাঁর পুত্র বাঁকুর মূল জীবিকাও ছিল প্রতিমা-নির্মাণ ও পট অঙ্কন। ঐ জেলার চিত্রকর সম্প্রদায়ের মধ্যে পানুরিয়ার ভক্তি, জানকীনগরের বসন্ত, মদী-য়ানের জানকী ও সদানন্দ, আয়াশের সতীশ, মটরু ও ভুতু, জুনিদপুরের হৃষীকেশ, সাহাপুরের শ্রীপতি ও অদৃষ্ট, শিবগ্রামের ভক্তি, ইটাগুড়িয়ার সুদর্শন প্রভৃতি শিল্পীর নাম উল্লেখযোগ্য। বীরভূমের যম-পটের সর্ববৃহৎ সংগ্রহ আছে চব্বিশ পরগনার ব্রত-চারী গ্রামে গুরুসদয় সংগ্রহালয়ে। [১৬৪]

রাজকুমার চক্রবর্তী (১৮৯২ ? - ১৫.৯.১৯৭৫) সন্দ্বীপ—নোয়াখালী। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ও দেশ-কর্মী। স্বাধীনতা-লাভের আগে দেশে তিনি কংগ্রেস-কর্মী হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। পরে ভারতীয় গণ-পরিষদেরও সদস্য হন। দেশ-বিভাগের পর তিনি প্রায় ৫ বছর পাকিস্তান গণ-পরিষদের সদস্য এবং পরিষদীয় কংগ্রেস দলের সম্পাদক ছিলেন। তারপর থেকে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন এবং রাজ্য বিধান পরিষদেরও সদস্য হন। তাঁর অর্ধশতাব্দীকালের শিক্ষক-জীবনের প্রায় সবটাই কেটেছে বঙ্গবাসী কলেজে। ১৯১৯ খ্রী. তিনি ঐ কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। বাঙলায় এমন অনেক পরিবার আছেন, যাঁদের তিন পুরুষই তাঁর ছাত্র। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, রামকৃষ্ণ মিশন, ইউনিভার্সিটি ইন্‌-স্টিটিউট, সন্দ্বীপ-হাতিয়া জনকল্যাণ সমিতি এবং আরও অনেক প্রতিষ্ঠানকে ন্যূনাধিক ৩ লক্ষ টাকা দান করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ঐ সংগঠনের সম্পাদক ও সভাপতি, তাছাড়া বহু বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও সিন্‌ডিকেটের সদস্য ছিলেন। [১৬]

শচীন চৌধুরী (? - ২০.১২.১৯৬৬)। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্। বোম্বাই-এ 'ইকনমিক ও পলিটি-ক্যাল উইকলি' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে তিনি এদেশে একই সঙ্গে অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও বাস্তব অর্থনৈতিক সমস্যা-সংক্রান্ত বিষয়গুলির বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তিতে আলো-

চনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। অর্থনীতি ছাড়া সাহিত্য এবং অন্যান্য বিষয়েও তাঁর যথেষ্ট পড়াশুনা এবং আগ্রহ ছিল। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে তিনি সেখানে অধ্যাপনার কাজ করেন। ভারত সরকারের বোর্ড অফ ট্রেড-এ টেক্‌নিক্যাল অ্যাডভাইসার ছিলেন। কুচবিহার রাজ্যের খ্যাতনামা দেওয়ান যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর মাতামহ। [১৫৮]

শচীন দেববর্মন (১.১০.১৯০৬ - ৩১.১০. ১৯৭৫) আগরতলা—ত্রিপুরা রাজ্য। পিতা সর্বাপেক্ষা সম্মানিত মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র বাহাদুর। কুমিল্লায় জন্ম। জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী ও সুরকার এবং চিত্রজগতের প্রখ্যাত সংগীত-পরিচালক। অনুরাগী মহলের প্রিয় নাম 'শচীন কর্তা'। তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয় পূর্ব-বাঙলার কুমিল্লা এবং আগরতলায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পাশ করার পর ত্রিপুরার রাজদরবারে উচ্চপদের চাকরি পান। ছোটবেলা থেকে সংগীতে বিশেষ অনুরাগ ছিল, তাই চাকরি না করে তিনি সংগীতের উপযুক্ত শিক্ষা ও চর্চার জন্য কলিকাতায় চলে আসেন এবং এখানে ওস্তাদ বাদল খাঁ, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণচন্দ্র দের কাছে শাস্ত্রীয় সংগীতে তালিম নেন। ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ, আবদুল করিম খাঁ প্রমুখ সংগীত-গুণীদের সংস্পর্শে এসেও তিনি শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। লোকসংগীতের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। পূর্ব-বাঙলা সহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তিনি লোকসংগীত সংগ্রহ করে সেগুলি নিজস্ব ভঙ্গীতে গেয়ে অল্পদিনেই সুনাম অর্জন করেন। তাঁর কণ্ঠমাধুর্য ছিল অপূর্ব এবং অনন্য। বাংলা রাগপ্রধান গানকেও তিনি নিজস্ব রসবোধে সহজ সুরসংযোগে সর্বজনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। কলিকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথম গানেই তিনি অসংখ্য শ্রোতার চিত্ত জয় করেন (১৯২৩)। তারপর থেকে তাঁর বিভিন্ন গানের রেকর্ড প্রকাশিত হতে থাকে। রেকর্ডে তাঁর বিশেষ জনপ্রিয় প্রথম গান—'ও কালো মেঘ, বলতে পারো কোন্ দেশেতে তুমি থাকো' ; রাগপ্রধান গান—'যদি দখিনা পবন', 'আমি ছিনু একা', 'আলো ছায়া দোলা' ; কাব্যগীতি—'প্রেমের সমাধি তীরে' ; পল্লীগীতি—'নিশীথে যাইও ফুলবনে' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ত্রিশের দশকে তিনি চিত্রজগতে অন্যতম গায়ক ও সুরকার হিসাবে যোগ দেন। প্রথম সংগীত পরিচালনা করেন 'রাজগী' নামক চিত্রে (১৯৩৭)। তাছাড়া 'ছদ্মবেশী', 'জীবন-সঙ্গিনী', 'মাটির ঘর' প্রভৃতি চিত্রে সুরযোজনা করে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন। ১৯৪৪ খ্রী. থেকে তিনি বোম্বাই-এ বসবাস শুরু করেন এবং তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপিত হয় সেখানেই। তিনি হিন্দী চিত্রজগতে যোগ দেন এবং ফিল্মীস্তানের 'শিকারী' চিত্রে (১৯৪৫) সংগীত পরিচালনা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। পরে 'দেবদাস', 'সুজাতা', 'বন্দিনী', 'গাইড', 'আরাধনা', 'বাজি', 'শবনম্', 'দো ভাই', 'ট্যাক্সি ড্রাইভার', 'পিয়াসা', 'কাগজকে ফুল' প্রভৃতি ৮০টির অধিক হিন্দী ছবিতে সুরারোপ করে অনন্য কীর্তি রাখেন। ১৯৫৮ খ্রী. সংগীত-নাটক-আকাদমি ও এশিয়ান ফিল্‌ম্ সোসাইটি (লণ্ডন) তাঁকে বিশেষভাবে সম্মানিত করে। ১৯৬৯ খ্রী. ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মশ্রী' উপাধি-ভূষিত হন। তা ছাড়া বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলের বিশিষ্ট শিল্পী সদস্য হিসাবে তিনি ব্রিটেন, রাশিয়া, ফিনল্যান্ড প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করেন। সংগীত-বিষয়ে তাঁর সাধনা ও অভিজ্ঞতার অনেক কথা জানা যায় তাঁর লিখিত ও দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত 'সরগমের নিখাদ' রচনায়। তিনি বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদীও ছিলেন। প্রথম জীবনে পূর্ব-বাঙলায়, বিশেষ করে কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও আগরতলায় একজন উৎকৃষ্ট রেফারী হিসাবে সুপরিচিত হয়েছিলেন। পরিণত বয়সেও বড় বড় খেলায় তিনি নিয়মিত দর্শক ছিলেন। বোম্বাই-এ মৃত্যু। বোম্বাই-এর চিত্র-জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত সংগীতশিল্পী মীরা দেবী তাঁর স্ত্রী এবং সুরকার রাহুল দেববর্মন তাঁর একমাত্র পুত্র। [১৬]

শিশির নাগ (১৯৩৬ - ৭.৭.১৯৬০) নওগাঁ—আসাম। সাংবাদিক ও বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী। তিনি নওগাঁ শহরের অন্যতম ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক, একাধিক বাংলা দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার স্থানীয় সংবাদদাতা এবং স্থানীয় উদ্বাস্তু সমিতির সম্পাদক ছিলেন। উদ্বাস্তুদের দাবি আদায়ের আন্দোলনে যোগ দিয়ে দুইবার কারাদণ্ড ভোগ করেন। আসামের ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষকালে দাঙ্গা রুখতে গিয়ে তিনি নিহত হন। [১৫৮]

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৮/২১.৩.১৯০১ - ২.১.১৯৭৬) রূপসীপুর—বীরভূম। ধরণীধর। মাতুলালয় বর্ধমানের অণ্ডালে জন্ম। খ্যাতনামা সাহিত্যিক। 'কালিকলম' যুগের অন্যতম স্রষ্টা। তিন বছর বয়সে মায়ের মৃত্যুর পর মামাবাড়িতে জাঁদরেল দাদামশাই রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের কাছে বড় হয়েছেন। দাদামশাই ছিলেন ধনী কয়লা-ব্যবসায়ী। বর্ধমানে স্কুল জীবনে নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তখন শৈলজানন্দ লিখতেন পদ্য আর নজরুল লিখতেন গদ্য। প্রি-টেস্টের পরীক্ষার সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতেই

তাঁরা উভয়ে পালিয়ে যুদ্ধের কাজে যোগ দেবার জন্য আসানসোলে যান। সেখান থেকে এস.ডি.ও.-র চিঠি নিয়ে কলিকাতায় আসেন এবং ফর্‌টিনাইন বেঙ্গলী রেজিমেণ্টে ঢোকার সব ঠিকঠাক হয়ে যায়। কিন্তু ডাক্তারী পরীক্ষায় তিনি বাতিল গণ্য হন—নজরুল যুদ্ধে যোগ দেন। ফিরে এসে কলেজে ভর্তি হয়েও নানা কারণে পড়া শেষ না করে শর্টহ্যান্ড টাইপরাইটিং শিখে তিনি কয়লা-কুঠিতে চাকরি নেন। পরে সে কাজ ছেড়ে সাহিত্য-কর্মে নিয়োজিত হন। 'বাঁশরী' পত্রিকায় তাঁর রচিত 'আত্মঘাতীর ডায়েরী' প্রকাশিত হলে ধনী দাদামশাই তাঁকে তাঁর আশ্রয় থেকে বিদায় দেন। সেখান থেকে তিনি কলিকাতায় আসেন। এখানে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মুরলীধর বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, দীনেশরঞ্জন দাশ প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং 'কালিকলম' ও 'কল্লোল' গোষ্ঠীর লেখকশ্রেণীভুক্ত হন। খনি-শ্রমিকদের নিয়ে বাংলা সাহিত্যে সার্থক গল্প-রচনায় শৈলজানন্দই পথিকৃৎ। উপন্যাস ও গল্পসহ প্রায় ১৫০ খানি গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। 'কয়লাকুঠির দেশে', 'ডাক্তার', 'বন্দী', 'আজ শুভদিন', 'আমি বড় হব', 'কনেচন্দন', 'এক মন দুই দেহ', 'ক্রৌঞ্চমিথুন', 'ঝড়ো হাওয়া', 'রূপং দেহি', 'সারারাত', 'অপরূপা', 'স্বনির্বাচিত গল্প', (স্মৃতিচারণ), 'যে কথা বলা হয়নি' (চলচ্চিত্র সম্পর্কে স্মৃতিকথা) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তাঁর অনেক উপন্যাস ছায়াছবিতেও রূপায়িত হয়েছে। নিজেও ছবি পরিচালনা করেছেন। তাঁর প্রথম ছবি 'পাতালপুরী' (১৯৩৫)। স্বরচিত গল্পকাহিনী 'নন্দিনী', 'শহর থেকে দূরে', 'মানে না মানা', 'বন্দী', 'অভিনয় নয়' ও 'রং বেরং'-এর চিত্র-পরিচালনা নিজেই করেছিলেন। প্রায় ডজন খানেক সফল চিত্রের তিনি পরিচালক। [১৬,১৭]

সনৎ দত্ত (১৯১৩ - ৩০.১২.১৯৬৮) হবিবপুর—নদীয়া। হাওড়ার বেলিলিয়াস স্কুলে পাঠরত অবস্থায় তিনি সন্ত্রাসবাদী দলের সংস্পর্শে আসেন। ১৯৩০ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার হন। হাওড়া জেলায় বিপ্লবী সাম্যবাদী দল গঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা। ১৯৩৮ খ্রী. হাওড়ার 'মোসাট' কৃষক সম্মেলনে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। তদানীন্তন প্রতিটি কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। শহরাঞ্চলের মজদুর সংগঠনের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। বার্ন অ্যান্ড কোং-এর মজদুর ইউনিয়নের সহ-সভাপতি ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-কালে তিনি ও তাঁর দলের মতবাদ ছিল 'Turn the imperialist war into civil war' এবং তারই ভিত্তিতে তিনি কাজে অগ্রসর হন। ১৯৪২-এর আগস্ট বিপ্লবে হাওড়া বেলিলিয়াস রোডের শ্রমিকদের নিয়ে ব্যাঁটরা থানা আক্রমণ করেন। পুলিসের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে এই অভিযোগে তাঁকে দিল্লীর লালকেল্লায় নিয়ে যাওয়া হয়। বিশ্বযুদ্ধ-শেষে ১৯৪৫ খ্রী. তিনি জেল থেকে মুক্তি পান। ১৯৪৫ খ্রী. গঠিত হাওড়া জেলার মজদুর-কৃষক পঞ্চায়েতের সভাপতি ও 'পঞ্চায়েৎ' পত্রিকার ম্যানেজার হিসাবে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। ১৯৪৬ খ্রী. সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় নিজের জীবন বিপন্ন করেও হাওড়ার সদর বক্সী লেনের দাঙ্গা রোধ করেছিলেন। ঐ সময়ে বহু মুসলমান পরিবারকে আশ্রয় দিয়ে তাদের জীবন রক্ষা করেন। নোয়াখালী থেকে আগত বিপন্ন উদ্বাস্তুদের জন্য তিনি হাওড়ার বিভিন্ন অঞ্চলে রিফিউজী ক্যাম্প সংগঠন করেছিলেন। ১৯৪৯ খ্রী. আর.সি.পি.আই. দলের নেতা পান্নালাল দাশগুপ্তের নেতৃত্বে পরিচালিত সশস্ত্র অভ্যুত্থানের তিনি অন্যতম নেতা ছিলেন। এই ঘটনায় ধৃত হয়ে ১৯৬২ খ্রী. পর্যন্ত কারারুদ্ধ থাকেন। কারাবাস-কালে পুলিসী অত্যাচার ও অন্যায়ের প্রতিবাদে অনশনের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েও তিনি মজদুর ও কিষাণ আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। [১৫৮]

উৎস-নির্দেশ

[১] জীবনীকোষ : শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার সঙ্কলিত
[২] বিশ্বকোষ : প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত
[৩] ভারতকোষ : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত
[৪] বসুমতী : মাসিক পত্রিকা
[৫] ভারতবর্ষ : মাসিক পত্রিকা
[৬] প্রবাসী : মাসিক পত্রিকা
[৭] জীবনী-অভিধান : সুধীরচন্দ্র সরকার সঙ্কলিত
[৮] Freedom Movement in Bengal (1818-1904) : Education Department, Government of West Bengal
[৯] সাধিকামালা : জগদীশ্বরানন্দ
[১০] মৃত্যুঞ্জয়ী : মহাজাতি সদন প্রকাশিত
[১১-১৬] বাংলা ও ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা-সমূহ
[১৭] দেশ : সাপ্তাহিক পত্রিকা
[১৮] অমৃত : সাপ্তাহিক পত্রিকা
[১৯] মানসী ও মর্মবাণী : মাসিক পত্রিকা
[২০] বঙ্গভাষার লেখক : হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
[২১] জ্ঞান ও বিজ্ঞান : মাসিক পত্রিকা
[২২] বঙ্গসংস্কৃতি কথা : প্রসিত রায় চৌধুরী
[২৩] বঙ্গের মহীয়সী মহিলা : অঞ্জনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
[২৪] বিজ্ঞান সাধনায় বাঙ্গালী : কালিদাস চট্টোপাধ্যায়
[২৫] সরল বাঙ্গালা অভিধান : সুবলচন্দ্র মিত্র সঙ্কলিত
[২৬] নূতন বাঙ্গালা অভিধান : আশুতোষ দেব সঙ্কলিত
[২৭] কীর্তন ও কীর্তনীয়া : হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
[২৮] সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত
[২৯] স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী : কমলা দাশগুপ্ত
[৩০] স্বদেশীয় ভারত-বিদ্যাপথিক : গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত
[৩১] প্রাচীন কলিকাতা পরিচয় : হরিহর শেঠ
[৩২] পরিচয় : মাসিক পত্রিকা
[৩৩] স্মরণীয় : ডা. সুশীল রায়
[৩৪] বসুধারা : মাসিক পত্রিকা
[৩৫] বাংলায় বিপ্লববাদ : নলিনীকিশোর গুহ
[৩৬] ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা : যোগেশচন্দ্র বাগল
[৩৭] ভারতী : মাসিক পত্রিকা
[৩৮] বিপ্লবের পদচিহ্ন : ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত
[৩৯] তপস্বী ভারত : স্বামী তত্ত্বানন্দ
[৪০] বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
[৪১] Dictionary of Indian Biography : C. E. Buckland
[৪২] Who's Who of Indian Martyres : Ministry of Education, Government of India
[৪৩] Roll of Honour : Kali Charan Ghosh

[৪৪] বঙ্গের মহিলা কবি : যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
[৪৫] পুরাতন প্রসঙ্গ : বিপিনবিহারী গুপ্ত
[৪৬] Bethune Centenary Volume
[৪৭] Bengal Past and Present : Organ of the Calcutta Historical Society
[৪৮] রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ : শিবনাথ শাস্ত্রী
[৪৯] Annals of Rural Bengal : W. W. Hunter
[৫০] মুক্তির সন্ধানে ভারত : যোগেশচন্দ্র বাগল
[৫১] বরণীয় : যোগেশচন্দ্র বাগল
[৫২] বিষ্ণুপুর ঘরানা : দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
[৫৩] ভারত সংস্কৃতি কথা
[৫৪] ভারতীয় বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস : সুপ্রকাশ রায়
[৫৫] Civil Disturbances During the British Rule in India (1765-1857) : Sashibhusan Choudhury
[৫৬] ভারতের কৃষিবিপ্লব ও গণসংগ্রাম : সুপ্রকাশ রায়
[৫৭] Calcutta University Centenary Volume
[৫৮] হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ইতিহাস : বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও প্রফুল্লকুমার রায়
[৫৯] সঞ্জয় উবাচ : সঞ্জয়
[৬০] শিশুসাথী : মাসিক পত্রিকা
[৬১] বেতার জগৎ : পাক্ষিক পত্রিকা
[৬২] Calcutta Municipal Gazette
[৬৩] স্বদেশ কথা ঃ কিরণ চৌধুরী
[৬৪] সংবাদপত্রে সেকালের কথা : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
[৬৫] সাজঘর : ইন্দ্রমিত্র
[৬৬] সপ্তাহ : সাপ্তাহিক পত্রিকা
[৬৭] বাঙ্গালীর ইতিহাস : ড. নীহাররঞ্জন রায়
[৬৮] গিরিশ রচনাবলী : সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত
[৬৯] আমার কথা : বিনোদিনী দাসী
[৭০] অবিস্মরণীয় : গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র
[৭১] An Indian Path Finder : Albion Bonerjee
[৭২] পুরণো বই : নিখিল সেন
[৭৩] বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ : বিশ্বভারতী প্রকাশিত
[৭৫] শিক্ষা সমাচার : মাসিক পত্রিকা
[৭৬] কমিউনিস্ট আন্দোলনের শহীদনামা : পুস্তিকা
[৭৭] বাংলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি : যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য
[৭৮] History of Sanskrit Literature : Dr. S. K. De
[৭৯] পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি : বদরুদ্দীন উমর
[৮০] রক্তের অক্ষরে : শৈলেশ দে
[৮১] বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী : জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস
[৮২] পুস্তিকা, স্মরণিকা ইত্যাদি
[৮৩] সিপাহীবিদ্রোহে বাঙালী : দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
[৮৪] সুকুমার রায় : লীলা মজুমদার

[৮৫] দীনবন্ধু রচনাবলী : সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত
[৮৬] দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী : সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত
[৮৭] রবীন্দ্রজীবনী : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
[৮৮] Autobiography of Maharshi Devendranath Tagore
[৮৯] মানবেন্দ্রনাথ রায় ও তাঁর জীবন ও দর্শন : স্বদেশরঞ্জন বসু
[৯০] বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান (১ম) : দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
[৯১] বিপ্লবের সন্ধানে : নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
[৯২] বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি : যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়
[৯৩] সুরের আগুন : গোলাম কুদ্দুস
[৯৪] এক শতাব্দী : ঢাকা থেকে প্রকাশিত
[৯৫] শের-এ-বাংলা : ঢাকা থেকে প্রকাশিত
[৯৬] চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহ : অনন্ত সিংহ
[৯৭] সবার অলক্ষ্যে : ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়
[৯৮] বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা : হেমচন্দ্র দাস কানুনগো
[৯৯] ডেটিনিউ : অমলেন্দু দাশগুপ্ত
[১০০] বিবিধ প্রবন্ধ : রাজনারায়ণ বসু
[১০১] অগ্নিদিনের কথা : সতীশচন্দ্র পাকড়াশী
[১০২] যাদুকাহিনী : অজিতকৃষ্ণ বসু
[১০৩] যাঁদের গায়ে জোর আছে : উমেশচন্দ্র মল্লিক
[১০৪] In Search of Freedom : Jogesh Ch. Chatterjee
[১০৫] ভূপেন্দ্রনাথ : চৈতন্য লাইব্রেরী প্রকাশিত
[১০৬] পাণ্ডুলিপি
[১০৭] কালান্তর : পত্রিকা
[১০৮] অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস : ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
[১০৯] বঙ্কিম রচনাবলী : সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত
[১১০] অমর কৃষকনেতা বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায় : বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রাম সহায়ক সমিতি প্রকাশিত
[১১১] বিভূতিভূষণ গ্রন্থাবলী : মিত্র ঘোষ প্রকাশনা
[১১২] ভারত সঙ্গীতের কথা : পাণ্ডুলিপি
[১১৩] মধুসূদন রচনাবলী : সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত
[১১৪] স্বাধীনতা-সংগ্রামে বরিশাল : হীরালাল দাশগুপ্ত
[১১৫] On Rammohon Roy : Sati Kumar Chattopadhyay
[১১৬] A National Biography for India : J. Das Gupta
[১১৭] রমেশ রচনাবলী : সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত
[১১৮] ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া : প্রভাতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
[১১৯] রবীন্দ্র দর্শন : হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
[১২০] রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি : সুধাংশুবিমল বড়ুয়া
[১২১] ঠাকুরবাড়ীর কথা : হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
[১২২] বাংলা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক : ড. সবিতা চট্টোপাধ্যায়
[১২৩] দেশের কথা : সখারাম গণেশ দেউস্কর
[১২৪] Dictionary of National Biography : Edited by S. P. Sen, Institute of Historical Studies
[১২৫] ধূর্জটিপ্রসাদ

[১২৬] মৃত্যুঞ্জয়ী সতীন্দ্রনাথ : অশ্বিনীকুমার মেমোরিয়াল কমিটি
[১২৭] মৃত্যুহীন : সম্পাদক শান্তিময় রায়
[১২৮] কৃষকসভার ইতিহাস : আবদুল রসুল
[১২৯] মহাভারত : অমূল্য বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত—প্রবাসী সংস্করণ
[১৩০] বঙ্গীয় মহামহোপাধ্যায় জীবনী : হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য
[১৩১] হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ : সুধীরকুমার মিত্র
[১৩২] রুশবিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী : চিন্মোহন সেহানবীশ
[১৩৩] বাংলা বিশ্বকোষ : নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা প্রকাশিত
[১৩৪] সিমলা ব্যায়াম সমিতি (১৯৭৩) দুর্গাপূজা-স্মারক
[১৩৫] মলয়া : স্বামী মনোমোহন দত্ত
[১৩৬] শ্রীশ্রীঠাকুর ও সৎসঙ্গ : সৎসঙ্গ প্রকাশনী
[১৩৭] University Centenary
[১৩৮] আজও ওঠে চাঁদ : অজয় ভট্টাচার্য
[১৩৯] জাগরণ ও বিস্ফোরণ : কালীচরণ ঘোষ
[১৪০] প্রসাদ : অভিনেতা সংখ্যা, অভিনেত্রী সংখ্যা (১৩৮০)
[১৪১] একশত বছরের বাংলা থিয়েটার : শিশির বসু
[১৪২] শতবর্ষের নাট্যশালা : আশুতোষ ভট্টাচার্য ও অজিতকুমার ঘোষ সম্পাদিত
[১৪৩] বসুমতী : সাপ্তাহিক, ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২
[১৪৪] লক্ষ্মীর কৃপালাভ বাঙালীর সাধনা : বিশ্বকর্মা
[১৪৫] পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা : ১৬ নভেম্বর ১৯৭৩
[১৪৬] সাক্ষাৎকার
[১৪৭] ক্রীড়াজগতে দিক্‌পাল বাঙালী : অজয় বসু
[১৪৮] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা
[১৪৯] বিবিধ : নানা পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত
[১৫০] সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনাবলী : দিলীপ মজুমদার সম্পাদিত
[১৫১] রাগসঙ্গীতে বাঙ্গালী : দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
[১৫২] শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে : ড. মযহারুল ইসলাম সম্পাদিত (বাংলা একাডেমী, ঢাকা)
[১৫৩] বীরের এ রক্তস্রোত মাতার এ অশ্রুধারা : রফিকুল ইসলাম (বাংলা একাডেমী, ঢাকা)
[১৫৪] বাংলা দেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ) : ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার
[১৫৫] সমকালীন : মাসিক পত্রিকা
[১৫৬] মাতৃবন্দনা ঃ হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত
[১৫৭] ভারতের সাধক : শঙ্করনাথ রায়
[১৫৮] কম্পাস : সাপ্তাহিক পত্রিকা
[১৫৯] নীলকর বিদ্রোহ : ডা. সোমেশ্বর চৌধুরী
[১৬০] দ্বিজেন্দ্রলাল : দেবকুমার রায়চৌধুরী
[১৬১] মনোরমার জীবনচিত্র : মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা
[১৬২] গতিচঞ্চল বাঙলা দেশ মুক্তিসৈনিক শেখ মুজিব : অমিতাভ গুপ্ত
[১৬৩] Bengal Renaissance : Edited by Atul Chandra Ghosh
[১৬৪] বীরভূমের যমপট ও পটুয়া : দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	কলম	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩১	১	১৮	১৯২০	১৯২১
১০৬	২	২	১৮৬১	১৮৬৬
১৮৩	২	৪৫	শিবব্রত দত্ত	শিবচন্দ্র দেব
১৮৬	১	৪৪	১৯০০ খ্রী. অনুশীলন সমিতির সদস্য হন	১৯০৩ খ্রী. রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হন
১৯৫	১	৪২	(১৭৪৭ - ১৮২৮)	(১৮৪৭ - ১৯২৮)
২২৩	২	১৮	১৯০৬	১৯৬০
২৯৪	১	১৫	১৯৭৩	—
৩০২	২	৪৫-৪৬	স্যার......জামাতা	ভুল তথ্য—বাদ যাবে
৩১৩	২	৯	বিদ্যালয়	শিক্ষালয়
৩৬৩	২	২৭	১৯৪৯	১৮৪৯